শ্রীমদ্দেবীভাগবতম্

মহাপুরাণম্।

শৈব শ্রীনীলকণ্ঠ ভট্ট বিরচিত তিলকাখ্য টীকা

টিপ্পনী-বঙ্গানুবাদ সমেতঞ্চ।

শ্রীযুক্ত রায় বরদাপ্রসাদ বসু বাহাদুরস্য প্রযত্নেন

শ্রীহরিচরণ বসুনা

সম্পাদিতম্।

(দ্বিতীয়াংশঃ।)

কলিকাতা-রাজধান্যাং

পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট্ ৭১ নং ভবনস্থ শব্দকল্পদ্রুম-কার্য্যালয়াৎ

সম্পাদকেন বঙ্গাক্ষরৈঃ প্রকাশিতম্।

শকাব্দাঃ ১৮১৩

PRINTED BY
K. P. BASU, AT THE RAMNARAYAN PRESS
71, PATHURIAGHATTA STREET
CALCUTTA.

শ্রীমদ্দেবীভাগবতের সূচীপত্র

পঞ্চম স্কন্ধ।

[১—৩৫৫ পৃষ্ঠা। ৩৫ অধ্যায়।]

একাদশ অধ্যায়। ৯৭—১০৭

দ্বাদশ অধ্যায়। ১০৮—১১৭ পৃষ্ঠা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়। ১১৮—১২৫ পৃষ্ঠা।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়। ১২৬—১৩৩ পৃষ্ঠা।

পঞ্চদশ অধ্যায়। ১৩৪—১৪৩ পৃষ্ঠা।

ষোড়শ অধ্যায়। ১৪৪—১৫৪ পৃষ্ঠা।

সপ্তদশ অধ্যায়। ১৫৫—১৬৩ পৃষ্ঠা।

অষ্টাদশ অধ্যায়। ১৬৪—১৭৪ পৃষ্ঠা।

একোনবিংশ অধ্যায়। ১৭৫—১৯০ পৃষ্ঠা।

বিংশ অধ্যায়। ১৯১—১৯৯ পৃষ্ঠা।

একবিংশ অধ্যায়। ২০০—২০৮ পৃষ্ঠা।

দ্বাবিংশ অধ্যায়। ২০৯—২২০ পৃষ্ঠা।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়। ২২১—২৩০ পৃষ্ঠা।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়। ২৩১—২৪০ পৃষ্ঠা।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়। ২৪১—২৫০ পৃষ্ঠা।

ষড়্বিংশ অধ্যায়। ২৫১—২৬১ পৃষ্ঠা।

সপ্তবিংশ অধ্যায়। ২৬২—২৭২ পৃষ্ঠা।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়। ২৭৩—২৮২ পৃষ্ঠা।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়। ২৮৩—২৯২ পৃষ্ঠা।

ত্রিংশ অধ্যায়। ২৯৩—৩০২। পৃষ্ঠা।

একত্রিংশ অধ্যায়। ৩০৩—৩১৪ পৃষ্ঠা।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়। ৩১৫—৩২৬ পৃষ্ঠা।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়। ৩২৭—৩৩৮ পৃষ্ঠা।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়। ৩৩৯—৩৪৬ পৃষ্ঠা।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়। ৩৪৭—৩৫৫ পৃষ্ঠা।

ষষ্ঠ স্কন্ধ।

[৩৫৭—৬৭৪ পৃষ্ঠা। ৩১ অধ্যায়।]

প্রথম অধ্যায়। ৩৫৭—৩৬৭ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় অধ্যায়। ৩৬৮—৩৭৬ পৃষ্ঠা।

তৃতীয় অধ্যায়। ৩৭৭—৩৮৫ পৃষ্ঠা।

চতুর্থ অধ্যায়। ৩৮৬—৩৯৫ পৃষ্ঠা।

দ্বাদশ অধ্যায়। ৪৭৩—৪৮৪ পৃষ্ঠা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়। ৪৮৫—৪৯৩ পৃষ্ঠা।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়। ৪৯৪—৫০৪ পৃষ্ঠা।

পঞ্চদশ অধ্যায়। ৫০৫—৫১৫ পৃষ্ঠা।

ষোড়শ অধ্যায়। ৫১৬—৫২৪ পৃষ্ঠা।

সপ্তদশ অধ্যায়। ৫২৫—৫৩৫ পৃষ্ঠা।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়। ৬০৭—৬১৬ পৃষ্ঠা।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়। ৬১৭—৬২৫ পৃষ্ঠা।

সপ্তবিংশ অধ্যায়। ৬২৬—৬৩৪ পৃষ্ঠা।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়। ৬৩৫—৬৪৩ পৃষ্ঠা।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়। ৬৪৪—৬৫৩ পৃষ্ঠা।

ত্রিংশ অধ্যায়। ৬৫৪—৬৬৩ পৃষ্ঠা।

একত্রিংশ অধ্যায়। ৬৬৪—৬৭৪ পৃষ্ঠা।

সপ্তম স্কন্ধ।

[৬৭৫—১০৭২ পৃষ্ঠা। ৪০ অধ্যায়।]

প্রথম অধ্যায়। ৬৭৫—৬৮১ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় অধ্যায়। ৬৮২—৬৯১ পৃষ্ঠা।

তৃতীয় অধ্যায়। ৬৯২—৭০২ পৃষ্ঠা।

চতুর্থ অধ্যায়। ৭০৩—৭১২ পৃষ্ঠা।

পঞ্চম অধ্যায়। ৭১৩—৭২২ পৃষ্ঠা।

ষষ্ঠ অধ্যায়। ৭২৩—৭৩২ পৃষ্ঠা।

সপ্তম অধ্যায়। ৭৩৩—৭৪০ পৃষ্ঠা।

অষ্টম অধ্যায়। ৭৪১—৭৫০ পৃষ্ঠা।

নবম অধ্যায়। ৭৫১—৭৬১ পৃষ্ঠা।

দশম অধ্যায়। ৭৬২—৭৭০ পৃষ্ঠা।

একাদশ অধ্যায়। ৭৭১—৭৭৮ পৃষ্ঠা।

ষোড়শ অধ্যায়। ৮১৮—৮২৬ পৃষ্ঠা।

সপ্তদশ অধ্যায়। ৮২৭—৮৩৬ পৃষ্ঠা।

অষ্টাদশ অধ্যায়। ৮৩৭—৮৪৫ পৃষ্ঠা।

ঊনবিংশ অধ্যায়। ৮৪৬—৮৫৫ পৃষ্ঠা।

বিংশ অধ্যায়। ৮৫৬—৮৬৪ পৃষ্ঠা।

সূচীপত্র।

একবিংশ অধ্যায়। ৮৬৫—৮৬৯ পৃষ্ঠা।

দ্বাবিংশ অধ্যায়। ৮৭০—৮৭৯ পৃষ্ঠা।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়। ৮৮০—৮৮৭ পৃষ্ঠা।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়। ৮৮৮—৮৯৩ পৃষ্ঠা।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়। ৮৯৪—৯০৭ পৃষ্ঠা।

ষড়্বিংশ অধ্যায়। ৯০৮—৯১৯ পৃষ্ঠা।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়। ১০৩০—১০৩৯ পৃষ্ঠা।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়। ১০৪০—১০৪৮ পৃষ্ঠা।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়। ১০৪৯—১০৫৬ পৃষ্ঠা।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়। ১০৫৭—১০৬৪ পৃষ্ঠা।

চত্বারিংশ অধ্যায়। ১০৬৫—১০৭২ পৃষ্ঠা।

অষ্টম স্কন্ধ।

[১০৭৩—১২৩৫ পৃষ্ঠা। ২৪ অধ্যায়।]

প্রথম অধ্যায়। ১০৭৩—১০৮২ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় অধ্যায়। ১০৮৩—১০৮৯ পৃষ্ঠা।

তৃতীয় অধ্যায়। ১০৯০—১০৯৩ পৃষ্ঠা।

অধ্যায়। ১০৯৪—১০৯৮ পৃষ্ঠা।

পঞ্চম অধ্যায়। ১০৯৯—১১০৫ পৃষ্ঠা।

ষষ্ঠ অধ্যায়। ১১০৬—১১১০ পৃষ্ঠা।

সপ্তম অধ্যায়। ১১১১—১১১৭

অষ্টম অধ্যায়। ১১১৮—১১২৬ পৃষ্ঠা।

নবম অধ্যায়। ১১২৭—১১৩৪ পৃষ্ঠা।

দশম অধ্যায়। ১১৩৫—১১৪২ পৃষ্ঠা।

একাদশ অধ্যায়। ১১৪৩—১১৫০ পৃষ্ঠা।

দ্বাদশ অধ্যায়। ১১৫১—১১৫৬ পৃষ্ঠা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়। ১১৫৭—১১৬২ পৃষ্ঠা।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়। ১১৬৩—১১৬৮ পৃষ্ঠা।

পঞ্চদশ অধ্যায়। ১১৬৯—১১৭৬ পৃষ্ঠা।

ষোড়শ অধ্যায়। ১১৭৭—১১৮৩ পৃষ্ঠা।

সপ্তদশ অধ্যায়। ১১৮৪—১১৮৮ পৃষ্ঠা।

অষ্টাদশ অধ্যায়। ১১৮৯—১১৯৪ পৃষ্ঠা।

ঊনবিংশ অধ্যায়। ১১৯৫—১২০০ পৃষ্ঠা।

বিংশ অধ্যায়। ১২০১—১২০৬ পৃষ্ঠা।

একবিংশ অধ্যায়। ১২০৭—১২১১ পৃষ্ঠা।

দ্বাবিংশ অধ্যায়। ১২১২—১২১৯ পৃষ্ঠা।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়। ১২২০—১২২৪ পৃষ্ঠা।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়। ১২২৫—১২৩৫ পৃষ্ঠা।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

ওঁ তৎসৎ

শ্রীমদ্‌দেবীভাগবতম্

পঞ্চমঃ স্কন্ধঃ ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

ভবতা কথিতং সূত ! মহদাখ্যানমুত্তমম্ ।
কৃষ্ণস্য চরিতং দিব্যং সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ১ ॥
সন্দেহোঽত্র মহাভাগ ! বাসুদেবকথানকে ।
জায়তে নঃ প্রোচ্যমানেঽবিস্তরেণ মহামতে ! ॥ ২ ॥
বনে গত্বা তপস্তপ্তং বাসুদেবেন দুষ্করম্ ।
বিষ্ণোরংশাবতারেণ শিবস্যারাধনং কৃতম্ ॥ ৩ ॥

শ্রীগণেশায় নমঃ ।

অজাং দুস্তরসংসারসমুদ্রপরিশোষিণীম্ ।
বন্দে সমন্দহসিতাং বালকোটিরবিপ্রভাম্ ॥
চতুর্ভিরধিকৈঃ পঞ্চাশদ্ভিঃ শ্লোকৈরথোত্তরম্ ।
বিষ্ণোরপেক্ষয়া রুদ্রঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যেব কীর্ত্ত্যতে ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে ব্রহ্মাদীনাং শ্রীভগবত্যধীনত্বমল্পজ্ঞত্বং পরিচ্ছিন্নত্বঞ্চোপপাদ্য শ্রীভগবত্যাঃ শ্রুত্যাগমযুক্তিভিঃ স্বতন্ত্রত্বং সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বেশ্বরত্বং ব্যাপকত্বং সর্ব্বকারণত্বঞ্চোপপাদিতং তদুপপাদনপ্রসঙ্গে শিবস্য সশক্তিকস্য কৃষ্ণারাধ্যত্বং প্রতিপাদিতং তত্র ঋষয়ঃ সাশঙ্কাঃ পৃচ্ছন্তি ভবতা কথিতং সূতেতি ॥ ১ ॥ অবিস্তরেণ প্রোচ্যমানে নঃ সন্দেহো জায়ত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ২ ॥

ঋষিগণ কহিলেন, সূত ! তুমি শ্রীকৃষ্ণের উপাখ্যান বিষয়ে তাঁহার অলৌকিক অদ্ভুত এবং সমস্ত পাপরাশির বিধ্বংসকর পবিত্র চরিত্রকথা বর্ণন করিয়াছ ॥ ১ ॥ পরন্তু হে মহাভাগ ! তুমি মহাপ্রাজ্ঞ হইয়াও বাসুদেব-বিষয়ক কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করিলে, এজন্য আমাদিগের অন্তরে বিবিধ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে ॥ ২ ॥ প্রথমত, বিষ্ণুর অংশাবতার বাসু-

বরপ্রদানং দেব্যা চ পার্ব্বত্যা যৎ কৃতং পুনঃ।
জগন্মাতুশ্চ পূর্ণায়াঃ শ্রীদেব্যা অংশভূতয়া ॥ ৪ ॥
ঈশ্বরেণাপি কৃষ্ণেন কৃতস্তৌ সংপ্রপূজিতৌ।
ন্যূনতা বা কিমস্ত্যস্য তদেবং সংশয়ো মম ॥ ৫ ॥

সূত উবাচ।

শৃণুধ্বং কারণং তত্র ময়া ব্যাসশ্রুতঞ্চ যৎ।
প্রব্রবীমি মহাভাগাঃ কথাং কৃষ্ণগুণান্বিতাম্ ॥ ৬ ॥
বৃত্তান্তং ব্যাসতঃ শ্রুত্বা বৈরাটীসুতজস্তদা।
পুনঃ পপ্রচ্ছ মেধাবী সন্দেহং পরমং গতঃ ॥ ৭ ॥

জনমেজয় উবাচ।

সম্যক্ সত্যবতীসূনো! শ্রুতং পরমকারণম্।
তথাপি মনসো বৃত্তিঃ সংশয়ং ন বিমুঞ্চতি ॥ ৮ ॥

তপস্তপ্তং পুত্রার্থং তস্মিংস্তপসি শিবস্যারাধনং সর্ব্বোত্তমত্ববুদ্ধ্যা কৃতমিদমেকম্ ॥ ৩ ॥ তথা পূর্ণায়া ব্যাপিকায়া জগন্মাতুরংশভূতয়া পার্ব্বত্যা যদ্বরপ্রদানং কৃতমিদং দ্বিতীয়ম্ ॥ ৪ ॥ তত্র ঈশ্বরেণাপীতি ঈশ্বরেণ কৃষ্ণেন স্বতোন্যূনতারহিতেন কৃতস্তৌ শক্তিশিবৌ পূজিতৌ কিং প্রয়োজনং তস্য তয়োঃপূজনে তদেবং প্রকারেণ সংশয়ো মম ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ তত্র কৃষ্ণেন শিবপূজনে ইত্যর্থঃ। ব্যাসশ্রুতং ব্যাসাচ্ছ্রুতং কারণমিত্যর্থঃ ॥৬॥ যথা মাং প্রতি ভবদ্ভিঃ প্রশ্নঃ কৃত এবং ব্যাসং প্রত্যপি জনমেজয়েন প্রশ্নঃ কৃতস্তত্র তেন যদুত্তরং দত্তং তদেব ভবদ্ভিরুত্তরং বোধ্যমিত্যাহ বৃত্তান্তমিতি। পূর্ব্বোক্তং বৃত্তান্তম্ কৃষ্ণেন শিবশক্ত্যোরারাধনা কৃতেত্যেবং রূপং বৈরাটীসুতজো বৈরাটী বিরাটস্যাপত্যং কন্যোত্তরা তস্যাঃ সুতঃ পরীক্ষিত্তস্মাজ্জাতো জনমেজয় ইত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

দেব পুত্র কামনায় বনে গিয়া কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া সশক্তি শিবের আরাধনাই সর্ব্বোত্তম জ্ঞানে তাঁহাদের আরাধনাতেই রত হয়েন ॥৩॥ দ্বিতীয়ত জগৎজননী পরাপ্রকৃতি শ্রীমদ্দেবীর অংশরূপা হইয়াও দেবী পার্ব্বতী ও মহাদেব বাসুদেবকে বরদান করেন ॥৪॥ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ঈশ্বর হইয়াও কেন তাঁহাদের পূজা করিলেন ? তবে কি শ্রীকৃষ্ণ, হর পার্ব্বতী অপেক্ষা হীনপ্রভাব ছিলেন ? ইহাই আমাদিগের সংশয় ॥ ৫ ॥

সূত কহিলেন, মহাভাগ মহর্ষিগণ ! শ্রীকৃষ্ণের শিব-আরাধনার কারণ যাহা ব্যাসদেবের নিকট শ্রবণ করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন, আমি আপনাদিগের নিকট সেই কৃষ্ণের গুণগাথা বর্ণন করিতেছি, ॥ ৬ ॥ পরীক্ষিৎ-তনয় মেধাবী জনমেজয় ব্যাসদেবের নিকট যখন এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন, তৎকালে তিনিও উক্ত বিষয়ে অতিশয় সন্দিহান হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

কৃষ্ণেনারাধিতঃ শম্ভুস্তপস্তপ্ত্বাতিদারুণম্।
বিস্ময়োঽয়ং মহাভাগ! দেবদেবেন বিষ্ণুনা ॥ ৯ ॥
যঃ সর্ব্বাত্মাপি সর্ব্বেশঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদঃ প্রভুঃ।
স কথং কৃতবান্ ঘোরং তপঃ প্রাকৃতবদ্ধরিঃ ॥ ১০ ॥
জগৎকর্ত্তুং ক্ষমঃ কৃষ্ণস্তথা পালয়িতুং ক্ষমঃ।
সংহর্ত্তুমপি কস্মাৎ স দারুণং তপ আচরৎ ॥ ১১ ॥

ব্যাস উবাচ।

সত্যমুক্তং ত্বয়া রাজন্! বাসুদেবো জনার্দ্দনঃ।
ক্ষমঃ সর্ব্বেষু কার্য্যেষু দেবানাং দৈত্যসূদনঃ ॥ ১২ ॥
তথাপি মানুষং দেহমাশ্রিতঃ পরমেশ্বরঃ।
কৃতবান্ মানুষান্ ভাবান্ বর্ণাশ্রমসমাশ্রিতান্ ॥ ১৩ ॥
বৃদ্ধানাং পূজনঞ্চৈব গুরুপাদাভিবন্দনম্।
ব্রাহ্মণানাং তথা সেবা দেবতারাধনং তথা ॥ ১৪ ॥

পরমকারণমুৎকৃষ্টং কারণং মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপং শ্রীভগবতীপদবাচ্যমিত্যর্থঃ। তচ্ছ্রুত্বাপি মনোবৃত্তিঃ সংশয়ং ন বিমুঞ্চতি ॥ ৮ ॥ কোঽসৌ সংশয় ইতি চেত্তত্রাহ কৃষ্ণেনেতি ॥ ৯—১০ ॥ তপ আচরদিতি। সর্ব্বেশ্বরস্য বিষ্ণোঃ শিবারাধনং নেদং যুক্তমিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ ব্যাসোঽঙ্গীকরোতি সত্যমিতি। দেবানাং কার্য্যেষু ক্ষমঃ সম ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥ যদ্যপীত্থমস্তি তথাপি কারণদ্বয়সত্ত্বাত্তপশ্চর্য্যা শিবোদ্দেশেন তেন কৃতেত্যভিপ্রায়েণ কারণদ্বয়ে প্রথমং কারণমাহ তথাপীতি। মনুষ্যদেহাপেক্ষয়া শিবাদিদেবতাদেহানামুৎকৃষ্টত্বান্মনুষ্যদেহধারিভিঃ শ্রীরাম-

---

জনমেজয় বলিলেন, সত্যবতী-তনয়! আপনার নিকট পরম কারণ স্বরূপ ভগবতীর তত্ত্বকথা ভূরি ভূরি শ্রবণ করিয়াও আমার মনের সংশয় নিবৃত্ত হইতেছে না ॥৮॥ মহাভাগ! কৃষ্ণ স্বয়ং দেবাদিদেব বিষ্ণুর অবতার হইয়াও যে, অতি কঠোর তপোঽনুষ্ঠান পূর্ব্বক শম্ভুর আরাধনা করিয়াছিলেন, ইহাই আমার বিস্ময়ের বিষয় ॥ ৯ ॥ যিনি সকল জীবের আত্মা, জগতের একমাত্র অধীশ্বর এবং সমস্ত সিদ্ধি প্রদান করিতে সমর্থ, সেই প্রভু হরি প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় কিজন্য ঘোরতর তপস্যার অনুষ্ঠান করিলেন? ॥ ১০ ॥ যে শ্রীকৃষ্ণ স্থাবর জঙ্গমময় বিশ্বের সৃষ্টি, পালন বা সংহার সমস্তই করিতে সমর্থ; তিনি কেন কঠোর তপস্যাচরণ করিলেন? ॥ ১১ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! তুমি যাহা বলিলে তাহা সত্য; দানবনিসূদন বাসুদেব জনার্দ্দন দেবগণেরও সৃষ্টি ও পালনাদি সকল কার্য্যেই সমর্থ বটেন ॥ ১২ ॥ তথাপি সেই পরমেশ্বর মানব দেহ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়াই মনুষ্যগণের অবলম্বিত বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥ দেখ, বৃদ্ধদিগের পূজা, গুরুজনের পাদবন্দন, ব্রাহ্মণদিগের

শোকে শোকাভিযোগশ্চ হর্ষে হর্ষসমুন্নতিঃ।
দৈন্যং নানাপবাদাশ্চ স্ত্রীষু কামোপসেবনম্ ॥ ১৫ ॥
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভঃ কালে কালে ভবন্তি হি।
তথা গুণময়ে দেহে নির্গুণত্বং কথং ভবেৎ ॥ ১৬ ॥
সৌবলীশাপজাদ্দোষাত্তথা ব্রাহ্মণশাপজাৎ।
নিধনং যাদবানাস্তু কৃষ্ণদেহস্য মোচনম্ ॥ ১৭ ॥
হরণং লুণ্ঠনং তদ্বত্তৎপত্নীনাং নরাধিপ!।
অর্জ্জুনস্যাস্ত্রমোক্ষে চ ক্লীবত্বং তস্করেষু চ ॥ ১৮ ॥
অজ্ঞত্বং হরণে গেহাত্তৎ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধয়োঃ।
এবং মানুষদেহেঽস্মিন্ মানুষং খলু চেষ্টিতম্ ॥ ১৯ ॥
বিষ্ণোরংশাবতারেঽস্মিন্ নারায়ণমুনেস্তথা।
অংশজে বাসুদেবেঽত্র কিং চিত্রং শিবসেবনে ॥ ২০ ॥

কৃষ্ণাদিভির্ধর্ম্মমার্গপ্রবর্ত্তকৈঃ শিবাদিপূজনে ন কৃতে বরিষ্ঠপক্ষপাতিত্বাৎ সর্ব্বেষাং কেঽপি শিবাদিপূজনং ন কুর্য্যুঃ। অতঃ কৃষ্ণাদিভিঃ শিবাদিপূজনং কৃতমিত্যর্থঃ ॥ ১৩—১৫ ॥ গুণময়ে সত্বাদিগুণনির্ম্মিতে গুণবৃত্তয়ো নিয়মেন ভবিষ্যন্ত্যেবেত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥ মনুষ্যদেহসম্বন্ধাদজ্ঞত্বমপ্যতএবাগতমিত্যাহ সৌবলীশাপজাদিতি সৌবলী গান্ধারী। ব্রাহ্মণোঽষ্টাবক্রঃ ॥ ১৭—১৯ ॥ ইত্থং প্রাকৃতদৃষ্ট্যাপি শিবারাধকত্বং কৃষ্ণস্যোপপাদ্য পরমার্থদৃষ্ট্যা বিষ্ণোরপেক্ষয়া শিব এবোৎকৃষ্ট ইতি বিষ্ণোরপি শিবারাধকত্বমস্তি। কিংপুনস্তদবতারাণাং রামকৃষ্ণাদীনামিত্যভিপ্রায়েণ দ্বিতীয়ং কারণমাহ বিষ্ণোরংশাবতারে ইতি। বিষ্ণোরবতারো ধর্ম্মাত্মজো নারায়ণস্তদবতারঃ কৃষ্ণস্তস্মিন্ শিবসেবনে কিঞ্চিত্রমিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

সেবা, দেবগণের আরাধনা, শোক সময়ে শোকের উদয়, হর্ষের সময়ে হর্ষের উদয়, অপবাদ কি দীনতা প্রকাশ, অথবা স্ত্রীগণের সহিত রতিক্রীড়াদি, অধিক আর কি বলিব, ফলকথা এই যে, সময়ে সময়ে কাম, ক্রোধ বা লোভ প্রভৃতি এই সকল কার্য্য মানবমাত্রেই দেহ-ধর্ম্ম বশতই ঘটিয়া থাকে, অতএব শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ বিশুদ্ধ সত্ব প্রধান হইলেও গুণময় মানবদেহ ধারণ করিয়া তখন আর কিরূপে নির্গুণ-ভাব অবলম্বন করিবেন? ॥ ১৪—১৬ ॥

নরনাথ! সুবল-তনয়া গান্ধারী ও ব্রাহ্মণের অভিসম্পাত-প্রভাবে যাদব-বংশ ধ্বংস হইলে, শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগ করেন। তাহার পর সেই আভীর জাতীয় দস্যুরা পথিমধ্যে তদীয় পত্নীগণকে হরণ ও ধনরত্নাদি লুণ্ঠন করিলে অর্জ্জুন দস্যুদিগকে নিবারণ করিতে না পারিয়া নির্বীর্য্য পুরুষের ন্যায় অশ্রু মোচন করিয়াছিলেন মাত্র। কামদেব ও অনিরুদ্ধ তাঁহার দ্বারকাপুরস্থ গৃহ হইতে অপহৃত হইলেও তিনি যে, কিছুই জানিতে পারেন নাই সেটা কেবল এই মানবদেহেরই ব্যবহার্য্য ধর্ম্ম মাত্র। বিশেষতঃ বিষ্ণুর অংশাবতার

স হি সর্ব্বেশ্বরো দেবো বিষ্ণোরপি চ কারণম্।
সুষুপ্তস্থাননাথঃ স বিষ্ণুনা চ প্রপূজিতঃ ॥ ২১ ॥
তদংশভূতাঃ কৃষ্ণাদ্যাস্তৈঃ কথং ন স পূজ্যতে।
অকারো ভগবান্ ব্রহ্মাপ্যুকারঃ স্যাদ্ধরিঃ স্বয়ম্ ॥ ২২ ॥
মকারো ভগবান্ রুদ্রোঽপ্যর্দ্ধমাত্রা মহেশ্বরী।
উত্তরোত্তরভাবেনাপ্যুত্তমত্বং স্মৃতং বুধৈঃ ॥ ২৩ ॥
অতঃ সর্ব্বেষু শাস্ত্রেষু দেবী সর্ব্বোত্তমা স্মৃতা।
অর্দ্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ ॥ ২৪ ॥

শিবস্য বিষ্ণোরপেক্ষয়োৎকৃষ্টত্বং প্রতিপাদয়তি সহি সর্ব্বেশ্বর ইতি। যতঃ স শিবঃ সুষুপ্তস্থানং কারণদেহস্তস্য নাথোঽধিপতিস্তৎস্বরূপোঽতোলিঙ্গসূক্ষ্মদেহাভিমানিনস্তৎস্বরূপস্য বিষ্ণোরপি কারণং জনকঃ শিবঃ। কারণদেহস্যাজ্ঞানরূপস্য লিঙ্গদেহজনকত্বাৎ ॥ ২১ ॥

যতো বিষ্ণোরপি কারণং শিবো বিষ্ণুনা চ সর্ব্বদা পূজিতস্ততো হি তদংশভূতাস্তস্য বিষ্ণোরংশভূতা যে কৃষ্ণরামাদ্যাস্তৈঃ কথং ন স শিবঃ পূজ্যতে অপিতু সর্ব্বথা পূজ্যত এবেত্যর্থঃ। শিবস্য সুষুপ্তস্থাননাথত্বমুপপাদয়তি অকার ইতি। প্রণবে হি চত্বারো ভাগা অকারোকারমকারার্দ্ধমাত্রারূপাঃ দেহেঽপি চত্বারো ভাগাশ্চতুষ্পাদ্‌ব্রহ্মরূপাঃ স্থূলসূক্ষ্মকারণতুরীয়রূপাঃ তে চ ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রপরং ব্রহ্মপদবাচাস্তাপনীয়াদিষু প্রসিদ্ধাস্তত্রাকারো ব্রহ্মবাচক উকারো বিষ্ণুবাচকো মকারো রুদ্রবাচকোঽর্দ্ধমাত্রা চিদ্রূপশ্রীদেবীবাচিকেত্যর্থঃ। তুরীয়েঽপ্যন্তর্মুখত্বাভিন্নমায়ায়াঃ সত্বাস্মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপত্বং পূর্ব্বং দেব্যা উক্তং ন বিরুধ্যতে। তুরীয়স্য নিত্যত্বমপি মায়াবৈশিষ্ট্যেঽপি মায়াকার্য্যত্বস্যাভাবাদ্ বোধ্যম্। মায়ারহিতস্ত তুরীয়াতীতমিতি নৃসিংহতাপন্যাং স্পষ্টম্ ॥ ২২ ॥

এতেষাং চতুর্ণাং ভাগানামুত্তরোত্তরভাবেন ব্রহ্মাপেক্ষয়া বিষ্ণুরুত্তমস্তদপেক্ষয়া রুদ্রস্তদপেক্ষয়া চিদ্রূপা সম্বিদ্ভগবতী উত্তমেত্যেবং রীত্যা উত্তমত্বং বুধৈঃ স্মৃতমিত্যর্থঃ। তথাচ বিষ্ণোরপেক্ষয়োত্তরস্থানস্থিতরুদ্রস্যোত্তমত্বাদ্বিষ্ণুপূজ্যত্বমব্যাহতমিতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥

নারায়ণ ঋষি, আবার তাঁহার অংশাবতার বাসুদেব অতএব এই বাসুদেব যে শিবের আরাধনা করিবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? ॥ ১৭—২০ ॥ সুষুপ্তির আধারভূত যে কারণ শরীর, সর্ব্বেশ্বর শিব সেই কারণ-দেহের অধিষ্ঠাতা স্বরূপ, সুতরাং তিনি বিষ্ণুরও জনক; অতএব স্বয়ং বিষ্ণুও সেই কারণেই তাঁহাকে পূজা করিয়া থাকেন ॥ ২১ ॥ রাম কৃষ্ণ প্রভৃতি অবতার সকল সেই বিষ্ণুর অংশ মাত্র, অতএব তাঁহারা কেন শিবের পূজা না করিবেন? অকার ভগবান্ ব্রহ্মা, উকার সাক্ষাৎ হরি, আর মকার স্বয়ং ভগবান্ রুদ্র এবং অর্দ্ধমাত্রাই মহেশ্বরী অতএব বুধগণ ব্রহ্মা অপেক্ষা বিষ্ণুর, বিষ্ণু অপেক্ষা রুদ্রের, রুদ্র অপেক্ষা তুরীয়রূপিণী মহেশ্বরীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন ॥ ২২—২৩ ॥ যে অর্দ্ধমাত্রা কিছুতেই উচ্চারিত হয়েন না, সেই নিত্যরূপা দেবী তাঁহার স্বরূপা, অতএব সকল শাস্ত্রেই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥ ২৪ ॥

বিষ্ণোরপ্যধিকো রুদ্রো বিষ্ণুস্ত ব্রহ্মণোঽধিকঃ।
তস্মান্ন সংশয়ঃ কার্য্যঃ কৃষ্ণেন শিবপূজনে ॥ ২৫ ॥
ইচ্ছয়া ব্রহ্মণো বক্ত্রাদ্বরদানার্থমুদ্ভবো।
মূলরুদ্রস্যাংশভূতো রুদ্রনামা দ্বিতীয়কঃ ॥ ২৬ ॥
সোঽপি পূজ্যোঽস্তি সর্ব্বেষাং মূলরুদ্রস্য কা কথা।
দেবীতত্ত্বস্য সান্নিধ্যাদুত্তমত্বং স্মৃতং শিবে ॥ ২৭ ॥
অবতারা হরেরেবং প্রভবন্তি যুগে যুগে।
যোগমায়াপ্রভাবেন নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২৮ ॥

যা নেত্রপক্ষ্মপরিসঞ্চলনেন সম্য-
গ্বিশ্বং সৃজত্যবতি হন্তি নিগূঢ়ভাবা।
সৈষা করোতি সততং দ্রুহিণাচ্যুতেশা-
ন্নানাবতারকলনে পরিভূয়মানান্ ॥ ২৯ ॥

যত এবমত আহ অত ইতি। যতঃ সর্ব্বাপেক্ষয়োত্তরস্থানস্থিতা চিদ্রূপা ভগবতী ততো ভগবত্যেব সর্ব্বশাস্ত্রেষূত্তমা স্মৃতেত্যর্থঃ। সা চ নিত্যা ত্রিকালাবাধ্যাঽস্তীত্যাহ অর্দ্ধমাত্রেতি ॥ ২৪ ॥

বিষ্ণোরপেক্ষয়া রুদ্রস্যোত্তমত্বমুপসংহরতি বিষ্ণোরপ্যধিক ইতি ॥ ২৫ ॥

নন্থ ব্রহ্মণ উৎপন্নস্য কথং বিষ্ণোরধিকত্বং তত্রাহ ইচ্ছয়েতি। ব্রহ্মণা সৃষ্ট্যর্থং শিবস্যারাধনা কৃতা। তন্মনোরথপূর্ত্ত্যর্থং স্বেচ্ছয়া স্বাংশেন শিবস্তস্মাদ্ব্রহ্মণো বক্ত্রাদ্বরদানার্থমুদ্ভবাবুৎপন্নো মূলরুদ্রাংশভূতো দ্বিতীয়ো রুদ্রঃ স ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

যঃ পুনর্মূলরুদ্রাংশভূতো ব্রহ্মণো ললাটাদুৎপন্নঃ সোঽপি সর্ব্বেষাং বিষ্ণ্বাদীনাং পূজ্যোঽস্তি তদা মূলরুদ্রঃ সর্ব্বেষাং পূজ্যোঽস্তীত্যত্র কা কথেত্যর্থঃ শিবস্যোত্তমত্বে হেত্বন্তরমুপপাদয়তি দেবীতত্ত্বস্যেতি। দেবীতত্ত্বং সম্বিত্তত্ত্বং তৎসান্নিধ্যং কারণদেহস্য তদভিমানিনো রুদ্রস্য বর্ত্ততে। বিষ্ণোর্লিঙ্গদেহাভিমানিনো লিঙ্গদেহস্য চ কারণদেহেন ব্যবধানাত্তদ্দ্বারা সান্নিধ্যমিতি বিষ্ণোরপেক্ষয়া রুদ্রস্যাধিক্যং নিঃসংশয়মিত্যর্থঃ। ইদং সর্ব্বং সূতসংহিতায়াং সৌরসংহিতায়াঞ্চ স্পষ্টম্। পরতত্ত্বপ্রকাশস্তু রুদ্রস্যৈব মহত্তরঃ। ন তথা সর্ব্বদেবানাং সান্নিধ্যাভাবহেতুত ইত্যাদি। বিষ্ণোস্তু তত্ত্বস্য সম্বন্ধো রুদ্রদ্বারক এব হীত্যাদিনা পুরাণান্তরেষু চ স্পষ্টমিতি বোধ্যম্ ॥ ২৭ ॥

ইত্থং বিষ্ণোরপেক্ষয়া শিবস্যোত্তমত্বং প্রতিপাদ্য পুনঃ সর্ব্বাপেক্ষয়া শ্রীদেব্যা উত্তমত্বং বর্ণয়তি অবতারা ইতি ॥ ২৮ ॥

ব্রহ্মা হইতে বিষ্ণু প্রধান, বিষ্ণু হইতে রুদ্র প্রধান, অতএব কৃষ্ণ যে শিব পূজা করিয়াছেন তাহাতে আর সংশয় করা কর্ত্তব্য নহে ॥ ২৫ ॥ শিবের ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মাকে বরদান করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মার ললাট হইতে মূল রুদ্রের অংশ দ্বিতীয় রুদ্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন ॥২৬॥ মূল রুদ্রের কথা দূরে থাকুক, তিনিও সকলের পূজনীয়। রাজন্! পরমাত্মস্বরূপিণী দেবীর সন্নিকর্ষবশত শিবের উৎকর্ষ প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥ ২৭ ॥ যোগমায়ার প্রভাবে

সূতীগৃহাদ্ ব্রজনমপ্যনয়া নিযুক্তং
সঙ্গোপিতশ্চ ভবনে পশুপালরাজ্ঞঃ।
সম্প্রাপিতশ্চ মথুরাং বিনিযোজিতশ্চ
শ্রীদ্বারকাপ্রণয়নে ননু ভীতচিত্তঃ॥ ৩০॥
নির্ম্মায় ষোড়শসহস্রশতার্দ্ধকাস্তা
নার্য্যোঽষ্টসম্মততরাঃ স্বকলাসমুত্থাঃ।
তাসাং বিলাসবশগস্তু বিধায় কামং
দাসীকৃতো হি ভগবাননয়াপ্যনন্তঃ॥ ৩১॥
একাপি বন্ধনবিধৌ যুবতী সমর্থা
পুংসো যথা সুদৃঢ়লৌহময়স্তু দাম।
কিং নাম ষোড়শসহস্রশতার্দ্ধকাশ্চ
তং স্বীকৃতং শুকমিবাতিনিবন্ধয়ন্তি॥ ৩২॥

যা নেত্রেতি। নেত্রোন্মীলনেনেত্যর্থঃ। পরিভূয়মানান্ নানাবতারকলনে গ্রহণে দুঃখৈঃ পরিভবং প্রাপ্যমানানিত্যর্থঃ॥ ২৯॥

সূতীগৃহাৎ প্রসবগৃহাদ্ ব্রজনং গোকুলং প্রতি কৃষ্ণস্যেত্যর্থঃ। পশুপালরাজ্ঞো নন্দস্য ভবনে সঙ্গোপিতো দৈত্যাদিভ্যো রক্ষিতঃ শ্রীকৃষ্ণোঽনয়ৈব। ভীতচিত্তঃ শ্রীকৃষ্ণো ননু নিশ্চয়েন শ্রীদ্বারকাপ্রণয়নেঽপ্যনয়ৈব দেব্যা বিনিযোজিত ইত্যর্থঃ॥ ৩০॥

নির্ম্মায়েতি। ষোড়শসহস্রাধিকাঃ শতার্দ্ধকাঃ পঞ্চাশৎসংখ্যকা নার্য্যোঽপি পঞ্চাশদধিক-ষোড়শসহস্রনার্য্যোঽপি রাজকন্যারূপাঃ স্বয়মেব ভগবতী নির্ম্মায় তথা স্বকলা স্বশক্তিস্তস্যাঃ সকাশাৎ সমুত্থা অষ্টসংখ্যকা নায়িকাঃ স্বয়মেব দেবী নির্ম্মায় তাসাং বিলাসবশগং কৃষ্ণং বিধায়ানয়া দেব্যা লোকাভিমতো ভগবান্ কৃষ্ণ আসাং স্ত্রীণাং দাসীকৃত ইত্যর্থঃ। সর্ব্ব-চেষ্টিতং শ্রীভগবতীকৃতমেবেতি ভাবঃ॥ ৩১॥

একাপীতি। লোহময়ং দাম শৃঙ্খলা। ইত্থং স্ত্রীবন্ধনেন হি কশ্চিৎ স্বতন্ত্রঃ পতেৎ। তস্মাৎ পরাম্বাপ্রেরিতস্তদধীন এব কৃষ্ণঃ সর্ব্বং করোতীত্যর্থঃ॥ ৩২॥

যুগে যুগে বিষ্ণুর এইরূপ অনেক অবতার হইয়া থাকে এ বিষয়ে বিচার করিবার প্রয়োজন নাই॥ ২৮॥ কেবল অচ্যুত নহেন, তিনি ব্রহ্মা ও মহাদেবকেও সতত নানা অবতারের জন্য ক্লেশ প্রদান করিতেছেন, অধিক কি তিনিই প্রচ্ছন্নভাবে নেত্র-নিমেষ মাত্রে সর্ব্বতোভাবে বিশ্বসংসারের সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহার করিতেছেন॥ ২৯॥

যোগমায়াই কৃষ্ণকে সূতিকাগৃহ হইতে ব্রজপুরে পাঠাইয়া পশুপালপতি নন্দের গৃহে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন. পরে কংসের বধবাসনায় কৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া যান, সেইখানে জরাসন্ধ হইতে ভীত হইলে আবার দ্বারবতীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন॥ ৩০॥ অধিক কি তিনি, ষোড়শসহস্র পঞ্চাশৎ রমণী এবং নিজ অংশ হইতে প্রধানা অষ্টনায়িকা উৎপাদন করিয়া অনন্তের অবতার স্বরূপ ভগবান্ কৃষ্ণকে তাঁহাদিগের বিলাস-ভোগের বশীভূত সম্পূর্ণ

সাত্রাজিতীবশগতেন মুদান্বিতেন
প্রাপ্তং সুরেন্দ্রভবনং হরিণা তদানীম্।
কৃত্বা মৃধং মঘবতা বিহৃতস্তরুণা-
মীশঃ প্রিয়াসদনভূষণতাং য আপ ॥ ৩৩ ॥
যো ভীমজাং হি হৃতবাঞ্ছিশুপালকাদী-
ঞ্জিত্বা বিধিং নিখিলধর্ম্মকৃতং বিধিৎসুঃ।
জগ্রাহ তাং নিজবলেন চ ধর্ম্মপত্নীং
কোঽসৌ বিধিঃ পরকলত্রহৃতৌ বিজাতঃ ॥ ৩৪ ॥
অহঙ্কারবশঃ প্রাণী করোতি চ শুভাশুভম্।
বিমূঢ়ো মোহজালেন তৎকৃতেনাতিপাতিনা ॥ ৩৫ ॥

স্ত্রীসম্বন্ধাদনেকদুঃখানি কৃষ্ণেন প্রাপ্তানি তত্র কানিচিদ্বর্ণয়তি সাত্রাজিতীতি। সত্রাজিতস্তাপত্যং কন্যা সত্যভামা। তরুণামীশঃ পারিজাতো যস্তরুঃ প্রিয়াসদনভূষণতাং সত্যভামাগৃহালঙ্কারতাং প্রাপেত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

কৃষ্ণস্যাধর্ম্মকারিত্বমুপপাদয়তি। যো ভীমজামিতি। নিখিলান্ ধর্ম্মান্ করোত্যুৎপাদয়তি যো বিধিস্তং বিধিৎসুঃ কর্ত্তুমিচ্ছুর্ধর্ম্মাত্মাপি ভীমজাং রুক্মিণীং শিশুপালেন বৃতাম্। তৎপত্নীত্বাচ্ছিশুপালাদীঞ্জিত্বা তাং রুক্মিণীমন্যপত্নীং স্বস্য ধর্ম্মপত্নীত্বেন জগ্রাহাসৌ .পরকলত্রহৃতৌ যো বিধির্জাতঃ স কঃ ধর্ম্মো বাঽধর্ম্মো বেতি ভাবঃ। ন হ্যেতাদৃশাধর্ম্মাচরণে স্ত্রীজনিতদুঃখভোগে চ স্বতন্ত্রঃ কশ্চিৎপ্রবর্ত্তেত তস্মাচ্ছ্রীভগবত্যধীন এব সর্ব্বব্যবহারঃ কৃষ্ণরামাদীনামিতি ভাবঃ ॥ ৩৪ ॥

নন্বু কেন প্রকৃত্যংশেন বশীকৃতাঃ কৃষ্ণাদয়োঽন্যথা স্বদুঃখজনকমপ্যনিষ্টাচরণং কুর্ব্বন্তীতি চেত্তত্রাহ অহঙ্কারবশ ইতি। প্রকৃতিজন্যাহঙ্কারবশ ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

দাস স্বরূপ করিয়াছিলেন ॥৩১॥ যুবতী একাকিনী হইলেও যখন সুদৃঢ় লৌহ শৃঙ্খলের ন্যায় মায়াজালে পুরুষকে বন্ধন করিয়া রাখিতে পারে; তখন পঞ্চাশদধিক যোড়শ সহস্র রমণী যে সেই কৃষ্ণকে পালিত শুকের ন্যায় সমস্ত কার্য্যে নিয়োগ করিবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি ? ॥ ৩২ ॥ শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামার এরূপ বশীভূত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার অনুজ্ঞায় মহানন্দসহকারে পারিজাত পুষ্প আহরণ করিতে ইন্দ্রালয়ে গমন করেন। পরে সুরপতির সহিত সংগ্রাম করিয়া পারিজাত তরু হরণ পূর্ব্বক তাহা প্রিয়তমা সত্যভামার আলয়ে মহার্হ ভূষণ স্বরূপ করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥ দেখ, সেই শ্রীকৃষ্ণ নিখিল ধর্ম্মকার্য্যের বিধানাভিলাষে স্বীয় বাহুবলে শিশুপাল প্রভৃতিকে পরাজিত করিয়া ভীম-দুহিতা রুক্মিণীকে হরণ করিয়া তাঁহাকেই আবার স্বীয় ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করেন; অতএব পরস্ত্রী গ্রহণ করিলে যে পাপ হয়, সে বিধি কোথায় রহিল ? ॥ ৩৪ ॥ অতএব দেখ, দেহ ধারণ মাত্রেই প্রাণিগণ একেবারে প্রকৃতি জন্য অহঙ্কারের দাস হইয়া পড়ে সুতরাং তখন সেই অধঃপাতনকারী ভীষণ মোহজালে বিমোহিত হইয়া শুভ বা অশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

অহঙ্কারাদ্ধি সঞ্জাতমিদং স্থাবরজঙ্গমম্ ।
মূলাদ্ধরিহরাদীনামুগ্রাৎ প্রকৃতিসম্ভবাৎ ॥ ৩৬ ॥
অহঙ্কারপরিত্যক্তো যদা ভবতি পদ্মজঃ ।
তদা বিমুক্তো ভবতি নো চেৎ সংসারকর্ম্মকৃৎ ॥ ৩৭ ॥
তন্মুক্তস্তু বিমুক্তো হি বদ্ধস্তদ্বশতাং গতঃ ।
ন নারী ন ধনং গেহং ন পুত্রা ন সহোদরাঃ ॥ ৩৮ ॥
বন্ধনং প্রাণিমাং রাজন্নহঙ্কারস্তু বন্ধকঃ ।
অহঙ্কর্ত্তা ময়া চেদং কৃতং কার্য্যং বলীয়সা ॥ ৩৯ ॥
করিষ্যামি করোম্যেবং স্বয়ং বধ্নাতি প্রাণভৃৎ ॥
কারণেন বিনা কার্য্যং ন সম্ভবতি কর্হিচিৎ ॥ ৪০ ॥
যথা ন দৃশ্যতে জাতো মৃৎপিণ্ডেন বিনা ঘটঃ ।
বিষ্ণুঃ পালয়িতা বিশ্বস্যাহঙ্কারসমন্বিতঃ ॥ ৪১ ॥
অন্যথা সর্ব্বদা চিন্তাম্বুধৌ মগ্নঃ কথং ভবেৎ ।
অহঙ্কারবিমুক্তস্তু যদা ভবতি মানবঃ ॥ ৪২ ॥

ন কেবলং প্রাণিচেষ্টা এবাহঙ্কারজন্যাঃ কিন্তু সর্ব্বঃ প্রপঞ্চোঽপীত্যাহ অহঙ্কারাদ্ধীতি । প্রকৃতিসম্ভবাদহঙ্কারাদিত্যর্থঃ । উগ্রাদন্যথাকারিণঃ ॥ ৩৬—৩৯ ॥

নমু কুত এবমহঙ্কারস্য ব্যাপ্তিরিতি চেৎ কারণস্যাহঙ্কারস্য সর্ব্বপ্রপঞ্চরূপকার্য্যেঽমুগমাদিত্যাহ কারণেনেতি ॥ ৪০ ॥

দৃষ্টান্তমাহ যথেতি । বিষ্ণুরহঙ্কারেণ বশীকৃত ইত্যত্রার্থাপত্তিমপি প্রমাণয়তি বিষ্ণুরিতি ॥৪১॥

কথং ময়া জগৎ পালিতং স্যাদিতি চিন্তায়া আকারঃ । ৪২—৪৩ ॥

মূল প্রকৃতি হইতে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও হর এবং প্রকৃতি সম্ভব তামস অহঙ্কার হইতে স্থাবর জঙ্গমময় বিশ্ব সংসার উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৩৬ ॥ কমলযোনি পিতামহ যখন অহঙ্কার হইতে বিযুক্ত হয়েন তখনই বিমুক্ত থাকেন, তাহা না হইলে সংসার কার্য্য করেন ॥৩৭॥ অহঙ্কার পরিত্যাগ করিলেই জীব বিমুক্ত হয়েন তখন গৃহ, ধন, স্ত্রী, পুত্র এবং সহোদর কিছুরই বন্ধন থাকে না, কিন্তু অহঙ্কারে আবদ্ধ হইলেই জীব তাহার বশীভূত হইয়া পড়ে ॥ ৩৮ ॥ রাজন্ ! অহঙ্কার প্রাণিমাত্রেরই বন্ধনকারক, সুতরাং অহং বুদ্ধিতেই "আমি স্বীয় ক্ষমতায় এই কার্য্য করিয়াছি করিতেছি বা করিব" ইত্যাদি জ্ঞানে জীব স্বয়ংই আবদ্ধ হয় । মৃৎপিণ্ড ব্যতীত ঘট জন্মায় না ; কারণ ভিন্ন কখনই কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না ; সুতরাং বিষ্ণু অহঙ্কারে আবদ্ধ হইয়াই বিশ্ব সংসার পালন করিয়া থাকেন ॥ ৩৯—৪১ ॥ মানব মাত্রেই অহঙ্কারে আবদ্ধ হইয়াই সর্ব্বদা চিন্তা সাগরে নিমগ্ন থাকেন, কিন্তু যখন অহঙ্কার হইতে বিমুক্ত হয়েন, তখন আর চিন্তায় মগ্ন থাকিবেন কেন ? ॥ ৪২ ॥ অহঙ্কার হইতে

অবতারপ্রবাহেষু কথং মজ্জেচ্ছুভাশয়ঃ।
মোহমূলমহঙ্কারঃ সংসারস্তৎসমুদ্ভবঃ ॥ ৪৩ ॥
অহঙ্কারবিহীনানাং ন মোহো ন চ সংস্থিতিঃ।
ত্রিবিধঃ পুরুষঃ প্রোক্তঃ সাত্ত্বিকো রাজসস্তথা ॥ ৪৪ ॥
তামসস্তু মহারাজ! ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদিষু।
ত্রিবিধস্ত্রিষু রাজেন্দ্র! কাহজেশাদিষু সর্ব্বদা ॥ ৪৫ ॥
অহঙ্কারঃ সদা প্রোক্তো মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
অহঙ্কারেণ তেনৈব বদ্ধা এতে ন সংশয়ঃ ॥ ৪৬ ॥
মায়াবিমোহিতা মন্দাঃ প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
করোতি স্বেচ্ছয়া বিষ্ণুরবতারাননেকশঃ ॥ ৪৭ ॥
মন্দোঽপি দুঃখগহনে গর্ত্তবাসেঽতিসঙ্কটে।
ন করোতি মতিং বিদ্বান্ কথং কুর্য্যাৎ স চক্রভৃৎ ॥ ৪৮ ॥

অহঙ্কারস্য ত্রৈবিধ্যমাহ ত্রিবিধ ইতি ॥ ৪৪ ॥

ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদিদেহেষু বিদ্যমানঃ পুরুষোঽহঙ্কারঃ সাত্ত্বিকাদিভেদেন ত্রিবিধ ইত্যর্থঃ। ত্রিষু তেষু ত্রিবিধাহঙ্কারস্তিষ্ঠতীত্যাহ ত্রিবিধস্ত্রিষিতি ॥ ৪৫—৪৬ ॥

নমু বিষ্ণোরহঙ্কারবশত্বেন জীববজ্জীবত্বমেব জাতমিতি লোকান্তমীশ্বরমিতি বদন্তি তত্রাহ মায়াবিমোহিতা ইতি। মনীষিণোঽপি যে মায়ামোহিতা মন্দাস্তে বিষ্ণুঃ স্বেচ্ছয়াবতারান্ করোতীতি বদন্তি নত্বমোহিতাঃ। তে তু পরতন্ত্র এব বিষ্ণুরস্তীতি বদন্তীত্যর্থঃ ॥৪৭॥

তত্রার্থাপত্তিং প্রমাণয়তি, মন্দোঽপীতি। গর্ত্তবাসে মন্দোঽপি মতিং ন করোতি তদা চক্রভৃৎ স্বতন্ত্র ঈশ্বরশ্চেৎ কথং কুর্য্যাৎ করোতি চ তস্মান্নেশ্বরঃ স ইত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

মোহ জন্মায়, মোহ হইতে সংসার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, তাহা না হইলে সেই মঙ্গলময় হরি নানা যোনিতে অবতীর্ণ হইবেন কেন? ॥ ৪৩ ॥ অহঙ্কারবিহীন পুরুষের মোহ হয় না, সুতরাং সংসারেও প্রবৃত্তি থাকে না। মহারাজ! অহঙ্কার; গুণপ্রভেদে ত্রিবিধ; সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। এই ত্রিবিধ অহঙ্কারই সৃষ্ট্যাদি কার্য্যানুসারে ক্রমে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহাদেবে বিরাজমান আছে। রাজেন্দ্র! ইহা যে কেবল আমিই বলিতেছি তাহা নহে, প্রজাপতি, হরি এবং হর ইঁহাদের প্রত্যেকে যে, ত্রিবিধ অহঙ্কার সতত বর্ত্তমান রহিয়াছে, তত্ত্বজ্ঞানী মহর্ষিমাত্রেই সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন; অতএব, সেই অহঙ্কার দ্বারাই ইঁহারা যে বদ্ধ তাহাতে আর সংশয় নাই ॥ ৪৪—৪৬ ॥ মন্দবুদ্ধি পণ্ডিতেরাও মায়ায় বিমোহিত হইয়া বলিয়া থাকেন যে, বিষ্ণু স্বীয় ইচ্ছায় নানা অবতার রূপে জন্মিয়া থাকেন, কিন্তু যখন মূর্খেরাও বহু ক্লেশকর অনতিপ্রশস্ত অতিশয় সঙ্কট গর্ভবাসে অভিলাষী হয়েন না, তখন চক্রধারী বিষ্ণু কেন গর্ভবাসে অভিলাষ করিবেন? ॥৪৭—৪৮॥ মধুসূদন কৌশল্যা ও দেবকীর বিষ্ঠা প্রভৃতি মলদূষিত গর্ভে নিজ ইচ্ছায় সহসা আগমন করিয়াছিলেন,

কৌশল্যাদেবকীগর্ভে বিষ্ঠামলসমাকুলে।
স্বেচ্ছয়া প্রবদন্ত্যদ্ধাগতো হি মধুসূদনঃ॥ ৪৯॥
বৈকুণ্ঠসদনং ত্যক্ত্বা গর্ভবাসে সুখং নু কিম্।
চিন্তাকোটিসমুত্থানে দুঃখদে বিষসম্মিতে॥ ৫০॥
তপস্তপ্ত্বা ক্রতূন্ কৃত্বা দত্ত্বা দানান্যনেকশঃ।
ন বাঞ্ছন্তি যতো লোকা গর্ভবাসং সুদুঃখদম্॥ ৫১॥
স কথং ভগবান্বিষ্ণুঃ স্ববশশ্চেজ্জনার্দ্দনঃ।
গর্ভবাসরুচির্ভূয়াদ্ভবেৎ স্ববশতা যদি॥ ৫২॥
জানীহি ত্বং মহারাজ! যোগমায়াবশে জগৎ।
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তং দেবমানুষতির্য্যগম্॥ ৫৩॥
মায়াতন্ত্রীনিবদ্ধা যে ব্রহ্মবিষ্ণুহরাদয়ঃ।
ভ্রমন্তি বদ্ধমায়াস্তি লীলয়া চোর্ণনাভিবৎ॥ ৫৪॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণ অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে বিষ্ণ্বপেক্ষয়া রুদ্রস্য প্রাধান্যবর্ণনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১॥

বৈষ্ণবা বিষ্ণোর্গর্ভবাসগমনং স্বেচ্ছয়েতি বদন্তি। নতু পরেচ্ছয়েত্যাহ কৌশল্যেতি॥৪৯॥ তৎখণ্ডয়তি বৈকুণ্ঠেতি॥ ৫০—৫২॥

তস্মাদ্বিষ্ণ্বাদয়ঃ পরাশক্তিবশা এব ন স্বতন্ত্রাঃ। ন কেবলং ত এব কিন্তু সর্ব্বপ্রপঞ্চোপ্যেবমেবেত্যাহ জানীহি ত্বমিতি॥ ৫৩—৫৪॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১॥

বৈষ্ণবেরা এই কথা বলিয়া থাকে। কিন্তু, ক্লেশকর বিষসম সেই গর্ভে শত শত চিন্তার উদয় হইয়া থাকে অতএব হরি বৈকুণ্ঠবাস ত্যাগ করিয়া গর্ভে বাস করিবেন, তাহাতে সুখ কি?॥ ৪৯—৫০॥ বিশেষত দেখা যাইতেছে যে লোক সকল সুদুঃসহ গর্ভবাস-ক্লেশ অতিক্রম করিবে বলিয়াই তপস্যা, যজ্ঞ এবং নানাবিধ দান করিয়া থাকে॥ ৫১॥ ভগবান্ বিষ্ণু কি স্বাধীন? যদি নিজে স্বাধীন হইতেন, তবে কখনই গর্ভবাসে কামনা করিতেন না॥ ৫২॥ অতএব, মহারাজ! ইহা একপ্রকার স্থির জানিবেন যে দেব, মানুষ, তির্য্যক, অধিক কি ব্রহ্মা হইতে স্তম্বপর্য্যন্ত সমস্ত জগন্মণ্ডল সেই যোগমায়ার অধীন॥ ৫৩॥ ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং হর প্রভৃতি সকলেই তাঁহার মায়ারূপ তন্ত্র দ্বারা বদ্ধ; সুতরাং মায়াবদ্ধ হইয়াই উর্ণনাভির ন্যায় তাঁহারা ক্রীড়া বাসনায় নানা যোনিতে ভ্রমণ ও বন্ধন লাভ করিয়া থাকেন॥ ৫৪॥

মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে বিষ্ণু অপেক্ষা রুদ্রের প্রাধান্যবর্ণন নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

রাজোবাচ।

যোগেশ্বর্য্যাঃ প্রভাবোঽয়ং কথিতশ্চাতিবিস্তরাৎ।
ব্রূহি তচ্চরিতং স্বামিন্! শ্রোতুং কৌতূহলং মম॥ ১॥
মহাদেবীপ্রভাবং বৈ শ্রোতুং কো নাভিবাঞ্ছতি।
যো জানাতি জগৎ সর্ব্বং তদুৎপন্নং চরাচরম্॥ ২॥

ব্যাস উবাচ।

শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি বিস্তরেণ মহামতে!।
শ্রদ্দধানায় শান্তায় ন ব্রূয়াৎ স তু মন্দধীঃ॥ ৩॥
পুরা যুদ্ধমভূদ্ঘোরং দেবদানবসেনয়োঃ।
পৃথিব্যাং পৃথিবীপাল! মহিষাখ্যে মহীপতৌ॥ ৪॥
মহিষো নাম রাজেন্দ্র! চকার তপ উত্তমম্।
গত্বা হেমগিরৌ চোগ্রং দেববিস্ময়কারকম্॥ ৫॥

পঞ্চাশদ্ভিরথ শ্লোকৈর্দেবীমাহাত্ম্যবর্ণনে।
জনমেজয়পৃষ্টা সা মহিষোৎপত্তিরুচ্যতে॥

পূর্ব্বস্কন্ধে শ্রীভগবত্যা এব সর্ব্বোত্তমত্বং সর্ব্বেশত্বং সর্ব্বশক্তিচক্রবর্ত্তিত্বং সর্ব্বব্যাপকত্বং সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বান্তর্যামিত্বং সকলকল্যাণগুণরত্নাকরত্বং শ্রুতিস্মৃতিযুক্তিভিরাগমানুভবেন চ শ্রুত্বা পরমপরাশক্তিভক্তো জনমেজয়ো রাজা পরাশক্তিকৃতাবতারাণামকলঙ্কমহিমানং শ্রোতুং পৃচ্ছতি যোগেশ্বর্য্যাঃ প্রভাবোঽয়মিতি॥ ১—৩॥

রাজা কহিলেন, প্রভো! আপনি মহামায়া যোগেশ্বরীর প্রভাব বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন করিলেন, এক্ষণে তাঁহার চরিত কথা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে, আপনি তাহা বর্ণন করুন॥ ১॥ সেই মহেশ্বরী হইতেই এই চরাচর অখিল জগৎ উৎপন্ন, ইহা জানিতে পারিয়া কোন্ ব্যক্তি সেই মহাদেবীর প্রভাব কথা শ্রবণ করিতে বাসনা না করিয়া থাকে॥ ২॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ আমি তোমার নিকট এই বিষয় বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করিব, শ্রদ্ধান্বিত ও শান্ত ব্যক্তির নিকট যে তাহা বর্ণনা না করে, তাহার অন্তঃকরণ অত্যন্তই হীন তাহাতে সন্দেহ নাই॥ ৩॥ ভূপতে! পুরাকালে পৃথিবীতলে মহিষাসুর মহীপতি হইলে দেব এবং দানব সেনার ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল॥ ৪॥ রাজেন্দ্র! আপন মনোরথ সিদ্ধির জন্য সেই মহিষ সুমেরু পর্ব্বতে

বর্ষাণামযুতং পূর্ণং চিন্তয়ন্ হৃদি দেবতাম্।
তস্য তুষ্টো মহারাজ! ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ॥ ৬॥
তত্রাগত্যাব্রবীদ্বাক্যং হংসারূঢ়শ্চতুর্মুখঃ।
বরং বরয় ধর্ম্মাত্মন্! দদামি তব বাঞ্ছিতম্॥ ৭॥

মহিষ উবাচ।

অমরত্বং দেবদেব! বাঞ্ছামি দ্রুহিণ! প্রভো!।
যথা মৃত্যুভয়ং ন স্যাৎ তথা কুরু পিতামহ!॥ ৮॥

ব্রহ্মোবাচ।

উৎপন্নস্য ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
সর্ব্বথা মরণোৎপত্তী সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং কিল॥ ৯॥
নাশঃ কালেন সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং দৈত্যপুঙ্গব!।
মহামহীধরাণাঞ্চ সমুদ্রাণাঞ্চ সর্ব্বথা॥ ১০॥
একং স্থানং পরিত্যজ্য মরণস্য মহীপতে!।
প্রব্রূহি তং বরং সাধো! যস্তে মনসি বর্ত্ততে॥ ১১॥

কদা যুদ্ধমভূদিতি চেত্তত্রাহ পৃথিব্যামিতি। মহিষাখ্যে মহীপতৌ পৃথিব্যাং সতীত্যর্থঃ॥ ৪॥
মহিষস্য দেবসেনয়া যুদ্ধে কস্মাৎ পরাক্রমো জাত ইতি চেত্তত্রাহ মহিষো নামেতি॥৫-১০॥
একং মরণস্য স্থানং নিমিত্তং পরিত্যজ্য যো যথেচ্ছং বরস্তং বৃণীত্যর্থঃ॥ ১১॥

গমন করিয়া দেবতাদিগের বিস্ময়কর উৎকৃষ্ট ও কঠোরতর তপস্যা করিতে লাগিল॥ ৫॥ মহারাজ! হৃদয়ে ইষ্ট দেবতার ধ্যান করিতে করিতে তাহার দশ সহস্র বৎসর সম্পূর্ণ হইলে, সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন॥ ৬॥ চতুরানন হংসারোহণে সেই স্থানে আগমন করিয়া মহিষাসুরকে বলিলেন, ধর্ম্মাত্মন্! তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, প্রদান করিতেছি॥ ৭॥

মহিষ কহিল, প্রভো কমলযোনে! আমি অমর হইতে বাসনা করি; অতএব হে দেবদেবপিতামহ! যাহাতে আমার মৃত্যু ভয় না থাকে, আপনি তাহা করুন॥ ৮॥

ব্রহ্মা বলিলেন, মহিষ! উৎপত্তি হইলে মরণ, মরণ হইলে আবার উৎপত্তি ইহাই জীবগণের সনাতন ধর্ম্ম। অতএব জন্মিলেই মৃত্যু এবং মরিলেই জন্ম অবশ্যই হইবে সন্দেহ নাই॥ ৯॥ দানবপতে! অধিক কি কালে মহাগিরি, মহাসাগর ও সমস্ত প্রাণিগণ সর্ব্বতোভাবে বিলীন হইবে॥ ১০॥ মহীপাল! তুমি সাধু, অতএব অমরত্ব ব্যতিরেকে তোমার মানসে যাহা অভিলাষ হয় বল আমি তাহা প্রদান করিতেছি॥ ১১॥

মহিষ উবাচ।

ন দেবান্মানুষাদ্দৈত্যান্মরণং মে পিতামহ!।
পুরুষান্ন চ মে মৃত্যুর্যোষা মাং কা হনিষ্যতি ॥ ১২ ॥
তস্মান্মে মরণং নূনং কামিন্যাঃ কুরু পদ্মজ!।
অবলা হন্ত মাং হন্তুং কথং শক্তা ভবিষ্যতি ॥ ১৩ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

যদা কদাপি দৈত্যেন্দ্র! নার্য্যাস্তে মরণং ধ্রুবম্।
ন নরেভ্যো মহাভাগ! মৃতিস্তে মহিষাসুর! ॥ ১৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

এবং দত্ত্বা বরং তস্মৈ যযৌ ব্রহ্মা নিজালয়ম্।
সোঽপি দৈত্যবরঃ প্রাপ নিজং স্থানং মুদান্বিতঃ ॥ ১৫ ॥

রাজোবাচ।

মহিষঃ কস্য পুত্রোঽসৌ কথং জাতো মহাবলী।
কথং চ মাহিষং রূপং প্রাপ্তং তেন মহাত্মনা ॥ ১৬ ॥

যোষা মাং কা হনিষ্যতি ন হি তস্যাঃ শক্তিরস্তি মাং হন্তুং তস্মাৎ পুরুষান্মৃত্যুর্মাস্তু যোষিতো মৃত্যুরস্তি চেদস্তু ন মম ততো ভয়মস্তীত্যর্থঃ ॥ ১২—১৩ ॥

ন নরেভ্য ইতি পুংস্ত্ববিশিষ্টেভ্যো যৎকিঞ্চিৎপ্রাণিভ্য ইত্যর্থঃ। নরপদস্য সর্ব্বপ্রাণ্যুপলক্ষণার্থত্বাৎ ॥ ১৪—১৫ ॥

মাহিষং রূপং মহিষাকারং রূপমিত্যর্থঃ। মহাত্মনেত্যনেনায়ং শিবাবতার ইতি কালিকাপুরাণে উক্তম্। সা কথা স্মারিতা। তত্র হি রম্ভাসুরতপস্যয়া প্রসন্নস্য শিবস্যাং-

---

মহিষ বলিল, পিতামহ! দেব, দানব এবং মনুষ্য জাতীয় পুরুষ হইতে আমার মৃত্যু না হয়, স্ত্রীলোককে আমি গণনা করি না, অবলাগণের মধ্যে কেহই আমাকে সংহার করিতে সক্ষম হইবে না ॥ ১২ ॥ অতএব পদ্মযোনে! কামিনী হইতেই আমার মৃত্যু বিধান করুন; কামিনীগণের বল অতিশয় অল্প, অতএব তাহারা আমাকে কিরূপে সংহার করিতে সমর্থ হইবে? ॥ ১৩ ॥

পিতামহ কহিলেন, দানবেন্দ্র! যে কোন সময়ে নারী হইতেই তোমার অবশ্যই মৃত্যু হইবে, কোন পুরুষ জাতি হইতে তোমার মৃত্যুভয় নাই। মহিষ! তুমি সৌভাগ্যশালী বলিয়াই এই বর লাভ করিলে ॥ ১৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! ব্রহ্মা তাহাকে এইরূপ বর দিয়া স্বীয় আলয়ে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন, সেই দানবেন্দ্রও সহর্ষে স্বস্থানে প্রস্থান করিল ॥ ১৫ ॥

রাজা বলিলেন, ভগবন্! মহাবল মহিষাসুর কাহার পুত্র? কিরূপে জন্ম গ্রহণ করিল? আর কেনই বা সে মহাত্মা হইয়াও মহিষ-দেহ লাভ করিল? ॥ ১৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

দনোঃ পুত্রৌ মহারাজ! বিখ্যাতৌ ক্ষিতিমণ্ডলে।
রম্ভশ্চৈব করম্ভশ্চ দ্বাবাস্তাং দানবোত্তমৌ ॥ ১৭ ॥
তাবপুত্রৌ মহারাজ! পুত্রার্থং তেপতুস্তপঃ।
বহূন্ বর্ষগণান্ কামং পুণ্যে পঞ্চনদে জলে ॥ ১৮ ॥
করম্ভস্তু জলে মগ্নশ্চকার পরমং তপঃ।
বৃক্ষং রসালবটং প্রাপ্য স রম্ভোঽগ্নিমসেবত ॥ ১৯ ॥
পঞ্চাগ্নিসাধনাসক্তঃ স রম্ভস্তু যদাভবৎ।
জ্ঞাত্বা শচীপতির্দুঃখমুদ্যযৌ দানবৌ প্রতি ॥ ২০ ॥
গত্বা পঞ্চনদে তত্র গ্রাহরূপং চকার হ।
বাসবস্তু করম্ভস্তং তদা জগ্রাহ পাদয়োঃ ॥ ২১ ॥
নিজঘান চ তং দুষ্টং করম্ভং বৃত্রসূদনঃ।
ভ্রাতরং নিহতং শ্রুত্বা রম্ভঃ কোপং পরঙ্গতঃ ॥ ২২ ॥
স্বশীর্ষং পাবকে হোতুমৈচ্ছচ্ছিত্ত্বা করেণ হ।
কেশপাশে গৃহীত্বাশু বামেন ক্রোধসংযুতঃ ॥ ২৩ ॥
দক্ষিণেন করেণোগ্রং গৃহীত্বা খড়্গমুত্তমম্।
ছিনত্তি শীর্ষং তত্তাবদ্বহ্নিনা প্রতিবোধিতঃ ॥ ২৪ ॥

শোঽয়ং জন্মত্রয়ে তৎসুতো মহিষঃ। স চ তপসা মম দেবীসাযুজ্যং ভবত্বিতি বরং প্রার্থিতবানিত্যাদিকম্। আদিসৃষ্টাবুগ্রচণ্ডমূর্ত্ত্যা ত্বং নিহতঃ পুরা। দ্বিতীয়সৃষ্টৌ তু ভবান্ ভদ্রকাল্যা ময়া হতঃ। দুর্গারূপেণাধুনা ত্বাং হনিষ্যামি সহানুগমিত্যুক্তম্ ॥ ১৬—১৮ ॥
রসালবটো বটযক্ষিণীস্থানং যক্ষপুর্য্যামস্তীতি বটযক্ষিণীবিধানতন্ত্রেষু স্পষ্টম্ ॥ ১৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! রম্ভ ও করম্ভ নামক দনুর দুই পুত্র হয়, ঐ শ্রেষ্ঠ দানবযুগল ভূমণ্ডলে বিখ্যাত ॥ ১৭ ॥ মহারাজ! তাহাদের পুত্র হয় নাই, সুতরাং অভিলষিত পুত্রকামনায় তাহারা পঞ্চনদের পবিত্র জলে গমনপূর্ব্বক বহুবর্ষ কাল পর্য্যন্ত কঠোর তপস্যা করিতে লাগিল ॥ ১৮ ॥ ইহাদের মধ্যে করম্ভ, জলে নিমগ্ন হইয়া সুমহৎ তপস্যার অনুষ্ঠানে নিরত থাকিল, আর রম্ভ, যক্ষিণীর স্থান রসাল বটবৃক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক অগ্নির আরাধনা করিতে লাগিল ॥ ১৯ ॥ রম্ভ পঞ্চাগ্নি সাধনায় নিরত হইলে, শচীপতি এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া দুঃখিতচিত্তে দানবযুগলের উদ্দেশে গমন করিলেন ॥ ২০ ॥ বাসব পঞ্চনদে গমন করিয়া কুম্ভীররূপ ধারণ পূর্ব্বক করম্ভ দানবের পাদযুগল ধরিয়া তাহাকে বিনাশ করিলেন ॥ ২১ ॥ বৃত্রনিসূদন বাসব সেইরূপে দুষ্ট করম্ভকে নিহত করিলে, রম্ভ ভ্রাতার নিধন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অতিশয় কুপিত হইল ॥ ২২ ॥ তখন রম্ভ ক্রোধে তৎক্ষণাৎ বামকরে কেশপাশ

উক্তশ্চ দৈত্য মূর্খোঽসি স্বশীর্ষং ছেত্তুমিচ্ছসি।
আত্মহত্যাতিদুঃসাধ্যা কথং ত্বং কর্ত্তুমুদ্যতঃ॥ ২৫॥
বরং বরয় ভদ্রং তে যস্তে মনসি বর্ত্ততে।
মা ম্রিয়স্ব মৃতেনাদ্য কিন্তে কার্য্যং ভবিষ্যতি॥ ২৬॥

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং রম্ভঃ পাবকস্য সুভাষিতম্।
ততোঽব্রবীদ্বচো রম্ভস্ত্যক্ত্বা কেশকলাপকম্॥ ২৭॥
যদি তুষ্টোঽসি দেবেশ! দেহি মে বাঞ্ছিতং বরম্।
ত্রৈলোক্যবিজয়ী পুত্রঃ স্যান্মঃ পরবলার্দ্দনঃ॥ ২৮॥
অজেয়ঃ সর্ব্বথা স স্যাদ্দেবদানবমানবৈঃ।
কামরূপী মহাবীর্য্যঃ সর্ব্বলোকাভিবন্দিতঃ॥ ২৯॥
পাবকস্তং তথেত্যাহ ভবিষ্যতি তবেপ্সিতম্।
পুত্রস্তব মহাভাগ! মরণাদ্বিরমাধুনা॥ ৩০॥
যস্যাং চিত্তং তু রম্ভ! ত্বং প্রমদায়াং করিষ্যসি।
তস্যাং পুত্রো মহাভাগ! ভবিষ্যতি বলাধিকঃ॥ ৩১॥

তত্র করম্ভো জলে মগ্নস্তপশ্চকার। রম্ভস্তু পঞ্চাগ্নিসাধনং চকার। স রম্ভস্থিতি। স প্রসিদ্ধো রম্ভ ইত্যর্থঃ॥ ২০—২৮॥

সর্ব্বলোকাভিবন্দিত ইতি। শিবস্যাংশ ইত্যর্থঃ। কালিকাপুরাণে মহিষস্য শিবাংশত্বেবোক্তত্বাৎ। নত্বগ্নিং প্রতি শিবাংশো মম পুত্রো ভবত্বিতি প্রার্থনয়াপি কথং শিবাংশঃ

গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় মস্তক ছেদন করিয়া পাবকে হোম করিতে অভিলাষ করিল॥ ২৩॥ পরে, দক্ষিণ করে সুতীক্ষ্ণ খড়্গ লইয়া যেমন মস্তক ছেদনে উদ্যত হইল, অমনি অগ্নি তাহাকে জ্ঞানদান পূর্ব্বক নিষেধ করিয়া বলিলেন, রে মূর্খ দানব! তুমি স্বীয় মস্তক ছেদন করিতে অভিলাষ করিতেছ? আত্মহত্যা অতি দুষ্কর্ম, কিছুতেই উহা হইতে উদ্ধারের উপায় নাই। অতএব এমন কার্য্যে কেন উদ্যত হইয়াছ?॥ ২৪—২৫॥ তুমি এখন মরিও না, মরিলে তোমার কোন্ কার্য্য সিদ্ধ হইবে? অতএব তোমার মনের অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, মঙ্গল হইবে॥ ২৬॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! পাবকের সেই মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া রম্ভ কেশকলাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিল, দেবেশ! যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে অভিলষিত বর প্রদান করুন; যেন ত্রৈলোক্যবিজয়ী শত্রুবল বিনাশক আমার একটি পুত্র হয়॥২৭-২৮॥ সেই পুত্র যেন সর্ব্বতোভাবে দেব দানব ও মানবের অজেয়, মহাবীর্য্যবান্ কামরূপী এবং সর্ব্ব জনের সম্মানিত হয়॥ ২৯॥ পাবক বলিলেন, মহাভাগ! তোমার বাঞ্ছিত পুত্রলাভ

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তো বহ্নিনা রম্ভো বচনং চিত্তরঞ্জনম্।
শ্রুত্বা প্রণম্য প্রযযৌ বহ্নিং তং দানবোত্তমঃ ॥ ৩২ ॥
যক্ষৈঃ পরিবৃতং স্থানং রমণীয়ং শ্রিয়ান্বিতম্।
দৃষ্ট্বা চক্রে তদা ভাবং মহিষ্যাং দানবোত্তমঃ ॥ ৩৩ ॥
মত্তায়াং রূপপূর্ণায়াং বিহায়ান্যাং চ যোষিতম্।
সা সমাগাচ্চ তরসা কাময়ন্তী মুদান্বিতা ॥ ৩৪ ॥
রম্ভোঽপি গমনং চক্রে ভবিতব্যপ্রণোদিতঃ।
সা তু গর্ভবতী জাতা মহিষী তস্য বীর্য্যতঃ ॥ ৩৫ ॥
তাং গৃহীত্বাথ পাতালং প্রবিবেশ মনোহরম্।
মহিষেভ্যশ্চ তাং রক্ষন্ প্রিয়ামনুমতাং কিল ॥ ৩৬ ॥
কদাচিন্ মহিষশ্চান্যঃ কামার্ত্তস্তামুপাদ্রবৎ।
স্বয়মাগত্য তং হন্তুং দানবঃ সমুপাদ্রবৎ ॥ ৩৭ ॥
স্বরক্ষার্থং সমাগম্য মহিষং সমতাড়য়ৎ।
সোঽপি তং নিজঘানাশু শৃঙ্গাভ্যাং কামমোহিতঃ ॥ ৩৮ ॥

পুত্রো ভবিষ্যতি নহ্যগ্ন্যধীনঃ শিবোঽস্তীতি চেন্ন। অগ্নির্বৈ রুদ্র ইতি শ্রুতেরগ্নেঃ শিবস্বরূপত্বাৎ স্বপ্রার্থনয়ৈব স্বাংশস্য জায়মানত্বাৎ ॥ ২৯—৩৪ ॥

হইবে, অতএব মরণ ব্যবসায় হইতে এখন বিরত হও ॥ ৩০ ॥ মহাভাগ রম্ভ! তুমি যে প্রমদায় ইচ্ছা করিবে তাহাতেই তোমার অধিক বলবান্ পুত্র হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৩১ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! সেই দানববর রম্ভ বহ্নির মনোরঞ্জন বাক্য শ্রবণে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া যক্ষগণে পরিবৃত শোভাময় রমণীয় স্থানে প্রস্থান করিল; একটি সুদৃশ্য মত্ত মহিষী দানববরের নয়নপথে নিপতিত হইলে সে অন্য রমণী পরিত্যাগ করিয়া তাহাতেই রমণের অভিলাষ করিল। মহিষীও সহর্ষ হইয়া সমাগম বাসনায় অবিলম্বে তাহাকে কামনা করিল, রম্ভও ভবিতব্যের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাকে সঙ্গম করিলে মহিষী তাহার বীর্য্যে গর্ভবতী হইল ॥ ৩২—৩৫ ॥ দানবও মনোমত প্রিয়তমাকে মহিষগণ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাহাকে লইয়া মনোহর পাতালপুরে প্রবেশ করিল ॥ ৩৬ ॥

তদনন্তর কোন সময়ে অপর একটি মহিষ কাম পীড়িত হইয়া উক্ত মহিষীকে আক্রমণ করিলে দানবও স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তাহার বিনাশে উদ্যত হইল ॥ ৩৭ ॥ দানব স্বীয় পত্নীর রক্ষার নিমিত্ত বেগে আসিয়া সেই মহিষকে আঘাত করিল। সেই কামমোহিত

তাড়িতস্তেনতীক্ষ্ণাভ্যাং শৃঙ্গাভ্যাং হৃদয়ে ভৃশম্।
ভূমৌ পপাত তরসা মমার চ বিমূর্চ্ছিতঃ॥ ৩৯॥
মৃতে ভর্ত্তরি সা দীনা ভয়ার্ত্তা বিদ্রুতা ভৃশম্।
সা বেগাত্তং বটং প্রাপ্য যক্ষাণাং শরণং গতা॥ ৪০॥
পৃষ্ঠতস্তু গতস্তত্র মহিষঃ কামপীড়িতঃ।
কাময়ানস্তু তাং কামী বলবীর্য্যমদোদ্ধতঃ॥ ৪১॥
রুদতী সা ভৃশং দীনা দৃষ্টা যক্ষৈর্ভয়াতুরা।
ধাবমানঞ্চ তং বীক্ষ্য যক্ষাস্ত্রাতুং সমাযযুঃ॥ ৪২॥
যুদ্ধং সমভবদ্ঘোরং যক্ষাণাং চ হয়ারিণা।
শরেণ তাড়িতস্তূর্ণং পপাত ধরণীতলে॥ ৪৩॥
মৃতং রম্ভং সমানীয় যক্ষাস্তে পরমং প্রিয়ম্।
চিতায়াং রোপয়ামাসুস্তস্য দেহস্য শুদ্ধয়ে॥ ৪৪॥
মহিষী সা পতিং দৃষ্ট্বা চিতায়াং রোপিতং তদা।
প্রবেষ্টুং সা মতিং চক্রে পতিনা সহ পাবকম্॥ ৪৫॥

নন্বু রাক্ষসস্যাপি নানাবিধসুন্দরীর্ব্বিহায় পশুজাতীয়মহিষীগমনং কথং রুচিকরং জাতমিতিচেত্তত্রাহ ভবিতব্যেতি॥ ৩৫—৩৯॥
ভর্ত্তরি রম্ভসংজ্ঞকে মৃতে সতীত্যর্থঃ॥ ৪০—৪১॥
তং মহিষং তয়া সহ মৈথুনার্থং ধাবমানম্॥ ৪২॥
হয়ারিণা মহিষেণ। শরেণ যক্ষক্ষিপ্তশরেণ॥ ৪৩॥

মহিষও তৎক্ষণাৎ শৃঙ্গ দ্বারা রম্ভকে আঘাত করিল॥ ৩৮॥ মহিষ তীক্ষ্ণ বিষাণ যুগল দ্বারা তাহার হৃদয়ে এতাদৃশ নিদারুণ প্রহার করিল যে, রম্ভ তাহার আঘাতে সহসা ভূমিতলে পতিত হইয়া মূর্চ্ছিত এবং পরিশেষে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইল॥ ৩৯॥ স্বামীর মৃত্যু হইলে মহিষী কাতর হইয়া ভয়ে সত্বর পলায়ন করিল। সে ত্বরিত গমনে বটবৃক্ষের সন্নিহিত যক্ষগণের শরণাগত হইল॥ ৪০॥ কিন্তু সেই কামাতুর মহিষ বলবীর্য্যমদে উদ্ধত হইয়া মহিষীকে কামনা করত তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল॥ ৪১॥ যক্ষেরা দেখিল যে মহিষী ভয়ে কাতর হইয়া দীনভাবে অত্যন্ত রোদন করিতেছে আর কামবৃত্তি চরিতার্থ করিবার বাসনায় মহিষ তাহার পশ্চাতে ধাবমান হইতেছে, তদ্দর্শনে যক্ষগণ মহিষীকে রক্ষা করিতে আসিল॥ ৪২॥ মহিষের সহিত যক্ষদিগের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল, মহিষ তাহাদের শরাহত হইয়া সহসা ভূতলে পতিত হইল॥ ৪৩॥

রম্ভ, যক্ষদিগের পরম প্রিয়পাত্র ছিল, সুতরাং তাহারা তাহার দেহ শুদ্ধ করিবার বাসনায় তাহার মৃতদেহ লইয়া অনলসাৎ করিল। পতি, চিতায় আরোপিত হইলে মহিষী

বার্য্যমাণাপি যক্ষৈঃ সা প্রবিবেশ হুতাশনম্।
জ্বালামালাকুলং সাধ্বী পতিমাদায় বল্লভম্ ॥ ৪৬ ॥
মহিষস্তু চিতামধ্যাৎ সমুত্তস্থৌ মহাবলঃ।
রম্ভোঽপ্যন্যদ্বপুঃ কৃত্বা নিঃসৃতঃ পুত্রবৎসলঃ ॥ ৪৭ ॥
রক্তবীজোঽপ্যসৌ জাতো মহিষোঽপি মহাবলঃ।
অভিষিক্তস্তু রাজ্যেঽসৌ হয়ারিরসুরোত্তমৈঃ ॥ ৪৮ ॥
এবং স মহিষো জাতো রক্তবীজশ্চ বীর্য্যবান্।
অবধ্যস্তু সুরৈর্দ্দৈত্যৈর্মানবৈশ্চ নৃপোত্তম ! ॥ ৪৯ ॥
ইত্যেতৎ কথিতং রাজন্ ! জন্ম তস্য মহাত্মনঃ।
বরপ্রদানঞ্চ তথা প্রোক্তং সর্ব্বং সবিস্তরম্ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে মহিষাসুরোৎপত্তির্নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

পরমং প্রিয়ং যক্ষাণাং মিত্রবর্গান্তর্গতমিত্যর্থঃ ॥ ৪৪—৪৫ ॥

বার্য্যমাণাপীতি গর্ব্বিণ্যাঃ সতীগমনে নাধিকার ইতি বার্য্যমাণাপি পতিবিয়োগদুঃখমসহমানা গর্ত্তবত্যেব বিভাবসুং প্রবিবেশ ॥ ৪৬ ॥

তস্মিন্নেব সময়ে মহিষ্যাং মৃতায়াং চিতামধ্যাদ্গর্ত্তস্থিতো মহিষো বহিঃ সমুত্তস্থৌ নির্গতঃ। তস্মিন্নেব সময়ে মৃতো রম্ভোঽপি পুত্রবাৎসল্যাদ্রক্তবীজস্য রূপান্তরং কৃত্বা নির্গতঃ ॥ ৪৭ ॥

রক্তবীজোঽপ্যসৌ জাত ইতি। অসৌ রম্ভ এব চিতামধ্যাদ্রূপান্তরং কৃত্বা নির্গতো রক্তবীজো জাতঃ। মহিষাসুরোঽপি পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণৈবং জাত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৮—৫০ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥২॥

তাহার সহিত পাবকে প্রবেশ করিতে বাসনা করিল ॥ ৪৫ ॥ যক্ষেরা নিবারণ করিলেও সেই সাধ্বী প্রিয়তম পতিকে লইয়া শিখা-সমাকুল হুতাশনে প্রবিষ্ট হইল ॥ ৪৬ ॥ মহিষী মৃতা হইলে তখন মহাবল মহিষ, মাতৃগর্ত্ত পরিত্যাগ করিয়া চিতার মধ্যস্থল হইতে উত্থিত হইল, তখন রম্ভও পুত্রের প্রতি বাৎসল্য বশত রূপান্তর ধারণ পূর্ব্বক বহির্গত হইল ॥ ৪৭ ॥ রম্ভ রূপান্তর হইয়া রক্তবীজ নামে বিখ্যাত হইল। তদীয় পুত্র মহাবল দানব এইরূপে জন্ম লইয়া মহিষ নাম গ্রহণ করিলে প্রধান প্রধান দানবেরা মহিষকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিল ॥ ৪৮ ॥ নৃপবর ! মহাবীর্য্য রক্তবীজ এবং মহিষদানব এইরূপে জন্মপরিগ্রহ করিয়া দেবতা, দানব এবং মানবগণের অবধ্য হইয়াছিল ॥৪৯॥ রাজন্ ! এই আমি তোমার নিকট সেই মহাত্মা মহিষ দানবের জন্ম ও বরলাভ বৃত্তান্ত সমস্ত সবিস্তার বর্ণন করিলাম ॥ ৫০ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক দেবীভাগবত মহাপুরাণের পঞ্চমস্কন্ধে মহিষদানবের উৎপত্তিবর্ণন নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

এবং স মহিষো নাম দানবো বরদর্পিতঃ।
প্রাপ্য রাজ্যং জগৎ সর্ব্বং বশে চক্রে মহাবলঃ॥ ১॥
পৃথিবীং পালয়ামাস সাগরান্তাং ভুজার্জ্জিতাম্।
একচ্ছত্রাং নিরাতঙ্কাং বৈরিবর্গবিবর্জ্জিতাম্॥ ২॥
সেনানীশ্চিক্ষুরস্তস্য মহাবীর্য্যো মদোৎকটঃ।
ধনাধ্যক্ষস্তথা তাম্রঃ সেনাযুতসমাবৃতঃ॥ ৩॥
অসিলোমা তথোদর্কো বিড়ালাখ্যশ্চ বাস্কলঃ।
ত্রিনেত্রোঽথ তথা কালবন্ধকো বলদর্পিতঃ॥ ৪॥
এতে সৈন্যযুতাঃ সর্ব্বে দানবা মেদিনীং তদা।
আবৃত্য সংস্থিতাঃ কামমৃদ্ধাং সাগরমেখলাম্॥ ৫॥
করদাশ্চ কৃতাঃ সর্ব্বে ভুমিপালাঃ পুরাতনাঃ।
নিহতা যে বলোদগ্রাঃ ক্ষাত্রধর্ম্মব্যবস্থিতাঃ॥ ৬॥

ত্রিপঞ্চাশৎপদ্যৈকৈস্ত দেবেন্দ্রসমরোদ্যতঃ॥
মহাসুরঃ স্বসৈন্যস্য সমুদ্যোগং চকার হ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ে মহিষাসুরস্য বলাধিক্যকারণং তপস্যাদিকমুপপাদ্য তেন দেবেন্দ্রেণ সাকং কথং যুদ্ধং কৃতমিত্যাকাঙ্ক্ষায়াং যুদ্ধপ্রসঙ্গমুপপাদয়তি এবমিতি॥ ১—২॥

সেনানীঃ সেনাপতিঃ। তাম্রো দৈত্যস্তু সেনাযুতসমাবৃতঃ। অত্রাযুতশব্দো বহ্বর্থকো বহুসেনাবৃতো ধনাধ্যক্ষো ভাণ্ডারগৃহাধিপতির্ম্মহিষাসুরস্যাসীদিত্যর্থঃ॥ ৩॥

অসিলোমাদয়োঽবান্তরসেনাপতয়ঃ॥ ৪—৫॥

ব্যাস বলিলেন, সেই বরদর্পিত মহাবল মহিষাসুর রাজ্য লাভ করিয়া সমস্ত জগৎ স্বীয় বশে আনয়ন করিল॥ ১॥ মহিষ যখন বাহুবলে সাগর পরিবৃত ভূমণ্ডল জয় করিয়া শাসন করিতে লাগিল, তৎকালে সেই রাজ্যে ছত্রধারী অন্য কোন রাজা অথবা বৈরী-দিগের গর্ব্ব এবং কোনও ভয়ের কারণ ছিল না॥২॥ তখন অতীব বীর্য্যবান্ মদোদ্ধত চিক্ষুর তাহার সেনাপতি কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, আর তাম্র বহুসংখ্যক সেনায় সমাবৃত হইয়া ধন-রক্ষায় নিয়োজিত হইল॥ ৩॥ অসিলোমা, বিড়াল, উদর্ক, বাস্কল, ত্রিনেত্র এবং কালবন্ধক প্রভৃতি বলদর্পিত সেনানায়ক দানবেরা তৎকালে স্বীয় স্বীয় সেনায়, সাগর পরিবৃত-সমৃদ্ধি-শালী মেদিনীমণ্ডল আবৃত করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল॥ ৪—৫॥

ব্রাহ্মণা বশগা জাতা যজ্ঞভাগসমর্পকাঃ।
মহিষস্য মহারাজ ! নিখিলে ক্ষিতিমণ্ডলে ॥ ৭ ॥
একাতপত্রং তদ্রাজ্যং কৃত্বা স মহিষাসুরঃ।
স্বর্গং জেতুং মনশ্চক্রে বরদানেন গর্ব্বিতঃ ॥ ৮ ॥
প্রণিধিং প্রেষয়ামাস হয়ারিস্তু শচীপতিম্।
স সন্দেশহরং শীঘ্রমাহূয়োবাচ দৈত্যরাট্ ॥ ৯ ॥
গচ্ছ বীর ! মহাবাহো ! দূতত্বং কুরু মেঽনঘ !।
ব্রূহি শক্রং দিবং গত্বা নিঃশঙ্কঃ সুরসন্নিধৌ ॥ ১০ ॥
মুঞ্চ স্বর্গং সহস্রাক্ষ ! যথেষ্টং গচ্ছ মাচিরম্।
সেবাং বা কুরু দেবেশ ! মহিষস্য মহাত্মনঃ ॥ ১১ ॥
স ত্বাং সংরক্ষয়েন্নূনং রাজা শরণমাগতম্।
তস্মাত্ত্বং শরণং যাহি মহিষস্য শচীপতে ! ॥ ১২ ॥
নোচেদ্বজ্রং গৃহাণাশু যুদ্ধায় বলসূদন !।
পূর্ব্বৈর্জ্জিতোঽসি চাস্মাকং জানামি তব পৌরুষম্ ॥ ১৩ ॥

যে বলোদগ্রা বলেন ক্রূরাঃ ক্ষাত্রধর্ম্মো যুদ্ধে চাপ্যপলায়নমিত্যাদিস্তস্মিন্ যেঽবস্থিতাস্তে নিহতা ইত্যর্থঃ। যে তু তদন্যে তে তু করদাঃ কৃতা ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

যজ্ঞভাগসমর্পকা যজ্ঞভাগং মহিষাসুরায় সমর্পয়ামাসুরিত্যর্থঃ। মহিষস্য ক্ষিতিমণ্ডলে এবং সর্ব্বে ব্রাহ্মণা বশগা জাতা ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৭—৮ ॥

প্রণিধিমিতি। প্রসিদ্ধে ভূষিতে খ্যাতে প্রণিধির্না চরে'প্যরে। ইতি মেদিনীকোষাৎ প্রণিধিমনুচরম্। হয়ারির্ম্মহিষাসুরঃ শচীপতিং প্রতি প্রমত্তঃ প্রেষয়ামাসেত্যর্থঃ। কথং প্রেষয়ামাস তদাহ স সন্দেশেতি ॥ ৯—১২ ॥

রাজন্ ! যে সকল পরাক্রান্ত রাজা ক্ষাত্রধর্ম্ম অনুসারে পলায়ন না করিয়া যুদ্ধ করিল, মহিষ তাহাদিগকে নিহত করিল, আর তদবশিষ্ট পুরাতন মহীপালদিগকে করদ করিল। ক্ষিতিমণ্ডলের ব্রাহ্মণেরা মহিষের বশীভূত হইয়া তাহাকে যজ্ঞভাগ সমর্পণ করিলেন ॥৬-৭॥ একচ্ছত্র রাজ্য করিয়াও মহিষ বরলাভে গর্ব্বিত হইয়া স্বর্গ রাজ্য জয় করিতে মানস করিল ॥৮॥ তখন দানবরাজ মহিষ শচীপতি সন্নিধানে দূত প্রেরণ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া সত্বর বার্ত্তাবাহককে আহ্বান করিয়া বলিল, তুমি সত্যনিষ্ঠ বীর অতএব তুমি আমার দৌত্যকার্য্য সম্পাদন কর ; তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে সুরালয়ে গিয়া সুরগণের সন্নিধানে ইন্দ্রকে বলিবে, সহস্রলোচন ! তুমি স্বর্গ ত্যাগ করিয়া যথাভিলষিত স্থানে প্রস্থান কর, আর বিলম্ব করিও না ; অথবা মহাত্মা মহিষের সেবা কর ॥ ৯—১১ ॥ তিনি রাজা সুতরাং তুমি শরণাগত হইলে অবশ্যই তোমাকে রক্ষা করিবেন ; অতএব শচীনাথ ! তুমি মহিষের আশ্রয় গ্রহণ

অহল্যাজার ! বিজ্ঞাতং বলং তে সুরসত্তম ! ।
যুধ্যস্ব ব্রজ বা কামং যত্র তে রমতে মনঃ ॥ ১৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য শক্রঃ ক্রোধসমন্বিতঃ।
উবাচ তং নৃপশ্রেষ্ঠ ! স্মিতপূর্ব্বং বচস্তদা ॥ ১৫ ॥
ন জানেঽহং সুমন্দাত্মন্ ! যতস্ত্বং মদদর্পিতঃ।
চিকিৎসাং সঙ্করিষ্যামি রোগস্যাস্য প্রভোস্তব ॥ ১৬ ॥
অতঃ পরং করিষ্যামি মূলস্যাস্য নির্মূলনম্।
গচ্ছ দূত ! তথা ব্রূহি তস্যাগ্রে মম ভাষিতম্ ॥ ১৭ ॥
শিষ্টৈর্দূতা ন হন্তব্যাস্তস্মাত্ত্বাং বিসৃজাম্যহম্।
যুদ্ধেচ্ছা চেৎ সমাগচ্ছ ত্বরিতো মহিষীসুত ! ॥ ১৮ ॥

পূর্ব্বৈরিতি। অস্মাকং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বজৈস্ত্বং নিত্যং জিতোঽসি। তব পৌরুষং কিয়দ্বর্ত্ততে তদহং জানামীত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

অহল্যাজারেতি। অহল্যাজারেত্যনেন স্ত্রীযোনিকুট্টনে এব তব পৌরুষং নান্যত্রেতি বোধিতম্। ব্রজ বেতি রাজ্যং ত্যক্ত্বেত্যর্থঃ। ইত্যেবং বাক্যং ব্রূহি শক্রং প্রতীতি দৈত্যরাড়ুবাচ। ততঃ স দূতোঽপি শক্রং প্রতি গত্বৈবমুবাচেত্যর্থাদ্বোধ্যমুত্তরশ্লোকানুরোধাৎ ॥ ১৪ ॥

তদা শক্রঃ কিমুবাচ দূতং প্রতি তদাহ তচ্ছ্রুত্বেতি ॥ ১৫ ॥

তব প্রভোঃ স্বামিনো মহিষাসুরস্যাস্য মদরূপরোগস্য চিকিৎসামৌষধং সংকরিষ্যামি ॥ ১৬—১৮ ॥

কর ॥ ১২ ॥ বলসূদন ! যদি তাহা করিতে তোমার ইচ্ছা না হয়, তবে সত্বর যুদ্ধের জন্য বজ্র গ্রহণ কর ; তুমি আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট পরাজিত হইয়াছিলে, অতএব আমি তোমার পৌরুষ অবগত আছি ॥ ১৩ ॥ সুরপতে ! তুমি অহল্যার জার সুতরাং তোমার বল স্ত্রী-আকর্ষণেরই উপযুক্ত ইহা আমরা বেশ জানি ; অতএব হয় যুদ্ধ কর না হয় রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক তোমার যেখানে বাসনা হয় সেই স্থানে প্রস্থান কর ॥ ১৪ ॥

নৃপবর ! (দানবদূত সুরপতির নিকট উপস্থিত হইয়া মহিষাসুর কথিত বাক্য সকল বলিলে পর) শক্র তাহার বাক্যে কুপিত হইয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিলেন ॥ ১৫ ॥ রে নির্ব্বোধ ! তুই মদগর্ব্বে দর্পিত হইয়াছিস্ তাহা আমি জানিতাম না, অতএব তোর প্রভু মহিষাসুরের এই রোগের ঔষধ শীঘ্রই প্রদান করিতেছি ॥ ১৬ ॥ অধুনা ইহাকে সমূলে নির্ম্মূল করিব, নীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণ দূতকে নিহত করেন না, আমি সেই কারণেই তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম ; অতএব দূত ! আমি তোমার নিকট যাহা বলিতেছি দুরাত্মা মহিষের নিকট যাইয়া সে সমস্তই বলিও। মহিষীতনয় ! যদি তোর যুদ্ধ বাসনা হইয়া থাকে, অচি-

হয়ারে! ত্বদ্‌বলং জ্ঞাতং তৃণাদস্ত্বং জড়াকৃতিঃ।
শৃঙ্গয়োস্তে করিষ্যামি সুদৃঢ়ং চ শরাসনম্ ॥ ১৯ ॥
দর্পঃ শৃঙ্গবলাত্তেঽস্তি বিদিতং কারণং ময়া।
বিষাণে পরিচ্ছিত্ত্বা তে সংহরিষ্যামি তদ্বলম্ ॥ ২০ ॥
যদ্‌বলেনাতিপূর্ণস্ত্বং জাতোঽসি বলদর্পিতঃ।
কুশলস্ত্বং তদাঘাতে ন যুদ্ধে মহিষাধম! ॥ ২১ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তোঽসৌ সুরেন্দ্রেণ স দূতস্ত্বরিতো গতঃ।
জগাম মহিষং মত্তং প্রণম্য প্রত্যুবাচ হ ॥ ২২ ॥

দূত উবাচ।

রাজন্! দেবাধিপঃ কামং ন ত্বাং বিগণয়ত্যসৌ।
মন্যতে স্ববলং পূর্ণং দেবসৈন্যসমাবৃতঃ ॥ ২৩ ॥
যদুক্তং তেন মূর্খেণ কথমন্যদ্‌ব্রবীম্যহম্।
প্রিয়ং সত্যঞ্চ বক্তব্যং ভৃত্যেন পুরতঃ প্রভোঃ ॥ ২৪ ॥

তৃণাদ ইতি। তৃণভক্ষণ এব বলং নান্যত্রেতি ভাবঃ ॥ ১৯—২০ ॥
তদাঘাতে শৃঙ্গাভ্যামাঘাতে এব কুশলো ন যুদ্ধে ইত্যর্থঃ ॥ ২১—২৩ ॥
যদুক্তমিতি। যত্তেন মূর্খেণেন্দ্রেণোক্তং তস্মাদন্যদন্যথা কথং ব্রবীমি কথং বক্তব্যমিত্যর্থঃ। কুত ইতি চেত্তত্রাহ প্রিয়ং সত্যমিতি। ইন্দ্রোক্তাদন্যস্য ভিন্নস্য কথনে সত্যবাধঃ স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ২৪ ॥

লম্বে আগমন কর্ ॥১৭—১৮॥ মহিষ! তুই তৃণভক্ষক ও জড়াকৃতি সুতরাং তোর বল বিক্রম আমার অবিদিত নাই অতএব সংগ্রামে আসিলেই তোর শৃঙ্গ লইয়া সুদৃঢ় শরাসন প্রস্তুত করিব ॥ ১৯ ॥ তুই শৃঙ্গের বলেই দর্প করিতেছিস্, ইহা আমি বেশ বিদিত আছি, রে মহিষাধম! তুই শৃঙ্গের দ্বারাই আঘাত করিতেই পটু যুদ্ধের বিষয় কিছুই অবগত নহিস্। অতএব তুই যে শৃঙ্গের বলেই পরিপূর্ণ হইয়া বলের দর্প করিতেছিস্ আমি সেই বিষাণদ্বয় ছেদন করিয়া তোর বলবীর্য্য সমস্তই বিনষ্ট করিব ॥ ২০—২১ ॥

ব্যাস বলিলেন; দূত সুরপতির নিকট এইকথা শুনিয়া সত্বর তথা হইতে প্রস্থান করিল, পরে প্রমত্ত মহিষদানবের সন্নিহিত হইয়া প্রণাম করত বলিতে লাগিল ॥ ২২ ॥ রাজন্! দেবাধিপতি ইন্দ্র দেবসৈন্যে পরিবেষ্টিত থাকিয়া নিজেই পূর্ণবলে বলীয়ান্ বলিয়া মনে করিতেছেন। আপনাকে উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়াই গণনা করিতেছেন না ॥ ২৩ ॥ প্রভুর সম্মুখে ভৃত্যের প্রিয় অথচ সত্যকথা বলাই উচিত, সেই মূর্খ সুরপতি যাহা বলিয়াছে

প্রিয়ং সত্যঞ্চ বক্তব্যং প্রভোরগ্রে শুভেচ্ছুনা।
ইতি নীতির্ম্মহারাজ জাগর্ত্তি শুভকারিণী ॥ ২৫ ॥
কেবলং চেৎ প্রিয়ং ব্রূয়াং ন তে কার্য্যং ভবিষ্যতি।
পরুষঞ্চ ন বক্তব্যং কদাচিচ্ছুভমিচ্ছতা ॥ ২৬ ॥
যথারিপুমুখাদ্বাচঃ প্রসরন্তি বিষোপমাঃ।
তথা ভৃত্যমুখান্নাথ! নিঃসরন্তি কথং গিরঃ ॥ ২৭ ॥
যাদৃশানীহ বাক্যানি তেনোক্তানি মহীপতে!।
তাদৃশানি ন মে জিহ্বা বক্তুমর্হতি কর্হিচিৎ ॥ ২৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য হেতুগর্ভং তৃণাশনঃ।
ভৃশং কোপপরীতাত্মা বভূব মহিষাসুরঃ ॥ ২৯ ॥

তত্র নীতিশাস্ত্রং প্রমাণয়তি প্রিয়ং সত্যমিতি ॥ ২৫ ॥

কিঞ্চ। সত্যং হিত্বা দেবরাজ্ঞেনানুক্তমপি কেবলং প্রিয়ং বাক্যং ত্বৎসন্তোষার্থং বক্তব্যম্। তথাপি তদা তব কার্য্যমিন্দ্রস্থানলাভো ন ভবিষ্যত্যাহ কেবলমিতি। নম্ন তর্হি মম কার্য্যার্থমিন্দ্রেণ যৎ পরুষং বাক্যমুক্তং তদেব বদেতি চেত্তত্রাহ পরুষঞ্চেতি। প্রভোরগ্রে শুভমিচ্ছতা পুরুষেণ পরুষং বাক্যমপি ন বক্তব্যং মর্য্যাদাভঙ্গপ্রসঙ্গাদিতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

নন্থ ভবতু মমামর্য্যাদা তথাপি যত্তেনোক্তং পরুষং বাক্যং সত্যং তদেব বদেতি চেত্তত্রাহ যথা রিপুমুখাদিতি। কথং গির ইতি। অতিকঠোরা ময়া বক্তুমনর্হা অতিনীচা বাচস্তেনোক্তা ইত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

তদেব স্পষ্টমাহ যাদৃশানীহেতি ॥ ২৮—২৯ ॥

তাহা আমি আপনার নিকট কিরূপে বলিব ॥ ২৪ ॥ বিশেষতঃ মহারাজ! হিতাভিলাষী ভৃত্য প্রভু সন্নিধানে প্রিয় এবং সত্যবাক্য বলিবে এই মঙ্গল বিধায়িনী নীতি জাগরূক রহিয়াছে ॥ ২৫ ॥ যদি কেবল তৃপ্তিকর কথাই বলি, তাহা হইলে আপনার কার্য্য হইবে না, আবার শুভাভিলাষী ভৃত্যের কদাচিৎ পরুষ বাক্য বলাও উচিত নহে ॥ ২৬ ॥ নাথ! শক্রের মুখ হইতে যেরূপ বিষসদৃশ পরুষ বাক্য সকল নিঃসৃত হইয়াছে, সেরূপ কঠোর বাক্য ভৃত্য মুখ হইতে কিরূপে বহির্গত হইবে? ॥ ২৭ ॥ মহীপতে! সুরপতি যাদৃশ বাক্য বলিয়াছেন, আমার জিহ্বা কখনই তাদৃশ বাক্য উচ্চারণ করিতে সমর্থ হইবে না ॥ ২৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, বার্ত্তাবহের উক্তরূপ হেতুসমন্বিত বাক্য শ্রবণে তৃণভোজী মহিষদানব অতিশয় কুপিত হইয়া লাঙ্গূল পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করত মূত্র ত্যাগ করিতে লাগিল; তখন ক্রোধে নয়নযুগল লোহিত করিয়া দানবদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক বলিল, দানবগণ! সুরেন্দ্র, যুদ্ধের নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে কৃতনিশ্চয় হইয়াছে, অতএব তোমরা সেনা সংগ্রহ

সমাহূয়াব্রবীদ্দৈত্যান্ ক্রোধসংরক্তলোচনঃ।
লাঙ্গূলং পৃষ্ঠদেশে চ কৃত্বা মূত্রং পরিত্যজন্ ॥ ৩০ ॥
ভো ভো দৈত্যাঃ সুরেন্দ্রোঽসৌ যুদ্ধকামোঽস্তি সর্ব্বথা।
বলোদ্যোগং কুরুধ্বং বৈ জেতব্যোঽসৌ সুরাধমঃ ॥ ৩১ ॥
মদগ্রে কো ভবেচ্ছূরঃ কোটিশশ্চেত্তথাবিধাঃ।
ন বিভেম্যেকতঃ কামং হনিষ্যাম্যদ্য সর্ব্বথা ॥ ৩২ ॥
শূরঃ শান্তেষসৌ নূনং তপস্বিষু বলাধিকঃ।
বলকর্ত্তা হি কুহকো লম্পটঃ পরদারহৃৎ ॥ ৩৩ ॥
অপ্সরোবলসম্মত্তস্তপোবিঘ্নকরঃ খলঃ।
ছিদ্রপ্রহরণঃ পাপো নিত্যং বিশ্বাসঘাতকঃ ॥ ৩৪ ॥
নমুচির্নিহতো যেন কৃত্বা সন্ধিং দুরাত্মনা।
শপথান্ বিবিধানাদৌ কৃত্বা ভীতেন ছদ্মনা ॥ ৩৫ ॥
বিষ্ণুস্তু কপটাচার্য্যঃ কুহকঃ শপথাকরঃ।
নানারূপধরঃ কামং বলকৃদ্দম্ভপণ্ডিতঃ ॥ ৩৬ ॥
কৃত্বা কোলাকৃতিং যেন হিরণ্যাক্ষো নিপাতিতঃ।
হিরণ্যকশিপুর্যেন নৃসিংহেন চ ঘাতিতঃ ॥ ৩৭ ॥

মূত্রং পরিত্যজন্মূত্রয়ন্নিত্যর্থঃ। বৃষভমহিষয়োরয়ং স্বভাবো দর্শিতঃ ॥ ৩০—৩২ ॥

শান্তেষু সৌম্যেষসৌ শূরো ন মাদৃশেষিত্যর্থঃ। তথা তপস্বিষু তপঃকৃশেষু বলাধিকো ন মাদৃশেষু ॥ ৩৩—৩৮ ॥

কর, সেই সুরাধমকে জয় করিতে হইবে ॥ ৩০—৩১ ॥ আমা অপেক্ষা কে বীর আছে? যদি সুরেন্দ্রের ন্যায় কোটি কোটি বীর আইসে তবে তাহাদের মধ্যে আমি কাহাকেও ভয় করি না, দানবগণ! সেই সুরপতিকে আজ সর্ব্বতোভাবে নিহত করিব ॥৩২॥ সেই ইন্দ্র কেবল শান্ত ও নিরীহ জন সন্নিধানেই শূর আর তপঃকৃশ তপস্বিগণের নিকটেই বলবান্ কিন্তু মাদৃশ জনের সমীপে তাহার কোন বিক্রম প্রকাশ করিবার সাধ্য নাই। সে লম্পট সুতরাং অন্যায় বল প্রয়োগ করিয়া ছল পাতিয়া পরদার হরণ করিয়া থাকে ॥৩৩॥ সে অত্যন্ত খল, পাপপরায়ণ ও ছিদ্রান্বেষী; তাহা না হইলে অপ্সরাগণের সৌন্দর্য্যবলে মত্ত হইয়া তপস্যার বিঘ্ন উৎপাদন করিবে কেন? সে নিতান্ত বিশ্বাসঘাতক বলিয়াই প্রথমতঃ ভীত হইয়া নানাবিধ শপথ করিয়া মহাত্মা নমুচির সহিত সন্ধি করিল, পরে অবসর পাইয়া সেই দুরাত্মা সন্ধি ভঙ্গ করিয়া কপটতা পূর্ব্বক তাহাকে নিপাত করিল ॥ ৩৪—৩৫ ॥ পরন্তু বীর্য্যবান্ বিষ্ণু কপট ব্যবহারের আচার্য্য, শপথের আকর স্বরূপ এবং নিজের গর্ব্ব করিতেই পটু ও পণ্ডিত। সে মায়া দ্বারা ইচ্ছা অনুসারে নানা রূপ ধারণ করিয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥ এই

নাহং তদ্বশগো নূনং ভবেয়ং দনুনন্দনাঃ!।
বিশ্বাসং নৈব গচ্ছামি দেবানাং কুত্র কর্হিচিৎ ॥ ৩৮ ॥
কিং করিষ্যতি মে বিষ্ণুরিন্দ্রো বা বলবত্তরঃ।
রুদ্রো বাপি ন মে শক্তঃ প্রতিকর্ত্তুং রণাঙ্গণে ॥ ৩৯ ॥
ত্রিবিষ্টপং গ্রহীষ্যামি জিত্বেন্দ্রং বরুণং যমম্।
ধনদং পাবকঞ্চৈব চন্দ্রসূর্য্যৌ বিজিত্য চ ॥ ৪০ ॥
যজ্ঞভাগভুজঃ সর্ব্বে ভবিষ্যামোঽদ্য সোমপাঃ।
জিত্বা দেবসমূহঞ্চ বিহরিষ্যামি দানবৈঃ ॥ ৪১ ॥
ন মে ভয়ং সুরেভ্যশ্চ বরদানেন দানবাঃ!।
মরণং ন নরেভ্যশ্চ নারী কিং মে করিষ্যতি? ॥ ৪২ ॥
পাতালপর্ব্বতেভ্যশ্চ সমাহূয় বরান্ বরান্।
দানবান্ মম সৈন্যেশান্ কুর্ব্বন্তু ত্বরিতাশ্চরাঃ! ॥ ৪৩ ॥
একোঽহং সর্ব্বদেবেশান্ বিজেতুং দানবাঃ! ক্ষমঃ।
শোভার্থং বঃ সমাহূয় নয়ামি সুরসঙ্গমে ॥ ৪৪ ॥
শৃঙ্গাভ্যাঞ্চ ক্ষুরাভ্যাঞ্চ হনিষ্যেঽহং সুরান্ কিল।
ন মে ভয়ং সুরেভ্যশ্চ বরদানপ্রভাবতঃ ॥ ৪৫ ॥

প্রতিকর্ত্তুং বিপরীতং কর্ত্তুম্ ॥ ৩৯—৪২ ॥
হে চরাঃ দূতাস্তানাহূতান্দানবান্ সৈন্যেশান্ কুর্ব্বন্তু ভবন্তু ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

সকল কারণেই বিষ্ণু শূকরাকৃতি হইয়া হিরণ্যাক্ষকে এবং নরসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া হিরণ্যকশিপুকে সংহার করিয়াছিল ॥ ৩৭ ॥ দানবগণ! আমি কখনই সেই বিষ্ণুর বশীভূত হইব না। কারণ, আমি দেবতাদিগের কোন বাক্য কি কার্য্যে কদাচই বিশ্বাস করি না ॥ ৩৮ ॥ অতি বলবান্ রুদ্র যখন রণাঙ্গণে আমার প্রতিকূলাচরণ করিতে সমর্থ নহেন তখন ইন্দ্র অথবা বিষ্ণু আমার কি করিবে? ॥ ৩৯ ॥ আমি এক্ষণেই ইন্দ্র, বরুণ, যম, কুবের, পাবক, চন্দ্র এবং সূর্য্যকে পরাজয় করিয়া স্বর্গসাম্রাজ্য গ্রহণ করিব ॥ ৪০ ॥ দেবগণকে জয় করিয়া আমরা সকলেই যজ্ঞের ভাগ গ্রহণ ও সোমপান করিয়া দানবগণের সহিত বিহার করিব ॥ ৪১ ॥ দানবগণ! বরলাভ বশত সুরগণ হইতে আমার কিঞ্চিন্মাত্রও ভয় নাই; বিশেষত পুরুষ হইতেও আমার মৃত্যু ভয় নাই কেবল স্ত্রী হইতেই আমার মরণ ভয়, কিন্তু স্ত্রীলোকে আমার কি করিতে পারিবে? ॥ ৪২ ॥ চরগণ! অবিলম্বে পাতাল ও পর্ব্বত হইতে প্রধান প্রধান দানবগণকে আহ্বান করিয়া আমার সেনাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করুক ॥৪৩॥ দানবগণ! আমি একাকীই সমস্ত প্রধান প্রধান দেবতাদিগকে পরাজয়

অবধ্যোঽহং সুরগণৈরসুরৈর্ম্মানবৈস্তথা।
তস্মাৎ সজ্জা ভবন্ত্বদ্য দেবলোকজয়ায় বৈ ॥ ৪৬ ॥
জিত্বা সুরালয়ং দৈত্যা বিহরিষ্যামি নন্দনে।
মন্দারকুসুমাপীড়া দেবযোষিৎসমন্বিতাঃ ॥ ৪৭ ॥
কামধেনুপয়োৎসিক্তাঃ সুধাপানপ্রমোদিতাঃ।
দেবগন্ধর্ব্বগীতাদিনৃত্যলাস্যসমন্বিতাঃ ॥ ৪৮ ॥
উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা ঘৃতাচী চ তিলোত্তমা।
প্রমদ্বরা মহাসেনা মিশ্রকেশী মদোৎকটা ॥ ৪৯ ॥
বিপ্রচিত্তিপ্রভৃতয়ো নৃত্যগীতবিশারদাঃ।
রঞ্জয়িষ্যন্তি বঃ সর্ব্বান্নানাসবনিষেবণৈঃ ॥ ৫০ ॥
সর্ব্বে সজ্জা ভবন্ত্বদ্য রোচতাং গমনং দিবি ॥
সংগ্রামার্থং সুরৈঃ সার্দ্ধং কৃত্বা মঙ্গলমুত্তমম্ ॥ ৫১ ॥
রক্ষণার্থঞ্চ সর্ব্বেষাং ভার্গবং মুনিসত্তমম্।
সমাহূয় চ সম্পূজ্য স্থাপ্য যজ্ঞে গুরুং পরম্ ॥ ৫২ ॥

বো যুষ্মান্ শোভার্থং যুদ্ধশোভার্থং সমাহূয় নয়ামীত্যর্থঃ ॥ ৪৪—৪৬ ॥
জিত্বেতি। যেন কারণেন সুরালয়ং জিত্বা নন্দনে বিহরিষ্যাম্যহং তৎ কুরুতেত্যর্থঃ। মদ্-যোগাদ্যূয়মপি সুখিনো ভবিষ্যথেত্যাহ মন্দারকুসুমাপীড়া ইতি ॥ ৪৭—৪৯ ॥
নানাসবান্যনেকবিধা মদিরাঃ ॥ ৫০—৫১ ॥

করিতে পারি, কেবল যুদ্ধ শোভার জন্যই তোমাদিগকে আহ্বান করিয়া সুরগণের সংগ্রামে লইয়া যাইতেছি ॥ ৪৪ ॥ বরপ্রভাববশত সুরগণ হইতে আমার কোন ভয় নাই অতএব শৃঙ্গ ও খুর প্রহারেই তাহাদিগকে নিধন করিব ॥ ৪৫ ॥ সুর, অসুর অথবা মানব, সকলেরই আমি অবধ্য অতএব দেবলোক জয় করিবার নিমিত্ত তোমরা সুসজ্জিত হও ॥ ৪৬ ॥ দানবগণ! সুরালয় জয় করিয়া পারিজাত মালায় বিভূষিত হইয়া আমরা দেবাঙ্গনাগণের সহিত নন্দনকাননে বিহার করিব ॥৪৭॥ আমরা তথন কামধেনুর দুগ্ধ পান এবং সুধাপানে উল্লাসিত হইয়া দেব এবং গন্ধর্ব্বদিগের নৃত্য গীত এবং বাদ্য দর্শন ও শ্রবণ করিব ॥ ৪৮ ॥ উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, ঘৃতাচী, তিলোত্তমা, প্রমদ্বরা, মহাসেনা, মিশ্রকেশী, মদোৎকটা, বিপ্রচিত্তি প্রভৃতি নৃত্যগীতবিশারদ স্বর্গবেশ্যারা নানাবিধ মদ্য নিষেবন দ্বারা তোমাদের সকলেরই চিত্ত-বিনোদন করিবে ॥ ৪৯—৫০ ॥ অতএব যদি তোমাদের ইচ্ছা থাকে, তবে তোমরা পবিত্র মাঙ্গল্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া সুরগণের সহিত সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত এখনি সুসজ্জিত হও ॥ ৫১ ॥ আর দৈত্যগুরু মুনিসত্তম ভৃগুনন্দন পবিত্রাত্মা শুক্রাচার্য্যকে আহ্বানপূর্ব্বক

ব্যাস উবাচ ।

ইতি সন্দিশ্য দৈত্যেন্দ্রান্‌ মহিষঃ পাপধীস্তদা ।
জগাম ত্বরিতো রাজন্‌ ! ভবনং স্বং মুদান্বিতঃ ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে পঞ্চমস্কন্ধে ভগবতীমাহাত্ম্যে দৈত্যসৈন্যোদ্যোগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

যজ্ঞেঽস্মাকং বিজয়ার্থং কাম্যানুষ্ঠানরূপে যজ্ঞে ইত্যর্থঃ ॥ ৫২—৫৩ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥৩॥

তাঁহার পূজা করিয়া সমস্ত দৈত্যগণের রক্ষার নিমিত্ত বিজয় কামনায় যজ্ঞ করিতে তাঁহাকে নিয়োজিত কর ॥ ৫২ ॥ রাজন্‌ ! পাপবুদ্ধি মহিষ, তখন প্রধান প্রধান দানবদিগকে এইরূপ আদেশ করিয়া হৃষ্টচিত্তে স্বীয় আলয়ে প্রবেশ করিল ॥ ৫৩ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক শ্রীদেবীভাগবত মহাপুরাণের পঞ্চমস্কন্ধে দৈত্যসৈন্যের উদ্‌যোগ বর্ণন নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

গতে দূতে সুরেন্দ্রোঽপি সমাহূয় সুরানথ।
যমবায়ুধনাধ্যক্ষবরুণানিদমূচিবান্ ॥ ১ ॥
মহিষো নাম দৈত্যেন্দ্রো রম্ভপুত্রো মহাবলঃ।
বরদর্পমদোন্মত্তো মায়াশতবিচক্ষণঃ ॥ ২ ॥
তস্য দূতোঽদ্য সংপ্রাপ্তঃ প্রেষিতস্তেন ভো সুরাঃ!।
স্বর্গকামেন লুব্ধেন মামুবাচেদৃশং বচঃ ॥ ৩ ॥
ত্যজ দেবালয়ং শক্র! যথেচ্ছং ব্রজ বাসব!।
সেবাং বা কুরু দৈত্যস্য মহিষস্য মহাত্মনঃ ॥ ৪ ॥
দয়াবান্ দানবেন্দ্রোঽসৌ স তে বৃত্তিং বিধাস্যতি।
নতেষু ভৃত্যভূতেষু ন কুপ্যতি কদাচন ॥ ৫ ॥
নোচেদ্ যুদ্ধায় দেবেশ! সেনোদ্যোগং কুরু স্বয়ম্।
গতে ময়ি স দৈত্যেন্দ্রস্ত্বরিতঃ সমুপেষ্যতি ॥ ৬ ॥

পঞ্চাশদ্ভিরথ শ্লোকৈর্ব্বিমর্শো দেবসংসদি।
বৃহস্পতিযুতৈর্দ্দেবৈঃ প্রারব্ধ ইতি কীর্ত্ত্যতে ॥

দূতগমনানন্তরং দেবলোকে জাতং বৃত্তমাহ গতে দূত ইতি ॥ ১—৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! দানবদূত প্রস্থান করিলে পর দেবরাজ ইন্দ্র, যম বায়ু বরুণ ও কুবের প্রভৃতি সুরগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন ॥ ১ ॥ দেবগণ! রম্ভপুত্র মহাবল মহিষ এখন দানবগণের রাজা, বিশেষতঃ সে শত শত মায়ায় বিচক্ষণ এবং বরদর্পে দর্পিত হইয়া রহিয়াছে ॥২॥ সুরগণ! মহিষ স্বর্গ কামনায় লোলুপ হইয়া দূত প্রেরণ করিয়াছে, তাহার দূত অদ্য মৎসন্নিধানে উপনীত হইয়া আমাকে এইরূপ বলিল, শক্র! সুরালয় পরিত্যাগ করিয়া তোমার যেখানে ইচ্ছা হয়, গমন কর, অথবা দানবপতি মহাত্মা মহিষাসুরের সেবায় তৎপর হও ॥ ৩-৪ ॥ বিপক্ষ, ভৃত্যের ন্যায় নত হইলে দানবপতি তাহার প্রতি কখন কুপিত হয়েন না, তুমি তাহার সেবায় প্রবৃত্ত হইলে বরং তিনি দয়াপরতন্ত্র হইয়া তোমার বৃত্তি বিধান করিয়া দিবেন ॥ ৫ ॥ দেবেশ! ইহা যদি তোমার অভিমত না হয় তবে যুদ্ধের নিমিত্ত স্বয়ং সেনা সংগ্রহ কর, এস্থান হইতে আমি প্রতিনিবৃত্ত হইলেই দানবপতি মহিষ অবিলম্বে

ইত্যুক্ত্বা স গতো দূতো দানবস্য দুরাত্মনঃ।
কিং কর্ত্তব্যমতঃ কার্য্যং চিন্তয়ধ্বং সুরোত্তমাঃ! ॥ ৭ ॥
দুর্ব্বলোঽপি ন চোপেক্ষ্যঃ শত্রুর্ব্বলবতা সুরাঃ!।
বিশেষেণ সদোদ্যোগী বলবান্ বলদর্পিতঃ ॥ ৮ ॥
উদ্যমঃ কিল কর্ত্তব্যো যথাবুদ্ধি যথাবলম্।
দৈবাধীনো ভবেন্নূনং জয়ো বাথ পরাজয়ঃ ॥ ৯ ॥
সন্ধিযোগো ন চাত্রাস্তি খলে সন্ধির্নিরর্থকঃ।
সর্ব্বথা সাধুভিঃ কার্য্যং বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ ॥ ১০ ॥
যানমপ্যধুনা নৈব কর্ত্তব্যং সহসা পুনঃ ॥ ১১ ॥
প্রেক্ষকাঃ প্রেষণীয়াশ্চ শীঘ্রগাঃ সুপ্রবেশকাঃ।
ইঙ্গিতজ্ঞাশ্চ নিঃসঙ্গা নিঃস্পৃহাঃ সত্যবাদিনঃ ॥
সেনাভিযোগং প্রস্থানং বলসংখ্যা যথার্থতঃ।
বীরাণাঞ্চ পরিজ্ঞানং কৃত্বা যান্তু ত্বরান্বিতাঃ ॥ ১২ ॥

নতেষু নম্রেষু। (বৈরিণস্তস্যানুপেক্ষণীয়ত্বাৎ ইদানীমুদ্যমকরণে হেতুমাহ দুর্ব্বলোঽপীতি। বলবতাপি জিগীষুণা হীনবলোঽপি শত্রুর্নোপেক্ষ্যস্ততোঽপ্যসৌ নিত্যোদ্যোগী বলবাংশ্চ তত্র পুনঃ কিমু বক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৫—৯ ॥)

সন্ধিযোগো মৈত্রীযোগঃ যতো নিরর্থকঃ খলে সন্ধিযোগস্ততঃ সর্ব্বথা সাধুভির্ভবদ্ভিঃ পুনঃ পুনর্ব্বিচার্য্য কর্ত্তব্যমিত্যন্বয়ঃ ॥ ১০ ॥

যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইবেন ॥ ৬ ॥ দুষ্টপ্রকৃতি সেই দানবের দূত ইহা জ্ঞাপন করিয়া প্রস্থান করিয়াছে, অতএব সুরোত্তমগণ! এখন কি করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়েরই চিন্তা কর ॥ ৭ ॥ দেববৃন্দ! দেখ, স্বয়ং বলবান্ হইলেও শত্রুকে দুর্ব্বল বলিয়া উপেক্ষা করা বিধেয় নহে। বিশেষত যে শত্রু বলবান্ বাহুবলে দর্পিত এবং সর্ব্বদাই উদ্যমশীল তাহাকে ত কখনই উপেক্ষা করিবে না ॥ ৮ ॥ আপন আপন বল ও বুদ্ধি অনুসারে উদ্যোগ করা একান্ত কর্ত্তব্য, তদনন্তর জয় অথবা পরাজয়ই হউক তাহা নিতান্তই দৈবের অধীন। খলের সহিত সন্ধি করা নিরর্থক, সুতরাং ইহার সহিত সন্ধি করা কোনক্রমেই উচিত নহে, তোমরা সাধু, সেই দানব সকল অত্যন্ত খল, অতএব পুনঃ পুনঃ বিশেষরূপ বিচার করিয়া যাহা ভাল বিবেচনা হয় তাহাই কর ॥৯—১০॥ শত্রুর বলাবল না জানিয়া সহসা এখন যুদ্ধ যাত্রা করাও অনুচিত, অতএব যাহাদের শত্রুপক্ষীয় কাহারও সহিত কোনও সম্বন্ধ নাই ও যাহারা অনায়াসে শত্রুদলে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের বলাবল বিদিত হইতে পারে এতাদৃশ ইঙ্গিতজ্ঞ সত্যবাদী নিস্পৃহ দ্রুতগামী চর সকল প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। তাহারা সেনার সংস্থান, তাহাদের গতি ও সংখ্যা যথার্থরূপে অবগত হইবে এবং তাহাদের কে কেমন বীর, তাহাদের

জ্ঞাত্বা দৈত্যপতেস্তস্য সৈন্যস্য চ বলাবলম্।
করিষ্যামি ততস্তূর্ণং যানং বা দুর্গসংগ্রহম্ ॥ ১৩ ॥
বিচার্য্য খলু কর্ত্তব্যং কার্য্যং বুদ্ধিমতা সদা।
সহসা বিহিতং কার্য্যং দুঃখদং সর্ব্বথা ভবেৎ ॥
তস্মাদ্বিমৃশ্য কর্ত্তব্যং সুখদং সর্ব্বথা বুধৈঃ ॥ ১৪ ॥
নাত্র ভেদবিধির্ন্যায্যো দানবেষু চ সর্ব্বথা।
একচিত্তেষু কার্য্যেঽস্মিংস্তস্মাচ্চারা ব্রজন্তু বৈ ॥ ১৫ ॥
জ্ঞাত্বা বলাবলং তেষাং পশ্চান্নীতিবিচার্য্য চ।
বিধেয়া বিধিবত্তজ্জ্ঞৈস্তেষু কার্য্যপরেষু চ ॥ ১৬ ॥
অন্যথা বিহিতং কার্য্যং বিপরীতফলপ্রদম্।
সর্ব্বথা তদ্ভবেন্নূনমজ্ঞাতমৌষধং যথা ॥ ১৭ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি সঞ্চিন্ত্য তৈঃ সর্ব্বৈঃ প্রণিধিং কার্য্যবেদিনম্।
প্রেষয়ামাস দেবেন্দ্রঃ পরিজ্ঞানায় পার্থিব! ॥ ১৮ ॥

নন্বসন্ধিযোগাসম্ভবে যুদ্ধার্থং যানমেব তর্হি কর্ত্তব্যমিতি চেত্তত্রাপ্যধুনা পরবলাবেক্ষণাৎ পূর্ব্বং সময়ো নাস্তীত্যাহ যানমিতি। তর্হ্যধুনা কিং কর্ত্তব্যমিতি চেত্তত্র স্বাভিপ্রায়মাহ প্রেক্ষকা ইতি ॥ ১১—১৭ ॥

(তৈঃ সর্ব্বৈর্দ্দেবৈঃসহ ইতীত্থং সঞ্চিন্ত্য বিষয়েঽত্র কার্য্যাকার্য্যং বিচার্য্য পরিজ্ঞানায় শত্রোর্ব্বলাবলাবগমনায় কার্য্যকুশলঃ চারঃ প্রেষিতবানিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥)

সংখ্যা কত, ইহারও তদন্ত করিয়া ত্বরায় প্রত্যাগমন করুক ॥ ১১—১২ ॥ প্রথমত সেই দানবপতির সৈন্যের বলাবল অবগত হইয়া তদনন্তর অবিলম্বে যুদ্ধ যাত্রা করিব অথবা দুর্গের আশ্রয় লইব ॥১৩॥ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির সর্ব্বদা বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা উচিত, সহসা কোন কার্য্য করিলে ক্লেশদায়ক হইয়া থাকে, অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া কর্ম্ম করিবেন, তাহাতে সকল বিষয়ই সুখদায়ক হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥ দানবগণ সকলেই এক প্রাণ ও একচিত্ত, সুতরাং তাহাদের প্রতি ভেদ প্রয়োগ করা কোনমতে ন্যায়সঙ্গত নহে। অতএব আমাদের চরনিকর তথায় গমনপূর্ব্বক তাহাদের বলাবল বিদিত হইয়া আসিলে পর তাহাদের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বিচারপূর্ব্বক কার্য্যতৎপর দানবগণের প্রতি বিধিবৎ নীতি প্রয়োগ কর্ত্তব্য ॥১৫—১৬॥ নীতির বিপরীত কার্য্য বিহিত হইলে অজ্ঞাত ঔষধের ন্যায় তাহা সর্ব্বতোভাবে বিপরীত ফল প্রদান করিয়া থাকে সন্দেহ নাই ॥ ১৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! সুরপতি দেবগণের সহিত এইরূপ পরামর্শ করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বিদিত হইবার বাসনায় কার্য্যকুশল দূত প্রেরণ করিলেন ॥ ১৮ ॥ দূতগণও সত্বর

দূতস্তু ত্বরিতো গত্বা সমাগম্য সুরাধিপম্‌।
নিবেদয়ামাস তদা সর্ব্বসৈন্যবলাবলম্‌ ॥ ১৯ ॥
জ্ঞাত্বা তদ্‌বলমুদ্যোগং তুরাষাড়তিবিস্মিতঃ ॥ ২০ ॥
দেবানচোদয়ত্তূর্ণং সমাহূয় পুরোহিতম্‌ ॥
মন্ত্রং মন্ত্রবিদাং শ্রেষ্ঠং চকার ত্রিদশেশ্বরঃ ॥ ২১ ॥
উবাচাঙ্গিরসশ্রেষ্ঠং সমাসীনং বরাসনে ॥ ২২ ॥

ইন্দ্র উবাচ ॥

ভো ভো দেবগুরো ! বিদ্বন্‌ ! কিং কর্ত্তব্যং বদস্ব নঃ।
সর্ব্বজ্ঞোঽসি সমুৎপন্নে কার্য্যে ত্বং গতিরদ্য নঃ ॥ ২৩ ॥
দানবো মহিষো নাম মহাবীর্য্যো মদান্বিতঃ।
যোদ্ধুকামঃ সমায়াতি বহুভির্দানবৈর্বৃতঃ ॥ ২৪ ॥
তত্র প্রতিক্রিয়া কার্য্যা ত্বয়া মন্ত্রবিদাধুনা।
তেষাং শুক্রস্তথা ত্বং মে বিঘ্নহর্ত্তা সুসম্মতঃ ॥ ২৫ ॥

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং প্রাহ তুরাসাহং বৃহস্পতিঃ।
বিচিন্ত্য মনসা কামং কার্য্যসাধনতৎপরঃ ॥ ২৬ ॥

প্রণিধিং দূতম্‌ ॥ ১৯ ॥
(জ্ঞাত্বেতি। মহিষেণ মহান্‌ বলোদ্যোগঃ কৃতঃ। অতস্তচ্ছ্রবণাদিন্দ্রস্য বিস্ময় ইতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥)

দানবালয়ে গিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান লইয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সুরপতির নিকট সমস্ত দানবসৈন্যের বলাবল নিবেদন করিল ॥১৯॥ তখন ইন্দ্র দানবসেনার উদ্‌যোগের বিষয় বিদিত হইয়া অতীব বিস্মিত হইলেন ॥ ২০ ॥ তখন দেবতাদিগকে সত্বর যুদ্ধের উদ্‌যোগে নিয়োগ করিয়া, ত্রিদশনাথ মন্ত্রকুশল পুরোহিতকে আহ্বান করিয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥ আঙ্গিরসশ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি উত্তম আসনে আসীন হইলে সুরপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, ॥ ২২ ॥ দেবগুরো ! এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি ? তাহা আমাদিগকে বলুন। আপনি সর্ব্বজ্ঞ সুতরাং আপনার কোন বিষয় অবিদিত নাই, সম্প্রতি যে মহিষ নামক দানব অতীব পরাক্রমশালী ও মদগর্ব্বিত হইয়াছে। সে দানবদলে পরিবৃত হইয়া আমাদের সহিত সংগ্রাম লালসায় আগমন করিতেছে ॥ ২৩ ॥ আপনি মন্ত্রবিশারদ, অতএব আপনি এখন ইহার প্রতিবিধান করুন, শুক্রাচার্য্য যেমন অসুরদিগের বিঘ্ন হরণ করেন, আপনিও আমাদের সেইরূপ বিঘ্নবিঘাতকর্ত্তা রহিয়াছেন ইহা আমরা বিশেষরূপে অবগত আছি ॥ ২৪ ॥

গুরুরুবাচ।

স্বস্থো ভব সুরেন্দ্র ! ত্বং ধৈর্য্যমালম্ব্য মারিষ ! ।
ব্যসনে চ সমুৎপন্নে ন ত্যাজ্যং ধৈর্য্যমাশু বৈ ॥ ২৭ ॥
জয়াজয়ৌ সুরাধ্যক্ষ ! দৈবাধীনৌ সদৈব হি ।
স্থাতব্যং ধৈর্য্যমালম্ব্য তস্মাদ্বুদ্ধিমতা সদা ॥ ২৮ ॥
ভবিতব্যং ভবত্যেব জানন্নেব শতক্রতো ! ।
উদ্যমঃ সর্ব্বথা কার্য্যো যথা পৌরুষমাত্মনঃ ॥ ২৯ ॥
মুনয়োঽপি হি মুক্ত্যর্থমুদ্যমৈকরতাঃ সদা ।
দৈবাধীনঞ্চ জানন্তো যোগধ্যানপরায়ণাঃ ॥ ৩০ ॥
তস্মাৎ সদৈব কর্ত্তব্যো ব্যবহারোদিতোদ্যমঃ ।
সুখং ভবতু বা মা বা দৈবে কা পরিদেবনা ॥ ৩১ ॥
বিনা পুরুষকারেণ কদাচিৎ সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥
অন্ধবৎ পঙ্গুবৎ কামং ন তথা মুদমাবহেৎ ॥ ৩২ ॥
কৃতে পুরুষকারেঽপি যদি সিদ্ধির্ন জায়তে ।
ন তত্র দূষণং তস্য দৈবাধীনে শরীরিণি ॥ ৩৩ ॥

(মারিষ ! হে আর্য্য ! ব্যসনে বিপদি। ব্যসনং বিপদি ভ্রংশে দোষে কামজকোপজে ইতি কোষঃ। আশু তৎক্ষণমেব। ধৈর্য্যস্য সীমায়ামতিক্রান্তায়াং দোষাভাব ইতি ভাবঃ ॥২৬ ৩৩ ॥)

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! বৃহস্পতি বাসবের বাক্য শুনিয়া কার্য্যসাধন কামনায় মনে মনে অভিলষিত বিষয় বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া তাঁহাকে কহিলেন ॥ ২৬ ॥ সুরেন্দ্র ! তুমি সকলের মাননীয় অতএব ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া প্রকৃতিস্থ হও, ব্যসন উপস্থিত হইলে সহসা ধৈর্য্য ত্যাগ করা বিধেয় নহে ॥ ২৭ ॥ সুরাধ্যক্ষ ! জয় বা পরাজয় সর্ব্বতোভাবে দৈবের অধীন সুতরাং বুদ্ধিমান্ লোকের সর্ব্বদাই ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকা উচিত ॥২৮॥ শতক্রতো ! যাহা হইবার, তাহা অবশ্যই হইবে, ইহা নিশ্চয় জানিয়া স্বীয় পৌরুষের অনুরূপ উৎসাহ সততই করিবে ॥২৯॥ সমস্ত কার্য্য দৈবের আয়ত্ত ইহা অবগত হইয়া মুনিগণ মুক্তি লাভের আশায় একমাত্র উদ্‌যোগেই নিরত থাকিয়া যোগ ও ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন ॥ ৩০ ॥ অতএব ব্যবহার শাস্ত্রের অনুমোদিত উদ্যম করা অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহাতে সুখ অথবা দুঃখই হউক, দৈব বিষয়ে পরিতাপ অকর্ত্তব্য ॥ ৩১ ॥ পুরুষকার ব্যতীত অন্ধ ও পঙ্গুর ন্যায় কদাচিৎ সিদ্ধিলাভ হয় বটে কিন্তু তাহাতে অত্যন্ত হৃষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য নহে ॥ ৩২ ॥ শরীরি মাত্রেই দৈবের অধীন অতএব পুরুষকার অবলম্বন করিলেও যদি কার্য্য সিদ্ধি না হয়

কার্য্যসিদ্ধির্ন সৈন্যেঽস্তি ন মন্ত্রে ন চ মন্ত্রণে।
ন রথে নায়ুধে নূনং দৈবাধীনা সুরাধিপ ! ॥ ৩৪ ॥
বলবান্ ক্লেশমাপ্নোতি নির্ব্বলঃ সুখমশ্নুতে।
বুদ্ধিমান্ ক্ষুধিতঃ শেতে নির্বুদ্ধির্ভোগবান্ ভবেৎ ॥ ৩৫ ॥
কাতরো জয়মাপ্নোতি শূরো যাতি পরাজয়ম্।
দৈবাধীনে তু সংসারে কামং কা পরিদেবনা ॥ ৩৬ ॥
উদ্যমে যো জয়েন্ নূনং ভবিতব্যং সুরাধিপ !।
দুঃখদে সুখদে বাপি তত্র তৌ ন বিচিন্তয়েৎ ॥ ৩৭ ॥
দুঃখে দুঃখাধিকান্ পশ্যেৎ সুখে পশ্যেৎ সুখাধিকান্।
আত্মানং হর্ষশোকাভ্যাং শত্রুভ্যামিব নার্পয়েৎ ॥ ৩৮ ॥
ধৈর্য্যমেবাবগন্তব্যং হর্ষশোকোদ্ভবে বুধৈঃ।
অধৈর্য্যাদ্‌যাদৃশং দুঃখং ন তু ধৈর্য্যেঽস্তি তাদৃশম্ ॥ ৩৯ ॥
দুর্ল্লভং সহনত্বং বৈ সময়ে সুখদুঃখয়োঃ।
হর্ষশোকোদ্ভবো যত্র ন ভবেদ্‌বুদ্ধিনিশ্চয়াৎ ॥ ৪০ ॥
কিং দুঃখং কস্য বা দুঃখং নির্গুণোঽহং সদাব্যয়ঃ ॥ ৪১ ॥

তৌ দুঃখসুখদৌ ॥ ৩৭ ॥
(নার্পয়েৎ হর্ষশোকাভ্যাং অভিভূতঃ সন্নিতি শেষঃ ॥ ৩৮ ॥)

তাহাতে পুরুষের কিছুই দোষ নাই ॥৩৩॥ সুরাধিপ! কি সৈন্য, কি মন্ত্র, কি মন্ত্রণা, কি রথ, কি আয়ুধ কিছুতেই কার্য্য সিদ্ধি হয় না, কেবল দৈবের দ্বারা নিশ্চয়ই কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥ সংসার দৈবের অধীন সুতরাং বলবান্ ব্যক্তি দৈববলেই ক্লেশ পায়, দুর্ব্বল ব্যক্তিও সুখলাভ করে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিও ক্ষুধিত হইয়া শয়ন করিয়া থাকে, নির্ব্বুদ্ধি ব্যক্তিও ভোগবান্ হয়, কাতর ব্যক্তিও জয়লাভ করে, শূর ব্যক্তিরও পরাজয় হয়, ইহাতে পরিতাপের বিষয় কি ? ॥৩৫—৩৬॥ সুরনাথ ! উদ্যমে সুখ অথবা দুঃখই হউক ভবিতব্য অবশ্যই তাহাতে নিয়োজিত করিবে অর্থাৎ সেই উদ্‌যোগ সুখদায়ক অথবা দুঃখদায়ক হইবে প্রথমত এরূপ বিবেচনা করিবে না ॥ ৩৭ ॥ লোক সকল দুঃখের সময়ে দুঃখের আধিক্যই অবলোকন করে, সুখের সময়ে সুখের আধিক্য দর্শন করে কিন্তু হর্ষ ও শোকে অভিভূত হইয়া শত্রুমুখে আত্ম সমর্পণ কর্ত্তব্য নহে ॥ ৩৮ ॥ অধৈর্য্য হইলে যেরূপ ক্লেশ হয় কিন্তু ধৈর্য্য অবলম্বন করিলে তাদৃশ ক্লেশ হয় না অতএব হর্ষ বা শোক উপস্থিত হইলে পণ্ডিতগণের অবশ্যই ধৈর্য্য অবলম্বন করা উচিত ॥ ৩৯ ॥ সুখ বা দুঃখের সময় তাহা সহ্য করা দুষ্কর অতএব বুদ্ধির নিশ্চয়তা বশত যাহাতে হর্ষ ও শোকের উদয় না হয় তাহাই কর্ত্তব্য ॥৪০॥ আমি নিরন্তর

চতুর্ব্বিংশাতিরিক্তোঽস্মি কিং মে দুঃখং সুখঞ্চ কিম্।
প্রাণস্য ক্ষুৎপিপাসে দ্বে মনসঃ শোকমূর্চ্ছনে ॥ ৪২ ॥
জরামৃত্যুশরীরস্য ষড়ূর্ম্মিরহিতঃ শিবঃ।
শোকমোহৌ শরীরস্য গুণৌ কিং মেঽত্র চিন্তনে ॥ ৪৩ ॥
শরীরং নাহমথবা তৎসম্বন্ধী ন চাপ্যহম্।
সপ্তৈকষোড়শাদিভ্যো বিভিন্নোঽহং সদা সুখী ॥ ৪৪ ॥
প্রকৃতির্বিকৃতির্নাহং কিং মে দুঃখং সদা পুনঃ।
ইতি মত্বা সুরেশ! ত্বং মনসা ভব নির্ম্মমঃ ॥ ৪৫ ॥
উপায়ঃ প্রথমোঽয়ং তে দুঃখনাশে শতক্রতো!।
মমতা পরমং দুঃখং নির্ম্মমত্বং পরং সুখম্ ॥ ৪৬ ॥
সন্তোষাদপরং নাস্তি সুখস্থানং শচীপতে!।
অথবা যদি ন জ্ঞানং মমত্বনাশনে কিল ॥ ৪৭ ॥
ততো বিবেকঃ কর্ত্তব্যো ভবিতব্যে সুরাধিপ!।
প্রারব্ধকর্ম্মণাং নাশো নাভোগাল্লক্ষ্যতে কিল ॥ ৪৮ ॥
যদ্ভাবি তদ্ভবত্যেব কা চিন্তা সুখদুঃখয়োঃ।
সুরৈঃ সর্ব্বৈঃ সহায়ৈর্ব্বা বুদ্ধ্যা বা তব সত্তম! ॥ ৪৯ ॥

সপ্তৈকষোড়শাদিভ্য ইতি। সপ্ত মহদাদ্যাঃ সপ্ত বিকৃতয়ঃ। একশব্দেন মূলপ্রকৃতিঃ। ষোড়শশব্দেন ষোড়শবিকারাঃ ॥ ৪৩ ॥

অব্যয় ও নির্গুণ, অতএব দুঃখ কাহার? সে দুঃখই বা কি? তখন এইরূপ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য ॥ ৪১ ॥

আমি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অতিরিক্ত সুতরাং আমার সুখই বা কি দুঃখই বা কি? প্রাণের ধর্ম্ম ক্ষুধা আর পিপাসা, মনের ধর্ম্ম শোক ও মূর্চ্ছা, শরীরের ধর্ম্ম জরা ও মৃত্যু, এই ছয় ব্যাধিবিমুক্ত অতএব আমি শিব। শোক আর মোহ ইহারা শরীরের গুণ সুতরাং ইহাদের চিন্তায় আমার প্রয়োজন কি? আমি শরীরের ধর্ম্ম, অথবা তৎসম্বন্ধীয় জীবও নহি, আমি মহদাদি সপ্ত বিকৃতি, প্রকৃতি এবং ষোড়শ বিকৃতি হইতে ভিন্ন সুতরাং আমি সর্ব্বদাই সুখী। আমি প্রকৃতি অথবা বিকৃতি নহি অতএব আমার সর্ব্বদা দুঃখ হইবে কেন? সুরেশ! তুমি মনে মনে এই চিন্তা করিয়া নির্ম্মম হও। শতক্রতো! মমতাই পরম দুঃখের কারণ, আর নির্ম্মমতাই পরম সুখের মূল, সুতরাং নির্ম্মমতাই তোমার দুঃখ নাশের প্রধান উপায়। শচীপতে! সন্তোষ হইতে সুখের বিষয় আর কিছুই নাই। অথবা মমতা নাশ বিষয়ে যদি তোমার জ্ঞান না হয় তাহা হইলে ভবিতব্য বিষয়ে বিবেক করা কর্ত্তব্য। সুরাধিপ! ভোগ

সুখং ক্ষয়ায় পুণ্যস্য দুঃখং পাপস্য মারিষ!।
তস্মাৎ সুখক্ষয়ে হর্ষঃ কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বথা বুধৈঃ ॥ ৫০ ॥
অথবা মন্ত্রয়িত্বাদ্য কুরু যত্নং যথাবিধি।
কৃতে যত্নে মহারাজ! ভবিতব্যং ভবিষ্যতি ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে ইন্দ্রমন্ত্রণ বর্ণনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

তদেবাহ প্রকৃতির্ব্বিকৃতির্নাহমিতি ॥ ৪৪—৫১ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

না হইলে কখন প্রারব্ধ কার্য্যের নাশ লক্ষিত হয় না॥ ৪১—৪৮ ॥ সুরসত্তম! তোমার বুদ্ধিবলই সহায় হউক অথবা সমস্ত দেবতাই সহায় হউন, তোমার যাহা হইবার তাহা অবশ্যই ঘটিবে অতএব সুখ বা দুঃখে তোমার আর চিন্তা কি?॥ ৪৯ ॥ রাজন্! পুণ্যক্ষয়ের নিমিত্ত সুখ আর পাপক্ষয়ের নিমিত্ত দুঃখ হইয়া থাকে, অতএব সুখ ক্ষয় হইলে বুধগণের সর্ব্বতোভাবে হর্ষ প্রকাশ করা উচিত। মহারাজ! অদ্য মন্ত্রণা করিয়া যথাবিধি যত্ন কর, যত্ন করিলেও যাহা ভবিতব্য তাহা হইবে॥ ৫০—৫১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে ইন্দ্রের মন্ত্রবর্ণন নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা সহস্রাক্ষঃ পুনরাহ বৃহস্পতিম্।
যুদ্ধোদ্যোগং করিষ্যামি হয়ারের্নাশনায় বৈ॥ ১॥
নোদ্যমেন বিনা রাজ্যং ন সুখং ন চ বৈ যশঃ।
নিরুদ্যমং প্রশংসন্তি কাতরা ন চ সোদ্যমাঃ॥ ২॥
যতীনাং ভূষণং জ্ঞানং সন্তোষো হি দ্বিজন্মনাম্।
উদ্যমঃ শত্রুহননং ভূষণং ভূতিমিচ্ছতাম্॥ ৩॥
উদ্যমেন হতস্ত্বাষ্ট্রো নমুচির্ব্বল এব চ।
তথৈনং নিহনিষ্যামি মহিষং মুনিসত্তম!॥ ৪॥
বলং দেবগুরুস্ত্বং মে বজ্রমায়ুধমুত্তমম্।
সহায়স্তু হরির্নূনং তথোমাপতিরব্যয়ঃ॥ ৫॥
রক্ষোঘ্নান্ পঠ মে সাধো! করোম্যদ্য সমুদ্যমম্।
স্বসৈন্যাভিনিবেশঞ্চ মহিষং প্রতি মানদ!॥ ৬॥

সপ্তাধিকৈশ্চ পঞ্চাশৎপদ্যৈরথ মহামৃধে।
দেবৈঃ কৃতো দৈত্যসেনাপরাজয় উদীর্য্যতে॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে কৃতে যত্নে মহারাজ ভবিতব্যং ভবিষ্যতীতি বৃহস্পতিবাক্যং শ্রুত্বা দেবরাজ আহেত্যাহ ইতি শ্রুত্বেতি॥ ১॥
সোদ্যমাঃ পরাক্রমিণো ন প্রশংসন্তীত্যর্থঃ॥ ২॥
তদেবাহ যতীনামিতি॥ ৩—৫॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! সহস্রলোচন ইন্দ্র এই কথা শুনিয়া বৃহস্পতিকে পুনরায় বলিলেন যে, মহিষাসুরের বিনাশের নিমিত্ত যুদ্ধের উদ্‌যোগ করিব। উদ্যম ব্যতীত রাজ্যলাভ, কি সুখ কি যশ কিছুই হয় না; যাহারা কাতর, তাহারাই নিরুদ্যমের প্রসংশা করে, আর যাহারা পরাক্রান্ত তাহারা উহার প্রসংশা করে না॥ ১—২॥ যতিদিগের জ্ঞান ও দ্বিজগণেব সন্তোষই পরম ভূষণ; কিন্তু, যাহারা ঐশ্বর্য্য অভিলাষী, উদ্যম এবং শত্রু সংহারক পরাক্রমই তাহাদিগের উত্তম ভূষণ॥ ৩॥ মুনিসত্তম! আমি উদ্যম দ্বারা যেমন বৃত্র, নমুচি এবং বলাসুরকে বিনাশ করিয়াছি সেইরূপ উদমেই এই মহিষাসুরকে বিনাশ করিব॥ ৪॥ আপনি দেবগণের গুরু সুতরাং আপনি এবং উত্তমায়ুধ বজ্র এই উভয়ই আমার উত্তম বল, আর

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তো দেবরাজেন বাচস্পতিরুবাচ হ।
সুরেন্দ্রং যুদ্ধসংরক্তং স্মিতপূর্ব্বং বচস্তদা ॥ ৭ ॥

বৃহস্পতিরুবাচ।

প্রেরয়ামি ন চাহং ত্বাং ন চ নিবারয়াম্যহম্।
সন্দিগ্ধেঽত্র জয়ে কামং যুধ্যতশ্চ পরাজয়ে ॥ ৮ ॥
ন তেঽত্র দূষণং কিঞ্চিদ্ভবিতব্যে শচীপতে!।
সুখং বা যদি বা দুঃখং বিহিতঞ্চ ভবিষ্যতি ॥ ৯ ॥
ন ময়া তৎ পরিজ্ঞাতং ভাবি দুঃখং সুখং তথা।
যদ্ভার্য্যাহরণে প্রাপ্তং পুরা বাসব! বেৎসি হি ॥ ১০ ॥
শশিনা মে হৃতা ভার্য্যা মিত্রেণামিত্রকর্ষণ!।
স্বাশ্রমস্থেন সম্প্রাপ্তং দুঃখং সর্ব্বসুখাপহম্ ॥ ১১ ॥

কেবলং রক্ষোঘ্নান্মন্ত্রান্ পঠ মৎকল্যাণার্থমন্যৎ সর্ব্বমহঙ্করিষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৬—৭ ॥
যুধ্যতো জয়ে পরাজয়ে বা সন্দিগ্ধেন চ প্রেরয়ামীত্যন্বয়ঃ ॥ ৮—৯ ॥
ন ময়েতি। ভবতাং যুদ্ধে যদ্ভাবি দুঃখং সুখংবা তন্ময়া ন জ্ঞাতং তজ্জ্ঞানং মম নাস্তীত্যর্থঃ। নন্থ ত্বং ভাবি বেৎসীতি প্রসিদ্ধিঃ অতঃ কথমেবং বদসীতি চেত্তত্রাহ যদ্ভার্য্যাহরণে ইতি। যদি মম ভাবিজ্ঞানমস্তি তদা মম ভার্য্যায়াং শশিনা হৃতায়াং জায়মানং দুঃখং ময়া পূর্ব্বং জ্ঞাতমেব স্যাত্তদুপায়শ্চ ময়া কৃত এব স্যান্ন চ কৃতস্তস্মান্মম ভাবিজ্ঞানং নাস্তীত্যর্থঃ।

ইহাতে অব্যয় হরি এবং উমাপতি হর অবশ্যই আমার সহায় হইবেন ॥ ৫ ॥ গুরো! যাহাতে আমার মান রক্ষা হয় তাহা করুন; এক্ষণে আমার মঙ্গল কামনায় বিঘ্ন নাশক মন্ত্র পাঠ করুন, আমি মহিষদানবের উদ্দেশে স্বীয় সৈন্য সন্নিবেশপূর্ব্বক যুদ্ধের উদ্যোগ করিতেছি ॥৬॥

ব্যাস বলিলেন, বৃহস্পতি দেবরাজের বাক্য শ্রবণানন্তর ঈষৎ হাস্য করিয়া সুরেন্দ্রকে কহিলেন, দেবেন্দ্র! সত্বরই তুমি যুদ্ধে ব্যাপৃত হইবে তাহা একপ্রকার স্থির দেখিতেছি ॥৭॥ যুদ্ধ করিলে জয় অথবা পরাজয়ের নিশ্চয়তা নাই, অতএব এই সন্দিগ্ধ বিষয়ে তোমাকে আমি প্রেরণও করিব না অথবা নিবারণও করিব না ॥ ৮ ॥ শচীপতে! ভবিতব্য বিষয়ে তোমার কিছুমাত্র দোষ নাই, ইহাতে যদি সুখ বিহিত হইয়া থাকে তাহা হইলে সুখ হইবে আর যদি ইহাতে দুঃখ বিহিত হইয়া থাকে তাহা হইলে দুঃখ হইবে। বাসব! তোমাদিগের যুদ্ধে সুখ কি দুঃখ হইবে, সেই ভবিষ্যৎ বিষয় আমি জ্ঞাত নহি, কারণ পুরাকালে আমার ভার্য্যা যখন অপহৃতা হয় তখন আমি যে ক্লেশ অনুভব করিয়াছি তুমি তাহা অবগত আছ, অতএব আমার ভবিষ্যৎ জ্ঞান নাই তাহা থাকিলে দুঃখ পাইব কেন? ॥ ৯-১০ ॥ শত্রুনাশন! শশী শত্রু হইয়া আমার ভার্য্যা হরণ করিলে তাহাতে আমার সকল সুখেরই বিনাশ হইল। আমি স্বীয় আশ্রমে

বুদ্ধিমান্ সর্ব্বলোকেষু বিদিতোঽহং সুরাধিপ!।
ক মে গতা তদা বুদ্ধির্যদা ভার্য্যা হৃতা বলাৎ॥ ১২॥
তস্মাদুপায়ঃ কর্ত্তব্যো বুদ্ধিমদ্ভিঃ সদা নরৈঃ।
কার্য্যসিদ্ধিঃ সদা নূনং দৈবাধীনা সুরাধিপ!॥ ১৩॥

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং সত্যং গুরোঃ সার্দ্ধং শচীপতিঃ।
ব্রহ্মাণং শরণং গত্বা নত্বা বচনমব্রবীৎ॥ ১৪॥
পিতামহ! সুরাধ্যক্ষ! দৈত্যো মহিষসংজ্ঞকঃ।
গ্রহীতুকামঃ স্বর্গং মে বলোদ্যোগং করোত্যলম্॥ ১৫॥
অন্যে চ দানবাঃ সর্ব্বে তৎসৈন্যং সমুপস্থিতাঃ।
যোদ্ধুকামা মহাবীর্য্যাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ॥ ১৬॥
তেনাহং ভীতভীতোঽস্মি ত্বৎসকাশমিহাগতঃ।
সর্ব্বজ্ঞোঽসি মহাপ্রাজ্ঞ! সাহায্যং কর্ত্তুমর্হসি॥ ১৭॥

ব্রহ্মোবাচ।

গচ্ছামঃ সর্ব্ব এবাদ্য কৈলাসং ত্বরিতা বয়ম্।
শঙ্করং পুরতঃ কৃত্বা বিষ্ণুঞ্চ বলিনাং বরম্॥ ১৮॥

ননু ভাবিজ্ঞানং তব বর্ত্তত এব তথাপি তৎপরিহারোঽবশ্যং ভাবিত্বাত্বয়া ন কৃত ইতি চেত্তদা ভাবিজ্ঞানং নিরর্থকমেব যত্তবিতব্যং তত্তবিষ্যতি। কুরু যুদ্ধং স্বং মম ভাবিজ্ঞানসমাচারস্তু ন প্রকৃতে উপযোগ ইতি গূঢ়োঽভিসন্ধিঃ॥ ১০—১৬॥

অবস্থিত হইয়া অত্যন্তই দুঃখ পাইতে লাগিলাম॥১১॥ সুরনাথ! আমি বুদ্ধিমান্ বলিয়া সকল লোকেই বিখ্যাত; কিন্তু যখন শশী বলপূর্ব্বক ভার্য্যা অপহরণ করিয়াছিল তখন আমার বুদ্ধি কোথায় গিয়াছিল॥ ১২॥ সুরাধিপ! আমার বোধ হয় কার্য্য সিদ্ধি সর্ব্বতোভাবে দৈবের আয়ত্ত তথাপি বুদ্ধিমান্ লোকের সর্ব্বদা উপায় অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য॥ ১৩॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! শচীপতি গুরুর সেই সত্য বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করত পিতামহের শরণাগত হইয়া প্রণতিপূর্ব্বক বলিলেন॥১৪॥ পিতামহ! মহিষ দানব আমার স্বর্গরাজ্য গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়া অধিকতর বল সংগ্রহ করিতেছে॥ ১৫॥ অন্যান্য দানবেরা সকলেই সংগ্রামে অভিলাষী হইয়া তাহার সৈন্যমধ্যে উপস্থিত হইয়াছে, তাহারা সকলেই যুদ্ধবিশারদ ও অতীব বীর্য্যশালী॥ ১৬॥ তাহাতে আমি অতিশয় ভীত হইয়া আপনার সন্নিধানে আগমন করিয়াছি। হে মহাপ্রাজ্ঞ! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, অতএব আপনি আমাকে সাহায্য করুন॥ ১৭॥

ততো যুদ্ধং প্রকর্ত্তব্যং সর্ব্বৈঃ সুরগণৈঃ সহ।
মিলিত্বা মন্ত্রমাধায় দেশং কালং বিচিন্ত্য চ ॥ ১৯ ॥
বলাবলমবিজ্ঞায় বিবেকমপহায় চ।
সাহসন্তু প্রকুর্ব্বাণো নরঃ পতনমৃচ্ছতি ॥ ২০ ॥

ব্যাস উবাচ।

তন্নিশম্য সহস্রাক্ষঃ কৈলাসং নির্জ্জগাম হ।
ব্রহ্মাণং পুরতঃ কৃত্বা লোকপালসমন্বিতঃ ॥ ২১ ॥
তুষ্টাব শঙ্করং গত্বা বেদমন্ত্রৈর্ম্মহেশ্বরম্।
প্রসন্নং পুরতঃ কৃত্বা যযৌ বিষ্ণুপুরং প্রতি ॥ ২২ ॥
স্তুত্বা তং দেবদেবেশং কার্য্যং প্রোবাচ চাত্মনঃ।
মহিষাত্তুভয়ং চোগ্রং বরদানমদোদ্ধতাৎ ॥ ২৩ ॥
তদাকর্ণ্য ভয়ং তস্য বিষ্ণুর্দ্দেবানুবাচ হ।
করিষ্যামো বয়ং যুদ্ধং হনিষ্যামস্তু দুর্জ্জয়ম্ ॥ ২৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তে নিশ্চয়ং কৃত্বা ব্রহ্মবিষ্ণুহরীশ্বরাঃ।
স্বানি স্বানি সমারুহ্য বাহনানি যযুঃ সুরাঃ ॥ ২৫ ॥

ভীতভীতোঽস্মীতি। ভীতাদপি ভীতোঽতিভীত ইত্যর্থঃ ॥ ১৭—২৪ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন, আমরা সকলে অদ্যাই সত্বর হইয়া কৈলাসে যাইব, তথা হইতে শঙ্করকে সঙ্গে করিয়া বিষ্ণুর নিকট গমন করিব ॥ ১৮ ॥ তথায় সমস্ত সুরগণ সমবেত হইয়া মন্ত্রণা করণান্তর দেশ ও কাল বিবেচনা করিয়া যুদ্ধ করা উচিত কি না স্থির করা হইবে ॥ ১৯ ॥ কারণ, যে পুরুষ আপনার বলাবল বিদিত না হইয়া এবং বিচার না করিয়া কোনও কার্য্য করিতে সাহস করে সে স্বীয় অবনতিই লাভ করিয়া থাকে ॥ ২০ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! সহস্রলোচন ইন্দ্র এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মাকে অগ্রে লইয়া লোকপাল সমভিব্যাহারে কৈলাসাভিমুখে নির্গত হইলেন, ॥ ২১ ॥ অনন্তর শঙ্করের সন্নিধানে উপনীত হইয়া বেদ মন্ত্র দ্বারা তাঁহার স্তব করিলেন। মহেশ্বর প্রসন্ন হইলে তাঁহাকে অগ্রে লইয়া বিষ্ণুপুর বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন ॥ ২২ ॥ সুরপতি, দেবদেবেশ বিষ্ণুর স্তব করিয়া বলিলেন যে, মহিষদানব বরলাভ বশত অত্যন্ত উদ্ধত হইয়াছে; এজন্য এক্ষণে তাহা হইতে আমাদের অতিশয় ভয় উপস্থিত, আপনি তাহার প্রতিবিধান করুন ॥ ২৩ ॥ তখন বিষ্ণু তাহার ভয়ের বিবরণ অবগত হইয়া দেবতাদিগকে বলিলেন, আমরা সংগ্রাম করিয়া সেই দুর্জ্জয় অসুরকে সংহার করিব ॥ ২৪ ॥

ব্রহ্মা হংসসমারূঢ়ো বিষ্ণুর্গরুড়বাহনঃ।
শঙ্করো বৃষভারূঢ়ো বৃত্রহা গজসংস্থিতঃ ॥ ২৬ ॥
ময়ূরবাহনঃ স্কন্দো যমো মহিষবাহনঃ।
কৃত্বা সৈন্যসমাযোগং যাবত্তে নির্যযুঃ সুরাঃ ॥ ২৭ ॥
তাবদ্দৈত্যবলং প্রাপ্তং দৃপ্তং মহিষপালিতম্।
তত্রাভূত্তুমুলং যুদ্ধং দেবদানবসৈন্যয়োঃ ॥ ২৮ ॥
বাণৈঃ খড়্গৈস্তথা প্রাসৈর্মুষলৈশ্চ পরশ্বধৈঃ।
গদাভিঃ পট্টিশৈঃ শূলৈশ্চক্রৈশ্চ শক্তিতোমরৈঃ ॥ ২৯ ॥
মুদ্গরৈর্ভিন্দিপালৈশ্চ হলৈশ্চৈবাতিদারুণৈঃ।
অন্যৈশ্চ বিবিধৈরস্ত্রৈর্নিজঘ্নুস্তে পরস্পরম্ ॥ ৩০ ॥
সেনানীশ্চিক্ষুরস্তস্য গজারূঢ়ো মহাবলঃ।
মঘবন্তং পঞ্চভিস্তৈঃ সায়কৈঃ সমতাড়য়ৎ ॥ ৩১ ॥
তুরাষাড়পি তাংশ্ছিত্ত্বা বাণৈর্বাণাংস্ত্বরান্বিতঃ।
হৃদয়ে চার্দ্ধচন্দ্রেণ তাড়য়ামাস তং কৃতী ॥ ৩২ ॥
বাণাহতস্তু সেনানীঃ প্রাপ মূর্চ্ছাং গজোপরি।
করিণং বজ্রঘাতেন স জঘান করে ততঃ ॥ ৩৩ ॥

ব্রহ্মবিষ্ণুহরীশ্বরা ইতি হরিরিন্দ্রঃ ঈশ্বরঃ শঙ্করঃ ॥ ২৫—৩২ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও ইন্দ্র প্রভৃতি সুরগণ এইরূপে কৃতনিশ্চয় হইয়া স্বীয় স্বীয় বাহনে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন ॥২৫॥ যৎকালে ব্রহ্মা হংসে, বিষ্ণু গরুড়ে, শঙ্কর বৃষে, দেবরাজ ঐরাবতে, স্কন্দ ময়ূরে এবং যম মহিষে আরূঢ় হইয়া সমস্ত দেব-সৈন্যের সমাযোগপূর্ব্বক নির্গত হইলেন, সেই সময়েই অস্ত্রশস্ত্র-সমন্বিত মহিষ-পালিত দানব-সেনাদল সম্মুখীন হইল; তখন দেব ও দানব সৈন্যের ঘোরতর তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল ॥২৬—২৮॥ বাণ, খড়্গ, প্রাস, মুষল, পরশু, গদা, পট্টিশ, শূল, চক্র, শক্তি, তোমর, মুদ্গর, ভিন্দিপাল, লাঙ্গল এবং অন্যান্য বিবিধ নিদারুণ অস্ত্র দ্বারা তাহারা পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিল ॥ ২৯—৩০ ॥ তখন মহিষের সেনাপতি মহাবল চিক্ষুর অতি তীক্ষ্ণ পাঁচটী সায়ক দ্বারা বাসবকে তাড়িত করিল ॥৩১॥ লঘুহস্ত ইন্দ্রও সত্বর শর দ্বারা সেই সমস্ত সায়ক ছেদন করিয়া অর্দ্ধচন্দ্র বাণ দ্বারা তাহার হৃদয়ে প্রহার করিলেন ॥ ৩২ ॥ সেনাপতি শরাহত হইয়া গজপৃষ্ঠে মূর্চ্ছিত হইলে বাসব সেই হস্তীর শুণ্ডে বজ্র প্রহার করিলেন, তখন সেই নাগ তাঁহার বজ্রে সর্ব্বতোভাবে আহত ও ভগ্ন হইয়া স্বীয় সৈন্যমধ্যে পলায়ন করিল।

তদ্বজ্রাভিহতো নাগো ভগ্নঃ সৈন্যং জগাম হ।
দৃষ্ট্বা তং দৈত্যরাট্ ক্রুদ্ধো বিড়ালাখ্যমথাব্রবীৎ ॥ ৩৪ ॥
গচ্ছ বীর! মহাবাহো! জহীন্দ্রং মদগর্ব্বিতম্।
বরুণাদীন্ পরান্ দেবান্ হত্বাগচ্ছ মমান্তিকম্ ॥ ৩৫ ॥

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য বিড়ালাখ্যো মহাবলঃ।
আরুহ্য বারণং মত্তং জগাম ত্রিদশাধিপম্ ॥ ৩৬ ॥
বাসবস্তং সমায়ান্তং দৃষ্ট্বা ক্রোধসমন্বিতঃ।
জঘান বিশিখৈস্তীক্ষ্ণৈরাশীবিষসমপ্রভৈঃ ॥ ৩৭ ॥
স তু ছিত্ত্বা শরাংস্তূর্ণং স্বশরৈশ্চাপনিঃসৃতৈঃ।
পঞ্চাশদ্ভির্জঘানাশু বাসবঞ্চ শিলীমুখৈঃ ॥ ৩৮ ॥
তথেন্দ্রোঽপি চ তান্ বাণাংশ্ছিত্ত্বা কোপসমন্বিতঃ।
জঘান বিশিখৈস্তীক্ষ্ণৈরাশীবিষসমপ্রভৈঃ ॥ ৩৯ ॥
স তু ছিত্ত্বা শরাংস্তূর্ণং স্বশরৈশ্চাপনিঃসৃতৈঃ।
গদয়া তাড়য়ামাস গজং তস্য করোপরি ॥ ৪০ ॥
স্বকরে নিহতো নাগশ্চকারার্ত্তস্বরং মুহুঃ।
পরিবৃত্য জঘানাশু দৈত্যসৈন্যং ভয়াতুরঃ ॥ ৪১ ॥

স ইন্দ্রঃ। করে শুণ্ডাদণ্ডে ॥ ৩৩—৩৯ ॥

দানবপতি তদ্দর্শনে কুপিত হইয়া বিড়াল নামক দানবকে বলিল, বীর! তুমি অতিশয় বলশালী, অতএব তুমি গিয়া অগ্রে মদগর্ব্বিত ইন্দ্রকে সংহার কর, পরে বরুণ প্রভৃতি অন্যান্য দেবগণকে নিপাত করিয়া আমার নিকট ফিরিয়া আইস ॥ ৩৩—৩৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! বিড়াল নামক মহাপরাক্রান্ত অসুর দানবপতির সেই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক মত্তমাতঙ্গে আরোহণ করিয়া ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের নিকটে আগমন করিল ॥৩৬॥ বাসব তাহাকে আসিতে দেখিয়া সরোষে আশীবিষের ন্যায় প্রভাশালী ভয়ঙ্কর বিশিখ দ্বারা তাহাকে আঘাত করিলেন ॥৩৭॥ পরন্তু সেও চাপনিঃসৃত শরসমূহ দ্বারা তাঁহার শর সকল অবিলম্বে ছেদন করিয়া পঞ্চাশৎ শিলীমুখ নিক্ষেপ করিয়া বাসবকে সত্বর প্রহার করিল ॥৩৮॥ ইন্দ্রও সেই সকল বাণ ছিন্ন করিয়া কোপসহকারে পুনরায় আশীবিষের ন্যায় তীক্ষ্ণ বিশিখ দ্বারা তাহাকে আঘাত করিলেন এবং চাপনির্ম্মুক্ত নিজ শরনিকর দ্বারা তাহার বাণ সমূহকে খণ্ড খণ্ড করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার গজের শুণ্ডাদণ্ডে গদা প্রহার করিলেন ॥৩৯-৪০॥ গজ স্বীয়

দানবস্তু গজং বীক্ষ্য পরাবৃত্য গতং রণাৎ ।
সমাবিশ্য রথে রম্যে জগামাশু সুরান্ রণে ॥ ৪২ ॥
তুরাষাড়পি তং বীক্ষ্য রথস্থং পুনরাগতম্ ।
অহনদ্বিশিখৈস্তীক্ষ্ণৈরাশীবিষসমপ্রভৈঃ ॥ ৪৩ ॥
সোঽপি ক্রুদ্ধশ্চকারোগ্রাং বাণবৃষ্টিং মহাবলঃ ।
বভূব তুমুলং যুদ্ধং তয়োস্তত্র জয়ৈষিণোঃ ॥ ৪৪ ॥
ইন্দ্রস্তু বলিনং দৃষ্ট্বা কোপেনাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ ।
জয়ন্তমগ্রতঃ কৃত্বা যুযুধে তেন সংযুতঃ ॥ ৪৫ ॥
জয়ন্তস্তু শিতৈর্ব্বাণৈস্তং জঘান স্তনান্তরে ।
পঞ্চভিঃ প্রবলাকৃষ্টৈরসুরং মদগর্ব্বিতম্ ॥ ৪৬ ॥
স বাণাভিহতস্তাবন্নিপপাত রথোপরি ।
অতিবাহ্য রথং সূতো নির্জ্জগাম রণাজিরাৎ ॥ ৪৭ ॥
তস্মিন্ বিনির্গতে দৈত্যে বিড়ালাখ্যেঽথ মূর্চ্ছিতে ।
জয়শব্দো মহানাসীদ্দুন্দুভীনাঞ্চ নিঃস্বনঃ ॥ ৪৮ ॥
সুরাঃ প্রমুদিতাঃ সর্ব্বে তুষ্টুবুস্তং শচীপতিম্ ।
জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়ো ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥ ৪৯ ॥

স তু ছিত্ত্বেতি। স এবেন্দ্রশ্চাপনিঃসৃতৈঃ স্বশরৈস্তূর্ণং তস্য শরাংশ্ছিত্ত্বা তস্য দৈত্যস্য গজং করোপরি শুণ্ডায়াং গদয়া তাড়য়ামাসেত্যন্বয়ঃ ॥ ৪০—৪৪ ॥
জয়ন্তং স্বপুত্রম্ ॥ ৪৫ ॥

করে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া আর্ত্তস্বরে বারংবার চীৎকার করিতে লাগিল, তখন সে ভয়াতুর হইয়া ফিরিয়া আসিতে আসিতে দানবসৈন্যগণকেই বিনাশ করিতে লাগিল ॥৪১॥ সেনাপতি বিড়ালাখ্য রণস্থল হইতে গজ পলায়ন করিল দেখিয়া রমণীয় রথে আরোহণপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ যুদ্ধস্থলে সুরগণের সম্মুখীন হইল ॥ ৪২ ॥ সুরপতি রথারোহণে পুনর্ব্বার দানবকে আসিতে দেখিয়া আশীবিষ সদৃশ সুতীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা তাহাকে প্রহার করিলেন ॥ ৪৩ ॥ সেই মহাবল দানবও কুপিত হইয়া ভয়ঙ্কর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল, তখন সেই জয়াভিলাষী বাসব ও দানবে তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল ॥ ৪৪ ॥ দানবকে বলবান্ দেখিয়া কোপে বাসবের ইন্দ্রিয় সকল আকুল হইল, তখন স্বীয় পুত্র জয়ন্তকে সঙ্গে লইয়া উভয়ে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৪৫ ॥ জয়ন্ত পাঁচটী শাণিত বাণ সবলে আকর্ষণ করিয়া মদগর্ব্বিত দানবের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন ॥ ৪৬ ॥ দানব শরজালে অভিহত হইয়া রথের ক্রোড়ে নিপতিত হইল, তখন সারথি রথ লইয়া রণাঙ্গণ হইতে প্রস্থান করিল ॥ ৪৭ ॥ সেই বিড়াল নামক

চুকোপ মহিষঃ শ্রুত্বা জয়শব্দং সুরৈঃ কৃতম্।
প্রেষয়ামাস তত্রৈব তাম্রং পরমদাপহম্॥ ৫০ ॥
তাম্রস্তু বহুভিঃ সার্দ্ধং সমাগম্য রণাজিরে।
শরবৃষ্টিং চকারাশু তড়িত্বানিব সাগরে॥ ৫১ ॥
বরুণঃ পাশমুদ্যম্য জগাম ত্বরিতস্তদা।
যমশ্চ মহিষারূঢ়ো দণ্ডমাদায় নির্যযৌ॥ ৫২ ॥
তত্র যুদ্ধমভূদ্ঘোরং দেবদানবয়োর্ম্মিথঃ।
বাণৈঃ খড়্গৈশ্চ মুষলৈঃ শক্তিভিশ্চ পরশ্বধৈঃ॥ ৫৩ ॥
দণ্ডেন নিহতস্তাম্রো যমহস্তোদ্যতেন চ।
ন চচাল মহাবাহুঃ সংগ্রামাঙ্গণতস্তদা॥ ৫৪ ॥
চাপমাকৃষ্য বেগেন মুক্ত্বা তীব্রাঞ্ছিলীমুখান্।
ইন্দ্রাদীনহনত্তূর্ণং তাম্রস্তস্মিন্ রণাজিরে॥ ৫৫ ॥
তেঽপি দেবাঃ শরৈর্দ্দিব্যৈর্নিশিতৈশ্চ শিলাশিতৈঃ।
নিজঘ্নুর্দ্দানবান্ ক্রুদ্ধাস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চুক্রুশুঃ॥ ৫৬ ॥

(চুকোপেতি। পরমদাপহম্ শক্রগর্ব্ববিনাশসমর্থম্॥ ৫০ ॥
তাম্রস্ত্বিতি। বহুভিঃ সার্দ্ধমিত্যনেন তাম্রস্য ভূরিবীর্য্যবত্ত্বং সূচিতম্। তড়িত্বান্ মেঘ ইব। সাগর ইত্যনেন দেবসৈন্যানাং প্রাচুর্য্যমুক্তম্॥ ৫১ ॥)

দানব মূর্চ্ছিত হইয়া নির্গত হইলে দেবগণের দুন্দুভির নিঃস্বন এবং মহান্ জয়শব্দ হইতে লাগিল॥ ৪৮॥ সুরগণ হর্ষাবিষ্ট হইয়া শচীপতির স্তব করিতে লাগিল, গন্ধর্ব্বপতিগণ গান এবং অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিল॥ ৪৯ ॥

রাজন্! মহিষ তখন সুরগণের উচ্চারিত জয় শব্দ শ্রবণে কুপিত হইয়া শক্রগর্ব্বহারী তাম্র নামক দানবকে সংগ্রামে প্রেরণ করিল॥৫০॥ তাম্র রণস্থলে উপস্থিত এবং অনেকানেক প্রতিপক্ষ যোধগণের সম্মুখীন হইয়া মেঘের সাগরোপরি বারি বর্ষণের ন্যায় শর বর্ষণ করিতে লাগিল॥ ৫১॥ তখন বরুণ পাশ উদ্যত করিয়া গমন করিলেন এবং যমও মহিষে আরূঢ় হইয়া দণ্ড লইয়া ধাবিত হইলেন॥ ৫২॥ বাণ, খড়্গ, মুষল, শক্তি, এবং পরশু দ্বারা দেব ও দানবের পরস্পর ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল॥ ৫৩॥ যম হস্ত দ্বারা দণ্ড উদ্যত করিয়া তাম্রকে প্রহার করিলেন, মহাবাহু তাম্র যমদণ্ড দ্বারা তাড়িত হইয়াও তৎকালে রণস্থল হইতে বিচলিত হইল না॥ ৫৪॥ বরং সে সবেগে চাপ আকর্ষণ করিয়া তীক্ষ্ণ বাণসমূহ দ্বারা রণাঙ্গনে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে সত্বর প্রহার করিল॥৫৫॥ দেবতারাও কুপিত হইয়া শিলা-শাণিত নিশিত দিব্য শরসমূহ দ্বারা দানবদিগকে আঘাত করিয়া থাক থাক বলিয়া আক্রোশ

নিহতৈস্তৈঃ সুরৈর্দৈত্যো মূর্চ্ছামাপ রণাঙ্গণে।
হাহাকারো মহানাসীদ্দৈত্যসৈন্যে ভয়াতুরে ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্দেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
পঞ্চমস্কন্ধে দৈত্যসৈন্যপরাজয়ো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

সংগ্রামাঙ্গণতঃ সংগ্রামস্থলাৎ ॥ ৫৪—৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌দেবীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥৫৬॥ সুরগণের সেই শরসমূহে আহত হইয়া দানব তাম্র রণস্থলে মূর্চ্ছিত হইল, তখন দানবসৈন্য ভয়াতুর হইয়া মহান্ হাহাকার শব্দ করিতে লাগিল ॥ ৫৭ ॥

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ
শ্রীমদ্‌দেবীভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে মহিষাসুরের সৈন্যপরাজয়
নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

তাম্রেঽথ মূর্চ্ছিতে দৈত্যে মহিষঃ ক্রোধসংযুতঃ।
সমুদ্যম্য গদাং গুর্ব্বীং দেবানুপজগাম হ॥ ১॥
তিষ্ঠন্ত্বদ্য সুরাঃ সর্ব্বে হন্ম্যহং গদয়া কিল।
সর্ব্বে বলিভুজঃ কামং বলহীনাঃ সদৈব হি॥ ২॥
ইত্যুক্ত্বাসৌ গজারূঢ়ং সম্প্রাপ্য মদগর্ব্বিতঃ।
জঘান গদয়া তূর্ণং বাহুমূলে মহাভুজঃ॥ ৩॥
সোঽপি বজ্রেণ ঘোরেণ চিচ্ছেদাশু গদাঞ্চ তাম্।
প্রহর্ত্তুকামস্ত্বরিতো জগাম মহিষং প্রতি॥ ৪॥
হয়ারিরপি কোপেন খড়্গমাদায় সুপ্রভম্।
যযাবিন্দ্রং মহাবীর্য্যং প্রহরিষ্যন্নিবান্তিকম্॥ ৫॥
বভূব চ তয়োর্যুদ্ধং সর্ব্বলোকভয়াবহম্।
আয়ুধৈর্ব্বিবিধৈস্তত্র মুনিবিস্ময়কারকম্॥ ৬॥

অর্দ্ধাধিকৈঃ পঞ্চপঞ্চাশদ্ভিঃ শ্লোকৈরনন্তরম্।
দেবদানবসৈন্যস্য যুদ্ধং জাতমুদীর্য্যতে॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে তাম্রে দৈত্যে মূর্চ্ছিতে সতি তদুত্তরং জাতং বৃত্তমাহ তাম্রে ইতি॥ ১॥
বলিভুজঃ কাকাঃ॥ ২—৬॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! সেনাপতি তাম্র মূর্চ্ছিত হইলে পর মহিষ ক্রোধভরে গুরুতর গদা উদ্যত করত দেবগণের সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিল, দেবগণ! তোমরা কাকের ন্যায় সর্ব্বদাই বলহীন, অতএব থাক, এখনি তোমাদিগকে গদাঘাতে নিহত করিতেছি॥ ১—২॥ মদগর্ব্বিত মহাবল মহিষ এই কথা বলিয়া ঐরাবতারূঢ় ইন্দ্রকে সম্মুখে পাইয়া গদা দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহার বাহুমূলে আঘাত করিল॥ ৩॥ ইন্দ্রও অবিলম্বে ঘোরতর বজ্র প্রহারে সেই গদা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং তাহাকে প্রহার করিতে অভিলাষী হইয়া ত্বরায় তাহার সন্নিহিত হইলেন॥ ৪॥ তখন মহিষও কোপবশত দীপ্তিশালী খড়্গ লইয়া মহাবীর্য্য ইন্দ্রকে প্রহার করিবার নিমিত্ত তাহার নিকটে গমন করিল॥ ৫॥ পরে বিবিধ আয়ুধ বর্ষণ দ্বারা তাহাদের উভয়ের যে যুদ্ধ হইল, তাহাতে সমস্ত লোকের ভয় ও মুনিগণের বিস্ময়

চকারাশু তদা দৈত্যো মায়াং মোহকরীং কিল।
শাম্বরীং সর্ব্বলোকঘ্নীং মুনীনামপি মোহিনীম্ ॥ ৭ ॥
কোটিশো মহিষাস্তত্র তদ্রূপাস্তৎপরাক্রমাঃ।
দদৃশুঃ সায়ুধাঃ সর্ব্বে নিঘ্নন্তো দেববাহিনীম্ ॥ ৮ ॥
মঘবা বিস্মিতস্তত্র দৃষ্ট্বা তাং দৈত্যনির্ম্মিতাম্।
বভূবাতিভয়োদ্বিগ্নো মায়াং মোহকরীং কিল ॥ ৯ ॥
বরুণোঽপি সুসন্ত্রস্তস্তথৈব ধননায়কঃ।
যমো হুতাশনঃ সূর্য্যঃ শীতরশ্মির্ভয়াতুরঃ ॥ ১০ ॥
পলায়নপরাঃ সর্ব্বে বভূবুর্ম্মোহিতাঃ সুরাঃ।
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানাং স্মরণং চক্রুরুদ্যতাঃ ॥ ১১ ॥
তত্রাজগ্মুশ্চ কাজেশাঃ স্মৃতমাত্রাঃ সুরোত্তমাঃ।
হংসতার্ক্ষ্যবৃষারূঢ়াস্ত্রাতুকামা বরায়ুধাঃ ॥ ১২ ॥
শৌরিস্তাং মোহিনীং দৃষ্ট্বা সুদর্শনমথোজ্জ্বলম্।
মুমোচ তত্তেজসৈব মায়া সা বিলয়ং গতা ॥ ১৩ ॥
বীক্ষ্য তান্মহিষস্তত্র সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণঃ।
যোদ্ধুকামঃ সমাদায় পরিঘং সমুপাদ্রবৎ ॥ ১৪ ॥

শাম্বরী লোকে সাবরীতি বদন্তি ॥ ৭—১১
তত্রাজগ্মুশ্চেতি। নমু পূর্ব্বং ব্রহ্মাদয়ো যুদ্ধার্থমাগতা ইত্যুক্তমেব পুনরত্রাজগ্মুরিতি কথমুচ্যত ইতি চেদুচ্যতে। আগতা এব ব্রহ্মাদয়ো দেবরাজস্য যুধ্যমানস্য পৃষ্ঠতো বহুদূর-

---

জস্থিল ॥ ৬ ॥ তখন সেই দানব, সমস্ত লোকের বিনাশকরী, অধিক কি মুনিগণেরও মোহকারিণী শাম্বরী মায়া বিস্তার করিল ॥ ৭ ॥ তখন রণস্থলে মহিষসদৃশ রূপবিশিষ্ট ও পরাক্রমশালী কোটি কোটি মহিষ দৃষ্ট হইতে লাগিল, তাহারা সকলেই আয়ুধ লইয়া দেবসেনা সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৮ ॥ সেই দানবকৃত মোহকরী মায়া দর্শনে বাসব বিস্মিত এবং অতিশয় ভয় বশত উদ্বিগ্ন হইলেন ॥ ৯ ॥ বরুণ, ধনপতি, যম, হুতাশন, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণ ভয়ার্ত্ত হইয়া সকলেই পলায়ন করিলেন। তখন সুরবৃন্দ মায়াজালে বিমোহিত হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে মনে মনে স্মরণ করিতে লাগিলেন ॥১০—১১॥ স্মরণ করিবামাত্র সুরবর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর হংস, গরুড় ও বৃষভে আরোহণ করিয়া উত্তম উত্তম আয়ুধ ধারণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে পরিত্রাণ করিতে আসিলেন ॥ ১২ ॥ শৌরি সেই মোহিনী মায়া দর্শন করিয়া উজ্জ্বল সুদর্শনচক্র নিক্ষেপ করিলেন, সুদর্শনের তেজঃপ্রভাবেই সেই মায়া তিরোহিত হইল ॥ ১৩ ॥ মহিষ সৃষ্টিকারী ব্রহ্মা, পালনকর্ত্তা বিষ্ণু ও প্রলয়কারী মহেশ্বরকে তথায়

মহিষাখ্যো মহাবীরঃ সেনানীশ্চিক্ষুরস্তথা।
উগ্রাস্যশ্চোগ্রবীর্য্যশ্চ দুদ্রুবুর্যুদ্ধকামুকাঃ ॥ ১৫ ॥
অসিলোমা ত্রিনেত্রশ্চ বাষ্কলোঽন্ধক এব চ।
এতে চান্যে চ বহবো যুদ্ধকামা বিনির্যযুঃ ॥ ১৬ ॥
সন্নদ্ধা ধৃতচাপাস্তে রথারূঢ়া মদোদ্ধতাঃ।
পরিবব্রুঃ সুরান্ সর্ব্বান্ বৃকা ইব সুবৎসকান্ ॥ ১৭ ॥
বাণবৃষ্টিং ততশ্চক্রুর্দ্দানবা মদগর্ব্বিতাঃ।
সুরাশ্চাপি তথা চক্রুঃ পরস্পরজিঘাংসবঃ ॥ ১৮ ॥
অন্ধকো হরিমাসাদ্য পঞ্চবাণাঞ্ছিলাশিতান্।
মুমোচ বিষসন্দিগ্ধান্ কর্ণাকৃষ্টান্ মহাবলান্ ॥ ১৯ ॥
বাসুদেবোঽপ্যসম্প্রাপ্তান্ বিশিখানাশুগৈস্তদা।
চিচ্ছেদ তান্ পুনঃ পঞ্চ মুমোচ রিপুনাশনঃ ॥ ২০ ॥
তয়োঃ পরস্পরং যুদ্ধং বভূব হরিদৈত্যয়োঃ।
বাণাসিচক্রমুসলৈর্গদাশক্তিপরশ্বধৈঃ ॥ ২১ ॥
মহেশান্ধকয়োর্যুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্।
পঞ্চাশদ্দিনপর্য্যন্তং বভূব চ পরস্পরম্ ॥ ২২ ॥

দেশে স্থিতা যদেন্দ্রস্য সঙ্কটমুপস্থিতং তদা তেন স্মৃতা অগ্রে আগতা ইত্যত্র তাৎপর্য্যাৎ ॥১২—১৬ ॥

বৃকা ইব সুবৎসকান্। যথা বৃকাঃ সুবৎসান্ পরিবব্রুস্তথেত্যর্থঃ ॥ ১৭—২২ ॥

অবলোকন করিয়া যুদ্ধাভিলাষে পরিঘ লইয়া ধাবিত হইল ॥ ১৪ ॥ তখন, সেনাপতি চিক্ষুর, উগ্রাস্য, উগ্রবীর্য্য, অসিলোমা, ত্রিনেত্র, বাস্কল, অন্ধক এবং অন্যান্য যোধগণ সকলেই যুদ্ধ বাসনায় বিনির্গত হইল ॥ ১৫—১৬ ॥ সেই মদোদ্ধত দানবগণ বর্ম্মে পরিবৃত এবং ধনুর্ধারণপূর্ব্বক রথারূঢ় হইয়া, ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র সকল যেরূপ সুকুমার বৎসদিগকে আক্রমণ করে, সেইরূপ সুরগণকে বেষ্টন করিল ॥ ১৭ ॥ অনন্তর সেই মদগর্ব্বিত দানবগণ বাণবর্ষণ আরম্ভ করিল, দেবতারাও পরস্পর জিঘাংসু হইয়া সেইরূপ বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন ॥১৮॥ সেনাপতি অন্ধক হরির সন্নিহিত হইয়া মহাবলে আকর্ণ আকর্ষণ করত বিষদিগ্ধ শিলাশাণিত পাঁচটী বাণ নিক্ষেপ করিল ॥ ১৯ ॥ তখন অরিনাশক বাসুদেবও স্বপ্রেরিত বাণ দ্বারা সেই সকল বিশিখ সম্মুখাগত হইতে না হইতেই তৎক্ষণাৎ ছেদন করিয়া পুনর্ব্বার পাঁচ বাণ পরিত্যাগ করিলেন ॥২০॥ তখন হরি ও দানবপক্ষ বাণ, অসি, চক্র, মুষল, গদা, শক্তি ও পরশু দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিল ॥ ২১ ॥ এদিকে মহেশ ও

ইন্দ্রবাস্কলয়োস্তদ্বন্মহিষাসুররুদ্রয়োঃ ।
যমত্রিনেত্রয়োস্তদ্বন্মহাহনুধনেশয়োঃ ।
অসিলোমবরুণয়োর্যুদ্ধং পরমদারুণম্ ॥ ২৩ ॥
গরুড়ং গদয়া দৈত্যো জঘান হরিবাহনম্ ।
স গদাপাতখিন্নাঙ্গো নিঃশ্বসন্নবতিষ্ঠত ॥ ২৪ ॥
শৌরিস্তং দক্ষিণেনাশু হস্তেন পরিসান্ত্বয়ন্ ।
স্থিরং চকার দেবেশো বৈনতেয়ং মহাবলম্ ॥ ২৫ ॥
সমাকৃষ্য ধনুঃ শার্ঙ্গং মুমোচ বিশিখান্ বহূন্ ।
অন্ধকোপরি কোপেন হন্তুকামো জনার্দ্দনঃ ॥ ২৬ ॥
দানবোঽপি চ তান্ বাণাংশ্চিচ্ছেদ স্বশরৈঃ শিতৈঃ ।
পঞ্চাশদ্ভির্হরিং কোপাজ্জঘান চ শিলাশিতৈঃ ॥ ২৭ ॥
বাসুদেবোঽপি তাংস্তূর্ণং বঞ্চয়িত্বা শরোত্তমান্ ।
চক্রং মুমোচ বেগেন সহস্রারং সুদর্শনম্ ॥ ২৮ ॥
ত্যক্তং সুদর্শনং দূরাৎ স্বচক্রেণ ন্যবারয়ৎ ।
ননাদ চ মহারাজ ! দেবান্ সম্মোহয়ন্নিব ॥ ২৯ ॥

মহিষাসুররুদ্রয়োরিত্যত্র তু রুদ্রো মহাদেবঃ। যমত্রিনেত্রয়োরিত্যত্র তু ত্রিনেত্রো দৈত্যঃ ॥ ২৩ ॥

(সেতি । গদাঘাতেন খিন্নান্যবসন্নান্যঙ্গানি যস্য সঃ । গরুড়স্যাপি মহাবীরস্যাবসন্নত্ববর্ণনা দৈত্যস্যাতিবীর্য্যবত্ত্বং সূচিতমিতি ভাবঃ । অবতিষ্ঠতেত্যত্র অড়াগমাভাব আর্ষঃ ॥২৪-৩০॥)

অন্ধকের পরস্পর পঞ্চাশৎ দিবস পর্য্যন্ত লোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল ॥২২॥ এইরূপ বাস্কলের সহিত ইন্দ্রের, মহিষের সহিত রুদ্রের, ত্রিনেত্রের সহিত যমের, মহাহনুর সহিত ধনপতির এবং অসিলোমার সহিত বরুণের অতীব নিদারুণ যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ২৩ ॥ মহিষ হরিবাহন গরুড়কে গদাঘাত করিল, গরুড় গদার প্রহারে অতি কাতর হইয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে বসিয়া পড়িল ॥ ২৪ ॥ তখন দেবপতি শৌরি দক্ষিণহস্ত দ্বারা সান্ত্বনা করিয়া সেই বিনতানন্দন মহাবল গরুড়কে সুস্থির করিলেন ॥ ২৫ ॥ জনার্দ্দন কোপবশত অন্ধককে সংহার করিতে ইচ্ছুক হইয়া শার্ঙ্গধনু আকর্ষণ পূর্ব্বক তাহার উপর বহুতর শর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ২৬ ॥ প্রথমত দানব আপনার শাণিত শরজালে তাঁহার সেই বাণ সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল । পরে কোপবশত শিলাশাণিত পঞ্চাশৎ শর দ্বারা হরিকে আঘাত করিল ॥ ২৭ ॥ বাসুদেবও অবিলম্বে সেই উত্তম উত্তম শর সকল বিফল করিয়া সহস্র অর সমন্বিত সুদর্শন চক্র সবেগে পরিত্যাগ করিলেন ॥ ২৮ ॥ মহারাজ ! অন্ধক স্বীয় চক্র দ্বারা

দৃষ্ট্বা তু বিফলং জাতং চক্রং দেবস্য শার্ঙ্গিণঃ।
জগ্মুঃ শোকং সুরাঃ সর্ব্বে জহৃষুর্দ্দানবাস্তথা॥ ৩০ ॥
বাসুদেবোঽপি তরসা দৃষ্ট্বা দেবাংশ্চাবৃতান্।
গদাং কৌমোদকীং ধৃত্বা দানবং সমুপাদ্রবৎ॥ ৩১ ॥
তং জঘানাতিবেগেন মূর্দ্ধ্নি মায়াবিনং হরিঃ।
স গদাভিহতো ভূমৌ নিপপাতাতিমূর্চ্ছিতঃ॥ ৩২ ॥
তং তথা পতিতং বীক্ষ্য হয়ারিরতিকোপনঃ।
আজগাম রমানাথং ত্রাসয়ন্নতিগর্জ্জিতৈঃ॥ ৩৩ ॥
বাসুদেবোঽপি তং দৃষ্ট্বা সমায়ান্তং ক্রুধান্বিতম্।
চাপজ্যানিনদঞ্চোগ্রং চকার নন্দয়ন্ সুরান্॥ ৩৪ ॥
শরবৃষ্টিং চকারাশু ভগবান্ মহিষোপরি।
সোঽপি চিচ্ছেদ বাণৌঘৈস্তাঞ্ছরান্ গগনেরিতান্॥ ৩৫ ॥
তয়োর্যুদ্ধমভূদ্রাজন্! পরস্পরভয়াবহম্।
গদয়া তাড়য়ামাস কেশবো মস্তকোপরি॥ ৩৬ ॥
স গদাভিহতো মূর্দ্ধ্নি পপাতোর্ব্ব্যাং সুমূর্চ্ছিতঃ।
হাহাকারো মহানাসীৎ সৈন্যে তস্য সুদারুণঃ॥ ৩৭ ॥

(বাসুদেবোঽপীতি। কোঃ পৃথিব্যাঃ অরিঘাতনাদিনা পালকত্বাৎ মোদকো বিষ্ণুঃ। তস্যেয়মিত্যণ্ ততঃ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। কৌমোদকী বিষ্ণোরেব গদা॥ ৩১—৪৩ ॥)

সুদর্শন চক্র নিবারণ করিয়া এরূপ গর্জ্জন করিল যে, তখন যেন তাহাতে সমস্ত সুরগণ মোহপ্রাপ্ত হইলেন॥ ২৯॥ শার্ঙ্গধর বাসুদেবের চক্র বিফল হইল, অবলোকন করিয়া সুরগণ শোকাকুল হইলেন এবং দানবগণ হর্ষ লাভ করিল॥ ৩০॥ বাসুদেবও সুরগণকে শোকান্বিত দেখিয়া কৌমোদকী গদা ধারণ পূর্ব্বক দানবের অভিমুখে ধাবিত হইলেন॥৩১॥ তখন হরি সেই মায়াবী দানবের মস্তকে গদা প্রহার করিলেন, তৎকালে সে গদাঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল॥ ৩২॥ অতি কোপনস্বভাব মহিষদানব অন্ধককে নিপতিত দেখিয়া গভীরগর্জ্জনে রমানাথকে ত্রাসিত করত আগমন করিল॥৩৩॥ সে ক্রোধে অধীর হইয়া সমাগত হইলে বাসুদেব ইহাকে অবলোকন করিয়া ধনুর্জ্যার এতাদৃশ ভয়ঙ্কর শব্দ করিলেন যে, তাহাতে সুরগণের হর্ষের উদয় হইল॥ ৩৪॥ তখন ভগবান্, মহিষের উপর বাণ বর্ষণ করিলেন, মহিষ শরনিকর দ্বারা আকাশ পথেই সেই সকল শর ছেদন করিল॥ ৩৫॥ রাজন্! তখন তাঁহাদের পরস্পরের ভয়াবহ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কেশব গদা দ্বারা তাহার মস্তকের উপর আঘাত করিলেন॥ ৩৬॥ সে গদা প্রহারে মস্তকে

স বিহায় ব্যথাং দৈত্যো মুহূর্ত্তাদুত্থিতঃ পুনঃ।
গৃহীত্বা পরিঘং শীর্ষে জঘান মধুসূদনম্ ॥ ৩৮ ॥
পরিঘেণাহতস্তেন মূর্চ্ছামাপ জনার্দ্দনঃ।
মূর্চ্ছিতং তমুবাহাশু জগাম গরুড়ো রণাৎ ॥ ৩৯ ॥
পরাবৃত্তে জগন্নাথে দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ।
ভয়ং প্রাপুঃ সুদুঃখার্ত্তাশ্চুক্রুশুশ্চ রণাজিরে ॥ ৪০ ॥
ক্রন্দমানান্ সুরান্ বীক্ষ্য শঙ্করঃ শূলভৃত্তদা।
মহিষং তরসাভ্যেত্য প্রাহরদ্রোষসংযুতঃ ॥ ৪১ ॥
সোঽপি শক্তিং মুমোচাথ শঙ্করস্যোরসি স্ফুটম্।
জগর্জ্জ স চ দুষ্টাত্মা বঞ্চয়িত্বা ত্রিশূলকম্ ॥ ৪২ ॥
শঙ্করোঽপি তদা পীড়াং ন প্রাপোরসি তাড়িতঃ।
তং জঘান ত্রিশূলেন কোপাদরুণলোচনঃ ॥ ৪৩ ॥
সংলগ্নং শঙ্করং দৃষ্ট্বা মহিষেণ দুরাত্মনা।
আজগাম হরিস্তাবৎ ত্যক্ত্বা মূর্চ্ছাং প্রহারজাম্ ॥ ৪৪ ॥
মহিষস্তু তদা বীক্ষ্য সম্প্রাপ্তৌ হরিশঙ্করৌ।
যুদ্ধকামৌ মহাবীর্যৌ চক্রশূলধরৌ বরৌ ॥
কোপযুক্তো বভূবাসৌ দৃষ্ট্বা তৌ সমুপাগতৌ ॥ ৪৫ ॥

(সংলগ্নং যোধনকর্ম্মণি ব্যাপারবন্তম্। পূর্ব্বং মহিষাসুরপ্রহারমূর্চ্ছিতং হরিং গৃহীত্বা গরুড়ঃ সমরাঙ্গনান্নির্গতঃ। ইদানীং হরিস্তাং প্রহারজাং মূর্চ্ছাং ত্যক্ত্বা রণাঙ্গনে পুনরায়াত ইতি ভাবঃ ॥ ৪৪—৪৭ ॥)

আহত হইয়া ভূতলে পতিত হইল, তখন তাহার সৈন্যমধ্যে নিদারুণ হাহাকার শব্দ হইতে লাগিল ॥৩৭॥ সেই দানব মুহূর্ত্তমাত্রে ব্যথা পরিহার করিয়া উত্থিত হইল, তখন সে পুনর্ব্বার পরিঘ লইয়া মধুসূদনের মস্তকে প্রহার করিল ॥৩৮॥ সেই পরিঘ দ্বারা আহত হইয়া জনার্দ্দন মূর্চ্ছিত হইলেন, তখন গরুড় তাঁহাকে মূর্চ্ছিত অবস্থায় লইয়া তৎক্ষণাৎ রণস্থল হইতে প্রস্থান করিল ॥ ৩৯ ॥ জগন্নাথ পরাবৃত্ত হইলে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ ভীত ও সাতিশয় কাতর হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৪০ ॥ শঙ্কর দেবগণের রোদন শুনিয়া সরোষচিত্তে সত্বর মহিষের সন্নিহিত হইয়া তাহাকে শূল দ্বারা প্রহার করিলেন ॥ ৪১ ॥ দুষ্টস্বভাব মহিষও তাঁহার ত্রিশূল বিফল করিয়াই গর্জন করিল এবং শক্তি লইয়া শঙ্করের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিল ॥ ৪২ ॥ তখন শঙ্কর বক্ষে তাড়িত হইয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না বরং কোপে আরক্তনয়ন হইয়া পুনর্ব্বার ত্রিশূল দ্বারা তাহাকে আঘাত করিলেন ॥ ৪৩ ॥ মহিষের সহিত

জগাম সম্মুখস্তাবৎ সংগ্রামার্থং মহাভুজঃ।
মাহিষং বপুরাস্থায় ধুন্বন্ পুচ্ছং সমুৎকটম্ ॥ ৪৬ ॥
চকার ভৈরবং নাদং ত্রাসয়ন্নমরানপি।
ধুন্বন্ শৃঙ্গে মহাকায়ো দারুণো জলদো যথা ॥ ৪৭ ॥
শৃঙ্গাভ্যাং পার্ব্বতান্ শৃঙ্গাংশ্চিক্ষেপ ভৃশমুৎকটান্ ॥ ৪৮ ॥
দৃষ্ট্বা তৌ তু মহাবীর্য্যৌ দানবং দেবসত্তমৌ।
চক্রতুর্ব্বাণবৃষ্টিঞ্চ দানবোপরি দারুণাম্ ॥ ৪৯ ॥
কুর্ব্বাণৌ বাণবৃষ্টিং তৌ দৃষ্ট্বা হরিহরৌ হরিঃ।
চিক্ষেপ গিরিশৃঙ্গং তু পুচ্ছেনাবৃত্য দারুণম্ ॥ ৫০ ॥
আপতন্তং গিরিং বীক্ষ্য ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
বিশিখৈঃ শতধা চক্রে চক্রেণাশু জঘান তম্ ॥ ৫১ ॥
হরিচক্রাহতঃ সংখ্যে মূর্চ্ছামাপ স দৈত্যরাট্।
উত্তস্থৌ চ ক্ষণান্নূনম্ মানুষং বপুরাস্থিতঃ ॥ ৫২ ॥
গদাপাণির্ম্মহাঘোরো দানবঃ পর্ব্বতোপমঃ।
মেঘনাদং ননাদোচ্চৈর্ভীষয়ন্নমরানপি ॥ ৫৩ ॥

পার্ব্বতান্ পর্ব্বতসম্বন্ধিনঃ ॥ ৪৮ ॥
দেবসত্তমৌ বিষ্ণুমহেশ্বরৌ ॥ ৪৯ ॥
হরিঃ হয়ারিরিত্যর্থঃ ॥ ৫০—৫৩ ॥

শঙ্কর সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছেন দেখিয়া হরি প্রহারজনিত মূর্চ্ছা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তথায় আগমন করিলেন ॥ ৪৪ ॥ মহাবীর্য্য দেববর চক্রধর হরি এবং শূলধারী শঙ্কর সংগ্রাম বাসনায় সমর স্থলে উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া মহিষ সাতিশয় কুপিত হইল। তখন মহিষ-দেহ ধারণপূর্ব্বক বিশাল লাঙ্গূল ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিতে করিতে সমর বাসনায় তাঁহাদের সম্মুখীন হইল ॥ ৪৫—৪৬ ॥ সেই মহাকায় ভয়ানক মহিষ শৃঙ্গদ্বয় কম্পিত করিয়া জলদের ন্যায় এরূপ গভীর গর্জ্জন করিল যে তাহাতে অমরগণও ত্রাসিত হইলেন ॥৪৭॥ সে শৃঙ্গযুগল দ্বারা বিশাল পর্ব্বতশৃঙ্গ সকল নিরন্তর নিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥ ৪৮ ॥ মহাবীর্য্য দেবসত্তম হরি ও হর, দানবকে দর্শন করিয়া নিদারুণ বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥ হরি ও হর উভয়ে বাণবৃষ্টি করিলে মহিষ তদ্দর্শনে পুচ্ছ দ্বারা দারুণ গিরিশৃঙ্গ বেষ্টন করিয়া নিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥ ৫০ ॥ গিরিশৃঙ্গ আপতিত হইতেছে দেখিয়া ভগবান্ হরি শরনিকর দ্বারা তাহা শত খণ্ড করিয়া তৎক্ষণাৎ চক্র দ্বারা তাহাকে প্রহার করিলেন ॥ ৫১ ॥ হরির চক্রে আহত হইয়া দানবপতি রণস্থলে মূর্চ্ছিত হইল, কিন্তু ক্ষণমাত্রেই মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া

তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ বিষ্ণুঃ পাঞ্চজন্যং সমুজ্জ্বলম্ ।
পূরয়ামাস তরসা শব্দং কর্ত্তুং খরস্বরম্ ॥ ৫৪॥
তেন শব্দেন শঙ্খস্য ভয়ত্রস্তাশ্চ দানবাঃ ।
বভূবুর্ম্মুদিতা দেবা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে সুরাসুরযুদ্ধকথনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

(তচ্ছ্রুত্বেতি । ভগবান্ বিষ্ণুস্তৎ দেবভয়জনকং অসুরকৃতং মেঘগম্ভীরনাদং শ্রুত্বা শব্দং কর্ত্তুং দেবানামানন্দায়েতি শেষঃ । গম্ভীরধ্বনিং পাঞ্চজন্যং পূরয়ামাস ॥ ৫৪—৫৫ ॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

উত্থিত হইল ॥ ৫২ ॥ তখন পর্ব্বত সদৃশ সেই ভয়ঙ্কর দানব হস্তে গদা লইয়া অমরদিগকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক মেঘের ন্যায় গম্ভীর শব্দে গর্জ্জন করিতে লাগিল ॥ ৫৩ ॥ ভগবান্ বিষ্ণু সেই শব্দ শ্রবণমাত্র সমুজ্জ্বল পাঞ্চজন্য শঙ্খ লইয়া গম্ভীর ও ঘোরতর শব্দ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৪ ॥ শঙ্খের সেই শব্দ শুনিয়া দানবেরা ভয়ে চকিত হইল এবং তপোধন ঋষিগণ ও দেবগণ আনন্দিত হইলেন ॥ ৫৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীদেবীভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে দেব দানবের সংগ্রাম-বর্ণন নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

অসুরান্ মহিষো দৃষ্ট্বা বিষণ্ণমনসস্তদা ।
ত্যক্ত্বা তন্মাহিষং রূপং ৰভূব মৃগরাড়সৌ ॥ ১ ॥
কৃত্বা নাদং মহাঘোরং বিস্তার্য্য চ মহাসটাম্ ।
পপাত সুরসেনায়াং ত্রাসয়ন্নখদর্শনৈঃ ॥ ২ ॥
গরুড়ঞ্চ নখাঘাতৈঃ কৃত্বা রুধিরবিপ্লুতম্ ।
জঘান চ ভুজে বিষ্ণুং নখাঘাতেন কেশরী ॥ ৩ ॥
বাসুদেবোঽপি তং দৃষ্ট্বা চক্রমুদ্যম্য বেগবান্ ।
হন্তুকামো হরিঃ কামমবাপাশু ক্রুধান্বিতঃ ॥ ৪ ॥
যাবদ্ধয়রিপুং বেগাচ্চক্রেণাভিজঘান তম্ ।
তাবৎ সোঽতিৰলঃ শৃঙ্গী শৃঙ্গাভ্যাং ন্যহনদ্ধরিম্ ॥ ৫ ॥

একোনষষ্টিশ্লোকৈস্তু পরাভূতাস্তু নির্জ্জরাঃ ।
কৈলাসে গমনং চক্রুঃ শর্ম্মদং শঙ্করং প্রতি ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তেঽসুরান্ বিষণ্ণানবলোক্য মহিষো যচ্চকার তদাহ অসুরানিতি ॥ ১—২ ॥
নখাঘাতেন ভুজে ভুজস্থলে বিষ্ণুং জঘানেত্যর্থঃ ॥ ৩—৪ ॥
শৃঙ্গী শৃঙ্গাভ্যামিতি সিংহরূপং ত্যক্ত্বা শৃঙ্গী মহিষো ভূত্বা স্বশৃঙ্গাভ্যাং হরিং ন্যহনদ্ঘাতিতবানিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! মহিষ তখন দানবদিগকে বিষণ্ণ দেখিয়া মহিষরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিংহ মূর্ত্তি ধারণ করিল এবং স্বকীয় বিশাল জটা বিস্তার করিয়া ঘোরতর গর্জ্জন করিতে করিতে সুরসেনা-মধ্যে পতিত হইল, তখন সুরগণ তাহার খরতর নখর দর্শনে অত্যন্ত ত্রস্ত হইলেন ॥ ১—২ ॥ সেই সিংহরূপধারী মহিষাসুর প্রথমত গরুড়কে এরূপ নখাঘাত করিল যে, তাহার শরীর রুধির স্রাবে প্লাবিত হইয়া গেল তাহার পর সে বিষ্ণুর ৰাহুমূলে নখর দ্বারা প্রহার করিল ॥ ৩ ॥ বাসুদেব হরিও সেই দানবকে অবলোকন করিবামাত্র ক্রোধে চক্র উদ্যত করিয়া সংহার কামনায় বেগে আক্রমণ করিলেন ॥ ৪ ॥ যেমন হরি মহিষ দানবকে অতিশয় বেগে চক্র প্রহার করিলেন, সেই মহাৰল দানবও তৎক্ষণাৎ সিংহরূপ পরিত্যাগ করিয়া মহিষরূপ ধারণ পূর্ব্বক শৃঙ্গ-যুগল দ্বারা হরিকে আঘাত করিল ॥ ৫ ॥

বাসুদেবো বিষাণাভ্যাং তাড়িতোরসি বিহ্বলঃ।
পলায়নপরো বেগাজ্জগাম ভুবনং নিজম্ ॥ ৬ ॥
গতং দৃষ্ট্বা হরিং কামং শঙ্করোঽপি ভয়ান্বিতঃ।
অবধ্যং তং পরং মত্বা যযৌ কৈলাসপর্ব্বতম্ ॥ ৭ ॥
ব্রহ্মাপি চ নিজং ধাম ত্বরিতঃ প্রযযৌ ভয়াৎ।
মঘবা বজ্রমালম্ব্য তস্থাবাজৌ মহাবলঃ ॥ ৮ ॥
বরুণঃ শক্তিমালম্ব্য ধৈর্য্যমালম্ব্য সংস্থিতঃ।
যমোঽপি দণ্ডমাদায় যতঃ সমরতৎপরঃ ॥ ৯ ॥
ততো যক্ষাধিপঃ কামং বভূব রণতৎপরঃ।
পাবকঃ শক্তিমাদায় তত্রাভূদ্‌যুদ্ধমানসঃ ॥ ১০ ॥
নক্ষত্রাধিপতিঃ সূর্য্যঃ সমবেতৌ স্থিতাবুভৌ।
বীক্ষ্য তং দানবশ্রেষ্ঠং যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ৌ ॥ ১১ ॥
এতস্মিন্নন্তরে ক্রুদ্ধং দৈত্যসৈন্যং সমভ্যগাৎ।
বিসৃজন্ বাণজালানি ক্রূরাহিসদৃশানি চ ॥ ১২ ॥
কৃত্বা হি মাহিষং রূপং ভূপতিঃ সংস্থিতস্তদা।
দেবদানবযোধানাং নিনাদস্তুমুলোঽভবৎ ॥ ১৩ ॥

ভুবনং বৈকুণ্ঠম্ ॥ ৬ ॥ অবধ্যং পুরুষাণাম্ ॥ ৭ ॥
আজৌ যুদ্ধে ॥ ৮—৯ ॥ (যুদ্ধে মানসং মনো যস্য স তথা ॥ ১০ ॥)

বাসুদেব বিষাণ দ্বারা বক্ষঃস্থলে বিতাড়িত হইয়া বিহ্বলচিত্তে বেগে পলায়ন করিয়া স্বীয় আলয় বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন ॥ ৬ ॥ হরি প্রস্থান করিলে শঙ্করও তাহাকে নিতান্ত অবধ্য বিবেচনা করিয়া সভয়ে কৈলাসপর্ব্বতে গমন করিলেন ॥ ৭ ॥ ব্রহ্মাও ভয়বশত স্বীয় আলয়ের অভিমুখে সত্বর ধাবিত হইলেন কিন্তু মহাবল বাসব ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া সমরে স্থির থাকিলেন ॥ ৮ ॥ বরুণ শক্তি লইয়া ধৈর্য্য ধরিয়া সমর প্রতীক্ষায় রহিলেন। যমও দণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক সমরে তৎপর হইয়া রহিলেন ॥ ৯ ॥ এইরূপ যক্ষপতি কুবেরও সাতিশয় সংগ্রামে ব্যগ্র রহিলেন, পাবক শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক তথায় যুদ্ধাভিলাষে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। দানববর মহিষকে অবলোকন করিয়া নক্ষত্রপতি চন্দ্র এবং সূর্য্য উভয়ে একত্রে যুদ্ধের নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হইয়া রহিলেন ॥ ১০—১১ ॥

মহারাজ! ইত্যবসরে দানবসৈন্য কুপিত হইয়া ক্রূরতর বিষধর তুল্য শরজাল বর্ষণ করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইল ॥ ১২ ॥ তখন দানবরাজও মহিষরূপ ধারণ করিয়া তাহাদের

জ্যাঘাতশ্চ তলাঘাতো মেঘনাদসমোঽভবৎ।
সংগ্রামে সুমহাঘোরে দেবদানবসেনয়োঃ ॥ ১৪ ॥
শৃঙ্গাভ্যাং পার্ব্বতান্ শৃঙ্গাংশ্চিক্ষেপ চ মহাবলঃ।
জঘান সুরসঙ্ঘাংশ্চ দানবো মদগর্ব্বিতঃ ॥ ১৫ ॥
খুরঘাতৈস্তথা দেবান্ পুচ্ছস্য ভ্রমণেন চ।
স জঘান রুষাবিষ্টো মহিষঃ পরমাদ্ভুতঃ ॥ ১৬ ॥
ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা ভয়মাজগ্মুরুদ্যতাঃ।
মঘবা মহিষং দৃষ্ট্বা পলায়নপরোঽভবৎ ॥ ১৭ ॥
সঙ্গরং সম্পরিত্যজ্য গতে শক্রে শচীপতৌ।
যমো ধনাধিপঃ পাশী জগ্মুঃ সর্ব্বে ভয়াতুরাঃ ॥ ১৮ ॥
মহিষোঽতিজয়ং মত্বা জগাম স্বগৃহং ততঃ।
ঐরাবতং গজং প্রাপ্য ত্যক্তমিন্দ্রেণ গচ্ছতা ॥ ১৯ ॥
তথোচ্চৈঃশ্রবসং ভানোঃ কামধেনুং পয়স্বিনীম্।
স্বসৈন্যসংবৃতস্তূর্ণং স্বর্গং গন্তুং মনো দধে ॥ ২০ ॥
তরসা দেবসদনং গত্বা স মহিষাসুরঃ।
জগ্রাহ সুররাজ্যং বৈ ত্যক্তং দেবৈর্ভয়াতুরৈঃ ॥ ২১ ॥

নক্ষত্রাধিপতিশ্চন্দ্রঃ ॥ ১১—১৯ ॥
পয়স্বিনীং কামদুঘাং ত্যক্তাং প্রাপ্যেত্যন্বয়ঃ ॥ ২০—২৫ ॥

মধ্যে বিরাজ করিতে লাগিল; এই সময় দেব ও দানব যোদ্ধৃগণের তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল ॥ ১৩ ॥ দেব ও দানব সেনার ঘোরতর সংগ্রাম সময়ে মেঘনাদের ন্যায় জ্যাঘাতের ও করতলাঘাতের শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল ॥ ১৪ ॥ তখন মহাবল দানব মদগর্ব্বিত হইয়া শৃঙ্গ দ্বারা পর্ব্বতশৃঙ্গ সকল নিঃক্ষেপ করিয়া সুরগণকে সংহার করিতে লাগিল ॥ ১৫ ॥ সেই অতীব অদ্ভুত মহিষ রোষাবিষ্ট হইয়া কোন কোন দেবতাকে খুরপ্রহারে কাহাকেও পুচ্ছ ভ্রামণ দ্বারা নিপাত করিতে লাগিল ॥ ১৬ ॥ তখন দেব ও গন্ধর্ব্বগণ অত্যন্ত ভীত হইলেন, এমন কি মহিষকে দেখিয়াই ইন্দ্র পলায়ন করিলেন ॥ ১৭ ॥ শচীপতি শক্র সংগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলে যম, কুবের ও বরুণ ইহাঁরা সকলেই ভয়ার্ত্ত হইয়া রণস্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন ॥ ১৮ ॥

ইন্দ্র, ঐরাবত গজ এবং উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, সুতরাং মহিষ সেই হস্তী, হয় ও ভাস্করের কামদুঘা ধেনু গ্রহণ পূর্ব্বক আত্যন্তিক জয় হইল বিবেচনা করিয়া স্বীয় আলয়ে গমন করিল। অনন্তর ত্বরায় স্বসৈন্য পরিবৃত হইয়া স্বর্গধামে

ইন্দ্রাসনে তথা রম্যে দানবঃ সমুপাবিশৎ।
দানবান্ স্থাপয়ামাস দেবানাং স্থানকেষু সঃ॥ ২২॥
এবং বর্ষশতং পূর্ণং কৃত্বা যুদ্ধং সুদারুণম্।
অবাপৈন্দ্রং পদং কামং দানবো মদগর্ব্বিতঃ॥ ২৩॥
নির্জ্জরা নির্গতা নাকাত্তেন সর্ব্বেঽতিপীড়িতাঃ।
এবং বহূনি বর্ষাণি বভ্রমুর্গিরিগহ্বরে॥ ২৪॥
শ্রান্তাঃ সর্ব্বে তদা রাজন্! ব্রহ্মাণং শরণং যযুঃ।
প্রজাপতিং জগন্নাথং রজোরূপং চতুর্ম্মুখম্॥ ২৫॥
পদ্মাসনং বেদগর্ভং সেবিতং মুনিভিঃ স্বজৈঃ।
মরীচিপ্রমুখৈঃ শান্তৈর্ব্বেদবেদাঙ্গপারগৈঃ॥ ২৬॥
কিন্নরৈঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বৈশ্চারণোরগপন্নগৈঃ।
তুষ্টুবুর্ভয়ভীতাস্তে দেবদেবং জগদ্গুরুম্॥ ২৭॥

দেবা ঊচুঃ।

ধাতঃ! কিমেতদখিলার্ত্তিহরাম্বুজন্ম-
জন্মাভিবীক্ষ্য ন দয়াং কুরুষে সুরান্ যৎ।
সংপীড়িতান্ রণজিতানসুরাধিপেন
স্থানচ্যুতান গিরিগুহাকৃতসন্নিবাসান্॥ ২৮॥

স্বজৈঃ স্বস্মাদ্‌ব্রহ্মণো জাতৈর্ম্মানসৈঃ পুত্রৈরিত্যর্থঃ॥ ২৬—২৭॥

গমন করিতে বাসনা করিল॥ ১৯—২০॥ মহিষ অবিলম্বে দেব সদনে গমন করিয়া ভয়াতুর দেবগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত সুররাজ্য গ্রহণ করিল॥২১॥ পরে, দানবরাজ ইন্দ্রের রমণীয় আসনে উপবেশন করিয়া অপরাপর দানবদিগকে দেবগণের স্থানে স্থাপন করিল॥ ২২॥

এইরূপে পূর্ণ শতবর্ষ সংগ্রাম করিয়া সেই মদগর্ব্বিত দানব অভিলষিত ইন্দ্রপদ লাভ করিল॥ ২৩॥ সে অমরগণকে স্বর্গলোক হইতে নির্ব্বাসিত করিলে তাঁহারা সকলে নিপীড়িত হইয়া এইরূপে বহু বৎসর গিরিগহ্বরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন॥ ২৪॥ রাজন্! তখন দেবতারা শ্রান্ত হইয়া রজোমূর্ত্তি চতুর্ম্মুখ প্রজাপ্রতি ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন, তৎকালে বেদগর্ভ জগৎপতি কমলাসনে আসীন, বেদবেদাঙ্গের পারগামী শান্তচিত্ত স্বকীয় মানস সম্ভূত মরীচি প্রভৃতি মুনিগণ, সিদ্ধগণ, গন্ধর্ব্বগণ, কিন্নরগণ, চারণগণ, উরগগণ এবং পন্নগগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান; এই সময়ে সেই ভয়ভীত দেবগণ দেবদেব, জগৎগুরু ব্রহ্মার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ২৫—২৭॥

পুত্রান্ পিতা কিমপরাধশতৈঃ সমেতান্
সন্ত্যজ্য লোভরহিতঃ কুরুতেঽতিদুঃস্থান্।
যস্ত্বং সুরাংস্তব পদাম্বুজভক্তিযুক্তান্
দৈত্যার্দ্দিতাংশ্চ কৃপণান্ যদুপেক্ষসেঽদ্য ॥ ২৯ ॥
অমরভুবনরাজ্যং তেন ভুক্তং নিতান্তং
মখহবিরপি যোগ্যং ব্রাহ্মণৈরাদদাতি।
সুরতরুবরপুষ্পং সেবতেঽসৌ দুরাত্মা
জলনিধিনিধিভূতাং গামসৌ সেবতে তাম্ ॥ ৩০ ॥
কিংবা গৃণীমোঽসুরকার্য্যমদ্ভুতং
জানাসি দেবেশ! সুরারিচেষ্টিতম্।
জ্ঞানেন সর্ব্বং ত্বমশেষকার্য্যবিৎ
তস্মাৎ প্রভো! তে প্রণতাঃ স্ম পাদয়োঃ ॥ ৩১ ॥
যত্রাপি কুত্রাপি গতান্ সুরানসৌ
নানাচরিত্রৈঃ খলু পাপমানসঃ।
পীড়াং করোত্যেব স দুষ্টচেষ্টিত-
স্ত্রাতাসি দেবেশ! বিধেহি শং বিভো! ॥ ৩২ ॥

অম্বুজন্ম কমলং তস্মিংস্তস্মাদ্বা জন্ম যস্যেত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥
অতিদুঃস্থান্ দুষ্টস্থানস্থিতানিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥
জলনিধের্নির্গতাং নিধিভূতাং গাং কামধেনুম্ ॥ ৩০—৩২

দেবগণ বলিলেন, কমলযোনে! আপনি জগতের সমস্ত ক্লেশ নিবারণ করিয়া থাকেন, কিন্তু দানবপতির নিকট পরাজিত হইয়া আমরা স্থানচ্যুত হইয়াছি, অধিক কি আমরা গিরিগুহায় বাস করিয়া যাহার পর নাই ক্লেশ ভোগ করিতেছি, তথাপি আমাদিগের এই অবস্থা দর্শন করিয়াও কেন আপনার দয়া হইতেছে না? ॥ ২৮ ॥ ধাতঃ! পুত্র, শত অপরাধে অপরাধী হইলেও লোভ রহিত পিতা কি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অতিশয় ক্লেশ দিয়া থাকেন? আমরা দানবগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত, বিশেষতঃ আপনার চরণকমলে একান্ত ভক্তিপরায়ণ তথাপি এই দীনগণকে আজ আপনি উপেক্ষা করিতেছেন? ॥ ২৯ ॥ সেই দুরাত্মা অমরগণের স্বর্গরাজ্য সর্ব্বতোভাবে উপভোগ করিতেছে; যজ্ঞীয় হবির যোগ্যভাগ ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতেছে; পারিজাত পুষ্প উপভোগ করিতেছে আর জলনিধির নিধিস্বরূপা কামধেনু লইয়া তাহাও ভোগ করিতেছে ॥ ৩০ ॥ কিংবা অসুরগণের অদ্ভুত কার্য্যের বিষয় আর কি বলিব, দেবেশ! আপনি সুরশত্রুর সমস্ত চেষ্টিতই অবগত

নো চেদ্বয়ং দাবমহাগ্নিপীড়িতাঃ
কং শান্তিকর্ত্তারমনন্ততেজসম্।
যামঃ প্রজেশং শরণং সুরেষ্টং
ধাতারমাদ্যং পরিমুচ্য কং শিবম্ ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি স্তুত্বা সুরাঃ সর্ব্বে প্রণেমুস্তং প্রজাপতিম্।
বদ্ধাঞ্জলিপুটাঃ সর্ব্বে বিষণ্ণবদনা ভৃশম্ ॥ ৩৪ ॥
তাংস্তথা পীড়িতান্ দৃষ্ট্বা তদা লোকপিতামহঃ।
উবাচ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা সুখং সঞ্জনয়ন্নিব ॥ ৩৫ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

কিং করোমি সুরাঃ কামং দানবো বরদর্পিতঃ।
স্ত্রীবধ্যোঽসৌ ন পুংবধ্যো বিধেয়ং তত্র কিং পুনঃ ॥ ৩৬ ॥
ব্রজামোঽদ্য সুরাঃ সর্ব্বে কৈলাসং পর্ব্বতোত্তমম্।
শঙ্করং পুরতঃ কৃত্বা সর্ব্বকার্য্যবিশারদম্ ॥ ৩৭ ॥
ততো ব্রজামো বৈকুণ্ঠং যত্র দেবো জনার্দ্দনঃ।
মিলিত্বা দেবকার্য্যঞ্চ বিমৃশামো বিশেষতঃ ॥ ৩৮ ॥

শিবং মঙ্গলম্। কং ব্রহ্মাণং পরিমুচ্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৩—৩৮

আছেন; কারণ, আপনি জ্ঞান দ্বারা সমস্ত কার্য্যই বিদিত হইয়া থাকেন, অতএব প্রভো! আমরা আপনার পাদযুগলে প্রণত হইলাম ॥ ৩১ ॥ দানবপতির চরিত্র অপবিত্র, মন পাপে কলুষিত, অতএব সুরগণ যে কোন স্থানে গমন করিলেও সে নানাপ্রকারে ক্লেশ দিয়া থাকে, দেবেশ! আপনিই একমাত্র পরিত্রাতা অতএব বিভো! আমাদিগের মঙ্গল বিধান করুন ॥৩২॥ আপনি সুরগণের অভীষ্টপ্রদাতা, সকলের আদি, প্রজাপতি এবং বিধাতা, অতএব আপনি মঙ্গল বিধান না করিলে আমারা দারুণ দাবানলে পীড়িত হইয়া আপনাকে ত্যাগ করিয়া আর কোন্ অমিততেজা মঙ্গলময় শান্তিকর্ত্তার শরণাগত হইব? ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! সমস্ত সুরগণ এইরূপে স্তব করিয়া নিতান্ত ম্লানবদনে কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রজাপতিকে প্রণতি করিলেন ॥৩৪॥ লোক পিতামহ সেই সুরগণের তাদৃশ অবস্থাদর্শনে মধুর বাক্য দ্বারা সুখ উৎপাদন করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥ সুরগণ! আমি কি করিব, দানব বরলাভ বশত নিতান্ত দর্পিত, সে স্ত্রীলোকের বধ্য, পুরুষের বধ্য নহে অতএব তাহার উপায় কি? ॥ ৩৬ ॥ অতএব সুরগণ! আমরা সকলে সমবেত হইয়া

ইত্যুক্ত্বা হংসমারুহ্য ব্রহ্মা কার্য্যসমুচ্চয়ে।
দেবাংশ্চ পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা কৈলাসাভিমুখো যযৌ ॥ ৩৯ ॥
তাবচ্ছিবোঽপি তরসা জ্ঞাত্বা ধ্যানেন পদ্মজম্।
আগচ্ছন্তং সুরৈঃ সার্দ্ধং নির্গতঃ স্বগৃহাদ্বহিঃ ॥ ৪০ ॥
দৃষ্ট্বা পরস্পরং তৌ তু কৃত্বাভিবাদনৌ ভৃশম্।
প্রণতৌ চ সুরৈঃ সর্ব্বৈঃ সন্তুষ্টৌ সম্বভূবতুঃ ॥ ৪১ ॥
আসনানি পৃথগ্দত্ত্বা দেবেভ্যো গিরিজাপতিঃ।
উপবিষ্টেষু তেম্বেব নিষসাদাসনে স্বকে ॥ ৪২ ॥
কৃত্বা তু কুশলপ্রশ্নং ব্রহ্মাণং বৃষভধ্বজঃ।
পপ্রচ্ছ কারণং দেবান্ কৈলাসাগমনে বিভুঃ ॥ ৪৩ ॥

শিব উবাচ।

কিমত্রাগমনং ব্রহ্মন্! কৃতং দেবৈঃ সবাসবৈঃ।
ভবতা চ মহাভাগ! ব্রূহি তৎ কারণং কিল ॥ ৪৪ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

মহিষেণ সুরেশান! পীড়িতাঃ স্বর্নিবাসিনঃ।
ভ্রমন্তি গিরিদুর্গেষু ভয়ত্রস্তাঃ সবাসবাঃ ॥ ৪৫ ॥

(ইত্যুক্ত্বেতি। কার্য্যাণাং সমুচ্চয়ো বাহুল্যম্ তস্মিন্ ॥ ৩৯—৪৩ ॥
কিমত্রেতি। ভবতঃ সর্ব্বকার্য্যসমর্থস্যাগমনাৎ কেনাপি মহীয়সা কারণেন ভবিতব্যমিতি ভাবঃ ॥ ৪৪—৪৮ ॥)

পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ কৈলাসে যাইব, তথা হইতে দেবকার্য্য বিশারদ শঙ্করকে অগ্রে লইয়া বৈকুণ্ঠে দেবদেব জনার্দ্দনের নিকট গমন করিব, সেখানে সকলে মিলিত হইয়া দেবকার্য্যের সাধন নিমিত্ত বিশেষ পরামর্শ করিব ॥ ৩৭—৩৮ ॥

এইরূপ কার্য্যকলাপের আদেশ করিয়া ব্রহ্মা দেবগণ সমভিব্যাহারে কৈলাস পর্ব্বতের অভিমুখে গমন করিলেন ॥ ৩৯ ॥ শিবও ধ্যানযোগে দেবগণের সহিত পদ্মযোনির আগমন বৃত্তান্ত বিদিত হইয়া স্বীয় গৃহ হইতে, সত্বর বহির্গত হইয়া অগ্রসর হইলেন ॥ ৪০ ॥ পরে উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে শিব এবং ব্রহ্মা পরস্পরকে অভিবাদন করিয়া অত্যন্ত পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। তখন সুরগণ তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন ॥ ৪১ ॥ দেবগণকে পৃথক্ পৃথক্ আসন প্রদান করিলে, তাঁহারা তাহাতে উপবিষ্ট হইলেন পার্ব্বতীপতিও স্বীয় আসনে নিষন্ন হইলেন ॥ ৪২ ॥ বৃষধ্বজ ব্রহ্মাকে এবং দেবগণকে কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া কৈলাস আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৪৩ ॥ ‘ব্রহ্মন্! বাসব প্রভৃতি দেবগণ সমভিব্যাহারে

যজ্ঞভুগ্ মহিষো জাতস্তথান্যে সুরশত্রবঃ।
পীড়িতা লোকপালাশ্চ ত্বামদ্য শরণং গতাঃ ॥ ৪৬ ॥
ময়া তে ভবনং শম্ভো ! প্রাপিতাঃ কার্য্যগৌরবাৎ।
যদ্‌যুক্তং তদ্বিধৎস্বাদ্য সুরকার্য্যং সুরেশ্বর !।
ত্বয়ি ভারোঽস্তি সর্ব্বেষাং দেবানাং ভূতভাবন !॥ ৪৭ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা শঙ্করঃ প্রহসন্নিদম্।
বচনং শ্লক্ষ্ণয়া বাচা প্রোবাচ পদ্মজং প্রতি ॥ ৪৮ ॥

শিব উবাচ।

ভবতৈব কৃতং কার্য্যং বরদানাৎ পুরা বিভো !।
অনর্থদঞ্চ দেবানাং কিং কর্ত্তব্যমতঃ পরম্ ॥ ৪৯ ॥
ঈদৃশো বলবাঞ্চূরঃ সর্ব্বদেবভয়প্রদঃ।
কা সমর্থা বরা নারী তং হন্তুং মদদর্পিতম্ ॥ ৫০ ॥
ন মে ভার্য্যা ন তে ভার্য্যা সংগ্রামং গন্তুমর্হতি।
গত্বৈব তে মহাভাগে যুযুধাতে কথং পুনঃ ॥ ৫১ ॥

হে বিভো ব্রহ্মন্ ! পুরা পূর্ব্বমিদং কার্য্যমনর্থরূপং বরদানাদ্ভবতৈব কৃতম্। নৈতাদৃশো বরো দুষ্টেভ্যো দেয় ইতি ভাবঃ ॥ ৪৯—৫০ ॥

মহাভাগে সরস্বতীপার্ব্বত্যৌ ॥ ৫১—৫৩ ॥

আপনি কি জন্য এখানে আসিয়াছেন ? মহাভাগ ! ইহার কারণ কি ? আপনি তাহা ব্যক্ত করুন ॥ ৪৪ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন, দেবদেব ! মহিষ দানব স্বর্গবাসি দেবতাদিগকে নিপীড়িত করিতেছে সুতরাং সুরগণ বাসবের সহিত ভয়ে ত্রস্ত হইয়া গিরিগহ্বরে ভ্রমণ করিতেছেন ॥ ৪৫ ॥ মহিষ এবং অপরাপর দানবেরা যজ্ঞভাগ ভোগ করিতেছে অতএব লোকপালগণ পীড়িত হইয়া আজি আপনার শরণাগত হইয়াছেন ॥ ৪৬ ॥ শম্ভো ! কার্য্যের গুরুতানিবন্ধন আমি তাঁহাদিগকে আপনার ভবনে লইয়া আসিয়াছি ; অতএব সুরেশ্বর ! যাহাতে সুরকার্য্য যুক্তি অনুসারে সম্পাদিত হয় আপনি তাহার বিধান করুন, ভূতভাবন ! যেহেতু সমস্ত দেবগণের ভার আপনাতেই ন্যস্ত রহিয়াছে ॥ ৪৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! শঙ্কর এই কথা শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া মনোহর বাক্যে কমলযোনিকে বলিলেন ॥ ৪৮ ॥ বিভো ! বরদান বশত আপনিই পূর্ব্বে দেবগণের অনর্থকর কার্য্য করিয়াছেন, ইহার পর আর কর্ত্তব্য কি ? ॥৪৯॥ সে ঈদৃশ বলবান ও শূর যে

ইন্দ্রাণী চ মহাভাগা ন যুদ্ধকুশলাস্তি হি।
কান্যা হন্তুং সমর্থাস্তি তং পাপং মদদর্পিতম্‌॥ ৫২॥
মমেদং মতমদ্যৈব গত্বা দেবং জনার্দ্দনম্‌।
স্তুত্বা তং দেবকার্য্যায় প্রেরয়ামঃ সুসত্বরম্‌॥ ৫৩॥
সোঽতিবুদ্ধিমতাং শ্রেষ্ঠো বিষ্ণুঃ সর্ব্বার্থসাধনে।
মিলিত্বা বাসুদেবং বৈ কর্ত্তব্যং কার্য্যচিন্তনম্‌॥ ৫৪॥
প্রপঞ্চেন চ বুদ্ধ্যা স সংবিধাস্যতি সাধনম্‌॥ ৫৫॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি রুদ্রবচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মাদ্যাঃ সুরসত্তমাঃ।
উত্থিতাস্তে তথেত্যুক্ত্বা শিবেন সহ সত্বরাঃ॥ ৫৬॥
স্বকীয়ৈর্ব্বাহনৈঃ সর্ব্বে যযুর্ব্বিষ্ণুপুরং প্রতি।
মুদিতাঃ শকুনান্ দৃষ্ট্বা কার্য্যসিদ্ধিকরান্ শুভান্॥ ৫৭॥
ববুর্ব্বাতাঃ শুভাঃ শান্তাঃ সুগন্ধাঃ শুভশংসিনঃ।
পক্ষিণশ্চ শিবা বাচস্তত্রোচুঃ পথি সর্ব্বশঃ॥ ৫৮॥

(সোঽতীতি। বুদ্ধিমতাং শ্রেষ্ঠঃ অতস্তেন মিলিত্বেত্যর্থঃ॥ ৫৪॥)
প্রপঞ্চেন কপটেনাপীত্যথঃ॥ ৫৫—৫৭॥
শকুনানেবাহ ববুর্ব্বাতা ইতি॥ ৫৮॥

সমস্ত দেবগণেরও ভয় উৎপাদন করিয়াছে, অতএব কে এমন উত্তমা রমণী আছে যে, সেই মদগর্ব্বিত দানবকে সংহার করিতে সমর্থ হইবে? ॥ ৫০॥ তোমার ভার্য্যা কি আমার ভার্য্যা সংগ্রামে যাইতে সমর্থা হইবেন না যদিও উভয় মহাভাগা সমরে যান, তাহা হইলে তাঁহারা কিরূপে যুদ্ধ করিবেন? ॥ ৫১॥ সৌভাগ্যশালিনী ইন্দ্রাণীও সমরে কুশল নহেন অতএব অন্য কোন্ রমণী সেই পাপবুদ্ধি মদগর্ব্বিত দানবকে নিপাত করিতে সমর্থ হইবে? ॥ ৫২॥ অতএব আমার অভিপ্রায় এই যে, অদ্যই জনার্দ্দনের সন্নিহিত হইয়া তাঁহার স্তব করিয়া দেবকার্য্যের নিমিত্ত সত্বর তাহাকে নিয়োজিত করি॥ ৫৩॥ বিষ্ণু বুদ্ধিমান্‌গণের মধ্যে অগ্রগণ্য অতএব সকল প্রয়োজন সম্পাদন বিষয়ে বাসুদেবের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য বিবেচনা করা কর্ত্তব্য॥ ৫৪॥ তিনি স্বীয় প্রখর বুদ্ধি দ্বারা কৌশলজাল উদ্ভাবন করিয়া কার্য্যসাধন করিবেন॥ ৫৫॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! ব্রহ্মাদি সুরসত্তমগণ রুদ্রের এই কথা শুনিয়া তাহাই হইবে, এই বলিয়া শিবের সহিত সত্বর উত্থিত হইলেন॥ ৫৬॥ তৎকালে কার্য্য সিদ্ধির সুনিমিত্ত সকল সন্দর্শনে হৃষ্টচিত্ত হইয়া নিজ নিজ বাহনে আরোহণ পূর্ব্বক বিষ্ণুপুরীর অভিমুখে প্রস্থান

নির্ম্মলঞ্চাভবদ্ব্যোম দিশশ্চ রিমলাস্তথা।
গমনে তত্র দেবানাং সর্ব্বং শুভমিবাভবৎ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
পঞ্চমস্কন্ধে সুরাণাং কৈলাসগমনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

শুভমিব শুভমেবাভবৎ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

করিলেন ॥ ৫৭ ॥ তখন শীতস্পর্শ সুগন্ধি বায়ু অনুকূলভাবে মন্দ মন্দ বহিতে লাগিল, আর পক্ষিকুল পথের সর্ব্বত্রই মঙ্গল ধ্বনি করিতে লাগিল ॥ ৫৮ ॥ আকাশ নির্ম্মল, ও দিক্ সকল বিমল হইল অধিক কি, দেবতাদিগের গমন সময়ে সমস্তই যেন শুভকর হইয়া উঠিল ॥৫৯॥

মহর্ষিবেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক দেবীভাগবত মহাপুরাণের পঞ্চমস্কন্ধে মহিষপীড়িত সুরগণের কৈলাসগমন বর্ণন নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

তরসা তেঽথ সম্প্রাপ্য বৈকুণ্ঠং বিষ্ণুবল্লবম্।
দদৃশুঃ সর্ব্বশোভাঢ্যং দিব্যগেহবিরাজিতম্ ॥ ১॥
সরোবাপীসরিদ্ভিশ্চ সংযুতং সুখদং শুভম্।
হংসসারসচক্রাহ্বৈঃ কূজদ্ভিশ্চ বিরাজিতম্ ॥ ২ ॥
চম্পকাশোককহ্লারমন্দারবকুলাবৃতৈঃ।
মল্লিকাতিলকাম্রাতযুতৈঃ কুরবকাদিভিঃ ॥ ৩ ॥
কোকিলারাবসন্নাদৈঃ শিখণ্ডৈর্নৃত্যরঞ্জিতৈঃ।
ভ্রমরারাবরম্যৈশ্চ দিব্যৈরুপবনৈর্যুতম্ ॥ ৪ ॥
সুনন্দনন্দনাদ্যৈশ্চ পার্ষদৈর্ভক্তিতৎপরৈঃ।
সংস্তুবদ্ভির্যুতং ভক্তৈরনন্যভববৃত্তিভিঃ ॥ ৫ ॥
প্রাসাদৈরত্নখচিতৈঃ কাঞ্চনৈশ্চিত্রমণ্ডিতৈঃ।
অভ্রংলিহৈর্ব্বিরাজদ্ভিঃ সংযুতং শুভ্রসদ্মকৈঃ ॥ ৬ ॥

ষট্‌সপ্ততিশ্লোকবর্য্যৈর্জ্জগদম্বাজ্বলন্মহঃ।
পলাশসমিধো দগ্ধমুৎপন্নমিতি কীর্ত্ত্যতে ॥

কৈলাসান্নির্গতা দেবা বৈকণ্ঠং দদৃশুরিত্যাহ তরসেতি। বিষ্ণুবল্লবং বিষ্ণুপালিতম্ ॥১—৬॥

ব্যাস বলিলেন, দেবগণ ত্বরায় বিষ্ণুপালিত বৈকুণ্ঠে উপনীত হইয়া তাহার অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে লাগিলেন; স্থানে স্থানে সুশোভন মনোহর গৃহ সকল বিরাজমান তাহার সম্মুখে সরোবর ও দীর্ঘিকা সকল কহ্লারপুষ্পে সুশোভিত; কোথাও নদী সকল প্রবাহিত, তাহাতে হংস, সারস ও চক্রবাকাদি জলচর পক্ষিগণ শ্রবণ মনোহর ধ্বনি করিতে করিতে বিচরণ করিতেছে। কোথাও বা রমণীয় উপবন, তাহাতে চম্পক, অশোক, মন্দার, বকুল, আম্রাতক, তিলক, কুরুবক ও মল্লিকা প্রভৃতি পুষ্পতরুগণ শোভমান তাহার স্থানে স্থানে কোকিল ও ভ্রমরগণ মনোহর ঝঙ্কার রব, এবং ময়ূরগণ নৃত্য করিতেছে॥ ১—৪ ॥ তাহার মধ্যস্থলে হরির গগণস্পর্শী কাঞ্চনময় প্রাসাদ, তাহার প্রকোষ্ঠ সকল মনোহর, স্থানে স্থানে রত্ন খচিত ও বিচিত্রচিত্রে অলঙ্কৃত। তাহার মধ্যে মণিময় আসনে বিষ্ণু আসীন; সুনন্দ ও নন্দন প্রভৃতি পারিষদ্‌গণ তাহার ঈদৃশ ভক্ত যে, তাহাদের চিত্তবৃত্তি অন্য কোথাও সংসক্ত হয় না, সুতরাং তাঁহারা একান্তচিত্তে তদ্‌ভক্তিপরায়ণ হইয়া তাঁহার

গায়দ্ভির্দেবগন্ধর্বৈর্নৃত্যদ্ভিরপ্সরোগণৈঃ।
রঞ্জিতং কিন্নরৈঃ শশ্বদ্রক্তকণ্ঠৈর্মনোহরৈঃ ॥ ৭ ॥
মুনিভিশ্চ তথাশান্তৈর্বেদপাঠকৃতাদরৈঃ।
স্তুবদ্ভিঃ শ্রুতিসূক্তৈশ্চ মণ্ডিতং সদনং হরেঃ ॥ ৮ ॥
তে চ বিষ্ণুগৃহং প্রাপ্য দ্বারপালৌ শুভাকৃতী।
বীক্ষ্যোচুর্জ্জয়বিজয়ৌ হেমযষ্টিধরৌ স্থিতৌ ॥ ৯ ॥
গত্বৈকোঽপ্যুভয়োর্ম্মধ্যে নিবেদয়তু সঙ্গতান্।
দ্বারস্থান্ ব্রহ্মরুদ্রাদীন্ বিষ্ণুদর্শনলালসান্ ॥ ১০ ॥

ব্যাস উবাচ।

বিজয়স্তদ্বচঃ শ্রুত্বা গত্বাথ বিষ্ণুসন্নিধৌ।
সর্ব্বান্ সমাগতান্ দেবান্ প্রণম্যোবাচ সত্বরঃ ॥ ১১ ॥

বিজয় উবাচ।

দেবদেব! মহারাজ! রমাকান্ত! সুরারিহন্!!
সমাগতাঃ সুরাঃ সর্ব্বে দ্বারি তিষ্ঠন্তি বৈ বিভো! ॥ ১২ ॥

(রক্তা রাগযুক্তা কণ্ঠা যেষাং তৈঃ ॥ ৭—৮ ॥) তে দেবা বিষ্ণুগৃহং প্রাপ্য দ্বারপালৌ য়জ-বিজয়ৌ প্রত্যূচুঃ ॥ ৯ ॥ কিমূচুস্তদাহ গত্বৈকোঽপীতি। উভয়োর্ম্মধ্যে একো গত্বা সঙ্গতান্ দ্বারস্থানস্মান্নিবেদয়তু ॥ ১০ ॥

স্তব করিতেছে ॥ ৫—৬ ॥ সেখানে অপ্সরাগণ নৃত্য এবং দেব, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ মনোহর মধুরস্বরে সঙ্গীত করিতেছেন ॥ ৭ ॥ যাঁহারা বেদপাঠে আদর করেন, তাদৃশ শান্তস্বভাব মুনিগণ বেদসূক্ত পাঠ করিয়া তাঁহার স্তব করিতেছেন ॥ ৮ ॥ সুন্দরাকৃতি দ্বারপাল জয় ও বিজয় স্বর্ণযষ্টি ধারণ করিয়া দ্বারে দণ্ডায়মান, দেবতারা বিষ্ণুপুরের সন্নিহিত হইয়া তাঁহাদিগকে অবলোকন করিয়া বলিলেন ॥ ৯ ॥ তোমাদের উভয়ের মধ্যে একজন বিষ্ণুর সমীপে গিয়া নিবেদন কর যে, ব্রহ্মা ও রুদ্রাদি দেববৃন্দ মিলিত হইয়া আপনার দর্শন লালসায় দ্বারদেশে অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ১০ ॥

মহারাজ! বিজয় তাঁহাদের বাক্য শ্রবণে সত্বর বিষ্ণুসন্নিধানে গমন করিয়া প্রণাম করত সমস্ত দেবগণের আগমন বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া কহিলেন ॥ ১১ ॥ মহারাজ! সমস্ত সুরশত্রু সংহার করেন বলিয়াই আপনি সমস্ত দেবতাবৃন্দের পরমারাধ্য দেবতা অতএব রমানাথ! এক্ষণে সমস্ত সুরগণ আগমন করিয়া আপনার দ্বারে অবস্থিতি করিতেছেন, বিভো! ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র, বরুণ, পাবক এবং যম প্রভৃতি সুরবর্গ আপনার দর্শন লালসায় বেদবাক্য দ্বারা আপনার স্তুতি করিতেছেন ॥ ১২—১৩ ॥

বিচিন্ত্য বুদ্ধ্যা যৎ সর্ব্বং মরণস্যাস্য কারণম্।
কুরু কার্য্যঞ্চ দেবানাং ভক্তবৎসল ! ভূধর !॥ ২৬॥

ব্যাস উবাচ।

শ্রুত্বা তদ্বচনং বিষ্ণুস্তানুবাচ হসন্নিব।
যুদ্ধং কৃতং পুরাস্মাভিস্তথাপি ন মৃতো হ্যসৌ॥ ২৭॥
অদ্য সর্ব্বসুরাণাং বৈ তেজোভী রূপসম্পদা।
উৎপন্না চেদ্বরারোহা সা হন্যাত্তং রণে বলাৎ॥ ২৮॥
হয়ারিং বরদৃপ্তঞ্চ মায়াশতবিশারদম্।
হন্তুং যোগ্যা ভবেন্নারী শক্ত্যংশৈর্নির্ম্মিতা হি নঃ॥ ২৯॥
প্রার্থয়ন্তু চ তেজোঽংশান্ স্ত্রিয়োঽস্মাকং তথা পুনঃ।
উৎপন্নৈস্তৈশ্চ তেজোঽংশৈস্তেজোরাশির্ভবেদ্‌যথা॥ ৩০॥
আয়ুধানি বয়ং দদ্মঃ সর্ব্বে রুদ্রপুরোগমাঃ।
তস্যৈ সর্ব্বাণি দিব্যানি ত্রিশূলাদীনি যানি চ॥ ৩১॥

অদ্য সর্ব্বেতি। তেজোভিঃ শক্ত্যংশৈ রূপং শ্বেতকৃষ্ণাদি। তেন যদি যুক্তা বরারোহা স্ত্রী উৎপন্না স্যাত্তদা সা তং দৈত্যং হন্যাদিত্যর্থঃ॥ ২৮—২৯॥

নন্বস্মাকং শক্ত্যংশৈর্নির্ম্মিতা নারী কথং স্যান্নহ্যস্মাকং তৎসামর্থ্যমস্তি তত্রাহ প্রার্থয়ন্ত্বিতি। যূয়মপি স্বতেজোঽংশান্ প্রার্থয়ন্তু। তথাস্মাকং স্ত্রিয়শ্চ তথা পুনঃ প্রার্থয়ন্তু সর্ব্বৈঃ স্ত্রীপুরুষৈরপি পরা শক্তিঃ প্রার্থনীয়েতি ভাবঃ। যয়া প্রার্থনয়োৎপন্নৈস্তেজোংশৈস্তেজোরাশিঃ স্ত্রী যথা ভবেত্তথা প্রার্থয়ন্ত্বিত্যর্থঃ॥ ৩০—৩১॥

করিতে পারিবে॥ ২৫॥ অতএব হে ভক্তবৎসল ! আপনিই ভুবনের রক্ষক, এক্ষণে বুদ্ধি দ্বারা বিশেষরূপে ইহার মৃত্যু কারণ বিবেচনা করিয়া যাহাতে দেবতাদিগের কার্য্য সিদ্ধি হয় তাহাই করুন॥ ২৬॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! বিষ্ণু তাঁহাদিগের বাক্য শুনিয়া যেন হাসিতে হাসিতেই তাঁহাদিগকে বলিলেন ; আমরা পূর্ব্বে সংগ্রাম করিয়াছিলাম, কিন্তু এই অসুর তাহাতেও মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই॥ ২৭॥ যদি এক্ষণে দেবগণের নিজ নিজ শক্তির অংশ ও রূপ হইতে কোন বরারোহা রমণী উৎপন্না হয়েন, তাহা হইলে সেই ললনা তাহাকে বলপূর্ব্বক বিনাশ করিবেন॥ ২৮॥ আমাদিগের শক্তির অংশ সমূহ দ্বারা নারী নির্ম্মিত হইলেই তিনি শত শত মায়ায় বিশারদ বলদর্পিত মহিষকে সংহার করিতে পারিবেন॥ ২৯॥ অতএব তোমরা আপন আপন স্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া তৈজস অংশের নিকট প্রার্থনা কর যে, উৎপন্ন তেজঃ সকল সমবেত হইয়া যেন নারীরূপ হয়েন॥ ৩০॥ তখন রুদ্রাদি দেবতাবর্গের ত্রিশূল প্রভৃতি যে সকল দিব্য অস্ত্র আছে আমরা সকলেই সেই সমস্ত আয়ুধ তাঁহাকে

সর্ব্বায়ুধধরা নারী সর্ব্বতেজঃসমন্বিতা।
হনিষ্যতি দুরাত্মানং তং পাপং মদগর্ব্বিতম্ ॥ ৩২ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তবতি দেবেশে ব্রহ্মণো বদনাত্ততঃ।
স্বয়মেবোদ্ৰভৌ তেজোরাশিশ্চাতীব দুঃসহঃ ॥ ৩৩ ॥
রক্তবর্ণং শুভাকারং পদ্মরাগমণিপ্রভম্।
কিঞ্চিচ্ছীতং তথাচোষ্ণং মরীচিজালমণ্ডিতম্ ॥ ৩৪ ॥
নিঃসৃতং হরিণা দৃষ্টং হরেণ চ মহাত্মনা।
বিস্মিতৌ তৌ মহারাজ! ৰভূবতুরুরুক্রমৌ ॥ ৩৫ ॥
শঙ্করস্য শরীরাৎ তু নিঃসৃতং মহদদ্ভুতম্।
রৌপ্যবর্ণমভূত্তীব্রং দুর্দ্দর্শং দারুণং মহৎ ॥ ৩৬ ॥
ভয়ঙ্করঞ্চ দৈত্যানাং দেবানাং বিস্ময়প্রদম্।
ঘোররূপং গিরিপ্রখ্যং তমোগুণমিবাপরম্ ॥ ৩৭ ॥

এবংবিধা নারী যদা পরা শক্তিপ্রসাদাদ্ভবিষ্যতি তদৈনং হনিষ্যতীত্যাহ সর্ব্বায়ুধেতি ॥৩২॥

স্বয়মেবোদ্ৰভাবিতি। ইত্থং পরা শক্তিঃ সর্ব্বৈর্ম্মিলিত্বা প্রার্থনীয়েতি সঙ্কল্পং যাবং কুর্ব্বন্তি তাবত্তাদৃশসঙ্কল্পে পরাশক্তিরিতি স্মরণমাত্রেণৈব ভক্তকামদুঘা ভগবতা পরাশক্তিরপ্রার্থিতাপি বৎসং প্রতি গৌরিব স্বয়মেব তত্তচ্ছক্ত্যংশরূপৈঃ পুরতঃ প্রাদুর্বভূবেত্যহো ভক্তবাৎসল্যং ভগবত্যা ইতি ভাবঃ। তদুক্তং চতুর্থস্কন্ধে। ভুবনেশীত্যেব বক্ত্রে দদাতি ভুবনত্রয়ম্। মাং পাহীতি বচো বক্ত্রে দেয়াভাবাদৃণান্বিতেতি ব্যাখ্যাতঞ্চৈতদস্মাভিঃ পুরস্তাদেব ॥ ৩৩ ॥

অয়ঞ্চাবতারঃ পুরাণান্তরপ্রসিদ্ধে কাত্যায়নাশ্রমে কাত্যায়নশিষ্যং স্ত্রীরূপেণ মোহয়ন্তং মাহিষং দৃষ্ট্বা কাত্যায়নঃ স্ত্রী ত্বাং হনিষ্যতীতি সপ্তবানিতি তদাশ্রমে এব রূপধারণমিতি কালিকাপুরাণে স্পষ্টম্। আশ্বিনকৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাময়মবতারঃ। তচ্ছুক্লাষ্টম্যাং তদ্বধঃ। নবম্যাং পূজা দশম্যাং বিসর্জ্জনং কৃতং দেবৈরিতি চ তত্রোক্তম্ ॥ ৩৪—৩৭ ॥

প্রদান করিব ॥ ৩১ ॥ তাহার পর সেই নারী সমস্ত তেজঃপুঞ্জে পরিপূর্ণা হইয়া অখিল আয়ুধ ধারণ পূর্ব্বক মদগর্ব্বিত দুষ্টস্বভাব পাপিষ্ঠ অসুরকে বিনাশ করিবেন ॥ ৩২ ॥

ব্যাস বলিলেন, দেবেশ বিষ্ণু এই কথা বলিবামাত্র ব্রহ্মার মুখমণ্ডল হইতে অতীব দুঃসহ তেজোরাশি স্বতই প্রাদুর্ভূত হইল ॥ ৩৩ ॥ ঐ তেজঃ পদ্মরাগ মণির ন্যায় রক্তবর্ণ, কিঞ্চিৎ শীতল অথচ উষ্ণ, সুন্দর-অবয়বসম্পন্ন এবং মরীচি মালায় মণ্ডিত ॥ ৩৪ ॥ মহারাজ! বিপুলবিক্রম মহাত্মা হরি এবং হরও সেই নিঃসৃত তেজ দর্শনে বিস্মিত হইলেন ॥৩৫॥ তাহার পর শঙ্করের শরীর হইতে যে অত্যদ্ভুত বিপুল তেজঃ নিঃসৃত হইল; তাহা রৌপ্যবর্ণ, ভয়ানক, দুঃসহ এবং অতি কষ্টেও দর্শন করা যায় না। উহা গিরিসদৃশ বিশালও

ন হি তৃপ্যাম্যহং ব্রহ্মন্‌! সুধাময়রসং পিবন্‌।
চরিতঞ্চ মহালক্ষ্ম্যাস্ত্বন্মুখাম্ভোজনিঃসৃতম্‌॥ ৫২॥

সূত উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা রাজ্ঞঃ সত্যবতীসুতঃ।
উবাচ মধুরং বাক্যং প্রীণয়ন্নিব ভূপতিম্‌॥ ৫৩॥

ব্যাস উবাচ।

শৃণু রাজন্‌! মহাভাগ! বিস্তরেণ ব্রবীমি তে।
যথামতি কুরুশ্রেষ্ঠ! তস্যা দেহসমুদ্ভবম্‌॥ ৫৪॥
ন ব্রহ্মা ন হরিঃ সাক্ষান্ন রুদ্রো ন চ বাসবঃ।
যাথাতথ্যেন তদ্রূপং বক্তুমীশঃ কদাচন॥ ৫৫॥
কথং জানাম্যহং দেব্যা যদ্রূপং যাদৃশং যতঃ।
বাচারম্ভণমাত্রং তদুৎপন্নেতি ব্রবীমি যৎ॥ ৫৬॥
সা নিত্যা সর্ব্বদৈবাস্তে দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে।
নানারূপা ত্বেকরূপা জায়তে কার্য্যগৌরবাৎ॥ ৫৭॥

চিত্রমাল্যাম্বরবিভূষণা। চিত্রানুলেপনা কান্তিরূপসৌভাগ্যশালিনীতি। এবঞ্চ রূপেণাপি ত্রিগুণাত্মত্বং সূচিতং স্বস্য চিত্রত্বাদেব চিত্রমাল্যাদিধারণম্‌॥ ৪৫—৫৪॥

ন ব্রহ্মা ন হরিরিতি। তথা চ শ্রুতিঃ। যস্যাঃ স্বরূপং ব্রহ্মাদয়ো ন বিজানন্তি তস্মা দুচ্যতেঽজ্ঞেয়েতি॥ ৫৫—৫৮॥

তাহাও কীর্ত্তন করুন, আর দেবতারা তাঁহার অঙ্গে যে যে আভরণ ও আয়ুধ দিয়াছিলেন, আপনার মুখপঙ্কজ হইতে সেই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে একান্ত বাসনা হয়॥ ৫০—৫১॥ ব্রহ্মন্‌! আমি আপনার মুখ কমল হইতে বিনিঃসৃত মহালক্ষ্মীর চরিত্ররূপ সুধাময় রস পান করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছি না॥ ৫২॥

সূত বলিলেন, সত্যবতীতনয় বেদব্যাস রাজার সেই বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে মধুর বাক্যে প্রীত করিয়া বলিতে লাগিলেন॥ ৫৩॥ কুরুবর! আপনি অতি ভাগ্যবান্‌ তাহা না হইলে আপনার এরূপ প্রবৃত্তি হইবে কেন? অতএব আমার বুদ্ধি অনুসারে বিস্তার পূর্ব্বক তাঁহার দেহের উৎপত্তির বিষয় তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর॥ ৫৪॥ সাক্ষাৎ রুদ্র, কি ব্রহ্মা, কি হরি, কি বাসব কদাচ যথাযোগ্য তাঁহার রূপ বর্ণন করিতে সক্ষম নহেন॥৫৫॥ তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বাক্যের আরম্ভ মাত্রেই তিনি উৎপন্ন হইলেন, অতএব দেবীর রূপ বা সাদৃশ্যের বিষয় আমি কিরূপে জানিব॥ ৫৬॥ তিনি নিত্যা সুতরাং সর্ব্বদাই সৎস্বরূপা তিনি একরূপা হইয়াও দেবগণের গুরুতর কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত নানারূপ

যথা নটো রঙ্গগতো নানারূপো ভবত্যসৌ ।
একরূপস্বভাবোঽপি লোকরঞ্জনহেতবে ॥ ৫৮ ॥
তথৈষা দেবকার্য্যার্থমরূপাপি স্বলীলয়া ।
করোতি বহুরূপাণি নির্গুণা সগুণানি চ ॥ ৫৯ ॥
কার্য্যকর্ম্মানুসারেণ নামানি প্রভবন্তি হি ।
ধাত্বর্থগুণযুক্তানি গৌণানি সুবহুন্যপি ॥ ৬০ ॥
তদ্বৈ বুদ্ধ্যনুসারেণ প্রব্রবীমি নরাধিপ ! ।
যথা তেজঃসমুদ্ভূতং রূপং তস্যা মনোহরম্ ॥ ৬১ ॥
শঙ্করস্য চ যত্তেজস্তেন তন্মুখপঙ্কজম্ ।
শ্বেতবর্ণং শুভাকারমজায়ত মহত্তরম্ ॥ ৬২ ॥
কেশাস্তস্যাস্তথা স্নিগ্ধা যাম্যেন তেজসাভবন্ ।
বক্রাগ্রাশ্চাতিদীর্ঘা বৈ মেঘবর্ণা মনোহরাঃ ॥ ৬৩ ॥
নয়নত্রিতয়ং তস্যা জজ্ঞে পাবকতেজসা ।
কৃষ্ণং রক্তং তথা শ্বেতং বর্ণত্রয়বিভূষিতম্ ॥ ৬৪ ॥
বক্রে স্নিগ্ধে কৃষ্ণবর্ণে সন্ধ্যয়োস্তেজসা ভ্রুবৌ ।
জাতে দেব্যাঃ সুতেজস্কে কামস্য ধনুষীব তে ॥ ৬৫ ॥

স্বলীলয়েতি । তথা চ ব্যাসসূত্রম্ । লোকবত্তু লীলাকৈবল্যমিতি ॥ ৫৯ ॥

যথা তস্যাঃ কার্য্যানুসারেণ রূপভেদ এবং নানাকর্ম্মাচরণাৎ পাঠকপাচকবদ্ধাত্বর্থগুণযোগাদ্গৌণ্যানি নামানি কালীতারাসুন্দরীভুবনেশ্বরীদুর্গেত্যাদিকানি প্রভবন্তীত্যর্থঃ । অনেন চানন্তরূপত্বমনন্তনামবত্ত্বঞ্চ বোধিতম্ । তদুক্তম্ । অসংখ্যেয়ানি নামানি তস্যা ব্রহ্মাদিভিঃ সুরৈঃ । গুণকর্ম্মবিধানাদ্যৈঃ কল্পিতানি চ কিং ব্রুবে ইতি ॥ ৬০—৬৪ ॥

ধারণ করেন ॥৫৭॥ স্বভাবত নটের রূপ এক হইলেও যেমন লোকরঞ্জনের নিমিত্ত রঙ্গস্থলে নানারূপে দর্শন দেয়, সেইরূপ এই নির্গুণা দেবী অরূপা হইয়াও দেবতাদিগের কার্য্য সম্পাদনের জন্য স্বীয় লীলায় সত্ত্বাদিগুণসমন্বিত নানাবিধ রূপ ধারণ করেন ॥ ৫৮—৫৯ ॥ কোথাও কার্য্য অনুসারে কোথাও কর্ম্মানুসারে ধাতুর অর্থ ও গুণযুক্ত মুখ্য ও গৌণ তাঁহার বহুবিধ নাম হইয়া থাকে ॥ ৬০ ॥ অতএব নরাধিপ ! তেজ হইতে যেরূপে তাঁহার মনোহর রূপ উদ্ভব হইয়াছিল, আমি আপন জ্ঞান অনুসারে আপনার নিকট তাহা বর্ণন করিতেছি ॥ ৬১ ॥ শঙ্করের তেজ হইতে তাঁহার সুবিপুল শ্বেতবর্ণ ও মনোহর মুখকমল উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ৬২ ॥ তাঁহার সুচিকণ কেশ কলাপ যমের তেজ হইতে উৎপন্ন হয়, ঐ কেশজাল আজানুলম্বিত কুটিলাগ্র কৃষ্ণবর্ণ ও মনোহর ॥ ৬৩ ॥ তাঁহার নয়নত্রয় পাবকের তেজ হইতে

বায়োশ্চ তেজসা শস্তৌ শ্রবণৌ সম্বভূবতুঃ।
নাতিদীর্ঘৌ নাতিহ্রস্বৌ দোলাবিব মনোভুবঃ॥ ৬৬॥
তিলপুষ্পসমাকারা নাসিকা সুমনোহরা।
সঞ্জাতা স্নিগ্ধবর্ণা বৈ ধনদস্য চ তেজসা॥ ৬৭।
দন্তাঃ শিখরিণঃ শ্লক্ষ্ণাঃ কুন্দাগ্রসদৃশাঃ সমাঃ।
সঞ্জাতাঃ সুপ্রভা রাজন্‌! প্রাজাপত্যেন তেজসা॥ ৬৮॥
অধরশ্চাতিরক্তোঽস্যাঃ সঞ্জাতোঽরুণতেজসা।
উত্তরোষ্ঠস্তথারম্যং কার্ত্তিকেয়স্য তেজসা॥ ৬৯॥
অষ্টাদশভুজাকারা বাহবো বিষ্ণুতেজসা।
বসূনাং তেজসাঙ্গুল্যো রক্তবর্ণাস্তথাভবন্‌॥ ৭০॥
সৌম্যেন তেজসা জাতং স্তনয়োর্যুগ্মমুত্তমম্‌।
ঐন্দ্রেণাস্যাস্তথা মধ্যং জাতং ত্রিবলিসংযুতম্‌॥ ৭১॥
জঙ্ঘোরূ বরুণস্যাথ তেজসা সম্বভূবতুঃ।
নিতম্বঃ স তু সঞ্জাতো বিপুলস্তেজসা ভুবঃ॥ ৭২॥
এবং নারী শুভাকারা সুরূপা সুস্বরা ভৃশম্‌।
সমুৎপন্না তথা রাজংস্তেজোরাশিসমুদ্ভবা॥ ৭৩॥

বক্রে স্নিগ্ধে ইতি দ্বিবচনং ভ্রুবোর্ব্বিশেষণম্‌॥ ৬৫—৬৭॥

সম্ভূত; ঐ সকলের তারা কৃষ্ণবর্ণ, মধ্যস্থল শ্বেতবর্ণ ও প্রান্তভাগ রক্তবর্ণ॥৬৪॥ দেবীর কৃষ্ণবর্ণ ভ্রূযুগল উভয় সন্ধ্যার তেজ হইতে উৎপন্ন; ঐ ভ্রূযুগল সুস্নিগ্ধ, বক্র ও কামকার্ম্মুকের ন্যায় তেজস্কর॥ ৬৫॥ বায়ুর তেজ হইতে তাঁহার শ্রবণযুগল সম্ভূত হয়, উহা দীর্ঘ নহে, অতিশয় হ্রস্বও নহে, কামদেবের দোলার ন্যায় একান্ত মনোহর॥৬৬॥ ধনদের তেজ হইতে তাঁহার নাসিকা উৎপন্ন হয়, উহা তিল কুসুম সদৃশ, স্নিগ্ধবর্ণ ও অতিশয় মনোরম॥ ৬৭॥ রাজন্‌! তাঁহার সাগ্র দন্ত সকল দক্ষাদির তেজ হইতে উৎপন্ন হয়, উহা কুন্দ কুসুম সদৃশ, শ্রেণীবদ্ধ, মসৃণ ও দ্যুতিশালী॥ ৬৮॥ তাঁহার অতীব রক্তবর্ণ অধর, অরুণের তেজ হইতে এবং রমণীয় ওষ্ঠ কার্ত্তিকের তেজ হইতে সম্ভূত হয়॥ ৬৯॥ তাঁহার অষ্টাদশ বাহু বিষ্ণুর তেজ হইতে এবং রক্তবর্ণ অঙ্গুলিসকল বসুগণের তেজ হইতে উৎপন্ন॥ ৭০॥ তাঁহার উত্তম স্তনযুগল সোমের তেজ হইতে এবং ত্রিবলীযুক্ত মধ্যস্থল ইন্দ্রের তেজ হইতে সম্ভূত হয়॥ ৭১॥ তাঁহার জঙ্ঘা ও উরু যুগল বরুণের তেজ হইতে এবং বিপুল নিতম্ব পৃথিবীর তেজ হইতে উৎপন্ন হয়॥ ৭২॥

তাং দৃষ্ট্বা সুষ্ঠু সর্ব্বাঙ্গীং সুদতীং চারুলোচনাম্।
মুদং প্রাপুঃ সুরাঃ সর্ব্বে মহিষেণ প্রপীড়িতাঃ ॥ ৭৪ ॥
বিষ্ণুস্ত্বাহ সুরান্ সর্ব্বান্ ভূষণান্যায়ুধানি চ।
প্রযচ্ছন্তু শুভান্যস্যৈ দেবাঃ সর্ব্বাণি সাম্প্রতম্ ॥ ৭৫ ॥
স্বায়ুধেভ্যঃ সমুৎপাদ্য তেজোযুক্তানি সত্বরাঃ।
সমর্পয়ন্তু সর্ব্বেঽদ্য দেব্যৈ নানায়ুধানি বৈ ॥ ৭৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্দেবীভাগবতে মহাপুরাণে পঞ্চমস্কন্ধে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দেবীস্বরূপোদ্ভবনামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

শিখরিণঃ সাগ্রা দন্তাঃ প্রজাপত্যেন তেজসা দক্ষাদিতেজসা। তেন ব্রহ্মণস্তেজসা পাদাবিত্যনেনেন বিরোধঃ ॥ ৬৮—৭৬ ॥

• ইতি শ্রীমদ্দেবীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

রাজন্! এইরূপে দেবগণের তেজঃপুঞ্জ হইতে সেই নারী উৎপন্ন হইলেন, তাঁহার অঙ্গ সকল সুন্দর, রূপ অনুপম ও স্বর অতীব মধুর ॥ ৭৩ ॥ অধিক কি সেই চারুলোচনার সমস্ত অবয়বই মনোহর; মহিষাসুরপীড়িত সুরগণ সেই সুশোভনা দেবীকে নিরীক্ষণ করিয়া হর্ষলাভ করিলেন ॥ ৭৪ ॥ তৎকালে বিষ্ণু দেবতাদিগকে বলিলেন, দেবগণ! তোমরা ইহাঁকে শুভপ্রদ সমস্ত আয়ুধ ও আভরণ প্রদান কর ॥ ৭৫ ॥ তোমরা সকলেই অবিলম্বে আপন আপন আয়ুধ হইতে তেজঃসম্পন্ন নানাবিধ আয়ুধ উৎপাদন করিয়া দেবীকে সমর্পণ কর ॥ ৭৬ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে দেবীস্বরূপোদ্ভব নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

দেবা বিষ্ণুবচঃ শ্রুত্বা সর্ব্বে প্রমুদিতাস্তদা।
দদুশ্চ ভূষণান্যাশু বস্ত্রাণি স্বায়ুধানি চ ॥ ১ ॥
ক্ষীরোদশ্চাম্বরে দিব্যে রক্তে সূক্ষ্মে তথাজরে।
নির্ম্মলঞ্চ তথা হারং প্রীতস্তস্যৈ সুমণ্ডিতম্ ॥ ২ ॥
দদৌ চূড়ামণিং দিব্যং সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্।
কুণ্ডলে চ তথা শুভ্রে কটকানি ভুজেষু বৈ ॥ ৩ ॥
কেয়ূরান্ কঙ্কণান্ দিব্যান্নানারত্নবিরাজিতান্।
দদৌ তস্যৈ বিশ্বকর্ম্মা প্রসন্নেন্দ্রিয়মানসঃ ॥ ৪ ॥
নূপুরৌ সুস্বরৌ কান্তৌ নির্ম্মলৌ রত্নভূষিতৌ।
দদৌ সূর্য্যপ্রতীকাশৌ ত্বষ্টা তস্যৈ সুপাদয়োঃ ॥ ৫ ॥

অর্দ্ধাধিকৈঃ সপ্তষষ্টিপদ্যৈরথ মহায়ুধৈঃ।
অর্চ্চিতা নির্জ্জরৈর্দেবীকথেয়ং সম্যগুচ্যতে ॥

ইত্থং বিষ্ণুবাক্যশ্রবণানন্তরং যদ্দেবৈঃ কৃতং তদুচ্যতে দেবা ইতি ॥ ১ ॥

ক্ষীরোদশ্চাম্বরে ইতি। অস্মিন্ স্থলে সপ্তশতীপাঠব্যাখ্যাতারো নানাবিধমন্বয়ং কৃত্বা নানাবিধমর্থং কল্পয়ন্তি তে চ দেবীভাগবতোক্তার্থে ন বিরুদ্ধাঃ সন্তীত্যত্রোক্তার্থেন সপ্তশতীপাঠোক্তার্থেন চ যথা" ন বিরোধস্তথা ব্যাখ্যায়তে। ক্ষীরোদ ইত্যারভ্য দদাবিত্যন্তমেকং বাক্যম্। সপ্তশত্যামপি ক্ষীরোদশ্চামলং হারমজরে চ তথাম্বরে ইত্যন্তমেকং বাক্যম্। দত্তবানিত্যস্য পূর্ব্বশ্লোকস্থানুবৃত্তিঃ। তেনোভয়োরেকবাক্যতা। অনন্তরঞ্চ চূড়ামণিমিত্যারভ্য তেজোবন্তি চ সর্ব্বশ ইত্যন্তমেকং বাক্যম্। অত্র বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তা। সপ্তশত্যামপি চূড়ামণিমিত্যারভ্যাভেদ্যঞ্চ দংশনমিত্যন্তমেকং বাক্যম্। তত্রাপি বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তা। তেন তয়োর্বাক্যয়োরপ্যেকবাক্যতেতি। অম্লানপঙ্কজাং মালামিত্যারভ্য বরুণঃ সম্প্রযচ্ছতেত্যন্তমেকং বাক্যম্। বরুণঃ কর্ত্তা। সপ্তশত্যামপ্যম্লানপঙ্কজমিত্যারভ্য পঙ্কজঞ্চাতিশোভনমিত্যন্তমেকং বাক্যম্। তত্রাপি জলধিশব্দেন বরুণ এব কর্ত্তা গ্রাহ্যস্তেন তয়োরপ্যেকবাক্যতেতি। অক্ষরার্থস্তু ব্যাখ্যায়তে। ক্ষীরোদঃ সমুদ্রো বস্ত্রদ্বয়মেকং রত্নহারঞ্চ দদাবিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

ব্যাস বলিলেন, দেবতাগণ বিষ্ণুর বাক্য শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ ভূষণ, বস্ত্র এবং নিজ নিজ আয়ুধ প্রদান করিতে লাগিলেন ॥১॥ ক্ষীরোদসমুদ্র প্রীত হইয়া তাঁহাকে সুসজ্জিত বিমল হার এবং অজর সূক্ষ্ম রক্তবর্ণ দিব্য অম্বরযুগল দান করিলেন ॥ ২ ॥ বিশ্বকর্ম্মা প্রসন্নচিত্ত হইয়া তাঁহার মস্তকে কোটিসূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী দিব্য চূড়ামণি; কর্ণে শুভ্রবর্ণ কুণ্ডল; করে বলয়, কেয়ূর ও নানাবিধ রত্ন খচিত কঙ্কণ এবং সুন্দর পাদযুগলে সুস্বনান্বিত রত্নভূষিত বিমলকান্তি সূর্য্যতুল্য সমুজ্জ্বল নূপুর যুগল প্রদান করিলেন ॥ ৩—৫ ॥

তথা গ্রৈবেয়কং রম্যং দদৌ তস্যৈ মহার্ণবঃ।
অঙ্গুলীয়কর়ত্নানি তেজোবন্তি চ সর্ব্বশঃ ॥ ৬ ॥
অম্লানপঙ্কজাং মালাং গন্ধাঢ্যাং ভ্রমরানুগাম্।
তথৈব বৈজয়ন্তীঞ্চ বরুণঃ সম্প্রয়চ্ছত ॥ ৭ ॥
হিমবানথ সন্তুষ্টো রত্নানি বিবিধানি চ।
দদৌ চ বাহনং সিংহং কনকাভং মনোহরম্ ॥ ৮ ॥
ভূষণৈর্ভূষিতা দিব্যৈঃ সা ররাজ বরা শুভা।
সিংহারূঢ়া বরারোহা সর্ব্বলক্ষণসংযুতা ॥ ৯ ॥
বিষ্ণুশ্চক্রাৎ সমুৎপাদ্য দদাবস্যৈ রথাঙ্গকম্।
সহস্রারং সুদীপ্তঞ্চ দেবারিশিরসাং হরম্ ॥ ১০ ॥
স্বত্রিশূলাৎ সমুৎপাদ্য শঙ্করঃ শূলমুত্তমম্।
দদৌ দেব্যৈ সুরারীণাং কৃন্তনং ভয়নাশনম্ ॥ ১১ ॥
বরুণশ্চ প্রসন্নাত্মা দদৌ শঙ্খং সমুজ্জ্বলম্।
ঘোষবন্তং স্বশঙ্খাত্তু সমুৎপাদ্য সুমঙ্গলম্ ॥ ১২ ॥

চূড়ামণিং কুণ্ডলে কটকানি কেয়ূরান্ কঙ্কণানি বিশ্বকর্ম্মা দদৌ। নূপুরাবপি ত্বষ্টা বিশ্বকর্ম্মৈব দদৌ। গ্রৈবেয়কমঙ্গুলীয়করত্নান্যপি মহার্ণবো মহার্ণবসদৃশাগাধহৃদয়ো বিশ্বকর্ম্মৈব দদাবিত্যর্থঃ। সপ্তশত্যেকবাক্যত্বাৎ ॥ ৩—৬ ॥
বৈজয়ন্তীং মালামুরসি শিরসি অম্লানপঙ্কজাং মালাং বরুণো দদাবিত্যর্থঃ ॥ ৭—১২ ॥

মহার্ণব সদৃশ অগাধ বুদ্ধিশালী সেই সুরশিল্পী তাঁহাকে রমণীয় গ্রীবাভূষণ, এবং পরম জ্যোতির্ম্ময় রত্ন খচিত উত্তম উত্তম অঙ্গুরীয়ক সকল দান করিলেন ॥৬॥ যাহার কমল সকল কখনই ম্লান হয় না, গন্ধভরে অন্ধ হইয়া অলিকুল যাহার অনুগমন করিতেছে, বরুণ তাঁহাকে সেই কমলমালা তাঁহার শিরোদেশে এবং উরোদেশে বৈজয়ন্তী মালা অর্পণ করিলেন ॥ ৭ ॥ হিমবান্ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নানাবিধ রত্ন এবং বাহনের নিমিত্ত কনকবর্ণ মনোহর সিংহ প্রদান করিলেন ॥ ৮ ॥ তখন সেই বরারোহা সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না প্রধানা কল্যাণদায়িনী কামিনী দিব্যভূষণে ভূষিত হইয়া সিংহের উপর শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥ তৎকালে বিষ্ণুও আপনার চক্র হইতে অপর এক অসুর-শিরোহর সহস্রার তেজময় চক্র উৎপাদন করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন ॥ ১০ ॥ শঙ্কর স্বীয় শূল হইতে দেবগণের ভয়নাশক ও অসুরঘাতক এক উত্তম শূল উৎপাদন করিয়া দেবীকে প্রদান করিলেন ॥ ১১ ॥ বরুণ প্রসন্নচিত্তে নিজ শঙ্খ হইতে মঙ্গলময় ঘোররব অতীব উজ্জ্বল শঙ্খ

হুতাশনস্তথা শক্তিং শতঘ্নীং সুমনোজবাম্‌।
প্রায়চ্ছত্তু প্রসন্নাত্মা তস্যৈ দৈত্যবিনাশিনীম্‌॥ ১৩॥
ইষুধিং ৰাণপূর্ণঞ্চ চাপঞ্চাদ্ভুতদর্শনম্‌।
মারুতো দত্তবাংস্তস্যৈ দুরাকর্ষং খরস্বরম্‌॥ ১৪॥
স্ববজ্রাদ্বজ্রমুৎপাদ্য দদাবিন্দ্রোঽতিদারুণম্‌।
ঘণ্টামৈরাবতাৎ তূর্ণং সুশব্দাঞ্চাতিসুন্দরাম্‌॥ ১৫॥
দদৌ দণ্ডং যমঃ কামং কালদণ্ডসমুদ্ভবম্‌।
যেনান্তং সর্ব্বভূতানামকরোৎ কাল আগতে॥ ১৬॥
ব্রহ্মা কমণ্ডলুং দিব্যং গঙ্গাবারিপ্রপূরিতম্‌।
দদাবস্যৈ মুদা যুক্তো বরুণঃ পাশমেব চ॥ ১৭॥
কালঃ খড়্গং তথা চর্ম্ম প্রাযচ্ছত্তু নরাধিপ!।
পরশুং বিশ্বকর্ম্মা চ তীক্ষ্ণমস্যৈ দদাবথ॥ ১৮॥
ধনদস্তু সুরাপূর্ণং পানপাত্রং সুবর্ণজম্‌।
পঙ্কজং বরুণশ্চাদাদ্দেব্যৈ দিব্যং মনোহরম্‌॥ ১৯॥
গদাং কৌমোদকীং ত্বষ্টা ঘণ্টাশতনিনাদিনীম্‌।
অদাত্তস্যৈ প্রসন্নাত্মা সুরশত্রুবিনাশিনীম্‌॥ ২০॥

(হুতাশনস্তথেতি। শতঘ্নীনাম অয়োভারনির্ম্মিতায়ো গোলকনিক্ষেপকাস্ত্রবিশেষ ইতি "শতঘ্নীপরিরক্ষিতাম্‌" ইত্যত্র রামায়ণটীকায়াং রামানুজস্বামিপাদেন ব্যাখ্যাতম্‌॥১৩—১৭॥ কাল ইতি পরং শৃণাতীতি পরশুস্তং॥ ১৮—১৯॥)

উৎপাদন করিয়া তাঁহাকে দিলেন॥ ১২॥ যে শতঘ্নী শক্তি যমের ন্যায় অতি বেগে দৈত্যদিগকে বিনাশ করে, হুতাশন হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে সেই শক্তি প্রদান করিলেন॥ ১৩॥ যাহা অতিকষ্টে আকর্ষণ করা যায় এবং যাহার শব্দ অতিশয় কঠোর, তাদৃশ অদ্ভুতদর্শন চাপ এবং ৰাণপূর্ণ তূণ অমরপ্রবর মারুত তাঁহাকে প্রদান করিলেন॥ ১৪॥ ইন্দ্র স্বীয় বজ্র হইতে অতি দারুণ বজ্র উৎপাদন করিয়া এবং ঐরাবত হইতে সুন্দর সুশব্দ ঘণ্টা লইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে দিলেন॥১৫॥ কালপূর্ণ হইলে যে দণ্ড দ্বারা সমস্ত ভূতের বিনাশ করেন, যম সেই কালদণ্ড হইতে মনোহর দণ্ড সৃজন করিয়া তাঁহাকে দান করিলেন॥১৬॥ ব্রহ্মা হর্ষাবিষ্ট হইয়া গঙ্গাজল পূর্ণ দিব্য কমণ্ডলু এবং বরুণ পাশ প্রদান করিলেন॥ ১৭॥ নরাধিপ! কাল, খড়্গ ও চর্ম্ম, এবং বিশ্বকর্ম্মা তীক্ষ্ণ পরশু তাঁহাকে প্রদান করিলেন॥ ১৮॥ ধনপতি সুবর্ণময় সুরাপূর্ণ পানপাত্র, এবং বরুণ দিব্য মনোহর পঙ্কজ অর্পণ করিলেন॥ ১৯॥ যাহাতে শত শত ঘণ্টা দোদুল্যমান এবং যাহা সুরশত্রুগণকে সংহার করে, বিশ্বকর্ম্মা প্রীত হইয়া সেই কৌমদকী

অস্ত্রাণ্যনেকরূপাণি তথাভেদ্যঞ্চ দংশনম্ ।
দদৌ ত্বষ্টা জগন্মাত্রে নিজরশ্মীন্দিবাকরঃ ॥ ২১ ॥
সায়ুধাং ভূষণৈর্যুক্তাং দৃষ্ট্বা তে বিস্ময়ং গতাঃ ।
তুষ্টুবুস্তাং সুরা দেবীং ত্রৈলোক্যমোহিনীং শিবাম্ ॥ ২২ ॥

দেবা ঊচুঃ ।

নমঃ শিবায়ৈ কল্যাণ্যৈ শান্ত্যৈ পুষ্ট্যৈ নমো নমঃ ।
ভগবত্যৈ নমো দেব্যৈ রুদ্রাণ্যৈ সততং নমঃ ॥ ২৩ ॥
কালরাত্র্যৈ তথাম্বায়ৈ ইন্দ্রাণ্যৈ তে নমো নমঃ ।
সিদ্ধ্যৈ বুদ্ধ্যৈ তথা বৃদ্ধ্যৈ বৈষ্ণব্যৈ তে নমো নমঃ ॥ ২৪ ॥
পৃথিব্যাং যা স্থিতা পৃথ্ব্যা ন জ্ঞাতা পৃথিবীঞ্চ যা ।
অন্তঃস্থিতা যময়তি বন্দে তামীশ্বরীং পরাম্ ॥ ২৫ ॥
মায়ায়াং যা স্থিতা জ্ঞাতা মায়য়া ন চ তামজাম্ ।
অন্তঃস্থিতা প্রেরয়তি প্রেরয়িত্রীং নুমঃ শিবাম্ ॥ ২৬ ॥

ঘণ্টাশতনিনাদিনীমিতি গদায়া বিশেষণম্। অনেকঘণ্টাসম্বদ্ধা গদেত্যর্থঃ। ত্বষ্টা বিশ্বকর্ম্মা গদামস্ত্রাণি কবচঞ্চাদাদিত্যেকং বাক্যম্। সপ্তশতীপাঠানুরোধাৎ ॥ ২০—২৪ ॥

পৃথিব্যামিতি। পৃথিব্যাং যান্তঃস্থিতা পৃথিব্যা যা ন জ্ঞাতা অবিষয়ত্বাৎ। যা পৃথিবীং স্বকার্য্যে যময়তি নিয়ময়তি তাং পরাং দেবতামীশ্বরীমন্তর্য্যামিরূপিণীং বন্দে। তথা চান্তর্য্যামিব্রাহ্মণং যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা আন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ। যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি স ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃত ইতি ॥ ২৫ ॥

গদা, অভেদ্য কবচ এবং নানাবিধ অস্ত্র সকল তাঁহাকে দান করিলেন। দিবাকর জগন্মাতাকে স্বীয় রশ্মিরাশি প্রদান করিলেন ॥ ২০—২১ ॥ আয়ুধ ও অলঙ্কারে তাঁহাকে ভূষিত দেখিয়া সুরগণ বিস্মিত ভাবে সেই ত্রৈলোক্যমোহিনী শিবাদেবীর স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২২ ॥ দেবগণ কহিলেন, দেবী তুমি শিবা ও কল্যাণী তোমাকে নমস্কার করি, তুমি শান্তি ও পুষ্টি তোমাকে বার বার নমস্কার করি। তুমি দেবী ভগবতী ও রুদ্রাণী· আমরা তোমাকে সর্ব্বদাই নমস্কার করি ॥ ২৩ ॥ তুমি কালরাত্রি তুমি ইন্দ্রাণী তুমি অম্বা, তোমাকে বারম্বার প্রণাম করি, তুমি সিদ্ধি, তুমি বুদ্ধি, তুমি বৃদ্ধি, তুমি বৈষ্ণবী তোমাকে আমরা বার বার প্রণাম করি ॥ ২৪ ॥ যিনি পৃথিবীর অন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন, তথাপি পৃথিবী যাঁহাকে জানিতে পারিতেছেন না, অথচ পৃথিবীর অন্তরে থাকিয়া যিনি স্বীয় কার্য্য বলিয়া তাঁহাকে নিয়মিত করিতেছেন, সেই পরদেবতা ঈশ্বরীকে বন্দনা করি ॥ ২৫ ॥ যিনি মায়ার মধ্যে স্থিতি করিতেছেন, তথাচ মায়া যাঁহাকে অবগত নহেন, কিন্তু মায়ার অন্তর্ব্বর্ত্তিনী হইয়া যিনি সেই অজাকে কার্য্যে নিয়োগ করিতেছেন, সেই প্রেরয়িত্রী শিবাকে আমরা

কল্যাণং কুরু ভো মাতস্ত্রাহি নঃ শক্রতাপিতান্।
জহি পাপং হয়ারিং ত্বং তেজসা স্বেন মোহিতম্॥ ২৭॥
খলং মায়াবিনং ঘোরং স্ত্রীবধ্যং বরদর্পিতম্।
দুঃখদং সর্ব্বদেবানাং নানারূপধরং শঠম্॥ ২৮॥
ত্বমেকা সর্ব্বদেবানাং শরণং ভক্তবৎসলে!।
পীড়িতান্ দানবেনাদ্য ত্রাহি দেবি! নমোঽস্তু তে॥ ২৯॥

ব্যাস উবাচ।

এবং স্তুতা তদা দেবী সুরৈঃ সর্ব্বসুখপ্রদা।
তানুবাচ মহাদেবী স্মিতপূর্ব্বং শুভং বচঃ॥ ৩০॥

দেব্যুবাচ।

ভয়ং ত্যজন্তু গীর্ব্বাণা মহিষান্মন্দচেতসঃ।
হনিষ্যামি রণেঽদ্যৈব বরদৃপ্তং বিমোহিতম্॥ ৩১॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা সা সুরান্দেবী জহাসাতীব সুস্বরম্।
চিত্রমেতচ্চ সংসারে ভ্রমমোহযুতং জগৎ॥ ৩২॥

মায়ায়ামিতি। যা মায়ায়াং স্থিতা যা মায়য়া ন চ জ্ঞাতা তামজাং মায়া যান্তঃস্থিতা প্রেরয়তি তাং প্রেরয়িত্রীং শিবাং নুম ইত্যর্থঃ। অত্র প্রত্যাহারন্যায়েন পৃথিবীমায়য়োরন্তর্য্যামিস্বরূপত্বস্য ভগবত্যাঃ প্রতিপাদনেন সর্ব্বপ্রপঞ্চান্তর্য্যামিত্বং ভগবত্যাঃ প্রতিপাদিতং ভবতীতি বোধ্যম্॥ ২৬—২৮॥

ত্বমেকেতি। কার্য্যস্য দেবাদিপ্রপঞ্চস্য সর্ব্বকারণভূতশ্রীভগবত্যধীনত্বাদিতি ভাবঃ॥২৯-৩০॥

অদ্যৈবেতি। শীঘ্রমিত্যর্থঃ। কালিকাপুরাণে চতুর্দ্দশ্যামবতীর্ণয়া ভগবত্যাষ্টম্যাং কৃতবধস্য কীর্ত্তনাৎ॥ ৩১॥

নমস্কার করি॥ ২৬॥ মাতঃ! তুমি কল্যাণবিধান কর, আমরা শক্রকর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়াছি, অতএব আমাদিগকে রক্ষা কর। তুমি স্বীয় তেজঃপ্রভাবে মোহিত করিয়া পাপ মহিষকে সংহার কর॥ ২৭॥ সে স্ত্রীবধ্য, খল, শঠ, ভয়ঙ্কর ও বরদর্পিত, এবং মায়া দ্বারা নানাবিধ রূপ ধারণ করিয়া সমস্ত দেবগণকে ক্লেশ দিয়া থাকে॥ ২৮॥ ভক্তবৎসলে! সমস্ত দেবগণের তুমিই একমাত্র আশ্রয় স্থান, দেবি! আমরা এই দানব কর্ত্তৃক প্রপীড়িত, অতএব তুমি আমাদিগকে এক্ষণে পরিত্রাণ কর, আমরা তোমাকে নমস্কার করি॥ ২৯॥

ব্যাস বলিলেন; দেবগণ দেবীর এইরূপ স্তব করিলে সমস্ত সুখদাত্রী মহাদেবী তখন হাসিতে হাসিতে তাঁহাদিগকে মঙ্গলময় বাক্যে বলিলেন,॥ ৩০॥ দেবগণ! মন্দমতি মহিষকে বিমোহিত করিয়া অদ্যই সমরস্থলে সংহার করিব॥ ৩১॥

ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদ্যাঃ সেন্দ্রাশ্চান্যে সুরাস্তথা।
কম্পযুক্তা ভয়ত্রস্তা বর্ত্তন্তে মহিষাৎ কিল ॥ ৩৩ ॥
অহো দৈববলং ঘোরং দুর্জ্জয়ং সুরসত্তমৈঃ।
কালঃ কর্ত্তাস্তি দুঃখানাং সুখানাং প্রভুরীশ্বরঃ ॥ ৩৪ ॥
সৃষ্টিপালনসংহারে সমর্থা অপি তে যদা।
মুহ্যন্তি ক্লেশসন্তপ্তা মহিষেণ প্রপীড়িতাঃ ॥ ৩৫ ॥
ইতি কৃত্বা স্মিতং দেবী সাট্টহাসং চকার হ।
উচ্চৈঃ শব্দং মহাঘোরং দানবানাং ভয়প্রদম্ ॥ ৩৬ ॥
চকম্পে বসুধা তত্র শ্রুত্বা তচ্ছব্দমদ্ভুতম্।
চেলুশ্চ পর্ব্বতাঃ সর্ব্বে চুক্ষোভাব্ধিশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ৩৭ ॥
মেরুশ্চচাল শব্দেন দিশঃ সর্ব্বাঃ প্রপূরিতাঃ।
ভয়ং জগ্মুস্তদা শ্রুত্বা দানবাস্তং স্বনং মহৎ ॥ ৩৮ ॥
জয় পাহীতি দেবাস্তামূচুঃ পরমহর্ষিতাঃ।
মহিষোঽপি স্বনং শ্রুত্বা চুকোপ মদগর্ব্বিতঃ ॥ ৩৯ ॥

হাসকারণমাহ চিত্রমেতচ্চেতি। এতাদৃশা মহান্তোঽপি ব্রহ্মাদ্যাঃ কালবশান্ মহিষাসুরাদ্ভয়ং প্রাপ্তা ইত্যহো প্রারব্ধমতীব চিত্রমস্তীতি ভাবঃ ॥ ৩২—৩৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, দেবী দেবগণকে এই কথা বলিয়া সুমধুর স্বরে হাস্য করিলেন। রাজন্! জগৎ ভ্রম ও মোহে পরিপূর্ণ, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এবং ইন্দ্র প্রভৃতি অন্যান্য সুরগণ মহিষের ভয়ে ত্রস্ত হইয়া কম্পিত হইতেছেন, সংসারে ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় ॥৩২-৩৩॥ কি আশ্চর্য্য !! দৈববল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং তাহা সুরসত্তমগণেরও দুরতিক্রমণীয়। রাজন্! কালই সুখের প্রভু এবং দুঃখের কর্ত্তা অতএব তিনিই ঈশ্বর ॥ ৩৪ ॥ কারণ, যাঁহারা সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করিতে পারেন, তাঁহারাও মহিষ কর্ত্তৃক পাড়িত হইয়া ক্লেশ সন্তাপে বিমোহিত হইলেন ॥ ৩৫ ॥ দেবী এইরূপ মনে করিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া অতিশয় উচ্চৈঃশব্দে অট্ট অট্ট হাস্য করিতে লাগিলেন, সেই মহাঘোর শব্দে দানবদিগের ভয় উপস্থিত হইল ॥৩৬॥ সেই অদ্ভুত শব্দ শ্রবণে তখন বসুধা কম্পিত, পর্ব্বত সকল চঞ্চল এবং বীর্য্যবান্ অক্ষোভ্য সাগরও ক্ষুভিত হইল ॥ ৩৭ ॥ অধিক কি সেই শব্দে সমস্ত দিক্ পরিপূর্ণ এবং মেরুপর্ব্বতও চলিত হইল তখন দানবগণ সেই মহৎ শব্দ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ভীত হইল ॥ ৩৮ ॥

দেবতারা অতিশয় হর্ষচিত্ত হইয়া দেবীকে বলিলেন, দেবি! আপনার জয় হউক, আপনি আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। মদগর্ব্বিত মহিষও এই স্বর শ্রবণ করিয়া কুপিত

কিমেতদিতি তান্ দৈত্যান্ পপ্রচ্ছ স্বনশঙ্কিতঃ।
গচ্ছন্তু ত্বরিতা দূতা জ্ঞাতুং শব্দসমুদ্ভবম্॥ ৪০॥
কৃতঃ কেনায়মত্যুগ্রঃ শব্দঃ কর্ণব্যথাকরঃ।
দেবো বা দানবো বাপি যো ভবেৎ স্বনকারকঃ॥ ৪১॥
গৃহীত্বা তং দুরাত্মানং মৎসমীপং নয়ন্ত্বিহ।
হনিষ্যামি দুরাচারং গর্জ্জন্তং স্ময়দুর্ম্মদম্॥ ৪২॥
ক্ষীণায়ুষ্যং মন্দমতিং নয়ামি যমসাদনম্॥ ৪৩॥
পরাজিতাঃ সুরাঃ কামং ন গর্জ্জন্তি ভয়াতুরাঃ।
নাসুরা মম বশ্যাস্তে কস্যেদং মূঢ়চেষ্টিতম্॥ ৪৪॥
ত্বরিতা মামুপায়ান্তু জ্ঞাত্বা শব্দস্য কারণম্।
অহং গত্বা হনিষ্যামি তং পাপং বিতথশ্রমম্॥ ৪৫॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তাস্তেন তে দূতা দেবীং সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীম্।
অষ্টাদশভুজাং দিব্যাং সর্ব্বাভরণভূষিতাম্॥ ৪৬॥

(কিমেতদিতিতানিতি। স্বনেনাস্য শঙ্কা জাতা; অতঃ কেনাপি মহতা কারণেন ভবিতব্যমিতি মত্বৈবাহ গচ্ছন্ত্বিতি॥ ৪০—৪৪॥
ত্বরিতামামিতি। যস্মাদেবম্ভূতঃ শব্দ উত্থিতো নত্বন্যসাধারণবীর্য্যবান্ সঃ। অত আহ অহং গত্বেতি॥ ৪৫—৪৬॥)

হইল॥৩৯॥ মহিষ শব্দ শ্রবণে শঙ্কিত হইয়া দৈত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, দূতগণ! তোমরা শব্দ উৎপত্তির কারণ অবগত হইবার নিমিত্ত অবিলম্বে গমন কর॥ ৪০॥ কর্ণের ক্লেশকর এই ভয়ঙ্কর শব্দ কে করিল? দেব, দানব অথবা যে কেহই শব্দ করিয়া থাকুক তোমরা সেই দুরাত্মাকে লইয়া আমার নিকট আগমন করিবে, আমি অহঙ্কারে মত্ত গর্জ্জনকারী সেই দুরাচারকে সংহার করিব॥ ৪১—৪২॥ সুরগণ পরাজিত হইয়া ভয়ার্ত্ত হইয়াছে অতএব তাহারা কখনও গর্জ্জন করে নাই, অসুরেরা আমার বশীভূত সুতরাং তাহারাও গর্জ্জন করে নাই, তবে এই মূঢ়ের ন্যায় কার্য্য কাহার? সেই মন্দমতির আয়ু ক্ষীণ হইয়াছে অতএব তাহাকে শমন সদনে পাঠাইতেছি॥ ৪৩—৪৪॥ তোমরা অবিলম্বে শব্দের কারণ বিদিত হইয়া আমার নিকট আসিবে, পরে আমি গিয়া সেই বৃথাশব্দকারী পাপমতিকে সংহার করিব॥ ৪৫॥

ব্যাস বলিলেন, মহিষের এই কথা শুনিবামাত্র দূত সকল দেবীসন্নিধানে গমন করিল এবং দেখিল, তাঁহার সমস্ত অঙ্গ সুন্দর, বাহু অষ্টাদশ, অবয়ব সকল নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিত, শরীরে সমস্ত সুলক্ষণ দেদীপ্যমান ও হস্তে উত্তম অস্ত্র। সেই শুভপ্রদা মনোরমা দেবী

সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নাং বরায়ুধধরাং শুভাম্।
দধতীঞ্চষকং হস্তে পিবন্তীঞ্চ মুহুর্ম্মধু ॥ ৪৭ ॥
সংবীক্ষ্য ভয়ভীতাস্তে জগ্মুস্ত্রস্তাঃ সুশঙ্কিতাঃ।
সকাশে মহিষস্যাশু তমূচুঃ স্বনকারণম্ ॥ ৪৮ ॥

দৈত্যা ঊচুঃ।

দেবী দৈত্যেশ্বর! প্রৌঢ়া দৃশ্যতে কাচিদঙ্গনা।
সর্ব্বাঙ্গভূষণা নারী সর্ব্বরত্নোপশোভিতা।
ন মানুষী নাসুরী সা দিব্যরূপা মনোহরা ॥ ৪৯ ॥
সিংহারূঢ়ায়ুধধরা চাষ্টাদশকরা বরা।
সংনাদং কুরুতে নারী লক্ষ্যতে মদগর্ব্বিতা ॥ ৫০ ॥
সুরাপানরতা কামং জানীমো ন সভর্ত্তৃকা ॥ ৫১ ॥
অন্তরিক্ষস্থিতা দেবাস্তাং স্তুবন্তি মুদান্বিতাঃ।
জয়েতি পাহি নশ্চেতি জহি শত্রুমিতি প্রভো! ॥ ৫২ ॥
ন জানে কা বরারোহা কস্য বা সা পরিগ্রহঃ।
কিমর্থমাগতা চাত্র কিঞ্চিকীর্ষতি সুন্দরী ॥ ৫৩ ॥

(সর্ব্বলক্ষণেতি। বরায়ুধধরামিত্যনেন সা যোদ্ধুকামেতি সূচিতম্ ॥ ৪৭ ॥
সংবীক্ষ্যেতি। অঘটঘটনরূপাং নারীং সংবীক্ষ্য ভয়ভীতা ইতিভাবঃ ॥ ৪৮—৫১ ॥
অন্তরিক্ষস্থিতেতি। জহি শত্রুমিত্যত্র স্তোত্রবাক্যেন ভবানীব লক্ষ্যতে ইতি মন্যামহে ॥ ৫২—৫৩ ॥)

হস্তে চষক ধারণ করিয়া বার বার মধুপান করিতেছেন, তাঁহার ঈদৃশ রূপ অবলোকন করিয়া ভীত হইয়া সশঙ্কিতচিত্তে তৎক্ষণাৎ পলায়ন করত মহিষাসুর সমীপে গমন করিয়া শব্দের কারণ বিজ্ঞাপন করিল ॥ ৪৬—৪৮ ॥ দৈত্যগণ বলিল, দৈত্যেশ্বর! আমরা এক প্রৌঢ়া অপরিচিতা অঙ্গনা নয়নগোচর করিলাম, সেই দেবীর সমস্ত অঙ্গ অলঙ্কারে ভূষিত ও রত্নসকলে সুসজ্জিত; সেই নারী মানুষী অথবা আসুরী নহে, কিন্তু তাহার রূপ অলৌকিক ও মনোহর ॥ ৪৯ ॥ সেই প্রধানা নারী সিংহের উপরি আরূঢ় হইয়া অষ্টাদশ করে আয়ুধ ধারণ করত গর্জ্জন করিতেছে, সে সুরাপানে রত সুতরাং তাহাকে মদগর্ব্বিতা বলিয়া বোধ হয়। আমাদিগের নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে তাহার স্বামী নাই ॥ ৫০—৫১ ॥ দেবগণ অন্তরীক্ষে অবস্থিতি করত সহর্ষে এই বলিয়া তাহার স্তব করিতেছে যে, তোমার জয় হউক তুমি শত্রু সংহার করিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর ॥ ৫২ ॥ প্রভো! সেই বরারোহা সুন্দরী যে কে? কাহারই বা পত্নী, কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছে এবং তাঁহার অভিলাষ বা কি,

দ্রষ্টুং নৈব সমর্থাঃ স্ম তত্তেজঃপরিধর্ষিতাঃ।
শৃঙ্গারবীরহাস্যাঢ্যা রৌদ্রাদ্ভুতরসান্বিতা ॥ ৫৪ ॥
দৃষ্ট্বৈবৈবংবিধাং নারীমসম্ভাষ্য সমাগতাঃ।
বয়ং ত্বদাজ্ঞয়া রাজন্! কিং কর্ত্তব্যমতঃপরম্ ॥ ৫৫ ॥

মহিষ উবাচ।

গচ্ছ বীর! ময়াদিষ্টো মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ! বলান্বিতঃ।
সামাদিভিরুপায়ৈস্ত্বং সমানয় শুভাননাম্ ॥ ৫৬ ॥
নায়াতি যদি সা নারী ত্রিভিঃ সামাদিভিস্ত্বিহ।
অহত্বা তাং বরারোহাং ত্বমানয় মমান্তিকম্।
করোমি পট্টমহিষীং তামরালভ্রুবং মুদা ॥ ৫৭ ॥
প্রীতিযুক্তা সমায়াতি যদি সা মৃগলোচনা।
রসভঙ্গো যথা ন স্যাত্তথা কুরু মমেপ্সিতম্।
শ্রবণান্মোহিতোঽস্ম্যদ্য তস্যা রূপস্য সম্পদা ॥ ৫৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

মহিষস্য বচঃ শ্রুত্বা পেশলং মন্ত্রিসত্তমঃ।
জগাম তরসা কামং গজাশ্বরথসংযুতঃ ॥ ৫৯ ॥

অসংভাষ্যেতি। স্ত্রীসম্ভাষণস্য বীরাণামশ্লাঘ্যত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৫৪—৫৬ ॥
অহত্বেতি। প্রাণো ন গচ্ছতীত্যেবং শিক্ষয়িত্বানয়েত্যর্থঃ ॥ ৫৭—৫৯ ॥

আমরা তাহার কিছুমাত্র অবগত নহি ॥ ৫৩ ॥ শৃঙ্গার, বীর, হাস্য, রৌদ্র ও অদ্ভুত রস তাহাতে দেদীপ্যমান, অতএব আমরা তাহার তেজঃপ্রভাবে নিপীড়িত হইয়া তাহাকে দর্শন করিতেও সমর্থ হইলাম না ॥ ৫৪ ॥ মহারাজ! আপনার আদেশক্রমে ঈদৃশ নারীকে নয়নগোচর করিবামাত্র সম্বোধন না করিয়াই আমরা প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছি। এক্ষণে কি কর্ত্তব্য তাহা আদেশ করুন্ ॥ ৫৫ ॥

মহিষ বলিল, মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ বীর! আমার আজ্ঞায় তুমি সবলে গমন করিয়া সামাদি উপায় দ্বারা সেই চন্দ্রবদনাকে আমার নিকট আনয়ন কর ॥ ৫৬ ॥ সাম, দান, ভেদ এই তিন উপায়ে সেই নারী যদি এখানে না আইসে, তাহা হইলে বরারোহার যাহাতে জীবন না যায়, এরূপ দণ্ডবিধান করিয়া তাহাকে আমার সমীপে আনয়ন করিবে, আমি সেই কুটিলকেশী রমণীকে হর্ষ সহকারে পাটরাণী করিব ॥৫৭॥ যদি সেই মৃগলোচনা প্রীতিসহকারে আগমন করে তাহা হইলে যাহাতে রসভঙ্গ না হয়, তদনুসারে আমার অভিলষিত সম্পাদন করিবে, আমি তাহার সৌন্দর্য্য সম্পদের বিষয় শ্রবণ করিয়া মোহিত হইয়াছি ॥ ৫৮ ॥

গত্বা দূরতরং স্থিত্বা তামুবাচ মনস্বিনীম্।
বিনয়াবনতঃ শ্লক্ষ্ণং মন্ত্রী মধুরয়া গিরা ॥ ৬০ ॥

প্রধান উবাচ।

কাসি ত্বং মধুরালাপে! কিমত্রাগমনং কৃতম্।
পৃচ্ছতি ত্বাং মহাভাগে! মন্মুখেন মম প্রভুঃ ॥ ৬১ ॥
স জেতা সর্ব্বদেবানামবধ্যস্তু নরৈঃ কিল।
ব্রহ্মণো বরদানেন গর্ব্বিতশ্চারুলোচনে! ॥ ৬২ ॥
দৈত্যেশ্বরোঽসৌ বলবান্ কামরূপধরঃ সদা।
শ্রুত্বা ত্বাং সমুপায়াতাং চারুবেষাং মনোহরাম্ ॥ ৬৩ ॥
দ্রষ্টুমিচ্ছতি রাজা মে মহিষো নাম পার্থিবঃ।
মানুষং রূপমাদায় ত্বৎসমীপং সমেষ্যতি ॥ ৬৪ ॥
যথা রুচ্যেত চার্ব্বঙ্গি! তথা মন্যামহে বয়ম্।
তর্হ্যেহি মৃগশাবাক্ষি! সমীপং তস্য ধীমতঃ ॥ ৬৫ ॥
নোচেদিহানয়াম্যেনং রাজানং ভক্তিতৎপরম্।
তথা করোমি দেবেশি! যথা তে মনসেপ্সিতম্ ॥ ৬৬ ॥

(গত্বেতি। পরকলত্রাণাম্ পরিচিতানামপি সমীপগমনস্যাযুক্তত্বাৎ দূরব্যবধানেন স্থিত্বেতিভাবঃ ॥ ৬০ ॥
কাসীতি। চারমুখা হি রাজানঃ অত আহ মন্মুখেনেতি ॥ ৬১—৬৬ ॥)

ব্যাস বলিলেন, মন্ত্রিসত্তম মহিষের বাক্য শ্রবণ করিয়া গজ, অশ্ব ও রথ সমভিব্যাহারে ত্বরায় অভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিল ॥ ৫৯ ॥ মন্ত্রী, দেবী সন্নিধানে উপনীত হইয়া দূরতর স্থান হইতেই বিনয়াবনত ভাবে তাঁহাকে মধুর বাক্যে বলিতে লাগিল ॥ ৬০ ॥ মধুরালাপে! তুমি কে? তোমার এখানে আসিবার কারণ কি? মহাভাগে! আমার প্রভু মদীয় মুখ দ্বারা তোমাকে এইকথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন ॥ ৬১ ॥ তিনি সমস্ত দেব ও নরের অবধ্য এবং সর্ব্বলোক বিজয়ী। চারুলোচনে! সেই বলবান্ দৈত্যেশ্বর ব্রহ্মার বরদান নিবন্ধন গর্ব্বিত হইয়া সর্ব্বদাই স্বীয় ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। আমাদিগের রাজা মহিষ নামক পৃথিবীপতি তোমার মনোহর রূপ ও বেশের কথা শুনিয়া তোমাকে দেখিতে বাসনা করিয়াছেন ॥ ৬২ ॥ চার্ব্বঙ্গি! তিনি মানুষরূপ ধারণ করিয়া তোমার নিকট আসিবেন ॥ ৬৩—৬৪ ॥ অথবা তোমার যেরূপ অভিলাষ হইবে আমরা তদনুরূপই কার্য্য করিব। অতএব মৃগলোচনে! সেই ধীমান্ মহারাজের নিকট গমন কর ॥ ৬৫ ॥ যদি তুমি না যাও তাহা হইলে ভক্তিপরায়ণ রাজাকে তোমার নিকট আনয়ন করিব। সুরেশ্বরি! তোমার

বশগোঽসৌ তবাত্যর্থং রূপসংশ্রবণাত্তব ।
করভোরু ! বদাশু ত্বং সংবিধেয়ং ময়া তথা ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে পঞ্চমস্কন্ধে অষ্টাদশসাহস্র্যাং বৈয়াসিক্যাং সংহিতায়াং নির্জ্জরাণামায়ুধৈর্দেব্যর্চ্চনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

(বশগ ইতি । আশু তথা সংবিধেয় মিত্যন্বয়ঃ ॥ ৬৭ ॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে তিলকাখ্যটীকায়াং
নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

রূপ লাবণ্যের বিষয় শ্রবণ করিয়া রাজা তোমার অতিশয় বশীভূত হইয়াছেন অতএব তোমার যেরূপ অভিলাষ হইবে আমি তাহাই করিব । অতএব, করভোরু ! তোমার যেরূপ অভিলাষ হয়, ব্যক্ত কর আমি সত্বরই তদনুরূপ কার্য্যবিধান করিব ॥ ৬৬—৬৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌-
দেবীভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে আয়ুধপ্রদানপূর্ব্বক দেবগণের
দেবীপূজন নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রহস্য প্রমদোত্তমা।
তমুবাচ মহারাজ! মেঘগম্ভীরয়া গিরা ॥ ১ ॥

দেব্যুবাচ।

মন্ত্রিবর্য্য! সুরাণাং বৈ জননীং বিদ্ধি মাং কিল।
মহালক্ষ্মীরিতি খ্যাতাং সর্ব্বদৈত্যনিসূদিনীম্ ॥ ২ ।
প্রার্থিতাহং সুরৈঃ সর্ব্বৈর্ম্মহিষস্য বধায় চ।
পীড়িতৈর্দ্দানবেন্দ্রেণ যজ্ঞভাগবহিষ্কৃতৈঃ ॥ ৩ ॥
তস্মাদিহাগতাস্ম্যদ্য তদ্বধার্থকৃতোদ্যমা।
একাকিনী ন সৈন্যেন সংযুতা মন্ত্রিসত্তম! ॥ ৪ ॥
যত্ত্বয়াহং সামপূর্ব্বং কৃত্বা স্বাগতমাদরাৎ।
উক্তা মধুরয়া বাচা তেন তুষ্টাস্মি তেঽনঘ! ॥ ৫ ॥
নোচেদ্ধন্মি দৃশা ত্বাং বৈ কালাগ্নিসময়া কিল।
কস্য প্রীতিকরং ন স্যান্মাধুর্য্যবচনং খলু ॥ ৬ ॥

ষট্‌ষষ্টিশ্লোকবর্ব্বৈর্ধ্যেস্ত দূতসংবাদকীর্ত্তনম্।
ক্রিয়তে যত্র দোষাস্ত দৈত্যানাং ভাস্তি সর্ব্বতঃ ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে দূতবাক্যং শ্রুত্বা দেবী যদাহ তদুচ্যতে ইতি তস্যেতি ॥ ১—৫
কালাগ্নিসময়া তৎসদৃশয়া ॥ ৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! সেই প্রমদোত্তমা মহামায়া মহিষমন্ত্রীর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া মেঘের ন্যায় গম্ভীর বাক্যে তাহাকে বলিলেন, মন্ত্রিবর! আমাকে সুরগণের জননী বলিয়া জানিবে, আমার নাম মহালক্ষ্মী, আমিই সমস্ত দৈত্যগণকে সংহার করিয়া থাকি ॥ ১—২ ॥ দানবপতি সুরগণকে নিপীড়িত করিয়া যজ্ঞভাগে বঞ্চিত করিয়াছে, সুতরাং তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া মহিষাসুরের বধের নিমিত্ত আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন ॥ ৩ ॥ অতএব সচিবসত্তম! তাহার বধে উদ্যত হইয়া সৈন্য সমভিব্যাহারে না লইয়া আজ একাকিনীই এখানে আসিয়াছি ॥ ৪ ॥ অনঘ! তুমি যে আমাকে সম্মান পূর্ব্বক সুমধুর বাক্যাবলী দ্বারা সাদরে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলে, তাহাতে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি ॥ ৫ ॥ এরূপ ব্যবহার না করিলে কালাগ্নিসদৃশ দৃষ্টি দ্বারা তোমাকে নিশ্চয়ই

গচ্ছ তং মহিষং পাপং বদ মদ্বচনাদিদম্‌।
গচ্ছ পাতালমধুনা জীবিতেচ্ছা যদস্তি তে ॥ ৭ ॥
নোচেৎ কৃতাগসং দুষ্টং হনিষ্যামি রণাঙ্গণে।
মদ্‌বাণক্ষুণ্ণদেহস্ত্বং গন্তাসি যমসাদনম্‌ ॥ ৮ ॥
দয়ালুত্বং মমেদং ত্বং বিদিত্বা গচ্ছ সত্বরম্‌।
হতে ত্বয়ি সুরা মূঢ়! স্বর্গং প্রাপ্স্যন্তি সত্বরম্‌ ॥ ৯ ॥
তস্মাদ্গচ্ছস্ব ত্যক্ত্বৈকো মেদিনীঞ্চ সসাগরাম্‌।
পাতালং তরসা মন্দ! যাবদ্‌বাণা ন মেঽপতন্‌ ॥ ১০ ॥
যুদ্ধেচ্ছা চেন্মনসি তে তর্হ্যেহি ত্বরিতোঽসুর!।
বীরৈর্ম্মহাবলৈঃ সর্ব্বৈর্নয়ামি যমসাদনম্‌ ॥ ১১ ॥
যুগে যুগে মহামূঢ়! হতাস্ত্বৎসদৃশাঃ কিল।
অসংখ্যাতাস্তথা ত্বাং বৈ হনিষ্যামি রণাঙ্গণে ॥ ১২ ॥
সাফল্যং কুরু শস্ত্রাণাং ধারণে তু শ্রমোঽন্যথা।
তদ্‌যুধ্যস্ব ময়া সার্দ্ধং সমরে স্মরপীড়িতঃ ॥ ১৩ ॥
মা গর্ব্বং কুরু দুষ্টাত্মন্‌! যন্মেঽস্তি ব্রহ্মণো বরঃ।
স্ত্রীবধ্যস্ত্বে ত্বয়া মূঢ়! পীড়িতাঃ সুরসত্তমাঃ ॥ ১৪ ॥

গচ্ছতমিতি। তং মহিষং প্রতি গচ্ছেত্যর্থঃ ॥ ৭—১৩ ॥

ভস্মসাৎ করিতাম; মন্ত্রিন্‌! মধুমাখা কথা কাহার না প্রীতিকর হয়? ॥ ৬ ॥ তুমি মহিষ সন্নিধানে গমন করিয়া আমি যাহা বলিব সেই বাক্যগুলি তাহাকে বলিবে যে, রে পাপ! যদি তোমার জীবনের বাসনা থাকে, তবে এখনি রসাতলে গমন কর ॥ ৭ ॥ ইহার অন্যথা করিলে সেই অপরাধী দুষ্টকে সমরাঙ্গণে সংহার করিব। অধিক কি, আমার শরজালে ক্ষত বিক্ষত কলেবর হইয়া শমনসদনে গমন করিতে হইবে ॥ ৮ ॥ মূঢ়! আমি তোমার প্রতি দয়ালুতা প্রকাশ করিয়াই কহিতেছি তুমি ইহা জানিয়া সত্বর পাতালগামী হও, আর সুরগণ অবিলম্বে স্বর্গরাজ্য গ্রহণ করুন ॥ ৯ ॥ রে মন্দ! যতক্ষণ না আমার বাণ সকল নিপতিত হইতেছে, তাহার পূর্ব্বেই তুমি একাকী সসাগর ভূমণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া অচিরে পাতাল-মধ্যে প্রবেশ কর ॥ ১০ ॥ অসুরবর! তোমার মনে যদি যুদ্ধের বাসনা থাকে, তাহা হইলে মহাবল বীরগণ সমভিব্যাহারে ত্বরায় আগমন কর, আমি সকলকেই শমন সদনে প্রেরণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি ॥ ১১ ॥ মহামূঢ়! তোমার সদৃশ অসংখ্য অসুরকে যেমন যুগে যুগে নিহত করিয়াছি, সেইরূপ তোমাকেও সমরাঙ্গণে সংহার করিব ॥ ১২ ॥ রে কামার্ত্ত! তুমি আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া আমার শস্ত্র ধারণের শ্রম সফল কর, নতুবা তাহা বিফল

কর্ত্তব্যং বচনং ধাতুস্তেনাহং ত্বামুপাগতা।
স্ত্রীরূপমতুলং কৃত্বা সত্যং হন্তুং কৃতাগসম্ ॥ ১৫ ॥
যথেচ্ছং গচ্ছ বা মূঢ়! পাতালং পন্নগাবৃতম্।
হিত্বা ভূসুরসদ্মাদ্য জীবিতেচ্ছা যদস্তি তে ॥ ১৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তঃ স ততো দেব্যা মন্ত্রিশ্রেষ্ঠো বলান্বিতঃ।
প্রত্যুবাচ নিশম্যাসৌ বচনং হেতুগর্ভিতম্ ॥ ১৭ ॥
দেবি! স্ত্রীসদৃশং বাক্যং ব্রূষে ত্বং মদগর্ব্বিতা।
ক্বাসৌ ক্ব ত্বং কথং যুদ্ধমসম্ভাব্যমিদং কিল ॥ ১৮ ॥
একাকিনী পুনর্ব্বালা প্রারব্ধযৌবনা মৃদুঃ।
মহিষোঽসৌ মহাকায়ো দুর্ব্বিভাব্যং হি সঙ্গতম্ ? ॥ ১৯ ॥
সৈন্যং বহুবিধং তস্য হস্ত্যশ্বরথসঙ্কুলম্।
পদাতিগণসংবিদ্ধং নানায়ুধবিরাজিতম্ ॥ ২০ ॥
কঃ শ্রমঃ করিরাজস্য মালতীপুষ্পমর্দ্দনে।
মারণে তব বামোরু! মহিষস্য তথা রণে ॥ ২১ ॥

যদ্যস্মাদিত্যর্থঃ। স্ত্রীবধ্যত্বেঽবশিষ্টে সতীতি শেষঃ। তস্মিন্নবশিষ্টে সতি ব্রহ্মণো বরো বর্ত্তত ইত্যত্র গর্ব্বং মা কুর্ব্বিত্যর্থঃ। তর্হি কা স্ত্রী হনিষ্যতীতি চেদহমেব হনিষ্যামীত্যাহ ত্বয়েতি ॥ ১৪ ॥

কৃতাগসং ত্বাং হন্তুং সমুপাগতেত্যন্বয়ঃ ॥ ১৫—১৭ ॥

হইবে ॥ ১৩ ॥ রে মূঢ়! তুমি স্ত্রীবধ্য বলিয়া পূজ্যতম সুরগণকে নিপীড়িত করিয়াছ, কিন্তু দুষ্টাত্মন্! তুমি স্ত্রীলোকের বধ্য বলিয়া ব্রহ্মার এই বরের গর্ব্ব আর করিও না ॥১৪॥ বিধাতার বাক্য পালন করা কর্ত্তব্য এই বিবেচনায় আমি অতুলনীয় নিত্য স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া পাপিষ্ঠ বলিয়াই তোমাকে নিহত করিতে এখানে আসিয়াছি ॥ ১৫ ॥ রে মূঢ়! যদি তোমার জীবনের বাসনা থাকে, তাহা হইলে স্বর্গরাজ্য ত্যাগ করিয়া পন্নগাবৃত পাতালে অথবা যেখানে ইচ্ছা গমন কর ॥ ১৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, দেবীর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই বলসমন্বিত সচিব-প্রবর হেতুযুক্ত-বাক্যে প্রত্যুত্তর করিল, হে দেবি! তুমি মদগর্ব্বিতা হইয়া স্ত্রীসদৃশ বাক্যই বলিয়াছ, তুমি স্ত্রীলোক, দৈত্যপতি বীর; সুতরাং তোমাদের উভয়ে যুদ্ধ কি প্রকারে হইবে? ইহা আমার নিতান্ত অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয় ॥১৭-১৮॥ তুমি কোমলাঙ্গী, নবযৌবনা বালা, বিশেষতঃ একাকিনী, আর মহিষ মহাকায়, সুতরাং তোমাদের সমর অসম্ভবনীয় ॥ ১৯ ॥ বিশেষতঃ

যদি ত্বাং পরুষং বাক্যং ব্রবীমি স্বল্পমপ্যহম্।
শৃঙ্গারে তদ্বিরুদ্ধং হি রসভঙ্গাদ্বিভেম্যহম্ ॥ ২২ ॥
রাজাস্মাকং সুররিপুর্ব্বর্ত্ততে ত্বয়ি ভক্তিমান্।
সাম্নৈবতু ময়া বাচ্যং দানযুক্তং তথা বচঃ ॥ ২৩ ॥
নোচেদ্ধন্ম্যহমদ্যৈব বাণেন ত্বাং মৃষাবদাম্।
মিথ্যাভিমানচতুরাং রূপযৌবনগর্ব্বিতাম্ ॥ ২৪ ॥
স্বামী মে মোহিতঃ শ্রুত্বা রূপং তে ভুবনাতিগম্।
তৎপ্রিয়ার্থং প্রিয়ং কামং বক্তব্যং ত্বয়ি যন্ময়া ॥ ২৫ ॥
রাজ্যং তব ধনং সর্ব্বং দাসস্তে মহিষঃ কিল।
কুরু ভাবং বিশালাক্ষি! ত্যক্ত্বা রোষং মৃতিপ্রদম্ ॥ ২৬ ॥
পতামি পাদয়োস্তেঽহং ভক্তিভাবেন ভামিনি!।
পট্টরাজ্ঞী মহারাজ্ঞো ভব শীঘ্রং শুচিস্মিতে! ॥ ২৭ ॥
ত্রৈলোক্যবিভবং সর্ব্বং প্রাপ্স্যসি ত্বমনাবিলম্।
সুখং সংসারজং সর্ব্বং মহিষস্য পরিগ্রহাৎ ॥ ২৮ ॥

স্ত্রীসদৃশমপ্রৌঢ়ম্ ॥ ১৮—২১ ॥
হি যতঃ শৃঙ্গারে পরুষং বাক্যং বিরুদ্ধং ভবতি। ততো রসভঙ্গাদ্বিভেমি ততো ন পরুষং বক্তুং শক্নোমীত্যর্থঃ ॥ ২২—২৮ ॥

তাঁহার হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি প্রভৃতি বিবিধ আয়ুধধারী অসংখ্য সৈন্য আছে ॥ ২০ ॥ অতএব হে বামোরু! করিরাজের যেমন মালতী পুষ্প মর্দ্দন করিতে কিছুমাত্র ক্লেশ বোধ হয় না, সেইরূপ তোমাকে সমরে বিনাশ করিতেও তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্রও শ্রম হইবে না। পরন্তু, যদি অল্পমাত্রও পরুষবাক্য তোমাকে বলি, তাহা হইলে উহা শৃঙ্গার রসের বিরুদ্ধ হয়, অতএব রস ভঙ্গের ভয়বশতঃ কোন কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতেও সমর্থ হইলাম না ॥২১-২২॥ আমাদিগের রাজা সুরশত্রু বটে, তথাপি তোমার একান্ত ভক্ত হইয়াছেন, অতএব সাম অথবা দানযুক্ত বাক্য বলাই উচিত ॥ ২৩ ॥ তাহা না হইলে তুমি যেরূপ বৃথা অভিমান ও রূপ যৌবনের গর্ব্ব এবং চতুরতা প্রকাশ পূর্ব্বক মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিলে তাহাতে আমি বাণ দ্বারা এখনি তোমাকে নিহত করিতাম ॥ ২৪ ॥ তোমার ভুবনাতীত রূপ শুনিয়া আমার প্রভু মোহিত হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার প্রিয়কামনায় তোমাকে যথেষ্ট-প্রিয়বাক্য বলাই আমার উচিত ॥ ২৫ ॥ বিশালনয়নে! রাজ্য ও সমস্ত ধনই তোমার, অধিক কি, মহিষও তোমার দাস হইবে, অতএব নিজের মরণপ্রদ রোষ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রতি সদ্ভাব স্থাপন কর ॥ ২৬ ॥ শুচিস্মিতে! আমি তোমার পাদযুগলে পতিত হইতেছি, তুমি

দেব্যুবাচ ।

শৃণু সচিব ! বক্ষ্যামি বাক্যানাং সারমুত্তমম্ ।
শাস্ত্রদৃষ্টেন মার্গেণ চাতুর্য্যমনুচিন্ত্য চ ॥ ২৯ ॥
মহিষস্য প্রধানস্ত্বং ময়া জ্ঞাতং ধিয়া কিল ।
পশুবুদ্ধিস্বভাবোঽসি বচনাত্তব সাম্প্রতম্ ॥ ৩০ ॥
মন্ত্রিণস্ত্বাদৃশা যস্য স কথং বুদ্ধিমান্ ভবেৎ ।
উভয়োঃ সদৃশো যোগঃ কৃতোঽয়ং বিধিনা কিল ॥ ৩১ ॥
যদুক্তং স্ত্রীস্বভাবাসি ত্বদ্বিচারয় মূঢ় ! কিম্ ।
পুমান্নাহং তৎস্বভাবাভবং স্ত্রীবেষধারিণী ॥ ৩২ ॥
যাচিতং মরণং পূর্ব্বং স্ত্রিয়া ত্বৎপ্রভুণা যথা ।
তস্মান্মন্যেঽতিমূর্খোঽসৌ ন বীররসবিত্তমঃ ॥ ৩৩ ॥
কামিন্যা মরণং ক্লীবরতিদং শূরদুঃখদম্ ।
প্রার্থিতং প্রভুণা তেন মহিষেণাত্মবুদ্ধিনা ॥ ৩৪ ॥

সচিব এব সাচিবঃ ॥ ২৯—৩১ ॥

যদুক্তং স্ত্রীস্বভাবেতি । যত্ত্বয়োক্তং মূঢ়স্ত্রীস্বভাবাসীতি তত্র বিচারয় কিমহং পুমান্নাস্মি তৎস্বভাবা পুরুষস্বভাবা কিং পুমান্নাহং মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপিণ্যা মম পুংপ্রকৃত্যুভয়াত্মকত্বাৎ পুরুষস্বভাবত্বমস্ত্যেব। নন্থ কিমর্থং তর্হি স্ত্রীবেষো ধৃত ইতি চেদ্দেবৈর্মহিষবধার্থং প্রার্থিতা স্ত্রীবেষাঽভবমিত্যাহ অভবং স্ত্রীবেষধারিণীতি ॥ ৩২ ॥

এখনি গিয়া মহারাজের পাটরাণী হও ॥ ২৭ ॥ ভামিনি ! তুমি মহিষের পত্নী হইলে ত্রৈলোক্যের যাবতীয় বিমল বিভব এবং সংসার জনিত অসীম সুখ এ সমস্তই প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই ॥ ২৮ ॥

দেবী বলিলেন, সচিব ! তোমার বাক্‌চাতুর্য্যের বিষয় চিন্তা করিয়া শাস্ত্রদৃষ্ট পথানুসারে তোমাকে সারগর্ভ উত্তম বাক্যই বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ২৯ ॥ সম্প্রতি তোমার বাক্যানুসারে আমি বুদ্ধি দ্বারা বিবেচনা করিয়া জানিলাম যে, তুমি মহিষের প্রধান কর্ম্মচারী পুরুষ, অতএব তোমার স্বভাব ও বুদ্ধি পশুসদৃশ ॥ ৩০ ॥ যাহার মন্ত্রী তোমার সদৃশ সে কিরূপে বুদ্ধিমান্ হইবে? তোমাদের উভয়ের এরূপ সদৃশ যোগ নিশ্চয়ই বিধাতা করিয়াছেন ॥ ৩১ ॥ মূঢ় ! তুমি যে আমাকে স্ত্রীস্বভাব বলিলে, তাহা কি বিচার করিয়া দেখিয়াছ ? যদিও আমি বস্তুত পুরুষ নহি, কিন্তু সেই পরম পুরুষস্বভাবা, কেবল স্ত্রীবেশধারিণী মাত্র ॥ ৩২ ॥ তোমার প্রভু পূর্ব্বে ব্রহ্মার নিকটে স্ত্রীলোক হইতে মরণ প্রার্থনা করিয়াছে, অতএব আমি বিবেচনা করি, সে অতিশয় মূর্খ এবং বীর রসের অনভিজ্ঞ ॥ ৩৩ ॥ কেননা, কামিনীর হস্তে মরণ বীরের ক্লেশদায়ক আর ক্লীবের সন্তোষজনক, দেখ তোমার প্রভু মহিষ আত্মবুদ্ধি

তস্মাৎ স্ত্রীরূপমাধায় কার্য্যং কর্ত্তুমুপাগতা।
কথং বিভেমি ত্বদ্বাক্যৈর্ধর্ম্মশাস্ত্রবিরোধকৈঃ॥ ৩৫॥
বিপরীতং যদা দৈবং তৃণং বজ্রসমং ভবেৎ।
বিধিশ্চেৎ সুমুখঃ কামং কুলিশং তূলবত্তদা॥ ৩৬॥
কিং সৈন্যৈরায়ুধৈঃ কিং বা প্রপঞ্চৈর্দুর্গসেবনৈঃ।
মরণং সাম্প্রতং যস্য তস্য সৈন্যৈস্তু কিং ফলম্॥ ৩৭॥
যদায়ং দেহসম্বন্ধো জীবস্য কালযোগতঃ।
তদৈব লিখিতং সর্ব্বং সুখং দুঃখং তথা মৃতিঃ॥ ৩৮॥
যস্য যেন প্রকারেণ মরণং দৈবনির্ম্মিতম্।
তস্য তেনৈব জায়েত নান্যথেতি বিনিশ্চয়ঃ॥ ৩৯॥
ব্রহ্মাদীনাং যথাকালে নাশোৎপত্তী বিনির্ম্মিতে।
তথৈব ভবতঃ কামং কিমন্যেষাং বিচার্য্যতে॥ ৪০॥
যে মৃত্যুধর্ম্মিণস্তেষাং বরদানেন দর্পিতাঃ।
মরিষ্যামো ন মন্যন্তে তে মূঢ়া মন্দচেতসঃ॥ ৪১॥

তদেবাহ যাচিতমিতি॥ ৩৩—৩৫॥
যদুক্তমেকাকিনীতি তত্রোত্তরমাহ বিপরীতমিতি॥ ৩৬—৩৭॥
কিঞ্চ তব মহিষাসুরান্ মম মৃত্যুর্যদি কল্পিতঃ স্যাত্তর্হি স ভবিষ্যত্যেব। তত্রাহমেকাকিনী স্যামপি চেৎ কিং সৈন্যযুতা চেদপি কিমিত্যাহ যদায়মিতি॥ ৩৮—৩৯॥
ননু মহিষাসুরস্য বরো ন্বিতে ততস্তস্য মরণাভাবাৎ কথং তং হনিষ্যসি ত্বং তত্রাহ ব্রহ্মাদীনামিতি। মহিষাসুরবুদ্ধ্যাহ ভবত ইতি॥ ৪০॥

অনুসারে কামিনীর হস্তেই মরণ প্রার্থনা করিয়াছে॥ ৩৪॥ তন্নিমিত্তই আমি স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া কার্য্যসাধন করিতে আসিয়াছি, অতএব শাস্ত্রবিরোধি তোমার বাক্যে আমি ভয় করিব কেন?॥ ৩৫॥ যখন দৈব প্রতিকূল হয়েন, তৎকালে তৃণও কুলিশ সদৃশ হয়, আর বিধি অনুকূল হইলে সেই বজ্রও আবার তূলার ন্যায় কোমল হইয়া থাকে॥ ৩৬॥ বিপুল সৈন্য বা আয়ুধরাশি কিম্বা বহুবিস্তীর্ণ সুদৃঢ় দুর্গ আশ্রয় করিলেই বা কি ইইতে পারে? মরণ যাহার নিকটবর্ত্তী, তাহার সৈন্যে কি ফলোদয় হইবে?॥ ৩৭॥ কালযোগে যখন এই জীবের দেহ সম্বন্ধ হয়, তখনই সুখ, দুঃখ ও মৃত্যু এ সমস্তই লিখিত হইয়া থাকে॥৩৮॥ যাহার যে প্রকারে মরণ দৈবকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার সেইরূপেই মৃত্যু হইবে, তাহার কখন অন্যথা হইবে না ইহাই স্থিরনিশ্চয় জানিবে॥ ৩৯॥ ব্রহ্মাদি দেবগণের যেরূপ যথাকালে নাশ ও উৎপত্তি বিহিত হইয়াছে, তোমরাও অবশ্য সেইরূপ হইবে, অন্যের বিচারে প্রয়োজন কি?॥ ৪০॥ যাহারা মৃত্যু ধর্ম্মের একান্ত বশবর্ত্তী, তাহাদের

তস্মাদ্গচ্ছ নৃপং ব্রূহি বচনং মম সত্বরম্।
যদাজ্ঞাপয়তে ভূপস্তৎ কর্ত্তব্যং ত্বয়া কিল ॥ ৪২ ॥
মঘবা স্বর্গমাপ্নোতু দেবাঃ সন্তু হবির্ভুজঃ।
যূয়ং প্রয়াত পাতালং যদি জীবিতুমিচ্ছথ ॥ ৪৩ ॥
অন্যথা চেন্মতির্ম্মন্দ ! মহিষস্য দুরাত্মনঃ।
তদ্যুধ্যস্ব ময়া সার্দ্ধং মরণায় কৃতাদরঃ ॥ ৪৪ ॥
মন্যসে সঙ্গরে ভগ্না দেবা বিষ্ণুপুরোগমাঃ।
দৈবং হি কারণং তত্র বরদানং প্রজাপতেঃ ॥ ৪৫ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি দেব্যা বচঃ শ্রুত্বা চিন্তয়ামাস দানবঃ।
কিং কর্ত্তব্যং ময়া যুদ্ধং গন্তব্যং বা নৃপং প্রতি ॥ ৪৬ ॥
বিবাহার্থমিহাজ্ঞপ্তো রাজ্ঞা কামাতুরেণ বৈ।
তৎকথং বিরসং কৃত্বা গচ্ছেয়ং নৃপসন্নিধৌ ॥ ৪৭ ॥
ইয়ং বুদ্ধিঃ সমীচীনা যদ্‌ব্রজামি কলিং বিনা।
যথাগতং তথা শীঘ্রং রাজ্ঞে সংবেদয়াম্যহম্ ॥ ৪৮ ॥

যে মৃত্যুধর্ম্মিণ ইতি। যে মৃত্যুধর্ম্মিণো দেবাস্তেষাং বরেণামৃতা ভবাম ইতি যে জানন্তি তে মূঢ়া ইত্যর্থঃ ॥ ৪১—৫১ ॥

বরদানে দর্পিত হইয়া যাহারা মনে করে যে, "আমরা মরিব না" তাহারা মূঢ় ও নিতান্ত মন্দবুদ্ধি ॥ ৪১ ॥ অতএব তুমি অবিলম্বে নৃপসন্নিধানে গিয়া আমার বাক্য বলিবে, পরে ভূপতি যাহা আজ্ঞা করিবেন, তুমি অবশ্যই তাহা করিবে ॥ ৪২ ॥ যদি জীবন রাখিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তোমরা পাতালপুরে প্রবেশ কর, আর ইন্দ্র স্বর্গরাজ্য এবং দেবগণ যজ্ঞীয় হবি লাভ করুন ॥ ৪৩ ॥ যদি দুরাত্মা মহিষের অন্য মতি হয়, তবে মরণের নিমিত্ত সোৎসুক হইয়া আমার সহিত সংগ্রাম করুক ॥ ৪৪ ॥ যদি মনে কর যে, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ সমরে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছেন, তাহাতে তোমাদের কিছুমাত্র পুরুষার্থ নাই, কেবল প্রজাপতির বরদানই তাহার দৈব কারণ ॥ ৪৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, দেবীর ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া দানব চিন্তা করিতে লাগিল ; যে আমার কি যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য ? অথবা মহিষের নিকট গমন করাই বিধেয় ? ॥ ৪৬ ॥ রাজা কামাতুর হইয়া বিবাহের নিমিত্ত আমাকে এই কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছেন, সেই কার্য্য বীরস করিয়া আমি কিরূপে রাজসন্নিধানে গমন করিব ? ॥ ৪৭ ॥ এখন যুদ্ধ না করিয়া রাজার নিকট যাওয়াই উচিত, অতএব যেরূপে আসিয়াছি সেইরূপ সত্বর গিয়া রাজাকে সমস্ত

স প্রমাণং পুনঃ কার্য্যে রাজা মতিমতাং বরঃ।
করিষ্যতি বিচার্য্যৈব সচিবৈর্নিপুণৈঃ সহ ॥ ৪৯ ॥
সহসা ন ময়া যুদ্ধং কর্ত্তব্যমনয়া সহ।
জয়ে পরাজয়ে বাপি ভূপতেরপ্রিয়ং ভবেৎ ॥ ৫০ ॥
যদি মাং সুন্দরী হন্যাদহং বা হন্মি তাং পুনঃ।
যেন কেনাপ্যুপায়েন স কুপ্যেৎ পার্থিবঃ কিল ॥ ৫১ ॥
তস্মাত্তত্রৈব গত্বাহং বোধয়িষ্যামি তং নৃপম্।
যথাদ্যাভিহিতং দেব্যা যথারুচি করোতু সঃ ॥ ৫২ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি সঞ্চিন্ত্য মেধাবী জগাম নৃপসন্নিধৌ।
প্রণম্য তমুবাচেদং কৃতাঞ্জলিরমাত্যজঃ ॥ ৫৩ ॥

মন্ত্র্যুবাচ।

রাজন্! দেবী বরারোহা সিংহস্যোপরিসংস্থিতা।
অষ্টাদশভুজা রম্যা বরায়ুধধরা পরা ॥ ৫৪ ॥
সা ময়োক্তা মহারাজ! মহিষং ভজ ভামিনি!।
মহিষী ভব রাজ্ঞস্ত্বং ত্রৈলোক্যাধিপতেঃ প্রিয়া ॥ ৫৫ ॥

দেব্যা ইত্যস্যাগ্রে তদনন্তরমিতি শেষঃ ॥ ৫২—৫৭ ॥

বিষয় নিবেদন করিব ॥ ৪৮॥ রাজা অদ্বিতীয় বুদ্ধিমান্ বিশেষত আমার প্রভু অতএব তিনি নিপুণ সচিবগণের সহিত বিচার করিয়া এ বিষয়ে যাহা বিহিত হয়, তাহাই করিবেন ॥ ৪৯॥ অতএব ইহাঁর সহিত সহসা সংগ্রাম করা আমার উচিত নহে, কারণ জয় বা পরাজয় উভয়ই ভূপতির অপ্রিয় হইবে ॥৫০॥ যদি এই সুন্দরী আমাকে নিহত করে, অথবা আমিই ইহাঁকে নিহত করি, ফলত যে কোন রূপেই হউক রাজা অবশ্যই আমার প্রতি কুপিত হইবেন ॥ ৫১ ॥ অতএব দেবী এখন যাহা বলিলেন, আমি সেখানে গিয়া নৃপতিকে জানাইব পরে তাঁহার যাহা অভিরুচি হয়, করিবেন ॥ ৫২ ॥

ব্যাস বলিলেন. সেই মেধাবী মন্ত্রিতনয় এইরূপ চিন্তা করিয়া নৃপতি সন্নিধানে গমন করিল, পরে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাহাকে বলিতে লাগিল ॥ ৫৩ ॥ রাজন্! সেই বরারোহা ভুবনমোহিনী মনোরমা দেবী অষ্টাদশ করে উত্তম আয়ুধ ধারণ করিয়া সিংহের উপরি অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৫৪ ॥ মহারাজ! আমি তাঁহাকে বলিলাম "ভামিনি! তুমি মহিষাসুরের প্রতি অনুরাগিণী হও; তাহা হইলে ত্রৈলোক্যাধিপতি রাজার প্রিয়তমা মহিষী

পট্টরাজ্ঞী ত্বমেবাস্য ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ।
স তবাজ্ঞাকরো জাতো বশবর্ত্তী ভবিষ্যতি ॥ ৫৬ ॥
ত্রৈলোক্যবিভবং ভুক্ত্বা চিরকালং বরাননে!।
মহিষং পতিমাসাদ্য যোষিতাং সুভগা ভব ॥ ৫৭ ॥
ইতি মদ্বচনং শ্রুত্বা সা স্ময়াবেশমোহিতা।
মামুবাচ বিশালাক্ষী স্মিতপূর্ব্বমিদং বচঃ ॥ ৫৮ ॥
মহিষীগর্ভসম্ভূতং পশূনামধমং কিল।
বলিং দাস্যাম্যহং দেব্যৈ সুরাণাং হিতকাম্যয়া ॥ ৫৯ ॥
কা মূঢ়া কামিনী লোকে মহিষং বৈ পতিং ভজেৎ।
মাদৃশী মন্দবুদ্ধে! কিং পশুভাবং ভজেদিহ ॥ ৬০ ॥
মহিষী মহিষং নাথং সশৃঙ্গা শৃঙ্গসংযুতম্।
কুরুতে ক্রন্দমানা বৈ নাহং তৎসদৃশী শঠা ॥ ৬১ ॥
করিষ্যেঽহং মৃধে যুদ্ধং হনিষ্যে ত্বাং সুরাপ্রিয়ম্।
গচ্ছ বা দুষ্ট! পাতালং জীবিতেচ্ছা যদস্তি তে ॥ ৬২ ॥
পরুষং তু তয়া বাক্যমিত্যুক্তং নৃপ! মত্তয়া।
তচ্ছ্রুত্বাহং সমায়াতঃ প্রতিচিন্ত্য পুনঃ পুনঃ ॥ ৬৩ ॥

(ইতিমদিতি। স্ময়োঽত্রাভিমানগর্ব্বস্তেনমোহিতাচ্ছন্নজ্ঞানা সত্যুবাচ, নোচেৎ ত্রৈলোক্যাধিপতিং ত্বাদৃশং বক্তুং কঃ সমর্থো ভবেদিতি ভাবঃ ॥৫৮—৬০॥
মহিষীতি। ক্রন্দমানা আক্রন্দমানা রত্যাবেশবশেন শব্দায়মানেত্যর্থঃ ॥ ৬১—৬৪ ॥)

হইবে ॥ ৫৫ ॥ তুমিই তাঁহার পাটরাণী হইবে তাহাতে সংশয় নাই, তিনি তোমার বশবর্ত্তী আজ্ঞাকর দাস হইয়া জীবন যাপন করিবেন ॥ ৫৬ ॥ বরাননে! মহিষকে পতি করিলে ত্রৈলোক্যের যাবতীয় বিভব চিরকাল ভোগ করিয়া তুমি রমণীগণের মধ্যে সৌভাগ্যবতী হইবে ॥ ৫৭ ॥ আমার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়াও অহঙ্কারে বিমোহিত হইয়া সেই বিশালাক্ষী ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে আমাকে বলিল যে, সে মহিষীর গর্ভসম্ভূত ও পশুর অধম; অতএব আমি সুরগণের হিতকামনায় তাহাকে দেবীর সম্মুখে বলিদান দিব ॥৫৮-৫৯॥ ইহলোকে এমন মন্দবুদ্ধি কামিনী কে আছে যে, মহিষকে পতিরূপে বরণ করিবে? মন্দবুদ্ধে! মাদৃশ স্ত্রীলোক কি পশুভাব অভিলাষ করে? ॥ ৬০ ॥ মহিষী শৃঙ্গসংযুতা সুতরাং সে শৃঙ্গারমদে প্রমত্ত হইয়া অব্যক্ত শব্দ করিতে করিতে সশৃঙ্গ-মহিষকে পতি করিতে পারে, কিন্তু আমি তাহার সদৃশী বা মূঢ়স্বভাবা নহি যে, তাহাকে পতি করিব ॥ ৬১ ॥ দুষ্ট! সমরাঙ্গণে যুদ্ধ করিয়া সেই সুরগণের অপ্রিয়কারী অসুরকে সংহার করিব, যদি তাহার

রসভঙ্গং বিচিন্ত্যৈব ন যুদ্ধং তু ময়া কৃতম্ ।
আজ্ঞাং বিনা তবাত্যন্তং কথং কুর্য্যাং বৃথোদ্যমম্ ॥ ৬৪ ॥
সাতীব চ বলোন্মত্তা বর্ত্ততে ভূপ ! ভামিনী ।
ভবিতব্যং ন জানামি কিং বা ভাবি ভবিষ্যতি ॥ ৬৫ ॥
কার্য্যেঽস্মিংস্ত্বং প্রমাণং নো মন্ত্রোঽতীব দুরাসদঃ ।
যুদ্ধং পলায়নং শ্রেয়ো ন জানেঽহং বিনিশ্চয়ম্ ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌দেবীভাগবতে মহাপুরাণে পঞ্চমস্কন্ধে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দূতসংবাদকীর্ত্তনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

(সাতীবেতি । ভাবি ভবিতব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৬৫ ॥
কার্য্য ইতি । ত্বমেব প্রমাণং কার্য্যনিয়ন্তেতি যাবৎ ॥ ৬৬ ॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

জীবনের ইচ্ছা থাকে তবে পাতালে পলায়ন করুক ॥ ৬২ ॥ রাজন্ ! সে মত্ত হইয়া এইরূপ কর্কশ বাক্য বলিলে, আমি তাহা শ্রবণ করিয়া প্রতিকার চিন্তা করিতে করিতে আপনার নিকট আসিয়াছি ॥৬৩॥ মহারাজ ! রসভঙ্গ হইবার আশঙ্কায় আমি যুদ্ধ করি নাই, বিশেষত আপনার আজ্ঞাব্যতীত অধিকতর নিরর্থক উৎসাহ কিরূপে করিব ? ॥ ৬৪ ॥ হে মহীপাল ! সেই ভামিনী নিজবলমদে অতিশয় উন্মত্ত হইয়া রহিয়াছে, ভবিতব্যতা যে কি তাহা জানি না, অথবা যাহা হইবার তাহা অবশ্যই হইবে ॥ ৬৫ ॥ এ বিষয়ে আপনিই একমাত্র প্রভু ; অতএব আপনি যাহা বলিবেন আমরা তাহাই করিব । কিন্তু ইহার মন্ত্রণা অতীব দুষ্কর ; সুতরাং যুদ্ধ করা শ্রেয় অথবা পলায়ন করা শ্রেয় ইহার আমি কিছুই নিশ্চয় করিতে পারি নাই ॥ ৬৬ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ
শ্রীমদ্‌দেবীভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে দূতসংবাদ নামক
দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা মহিষো মদবিহ্বলঃ ।
মন্ত্রিবৃদ্ধান্ সমাহূয় রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ১ ॥

রাজোবাচ ।

মন্ত্রিণঃ ! কিঞ্চ কর্ত্তব্যং বিশ্রব্ধং ব্রূত মা চিরম্ ।
আগতা দেববিহিতা মায়েয়ং শাম্বরীব কিম্ ॥ ২ ॥
কার্য্যেঽস্মিন্নিপুণা যূয়মুপায়েষু বিচক্ষণাঃ ।
সামাদিষু চ কর্ত্তব্যঃ কোঽত্র মহ্যং ব্রুবন্তু চ ॥ ৩ ॥

মন্ত্রিণ ঊচুঃ ।

সত্যং সদৈব বক্তব্যং প্রিয়ঞ্চ নৃপসত্তম ! ।
কার্য্যং হিতকরং নূনং বিচার্য্য বিবুধৈঃ কিল ॥ ৪ ॥
সত্যঞ্চ হিতকৃদ্রাজন্ ! প্রিয়ঞ্চাহিতকৃদ্ভবেৎ ।
যথৌষধং নৃণাং লোকে হ্যপ্রিয়ং রোগনাশনম্ ॥ ৫ ॥

সপ্তমস্তিদোষকর্বৈর্মহিষাসুরসংসদি ।
বিমৃশ্য তাম্রদূতস্য প্রেষিতশ্চেতি কীর্ত্যতে ॥

ইত্থং পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে মন্ত্রিবর্য্যভাষণমুপক্রম্য তদুত্তরং জাতং বৃত্তমাহ ইতি তস্যেতি ॥ ১ ॥
বিশ্রব্ধং নিশ্চিতম্ ॥ ২ ॥
সামাদিষূপায়েষু ক উপায় ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥
সত্যমিতি। বক্তব্যং হি দ্বিবিধং সত্যং প্রিয়ঞ্চেত্যর্থঃ । তয়োর্মধ্যে একং বিবুধৈর্হিতকরং বিচার্য্য কার্য্যং স্বীকার্য্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥
কিং তদ্ধিতকরং তৎ স্বয়মেবাহুঃ সত্যঞ্চেতি । প্রিয়ঞ্চাহিতকৃদিতি । সত্যমুচ্যতে চেদ্রাজ্ঞঃ ক্রোধো ভবিষ্যতীতি ভিয়া রাজ্ঞো হিতকরমপি সত্যং বাক্যং হিত্বা তন্মনোরঞ্জনায়াসত্যং

ব্যাস বলিলেন, মদমোহিত রাজা মহিষাসুর দূতের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে বৃদ্ধ মন্ত্রিদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন ॥ ১ ॥ মন্ত্রিবর্গ ! এক্ষণে আমার কর্ত্তব্য কি ? আপনারা তাহা নিশ্চয় করিয়া সত্বর ব্যক্ত করুন ? এই দেবী শম্বরাসুরের মায়ার ন্যায় দেবগণকর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াই কি এখানে আসিয়াছে ? আপনারা সামাদি চতুর্ব্বিধ উপায়-প্রয়োগে বিচক্ষণ এবং উপস্থিত মন্ত্রণাকার্য্যেও নিপুণ ; অতএব, এক্ষণে সাম দান ভেদ ও দণ্ড এই উপায় চতুষ্টয়ের মধ্যে কোন্ উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, তাহা আমাকে বলুন ॥ ২—৩ ॥

সত্যস্য শ্রোতা মন্তা চ দুর্লভঃ পৃথিবীপতে!।
বক্তাপি দুর্লভঃ কামং বহবশ্চাটুভাষকাঃ ॥ ৬ ॥
কথং ব্রূমোঽত্র নৃপতে! বিচারে গহনে ত্বিহ।
শুভং বাপ্যশুভং বাপি কো বেত্তি ভুবনত্রয়ে ॥ ৭ ॥

রাজোবাচ।

স্বস্বমত্যনুসারেণ ব্রুবন্ত্বদ্য পৃথক্ পৃথক্।
যেষাং হি যাদৃশো ভাবস্তচ্ছ্রুত্বা চিন্তয়াম্যহম্ ॥ ৮ ॥
বহূনাং মতমাজ্ঞায় বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
যচ্ছ্রেয়স্তদ্ধি কর্ত্তব্যং কার্য্যং কার্য্যবিচক্ষণৈঃ ॥ ৯ ॥

ব্যাস উবাচ।

তস্যৈবং বচনং শ্রুত্বা বিরূপাক্ষো মহাবলঃ।
উবাচ তরসা বাক্যং রঞ্জয়ন্ পৃথিবীপতিম্ ॥ ১০ ॥

বিরূপাক্ষ উবাচ।

রাজমারী বরাকীয়ং সা ব্রূতে মদগর্ব্বিতা।
বিভীষিকামাত্রমিদং জ্ঞাতব্যং বচনং ত্বয়া ॥ ১১ ॥

কার্য্যনাশকরঞ্চ যন্মিষ্টং তদ্বক্তব্যং তদেতদত্র প্রিয়পদবাচ্যং তচ্চাহিতকৃদেব ভবেৎ। তদ্ভিন্নমপ্রিয়ং সত্যং বাক্যং হিতকৃদিতি ভাবঃ। তত্র দৃষ্টান্তমাহ। যথৌষধমিতি ॥ ৫ ॥
চাটুভাষকাঃ মনোহমুকূলবক্তারঃ ॥ ৬—১২ ॥

মন্ত্রিগণ বলিলেন, নৃপসত্তম! সত্য এবং প্রিয়কথা সর্ব্বদাই বলা উচিত, তাহার মধ্যে যাহা হিতকর, পণ্ডিতেরা বিচার করিয়া তাহাই স্বীকার করেন ॥ ৪ ॥ রাজন্! ইহলোকে ঔষধ যেমন মনুষ্যগণের অপ্রিয় হইলেও রোগ বিনাশ করে, সেইরূপ সত্যবাক্য অপ্রিয় হইলেও হিতকর কিন্তু কেবল মাত্র প্রিয়বাক্য অহিতকর হইয়া থাকে ॥৫॥ হে পৃথিবীপতে! সত্যবাক্য শ্রবণ ও অনুমোদন করে, এই উভয় প্রকার লোকই দুর্লভ; আর সত্যবক্তা ব্যক্তিও অত্যন্ত দুর্লভ; যেহেতু ইহলোকে চাটুবাদীই অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায় ॥ ৬ ॥ নরনাথ! শুভ বা অশুভ কি, এই ত্রিলোকমধ্যে তাহা কে বিদিত আছে? অতএব, এই দুরূহ বিচার বিষয়ের নির্ণয় আমরা কি প্রকারে বলিব ॥ ৭ ॥

রাজা বলিলেন, আপনারা স্বীয় বুদ্ধি-অনুসারে যাহার যেরূপ অভিপ্রায়, তাহা পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্ত করুন, সেই সমস্ত শ্রবণ করিয়া আমি বিবেচনা করিব ॥ ৮ ॥ কারণ, বহুলোকের মত সর্ব্বতোভাবে অবগত হইয়া বার বার বিচার করত যাহা শ্রেয়স্কর হয়, কার্য্যকুশল ব্যক্তিগণের সেই কার্য্যই কর্ত্তব্য জানিবেন ॥ ৯ ॥

কো বিভেতি স্ত্রিয়া বাক্যকটুকৈ রণদুর্ম্মদৈঃ।
অনৃতং সাহসঞ্চেতি জানন্নারীবিচেষ্টিতম্ ॥ ১২ ॥
জিত্বা ত্রিভুবনং রাজন্নদ্য কান্তাভয়েন বৈ।
দীনত্বেঽপ্যযশো নূনং বীরস্য ভুবনে ভবেৎ ॥ ১৩ ॥
তস্মাদ্ যাম্যহমেকাকী যুদ্ধায় চণ্ডিকাম্প্রতি।
হনিষ্যে তাং মহারাজ! নির্ভয়ো ভব সাম্প্রতম্ ॥ ১৪ ॥
সেনাবৃতোঽহং গত্বা তাং শস্ত্রাস্ত্রৈর্ব্বিবিধৈঃ কিল।
নিষূদয়ামি দুর্ম্মর্ষাং চণ্ডিকাং চণ্ডবিক্রমাম্ ॥ ১৫ ॥
বদ্ধা সর্পময়ৈঃ পাশৈরানয়িষ্যে তবান্তিকম্।
বশগা তু সদা তে স্যাৎ পশ্য রাজন্! বলং মম ॥ ১৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

বিরূপাক্ষবচঃ শ্রুত্বা দুর্দ্ধরো বাক্যমব্রবীৎ।
সত্যমুক্তং বচো রাজন্! বিরূপাক্ষেণ ধীমতা ॥ ১৭ ॥

দীনত্বে স্বীকৃতে ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥
যামি গচ্ছামীত্যর্থঃ ॥ ১৪—১৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, তাহার এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক মহাবল বিরূপাক্ষ সত্বর হইয়া ভূপতির মনোরঞ্জনকর বাক্য বলিতে আরম্ভ করিল ॥ ১০ ॥ রাজন্! আপনি নিশ্চয় জানিবেন সেই সামান্যা নারী মদগর্ব্বিত হইয়া যাহা বলিয়াছে, তাহা বিভীষিকা মাত্র ॥ ১১ ॥ স্ত্রীলোকের চেষ্টা ও সাহস নিরর্থক ইহা ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছে, সুতরাং কোন্ ব্যক্তি স্ত্রীলোকের রণশ্লাঘাকর কটুবাক্যে ভয় করিয়া থাকে ॥ ১২ ॥ রাজন্! আপনি বীরদর্পে ত্রিভুবন জয় করিয়া এখন অবলা কামিনীর ভয়ে হীনতা স্বীকার করিলে সংসারে আপনার অত্যন্তই অযশ হইবে ॥১৩॥ অতএব, মহারাজ! আমি একাকীই চণ্ডিকার সহিত যুদ্ধ করিতে যাইব, এবং আমিই তাহাকে বধ করিব; আপনি এক্ষণে নির্ভয়ে অবস্থিতি করুন ॥ ১৪ ॥ রাজন্! আপনি আমার পরাক্রম দর্শন করুন; (আমি সেনা সমভিব্যাহারে গমন করিয়া বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা সেই চণ্ডবিক্রমা দুর্ম্মদা চণ্ডিকাকে নিপাতিত করিব অথবা সর্পময় পাশ দ্বারা বন্ধন করিয়া তাহাকে আপনার নিকট আনিয়া দিব, তাহা হইলেই সেই নিরুপায়া নারী সর্ব্বদাই আপনার বশবর্ত্তিনী হইয়া থাকিবে সন্দেহ নাই) ॥ ১৫—১৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, বিরূপাক্ষের ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া দুর্দ্ধর বলিল, রাজন্! বিরূপাক্ষ অতীব বুদ্ধিমান্, সুতরাং ইনি যাহা বলিয়াছেন তাহা যুক্তিসঙ্গত ও সত্য। রাজন্! আপনি বুদ্ধিমান্ সুতরাং আমারও যথার্থ বচন শ্রবণ করুন। আমি অনুমান দ্বারা সেই সুদতী রম-

মমাপি বচনং শ্লক্ষ্ণং শ্রোতব্যং ধীমতা ত্বয়া।
কামাতুরৈষা সুদতী লক্ষ্যতেঽপ্যনুমানতঃ ॥ ১৮ ॥
ভবত্যেবংবিধা কামং নায়িকা রূপগর্ব্বিতা।
ভীষয়িত্বা বরারোহা ত্বাং বশে কর্ত্তুমিচ্ছতি ॥
হাবোঽয়ং মানিনীনাং বৈ তং বেত্তি রসবিত্তমঃ ॥ ১৯ ॥
বক্রোক্তিরেষা কামিন্যাঃ প্রিয়ং প্রতি পরায়ণম্।
বেত্তি কোঽপি নরঃ কামং কামশাস্ত্রবিচক্ষণঃ ॥ ২০ ॥
যদুক্তং মাম বাণৈস্ত্বাং বধিষ্যে রণমূর্দ্ধনি।
হেতুগর্ভমিদং বাক্যং জ্ঞাতব্যং হেতুবিত্তমৈঃ ॥ ২১ ॥
বাণাস্তু মানিনীনাং বৈ কটাক্ষা এব বিশ্রুতাঃ।
পুষ্পাঞ্জলিময়াশ্চান্যে ব্যঙ্গ্যানি বচনানি চ ॥ ২২ ॥
কা শক্তিরন্যবাণানাং প্রেরণে ত্বয়ি পার্থিব!।
তাদৃশীনাং ন সা শক্তির্ব্রহ্মবিষ্ণুহরাদিষু ॥ ২৩ ॥

হাবোঽয়মিতি। যো রসবিত্তমঃ। স যোঽয়ং মানিনীনাং হাবস্তং বেত্তি ॥ ১৯ ॥
বক্রোক্তিরিতি। কামিন্যা বক্রোক্তিঃ। প্রিয়ং প্রতি পুরুষং প্রতি পরায়ণং ভবতি। সুখাশ্রয়ভূতা ভবতি। স্ত্রিয়ো হৃদ্যং ন সর্ব্বে জানন্তি কিন্তু কোঽপি চতুরঃ। কামশাস্ত্রবিচক্ষণ এব জানাতীত্যাহ বেত্তীতি ॥ ২০ ॥
তর্হি ত্বমেব তৎ হৃদয়বেত্তাসি ততস্তদ্বাক্যার্থং বর্ণয়েতি চেত্তদাহ যদুক্তমিতি। হেতুগর্ভমিতি। কারণগর্ভং তাৎপর্য্যান্তরবিশিষ্টমিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥
কিং তত্তাৎপর্য্যান্তরং তদাহ বাণাস্ত্বিতি। ন প্রসিদ্ধা বাণা অত্র বিবক্ষিতাঃ। কিন্তু কটাক্ষাঃ। পুষ্পাঞ্জলিময়া ইতি। যথা কটাক্ষাঃ পূর্ব্বোক্তাভিপ্রায়াস্তথা পুষ্পাঞ্জলিময়া ব্যঙ্গবচনানি নর্ম্মোক্তয়শ্চ বাণা ইত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

নীকে কামাতুরা বলিয়া বোধ করি ॥ ১৭—১৮ ॥ কারণ, সেই নিতম্বিনী ভয় প্রদর্শন করিয়া আপনাকে বশীভূত করিতে বাসনা করিয়াছে; বস্তুত রূপগর্ব্বিতা নায়িকারা প্রায়ই কামাতুরা হইয়া এইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে। মানিনীদিগের এরূপ ব্যবহারকে হাব বলিয়া থাকে, যাহারা অতিশয় রসজ্ঞ, তাঁহারাই ইহা জানিতে পারেন ॥ ১৯ ॥ কামিনীগণের এই বক্রোক্তিই প্রিয় পুরুষগণের আকর্ষণবিষয়ে প্রধান কারণ হইয়া থাকে; যে সকল ব্যক্তি কামশাস্ত্রে বিচক্ষণ, তন্মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি কেবল এই বিষয় উত্তমরূপে বিদিত হইতে পারেন ॥২০॥ রাজন্! সেই কামিনী বলিয়াছে, 'তোমাকে সম্মুখ সমরে বাণদ্বারা বধ করিব' ইহার তাৎপর্য্য পৃথক্; যে সকল বুধগণ হেতুবিদ্যায় নিপুণ, তাঁহারাই ইহা হেতুগর্ভ বলিয়া জানিতে পারেন ॥ ২১ ॥ দেখুন মানিনীদিগের অন্য কোন বাণ নাই, কেবল কটাক্ষবাণই প্রসিদ্ধ; আর অভিপ্রায়ব্যঞ্জক নর্ম্মার্থ বচনাবলিই পুষ্পময় দ্বিতীয় বাণ ॥ ২২ ॥

তয়োক্তং নেত্রবাণৈস্তং হনিষ্যে মন্দ ! পার্থিবম্।
বিপরীতং পরিজ্ঞাতং তেনারসবিদা কিল ॥ ২৪ ॥
পাতয়িষ্যামি শয্যায়াং রণমধ্যাং পতিং তব।
বিপরীতরতিক্রীড়াভাষণং জ্ঞেয়মেব তৎ ॥ ২৫ ॥
করিষ্যে বিগতপ্রাণং যদুক্তং বচনং তয়া।
বীর্য্যং প্রাণা ইতি প্রোক্তং তদ্বিহীনং ন চান্যথা ॥ ২৬ ॥
ব্যঙ্গ্যাধিক্যেন বাক্যেন বরয়ন্ত্যুত্তমা নৃপ !।
তদ্বৈ বিচারতো জ্ঞেয়ং রসগ্রন্থবিচক্ষণৈঃ ॥ ২৭ ॥
ইতি জ্ঞাত্বা মহারাজ ! কর্ত্তব্যং রসসংযুতম্।
সামদানদ্বয়ং তস্যা নান্যোপায়োঽস্তি ভূপতে ! ॥ ২৮ ॥
রুষ্টা বা গর্ব্বিতা বাপি বশগা মানিনী ভবেৎ।
তাদৃশৈর্মধুরৈর্ব্বাক্যৈরানয়িষ্যে তবান্তিকম্ ॥ ২৯ ॥

ননু মুখ্যবাণাঃ কুতো নাত্র বিবক্ষিতা ইতি চেদসম্ভবান্ন তেঽত্র বিবক্ষিতা ইত্যাহ কা শক্তিরিতি। তাদৃশীনাং শৃঙ্গারবতীনাং স্ত্রীণামস্ত্রবাণানাং প্রেরণে কা শক্তিঃ কিং শব্দঃ ক্ষেপার্থঃ নৈব শক্তিরিত্যর্থঃ। যা শক্তির্ব্রহ্মবিষ্ণুহরাদিষু নাস্তি তস্মাদ্যত্তয়োক্তং বাণৈস্তং বধিষ্যে ইতি তস্যায়মভিপ্রায় ইত্যাহ ॥ ২৩—২৪ ॥

যচ্চ তয়োক্তং তব পতিং মহিষাসুরং রণে শয্যায়াং রণরূপায়াং শয্যায়াং পাতয়িষ্যামীতি। তস্যায়মভিপ্রায় ইত্যাহ বিপরীতরতীতি ॥ ২৫ ॥

যচ্চ তয়োক্তং করিষ্যে বিগতপ্রাণমিতি তস্যায়মভিপ্রায় ইত্যাহ বীর্য্যং প্রাণা ইতি। তদ্বিহীনং বীর্য্যবিহীনং করিষ্যামীত্যেব তদ্বচনার্থঃ ॥ ২৬ ॥

হে পার্থিব ! আপনার উপর শায়কনিক্ষেপ করিতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরেরও শক্তি নাই, সুতরাং তাদৃশী শৃঙ্গারবতী অবলা কামিনীদিগের প্রকৃতবাণ-প্রেরণের সামর্থ্য কি ? ॥ ২৩ ॥ রাজন্ ! সেই রমণী বলিয়াছে, 'মন্দ ! তোমার রাজাকে নয়নবাণে নিহত করিব'; কিন্তু দূতের রসজ্ঞান নাই সুতরাং সে বিপরীত জ্ঞান করিয়াছে সন্দেহ নাই ॥ ২৪ ॥ সেই কামনিপুণা কামিনী আরও ব্যক্ত করিয়াছে যে, তোমার পতিকে রণময়ী শয্যায় নিপাতিত করিব, ইহা নিশ্চয়ই বিপরীত রতিক্রীড়ার অভিপ্রায়ে কথিত হইয়াছে সন্দেহ নাই ॥ ২৫ ॥ সেই সুন্দরী বলিয়াছে যে, তাহার প্রাণ হরণ করিব; রাজন্ ! এ বিষয়েও বিবেচনা করিয়া দেখুন বীর্য্যই প্রাণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে; অতএব, সেই রমণী আপনাকে বীর্য্যবিহীন করিবে এই অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করিয়াছে, অন্য কোন অভিপ্রায় নাই ॥ ২৬ ॥ হে নৃপ ! উত্তমা অঙ্গনাগণ ব্যঙ্গ্যাধিক বাক্যেই প্রিয় ব্যক্তিকে বরণ করিয়া থাকে। আমি যাহা বলিলাম রসশাস্ত্রে নিপুণ পণ্ডিতগণ বিচার করিয়া ইহা জানিতে পারিবেন ॥ ২৭ ॥ মহারাজ !

কিং বহূক্তেন মে রাজন্! কর্ত্তব্যা বশবর্ত্তিনী।
গত্বা ময়াধুনৈবেয়ং কিঙ্করীব সদৈব তে ॥ ৩০ ॥
ব্যাস উবাচ।
ইত্থং নিশম্য তদ্বাক্যং তাম্রস্তত্ত্ববিচক্ষণঃ।
উবাচ বচনং রাজন্! নিশাময় ময়োদিতম্ ॥ ৩১ ॥
হেতুমদ্ধর্ম্মসহিতং রসযুক্তং নয়াম্বিতম্ ॥ ৩২ ॥
নৈষা কামাতুরা বালা নাঙ্গুরক্তা বিচক্ষণা।
ব্যঙ্গ্যানি নৈব বাক্যানি তয়োক্তানি তু মানদ! ॥ ৩৩ ॥
চিত্রমত্র মহাবাহো! যদেকা বরবর্ণিনী।
নিরালম্বা সমায়াতি চিত্ররূপা মনোহরা ॥ ৩৪ ॥
অষ্টাদশভুজা নারী ন শ্রুতা ন চ বীক্ষিতা।
কেনাপি ত্রিষু লোকেষু পরাক্রমবতী শুভা ॥ ৩৫ ॥
আয়ুধান্যপি তাবন্তি ধৃতানি বলবন্তি চ।
বিপরীতমিদং মন্যে সর্ব্বং কালকৃতং নৃপ! ॥ ৩৬ ॥

এতাদৃশব্যঙ্গ্যাধিক্যেন নর্ম্মোক্ত্যাধিক্যেন বাক্যেন সাতু্যত্তমা কামিনী ত্বাং বরয়তীতি যন্ময়োচ্যতে তদ্বৈ রসগ্রন্থবিচক্ষণৈঃ শৃঙ্গারশাস্ত্রনিপুণৈর্ব্বিচারতো জ্ঞেয়ং নিশ্চেতব্যমিত্যর্থঃ ॥ ২৭—৩৬ ॥

আপনি ইহা অবগত হইয়া সেই কামিনীর প্রতি সরস ব্যবহার করিবেন। ভূপতে! সাম ও দান ভিন্ন তাহাকে বাধ্য করিবার অন্য আর উপায় নাই ॥ ২৮ ॥ সেই মানিনী গর্ব্বিতাই হউক আর রুষ্টাই হউক ইহাতে অবশ্যই বশীভূতা হইবে। রাজন্! আমার অধিক বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই, আমি এখনি গিয়া তাদৃশ মধুর বাক্যে তাহাকে আপনার নিকট আনয়ন করিব; অধিক কি, তাহাকে কিঙ্করীর ন্যায় নিয়ত আপনার বশবর্ত্তিনী করিয়া দিব ॥ ২৯—৩০ ॥

ব্যাস বলিলেন, দুর্দ্ধরের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কার্য্যকুশল তাম্র বলিল, রাজন্! আমি হেতুসমন্বিত সরস এবং ধর্ম্মসম্মত নীতিবাক্য বলিতেছি শ্রবণ করুন ॥৩১—৩২॥ হে মানদ! সেই বুদ্ধিমতী রমণী কামাতুরা বা আপনার প্রতি অনুরক্তা নহে এবং সেই রমণী আপনার প্রতি ব্যঙ্গ বাক্যও প্রয়োগ করে নাই ॥ ৩৩ ॥ মহারাজ! সেই বিচিত্ররূপা মনোহারিণী বরবর্ণিনী রমণী যে নিরাশ্রয়া এবং একাকিনী হইয়াও এখানে যুদ্ধবাসনায় আসিয়াছে ইহাই অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় ॥ ৩৪ ॥ রমণীগণ দ্বিভুজা হইয়া থাকে কিন্তু এই রমণী অষ্টাদশভুজা আবার এই অষ্টাদশ করের প্রত্যেক করেই উত্তম উত্তম অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিয়া পরাক্রম

স্বপ্নানি দুর্নিমিত্তানি ময়া দৃষ্টানি বৈ নিশি।
তেন জানাম্যহং নূনং বৈশসং সমুপাগতম্ ॥ ৩৭ ॥
কৃষ্ণাম্বরধরা নারী রুদতী চ গৃহাঙ্গণে।
দৃষ্টা স্বপ্নেঽপ্যুষঃকালে চিন্তিতব্যস্তদত্যয়ঃ ॥ ৩৮ ॥
বিকৃতাঃ পক্ষিণো রাত্রৌ রোরুবন্তি গৃহে গৃহে।
উৎপাতা বিবিধা রাজন্! প্রভবন্তি গৃহে গৃহে ॥ ৩৯ ॥
তেন জানাম্যহং নূনং কারণং কিঞ্চিদেব হি।
যত্ত্বাং প্রার্থয়তে বালা যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়া ॥ ৪০ ॥
নৈষাস্তি মানুষী নো বা গান্ধর্ব্বী ন তথাসুরী।
দেবৈঃ কৃতেয়ং জ্ঞাতব্যা মায়া মোহকরী বিভো! ॥ ৪১ ॥
কাতরত্বং ন কর্ত্তব্যং মমৈতন্মতমিত্যলম্।
কর্ত্তব্যং সর্ব্বথা যুদ্ধং যদ্ভাব্যং তদ্ভবিষ্যতি ॥ ৪২ ॥
কো বেদ দৈবকর্ত্তব্যং শুভং বাপ্যশুভং তথা।
অবলম্ব্য ধিয়া ধৈর্য্যং স্থাতব্যং বৈ বিচক্ষণৈঃ ॥ ৪৩ ॥

তেন: স্বপ্নেন ॥ ৩৭ ॥
তদত্যয় ইতি তদত্যয়ো ধ্বংসো নিয়তং চিন্তিতব্য ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮—৩৯ ॥
তেনেতি। তেন দুঃস্বপ্নাদিনা কিঞ্চিদঙ্গদেব কারণমস্মাকং মরণরূপমস্যা অবতারস্য জানামি অনুমিনোমীত্যর্থঃ। কিঞ্চ ত্বৎপ্রত্যক্ষতোঽপীদং নিশ্চীয়ত ইত্যাহ। যত্ত্বামিতি ॥৪০॥

প্রকাশে উদ্যতা। মহারাজ! এরূপ রমণী ত্রিলোকমধ্যে কখন দেখিও নাই বা কখন শুনিও নাই; অতএব, এই সমস্তই কালের বিপরীত কার্য্য বলিয়াই প্রতীতি হইতেছে ॥৩৫—৩৬॥ মহারাজ! আমি রাত্রিযোগে দুর্নিমিত্ত স্বপ্নসকল নিরীক্ষণ করিয়াছি তাহাতে আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, নিকটে ঘোর বিপদ্ উপস্থিত ॥ ৩৭ ॥ আমি উষাকালে স্বপ্নে দেখিলাম যে, এক রমণী কৃষ্ণবসন পরিধান করিয়া গৃহাঙ্গণে রোদন করিতেছে, ইহাতে বোধ হয় আপনার অমঙ্গল উপস্থিত হইবে ॥ ৩৮ ॥ রাজন্! রাত্রিকালে পক্ষিসকল গৃহে গৃহে বিকট রবে চীৎকার করিতেছে এবং সকল গৃহেই বিবিধ উৎপাত প্রাদুর্ভূত হইতেছে, বিশেষত এই সময়ে এই বালা যুদ্ধের নিমিত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞা হইয়া আপনাকে আহ্বান করিতেছে, ইহাতে অনুমান করি যে, ইহার অবশ্যই কোনও নিগূঢ় কারণ আছে ॥ ৩৯—৪০ ॥ বিভো! এই রমণী মানবী বা গন্ধর্ব্বকামিনী অথবা অসুরপত্নী নহে। কেবল আমাদের মোহ উৎপাদন করিবার নিমিত্তই দেবতারা এই মায়ারূপিণীকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন ॥৪১॥ হে রাজেন্দ্র! কাতরতা অবলম্বন করা উচিত নহে, সর্ব্বতোভাবে যুদ্ধ করাই বিধেয়; যাহা হইবার তাহা অবশ্যই হইবে ইহাই আমার নিশ্চিত অভিপ্রায় ॥ ৪২ ॥ শুভই হউক আর অশুভই হউক,

জীবিতং মরণং পুংসাং দৈবাধীনং নরাধিপ ! ।
কোঽপি নৈবান্যথা কর্ত্তুং সমর্থো ভুবনত্রয়ে ॥ ৪৪ ॥

মহিষ উবাচ।

গচ্ছ তাম্র ! মহাভাগ ! যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ।
তামানয় বরারোহাং জিত্বা ধর্ম্মেণ মানিনীম্ ॥ ৪৫ ॥
ন ভবেদ্বশগা নারী সংগ্রামে যদি সা তব।
হন্তব্যা নান্যথা কামং মাননীয়া প্রযত্নতঃ ॥ ৪৬ ॥
বীরস্ত্বমসি সর্ব্বজ্ঞ ! কামশাস্ত্রবিশারদঃ।
যেন কেনাপ্যুপায়েন জেতব্যা বরবর্ণিনী ॥ ৪৭ ॥
ত্বরন্ বীর মহাবাহো ! সৈন্যেন মহতা বৃতঃ।
তত্র গত্বা ত্বয়া জ্ঞেয়া বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৪৮ ॥
কিমর্থমাগতা চেয়ং জ্ঞাতব্যং তদ্ধি কারণম্।
কামাদ্বা বৈরভাবাচ্চ মায়া কস্যেয়মিত্যুত ॥ ৪৯ ॥
আদৌ তন্নিশ্চয়ং কৃত্বা জ্ঞাতব্যং তচ্চিকীর্ষিতম্।
পশ্চাদ্যুদ্ধং প্রকর্ত্তব্যং যথাযোগ্যং যথাবলম্ ॥ ৫০ ॥

নম্বনয়া কথং মম বধো ভবিষ্যতীতি অত্রাহ নৈষাস্তীতি। বিলক্ষণশক্তিমত্ত্বাত্তবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৪১—৪৫ ॥

দেবতাগণের কার্য্য কেহই বিদিত হইতে পারে না; অতএব বুদ্ধিমান্ পুরুষগণের বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া স্থির থাকাই উচিত ॥ ৪৩ ॥ নরাধিপ ! পুরুষের জীবন বা মরণ দৈবাধীন, সুতরাং ত্রিভুবনে কেহই তাহা অন্যথা করিতে সমর্থ নহে ॥ ৪৪ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া মহিষাসুর বলিল, মহাভাগ তাম্র ! তুমি যুদ্ধের নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হইয়া সেই রমণীর নিকট গমন কর আর সেই বরারোহা মানিনীকে ধর্ম্মানুসারে জয় করিয়া আমার নিকট আনয়ন কর ॥ ৪৫ ॥ যদি সেই নারী সংগ্রামে তোমার বশীভূতা না হয় তাহা হইলে তাহাকে সংহার করিবে, আর যদি বশবর্ত্তিনী হয় তবে বধ না করিয়া যত্ন সহকারে যথেষ্ট সম্মান করিবে ॥ ৪৬ ॥ হে সর্ব্বজ্ঞ ! তুমি বীর অথচ কামশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, অতএব, যে কোন উপায়েই হউক তুমি সেই বরবর্ণিনীকে জয় করিবে ॥ ৪৭ ॥ হে মহাবাহু বীরবর তাম্র ! তুমি মহতী সেনার সহিত সেই স্থানে গমন করিয়া বার বার বিচার করিয়া তাহার মনোগত ভাব অবগত হইবে ॥ ৪৮ ॥ সেই রমণী কামভাবে বা বৈরভাবে অথবা অন্য কোন প্রয়োজনে আসিয়াছে ? অথবা কাহারো মায়া ? তুমি এই সকলের কারণ বিশেষরূপে বিদিত হইবে ॥ ৪৯ ॥ প্রথমত এই সকল বিষয়ের নিশ্চয় করিয়া তাহার চিকীর্ষিত বিষয়

কাতরত্বং ন কর্ত্তব্যং নির্দ্দয়ত্বং তথা ন চ।
যাদৃশং হি মনস্তস্যাঃ কর্ত্তব্যং তাদৃশং ত্বয়া ॥ ৫১ ॥
ব্যাস উবাচ।
ইতি তস্যাষিতং শ্রুত্বা তাম্রঃ কালবশঙ্গতঃ।
নির্গতঃ সৈন্যসংযুক্তঃ প্রণম্য মহিষং নৃপম্ ॥ ৫২ ॥
গচ্ছন্মার্গে দুরাত্মাসৌ শকুনান্ বীক্ষ্য দারুণান্।
বিস্ময়ঞ্চ ভয়ং প্রাপ যমমার্গপ্রদর্শকান্ ॥ ৫৩ ॥
স গত্বা তাং সমালোক্য দেবীং সিংহোপরিস্থিতাম্।
স্তূয়মানাং সুরৈঃ সর্ব্বৈঃ সর্ব্বায়ুধবিভূষিতাম্ ॥ ৫৪ ॥
তামুবাচ বিনীতঃ সন্ বাক্যং মধুরয়া গিরা।
সামভাবং সমাশ্রিত্য বিনয়াবনতঃ স্থিতঃ ॥ ৫৫ ॥
দেবি ! দৈত্যেশ্বরঃ শৃঙ্গী ত্বদ্রূপগুণমোহিতঃ।
স্পৃহাং করোতি মহিষস্ত্বৎপাণিগ্রহণায় চ ॥ ৫৬ ॥
ভাবং কুরু বিশালাক্ষি ! তস্মিন্নমরদুর্জ্জয়ে।
পতিং তং প্রাপ্য মৃদ্বঙ্গি ! নন্দনে বিহরাদ্ভুতে ॥ ৫৭ ॥

হন্তব্যা নান্যথেতি। যদি সংগ্রামে ন বশগা তদা হন্তব্যা যদ্যন্যথা বশগা স্যাত্তদা ন হন্তব্যা কিন্তু কামং যথেষ্টং মাননীয়েত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৬—৫০ ॥

(ইতিকর্ত্তব্যতামাহ কাতরত্বমিতি। বীরাণামেকান্তানৌচিত্যাৎ কাতরত্বং তথা স্ত্রীণাং সৌকুমার্য্যাৎ অনুকম্পার্হত্বাচ্চ নির্দ্দয়ত্বঞ্চ নাবলম্বনীয়মিতি ভাবঃ ॥ ৫১—৫৭ ॥

জ্ঞাত হইবে, পশ্চাদ্ বল ও ক্ষমতা অনুসারে তাহার সহিত সংগ্রাম করিবে ॥ ৫০ ॥ দেখ কাতরতা প্রদর্শন করাও কর্ত্তব্য নহে আর নির্দ্দয় ব্যবহার করাও উচিত নহে, সেই রমণীর যাদৃশ অভিপ্রায় সেইরূপ ব্যবহার করা তোমার একান্তই বিধেয় ॥ ৫১ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! তাম্র কালের নিতান্ত বশীভূত হইয়া নরপতির ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ মাত্র তাহাকে প্রণাম করিয়া সৈন্যসমভিব্যাহারে বহির্গত হইল ॥ ৫২ ॥ ঐ দুরাত্মা গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে যমমার্গের প্রদর্শক দারুণ দুর্নিমিত্ত সকল অবলোকন করিয়া বিস্মিত ও ভীত হইল ॥ ৫৩ ॥ সে ক্রমশঃ তথায় উপস্থিত হইয়া, সেই দেবী সমস্ত আয়ুধে বিভূষিত হইয়া সিংহের উপরি অবস্থিতি করিতেছেন এবং সমস্ত সুরবৃন্দ তাঁহার স্তুতি করিতেছেন ইহা দর্শন করিল ॥ ৫৪ ॥ তখন তাম্র বিনয়াবনত হইয়া প্রথমত সামভাব অবলম্বন পূর্ব্বক মধুর বাক্যে তাঁহাকে বলিতে লাগিল ॥ ৫৫ ॥ দেবি ! দৈত্যেশ্বর মহিষ আপনার রূপ ও গুণে মোহিত হইয়া পাণিগ্রহণের নিমিত্ত অভিলাষী হইয়াছেন ॥৫৬॥ সুন্দরি ! আপনি সেই সুরবিজয়ী মহিষাসুরের সহিত প্রীতিসংস্থাপন করুন ; কোমলাঙ্গি !

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরং দেহং প্রাপ্য সর্ব্বসুখাস্পদম্।
সুখং সর্ব্বাত্মনা গ্রাহ্যং দুঃখং হেয়মিতি স্থিতিঃ ॥ ৫৮ ॥
করভোরু! কিমর্থং তে গৃহীতান্যায়ুধান্যলম্।
পুষ্পকন্দুকযোগ্যাস্তে করাঃ কমলকোমলাঃ ॥ ৫৯ ॥
ভ্রূচাপে বিদ্যমানেঽপি ধনুষা কিং প্রয়োজনম্।
কটাক্ষা বিশিখাঃ সন্তি কিং বাণৈর্নিষ্প্রয়োজনৈঃ ॥ ৬০ ॥
সংসারে দুঃখদং যুদ্ধং ন কর্ত্তব্যং বিজানতা।
লোভাসক্তাঃ প্রকুর্ব্বন্তি সংগ্রামঞ্চ পরস্পরম্ ॥ ৬১ ॥
পুষ্পৈরপি ন যোদ্ধব্যং কিং পুনর্নিশিতৈঃ শরৈঃ।
ভেদনং নিজগাত্রাণাং কস্য তজ্জায়তে মুদে ॥ ৬২ ॥
তস্মাত্ত্বমপি তন্বঙ্গি! প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি।
ভর্ত্তারং ভজ মে নাথং দেবদানবপূজিতম্ ॥ ৬৩ ॥
স তেঽত্র বাঞ্ছিতং সর্ব্বং করিষ্যতি মনোরথম্।
ত্বং পট্টমহিষী রাজ্ঞঃ সর্ব্বথা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬৪ ॥

সুখভোগস্য সর্ব্বোপকরণসত্ত্বেঽপি তত্রোদাসীনত্বং মূঢ়ত্বমেবেত্যাহ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরমিতি। সুখমনুভাব্যং দুঃখং হেয়ঞ্চ ত্যাজ্যমিত্যর্থঃ। ইতীত্থং স্থিতিঃ সনাতনী মর্য্যাদেত্যর্থঃ ॥ ৫৮—৬৪ ॥)

তাঁহাকে পতি লাভ করিয়া আপনি পরমানন্দে অলৌকিক নন্দনকাননে বিহার করুন ॥৫৭॥ দেখুন, সমস্ত সুখের আস্পদ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শরীর ধারণ করিয়া সর্ব্বতোভাবে সুখ গ্রহণ করা এবং দুঃখ পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য এই রীতি চিরকালই প্রসিদ্ধ আছে ॥ ৫৮ ॥ করভোরু! আপনার কমলসদৃশ কোমলকর সকল পুষ্পনির্ম্মিত কন্দুক ক্রীড়ারই উপযুক্ত তবে কি কারণে আয়ুধ সকল গ্রহণ করিয়াছেন? ॥ ৫৯ ॥ আপনার যুগল ভ্রূচাপ বিদ্যমান থাকিতে সামান্য ধনুকে প্রয়োজন কি? কটাক্ষরূপ বাণ সকল বিদ্যমান থাকিতে সামান্য শর ধারণের আর কি প্রয়োজন আছে? ॥ ৬০ ॥ সংসারে যুদ্ধ অত্যন্ত ক্লেশদায়ক যাঁহারা ইহা অবগত আছেন তাঁহাদিগের যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য নহে; লোভাসক্ত মানবেরাই পরস্পর সংগ্রাম করিয়া থাকে ॥ ৬১ ॥ নিশিত শরের কথা দূরে থাকুক পুষ্প দ্বারাও যুদ্ধ করা উচিত নহে। দেবি! বলুন দেখি নিজ গাত্র বিদ্ধ হইলে তাহাতে কোন্ ব্যক্তির সুখ হইয়া থাকে? ॥৬২॥ অতএব, হে কোমলাঙ্গি! আপনি প্রসন্নচিত্তে দেবতা ও দানবগণের পূজিত মহীপতি মহিষকে ভজনা করুন; তাহা হইলে তিনি আপনার অভিলষিত সমস্ত মনোরথ সম্পাদন করিবেন; অধিক কি, আপনি সর্ব্বতোভাবে রাজার পট্ট মহিষী হইবেন তাহাতে

বচনং কুরু মে দেবি! প্রাপ্স্যসে সুখমুত্তমম্ ।
সংগ্রামে জয়সন্দেহঃ কষ্টং প্রাপ্য ন সংশয়ঃ ॥ ৬৫ ॥
জানাসি রাজনীতিং ত্বং যথাবদ্বরবর্ণিনি! ।
ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যসুখং পূর্ণং বর্ষাণামযুতাযুতম্ ॥ ৬৬ ॥
পুত্রস্তে ভবিতা কান্তঃ সোঽপি রাজা ভবিষ্যতি ।
যৌবনে ক্রীড়য়িত্বান্তে বার্দ্ধক্যে সুখমাপ্স্যসি ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে দেবীসমীপে তাম্রাসুরগমনংনাম একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

কষ্টং প্রাপ্যাপি সংগ্রামে জয়সন্দেহ ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৬৫—৬৭ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পঞ্চমস্কন্ধে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

সন্দেহ নাই ॥ ৬৩—৬৪ ॥ দেবি! অত্যন্ত কষ্ট করিলেও সংগ্রামে জয়বিষয়ে সন্দেহ হয়, তাহাতে সংশয় নাই; অতএব, আমার অনুরোধ প্রতিপালন করুন, তাহা হইলে উত্তম সুখলাভ করিবেন ॥ ৬৫ ॥ সুন্দরি! আপনি রাজনীতির যথার্থ তাৎপর্য্য অবগত আছেন; অতএব, বহুসংখ্য বৎসর ধরিয়া সম্পূর্ণরূপে রাজ্যসুখ ভোগ করুন ॥ ৬৬ ॥ আর মহিষাসুরের পাণিগ্রহণ করিলে আপনার অতি মনোহর পুত্র হইবে এবং সেই পুত্রও রাজা হইতে পারিবে তাহা হইলে যৌবনকালে ক্রীড়া করিয়া আপনি বার্দ্ধক্যকালেও সুখলাভ করিবেন সন্দেহ নাই ॥ ৬৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে দেবীসমীপে তাম্রাসুরগমন-নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

তন্নিশম্য বচস্তস্য তাম্রস্য জগদম্বিকা।
মেঘগম্ভীরয়া বাচা হসন্তী তমুবাচ হ॥ ১॥

দেব্যুবাচ।

গচ্ছ তাম্র! পতিং ব্রূহি মুমূর্ষুং মন্দচেতসম্।
মহিষং চাতিকামার্ত্তং মূঢ়ং জ্ঞানবিবর্জ্জিতম্॥ ২॥
যথা তে মহিষী মাতা প্রৌঢ়া যবসভক্ষিণী।
নাহং তথা শৃঙ্গবতী লম্বপুচ্ছা মহোদরী॥ ৩॥
ন কাময়েঽহং দেবেশং নৈব বিষ্ণুং ন শঙ্করম্।
ধনদং বরুণং নৈব ব্রহ্মাণং ন চ পাবকম্॥ ৪॥
এতান্ দেবগণান্ হিত্বা পশুং কেন গুণেন বৈ।
বৃণোম্যহং বৃথা লোকে গর্হণা মে ভবেদিতি॥ ৫॥

পঞ্চষষ্টিশ্লোকবর্ণ্যেস্তাম্রস্যাগমনোত্তরম্।
দৈত্যৌ চ প্রেষিতৌ তেন শ্রুতৌ বাস্কলদুর্ম্মুখৌ॥

তাম্রবাক্যশ্রবণোত্তরং জগদম্বিকা যদাহ তদুচ্যতে তন্নিশম্যেতি॥ ১—২॥
যবসং তৃণম্। যথা ত্বং তথা ত্বজ্জাতীয়া নাহং যন্মামভিকাংক্ষসীতি ভাবঃ॥ ৩॥
কিঞ্চ ন কাময়েঽহমিতি॥ ৪—৫॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! জগদম্বিকা দুর্গা তাম্রের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করত মেঘের ন্যায় গম্ভীরস্বরে তাহাকে কহিলেন॥১॥ তাম্র! তোমার প্রভু অতিশয় কামাতুর ও মূঢ় তাহা না হইলে কার্য্যাকার্য্য-জ্ঞানরহিত হইবে কেন? চিত্তের বৈলক্ষণ্য-দর্শনে বোধ হয় যে, তাহার মুমূর্ষু কাল উপস্থিত হইয়াছে। তুমি গিয়া সেই মন্দমতি মহিষকে বলিবে যে, তোমার প্রৌঢ়া মাতা যেরূপ লম্বপুচ্ছা, শৃঙ্গবতী ও মহোদরী মহিষী আমি তজ্জাতীয়া নহি, সে যেরূপ তৃণাদি ভক্ষণ করে আমি তাহা করি না; অতএব, আমাকে বাসনা করা তাহার নিতান্তই অন্যায় হইতেছে॥ ২—৩॥ দেবেশ বিষ্ণু, শঙ্কর, ব্রহ্মা, কুবের, বরুণ অথবা পাবক, ইহাদের মধ্যে আমি কাহাকেও অভিলাষ করি না। এই সকল দেবতাকে ত্যাগ করিয়া কোন্ গুণে পশুকে বরণ করিব। যদি বরণ করি, তবে লোকে আমার অতিশয়

নাহং পতিংবরা নারী বর্ত্ততে মে পতিঃ প্রভুঃ।
সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্বসাক্ষী হ্যকর্ত্তা নিঃস্পৃহঃ স্থিরঃ ॥ ৬ ॥
নির্গুণো নির্ম্মমোঽনন্তো নিরালম্বো নিরাশ্রয়ঃ।
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বগঃ সাক্ষী পূর্ণঃ পূর্ণাশয়ঃ শিবঃ ॥ ৭ ॥
সর্ব্বাবাসঃ ক্ষমঃ শান্তঃ সর্ব্বদৃক্ সর্ব্বভাবনঃ।
তং ত্যক্ত্বা মহিষং মন্দং কথং সেবিতুমুৎসহে ॥ ৮ ॥
প্রবুধ্য যুধ্যতাং কামং করোমি যমবাহনম্।
অথবা মনুজানাং বৈ করিষ্যে জলবাহকম্ ॥ ৯ ॥
জীবিতেচ্ছাস্তি চেৎ পাপ! গচ্ছ পাতালমাশু বৈ।
সমস্তৈর্দানবৈর্যুক্তস্ত্বন্যথা হন্মি সঙ্গরে ॥ ১০ ॥
কামং সদৃশয়োর্যোগঃ সংসারে সুখদো ভবেৎ।
অন্যথা দুঃখদো ভূয়াদজ্ঞানাদ্‌যদি কল্পিতঃ ॥ ১১ ॥
মূর্খস্ত্বমসি যদ্‌ব্রূষে পতিং মে ভজ ভামিনি!।
ক্বাহং ক্ব মহিষঃ শৃঙ্গী সম্বন্ধঃ কীদৃশো দ্বয়োঃ ॥ ১২ ॥

নিঃস্পৃহঃ স্থির ইতি ভগবত্যা মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপত্বেন পুংপ্রকৃত্যুভয়াত্মকত্বাৎ স্বস্য কেবলমায়াস্বরূপত্বাভিমানেনেয়মুক্তিরিতি বোধ্যম্ ॥ ৬—৮ ॥

প্রবুধ্যেতি। ইত্থং প্রবুধ্য যুধ্যতামিত্যর্থঃ। জলবাহকম্। জলবাহকত্বেন মহিষঃ প্রসিদ্ধোঽস্তীতি ভাবঃ ॥ ৯—১০ ॥

যত্ত্বয়োক্তং মহিষেণ সম্বন্ধে সুখং ভবিষ্যতীতি তত্রাহ কামং সদৃশয়োরিতি ॥ ১১ ॥

নিন্দা হইবে ॥ ৪—৫ ॥ বিশেষতঃ আমি আর পতির অভিলাষ করি না; কারণ, আমার পতি বর্ত্তমান। তিনি সকলের নিগ্রহ ও অনুগ্রহে সমর্থ; তিনি সমস্ত কার্য্যের কর্ত্তা হইলেও অকর্ত্তা; এবং তিনি অখিলের সাক্ষিস্বরূপ, নিস্পৃহ ও নিশ্চল নির্গুণ, নির্ম্মম, অনন্ত, নিরাশ্রয়, নিরালম্ব, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বগামী, পূর্ণ ও পূর্ণাশয় শিব ॥ ৬—৭ ॥ তিনি অখিলের আবাস স্বরূপ, সর্ব্ব কার্য্যেই সমর্থ, শান্ত সর্ব্বভাবন এবং সর্ব্বদৃক্। আমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে মন্দমতি মহিষকে সেবা করিতে যত্ন করিব ॥ ৮ ॥ সে এইরূপ বুঝিয়া যুদ্ধ করুক যে, আমি তাহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া যমের বাহন করিয়া দিব অথবা মানবদিগের জলবাহক করিব ॥ ৯ ॥ সেই পাষণ্ডের যদি জীবনের বাসনা থাকে তবে এখনি সমস্ত দানবগণ সমভিব্যাহারে পাতালে পলায়ন করুক, তাহা না হইলে আমি সমরে তাহাকে বধ করিব ॥ ১০ ॥ দেখ, পরস্পর সদৃশ বস্তুর সংযোগই সংসারে বিশেষ সুখদায়ক হইয়া থাকে; কিন্তু, যদি অজ্ঞানতাবশত তাহার বিপরীত ঘটনা হয় তাহা হইলে ক্লেশকর হইয়া উঠে সন্দেহ নাই ॥১১॥ তুমি এখনি বলিলে যে, হে ভামিনি! আপনি আমাদের পতির

ন বহূনাং জয়োঽপ্যস্তি নৈকস্য চ পরাজয়ঃ।
দৈবাধীনৌ সদা জ্ঞেয়ৌ যুদ্ধে জয়পরাজয়ৌ ॥ ২৭ ॥
উপায়বাদিনঃ প্রাহুর্দ্দৈবং কিং কেন বীক্ষিতম্।
অদৃষ্টমিতি যন্নাম প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ২৮ ॥
তৎসত্ত্বেঽপি প্রমাণং কিং কাতরাশাবলম্বনম্।
ন সমর্থজনানাং হি দৈবং কুত্রাপি লক্ষ্যতে ॥ ২৯ ॥
উদ্যমো দৈবমেতৌ হি শূরকাতরয়োর্ম্মতম্।
বিচিন্ত্যাদ্য ধিয়া সর্ব্বং কর্ত্তব্যং কার্য্যমাদরাৎ ॥ ৩০ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা হেতুগর্ভং মহাযশাঃ।
বিড়ালাখ্যো মহারাজমিত্যুবাচ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৩১ ॥
রাজন্নেষা বিশালাক্ষী জ্ঞাতব্যা যত্নতঃ পুনঃ।
কিমর্থমিহ সংপ্রাপ্তা কুতঃ কস্য পরিগ্রহঃ ॥ ৩২ ।
মরণং তে পরিজ্ঞায় স্ত্রিয়াঃ সর্ব্বাত্মনা সুরৈঃ।
প্রেষিতা পদ্মপত্রাক্ষী সমুৎপাদ্য স্বতেজসা ॥ ৩৩ ॥

রাজন্নিতি। ইয়ং কস্য পত্নী কিমর্থমত্রাগতেতি প্রথমং জ্ঞাতব্যা ততঃ পশ্চাদ্বিচারঃ কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

লোকেরও জয় হয় না, আবার একজনেরও পরাজয় হয় না; অতএব জয় ও পরাজয় নিতান্তই দৈবের অধীন জানিবে ॥ ২৭ ॥ যাঁহারা উপায়ের পক্ষপাতী, তাঁহারা বলেন দৈব আবার কি? বুধগণ যাহার নাম অদৃষ্ট বলিয়া থাকেন, সেই অদৃষ্টকে কেহ কি কখন দখিয়াছেন? অতএব জয়লাভের নিমিত্ত সমুচিত উপায় অবলম্বন করা একান্তই কর্ত্তব্য ॥ ২৮ ॥ যদি বল দৈব থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে প্রমাণ কি? ইহা কেবল কাতর ব্যক্তির আশার অবলম্বন মাত্র, যাহারা স্বকার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ তাদৃশ ব্যক্তিরা দৈবকে আশ্রয় করিয়াছে, ইহা কুত্রাপিও দৃষ্ট হয় না ॥ ২৯ ॥ অতএব, উদ্যম শূরগণের অভিমত এবং দৈব কাতরগণের সম্মত, ইহাই নিশ্চয় অতএব আজ এই সকল বিষয় বুদ্ধি পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া যত্ন সহকারে কার্য্য সম্পাদন করা কর্ত্তব্য ॥ ৩০ ॥

ব্যাস বলিলেন, নৃপতি মহিষাসুরের হেতুপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাযশা বিড়ালাক্ষ কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল ॥ ৩১ ॥ রাজন্! এই বিশালনয়না বালা কাহার পত্নী এবং কোথা হইতে কি প্রয়োজনে এখানে আসিয়াছে অগ্রে এই সকল বিষয় যত্ন সহকারে অবগত হইয়া পশ্চাৎ ইহার বিচার করা কর্ত্তব্য ॥ ৩২ ॥ আমার বোধ হয় স্ত্রী হইতেই আপনার

তেঽপি চ্ছন্নাঃ স্থিতাঃ খেঽত্র সর্ব্বে যুদ্ধদিদৃক্ষবঃ।
সময়েঽস্যাঃ সহায়াস্তে ভবিষ্যন্তি যুযুৎসবঃ ॥ ৩৪ ॥
পুরতঃ কামিনীং কৃত্বা তে বৈ বিষ্ণুপুরোগমাঃ।
বধিষ্যন্তি চ নঃ সর্ব্বান্ সা ত্বাং যুদ্ধে হনিষ্যতি ॥ ৩৫ ॥
এতচ্চিকীর্ষিতং তেষাং ময়া জ্ঞাতং নরাধিপ!।
ভবিতব্যস্তু ন জ্ঞানং বর্ত্ততে মম সর্ব্বথা ॥ ৩৬ ॥
যোদ্ধব্যং ন ত্বয়াদ্যেতি নাহং বক্তুং ক্ষমঃ প্রভো!।
প্রমাণং ত্বং মহারাজ! কার্য্যেঽত্র দেবনির্ম্মিতে ॥ ৩৭ ॥
ত্বদর্থেঽস্মাভিরনিশং মর্ত্তব্যং কার্য্যগৌরবাৎ।
বিহর্ত্তব্যং ত্বয়া সার্দ্ধমেষ ধর্ম্মোঽনুজীবিনাম্ ॥ ৩৮ ॥
বিচারোঽত্র মহানস্তি যদেকা কামিনী নৃপ!।
যুদ্ধং প্রার্থয়তেঽস্মাভিঃ সসৈন্যৈর্বলদর্পিতৈঃ ॥ ৩৯ ॥

দুর্মুখ উবাচ।

রাজন্! যুদ্ধে জয়ো নাদ্য ভবিতা বেদ্ম্যহং কিল।
পলায়নং ন কর্ত্তব্যং যশোহানিকরং নৃণাম্ ॥ ৪০ ॥

ননু তব মনসি কেয়মস্তীত্যাগতং তত্রাহ মরণস্তে ইতি। স্ত্রিয়াঃ সকাশাত্তে মরণং সুরৈঃ সর্ব্বাত্মনা পরিজ্ঞায়েত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৩—৪০ ॥

মরণ হইবে, সুরগণ এই বৃত্তান্ত বিদিত হইয়া আন্তরিক যত্ন সহকারে স্বীয় তেজ হইতে এই কমলনয়না কামিনীকে উৎপাদন করিয়া পাঠাইয়াছে ॥৩৩॥ আর তাহারা সকলেই যুদ্ধ করিবার বাসনায় সংগ্রাম দর্শনের অভিলাষী হইয়া আকাশমণ্ডলে গোপনভাবে অবস্থিতি করিতেছে, যথা সময়ে সকলেই এই কামিনীর সহায় হইবে সন্দেহ নাই ॥৩৪॥ সংগ্রাম উপস্থিত হইলে বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ এই কামিনীকে সম্মুখে করিয়া আমাদিগের সকলকেই বধ করিবে আর সেই দেবী আপনাকে সংহার করিবে ॥৩৫॥ নরনাথ! ইহাই তাহাদের একান্ত বাসনা ইহা আমি পূর্ব্বেই বিদিত হইয়াছি, কিন্তু ভবিতব্য যে কি হইবে তাহা আমি বলিতে পারি না ॥৩৬॥ প্রভো! এক্ষণে আপনার যুদ্ধ করা উচিত নহে এ কথা বলিতে আমি সমর্থ নহি; অতএব, এই দেবকৃতকার্য্যে আপনার যাহা বিবেচনা হয় তাহাই করুন ॥ ৩৭ ॥ মহারাজের কার্য্যের গৌরব অনুসারে আমাদিগের জীবন বিসর্জ্জন করা কর্ত্তব্য, আর বিহারের সময় আপনকার সহিত বিহার করা কর্ত্তব্য, ইহাই অনুজীবিদিগের যথার্থ ধর্ম্ম ॥ ৩৮ ॥ কিন্তু, নৃপবর! সেই কামিনী একাকিনী হইলেও যখন বলদর্পিত-সেনাসমেত আমাদিগের সহিত সংগ্রাম প্রার্থনা করিতেছে তখন হইতে বিশেষরূপ বিচার করা অবশ্যই কর্ত্তব্য ॥ ৩৯ ॥

ইন্দ্রাদীনাং সংযুগেঽপি ন কৃতং যজ্জুগুপ্সিতম্।
একাকিনীং স্ত্রিয়ং প্রাপ্য কো হি কুর্য্যাৎ পলায়নম্ ॥ ৪১ ॥
তস্মাদ্যুদ্ধং প্রকর্ত্তব্যং মরণং বা রণে জয়ঃ।
যদ্ভাবি তদ্ভবত্যেব কাত্র চিন্তা বিপশ্যতঃ ॥ ৪২ ॥
মরণেঽত্র যশঃপ্রাপ্তির্জীবনে চ তথা সুখম্।
উভয়ং মনসা কৃত্বা কর্ত্তব্যং যুদ্ধমদ্য বৈ ॥ ৪৩ ॥
পলায়নে যশোহানির্মরণং চায়ুষঃ ক্ষয়ে।
তস্মাচ্ছোকো ন কর্ত্তব্যো জীবিতে মরণে বৃথা ॥ ৪৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

দুর্ম্মুখস্য বচঃ শ্রুত্বা বাষ্কলো বাক্যমব্রবীৎ।
প্রণতঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা রাজানং বাক্যকোবিদঃ ॥ ৪৫ ॥

বাষ্কল উবাচ।

রাজংশ্চিন্তা ন কর্ত্তব্যা কার্য্যেঽস্মিন্ কাতরাপ্রিয়ে।
অহমেকো হনিষ্যামি চণ্ডীং চঞ্চললোচনাম্ ॥ ৪৬ ॥
উৎসাহস্তু প্রকর্ত্তব্যঃ স্থায়ী ভাবো রসস্য চ।
ভয়ানকো ভবেদ্বৈরী বীরস্য নৃপসত্তম! ॥ ৪৭ ॥

(জুগুপ্সিতমতিগর্হিতত্বাদত্যন্তঘৃণাস্পদমিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥
যদ্ভাবীতি। বিপশ্যতঃ বিশেষেণ বিচারয়ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪২—৪৬ ॥)

দুর্ম্মুখ বলিল, রাজন্! আমি নিশ্চয় জানি যে যুদ্ধে আমাদিগের জয় হইবে না, কিন্তু তাহা হইলেও পলায়ন করা উচিত নহে, কারণ ইহাতে পুরুষদিগের যশোহানি হয় ॥ ৪০ ॥ বিশেষত ইন্দ্রাদি দেবতাগণের সমরেও আমরা যখন সেইরূপ জুগুপ্সিত কার্য্য করি নাই তখন অসহায়া স্ত্রীর সন্নিহিত হইয়া কোন্ ব্যক্তি পলায়ন করিবে? ॥ ৪১ ॥ অতএব, সমরে জয় হউক অথবা মরণ হউক যুদ্ধ করা একান্তই কর্ত্তব্য; যাহা হইবার তাহা অবশ্যই হইবে, ইহা আলোচনা করিয়া আর চিন্তা করিবার বিষয় কি আছে? ॥ ৪২ ॥ সমরে মরণ হইলে যশোলাভ আর জীবন থাকিলে সুখ, এই উভয় বিষয় মনে মনে স্থির করিয়া অদ্য যুদ্ধ করাই উচিত ॥ ৪৩ ॥ আয়ুর ক্ষয় হইলেই মরণ হইবে আর পলায়ন করিলে যশের হানি হইবে, অতএব জীবন বা মরণ বিষয়ে বৃথা শোক করা বিধেয় নহে ॥ ৪৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! দুর্ম্মুখের বাক্য শ্রবণ করিয়া বাক্যবিশারদ বাষ্কল প্রণত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রাজাকে বলিতে আরম্ভ করিল ॥ ৪৫ ॥ রাজন্! আমি একাকী সেই চঞ্চললোচনা চণ্ডীকে নিহত করিব; মহারাজ! এই অপ্রিয়কার্য্যে কাতরভাবে চিন্তা

তস্মাত্ত্যক্ত্বা ভয়ং ভূপ! করিষ্যে যুদ্ধমদ্ভুতম্।
নয়িষ্যামি নরেন্দ্রাহং চণ্ডিকাং যমসাদনম্ ॥ ৪৮ ॥
ন বিভেমি যমাদিন্দ্রাৎ কুবেরাদ্বরুণাদপি।
বায়োর্ব্বহ্নেস্তথা বিষ্ণোঃ শঙ্করাচ্ছশিনো রবেঃ ॥ ৪৯ ॥
একাকিনী তথা নারী কিং পুনর্ম্মদগর্ব্বিতা।
অহং তাং নিহনিষ্যামি বিশিখৈশ্চ শিলাশিতৈঃ ॥ ৫০ ॥
পশ্য বাহুবলং মেঽদ্য বিহরস্ব যথাসুখম্।
ভবতাত্র ন গন্তব্যং সংগ্রামেঽপ্যনয়া সমম্ ॥ ৫১ ॥

ব্যাস উবাচ।

এবং ব্রুবতি রাজেন্দ্রং বাস্কলে মদগর্ব্বিতে।
প্রণম্য নৃপতিং তত্র দুর্দ্ধরো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৫২ ॥

দুর্দ্ধর উবাচ।

মহিষাহং বিজেষ্যামি দেবীং দেববিনির্ম্মিতাম্।
অষ্টাদশভুজাং রম্যাং কারণাচ্চ সমাগতাম্ ॥ ৫৩ ॥
রাজন্! ভীষয়িতুং ত্বাং বৈ মায়ৈষা নির্ম্মিতা সুরৈঃ।
বিভীষিকেয়ং বিজ্ঞায় ত্যজ মোহং মনোগতম্ ॥ ৫৪ ॥

রসস্থ বীররসস্থ স্থায়ী ভাবো নাম। বিভাবেনানুভাবেন ব্যক্তঃ সঞ্চারিণা তথা। রসতামেতি রত্যাদিঃ স্থায়ী ভাবঃ স চেতস ইত্যুক্তলক্ষণশ্চেতসশ্চমৎকারঃ। যদ্যপি রস এব

করিবার প্রয়োজন নাই ॥ ৪৬ ॥ হে নৃপসত্তম! বীররসের স্থায়ীভাব উৎসাহ আর ভয়ানক তাহার বৈরী; অতএব, এখন উৎসাহ অবলম্বন করা আমাদিগের একান্তই কর্ত্তব্য ॥ ৪৭ ॥ রাজন্! ভয় পরিত্যাগ করিয়া আমি ঘোরতর যুদ্ধ করিব, অধিক কি, আমি সমরে সেই চণ্ডিকাকে শমনসদনে প্রেরণ করিব সন্দেহ নাই ॥ ৪৮ ॥ কি যম, কি ইন্দ্র, কি কুবের, কি বায়ু, কি অগ্নি, কি বিষ্ণু, কি শঙ্কর, কি শশী, কি রবি আমি কাহাকেও ভয় করি না, সেই একাকিনী মদগর্ব্বিতা নারীর ত কথাই নাই; আমি শিলাশাণিত শরনিকরে সেই অবলা ললনাকে নিহত করিব ॥ ৪৯—৫০ ॥ আপনি আজ আমার বাহুবল অবলোকন করিয়া সুখে বিহার করুন, তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে আপনাকে সংগ্রামে গমন করিতে হইবে না ॥ ৫১ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজেন্দ্র! বাস্কল মদগর্ব্বিত হইয়া মহীপতি মহিষকে এইরূপ বলিলে পর দুর্দ্ধর প্রণাম করিয়া তাহাকে বলিল ॥ ৫২ ॥ হে মহীন্দ্র! দেব-নির্ম্মিতা অষ্টাদশভুজা রমণীয়া দেবী যে কোনও কার্য্যবশতই এখানে আগমন করুক, আমি তাহাকে পরাজয়

রাজনীতিরিয়ং রাজন্! মন্ত্রিকৃত্যং তথা শৃণু।
সাত্ত্বিকা রাজসাঃ কেচিৎ তামসাশ্চ তথাপরে॥ ৫৫ ॥
মন্ত্রিণস্ত্রিবিধা লোকে ভবন্তি দানবাধিপ!।
সাত্ত্বিকাঃ প্রভুকার্য্যাণি সাধয়ন্তি স্বশক্তিভিঃ॥ ৫৬ ॥
আত্মকৃত্যং প্রকুর্ব্বন্তি স্বামিকার্য্যাবিরোধতঃ।
একচিত্তা ধর্ম্মপরা মন্ত্রশাস্ত্রবিশারদাঃ॥ ৫৭ ॥
রাজসা ভিন্নচিত্তাশ্চ স্বকার্য্যনিরতাঃ সদা।
কদাচিৎ স্বামিকার্য্যং তে প্রকুর্ব্বন্তি যদৃচ্ছয়া॥ ৫৮ ॥
তামসা লোভনিরতাঃ স্বকার্য্যনিরতাঃ সদা।
প্রভুকার্য্যং বিনাশ্যৈব স্বকার্য্যং সাধয়ন্তি তে॥ ৫৯ ॥
সময়ে তে বিভিদ্যন্তে পরৈস্তু পরিবঞ্চিতাঃ।
স্বচ্ছিদ্রং শত্রুপক্ষীয়ান্নির্দ্দিশন্তি গৃহস্থিতাঃ॥ ৬০ ॥
কার্য্যভেদকরা নিত্যং কোষগুপ্তাসিবৎ সদা।
সংগ্রামেঽথ সমুৎপন্নে ভীষয়ন্তি প্রভুং সদা॥ ৬১ ॥

স্থায়ী ভাবো ন রসস্য সম্বন্ধী তথাপি রসস্যেতি ষষ্ঠী রাহোঃ শির ইতি বজ্জ্ঞেয়া। যদ্বা রসস্য চিত্তস্যেত্যর্থো বা। বৈরী বীররসস্য তু ভয়ানকো ভাবো বৈরীত্যর্থঃ॥ ৪৭—৬০॥

করিব॥ ৫৩॥ রাজন্! আমার বোধ হয়, অপনাকে ভয় দেখাইবার জন্যই সুরগণ এই মায়ারমণী নির্ম্মাণ করিয়াছেন; অতএব, ইহা বিভীষিকা জানিয়া আপনি মনোগত মোহ পরিত্যাগ করুন॥ ৫৪॥ রাজন্! রাজনীতি এইরূপ, এক্ষণে মন্ত্রিগণের কার্য্যাদির বিষয় শ্রবণ করুন, দানবনাথ! ইহলোকে মন্ত্রী তিন প্রকার, কেহ সাত্ত্বিক, কেহ রাজসিক, কেহ বা তামসিক হইয়া থাকে। যে সকল মন্ত্রী সত্ত্বগুণপ্রধান, তাহারা স্বীয় শক্তি অনুসারে প্রভুর কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে॥ ৫৫—৫৬॥ সাত্ত্বিক মন্ত্রিগণ মন্ত্রশাস্ত্রবিশারদ এবং ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া একাগ্রচিত্তে প্রভুকার্য্যের হানি না করিয়া নিজের কার্য্য সম্পাদন করে॥ ৫৭॥ আর যাহারা রাজস, তাহাদের চিত্ত অন্য প্রকার, তাহারা সর্ব্বদাই আত্মকার্য্যে নিরত থাকে, কখন কখন যদৃচ্ছাক্রমে প্রভুর কার্য্যও করিয়া থাকে॥ ৫৮॥ তামস মন্ত্রিগণ সর্ব্বদা লোভপরবশ হইয়া স্বীয়কার্য্যে নিরত হয়, অতএব তাহারা প্রভুর কার্য্য নষ্ট করিয়াও স্বীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে॥ ৫৯॥ তাহারাই বিগ্রহাদির সময়ে শত্রুদত্ত উৎকোচাদি দ্বারা বঞ্চিত হইয়া ভেদ প্রাপ্ত হয়, সুতরাং গৃহে থাকিয়া স্বীয় ছিদ্র সকল শত্রুপক্ষীয় লোকদিগকে নির্দ্দেশ করিয়া দেয়॥ ৬০॥ তাহারা কোষে নিবদ্ধ অসির ন্যায় নিয়ত কার্য্য ভেদ করিয়া থাকে; অধিক কি, যুদ্ধকাল উপস্থিত হইলে

বিশ্বাসস্তু ন কর্ত্তব্যস্তেষাং রাজন্! কদাচন।
বিশ্বাসে কার্য্যহানিঃ স্যাৎ মন্ত্রহানিঃ সদৈব হি ॥ ৬২ ॥
খলাঃ কিং কিং ন কুর্ব্বন্তি বিশ্বস্তা লোভতৎপরাঃ।
তামসাঃ পাপনিরতা বুদ্ধিহীনাঃ শঠাস্তথা ॥ ৬৩ ॥
তস্মাৎ কার্য্যং করিষ্যামি গত্বাহং রণমস্তকে।
চিন্তা ত্বয়া ন কর্ত্তব্যা সর্ব্বথা নৃপসত্তম! ॥ ৬৪ ॥
গৃহীত্বা তাং দুরাচারামাগমিষ্যামি সত্বরঃ।
পশ্য মেঽদ্য বলং ধৈর্য্যং প্রভুকার্য্যং স্বশক্তিতঃ ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে মহিষমন্ত্রণা নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ভীষয়ন্তি প্রভুং সদেতি। তস্মাত্ত্বাং যে মন্ত্রিণো ভীষয়ন্তি তে শত্রুপক্ষীয়াস্তব নাশকরা ইতি ভাবঃ ॥ ৬১—৬৫ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

প্রভুকে সর্ব্বদাই ভয় প্রদর্শন করিয়া থাকে ॥ ৬১ ॥ অতএব মহারাজ! তাহাদিগকে কদাচ বিশ্বাস করিবেন না, উহাদিগকে বিশ্বাস করিলে সর্ব্বদাই কার্য্যের হানি এবং মন্ত্রণার হানি হইয়া থাকে ॥ ৬২ ॥ যাহারা খল লোভতৎপর বুদ্ধিবিহীন শঠ ও সতত পাপকার্য্যে রত, সেই তামস মন্ত্রিগণ বিশ্বাসভাজন হইয়া কোন্ অকার্য্য না করিয়া থাকে? ॥ ৬৩ ॥ এজন্য হে নৃপসত্তম! আমি সমরে গিয়া আপনার কার্য্য সম্পাদন করিব সুতরাং আপনার কোন প্রকার চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই ॥ ৬৪ ॥ সেই দুষ্টচারিণী রমণীকে লইয়া অবিলম্বে আগমন করিব, আমি স্বীয় শক্তি ও বল অনুসারে আপনার কার্য্য করিব, অতএব আপনি স্থিরচিত্ত হইয়া আমার বল, ধৈর্য্য ও পরাক্রম অবলোকন করুন ॥ ৬৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ
শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে মহিষাসুরমন্ত্রণা-
নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা তৌ মহাবাহূ দৈত্যৌ বাষ্কলদুর্ম্মুখৌ।
জগ্মতুর্ম্মদদিগ্ধাঙ্গৌ সর্ব্বশস্ত্রাস্ত্রকোবিদৌ ॥ ১ ॥
তৌ গত্বা সমরে দেবীমূচতুর্ব্বচনং তদা।
দানবৌ চ মদোন্মত্তৌ মেঘগম্ভীরয়া গিরা ॥ ২ ॥
দেবি! দেবা জিতা যেন মহিষেণ মহাত্মনা।
বরয় ত্বং বরারোহে! সর্ব্বদৈত্যাধিপং নৃপম্ ॥ ৩ ॥
স কৃত্বা মানুষং রূপং সর্ব্বলক্ষণসংযুতম্।
ভূষিতং ভূষণৈর্দ্দিব্যৈস্ত্বামেষ্যতি রহঃ কিল ॥ ৪ ॥
ত্রৈলোক্যবিভবং কামং ত্বমেষ্যসি শুচিস্মিতে!।
মহিষে পরমং ভাবং কুরু কান্তে মনোগতম্ ॥ ৫ ॥
কৃত্বা পতিং মহাবীরং সংসারসুখমদ্ভুতম্!
ত্বং প্রাপ্স্যসি পিকালাপে! যোষিতাং খলু বাঞ্ছিতম্ ॥ ৬ ॥

পঞ্চাশৎ-শ্লোকবর্য্যেস্তু যুদ্ধা বাষ্কলদুর্ম্মুখৌ।
যমলোকং গতাবেতদুচ্যতেঽসুরনায়কৌ ॥

রাজাজ্ঞাং পূর্ব্বাধ্যায়ান্তোক্তাং পরিগৃহ্য বাষ্কলদুর্ম্মুখৌ নির্গতাবিত্যাহ ইত্যুক্ত্বেতি ॥ ১-৫॥
সংসারসুখং বিষয়সুখম্ ॥ ৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! অনন্তর অস্ত্রশস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী মহাবাহু দানবশ্রেষ্ঠ বাষ্কল ও দুর্ম্মুখ বীরমদে মত্ত হইয়া সংগ্রামাভিমুখে গমন করিল ॥ ১ ॥ সেই মদমত্ত দানবদ্বয় সমরাঙ্গণে গমন করিয়া মেঘের ন্যায় গম্ভীর স্বরে দেবীকে বলিতে লাগিল ॥ ২ ॥ হে বরা-রোহে দেবি! যে মহাত্মা মহিষাসুর দেবতাদিগকে জয় করিয়াছেন, আপনি সমস্ত দৈত্যের অধিপতি সেই নরপতিকে বরণ করুন ॥৩॥ তিনি সমস্তলক্ষণসমন্বিত মানুষরূপ ধারণ পূর্ব্বক মনোহর অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া গোপনে আপনার নিকট আগমন করিবেন ॥ ৪ ॥ শুচিস্মিতে! আপনি সেই মনোহর মহিষাসুরে আপনার মনোগত পরম ভাব স্থাপন করুন তাহা হইলে এই ত্রৈলোক্যের সমস্ত বিভব ইচ্ছানুসারে লাভ করিতে পারিবেন ॥ ৫ ॥ অয়ি চারুভাষিণি! অধিক আর কি বলিব সেই মহাবীর মহিষাসুরকে পতিত্বে বরণ করিলে, রমণীগণ যে অতুল সংসারসুখ অভিলাষ করে, তাহা আপনিই প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৬ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

জাল্ম! ত্বং কিং বিজানাসি নারীয়ং কামমোহিতা।
মন্দবুদ্ধিৰল্লাত্যর্থং ভজেয়ং মহিষং শঠম্ ॥ ৭ ॥
কুলশীলগুণৈস্তুল্যং তং ভজন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
অধিকং রূপচাতুর্য্যবুদ্ধিশীলক্ষমাদিভিঃ ॥ ৮ ॥
কা নু কামাতুরা নারী ভজেচ্চ পশুরূপিণম্।
পশূনামধমং নূনং মহিষং দেবরূপিণী ॥ ৯ ॥
গচ্ছতং মহিষং তূর্ণং ভূপং ৰাঙ্কলদুর্ম্মুখৌ!।
বদতং তদ্বচো দৈত্যং গজতুল্যং বিষাণিনম্ ॥ ১০ ॥
পাতালং গচ্ছ বাভ্যেত্য সংগ্রামং কুরু বা ময়া।
রণে জাতে সহস্রাক্ষো নির্ভয়ঃ স্যাদিতি ধ্রুবম্ ॥ ১১ ॥
হত্বাহং ত্বাং গমিষ্যামি নান্যথা গমনং মম।
ইত্থং জ্ঞাত্বা সুদুর্ব্বুদ্ধে! যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ১২ ॥
মামনির্জ্জিত্য ভূভাগে ন স্থানং তে কদাচন।
ভবিষ্যতি চতুষ্পাদ! দিবি বা গিরিকন্দরে ॥ ১৩ ॥

জাল্মেতি। হে জাল্ম! ত্বং কামমোহিতা নারীয়ং ভবতি ইতি কিং মাং জানাসি। যদ্যস্মাত্তথাবিধাহং মহিষং শঠং ভজেয়মিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

কিন্তু কুলাঙ্গনাহমস্মি। তথা চ কুলাঙ্গনানামিদং বৃত্তমস্তীত্যাহ কুলশীলগুণৈস্তুল্যমিতি। রূপচাতুর্য্যবুদ্ধ্যাদিভিরধিকমিত্যর্থঃ। স্বস্মাদ্রূপচাতুর্য্যবুদ্ধ্যাদিভিরধিকমপীত্যর্থঃ ॥ ৮—৯ ॥

গচ্ছতমিতি লোট্‌মধ্যমপুরুষদ্বিবচনান্তং তথৈব বদতমিত্যপি ॥ ১০—১৩ ॥

বাষ্কল ও দুর্ম্মুখের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবী কহিলেন, রে মূঢ়! তুই কি আমাকে কামমোহিতা বিবেচনা করিয়াছিস্? আমার কি বুদ্ধি ও বল নাই যে আমি সেই শঠ মহিষকে পতিরূপে ভজনা করিব? ॥ ৭ ॥ দেখ, যে ব্যক্তি কুল, শীল ও গুণে সমতুল্য অথবা যে ব্যক্তি রূপ, চতুরতা, বুদ্ধি, শীল ও ক্ষমাদিগুণে অধিক, কুলাঙ্গনাগণ তাহাকেই ভজনা করিয়া থাকে ॥ ৮ ॥ অতএব, কোন্ দেবরূপিণী নারী কামাতুরা হইয়া পশুদিগের মধ্যে অধম পশুরূপী মহিষকে ভজনা করিবে? ॥ ৯ ॥ অসুরযুগল! তোমরা অবিলম্বে গজতুল্যকলেবর এবং বিষাণধারী সেই ভূপতি মহিষের সন্নিধানে গমন কর এবং তাহাকে বল যে "তুমি পাতালে প্রবেশ কর অথবা আমার সহিত আসিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও; যুদ্ধ উপস্থিত হইলে দেবরাজ অবশ্যই নির্ভয় হইবেন সন্দেহ নাই ॥ ১০—১১ ॥ সুদুর্ব্বুদ্ধে! আমি তোমাকে সংহার করিয়া তবে যাইব, আমার আগমন কখন বিফল হইবার নহে, অতএব ইহা বিদিত হইয়া যাহা ইচ্ছা হয় তাহা কর ॥ ১২ ॥ রে পশু! আমাকে জয়

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তৌ তৌ তয়া দৈত্যৌ কোপাকুলিতলোচনৌ।
ধনুর্ব্বাণধরৌ বীরৌ যুদ্ধকামৌ বভূবতুঃ॥ ১৪॥
কৃত্বা সুবিপুলং নাদং দেবী সা নির্ভয়া স্থিতা।
উভৌ চ চক্রতুস্তীব্রাং বাণবৃষ্টিং কুরূদ্বহ!॥ ১৫॥
ভগবত্যপি বাণৌঘান্মুমোচ দানবৌ প্রতি।
কৃত্বাতিমধুরং নাদং দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে॥ ১৬॥
তয়োস্তু বাষ্কলস্তূর্ণং সম্মুখোঽভূদ্রণাঙ্গণে।
দুর্ম্মুখঃ প্রেক্ষকস্তত্র দেবীমভিমুখঃ স্থিতঃ॥ ১৭॥
তয়োর্য্যুদ্ধমভূদ্ঘোরং দেবীবাষ্কলয়োস্তদা।
বাণাসিপরিঘাঘাতৈর্ভয়দং মন্দচেতসাম্॥ ১৮॥
ততঃ ক্রুদ্ধা জগন্মাতা দৃষ্ট্বা তং যুদ্ধদুর্ম্মদম্।
জঘান পঞ্চভির্ব্বাণৈঃ কর্ণাকৃষ্টৈঃ শিলাশিতৈঃ॥ ১৯॥
দানবোঽপি শরান্দেব্যাশ্চিচ্ছেদ নিশিতৈঃ শরৈঃ।
সপ্তভিস্তাড়য়ামাস দেবীং সিংহোপরিস্থিতাম্॥ ২০॥

(ইত্যুক্তাবিতি। যুদ্ধকামৌ সংগ্রামে কৃতনিশ্চয়াবিত্যর্থঃ॥ ১৪—১৮॥
তত ইতি। অস্য যুদ্ধদুর্ম্মদত্বং দেব্যাঃ ক্রোধকারণমিতি ভাবঃ॥ ১৯—২০॥

না করিয়া কি স্বর্গ, কি ভূভাগ, কি গিরিকন্দর কোথাও তোর স্থান হইবে না ইহা নিশ্চয়ই জানিবে"॥ ১৩॥

ব্যাস বলিলেন, দেবীর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে সেই বীরবর দানবযুগল কোপে রক্তলোচন হইয়া ধনুর্ব্বাণ ধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধের নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হইল॥ ১৪॥ হে কুরুকুলধুরন্ধর! তখন সেই দেবী ঘোরতর গর্জ্জন করিয়া নির্ভয়ে তথায় অবস্থিত রহিলেন। তৎকালে সেই দানবযুগল ভয়ঙ্কর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল॥ ১৫॥ ভগবতীও দেবগণের কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত মধুর শব্দ করিয়া দানব যুগলের উপর বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন॥ ১৬॥ তাহাদের মধ্যে বাষ্কল প্রথমে অবিলম্বে রণস্থলে তাঁহার সম্মুখীন হইল, পরন্তু দুর্ম্মুখ তৎকালে প্রেক্ষক হইয়া দেবীর অভিমুখে অবস্থিতি করিতে লাগিল॥ ১৭॥ তখন সেই দেবী ও বাষ্কলের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল, বাণ অসি ও পরিঘের আঘাতে সেই যুদ্ধ মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণের ভীতিদায়ক হইল॥ ১৮॥ অনন্তর, জগন্মাতা যুদ্ধদুর্ম্মদ বাষ্কলকে অবলোকন করিয়া ক্রোধ বশতঃ শিলাশাণিত পাঁচটি শর আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া তাহাকে প্রহার করিলেন॥ ১৯॥ দানবও নিশিত শরনিকরে দেবীর শর সকল ছেদন করিয়া সাতটি বাণ দ্বারা সেই সিংহ-

সাপি তং দশভিস্তীক্ষ্ণৈঃ সুপীতৈঃ সায়কৈঃ খলম্ ।
জঘান তচ্ছরাংশ্ছিত্বা জহাস চ মুহুর্মুহুঃ ॥ ২১ ॥
অর্দ্ধচন্দ্রেণ বাণেন চিচ্ছেদ চ শরাসনম্ ।
বাস্কলোঽপি গদাং গৃহ্য দেবীং হন্তুমুপাযযৌ ॥ ২২ ॥
আগচ্ছন্তং গদাপাণিং দানবং মদগর্ব্বিতম্ ।
চণ্ডিকা স্বগদাপাতৈঃ পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ২৩ ॥
বাস্কলঃ পতিতো ভূমৌ মুহূর্ত্তাদুত্থিতঃ পুনঃ ।
চিক্ষেপ চ গদাং সোঽপি চণ্ডিকাং চণ্ডবিক্রমঃ ॥ ২৪ ॥
তমাগচ্ছন্তমালোক্য দেবী শূলেন বক্ষসি ।
জঘান বাস্কলং ক্রুদ্ধা পপাত চ মমার সঃ ॥ ২৫ ॥
পতিতে বাস্কলে সৈন্যং ভগ্নং তস্য দুরাত্মনঃ ।
জয়েতি চ মুদা দেবাশ্চুক্রুশুর্গগনে স্থিতাঃ ॥ ২৬ ॥
তস্মিংশ্চ নিহতে দৈত্যে দুর্মুখোঽতিবলান্বিতঃ ।
আজগাম রণে দেবীং ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ॥ ২৭ ॥

(বাস্কলবাণপ্রহারানন্তরং দেবীকৃত্যমাহ সাপীতি ॥ ২১—২২ ॥
দেব্যাঃ প্রহারকৌশলমাহ আগচ্ছন্তমিতি ॥ ২৩—২৪ ॥
তমিতি। নিক্ষিপ্তাং গদাং বিফলীকৃত্য তং জঘানেত্যর্থঃ ॥ ২৫—২৭ ॥)

বাহিনীকে প্রহার করিল ॥২০॥ দেবীও তাহার শর সমূহ ছেদন করিয়া দশটি সুশাণিত তীক্ষ্ণ সায়ক দ্বারা সেই খলকে প্রহার করিলেন এবং মুহুর্মুহু হাস্য করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥ পুনর্ব্বার অর্দ্ধচন্দ্র বাণ দ্বারা তাহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন ; তখন বাস্কল গদা লইয়া দেবীকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইল ॥ ২২ ॥ সেই মদগর্ব্বিত দানব হস্তে গদা লইয়া আগমন করিতেছে ইহা দেখিয়া চণ্ডিকা স্বীয় গদাপ্রহারে তাহাকে ভূতলে নিপাতিত করিলেন ॥ ২৩ ॥ প্রচণ্ডপরাক্রম বাস্কল ভূতলে পতিত হইয়া মুহূর্ত্তকাল মধ্যে পুনর্ব্বার উত্থিত হইল এবং দেবীর উপরে গদা নিক্ষেপ করিল ॥ ২৪ ॥ দেবী তাহাকে পুনর্ব্বার আসিতে দেখিয়া সক্রোধে শূল লইয়া তাহার হৃদয়ে বিদ্ধ করিলেন, বাস্কলও সেই প্রহারে পতিত হইয়া প্রাণপরিত্যাগ করিল ॥ ২৫ ॥

বাস্কল সমরে পতিত হইলে সেই দুরাত্মার সৈন্য সকল যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল, তৎকালে দেবগণ আনন্দিত হইয়া আকাশ হইতে জয় শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ সেই দৈত্য নিহত হইলে দুর্মুখ কোপসংরক্তনেত্রে অধিক সৈন্যসমভি-

তিষ্ঠ তিষ্ঠাবলে ! সোঽপি ভাষমাণঃ পুনঃ পুনঃ।
ধনুর্বাণধরঃ শ্রীমান্ রথস্থঃ কবচাবৃতঃ ॥ ২৮ ॥
তমাগচ্ছন্তমালোক্য দেবী শঙ্খমবাদয়ৎ।
কোপয়ন্তী দানবং তং জ্যাঘোষঞ্চ চকার হ ॥ ২৯ ॥
সোঽপি বাণান্মুমোচাশু তীক্ষ্ণানাশীবিষোপমান্।
স্ববাণৈস্তান্মহামায়া চিচ্ছেদ চ ননাদ চ ॥ ৩০ ॥
তয়োঃ পরস্পরং যুদ্ধং বভূব তুমুলং নৃপ !।
বাণশক্তিগদাঘাতৈর্মুসলৈস্তোমরৈস্তথা ॥ ৩১ ॥
রণভূমৌ তদা জাতা রুধিরৌঘবহা নদী।
পতিতানি তদা তীরে শিরাংসি প্রবভুস্তদা ॥ ৩২ ॥
যথা সন্তরণার্থায় যমকিঙ্করনায়কৈঃ।
তুম্বীফলানি নীতানি নবশিক্ষাপরৈর্মুদা ॥ ৩৩ ॥
রণভূমিস্তদা ঘোরা বভূবাতীব দুর্গমা।
শরীরৈঃ পতিতৈর্ভূমৌ খাদ্যমানৈর্বৃকাদিভিঃ ॥ ৩৪ ॥

তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভাষমাণ ইত্যর্থঃ ॥ ২৮—৩২ ॥
যথেতি। বৈতরণীসন্তরণায়েত্যর্থঃ ॥ ৩৩—৩৪ ॥

ব্যাহারে সংগ্রাম করিবার জন্য দেবীর নিকট আগমন করিল ॥ ২৭ ॥ "অবলে ! থাক থাক" এই কথা বার বার বলিতে বলিতে সর্ব্বাঙ্গ কবচ দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ধনুর্ব্বাণ ধারণ পূর্ব্বক শ্রীমান্ দুর্মুখ রথারোহণে দেবীর সন্নিহিত হইল ॥ ২৮ ॥ দেবী তাহাকে আসিতে দেখিয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন এবং সেই দানবকে কোপান্বিত করিবার নিমিত্ত জ্যাশব্দ করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥ তখন, অসুর আশীবিষসদৃশ তীক্ষ্ণ বাণসমূহ মোচন করিল; মহামায়া স্বীয় শরনিকরে তাহা ছিন্ন করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥ নরনাথ ! তৎকালে বাণ, শক্তি, গদা, মুষল ও তোমরাদি বর্ষণ দ্বারা তাহাদের উভয়ের পরস্পর তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল ॥ ৩১ ॥ তখন রণভূমিতে রুধিরপ্রবাহিণী নদী প্রবাহিত হইতে লাগিল, তাহার তীরে মস্তক সকল পতিত থাকায় বোধ হইতে লাগিল, যেন নূতন সন্তরণ শিক্ষায় প্রবৃত্ত যমকিঙ্করের দলপতিরা বৈতরণী নদীতে সন্তরণ করিবার নিমিত্ত আনন্দ হৃদয়ে তুম্বীফল সকল আনয়ন করিয়াছে ॥ ৩২—৩৩ ॥ তৎকালে ঘোরতর রণভূমি অতীব দুর্গম হইল। কোথাও শরীর সকল ভূতলে পতিত রহিয়াছে, বৃক প্রভৃতি জীব সকল তাহার মাংস ভক্ষণ করিতেছে; কোথাও শৃগাল, কুক্কুর, কঙ্ক, কাক, অয়োমুখ, গৃধ্র, শ্যেন প্রভৃতি

গোমায়ুসারমেয়াশ্চ কাকাঃ কঙ্কা অয়োমুখাঃ।
গৃধ্রাঃ শ্যেনাশ্চ খাদন্তি শরীরাণি দুরাত্মনাম্॥ ৩৫॥
ববৌ বায়ুশ্চ দুর্গন্ধো মৃতানাং দেহসঙ্গতঃ।
অভূৎ কিলকিলাশব্দঃ খগানাং পলভক্ষিণাম্॥ ৩৬॥
তদা চুকোপ দুষ্টাত্মা দুর্মুখঃ কালমোহিতঃ।
দেবীমুবাচ গর্ব্বেণ কৃত্বা চোর্দ্ধং করং শুভম্॥ ৩৭॥
গচ্ছ চণ্ডি! হনিষ্যামি ত্বামদ্যৈব সুবালিশে!।
দৈত্যং বা ভজ বামোরু! মহিষং মদগর্ব্বিতম্॥ ৩৮॥

দেব্যুবাচ।

আসন্নমরণঃ কামং প্রলপস্ত্বদ্য মোহিতঃ।
অদ্যৈব ত্বাং হনিষ্যামি যথায়ং বাস্কলো হতঃ॥ ৩৯॥
গচ্ছ বা তিষ্ঠ বা মন্দ! মরণং যদি রোচতে।
হত্বা ত্বাং বৈ বধিষ্যামি বালিশং মহিষীসুতম্॥ ৪০॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্যা দুর্মুখো মর্ত্তুমুদ্যতঃ।
মুমোচ বাণবৃষ্টিং তু চণ্ডিকাং প্রতি দারুণম্॥ ৪১॥
সাপি তাং তরসা ছিত্ত্বা বাণবৃষ্টিং শিতৈঃ শরৈঃ।
জঘান দানবং ক্রুদ্ধা বৃত্রং বজ্রধরো যথা॥ ৪২॥

গোমায়ুঃ শৃগালঃ সারমেয়ঃ শ্বা॥ ৩৫—৪২॥

মাংসভোজী পশু ও পক্ষী সকল সেই দুরাত্মাদিগের শরীর ভক্ষণ করিতেছে॥ ৩৪—৩৫॥ তৎকালে সমীরণ মৃতব্যক্তিগণের দেহসংস্পর্শে দুর্গন্ধ হইয়া বহিতে লাগিল এবং মাংসভোজী পক্ষিকুলের কিলকিলা শব্দ হইতে লাগিল॥৩৬॥ তখন দুষ্টস্বভাব দুর্মুখ কাল কর্তৃক বিমোহিত হইয়া ক্রোধে দক্ষিণ কর উত্তোলিত করিয়া সগর্ব্বে দেবীকে বলিতে লাগিল॥৩৭॥ চণ্ডিকে! তোমার দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিয়াছে তুমি এক্ষণেই পলায়ন কর নতুবা তোমাকে সংহার করিব; আর যদি তাহা না হয় তবে তুমি মদগর্ব্বিত দৈত্যবর মহিষকে ভজনা কর॥ ৩৮॥

দেবী বলিলেন, ওরে দুষ্ট! আজি তোর মৃত্যু নিকট উপস্থিত সুতরাং তুই মোহিত হইয়াই প্রলাপ বলিতেছিস্, অতএব বাস্কলের ন্যায় তোকে অদ্যই সংহার করিব॥ ৩৯॥ রে মন্দ! তুই পলায়ন কর্, অথবা যদি মরণের অভিলাষ থাকে তবে থাক, অগ্রে তোকে বধ করিয়া পরে মহিষীসুত মূঢ়মতি মহিষকে বিনাশ করিব॥ ৪০॥

তয়োঃ পরস্পরং যুদ্ধং সঞ্জাতং চাতিকর্কশম্।
ভয়দং কাতরাণাঞ্চ শূরাণাং বলবর্দ্ধনম্॥ ৪৩॥
দেবী চিচ্ছেদ তরসা ধনুস্তস্য করে স্থিতম্।
তথৈব পঞ্চভির্ব্বাণৈর্ব্বভঞ্জ রথমুত্তমম্॥ ৪৪॥
রথে ভগ্নে মহাবাহুঃ পদাতির্দুর্মুখস্তদা।
গদাং গৃহীত্বা দুর্দ্ধর্ষাং জগাম চণ্ডিকাং প্রতি॥ ৪৫॥
চকার স গদাঘাতং সিংহমৌলৌ মহাবলাৎ।
ন চচাল হরিঃ স্থানাত্তাড়িতোঽপি মহাবলঃ॥ ৪৬॥
অম্বিকা তং সমালোক্য গদাপাণিং পুরঃস্থিতম্।
খড়্গেন শিতধারেণ শিরশ্চিচ্ছেদ মৌলিমৎ॥ ৪৭॥
ছিন্নে চ মস্তকে ভূমৌ পপাত দুর্মুখো মৃতঃ।
জয়শব্দং তদা চক্রুর্মুদিতা নির্জ্জরা ভৃশম্॥ ৪৮॥
তুষ্টুবুস্তাং তদা দেবীং দুর্মুখে নিহতেঽমরাঃ।
পুষ্পবৃষ্টিং তথা চক্রুর্জ্জয়শব্দং নভঃস্থিতাঃ॥ ৪৯॥

(তয়োরিতি। অতিকর্কশং অতিকঠোরমত্যন্তভয়ঙ্করমিতি যাবৎ॥ ৪৩—৪৬॥)
মৌলিমৎ কিরীটবদিত্যর্থঃ॥ ৪৭—৪৯॥

দেবীর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে দুর্মুখ মরণে উদ্যত হইয়াই চণ্ডিকার উপর নিদারুণ বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল॥ ৪১॥ দেবীও তৎক্ষণাৎ তাহার বাণজাল ছিন্ন করিয়া বৃত্রাসুরের প্রতি বজ্রধরের ন্যায় শাণিত শরনিকর দ্বারা সক্রোধে দানবকে বিদ্ধ করিলেন॥ ৪২॥ তাহাদিগের পরস্পর নিদারুণ সংগ্রাম সংঘটিত হইয়া উঠিল; রাজন্! ঐ যুদ্ধ দর্শনে কাতর জনের ভয় এবং শূরগণের উৎসাহ হইতে লাগিল॥ ৪৩॥ তখন দেবী অবিলম্বে তাহার করস্থিত ধনুক ছেদন করিলেন এবং পাঁচটি বাণ দ্বারা তাহার উত্তম রথ ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন॥ ৪৪॥ রথ ভগ্ন হইলে মহাবাহু দুর্মুখ দুর্দ্ধর্ষ গদা লইয়া পদসঞ্চারে দেবীর অভিমুখে ধাবিত হইল॥ ৪৫॥ সে সিংহের মস্তকে বিষম বল সহকারে গদা প্রহার করিল কিন্তু মহাবল সিংহ তাড়িত হইয়াও স্থান হইতে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না॥৪৬॥ অসুরকে গদা হস্তে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া অম্বিকা শিতধার খড়্গ দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিলেন॥৪৭॥ মস্তক ছিন্ন হইলে দুর্মুখ মৃত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল, তখন অমরবৃন্দ আনন্দিত হইয়া ঘোরতর জয় শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন॥ ৪৮॥ দুর্মুখ নিহত হইলে অমরগণ নভঃস্থলে থাকিয়া দেবীর স্তব, পুষ্পবৃষ্টি এবং জয় ঘোষণা করিতে লাগিলেন॥৪৯॥

ঋষয়ঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বাঃ সবিদ্যাধরকিন্নরাঃ।
জহৃষুস্তং হতং দৃষ্ট্বা দানবং রণমস্তকে ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে বাস্কলদুর্ম্মুখবধো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

(দুঃখদায়কদানববিনাশেন হি ঋষ্যাদীনাং হর্ষো জাত ইতি ভাবঃ ॥ ৫০ ॥)

ইতি শ্রীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

ঋষিগণ, সিদ্ধগণ, গন্ধর্ব্বগণ, বিদ্যাধরগণ এবং কিন্নরগণ সমরাঙ্গণে সেই দানবকে নিহত দেখিয়া অতিশয় সন্তোষ লাভ করিলেন ॥ ৫০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ
শ্রীমদ্‌ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে বাস্কল ও দুর্মুখ বধ নামক
ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

দুর্ম্মুখং নিহতং শ্রুত্বা মহিষঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
উবাচ দানবান্ সর্ব্বান্ কিং জাতমিতি চাসকৃৎ ॥ ১ ॥
নিহতৌ দানবৌ শূরৌ রণে দুর্ম্মুখবাষ্কলৌ।
তন্ব্যা তৎপরমাশ্চর্য্যং পশ্যন্তু দৈবচেষ্টিতম্ ॥ ২ ॥
কালো হি বলবান্ কর্ত্তা সততং সুখদুঃখয়োঃ।
নরাণাং পরতন্ত্রাণাং পুণ্যপাপানুযোগতঃ ॥ ৩ ॥
নিহতৌ দানবশ্রেষ্ঠৌ কিং কর্ত্তব্যমতঃপরম্।
ব্রুবন্তু মিলিতাঃ সর্ব্বে যদ্‌যুক্তং কার্য্যসঙ্কটে ॥ ৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

এবং ব্রুবতি রাজেন্দ্র! মহিষেঽতিবলান্বিতে।
চিক্ষুরাখ্যস্তু সেনানীস্তমুবাচ মহারথঃ ॥ ৫ ॥
রাজন্নহং হনিষ্যামি কা চিন্তা স্ত্রীবিহিংসনে।
ইত্যুক্ত্বা স্ববলৈর্যুক্তঃ প্রযযৌ রথসংযুতঃ ॥ ৬ ॥

ষট্‌পঞ্চাশন্মহাপদ্যোর্দ্দৈত্যৌ তৌ তাম্রচিক্ষুরৌ।
মহামৃধে হতৌ দেব্যা কথেয়ং সমুদীর্য্যতে ॥
দুর্ম্মুখবধোত্তরং জাতং বৃত্তমাহ দুর্ম্মুখমিতি ॥ ১ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহিষাসুর দুর্মুখের নিধন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অন্ধ হইল এবং দানবদিগকে "এ কি হইল! এ কি হইল!" এইরূপ বাক্য বারংবার বলিতে লাগিল ॥ ১। হায়! সেই ক্ষীণাঙ্গী রমণী দানববীর দুর্মুখ ও বাস্কলকে সমরে নিহত করিয়াছে, অসুরগণ! এক্ষণে এই পরম আশ্চর্য্যকর দৈবকার্য্য অবলোকন কর ॥ ২ ॥ পুণ্য ও পাপের যোগানুসারে মানবগণ পরাধীন, সুতরাং বলবান্ কাল তদনুসারেই তাহাদের সুখ ও দুঃখের বিধান করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥ দুই জন প্রধান দানব নিহত হইয়াছে, অতঃপর আমাদিগের কি করা উচিত? এই বিষম বিপদ্‌কালে যাহা যুক্তিযুক্ত হয় তোমরা সকলে মিলিত হইয়া তাহাই বল? ॥ ৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজেন্দ্র! সেই বলশালী মহিষ এই কথা বলিলে পর তাহার সেনাপতি মহারথ চিক্ষুরাখ্য তাহাকে বলিল ॥ ৫ ॥ রাজন্! একটী অবলার প্রাণ বিনাশের নিমিত্ত

দ্বিতীয়ং পার্ষ্ণিরক্ষস্তু কৃত্বা তাম্রং মহাবলম্।
মহতা সৈন্যঘোষেণ পূরয়ন্ গগনং দিশঃ॥ ৭॥
তমাগচ্ছন্তমালোক্য দেবী ভগবতী শিবা।
চকার শঙ্খজ্যাঘোষং ঘণ্টানাদং মহাদ্ভুতম্॥ ৮॥
তত্রস্থস্তেন শব্দেন তে চ সর্ব্বে সুরারয়ঃ।
কিমেতদিতি ভাষন্তো দুদ্রুবুর্ভয়কম্পিতাঃ॥ ৯॥
চিক্ষুরাখ্যস্তু তান্ দৃষ্ট্বা পলায়নপরায়ণান্।
উবাচাতীব সংক্রুদ্ধঃ কিং ভয়ং বঃ সমাগতম্॥ ১০॥
অদ্যৈবাহং হনিষ্যামি বাণৈর্বালাং মদোন্নতাম্।
তিষ্ঠন্ত্বত্র ভয়ং ত্যক্ত্বা দৈত্যাঃ সমরমূর্দ্ধনি॥ ১১॥
ইত্যুক্ত্বা দানবশ্রেষ্ঠশ্চাপপাণির্বলান্বিতঃ।
আগত্য সঙ্গরে দেবীমিত্যুবাচ গতব্যথঃ॥ ১২॥
কিং গর্জ্জসি বিশালাক্ষি! ভীষয়ন্ কাতরান্নরান্।
নাহং বিভেমি তন্বঙ্গি! শ্রুত্বা তেঽদ্য বিচেষ্টিতম্॥ ১৩॥
স্ত্রীবধে দূষণং জ্ঞাত্বা তথৈবাকীর্ত্তিসম্ভবম্।
উপেক্ষাং কুরুতে চিত্তং মদীয়ং রামলোচনে!॥ ১৪॥

দৈবচেষ্টিতং প্রারব্ধচেষ্টিতমিত্যর্থঃ॥ ২—১৫॥

আপনার কি চিন্তা? আমিই তাহাকে নিহত করিব; এই বলিয়া সে স্বীয় সেনাসমভিব্যাহারে রথারোহণে সমরাভিমুখে প্রস্থান করিল॥ ৬॥ মহাবল তাম্র তাহার পার্ষ্ণি রক্ষক হইয়া সহচর হইল; তখন তাহার মহাসৈন্যের কোলাহলে গগন ও দিক্ সকল পরিপূর্ণ হইল॥৭॥ মঙ্গলদায়িনী দেবী ভগবতী তাহাকে আগমন করিতে দেখিয়া অতিশয় অদ্ভুত শঙ্খধ্বনি জ্যাশব্দ এবং ঘণ্টানাদ করিলেন॥ ৮॥ সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া সমস্ত সুরারিগণ ভয়ে ত্রস্ত হইল এবং এ কি! এই কথা বলিতে বলিতে ভয়ে কম্পিতকলেবর হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল॥৯॥ তখন, চিক্ষুরাখ্য তাহাদিগকে পলায়মান দেখিয়া অত্যন্ত কুপিত হইয়া বলিল, দানবগণ! এক্ষণে তোমাদিগের কি ভয় উপস্থিত হইয়াছে? সমর মধ্যে শরনিকর দ্বারা এই মদোন্মত্তা কামিনীকে অদ্যই নিহত করিব, অতএব তোমরা ভয় পরিহার পূর্ব্বক সমরে স্থির হইয়া থাক॥১০-১১॥ এই বলিয়া দানববর চিক্ষুর ধনুর্ধারণ পূর্ব্বক সেনাসমভিব্যাহারে সমরে আগমন করিল এবং নিঃশঙ্ক হইয়া দেবীকে বলিল, হে বিশাললোচনে! দুর্ব্বল নরদিগকে ভীত করিবার নিমিত্ত কি জন্য গর্জ্জন করিতেছ? কৃশাঙ্গি! তোমার কার্য্যকলাপ শ্রবণ করিয়াছি কিন্তু তাহাতে আমি ভীত নহি॥ ১২—১৩॥ বামলোচনে! স্ত্রীবধ করিলে দোষ

স্ত্রীণাং যুদ্ধং কটাক্ষৈশ্চ তথা হাবৈশ্চ সুন্দরি!।
ন শস্ত্রৈর্বিহিতং কাপি ত্বাদৃশীনাং কদাচন ॥ ১৫ ॥
পুষ্পৈরপি ন যোদ্ধব্যং কিং পুনর্নিশিতৈঃ শরৈঃ।
ভবাদৃশীনাং দেহেষু দুনোতি মালতীদলম্ ॥ ১৬ ॥
ধিগ্ জন্ম মানুষে লোকে ক্ষাত্রধর্ম্মানুজীবিনাম্।
লালিতোঽয়ং প্রিয়ো দেহঃ কৃন্তনীয়ঃ শিতৈঃ শরৈঃ ॥ ১৭ ॥
তৈলাভ্যঙ্গৈঃ পুষ্পবাতৈস্তথা মিষ্টান্নভোজনৈঃ।
পোষিতোঽয়ং প্রিয়ো দেহো ঘাতনীয়ঃ পরেষুভিঃ ॥ ১৮ ॥
দেহং ছিত্ত্বাসিধারাভির্ধনভৃজ্জায়তে নরঃ।
ধিগ্ধনং দুঃখদং পূর্ব্বং পশ্চাৎ কিং সুখদং ভবেৎ ॥ ১৯ ॥
ত্বমপ্যজ্ঞেব বামোরু! যুদ্ধমাকাঙ্ক্ষসে যতঃ।
সুখং সম্ভোগজং ত্যক্ত্বা কং গুণং বেৎসি সঙ্গরে ॥ ২০ ॥
খড়্গপাতং গদাঘাতং ভেদনঞ্চ শিলীমুখৈঃ।
মরণান্তে তু সংস্কারো গোমায়ুমুখকর্ষণম্ ॥ ২১ ॥

দুনোতি খেদয়তীত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥
নমু যুদ্ধে ক্ষত্রিয়া যশঃ প্রাপ্নুবন্তি তদ্বদহমপি প্রাপ্স্যামীতি চেত্তেষামপি ধিক্কার এবাস্তীত্যাহ ধিগ্ জন্মেতি। যেষাং ধর্ম্মো লালিতোঽয়ং প্রিয়ো দেহঃ কৃন্তনীয় ইতি ॥ ১৭ ॥
তদেব স্পষ্টয়তি তৈলাভ্যঙ্গৈরিতি ॥ ১৮—২০ ॥

এবং অকীর্ত্তি হয় ইহা আমি জ্ঞাত আছি সুতরাং আমার চিত্ত স্ত্রীবধে উপেক্ষা করিতেছে ॥ ১৪ ॥ সুন্দরি! কটাক্ষবিক্ষেপ ও হাব দ্বারাই স্ত্রীদিগের যুদ্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু তোমার ন্যায় স্ত্রীগণের শস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ কোন কালে কোথাও বিহিত হয় নাই ॥ ১৫ ॥ ভবাদৃশ সুন্দরী স্ত্রীগণের শরীরে মালতীদলও পীড়া প্রদান করে, অতএব নিশিত শরের কথা দূরে থাকুক পুষ্প দ্বারাও তোমাদের সহিত সংগ্রাম করা কর্ত্তব্য নহে ॥ ১৬ ॥ যাহারা ক্ষাত্রধর্ম্ম অনুসারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে মনুষ্যলোকে তাহাদের জন্মগ্রহণে ধিক্। হায়! সযত্নে লালিত এই প্রিয় দেহ যে ধর্ম্ম দ্বারা শিত-শরনিকরে ছিন্ন হয়, কোন্ ব্যক্তি সেই ধর্ম্মের প্রশংসা করিতে পারেন? ॥ ১৭ ॥ মিষ্টান্নভোজন, তৈলমর্দ্দন এবং পুষ্পগন্ধি বায়ুসেবন দ্বারা এই প্রিয় দেহ প্রতিপালিত হইয়াছে, অতএব ইহা কি কখন শত্রুর শর দ্বারা নষ্ট করা উচিত? ॥ ১৮ ॥ নরগণ অসির দ্বারা দেহ ছিন্ন করিয়া পরে ধনবান্ হয়; অতএব, প্রথমত যে ধন দুঃখের মূল সে কি পরে কখন সুখ দিতে সমর্থ হয়? যদি তাহাও হয় তথাপি সে ধনে ধিক্! ॥ ১৯ ॥ বামোরু! তোমাকে জ্ঞানহীনা বলিয়া বোধ হইতেছে,

তস্যৈব কবিভির্ধূর্ত্তৈঃ কৃতং চাতীব শংসনম্।
রণে মৃতানাং স্বঃপ্রাপ্তিরর্থবাদোঽস্তি কেবলঃ ॥ ২২ ॥
তস্মাদ্গচ্ছ বরারোহে! যত্র তে রমতে মনঃ।
ভজ বা ভূপতিং নাথং হয়ারিং সুরমর্দ্দনম্ ॥ ২৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

এবং ব্রুবাণং তং দৈত্যং প্রোবাচ জগদম্বিকা।
কিং মৃষা ভাষসে মূঢ়! বুদ্ধিমানিব পণ্ডিতঃ ॥ ২৪ ॥
নীতিশাস্ত্রং ন জানাসি বিদ্যাং চান্বীক্ষিকীং তথা।
ন সেবিতাস্ত্বয়া বৃদ্ধা ন ধর্ম্মে মতিরস্তি তে ॥ ২৫ ॥
মূর্খসেবাপরো যস্মাত্তস্মাত্ত্বং মূর্খ এব হি।
রাজধর্ম্মং ন জানাসি কিং ব্রবীষি মমাগ্রতঃ ॥ ২৬ ॥
সংগ্রামে মহিষং হত্বা কৃত্বা রুধিরকর্দ্দমম্।
যশঃস্তম্ভং স্থিরং কৃত্বা গমিষ্যামি যথাসুখম্ ॥ ২৭ ॥
দেবানাং দুঃখদাতারং দানবং মদগর্ব্বিতম্।
হনিষ্যেঽহং দুরাচারং যুদ্ধং কুরু স্থিরো ভব ॥ ২৮ ॥

প্রত্যুত দুর্গুণা এব রণে সন্তীত্যাহ খড়্গাপাতমিতি ॥ ২১ ॥

যেহেতু সম্ভোগজনিত সুখ পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধের অভিলাষ করিতেছ; সুন্দরি! তুমি সমরে কি গুণ দেখিয়া এরূপ অভিলাষ করিতেছ? ॥ ২০ ॥ যে যুদ্ধে খড়্গাপাত গদাঘাত ও শিলীমুখ অস্ত্র প্রহারে শরীর ছিন্ন ভিন্ন হয় আর যাহাতে মৃত্যু হইলে পর গোমায়ুগণ মুখ দ্বারা আকর্ষণ করিয়া সংস্কার করে তাহাতে কি গুণ দেখিতে পাইতেছ? ॥২১॥ ধূর্ত্ত কবিগণই কেবল ইহার অতিশয় প্রশংসা করিয়া থাকেন, তাহারা বলেন মৃত নরগণের স্বর্গলাভ হয়, সুন্দরি! এই উক্তি কেবল স্তুতিবাদ মাত্র সন্দেহ নাই ॥ ২২ ॥ অতএব, বরারোহে! তোমার যেখানে অভিলাষ হয় সেই স্থানে গমন কর অথবা সুরমর্দ্দন নৃপতি মহিষকে স্বামীরূপে ভজনা কর ॥ ২৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! চিক্ষুর দানব এইরূপ বলিলে পর জগদম্বিকা তাহাকে বলিলেন, রে মূঢ়! বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতের ন্যায় কি বৃথা বাক্যব্যয় করিতেছিস্ ॥ ২৪ ॥ তুই নীতিশাস্ত্র অথবা আন্বীক্ষিকী বিদ্যা জানিস্ না, তুই বৃদ্ধগণের সেবাও করিস্ নাই, তোর ধর্ম্মেও মতি নাই, তুই মূর্খের সেবা করিয়া থাকিস্ সুতরাং তুইও নিতান্ত মূর্খ, তুই রাজধর্ম্ম জানিস্ না তথাপি আমার নিকটে কি বলিতেছিস্ ॥ ২৫—২৬ ॥ আমি সমরে মহিষাসুরকে নিহত করিব, তাহার রক্তে ধরণীকে কর্দ্দমযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা যশস্তম্ভ সুদৃঢ় করত সুখে

জীবিতেচ্ছাস্তি চেৎ মূঢ়! মহিষস্য তথা তব।
তদা গচ্ছন্তু পাতালং দানবাঃ সর্ব্ব এব তে ॥ ২৯ ॥
মুমূর্ষা যদি বশ্চিত্তে যুদ্ধং কুর্ব্বন্তু সত্বরাঃ।
সর্ব্বানেব বধিষ্যামি নিশ্চয়োঽয়ং মমাধুনা ॥ ৩০ ॥

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্যা দানবো বলদর্পিতঃ।
মুমোচ বাণবৃষ্টিং তাং ঘনবৃষ্টিমিবাপরাম্ ॥ ৩১ ॥
চিচ্ছেদ তস্য সা বাণান্ স্ববাণৈর্নিশিতৈস্তদা।
জঘান তং তথাঘোরৈরাশীবিষসমৈঃ শরৈঃ ॥ ৩২ ॥
যুদ্ধং পরস্পরং তত্র বভূব বিস্ময়প্রদম্।
গদয়া পাতয়ামাস তং রথাজ্জগদম্বিকা ॥ ৩৩ ॥
মূর্চ্ছাং প্রাপ স দুষ্টাত্মা গদয়াভিহতো ভৃশম্।
মুহূর্ত্তদ্বয়মাত্রস্তু রথোপস্থ ইবাচলঃ ॥ ৩৪ ॥
তং তথা মূর্চ্ছিতং দৃষ্ট্বা তাম্রঃ পরবলার্দ্দনঃ।
আজগাম রণে যোদ্ধুং চণ্ডিকাং প্রতি চাপলাৎ ॥ ৩৫ ॥

নন্বতর্হি দুগুর্ণবতো রণস্য কিমর্থং কবিভিঃ প্রশংসনং কৃতমিতি চেদ্ধূর্ত্তকবিভিস্তৎকৃতমপ্রামাণিকমেবেত্যাহ তস্যেবেতি ॥ ২২—৩২ ॥
রথাৎ চিক্ষুররথাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

স্বস্থানে গমন করিব ॥ ২৭ ॥ আমি দেবগণের ক্লেশদাতা দুরাচার মদগর্ব্বিত সেই দানবকে নিশ্চয়ই নিহত করিব তুই স্থির হইয়া যুদ্ধ কর ॥ ২৮ ॥ রে মূঢ়! তোর আর মহিষের যদি জীবন ধারণের ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে সমস্ত দানবগণের সহিত মিলিত হইয়া পাতালে গমন কর্ ॥ ২৯ ॥ আর যদি তোদের চিত্তে মৃত্যুবাসনা থাকে তবে সত্বর যুদ্ধ কর্, আমি এখনি সকলকেই বধ করিব ইহাই আমার স্থির নিশ্চয় জানিবে ॥ ৩০ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! দেবীর সেই বাক্য শ্রবণে বলদর্পিত দানব তৎক্ষণাৎ তাঁহার উপর দ্বিতীয় ঘনবৃষ্টির ন্যায় বাণবৃষ্টি করিতে লাগিল ॥ ৩১ ॥ তখন দেবী নিশিত শরনিকরে তাহার বাণ সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া আশীবিষসদৃশ ঘোরতর শর দ্বারা তাহাকে প্রহার করিলেন ॥৩২॥ তৎকালে তাহাদের পরস্পর সংগ্রাম জনসাধারণের বিস্ময়কর হইয়া উঠিল; ইত্যবসরে জগদম্বিকা গদা প্রহার দ্বারা রথ হইতে তাহাকে নিপাতিত করিলেন ॥ ৩৩ ॥ তখন, সেই দুষ্টস্বভাব গদা দ্বারা তাড়িত হইয়াও অচলের ন্যায় রথসমীপে দুই মুহূর্ত্ত মাত্র মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত রহিল ॥ ৩৪ ॥ শত্রুবিমর্দ্দন তাম্র তাহার তদবস্থা অবলোকন করিয়া

আগচ্ছন্তন্তু তং বীক্ষ্য হসন্তী প্রাহ চণ্ডিকা।
এহ্যেহি দানবশ্রেষ্ঠ! যমলোকং নয়াম্যহম্ ॥ ৩৬ ॥
কিং ভবদ্ভিঃ সমায়াতৈরবলৈশ্চ গতায়ুষৈঃ।
মহিষঃ কিং গৃহে মূঢ়ঃ করোতি জীবনোদ্যমম্ ॥ ৩৭ ॥
কিং ভবদ্ভির্হতৈর্মন্দৈর্ম্মমাপি বিফলঃ শ্রমঃ।
অহতে মহিষে পাপে সুরশত্রৌ দুরাত্মনি ॥ ৩৮ ॥
তস্মাদ্‌যূয়ং গৃহং গত্বা মহিষং প্রেষয়ন্ত্বিহ।
পশ্যেন্মাং সোঽপি মন্দাত্মা যাদৃশীং তাদৃশীং স্থিতাম্ ॥ ৩৯ ॥
তাম্রস্তদ্বচনং শ্রুত্বা বাণবৃষ্টিং চকার হ।
চণ্ডিকাং প্রতি কোপেন কর্ণাকৃষ্টশরাসনঃ ॥ ৪০ ॥
ভগবত্যপি তাম্রাক্ষী সমাকৃষ্য শরাসনম্।
বাণান্মুমোচ তরসা হন্তুকামা সুরাহিতম্ ॥ ৪১ ॥
চিক্ষুরাখ্যোঽপি বলবান্ মূর্চ্ছাং ত্যক্ত্বোত্থিতঃ পুনঃ।
গৃহীত্বা সশরং চাপং তস্থৌ তৎ-সম্মুখঃ ক্ষণাৎ ॥ ৪২ ॥
চিক্ষুরাখ্যশ্চ তাম্রশ্চ দ্বাবপ্যতিবলোৎকটৌ।
যুযুধাতে মহাবীরৌ সহ দেব্যা রণাঙ্গণে ॥ ৪৩ ॥

রথোপস্থে রথসমীপে ॥ ৩৪—৩৬ ॥

চাপল্যবশত সংগ্রাম করিতে চণ্ডিকার নিকট আগমন করিল ॥ ৩৫ ॥ দেবী চণ্ডিকা তাহাকে আসিতে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, দানবশ্রেষ্ঠ! এস এস, তোমাকে এক্ষণেই যমলোকে প্রেরণ করিতেছি ॥ ৩৬ ॥ অথবা তোমাদের আসিবার প্রয়োজন কি? তোমরা এমনই দুর্ব্বল যে তোমাদের জীবন নাই বলিলেই হয়; সেই মূঢ় মহিষ কি এক্ষণে গৃহে থাকিয়া জীবনের উপায় করিতেছে? ॥ ৩৭ ॥ তোমরা নিতান্ত দুর্ব্বল সুতরাং তোমাদিগকে বিনাশ করিলে আমার ফল কি? সেই দুষ্টস্বভাব সুরশত্রু পাপমতি মহিষ নিহত না হইলে আমার সকল পরিশ্রমই বিফল হইবে ॥ ৩৮ ॥ অতএব, তোমরা গৃহে গিয়া তোমাদের রাজা মহিষকে এইস্থলে প্রেরণ কর; সেই দুষ্টস্বভাবও আমাকে যেরূপে দেখিতে বাসনা করে, আমিও সেই রূপেই অবস্থিতি করিতেছি ॥ ৩৯ ॥

তাম্র তাঁহার বাক্য শ্রবণে কুপিত হইয়া শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া চণ্ডিকার উপর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল ॥৪০॥ ভগবতীও ক্রোধে লোচন রক্তবর্ণ করিয়া শরাসন আকর্ষণ করিলেন এবং সুরশত্রুকে সংহার করিতে ইচ্ছুক হইয়া সত্বর বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥৪১॥ ইত্যবসরে বলবান্ চিক্ষুরাখ্য মূর্চ্ছা ত্যাগ করিয়া উত্থিত হইল এবং ক্ষণমাত্রেই

কুপিতা চ মহামায়া ববর্ষ শরসন্ততিম্।
চকার দানবান্ সর্ব্বান্ বাণক্ষততনুচ্ছদান্ ॥ ৪৪ ॥
অসুরাঃ ক্রোধসংমূঢ়া বভূবুঃ শরতাড়িতাঃ।
চিক্ষিপুঃ শরজালানি দেবীং প্রতি রুষান্বিতাঃ ॥ ৪৫ ॥
বভুস্তে রাক্ষসাস্তত্র কিংশুকা ইব পুষ্পিণঃ।
শিলীমুখক্ষতাঃ সর্ব্বে বসন্তে চ বনে রণে ॥ ৪৬ ॥
বভূব তুমুলং যুদ্ধং তাম্রেণ সহ সংযুগে।
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুর্দ্দেবা যে প্রেক্ষকাঃ স্থিতাঃ ॥ ৪৭ ॥
তাম্রো মুসলমাদায় লোহজং দারুণং দৃঢ়ম্।
জঘান মস্তকে সিংহং জহাস চ ননর্দ্দ চ ॥ ৪৮ ॥
নর্দ্দমানং তদা তন্তু দৃষ্ট্বা দেবী রুষান্বিতা।
খড়্গেন শিতধারেণ শিরশ্চিচ্ছেদ সত্বরা ॥ ৪৯ ॥
ছিন্নে শিরসি তাম্রস্তু বিশীর্ষো মুসলী বলী।
বভ্রাম ক্ষণমাত্রন্তু পপাত রণমস্তকে ॥ ৫০ ॥
পতিতং তাম্রমালোক্য চিক্ষুরাখ্যো মহাবলঃ।
খড়্গমাদায় তরসা দুদ্রাব চণ্ডিকাং প্রতি ॥ ৫১ ॥

কিং ভবদ্ভিরিতি। ভবদ্ভিরাগতৈঃ কিং ফলং ভবতাং পতিরেব কুতো নায়াতি। স মহিষো গৃহে স্থিত্বা কিং যৌবনোদ্যমং করোতি ॥ ৩৭—৪৫ ॥

পুনর্ব্বার কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া দেবীর সম্মুখে অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ৪২ ॥ মহাবীর চিক্ষুরাখ্য ও তাম্র উভয়েই অতিশয় উগ্রভাবে দেবীর সহিত রণস্থলে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৪৩ ॥ তখন মহামায়া কুপিত হইয়া অবিচ্ছেদে এরূপ শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন যে, সেই শরনিকরে সমস্ত দানবদিগের বর্ম্ম সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল ॥ ৪৪ ॥ সেই শর-বিদ্ধ অসুরগণ কোপে একান্ত বিমোহিত হইয়া সরোষে দেবীর উপর বাণজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥ ৪৫ ॥ বসন্তকালে পুষ্পিত কিংশুক যেমন বনস্থলে শোভা পায়, শিলীমুখ দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হইয়া দানবগণ রণস্থলে তদ্রূপ শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৪৬॥ তখন তাম্রের সহিত ভগবতীর এরূপ তুমুল যুদ্ধ হইল যে, দর্শকভাবে অবস্থিত দেবতারাও সাতিশয় বিস্মিত হইলেন ॥ ৪৭ ॥ তাম্র লৌহময় সুদৃঢ় দারুণ মুষল লইয়া সিংহের মস্তকে প্রহার করিয়া হাস্য ও গর্জ্জন করিতে লাগিল ॥ ৪৮ ॥ তাহাকে গর্জ্জন করিতে দেখিয়া দেবী কুপিত হইয়া শিতধার-খড়্গ দ্বারা সত্বর তাহার মস্তক ছেদন করিলেন ॥ ৪৯ ॥ মস্তক ছিন্ন হইলে বলবান্ তাম্র মস্তকবিহীন হইয়াও ক্ষণকাল মুষল ধারণ পূর্ব্বক ভ্রমণ করিয়া রণস্থলে পতিত

ভগবত্যপি তং দৃষ্ট্বা খড়্গপাণিমুপাগতম্।
দানবং পঞ্চভির্বাণৈর্জঘান তরসা রণে ॥ ৫২ ॥
একেন পাতিতং খড়্গং দ্বিতীয়েন তু তৎকরঃ।
কণ্ঠাচ্চ মস্তকং তস্য কৃন্তিতং চাপরৈঃ শরৈঃ ॥ ৫৩ ॥
এবং তৌ নিহতৌ ক্রূরৌ রাক্ষসৌ রণদুর্ম্মদৌ।
ভগ্নং সৈন্যং তয়োস্তূর্ণং দিক্ষু সন্ত্রস্তমানসম্ ॥ ৫৪ ॥
দেবাশ্চ মুদিতাঃ সর্ব্বে দৃষ্ট্বা তৌ নিহতৌ রণে।
পুষ্পবৃষ্টিং মুদা চক্রুর্জ্জয়শব্দং নভঃস্থিতাঃ ॥ ৫৫ ॥
(ঋষয়ো দেবগন্ধর্ব্বা বৈতালাঃ সিদ্ধচারণাঃ।
ঊচুস্তে জয় দেবীতি চাম্বিকেতি পুনঃ পুনঃ ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে তাম্রচিক্ষুরাখ্যাসুরবধো নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

বসন্তে কিংশুকা ইব রণে রাক্ষসা ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৬—৫২ ॥
পঞ্চবাণানাং বিভাগমাহ একেনেতি। অপরৈঃ শরৈরবশিষ্টৈস্ত্রিভিরিত্যর্থঃ ॥ ৫৩—৫৬ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পঞ্চমস্কন্ধে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

হইল ॥ ৫০ ॥ মহাবল চিক্ষুরাখ্য তাম্রকে পতিত দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ খড়্গ লইয়া চণ্ডিকার অভিমুখে ধাবিত হইল ॥ ৫১ ॥ চিক্ষুরাখ্য খড়্গপাণি হইয়া সমীপে আসিলে ভগবতী তদ্দর্শনে সত্বর পাঁচটী বাণ দ্বারা তাহাকে প্রহার করিলেন ॥ ৫২ ॥ একটি শরে তাহার খড়্গ দ্বিতীয় শরে তাহার হস্ত পাতিত করিয়া অবশিষ্ট শর দ্বারা তাহার কণ্ঠ হইতে মস্তক ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫৩ ॥ রণদুর্ম্মদ ক্রূর সেই অসুর দ্বয় এইরূপে নিহত হইলে তাহাদের সৈন্যগণ ভীত হইয়া অবিলম্বে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল ॥ ৫৪ ॥ তখন দেবগণ সমরে তাহাদের পতন দর্শনে আনন্দিত হইলেন এবং আকাশ হইতে সহর্ষে পুষ্প বর্ষণ করত জয়-শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫ ॥ এদিকে ঋষিগণ, গন্ধর্ব্বগণ, বেতালগণ, সিদ্ধগণ ও চারণগণ আনন্দিত হইয়া, অম্বিকে! তোমার জয় হউক দেবি! তোমার জয় হউক, এই বাক্য বারংবার উচ্চারণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৬ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে তাম্র ও চিক্ষুরের বধবিষয়ক চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

পরলোকস্য সন্দেহো যদি তেঽস্তি কৃশোদরি!।
স্বর্গভোগপরা নিত্যং ভব ভামিনি! ভূতলে ॥ ১৩ ॥
অনিত্যং যৌবনং দেহে জ্ঞাত্বেতি সুকৃতং চরেৎ।
পরোপতাপনং কার্য্যং বর্জ্জনীয়ং সদা বুধৈঃ ॥ ১৪ ॥
অবিরোধেন কর্ত্তব্যং ধর্ম্মার্থকামসেবনম্।
তস্মাত্ত্বমপি কল্যাণি! মতিং ধর্ম্মে সদা কুরু ॥ ১৫ ॥
অপরাধং বিনা দৈত্যান্ কস্মান্মারয়সেঽম্বিকে!।
দয়াধর্ম্মোঽস্য দেহোঽস্তি সত্যে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ১৬ ॥
তস্মাদ্দয়া তথা সত্যং রক্ষণীয়ং সদা বুধৈঃ।
কারণং বদ সুশ্রোণি! দানবানাং বধে তব ॥ ১৭ ॥

দেব্যুবাচ।

ত্বয়া পৃষ্টং মহাবাহো! কিমর্থমিহ চাগতা।
তদহং সম্প্রবক্ষ্যামি হননে চ প্রয়োজনম্ ॥ ১৮ ॥

নন্বু মম ন বৈদান্তিকমতং নাপি সৌগতং কিন্তু মীমাংসকমতম্। তথা চ তন্মতে পরলোকস্য সত্ত্বাৎ যুদ্ধং পরলোকপ্রাপ্ত্যর্থমাবশ্যকমিতি চেত্তত্রাহ পরলোকস্যেতি। তন্মতে স্বর্গসুখস্য সর্ব্বোত্তমত্বাত্তৎপ্রাপ্ত্যর্থং কর্ম্মাদিকং কুর্ব্বিত্যর্থঃ ॥ ১৩—১৫ ॥

দয়াধর্ম্মোঽস্যেতি। অস্য পুরুষস্য দেহো দয়াধর্ম্মো দয়ৈব ধর্ম্মো যস্য স দয়াধর্ম্মস্তথাস্তি। অথ চাস্য পুরুষস্য প্রাণাঃ সত্যে প্রতিষ্ঠিতাঃ সত্যেনৈব প্রাণানাং রক্ষণাৎ ॥ ১৬ ॥

তাঁহারা এই বিনাশশীল সম্ভোগসুখকেই ত্যাগ করিয়া থাকেন ॥১০—১১॥ বরাননে! যদি আপনি সুগতদিগের ন্যায় পরলোক নাই এই মতই স্বীকার করেন, তাহা হইলেও যুদ্ধ পরিত্যাগ করত ইহলোকে যৌবন লাভ করিয়া উত্তম উত্তম ভোগ্যবস্তু সকল উপভোগ করুন ॥ ১২ ॥ কৃশোদরি! যদি আপনার পরলোকে সন্দেহ থাকে তাহা হইলেও যুদ্ধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনি এই ভূতলেই নিয়ত স্বর্গভোগের প্রতিপাদক কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করুন ॥ ১৩ ॥ কারণ, যৌবন অনিত্য ইহা অবগত হইয়া সততই পুণ্যকার্য্য করা এবং পরপীড়ন পরিত্যাগ করা বুধগণের একান্ত কর্ত্তব্য এবং এইরূপে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের পরস্পর অবিরোধভাবে তৎসমুদায়ের সেবা করা একান্তই বিধেয়; অতএব, কল্যাণি! আপনিও সর্ব্বদা ধর্ম্মে মতি করুন ॥ ১৪—১৫ ॥ হে অম্বিকে! বিনা অপরাধে দৈত্যদিগকে কি নিমিত্ত সংহার করিতেছেন? কারণ, এই পুরুষের দেহে দয়ারূপ ধর্ম্ম বিদ্যমান, আর প্রাণ সকলও সত্যে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ সত্য দ্বারা রক্ষণীয়, অতএব দয়া ও সত্য বুধগণের সততই রক্ষা করা উচিত। হে সুশ্রোণি! দানবদিগের বধে তোমার প্রয়োজন কি, তাহা আপনি প্রকাশ করিয়া বলুন ॥ ১৬—১৭ ॥

বিচরামি সদা দৈত্য ! সর্ব্বলোকেষু সর্ব্বদা ।
ন্যায়ান্যায়ৌ চ ভূতানাং পশ্যন্তী সাক্ষিরূপিণী ॥ ১৯ ॥
ন মে কদাপি ভোগেচ্ছা ন লোভো ন চ বৈরিতা ।
ধর্ম্মার্থং বিচরাম্যত্র সংসারে সাধুরক্ষণম্ ॥ ২০ ॥
ব্রতমেতত্তু নিয়তং পালয়ামি নিজং সদা ।
সাধূনাং রক্ষণং কার্য্যং হন্তব্যা যেঽপ্যসাধবঃ ॥ ২১ ॥
বেদসংরক্ষণং কার্য্যমবতারৈরনৈকশঃ ।
যুগে যুগেঽতএবাহমবতারান্ বিভর্ম্মি চ ॥ ২২ ॥
মহিষস্তু দুরাচারো দেবান্ বৈ হন্তুমুদ্যতঃ ।
জ্ঞাত্বাহং তদ্বধার্থং ভো প্রাপ্তাস্মি রাক্ষসাধুনা ॥ ২৩ ॥
তং হনিষ্যে দুরাচারং সুরশত্রুং মহাবলম্ ।
গচ্ছ বা তিষ্ঠ কামং ত্বং সত্যমেতদুদাহৃতম্ ॥ ২৪ ॥
ব্রূহি বা তং দুরাত্মানং রাজানং মহিষীসুতম্ ।
কিমন্যান্ প্রেষয়স্যত্র স্বয়ং যুদ্ধং কুরুষ্ব হ ॥ ২৫ ॥

তস্মাদ্দয়া সত্যঞ্চ রক্ষণীয়মিত্যাহ তস্মাদিতি ॥ ১৭—১৮ ॥
যতঃ সাক্ষিরূপিণী তত ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥
সাধুরক্ষণমিত্যেতদুত্তরান্বয়ি ॥ ২০—২৮ ॥

দেবী কহিলেন, মহাবাহো ! তুমি জিজ্ঞাসা করিলে যে, আমার এখানে আসিবার প্রয়োজন কি ? বীরবর ! আমার এস্থলে আসিবার এবং দৈত্যসংহারের কি প্রয়োজন তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর ॥ ১৮ ॥ দৈত্যবর ! আমি সাক্ষিরূপিণী হইয়া জীবগণের ন্যায় ও অন্যায় সর্ব্বদা দর্শন পূর্ব্বক সমস্ত লোক মধ্যে নিয়ত বিচরণ করিয়া থাকি ॥ ১৯ ॥ আমার কখন ভোগ ইচ্ছা নাই, অথবা কোন বিষয়ে লোভ নাই এবং কাহারও সহিত বৈরিতাও নাই, কেবল ধর্ম্মের রক্ষার নিমিত্ত এই সংসারে বিচরণ করিয়া থাকি। সাধুদিগের রক্ষা করাই আমার ব্রত ইহা আমি সততই পালন করিয়া থাকি। সাধুগণের রক্ষা এবং অসাধুগণের বিনাশই আমার কার্য্য জানিবে ॥ ২০—২১ ॥ যুগে যুগে অনেক অবতার হইয়া বেদের রক্ষা করিতে হয়, অতএব যুগে যুগে আমিই অবতীর্ণ হইয়া থাকি ॥ ২২ ॥ এক্ষণে দুরাচার মহিষ দেবগণকে বিনাশ করিতে উদ্যত, ইহা অবগত হইয়া তাহার বধের নিমিত্ত এস্থানে আসিয়াছি ॥ ২৩ ॥ সেই দুরাচার সুরশত্রু মহাবল মহিষাসুরকে নিহত করিব তোমাকে এই সত্য কথা বলিলাম, ইহাতে তোমার ইচ্ছা হয় থাক অথবা চলিয়া যাও ॥২৪॥ অথবা সেই দুষ্টস্বভাব রাজা মহিষাসুরকে বল যে, অন্য অসুরদিগকে কি নিমিত্ত পাঠাই-

সন্ধিং চেৎ কর্ত্তুমিচ্ছাস্তি রাজ্ঞস্তব ময়া সহ।
সর্ব্বে গচ্ছন্তু পাতালং বৈরং ত্যক্ত্বা যথাসুখম্‌॥ ২৬॥
দেবদ্রব্যন্তু যৎ কিঞ্চিদ্ধৃতং জিত্বা রণে সুরান্‌।
তদ্দত্ত্বা যান্তু পাতালং প্রহ্লাদো যত্র তিষ্ঠতি॥ ২৭॥

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং দেব্যা অসিলোমা পুরঃ স্থিতঃ।
বিড়ালাখ্যং মহাবীরং পপ্রচ্ছ প্রীতিপূর্ব্বকম্‌॥ ২৮॥

অসিলোমোবাচ।

শ্রুতং তেঽদ্য বিড়ালাখ্য! ভবান্যা কথিতঞ্চ যৎ।
এবং গতে কিং কর্ত্তব্যো বিগ্রহঃ সন্ধিরেব বা॥ ২৯॥

বিড়ালাখ্য উবাচ।

ন সন্ধিকামোঽস্তি নৃপোঽভিমানী
যুদ্ধে চ মৃত্যুং নিয়তং হি জানন্‌।
দৃষ্ট্বা হতান্‌ প্রেরয়তে তথাস্মান্‌
দৈবং হি কোঽতিক্রমিতুং সমর্থঃ॥ ৩০॥

এবং গতে এবং প্রাপ্তে ইত্যর্থঃ॥ ২৯॥

(মহিষাসুরস্তু কদাপি সন্ধিং ন চিকীর্ষতীত্যভিপ্রায়েণাহ ন সন্ধিকামোঽস্তীতি। সন্ধাকরণে কারণমাহ অভিমানীতি। অভিমানিনাং কদাপি ন্যূনতাস্বীকারো নাস্তীতিভাবঃ॥৩০॥)

তেছ? তুমি স্বয়ং আসিয়া যুদ্ধ কর॥ ২৫॥ তোমার রাজার যদি আমার সহিত সন্ধি করিতে ইচ্ছা থাকে, তবে দেবগণের সহিত শত্রুতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকলে মিলিয়া যথাসুখে পাতাল-তলে গমন করুক॥ ২৬॥ রণে সুরগণকে জয় করিয়া যাহা কিছু দেবদ্রব্য হরণ করিয়াছে, তৎসমুদায় দেবগণকে প্রত্যর্পণ করিয়া পাতালের যে স্থানে প্রহ্লাদ বাস করিতেছেন সেই স্থলে প্রবেশ করুক॥ ২৭॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! অসিলোমা দেবীর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সম্মুখস্থিত মহাবীর বিড়ালাখ্য অসুরকে প্রীতিসহকারে জিজ্ঞাসা করিল॥ ২৮॥ বিড়ালাখ্য! দেবী যাহা এক্ষণে বলিলেন তাহা ত শ্রবণ করিলে? এ অবস্থায় সন্ধি করা কর্ত্তব্য অথবা বিগ্রহ করা উচিত?॥ ২৯॥

বিড়ালাখ্য বলিল, যুদ্ধে অবশ্যই মৃত্যু হইবে ইহা জানিয়াও রাজা স্বীয় স্বাভাবিক অভিমান বশে সন্ধি করিতে সম্মত নহেন, তিনি প্রতি দিন দানবগণের মৃত্যু দর্শন করিয়াও পুনর্ব্বার আমাদিগকে রণে প্রেরণ করিয়াছেন, অতএব দৈবকে অতিক্রম করিতে কোন্‌

"দুঃসাধ্য এবাস্তিহ সেবকানাং
ধর্ম্মঃ সদা মানবিবর্জ্জিতানাম্।
আজ্ঞাপরাণাং বশবর্ত্তিকানাং
পাঞ্চালিকানামিব সূত্রভেদাৎ ॥"
গত্বা কথং তস্য পুরস্ত্বয়া চ
ময়াপি বক্তব্যমিদং কঠোরম্।
গচ্ছন্তু পাতালমিতশ্চ সর্ব্বে
দত্ত্বাথ রত্নানি ধনং সুরাণাম্ ॥ ৩১ ॥
প্রিয়ং হি বক্তব্যমসত্যমেব
ন চ প্রিয়ং স্যাদ্ধিতকৃত্তু ভাষিতম্।
সত্যং প্রিয়ং নো ভবতীহ কামং
মৌনং ততো বুদ্ধিমতাং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥
ন ফল্গুবাক্যৈঃ প্রতিবোধনীয়ো
রাজা তু বীরৈরিতি নীতিশাস্ত্রম্ ॥ ৩২ ॥
ন নূনং তত্র গন্তব্যং হিতং বা বক্তুমাদরাৎ ।
প্রষ্টুং বাপি গতে রাজা কোপযুক্তো ভবিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥

কিং তৎ কঠোরং বাক্যং তদাহ গচ্ছন্ত্বিতি ॥ ৩১ ॥
এতাদৃশফল্গুবাক্যৈ রাজা কদাপি ন বোধনীয়ো বীরৈরেতাদৃশং নীতিশাস্ত্রমপ্যস্তীত্যাহ ন ফল্গুবাক্যৈরিতি ॥ ৩২—৩৪ ॥

ব্যক্তি সমর্থ হইয়া থাকে ? ॥ ৩০ ॥ সূত্রের তারতম্যানুসারে নৃত্যকারী পুত্তলিকা যেমন নর্ত্তকের বশবর্ত্তী হইয়া থাকে সেইরূপ সেবকেরাও প্রভুর বশবর্ত্তী ও আজ্ঞাধীন, সুতরাং নিয়ত মানাদি পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের কার্য্য করিতে হয়; অতএব, সংসারে সেবকের ধর্ম্ম অতিশয় দুঃসাধ্য। আপনি সুরগণকে ধন রত্ন দান করিয়া এথান হইতে সকল অসুরগণের সহিত পাতালে গমন করুন আমরা উভয়ে তাঁহার নিকটে গিয়া এই কঠোরবাক্য কিরূপে বলিব ? ॥৩১॥ দেখ, অসত্য বাক্যই প্রিয় হইয়া থাকে বস্তুত যাহা হিতকর তাহা কখনই প্রিয় হয় না, সত্য অথচ প্রিয় এরূপ বাক্য সংসারে অতিশয় দুর্লভ; অতএব, এরূপ স্থলে বুদ্ধিবান্ ব্যক্তির মৌনাবলম্বন করিয়া থাকাই উচিত; আর বিশেষত অসার বাক্য দ্বারা রাজাকে প্রতিবোধিত করা বীরগণের কর্ত্তব্য নহে, ইহাই নীতিশাস্ত্রের সার মর্ম্ম ॥ ৩২ ॥ অতএব, রাজাকে সাদরে হিত কথা বলিতে বা হিত কথা জিজ্ঞাসা করিতে আমাদের সেথানে গমন করা কখনই উচিত নহে; কারণ, তাহা করিলে রাজা কুপিত

ইতি সঞ্চিন্ত্য কর্ত্তব্যং যুদ্ধং প্রাণস্য সংশয়ে।
স্বামিকার্য্যং পরং মত্বা মরণং তৃণবত্তথা ॥ ৩৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি সঞ্চিন্ত্য তৌ বীরৌ সংস্থিতৌ যুদ্ধতৎপরৌ।
ধনুর্ব্বাণধরৌ তত্র সন্নদ্ধৌ রথসঙ্গতৌ ॥ ৩৫ ॥
প্রথমস্তু বিড়ালাখ্যঃ সপ্ত বাণান্ মুমোচ হ।
অসিলোমা স্থিতো দূরে প্রেক্ষকঃ পরমাস্ত্রবিৎ ॥ ৩৬ ॥
চিচ্ছেদ তাংস্তথাপ্রাপ্তানম্বিকা স্বশরৈঃ শরান্।
বিড়ালাখ্যং ত্রিভির্ব্বাণৈর্জঘান চ শিলাশিতৈঃ ॥ ৩৭ ॥
প্রাপ্য বাণব্যথাং দৈত্যঃ পপাত সমরাঙ্গণে।
মূর্চ্ছিতোঽথ মমারাশু দানবো দৈবযোগতঃ ॥ ৩৮ ॥
বিড়ালাখ্যং হতং দৃষ্ট্বা রণে শক্তিশরোৎকরৈঃ।
অসিলোমা ধনুষ্পাণিঃ সংস্থিতো যুদ্ধতৎপরঃ ॥ ৩৯ ॥
ঊর্দ্ধং সব্যং করং কৃত্বা তামুবাচ মিতং বচঃ।
দেবি! জানামি মরণং দানবানাং দুরাত্মনাম্ ॥ ৪০ ॥

(ইতীতি। বরং মরণং তথাপি ন প্রভুসকাশে সন্ধিসংস্থাপনার্থগমনমিত্যেতৎ সঞ্চিন্ত্য মনসি বিচার্য্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

প্রথমমিতি। পরমাস্ত্রবিদপি প্রেক্ষকঃ একস্যোপরি বহূনাং সম্পাতনস্য যুদ্ধধর্ম্মবিরুদ্ধত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৩৬—৪০ ॥

হইবেন সন্দেহ নাই ॥৩৩॥ অতএব, এরূপ জীবন সংশয় স্থলেও প্রভুর কার্য্য সম্পাদন করা অবশ্যই কর্ত্তব্য এইরূপ বিবেচনা এবং মরণকে তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া যুদ্ধ করাই একান্ত শ্রেয়স্কর ॥ ৩৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! এইরূপ ভাবনার পর সেই বীরদ্বয় বর্ম্ম-পরিধান, ধনুর্ব্বাণ ধারণ ও রথারোহণ করিয়া সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥৩৫॥ প্রথমত বিড়ালাখ্য সাতটি বাণ পরিত্যাগ করিল, তৎকালে পরমাস্ত্রবেত্তা অসিলোমা দর্শক হইয়া দূরে অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥৩৬॥ সেই বাণ আসিবামাত্র অম্বিকা স্বীয় শর-নিকরে খণ্ড খণ্ড করিয়া শিলাশাণিত তিনটি বাণ দ্বারা বিড়ালাখ্যকে প্রহার করিলেন ॥ ৩৭ ॥ দৈত্য বিড়ালাখ্য বাণবেদনায় মূর্চ্ছিত হইয়া রণস্থলে পতিত হইল এবং ক্ষণকাল পরেই দৈবযোগ বশত মৃত্যুমুখে পতিত হইল ॥ ৩৮ ॥ শক্তির শরনিকরে বিড়ালাখ্য সমরে নিহত হইল দর্শন করিয়া অসিলোমা ধনুর্ব্বাণ ধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধের নিমিত্ত

তথাপি যুদ্ধং কর্ত্তব্যং পরাধীনেন বৈ ময়া।
মহিষো মন্দবুদ্ধিশ্চ ন জানাতি প্রিয়াপ্রিয়ে ॥ ৪১ ॥
তদগ্রে নৈব বক্তব্যং হিতং চৈবাপ্রিয়ং ময়া।
মর্ত্তব্যং বীরধর্ম্মেণ শুভং বাপ্যশুভং ভবেৎ ॥ ৪২ ॥
দৈবমেব পরং মন্যে ধিক্ পৌরুষমনর্থকম্।
পতন্তি দানবাস্তূর্ণং তব বাণহতা ভুবি ॥ ৪৩ ॥
ইত্যুক্ত্বা শরবৃষ্টিং স চকার দানবোত্তমঃ।
দেবী চিচ্ছেদ তান্ বাণৈরপ্রাপ্তাংস্তু নিজান্তিকে ॥ ৪৪ ॥
অন্যৈর্ব্বিব্যাধ তং তূর্ণমসিলোমানমাশুগৈঃ।
বীক্ষিতামরসংঘৈশ্চ কোপপূর্ণাননা তদা ॥ ৪৫ ॥
শুশুভে দানবঃ কামং বাণৈর্ব্বিদ্ধতনুঃ কিল।
স্রবদ্রুধিরধারঃ স প্রফুল্লঃ কিংশুকো যথা ॥ ৪৬ ॥
অসিলোমা গদাং গুর্ব্বীং লৌহীমুদ্যম্য বেগতঃ।
দুদ্রাব চণ্ডিকাং কোপাৎ সিংহং মূর্দ্ধ্নি জঘান হ ॥ ৪৭ ॥

তথাপীতি। ত্বয়া সহ সন্ধিঃ কর্ত্তব্য ইত্যেৎ মম নিশ্চয়ঃ পরন্তু মহিষো নির্ব্বুদ্ধিঃ স তু প্রিয়াপ্রিয়ে শুভাশুভে নজানাতি ॥ ৪১—৪২ ॥
দৈবস্য পরত্বে দৃষ্টান্তং দর্শয়তি পতন্তীতি। তব অবলায়া ইতি ভাবঃ ॥ ৪৩—৪৯ ॥

অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ৩৯ ॥ তখন, বীরবর বামকর উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া দেবীকে সংক্ষেপে বলিতে লাগিল যে, দেবি! দুষ্টস্বভাব দানবদিগের মৃত্যু হইবে তাহা আমি জানি; ইহা জানিয়াও আমাকে সমরে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে, কারণ আমি পরাধীন; আর মহিষাসুর নিতান্ত মন্দবুদ্ধি, সুতরাং কি প্রিয় ও কি অপ্রিয় সে তাহা জানে না ॥৪০-৪১॥ তাহার নিকটে হিতকর অপ্রিয়বাক্য কখনই বলিব না, বরং শুভই হউক আর অশুভই হউক আমি বীরধর্ম্ম অনুসারে যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করিব ॥ ৪২ ॥ দানবগণ তোমার বাণপ্রহারে আহত হইয়া অবিলম্বে ভূতলে পতিত হইতেছে, ইহা দেখিয়া আমি দৈবকেই প্রধান জ্ঞান করি, পৌরুষকারে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না, সুতরাং পৌরুষে ধিক্ ॥ ৪৩ ॥ এই বলিয়া সেই দানবশ্রেষ্ঠ অসিলোমা বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল, তখন দেবীও সেই শর সকল নিকটে আসিতে না আসিতেই শরনিকর দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিলেন এবং ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া অন্য শরসমূহ দ্বারা তাহাকে ত্বরায় বিদ্ধ করিলেন দেবগণ উর্দ্ধে থাকিয়া তাঁহার এই সমস্ত কার্য্য দেখিতে লাগিলেন ॥ ৪৪—৪৫ ॥ বাণের প্রহারে শরীর ক্ষতবিক্ষত হওয়ায় দেহ হইতে রুধিরধারা নির্গত হইতে লাগিল, সুতরাং সেই দানব প্রফুল্ল কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভা

সিংহোঽপি নখরাঘাতৈস্তং দদার ভুজান্তরে।
অগণয্য গদাঘাতং কৃতং তেন বলীয়সা ॥ ৪৮ ॥
উৎপত্য তরসা দৈত্যো গদাপাণিঃ সুদারুণঃ।
সিংহমূর্দ্ধ্নি সমারুহ্য জঘান গদয়াম্বিকাম্ ॥ ৪৯ ॥
কৃতং তেন প্রহারন্তু বঞ্চয়িত্বা বিশাম্পতে!।
খড়্গেন শিতধারেণ শিরশ্চিচ্ছেদ কণ্ঠতঃ ॥ ৫০ ॥
ছিন্নে শিরসি দৈত্যেন্দ্রঃ পপাত তরসা ক্ষিতৌ।
হাহাকারো মহানাসীৎ সৈন্যে তস্য দুরাত্মনঃ ॥ ৫১ ॥
জয় দেবীতি দেবাস্তাং তুষ্টুবুর্জগদম্বিকাম্।
দেবদুন্দুভয়ো নেদুর্জ্জগুশ্চ নৃপ! কিন্নরাঃ ॥ ৫২ ॥
নিহতৌ দানবৌ বীক্ষ্য পতিতৌ চ রণাঙ্গণে।
নিহতাঃ সৈনিকাঃ সর্ব্বে তত্র কেসরিণা বলাৎ ॥ ৫৩ ॥
ভক্ষিতাশ্চ তথা কেচিন্নিঃশেষং তদ্রণং কৃতম্।
ভগ্নাঃ কেচিদ্গতা মন্দা মহিষং প্রতি দুঃখিতাঃ ॥ ৫৪ ॥

কৃতমিতি। বঞ্চয়িত্বা ব্যর্থং কৃত্বেতি যাবৎ ॥ ৫০—৫৩ ॥
ভগ্না ইতি। মন্দানামেব রণে ভগ্নত্বং নতু বীরাণামিতি ভাবঃ ॥ ৫৪ ॥)

পাইতে লাগিল ॥ ৪৬ ॥ তখন অসিলোমা লৌহময় গুরুভার গদা উদ্যত করিয়া চণ্ডিকার অভিমুখে বেগে ধাবিত হইল এবং কোপ বশত সিংহের মস্তকে আঘাত করিল ॥ ৪৭ ॥ প্রবল অসুরকৃত সেই গদাঘাত অগ্রাহ্য করিয়া সিংহ নখাঘাতে তাহার বাহু বিদারণ করিল ॥ ৪৮ ॥ অনন্তর সেই নিদারুণ দৈত্য গদা হস্তে লম্ফ দিয়া সিংহের স্কন্ধে আরূঢ় হইয়া অম্বিকাকে মহাবেগে প্রহার করিল ॥ ৪৯ ॥ মহারাজ! তখন দেবী অসুরকৃত প্রহার ব্যর্থ করিয়া শিতধার খড়্গ দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিলেন ॥ ৫০ ॥ মস্তক ছিন্ন হইলে দৈত্যপতি বেগে ক্ষিতিতলে পতিত হইল, তদ্দর্শনে সেই দুরাত্মার সৈন্যমধ্যে মহান্ হাহাকার শব্দ উত্থিত হইল ॥ ৫১ ॥ এদিকে দেবীর জয় হউক, এই কথা বলিয়া দেবতাগণ সেই জগদম্বিকার স্তব করিতে লাগিলেন; দেবদুন্দুভি বাজিয়া উঠিল এবং গন্ধর্ব্বগণ মহানন্দে সংগীত আরম্ভ করিলেন ॥ ৫২ ॥ দানব দ্বয় নিহত হইয়া সমরস্থলে পতিত হইলে, কেশরী তাহা অবলোকন করিয়া বলসহকারে অবশিষ্ট সৈন্যমধ্যে কতকগুলিকে নিহত করিয়া এবং কতকগুলিকে ভক্ষণ করিয়া সেই রণস্থল শূন্য করিয়া ফেলিল। তন্মধ্যে কেহ কেহ পলায়িত হইয়া দুঃখিতচিত্তে মহিষাসুরের নিকট প্রস্থান করিল ॥ ৫৩—৫৪ ॥

চুক্রুশূ রুরুদুশ্চৈব ত্রাহি ত্রাহীতি ভাষণৈঃ।
অসিলোমবিড়ালাখ্যৌ নিহতৌ নৃপসত্তম ! ॥ ৫৫ ॥
অন্যে যে সৈনিকা রাজন্ ! সিংহেন ভক্ষিতাশ্চ তে।
এবং ব্রুবন্তো রাজানং তদা চক্রুশ্চ বৈশসম্ ॥ ৫৬ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তেষাং মহিষো দুর্ম্মনাস্তদা।
বভূব চিন্তাকুলিতো বিমনা দুঃখসংযুতঃ ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে বিড়ালাখ্যাসিলোমকথনং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

হতশেষা দৈত্যা রাজানং প্রতি গত্বা কিমূচুস্তদাহ অসিলোমেতি ॥ ৫৫—৫৭ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

পলায়িত সৈন্যগণ রক্ষা কর রক্ষা কর বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল এবং রোদন করিতে করিতে বলিল, নৃপসত্তম ! অসিলোমা এবং বিড়ালাখ্য নিহত হইয়াছে এবং অন্যান্য যে সকল সৈনিক ছিল তাহাদিগকে সিংহ ভক্ষণ করিয়াছে। তাহারা মহিষরাজকে এই কথা বলিয়া তাহাকে অতিশয় দুঃখ সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল ॥ ৫৫—৫৬ ॥ মহিষাসুর তাহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনোদুঃখে বিমনা হইল, তথন অন্যমনস্ক হইয়া ব্যাকুলভাবে চিন্তা করিতে লাগিল ॥ ৫৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে বিড়ালাখ্য এবং অসিলোমার বধ বিষয়ক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা ক্রোধযুক্তো নরাধিপঃ।
দারুকং প্রাহ তরসা রথমানয় মেঽদ্ভুতম্‌ ॥ ১ ॥
সহস্রখরসংযুক্তং পতাকাধ্বজভূষিতম্‌।
আয়ুধৈঃ সংযুতং শুভ্রং সুচক্রং চারুকূবরম্‌ ॥ ২ ॥
সূতোঽপি রথমানীয় তমুবাচ ত্বরান্বিতঃ।
রাজন্‌! রথোঽয়মানীতো দ্বারি তিষ্ঠতি ভূষিতঃ।
সর্ব্বায়ুধসমাযুক্তো বরাস্তরণসংযুতঃ ॥ ৩ ॥
আনীতং তং রথং জ্ঞাত্বা দানবেন্দ্রো মহাবলঃ।
মানুষং দেহমাস্থায় সংগ্রামে গন্তুমুদ্যতঃ ॥ ৪ ॥
বিচার্য্য মনসা চেতি দেবী মাং প্রেক্ষ্য দুর্ম্মুখম্‌।
শৃঙ্গিণং মহিষং নূনং বিমনা সা ভবিষ্যতি ॥ ৫ ॥

অর্দ্ধাধিকৈঃ পঞ্চষষ্টিপদ্যৈরথ সবিস্তরম্‌।
মহিষ-সুরসম্বাদো দেব্যা জাত উদীর্য্যতে ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে হতশেষা দৈত্যাস্ত্রাহি ত্রাহীতি ভাষণৈ রাজানং প্রতি গত্বা রুরুদুরিত্যুক্তং তদুত্তরং জাতং বৃত্তমাহ তেষামিতি ॥ ১—৪ ॥
মহিষদেহং ত্যক্ত্বা মানুষদেহধারণে কারণমাহ বিচার্য্যেতি। মাং শৃঙ্গিণং মহিষং দৃষ্ট্বা দেবী বিমনা ভবিষ্যতীতি মনসা বিচার্য্যেত্যন্বয়ঃ ॥ ৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া নরপতি মহিষ সকোপে দারুক নামক সারথিকে বলিল, আমার সেই অদ্ভুত রথ শীঘ্র আনয়ন কর। রাজন্‌! ধ্বজ-পতাকায় সুশোভিত, বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত, সুন্দর চক্রবিশিষ্ট ও সুচারু যুগন্ধরে অলঙ্কৃত সেই রথ, উত্তম উত্তম সহস্র অশ্বতরে বহন করিয়া থাকে ॥ ১—২ ॥ সারথিও সত্বর সেই রথ আনয়ন করিয়া তাহাকে বলিল, রাজন্‌! আপনার সেই সুশোভন রথ উত্তম আস্তরণ ও নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করিয়া দ্বারদেশে আনিয়া রক্ষা করিয়াছি ॥ ৩ ॥ মহাবল অসুরপতি রথ আনীত হইয়াছে, অবগত হইয়া 'আমাকে শৃঙ্গযুক্ত মহিষ ও আমার কুৎসিত মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া দেবী নিশ্চয়ই বিমনা হইবেন' মনে মনে এইরূপ বিচার

নারীণাঞ্চ প্রিয়ং রূপং তথা চাতুর্য্যমিত্যপি।
তস্মাদ্রূপঞ্চ চাতুর্য্যং কৃত্বা যাস্যামি তাং প্রতি ॥ ৬ ॥
যথা মাং বীক্ষ্য সা বালা প্রেমযুক্তা ভবিষ্যতি।
মমাপি চ তদৈব স্যাৎ সুখং নান্যস্বরূপতঃ ॥ ৭ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা দানবেন্দ্রো মহাবলঃ।
ত্যক্ত্বা তন্মাহিষং রূপং বভূব পুরুষঃ শুভঃ ॥ ৮ ॥
সর্ব্বায়ুধধরঃ শ্রীমাংশ্চারুভূষণভূষিতঃ।
দিব্যাম্বরধরঃ কান্তঃ পুষ্পবাণ ইবাপরঃ ॥ ৯ ॥
রথোপবিষ্টঃ কেয়ূরস্রগ্বী বাণধনুর্দ্ধরঃ।
সেনাপরিবৃতো দেবীং জগাম মদগর্ব্বিতঃ ॥ ১০ ॥
মনোজ্ঞং রূপমাস্থায় মানিনীনাং মনোহরম্।
তমাগতং সমালোক্য দৈত্যানামধিপং তদা ॥ ১১ ॥
বহুভিঃ সংবৃতং বীরৈর্দ্দেবী শঙ্খমবাদয়ৎ ॥ ১২ ॥
স শঙ্খনিনদং শ্রুত্বা জনবিস্ময়কারকম্।
সমীপমেত্য দেব্যাস্তু তামুবাচ হসন্নিব ॥ ১৩ ॥

তমেব বিচারমাহ নারীণামিতি ॥ ৬ ॥

কিঞ্চ মমাপি মহিষদেহস্য নাস্যাং বিজাতীয়ায়াং সুখং স্যাদিসন্নসুখস্য সজাতীয় এব বিদ্যমানত্বাৎ। তস্মাত্তস্যাঃ প্রীত্যর্থং মদর্থঞ্চ মনুষ্যরূপমেব ময়া ধার্য্যমিত্যাহ মমাপীতি ॥৭—৮॥

করিয়া মনুষ্যদেহ ধারণ পূর্ব্বক সমরে যাইতে উদ্যত হইল ॥ ৪—৫ ॥ সৌন্দর্য্য ও চাতুর্য্য রমণীদিগের প্রিয়; অতএব, রূপ ও চাতুর্য্য অবলম্বন করিয়া তাঁহার নিকট গমন করিব ॥৬॥ কারণ, সেই বালা আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া যাহাতে আমার প্রতি প্রণয়পরায়ণ হইবে, তাহাতেই আমার সুখ হইবে অন্য কোনও রূপেই সুখলাভ হইবে না ॥ ৭ ॥

মহাবল দানবরাজ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া মহিষরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুন্দর মনুষ্য রূপ ধারণ করিল ॥ ৮ ॥ সেই দৈত্যপতি কেয়ূর ও অঙ্গদাদি মনোহর অলঙ্কার ও দিব্য বস্ত্র পরিধান এবং গলদেশে পুষ্পমাল্য ধারণ পূর্ব্বক দ্বিতীয় কন্দর্পের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল; তখন, সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া রথে আরোহণ পূর্ব্বক সেনাগণ সমভিব্যাহারে মদগর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া দেবীর নিকট গমন করিল॥ ৯—১০ ॥ দানবগণের অধিপতি মহিষাসুর মানিনীগণের অতি মনোহর সুন্দররূপ ধারণ করিয়া এবং বহু বীরগণে পরিবৃত হইয়া আগমন করিয়াছে দেবী ভগবতী ইহা অবলোকন করিয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন ॥ ১১—১২ ॥ তখন, সেই অসুররাজ সর্ব্বজনের বিস্ময়কর শঙ্খনিনাদ

দেবি ! সংসারচক্রেঽস্মিন্ বর্ত্তমানো জনঃ কিল।
নরো বাথ তথা নারী সুখং বাঞ্ছতি সর্ব্বথা ॥ ১৪ ॥
সুখং সংযোগজং নৃণাং নাসংযোগে ভবেদিহ।
সংযোগো বহুধা ভিন্নস্তান্ ব্রবীমি শৃণুষ্ব হ ॥ ১৫ ॥
ভেদান্ সুপ্রীতিহেতূত্থান্ স্বভাবোত্থাননেকশঃ।
তত্র প্রীতিভবানাদৌ কথয়ামি যথামতি ॥ ১৬ ॥
মাতাপিত্রোস্তু পুত্রেণ সংযোগস্তূত্তমঃ স্মৃতঃ।
ভ্রাতুর্ভ্রাত্রা তথা যোগঃ কারণান্মধ্যমো মতঃ ॥ ১৭ ॥

পুষ্পবাণো মদনঃ ॥ ৯—১৪ ॥

সংযোগজং পদার্থসম্বন্ধজন্যমিত্যর্থঃ। অসংযোগে পদার্থসম্বন্ধাভাবে সুখস্তু নৈব ভবতীত্যর্থঃ। তানিতি। সংযোগস্য তান্ ভেদান্ ব্রবীমীত্যন্বয়ঃ ॥ ১৫ ॥

ভেদানাং ত্রৈবিধ্যমাহ সুপ্রীতীতি। কেচিৎ সংযোগাঃ প্রীত্যুত্থাঃ প্রীতিঃ প্রেম তদ্ধেতুকা এব। নান্যৎ কারণান্তরং লোভাদিকং বিদ্যতে। যথা মাতাপিত্রোঃ পুত্রেণ সংযোগঃ প্রেমনিমিত্ত এব তাদৃশসংযোগস্য সুখজনকত্বমক্ষতমেব তাদৃশাঃ কেচিৎ সংযোগা ইত্যর্থঃ। তথা কেচিদ্ধেতূত্থা লোভাদিরূপহেতুজন্যাঃ। যথা ভ্রাতুঃ সংযোগঃ। স চ মামুপকরিষ্যতীতি লোভমূলক এব। তস্মাত্তাদৃশাঃ সংযোগহেতূত্থা ইত্যুচ্যন্তে। তথা স্বভাবোত্থা স্বভাবেন প্রসঙ্গেনৈব জায়মানাঃ কেচিৎ সংযোগাঃ। যথা পান্থানাম্। ন হি তেষাং সংযোগে প্রীতির্ব্বা লোভো বা কারণং সম্ভবতি কিন্তু স্বভাব এব তথা চ তাদৃশাঃ সংযোগাঃ স্বভাবোত্থা ইত্যুচ্যন্তে ইত্যর্থঃ। তত্র প্রীত্যুত্থানামুদাহরণমাহ তত্র প্রীতিভবানিতি ॥ ১৬ ॥

মাতাপিত্রোঃ পুত্রেণ সংযোগঃ প্রীতিজন্যঃ প্রথমঃ। স চ তাদৃশপ্রীতিজন্যঃ সংযোগ উত্তম এবোত্তমসুখজনকত্বাৎ। পুত্ররূপপ্রিয়পদার্থদর্শনমাত্রেণৈব তত্র নিরতিশয়সুখস্যোদ্ভবাৎ। হেতূত্থানামুদাহরণমাহ ভ্রাতুর্ভ্রাত্রেতি। কারণাদিতি। ভ্রাতুর্ভ্রাত্রা যঃ সংযোগঃ স উপকারমূলকঃ সুখজনকো ন দর্শনমাত্রেণ যথা পিতাপুত্রয়োঃ। স চ সংযোগো মধ্যমঃ। ভ্রাত্রোপকারে কৃতে তৎসংযোগস্য পূর্ব্বাপেক্ষয়াল্পসুখজনকত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রবণ করিয়া দেবীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে তাঁহাকে বলিল ॥১৩॥ দেবি! এই সংসারচক্রে যে সমস্ত লোক বিদ্যমান, তাহারা নর বা নারী হউক সকলে সততই সুখ অভিলাষ করিয়া থাকে ॥ ১৪ ॥ সেই সুখ ইহ সংসারে নরগণের পরস্পর সংমিলনেই উৎপন্ন হয়, সংমিলনের অভাব হইলে কদাচই তাহা উৎপন্ন হয় না ; দেবি! সেই সংমিলনও নানাবিধ সুতরাং আমি তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ১৫ ॥ সংমিলন প্রীতিহেতুক ও স্বভাবহেতুক ভেদে অনেক প্রকার, তাহাদের মধ্যে প্রীতিসম্ভব সংযোগের বিষয় আপন বুদ্ধি অনুসারে অগ্রেই বলিতেছি ॥ ১৬ ॥ পিতা মাতার পুত্রের সহিত যে সংমিলন হইয়া থাকে তাহা প্রীতিনিবন্ধনজাত সুতরাং ইহাই উত্তম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, আর ভ্রাতার সহিত ভ্রাতার যে মিলন, তাহা উপকারবশত হয় বলিয়া উহাকে মধ্যম বলিতে হইবে ; ফলতঃ যে মিলন উত্তম সুখ প্রদান করে তাহাই উত্তম বলিয়া প্রতিপাদিত

উত্তমস্য সুখস্যৈব দাতৃত্বাদুত্তমঃ স্মৃতঃ।
তস্মাদল্পসুখস্যৈব প্রদাতৃত্বাচ্চ মধ্যমঃ ॥ ১৮ ॥
নাবিকানাস্তু সংযোগঃ স্মৃতঃ স্বাভাবিকো বুধৈঃ।
বিবিধাবৃতচিত্তানাং প্রসঙ্গপরিবর্ত্তিনাম্ ॥ ১৯ ॥
অত্যল্পসুখদাতৃত্বাৎ কনিষ্ঠোঽয়ং স্মৃতো বুধৈঃ।
অত্যুত্তমস্তু সংযোগঃ সংসারে সুখদঃ সদা ॥ ২০ ॥
নারীপুরুষয়োঃ কান্তে! সমানবয়সোঃ সদা।
সংযোগো যঃ সমাখ্যাতঃ স এবাত্যুত্তমঃ স্মৃতঃ ॥ ২১ ॥
অত্যুত্তমসুখস্যৈব দাতৃত্বাৎ স তথাবিধঃ।
চাতুর্য্যরূপবেশাদ্যৈঃ কুলশীলগুণৈস্তথা ॥ ২২ ॥

অনয়োঃ সংযোগয়োঃ কুতো মধ্যমোত্তমত্বং তদাহ উত্তমস্য সুখস্যেতি। বহুসুখদাতৃত্বাদুত্তমত্বমিত্যর্থঃ। তস্মাদল্পসুখস্যৈবেতি। তস্মাৎ পূর্ব্বসুখাপেক্ষয়াল্পসুখপ্রদাতৃত্বান্মধ্যমত্বমিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

স্বভাবোত্থসংযোগস্য স্বরূপং তৎকনিষ্ঠত্বঞ্চাহ নাবিকানামিতি। নাবাচরন্তি তে নাবিকাঃ পথিস্থা ইত্যর্থঃ। তেষাং বিবিধাবৃতচিত্তানামনেকদেশেষ্বনেককার্য্যার্থং ব্যাকুলচিত্তানাং প্রসঙ্গপরিবর্ত্তিনাং কার্য্যান্তরপ্রসঙ্গেনৈকত্র মিলিতানাং যঃ সংযোগঃ স স্বাভাবিক ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

স ত্বত্যল্পসুখদাতৃত্বাৎ কনিষ্ঠ ইত্যাহ অত্যল্পেতি। সন্ত্যেতে যোগাস্ত্রিবিধাঃ অল্পমধ্যমোত্তমসুখপ্রদত্বাত্ত্রিপ্রকারাস্তথাপি ন তেষ্বত্যুত্তমসুখদাতৃত্বাদত্যুত্তমঃ সংযোগোঽস্তি। স তু ভিন্ন এব তেভ্যোঽস্তীত্যাহ অত্যুত্তমস্ত সংযোগ ইতি। যঃ সোঽত্যুত্তমঃ সংযোগঃ স এব সংসারেঽত্যুত্তমসুখপ্রদ ইত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

স কোঽসাবিতি চেত্তত্রাহ নারীপুরুষয়োরিতি ॥ ২১ ॥

কুতস্তস্যাত্যুত্তমত্বং তত্রাহ অত্যুত্তমসুখস্যৈবেতি। তথাবিধোঽত্যুত্তম ইত্যর্থঃ। চাতুর্য্যরূপেতি ॥ ২২ ॥

হইয়া থাকে, আর যাহা তদপেক্ষায় অল্প সুখ প্রদান করে তাহাই মধ্যম বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে ॥ ১৭—১৮ ॥ আর দেখ, নাবিকগণ নানা দেশে নানা প্রকার কার্য্যের নিমিত্ত ব্যাকুল হৃদয় হইয়া প্রসঙ্গাধীন কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হয়, অতএব ইহাদের যে পরস্পর সংযোগ পণ্ডিতেরা তাহাকে স্বাভাবিক সংযোগ বলিয়া থাকেন ॥১৯॥ এই সংমিলন অত্যল্প সুখ দেয় বলিয়া বুধগণ ইহার নিকৃষ্টত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন; ফলতঃ ইহ সংসারে যাহা অত্যুত্তম মিলন তাহাই প্রকৃত সুখপ্রদ তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ২০ ॥ কান্তে! সমানবয়স্ক স্ত্রীপুরুষগণের যে নিরন্তর সংযোগ হয়, তাহাকেই অত্যুত্তম বলিয়া জানিবে, কারণ এই মিলনই অত্যুত্তম সুখ প্রদান করে বলিয়া ইহাকে অত্যুত্তম সংমিলন কহে; অত্যুত্তম মিলন হইলে কুল, শীল, গুণ, রূপ, চাতুর্য্য ও বেশ সকল বিষয়েই স্ত্রী বা পুরুষ পরস্পরের

পরস্পরসমুৎকর্ষঃ কথ্যতে হি পরস্পরম্।
তং চেৎ করোষি সংযোগং বীরেণ চ ময়া সহ॥ ২৩॥
অত্যুত্তমসুখস্যৈব প্রাপ্তিঃ স্যাত্তে ন সংশয়ঃ।
নানাবিধানি রূপাণি করোমি স্বেচ্ছয়া প্রিয়ে!॥ ২৪॥
ইন্দ্রাদয়ঃ সুরাঃ সর্ব্বে সংগ্রামে বিজিতা ময়া।
রত্নানি যানি দিব্যানি ভবনেঽস্মিন্মমাধুনা॥ ২৫॥
ভুঙ্ক্ষ্ব ত্বং তানি সর্ব্বাণি যথেষ্টং দেহি বা যথা।
পট্টরাজ্ঞী ভবাদ্য ত্বং দাসোঽস্মি তব সুন্দরি!॥ ২৬॥
বৈরং ত্যজেঽহং দেবৈস্তু তব বাক্যান্ন সংশয়ঃ।
যথা ত্বং সুখমাপ্নোষি তথাহং করবাণি বৈ॥ ২৭॥
আজ্ঞাপয় বিশালাক্ষি! তথাহং প্রকরোম্যথ।
চিত্তং মে তব রূপেণ মোহিতং চারুভাষিণি!॥ ২৮॥
আতুরোঽস্মি বরারোহে! প্রাপ্তস্তে শরণং কিল।
প্রপন্নং পাহি রম্ভোরু! কামবাণৈঃ প্রপীড়িতম্।
ধর্ম্মাণামুত্তমো ধর্ম্মঃ শরণাগতরক্ষণম্॥ ২৯॥

চাতুর্য্যাদিভিঃ পরস্পরসমুৎকর্ষোঽন্যোন্যসমুৎকর্ষো। হি যতঃ পরস্পরং কথ্যতে স্ত্রীচাতুর্য্যাদিগুণৈঃ পুরুষং বর্ণয়তি পুরুষশ্চাতুর্য্যাদিগুণৈস্ত্রিয়ং বর্ণয়তি। তস্মাৎ সোঽত্যুত্তম এবাত্র সংযোগ ইত্যর্থঃ। এতাবৎপর্য্যন্তং সংযোগস্বরূপবিভাগকথনস্ত প্রয়োজনমাহ তঞ্চেদিতি॥ ২৩॥

কথং বীরত্বং তবেতি চেত্তত্রাহ নানাবিধানীতি॥ ২৪—২৯॥

উৎকর্ষের বিষয় পরস্পর বর্ণন করিয়া থাকে; অতএব, প্রিয়ে! তুমি যদি আমার সহিত সেইরূপ সংযোগ কর, তবে তোমার অত্যুত্তম সুখপ্রাপ্তি হইবে তাহাতে আর সংশয় নাই; বিশেষত আমি নিজের ইচ্ছানুসারে নানাবিধ রূপ ধারণ করিব, তাহাতে তোমার কোনও চিন্তা নাই॥ ২১—২৪॥ আমি ইন্দ্রাদি সুরগণকে সমরে পরাজয় করিয়া যে সকল দিব্য রত্ন আহরণ করিয়াছি, তাহা আমার ভবনে বিদ্যমান রহিয়াছে, তুমি আমার পট্টমহিষী হইয়া সেই সকল রত্ন ইচ্ছানুসারে দান বা উপভোগ কর। সুন্দরি! আমি তোমার দাস, সুতরাং তোমার বাক্যানুসারে দেবগণের সহিত শত্রুতা পরিত্যাগ করিব, সন্দেহ নাই। অধিক কি, তুমি যাহাতে সুখবোধ করিবে, আমি তাহাই করিব॥ ২৫—২৭॥ হে চারুভাষিণি! হে বিশাললোচনে! তোমার রূপে আমার চিত্ত মোহিত হইয়াছে; অতএব, তুমি যেরূপ আজ্ঞা করিবে আমি তদনুরূপ কার্য্যই করিব॥ ২৮॥ নিতম্বিনি!

ত্বদীয়োঽস্ম্যসিতাপাঙ্গি ! সেবকোঽহং কৃশোদরি ! ।
মরণান্তং বচঃ সত্যং নান্যথা প্রকরোম্যহম্ ॥ ৩০ ॥
পাদৌ নতোঽস্মি তন্বঙ্গি ! ত্যক্ত্বা নানায়ুধানি তে ।
দয়াং কুরু বিশালাক্ষি ! তপ্তোঽস্মি কামমার্গণৈঃ ॥ ৩১ ॥
জন্মপ্রভৃতি চার্ব্বঙ্গি ! দৈন্যং নাচরিতং ময়া ।
ব্রহ্মাদীনীশ্বরান্ প্রাপ্য ত্বয়ি তদ্বিদধাম্যহম্ ॥ ৩২ ॥
চরিতং মম জানন্তি রণে ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ ।
সোঽপ্যহং তব দাসোঽস্মি মন্মুখং পশ্য ভামিনি ! ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি ব্রুবাণং তং দৈত্যং দেবী ভগবতী হি সা ।
প্রহস্য সস্মিতং বাক্যমুবাচ বরবর্ণিনী ॥ ৩৪ ॥

দেব্যুবাচ ।

নাহং পুরুষমিচ্ছামি পরমং পুরুষং বিনা ।
তস্য চেচ্ছাস্ম্যহং দৈত্য ! সৃজামি সকলং জগৎ ॥ ৩৫ ॥

মরণান্তমিতি। তে বচো মরণান্তং মরণপর্য্যন্তমন্যথা ন করোমি ন করিষ্যামি সত্যমেতজ্জানীহীত্যর্থঃ ॥ ৩০—৩৪ ॥

নাহং পুরুষমিচ্ছামীতি। অত্র ভগবত্যা মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপত্বাৎ পুংপ্রকৃত্যুভয়াত্মকত্বেঽপি স্বস্য প্রকৃতিরূপত্বাভিমানমাশ্রিত্য ভগবত্যেদমুচ্যতেঽলঙ্কারার্থমিতি বোধ্যম্ ।

আমি আতুর হইয়া তোমার শরণ লইলাম, রম্ভোরু ! আমি কামবাণে প্রপীড়িত হইয়া বিপন্ন হইয়াছি অতএব তুমি আমাকে রক্ষা কর। দেখ, শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষা করা সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা উত্তম ধর্ম্ম ॥ ২৯ ॥ হে অসিতাপাঙ্গি ! আমি তোমার সেবক হইয়া কালযাপন করিব, আমি প্রাণান্তেও তোমার বাক্য অন্যথা করিব না, ইহা সত্য জানিবে ॥ ৩০ ॥ এক্ষণে আমি সমস্ত আয়ুধ পরিত্যাগ করিয়া তোমার পাদযুগলে পতিত হইতেছি, বিশালনয়নে ! আমি কামবাণে একান্ত কাতর হইয়াছি, অতএব তুমি আমার প্রতি দয়া কর ॥৩১॥ সুন্দরি ! আমি জন্মাবধি ব্রহ্মাদি সুরগণের নিকটে কদাপি দীনতা স্বীকার করি নাই, কিন্তু অদ্য তোমার নিকটে স্বীকার করিলাম ॥ ৩২ ॥ আর সেই ব্রহ্মাদি দেবগণও সংগ্রামস্থলে আমার চরিত অবগত আছেন, আমি তাঁহাদের সকলকেই পরাজয় করিয়াছি ; কিন্তু মানিনি ! আমি এরূপ পরাক্রমশালী হইলেও অদ্য তোমার দাস হইলাম। তুমি আমার মুখ চাহিয়া আমার প্রতি কৃপা প্রকাশ কর ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! দৈত্যপতি মহিষাসুর এইরূপ বলিলে সেই বরবর্ণিনী ভগবতী দেবী উচ্চ হাস্য করিয়া সস্মিত বাক্যে বলিলেন ॥৩৪॥ আমি পরম পুরুষ ব্যতীত অন্য কোন

স মাং পশ্যতি বিশ্বাত্মা তস্যাহং প্রকৃতিঃ শিবা।
তৎসান্নিধ্যবশাদেব চৈতন্যং ময়ি শাশ্বতম্ ॥ ৩৬ ॥
জড়াহং তস্য সংযোগাৎ প্রভবামি সচেতনা।
অয়স্কান্তস্য সান্নিধ্যাদয়সশ্চেতনা যথা ॥ ৩৭ ॥
ন গ্রাম্যসুখবাঞ্ছা মে কদাচিদপি জায়তে।
মূর্খস্ত্বমসি মন্দাত্মন্! যৎ স্ত্রীসঙ্গং চিকীর্ষসি ॥ ৩৮ ॥
নরস্য বন্ধনার্থায় শৃঙ্খলা স্ত্রী প্রকীর্ত্তিতা।
লোহবদ্ধোঽপি মুচ্যেত স্ত্রীবদ্ধো নৈব মুচ্যতে ॥ ৩৯ ॥
কিমিচ্ছসি চ মন্দাত্মন্! মূত্রাগারস্য সেবনম্।
শমং কুরু সুখায় ত্বং শমাৎ সুখমবাপ্স্যসি ॥ ৪০ ॥
নারীসঙ্গে মহদ্দুঃখং জানন্ কিং ত্বং বিমুহ্যসি।
ত্যজ বৈরং সুরৈঃ সার্দ্ধং যথেষ্টং বিচরাবনৌ ॥ ৪১ ॥

ইচ্ছাস্ম্যহমিতি। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চেতি শ্রুত্যুক্ত-বলশব্দোদিতেত্যর্থঃ। ইচ্ছা শক্তিরুমাকুমারীতি শিবসূত্রোদিতা চেত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

চৈতন্যং প্রতিবিম্বরূপমিত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

তস্য প্রতিবিম্বস্য সংযোগাদহং জড়াপি সচেতনাস্মীত্যর্থঃ। নন্বন্যসম্বন্ধাৎ কথমন্যস্য চেতনত্বমিতি চেত্তদ্দৃষ্টান্তবশাৎ সম্ভবতীত্যাহ অয়স্কান্তস্যেতি। তথা চ নাহং প্রাকৃতাঙ্গনাস্মি যন্মাং ত্বমিত্থং ভাষসে কিন্তু সর্ব্বৈশ্বর্য্যহমস্মীতি ভাবঃ ॥ ৩৭ ॥

ননু তথাপি তব গ্রাম্যসুখেচ্ছাস্তি বা ন বেতি চেত্তত্রাহ ন গ্রাম্যেতি। মম সর্ব্বেশ্বরত্বান্ন কাচিৎ পীড়াস্তীতি ভাবঃ। যচ্চাহং পণ্ডিত ইতি মদগ্রে স্বচাতুর্য্যং দর্শয়সি তত্র ন ত্বং পণ্ডিতঃ কিন্তু মূর্খ এবাসীত্যাহ মূর্খস্ত্বমসীতি। তত্র হেতুমাহ যৎ স্ত্রীসঙ্গমিতি ॥ ৩৮ ॥

পুরুষকে ইচ্ছা করি না। দৈত্য! আমি তাঁহার ইচ্ছাশক্তি সুতরাং আমিই সকল জগতের সৃষ্টি করিয়া থাকি ॥ ৩৫ ॥ আমি তাঁহার শিবা প্রকৃতি সেই বিশ্বাত্মা আমাকে দর্শন করিতে-ছেন। তাঁহার সান্নিধ্য বশতই শাশ্বত চৈতন্য বিশ্বরূপে আমাতে বর্ত্তমান রহিয়াছে ॥৩৬॥ অয়-স্কান্তের সান্নিধ্য বশত লৌহ যেমন সচেষ্ট হয়, আমি স্বভাবত জড় হইলেও উক্ত চৈতন্যের সংযোগবশত সচেতনা হইয়া কার্য্য করি ॥৩৭॥ আমার কখনও গ্রাম্যসুখে অভিলাষ হয় না; মন্দাত্মন্! যখন তুমি স্ত্রীসঙ্গ বাসনা করিতেছ তখন তুমি নিতান্ত মূর্খ সন্দেহ নাই। কারণ, স্ত্রীজাতি মানবগণের বন্ধনের নিমিত্ত শৃঙ্খল স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়; লৌহবদ্ধ মানবও কদাপি মুক্তিলাভ করিতে পারে কিন্তু স্ত্রীবদ্ধ মানব কখনই মুক্তিলাভ করিতে পারে না ॥ ৩৮-৩৯ ॥ রে মূর্খ! তুমি মূত্রাগারের সেবা করিতে অভিলাষ করিয়াছ, সুখের নিমিত্ত শান্তি অবলম্বন কর শান্তি হইতেই সুখলাভ করিবে ॥ ৪০ ॥ নারীসঙ্গমে মহৎদুঃখ জন্মায়, তুমি ইহা জানিয়াও কেন মোহিত হইতেছ? তুমি সুরগণের সহিত শত্রুতা পরিত্যাগ করিয়া

পাতালং গচ্ছ বা কামং জীবিতেচ্ছা যদস্তি তে।
অথবা কুরু সংগ্রামং ৰলবত্যস্মি সাম্প্রতম্ ॥ ৪২ ॥
প্রেষিতাহং সুরৈঃ সর্ব্বৈস্তব নাশায় দানব!।
সত্যং ব্রবীমি যেনাদ্য ত্বয়া বচনসৌহৃদম্ ॥ ৪৩ ॥
দর্শিতং তেন তুষ্টাস্মি জীবন্ গচ্ছ যথাসুখম্।
সতাং সপ্তপদী মৈত্রী তেন মুঞ্চামি জীবিতম্ ॥ ৪৪ ॥
মরণেচ্ছাস্তি চেদ্‌যুদ্ধং কুরু বীর! যথাসুখম্।
হনিষ্যামি মহাৰাহো! ত্বামহং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৫ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা দানবঃ কামমোহিতঃ।
উবাচ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা মধুরং বচনস্ততঃ ॥ ৪৬ ॥
ৰিভেম্যহং বরারোহে! ত্বাং প্রহর্ত্তুং বরাননে!।
কোমলাং চারুসর্ব্বাঙ্গীং নারীং নরবিমোহিনীম্ ॥ ৪৭ ॥

তস্য দুষ্টত্বমাহ নরশ্রেতি ॥ ৩৯—৪২ ॥
এতাদৃশং মৃদু বচনং ন ত্বদ্বয়ান্ময়োচ্যতে কিন্তু ত্বয়া বচনসৌহৃদমেতাবৎপর্য্যন্তং দর্শিতং তদ্বশাদিত্যাহ সত্যং ব্রবীমীতি ॥ ৪৩ ॥
অতো জীবন্ সন্ গচ্ছ যথাসুখং ন যুদ্ধং কুর্ব্বিতি ভাবঃ ॥ ৪৪—৪৬ ॥

ইচ্ছানুসারে অবনীমণ্ডলে বিচরণ কর ॥ ৪১ ॥ অথবা যদি তোর জীবন ধারণের ইচ্ছা থাকে তবে পাতালে গমন কর, না হয় আমার সহিত সংগ্রাম কর; কিন্তু আমি তোমা হইতে অধিক ৰলবতী তাহা তুমি জানিও ॥৪২॥ দানব! তোমার বিনাশের নিমিত্ত সুরগণ মিলিত হইয়া আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, আমি তোমাকে ইহা সত্যই বলিতেছি, কারণ সৌহৃদ্য-বচন প্রয়োগ করায় আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি, অতএব জীবিত অবস্থায় তুমি সুখে প্রস্থান কর। দেখ, সাতবার মাত্র বাক্য আলাপ হইলেই সাধুদিগের মৈত্রীসংস্থাপন হয়, আমাদের তাহা হইয়াছে সুতরাং তোমার সহিত আমার মিত্রতা জন্মিয়াছে, অতএব আমি তোমার আর জীবন গ্রহণ করিব না ॥ ৪৩—৪৪ ॥ বীরবর! তোমার যদি মরণে ইচ্ছা থাকে, তবে সুখে সংগ্রাম কর। মহাৰাহো! আমি তোমাকে সংহার করিব, তাহাতে সংশয় নাই ॥ ৪৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! দানব ভগবতীর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে কাম-মোহিত হইয়া মনোহর মধুর স্বরে বলিতে আরম্ভ করিল ॥ ৪৬ ॥ বরারোহে! তোমার সমস্ত অবয়ব মনোহর ও কোমল, এরূপ ললনা নিরীক্ষণ করিলে নরমাত্রেই মোহিত হয়, অতএব চারুবদনে!

জিত্বা হরিহরাদীংশ্চ লোকপালাংশ্চ সর্ব্বশঃ।
কিং ত্বয়া সহ যুদ্ধং মে যুক্তং কমললোচনে! ॥ ৪৮ ॥
রোচতে যদি চার্ব্বঙ্গি! বিবাহং কুরু মাং ভজ।
নোচেদ্গচ্ছ যথেষ্টং তে দেশং যস্মাৎ সমাগতা ॥ ৪৯ ॥
নাহং ত্বাং প্রহরিষ্যামি যতো মৈত্রী কৃতা ত্বয়া।
হিতমুক্তং শুভং বাক্যং তস্মাদ্গচ্ছ যথাসুখম্ ॥ ৫০ ॥
কা শোভা মে ভবেদন্তে হত্বা ত্বাং চারুলোচনাম্।
স্ত্রীহত্যা বালহত্যা চ ব্রহ্মহত্যা দুরত্যয়া ॥ ৫১ ॥
গৃহীত্বা ত্বাং গৃহং নূনং গচ্ছাম্যদ্য বরাননে!।
তথাপি মে ফলং ন স্যাদ্‌বলাদ্ভোগসুখং কুতঃ ॥ ৫২ ॥
প্রব্রবীমি সুকেশি! ত্বাং বিনয়াবনতো যতঃ।
পুরুষস্য সুখং ন স্যাদৃতে কান্তামুখাম্বুজাৎ ॥ ৫৩ ॥

ত্বয়া বারংবারং যুদ্ধং কুর্ব্বিত্যুচ্যতে তত্র ন তে যুদ্ধাদহং বিভেমি কিন্তু কোমলাঙ্গী কথং হন্তব্যেতি ভয়াদিত্যাহ বিভেম্যহমিতি ॥ ৪৭—৫০ ॥

কেবলং শোভাভাব এব ন কিন্তু স্ত্রীহত্যাপি তব হননে ভবিষ্যতীত্যাহ স্ত্রীহত্যেতি ॥৫১॥

বলাৎকারেণ ত্বাং নেষ্যামীত্যপি সামর্থ্যং ময়ি বর্ত্ততে তথাপি তত্র বলাৎকারেণ ভোগে সুখাসম্ভবান্ন তৎ ক্রিয়ত ইত্যাহ গৃহীত্বা ত্বামিতি ॥ ৫২ ॥

যত ইতি। যতঃ পুরুষস্য সুখং কান্তামুখাম্বুজাদৃতে ন স্যাৎ ॥ ৫৩ ॥

তোমাকে প্রহার করিতে আমার অত্যন্ত আশঙ্কা জন্মিতেছে ॥ ৪৭ ॥ কমললোচনে! আমি হরিহর প্রভৃতি দেবতাবর্গ ও সমস্ত লোকপালদিগকে পরাজয় করিয়াছি অতএব তোমার সহিত আমার যুদ্ধ করা কি উচিত হয়? ॥ ৪৮ ॥ সুন্দরি! যদি তোমার অভিলাষ হয় তবে বিবাহ করিয়া আমাকে ভজনা কর, না হয় তুমি যে স্থান হইতে আসিয়াছ, সেই অভীষ্ট প্রদেশে প্রস্থান কর ॥ ৪৯ ॥ তুমি আমার সহিত মিত্রতা করিয়াছ তন্নিমিত্ত তোমাকে প্রহার করিতে আমি ইচ্ছা করি না, তোমাকে হিত অথচ মঙ্গল বাক্য বলিলাম অতএব তুমি সুখে প্রস্থান কর ॥ ৫০ ॥ বরাননে! তুমি সুলোচনা ললনা, তোমাকে নিহত করিয়া অবশেষে আমার কি প্রশংসা লাভ হইবে? অয়ি কৃশোদরি! স্ত্রীহত্যা, বালকহত্যা ও ব্রহ্মহত্যার ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয় ॥ ৫১ ॥ আমি তোমাকে হত্যা না করিয়া গ্রহণ করিয়া নিশ্চয়ই গৃহে লইয়া যাইব। কিন্তু বলপ্রয়োগে কুত্রাপি সুখ হয় না, সুতরাং তাহাতেও আমার ফললাভ হইবে না ॥ ৫২ ॥ সুকেশি! আমি বিনয়বশত অবনত হইয়া তোমাকে বলিতেছি যে, কামিনীর মুখপঙ্কজ ব্যতীত পুরুষের সুখ হয় না, সেইরূপ পুরুষের মুখকমল ভিন্ন নারীগণের সুখ লাভ হয় না। কারণ উভয়ের সুসংযোগ হইলেই সুখের

তত্তথৈব হি নারীণাং ন স্যাচ্চ পুরুষং বিনা।
সংযোগে সুখসম্ভূতির্ব্বিয়োগে দুঃখসম্ভবঃ ॥ ৫৪ ॥
কান্তাসি রূপসম্পন্না সর্ব্বাভরণভূষিতা।
চাতুর্য্যং ত্বয়ি কিং নাস্তি যতো মাং ন ভজস্যহো ! ॥ ৫৫ ॥
তবোপদিষ্টং কেনেদং ভোগানাং পরিবর্জ্জনম্।
বঞ্চিতাসি প্রিয়ালাপে ! বৈরিণা কেনচিত্ত্বিহ ॥ ৫৬ ॥
মুঞ্চাগ্রহমিমং কান্তে ! কুরু কার্য্যং সুশোভনম্।
সুখং তব মমাপি স্যাদ্বিবাহে বিহিতে কিল ॥ ৫৭ ॥
বিষ্ণুর্লক্ষ্ম্যা সহাভাতি সাবিত্র্যা চ সহাত্মভূঃ।
রুদ্রো ভাতি চ পার্ব্বত্যা শচ্যা শতমখস্তথা ॥ ৫৮ ॥
কা নারী পতিহীনা চ সুখং প্রাপ্নোতি শাশ্বতম্।
যেন ত্বমসিতাপাঙ্গি ! ন করোষি পতিং শুভম্ ॥ ৫৯ ॥
কামঃ ক্বাদ্য গতঃ কান্তে ! যস্ত্বাং বাণৈঃ সুকোমলৈঃ।
মাদনৈঃ পঞ্চভিঃ কামং ন তাড়য়তি মন্দধীঃ ॥ ৬০ ॥

---

* তস্মাত্তথৈব নারীণামপি পুরুষং বিনা ন স্যাৎ তুল্যন্যায়ত্বাদুভয়োরিত্যর্থঃ। সংযোগে ইতি। ইদং কিং ন জানাসীতি শেষঃ ॥ ৫৪ ॥

কান্তাসীতি। ইদং পুরুষসঙ্গবিষয়ং চাতুর্য্যং তব কিং নাস্তীত্যর্থঃ। কান্তায়া ইদং চাতুর্য্যমবশ্যমপেক্ষিতমিতি ভাবঃ ॥ ৫৫ ॥

ননু বিষয়ো ন কর্ত্তব্য ইতি মাং প্রতি কেচিদুক্তমন্তীত্যত আহ তবোপদিষ্টমিতি ॥ ৫৬—৫৭ ॥

পরাকাষ্ঠা হয়, আর বিয়োগ হইলেই ক্লেশ হইয়া থাকে ॥ ৫৩—৫৪ ॥ তুমি সমস্ত আভরণে বিভূষিতা হইয়াছ বটে, কিন্তু তোমাতে চাতুর্য্য লক্ষিত হইতেছে না ; যেহেতু তুমি আমাকে ভজনা করিতেছ না ॥ ৫৫ ॥ তোমাকে ভোগ পরিত্যাগ করিতে কি কেহ উপদেশ দিয়াছে ? অয়ি ! মধুরভাষিণি ! যদি তাহা হয় তবে কোনও শত্রু তোমাকে এ বিষয়ে বঞ্চনা করিয়াছে সন্দেহ নাই ॥ ৫৬ ॥ কান্তে ! তুমি এই আগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া সুশোভন বিবাহ কার্য্য সম্পাদন কর, তাহা হইলে আমাদের উভয়েরই পরম সুখ লাভ হইবে ॥৫৭॥ বিশেষত বিষ্ণু কমলার সহিত, ব্রহ্মা সাবিত্রীর সহিত, রুদ্র পার্ব্বতীর সহিত ও ইন্দ্র শচীর সহিত যেমন শোভা পাইয়া থাকেন, আমিও তোমার সহিত সেইরূপ শোভা পাইব সন্দেহ নাই ॥ ৫৮ ॥ পতিবিহীনা কোন্ নারী নিরন্তর সুখলাভ করিতে পারে ? যাহাতে তুমি অত্যুত্তম পতি প্রাপ্ত হইয়াও স্বীকার করিতেছ না ? ॥ ৫৯ ॥ হে কান্তে ! মন্দবুদ্ধি কাম এখন কোথায় গিয়াছে ? সে উন্মাদকর সুকোমল পঞ্চবাণ দ্বারা তোমাকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতেছে

মন্যেঽহমিব কামোঽপি দয়াবাংস্ত্বয়ি সুন্দরি!।
অবলেতি চ মন্বানো ন প্রেরয়তি মার্গণান্॥ ৬১॥
মনোভবস্য বৈরং বা কিমপ্যস্তি ময়া সহ।
তেন চ ত্বয্যরালাক্ষি! ন মুঞ্চতি শিলীমুখান্॥ ৬২॥
অথবা মেঽহিতৈর্দ্দেবৈর্বারিতোঽসৌ ঝষধ্বজঃ।
সুখবিধ্বংসিভিস্তেন ত্বয়ি ন প্রহরত্যপি॥ ৬৩॥
ত্যক্ত্বা মাং মৃগশাবাক্ষি! পশ্চাত্তাপং করিষ্যসি।
মন্দোদরীব তন্বঙ্গি! পরিত্যজ্য শুভং নৃপম্॥ ৬৪॥
অনুকূলং পতিং পশ্চাৎ সা চকার শঠং পতিম্।
কামার্ত্তা চ যদা জাতা মোহেন ব্যাকুলান্তরা॥ ৬৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে দেবীমহিষাসুরসংবাদো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬॥

শচ্যা শতমখস্তথেতি। তথাহমপি ত্বয়া শোভাং প্রাপ্স্যামীতি শেষঃ॥ ৫৮—৬২॥

অথবা মেঽহিতৈরিতি। মে মমাহিতৈঃ শত্রুভির্দেবৈর্ম্মম সুখবিধ্বংসিভিরয়ং ঝষধ্বজো বারিতঃ কিমিত্যর্থঃ। তেন কারণেনাসৌ ত্বয়ি ন প্রহরতীত্যর্থঃ॥ ৬৩॥

মন্দোদরীব পশ্চাত্তাপমিত্যন্বয়ঃ॥ ৬৪॥

সা তন্বঙ্গী অনুকূলং পতিং পরিত্যজ্য পশ্চাচ্ছঠং পতিং চকার। কদা যদা কামার্ত্তা জাতা পশ্চাৎ পূর্ব্বপত্যলাভেন পশ্চাত্তাপং প্রাপ্তা তদেত্যর্থঃ॥ ৬৫॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬॥

না কেন? ॥৬০॥ সুন্দরি! আমি বোধ করি মদন আমার ন্যায় তোমার প্রতি সদয় হইয়াই এবং অবলা মনে করিয়াই বাণ প্রয়োগ করিতেছে না॥ ৬১॥ কুটিলনয়নে! বোধ হয় মনোভবের আমার সহিত কোনও শত্রুতা আছে, তাহাতেই তোমার উপর শস্ত্রকুসকল মোচন করিতেছে না॥ ৬২॥ অথবা আমার সুখঘাতক বৈরী দেবতারা মকরকেতনকে নিবারণ করিয়া থাকিবে, সেই কারণেই কাম তোমাকে প্রহার করিতেছে না॥৬৩॥ কৃশাঙ্গি! মন্দোদরী যেমন সুন্দর অনুকূল নরপতি পতিকে পরিত্যাগ করিয়া যখন কামার্ত্ত হইল তখন মোহে ব্যাকুলচিত্ত হইয়া পশ্চাৎ একজন শঠকে পতি করিয়া অনুতাপ করিয়াছিল, হে মৃগশাবক্ষি! আমাকে পরিত্যাগ করিলে তোমাকেও সেইরূপ পশ্চাৎ অনুতাপ করিতে হইবে সন্দেহ নাই॥ ৬৪—৬৫॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে মহিষাসুর ও দেবীর কথোপকথন নামক ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য দেবী পপ্রচ্ছ দানবম্।
কা সা মন্দোদরী নারী কোঽসৌ ত্যক্তো নৃপস্তয়া ॥ ১ ॥
শঠঃ কো বা নৃপঃ পশ্চাত্তন্মে ব্রূহি কথানকম্।
বিস্তরেণ যথাপ্রাপ্তং দুঃখং বনিতয়া পুনঃ ॥ ২ ॥

মহিষ উবাচ।

সিংহলো নাম দেশোঽস্তি বিখ্যাতঃ পৃথিবীতলে।
ঘনপাদপসংযুক্তো ধানধান্যসমৃদ্ধিমান্ ॥ ৩ ॥
চন্দ্রসেনাভিধস্তত্র রাজা ধর্ম্মপরায়ণঃ।
ন্যায়দণ্ডধরঃ শান্তঃ প্রজাপালনতৎপরঃ ॥ ৪ ॥
সত্যবাদী মৃদুঃ শূরস্তিতিক্ষুর্নীতিসাগরঃ।
শাস্ত্রবিৎ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞো ধনুর্ব্বেদেঽতিনিষ্ঠিতঃ ॥ ৫ ॥

একষষ্টিশ্লোকবর্ষৈর্মন্দোদর্য্যাঃ কথানকম্।
দেবীবোধায় দৈত্যেন কথ্যতে চেতি কথ্যতে।

মন্দোদরীদৃষ্টান্তং শ্রুত্বা লীলাবশাদ্দেবী পৃচ্ছতীত্যাহ ইতি শ্রুত্বেতি
বনিতয়া মন্দোদর্য্যা ॥ ২—৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! অনন্তর দেবী মহিষাসুরের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই মন্দোদরী নারী কে? আর সে যাঁহাকে পূর্ব্বে পরিত্যাগ করিয়াছিল সেই রাজাই বা কে? এবং পশ্চাৎ যে শঠ নৃপতিকে পতিত্বে স্বীকার করিয়াছিল সেই নরপতিই বা কে? আর সেই বনিতা পশ্চাৎ কিরূপে দুঃখ অনুভব করিয়াছিল? তৎসমুদয় আমার নিকট বিস্তার করিয়া কীর্ত্তন কর ॥ ১—২ ॥

দেবীর এই কথা শ্রবণ করিয়া মহিষাসুর বলিতে আরম্ভ করিল। দেবি! এই পৃথিবী-মণ্ডলে সিংহলদেশ অতি প্রসিদ্ধ স্থান, সেই স্থান বিবিধ-তরুরাজি-সুশোভিত এবং ধনধান্য-সমৃদ্ধিশালী; চন্দ্রসেন নামে এক ধর্ম্মপরায়ণ রাজা সেই স্থানে বাস করিতেন, তিনি শান্ত, সত্যবাদী, বীরবর, দয়ালু, ধৈর্য্যশালী, ক্ষমাবান্, নীতিশাস্ত্রে সাগরের ন্যায় গভীর জ্ঞান-সম্পন্ন, শাস্ত্রবিৎ, সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ এবং ধনুর্ব্বেদে অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন; তিনি প্রজাপালনে

তস্য ভার্য্যা বরারোহা সুন্দরী সুভগা শুভা।
সদাচারাতিসুমুখী পতিভক্তিপরায়ণা ॥ ৬ ॥
নাম্না গুণবতী কান্তা সর্ব্বলক্ষণসংযুতা।
সুষুবে প্রথমে গর্ভে পুত্রীং সা চাতিসুন্দরীম্‌ ॥ ৭ ॥
পিতা চাতীব সন্তুষ্টঃ পুত্রীং প্রাপ্য মনোরমাম্‌।
মন্দোদরীতি নামাস্যাঃ পিতা চক্রে মুদান্বিতঃ ॥ ৮ ॥
ইন্দোঃ কলেব চাত্যর্থং ববৃধে সা দিনে দিনে।
দশবর্ষা যদা জাতা কন্যা চাতিমনোহরা ॥ ৯ ॥
বরার্থং নৃপতিশ্চিন্তামবাপ চ দিনে দিনে।
মদ্রদেশাধিপঃ শূরঃ সুধন্বা নাম পার্থিবঃ ॥ ১০ ॥
তস্য পুত্রোঽতিমেধাবী কম্বুগ্রীবোঽতিবিশ্রুতঃ।
ব্রাহ্মণৈঃ কথিতো রাজ্ঞে স যুক্তোঽস্যা বরঃ শুভঃ ॥ ১১ ॥
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নঃ সর্ব্ববিদ্যার্থপারগঃ।
রাজ্ঞা পৃষ্টা তদা রাজ্ঞী নাম্না গুণবতী প্রিয়া ॥ ১২ ॥
কম্বুগ্রীবায় কন্যাং স্বাং দাস্যামি বরবর্ণিনীম্‌।
সা তু পত্যুর্বচঃ শ্রুত্বা পুত্রীং পপ্রচ্ছ সাদরম্‌ ॥ ১৩ ॥

(অতিনিষ্ঠাজাতাস্যেতি। ইতচ্‌। ধনুর্ব্বেদেঽতি নিষ্ঠিতঃ ধনুর্ব্বেদতত্ত্বজ্ঞ ইত্যর্থঃ ॥ ৫-৯ ॥

তৎপর হইয়া ন্যায়ানুসারে দণ্ডবিধান করিতেন ॥ ৩—৫ ॥ মনোহর-রূপসৌন্দর্য্যশালিনী গুণবতীনাম্নী তাঁহার এক নিতম্বিনী ভার্য্যা ছিল। তিনি পতির প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া নিয়ত সদাচারে রত থাকিতেন। সেই সর্ব্বলক্ষণসমন্বিতা কান্তা প্রথম গর্ব্ভেই এক সুন্দরী কন্যা প্রসব করিলেন ॥ ৬—৭ ॥ পিতা চন্দ্রসেন-ভূপতি মনোরমা কন্যা লাভ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং পরম আনন্দে সেই কন্যার মন্দোদরী এই নাম রক্ষা করিলেন ॥ ৮ ॥ সেই কন্যা ইন্দুকলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যখন কন্যার বয়স দশ বৎসর পূর্ণ হইল, তখন সেই কন্যা অতিশয় মনোহারিণী হইয়া উঠিল ॥ ৯ ॥ নরপতি কন্যাকে দর্শন করিয়া তাহার বরের নিমিত্ত প্রতিদিন চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ব্রাহ্মণগণ রাজাকে বলিলেন যে, মদ্রদেশাধিপতি মহাবীর সুধন্বা রাজার অতিমেধাবী কম্বুগ্রীব নামে একপুত্র আছে, ঐ কুমার সমস্ত রাজলক্ষণে বিভূষিত এবং সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী, সুতরাং সেই রাজপুত্রই এই কন্যার উপযুক্ত ও সুশোভন বর হইবে। তখন, রাজা স্বীয় প্রেয়সী গুণবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমি এই বরবর্ণিনী কন্যা

বিবাহং তে পিতা কর্ত্তুং কম্বুগ্রীবেণ বাঞ্ছতি ।
তচ্ছ্রুত্বা মাতরং প্রাহ বাক্যং মন্দোদরী তদা ॥ ১৪ ॥
নাহং পতিং করিষ্যামি নেচ্ছা মেঽস্তি পরিগ্রহে ।
কৌমারং ব্রতমাস্থায় কালং নেষ্যামি সর্ব্বথা ॥ ১৫ ॥
স্বাতন্ত্র্যেণ চরিষ্যামি তপস্তীব্রং সদৈব হি ।
পারতন্ত্র্যং পরং দুঃখং মাতঃ ! সংসারসাগরে ॥ ১৬ ॥
স্বাতন্ত্র্যান্মোক্ষ ইত্যাহুঃ পণ্ডিতাঃ শাস্ত্রকোবিদাঃ ।
তস্মান্মুক্তা ভবিষ্যামি পত্যা মে ন প্রয়োজনম্ ॥ ১৭ ॥
বিবাহে বর্ত্তমানে তু পাবকস্য চ সন্নিধৌ ।
বক্তব্যং বচনং সম্যক্ তদধীনাস্মি সর্ব্বদা ॥ ১৮ ॥
শ্বশ্রূদেবরবর্গাণাং দাসীত্বং শ্বশুরালয়ে ।
পতিচিত্তানুবর্ত্তিত্বং দুঃখাদ্দুখতরং স্মৃতম্ ॥ ১৯ ॥
কদাচিৎ পতিরন্যাং বা কামিনীঞ্চ ভজেদ্‌যদি ।
তদা মহত্তরং দুঃখং সপত্নীসম্ভবং ভবেৎ ।
তদের্ষ্যা জায়তে পত্যৌ ক্লেশশ্চাপি ভবেদথ ॥ ২০ ॥

দশমে কন্যকা প্রোক্তা তত ঊর্দ্ধং রজস্বলেতি বচনাৎ কন্যায়া দশমে বর্ষে এব রাজ্ঞশ্চিন্তামাহ বরার্থমিতি ॥ ১০—১৪ ॥

কম্বুগ্রীবকে সম্প্রদান করিব। রাজমহিষী পতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নিজ কন্যা মন্দোদরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তোমার পিতা মদ্ররাজপুত্র কম্বুগ্রীবের সহিত তোমার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। মন্দোদরীও জননীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিল ॥ ১০—১৪ ॥ জননি ! বিবাহে আমার ইচ্ছা নাই, আমি পতিগ্রহণ করিব না, আমি সর্ব্বতোভাবে কৌমারব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক কালযাপন করিব ॥ ১৫ ॥ মাতঃ ! এই সংসার-সাগরে পরাধীনতা অপেক্ষা নিরতিশয় দুঃখকর বিষয় আর নাই এজন্য আমি স্বাধীনভাবে সর্ব্বদা কঠোর তপস্যা করিব বাসনা করিয়াছি ॥ ১৬ ॥ শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতে পারিলেই মোক্ষ হয় ; অতএব, আমি তাহাতেই মুক্ত হইব, পতিতে আমার প্রয়োজন নাই ॥ ১৭ ॥ বিবাহ সময়ে অগ্নিসমীপে বলিতে হয় যে, আমি সর্ব্বতোভাবে নিয়তই তোমার অধীন থাকিব ; আর দেখুন শ্বশুরালয়ে গমন করিয়া শ্বশ্রূ ও দেবরবর্গের দাসী হইয়া কালযাপন করিতে হয় ; বিশেষতঃ পতির সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হইয়া তাহার চিত্তের অনুবর্ত্তন করিতে হয়, ইহা দুঃখ অপেক্ষাও দুঃখতর ॥ ১৮—১৯॥ আর

সংসারে ক সুখং মাতর্নারীণাঞ্চ বিশেষতঃ।
স্বভাবাৎ পরতন্ত্রাণাং সংসারে স্বপ্নধর্ম্মিণি ॥ ২১ ॥
শ্রুতং ময়া পুরা মাতরুত্তানচরণাত্মজঃ।
উত্তমঃ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞো ধ্রুবাদবরজো নৃপঃ ॥ ২২ ॥
পত্নীং ধর্ম্মপরাং সাধ্বীং পতিভক্তিপরায়ণাম্।
অপরাধং বিনা কান্তাং ত্যক্তবান্ বিপিনে প্রিয়াম্ ॥ ২৩ ॥
এবংবিধানি দুঃখানি বিদ্যমানে তু ভর্ত্তরি।
কালযোগান্মৃতে তস্মিন্নারী স্যাদ্দুঃখভাজনম্ ॥ ২৪ ॥
বৈধব্যং পরমং দুঃখং শোকসন্তাপকারকম্।
পরোষিতপতিত্বেহপি দুঃখং স্যাদধিকং গৃহে ॥ ২৫ ॥
মদনাগ্নিবিদগ্ধায়াঃ কিং সুখং পতিসঙ্গজম্।
তস্মাৎ পতির্ন কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বথেতি মতির্মম ॥ ২৬ ॥
এবং প্রোক্তা তদা মাতা পতিং প্রাহ নৃপাত্মজা।
ন চ বাঞ্ছতি ভর্ত্তারং কৌমারব্রতধারিণী ॥ ২৭ ॥

কৌমারং ব্রতমাস্থায় কালং নেষ্যামীতি। বিবাহমকৃত্বা চিরকালং কুমারী সতী কালং যাপয়িষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ১৫—২১ ॥)
উত্তানচরণো হ্যুত্তানপাদঃ ॥ ২২—২৪ ॥

যদি কখনও পতি অন্য কামিনীকে বিবাহ করেন তাহা হইলে তৎকালীন সপত্নীজনিত মহত্তর দুঃখ উপস্থিত হয়। মাতঃ! তৎকালে পতির প্রতি ঈর্ষ্যা উপস্থিত হয় তজ্জন্য অশেষ ক্লেশভোগ করিতে হয় ॥ ২০ ॥ অতএব, স্বপ্নসদৃশ এই সংসারে কি সুখ আছে? বিশেষতঃ ইহাতে স্বভাবত-পরাধীন নারীদিগের ত কোনও সুখ নাই ॥২১॥ জননি! আমি শ্রবণ করিয়াছি যে, পুরাকালে-উত্তানপাদতনয় ধর্ম্মজ্ঞ উত্তম, ধ্রুব অপেক্ষা কনিষ্ঠ হইলেও রাজা হইয়াছিলেন ॥ ২২ ॥ আর উত্তানপাদ নৃপতি পতিভক্তিপরায়ণা প্রিয়তমা কান্তাকে বিনা অপরাধে বিপিনে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥ স্বামী বিদ্যমান থাকিলে রমণীদিগকে এইরূপ বিবিধ দুঃখ অনুভব করিতে হয়, আর যদি কালবশত পতি পরলোক গত হয় তাহা হইলে স্ত্রীজাতি অশেষ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; যেহেতু বৈধব্য দশা রমণীগণের একমাত্র দুঃখ শোক ও সন্তাপের কারণ; আর পতি বিদেশগত হইলেও নারীগণের দেহ মদনানলে দগ্ধ হয়, ইহাতে তাহাদের গৃহে অধিক দুঃখ হইয়া থাকে; অতএব, পতির কি জীবিতাবস্থায় কি মৃতাবস্থায় কোন সময়েও পতিলাভে সুখ নাই, এজন্য আমার বিবেচনায় পতিস্বীকার করা কথনই কর্ত্তব্য নহে ॥ ২৪—২৬ ॥

ব্রতজাপ্যপরা নিত্যং সংসারাদ্বিমুখী সদা ।
ন কাঙ্ক্ষতি পতিং কর্ত্তুং বহুদোষবিচক্ষণা ॥ ২৮ ॥
ভার্য্যায়া ভাষিতং শ্রুত্বা তথৈব সংস্থিতো নৃপঃ ।
বিবাহো ন কৃতঃ পুত্র্যা জ্ঞাত্বা ভাববিবর্জ্জিতাম্ ॥ ২৯ ॥
বর্ত্তমানা গৃহেষ্বেবং পিত্রা মাত্রা চ রক্ষিতা ।
যৌবনস্যাঙ্কুরা জাতা নারীণাং কামদীপকাঃ ॥ ৩০ ॥
তথাপি সা বয়স্যাভিঃ প্রেরিতাপি পুনঃ পুনঃ ।
চকমে ন পতিং কর্ত্তুং জ্ঞানার্থপদভাষিণী ॥ ৩১ ॥
একদোদ্যানদেশে সা বিহর্ত্তুং বহুপাদপে ।
জগাম সুমুখী প্রেম্ণা সৈরন্ধ্রীগণসেবিতা ॥ ৩২ ॥
রেমে কৃশোদরী তত্রাপশ্যৎ কুসুমিতা লতাঃ ।
পুষ্পাণি চিন্বতী রম্যা বয়স্যাভিঃ সমাবৃতা ॥ ৩৩ ॥
কোসলাধিপতিস্তত্র মার্গে দৈববশাত্তদা ।
আজগাম মহাবীরো বীরসেনোঽতিবিশ্রুতঃ ॥ ৩৪ ॥

পরোষিতে দেশান্তরগতে ইত্যর্থঃ ॥ ২৫—৩১ ॥

মাতা, কন্যার এই কথা শুনিয়া তখন পতিকে বলিলেন ; মন্দোদরী কৌমারব্রত অবলম্বন করিবে, তাহার বিবাহ করিতে অভিলাষ নাই ॥ ২৭ ॥ সে পতিগ্রহণে নানাবিধ দোষ প্রদর্শন করিয়া সংসারে নিয়ত বিমুখ হইয়া ব্রত ও জপের অনুষ্ঠান করত সর্ব্বদা একাকিনী কালযাপন করিবে, সে পতিগ্রহণ করিতে আকাঙ্ক্ষা করে না ॥ ২৮ ॥ রাজা ভার্য্যার কথা শুনিয়া কন্যার বিবাহে অনুরাগ নাই ইহা অবগত হইলেন এবং তাহার বিবাহ না দিয়া তদবস্থাতেই কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন ॥২৯॥ এইরূপে কন্যা, পিতা মাতা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া গৃহে বাস করিতে লাগিলেন ; এই সময়ে সেই রাজতনয়ার কামিনী-গণের কামোদ্দীপক যৌবনাঙ্কুরের উদয় হইল ॥ ৩০ ॥ রাজকন্যার বয়স্যাগণ পতি পরিগ্রহের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিলেও সেই বালা নানাবিধ জ্ঞানপূর্ণ বাক্য বলিয়া পতিগ্রহণে অভিলাষ প্রকাশ করিলেন না ॥ ৩১ ॥

একদা সেই সুমুখী প্রীতিবশত সৈরন্ধ্রীগণ সমভিব্যাহারে বিবিধ-পাদপ-পরিশোভিত উদ্যানে বিহার করিতে গমন করিলেন ॥ ৩২ ॥ সেই কৃশোদরী তথায় বয়স্যাগণের সহিত নানাবিধ কুসুম চয়ন ও রমণীয় পুষ্পিত লতা সকল দর্শন করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগি-লেন ॥ ৩৩ ॥ এই সময় কোশলাধিপতি মহাবীর বীরসেন নামক অতি প্রসিদ্ধ রাজা

একাকী রথমারূঢ়ঃ কতিচিৎসেবকৈর্বৃতঃ।
সৈন্যঞ্চ পৃষ্ঠতস্তস্য সমায়াতি শনৈঃ শনৈঃ॥ ৩৫ ॥
দৃষ্টস্তস্যা বয়স্যাভি দূরতঃ পার্থিবস্তদা ॥ ৩৬ ॥
মন্দোদর্য্যৈ তথা প্রোক্তং সমায়াতি নরঃ পথি।
রথারূঢ়ো মহাবাহু রূপবান্ মদনোঽপরঃ॥ ৩৭ ॥
মন্যেঽহং নৃপতিঃ কশ্চিৎ প্রাপ্তো ভাগ্যবশাদিহ।
এবং ব্রুবত্যাং তত্রাসৌ কোসলেন্দ্রঃ সমাগতঃ॥ ৩৮ ॥
দৃষ্ট্বা তামসিতাপাঙ্গীং বিস্ময়ং প্রাপ ভূপতিঃ।
উত্তীর্য্য স রথাত্তূর্ণং পপ্রচ্ছ পরিচারিকাম্॥ ৩৯ ॥
কেয়ং বালা বিশালাক্ষী কস্য পুত্রী বদাশু মে।
এবং পৃষ্টা তু সৈরন্ধ্রী তমুবাচ শুচিস্মিতা॥ ৪০ ॥
প্রথমং ব্রূহি মে বীর! পৃচ্ছামি ত্বাং সুলোচন!।
কোঽসি ত্বং কিমিহায়াতঃ কিং কার্য্যং বদ সাম্প্রতম্॥ ৪১ ॥
ইতি পৃষ্টস্তু সৈরন্ধ্র্যা তামুবাচ মহীপতিঃ॥ ৪২ ॥

(মন্দোদরীসমীপে কোসলাধিপতিসমাগমপ্রসঙ্গমাহ একদেতি ॥ ৩২—৩৭ ॥

দৈববশত সেই পথে আগমন করিলেন ॥ ৩৪ ॥ তাহার সৈন্য সকল পশ্চাতে মন্দ গমনে আসিতেছিল; কেবলমাত্র তিনি একাকী কতিপয়মাত্র সেবক সমভিব্যাহারে রথারূঢ় হইয়া সেই উদ্যানের নিকটে উপস্থিত হইলেন ॥৩৫॥ তখন তাহার বয়স্যা দূর হইতে সেই রাজাকে নয়নগোচর করিয়া মন্দোদরীকে বলিল, সখি! দ্বিতীয় মদনের ন্যায় রূপবান্ মহাবাহু এক জন পুরুষ রথে আরোহণ করিয়া পথে আগমন করিতেছেন ॥ ৩৬—৩৭ ॥ আমি বোধ করি কোন রাজা আমাদের ভাগ্যবশত এস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। এই কথা বলিতে বলিতেই কোশলপতি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৮ ॥ সেই নরপতি অসিতাপাঙ্গী রাজনন্দিনীকে নিরীক্ষণ করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং অবিলম্বে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩৯ ॥ ভদ্রে! এই বিশালনয়না বালা কে এবং কাহার কন্যা? তুমি আমাকে ইহা শীঘ্র বল। শুচিস্মিতা সৈরন্ধ্রী এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাহাকে বলিল ॥৪০॥ হে সুলোচন! বীর! আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি প্রথমে বলুন; আপনি কে? কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছেন? আপনার প্রয়োজন কি? ॥ ৪১ ॥ সৈরন্ধ্রী ইহা জিজ্ঞাসা করিলে মহীপতি তাহাকে বলিলেন, ভূতলে কোশল নামক অতি সুন্দর পরম বিস্ময়কর এক দেশ আছে আমি সেই দেশের অধিপতি আমার নাম বীরসেন, আমার

কোসলো নাম দেশোঽস্তি পৃথিব্যাং পরমাদ্ভুতঃ।
তস্য পালয়িতা চাহং বীরসেনাভিধঃ প্রিয়ে! ॥ ৪৩ ॥
বাহিনী পৃষ্ঠতঃ কামং সমায়াতি চতুর্ব্বিধা।
মার্গভ্রমাদিহ প্রাপ্তং বিদ্ধি মাং কোসলাধিপম্ ॥ ৪৪ ॥
সৈরন্ধ্র্যুবাচ।
চন্দ্রসেনসুতা রাজন্! নাম্না মন্দোদরী কিল।
উদ্যানে রন্তুকামেয়ং প্রাপ্তা কমললোচনা ॥ ৪৫ ॥
শ্রুত্বা তদ্ভাষিতং রাজা প্রত্যুবাচ প্রসাধিকাম্।
সৈরন্ধ্রি! চতুরাসি ত্বং রাজপুত্রীং প্রবোধয় ॥ ৪৬ ॥
ককুৎস্থবংশজশ্চাহং রাজাস্মি চারুলোচনে!।
গান্ধর্ব্বেণ বিবাহেন পতিং মাং কুরু কামিনি! ॥ ৪৭ ॥
ন মে ভার্য্যাস্তি সুশ্রোণি! বয়সোদ্ভূতযৌবনাম্।
বাঞ্ছামি রূপসম্পন্নাং সুকুলাং কামিনীং কিল ॥ ৪৮ ॥
অথবা তে পিতা মহ্যং বিধিনা দাতুমর্হতি।
অনুকূলপতিশ্চাহং ভবিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥ ৪৯ ॥
মহিষ উবাচ।
ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য সৈরন্ধ্রী প্রাহ তাং তদা।
প্রহস্য মধুরং বাক্যং কামশাস্ত্রবিশারদা ॥ ৫০ ॥

এবং ব্রবত্যামিতি। তাসাং মধ্যে একস্যাং ব্রবত্যামিত্যর্থঃ ॥ ৩৮—৪৫ ॥)

চতুর্ব্বিধ বাহিনী ইচ্ছানুসারে পশ্চাৎ আসিতেছে। আমি পথভ্রমে এখানে উপস্থিত হইয়াছি, আমাকে কোশলদেশের অধিপতি বলিয়া জানিবে ॥ ৪২—৪৪ ॥

সৈরন্ধ্রী বলিল, রাজন্! এই কমলনয়না চন্দ্রসেন রাজার দুহিতা ইহার নাম মন্দোদরী। ইনি ক্রীড়া করিবার বাসনায় এই উদ্যানে আগমন করিয়াছেন ॥ ৪৫ ॥ রাজা সৈরন্ধ্রীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে বলিলেন, সৈরন্ধ্রি! তোমাকে চতুরা বলিয়া বোধ হইতেছে, অতএব আমি যাহা বলিতেছি তাহা তুমি রাজপুত্রীকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও ॥ ৪৬ ॥ চারুলোচনে! আমি ককুৎস্থবংশসম্ভূত রাজা; কামিনি! গান্ধর্ব্ব বিবাহ বিধি দ্বারা আমাকে পতিত্বে বরণ কর ॥ ৪৭ ॥ নিতম্বিনি! আমার অন্য আর ভার্য্যা নাই, তুমি রূপবতী কামিনী, সদ্বংশসম্ভূতা ও বয়সানুসারে প্রাপ্তযৌবনা, সুতরাং আমি তোমাকে লাভ করিতে বাসনা করি ॥ ৪৮ ॥ অথবা তোমার পিতা আমাকে বিধিপূর্ব্বক প্রদান করিতেও পারেন, তাহা হইলে আমি তোমার অনুকূল পতি হইব সন্দেহ নাই ॥ ৪৯ ॥

মন্দোদরি! নৃপঃ প্রাপ্তঃ সূর্য্যবংশসমুদ্ভবঃ।
রূপবান্ বলবান্ কান্তো বয়সা ত্বৎসমঃ পুনঃ।
প্রীতিমান্নৃপতির্জ্জাতস্ত্বয়ি সুন্দরি! সর্ব্বথা॥ ৫১॥
পিতাপি তে বিশালাক্ষি! পরিতপ্যতি সর্ব্বথা।
বিবাহকালং তে জ্ঞাত্বা ত্বাঞ্চ বৈরাগ্যসংযুতাম্॥ ৫২॥
ইত্যাহাস্মান্ স নৃপতির্ব্বিনিঃশ্বস্য পুনঃ পুনঃ।
পুত্রীং প্রবোধয়ন্ত্বেতাং সৈরন্ধ্র্যঃ সেবনে রতাঃ॥ ৫৩॥
বক্তুং শক্তা বয়ং ন ত্বাং হঠধর্ম্মরতাং পুনঃ।
ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরো ধর্ম্মোহব্রবীৎ মুনিঃ॥ ৫৪॥
ভর্ত্তারং সেবমানা বৈ নারী স্বর্গমবাপ্নুয়াৎ।
তস্মাৎ কুরু বিশালাক্ষি! বিবাহং বিধিপূর্ব্বকম্॥ ৫৫॥

মন্দোদর্য্যুবাচ।

নাহং পতিং করিষ্যামি চরিষ্যে তপমদ্ভুতম্।
নিবারয় নৃপং বালে! কিং মাং পশ্যতি নিস্ত্রপঃ॥ ৫৬॥

সৈরন্ধ্র্যুবাচ।

দুর্জ্জয়ো দেবি! কামোহসৌ কালস্তু দুরতিক্রমঃ।
তস্মাৎ মে বচনং পথ্যং কর্ত্তুমর্হসি সুন্দরি!॥ ৫৭॥

প্রসাধিকাং কুট্টিনীমিত্যর্থঃ॥ ৪৬—৫৫॥

মহিষ বলিল, দেবি! তাঁহার এই কথা শুনিয়া কামশাস্ত্রে সুপণ্ডিত সেই সৈরন্ধ্রী হাসিতে হাসিতে মধুর বাক্যে রাজকন্যাকে বলিল॥ ৫০॥ মন্দোদরি! কমনীয়কান্তি সূর্য্যবংশীয় এক নরপতি আসিয়াছেন, তিনি রূপবান্ বলবান্ এবং তোমার সমানবয়স্ক; সুন্দরি! সেই নৃপতি তোমার প্রতি সর্ব্বতোভাবে প্রীতিপরায়ণ হইয়াছেন॥ ৫১॥ বিশাললোচনে! তোমার বিবাহকাল উপস্থিত তথাপি তুমি বিবাহ করিলে না বরং তদ্বিষয়ে তোমার একান্তই বৈরাগ্য; তোমার পিতা ইহা অবগত হইয়া নিরন্তর পরিতাপ করিতেছেন॥ ৫২॥ দেখ, তোমার পিতা বার বার নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, সৈরন্ধ্রীগণ! তোমরা ইহার সেবায় নিরত থাকিয়া ইহাকে প্রবোধিত কর॥ ৫৩॥ কিন্তু, তুমি হঠধর্ম্মে নিরত হইয়াছ সুতরাং আমরা তোমাকে কিছুই বলিতে পারি না; মুনিগণ বলিয়াছেন যে, স্বামীর শুশ্রূষা করাই স্ত্রীদিগের পরম ধর্ম্ম॥ ৫৪॥ বিশালনয়নে! স্বামীর সেবা করিলে নারীগণ স্বর্গলাভ করেন; অতএব তুমি বিধিপূর্ব্বক বিবাহ কর॥ ৫৫॥

অন্যথা ব্যসনং নূনমাপতেদিতি নিশ্চয়ঃ।
ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা কন্যোবাচাথ তাং সখীম্ ॥ ৫৮ ॥
যদ্যদ্ভবেত্তত্তবতু দৈবযোগাদসংশয়ম্।
ন বিবাহং করিষ্যেঽহং সর্ব্বথা পরিচারিকে! ॥ ৫৯ ॥

মহিষ উবাচ।

ইতি তস্যাস্তু নির্ব্বন্ধং জ্ঞাত্বা প্রাহ নৃপং পুনঃ।
গচ্ছ রাজন্! যথাকামং নেয়মিচ্ছতি সৎপতিম্ ॥ ৬০ ॥
নৃপস্তু তদ্বচঃ শ্রুত্বা নির্গতঃ সহ সেনয়া।
কোসলান্ বিমনা ভূত্বা কামিনীং প্রতি নিস্পৃহঃ ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে মন্দোদর্য্যুপাখ্যানং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

তপস্তু তপসা সহেতি দ্বিরূপকোষঃ ॥ ৫৬—৬১ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পঞ্চমস্কন্ধে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

মন্দোদরী বলিলেন, আমি বিবাহ না করিয়া অদ্ভুত তপস্যার অনুষ্ঠান করিব; বালে! তুমি নরপতিকে নিবারণ কর, উনি নির্লজ্জ হইয়া কেন আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন ॥৫৬॥ সৈরন্ধ্রী বলিল, দেবি! কাম একান্ত দুর্জ্জয়, কালও দুরতিক্রমণীয়; অতএব, সুন্দরি! আমার বাক্য পথ্য স্বরূপ জানিয়া প্রতিপালন কর ॥ ৫৭ ॥ আর যদি ইহার অন্যথা কর তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার বিপদ্ উপস্থিত হইবে। মন্দোদরী সৈরন্ধ্রির ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া তাহাকে বলিল, পরিচারিকে! দৈবযোগে যাহা হইবার তাহাই হইবে তাহাতে সংশয় নাই, তথাপি এক্ষণে আমি কিছুতেই বিবাহ করিব না ॥ ৫৮—৫৯ ॥

মহিষ বলিল, সৈরন্ধ্রী তাহার এইরূপ নির্ব্বন্ধ জানিয়া নরপতিকে বলিল, রাজন্! এই কামিনী সৎপতি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন না আপনি যথা ইচ্ছা তথায় প্রস্থান করুন্ ॥ ৬০ ॥ নৃপতি তাহার কথা শুনিয়া কামিনীর প্রতি স্পৃহাশূন্য হইলেন এবং বিমনা হইয়া সেনার সহিত কোশলদেশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ ৬১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে মন্দোদরীর উপাখ্যান বর্ণন নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

মহিষ উবাচ।

তস্যাস্তু ভগিনী কন্যা নাম্না চেন্দুমতী শুভা।
বিবাহযোগ্যা সঞ্জাতা সুরূপাবরজা যদা ॥ ১ ॥
তস্যা বিবাহঃ সংবৃত্তঃ সংজাতশ্চ স্বয়ংবরঃ।
রাজানো বহুদেশীয়াঃ সঙ্গতাস্তত্র মণ্ডপে ॥ ২ ॥
তয়া বৃতো নৃপঃ কশ্চিদ্বলবান্ রূপসংযুতঃ।
কুলশীলসমাযুক্তঃ সর্ব্বলক্ষণসংযুতঃ ॥ ৩ ॥
তদা কামাতুরা জাতা বিটং বীক্ষ্য নৃপস্তু সা।
চকমে দৈবযোগাত্তু শঠং চাতুর্য্যভূষিতম্ ॥ ৪ ॥
পিতরং প্রাহ তন্বঙ্গী বিবাহং কুরু মে পিতঃ!।
ইচ্ছা মেঽদ্য সমুদ্ভূতা দৃষ্ট্বা মদ্রাধিপং ত্বিহ ॥ ৫ ॥
চন্দ্রসেনোঽপি তচ্ছ্রুত্বা পুত্র্যা যদ্ভাষিতং রহঃ।
প্রসন্নেনৈব মনসা তৎকার্য্যে তৎপরোঽভবৎ ॥ ৬ ॥

সপ্ততিশ্লোকবর্য্যৈস্তু মন্দোদর্য্যাঃ কথানকম্।
সমাপ্য মহিষস্যাপি বধ এবাত্র কথ্যতে ॥

তস্মিন্ রাজনি গতেঽনন্তরং জাতং বৃত্তমাহ তস্যাস্তু ভগিনীতি। তস্যা মন্দোদর্য্যাঃ ॥১-৩॥
বিটং ধূর্ত্তং সা মন্দোদরী ॥ ৪ ॥
মদ্রাধিপং মদ্ররাজম্ ॥ ৫ ॥
তৎপরস্তদুদ্যোগবান্ ॥ ৬ ॥

মহিষ বলিল, দেবি! সেই মন্দোদরীর ইন্দুমতী নামে সুলক্ষণা অবিবাহিতা এক ভগিনী ছিল। কালক্রমে সে বিবাহযোগ্যা হইলে, তাহার বিবাহ জন্য স্বয়ংবর সভা প্রস্তুত হইল। অনন্তর, সেই সভামণ্ডপে নানাদিগ্‌দেশীয় নৃপতিগণ উপস্থিত হইলে সেই কন্যা তাঁহাদের মধ্যে কুলশীলসম্পন্ন সর্ব্বসুলক্ষণসংযুক্ত বলশালী ও রূপবান্ এক নরপতিকে যখন বরণ করিল তখন মন্দোদরী দৈবের অনির্ব্বচনীয় প্রভাব বশত ধূর্ত্ত চাতুর্য্যময় ও শঠ মদ্রপতিকে নিরীক্ষণ করিয়া কামাতুর হইল এবং তাহাকেই বিবাহ করিতে অভিলাষ করিল ॥ ১—৪ ॥ তখন সেই কৃশাঙ্গী তাহার পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, পিতঃ! এই সভায় মদ্ররাজকে নয়নগোচর করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে, অতএব আপনি এক্ষণে আমার বিবাহকার্য্য সম্পাদন করুন ॥ ৫ ॥ নিজনন্দিনী নির্জ্জনে এইরূপ বলিলে পর রাজা

তমাহূয় নৃপং গেহে বিবাহবিধিনা দদৌ।
কন্যাং মন্দোদরীং তস্মৈ পারিবর্হং তথা বহু ॥ ৭ ॥
চারুদেষ্ণোঽপি তাং প্রাপ্য সুন্দরীং মুদিতোঽভবৎ।
জগাম স্বগৃহং তুষ্টো রাজাপি সহিতঃ স্ত্রিয়া ॥ ৮ ॥
রেমে নৃপতিশার্দ্দূলঃ কামিন্যা বহুবাসরান্।
কদাচিদ্দাসপত্ন্যা স রমমাণো রহঃ কিল ॥ ৯ ॥
সৈরন্ধ্র্যা কথিতং তস্যৈ তয়া দৃষ্টঃ পতিস্তথা।
উপালম্ভং দদৌ তস্মৈ স্মিতপূর্ব্বং রুষান্বিতা ॥ ১০ ॥
কদাচিদপি সামান্যাং রহো রূপবতীং নৃপঃ।
ক্রীড়য়ন্ লালয়ন্ দৃষ্টঃ খেদং প্রাপ তদৈব সা ॥ ১১ ॥
ন জ্ঞাতোঽয়ং শঠঃ পূর্ব্বং যদা দৃষ্টঃ স্বয়ংবরে।
কিং কৃতং তু ময়া মোহাদ্বঞ্চিতাহং নৃপেণ হ ॥ ১২ ॥
কিং করোম্যদ্য সন্তাপং নির্লজ্জে নির্ঘৃণে শঠে।
কা প্রীতিরীদৃশে পত্যৌ ধিগদ্য মম জীবিতম্ ॥ ১৩ ॥

তং মদ্রাধিপম্ ॥ ৭ ॥
চারুদেষ্ণো রাজা মদ্রাধিপস্তাং প্রাপ্য তয়া স্ত্রিয়া সহিত ইত্যর্থঃ ॥ ৮—১৭ ॥

চন্দ্রসেন তাহা শ্রবণ করিয়া নিরতিশয় প্রসন্নচিত্ত হইয়া কন্যার বিবাহ বিষয়ে তৎপর হইলেন ॥ ৬ ॥ তিনি মদ্রপতিকে গৃহে আহ্বান করিয়া বিবাহ কার্য্যের নিয়ম অনুসারে মন্দোদরী কন্যাকে প্রচুর ধন যৌতুকের সহিত তাহাকে সম্প্রদান করিলেন ॥ ৭ ॥ মদ্রপতি চারুদেষ্ণ সেই সুন্দরীকে লাভ করিয়া প্রফুল্লচিত্তে স্ত্রীসমভিব্যাহারে স্বীয় আলয়ে প্রস্থান করিলেন ॥ ৮ ॥ সেই নৃপবর কামিনীর সহিত বহু দিবস ক্রীড়া করিলেন, পরে কোন সময়ে তিনি দাসপত্নীর সহিত নির্জ্জনে ক্রীড়ায় আসক্ত হইলে এক পরিচারিকা এই বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া মন্দোদরীর নিকটে প্রকাশ করিল,মন্দোদরীও পতির তদবস্থা অবলোকনে কুপিত হইয়া ঈষৎ হাস্যবদনে তিরস্কার করিল ॥৯—১০॥ অনন্তর, একদা রাজা কোনও সামান্যা রূপবতী রমণীর সমভিব্যাহারে পুনরায় ইচ্ছানুসারে ক্রীড়ায় নিমগ্ন হইয়া আমোদ করিতেছেন, এমন সময়ে মন্দোদরী তাহা দর্শন করিল এবং অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল ॥ ১১ ॥ পূর্ব্বে যখন স্বয়ংবরে ইহাকে দর্শন করি তখন শঠ বলিয়া জানিতে পারি নাই, এই রাজা আমাকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে ; হায় ! আমি মোহবশত কি অন্যায় কার্য্যই করিয়াছি ॥ ১২ ॥ এই রাজা শঠ এবং ইহার কিছুমাত্র ঘৃণা ও লজ্জা নাই সুতরাং ইহার নিমিত্ত এখন কোনও সন্তাপ করা বৃথা ; ঈদৃশ পতির প্রতি কিরূপে প্রীতি হইতে পারে ;

অদ্যপ্রভৃতি সংসারে সুখং ত্যক্তং ময়া খলু।
পতিসম্ভোগজং সর্ব্বং সন্তোষোঽদ্য ময়া কৃতঃ ॥ ১৪ ॥
অকর্ত্তব্যং* কৃতং কার্য্যং তজ্জাতং দুঃখদং মম।
দেহত্যাগঃ ক্রিয়তে চেদ্ধত্যাতীব দুরত্যয়া ॥ ১৫ ॥
পিতৃগেহং ব্রজাম্যাশু তত্রাপি ন সুখং ভবেৎ।
হাস্যযোগ্যা সখীনান্তু ভবেয়ং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৬ ॥
তস্মাদত্রৈব সংবাসো বৈরাগ্যযুতয়া ময়া।
কর্ত্তব্যঃ কালযোগেন ত্যক্ত্বা কামসুখং পুনঃ ॥ ১৭ ॥

মহিষ উবাচ।

ইতি সঞ্চিন্ত্য সা নারী দুঃখশোকপরায়ণা।
স্থিতা পতিগৃহং ত্যক্ত্বা সুখং সংসারজং ততঃ ॥ ১৮ ॥
তস্মাত্ত্বমপি কল্যাণি! মামনাদৃত্য ভূপতিম্।
অন্যং কাপুরুষং মন্দং কামার্ত্তা সংশ্রয়িষ্যসি ॥ ১৯ ॥

পতিগৃহং পতিশয়নাগারমিত্যর্থঃ। সংসারজং সুখঞ্চ হিত্বেত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥
তস্মাদিতি। মন্দোদরীবত্ত্বমপীত্যর্থঃ। কাপুরুষং কুৎসিতপুরুষম্ ॥ ১৯—২০ ॥

অতএব, এখন আমার জীবন ধারণে ধিক্ ॥ ১৩ ॥ অদ্য হইতে আমি পতি সম্ভোগজনিত সংসারের সমস্ত সুখই পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র সন্তোষ অবলম্বন করিলাম ॥ ১৪ ॥ আমি অকর্ত্তব্য কার্য্য করিয়াছি সুতরাং তাহা এক্ষণে আমার অত্যন্ত দুঃখদায়ক হইয়াছে; যদি এক্ষণে আমি দেহত্যাগ করি, তাহা হইলে আত্মহত্যা পাপ আমাকে কখনই পরিত্যাগ করিবে না অবশ্যই তাহার ফলভোগ করিতে হইবে ॥ ১৫ ॥ আর যদি পিতৃগৃহে গমন করি তবে সেখানেও আমার সুখ হইবে না; কারণ, সখীগণ আমার এইরূপ অবস্থা অবলোকন করিয়া নিয়তই উপহাস করিবে সন্দেহ নাই ॥ ১৬ ॥ অতএব, কামসুখ পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক কালের কুটিলতাবশত এই স্থানে বসতি করাই আমার একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ১৭ ॥

মহিষ বলিল, দেবি! সেই নারী শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া স্বামীর শয়নগৃহ এবং সাংসারিক সুখ একবারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥১৮॥ অতএব, হে কল্যাণি! আমি রাজা তথাপি তুমি আমাকে অনাদর করিতেছ; কিন্তু, পরিশেষে তুমিও এই মন্দোদরীর ন্যায় কামার্ত্ত হইয়া অন্য কোন মূর্খ কাপুরুষকে

---

* অজ্ঞাত্বা বৎ। ইতি পাঠান্তরম্।

বচনং কুরু মে তথ্যং নারীণাং পরমং হিতম্।
অকৃত্বা পরমং শোকং লপ্স্যসে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২০ ॥

দেব্যুবাচ।

মন্দাত্মন্! গচ্ছ পাতালং যুদ্ধং বা কুরু সাম্প্রতম্।
হত্বা ত্বামসুরান্ সর্ব্বান্ গমিষ্যামি যথাসুখম্ ॥ ২১ ॥
যদা যদা হি সাধূনাং দুঃখং ভবতি দানব!।
তদা তেষাঞ্চ রক্ষার্থং দেহং সন্ধারয়াম্যহম্ ॥ ২২ ॥
অরূপায়াশ্চ মে রূপমজন্মায়াশ্চ জন্ম চ।
সুরাণাং রক্ষণার্থায় বিদ্ধি দৈত্য! বিনিশ্চিতম্ ॥ ২৩ ॥
সত্যং ব্রবীমি জানীহি প্রার্থিতাহং সুরৈঃ কিল।
ত্বদ্বধার্থং হয়ারে! ত্বাং হত্বা স্থাস্যামি নিশ্চলা ॥ ২৪ ॥
তস্মাদ্‌যুধ্যস্ব বা গচ্ছ পাতালমসুরালয়ম্।
সর্ব্বথা ত্বাং হনিষ্যামি সত্যমেতদ্‌ব্রবীম্যহম্ ॥ ২৫ ॥

ইত্থং বিনোদার্থং মন্দোদরীকথা ভগবত্যা পৃষ্টা সা শ্রুতাধুনা বিনোদং বিহায় যথার্থং ভাষণমাহ মন্দাত্মন্নিতি। অহং ন প্রাকৃতাস্মি কিন্তু সর্ব্বেশ্বরী। কিমর্থং তর্হি অত্রাগতাসীতি চেত্তত্রাহ যদা যদেতি ॥ ২১—২২ ॥

ছন্দেব স্পষ্টয়তি অরূপায়া ইতি। অজন্মায়াশ্চেত্যত্র ডাবুভাভ্যামন্যতরস্যামিতি ডাপ্ ॥ ২৩—৩০ ॥

আশ্রয় করিবে সন্দেহ নাই ॥ ১৯ ॥ এক্ষণে, তুমি নারীগণের পরম হিতকর ও পথ্য স্বরূপ আমার এই বাক্য প্রতিপালন কর, তাহা না করিলে অবশেষে পরম শোক প্রাপ্ত হইবে তাহাতে সংশয় নাই ॥ ২০ ॥

মহিষাসুরের এই সকল বাক্য শুনিয়া দেবী বলিলেন, রে মন্দাত্মন্! তুমি পাতালে পলায়ন কর অথবা এখনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, আমি তোমাকে এবং সমস্ত অসুরগণকে নিহত করিয়া যথাসুখে গমন করিব॥ ২১ ॥ দানব! যে যে সময়ে সাধুদিগের ক্লেশ উপস্থিত হয়, তৎকালে তাহাদের রক্ষার নিমিত্ত আমি দেহ ধারণ করিয়া থাকি ॥ ২২ ॥ দৈত্যবর! আমার রূপ নাই এবং জন্মও নাই কেবল সুরগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্তই সময়ে সময়ে রূপধারণ ও জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি তুমি ইহা নিশ্চয় জানিবে ॥ ২৩ ॥ রে দুরাচার মহিষ! তোমার বধের নিমিত্ত সুরগণ আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন সেই জন্য আমি তোমাকে সংহার করিয়া স্থির হইব; মহিষ! আমি যাহা বলিলাম সে সমস্তই সত্য বলিয়া জানিবে ॥২৪॥ এক্ষণে তুমি অসুরালয় পাতালে পলায়ন কর অথবা যুদ্ধ কর আমি তোমাকে সর্ব্ব প্রকারে সংহার করিব ইহা আমি তোমাকে সত্য করিয়া বলিলাম ॥ ২৫ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তঃ স তয়া দেব্যা ধনুরাদায় দানবঃ।
যুদ্ধকামঃ স্থিতস্তত্র সংগ্রামাঙ্গণভূমিষু॥ ২৬॥
মুমোচ তরসা বাণান্ কর্ণাকৃষ্টাঞ্ছিলাশিতান্।
দেবী চিচ্ছেদ তান্ বাণৈঃ ক্রোধান্মুক্তৈরয়োমুখৈঃ॥ ২৭॥
তয়োঃ পরস্পরং যুদ্ধং সম্বভূব ভয়প্রদম্।
দেবানাং দানবানাঞ্চ পরস্পরজয়ৈষিণাম্॥ ২৮॥
মধ্যে দুর্দ্ধর আগত্য মুমোচ চ শিলীমুখান্।
দেবীং প্রতি বিষাসক্তান্ কোপয়ন্নতিদারুণান্॥ ২৯॥
ততো ভগবতী ক্রুদ্ধা তং জঘান শিতৈঃ শরৈঃ।
দুর্দ্ধরস্তু পপাতোর্ব্ব্যাং গতাসুর্গিরিশৃঙ্গবৎ॥ ৩০॥
তং তথা নিহতং দৃষ্ট্বা ত্রিনেত্রঃ পরমাস্ত্রবিৎ।
আগত্য সপ্তভির্বাণৈর্জঘান পরমেশ্বরীম্॥ ৩১॥
অনাগতাংস্তু চিচ্ছেদ দেবী তান্ বিশিখৈঃ শরান্।
ত্রিশূলেন ত্রিনেত্রস্তু জঘান জগদম্বিকা॥ ৩২॥

ত্রিনেত্রো দৈত্যঃ॥ ৩১—৩৪॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! দেবীর এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক দানব কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ অভিলাষে সেই রণভূমিতে অবস্থিত হইল এবং আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া শিলাশাণিত শর সকল সবেগে পরিত্যাগ করিতে লাগিল। দেবীও কোপে অয়োমুখ শরসমূহ পরিত্যাগ করিয়া তাহার শায়ক সকল খণ্ড খণ্ড করিলেন॥ ২৬—২৭॥ তখন তাঁহাদের পরস্পর এরূপ তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল যে, পরস্পর জয়াভিলাষী দেব ও দানবগণের তাহাতে ভয় জন্মাইতে লাগিল॥২৮॥ ঘোরতর সংগ্রাম হইতেছে ইত্যবসরে দুর্দ্ধর সংগ্রাম স্থলে উপস্থিত হইল এবং দেবীকে প্রকুপিত করিয়া বিষলিপ্ত সুদারুণ শিলীমুখ শর সকল তাঁহার উপর পরিত্যাগ করিতে লাগিল॥ ২৯॥ তখন ভগবতী কুপিত হইয়া শাণিত শর দ্বারা তাহাকে প্রহার করিলেন। দুর্দ্ধর সেই প্রহারে গতাসু হইয়া গিরিশৃঙ্গের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল॥৩০॥ তখন মহাস্ত্রবিৎ ত্রিনেত্র তাহাকে নিহত দেখিয়া সমরে উপস্থিত হইল এবং সাতটি শায়ক দ্বারা পরমেশ্বরীকে প্রহার করিল॥৩১॥ সেই শর আসিতে না আসিতেই দেবী বিশিখ দ্বারা তাহা ছেদন করিলেন অধিকন্তু জগদম্বিকা ত্রিশূল দ্বারা সেই ত্রিনেত্রকে নিহত করিলেন॥ ৩২॥ এইরূপে ত্রিনেত্র নিহত হইলে অন্ধক তদ্দর্শনে সত্বর হইয়া সমরস্থলে আগমন করিল এবং লৌহময় গদা লইয়া সিংহের মস্তকে বেগে প্রহার করিল॥ ৩৩॥ সিংহও নখা-

অন্ধকস্ত্বাজগামাশু হতং দৃষ্ট্বা ত্রিলোচনম্।
গদয়া লোহময্যাশু সিংহং বিব্যাধ মস্তকে ॥ ৩৩ ॥
সিংহস্তু নখঘাতেন তং হত্বা বলবত্তরম্।
চখাদ তরসা মাংসমন্ধকস্য রুষান্বিতঃ ॥ ৩৪ ॥
তান্ রণে নিহতান্ বীক্ষ্য দানবো বিস্ময়ং গতঃ।
চিক্ষেপ তরসা বাণানতিতীক্ষ্ণাঞ্ছিলাশিতান্ ॥ ৩৫ ॥
দ্বিধা চক্রে শরান্ দেবী তানপ্রাপ্তাঞ্ছিলীমুখৈঃ।
গদয়া তাড়য়ামাস দৈত্যং বক্ষসি চাম্বিকা ॥ ৩৬ ॥
স গদাভিহতো মূর্চ্ছামবাপামরবাধকঃ।
বিষহ্য পীড়াং পাপাত্মা পুনরাগত্য সত্বরঃ ॥ ৩৭ ॥
জঘান গদয়া সিংহং মূর্দ্ধ্নি ক্রোধসমন্বিতঃ।
সিংহোঽপি নখঘাতেন তং দদার মহাসুরম্ ॥ ৩৮ ॥
বিহায় পৌরুষং রূপং সোঽপি সিংহো বভূব হ।
নখৈর্বিদারয়ামাস দেবীসিংহং মদোৎকটম্ ॥ ৩৯ ॥
তঞ্চ কেশরিণং বীক্ষ্য দেবী ক্রুদ্ধা হ্যয়োমুখৈঃ।
শরৈরবাকিরত্তীক্ষ্ণৈঃ ক্রূরৈরাশীবিষৈরিব ॥ ৪০ ॥
ত্যক্ত্বাসৌ হরিরূপন্তু গজো ভূত্বা মদস্রবঃ।
শৈলশৃঙ্গং করে কৃত্বা চিক্ষেপ চণ্ডিকাং প্রতি ॥ ৪১ ॥

দানবো বিস্ময়ং গতঃ স চ মহিষাসুরঃ ॥ ৩৫ ॥
দৈত্যং বক্ষসীতি। মহিষাসুরমিত্যর্থঃ ॥ ৩৬—৪০ ॥

ঘাতে অতিশয়-বলশালী সেই অন্ধককে নিহত করিয়া অত্যন্ত ক্রোধ বশত তাহার মাংসভক্ষণ করিতে লাগিল ॥৩৪ এই সমস্ত অসুরগণ সমরে নিহত হইলে মহিষাসুর তদ্দর্শনে বিস্মিত হইয়া শিলাশাণিত সুতীক্ষ্ণ শর সকল বেগে নিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥ ৩৫ ॥ দেবী অম্বিকা তাহার সায়ক সকল আসিতে না আসিতেই শিলীমুখ দ্বারা দ্বিখণ্ড করিয়া গদা দ্বারা দৈত্যের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন ॥ ৩৬ ॥ সেই অমরপীড়ক দুরাত্মা মহিষাসুর গদাঘাতে মূর্চ্ছিত হইল কিন্তু পরক্ষণেই প্রহার বেদনা সহ্য করত পুনর্ব্বার আগমন করিয়া মহাক্রোধে গদা দ্বারা সিংহের মস্তকে প্রহার করিল, সিংহও নখাঘাতে সেই মহাসুরকে বিদীর্ণ করিল ॥ ৩৭—৩৮ ॥ তখন মহিষাসুরও পুরুষরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিংহরূপ ধারণ করিয়া নখর দ্বারা দেবীর মটোৎকট সিংহকে ক্ষত বিক্ষত করিল ॥ ৩৯ ॥ মহিষাসুর সিংহরূপ

আগচ্ছন্তং গিরেঃ শৃঙ্গং দেবী বাণৈঃ শিলাশিতৈঃ।
চকার তিলশঃ খণ্ডান্ জহাস জগদম্বিকা ॥ ৪২ ॥
উৎপত্য চ তদা সিংহস্তস্য মূৰ্দ্ধ্নি ব্যবস্থিতঃ।
নখৈর্বিদারয়ামাস মহিষং গজরূপিণম্ ॥ ৪৩ ॥
বিহায় গজরূপঞ্চ বভূবাষ্টাপদী তথা।
হন্তুকামো হরিং কোপাদ্দারুণো বলবত্তরঃ ॥ ৪৪ ॥
তং বীক্ষ্য শরভং দেবী খড়্গেন চ রুষান্বিতা।
উত্তমাঙ্গে জঘানাশু সোঽপি তাং প্রাহরত্তদা ॥ ৪৫ ॥
তয়োঃ পরস্পরং যুদ্ধং বভূবাতিভয়প্রদম্।
মাহিষং রূপমাস্থায় শৃঙ্গাভ্যাং প্রাহরত্তদা ॥ ৪৬ ॥
পুচ্ছপ্রভ্রমণেনাশু শৃঙ্গাঘাতৈর্মহাসুরঃ।
তাড়য়ামাস তন্বঙ্গীং ঘোররূপো ভয়ানকঃ ॥ ৪৭ ॥
পুচ্ছেন পৰ্ব্বতশৃঙ্গান্ গৃহীত্বা ভ্রাময়ন্ বলাৎ।
প্রেষয়ামাস পাপাত্মা প্রহসন্ পরয়া মুদা ॥ ৪৮ ॥

করে কৃত্বেতি। শুণ্ডায়াং গৃহীত্বেত্যর্থঃ ॥ ৪১—৪৩ ॥
অষ্টাপদীতি। অষ্টাপদী চন্দ্রমল্লা শরভে কর্কটে পুমানিতি মেদিনীকোষাদষ্টাপদী শরভঃ ॥ ৪৪—৪৫ ॥

ধারণ করিলে দেবী তদ্দর্শনে কুপিত হইয়া ক্রূর আশীবিষ সদৃশ সুতীক্ষ্ণ শর সকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪০ ॥ তখন মহিষাসুর সিংহরূপ পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক মদস্রাবী প্রমত্ত গজরূপ ধারণ করিয়া শুণ্ড দ্বারা গিরিশৃঙ্গ ধারণ করত দেবীর উপর নিক্ষেপ করিল ॥ ৪১ ॥ দেবী জগদম্বিকা গিরিশৃঙ্গ আসিতেছে দর্শন করিয়া শিলাশাণিত শরনিকরে তাহা তিল তিল প্রমাণ খণ্ড খণ্ড করত হাস্য করিতে লাগিলেন ॥৪২॥ এদিকে সিংহ লম্ফপ্রদানে তাহার মস্তকে উৎপতিত হইয়া গজরূপী মহিষাসুরকে নখর দ্বারা বিদীর্ণ করিল ॥ ৪৩ ॥ তখন সে সিংহকে সংহার করিবার বাসনায় গজরূপ পরিত্যাগ করিয়া সিংহ অপেক্ষা অধিকতর বলবান্ ভয়ঙ্কর শরভরূপ ধারণ করিল ॥ ৪৪ ॥ দেবী সেই শরভকে নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধে কুপিত হইয়া খড়্গ দ্বারা তাহার মস্তকে প্রহার করিলেন, তখন শরভও তৎক্ষণাৎ দেবীকে প্রহার করিল ॥ ৪৫ ॥ এই সময় তাহাদের পরস্পরের অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল; তখন মহিষাসুর মহিষরূপ ধারণ করিয়া শৃঙ্গ দ্বারা ভগবতীকে প্রহার করিল ॥ ৪৬ ॥ সেই ঘোররূপ ভয়ানক অসুর পুচ্ছ ভ্রমণ ও বিষাণদ্বয়ের আঘাত করিয়া সেই কৃশাঙ্গী দেবীকে প্রহার করিতে লাগিল ॥ ৪৭ ॥ সেই দুৰ্দ্ধর্ষ অসুর লাঙ্গুল দ্বারা পৰ্ব্বতশিখর সকল গ্রহণ

তামুবাচ বলোন্মত্তস্তিষ্ঠ দেবি! রণাঙ্গণে।
অদ্যাহং ত্বাং হনিষ্যামি রূপযৌবনভূষিতাম্ ॥ ৪৯ ॥
মূর্খাসি মদমত্তাদ্য যন্ময়া সহ সঙ্গরম্।
করোষি মোহিতাতীব মৃষা বলবতী খরা ॥ ৫০ ॥
হত্বা ত্বাং নিহনিষ্যামি দেবান্ কপটপণ্ডিতান্।
যে নারীং পুরতঃ কৃত্বা জেতুমিচ্ছন্তি মাং শঠাঃ ॥ ৫১ ॥
দেব্যুবাচ।
মা গর্ব্বং কুরু মন্দাত্মংস্তিষ্ঠ তিষ্ঠ রণাঙ্গণে।
করিষ্যামি নিরাতঙ্কান্ হত্বা ত্বাং সুরসত্তমান্ ॥ ৫২ ॥
পীত্বাদ্য মাধবীং মিষ্টাং শাতয়ামি রণেঽধম!।
দেবানাং দুঃখদং পাপং মুনীনাং ভয়কারকম্ ॥ ৫৩ ॥
ব্যাস উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা চষকং হৈমং গৃহীত্বা সুরয়া যুতম্।
পপৌ পুনঃ পুনঃ ক্রোধাদ্ধন্তুকামা মহাসুরম্ ॥ ৫৪ ॥

তয়োর্দেব্যষ্টাপদিনোঃ। পুনস্তদ্রূপং বিহায় মাহিষং রূপমাস্থায় শৃঙ্গাভ্যাং প্রাহরৎ ॥৪৬-৫২॥ মাধবীং সুরাম্ ॥ ৫৩ ॥

পূর্ব্বক সবলে ঘূর্ণিত করিয়া নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন পাপাত্মা বলোন্মত্ততা বশত নিরতিশয় হর্ষে হাস্য করিয়া দেবীকে বলিতে লাগিল, দেবি! রণস্থলে স্থির হইয়া থাক, রূপ ও যৌবনের সহিত অদ্যই তোমাকে সমরে নিহত করিব ॥ ৪৮—৪৯ ॥ তুমি মদমত্তা হইয়া আমার সহিত সমর করিতেছ; তোমার কোন জ্ঞান নাই; তুমি একান্ত মোহের বশীভূত হইয়াছ; তুমি আপনাকে অতিশয় বলবতী ভাবিয়া যে অভিমান করিতেছ তাহা মিথ্যা জানিও ॥ ৫০ ॥ যে শঠেরা নারীকে সম্মুখে রাখিয়া আমাকে জয় করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, অগ্রে তোমাকে নিহত করিয়া পশ্চাৎ সেই কপটপণ্ডিত দেবগণকে সংহার করিব ॥ ৫১ ॥

দেবী কহিলেন, রে দুরাত্মন্! গর্ব্ব করিও না রণাঙ্গণে স্থির হইয়া থাক, অদ্য আমি তোমাকে বিনাশ করিয়া সেই সুরসত্তমদিগকে নির্ভয় করিব ॥ ৫২ ॥ রে অধম! তুই পাপিষ্ঠ; তুই দেবতাগণকে দুঃখ দিয়া থাকিস্ ও মুনিগণকে ভয় দেখাইয়া থাকিস্; আমি সুমিষ্ট মাধবী সুরা পান করিয়া তোকে সমরাঙ্গণে নিহত করিব, সন্দেহ নাই ॥ ৫৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! দেবী এই কথা বলিয়া কোপবশত মহিষাসুরকে সংহার করিতে অভিলাষিণী হইয়া সুরাপূর্ণ হৈম চষক গ্রহণ করত বারংবার সুরাপান করিতে

পীত্বা দ্রাক্ষাসবং মিষ্টং শূলমাদায় সত্বরা।
দুদ্রাব দানবং দেবী হর্ষয়ন্ দেবতাগণান্॥ ৫৫ ॥
দেবাস্তাং তুষ্টুবুঃ প্রেম্ণা চক্রুঃ কুসুমবর্ষণম্।
জয় জীবেতি তে প্রোচুর্দুন্দুভীনাঞ্চ নিঃস্বনৈঃ ॥ ৫৬ ॥
ঋষয়ঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বাঃ পিশাচোরগচারণাঃ।
কিন্নরাঃ প্রেক্ষ্য সংগ্রামং মুদিতা গগনে স্থিতাঃ ॥ ৫৭ ॥
সোঽপি নানাবিধান্ দেহান্ কৃত্বা কৃত্বা পুনঃ পুনঃ।
মায়াময়ান্ জঘানাজৌ দেবীং কপটপণ্ডিতঃ ॥ ৫৮ ॥
চণ্ডিকাপি চ তং পাপং ত্রিশূলেন বলাদ্ধৃদি।
তাড়য়ামাস তীক্ষ্ণেন ক্রোধাদরুণলোচনা ॥ ৫৯ ॥
তাড়িতোঽসৌ পপাতোর্ব্ব্যাং মূর্চ্ছামাপ মুহূর্ত্তকম্।
পুনরুত্থায় চামুণ্ডাং পদ্ভ্যাং বেগাদতাড়য়ৎ ॥ ৬০ ॥
বিনিহত্য পদাঘাতৈর্জহাস চ মুহুর্মুহুঃ।
ররাব দারুণং শব্দং দেবানাং ভয়কারকম্ ॥ ৬১ ॥
ততো দেবী সহস্রারং সুনাভং চক্রমুত্তমম্।
করে কৃত্বা জগাদোচ্চৈঃ সংস্থিতং মহিষাসুরম্ ॥ ৬২ ॥

হন্তুকামা মহাসুরমিত্যন্বয়মভিপ্রায়ঃ। মহিষাসুরস্য কালিকাপুরাণোক্তরীত্যা শিবাংশত্বাত্তস্য চ বুদ্ধিপুরঃসরং হননাযোগ্যত্বাদেবং মদিরাং পীত্বা তদ্বধার্থং দেব্যা মদাক্তত্বং স্বীকৃতমিতি ॥ ৫৪ ॥

লাগিলেন ॥ ৫৪ ॥ অনন্তর, সুমিষ্ট দ্রাক্ষারস পান করিয়া দেবী শূল লইয়া দানবের প্রতি ধাবিত হইলেন তদ্দর্শনে দেবতাগণ অতিশয় হর্ষলাভ করিলেন ॥ ৫৫ ॥ পরন্তু প্রীতিবশত তাঁহারা দেবীর উপর পুষ্পবর্ষণ করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন এবং "জয় জীব" এই বলিয়া দুন্দুভি শব্দে তাঁহার জয় ঘোষণা করিলেন ॥ ৫৬ ॥ ঋষিগণ, সিদ্ধগণ, গন্ধর্ব্বগণ, পিশাচগণ, উরগগণ এবং কিন্নরগণ গগনমণ্ডল হইতে সংগ্রাম দর্শন করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন ॥ ৫৭ ॥ এদিকে সেই কপটপণ্ডিত মহিষাসুর বারংবার মায়াময় নানাবিধ দেহ ধারণ করিয়া দেবীকে পুনঃ পুনঃ প্রহার করিতে লাগিল ॥ ৫৮ ॥ তখন চণ্ডিকা ক্রোধে অরুণলোচন হইয়া সুতীক্ষ্ণ শূল দ্বারা সেই পাপমতি মহিষাসুরের হৃদয়ে বলপূর্ব্বক প্রহার করিলেন ॥ ৫৯ ॥ অসুর শূলাঘাতের বেদনায় মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল, কিন্তু মুহূর্ত্তকাল মধ্যে পুনর্ব্বার উত্থিত হইয়া চণ্ডিকাকে সবেগে পদদ্বয় দ্বারা আঘাত করিল ॥৬০॥ সেই মহাসুর দেবীকে পদ দ্বারা প্রহার করিয়া বার বার হাস্য করত এরূপ ভয়ঙ্কর চীৎকার

পশ্য চক্রং মদান্ধাদ্য তব কণ্ঠনিকৃন্তনম্।
ক্ষণমাত্রং স্থিরো ভূত্বা যমলোকং ব্রজাধুনা ॥ ৬৩ ॥
ইত্যুক্ত্বা দারুণং চক্রং মুমোচ জগদম্বিকা।
শিরশ্ছিন্নং রথাঙ্গেন দানবস্য তদা রণে ॥ ৬৪ ॥
সুস্রাব রুধিরং চোষ্ণং কণ্ঠনালাদ্গিরের্যথা।
গৈরিকাদ্যরুণং প্রৌঢ়ং প্রবাহমিব নৈর্ঝরম্ ॥ ৬৫ ॥
কবন্ধস্তস্য দৈত্যস্য ভ্রমন্ বৈ পতিতঃ ক্ষিতৌ।
জয়শব্দশ্চ দেবানাং বভূব সুখবর্দ্ধনঃ ॥ ৬৬ ॥
সিংহস্তুতিবলস্তত্র পলায়নপরানথ।
দানবান্ ভক্ষয়ামাস ক্ষুধার্ত্ত ইব সঙ্গরে ॥ ৬৭ ॥
মৃতে চ মহিষে ক্রূরে দানবা ভয়পীড়িতাঃ।
মৃতশেষাশ্চ যে কেচিৎ পাতালং তে যযুর্নৃপ ! ॥ ৬৮ ॥
আনন্দং পরমং জগ্মুর্দেবাস্তস্মিন্নিপাতিতে।
মুনয়ো মানবাশ্চৈব যে চান্যে সাধবঃ ক্ষিতৌ ॥ ৬৯ ॥

(পীত্বেতি। দেবতাগণান্ হর্ষয়ন্ দেবীত্যত্র পুংলিঙ্গনির্দ্দেশ আর্ষঃ। দ্রবণে পুংতুল্য-প্রকৃতিমত্ত্বাৎ পুংত্বনির্দ্দেশো বা ॥ ৫৫—৬৩ ॥
ইত্যুক্তেতি। রথাঙ্গেন চক্রেণ ॥ ৬৪—৬৫ ॥
কবন্ধ ইতি। কবন্ধো মস্তকশূন্যদেহ ইত্যর্থঃ। কবন্ধোঽস্ত্রী ক্রিয়াযুক্তমপমূর্দ্ধকলেবরম্। ইত্যমরকোষঃ ॥ ৬৬—৬৯ ॥)

শব্দ করিল যে, সেই শব্দে দেবতাগণ অত্যন্ত ভীত হইলেন ॥ ৬১ ॥ তখন দেবী সুনাভ সহস্রার উত্তম চক্র করে ধারণ করিয়া সম্মুখস্থিত অসুরকে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন ॥ ৬২ ॥ রে মূঢ় ! দেখ, এই চক্র আজ তোর কণ্ঠচ্ছেদন করিবে ; ক্ষণকাল মাত্র স্থির হইয়া থাক, এখনি তোকে যমলোকে প্রেরণ করিতেছি ॥ ৬৩ ॥ জগদম্বিকা এই কথা বলিয়াই সেই নিদারুণ চক্র পরিত্যাগ করিলেন। তখনই সেই চক্র রণস্থলে দানবের মস্তক ছিন্ন করিয়া ফেলিল ॥ ৬৪ ॥ গৈরিকাদি দ্বারা অরুণবর্ণ বিশাল নির্ঝর প্রবাহ যেমন পর্ব্বত হইতে বহির্গত হয় সেইরূপ তাহার কণ্ঠনাল হইতে উষ্ণ রুধিরধারা নির্গত হইতে লাগিল ॥ ৬৫ ॥ সেই অসুরের মস্তকশূন্য দেহ ক্ষণকাল ইতস্তত ভ্রমণ করিয়া ক্ষিতিতলে পতিত হইলে দেবতাদিগের আনন্দবর্দ্ধন জয়শব্দ উচ্চারিত হইতে লাগিল ॥ ৬৬ ॥ অতিশয় বলশালী সিংহ রণস্থলে পলায়মান দানবদিগকে ক্ষুধার্ত্তের ন্যায় ভক্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৬৭ ॥ রাজন্ ! ক্রূরপ্রকৃতি মহিষাসুর নিহত হইলে মৃতাবশিষ্ট যে সকল দানব ছিল, তাহারা ভীত হইয়া পাতালে পলায়ন করিল ॥ ৬৮ ॥ সেই পাপমতি অসুর নিপাতিত হইলে, দেবগণ

চণ্ডিকাপি রণং ত্যক্ত্বা শুভে দেশেঽথ সংস্থিতা।
দেবাস্তত্রাযযুঃ শীঘ্রং স্তোতুকামাঃ সুখপ্রদম্॥ ৭০॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে
মহিষাসুরবধো নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৮॥

নমু মহিষবধো মার্কণ্ডেয়পুরাণেঽন্যথোক্তো দেবীভাগবতে চান্যথোক্তস্তচ্চায়ুক্তম্। পুরাকল্পে যথাবৃত্তং প্রতিকল্পং তথৈব চ। প্রবর্ত্ততে স্বয়ং দেবী দৈত্যানাং নাশনায় বৈ॥ তথৈব জায়তে যুদ্ধং তথৈব ত্রিদশাগম ইতি রামবৃত্তান্তবর্ণনে কালিকাপুরাণাদিতি চেন্ন। তত্র বচনে প্রায়শ ইত্যধ্যাহারেণ দোষাভাবাৎ। অতএব হরিবংশাদিষূৎপত্তিক্রম-ভেদোঽপি ন দোষাধায়ক ইতি॥ ৭০॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৮॥

ঋষিগণ মানবগণ এবং ক্ষিতিতলে অন্যান্য যে যে সাধুলোক ছিলেন, তাঁহারা সকলেই নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন॥ ৬৯॥ ভগবতী চণ্ডিকাও সমর পরিত্যাগ করিয়া পবিত্র স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর, দেবগণ সুখপ্রদা দেবীর স্তব করিতে অভিলাষী হইয়া তথায় আগমন করিলেন॥ ৭০॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ
শ্রীমদ্‌ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে মহিষাসুরবধনামক
অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

অথ প্রমুদিতাঃ সর্ব্বে দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ।
মহিষং নিহতং দৃষ্ট্বা তুষ্টুবুর্জগদম্বিকাম্ ॥ ১ ॥

দেবা ঊচুঃ।

ব্রহ্মা সৃজত্যবতি বিষ্ণুরিদং মহেশঃ
শক্ত্যা তবৈব হরতে ননু চান্তকালে।
ঈশা ন তেঽপি চ ভবন্তি তয়া বিহীনা-
স্তস্মাত্ত্বমেব জগতঃ স্থিতিনাশকর্ত্রী ॥ ২ ॥

অর্দ্ধাধিকৈস্ত্রিচত্বারিংশৎস্বপদৈারনন্তরম্।
দেবৈঃ কৃতা মহাদেব্যাঃ স্তুতিরিত্যেতদুচ্যতে ॥

স্তোতুকামা দেবা আগত্য কিং চক্রুস্তদুচ্যতে অথেতি ॥ ১ ॥

তত্র প্রথমতঃ সৃষ্টিস্থিতিসংহারকর্ত্তৃত্বেন সর্ব্বেশ্বরত্বং ভগবত্যাঃ সহেতুকং বর্ণয়ন্তি ব্রহ্মেতি। হে ভগবতি! যস্মাদ্ব্রহ্মা তবৈব শক্ত্যা যুক্তো জগৎ সৃজতি, তথা বিষ্ণুরিদং জগদবতি পালয়তি। তথান্তকালে প্রলয়কালে তবৈব শক্ত্যা যুক্তো মহেশঃ শিবো জগৎ সংহরতে। যস্মাচ্চ তয়া শক্ত্যা বিহীনাস্তে ব্রহ্মাদয়ো জগৎসৃষ্টিস্থিতিনাশেষু নেশা ন সমর্থাস্তস্মাদন্বয়-ব্যতিরেকাত্ত্বমেব জগতঃ স্থিতিনাশকর্ত্রী। ইদং সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বস্যাপ্যুপলক্ষণম্। ত্বমেব সর্ব্বে-শ্বরীতি ভাবঃ। তথা চ শ্রুতিঃ। কাসি ত্বং মহাদেবি! সাব্রবীদহং ব্রহ্মরূপিণী মত্তঃ প্রকৃতি-পুরুষাত্মকং জগৎ। মায়া বা এষা নারসিংহী সর্ব্বমিদং সৃজতি সর্ব্বমিদং রক্ষতি সর্ব্বমিদং সংহরতীত্যাদিঃ। সূতসংহিতায়াঞ্চ। যস্ত ব্রহ্মত্বমাপন্নঃ শিবো যো মুনিসত্তমাঃ। সা তস্যাপি ভবেচ্ছক্তিস্তয়া হীনো নিরর্থকঃ ॥ যস্ত বিষ্ণুত্বমাপন্নঃ শিবো যো মুনিসত্তমাঃ। সা তস্যাপি ভবেচ্ছক্তিস্তয়া হীনো নিরর্থকঃ ॥ যস্ত রুদ্রত্বমাপন্নঃ শিবো যো মুনিসত্তমাঃ। সা তস্যাপি ভবেচ্ছক্তিস্তয়া হীনো নিরর্থকঃ ॥ ইতি ॥ ২ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! অনন্তর ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণ মহিষাসুরের নিধনদর্শনে আন-ন্দিত হইয়া জগদম্বিকার স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ ভগবতি! আপনারই শক্তিবলে ব্রহ্মা জগতের সৃষ্টি, বিষ্ণু জগতের পালন এবং মহেশ্বর প্রলয়কালে জগতের সংহার করিয়া থাকেন, কিন্তু ত্বদীয়শক্তি-বিহীন হইলে তাঁহারা আর এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারে সমর্থ হয়েন না; অতএব, দেবি! আপনিই এই অখিল জগতের স্থিতিনাশের এক মাত্র

কীর্ত্তির্মতিঃ স্মৃতিগতী করুণা দয়া ত্বং
শ্রদ্ধা ধৃতিশ্চ বসুধা কমলাজপা চ।
পুষ্টিঃ কলাথ বিজয়া গিরিজা জয়া ত্বং
তুষ্টিঃ প্রমা ত্বমসি বুদ্ধিরুমা রমা চ॥ ৩॥
বিদ্যা ক্ষমা জগতি কান্তিরপীহ মেধা
সর্ব্বং ত্বমেব বিদিতা ভুবনত্রয়েঽস্মিন্।
আভির্বিনা তব তু শক্তিভিরাশু কর্ত্তুং
কো বা ক্ষমঃ সকললোকনিবাসভূমে! ॥ ৪॥
ত্বং ধারণা ননু ন চেদসি কূর্ম্মনাগৌ
ধর্ত্তুং ক্ষমৌ কথমিলামপি তৌ ভবেতাম্।
পৃথ্বী ন চেত্ত্বমসি বা গগনে কথং স্থা-
স্যত্যেতদম্ব! নিখিলং বহুভারযুক্তম্॥ ৫॥

যস্মাত্ত্বং মহাকারণস্বরূপা তস্মাৎ সর্ব্বকার্য্যরূপাপি জাতৈব। কার্য্যস্য কারণানন্যত্বা-দিতি বদন্ মুখ্যানি রূপাণি বিভূতিস্থানাপন্নাম্যুপাসনার্থমনুবদতি কীর্ত্তিরিতি। স্মৃতিগতীতি দ্বন্দ্বঃ। অজপাজপামন্ত্ররূপেত্যর্থঃ। গিরিজা রুদ্রশক্তিঃ। উমা ঈশ্বরশক্তিঃ॥ ৩॥

কিং পুনরেতাবৎস্বরূপৈবাহমস্মীতি চেত্তত্রাহ সর্ব্বং ত্বমেব বিদিতেতি। সর্ব্বকারণ-রূপায়াস্তব কার্য্যমাত্রস্বরূপত্বাৎ সর্ব্বাত্মকত্বমস্তেবেত্যর্থঃ। ননু তদৈতচ্ছক্তিস্বরূপত্বমেব প্রথমতঃ কিমিতি প্রতিপাদিতমিতি চেদাভির্ব্বিনা ব্যবহারস্যাসম্ভবাদাসাং মুখ্যত্বেনোপা-সকানাং বিভূতিস্বরূপদর্শনার্থং প্রতিপাদিতমিত্যভিপ্রায়েণাহ আভির্ব্বিনেতি। কর্ত্তুং ব্যবহারমিত্যর্থঃ। সকললোকনিবাসভূমে ইতি দেবীসম্বোধনম্। সর্ব্বাধিষ্ঠানরূপিণীত্যর্থঃ॥৪॥

অধুনা ধারণশক্তিরূপাং বিভূতিং বর্ণয়তি ত্বং ধারণা ননু চেদিতি। হে ভগবতি! ত্বং ধারণশক্তিরূপা ননু নিশ্চয়েন ন চেদসি তদা কূর্ম্মনাগাবিলাং পৃথ্বীং ধর্ত্তুং কথং ক্ষমৌ ভবেতাং ন কথমপীত্যর্থঃ। তথা ত্বং পৃথ্বী ন চেদসি তদৈতজ্জগদ্বহুভারযুক্তং গগনেঽন্ত-রীক্ষে কথং স্থাস্যতি। ন কথমপীত্যর্থঃ। তথা চ সর্ব্বাধারশক্তিরূপা ত্বমসীতি ভাবঃ। তথা চ শ্রুতিঃ। অহং রুদ্রেভির্ব্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুতবিশ্বদেবৈঃ। অহং মিত্রাবরুণৌ ভা বিভর্ম্মীত্যাদিঃ॥ ৫॥

প্রধান কারণ সন্দেহ নাই॥ ২॥ দেবি! আপনি সমস্ত জগতের কারণস্বরূপা সুতরাং সমস্তই আপনাতে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই বিশ্বসংসারে কীর্ত্তি, মতি, স্মৃতি, গতি, করুণা, দয়া, শ্রদ্ধা, ধৃতি, বসুধা, কমলা, মন্ত্ররূপা অজপা, পুষ্টি, কলা, বিজয়া, জয়া, তুষ্টি, প্রমা, বুদ্ধি, রমা, বিদ্যা, ক্ষমা, কান্তি মেধা, অধিক কি রুদ্রশক্তি গিরিজা ও ঈশ্বরশক্তি উমা প্রভৃতি যেসকল শক্তি বিদ্যমান আছেন সে সমস্তই আপনি ইহা ত্রিভুবনে কাহারো অবিদিত নাই; আপনার এই সকল শক্তি ব্যতিরেকে কেহ কোনও কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না॥ ৩—৪॥ ভগবতি! যদি আপনি ধারণাশক্তি না হইতেন তাহা হইলে কূর্ম্ম ও

যে বা স্তুবন্তি মনুজা অমরান্ বিমূঢ়া
মায়াগুণৈস্তব চতুর্ম্মুখবিষ্ণুরুদ্রান্।
শুভ্রাংশুবহ্নিযমবায়ুগণেশমুখ্যান্
কিং ত্বামৃতে জননি! তে প্রভবন্তি কার্য্যে ॥ ৬ ॥
যে জুহ্বতি প্রবিততেঽল্পধিয়োঽম্ব! যজ্ঞে
বহ্নৌ সুরান্ সমধিকৃত্য হবিঃ সমৃদ্ধম্।
স্বাহা ন চেৎ ত্বমসি তে কথমাপুরদ্ধা
ত্বামেব কিং ন হি যজন্তি ততো হি মূঢ়াঃ ॥ ৭ ॥

ইত্থং সর্ব্বৈশ্বর্য্যাং ত্বয়ি সত্যাং যেঽন্যেঽন্যদেবতা উপাসতে তে তব মায়াগুণৈর্ব্বিমূঢ়া এব ইত্যাহ যে বা স্তুবন্তীতি। বা শব্দস্ত্বর্থকঃ। যে তু মনুজা অমরাংশ্চতুর্মুখবিষ্ণুরুদ্রাংস্তথা শুভ্রাংশুশ্চন্দ্রস্তৎপ্রভৃতীন্ স্তুবন্তি। তে তব মায়াগুণৈর্ব্বিমূঢ়া এব মোহিতা এব। ন স্বোপাস্য-দেবতাং কল্যাণদায়িনীং মুখ্যত্বেনারাধ্যাং জানন্তীতি ভাবঃ। কিং ত্বাং শক্তিরূপামৃতে বিনায় কার্য্যে কার্য্যবিষয়ে তে দেবাঃ প্রভবন্তি সমর্থা ভবন্তি। যতো মূঢ়ৈরারাধ্যন্তে কিন্তু নৈব ভবন্তি ত্বচ্ছক্তিযুক্তা এব তে ভক্তকার্য্যং কর্ত্তুং ক্ষমাস্ততস্ত্বামেব কুতো ন ভজন্তীতি ভাবঃ। তদুক্তং শিবপুরাণে উমাসংহিতায়াম্। যে ন স্তুবন্তি দেবেশীং সর্ব্বকারণকারণাম্। মায়াগুণৈর্ম্মোহিতাঃ স্যুর্হতভাগ্যা ন সংশয় ইতি ॥ ৬ ॥

এবমন্যদেবতোপাসকোপহাসং কৃত্বা শ্রোত্রিয়োপহাসমাহ যে জুহ্বতি প্রবিতত ইতি। হে ভগবতি! অথানন্তরং যে প্রবিততে বিস্তৃতে যজ্ঞে সুরানিন্দ্রাদীন্ দেবান্ সমধিকৃত্যোদ্দিশ্য সমৃদ্ধং বিপুলং হবির্জুহ্বতি তেঽপি অল্পধিয় এব। যতস্তস্মিন্ যজ্ঞে ত্বং স্বাহারূপা ন চেদসি ন প্রযুজ্যসে চেত্তদা তে দেবা অদ্ধা সাক্ষাত্তদ্দত্তং হবিরাপুঃ কিং নৈব প্রাপুযুঃ। ততস্ত্বদধীন-মেব তেষাং জীবিতমিতি। ততস্তস্মাদ্ধেতোস্ত্বামেব মূঢ়াঃ কিং ন যজন্তি কুতো ন যজন্তী-ত্যর্থঃ। যতো ন যজন্তি ততোঽল্পধিয় এব তে ইতি ভাবঃ। তথাচ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ললিতো-পাখ্যানে। অশ্রুতাসঃ শ্রুতাসশ্চ যজ্বানো যেঽপ্যযজ্বনঃ। স্বর্য্যন্তো নাপেক্ষন্তে ইন্দ্র-মগ্নিঞ্চ যে বিদুঃ। সিকতা ইব সংযন্তি রশ্মিভিঃ সমুদীরিতাঃ। অস্মাল্লোকাদমুষ্মাচ্চেত্যাহ চারণ্যকশ্রুতিরিতি। কাঠকেঽপি। প্লবা হ্যেতে দৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্মেতি ॥ ৭ ॥

অনন্তদেব কিরূপে পৃথিবী ধারণ করিতে সমর্থ হইতেন? জননি! আপনি যদি পৃথিবী না হইতেন তবে এই বহুভারপূর্ণ নিখিল জগৎ কি কখন অন্তরীক্ষে থাকিতে পারিত? ॥ ৫ ॥ জননি! যে সকল মানব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, চন্দ্র, অগ্নি, যম, বায়ু ও গণেশ প্রভৃতি দেবতাগণকে স্তব করে, তাহারা নিশ্চয়ই আপনার মায়াবলে মোহিত। দেবি! সেই দেবতারা কি আপনার শক্তি ব্যতিরেকে কোনও কার্য্য করিতে সমর্থ হইতে পারেন? ॥ ৬ ॥ মাতঃ! যাহারা বিস্তৃত যজ্ঞে দেবগণের উদ্দেশে বিপুল হবিঃ আহুতি দেয় তাহারা একান্ত অল্পবুদ্ধি, কারণ যদি আপনি স্বাহা না হইতেন তবে দেবতাগণ কি

ভোগপ্রদাসি ভবতীহ চরাচরাণাং
স্বাংশৈর্দদাসি খলু জীবনমেব নিত্যম্।
স্বীয়ান্ সুরান্ জননি! পোষয়সীহ যদ্বৎ
তদ্বৎ পরানপি চ পালয়সীতি হেতোঃ ॥ ৮ ॥
মাতঃ! স্বয়ং বিরচিতান্ বিপিনে বিনোদাদ্-
বন্ধ্যান্ পলাশরহিতাংশ্চ কটূংশ্চ বৃক্ষান্।
নোচ্ছেদয়ন্তি পুরুষা নিপুণাঃ কথঞ্চিৎ
তস্মাত্ত্বমপ্যতিতরাং পরিপাসি দৈত্যান্ ॥ ৯ ॥

ননু তেষাং দেবানাং ভোগপ্রদত্বাল্লোকাস্তানেব ভজন্তীতি চেত্তত্রাহ ভোগপ্রদাসীতি। হে ভগবতি ভবতি! ত্বমেব চরাচরাণাং ভোগপ্রদাসি। যতঃ স্বাংশৈঃ সপ্তপ্রকৃতিবিকৃতিরূপৈঃ ষোড়শবিকারৈশ্চ নিত্যং প্রাণিনাং জীবনং প্রাণনং দদাসি প্রারব্ধকর্ম্মভোগার্থম্। নহি তদ্বিরহিতানাং জীবহীনানাং প্রারব্ধভোগঃ সম্ভবতি। তস্মাৎ প্রারব্ধকর্ম্মভোগানুসারেণ জীবনদাতৃত্বাত্ত্বমেব ভোগপ্রদাসীত্যর্থঃ। তত্র হেতুমপ্যাহ স্বীয়ানিতি। যথা স্বীয়ান্ সুরান্ পোষয়সি। ইহ প্রপঞ্চে তদ্বৎ পরান্ সুরানপি ভোগজীবিতদানেনাপি পালয়সীতি হেতোস্ত্বমেব ভোগপ্রদাসীত্যর্থঃ। ন হি পূর্ব্বোক্তদেবানাং ভোগপ্রদত্বে তে দেবাঃ স্বশত্রুভ্যো দৈত্যেভ্যোঽপি ভোগং দদতীতি যুজ্যতে। দৈত্যভোগপ্রণাশার্থমেব তেষামুদ্যোগাত্তস্মাত্তদ্দেবেভ্যো ব্যতিরিক্তা ত্বমেব ভোগপ্রদাসীতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

ননু দুষ্টান্ দৈত্যান্ কিমিত্যহং পালয়ামীতি চেত্তত্রাহ মাতঃ স্বয়মিতি। হে ভগবতি! মাতর্যস্মাৎ কারণাদ্বিপিনেঽরণ্যে বিনোদাল্লীলয়া বন্ধ্যানফলান্ পলাশরহিতান্ পত্ররহিতান্ কটূংশ্চ বৃক্ষান্ স্বয়ং বিরচিতানুৎপাদিতান্নিপুণাঃ পণ্ডিতাঃ পুরুষা নোচ্ছেদয়ন্তি কথঞ্চিৎ কথমপি। তস্মাত্ত্বমপি তদ্বদেব তেষাং নিকৃষ্টকর্ম্মভিস্তানুৎপাদ্য দৈত্যান্ নোচ্ছেদয়সি কিন্তু পালয়স্যেবেত্যর্থঃ। তদুক্তং বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতমিতি ॥ ৯ ॥

তৎক্ষণাৎ সেই হুত হবিঃ প্রাপ্ত হইতে পারিতেন? দেবি! সেই সকল লোকেরা আপনার পূজা করে না বলিয়া তাহারা নিশ্চয়ই মূঢ় তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৭ ॥ জননি! আপনি প্রকৃতির সপ্ত বিকৃতি ও ষোড়শ বিকার এই ত্রয়োবিংশ তত্ত্বরূপ স্বীয় অংশ দ্বারা প্রাণিপুঞ্জের প্রারব্ধ কর্ম্মভোগের নিমিত্ত জীবন দান করিতেছেন; আর আপনার অনুগত সুরগণকে এই জগতে যেমন পোষণ করিতেছেন সেইরূপ অসুরদিগকেও কর্ম্মানুসারে ভোগ ও জীবন দান দ্বারা পালন করিতেছেন; অতএব, ভগবতি! আপনিই এই চরাচর লোকের ভোগপ্রদান করিতেছেন তাহাতে আর সংশয় কি আছে? ॥ ৮ ॥ মাতঃ! চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত উদ্যানে মনোহর বৃক্ষ সকল রোপণ করিলেও যদি স্বভাবগুণে কাহার ফল কাহার বা পত্র না হয় অথবা কোনও তরুর রস কটু হয়, তথাপি বিজ্ঞ পুরুষেরা কদাচ তাহা স্বয়ং ছেদন করেন না; দেবি! আপনিও সেইরূপ নিকৃষ্ট কর্ম্মানুসারে

যত্ত্বং তু হংসি রণমূর্দ্ধ্নি শরৈররাতীন্
দেবাঙ্গনাসুরতকেলিমতীন্ বিদিত্বা ।
দেহান্তরেঽপি করুণারসমাদদানা
তত্তে চরিত্রমিদমীপ্সিতপূরণায় ॥ ১০ ॥
চিত্রং ত্বমী যদসুভী রহিতা ন সন্তি
ত্বচ্চিন্তিতেন দনুজাঃ প্রথিতপ্রভাবাঃ ।
যেষাং কৃতে জননি ! দেহনিবন্ধনং তে
ক্রীড়ারসস্তব ন চান্যতরোঽত্র হেতুঃ ॥ ১১ ॥

নন্বেবং চেত্তেষামুচ্ছেদোঽনুচিত এবেতি কথং ময়া তে নিরন্তরং হন্যন্তে ইতি চেত্তত্রাহ যত্ত্বং তু হংসীতি । হে ভগবতি ! ত্বং করুণারসমাদদানৈব দেহান্তরেঽপি স্বর্গাদিষ্বপি দেবাঙ্গনানাং সুরতরূপাসু কেলিষু ক্রীড়াসু মতির্যেষামরাতীনাং শত্রূণাং তানরাতীন্ শরৈ রণমূর্দ্ধ্নি হংসি যত্তত্তে চরিত্রমিদমনুচিতং ন । কিন্তু ঈপ্সিতপূরণায় তেষাং মনোরথপূরণায়ৈব ন দ্বেষার্থমিত্যর্থঃ । অয়ং ভাবঃ । যদ্যহং দেবানাং ভোগেচ্ছুন্ দৈত্যান্ন হনিষ্যামি তদা তেষাং কথং তদ্ভোগসিদ্ধিঃ । নহি তে তামসপ্রকৃতয়ো যাগাদিভিঃ স্বর্গং গমিষ্যন্তি । ন চ তদ্বিনা তৎ সুখং প্রাপ্স্যন্তি তস্মাদেতান্ মচ্ছস্ত্রপূতান্ কৃত্বা স্বর্গং প্রাপয়িষ্যামীতি মনীষয়া তেষাং কল্যাণার্থমেব বধো নান্যপ্রয়োজন ইতি । তদুক্তম্ । লালনে তাড়নে মাতুর্নাকারুণ্যং যথার্ভকে । তদ্বদেব মহেশস্য নিয়ন্তুর্গুণদোষয়োরিতি ॥ ১০ ॥

ননু স্বর্গসুখার্থমেব যদি তানহং হন্মি তর্হি তাবন্মাত্রং কার্য্যং মমেচ্ছয়াপি ভবিতুমর্হতি মমেচ্ছয়ৈব সর্ব্বস্থৈর্জ্জাতত্বাত্তথাচ কিমর্থং দৈত্যবধফলককার্য্যার্থমবতারগ্রহণমিতি চেত্তত্রাহ চিত্রং ত্বমিতি । হে জননি ! যেষাং কৃতে যেষাং দৈত্যানামর্থে তে তব দেহনিবন্ধনং দেহগ্রহণং ভবতি । তে দনুজা দৈত্যাস্ত্বচ্চিন্তিতেন ত্বদিচ্ছয়া অসুভিঃ প্রাণৈ রহিতা ন সন্তীতি যত্তচ্চিত্রমেবাশ্চর্য্যমেব ত্বদিচ্ছয়ৈব তেষাং মরণং স্বর্গপ্রাপ্তিশ্চানায়াসেনৈবাপেক্ষিতা । নন্বু তদর্থমবতারাপেক্ষাস্তি । তদেতৎ কুতো ন জাতমিত্যাশ্চর্য্যমেবাস্মাকং ভাতি । তর্হি মমাবতারগ্রহণে কো হেতুর্ভবদ্ভির্যোজিত ইতি চেৎ ক্রীড়ারস এবাত্র হেতুর্নান্যতরঃ । স্বার্থে তরপ্ । নান্য ইত্যর্থঃ । অবতারং গৃহীত্বা নানালীলাঃ কর্ত্তব্যাস্তল্লীলাকীর্ত্তনেন শ্রবণেন চ ভক্তিবৃদ্ধিঃ পবিত্রতা চ ভবিষ্যতীতি ক্রীড়ারস এবাত্র হেতুরিতি ভাবঃ । তদুক্তং শিবপুরাণে উমাসংহিতায়াম্ । যদিচ্ছাবৈভবং সর্ব্বং তস্যা দেহগ্রহঃ স্মৃতঃ । লীলয়া সাপি ভক্তানাং গুণবর্ণনহেতবে ॥ সাপি লীলাপীত্যর্থঃ । দেহগ্রহোঽবতারঃ ॥ ১১ ॥

দৈত্যগণকে উৎপাদন করিয়া তাহাদিগকে আপনিই প্রতিপালন করিতেছেন ॥৯॥ ভগবতি ! আপনার হৃদয় এতদূর করুণা-রসে আকৃষ্ট যে, দেবাঙ্গনাসুরতাভিলাষী তামসপ্রকৃতি দৈত্যগণ যাগাদি দ্বারা স্বর্গলাভ করিতে পারিবে না অতএব তাহারা আমার শরে প্রাণত্যাগ করিলে দেহাবসানে স্বর্গলোকে গিয়া দেবাঙ্গনার সহিত সুরত ক্রীড়ায় রত হইবে, আপনি এই অভিপ্রায়েই সেই শত্রুদিগকে শরনিকরে সমরে সংহার করিয়াছেন ; অতএব, আপনার এই ব্যবহার উঁহাদের মনোরথ সম্পাদন নিমিত্ত বস্তুত বধের নিমিত্ত নহে ॥ ১০ ॥ জননি ! আপনি যাহাদের বিনাশ বাসনায় শরীর ধারণ করিয়াছেন, আপনার সঙ্কল্প মাত্রেই যে

প্রাপ্তে কলাবহহ দুষ্টতরে চ কালে
ন ত্বাং ভজন্তি মনুজা ননু বঞ্চিতাস্তে।
ধূর্ত্তৈঃ পুরাণচতুরৈর্হরিশঙ্করাণাং
সেবাপরাশ্চ বিহিতাস্তব নির্ম্মিতানাম্ ॥ ১২ ॥
জ্ঞাত্বা সুরাংস্তব বশানসুরার্দ্দিতাংশ্চ
যে বৈ ভজন্তি ভুবি ভাবযুতা বিভগ্নান্।
ধৃত্বা করে সুবিমলং খলু দীপকং তে
কূপে পতন্তি মনুজা বিজলেঽতিঘোরে ॥ ১৩ ॥
বিদ্যা ত্বমেব সুখদাসুখদাপ্যবিদ্যা
মাতস্ত্বমেব জননার্ত্তিহরা নরাণাম্।
মোক্ষার্থিভিস্তু কলিতা কিল মন্দধীভি-
র্নারাধিতা জননি! ভোগপরৈস্তথাজ্ঞৈঃ ॥ ১৪ ॥

এবমেতাদৃশবৈভবাং ত্বাং জনা ন ভজন্তি যতো ধূর্ত্তৈস্তে বঞ্চিতা ইতি জনানাক্রোশতি প্রাপ্তে কলাবিতি। দুষ্টে কলৌ প্রাপ্তে সতি সাধনান্তররহিতস্যাতিপাপিনোঽপি স্মরণমাত্রেণ চতুর্ব্বিধপুরুষার্থদাং ত্বাং ভগবতীং যে ন ভজন্তি তে ধূর্ত্তৈঃ পুরাণচতুরৈর্ননু নিশ্চয়েন বঞ্চিতাঃ। বঞ্চয়িত্বা চ তব নির্ম্মিতানাং ত্বয়োৎপাদিতানাং হরিশঙ্করাদীনাং সেবাপরাশ্চ বিহিতা ইত্যহহাহো লোকস্য ভাগ্যমিত্থমস্তীতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

পুনরপি জনানাক্রোশতি জ্ঞাত্বেতি। তব বশাংস্ত্বদধীনানসুরার্দ্দিতান্ দৈত্যপীড়িতান্ বিভগ্নান্ খণ্ডিতাভিমানান্ এতাদৃশান্ দেবান্ জ্ঞাত্বাপি যে ভজন্তীত্যন্বয়ঃ। দীপকং দীপমিত্যর্থঃ। অন্যোঽর্থঃ স্পষ্টঃ। তদুক্তমুমাসংহিতায়াম্। ন ভজন্তি মহাদেবীং করুণারসসাগরাম্। অন্ধকূপে পতন্ত্যেতে ঘোরে সংসাররূপিণীতি ॥ ১৩ ॥

নন্ন তর্হি কৈরহমারাধিতাস্মীতি চেত্তত্রাহঃ বিদ্যা ত্বমেবেতি। অসুখদা অবিদ্যাপি হে মাতস্ত্বমেব নরাণাং জনার্ত্তিহরাপি ত্বমেব সর্ব্বস্বরূপা ত্বমেবাসীত্যর্থঃ। সৈতাদৃশী ত্বং মোক্ষার্থিভির্মুনিভিঃ কলিতাসি আরাধিতাসি। অজ্ঞৈর্নারাধিতাসীত্যার্থিকার্থকথনম্ ॥১৪॥

সেই বিখ্যাতপ্রভাব অসুরগণের প্রাণ বিয়োগ হইল না ইহা অতীব আশ্চর্য্য! বোধ হয়, আপনার দেহ ধারণের লীলা করা ভিন্ন অন্য কোনও কারণ নাই ॥ ১১ ॥ দেবি! এই ঘোর কলিযুগে যে সকল মানব আপনাকে ভজনা না করিয়া অন্যান্য দেবগণকে ভজনা করে, পুরাণচতুর ধূর্ত্তেরা নিশ্চয়ই তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া, আপনার নির্ম্মিত হরিহরাদির সেবাপরায়ণ করিয়াছে; হায়! ইহাতে সেই জনগণের কি দুর্ভাগ্যই সংঘটিত হইয়াছে ॥ ১২ ॥ দেবি! অসুরনিপীড়িত এই সুরগণ আপনার অধীন ইহা জানিয়াও যে সকল মানব অনুরাগপরায়ণ হইয়া ভূতলে সেই দেবগণের পূজা করে, তাহারা নিশ্চয়ই সুবিমল দীপ করে ধারণ করিয়াও নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন নির্জ্জল কূপমধ্যে নিপতিত হয় ॥ ১৩ ॥ মাতঃ! আপনিই চিৎস্বরূপিণী বিদ্যা; সুতরাং সুখ অর্থাৎ মুক্তি প্রদান করেন; আপনিই

ব্রহ্মা হরশ্চ হরিরপ্যনিশং শরণ্যং
পাদাম্বুজং তব ভজন্তি সুরাস্তথান্যে।
তদ্বৈ ন যেঽল্পমতয়ো মনসা ভজন্তি
ভ্রান্তাঃ পতন্তি সততং ভবসাগরে তে ॥ ১৫ ॥
চণ্ডি! ত্বদঙ্ঘ্রিজলজোত্থরজঃপ্রসাদে-
র্ব্রহ্মা করোতি সকলং ভুবনং ভবাদৌ।
শৌরিশ্চ পাতি খলু সংহরতে হরস্তু
ত্বাং সেবতে ন মনুজস্ত্বিহ দুর্ভগোঽসৌ ॥ ১৬ ॥
বাগ্দেবতা ত্বমসি দেবি! সুরাসুরাণাং
বক্তুং ন তেঽমরবরাঃ প্রভবন্তি শক্তাঃ।
ত্বং চেন্মুখে বসসি নৈব যদৈব তেষাং
যস্মাদ্ব্রুবন্তি মনুজা ন হি তদ্বিহীনাঃ ॥ ১৭ ॥

তর্হি যে মাং ন ভজন্তি তেষাং কা গতির্ভবতীতি চেত্তত্রাহ ব্রহ্মা হরশ্চেতি ॥ ১৫ ॥

পুনর্জনানাক্রোশতি চণ্ডীতি। চড়ি কোপ ইতি ধাতোশ্চণ্ডীতি রূপং নিষ্পন্নম্। সকলজগদ্ভয়ঙ্করং ব্রহ্মমায়াবিশিষ্টং চণ্ডীপদবাচ্যম্। ব্রহ্মণো ভয়ঙ্করত্বঞ্চ ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবত ইতি শ্রুতৌ। মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতমিতি শ্রুতৌ কম্পনাদিত্যধিকরণে চ বর্ণিতম্। ত্বদঙ্ঘ্রিজলজং তবাঙ্ঘ্রিকমলং তস্মাদুত্থিতং রজঃ পঞ্চমহাভূতরূপং অন্যঃ স্পষ্টোঽর্থঃ ॥ ১৬ ॥

ইয়ং যা যথাকথঞ্চিদস্মাভিঃ স্তুতিঃ ক্রিয়তে সা সতী বাসতী বেতি ন বয়ং বিদ্মো যতো বাগ্দেবতয়া ত্বয়া যথা মুখে স্থিতয়া প্রের্য্যতে তথা কুর্ম্ম ইত্যাহ বাগ্দেবতেতি। হে দেবি! সুরাসুরাণাং বাগ্দেবতা ত্বমসি। কুত ইতি চেদ্যস্মাত্তেষাং মুখে যদৈব যদাপি ত্বং চেন্নৈব বসসি বাসং নৈব করোষি। তদা তেঽমরবরা উপলক্ষণতয়া দৈত্যা অপি বক্তুং শক্তা নৈব প্রভবন্তি তস্মাদিত্যর্থঃ। কেয়ং ব্যাপ্তির্গৃহীতেতি চেদ্যস্মান্মনুজাস্তদ্বিহীনা বাগ্দেবতাবিহীনা মূকা মুখে সত্যপি নৈব ব্রুবন্তি বদন্তি তস্মাত্তত্র গৃহীতা ব্যাপ্তিরিতি ভাবঃ ॥ ১৭ ॥

অবিদ্যা অর্থাৎ মায়া সুতরাং অসুখ অর্থাৎ সংসারক্লেশ প্রদান করেন; দেবি! যাহারা আপনার অর্চ্চনা করে আপনি সেই নরগণের জন্মক্লেশ হরণ করিয়া থাকেন, মোক্ষাভিলাষী মুনিগণই আপনার আরাধনা করেন আর ভোগপরায়ণ মন্দমতি অজ্ঞ ব্যক্তিরাই আপনার আরাধনায় বিরত হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥ অধিক কি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও অপরাপর দেবগণ সর্ব্বদা আপনার আরাধ্য চরণকমলের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন; কিন্তু, যে সকল অল্পবুদ্ধি ভ্রান্ত মানবেরা মনে মনে আপনার চরণ ধ্যান করে না, তাহারাই নিয়ত এই ভবসাগরে পতিত হয় ॥ ১৫ ॥ চণ্ডিকে! আপনার চরণ-কমল হইতে উত্থিত রজোরাশির প্রসাদেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই বিশ্বসংসারের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করিতেছেন; অতএব, দেবি! যে সকল মনুষ্য আপনার সেবা করে না তাহারা নিতান্তই ভাগ্যহীন সন্দেহ নাই ॥ ১৬ ॥ জগদম্বিকে! আপনিই সুর ও অসুরদিগের বাগ্দেবতা, সুতরাং আপনি যদি

শপ্তো হরিস্তু ভৃগুণা কুপিতেন কামং
মীনো বভূব কমঠঃ খলু শূকরস্তু।
পশ্চান্নৃসিংহ ইতি যশ্ছলকৃদ্ধরায়াং
তান্ সেবতাং জননি! মৃত্যুভয়ং ন কিং স্যাৎ॥ ১৮॥
শম্ভোঃ পপাত ভুবি লিঙ্গমিদং প্রসিদ্ধং
শাপেন তেন চ ভৃগোর্বিপিনে গতস্য।
তং যে নরা ভুবি ভজন্তি কপালিনস্তু
তেষাং সুখং কথমিহাপি পরত্র মাতঃ!॥ ১৯॥
যোঽভূদ্গজাননগণাধিপতির্মহেশাৎ
তং যে ভজন্তি মনুজা বিতথপ্রপন্নাঃ।
জানন্তি তে ন সকলার্থফলপ্রদাত্রীং
ত্বাং দেবি! বিশ্বজননীং সুখসেবনীয়াম্॥ ২০॥

অধুনা দেবতাসু প্রত্যেকং দোষং দর্শয়ংস্তদ্ভক্তানুপহসতি শপ্তো হরিরিতি। হে জননি! কুপিতেন ভৃগুণা হরিঃ শপ্তস্তু শপ্ত এব কামং যথেচ্ছং মীনো বভূব। তথা কমঠঃ কূর্ম্মঃ। তথা শূকরস্তু বরাহোঽপি। পশ্চাদনন্তরং নৃসিংহ ইতি এবং প্রকারেণ যশ্ছলকৃদ্বামনোঽপি বভূবেতি পরাধীনা যেঽবতারাস্তান্ সেবতাং পুরুষাণাং মৃতিভয়ং কিং ন স্যাদপি তু স্যাদেব। যে শাপদগ্ধাঃ স্বস্য কল্যাণং কর্ত্তুং ন শক্নুবন্তি তৈঃ পরস্য কল্যাণং কথং ক্রিয়তে ইতি ভাবঃ॥ ১৮॥

শম্ভোঃ পপাতেতি। যস্য শম্ভোঃ সতীবিয়োগাদরণ্যগতস্য ভৃগোঃ শাপাল্লিঙ্গং পতিতমিদং পুরাণাদিষু প্রসিদ্ধম্। স্বলিঙ্গপালনেঽপি যো ন সমর্থস্তং শিবং যে ভজন্তি তেষামিহ পরত্র বা কথং সুখং ভূয়ান্ন কথমপীত্যর্থঃ॥ ১৯॥

যোঽভূদ্গজাননেতি। হে মাতঃ! মহেশাচ্ছিবাদভূৎ কোঽসৌ গজাননশ্চাসৌ গণাধিপশ্চ তং শিবপুত্রং যে ভজন্তি তে নরা বিতথপ্রপন্না অকল্যাণকরে দেবে কল্যাণকরত্ব-

---

তাঁহাদের মুখমণ্ডলে বিরাজ না করিতেন তাহা হইলে তাঁহারা কোন প্রকারে কিছুই উচ্চারণ করিতে সমর্থ হইত না; অতএব, দেবি! মনুষ্যেরা বুদ্ধিহীন হইয়াও কিরূপে কথা কহিতে সমর্থ হইবে?॥ ১৭॥ জননি! প্রকুপিত ভৃগুমুনির অভিশাপ বশতই হরি ধরাতলে মীন, কূর্ম্ম, শূকর, নৃসিংহ ও বঞ্চনাতৎপর বামন প্রভৃতির রূপ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার পরাধীনত্ব স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে; যাহারা সেই পরাধীন অবতারগণের সেবা করে, তাহাদের কি জন্য মৃত্যুভয় না হইবে?॥ ১৮॥ মাতঃ! সতীর বিয়োগবশত মহাদেব অরণ্যমধ্যস্থ ঋষিগণের আশ্রমে গমন করিলে ভৃগুমুনির শাপে তাঁহার লিঙ্গ ভূতলে পতিত হয়, ইহা ত সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ আছে; অতএব যিনি স্বীয় লিঙ্গ রক্ষা করিতেও সমর্থ নন, বিশেষত যিনি অস্পৃশ্য নরকপাল প্রভৃতি ধারণ করেন, সেই শম্ভুকে যে মানবেরা ভজনা করে তাহাদের ইহকালে ও পরকালে কিরূপে

চিত্রং ত্বয়ারিজনতাপি দয়ার্দ্রভাবা-
দ্ধত্বা রণে শিতশরৈর্গমিতা দ্যুলোকম্।
নোচেৎ স্বকর্ম্মনিচিতে নিরয়ে নিতান্তং
দুঃখাতিদুঃখগতিমাপদমাপতেৎ সা ॥ ২১ ॥
ব্রহ্মা হরশ্চ হরিরপ্যুত গর্ব্বভাবাৎ
জানন্তি তেঽপি বিবুধা ন তব প্রভাবম্।
কেঽন্যে ভবন্তি মনুজা বিদিতুং সমর্থাঃ
সম্মোহিতাস্তব গুণৈরমিতপ্রভাবৈঃ ॥ ২২ ॥

দেববুদ্ধিমাপন্না ভ্রান্তা এব। শিবারাধনে ন তু কল্যাণং নৈব জায়তে। কুতঃ পুনস্তৎ-পুরুষারাধনেনেতি ভাবঃ। কিমর্থমেতাদৃশং ভবতীতি চেত্তত্রাহ জানন্তি তেনেতি। সুখ-সেবনীয়াং স্মরণমাত্রেণাপি চতুর্ব্বিধপুরুষার্থদাং বিশ্বমাতরং ন জানন্তীতি হেতোঃ ন হি তাদৃশজ্ঞানে সতি উৎকৃষ্টপক্ষপাতং বিহায় নিকৃষ্টপক্ষপাতং কশ্চিৎ করোতি। তস্মাত্তে মূঢ়-ত্বাত্তথা কুর্ব্বন্তীতি ভাবঃ। তদুক্তং শিবপুরাণে উমাসংহিতায়াম্। গঙ্গাং বিহায় তৃপ্ত্যর্থং মরুবারি যথা ব্রজেৎ। বিহায় দেবীং তদ্ভিন্নং তথা দেবান্তরং ব্রজেদিতি। যস্যাঃ স্মরণ-মাত্রেণ পুরুষার্থচতুষ্টয়ম্। অনায়াসেন লভতে কস্ত্যজেত্তাং নরোত্তম ইতি সূতসংহিতায়া-মপি। করুণাসাগরামেতাং যঃ পূজয়তি শাঙ্করীম্। কিং ন সিদ্ধ্যতি তস্যেষ্টং তস্যা এব প্রসাদত ইতি ॥ ২০ ॥

শ্রীদেবীং সন্তোষয়িতুং কাঞ্চিচ্চমৎকারবার্ত্তাং কুর্ব্বন্তি চিত্রমিতি। হে দেবি! চিত্রময়-মেকো বিলক্ষণশ্চমৎকার ইত্যর্থঃ। কোঽসাবিতি চেচ্ছৃণু ত্বয়ারিজনতাপি শত্রুসমূহোঽপি দয়ার্দ্রভাবান্নিশিতশরৈ রণে হত্বা দ্যুলোকং স্বর্গলোকং গমিতা প্রাপিতেতি। ন হি দয়ায়াং সত্যাং দয়াবিষয়স্য বধঃ সম্ভবতি। ন চ শত্রুবিষয়ে কস্যাপি দয়োদ্ভবো ভবতি। তস্মাদিদ-মুভয়মপি বিদ্যমানমাশ্চর্য্যমেব। ননু কিমর্থং ময়া তেষাং দৈত্যানামুপরি আশ্চর্য্যকারণ-ভূতা দয়া সম্পাদিতেতি চেত্তত্রাহ নোচেৎ স্বকর্ম্মেতি। স্বস্যাসুরসমূহস্য যত্তামসং কর্ম্ম তেন নিচিতে সম্পাদিতে নিরয়ে নরকে নিতান্তমত্যন্তং যথা স্যাত্তথা দুঃখাপেক্ষয়াপ্যতিদুঃখস্য গতিপ্রাপ্তিস্তদ্রূপামাপদং নোচেৎ যদি দয়া ন ক্রিয়তে চেত্তদাপতেৎ প্রাপ্নুয়াৎ সারিজনতেতি হেতোরিত্যর্থঃ। অসুরযোনিষ্বপি যদৈতাদৃশী দয়া তদা ভক্তেষু কিয়তী স্যাদিতি ন বিদ্ম ইতি গূঢ়োঽভিসন্ধিঃ। নিরতিশয়দয়াবত্ত্বমনেন বর্ণিতম্ ॥ ২১ ॥

ননু বীরাণাং পরাক্রমবর্ণন এব সন্তোষো ভবতি ততো ভবদ্ভির্মম পরাক্রমঃ কুতো ন বর্ণ্যতে তত্রাহ ব্রহ্মা হরশ্চেতি। গর্ব্বভাবাদহঙ্কারাবৃতত্বাত্তাদৃশাঃ পরিচ্ছিন্না ব্রহ্মাদয়োঽপি

সুখ লাভ হইবে? ॥ ১৯ ॥ দেবি! যে গণাধিপতি গজানন পূর্ব্বোক্ত মহেশ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যে মানবেরা সেই গণপতিকে অর্চ্চনা করে তাহারা নিতান্ত ভ্রান্ত; বিশেষত তাহারা নিশ্চয়ই চতুর্ব্বর্গ প্রদানে সমর্থা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জননীস্বরূপ সুখারাধ্যা আপনাকে অবগত নহে ॥ ২০ ॥ দেবি! আপনি দয়ার্দ্রতাবশতই অরিসমূহকে শিত শর-নিকর দ্বারা সমরে নিহত করিয়া স্বর্গলোকে প্রেরণ করিয়াছেন, যদি তাহা না করিতেন তবে তাহারা নিশ্চয়ই স্বীয় কর্ম্মফলে নরকে অধিকতর আপদে পতিত হইত সন্দেহ

ক্লিশ্যন্তি তেঽপি মুনয়স্তব দুর্ব্বিভাব্যং
পাদাম্বুজং ন হি ভজন্তি বিমূঢ়চিত্তাঃ।
সূর্য্যাগ্নিসেবনপরাঃ পরমার্থতত্ত্বং
জ্ঞাতং ন তৈঃ শ্রুতিশতৈরপি বেদসারম্‌ ॥ ২৩ ॥
মন্যে গুণাস্তব ভুবি প্রথিতপ্রভাবাঃ
কুর্ব্বন্তি যে হি বিমুখাম্মনু ভক্তিভাবাৎ।
লোকান্‌ স্ববুদ্ধিরচিতৈর্বিবিধাগমৈশ্চ
বিষ্ণ্বীশভাস্করগণেশপরান্‌ বিধায় ॥ ২৪ ॥

তব প্রভাবং ন জানন্তি যদা তদা তবামিতপ্রভাবৈরতুলপ্রভাবৈর্গুণৈঃ সত্ত্বাদিভিঃ সম্মোহিতাঃ কেঽন্যে অস্মদাদয়ঃ। প্রভাবং বিদিতুং সমর্থা ভবন্তি ন কেঽপীত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। যস্যাঃ স্বরূপং ব্রহ্মাদয়ো ন বিজানন্তি তস্মাদুচ্যতেঽজ্ঞেয়েতি ॥ ২২ ॥

নমু যথা মৎপ্রভাবস্তথা মৎস্বরূপমপি কেনাপি ন জ্ঞায়তে চেৎ কথমুচ্যতে ভগবত্যারাধনাৎ মুক্তো ভবতীতি। ন হি প্রভাবস্বরূপজ্ঞানং বিনারাধনং সম্ভবতীতি চেত্তত্রাহ ক্লিশ্যন্তি তেঽপীতি। হে মাতঃ! যে মুনয়স্তব রূপং দুর্ব্বিভাব্যমিতি মত্বা তব পাদাম্বুজং ন হি ভজন্তি। অথ চ দৃশ্যমানসূর্য্যাগ্নিসেবনপরা অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মনিষ্ণাতা ভবন্তি তে বিমূঢ়চিত্তাঃ। ক্লিশ্যন্ত্যেব ক্লেশং প্রাপ্নুবন্ত্যেব। যতঃ শ্রুতিশতৈঃ সর্ব্ববেদৈরপি প্রতিপাদিতমত এব বেদসারং পরমার্থতত্ত্বং তৈর্ন জ্ঞাতং তত ইত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ। নহি ব্রহ্মরূপিণ্যা ভগবত্যা রূপং কেনচিদুপলভ্যতে স্পষ্টতয়া। কিন্ত্বস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ। অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতীতি শ্রুত্যুক্তরীত্যা তথা নেতি নেতীতি প্রতিপাদিতরীত্যা চ নিষেধাবধিভূতা কাচিদস্তি ভগবতীতি সত্তামাত্রোপলব্ধ্যৈব তদারাধনস্য সম্ভবাৎ। তত্র ক্লেশং মত্বা যে তাং সচ্চিদানন্দরূপিণীং ন ভজন্তি তে ক্লিশ্যন্তীতি যুক্তমেবেতি। তথা শ্রুতিঃ। যো বা এতদক্ষরমবিদিত্বা গার্গি অস্মিল্লোঁকে জুহোতি দদাতি তপস্তপ্যতি বহূনি বর্ষসহস্রাণ্যন্তবানেবাস্য লোকো ভবতীতি ॥ ২৩ ॥

নমু তর্হি সর্ব্বোৎকৃষ্টাং সুলভাং সর্ব্বফলদাং মমোপাসনাং কিমিতি মূঢ়াঃ পরিত্যজন্তি ব্যর্থমিতি চেত্তত্রাহ মন্যে ইতি। হে মাতস্তব গুণাঃ সত্ত্বাদয়ো হি স্ববুদ্ধিরচিতৈঃ পুরুষবুদ্ধিরচিতৈর্ব্বিবিধাগমৈর্নানাতন্ত্রৈর্ম্মোহকৈর্হেতুভির্লোকান্‌ বিষ্ণ্বীশভাস্করগণেশদেবতাপরান্‌ তত্তৎ প্রাণিপ্রারব্ধবশেন তত্তদ্দেবতোপাসকান্‌ বিধায় তব ভক্তিভাবাৎ বিমুখান্‌ কুর্ব্বন্তীতি মন্যেঽহং তত্তস্মাদ্ধেতোস্তবোপাসনাং পরিত্যজন্তি স্বভাব ইত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

নাই ॥ ২১ ॥ ব্রহ্মা হরি ও হর এবং অন্যান্য দেবগণও আপনার প্রভাব জানিতে সমর্থ নহেন, তখন আপনার অমিতপ্রভাব-সত্ত্বাদিগুণে মোহিত সামান্য মনুষ্যগণ কিরূপে ত্বদীয় প্রভাব বিদিত হইতে সমর্থ হইবে? ॥ ২২ ॥ মাতঃ! যাঁহারা চিন্তার অগোচর আপনার পদাম্বুজ অর্চ্চনা করে না অথচ দৃশ্যমান সূর্য্য ও অনলের সেবায় নিরত হয়, তাহারা শত শত শ্রুতি দ্বারা প্রতিপাদিত বেদের সার পরমতত্ত্ব অবগত না হইয়াই বিমোহিত চিত্তে কেবল ক্লেশ ভোগ করিতে থাকে ॥ ২৩ ॥ জননি! আমি বিবেচনা করি যে, আপনার সত্ত্ব রজ ও তমোগুণের প্রভাব ভূমণ্ডলে প্রথিত রহিয়াছে সেই গুণসকল পুরুষবুদ্ধি

কুর্ব্বন্তি যে তব পদাদ্বিমুখান্নরাগ্র্যান্
স্বোক্তাগমৈর্হরিহরার্চ্চনভক্তিযোগৈঃ।
তেষাং ন কুপ্যসি দয়াং কুরুষেঽম্বিকে ! ত্বং
তান্মোহমন্ত্রনিপুণান্ প্রথয়স্যলঞ্চ ॥ ২৫ ॥
তুর্য্যে যুগে ভবতি চাতি বলং গুণস্য
তুর্য্যস্য তেন মথিতান্যসদাগমানি।
ত্বাং গোপয়ন্তি নিপুণাঃ কবয়ঃ কলৌ বৈ
তৎকল্পিতান্ সুরগণানপি সংস্তুবন্তি ॥ ২৬ ॥

নন্থ মদ্গুণৈরেব তেষাং বুদ্ধির্ব্বিপরীতা ময়ৈবং কৃতেতি ভবতা কথং জ্ঞায়ত ইতি তত্রোচ্যতে কুর্ব্বন্তি যে তবেতি। হেঽম্বিকে মাতর্যে পুরুষাঃ স্বোক্তাগমৈঃ পুরুষপ্রণীতা-গমৈঃ কথম্ভূতৈর্হরিহরার্চ্চনভক্তিযোগৈর্হরিহরার্চ্চনভক্তিপ্রতিপাদকৈস্তাদৃশাগমৈস্তদুপদে-শৈরিত্যর্থঃ। নরাগ্র্যান্ ব্রাহ্মণান্ তব পদাদ্বিমুখান্ কুর্ব্বন্তি তেষাং সম্বন্ধসামান্যে ষষ্ঠী তান্ন কুপ্যসীত্যর্থঃ। কিঞ্চ। তেষু দয়াঞ্চ কুরুষে। কিঞ্চ। তান্মোহমন্ত্রনিপুণান্ বশ্যাকর্ষণাদি-মন্ত্রনিষ্ণাতানলং পূর্ণং প্রথয়সি বিস্তারয়সি। ধনাদিনা বংশবৃদ্ধ্যাদিনা চেত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ যদি ত্বদন্যদেবতোপাসনা তবেষ্টা নাস্তি তর্হি তদ্দেবোপাসকানাং তদ্দেবতামন্ত্রাগমো-পদেষ্টৄণাঞ্চ কল্যাণং কথং করোষি নাশযোগ্যা হি তে। করোষি চ কল্যাণং যৎকিঞ্চিৎ ক্ষুল্লকফলপ্রদানেন। তস্মাদপি তবাভিমতমেবেতি জ্ঞায়তে। তস্মাত্ত্বয়ৈব স্বগুণৈঃ প্রারব্ধ-বশাত্তেষাং বিপরীতা বুদ্ধিঃ কৃতেতি নিশ্চীয়ত ইতি ॥ ২৫ ॥

নন্থ যদ্যহমেব স্বগুণৈস্তেষাং বিপরীতবুদ্ধিং করোমি তর্হি সত্যযুগেঽপি তথাবিধাঃ কুতো ন সন্তি সর্ব্বে মদারাধকা এব কুতঃ সন্তীতি চেত্তত্রাহ তুর্য্যে যুগে ইতি। তুর্য্যে সত্য-যুগে তুর্য্যগুণস্যাতিশুদ্ধসত্ত্বগুণস্য মিশ্রিতস্য গুণত্রয়াপেক্ষয়া তুর্য্যত্বাৎ। তস্য তুর্য্যগুণস্যাতিবলং প্রাবল্যং ভবতি। তেন হেতুনা সত্যযুগেঽসদাগমান্যসচ্ছাস্ত্রাণি মথিতান্যুন্মথিতানি ভবন্তি। কলৌ তু তুর্য্যগুণস্যাভাবাদ্গুণত্রয়স্যাতিপ্রবলত্বাৎ কবয়ো নিপুণা কবিত্বাভিমানিনস্ত্বাং গোপয়ন্তি নোপাসতে মন্দভাগ্যত্বাদথ চ ত্বৎকল্পিতান্ হরিব্রহ্মাদীন্ সুরান্ সংস্তুবন্তি ভজন্তে ইত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ সত্যযুগে সর্ব্বে উত্তমপ্রারব্ধবন্তঃ পুণ্যজনাঃ সন্তি ততস্ত্বয়া তস্মিন্

বিরচিত নানাবিধ মোহকর তন্ত্রাদি শাস্ত্র দ্বারা লোক সকলকে বিষ্ণু মহেশ্বর সূর্য্য ও গণেশ প্রভৃতি দেবতার উপাসনায় প্রবৃত্ত করিয়া আপনার ভক্তিভাব হইতে বিমুখ করিয়া দেয় ॥ ২৪ ॥ অম্বিকে! যাঁহারা হরি-হরাদির অর্চ্চনাবিষয়ক ভক্তিযোগ প্রতিপাদিত আগম শাস্ত্র দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে আপনার চরণকমল হইতে বিমুখ করে, আপনি তাহাদের প্রতি কুপিত হন না, প্রত্যুত বশ্যাকর্ষণাদি মোহমন্ত্রনিপুণ সেই মানবদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিখ্যাত করিয়া তাহাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥ সত্যযুগে বিশুদ্ধ সত্ত্ব-গুণই অধিকতর বলবান্ ছিল, তাহাতেই অসৎ শাস্ত্র সকলের প্রভাব সঙ্কুচিত ছিল ; কিন্তু, কলিকালে তাহার অভাব বশত অবিশুদ্ধ গুণের প্রাধান্য হইয়াছে সুতরাং পণ্ডিতাভিমানী

ধ্যায়ন্তি মুক্তিফলদাং ভুবি যোগসিদ্ধাং
বিদ্যাং পরাঞ্চ মুনয়োঽতিবিশুদ্ধসত্ত্বাঃ।
তে নাপ্নুবন্তি জননীজঠরে তু দুঃখং
ধন্যাস্ত এব মনুজাস্ত্বয়ি যে বিলীনাঃ ॥ ২৭ ॥
চিচ্ছক্তিরস্তি পরমাত্মনি তেন সোঽপি
ব্যক্তো জগৎসু বিদিতো ভবকৃত্যকর্ত্তা।
কোঽন্যস্ত্বয়া বিরহিতঃ প্রভবত্যমুষ্মিন্
কর্ত্তুং বিহর্ত্তুমপি সঞ্চলিতুং স্বশক্ত্যা ॥ ২৮ ॥

যুগে সুখদায়কঃ সত্ত্বগুণ এব স্থাপিতস্তদনুগুণা স্বোপাসনা স্থাপিতা। কলিযুগে তু দুষ্টপ্রারব্ধত্বাত্তে দুঃখদায়কা গুণাস্ত্বয়া স্থাপিতাস্তদ্গুণানুরোধেন চ স্বাতিরিক্তদেবানামল্পফলদানাঞ্চোপাসনা স্থাপিতেতি তস্মিন্ যুগে সর্ব্বে ত্বদারাধকাঃ সন্তি নান্যদেবতারাধকা ইতি ॥২৬॥

অস্ত্বিয়ং পামরাণাং কথা ত্বদুপাসকাস্তু ধন্যা এবেত্যাহ ধ্যায়ন্তীতি। তদুক্তমুমাসংহিতায়াম্। তে ধন্যাঃ কৃতকৃত্যাঃ স্যুর্ধন্যা তেষাং প্রসূঃ কুলম্। যেষাং চিত্তং ভবেল্লীনং শ্রীদেব্যাং পরসংবিদীতি ॥ ২৭ ॥

অধুনা মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপিণ্যা ভগবত্যাঃ পুংপ্রকৃত্যাত্মকত্বাৎ কেবলপ্রকৃতিরূপত্বেনাপি তাং বর্ণয়তি চিচ্ছক্তিরিতি। চিচ্ছক্তিশব্দেন চৈতন্যমুচ্যতে। তদুক্তং সংক্ষেপশারীরকে। চিচ্ছক্তিঃ পরমেশ্বরস্য বিমলা চৈতন্যমেবোচ্যত ইতি। হে মাতঃ! সা চিচ্ছক্তিঃ পরমাত্মন্যস্তি তেন কারণেন সোঽপি পরমাত্মা ব্যক্তো নামরূপাত্মকো ভবতি তথা জগৎসু বিদিতঃ প্রসিদ্ধস্তথা ভবকৃত্যকর্ত্তা প্রপঞ্চসৃষ্টিস্থিতিসংহৃতিকর্ত্তা ভবতি। কঃ পুরুষোঽস্মাৎ পরমাত্মনোঽন্যস্ত্বদ্বিরহিতঃ স্বশক্ত্যৈবামুষ্মিন্ প্রপঞ্চে কর্ত্তুং বিহর্ত্তুং তথা সঞ্চলিতুং প্রভবতি ন কোঽপীত্যর্থঃ। যদ্যস্তি তর্হি তত্রাপি ত্বং শক্তিরূপা ভবস্যেব। এতাদৃশী ত্বং সকলকারণা মহনীয়েতি ভাবঃ। তদুক্তং দক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতায়াম্। শক্ত্যা বিনা শিবে সূক্ষ্মে নাম ধাম ন বিদ্যত ইতি ॥ ২৮ ॥

নিপুণ মানবেরা আপনার উপাসনা না করিয়া আপনারই কল্পিত হরি হরাদি দেবতাগণের অর্চ্চনা করিয়া থাকে ॥ ২৬ ॥ হে মাতঃ! আপনি চিৎস্বরূপিণী ব্রহ্মবিদ্যা; আপনিই যোগসিদ্ধ হইলে ভক্তলোকদিগকে মুক্তিফল প্রদান করেন, এজন্য বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণপ্রধান মুনিগণ আপনারই ধ্যান করিয়া থাকেন, পরন্তু যে সকল মানব আপনাতে বিলীন হইয়াছে তাহারাই ধন্য, অধিক কি তাহাদিগের আর জননী-জঠরে দুঃখ ভোগ করিতে হয় না ॥২৭॥ জননি! আপনি চিৎশক্তি রূপে পরমাত্মায় বিরাজ করেন, এজন্য পরমাত্মাও এই জগন্মণ্ডলে বিশেষরূপে ব্যক্ত হইয়া জগৎপ্রপঞ্চের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারকর্ত্তা বলিয়া বিদিত হন। দেবি! আপনার শক্তিবিহীন হইয়া কোন্ পুরুষ স্বশক্তি অনুসারে এই জগৎপ্রপঞ্চে কর্ম্ম করিতে বিহার করিতে অথবা বিচরণ করিতে সমর্থ হয়? ॥ ২৮ ॥ ভগবতি! আপনা হইতেই

তত্ত্বানি চিদ্বিরহিতানি জগদ্বিধাতুং
কিং বা ক্ষমাণি জগদম্ব ! যতো জড়ানি।
কিং চেন্দ্রিয়াণি গুণকর্ম্মযুতানি সন্তি
দেবি ! ত্বয়া বিরহিতানি ফলং প্রদাতুম্ ॥ ২৯ ॥
দেবা মখেম্বপি হুতং মুনিভিঃ স্বভাগং
গৃহ্লীয়ুরম্ব ! বিধিবৎ প্রতিপাদিতং কিম্।
স্বাহা ন চেত্ত্বমসি তত্র নিমিত্তভূতা
তস্মাত্ত্বমেব ননু পালয়সীব বিশ্বম্ ॥ ৩০ ॥
সর্ব্বং ত্বয়েদমখিলং বিহিতং ভবাদৌ
ত্বং পাসি বৈ হরিহরপ্রমুখান্ দিগীশান্।
কালেঽৎসি বিশ্বমপি তে চরিতং ভবাদ্যং
জানন্তি নৈব মনুজাঃ ক নু মন্দভাগ্যাঃ ॥ ৩১ ॥

ননু মা ভূচ্চিচ্ছক্তিস্তত্ত্বান্যেব চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যানি মহদাদীনি জগৎ করিষ্যন্তীতি চেত্তত্রাহ তত্ত্বানীতি। চিদ্বিরহিতানি চিচ্ছক্তিবিরহিতানীত্যর্থঃ। তান্যপি জড়ত্বান্ন জগৎ কর্ত্তুং প্রদাতুং বা সমর্থানীত্যর্থস্তথৈবেন্দ্রিয়াণ্যপীতি সম্পিণ্ডিতোঽর্থঃ ॥ ২৯ ॥
অস্মাকং দেবানান্ত সর্ব্বভাবেন ত্বমেব পালয়িত্র্যসীত্যাহ দেবা মখেম্বপীতি। হেঽম্ব ! ত্বং চেৎ স্বাহারূপা তত্র যজ্ঞেষু নিমিত্তভূতা সাধনভূতা নাসি তর্হি মুনিভির্ব্বিধিবৎ প্রতিপাদিতং মখেষু হুতং স্বভাগং কিং দেবা গৃহ্লীয়ুর্ন গৃহ্লীয়ুরিত্যর্থঃ। যস্মাদেবং তস্মাত্ত্বমেব দেবান্ পালয়সি দেবেষু পালিতেষু দেবপালিতং বিশ্বং ত্বয়ৈব পালিতং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥
হে ভগবতি ! বয়ং স্তুতিং কর্ত্তুং প্রবৃত্তা এব কেবলং ন স্তুতিং কর্ত্তুং যোগ্যাস্তব সকলকারণায়া মনোবাচামগোচরত্বাত্তব চরিতস্য ব্রহ্মাদিবুদ্ধীনামপ্যবিষয়ত্বাদিত্যাহ সর্ব্বং ত্বয়েদমিতি। মনুজা ইত্যুপলক্ষণং দেবানাম্ ॥ ৩১ ॥

এই বিশ্ব সংসার বিরচিত হইয়াছে, সুতরাং আপনিই বিশ্বজননী। মহাদাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্ব জড় সুতরাং ত্বদীয় চিৎশক্তিবিরহিত হইয়া তাহারা জগৎ নির্ম্মাণে কিরূপে সমর্থ হইতে পারে ? দেবি ! গুণকর্ম্মবিশিষ্ট যে সকল ইন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে তাহারাও ত্বদীয় শক্তিবিহীন হইয়া সংসারের কার্য্যবিধান বা ফল দান করিতে কদাচই সমর্থ হয় না ॥ ২৯ ॥ মাতঃ ! আপনি যদি স্বাহারূপ হইয়া যজ্ঞের নিমিত্তভূতা না হইতেন তাহা হইলে দেবগণ কি মুনিগণ কর্ত্তৃক যথাবিধি প্রতিপাদিত যজ্ঞে আহুত হবির স্ব স্ব ভাগ গ্রহণ করিতে পারিতেন ? অতএব, দেবি ! আপনিই এই বিশ্ব সংসারের পালন করিতেছেন সন্দেহ নাই ॥৩০॥ ভগবতি ! ভবসংসারের প্রথমে আপনিই এই অখিল জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন ; হরিহর প্রভৃতি দেবতা ও দিক্‌পতিদিগকে আপনিই রক্ষা করিতেছেন ; আপনিই অন্তকালে এই বিশ্ব সংসারের সংহার করিয়া থাকেন ; অতএব, ভবানি ! আপনার চরিত্র

হত্বাসুরং মহিষরূপধরং মহোগ্রং
মাতস্ত্বয়া সুরগণঃ কিল রক্ষিতোঽয়ম্।
কাং তে স্তুতিং জননি! মন্দধিয়ো বিদামো
বেদা গতিং তব যথার্থতয়া ন জগ্মুঃ॥ ৩২॥
কার্য্যং কৃতং জগতি নো যদসৌ দুরাত্মা
বৈরী হতো ভুবনকণ্টকদুর্ব্বিভাব্যঃ।
কীর্ত্তিঃ কৃতা ননু জগৎসু কৃপা বিধেয়া-
প্যস্মাংশ্চ পাহি জননি! প্রথিতপ্রভাবে!॥ ৩৩॥

ব্যাস উবাচ।

এবং স্তুতা সুরৈর্দ্দেবী তানুবাচ মৃদুস্বরা।
অন্যৎ কার্য্যঞ্চ দুঃসাধ্যং ব্রবন্তু সুরসত্তমাঃ॥ ৩৪॥
যদা যদা হি দেবানাং কার্য্যং স্যাদতিদুর্ঘটম্।
স্মর্ত্তব্যাহং তদা শীঘ্রং নাশয়িষ্যামি চাপদম্॥ ৩৫॥

ন কেবলং ব্রহ্মাদয় এব ত্বাং জানন্তীতি কিন্তু বেদা অপি তব গতিং যথার্থতয়া ন জানন্তি। তদা কাং তে স্তুতিং কর্ত্তুং বয়ং জানীম ইত্যাহ হত্বাসুরমিতি। যথার্থতয়া যাথাতথ্যেন ন জগ্মুঃ ন প্রাপুঃ। তথাচ শ্রুতিঃ যতো বাচো নিবর্ত্তন্ত ইতি॥ ৩২॥

অধুনাবতারং গৃহীত্বা দেব্যা কৃতমুপকারং বর্ণয়ন্তি কার্য্যং কৃতমিতি। ভুবনকণ্টকশ্চাসৌ দুর্ব্বিভাব্যশ্চেতি কর্ম্মধারয়ঃ। কৃপা বিধেয়া জগৎসু হে জননি! প্রথিতপ্রভাবা ত্বমস্মাংশ্চ পাহীত্যন্বয়ঃ॥ ৩৩—৩৭॥

দেবতারাও বিদিত নহেন, মন্দভাগ্য মানবগণ কিরূপে তাহা অবগত হইবে॥ ৩১॥ মাতঃ! মহিষরূপধারী ভয়ঙ্কর অসুরকে বিনষ্ট করিয়া আপনি এই সুরগণকে রক্ষা করিয়াছেন; জননি! বেদ সকলও আপনার গতি যথার্থরূপে অবগত হইতে পারেন নাই, আমরা মন্দবুদ্ধি হইয়া আপনার কি স্তুতি করিব॥ ৩২॥ জননি! আপনি আমাদিগের বৈরী অভাবনীয় ভুবনকণ্টক দুষ্ট দানবকে দলন করিয়া আমাদের কার্য্যসাধন করিয়াছেন, তাহাতেই আপনার কীর্ত্তি জগতে বিস্তীর্ণ হইয়াছে; অতএব, হে বিদিতপ্রভাবে! আপনিই জগন্মাতা, কৃপা বিতরণ করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন॥ ৩৩॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! দেবতারা এইরূপ স্তব করিলে পর, দেবী তাঁহাদিগকে মৃদুস্বরে বলিলেন, সুরসত্তমগণ! তোমাদের অপর দুঃসাধ্য কার্য্য কি আছে তাহা বল?॥ ৩৪॥ যখন তোমাদিগের অতি দুর্ঘট কোনও কার্য্য উপস্থিত হইবে তখনই আমাকে স্মরণ করিবে আমি অবিলম্বে সেই আপদ বিনাশ করিব॥ ৩৫॥

দেবা ঊচুঃ ।

সর্ব্বং কৃতং ত্বয়া দেবি ! কার্য্যং নঃ খলু সাম্প্রতম্ ।
যদয়ং নিহতঃ শত্রুরস্মাকং মহিষাসুরঃ ॥ ৩৬ ॥
স্মরিষ্যামো যথা তেঽম্ব ! সদৈব পদপঙ্কজম্ ।
তথা কুরু জগন্মাতর্ভক্তিং ত্বয্যপ্যচঞ্চলাম্ ॥ ৩৭ ॥
অপরাধসহস্রাণি মাতৈব সহতে সদা ।
ইতি জ্ঞাত্বা জগদ্‌যোনিং ন ভজন্তে কুতো জনাঃ ॥ ৩৮ ॥
দ্বৌ সুপর্ণৌ তু দেহেঽস্মিংস্তয়োঃ সখ্যং নিরন্তরম্ ।
নান্যঃ সখা তৃতীয়োঽস্তি যোঽপরাধং সহেত হি ॥ ৩৯ ॥
তস্মাজ্জীবঃ সখায়ং ত্বাং হিত্বা কিং নু করিষ্যতি ।
পাপাত্মা মন্দভাগ্যোঽসৌ সুরমানুষযোনিষু ॥ ৪০ ॥

অপরাধসহস্রেতি । সর্ব্বনিজজনেষু সৎস্বপি পুত্রাপরাধং নির্ব্ব্যাজবৃত্ত্যা মাতৈব সহতে নান্য ইতি জ্ঞাত্বা সর্ব্বজগদ্‌যোনিং মাতরং সর্ব্বজগতো দেবীং কুতো জনা ন ভজন্তে কুতঃ স্বকল্যাণাৎ প্রচ্যবন্তে ইতি জনানাক্রোশতি । তথা চ ব্যাসসূত্রম্ । যোনিশ্চ গীয়ত ইতি ॥ ৩৮ ॥

ন কেবলং ভগবত্যা জগদ্‌যোনিত্বং কিন্তু সর্ব্বজীবসখিত্বমপ্যস্তীতি কস্তুং দ্বাসুপর্ণেতি শ্রুতিমর্থতঃ পঠতি । দ্বৌ সুপর্ণাবিতি । অস্মিন্ দেহরূপে বৃক্ষে দ্বৌ সুপর্ণৌ পক্ষিসদৃশৌ দ্বৌ জীবপরমাত্মানৌ স্তঃ । তয়োর্নিরন্তরং সখ্যমস্তি কদাপ্যুভয়োর্বিয়োগাভাবাৎ এবং রীত্যানয়োস্তৃতীয়ঃ সখা নৈবাস্তি । য এতস্য জীবস্যাপরাধং সহেত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

যস্মাদেবং তস্মাজ্জীবঃ স্বসখায়ং পরমেশ্বরীং ভগবতীং পরসখিত্বং হিত্বা কিং নু করিষ্যতি স্বকল্যাণং নহি শত্রুতঃ কল্যাণং সম্ভবতি । ন বা গত্যন্তরমস্তীত্যর্থঃ । তস্মাদিয়মেব ভগবতী পিতৃমাতৃসখিস্থানা সর্ব্বৈর্জীবৈরারাধ্যেতি ভাবঃ । তথা চ শ্রুতিঃ । দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়েতি ॥ ৪০—৪১ ॥

দেবগণ কহিলেন, দেবি ! আপনি সম্প্রতি যে আমাদিগের শত্রু মহিষাসুরকে নিহত করিয়াছেন, ইহাতেই সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করা হইয়াছে ॥ ৩৬ ॥ এক্ষণে যাহাতে আপনার চরণ পঙ্কজ সর্ব্বদা স্মরণ করিতে পারি এবং যাহাতে আপনার প্রতি অচল ভক্তি থাকে আপনি তাহাই করুন্ ॥ ৩৭ ॥ জননীই পুত্রের সহস্র সহস্র অপরাধ সহ্য করেন, মানবেরা ইহা অবগত হইয়াও কি নিমিত্ত জগন্মাতার অর্চ্চনা করে না তাহা বলিতে পারি না ॥ ৩৮ ॥ এই দেহে জীবাত্মা ও পরমাত্মা রূপ দুইটী বিহঙ্গম নিয়তই বাস করিতেছে ; তাহাদের উভয়ের এমনই সখ্যভাব যে কখন তাহার বিচ্ছেদ হয় না ; কিন্তু, উহাদের অপরাধ সহ্য করে এরূপ আর তৃতীয় সখা কেহই নাই ॥ ৩৯ ॥ অতএব, যে জীব সখাস্বরূপ আপনাকে পরিত্যাগ করে সে অপর আর কি করিবে, সে কখনই কল্যাণ লাভ করিতে পারে না ? সেই পাপাত্মা সুর ও মনুষ্যগণের মধ্যে মন্দভাগ্য সন্দেহ নাই ॥ ৪০ ॥

প্রাপ্য দেহং সুদুষ্প্রাপং ন স্মরেত্ত্বাং নরাধমঃ।
মনসা কর্ম্মণা বাচা ব্রূমঃ সত্যং পুনঃ পুনঃ ॥ ৪১ ॥
সুখে বাপ্যথবা দুঃখে ত্বং নঃ শরণমদ্ভুতম্।
পাহি নঃ সততং দেবি! সর্ব্বৈস্তব বরায়ুধৈঃ।
অন্যথা শরণং নাস্তি তৎপদাম্বুজরেণুতঃ ॥ ৪২ ॥

ব্যাস উবাচ।

এবং স্তুতা সুরৈর্দ্দেবী তত্রৈবান্তরধীয়ত।
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুর্দ্দেবাস্তাং বীক্ষ্য নির্গতাম্ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে দেব্যাঃ স্তুতিবর্ণনং নাম একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

(স্বেষাং কার্য্যমাহ পাহীতি। তৎপদাম্বুজরেণুতোঽন্যথেত্যন্বয়ঃ ॥ ৪২—৪৩ ॥)

ইতি শ্রীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

যে ব্যক্তি দুর্লভ দেহ লাভ করিয়া বাক্য মন ও কর্ম্ম দ্বারা আপনাকে বার বার স্মরণ না করে সে নিশ্চয়ই নরাধম, ইহা আমরা পুনঃ পুনঃ সত্যই বলিলাম ॥ ৪১ ॥ দেবি! সুখের সময়েই হউক আর দুঃখের সময়েই হউক আপনিই আমাদিগের রক্ষাকর্ত্রী; অতএব, আপনিই উত্তম উত্তম অস্ত্র দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করুন। দেবি! আপনার চরণ-রেণু ব্যতিরেকে আমাদিগের রক্ষার আর অন্য উপায় নাই ॥ ৪২ ॥

ব্যাস বলিলেন, জনমেজয়! দেবগণ এইরূপে ভগবতীর স্তব করিলে পর দেবী ভগবতী সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন, দেবগণও দেবীর অন্তর্দ্ধান দর্শন করিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন ॥ ৪৩ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ
শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে দেবীর স্তুতিবিষয়ক
একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

জনমেজয় উবাচ।

অথাদ্ভুতং বীক্ষ্য মুনে! প্রভাবং
দেব্যা জগচ্ছান্তিকরং বরঞ্চ।
ন তৃপ্তিরস্তি দ্বিজবর্য্য! শৃণ্বতঃ
কথামৃতং তে মুখপদ্মজাতম্ ॥ ১ ॥
অন্তর্হিতায়াঞ্চ তদা ভবান্যাং
চক্রুশ্চ কিং দেবপুরোগমাস্তে।
দেব্যাশ্চরিত্রং পরমং পবিত্রং
দুরাপমেবাল্পপুণ্যৈর্নরাণাম্* ॥ ২ ॥
কস্তৃপ্তিমাপ্নোতি তথামৃতেন
ভিন্নোঽল্পভাগ্যাৎ পটুকর্ণরন্ধ্রঃ।
পীতেন যেনামরতাং প্রয়াতি
ধিক্ তান্ নরান্ যে ন পিবন্তি সারম্ ॥ ৩ ॥

পঞ্চাশদ্ভিরথ শ্লোকৈরন্তর্দ্ধানোত্তরন্তু যৎ।
অভূদ্বৃত্তং জগৎক্ষেম তদত্রৈবোপবর্ণ্যতে ॥

শ্রীদেব্যা অন্তর্দ্ধানোত্তরং জনমেজয়ঃ পৃচ্ছতি অথেতি। অদ্ভুতপ্রভাবং বীক্ষ্য তৎকথামৃতং শৃণ্বতো মে তৃপ্তির্নাস্তীত্যন্বয়ঃ ॥ ১ ॥
নরাণাং মধ্যেঽল্পপুণ্যৈরিত্যন্বয়ঃ ॥ ২ ॥

জনমেজয় বলিলেন, ঋষিবর! ভগবতীর এই পরম পবিত্র জগতের হিতকর অদ্ভুত চরিত্রের বিষয় অবগত হইলাম; কিন্তু, আপনার মুখকমল-বিনির্গত কথামৃত শ্রবণ করিয়া এক্ষণেও আমার তৃপ্তি লাভ হইতেছে না ॥ ১ ॥ মুনিবর! ভবানী অন্তর্হিতা হইলে সেই প্রধান প্রধান দেবগণ তৎকালে কি করিলেন তাহা আপনি বলুন। ভগবন্! যে সকল জীবের পুণ্যবল অল্প, তাহারা কখনই দেবীর এই পরম পবিত্র চরিত্র অবগত হইতে সমর্থ হয় না ॥ ২ ॥ মুনে! অল্পভাগ্য মানবের কথা দূরে থাকুক্ যাঁহার কর্ণকুহর কথামৃত শ্রবণে নিপুণ, সেই মহাত্মাও কি দেবীর চরিতামৃত পানে পরিতৃপ্ত হইতে পারেন? যে বাক্যামৃত

* অল্পগুণৈর্নরাণাম্। ইতি বা পাঠঃ ॥

লীলাচরিত্রং জগদম্বিকায়া
রক্ষান্বিতং দেবমহামুনীনাম্।
সংসারবার্দ্ধেস্তরণং নরাণাং
কথং কৃতজ্ঞা হি পরিত্যজেয়ুঃ ॥ ৪ ॥
মুক্তাশ্চ যে চৈব মুমুক্ষবশ্চ
সংসারিণো রোগযুতাশ্চ কেচিৎ।
তেষাং সদা শ্রোত্রপুটৈশ্চ পেয়ং
সর্ব্বার্থদং বেদবিদো বদন্তি ॥ ৫ ॥
তথাবিশেষেণ মুনে! নৃপাণাং
ধর্ম্মার্থকামেষু সদা রতানাম্।
মুক্তাশ্চ যস্মাৎ খলু তৎ পিবন্তি
কথং ন পেয়ং রহিতৈশ্চ তেভ্যঃ ॥ ৬ ॥
যৈঃ পূজিতা পূর্ব্বভবে ভবানী
সৎকুন্দপুষ্পৈরথ চম্পকৈশ্চ।
বৈল্বৈর্দলৈস্তে ভুবি ভোগযুক্তা
নৃপা ভবন্তীত্যনুমেয়মেবম্ ॥ ৭ ॥

তদ্রূপমেব শ্রদ্ধেতি শেষঃ। তচ্ছুত্বা অল্পভাগ্যাদ্ভিন্নঃ কস্তৃপ্তিমাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥৩—৫॥ তেভ্যো মুক্তেভ্যো রহিতৈরিত্যন্বয়ঃ ॥ ৬ ॥

পান করিলে মানব অমরত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই সর্ব্ব সার বাক্যামৃত যাহারা পান করে না, তাহাদিগকে ধিক্! ॥ ৩ ॥ জগদম্বিকার লীলাচরিত্র দেব ও মহামুনিগণের রক্ষাকর ও নরদিগের সংসারসাগরের তরণীস্বরূপ; অতএব, কৃতজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাহা কিরূপে পরিত্যাগ করিতে পারে? ॥৪॥ বেদবিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, দেবীর চরিত্র সমস্ত অভিলষিতই প্রদান করিতে সমর্থ, অতএব কি মুক্ত, কি মুমুক্ষু, কি সংসারী, কি রোগী, সকলেরই শ্রবণ-পুট দ্বারা নিয়ত উহা পান করা কর্ত্তব্য ॥ ৫ ॥ বিশেষত ধর্ম্ম, অর্থ ও কামভোগে নিরত নৃপগণেরও এই চরিতামৃত পান করা কর্ত্তব্য। মুনে! মুক্ত ব্যক্তিগণও যখন দেবীর চরিতামৃত পান করেন, তখন তদ্ভিন্ন অন্যান্য সামান্য ব্যক্তিগণের যে তাহা পান করা কর্ত্তব্য তাহাতে আর সন্দেহ কি? ॥ ৬ ॥ মুনিবর! ভোগী রাজগণকে ও দুঃখী দরিদ্রগণকে অবলোকন করিয়া এইরূপ অনুমান করিতে হইবে যে, যাঁহারা পূর্ব্ব জন্মে সুন্দর কুন্দপুষ্প, চম্পকপুষ্প ও বিল্বদল দ্বারা ভবানীর পূজা করিয়াছেন, তাঁহারাই ভূলোকে রাজা হইয়া ভোগসুখ

যে ভক্তিহীনাঃ সমবাপ্য দেহং
তং মানুষং ভারতভূমিভাগে।
যৈর্নার্চ্চিতা তে ধনধান্যহীনা
রোগান্বিতাঃ সন্ততিবর্জ্জিতাশ্চ ॥ ৮ ॥
ভ্রমন্তি নিত্যং কিল দাসভূতা
আজ্ঞাকরাঃ কেবলভারবাহাঃ।
দিবানিশং স্বার্থপরাঃ কদাপি
নৈবাপ্নুবন্ত্যোদরপূর্ত্তিমাত্রম্ ॥ ৯ ॥
অন্ধাশ্চ মূকা বধিরাশ্চ খঞ্জাঃ
কুষ্ঠান্বিতা যে ভুবি দুঃখভাজঃ।
তত্রানুমানং কবিভির্বিধেয়ং
নারাধিতা তৈঃ সততং ভবানী ॥ ১০ ॥
যে রাজভোগান্বিতঋদ্ধিপূর্ণাঃ
সংসেব্যমানা বহুভির্মনুষ্যৈঃ।
দৃশ্যন্তি যে বা বিভবৈঃ সমেতা-
স্তৈঃ পূজিতাম্বেত্যনুমেয়মেব ॥ ১১ ॥
তস্মাৎ সত্যবতীসূনো! দেব্যাশ্চরিতমুত্তমম্।
কথয়স্ব কৃপাং কৃত্বা দয়াবানসি সাম্প্রতম্ ॥ ১২ ॥

ইত্যেবমনুমেয়মিত্যন্বয়ঃ ॥ ৭—৮ ॥
উদরমেবৌদরং তৎপূর্ত্তিমাত্রমপি নৈবাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৯—১০ ॥

অনুভব করিতেছেন ॥ ৭ ॥ আর যাহারা ভারতভূমিভাগে দুষ্প্রাপ্য মানুষদেহ ধারণ করিয়া ভক্তিহীনতা বশত তাঁহার অর্চ্চনা করে নাই, তাহারাই রোগান্বিত, ধন ধান্য ও সম্পত্তি লাভে বঞ্চিত ও সন্ততিবর্জ্জিত হইয়া থাকে সন্দেহ নাই ॥ ৮ ॥ অধিক কি, তাহারা কেবল ভারবাহী আজ্ঞাকারী দাস হইয়া নিরন্তর ভ্রমণ করে, কিন্তু দিবারাত্র স্বার্থের অনুসন্ধান করিয়াও উদর পূর্ত্তিমাত্র দ্রব্যলাভে সমর্থ হয় না ॥ ৯ ॥ অন্ধ, মূক, বধির, খঞ্জ ও কুষ্ঠরোগী প্রভৃতি যাহারা ভূলোকে দুঃখভোগ করিতেছে, তাহাদিগকে দর্শন করিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করিবেন যে, ইহারা কখনই ভবানীর আরাধনা করে নাই ॥ ১০ ॥ যাঁহারা সমৃদ্ধিশালী ও অনেক অনুচর দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সেবিত হইয়া রাজযোগ্য ভোগ্য উপভোগ করিতেছেন, যাঁহারা বিভববান্ দৃষ্ট হইতেছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই জগদম্বিকার চরণকমলের

হত্বা তং মহিষং পাপং স্তুতা সম্পূজিতা সুরৈঃ।
ক গতা সা মহালক্ষ্মীঃ সর্ব্বতেজঃসমুদ্ভবা॥ ১৩॥
কথিতং তে মহাভাগ! গতান্তর্দ্ধানমাশু সা।
স্বর্গে বা মৃত্যুলোকে বা সংস্থিতা ভুবনেশ্বরী॥ ১৪॥
লয়ং গতা বা তত্রৈব বৈকুণ্ঠে বা সমাশ্রিতা।
অথবা হেমশৈলে সা তত্ত্বতো মে বদাধুনা॥ ১৫॥

ব্যাস উবাচ।

পূর্ব্বং ময়া তে কথিতং মণিদ্বীপং মনোহরম্‌।
ক্রীড়াস্থানং সদা দেব্যা বল্লভং পরমং স্মৃতম্‌॥ ১৬॥
যত্র ব্রহ্মা হরিঃ স্থাণুঃ স্ত্রীভাবং তে প্রপেদিরে।
পুরুষত্বং পুনঃ প্রাপ্য স্বানি কার্য্যাণি চক্রিরে॥ ১৭॥
যঃ সুধাসিন্ধুমধ্যেঽস্তি দ্বীপঃ পরমশোভনঃ।
নানারূপৈঃ সদা তত্র বিহারং কুরুতেঽম্বিকা॥ ১৮॥

ভগবত্যা আরাধনাদৈবৈহিকং পারলৌকিকং সুখং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপঞ্চ সিদ্ধ্যতীতি প্রকরণার্থঃ॥ ১১—১৩॥

কথিতমিতি। তে ত্বয়ান্তর্দ্ধানং গতেত্যুক্তং তত্রান্তর্দ্ধানোত্তরং সা ভুবনেশ্বরী স্বর্গে বা মৃত্যুলোকে বা ক সংস্থিতেতি বদেত্যর্থঃ॥ ১৪॥

লয়ং গতেতি। তস্মিন্নেব স্থলে লয়ং গতা স্থূলশরীরস্থভূম্যাদিক্রমেণ স্বাত্মনি লীনা বেত্যর্থঃ। হেমশৈলে সুমেরৌ বা॥ ১৫—১৮॥

পূজা করিয়াছিলেন ইহা অনুমান করিতে হইবে॥ ১১॥ অতএব, হে সত্যবতীতনয়! আপনি দয়ালু সুতরাং এক্ষণে কৃপা করিয়া আমার নিকট দেবীর অনুত্তম চরিত্রগাথা বর্ণন করুন॥ ১২॥ মুনিবর! সমস্ত দেবগণের তেজঃপুঞ্জ হইতে সমুৎপন্না সেই মহালক্ষ্মী পাপিষ্ঠ মহিষাসুরকে নিহত করিয়া এবং সুরগণ কর্তৃক পূজিত ও সংস্তুত হইয়া কোথায় গমন করিলেন॥ ১৩॥ মহাভাগ! আপনি বলিয়াছেন যে তিনি অন্তর্দ্ধান করিলেন, এক্ষণে জানিতে ইচ্ছা করি সেই ভুবনেশ্বরী অন্তর্হিত হইয়া স্বর্গলোকে অথবা মৃত্যুলোকে অবস্থিতি করিতেছেন? তিনি সেই স্থানেই লয় পাইলেন কিংবা বৈকুণ্ঠ আশ্রয় করিলেন অথবা সুমেরু পর্ব্বতে গমন করিলেন। মুনিবর! আপনি এই সমস্ত বিবরণ যথাযথ রূপে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন্‌॥ ১৪—১৫॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! আমি পূর্ব্বেই আপনার সমীপে মনোহর মণিদ্বীপের বিষয় বর্ণন করিয়াছি, ঐ দ্বীপ দেবী ভগবতীর ক্রীড়াস্থান ও পরম প্রিয়॥ ১৬॥ এই স্থানেই ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহাদেব স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হয়েন, পরে পুনরায় পুরুষত্ব লাভ করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত হন॥ ১৭॥ ঐ স্থান পরম সুশোভন ও সুধাসিন্ধুর মধ্যদেশে অবস্থিত, অম্বিকা

স্তুতা সম্পূজিতা দেবৈঃ সা তত্রৈব গতা শিবা।
যত্র সংক্রীড়তে নিত্যং মায়াশক্তিঃ সনাতনী ॥ ১৯ ॥
দেবাস্তাং নির্গতাং বীক্ষ্য দেবীং সর্ব্বেশ্বরীং তথা।
রবিবংশোদ্ভবং চক্রুর্ভূমিপালং মহাবলম্ ॥ ২০ ॥
অযোধ্যাধিপতিং বীরং শত্রুঘ্নং নাম পার্থিবম্।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নং মহিষস্যাসনে শুভে ॥ ২১ ॥
দত্ত্বা রাজ্যং তদা তস্মৈ দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ।
স্বকীয়ৈর্বাহনৈঃ সর্ব্বে জগ্মুঃ স্বান্যালয়ানি তে ॥ ২২ ॥
গতেষু তেষু দেবেষু পৃথিব্যাং পৃথিবীপতে!।
ধর্ম্মরাজ্যং বভূবাথ প্রজাশ্চ সুখিতাস্তথা ॥ ২৩ ॥
পর্জ্জন্যঃ কালবর্ষী চ ধরা ধান্যগণাবৃতা।
পাদপাঃ ফলপুষ্পাঢ্যা বভূবুঃ সুখদাঃ সদা ॥ ২৪ ॥
গাবশ্চ ক্ষীরসম্পন্না ঘটোধ্ন্যঃ কামদা নৃণাম্।
নদ্যঃ সুমার্গগাঃ স্বচ্ছাঃ শীতোদাঃ খগসংযুতাঃ ॥ ২৫ ॥

মায়াশক্তিঃ। মায়াশক্তিবিশিষ্টব্রহ্মরূপিণী ভগবতী শ্রীভুবনেশ্বরী যত্র মণিদ্বীপে বর্ত্ততে তত্র তদংশভূতা সা গতেত্যর্থঃ ॥ ১৯—২৪ ॥

দেবী নানাবিধ রূপ ধারণ করিয়া সর্ব্বদা সেই স্থানে বিহার করিয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥ পরব্রহ্ম-স্বরূপিণী সনাতনী ভগবতী ভুবনেশ্বরী যে স্থানে নিয়ত ক্রীড়া করেন, দেবতারা পূজা ও স্তব করিলে পর তদংশসম্ভূতা এই শিবা দেবীও সেই মণিদ্বীপে গমন করিলেন ॥ ১৯ ॥ সেই সর্ব্বেশ্বরী দেবী অন্তর্হিত হইলে, দেবগণ সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন সূর্য্যবংশীয় অযোধ্যাপতি মহাবল বীরপ্রবর শত্রুঘ্ন-নামক নরপতিকে মহিষাসুরের সিংহাসনে অধিরোপিত করিয়া সাম্রাজ্যের অধীশ্বর করিলেন ॥ ২০—২১ ॥ ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণ তাঁহাকে রাজ্য দান করিয়া নিজ নিজ বাহনে আরোহণ পূর্ব্বক আপন আপন আলয়ে গমন করিলেন ॥ ২২ ॥

মহারাজ! দেবগণ গমন করিলে পৃথিবীতলে ধর্ম্মানুসারে রাজ্য পালন হইতে লাগিল; তাহাতে প্রজাগণ সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিল ॥ ২৩ ॥ তৎকালে পর্জ্জন্য দেব যথাসময়ে বর্ষণ করায় ধরামণ্ডলধনধান্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; পাদপ সকল ফলপুষ্পে পরিপূর্ণ হইয়া সতত সকলের সুখদায়ক হইল॥২৪॥ ঘটের ন্যায় উধঃসম্পন্ন গাভীগণ এরূপ দুগ্ধবতী হইল যে মনুষ্যেরা ইচ্ছানুসারে দোহন করিতে লাগিল; নদী সকল স্বচ্ছ ও শীতল জলে পূর্ণ হইয়া সুপথে প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং তাহার চতুর্দ্দিকে খগকুল বিরাজ করিতে

ব্রাহ্মণা বেদবন্তশ্চ যজ্ঞকর্ম্মরতাস্তথা।
ক্ষত্রিয়া ধর্ম্মসংযুক্তা দানাধ্যয়নতৎপরাঃ॥ ২৬॥
শস্ত্রবিদ্যারতা নিত্যং প্রজারক্ষণতৎপরাঃ।
ন্যায়দণ্ডধরাঃ সর্ব্বে রাজানঃ শমসংযুতাঃ॥ ২৭॥
অবিরোধস্তু ভূতানাং সর্ব্বেষাং সম্বভূব হ।
আকরা ধনদা নৃণাং ব্রজা গোযূথসংযুতাঃ॥ ২৮॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ নৃপসত্তম!।
দেবীভক্তিপরাঃ সর্ব্বে সম্বভূবুর্ধরাতলে॥ ২৯॥
সর্ব্বত্র যজ্ঞযূপাশ্চ মণ্ডপাশ্চ মনোহরাঃ।
মখৈঃ পূর্ণা ধরাশ্চাসন্ ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈঃ কৃতৈঃ॥ ৩০॥
পতিব্রতধরা নার্য্যঃ সুশীলাঃ সত্যসংযুতাঃ।
পিতৃভক্তিপরাঃ পুত্রা আসন্ ধর্ম্মপরায়ণাঃ॥ ৩১॥
ন পাষণ্ড্যং ন বাধর্ম্মঃ কুত্রাপি পৃথিবীতলে।
বেদবাদাঃ শাস্ত্রবাদা নান্যে বাদাস্তথাভবন্॥ ৩২॥
কলহো নৈব কেষাঞ্চিন্ন দৈন্যং নাশুভা মতিঃ।
সর্ব্বত্র সুখিনো লোকাঃ কালে চ মরণং তথা॥ ৩৩॥

ঘটবদূধো যাসাং তা ঘটোধ্নাঃ উধসোঽনঙিত্যনঙাদেশে বহুব্রীহেরূধসো ঙীষিতি ঙীষ্॥ ২৫—২৯॥

লাগিল॥২৫॥ ব্রাহ্মণগণ বেদতত্ত্বপরায়ণ হইয়া যজ্ঞ কর্ম্মে নিরত হইলেন এবং ক্ষত্রিয় সকল আপন ধর্ম্মে অভিনিবিষ্ট হইয়া দান ও অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইল॥ ২৬॥ নৃপগণ ন্যায়দণ্ড ধারণ করিয়া প্রজারক্ষণে তৎপর হইলেন; রাজন্! এই সময় রাজগণ নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্রে রত থাকিলেও সকলেই শান্তিপরায়ণ হইলেন। এইরূপে জীববর্গের আর পরস্পর বিরোধ ঘটিল না; আকর সকল মানবগণকে প্রচুর পরিমাণে ধনদান করিতে লাগিল; গোচারণ স্থান সকল গোযূথে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল॥ ২৭-২৮॥ হে নৃপসত্তম! সেই সময় ধরাতলস্থ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সকলেই দেবীর প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইলেন॥ ২৯॥ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ এত অধিক পরিমাণে যজ্ঞ করিতে লাগিলেন যে, তাহাতে পৃথিবীর সকল স্থানেই মনোহর যজ্ঞযূপ এবং যজ্ঞমণ্ডপ বিরাজমান হইতে লাগিল॥ ৩০॥ নারী সকল সুশীল ও সত্যপরায়ণ হইয়া পতিব্রতা ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল; পুত্রগণ ধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া পিতার প্রতি ভক্তি-পরায়ণ হইল॥৩১॥ পৃথিবীর সকল স্থান হইতেই নাস্তিকতা বা অধর্ম্মের অনুষ্ঠান একেবারে তিরোহিত হইল; শুষ্ক তর্কবিতর্ক রহিত হইয়া কেবল বেদানুযায়ী শাস্ত্রের বাদানুবাদ

সুহৃদাং ন বিয়োগশ্চ নাপদশ্চ কদাচন।
নানাবৃষ্টির্ন দুর্ভিক্ষং ন মারী দুঃখদা নৃণাম্।
ন রোগো ন চ মাৎসর্য্যং ন বিরোধঃ পরস্পরম্॥ ৩৪॥
সর্ব্বত্র সুখসম্পন্না নরা নার্য্যঃ সুখান্বিতাঃ।
ক্রীড়ন্তি মানবাঃ সর্ব্বে স্বর্গে দেবগণা ইব॥ ৩৫॥
ন চৌরা নৈব পাষণ্ডা বঞ্চকা দম্ভকাস্তথা।
পিশুনা লম্পটাঃ স্তব্ধা ন বভূবুস্তদা নৃপ!॥ ৩৬॥
ন বেদদ্বেষিণঃ পাপা মানবাঃ পৃথিবীপতে!।
সর্ব্বধর্ম্মরতা নিত্যং দ্বিজসেবাপরায়ণাঃ॥ ৩৭॥
ত্রিধাত্বাৎ সৃষ্টিধর্ম্মস্য ত্রিবিধা ব্রাহ্মণাস্ততঃ।
সাত্ত্বিকা রাজসাশ্চৈব তামসাশ্চ তথাপরে॥ ৩৮॥
সর্ব্বে বেদবিদো দক্ষাঃ সাত্ত্বিকাঃ সত্যবৃত্তয়ঃ।
প্রতিগ্রহবিহীনাশ্চ দয়াদমপরায়ণাঃ॥ ৩৯॥
যজ্ঞাংস্তে সাত্ত্বিকৈরন্নৈঃ কুর্ব্বাণা ধর্ম্মতৎপরাঃ।
পুরোডাশবিধানৈশ্চ পশুভির্ন কদাচন॥ ৪০॥

ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈঃ কৃতৈর্মখৈর্ধরাঃ পৃথিব্যঃ পূর্ণা আসন্নিত্যর্থঃ॥ ৩০—৩৩॥
(মারয়তীতি মারী রোগাদিনা বাহুল্যেন জনসংক্ষয়ঃ। মৎসরোঽন্যশুভদ্বেষস্তস্য ভাবো মাৎসর্য্যম্॥ ৩৪—৪০॥

হইতে লাগিল॥ ৩২॥ কোনও ব্যক্তির কাহারও সহিত কলহে মতি রহিল না; দীনতা বা অশুভ কার্য্যে মতি রহিত হওয়ায় লোক সকল সর্ব্বত্রই সুখে বিরাজ করিতে লাগিল; তখন, অকালমৃত্যু না থাকায় কদাপি কাহারও সুহৃদ্‌গণের সহিত বিয়োগ ও আপদ সংঘটিত হইল না; অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ অথবা মানবদিগের ক্লেশদায়ক মারীভয় রহিল না; অধিক কি কোনও জীবের রোগ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইত না; পরস্পর বিরোধ কি মাৎসর্য্যভাব তিরোহিত হইল॥ ৩৩—৩৪॥ রাজন্! স্বর্গস্থ দেবগণের ন্যায় নর কি নারী সকলেই সর্ব্বত্র পরম সুখে ক্রীড়াসুখ অনুভব করিতে লাগিল॥ ৩৫॥ অধিক কি, সে সময়ে চৌর, পাষণ্ড, বঞ্চক, দাম্ভিক, খল, লম্পট, জড়, বেদবিদ্বেষী পাপপরায়ণ মানব কেহই ছিল না; পৃথিবী-পতে! সেই সময় সমস্ত মানবগণই ধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত হইয়া সর্ব্বদা দ্বিজগণের সেবায় তৎপর রহিল॥ ৩৬—৩৭॥ সৃষ্টি ধর্ম্মের ত্রিবিধত্ব নিবন্ধন ব্রাহ্মণ সকলও সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামাসিকভেদে ত্রিবিধ। সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ সকল বেদবিদ্ দক্ষ ও সত্য ব্যবহারে নিরত; তাহারা দয়াবান্ দান্ত এবং কাহারও নিকট হইতে কোনও বস্তু গ্রহণ করেন না॥৩৮—৩৯॥ তাঁহারা ধর্ম্মতৎপর হইয়া সাত্ত্বিক অন্নদ্বারা পুরোডাশ বিধানে যজ্ঞ করেন,

দানমধ্যয়নঞ্চৈব যজনন্তু তৃতীয়কম্।
ত্রিকর্ম্মরসিকাস্তে চ সাত্ত্বিকা ব্রাহ্মণা নৃপ ॥ ৪১ ॥
রাজসা বেদবিদ্বাংসঃ ক্ষত্রিয়াণাং পুরোহিতাঃ।
ষট্কর্ম্মনিরতাঃ সর্ব্বে বিধিবন্মাংসভক্ষকাঃ ॥ ৪২ ॥
যজনং যাজনং দানং তথৈব চ প্রতিগ্রহঃ।
অধ্যয়নন্তু বেদানাং তথৈবাধ্যাপনন্তু ষট্ ॥ ৪৩ ॥
তামসাঃ ক্রোধসংযুক্তা রাগদ্বেষপরাঃ পুনঃ।
রাজ্ঞাং কর্ম্মকরা নিত্যং কিঞ্চিদধ্যয়নে রতাঃ ॥ ৪৪ ॥
মহিষে নিহতে সর্ব্বে সুখিনো বেদতৎপরাঃ।
বভূবুর্ব্রতনিষ্ণাতা দানধর্ম্মপরাস্তথা ॥ ৪৫ ॥
ক্ষত্রিয়াঃ পালনে যুক্তা বৈশ্যা বণিজবৃত্তয়ঃ।
কৃষিবাণিজ্যগোরক্ষাকুসীদবৃত্তয়ঃ পরে ॥ ৪৬ ॥
এবং প্রমুদিতো লোকো মহিষে বিনিপাতিতে ॥ ৪৭ ॥
অনুদ্বেগঃ প্রজানাং বৈ সম্বভূব ধনাগমঃ।
বহুক্ষীরাঃ শুভা গাবো নদ্যশ্চৈব বহূদকাঃ ॥ ৪৮ ॥

সাত্ত্বিকা ব্রাহ্মণাস্তু ত্রিকর্ম্মনিরতা ইত্যাহ দানমিতি ॥ ৪১ ॥
রাজসিকাস্তু ষট্কর্ম্মনিরতা ইত্যাহ রাজসা ইতি ॥ ৪২ ॥
কানি তানি ষট্কর্ম্মাণি ইত্যাহ যজনমিতি ॥ ৪৩—৪৮ ॥

কিন্তু কখন পশুগণ দ্বারা যজ্ঞ করেন না ॥ ৪০ ॥ নরপাল! যাঁহারা সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ, তাঁহারা দান অধ্যয়ন ও যজন এই তিন কার্য্যে নিরত ॥ ৪১ ॥ রাজসিক ব্রাহ্মণেরা বেদবিদ্ এবং ক্ষত্রিয়গণের পৌরহিত্য করিয়া বিধিপূর্ব্বক মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকেন; তাঁহারা যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ, অধ্যয়ন এবং বেদের অধ্যাপন এই ষট্কর্ম্মে নিরত ॥ ৪২—৪৩ ॥ তামস ব্রাহ্মণেরা, ক্রোধ, রাগ, ও দ্বেষের পরায়ণ হয়েন, তাহারা কিঞ্চিন্মাত্র বেদ অধ্যয়ন করিয়া নিরন্তর রাজাদিগের কর্ম্ম করিয়া থাকেন ॥ ৪৪ ॥

মহারাজ! মহিষাসুর নিহত হইলে সকল ব্রাহ্মণই বেদ শাস্ত্রানুসারী ও ব্রতপরায়ণ হইয়া দান ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন ॥৪৫॥ ক্ষত্রিয়গণ প্রজাপালন, বৈশ্যগণ বণিগ্-বৃত্তি এবং অপর জাতিরা কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষা ও কুসীদ ব্যবহার করিতে লাগিল ॥ ৪৬ ॥ ফলতঃ মহিষাসুর নিপাতিত হইলে মানবমণ্ডল এইরূপে সন্তুষ্টচিত্ত হইয়াছিল ॥ ৪৭ ॥ তখন প্রজাগণ নিরুদ্বেগ হইয়া ধনসঞ্চয় করিতে লাগিল; গাভী সকল সুলক্ষণান্বিত ও বহুদুগ্ধ-বতী হইল; নদী সকল জলপূর্ণ, বৃক্ষ সকল প্রচুর ফলে শোভিত ও মানবগণ রোগশূন্য

বৃক্ষা বহুফলাশ্চাসন্ মানবা রোগবর্জ্জিতাঃ ।
নাধয়ো নেতয়ঃ কাপি প্রজানাং দুঃখদায়কাঃ ॥ ৪৯ ॥
ন নিধনমুপযান্তি প্রাণিনস্তেঽপ্যকালে
সকলবিভবযুক্তা রোগহীনাঃ সদৈব ।
নিগমবিহিতধর্ম্মে তৎপরাশ্চণ্ডিকায়া-
শ্চরণসরসিজানাং সেবনে দক্ষচিত্তাঃ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে জগৎ-ক্ষেমবর্ণনং নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

নাধয় ইতি। পুংস্ত্বাধির্মানসী ব্যথা ইত্যমরঃ। নেতয় ইতি। অতিবৃষ্টিরনাবৃষ্টিঃ শলভা মূষিকাঃ খগাঃ। প্রত্যাসন্নাশ্চ রাজানঃ ষড়েতে ঈতয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪৯—৫০ ॥)

ইতি শ্রীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

হইল ; ফলতঃ তৎকালে কোনও লোকের মানসিক ক্লেশ এবং বহুকষ্টদায়ক অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শলভ, মূষিক, খগ ও রাজবিদ্রোহ কিছুই বর্ত্তমান ছিল না ॥ ৪৮—৪৯ ॥ রাজন্! সেই সময়ে প্রাণিবর্গ আর অকালে কালকবলে নিপতিত হইত না, প্রত্যুত নিরন্তর নীরোগ হইয়া সকল বিভবের অধিকারী হইতে লাগিল ; বিশেষত সকলেই নিগমবিহিত ধর্ম্মে তৎপর হইয়া চণ্ডিকার চরণকমল সেবায় একাগ্রচিত্ত হইয়া কালাতিপাত করিতে লাগিল ॥ ৫০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে জগদ্মঙ্গল বর্ণন নামক বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি দেব্যাশ্চরিতমুত্তমম্।
সুখদং সর্ব্বজন্তূনাং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ১ ॥
যথা শুম্ভো নিশুম্ভশ্চ ভ্রাতরৌ বলবত্তরৌ।
বভূবতুর্ম্মহাবীরাববধ্যৌ পুরুষৈঃ কিল ॥ ২ ॥
বহুসেনাবৃতৌ শূরৌ দেবানাং দুঃখদৌ সদা।
দুরাচারৌ মদোৎসিক্তৌ বহুদানবসংযুতৌ ॥ ৩ ॥
হতাবম্বিকয়া তৌ তু সংগ্রামেঽতীবদারুণে।
দেবানাঞ্চ হিতার্থায় সর্ব্বৈঃ পরিচরৈঃ সহ ॥ ৪ ॥
চণ্ডমুণ্ডৌ মহাবাহূ রক্তবীজোঽতিদারুণঃ।
ধূম্রলোচননামা চ নিহতাস্তে রণাঙ্গণে ॥ ৫ ॥
তান্নিহত্য সুরাণাং সা জহার ভয়মুত্তমম্।
স্তুতা সম্পূজিতা দেবৈর্গিরৌ হেমাচলে শুভে ॥

একাধিকৈঃ ষষ্টিপদ্যৈঃ শুম্ভাসুরকথোচ্যতে।
ষর্হানাচ্চামরাণীনাং চ্যবনং সমাপীর্য্যতে ॥

দেব্যাশ্চরিত্রমেকমুক্ত্বা পুনরপি দেব্যাশ্চরিত্রং দ্বিতীয়ং ব্যাসঃ কথয়তি শৃণু রাজন্নিতি ॥ ১—৩ ॥

পরিচরৈঃ সেবকৈঃ সহ হতাবিত্যন্বয়ঃ ॥ ৪—৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! যাহা শ্রবণ করিলে প্রাণিপুঞ্জের সমস্ত পাপরাশি বিনষ্ট হইয়া সুখলাভ হয় দেবীর সেই পরম পবিত্র চরিত্র বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন ॥ ১ ॥ পূর্ব্বকালে শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে অসুরপ্রবর মহাবীর দুই ভ্রাতা ছিল, তাহারা অতিশয় বীর্য্যবান্ ও পুরুষের একান্ত অবধ্য ॥ ২ ॥ এই দুরাচার অসুর দ্বয় অসংখ্য দানবদলে পরিবৃত হওয়ায় অত্যন্ত মদোন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল সুতরাং অসীম সৈন্যদল সমভিব্যাহারে সুরগণকে সর্ব্বদাই ক্লেশ প্রদান করিত ॥ ৩ ॥ তখন, অম্বিকাদেবী দেবগণের হিত কামনায় অতীব নিদারুণ সংগ্রামে, সমস্ত অনুচরের সহিত সেই শুম্ভ ও নিশুম্ভকে নিহত করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥ রণস্থলে তাহাদের প্রধান সহচর মহাবাহু চণ্ড মুণ্ড, অতীব ভয়ঙ্কর রক্তবীজ ও ধূম্রলোচনকেও নিপাতিত করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥ দেবী সেই সকল দানবগণকে বিনষ্ট

রাজোবাচ।

কাবেতাবসুরাবাদৌ কথং তৌ বলিনাং বরৌ।
কেন সংস্থাপিতৌ চেহ স্ত্রীবধ্যত্বং কুতো গতৌ ॥ ৭ ॥
তপসা বরদানেন কস্য জাতৌ মহাবলৌ।
কথঞ্চ নিহতৌ সর্ব্বং কথয়স্ব সবিস্তরম্ ॥ ৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

শৃণু রাজন্! কথাং দিব্যাং সর্ব্বপাপপ্রণাশিনীম্।
দেব্যাশ্চরিতসংযুক্তাং সর্ব্বার্থফলদাং শুভাম্ ॥ ৯ ॥
পুরা শুম্ভনিশুম্ভৌ দ্বাবসুরৌ ভূমিমণ্ডলে।
পাতালতশ্চ সম্প্রাপ্তৌ ভ্রাতরৌ শুভদর্শনৌ ॥ ১০ ॥
তৌ প্রাপ্তযৌবনৌ চৈব চেরতুস্তপ উত্তমম্।
অন্নোদকং পরিত্যজ্য পুষ্করে লোকপাবনে ॥ ১১ ॥
বর্ষাণামযুতং যাবদ্‌যোগবিদ্যাপরায়ণৌ।
একত্রৈবাসনং কৃত্বা তেপাতে পরমং তপঃ ॥ ১২ ॥

হেমাচলে শুভে ইত্যন্তং সূত্ররূপেণ চরিত্রমুক্তং তদ্ব্যাখ্যানায় রাজা পৃচ্ছতি কাবেতাবিতি ॥ ৭—১২ ॥

করিলে সুরগণের ভয় অন্তর্হিত হইয়াছিল; তখন সুরগণ সুশোভন সুমেরু পর্ব্বতে গমন করিয়া তাঁহার স্তব ও পূজা করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

জনমেজয় শুম্ভ ও নিশুম্ভের কথা শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মুনিবর! এই অসুর দ্বয় কে? তাহারা কিরূপে অদ্বিতীয় বলবান্ হইল? কোন্ ব্যক্তি ইহাদিগকে এখানে সংস্থাপন করেন? কি কারণে ইহারা স্ত্রীবধ্য হইল? কাহার তপস্যা ও বরপ্রভাবে ইহারা মহাবলশালী হইল? কি নিমিত্তই বা দেবী ভগবতী ইহাদিগকে নিহত করিলেন? আপনি এই সমস্ত বৃত্তান্ত আমার নিকট সবিস্তার বর্ণন করুন ॥ ৭—৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! দেবীর পবিত্র-চরিত্রসমন্বিত মনোহর উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন; এই মঙ্গলময় পবিত্র কথা সকল শ্রবণ করিলে সমস্ত পাপরাশি ধ্বংস হয় এবং সমস্ত অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥ পূর্ব্বকালে শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে দুই ভ্রাতা পাতাল হইতে ভূমণ্ডলে আগমন করিয়াছিল ॥ ১০ ॥ অনন্তর এই অসুর দ্বয় যৌবনকাল প্রাপ্ত হইলে ভুবন মধ্যে পরমপাবন পুষ্করতীর্থে অন্ন ও জল পরিত্যাগ করিয়া উৎকট তপস্যার অনুষ্ঠান করিতে লাগিল ॥ ১১ ॥ তাহারা যোগবিদ্যায় এতাদৃশ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিল যে, এক স্থানেই একাসনে অযুতবর্ষকাল দুশ্চর তপশ্চর্য্যা করিল ॥ ১২ ॥

তয়োস্তুষ্টোঽভবদ্‌ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ।
তত্রাগতশ্চ ভগবানারুহ্য বরটাপতিম্॥ ১৩॥
তাবুভৌ চ জগৎস্রষ্টা দৃষ্ট্বা ধ্যানপরৌ স্থিতৌ।
উত্তিষ্ঠতং মহাভাগৌ! তুষ্টোঽহং তপসা কিল॥ ১৪॥
বাঞ্ছিতং বাং বরং কামং দদামি ব্রুবতামিহ।
কামদোঽহং সমায়াতো দৃষ্ট্বা বাং তপসো বলম্॥ ১৫॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য প্রবুদ্ধৌ তৌ সমাহিতৌ।
প্রদক্ষিণক্রিয়াং কৃত্বা প্রণামং চক্রতুস্তদা॥ ১৬॥
দণ্ডবৎ প্রণিপাতঞ্চ কৃত্বা তৌ দুর্ব্বলাকৃতী।
ঊচতুর্মধুরাং বাচং দীনৌ গদ্‌গদয়া গিরা॥ ১৭॥
দেবদেব! দয়াসিন্ধো! ভক্তানামভয়প্রদ!।
অমরত্বঞ্চ নৌ ব্রহ্মন্! দেহি তুষ্টোঽসি চেদ্বিভো!॥ ১৮॥
মরণাদপরং কিঞ্চিদ্ভয়ং নাস্তি ধরাতলে।
তস্মাত্ত্বয়াচ্চ সন্ত্রস্তৌ যুষ্মাকং শরণং গতৌ॥ ১৯॥

বরটাপতিং হংসম্॥ ১৩—১৪॥
তপসো বলমিতি। ইতি ব্রহ্মোবাচেতি শেষঃ॥ ১৫—২০॥

তখন লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তাহাদের তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া হংসপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক সেই স্থানে আগমন করিলেন॥ ১৩॥ বিধাতা তাহাদিগকে ধ্যানে নিমগ্ন দেখিয়া বলিলেন, আমি তোমাদের তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়াছি, অতএব তোমরা উত্থিত হও॥ ১৪॥ আমি সর্ব্ব লোকের মনস্কামনা পূরণ করিয়া থাকি, এক্ষণে তোমাদের তপোবল দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া এখানে আগমন করিয়াছি, তোমরা আমার নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা কর আমি তাহা তোমাদিগকে প্রদান করিতেছি॥ ১৫॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! শুম্ভ ও নিশুম্ভ পিতামহের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ধ্যান হইতে নিবৃত্ত হইল এবং সমাহিতচিত্তে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিল॥ ১৬॥ তপস্যার ক্লেশ বশত ক্ষীণকলেবর দীন অসুর দ্বয় দণ্ডের ন্যায় প্রণিপাত করিয়া গদগদ স্বরে মধুর বাক্যে বলিতে লাগিল॥ ১৭॥ ব্রহ্মন্! আপনি ভক্তগণের অভয়প্রদ, দেবগণেরও দেবতা, বিশেষত দয়ার সাগর; আপনি ইচ্ছানুসারে সমস্তই করিতে পারেন; অতএব, যদি আপনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমাদিগকে অমরত্বর প্রদান করুন॥ ১৮॥ ধরাতলে মরণ ভিন্ন গুরুতর অন্য ভয় আর কিছুই নাই, অতএব আমরা সেই

ত্রাহি ত্বং দেবদেবেশ! জগৎকর্ত্তঃ! ক্ষমানিধে!।
পরিস্ফোটয় বিশ্বাত্মন্! সদ্যো মরণজং ভয়ম্ ॥ ২০ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

কিমিদং প্রার্থনীয়ং বো বিপরীতন্তু সর্ব্বথা।
অদেয়ং সর্ব্বথা সর্ব্বৈঃ সর্ব্বেভ্যো ভুবনত্রয়ে ॥ ২১ ॥
জাতস্য হি ধ্রুবং মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
মর্য্যাদা বিহিতা লোকে পূর্ব্বং বিশ্বকৃতা কিল ॥ ২২ ॥
মর্ত্তব্যং সর্ব্বথা সর্ব্বৈঃ প্রাণিভির্নাত্র সংশয়ঃ।
অন্যং প্রার্থয়তং কামং দদামি যচ্চ বাঞ্ছিতম্ ॥ ২৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

তদাকর্ণ্য বচস্তস্য সুবিমৃশ্য চ দানবৌ।
উচতুঃ প্রণিপত্যাথ ব্রহ্মাণং পুরতঃ স্থিতম্ ॥ ২৪ ॥
পুরুষৈরমরাদ্যৈশ্চ মানবৈর্মৃগপক্ষিভিঃ।
অবধ্যত্বং কৃপাসিন্ধো! দেহি নৌ বাঞ্ছিতং বরম্ ॥ ২৫ ॥

বো যুষ্মাকমিদং প্রার্থনীয়ং সর্ব্বথা বিপরীতং কিং বিপরীতমেব কথমিত্যর্থঃ। বিপরীতত্বমেবাহ। অদেয়মিতি ॥ ২১—২৭ ॥

মহাভয়ে ভীত হইয়াই আপনার শরণাগত হইয়াছি ॥ ১৯ ॥ হে বিশ্বাত্মন্! আপনি ক্ষমাগুণের আধার, দেবতাগণেরও ঈশ্বর, বিশেষত জগতের নির্ম্মাতা; অতএব, মরণজনিত ভয় নিবারণ করিয়া আমাদিগকে অভয় প্রদান করুন ॥ ২০ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন, তোমাদের ইহাই কি প্রার্থনীয়? ইহাত সর্ব্বতোভাবে বিপরীত বলিয়া বোধ হইতেছে; কারণ, ইহা ত্রিভুবন মধ্যে কেহই কাহাকে প্রদান করিতে সমর্থ নহে ॥ ২১ ॥ জন্মিলে অবশ্যই মৃত্যু আছে এবং মৃত্যু হইলে নিশ্চয়ই জন্ম হইবে, এই নিয়ম বিশ্বনিয়ন্তা পূর্ব্বকালে ইহলোকে স্থাপন করিয়াছেন ॥ ২২ ॥ অতএব, সকল প্রাণী অবশ্যই মরিবে তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই, এজন্য তোমরা অন্য কোনও মনোবাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর, আমি তাহা প্রদান করিতেছি ॥ ২৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! দানবদ্বয় ব্রহ্মার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক সম্মুখস্থিত প্রজাপতিকে প্রণাম করিয়া বলিল ॥ ২৪ ॥ দয়াময়! অমর হইতে মানব ও মৃগ পক্ষী পর্য্যন্ত যত পুরুষ আছে আমরা তাহাদের সকলেরই অবধ্য হইব ইহাই আমাদের অভিলষিত অতএব আপনি আমাদিগকে এই বর প্রদান করুন ॥ ২৫ ॥

নারী বলবতী কাস্তি যা নৌ নাশং করিষ্যতি।
ন বিভীবঃ স্ত্রিয়াঃ কামং ত্রৈলোক্যে সচরাচরে ॥ ২৬ ॥
অবধ্যৌ ভ্রাতরৌ স্যাতাং নরেভ্যঃ পঙ্কজোদ্ভব!।
ভয়ং ন স্ত্রীজনেভ্যশ্চ স্বভাবাদবলা হি সা ॥ ২৭ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা তয়োর্বাক্যং প্রদদৌ বাঞ্ছিতং বরম্।
ব্রহ্মা প্রসন্নমনসা জগামাথ স্বমালয়ম্ ॥ ২৮ ॥
গতেঽথ ভবনে তস্মিন্ দানবৌ স্বগৃহং গতৌ।
ভৃগুং পুরোহিতং কৃত্বা চক্রতুঃ পূজনং তদা ॥ ২৯ ॥
শুভেঽদিনে সুনক্ষত্রে জাতরূপময়ং শুভম্।
কৃত্বা সিংহাসনং দিব্যং রাজ্যার্থং প্রদদৌ মুনিঃ ॥ ৩০ ॥
শুম্ভায় জ্যেষ্ঠভূতায় দদৌ রাজ্যাসনং শুভম্।
সেবনার্থং তদৈবাশু সম্প্রাপ্তা দানবোত্তমাঃ ॥ ৩১ ॥
চণ্ডমুণ্ডৌ মহাবীরৌ ভ্রাতরৌ বলদর্পিতৌ।
সম্প্রাপ্তৌ সৈন্যসংযুক্তৌ রথবাজিগজান্বিতৌ ॥ ৩২ ॥

(ইতি শ্রুত্বেতি। অমরত্বব্যতিরিক্তবরপ্রদানেন ব্রহ্মণঃ প্রসন্নমনস্ত্বমিতি বোদ্ধব্যম্ ॥২৮-৩১॥ প্রবলদৈত্যানামেকত্র সম্মেলনং বক্তুমাহ চণ্ডমুণ্ডাবিতি। ন কেবলং তৌ এব দ্বৌ পরন্তু সৈন্যসংযুক্তাবিতি ॥ ৩২—৩৩ ॥)

আমাদিগকে বিনাশ করিতে পারে এরূপ বলবতী নারী কে আছে? আমরা সচরাচর ত্রৈলোক্য মধ্যে স্ত্রীলোক হইতে কখনও ভয় করি না ॥ ২৬ ॥ কমলযোনে! আমরা দুই ভ্রাতা পুরুষের অবধ্য হইব, স্ত্রীলোক স্বভাবত অবলা, অতএব স্ত্রীজাতি হইতে আমাদের কোনও ভয়ের কারণ নাই ॥ ২৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! তাঁহাদের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া পিতামহ ব্রহ্মা, প্রসন্নহৃদয়ে উঁহাদিগের অভিলষিত বর প্রদান করিয়া স্বীয় আলয়ে প্রত্যাগমন করিলেন ॥ ২৮ ॥ ব্রহ্মা স্বভবনে গমন করিলে দানবযুগলও গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইল। তখন তাহারা দৈত্যগুরু ভৃগুমুনিকে পুরোহিত করিয়া তাঁহার পূজা করিতে লাগিল ॥ ২৯ ॥ মুনিবর ভৃগু শুভদিনে শুভনক্ষত্রে স্বর্ণময় সুন্দর মনোহর সিংহাসন নির্ম্মাণ করাইয়া রাজ্যের নিমিত্ত প্রদান করিলেন ॥৩০॥ শুম্ভ জ্যেষ্ঠ বলিয়া তাহাকেই রাজ্যাসন প্রদান করিলেন। তখন অসুরবর শুম্ভের সেবা করিবার বাসনায় প্রধান প্রধান বলশালী অসুরগণ অবিলম্বে তাহার নিকট উপস্থিত হইল ॥ ৩১ ॥ বলদর্পিত মহাবীর চণ্ড মুণ্ড নামক দুই ভ্রাতা, রথ অশ্ব ও গজ-

ধূম্রলোচননামা চ তদ্রূপশ্চণ্ডবিক্রমঃ।
শুম্ভঞ্চ ভূপতিং শ্রুত্বা তদাগাদ্বলসংযুতঃ ॥ ৩৩ ॥
রক্তবীজস্তথা শূরো বরদানবলাধিকঃ।
অক্ষৌহিণীভ্যাং সংযুক্তস্তত্রৈবাগত্য সঙ্গতঃ ॥ ৩৪ ॥
তস্যৈকং কারণং রাজন্! সংগ্রামে যুধ্যতঃ সদা।
দেহাদ্রুধিরসম্পাতস্তস্য শস্ত্রাহতস্য চ ॥ ৩৫ ॥
জায়তে চ যদা ভূমাবুৎপদ্যন্তে হ্যনেকশঃ।
তাদৃশাঃ পুরুষাঃ ক্রূরা বহবঃ শস্ত্রপাণয়ঃ ॥ ৩৬ ॥
সম্ভবন্তি তদাকারাস্তদ্রূপাস্তৎপরাক্রমাঃ।
যুদ্ধং পুনস্তে কুর্ব্বন্তি পুরুষা রক্তসম্ভবাঃ ॥ ৩৭ ॥
অতঃ সোঽপি মহাবীর্য্যঃ সংগ্রামেঽতীব দুর্জ্জয়ঃ।
অবধ্যঃ সর্ব্বভূতানাং রক্তবীজো মহাসুরঃ ॥ ৩৮ ॥
অন্যে চ বহবঃ শূরাশ্চতুরঙ্গসমন্বিতাঃ।
শুম্ভঞ্চ নৃপতিং মত্বা বভূবুস্তস্য সেবকাঃ ॥ ৩৯ ॥
অসংখ্যাতা তদা জাতা সেনা শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ।
পৃথিব্যাঃ সকলং রাজ্যং গৃহীতং বলবত্তয়া ॥ ৪০ ॥

সঙ্গতঃ স্থিতঃ ॥ ৩৪—৪৪ ॥

সমাকুল সৈন্যসমূহে পরিবৃত হইয়া তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইল ॥ ৩২ ॥ সেইরূপ প্রচণ্ড পরাক্রমশালী ধূম্রলোচন নামে অসুর, শুম্ভ রাজা হইয়াছে শ্রবণ করিয়া, স্বীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে তাহার সমীপে আগমন করিল ॥ ৩৩ ॥ এই সময় বরপ্রাপ্তি নিবন্ধন অধিকতর বলশালী মহাবীর রক্তবীজ নামক অসুরও দুই অক্ষৌহিণী সেনা সঙ্গে লইয়া তাহার সহিত মিলিত হইল ॥ ৩৪ ॥ রাজন্! এই রক্তবীজের দুর্জ্জয়তার একটী প্রধান কারণ ছিল তাহা শ্রবণ করুন; এই অসুর শস্ত্র দ্বারা আহত হইলে ইহার শরীর হইতে ভূতলে যখন রুধির বিন্দু পতিত হয় তখনই তাদৃশ ক্রূরস্বভাব শস্ত্রপাণি অসংখ্য অসুর উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই রুধির হইতে উৎপন্ন অসুরগণ তাহার ন্যায় আকৃতি সম্পন্ন ও পরাক্রমশালী হয় এবং উৎপন্ন হইবামাত্র পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিয়া থাকে ॥ ৩৫-৩৭ ॥ এই কারণেই সেই মহাবীর্য্য মহাসুর রক্তবীজ সংগ্রামে নিতান্ত অজেয় ও সমস্ত প্রাণিপুঞ্জের অবধ্য হইয়াছে ॥ ৩৮ ॥ অন্যান্য অসুরগণও তৎকালে শুম্ভকে নৃপতি জানিয়া চতুরঙ্গ সেনা সমভিব্যাহারে তথায় আসিয়া তাহার ভৃত্য হইল ॥ ৩৯ ॥ তখন শুম্ভ ও নিশুম্ভের সেনা অগণিত হইয়া উঠিল, সুতরাং

সেনাযোগং তদা কৃত্বা নিশুম্ভঃ পরবীরহা।
জগাম তরসা স্বর্গে শচীপতিজয়ায় চ ॥ ৪১ ॥
চকারাসৌ মহাযুদ্ধং লোকপালৈঃ সমন্ততঃ।
বৃত্রহা বজ্রপাতেন তাড়য়ামাস বক্ষসি ॥ ৪২ ॥
স বজ্রাভিহতো ভূমৌ পপাত দানবাম্বুজঃ।
ভগ্নং বলং তদা তস্য নিশুম্ভস্য মহাত্মনঃ ॥ ৪৩ ॥
ভ্রাতরং মূর্চ্ছিতং শ্রুত্বা শুম্ভঃ পরবলার্দ্দনঃ।
তত্রাগত্য সুরান্ সর্ব্বাংস্তাড়য়ামাস শায়কৈঃ ॥ ৪৪ ॥
কৃতং যুদ্ধং মহত্তেন শুম্ভেনাক্লিষ্টকর্ম্মণা।
নির্জ্জিতাস্তু সুরাঃ সর্ব্বে সেন্দ্রাঃ পালাশ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ৪৫ ॥
ঐন্দ্রং পদং তদা তেন গৃহীতং বলবত্তয়া।
কল্পপাদপসংযুক্তং কামধেনুসমন্বিতম্ ॥ ৪৬ ॥
ত্রৈলোক্যং যজ্ঞভাগাশ্চ হৃতাস্তেন মহাত্মনা।
নন্দনঞ্চ বনং প্রাপ্য মুদিতোঽভূন্মহাসুরঃ ॥ ৪৭ ॥

পালা দিক্‌পালা ইন্দ্রসহিতাঃ ॥ ৪৫ ॥
(ঐন্দ্রমিতি। ঐন্দ্রং পদং স্বর্গরাজ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥
ত্রৈলোক্যমিতি। মহাত্মনা মহাকায়সত্ত্বাদিসম্পন্নেনেত্যর্থঃ ॥ ৪৭—৫০ ॥

ধরাতলে যত রাজ্য ছিল, তাহারা বলপূর্ব্বক সকলই গ্রহণ করিল ॥ ৪০ ॥ এই সময় শক্র-হন্তা নিশুম্ভ শচীপতিকে পরাজয় করিবার অভিলাষে বহুতর সেনা সমভিব্যাহারে অবিলম্বে স্বর্গে গমন করিল ॥ ৪১ ॥ নিশুম্ভ, লোকপালগণের সহিত চতুর্দ্দিকে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিতে লাগিল, সেই সংগ্রাম সময়ে শচীপতি ইন্দ্র তাহার বক্ষঃস্থলে বজ্র প্রহার করিলেন ॥ ৪২ ॥ সেই দানবরাজানুজ বজ্র প্রহারে আহত হইয়া ভূতলে পতিত হইল ; তখন তাহার সৈন্যগণ রণে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৪৩ ॥ শক্রবল-সংহারক শুম্ভ ভ্রাতার মূর্চ্ছা সংবাদ শ্রবণ করিবামাত্র সংগ্রামস্থলে উপস্থিত হইয়া শায়ক নিকরে সমস্ত সুরগণকে প্রহার করিতে লাগিল ॥ ৪৪ ॥ অক্লিষ্টকর্ম্মা শুম্ভ এইরূপ মহা ঘোরতর সংগ্রাম করিল যে, তাহাতে ইন্দ্র প্রভৃতি সমস্ত দেবগণ এবং দিক্‌পালগণ পরাজিত হইলেন ॥ ৪৫ ॥ তখন, কল্পপাদপ ও কামধেনু প্রভৃতি ইন্দ্রের যে সকল উৎকৃষ্ট বস্তুর উপর আধিপত্য ছিল, শুম্ভ বলপূর্ব্বক তৎসমুদয়ই গ্রহণ করিল ॥ ৪৬ ॥ অধিক কি, সেই মহাত্মা অসুর ত্রৈলোক্য রাজ্য এবং যাবতীয় যজ্ঞভাগ হরণ করিল, অসুরপ্রবর নন্দনকানন প্রাপ্ত হইয়া যৎপরো-নাস্তি আনন্দ লাভ করত সুধা পানে পরম সুখানুভব করিতে লাগিল। তখন দানববর

সুধায়াশ্চৈব পানেন সুখমাপ মহাসুরঃ।
কুবেরং স চ নির্জ্জিত্য তস্য রাজ্যং চকার হ ॥ ৪৮ ॥
অধিকারং তথা ভানোঃ শশিনশ্চ চকার হ।
যমঞ্চৈব বিনির্জ্জিত্য জগ্রাহ তৎপদন্তথা ॥ ৪৯ ॥
বরুণস্য তথা রাজ্যং চকার বহ্নিকর্ম্ম চ।
বায়োঃ কার্য্যং নিশুম্ভশ্চ চকার স্ববলান্বিতঃ ॥ ৫০ ॥
ততো দেবা বিনির্ধূতা হৃতরাজ্যা হৃতশ্রিয়ঃ।
সন্ত্যজ্য নন্দনং সর্ব্বে নির্যযুর্গিরিগহ্বরে ॥ ৫১ ॥
হৃতাধিকারাস্তে সর্ব্বে বভ্রমুর্বিজনে বনে।
নিরালম্বা নিরাধারা নিস্তেজস্কা নিরায়ুধাঃ ॥ ৫২ ॥
বিচেরুরমরাঃ সর্ব্বে পর্ব্বতানাং গুহাসু চ।
উদ্যানেষু চ শূন্যেষু নদীনাং গহ্বরেষু চ ॥ ৫৩ ॥
ন প্রাপুস্তে সুখং কাপি স্থানভ্রষ্টা বিচেতসঃ।
লোকপালা মহারাজ! দৈবাধীনং সুখং কিল ॥ ৫৪ ॥
বলবন্তো মহাভাগা বহুজ্ঞা ধনসংযুতাঃ।
কালে দুঃখং তথা দৈন্যমাপ্নুবন্তি নরাধিপ! ॥ ৫৫ ॥

তত ইতি। বিনির্ধূতা ধর্ষিতা দূরীকৃতাশ্চেত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥
বৃত্ত্যাদ্যবলম্বনরহিতাঃ। নিরাধারা আশ্রয়স্থানশূন্যা ইত্যর্থঃ। অপ্রাপ্তযজ্ঞভাগাদিত্বাৎ নিস্তেজস্কা ইত্যর্থঃ ॥ ৫২—৫৬ ॥

কুবেরকে রণে পরাজয় করিয়া তাঁহার রাজ্যগ্রহণ পূর্ব্বক শাসন করিতে লাগিল ॥ ৪৭—৪৮ ॥ চন্দ্র, সূর্য্য এবং যমকে পরাজিত করিয়া তাহাদের পদ অধিকার করিল ॥ ৪৯ ॥ নিশুম্ভ স্বীয় বলে পরিবৃত হইয়া বরুণের অনলের ওবায়ুর রাজ্য হরণ করিয়া তাঁহাদের কার্য্য করিতে লাগিল ॥ ৫০ ॥ তখন রাজ্যভ্রষ্ট ও শ্রীভ্রষ্ট হওয়ায় দেবতাগণ সন্ত্রস্ত হইয়া নন্দনকানন পরিত্যাগ পূর্ব্বক গিরিগহ্বরে পলায়ন করিলেন ॥ ৫১ ॥ অধিকার সমস্ত হৃত হইলে, তাঁহারা সকলে আয়ুধবিহীন তেজোহীন, আলয়বিহীন ও স্থানভ্রষ্ট হইয়া নির্জ্জন বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫২ ॥

মহারাজ! লোকপাল অমরবর্গ ব্যাকুল হৃদয়ে জনশূন্য উদ্যানে পর্ব্বতগুহা এবং নদী প্রভৃতি স্থানে বিচরণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু স্থানভ্রষ্ট হইয়া কুত্রাপি সুখলাভ করিতে পারিলেন না; কারণ সুখ একান্তই দৈবায়ত্ত ॥ ৫৩—৫৪ ॥ নরনাথ! যাহাদের প্রচুর জ্ঞান, বল ও ধন আছে তাদৃশ মহাভাগ পুরুষেরাও কালে দুঃখ ও দরিদ্রতা প্রাপ্ত হয় ॥ ৫৫ ॥

চিত্রমেতন্মহারাজ! কালস্যৈব বিচেষ্টিতম্।
যঃ করোতি নরং তাবদ্রাজানং ভিক্ষুকং ততঃ॥ ৫৬॥
দাতারং যাচকঞ্চৈব বলবন্তং তথাবলম্।
পণ্ডিতং বিকলং কামং শূরঞ্চাতীব কাতরম্॥ ৫৭॥
মখানাঞ্চ শতং কৃত্বা প্রাপ্যেন্দ্রাসনমুত্তমম্।
পুনর্দুঃখং পরং প্রাপ্তং কালস্য গতিরীদৃশী॥ ৫৮॥
কালঃ করোতি ধর্ম্মিষ্ঠং পুরুষং জ্ঞানসংযুতম্।
তমেবাতীব পাপিষ্ঠং জ্ঞানলেশবিবর্জ্জিতম্॥ ৫৯॥
ন বিস্ময়োঽত্র কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বথা কালচেষ্টিতে।
ব্রহ্মবিষ্ণুহরাদীনামপীদৃক্কষ্টচেষ্টিতম্॥ ৬০॥
বিষ্ণুর্জননমাপ্নোতি শূকরাদিষু যোনিষু।
হরঃ কপালী সঞ্জাতঃ কালেনৈব বলীয়সা॥ ৬১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে শুম্ভনিশুম্ভস্বর্গবিজয়ো নাম একবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২১॥

পণ্ডিতমিতি। বিকলং ব্যাকুলত্বাদ্বোধহীনমিত্যর্থঃ॥ ৫৭—৬১॥)

ইতি শ্রীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে একবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২১॥

মহারাজ! কালের কি বিচিত্র গতি? কাল, রাজাকে ভিক্ষুক, দাতাকে যাচক, বলবান্‌কে দুর্ব্বল, পণ্ডিতকে মূর্খ ও শূরকে অতীব কাতর করিয়া থাকে॥ ৫৬-৫৭॥ মহারাজ! বাসব শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া উত্তম ইন্দ্রাসন প্রাপ্ত হইয়াও পুনর্ব্বার নিরতিশয় দুঃখলাভ করিলেন সুতরাং কালের গতি এইরূপই জানিবেন॥ ৫৮॥ কালই যে পুরুষকে জ্ঞানরত্ন প্রদান করিয়া ধর্ম্মিষ্ঠ করে, আবার তাহাকেই জ্ঞানরত্ন হইতে বঞ্চিত করিয়া পাপিষ্ঠ করিয়া থাকে॥ ৫৯॥ ভগবান্ বিষ্ণু বলবান্ কালের বশবর্ত্তী হইয়া শূকর প্রভৃতি নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং মহাদেবও অস্পৃশ্য নরকপাল ধারণ করেন; যখন ব্রহ্মা বিষ্ণু হর প্রভৃতিকেও ঈদৃশ কষ্টকর কার্য্য করিতে হয় তখন কালের এই সকল কার্য্যে কোনরূপে বিস্ময়প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে॥ ৬০—৬১॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে শুম্ভ ও নিশুম্ভের স্বর্গবিজয় নামক একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

পরাজিতাঃ সুরাঃ সর্ব্বে রাজ্যং শুম্ভঃ শশাস হ।
এবং বর্ষসহস্রস্তু জগাম নৃপসত্তম! ॥ ১ ॥
ভ্রষ্টরাজ্যাস্ততো দেবাশ্চিন্তামাপুঃ সুদুস্তরাম্।
গুরুং দুঃখাতুরাস্তে তু পপ্রচ্ছুরিদমাদৃতাঃ ॥ ২ ॥
কিং কর্ত্তব্যং গুরো! ব্রূহি সর্ব্বজ্ঞ! ত্বং মহামুনিঃ।
উপায়োঽস্তি মহাভাগ! দুঃখস্য বিনিবৃত্তয়ে ॥ ৩ ॥
উপচারপরা নূনং বেদমন্ত্রাঃ সহস্রশঃ।
বাঞ্ছিতার্থকরা নূনং সূত্রৈঃ সংলক্ষিতাঃ কিল ॥ ৪ ॥
ইষ্টয়ো বিবিধাঃ প্রোক্তাঃ সর্ব্বকামফলপ্রদাঃ।
তাঃ কুরুষ্ব মুনে! নূনং ত্বং জানাসি চ তৎক্রিয়াঃ ॥ ৫ ॥
বিধিঃ শত্রুবিনাশায় যথোদ্দিষ্টঃ সদাগমে।
তং কুরুষ্বাদ্য বিধিবদ্‌যথা নো দুঃখসংক্ষয়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তাধিকৈশ্চ পঞ্চাশৎপদ্যৈরথ সুরৈঃ স্তুতা।
প্রাদুর্ভূতা পরা দেবী দেবকার্য্যার্থমুচ্যতে ॥
দেবপরাজয়োত্তরং জাতং বৃত্তমাহ পরাজিতা ইতি ॥ ১ ॥
গুরুং বৃহস্পতিম্ ॥ ২—৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, নৃপসত্তম! সমস্ত সুরগণ পরাজিত হইলে পর শুম্ভ তাঁহাদের সমস্ত রাজ্য শাসন করিতে লাগিল, এইরূপে সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল ॥ ১ ॥ পরন্তু দেবগণ রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া অতীব দুস্তর চিন্তা-সাগরে নিমগ্ন হইলেন, অবশেষে দুঃখে একান্ত কাতর হইয়া আদর সহকারে নিজগুরু বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥২॥ গুরো! আপনি মুনিগণের অগ্রগণ্য; বিশেষত সর্ব্বজ্ঞ অতএব এক্ষণে আমাদিগের কর্ত্তব্য কি? হে মহাভাগ! উপস্থিত মহাদুঃখ নিবারণের যদি কোন উপায় থাকে তবে তাহা আপনি বলুন ॥৩॥ সহস্র সহস্র বেদমন্ত্র আছে কিন্তু তৎসমস্তই যথাবিধি অনুষ্ঠান সাপেক্ষ, যদি তাঁহারা সূত্র দ্বারা সর্ব্বতোভাবে লক্ষিত হন তবে অবশ্যই বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥ মুনিবর! সমস্ত অভিলষিত কার্য্য প্রদান করে ঈদৃশ বিবিধ যজ্ঞের বিষয় বেদে উক্ত হইয়াছে, আপনি নিশ্চয়ই সেই সকল কার্য্য বিদিত আছেন, অতএব সেই সকল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন ॥ ৫ ॥

ভবেদাঙ্গিরসাদ্যৈর তথা ত্বং কর্ত্তুমর্হসি।
দানবানাং বিনাশায় অভিচারং যথামতি ॥ ৭ ॥
বৃহস্পতিরুবাচ।
সর্ব্বে মন্ত্রাশ্চ বেদোক্তা দৈবাধীনফলাশ্চ তে।
ন স্বতন্ত্রাঃ সুরাধীশ! তথৈকান্তফলপ্রদাঃ ॥ ৮ ॥
মন্ত্রাণাং দেবতা যূয়ং তে তু দুঃখৈকভাজনম্।
জাতাঃ স্ম কালযোগেন কিং করোমি প্রসাধনম্ ॥ ৯ ॥
ইন্দ্রাগ্নিবরুণাদীনাং যজনং যজ্ঞকর্ম্মসু।
তে যূয়ং বিপদং প্রাপ্তাঃ করিষ্যন্তি কিমিষ্টয়ঃ ॥ ১০ ॥
অবশ্যম্ভাবিভাবানাং প্রতীকারো ন বিদ্যতে।
উপায়স্তথ কর্ত্তব্য ইতি শিষ্টানুশাসনম্ ॥ ১১ ॥
দৈবং হি বলবৎ কেচিৎ প্রদবন্তি মনীষিণঃ।
উপায়বাদিনো দৈবং প্রবদন্তি নিরর্থকম্ ॥ ১২ ॥

হে আঙ্গিরস! অঙ্গিরোগোত্রোদ্ভব! ॥ ৭ ॥
একান্তফলপ্রদাঃ নিয়মেন ফলপ্রদাঃ ॥ ৮—৯ ॥
তদা ইষ্টয়ঃ কিং করিষ্যন্তীত্যর্থঃ ॥ ১০—১১ ॥
নমু দৈবমেব প্রবলং চেদুপায়ঃ কিমিতি কর্ত্তব্য ইতি চেত্তত্রাহ দৈবমিতি ॥ ১২ ॥

বেদে শত্রু বিনাশের নিমিত্ত যেরূপ বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে আপনি সেই বিধি অনুসারে কার্য্য সম্পাদন করুন; আঙ্গিরস! যাহাতে আমাদিগের আশু ক্লেশ নাশ হয় আপনি দানবদিগের বিনাশের নিমিত্ত জ্ঞানানুসারে সেইরূপে অভিচার ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করুন ॥ ৬—৭ ॥

বৃহস্পতি বলিলেন, সুরাধিপ! বেদোক্ত সমস্ত মন্ত্র দৈবের অধীন হইয়াই ফল প্রদান করেন, বস্তুত তাঁহারা একান্তফলপ্রদ নহেন, কেবল নিয়মের বাধ্য হইয়া ফলপ্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥ তোমরাই মন্ত্র সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, কিন্তু কালযোগে এক্ষণে তোমরাই এক মাত্র দুঃখের ভাজন হইয়াছ, অতএব আমি তাহাতে কি উপায় করিব ॥ ৯ ॥ দেখ, যজ্ঞকার্য্যে ইন্দ্র, অগ্নি ও বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণের যজন হইয়া থাকে, কিন্তু তোমরাই সকলে মহাবিপদে পতিত হইয়াছ সুতরাং যজ্ঞ সকল আর কি করিবে? ॥ ১০ ॥ অতএব, যে সকল কার্য্য অবশ্যম্ভাবি তাহার প্রতিকার নাই; কিন্তু শিষ্টগণ অনুশাসন করিয়াছেন যে, এরূপ স্থলে উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য ॥ ১১ ॥ কোন কোন পণ্ডিতেরা বলেন যে, দৈবই বলবান্ কিন্তু উপায়বাদিরা কহিয়া থাকেন যে, দৈব অনর্থক, উপায় বা পুরুষার্থ

দৈবঞ্চৈবাপ্যুপায়শ্চ দ্বাবেবাভিমতৌ নৃণাম্ ।
কেবলং দৈবমাশ্রিত্য ন স্থাতব্যং কদাচন ॥ ১৩ ॥
উপায়ঃ সর্ব্বথা কার্য্যো বিচার্য্য স্বধিয়া পুনঃ ।
তস্মাদ্‌ব্রবীমি বঃ সর্ব্বান্ সংবিচার্য্য পুনঃ পুনঃ ॥ ১৪ ॥
পুরা ভগবতী তুষ্টা জঘান মহিষাসুরম্ ।
যুষ্মাভিস্তু স্তুতা দেবী বরদানং দদাবথ ॥ ১৫ ॥
আপদং নাশয়িষ্যামি সংস্মৃতা বঃ সদৈব হি ।
যদা যদা বো দেবেশা আপদো দৈবসম্ভবাঃ ॥ ১৬ ॥
প্রভবন্তি তদা কামং স্মর্ত্তব্যাহং সুরৈঃ সদা ।
স্মৃতাহং নাশয়িষ্যামি যুষ্মাকং পরমাপদঃ ॥ ১৭ ॥
তস্মাদ্ধিমাচলে গত্বা পর্ব্বতে সুমনোহরে ।
আরাধনং চণ্ডিকায়াঃ কুরুধ্বং প্রেমপূর্ব্বকম্ ॥ ১৮ ॥
মায়াবীজবিধানজ্ঞাস্তৎপুরশ্চরণে রতাঃ ।
জানাম্যহং যোগবলাৎ প্রসন্না সা ভবিষ্যতি ॥ ১৯ ॥

সিদ্ধান্তস্বমস্তীত্যাহ দৈবং চৈবাপ্যুপায়শ্চেতি ॥ ১৩—১৮ ॥

অনুষ্ঠানে মুখ্যো মন্ত্রঃ কো বাস্তীতি চেত্তত্রাহ মায়াবীজেতি। স চ মায়াবিশিষ্টব্রহ্মণো বাচকঃ। হ্রীঙ্কার উভয়াত্মক ইতি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণাৎ। তথা চ মায়াবিশিষ্টব্রহ্মবাচকভুবনেশ্বরী-

---

দ্বারা সকল কার্য্যই সিদ্ধ হইতে পারে ॥ ১২ ॥ কিন্তু, হে সুররাজ! জীবগণের দৈব ও উপায় এই উভয়বিধই অবলম্বন করা উচিত সুতরাং কেবল দৈবকে আশ্রয় করিয়া থাকা কদাচ কর্ত্তব্য নহে ॥ ১৩ ॥ অতএব, স্বীয় বুদ্ধি অনুসারে বারংবার বিচার করিয়া সর্ব্বতোভাবে উপায় করা কর্ত্তব্য। দেবগণ! আমি পুনঃ পুনঃ বিশেষ বিবেচনা করিয়া তোমাদিগকে বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ১৪ ॥ পূর্ব্বকালে ভগবতী প্রসন্ন হইয়া মহিষাসুরকে বধ করিয়াছিলেন; তৎকালে তোমরা সকলে দেবীর স্তব করিলে তিনি তোমাদিগকে বর দান করিয়াছিলেন যে, তোমরা স্মরণ করিবামাত্র আমি সকল সময়েই তোমাদিগের আপদ্ বিনষ্ট করিব; দেবতাগণ! যে যে সময়ে তোমাদিগের দৈবজনিত কোন বিপদ্ উপস্থিত হইবে, তখনই তোমরা অবশ্যই আমাকে নিরন্তর স্মরণ করিবে। তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে পরম বিপদসাগর হইতে উদ্ধার করিব ॥ ১৫—১৭ ॥ অতএব, তোমরা পরম পবিত্র অতি মনোহর হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিয়া প্রীতিসহকারে পরমারাধ্যা চণ্ডিকাদেবীর আরাধনা কর ॥ ১৮ ॥ তোমরা মায়াবীজের বিধান বিদিত হইয়া তাঁহার পুরশ্চরণে প্রবৃত্ত হও; আমি যোগবলে জানিতে পারিতেছি যে তিনি তোমাদিগের প্রতি প্রসন্ন

দুঃখস্যান্তোঽদ্য যুষ্মাকং দৃশ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২০ ॥
তস্মিন্ শৈলে সদা দেবী তিষ্ঠতীতি ময়া শ্রুতম্।
স্তুতা সংপূজিতা সদ্যো বাঞ্ছিতার্থান্ প্রদাস্যতি ॥ ২১ ॥
নিশ্চয়ং পরমং কৃত্বা গচ্ছধ্বং বো হিমালয়ম্।
সুরাঃ সর্ব্বাণি কার্য্যাণি সা বঃ কামং বিধাস্যতি ॥ ২২ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা দেবাস্তে প্রযযুর্গিরিম্।
হিমালয়ং মহারাজ! দেবীধ্যানপরায়ণাঃ ॥ ২৩ ॥
মায়াবীজং হৃদা নিত্যং জপন্তঃ সর্ব্ব এব হি।
নমশ্চক্রুর্মহামায়াং ভক্তানামভয়প্রদাম্।
তুষ্টুবুঃ স্তোত্রমন্ত্রৈশ্চ ভক্ত্যা পরময়া যুতাঃ ॥ ২৪ ॥
নমো দেবি বিশ্বেশ্বরি! প্রাণনাথে!
সদানন্দরূপে সুরানন্দদে! তে।
নমো দানবান্তপ্রদে! মানবানা-
মনেকার্থদে ভক্তিগম্যস্বরূপে! ॥ ২৫ ॥

মন্ত্রেণ সা মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপিণী ভুবনেশ্বরী দেবতারাধ্যেত্যর্থঃ। তৎপুরশ্চরণে মায়াবীজপুরশ্চরণে রতাঃ আসক্তা ইত্যর্থঃ। তৎসংখ্যা চ শারদায়াম্। প্রজপেন্মন্ত্রবিন্মন্ত্রং দ্বাত্রিংশল্লক্ষমানতঃ। ত্রিঃস্বাদ্বনুক্তেজু হুয়াদিষ্টদ্রব্যৈর্দশাংশত ইতি। দক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতায়ান্ত। রবিলক্ষং জপেদ্বিদ্যামিতি দ্বাদশলক্ষাত্মকং পুরশ্চরণমুক্তম্। হালাস্যমাহাত্ম্যে তু। একলক্ষজপেনৈব সালোক্যং স্যাদ্দ্বিলক্ষতঃ। সামীপ্যং চৈব সাযুজ্যং চতুর্লক্ষজপাৎ স্মৃতে ॥ ইত্যনেন লক্ষচতুষ্টয়াত্মকমপি পুরশ্চরণমভিহিতম্ ॥ ১৯—২৩ ॥

মহামায়াং মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপিণীং ভুবনেশ্বরীমিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

তে তুভ্যমিত্যর্থঃ। সদানন্দরূপে ব্রহ্মরূপে ইত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

হইবেন ॥ ১৯ ॥ আমি দেখিতেছি যে অদ্যই তোমাদিগের বিপদের অবসান হইবে তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। আমি শুনিয়াছি যে, সেই হিমাচলে দেবী সর্ব্বদাই অবস্থিতি করেন; তাঁহার পূজা ও স্তব করিলেই তিনি তোমাদিগকে অবশ্যই অভিলষিত বর প্রদান করিবেন ॥ ২০—২১ ॥ অতএব, তোমরা সকলে স্থিরনিশ্চয় হইয়া সেই হিমালয়ে গমন কর। সুরগণ! তিনি তোমাদিগের সমস্ত কার্য্য অবশ্যই সম্পাদন করিয়া উপস্থিত বিপদের অপনয়ন করিবেন ॥ ২২ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবগণ হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিলেন এবং তাঁহারা সকলেই ভগবতীর আরাধনায় নিমগ্ন হইয়া ভক্তি সহকারে

ন তে নামসংখ্যাং ন তে রূপমীদৃক্
তথা কোঽপি বেদাদিদেবাদিরূপে!।
ত্বমেবাসি সর্ব্বেষু শক্তিস্বরূপা
প্রজাসৃষ্টিসংহারকালে সদৈব ॥ ২৬ ॥
স্মৃতিস্ত্বং ধৃতিস্ত্বং ত্বমেবাসি বুদ্ধি-
র্জরা পুষ্টিতুষ্টী ধৃতিঃ কান্তিশান্তী।
সুবিদ্যা সুলক্ষ্মীর্গতিঃ কীর্ত্তিমেধে
ত্বমেবাসি বিশ্বস্য বীজং পুরাণম্ ॥ ২৭ ॥
যদা যৈঃ স্বরূপৈঃ করোষীহ কার্য্যং
সুরাণাঞ্চ তেভ্যো নমামোঽদ্য শান্ত্যৈ।
ক্ষমা যোগনিদ্রা দয়া ত্বং বিবক্ষা
স্থিতা সর্ব্বভূতেষু শস্তৈঃ স্বরূপৈঃ ॥ ২৮ ॥

আদিদেবো হিরণ্যগর্ভস্তদাদয়ো যে দেবাস্তৎস্বরূপে। হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ইতি শ্রুতেঃ ॥ ২৬ ॥

কান্তিশান্তীতি দ্বন্দ্বঃ। তথা কীর্ত্তিমেধে ইত্যত্রাপি। বিশ্বস্য বীজং মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপমব্যক্তম্ ॥ ২৭ ॥

তেভ্যো রূপেভ্য ইত্যর্থঃ। শান্ত্যৈ কল্যাণার্থমিত্যর্থঃ। তান্যেব রূপাণ্যাহ ক্ষমা যোগনিদ্রেতি ॥ ২৮ ॥

নিরন্তর হৃদয় মধ্যে মায়াবীজ জপ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ভক্তগণের অভয়দায়িনী ব্রহ্মরূপিণী মহামায়াকে প্রণাম করিয়া পরম ভক্তিসহকারে স্তোত্রমন্ত্র দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২৩—২৪ ॥

দেবি! আপনি বিশ্বেশ্বরী এবং বিশ্বজননী সুতরাং জীবনেরও ঈশ্বরী; আপনি সদানন্দস্বরূপিণী সুতরাং আপনি সুরগণেরও আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাকেন অতএব, আপনাকে নমস্কার করি। আপনি দানবদিগকে দলন করিয়াছেন; আপনিই মানবদিগের অভীষ্ট প্রদান করেন; আপনার স্বরূপ ভক্তি দ্বারাই অবগত হওয়া যায়, অতএব দেবি! আমরা আপনাকে নমস্কার করি ॥২৫॥ হে সর্ব্বদেবস্বরূপে! কেহই আপনার রূপের নিশ্চয় করিতে পারেন না এবং আপনার নামেরও কেহ সংখ্যা করিতে পারেন না; প্রাণিগণের সৃজন ও সংহার কালে অধিক কি, সমস্ত কার্য্যেই আপনি নিয়তই শক্তিস্বরূপে অবস্থিতি করিয়া থাকেন; দেবি! আপনিই স্মৃতি, ধৃতি, বুদ্ধি, জরা, পুষ্টি, তুষ্টি, আধাররূপা, কান্তি, শান্তি, সুবিদ্যা, সুলক্ষ্মী, গতি, কীর্ত্তি ও মেধা এবং আপনিই বিশ্বের অব্যক্ত বীজস্বরূপা ॥২৬—২৭॥ আপনি যে সময়ে যে সকল রূপ দ্বারা ইহলোকে, সুরগণের কার্য্য সকল সম্পাদন করিয়া

কৃতং কার্য্যমাদৌ ত্বয়া যৎ সুরাণাং
হতোঽসৌ মহারির্মদান্ধো হয়ারিঃ।
দয়া তে সদা সর্ব্বদেবেষু দেবি!
প্রসিদ্ধা পুরাণেষু বেদেষু গীতা ॥ ২৯ ॥
কিমত্রাস্তি চিত্রং যদম্বা সুতং স্বং
মুদা পালয়েৎ পোষয়েৎ সম্যগেব।
যতস্ত্বং জনিত্রী সুরাণাং সহায়া
কুরুষ্বৈকচিত্তেন কার্য্যং সমগ্রম্ ॥ ৩০ ॥
ন বা তে গুণানামিয়ত্তা স্বরূপং
বয়ং দেবি! জানীমহে বিশ্ববন্দ্যে!।
কৃপাপাত্রমিত্যেব মত্বা তথাস্মান্
ভয়েভ্যঃ সদা পাহি পাতুং সমর্থে! ॥ ৩১ ॥

কৃতং কার্য্যমিতি। যদ্‌যস্মাৎ কারণাত্ত্বয়া যৎ কার্য্যমাদৌ কৃতং কিং তৎ সুরাণাং মহারিঃ শত্রুর্হয়ারির্মহিষাসুরস্ত্বয়া হত ইতি তস্মাৎ কারণাৎ সর্ব্বদেবেষু তে দয়া সদা প্রসিদ্ধা। সা দয়া বেদেষু পুরাণেষু চ গীতা বর্ণিতেত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

ইয়ং যা দয়া ত্বয়া কৃতাত্র কিং চিত্রম্। মাতুঃ স্বভাব এবায়ং যৎ পুত্রেষু দয়া কর্ত্তব্যেত্যাহ কিমত্রাস্তীতি। যতস্ত্বং সুরাণাং জনিত্রী সহায়া চাসি তত একচিত্তেনাস্মাকং সমগ্রং সর্ব্বং কার্য্যং কুরুষ্ব ন পুনর্মহিষবধঃ কৃত ইতি তাবন্মাত্রেণ সন্তোষং কুর্ব্বিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

এতেষাং স্তুতিভক্তিশ্রদ্ধাদিকং দৃষ্ট্বাহং কার্য্যং করিষ্যামীত্যাশাং মা কুরু অস্মাকং তজ্জ্ঞানাভাবাদিত্যাহ ন বা তে ইতি। তে গুণানামিয়ত্তাং তথা তব স্বরূপঞ্চ ন জানীমহে বয়ং যেন স্তুতিং কর্ত্তুং সমর্থা ভবেম। তর্হি কিমর্থং ময়ানুগ্রহঃ কর্ত্তব্য ইতি চেত্তত্রাহ কৃপাপাত্রমিতি ॥ ৩১ ॥

থাকেন, আমরা এক্ষণে শান্তিকামনায় সেই সেই রূপকে নমস্কার করি; আপনিই ক্ষমা, আপনিই যোগনিদ্রা আপনিই দয়া এবং আপনিই নানাবিধ প্রশস্ত স্বরূপে সকল জীবেই বিরাজ করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥ দেবি! আপনি মদান্ধ মহাশত্রু মহিষাসুরকে বিনাশ করিয়া সুরগণের কার্য্য পূর্ব্বেই সম্পাদন করিয়াছেন। অতএব, দেবি! আপনার দয়া সমস্ত দেবতাগণে সর্ব্বদাই প্রসিদ্ধ রহিয়াছে, অধিক কি আপনার সেই দয়া পুরাণ ও বেদেও বর্ণিত হইয়াছে ॥ ২৯ ॥ আপনি সুরগণের জনয়িত্রী সুতরাং মাতা যে স্বীয় পুত্রগণকে আনন্দ সহকারে নিয়ত পালন ও পোষণ করিবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি? বিশেষত আপনি দেবগণের সহায়, অতএব আপনি একচিত্ত হইয়া সমস্ত কার্য্যই সম্পাদন করুন ॥ ৩০ ॥ দেবি! আপনার গুণের ইয়ত্তা অথবা আপনার স্বরূপ আমরা জ্ঞাত নহি। দেবি! বিশ্ব-

বিনা বাণপাতৈর্বিনা মুষ্টিঘাতৈ-
বিনা শূলখড়্গৈর্বিনা শক্তিদণ্ডৈঃ।
রিপূন্ হন্তুমেবাসি শক্তা বিনোদাৎ
তথাপীহ লোকোপকারায় লীলা ॥ ৩২ ॥
ইদং শাশ্বতং নৈব জানন্তি মূঢ়া
ন কার্য্যং বিনা কারণং সম্ভবেদ্বা।
বয়ং তর্কয়ামোঽনুমানং প্রমাণং
ত্বমেবাসি কর্ত্তাস্য বিশ্বস্য চেতি ॥ ৩৩ ॥
অজঃ সৃষ্টিকর্ত্তা মুকুন্দোঽবিতায়ং
হরো নাশকৃদ্বৈ পুরাণে প্রসিদ্ধঃ।
ন কিং ত্বৎপ্রসূতাস্ত্রয়স্তে যুগাদৌ
ত্বমেবাসি সর্ব্বস্য তেনৈব মাতা ॥ ৩৪ ॥

নন্বত্র মহান্ শ্রমো ভবতি ততো নাহমেতৎ কার্য্যং করিষ্যামীতি চেত্তত্রাহ বিনা বাণপাতৈরিতি। অনায়াসেনৈবেচ্ছামাত্রেণৈব সকলজগৎসর্জ্জনবদ্রিপূন্ হন্তুং ত্বং শক্তা সমর্থাসি। কিমর্থং তর্হি ময়া দৈত্যনাশার্থমবতারা ধৃতা ইতি চেল্লোকৈরবতারচেষ্টাবর্ণনং কর্ত্তব্যন্তেন চ তস্য কল্যাণং ভবিতব্যমিতি লোকোপকারায়ৈবাবতারলীলা ইত্যাহ তথাপীতি ॥ ৩২ ॥

নন্বিদং বাক্যং যো জগৎকর্ত্তাস্তি তং প্রতি বক্তব্যং নাহং তথাবিধাস্মীতি চেত্তত্রাহ ইদং শাশ্বতমিতি। মূঢ়া লোকা অপি ইদং জগচ্ছাশ্বতং নৈব জানন্তি জননমরণাদিপরিণামবত্বাৎ। তথা জগতঃ কার্য্যত্বমুৎপত্ত্যাশ্রয়ত্বাৎ সিদ্ধং তচ্চ কার্য্যং কারণং বিনা নৈব সম্ভবেৎ। বা নিশ্চয়েন। তচ্চ কারণং ন কেবল আত্মা নির্ব্বিকারত্বাৎ। ন কেবলং জড়ম্। তস্য নানাবিধনিয়তভোগবজ্জগজ্জনকত্বাসম্ভবাৎ। অতোঽন্যথানুপপত্তিরূপানুমানেন মায়াবিশিষ্টচেতনব্রহ্মরূপিণী ত্বমেব জগৎকারণমিতি বয়ং কল্পয়াম ইত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

নন্বহং জগৎকর্ত্রী চেৎ কথং ব্রহ্মাদয়ঃ সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তার ইতি প্রসিদ্ধমিতি চেত্তত্রাহ অজঃ সৃষ্টিকর্ত্তেতি। অবিতেতি ছেদঃ সত্যং তে জগৎকর্ত্তারঃ পরন্তু তে দেহবত্বাদুৎপত্তিমন্ত এব।

সংসারের সমস্ত লোকই আপনাকে পূজা করিয়া থাকে। আপনি বিপদে রক্ষা করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ সুতরাং আমাদিগকে কৃপাপাত্র বিবেচনা করিয়া এই উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা করুন ॥ ৩১ ॥ আপনি বাণপাত, মুষ্টি প্রহার, শূল, খড়্গ, শক্তি, দণ্ড বা অন্যান্য শস্ত্রের প্রহার ব্যতীত অনায়াসেই ইচ্ছামত রিপু সংহার করিতে পারেন, তথাপি কেবল বিনোদ ও লোক সকলের উপকারের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়া যুদ্ধাদি দ্বারা লীলা করিয়া থাকেন ॥ ৩২ ॥ জনন মরণাদি পরিণাম বশত মূঢ় লোকেরাও জানে যে এই জগৎ নিত্য নহে, কারণ ব্যতীত কখন কার্য্য হইতে পারে না ইহাও তাহারা অবগত আছে; অতএব আপনিই এই বিশ্বসংসারের কারণ, আমরা অনুমান প্রমাণ দ্বারা ইহাই কল্পনা করিয়া থাকি ॥ ৩৩ ॥ ব্রহ্মা

ত্রিভিস্ত্বং পুরারাধিতা দেবি! দত্তা
ত্বয়া শক্তিরুগ্রা চ তেভ্যঃ সমগ্রা।
ত্বয়া সংযুতাস্তে প্রকুর্ব্বন্তি কামং
জগৎপালনোৎপত্তিসংহারমেব ॥ ৩৫ ॥
তে কিং ন মন্দমতয়ো যতয়ো বিমূঢ়া-
স্ত্বাং যেন বিশ্বজননীং সমুপাশ্রয়ন্তি।
বিদ্যাং পরাং সকলকামফলপ্রদাং তাং
মুক্তিপ্রদাং বিবুধবৃন্দসুবন্দিতাঙ্ঘ্রিম্ ॥ ৩৬ ॥
যে বৈষ্ণবাঃ পাশুপতাশ্চ সৌরা
দম্ভাস্ত এব প্রতিভান্তি নূনম্।
ধ্যায়ন্তি ন ত্বাং কমলাঞ্চ লজ্জাং
কান্তিং স্থিতিং কীর্ত্তিমথাপি পুষ্টিম্ ॥ ৩৭ ॥

তথা চ তেষামপি কার্য্যত্বাত্তত্রাপি কারণাপেক্ষায়াং ত্বমেব সর্ব্বকারণং পর্য্যবস্যসীতি ভাবঃ। তথা চ শ্রুতির্মৈত্রায়ণীয়ানাম্ তমো বা ইদমেবাসতৎপরে স্যাত্তৎপরেণেরিতং বিষমত্বং প্রয়াতি যদেতদ্রজ ইত্যারভ্য ব্রহ্মাদীনাং মায়াবিশিষ্টব্রহ্মণ এবোৎপত্তিঃ প্রতিপাদিতেতি ॥ ৩৪ ॥

তদেব স্পষ্টয়তি ত্রিভিস্ত্বমিতি ॥ ৩৫ ॥

ইত্থং যা ত্বং সর্ব্বেশ্বরী ত্বাং যে ন ভজন্তি তে মূঢ়া এবেত্যাহ তে কিং নেতি। যতয়স্তেঽপীত্যর্থঃ। তথা যে বৈষ্ণবাদয়াস্তেঽপি দম্ভা দাম্ভিকা এব মূঢ়া এবেত্যাহ যে বৈষ্ণবা ইতি ॥ ৩৬—৩৭ ॥

সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণু পালনকর্ত্তা ও মহাদেব সংহারকর্ত্তা বলিয়া পুরাণে প্রসিদ্ধ; আপনি এই তিন জনকে যুগাদিতে প্রসব করিয়াছেন, অতএব সেই কারণেই আপনি সকলেরই জননী সন্দেহ নাই ॥ ৩৪ ॥ দেবি! পূর্ব্বে এই তিন দেবতাই আপনার আরাধনা করেন, তখন আপনি প্রসন্না হইয়া সমস্ত উৎকৃষ্ট শক্তি তাহাদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন; তাঁহারা আপনার শক্তি সংযুক্ত হইয়াই সুচারুরূপে জগতের সৃষ্টি পালন ও সংহার করিতেছেন ॥ ৩৫ ॥ দেববৃন্দ যাঁহার চরণ বন্দনা করেন, যাঁহার অর্চ্চনা করিলে সকল অভীষ্ট ফললাভ হয়, যাহারা সেই মুক্তিদাত্রী বিশ্বজননী চিৎস্বরূপিণীর অর্চ্চনা করে না, তাহারা যতি হইলেও কি মন্দমতি মূঢ় নহে? ॥ ৩৬ ॥ যাহারা কমলা, লজ্জা, কান্তি, স্থিতি, কীর্ত্তি, পুষ্টি স্বরূপা আপনাকে ধ্যান করে না, সেই সৌর, পাশুপত ও বৈষ্ণব সকল নিশ্চয়ই দাম্ভিক বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে ॥৩৭॥ জননি! অসুরবর্গ ও হরি হর প্রভৃতি প্রধান

হরিহরাদিভিরপ্যথ সেবিতা
ত্বমিহ দেববরৈরসুরৈস্তথা।
ভুবি ভজন্তি ন যেঽল্পধিয়ো নরা
জননি! তে বিধিনা খলু বঞ্চিতাঃ ॥ ৩৮ ॥
জলধিজাপদপঙ্কজরঞ্জনং
জতুরসেন করোতি হরিঃ স্বয়ম্।
ত্রিনয়নোঽপি ধরাধরজাঙ্ঘ্রি-প-
ঙ্কজপরাগনিষেবণতৎপরঃ ॥ ৩৯ ॥
কিমপরস্য নরস্য কথানকৈ-
স্তব পদাব্জযুগং ন ভজন্তি কে।
বিগতরাগগৃহাশ্চ দয়াং ক্ষমাং
কৃতধিয়ো মুনয়োঽপি ভজন্তি তে ॥ ৪০ ॥
দেবি! ত্বদঙ্ঘ্রিভজনে ন জনা রতা যে
সংসারকূপপতিতাঃ পতিতাঃ কিলামী।
তে কুষ্ঠগুল্মশির-আধিযুতা ভবন্তি
দারিদ্র্যদৈন্যসহিতা রহিতাঃ সুখৌঘৈঃ ॥ ৪১ ॥

নমু কিমিতি তে মূঢ়া ইতি চেত্তে বৈষ্ণবাদ্যা যান্ বিষ্ণ্বাদিদেবান্ ভজন্তি তে দেবা অপি যাং দেবতাং পরাশক্তিং ভজন্তি তামভজন্তস্তে কথং ন মূঢ়া ইত্যাহ। হরিহরাদিভিরপীতি। ন হি রাজসেবকসেবনকর্ত্তা রাজানং ভজতি মুখ্যত্বেন। ন তে কেবলং মূঢ়া অপি তু বিধিনা বঞ্চিতা অপীত্যাহ বিধিনেতি ॥ ৩৮ ॥

কথং হরিহরাদয়ো ভজন্তীতি তৎস্বরূপমাহ জলধিজেতি। জলধিজা রমা। জতু লাক্ষা স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৩৯ ॥

এতাদৃশা ব্রহ্মাদয়ো মহান্তোঽপি যদা ত্বাং ভজন্তি তদা পরস্য কা কথেত্যাহ কিমপরস্যেতি। যে ত্যক্তৈষণা জ্ঞানিনস্তেঽপি ত্বদংশভূতাং দয়াং ক্ষমাঞ্চ ভজন্তীত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

প্রধান দেবগণও ইহলোকে আপনার সেবা করেন; অতএব, যে সকল সামান্য-বুদ্ধি মানব ভূতলে আপনার অর্চ্চনা করে না, বিধাতা নিশ্চয়ই তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছেন ॥ ৩৮ ॥ দেবি! হরি জতুরস দ্বারা কমলার চরণকমল স্বয়ং রঞ্জিত করেন, ত্রিলোচনও পার্ব্বতীর চরণ-কমলের পরাগ সেবন করিতে একান্ত উৎসুক; কমলা ও পার্ব্বতী আপনার অংশ মাত্র, সুতরাং ইহাদের সেবা করিলে আপনারই সেবা হইয়া থাকে। অন্য অন্য নরের কথা দূরে থাকুক যাঁহারা সদসৎ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে পারেন এবং যাহারা বিষয়ানুরাগ ও গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছেন তাদৃশ মুনিগণও আপনার অংশরূপা ক্ষমা ও দয়ার সেবা

যে কাষ্ঠভারবহনে যবসাবহারে
কার্য্যে ভবন্তি নিপুণা ধনদারহীনাঃ।
জানীমহেঽল্পমতিভির্ভবদঙ্ঘ্রিসেবা
পূর্ব্বে ভবে জননি! তৈর্ন কৃতা কদাপি ॥ ৪২ ॥

ব্যাস উবাচ।

এবং স্তুতা সুরৈঃ সর্ব্বৈরম্বিকা করুণান্বিতা।
প্রাদুর্ব্বভূব তরসা রূপযৌবনসংযুতা ॥ ৪৩ ॥
দিব্যাম্বরধরা দেবী দিব্যভূষণভূষিতা।
দিব্যমাল্যসমাযুক্তা দিব্যচন্দনচর্চ্চিতা ॥ ৪৪ ॥
জগন্মোহনলাবণ্যা সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতা।
অদ্বিতীয়স্বরূপা সা দেবানাং দর্শনং গতা ॥ ৪৫ ॥
জাহ্নব্যাং স্নাতুকামা সা নির্গতা গিরিগহ্বরাৎ।
দিব্যরূপধরা দেবী বিশ্বমোহনমোহিনী ॥ ৪৬ ॥
দেবান্ স্তুতিপরানাহ মেঘগম্ভীরয়া গিরা।
প্রেমপূর্ব্বং স্মিতং কৃত্বা কোকিলামঞ্জুবাদিনী ॥ ৪৭ ॥

যে ত্বাং ন ভজন্তি তেষাং গতিরীদৃশী ভবতীত্যাহ দেবি! তদজ্ঘ্রীতি। ভজনে ন রতা ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৪১ ॥
যবসং তৃণং তস্যাবহারো ভক্ষণম্। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৪২—৪৬ ॥

করিতেছেন; অতএব, আপনার চরণ-সরোজের কে না সেবা করিয়া থাকে? ॥৩৯—৪০॥ দেবি! যে সকল মনুষ্য আপনার চরণকমল-সেবায় অনুরক্ত নহে, তাহারা সুখপরম্পরায় বঞ্চিত হইয়া সংসাররূপ ঘোরতর কূপে নিপতিত হয়; অধিক কি সেই পতিত মানবেরা কুষ্ঠ, গুল্ম, শিরঃপীড়া দৈন্য দারিদ্র্য প্রভৃতি মহাক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৪১ ॥ জননি! যে সকল লোক ধন ও বনিতাবিহীন হইয়া কাষ্ঠ ভার বহন, তৃণাহরণ প্রভৃতি কার্য্যে নৈপুণ্য প্রকাশ করে সেই অল্পবুদ্ধি মানবেরা পূর্ব্ব জন্মে কখনই আপনার পদপঙ্কজের সেবা করে নাই, ইহা আমরা বিলক্ষণরূপে জানিতে পারিতেছি ॥ ৪২ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! সমস্ত সুরগণ এইরূপ স্তব করিবামাত্র রূপযৌবনসম্পন্না অম্বিকা দেবী করুণাবশত তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে আবির্ভূত হইলেন ॥ ৪৩ ॥ সেই অলৌকিক রূপ লাবণ্যবতী সর্ব্বসুলক্ষণ-সম্পন্না ভগবতী দিব্য বস্ত্র ভূষণ মাল্য ও চন্দনাদি দ্বারা বিভূষিত হইয়া দেবগণের দর্শনপথে উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৪—৪৫ ॥ বিশ্ব-বিমোহন কন্দর্পও যাহাতে মোহিত হন, ঈদৃশ মনোহর দিব্যরূপ ধারণ করিয়া দেবী গঙ্গায় স্নান করিবার

দেব্যুবাচ।

ভো ভো সুরবরাঃ কাত্র ভবদ্ভিঃ স্তূয়তে ভৃশম্।
কিমর্থং ব্রূত বঃ কার্য্যং চিন্তাবিষ্টাঃ কুতঃ পুনঃ ॥ ৪৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা ভাষিতং তস্যা মোহিতা রূপসম্পদা।
প্রেমপূর্ব্বং হৃদুৎসাহাস্তামূচুঃ সুরসত্তমাঃ ॥ ৪৯ ॥

দেবা ঊচুঃ।

দেবি! স্তুমস্ত্বাং বিশ্বেশি! প্রণতাঃ স্ম কৃপার্ণবে!।
পাহি নঃ সর্ব্বদুঃখেভ্যো সংবিগ্নান্দৈত্যতাপিতান্ ॥ ৫০ ॥
পুরা ত্বয়া মহাদেবি! নিহত্যাসুরকণ্টকম্।
মহিষং নো বরো দত্তঃ স্মর্ত্তব্যাহং সদাপদি ॥ ৫১ ॥
স্মরণাদ্দৈত্যজাং পীড়াং নাশয়িষ্যাম্যসংশয়ম্।
তেন ত্বং সংস্মৃতা দেবি! নূনমস্মাভিরিত্যপি ॥ ৫২ ॥
অদ্য শুম্ভনিশুম্ভৌ দ্বাবসুরৌ ঘোরদর্শনৌ।
উৎপন্নৌ বিঘ্নকর্ত্তারাববধ্যৌ পুরুষৈঃ কিল ॥ ৫৩ ॥

(প্রাদুর্ভাবাদ্যনন্তরং দেবীকৃত্যমাহ দেবানিতি ॥ ৪৭—৫৩ ॥

বাসনায় গিরিগহ্বর হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ৪৬ ॥ কোকিলের ন্যায় মধুরভাষিণী সেই দেবী প্রীতিসহকারে ঈষৎ হাস্য করিয়া মেঘের ন্যায় গম্ভীর স্বরে স্তুতিপরায়ণ দেবগণকে বলিলেন ॥ ৪৭ ॥ হে সুরসত্তমগণ! তোমরা নিরন্তর এস্থানে কাহার স্তব করিতেছ? তোমাদের প্রয়োজনই বা কি? তোমরা এরূপ চিন্তাকুলই বা কেন? এক্ষণে এই সমুদয় সবিস্তার প্রকাশ করিয়া আমাকে বল ॥ ৪৮ ॥ মহারাজ! সুরগণ প্রথমে তাঁহার রূপলাবণ্য দর্শনে বিমোহিত হইলেন, পরে ত্বদীয় মধুর বাক্য শ্রবণে উৎসাহিত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥

দেবি! আপনি এই বিশ্বসংসারের ঈশ্বরী বিশেষত কৃপার সাগর, অতএব আপনাকে প্রণাম করিয়া স্তব করিতেছি, দেবি! আমরা দৈত্যগণের উপদ্রবে তাপিত হইয়া অতিশয় ভীত হইয়াছি, অতএব আপনি আমাদিগকে সমস্ত দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করুন ॥ ৫০ ॥ ভগবতি! আপনি পূর্ব্বে অখিলের কণ্টক স্বরূপ মহিষাসুরকে নিহত করিয়া আমাদিগকে বর দিয়াছেন যে, আপদ্‌কাল উপস্থিত হইলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিও ॥ ৫১ ॥ স্মরণ করিবামাত্র আমি তোমাদের দৈত্যকৃত সমস্ত ক্লেশ বিনাশ করিব, তাহাতে সংশয় নাই; দেবি! আমরা সেই কারণেই এক্ষণে আপনাকে স্মরণ করিয়াছি ॥ ৫২ ॥ অধুনা শুম্ভ

রক্তবীজশ্চ বলবাংশ্চণ্ডমুণ্ডৌ তথাসুরৌ।
এতৈরন্যৈশ্চ দেবানাং হৃতং রাজ্যং মহাবলৈঃ ॥ ৫৪ ॥
গতিরন্যা ন চাস্মাকং ত্বমেবাসি মহাবলে!।
কুরু কার্য্যং সুরাণাং বৈ দুঃখিতানাং সুমধ্যমে! ॥ ৫৫ ॥
দেবাস্ত্বদঙ্ঘ্রিভজনে নিরতাঃ সদৈব
তে দানবৈরতিবলৈর্বিপদং সুনীতাঃ।
তান্ দেবি! দুঃখরহিতান্ কুরু ভক্তিযুক্তান্।
মাতস্ত্বমেব শরণং ভব দুঃখিতানাম্ ॥ ৫৬ ॥
সকলভুবনরক্ষা দেবি! কার্য্যা ত্বয়াদ্য
স্বকৃতমিতি বিদিত্বা বিশ্বমেতদ্ যুগাদৌ।
জননি! জগতি পীড়াং দানবা দর্পযুক্তাঃ
স্ববলমদসমেতাস্তে প্রকুর্ব্বন্তি মাতঃ! ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে দেবীস্তুতিবর্ণনং নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

ন কেবলং শুম্ভনিশুম্ভৌ অপিতু অন্যেঽপি সন্তীত্যত আহ রক্তবীজ ইতি ॥ ৫৪-৫৭ ॥)

ইতি শ্রীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

ও নিশুম্ভ নামে ঘোরদর্শন অসুরদ্বয় উৎপন্ন হইয়া বিষম উপদ্রব করিতেছে, কিন্তু ঐ অসুরদ্বয় পুরুষের নিতান্তই অবধ্য ॥ ৫৩ ॥ বলবান্ রক্তবীজ এবং চণ্ড মুণ্ড প্রভৃতি অন্যান্য অসুরগণও মিলিত হইয়া দেবগণের সমস্ত রাজ্য হরণ করিয়াছে ॥ ৫৪ ॥ আপনিই আমাদের একমাত্র গতি, আপনি ভিন্ন আমাদিগের আর অন্য উপায় নাই; অতএব, সুমধ্যমে! আপনি এই একান্ত সন্তাপিত দেবগণের কার্য্য সম্পাদন করুন ॥ ৫৫ ॥ দেবি! আপনার চরণকমলের সেবায় দেবগণ নিয়তই নিরত রহিয়াছে, তথাপি অতি বলবান্ দানবেরা তাহাদিগকেই বিপদে পাতিত করিতেছে; মাতঃ! আপনি দুঃখিতদিগের রক্ষাকর্ত্রী, অতএব ভক্তিপরায়ণ দেবগণকে দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করুন ॥ ৫৬ ॥ জননি! দানবগণ স্বীয় বলমদে গর্ব্বিত হইয়া জগতীতলে নানা উপদ্রব করিতেছে, আপনি যুগাদি সময়ে এই বিশ্ব সংসারের স্বয়ং সৃষ্টি করিয়াছেন ইহা বিদিত হইয়া এক্ষণে সকল ভুবনের রক্ষা করা আপনার একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ৫৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে দেবগণকর্ত্তৃক দেবীর স্তুতিবর্ণন নামক দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

এবং স্তুতা তদা দেবী দেবৈঃ শক্রনিপীড়িতৈঃ।
স্বশরীরাৎ পরং রূপং প্রাদুর্ভূতং চকার হ ॥ ১ ॥
পার্ব্বত্যাস্তু শরীরাদ্বৈ নিঃসৃতা চাম্বিকা যদা।
কৌশিকীতি সমস্তেষু ততো লোকেষু পঠ্যতে ॥ ২ ॥
নিঃসৃতায়াস্তু তস্যাং সা পার্ব্বতী তনুব্যত্যয়াৎ।
কৃষ্ণরূপাথ সঞ্জাতা কালিকা সা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৩ ॥
মসীবর্ণা মহাঘোরা দৈত্যানাং ভয়বর্দ্ধিনী।
কালরাত্রীতি সা প্রোক্তা সর্ব্বকামফলপ্রদা ॥ ৪ ॥

অর্দ্ধাধিকৈশ্চ ষট্‌ষষ্টিশ্লোকৈরথ সুরৈঃ স্তুতা।
কৌশিকীতি গিরৌ তত্র প্রাদুর্ভূতেতি চোচ্যতে ॥

দেববাক্যশ্রবণোত্তরং পার্ব্বতী যৎ কৃত্যং চকার তদাহ এবং স্তুতেতি ॥ ১ ॥
কৌশিকীতি। কোশান্নির্গতা কৌশিকী। তদুক্তম্। শরীরকোশাদ্‌যত্তস্যাঃ পার্ব্বত্যা নিঃসৃতাম্বিকা। কৌশিকীতি সমস্তেষু ততো লোকেষু গীয়ত ইতি। পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুত্বম্। তদুক্তং বৈকৃতিকরহস্যে। গৌরীদেহসমুদ্ভূতা যা সত্ত্বৈকগুণাশ্রয়া। সাক্ষাৎ সরস্বতী প্রোক্তা শুম্ভাসুরনিবর্হিণী। দধৌ চাষ্টভুজা বাণমুসলে শূলচক্রভৃৎ। শঙ্খং ঘণ্টাং লাঙ্গলঞ্চ কার্ম্মুকং বসুধাধিপ!। এষা সম্পূজিতা ভক্ত্যা সর্ব্বজ্ঞত্বং প্রযচ্ছতীতি ॥ ২ ॥
নিঃসৃতায়ামিতি। পার্ব্বত্যাস্তনুব্যত্যয়াচ্ছরীরপরিণামাৎ তস্যাং কৌশিক্যাং নিঃসৃতায়াং নির্গতায়াং সত্যাং সা সৈব পার্ব্বতী অথানন্তরং কৃষ্ণরূপা সঞ্জাতা তদা সা কৃষ্ণবর্ণত্বাৎ কালিকেতি প্রকীর্ত্তিতেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥
তস্যা ধ্যানমাহ মসীবর্ণেতি। ইয়মেব কালরাত্রিরিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! শক্রসন্তাপিত সুরগণ এইরূপ স্তব করিলে পর দেবী স্বীয় শরীর হইতে এক পরম রূপের সৃষ্টি করিলেন ॥ ১ ॥ অম্বিকা দেবী পার্ব্বতীর শরীর কোশ হইতে নিঃসৃত হইলেন বলিয়া সমস্ত লোকে কৌশিকী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিলেন ॥ ২ ॥ পার্ব্বতীশরীর হইতে কৌশিকী নিঃসৃত হইলে সেই পার্ব্বতী শরীরের পরিণাম বশত কৃষ্ণবর্ণা হইয়া কালিকা নামে অভিহিত হইলেন ॥ ৩ ॥ তাঁহার সেই ভয়ঙ্কর কৃষ্ণবর্ণ মূর্ত্তি দর্শন করিলে দৈত্যগণেরও ভয় বৃদ্ধি হইয়া থাকে। রাজন্! এই দেবীই ইহ ভুবনে সর্ব্ব-

অম্বিকায়াঃ পরং রূপং বিররাজ মনোহরম্।
সর্ব্বভূষণসংযুক্তং লাবণ্যগুণসংযুতম্॥ ৫ ॥
ততোঽম্বিকা তদা দেবানিত্যুবাচ হ সস্মিতা।
তিষ্ঠন্তু নির্ভয়া যূয়ং হনিষ্যামি রিপূনিহ॥ ৬ ॥
কার্য্যং বঃ সর্ব্বথা কার্য্যং বিহরিষ্যাম্যহং রণে।
নিশুম্ভাদীন্ বধিষ্যামি যুষ্মাকং সুখহেতবে॥ ৭ ॥
ইত্যুক্ত্বা সা তদা দেবী সিংহারূঢ়া মদোৎকটা।
কালিকাং পার্শ্বতঃ কৃত্বা জগাম নগরে রিপোঃ॥ ৮ ॥
সা গত্বোপবনে তস্থাবম্বিকা কালিকান্বিতা।
জগাবথ কলং তত্র জগন্মোহনমোহনম্॥ ৯ ॥
শ্রুত্বা তন্মধুরং গানং মোহমীয়ুঃ খগা মৃগাঃ।
মুদঞ্চ পরমাং প্রাপুরমরা গগনে স্থিতাঃ॥ ১০ ॥
তস্মিন্নবসরে তত্র দানবৌ শুম্ভসেবকৌ।
চণ্ডমুণ্ডাভিধৌ ঘোরৌ রমমাণৌ যদৃচ্ছয়া॥ ১১ ॥

অম্বিকায়া ইতি। যস্যাঃ শরীরাৎ কৌশিক্যুৎপন্না তস্যাঃ পার্ব্বত্যা ইত্যর্থঃ॥ ৫ ॥
ততোঽম্বিকা পার্ব্বতীত্যর্থঃ॥ ৬—৭ ॥
কালিকাং স্বশরীরান্নির্গতাং কৌশিকীমিত্যর্থঃ॥ ৮ ॥

মনোরথ-পূর্ণকারিণী কালরাত্রি নামে বিখ্যাত হইলেন॥ ৪ ॥ তখন অম্বিকার নানাবিধ অলঙ্কারে সুসজ্জিত সেই মনোহর লাবণ্যময় রূপ সুশোভিত হইতে লাগিল॥ ৫ ॥ অনন্তর, অম্বিকা দেবী ঈষৎ হাস্য করিয়া দেবগণকে বলিলেন, তোমরা নির্ভর হইয়া অবস্থান কর, আমি তোমাদিগের শত্রুগণকে এখনিই সংহার করিব॥ ৬ ॥ তোমাদের কার্য্য সম্পাদন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য, অতএব তোমাদিগের সুখ সাধনের নিমিত্ত সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়া নিশুম্ভ প্রভৃতি অসুরগণকে বধ করিব সন্দেহ নাই॥ ৭ ॥

দেবী ভগবতী এই কথা বলিয়া মদগর্ব্বে উদ্ধত হইয়া সিংহ পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক কালিকাকে সঙ্গে লইয়া দেবশত্রু শুম্ভের নগরে প্রবেশ করিলেন॥ ৮ ॥ অম্বিকা কালিকা-সমভিব্যাহারে সেই নগরের উপবনে গমন করিয়া জগতের মোহকর কন্দর্পও যাহা শ্রবণ করিলে মোহিত হয়েন এমন মনোহর মধুর স্বরে গান করিতে লাগিলেন॥ ৯ ॥ অধিক কি, সেই মধুর গান শ্রবণ করিয়া পশুপক্ষিগণও মোহিত হইল; তখন দেবগণ গগনমণ্ডলে থাকিয়া নিরতিশয় আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন॥ ১০ ॥

ইত্যবসরে শুম্ভের অনুচর চণ্ডমুণ্ড নামক ভয়ঙ্কর অসুর দ্বয় ক্রীড়া করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে সেই স্থানে আগমন করিয়া দেখিল যে, সেই মনোহর রূপবতী অম্বিকা দেবী

আগতৌ দদৃশাতে তু তাং তদা দিব্যরূপিণীম্ ।
অম্বিকাং গানসংযুক্তাং কালিকাং পুরতঃ স্থিতাম্ ॥ ১২ ॥
দৃষ্ট্বা তাং দিব্যরূপাঞ্চ দানবৌ বিস্ময়ান্বিতৌ ।
জগ্মতুস্তরসা পার্শ্বং শুম্ভস্য নৃপসত্তম ! ॥ ১৩ ॥
তৌ গত্বা তং সমাসীনং দৈত্যানামধিপং গৃহে ।
ঊচতুর্মধুরাং বাণীং প্রণম্য শিরসা নৃপম্ ॥ ১৪ ॥
রাজন্ ! হিমালয়াৎ কামং কামিনী কামমোহিনী ।
সম্প্রাপ্তা সিংহমারূঢ়া সর্ব্বলক্ষণসংযুতা ॥ ১৫ ॥
নেদৃশী দেবলোকেঽস্তি ন গন্ধর্ব্বপুরে তথা ।
ন দৃষ্টা ন শ্রুতা ক্বাপি পৃথিব্যাং প্রমদোত্তমা ॥ ১৬ ॥
গানঞ্চ তাদৃশং রাজন্ ! করোতি জনরঞ্জনম্ ।
মৃগাস্তিষ্ঠন্তি তৎপার্শ্বে মধুরস্বরমোহিতাঃ ॥ ১৭ ॥
জ্ঞায়তাং কস্য পুত্রীয়ং কিমর্থমিহ চাগতা ।
গৃহ্যতাং রাজশার্দ্দূল ! তব যোগ্যাস্তি কামিনী ॥ ১৮ ॥
জ্ঞাত্বানয় গৃহে ভার্য্যাং কুরু কল্যাণলোচনাম্ ।
নিশ্চিতং নাস্তি সংসারে নারী ত্বেবংবিধা কিল ॥ ১৯ ॥

জগন্মোহনস্য কামস্যাপি মোহনং মোহকারকম্ । কলং মধুরং জগৌ ॥ ৯—১৮ ॥

গান করিতেছেন, আর কালিকা দেবী তাঁহার সম্মুখে বসিয়া রহিয়াছেন ॥ ১১—১২ ॥ নৃপসত্তম ! চণ্ডমুণ্ড ভগবতীর সেই অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শনে বিস্মিত হইয়া অবিলম্বে শুম্ভের সমীপে গমন করিল ॥ ১৩ ॥ তাহারা গৃহমধ্যে সমাসীন দৈত্যপতির নিকটে গমন করিয়া অবনত মস্তকে তাহাকে প্রণাম করিয়া মধুর বাক্যে বলিতে লাগিল ॥ ১৪ ॥ রাজন্ ! হিমালয় হইতে যদৃচ্ছাক্রমে এক কামিনী সিংহে আরোহণ করিয়া এই স্থানে আসিয়াছেন, তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল সমস্ত সুলক্ষণে বিরাজমান, এমন কি সেই রূপ দর্শনে কামও বিমোহিত হয়েন ॥ ১৫ ॥ মহারাজ ! এমন সুন্দরী রমণী দেবলোকে, গন্ধর্ব্ব লোকে অথবা ভূলোকে বিদ্যমান নাই ; এরূপ প্রমদা আমরা কোথাও দেখি নাই এবং কুত্রাপি শুনিও নাই ॥ ১৬ ॥ মহারাজ ! সেই রমণী এরূপ লোকরঞ্জন মনোহর সঙ্গীত করিতেছে যে, মৃগ সকলও সেই মধুর স্বরে বিমোহিত হইয়া তাহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে ॥ ১৭ ॥ রাজেন্দ্র ! এই রমণী আপনার যোগ্যা অতএব এই কামিনী কাহার কন্যা, কি কারণেই বা এখানে আসিয়াছে, অগ্রে ইহা বিদিত হইয়া পরে ইহাকে গ্রহণ করুন ॥১৮॥ আপনি নিশ্চয়ই জানিবেন যে, এরূপ রূপবতী নারী সংসারে আর কেহই নাই ; অতএব,

দেবানাং সর্ব্বরত্নানি গৃহীতানি ত্বয়া নৃপ !।
কস্মান্নেমাং বরারোহাং প্রগৃহ্লাসি নৃপোত্তম ! ॥ ২০ ॥
ইন্দ্রস্যৈরাবতঃ শ্রীমান্ পারিজাততরুস্তথা।
গৃহীতোঽশ্বঃ সপ্তমুখস্ত্বয়া নৃপ ! বলাৎ কিল ॥ ২১ ॥
বিমানং বৈধসং দিব্যং মরালধ্বজসংযুতম্।
ত্বয়াত্তং রত্নভূতং তদ্‌বলেন নৃপ ! চাদ্ভুতম্ ॥ ২২ ॥
কুবেরস্য নিধিঃ পদ্মস্ত্বয়া রাজন্ ! সমাহৃতঃ।
ছত্রং জলপতেঃ শুভ্রং গৃহীতং তত্ত্বয়া বলাৎ ॥ ২৩ ॥
পাশশ্চাপি নিশুম্ভেন ভ্রাত্রা তব নৃপোত্তম !।
গৃহীতোঽস্তি হঠাৎ কামং বরুণস্য জিতস্য চ ॥ ২৪ ॥
অম্লানপঙ্কজাং তুভ্যং মালাং জলনিধির্দদৌ।
ভয়াত্তব মহারাজ ! রত্নানি বিবিধানি চ ॥ ২৫ ॥
মৃত্যোঃ শক্তির্যমস্যাপি দণ্ডঃ পরমদারুণঃ।
ত্বয়া জিত্বা হৃতঃ কামং কিমন্যদ্বর্ণ্যতে নৃপ ! ॥ ২৬ ॥
কামধেনুর্গৃহীতাদ্য বর্ত্ততে সাগরোদ্ভবা।
মেনকাদ্যা বশে রাজংস্তব তিষ্ঠন্তি চাপ্সরাঃ ॥ ২৭ ॥

সংসারে নিশ্চিতং নাস্তীত্যন্বয়ঃ ॥ ১৯—২১ ॥
বৈধসং ব্রহ্মণঃ সম্বন্ধীত্যর্থঃ। মরালো হংসঃ। ত্বয়া আত্তং গৃহীতমিত্যর্থঃ ॥ ২২—২৭ ॥

আপনি সেই সুলোচনাকে গৃহে আনয়ন করিয়া তাহার পাণিগ্রহণ করুন ॥ ১৯ ॥ নরপাল ! আপনি দেবতাগণের সমস্ত রত্নই গ্রহণ করিয়াছেন, তবে কি কারণে এই রমণীরত্ন গ্রহণ করিতেছেন না ? ॥২০॥ রাজন্ ! আপনি ইন্দ্রের পরম সুন্দর ঐরাবত হস্তী, পারিজাত তরু, সপ্তাস্য উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব প্রভৃতি রত্ন সকল বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন ॥ ২১ ॥ নৃপবর ! মরালধ্বজ-চিহ্নিত বিধাতার রত্নস্বরূপ দিব্য বিমান আপনি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন ॥ ২২ ॥ কুবেরের পদ্মনিধি ও জলপতি বরুণের শুভ্র ছত্র আপনি বলসহকারে গ্রহণ করিয়াছেন ॥ ২৩ ॥ নৃপোত্তম ! বরুণ বিজিত হইলে আপনার ভ্রাতা নিশুম্ভ বলপূর্ব্বক তাহার পাশাস্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন ॥ ২৪ ॥ মহারাজ ! সমুদ্র ভয়বশত আপনাকে নানাবিধ রত্ন এবং যাহার কমল কখনও ম্লান হয় না তাদৃশ কমলমালা প্রদান করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন ॥২৫॥ নৃপবর ! অধিক আর কি বলিব আপনি মৃত্যুকে জয় করিয়া তাহার শক্তি এবং যমকে পরাজয় করিয়া তাহার সেই নিদারুণ দণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন ॥ ২৬ ॥ রাজন্ ! যে কামধেনু সাগর হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল, আপনি তাহাকে আনিয়াছেন ; সেই কামধেনু

এবং সর্ব্বাণি রত্নানি ত্বয়াত্তানি বলাদপি ।
কস্মান্ন গৃহ্যতে কান্তারত্নমেষা বরাঙ্গনা ॥ ২৮ ॥
সর্ব্বাণি তে গৃহস্থানি রত্নানি বিশদান্যথ ।
অনয়া সম্ভবিষ্যন্তি রত্নভূতানি ভূপতে ! ॥ ২৯ ॥
ত্রিষু লোকেষু দৈত্যেন্দ্র ! নেদৃশী বর্ত্ততে প্রিয়া ।
তস্মাত্তামানয়াশু ত্বং কুরু ভার্য্যাং মনোহরাম্ ॥ ৩০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি শ্রুত্বা তয়োর্ব্বাক্যং মধুরং মধুরাক্ষরম্ ।
প্রসন্নবদনঃ প্রাহ সুগ্রীবং সন্নিধৌ স্থিতম্ ॥ ৩১ ॥
গচ্ছ সুগ্রীব ! দূতত্বং কুরু কার্য্যং বিচক্ষণ ! ।
বক্তব্যঞ্চ তথা তত্র যথাভ্যেতি কৃশোদরী ॥ ৩২ ॥
উপায়ৌ দ্বৌ প্রযোক্তব্যৌ কান্তাসু সুবিচক্ষণৈঃ ।
সামদানাবিতি প্রাহুঃ শৃঙ্গাররসকোবিদাঃ ॥ ৩৩ ॥
ভেদে প্রযুজ্যমানেঽপি রসাভাসস্তু জায়তে ।
নিগ্রহে রসভঙ্গঃ স্যাত্তস্মাত্তৌ দূষিতৌ বুধৈঃ ॥ ৩৪ ॥

ত্বয়াত্তানি ত্বয়া গৃহীতানি । কান্তারত্নং স্ত্রীরত্নম্ ॥ ২৮—৩৩ ॥

অদ্যাপি আপনার নিকট বিদ্যমান রহিয়াছে ; অধিক কি, মেনকা প্রভৃতি অপ্সরাগণও আপনার বশীভূত হইয়া রহিয়াছে ॥ ২৭ ॥ এইরূপে আপনি পরাক্রম প্রকাশ করিয়া সমস্ত রত্নই আহরণ করিয়াছেন। এই বরাঙ্গণা ও রমণীরত্ন অতএব ইহাকে কি নিমিত্ত গ্রহণ করিতেছেন না ? ॥ ২৮ ॥ ভূপতে ! আপনার গৃহে যে সকল রত্ন আছে, তাহারা এই রমণী-রত্ন দ্বারা বিশদ হইয়া যথার্থ রত্নস্বরূপতা লাভ করিবে সন্দেহ নাই ॥ ২৯ ॥ হে দৈত্যেন্দ্র ! ত্রিলোক মধ্যে এমন প্রিয়তমা ললনা আর নাই অতএব আপনি এই মনোহরা রমণীকে সত্বর আনয়ন করিয়া তাহাকে উপভোগ করুন ॥ ৩০ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! দৈত্যাধিরাজ শুম্ভ চণ্ডমুণ্ডের এইরূপ কোমলাক্ষর মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া সমীপস্থিত সুগ্রীবকে বলিল, সুগ্রীব ! তুমি সকল কার্য্যে বিচক্ষণ, অতএব এক্ষণে আমার দৌত্যকার্য্য সম্পাদন কর। যাহাতে সেই কৃশোদরী আমার নিকট আগমন করে, তুমি তাহার নিকট সেইরূপেই বাক্য বিন্যাস করিবে ॥ ৩১—৩২ ॥ শৃঙ্গাররসে বিচক্ষণ সুধীগণ কহিয়া থাকেন যে, কামিনীগণের নিকট সাম ও দান এই উভয়বিধ উপায় প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য ॥ ৩৩ ॥ কারণ, ভেদ প্রয়োগ করিলে অবশ্য কপটতার প্রয়োজন হয়, সুতরাং কপট ব্যবহারে রসাভাস হয় এবং নিগ্রহ করিলে রসভঙ্গ হয়, অতএব পণ্ডিতগণ এই দুই

সামদানমুখৈর্ব্বাক্যৈঃ শ্লক্ষ্ণৈর্নর্ম্মযুতৈস্তথা।
কা ন যাতি বশে দূত! কামিনী কামপীড়িতা॥ ৩৫॥

ব্যাস উবাচ।

সুগ্রীবস্তু বচঃ শ্রুত্বা শুম্ভোক্তং সুপ্রিয়ং পটু।
জগাম তরসা তত্র যত্রাস্তে জগদম্বিকা॥ ৩৬॥
সোঽপশ্যৎ সুমুখীং কান্তাং সিংহস্যোপরি সংস্থিতাম্।
প্রণম্য মধুরং বাক্যমুবাচ জগদম্বিকাম্॥ ৩৭॥

দূত উবাচ।

বরোরু! ত্রিদশারাতিঃ শুম্ভঃ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ।
ত্রৈলোক্যাধিপতিঃ শূরঃ সর্ব্বজিদ্রাজতে নৃপঃ॥ ৩৮॥
তেনাহং প্রেষিতঃ কামং ত্বৎসকাশং মহাত্মনা।
ত্বদ্রূপশ্রবণাসক্তচিত্তেনাতিবিদূয়তা॥ ৩৯॥
বচনং তস্য তন্বঙ্গি! শৃণু প্রেমপুরঃসরম্।
প্রণিপত্য যথা প্রাহ দৈত্যানামধিপস্ত্বয়ি॥ ৪০॥
দেবা ময়া জিতাঃ সর্ব্বে ত্রৈলোক্যাধিপতিস্ত্বহম্।
যজ্ঞভাগানহং কান্তে! গৃহ্লামীহ স্থিতঃ সদা॥ ৪১॥

রসাভাসঃ। ভেদে কপটস্থাবশ্যং জায়মানত্বাৎ কপটং বিনা ভেদাসম্ভবাৎ সতি তস্মিন্ কপটে রসাভাস এব ভবতীত্যর্থঃ। নিগ্রহে দণ্ডে॥ ৩৪—৪৩॥

উপায়কেই দূষিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন॥ ৩৪॥ দূতবর! সাম ও দান সমন্বিত মধুর-বাক্য প্রয়োগ করিলে কোন্ কামিনী কামবাণে পরিপীড়িতা হইয়া বশীভূত না হইয়া থাকে?॥ ৩৫॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! সুগ্রীব শুম্ভের চাতুর্য্যময় মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া অবিলম্বে জগন্মাতা অম্বিকার সন্নিধানে প্রস্থান করিল॥ ৩৬॥ অনন্তর, সে সিংহবাহনা সুবদনা কান্তা জগদম্বিকাকে অবলোকন করিয়া প্রণতি পূর্ব্বক মধুর বাক্যে বলিতে লাগিল॥ ৩৭॥ সুন্দরি! মহারাজ সুরশত্রু শুম্ভ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও বীরপুরুষ; সেই নরপাল সকলকে পরাজয় করত ত্রৈলোক্যের আধিপত্য লাভ করিয়া পরমসুখে কালযাপন করিতেছেন॥ ৩৮॥ সেই মহাত্মা আপনার রূপলাবণ্যের কথা শ্রবণ করিয়া আপনার প্রতি সাতিশয় আসক্ত হইয়াছেন সুতরাং তিনি অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া আপনার নিকটে স্বাভিলাষ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন॥ ৩৯॥ কৃশাঙ্গি! সেই দৈত্যপতি প্রণত হইয়া আপনাকে যাহা বলিয়াছেন, আপনি তাঁহার সেই প্রেমময় বাক্য শ্রবণ করুন॥ ৪০॥

হৃতসারা কৃতা নূনং দ্যৌর্ময়া রত্নবর্জ্জিতা।
যানি রত্নানি দেবানাং তানি চাহৃতবানহম্ ॥ ৪২ ॥
ভোক্তাহং সর্ব্বরত্নানাং ত্রিষু লোকেষু ভামিনি!।
বশানুগাঃ সুরাঃ সর্ব্বে মম দৈত্যাশ্চ মানবাঃ ॥ ৪৩ ॥
ত্বদ্‌গুণৈঃ কর্ণমাগত্য প্রবিশ্য হৃদয়ান্তরম্।
ত্বদধীনঃ কৃতঃ কামং কিঙ্করোঽস্মি করোমি কিম্ ॥ ৪৪ ॥
ত্বমাজ্ঞাপয় রম্ভোরু! তৎ করোমি বশানুগঃ।
দাসোঽহং তব চার্ব্বঙ্গি! রক্ষ মাং কামবাণতঃ ॥ ৪৫ ॥
ভজ মাং ত্বং মরালাক্ষি! তবাধীনং স্মরাকুলম্।
ত্রৈলোক্যস্বামিনী ভূত্বা ভুঙ্‌ক্ষ্ব ভোগাননুত্তমান্ ॥ ৪৬ ॥
তব চাজ্ঞাকরঃ কান্তে! ভবামি মরণাবধি।
অবধ্যোঽস্মি বরারোহে! সদেবাসুরমানুষৈঃ ॥ ৪৭ ॥
সদা সৌভাগ্যসংযুক্তা ভবিষ্যসি বরাননে!।
যত্র তে রমতে চিত্তং তত্র ক্রীড়স্ব সুন্দরি! ॥ ৪৮ ॥

(ত্রিলোকৈশ্বর্য্যং তবাধীনং তৎ মাং প্রার্থয়সে কিমিত্যত আহ ত্বদ্‌গুণৈরিতি। কর্ণমাগত্য হৃদয়ান্তরং প্রবিশ্য চ ত্বদ্‌গুণৈস্ত্বদধীনঃ কৃত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৪—৫২ ॥)

কান্তে! আমি সমস্ত দেবতাগণকে পরাজিত করিয়া ত্রৈলোক্যের অধিপতি হইয়াছি; বিশেষত আমি গৃহে থাকিয়াই নিয়ত যাবদীয় যজ্ঞের ভাগ গ্রহণ করিতেছি ॥ ৪১ ॥ দেবগণের যে সকল ধন রত্ন ছিল আমি তৎসমস্ত হরণ করিয়া আনিয়াছি সুতরাং রত্নরাশি হৃত হওয়ায় অমর ভুবন নিশ্চয়ই সারবিহীন হইয়াছে ॥ ৪২ ॥ সুন্দরি! ত্রিলোক মধ্যে যে সমস্ত ধন রত্ন আছে, তৎসমুদয়ই আমি ভোগ করিতেছি; অধিক কি, সমস্ত সুর, অসুর ও মানবগণ আমার একান্ত অনুগত হইয়া কালযাপন করিতেছে ॥ ৪৩ ॥ কিন্তু, তোমার গুণগ্রাম আমার কর্ণকুহর দ্বারা হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে নিতান্তই তোমার অধীন করিয়াছে সুতরাং আমি তোমার কিঙ্কর স্বরূপ হইয়াছি; অতএব এক্ষণে আমি কি করিব? সুন্দরি! তুমি যাহা আজ্ঞা করিবে, আমি তোমার বশবর্ত্তী হইয়া তাহাই সম্পাদন করিব। সুন্দরি! আমি তোমার দাস, অতএব আমাকে কামবাণ হইতে পরিত্রাণ কর ॥ ৪৪—৪৫ ॥ মরালনয়নে! আমি তোমার নিতান্ত অধীন বিশেষত কামশরে সাতিশয় আকুল হইয়াছি; অতএব তুমি আমাকে ভজনা কর তাহা হইলে তুমি ত্রৈলোক্যের অধীশ্বরী হইয়া অনুপম ভোগ্যবস্তু সকল উপভোগ করিবে ॥ ৪৬ ॥ নিতম্বিনি! তুমি আমার মৃত্যুর আশঙ্কা করিও না; কারণ, আমাকে দেবতা অসুর ও মানবের অবধ্য বলিয়া জানিবে। আমি চিরদিন তোমার আজ্ঞাকারী দাস হইয়া

ইতি তস্য বচশ্চিত্তে বিমৃশ্য মদমন্থরে!।
বক্তব্যং যস্তবেৎ প্রেম্ণা তদ্‌ব্রূহি মধুরং বচঃ।
শুম্ভায় চঞ্চলাপাঙ্গি! তদ্‌ব্রবীম্যহমাশু বৈ ॥ ৪৯ ॥

ব্যাস উবাচ।

তদ্দূতবচনং শ্রুত্বা স্মিতং কৃত্বা সুপেশলম্।
তং প্রাহ মধুরাং বাচং দেবী দেবার্থসাধিকা ॥ ৫০ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

জানাম্যহং নিশুম্ভঞ্চ শুম্ভঞ্চাতিবলং নৃপম্।
জেতারং সর্ব্বদেবানাং হন্তারঞ্চৈব বিদ্বিষাম্ ॥ ৫১ ॥
রাশিং সর্ব্বগুণানাঞ্চ ভোক্তারং সর্ব্বসম্পদাম্।
দাতারঞ্চাতিশূরঞ্চ সুন্দরং মন্মথাকৃতিম্ ॥ ৫২ ॥
দ্বাত্রিংশল্লক্ষণৈর্যুক্তমবধ্যং সুরমানুষৈঃ।
জ্ঞাত্বা সমাগতাস্ম্যত্র দ্রষ্টুকামা মহাসুরম্ ॥ ৫৩ ॥
রত্নং কনকমায়াতি স্বশোভাধিকবৃদ্ধয়ে।
তত্রাহং স্বপতিং দ্রষ্টুং দূরাদেবাগতাস্মি বৈ ॥ ৫৪ ॥

দ্বাত্রিংশল্লক্ষণানি কাশীখণ্ডে একাদশাধ্যায়ে। পঞ্চসূক্ষ্মঃ পঞ্চদীর্ঘঃ সপ্তরক্তঃ ষড়ুন্নতঃ। ত্রিপৃথুর্লঘুগম্ভীরো দ্বাত্রিংশল্লক্ষণাস্বিতি। ত্রিলঘুস্ত্রিগম্ভীর ইত্যর্থঃ। এতদ্ব্যাখ্যাপি তত্রৈব স্পষ্টা। তানি মহাভারতে চ প্রসিদ্ধানি ॥ ৫৩ ॥

থাকিব ॥ ৪৭ ॥ বরাননে! আমার বাক্য প্রতিপালন করিলে তুমি সৌভাগ্যবতী হইবে; সুন্দরি! তুমি যেখানে অভিলাষ করিবে সেই খানেই বিহার করিয়া বেড়াইবে ॥ ৪৮ ॥ দেবি! সেই দৈত্যপতির এই সমস্ত বাক্য মনে মনে বিবেচনা করিয়া যাহা আপনার বক্তব্য হয় আপনি প্রীতিসহকারে তাদৃশ মধুর বাক্য প্রয়োগ করুন; চঞ্চলাপাঙ্গি! আমি সত্বর গিয়া সেই সমস্ত মহারাজ শুম্ভকে নিবেদন করিতেছি ॥ ৪৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! দেবকার্য্য-তৎপরা ভগবতী দূতের সেই সুমধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করত মধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥ দূত! শুম্ভ ও নিশুম্ভকে আমি বিশেষরূপে জানি। সেই অসুররাজ শুম্ভ অতি বলবান্, সে সমস্ত দেবতাগণকে পরাজয় করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছে সে সর্ব্বগুণের আকর, অতীব শূর, দাতা এবং রতিপতির ন্যায় সুন্দর; সেই দৈত্যবর দ্বাত্রিংশৎ সুলক্ষণে ভূষিত বিশেষত সুর ও মানুষের অবধ্য। দূতবর! ইহা বিদিত হইয়াই আমি সেই মহাসুর শুম্ভকে দর্শন করিতে এখানে আসিয়াছি ॥ ৫১—৫৩ ॥ দেখ, রত্ন স্বীয় শোভার অধিকতর বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত

দৃষ্টা ময়া সুরাঃ সর্ব্বে মানবা ভুবি মানদাঃ।
গন্ধর্ব্বা রাক্ষসাশ্চান্যে যে চাতিপ্রিয়দর্শনাঃ ॥ ৫৫ ॥
সর্ব্বে শুম্ভভয়াদ্ভীতা বেপমানা বিচেতসঃ।
শ্রুত্বা শুম্ভগুণানত্র প্রাপ্তাস্ম্যদ্য দিদৃক্ষয়া ॥ ৫৬ ॥
গচ্ছ দূত মহাভাগ! ব্রূহি শুম্ভং মহাবলম্।
নির্জ্জনে শ্লক্ষ্ণয়া বাচা বচনং বচনান্মম ॥ ৫৭ ॥
ত্বাং জ্ঞাত্বা বলিনাং শ্রেষ্ঠং সুন্দরাণাঞ্চ সুন্দরম্।
দাতারং গুণিনং শূরং সর্ব্ববিদ্যাবিশারদম্ ॥ ৫৮ ॥
জেতারং সর্ব্বদেবানাং দক্ষং চোগ্রং কুলোদ্ভবম্।
ভোক্তারং সর্ব্বরত্নানাং স্বাধীনং স্ববলোন্নতম্ ॥ ৫৯ ॥
পতিকামাস্ম্যহং সত্যং তব যোগ্যা নরাধিপ!।
স্বেচ্ছয়া নগরে তেঽত্র সমায়াতা মহামতে! ॥ ৬০ ॥
মমাস্তি কারণং কিঞ্চিদ্বিবাহে রাক্ষসোত্তম!।
বালভাবাদ্ব্রতং কিঞ্চিৎ কৃতং রাজন্! ময়া পুরা ॥ ৬১ ॥

স্বস্য শোভায়া অধিকবৃদ্ধ্যর্থম্ ॥ ৫৪—৬০ ॥
(শুম্ভস্যৈতাদৃশগুণবত্তাপি ন মম বিবাহকারণমিত্যত আহ মমাস্তীতি। ব্রতং নিয়মঃ ॥ ৬১—৬৩ ॥

যেমন স্বর্ণের নিকট আসিয়া মিলিত হয়, সেইরূপ আমিও স্বীয় পতিকে দর্শন করিবার নিমিত্ত দূর হইতে এখানে আসিয়াছি ॥ ৫৪ ॥ আমি সমস্ত দেবতা, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস ভূতলস্থ বিখ্যাত মানব প্রভৃতি অত্যন্ত প্রিয়দর্শন সমস্ত জনগণকে অবলোকন করিয়া জানিতে পারিলাম যে, তাহারা সকলেই শুম্ভভয়ে ভীত ও বিচেতনপ্রায় হইয়া কম্পিত হইতেছে। অতএব, শুম্ভের এই সমস্ত গুণগ্রাম শ্রবণ করিয়া তাহার দর্শন লালসায় অধুনা এখানে আসিয়াছি ॥ ৫৫-৫৬ ॥ দূত! তুমি অতি সৌভাগ্যবান্ এক্ষণে তুমি শুম্ভ সন্নিধানে গমন করিয়া নির্জ্জনে সেই মহাসুর শুম্ভকে আমার বাক্যানুসারে মধুর বাক্যে বলিবে যে, তুমি বলবানের অগ্রগণ্য, সুন্দর অপেক্ষাও সুন্দর, সমস্ত বিদ্যায় বিশারদ, শূর, গুণী, দাতা, দক্ষ, সৎকুল-সম্ভূত, তেজস্বী এবং দেবগণের বিজেতা বিশেষত স্বীয় বাহুবলে উন্নত ও স্বাধীন হইয়া সমস্ত রত্ন উপভোগ করিতেছ। অতএব, হে নরনাথ! আমি তোমার এই সমস্ত গুণ অবগত হইয়া সত্য সত্যই পতিপ্রাপ্তির অভিলাষে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তোমার নগরে আসিয়াছি। মহাত্মন্! আমিই তোমার যোগ্যা রমণী ॥ ৫৭—৬০ ॥ দৈত্যবর! আমার বিবাহে কিঞ্চিন্মাত্র প্রতিবন্ধক আছে। পূর্ব্বকালে বিরলে বয়স্যাগণের সহিত ক্রীড়া করিতে

ক্রীড়ন্ত্যা চ বয়স্যাভিঃ সহৈকান্তে যদৃচ্ছয়া।
স্বদেহবলদর্পেণ সখীনাং পুরতো রহঃ॥ ৬২॥
মৎসমানবলঃ শূরো রণে মাং জেষ্যতি স্ফুটম্।
তং বরিষ্যাম্যহং কামং জ্ঞাত্বা তস্য বলাবলম্॥ ৬৩॥
জহসুর্বচনং শ্রুত্বা সখ্যো বিস্মিতমানসাঃ।
কিমেতয়া কৃতং ক্রূরং ব্রতমদ্ভুতমাশু বৈ॥ ৬৪॥
তস্মাত্ত্বমপি রাজেন্দ্র! জ্ঞাত্বা মে হীদৃশং বলম্।
জিত্বা মাং স্ববলেনাত্র বাঞ্ছিতং কুরু চাত্মনঃ॥ ৬৫॥
ত্বং বা তবানুজো ভ্রাতা সমেত্য সমরাঙ্গণে।
জিত্বা মাং সমরেণাত্র বিবাহং কুরু সুন্দর!॥ ৬৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে কৌশিকীপ্রাদুর্ভাবো নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৩॥

কিমিতি। ক্রূরং কঠোরতরমিত্যর্থঃ॥ ৬৪—৬৬॥)

ইতি শ্রীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৩॥

করিতে যদৃচ্ছাক্রমে শৈশব স্বভাববশত এবং স্বীয় শরীরের বলে দর্পিত হইয়া সখীদিগের সমক্ষে এক প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, আমার সদৃশ বলশালী কোন বীরপুরুষ যদি আমাকে রণে পরাজয় করিতে পারে তাহা হইলে আমি তাহার বলাবল অবগত হইয়া অবশ্যই তাহাকে বরণ করিব॥ ৬১—৬৩॥ সখীগণ আমার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে হাস্য করিয়াছিল এবং বিস্মিত মানসে বলিয়াছিল যে, এই বালিকা কি জন্য সহসা এরূপ অদ্ভুত কঠোর প্রতিজ্ঞা করিল॥ ৬৪॥ অতএব, রাজেন্দ্র! তুমিও আমার ঈদৃশ বল অবগত হইয়া স্বীয় পরাক্রমে আমাকে পরাজয় করিয়া আপনার অভিলষিত সম্পাদন কর॥ ৬৫॥ হে সর্বাঙ্গ-সুন্দর! তুমি অথবা তোমার অনুজ ভ্রাতা সমর স্থলে আগমন করিয়া আমাকে পরাজয় করিয়া বিবাহ কার্য্য সম্পাদন কর॥ ৬৬॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে কৌশিকীপ্রাদুর্ভাববর্ণন নামক ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

দেব্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা স দূতঃ প্রাহ বিস্মিতঃ।
কিং ব্রূষে রুচিরাপাঙ্গি! স্ত্রীস্বভাবাদ্ধি সাহসাৎ॥ ১॥
ইন্দ্রাদ্যা নির্জ্জিতা যেন দেবা দৈত্যাস্তথাপরে।
তং কথং সমরে দেবি! জেতুমিচ্ছসি ভামিনি!॥ ২॥
ত্রৈলোক্যে তাদৃশো নাস্তি যঃ শুম্ভং সমরে জয়েৎ।
কা ত্বং কমলপত্রাক্ষি! তস্যাগ্রে যুধি সাম্প্রতম্॥ ৩॥
অবিচার্য্য ন বক্তব্যং বচনং কাপি সুন্দরি!।
বলং স্বপরয়োর্জ্ঞাত্বা বক্তব্যং সময়োচিতম্॥ ৪॥
ত্রৈলোক্যাধিপতিঃ শুম্ভস্তব রূপেণ মোহিতঃ।
ত্বাঞ্চ প্রার্থয়তে রাজা কুরু তস্যেপ্সিতং প্রিয়ে!॥ ৫

অর্দ্ধাধিকৈঃ ষষ্টিপদ্যৈর্দূতসংবাদকীর্ত্তনম্।
ক্রিয়তে যত্র দৈত্যানাং কামার্থং মরণং স্মৃতম্।
তস্মাৎ পরস্ত্রিয়ং নৈব কাময়েন্মতিমান্নরঃ।
ইতি দর্শয়িতুং কামবর্ণনং সম্যগীর্য্যতে।
দেবীবাক্যশ্রবণোত্তরং দূতো যদাহ তদ্ব্রবীতি দেব্যা ইতি॥ ১—২॥
যুধি সাম্প্রতং যুদ্ধে যোগ্যেত্যর্থঃ॥ ৩—৮॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! দেবীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া দূত সবিস্ময়ে বলিল, সুন্দরি! তুমি স্ত্রীলোকের স্বভাব বশত বিশেষ বিবেচনা না করিয়া এ কি বলিতেছ?॥ ১॥ দেবি! তুমি বৃথা অভিমানে গর্ব্বিতা; যে শুম্ভ, ইন্দ্রাদি দেবগণ ও অপরাপর অনেক দৈত্যগণকে পরাজয় করিয়াছেন, তুমি তাহাকে কিরূপে সমরে জয় করিতে ইচ্ছা করিতেছ?॥ ২॥ কমলনয়নে! তুমিত দৈত্যরাজ শুম্ভের সম্মুখ সংগ্রামে অতি তুচ্ছ পদার্থ বলিয়াই প্রতীয়মান হইবে, শুম্ভকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে পারে এই ত্রিলোক মধ্যে এমন কোন বীরই নাই॥ ৩॥ সুন্দরি! বিবেচনা না করিয়া কুত্রাপি কোনও বাক্য প্রয়োগ করা উচিত নহে; আপনার ও পরের বল বিদিত হইয়া সময় অনুসারে বাক্য বলাই কর্ত্তব্য॥ ৪॥ ত্রৈলোক্যের অধিপতি রাজা শুম্ভ তোমার রূপ লাবণ্যে মোহিত হইয়া তোমাকে প্রার্থনা করিতেছেন, অতএব তুমি প্রণয়িনী হইয়া তাঁহার অভিলষিত সম্পাদন কর॥ ৫॥

ত্যক্ত্বা মূর্খস্বভাবং ত্বং সম্মান্য বচনং মম।
ভজ শুম্ভং নিশুম্ভং বা হিতমেতদ্‌ব্রবীমি তে ॥ ৬ ॥
শৃঙ্গারঃ সর্ব্বথা সর্ব্বৈঃ প্রাণিভিঃ পরয়া মুদা।
সেবনীয়ো বুদ্ধিমদ্ভির্নবানামুত্তমো যতঃ ॥ ৭ ॥
নাগমিষ্যসি চেদ্বালে! স ক্রুদ্ধঃ পৃথিবীপতিঃ।
অন্যানাজ্ঞাকরান্‌ প্রেষ্য বলান্নেষ্যতি সাম্প্রতম্‌ ॥ ৮ ॥
কেশেষ্বাকৃষ্য তে নূনং দানবা বলদর্পিতাঃ।
ত্বাং নয়িষ্যন্তি বামোরু! তরসা শুম্ভসন্নিধৌ ॥ ৯ ॥
স্বলজ্জাং রক্ষ তন্বঙ্গি! সাহসং সর্ব্বথা ত্যজ।
মানিতা গচ্ছ তৎপার্শ্বে মানপাত্রং যতোঽসি বৈ ॥ ১০ ॥
ক্ব যুদ্ধং নিশিতৈর্ব্বাণৈঃ ক্ব সুখং রতিসঙ্গজম্‌।
সারাসারং পরিচ্ছিদ্য কুরু মে বচনং পটু ॥ ১১ ॥
ভজ শুম্ভং নিশুম্ভং বা লব্ধাসি পরমং শুভম্‌ ॥ ১২ ॥

দেব্যুবাচ।

সত্যং দূত! মহাভাগ! প্রবক্তুং নিপুণো হ্যসি।
নিশুম্ভশুম্ভৌ জানামি বলবন্তাবিতি ধ্রুবম্‌ ॥ ১৩ ॥

তে তব কেশেষু অথবা তে দৈত্যা ইত্যর্থঃ ॥ ৯—১৩ ॥

তুমি এক্ষণে মূর্খস্বভাব পরিত্যাগ করিয়া শুম্ভ অথবা নিশুম্ভকে ভজনা কর, দেখ আমি তোমাকে হিতবাক্যই বলিতেছি অতএব আমার বাক্য প্রতিপালন কর ॥৬॥ নববিধ রসের মধ্যে শৃঙ্গার রস সর্ব্বোত্তম, অতএব পরম আনন্দ সহকারে সেই শৃঙ্গার রস সেবন করা সমস্ত বুদ্ধিমান্‌ প্রাণিগণের একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ৭ ॥ আর দেখ, যদি তুমি বালিকা-স্বভাব বশতঃ শুম্ভের সমীপে গমন না কর তাহা হইলে সেই পৃথিবীপতি কুপিত হইয়া আজ্ঞাকর কিঙ্করগণকে প্রেরণ করিয়া এখনই তোমাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইবেন ॥ ৮ ॥ সুন্দরি! সেই বলদর্পিত দানবেরা তোমার কেশাকর্ষণ করিয়া অবিলম্বে শুম্ভ সন্নিধানে লইয়া যাইবে সন্দেহ নাই ॥ ৯ ॥ কৃশাঙ্গি! তুমি সর্ব্বতোভাবে সাহস পরিত্যাগ করিয়া নিজের মান রক্ষা কর। তুমি সম্মানের পাত্র অতএব সম্মানিত হইয়াই তাঁহার নিকট গমন কর ॥ ১০ ॥ দেখ নিশিত শরনিকর দ্বারা দেহনিকৃন্তনকর যুদ্ধ আর রতি-জনিত সুখ এই উভয়ের কত অন্তর? ইহারা পরস্পর অতিশয় বিভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়; অতএব সারাসার বিবেচনা করিয়া আমার এই হিতকর বাক্য প্রতিপালন কর। শুম্ভ অথবা নিশুম্ভকে ভজনা করিলে তুমি নিরতিশয় সুখলাভ করিবে সন্দেহ নাই ॥ ১১—১২ ॥

প্রতিজ্ঞা মে কৃতা বাল্যাদন্যথা সা কথং ভবেৎ।
তস্মাদ্‌ব্রূহি নিশুম্ভঞ্চ শুম্ভং বা বলবত্তরম্‌ ॥ ১৪ ॥
বিনা যুদ্ধং ন মে ভর্ত্তা ভবিতা কোঽপি সৌষ্ঠবাৎ।
জিত্বা মাং তরসা কামং করং গৃহ্লাতু সাম্প্রতম্‌ ॥ ১৫ ॥
যুদ্ধেচ্ছয়া সমায়াতাং বিদ্ধি মামবলাং নৃপ!।
যুদ্ধং দেহি সমর্থোঽসি বীরধর্ম্মং সমাচর ॥ ১৬ ॥
বিভেষি মম শূলাচ্চেদ্গচ্ছ পাতালমাচিরম্‌।
ত্রিদিবঞ্চ ধরাং ত্যক্ত্বা জীবিতেচ্ছা যদস্তি তে ॥ ১৭ ॥
ইতি দূত! বদাশু ত্বং গত্বা স্বপতিমাদরাৎ।
স বিচার্য্য যথাযুক্তং করিষ্যতি মহাবলঃ ॥ ১৮ ॥
সংসারে দূতধর্ম্মোঽয়ং যৎ সত্যং ভাষণং কিল।
শত্রৌ পত্যৌ চ ধর্ম্মজ্ঞ! তথা ত্বং কুরু মাচিরম্‌ ॥ ১৯ ॥

ব্যাস উবাচ।

অথ তদ্বচনং শ্রুত্বা নীতিমদ্‌বলসংযুতম্‌।
হেতুযুক্তং প্রগল্‌ভঞ্চ বিস্মিতঃ প্রযযৌ তদা ॥ ২০ ॥

(যো মাং জয়তি সংগ্রামে স মে ভর্ত্তা ভবেদিতি মে প্রতিজ্ঞা ইতি বক্তুমাহ প্রতিজ্ঞেত্যাদি ॥ ১৪—২১ ॥)

দেবী বলিলেন, দূত! তুমি অতিশয় ভাগ্যশালী সুতরাং সত্য বলিতে বেশ নিপুণ; শুম্ভ ও নিশুম্ভকে আমি বলবান্‌ বলিয়া বিশেষরূপে অবগত আছি ॥১৩॥ তথাপি বালস্বভাববশত আমি পূর্ব্বে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহার অন্যথা কিরূপে হইবে? অতএব তুমি, অতিশয়-বলশালী সেই শুম্ভ বা নিশুম্ভকে বলিবে যে, যুদ্ধ না করিয়া সৌন্দর্য্য বশত কেহই আমার স্বামী হইতে পারিবে না সুতরাং তুমিও অবিলম্বে আমাকে জয় করিয়া স্বেচ্ছানুসারে আমার পাণিগ্রহণ কর ॥ ১৪-১৫ ॥ আমি অবলা হইলেও যুদ্ধবাসনায় এখানে আসিয়াছি ইহা নিশ্চয় জানিবে; অতএব, যদি সমর্থ হও তবে যুদ্ধ দান করিয়া বীরধর্ম্মের আচরণ কর ॥ ১৬ ॥ আর যদি আমার শূল দর্শনে তোমার ভয় হইয়া থাকে অথবা যদি তোমার জীবনের ইচ্ছা থাকে তবে স্বর্গ ও ধরাতল পরিত্যাগ করিয়া অচিরে পাতালে গমন কর ॥ ১৭ ॥ দূত! তুমি এখনি স্বীয় প্রভুর সন্নিধানে গমন করিয়া আদর সহকারে আমার এই সমস্ত বাক্য বলিবে, অনন্তর সেই মহাবল দানবপতি বিচার করিয়া যাহা উচিত বোধ হয় তাহাই করিবেন ॥১৮॥ ধর্ম্মজ্ঞ! এই সংসারে শত্রু বা স্বামির নিকট সত্য বাক্য বলাই দূতের ধর্ম্ম সন্দেহ নাই, অতএব তুমি প্রভুর নিকটে সত্বর গমন করিয়া সত্য বাক্যই বলিবে ॥ ১৯ ॥

গত্বা দৈত্যপতিং দূতো বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
প্রণম্য পাদয়োঃ প্রহ্বঃ প্রত্যুবাচ নৃপঞ্চ তম্।
রাজনীতিকরং বাক্যং মৃদুপূর্ব্বং প্রিয়ং বচঃ॥ ২১॥

দূত উবাচ।

সত্যং প্রিয়ঞ্চ বক্তব্যং তেন চিন্তাপরো হ্যহম্।
সত্যং প্রিয়ঞ্চ রাজেন্দ্র! বচনং দুর্লভং কিল।
অপ্রিয়ং বদতাং কামং রাজা কুপ্যতি সর্ব্বথা॥ ২২॥
সাক্ষাৎ কুতঃ সমায়াতা কস্য বা কিং বলাবলা।
ন জ্ঞানগোচরং কিঞ্চিৎ কিং ব্রবীমি বিচেষ্টিতম্॥ ২৩॥
যুদ্ধকামা ময়া দৃষ্টা গর্ব্বিতা কটুভাষিণী।
তয়া যৎ কথিতং সম্যক্ তচ্ছৃণুষ্ব মহামতে!॥ ২৪॥

সত্যং প্রিয়ঞ্চ বক্তব্যমিতি। প্রভোরগ্রে সত্যং প্রিয়ঞ্চ বাক্যং বক্তব্যমিতি হি নীতিশাস্ত্রং বর্ত্ততে। তেন হেতুনা হে রাজন্নহং চিন্তাপরোঽস্মীত্যর্থঃ। কুতশ্চিন্তাপর ইতি চেত্তত্রাহ সত্যং প্রিয়ঞ্চেতি। যদি সত্যমুচ্যতে তর্হি তৎকর্ণকঠোরত্বাদপ্রিয়মেব ভবতি যদি তু যথা মনোরঞ্জনং ভবতি তথা বক্তব্যং তর্হি কার্য্যহানিঃ। অতো হি সত্যপ্রিয়াত্মকং বাক্যং দুর্লভমিত্যর্থঃ। অথ রাজকার্য্যানুরোধেন সত্যমেব বক্তব্যং তদা তস্য কর্ণকঠোরত্বাদ্রাজা সর্ব্বথা কুপ্যতীত্যর্থঃ। এতাদৃশমতিকঠোরং বক্তুমযোগ্যাতয়োদাহৃতমিতি ভাবঃ॥ ২২॥
অবলা কিং বলেত্যন্বয়ঃ। ইদং কিঞ্চিদপি জ্ঞানগোচরং ন ভবতি। ময়া কিং বক্তব্যমিত্যর্থঃ॥ ২৩—২৪॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! তখন সেই দূত দেবীর নীতিসম্মত হেতুযুক্ত বলমদগর্ব্বিত প্রগল্‌ভ বাক্য শ্রবণে বিস্মিত হইয়া প্রস্থান করিল॥ ২০॥ অনন্তর দৈত্যপতির সন্নিধানে উপনীত হইয়া তাহার চরণ যুগলে প্রণিপাত করিল এবং পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া বিনীত ভাবে নীতিসংযুক্ত কোমল প্রিয় বাক্য বলিতে লাগিল॥ ২১॥

রাজেন্দ্র! প্রভুর নিকট সত্য এবং প্রিয়বাক্য বলাই উচিত কিন্তু সত্য এবং প্রিয়বাক্য নিতান্ত দুর্লভ; পক্ষান্তরে কর্ণ-কঠোর অপ্রিয়বাক্য বলিলে রাজা নিতান্তই কুপিত হইয়া থাকেন, এই নিমিত্ত এক্ষণে আমি অতিশয় চিন্তান্বিত হইয়াছি॥ ২২॥ রাজেন্দ্র! সেই রমণী অবলা কি বলবতী, তিনি কোথা হইতে এই স্থানে আসিয়াছেন এবং তিনি কাহার রমণী এ সমস্ত বিষয় আমি কিছু মাত্র জানিতে পারি নাই, অতএব তাহার ব্যবহারের বিষয় কিরূপে বলিব?॥ ২৩॥ তবে সেই কটুভাষিণী রমণীকে দর্শন করিয়া এই মাত্র বুঝিলাম যে, তিনি অতিশয় গর্ব্বিতা ও সংগ্রাম বাসনায় এই স্থানে আসিয়াছেন। রাজন্! আপনি অতিশয় বুদ্ধিমান্ অতএব সেই রমণী আপনাকে যাহা বলিয়াছেন,

ময়া বাল্যাৎ প্রতিজ্ঞেয়ং কৃতা পূর্ব্বং বিনোদতঃ।
সখীনাং পুরতঃ কামং বিবাহং প্রতি সর্ব্বথা ॥ ২৫ ॥
যো মাং যুদ্ধে জয়েদদ্ধা দর্পঞ্চ বিধুনোতি বৈ।
তং বরিষ্যাম্যহং কামং পতিং সমবলং কিল ॥ ২৬ ॥
ন মে প্রতিজ্ঞা মিথ্যা সা কর্ত্তব্যা নৃপসত্তম !।
তস্মাদ্যুধ্যস্ব ধর্ম্মজ্ঞ ! জিত্বা মাং স্ববশং কুরু ॥ ২৭ ॥
তয়েতি ব্যাহৃতং বাক্যং শ্রুত্বাহং সমুপাগতঃ।
যথেচ্ছসি মহারাজ ! তথা কুরু তব প্রিয়ম্ ॥ ২৮ ॥
সা যুদ্ধার্থং কৃতমতিঃ সায়ুধা সিংহগামিনী।
নিশ্চলা বর্ত্ততে ভূপ ! যদ্যোগ্যং তদ্বিধীয়তাম্ ॥ ২৯ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য সুগ্রীবস্য নরাধিপঃ।
পপ্রচ্ছ ভ্রাতরং শূরং সমীপস্থং মহাবলম্ ॥ ৩০ ॥

শুম্ভ উবাচ।

ভ্রাতঃ ! কিমত্র কর্ত্তব্যং ব্রূহি সত্যং মহামতে !।
নার্য্যেকা যোদ্ধুকামাস্তি সমাহ্বয়তি সাম্প্রতম্ ॥ ৩১ ॥

(দেবীবাক্যমাহ ময়েতি ॥ ২৫ ॥)

তাহা আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় তাহাই করুন ॥ ২৪ ॥ সেই রমণী বলিল যে, আমি পূর্ব্বে বাল-স্বভাববশত ক্রীড়া করিতে করিতে সখীগণের সমক্ষে বিবাহ বিষয়ে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, যে কোনও বীর আমাকে সর্ব্বতোভাবে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া সহসা আমার গর্ব্ব খর্ব্ব করিবে, আমি সেই সমবল ব্যক্তিকে অবশ্যই পতিত্বে বরণ করিব ॥ ২৫—২৬ ॥ হে নৃপসত্তম ! আপনি ত ধার্ম্মিকবর অতএব আমার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা করা আপনার উচিত নহে ; সংগ্রাম করিয়া আমাকে আপনার বশে আনয়ন করুন্ ॥ ২৭ ॥ মহারাজ ! তাহার কথিত এই বাক্য শ্রবণ করিয়াই আমি প্রত্যাগত হইলাম, এক্ষণে আপনার যাহা প্রিয় হয়, ইচ্ছানুসারে তাহাই করুন ॥ ২৮ ॥ সেই রমণী যুদ্ধের নিমিত্ত কৃত-নিশ্চয় হইয়া নানাবিধ আয়ুধ ধারণ পূর্ব্বক সিংহপৃষ্ঠে নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করিতেছেন এক্ষণে এই বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য তাহাই বিধান করুন ॥ ২৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহরাজ ! নরপতি শুম্ভ সুগ্রীবের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সমীপস্থ বীরবর স্বীয় ভ্রাতা নিশুম্ভকে জিজ্ঞাসা করিল ॥ ৩০ ॥ ভ্রাতঃ ! তুমি অতিশয় বুদ্ধিমান্।

অহং গচ্ছামি সংগ্রামে ত্বং বা গচ্ছ বলান্বিতঃ।
যদ্রোচতে নিশুম্ভাদ্য তৎ কর্ত্তব্যং ময়া কিল ॥ ৩২ ॥

নিশুম্ভ উবাচ।

ন ময়া ন ত্বয়া বীর! গন্তব্যং রণমূর্দ্ধনি।
প্রেষয়স্ব মহারাজ! ত্বরিতং ধূম্রলোচনম্ ॥ ৩৩ ॥
স গত্বা তাং রণে জিত্বা গৃহীত্বা চারুলোচনাম্।
আগমিষ্যতি শুম্ভাত্র বিবাহঃ সংবিধীয়তাম্ ॥ ৩৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

তন্নিশম্য বচস্তস্য শুম্ভো ভ্রাতুঃ কনীয়সঃ।
কোপাৎ সম্প্রেষয়ামাস পার্শ্বস্থং ধূম্রলোচনম্ ॥ ৩৫ ॥

শুম্ভ উবাচ।

ধূম্রলোচন! গচ্ছাশু সৈন্যেন মহতাবৃতঃ।
গৃহীত্বানয় তাং মুগ্ধাং স্ববীর্য্যমদমোহিতাম্ ॥ ৩৬ ॥
দেবো বা দানবো বাপি মনুষ্যো বা মহাবলঃ।
তৎপার্ষ্ণিগ্রাহতাং প্রাপ্তো হন্তব্যস্তরসা ত্বয়া ॥ ৩৭ ॥

যদ্রোচতে তবেতি শেষঃ ॥ ৩২—৩৮ ॥

অতএব এ বিষয়ে কি করা উচিত তাহা সত্য করিয়া বল। একাকিনী রমণী যুদ্ধের অভিলাষ করিয়া সম্প্রতি আমাদিগকে আহ্বান করিতেছে, অতএব আমি সংগ্রামে যাইব, অথবা তুমি সেনাগণ সঙ্গে লইয়া যুদ্ধে গমন করিবে, ইহাতে তোমার যাহা অভিরুচি হইবে আমি তাহাই করিব ॥ ৩১—৩২ ॥

নিশুম্ভ বলিল, মহারাজ! সংগ্রামস্থলে আপনার বা আমার যাওয়া উচিত নহে, অতএব ধূম্রলোচনকে অবিলম্বে সমরে প্রেরণ করুন ॥ ৩৩ ॥ এই বীর তথায় গমন করিয়া সেই চারুলোচনা ললনাকে রণে জয় করত এখানে আনয়ন করুক তাহা হইলেই আপনি তাহাকে বিবাহ করিবেন ॥ ৩৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, শুম্ভ কনিষ্ঠ ভ্রাতার কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ কোপবশত পার্শ্বস্থিত ধূম্রলোচনকে যুদ্ধের নিমিত্ত প্রেরণ করিল ॥ ৩৫ ॥ শুম্ভ বলিল, ধূম্রলোচন! তুমি প্রভূত সেনায় পরিবৃত হইয়া এখনিই রণে গমন কর এবং বীর্য্যমদে গর্ব্বিতা সেই মুগ্ধা রমণীকে লইয়া আইস ॥ ৩৬ ॥ আর যদি দেব দানব অথবা মনুষ্যের মধ্যে কোনও মহাবল ব্যক্তি তাহার পৃষ্ঠরক্ষক হয় তাহা হইলে তুমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে সংহার করিবে ॥ ৩৭ ॥ তাহার

তৎপার্শ্ববর্ত্তিনীং কালীং হত্বা সংগৃহ্যতাং পুনঃ।
শীঘ্রমত্র সমাগচ্ছ কৃত্বা কার্য্যমনুত্তমম্ ॥ ৩৮ ॥
রক্ষণীয়া ত্বয়া সাধ্বী মুঞ্চতা মৃদুমার্গণান্।
যত্নেন মহতা বীর! মৃদুদেহা কৃশোদরী ॥ ৩৯ ॥
তৎসহায়াশ্চ হন্তব্যা যে রণে শস্ত্রপাণয়ঃ।
সর্ব্বথা সা ন হন্তব্যা রক্ষণীয়া প্রযত্নতঃ ॥ ৪০ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যাদিষ্টস্তদা রাজ্ঞা তরসা ধূম্রলোচনঃ।
প্রণম্য শুম্ভং সৈন্যেন বৃতঃ শীঘ্রং যযৌ রণে ॥ ৪১ ॥
অসাধূনাং সহস্রাণাং ষষ্ট্যা তেষাং বৃতস্তথা।
স দদর্শ ততো দেবীং রম্যোপবনসংস্থিতাম্ ॥ ৪২ ॥
দৃষ্ট্বা তাং মৃগশাবাক্ষীং বিনয়েন সমন্বিতঃ।
উবাচ বচনং শ্লক্ষ্ণং হেতুমদ্রসভূষিতম্ ॥ ৪৩ ॥
শৃণু দেবি! মহাভাগে! শুম্ভস্ত্বদ্বিরহাতুরঃ।
দূতং প্রেষিতবান্ পার্শ্বে তব নীতিবিশারদঃ ॥ ৪৪ ॥

রক্ষণীয়া ন হন্তব্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৯—৪১ ॥

অসাধূনাং দৈত্যানামিত্যর্থঃ। তদুক্তম্। বৃতঃ ষষ্ট্যা সহস্রাণামসুরাণাং দ্রুতং যযাবিতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে। ষষ্টিসহস্রাসুরৈঃ সহিত ইত্যর্থঃ। রম্যোপবনসংস্থিতাং দদর্শেত্যন্বয়ঃ ॥ ৪২—৪৪ ॥

পার্শ্ববর্ত্তিনী কালীকে নিহত করিয়া তাহাকে গ্রহণ করিবে। বীরবর! তুমি এই সমস্ত মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়া সত্বর এখানে প্রতিনিবৃত্ত হইবে ॥ ৩৮ ॥ সেই কৃশাঙ্গী সাধ্বীর শরীর অতিশয় কোমল; অতএব যাহাতে সেই রমণী বিনষ্ট না হয় তুমি অতিশয় যত্ন সহকারে সেইরূপে কোমল শরনিকর পরিত্যাগ করিবে ॥ ৩৯ ॥ কিন্তু, যাহারা শস্ত্রধারণ করিয়া তাহার সহায় হইবে তাহাদিগকে সংহার করিবে; ফলত সেই কামিনীকে কোনরূপে নিহত না করিয়া বরং তাহাকে সযত্নে রক্ষা করিবে ॥ ৪০ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! ধূম্রলোচন রাজার এইরূপ আদেশ পাইবামাত্র দৈত্যপতি শুম্ভকে প্রণাম করিয়া ষষ্টিসহস্র দানব সৈন্য সমভিব্যাহারে সত্বর সংগ্রামে প্রস্থান করিল এবং সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, দেবী রমণীয় উপবনে উপবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন ॥ ৪১—৪২ ॥ তখন ধূম্রলোচন সেই মৃগনয়নাকে নয়ন-গোচর করিয়া বিনয় সহকারে হেতুপূর্ণ মধুর সরস বাক্যে বলিতে লাগিল ॥ ৪৩ ॥ দেবি! তুমি অতি সৌভাগ্যবতী

রসভঙ্গভয়োদ্বিগ্নঃ সামপূর্ব্বং ত্বয়ি স্বয়ম্।
তেনাগত্য বচঃ প্রোক্তং বিপরীতং বরাননে! ॥ ৪৫ ॥
বচসা তেন মে ভর্ত্তা চিন্তাবিষ্টমনা নৃপঃ।
বভূব রসমার্গজ্ঞে! শুম্ভঃ কামবিমোহিতঃ ॥ ৪৬ ॥
দূতেন তেন ন জ্ঞাতং হেতুগর্ভং বচস্তব।
যো মাং জয়তি সংগ্রামে যদুক্তং কঠিনং বচঃ ॥ ৪৭ ॥
ন জ্ঞাতস্তেন সংগ্রামো দ্বিবিধঃ খলু মানিনি!।
রতিজোঽথোৎসাহজশ্চ পাত্রভেদে বিবক্ষিতঃ ॥ ৪৮ ॥
রতিজস্ত্বয়ি বামোরু! শত্রোরুৎসাহজঃ স্মৃতঃ।
সুখদঃ প্রথমঃ কান্তে! দুঃখদশ্চারিজঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৯ ॥
জানাম্যহং বরারোহে! ভবত্যা মানসং কিল।
রতিসংগ্রামভাবস্তে হৃদয়ে পরিবর্ত্ততে ॥ ৫০ ॥
ইতি তজ্জ্ঞং বিদিত্বা মাং ত্বৎসকাশং নরাধিপঃ।
প্রেষয়ামাস শুম্ভোঽদ্য বলেন মহতাবৃতম্ ॥ ৫১ ॥

তেন দূতেন বচস্ত্বদুক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৪৫—৪৬ ॥
যদুক্তং ত্বয়া কঠিনং গূঢ়তাৎপর্য্যং বচো বাক্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥
ন জ্ঞাত ইতি। তবাভিপ্রেতঃ সংগ্রামস্তেন মূঢ়েন ন জ্ঞাত ইত্যর্থঃ। কোঽসৌ দ্বিবিধঃ সংগ্রামস্তদাহ রতিজোঽথোৎসাহজশ্চেতি ॥৪৮ ॥
পাত্রভেদমাহ রতিজস্ত্বয়ীতি ॥ ৪৯ ॥
ইদং তবাভিপ্রেতমহং জানামি ন তু পূর্ব্বং প্রেষিতো মূঢ়ো দূত ইত্যর্থঃ ॥ ৫০—৫১ ॥

কারণ দৈত্যপতি শুম্ভ তোমার বিরহে কাতর হইয়াছেন, সেই নীতি বিশারদ রাজা রসভঙ্গের ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া তোমার নিকট প্রীতিবাক্য বলিয়া স্বয়ংই দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু, বরাননে! সেই দূত গিয়া রাজার নিকট সমস্ত বিপরীত বাক্য বলিয়াছে ॥ ৪৪—৪৫ ॥ রসজ্ঞে! তাহাতে কামাতুর মদীয় প্রভু মহারাজ শুম্ভ চিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছেন ॥ ৪৬ ॥ সেই দূত তোমার বাক্যের গূঢ় তাৎপর্য্য অবগত হইতে পারে নাই। মানিনি! "যে ব্যক্তি সংগ্রামে আমাকে জয় করিবে" তোমার এই কঠোর বাক্যের তাৎপর্য্য গূঢ়; সে মূঢ় বলিয়াই তোমার অভিপ্রেত সংগ্রামের অর্থ অগবত হইতে পারে নাই। বামোরু! রতিজনিত ও উৎসাহজনিত সংগ্রাম পাত্রভেদে দুই প্রকার, রতিজনিত সংগ্রাম তোমাতেই শোভা পায় আর উৎসাহজনিত সংগ্রাম শত্রুর প্রতি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এই উভয়বিধ সংগ্রাম মধ্যে রতিজনিত সংগ্রাম সুখদায়ক আর শত্রুজনিত সংগ্রাম ক্লেশদায়ক জানিবে ॥ ৪৭—৪৯ ॥ নিতম্বিনি! তোমার মানসিক ভাব আমি

চতুরাসি মহাভাগে ! শৃণু মে বচনং মৃদু ।
ভজ শুম্ভং ত্রিলোকেশং দেবদর্পনিবর্হণম্ ॥ ৫২ ॥
পট্টরাজ্ঞী প্রিয়া ভূত্বা ভুঙ্ক্ষ্ব ভোগাননুত্তমান্ ।
জেষ্যতি ত্বাং মহাবাহুঃ শুম্ভঃ কামবলার্থবিৎ ॥ ৫৩ ॥
বিচিত্রান্ কুরু হাবাংস্ত্বং সোঽপি ভাবান্ করিষ্যতি ।
ভবিষ্যতি কালিকেয়ং তত্র বৈ নর্ম্মসাক্ষিণী ॥ ৫৪ ॥
এবং সঙ্গরযোগেন পতির্মে পরমার্থবিৎ ।
জিত্বা ত্বাং সুখশয্যায়াং পরিশ্রান্তাং করিষ্যতি ॥ ৫৫ ॥
রক্তদেহাং নখাঘাতৈর্দন্তৈশ্চ খণ্ডিতাধরাম্ ।
স্বেদক্লিন্নাং প্রভগ্নাং ত্বাং সংবিধাস্যতি ভূপতিঃ ॥ ৫৬ ॥
ভবিতা মানসঃ কামো রতিসংগ্রামজস্তব ।
দর্শনাদ্বশ এবাস্তে শুম্ভঃ সর্ব্বাত্মনা প্রিয়ে ! ॥ ৫৭ ॥
বচনং কুরু মে পথ্যং হিতকৃচ্চাপি পেশলম্ ।
ভজ শুম্ভং গণাধ্যক্ষং মাননীয়াতিমানিনী ॥ ৫৮ ॥

ত্বং চতুরাসি অতো মে মম বচনং শৃণ্বিত্যাহ চতুরাসীতি ॥ ৫২—৫৯ ॥

বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি, তোমার হৃদয়ে রতিজনিত সংগ্রামভাবই দেদীপ্যমান রহিয়াছে ॥ ৫০ ॥ নরপতি শুম্ভ অদ্য এই বিষয়ে আমাকে বিশেষজ্ঞ জানিয়া বিপুল সৈন্য সমভিব্যাহারে আমাকেই তোমার নিকটে পাঠাইয়াছেন ॥ ৫১ ॥ ভাগ্যবতি ! তুমি চতুরা, অতএব আমার বাক্যের তাৎপর্য্য অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে, এক্ষণে আমার হিতকর বাক্য শ্রবণ কর। দেখ, শুম্ভ দেবগণের দর্প দলন করিয়া ত্রৈলোক্যের অধীশ্বর হইয়াছেন, তুমি তাঁহাকে বিবাহ কর ॥ ৫২ ॥ তাহা হইলে তুমি তাঁহার প্রিয়তমা পাটরাণী হইয়া অনুত্তম ভোগ উপভোগ করিবে। আর সেই মহাবাহু শুম্ভ কামরণের প্রকৃত অর্থ অবগত আছেন সুতরাং তিনি তোমাকে অনায়াসেই জয় করিবেন ॥ ৫৩ ॥ তুমি বিচিত্র হাব ও মনোগত ভাব প্রদর্শন করিলে তিনিও ভাব প্রকাশ করিবেন। আর সেই কালিকা তোমার মর্ম্মক্রীড়ায় সহচরী হইয়া সেই স্থানেই বাস করিবেন ॥ ৫৪ ॥ কামশাস্ত্রবিৎ দৈত্যপতি শুম্ভের সহিত রতিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তিনি তোমাকে জয় করিয়া সুখশয্যায় পরিশ্রান্ত করিবেন; তিনি তোমার শরীর নখাঘাতে শোণিতসিক্ত এবং অধর দন্ত দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবেন, তখন তুমি ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর হইয়া তাঁহার নিকট রণে ভঙ্গ দিবে ॥ ৫৫—৫৬ ॥ তোমার মানসিক রতিজনিত সংগ্রাম-লালসা এই-রূপে পূর্ণ হইবে। প্রণয়িনি ! তোমার দর্শন মাত্রই শুম্ভ সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার বশীভূত

মন্দভাগ্যাশ্চ তে নূনং শস্ত্রযুদ্ধপ্রিয়াশ্চ যে।
ন তদর্হাসি কান্তে! ত্বং সদা সুরতবল্লভে! ॥ ৫৯ ॥
অশোকং কুরু রাজানং পাদঘাতবিকাশিতম্‌।
বকুলং সীধুসেকেন তথা কুরুবকং কুরু ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে ধূম্রলোচনসংবাদো নাম চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

সীধুসেকেন স্বমুখমদিরাসেকেন বকুলবৃক্ষং তথা কুরুবকবৃক্ষং বিকাশিতমিব রাজানং পাদঘাতেন বিকাশিতম্‌ বিকসিতমশোকমশোকবৃক্ষং কুর্ব্বিত্যর্থঃ। পাদঘাতেনাশোকবৃক্ষস্য সীধুসেকেন বকুলকুরুবকয়োর্বৃদ্ধের্লোকপ্রসিদ্ধত্বাৎ ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

হইবেন ॥ ৫৭ ॥ অতএব, তুমি আমার হিতকর মনোহর বাক্য প্রতিপালন কর। তুমি অতিশয় মানিনী সুতরাং শুম্ভকে বিবাহ করিলে সকলের মাননীয়া হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৫৮ ॥ যাহারা শস্ত্র যুদ্ধকে প্রিয় বলিয়া জ্ঞান করে তাহাদের ভাগ্য নিতান্ত মন্দ সন্দেহ নাই। কান্তে! সুরতই তোমার সতত প্রিয়, সুতরাং শস্ত্রাদি দ্বারা সংগ্রাম করা তোমার উপযুক্ত নহে ॥ ৫৯ ॥ (দেবি! অধিক আর কি বলিব, বকুল ও কুরুবক তরু মুখমদিরা দ্বারা উৎসিক্ত হইলে যেমন বিকসিত হয় এবং অশোক বৃক্ষ স্ত্রীলোকের পদপ্রহারে যেমন বিকসিত হইয়া থাকে তুমিও সেইরূপ মুখমদিরাসেচন ও পদাঘাত দ্বারা রাজার অন্তঃকরণ প্রফুল্লিত করিয়া তাহাকে শোকশূন্য কর ॥ ৬০ ॥)

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে ধূম্রলোচনসংবাদ বর্ণন নামক চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা বিররামাসৌ বচনং ধূম্রলোচনঃ।
প্রত্যুবাচ তদা কালী প্রহস্য ললিতং বচঃ॥ ১॥
বিদূষকোঽসি জাল্ম! ত্বং শৈলূষ ইব ভাষসে।
বৃথা মনোরথাংশ্চিত্তে করোষি মধুরং বদন্॥ ২॥
বলবান্ বলসংযুক্তঃ প্রেষিতোঽসি দুরাত্মনা।
কুরু যুদ্ধং বৃথা বাদং মুঞ্চ মূঢ়মতেঽধুনা॥ ৩॥
হত্বা শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ ত্বাঞ্চান্যাংস্তদ্বলাধিপান্।
দেবী ক্রুদ্ধা শরাঘাতৈর্ব্রজিষ্যতি নিজালয়ম্॥ ৪॥
ক্বাসৌ মন্দমতিঃ শুম্ভঃ ক্ব বা বিশ্ববিমোহিনী।
অযুক্তঃ খলু সংসারে বিবাহবিধিরেতয়োঃ॥ ৫॥
সিংহী কিং ত্বতিকামার্ত্তা জম্বুকং কুরুতে পতিম্।
করিণী গর্দ্দভং বাপি গবয়ং সুরভিঃ কিমু॥ ৬॥

ষষ্টিশ্লোকৈর্ম্মহাদেব্যা হতোঽসৌ ধূম্রলোচনঃ।
বিচারঃ শুম্ভসদসি জাত ইত্যপি কীর্ত্ত্যতে॥

ধূম্রলোচনবাক্যবিরামোত্তরং জাতং বৃত্তমাহ ইত্যুক্ত্বা বিররামেতি॥ ১॥

বিদূষকোঽসীতি। বিদূষকশ্চাটুবটৌ পরনিন্দাকরেঽপি চেতি মেদিনী। শৈলূষো নটঃ॥ ২—৮॥

ব্যাস বলিলেন, জনমেজয়! ধূম্রলোচন এই বলিয়া বিরত হইলে, কালিকা দেবী উৎকট হাস্য করিয়া সুললিত বাক্যে বলিতে আরম্ভ করিলেন॥ ১॥ রে মূঢ়! তুই চাটু বাক্যে নিপুণ বলিয়াই নটের ন্যায় বাক্য-বিন্যাস করিতেছিস্; তুই মনে করিয়াছিস্ যে মধুর বাক্য বলিলেই মনোরথ পূর্ণ হইবে কিন্তু তাহা নিতান্তই অসম্ভব॥২॥ মূঢ়মতে! তুই বলবান্ বিশেষত সেই দুরাত্মার অনুমতি অনুসারে প্রচুর সৈন্য সঙ্গে করিয়া এখানে আসিয়াছিস্, এখন বৃথা বাক্য-ব্যয় পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ কর্॥৩॥ এই দেবী কুপিত হইয়া তোকে শুম্ভ ও নিশুম্ভকে এবং অন্যান্য সেনাপতিদিগকে শরনিকরে সংহার করিয়া পরে স্বীয় আলয়ে গমন করিবেন॥৪॥ দেখ্, শুম্ভ মন্দমতি আর এই দেবী বিশ্ববিমোহিনী সুতরাং এ উভয়ের অন্তর অধিকতর; অতএব, এই সংসারে ইহাদের পরস্পর বিবাহ বিধি নিতান্তই অযোগ্য॥ ৫॥ মূঢ়! তুই বুঝিয়া দেখ্, সিংহী যদিও অতিশয় কামাতুরা হয় তথাপি সে কি কখন সামান্য

গচ্ছ শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ বদ সত্যং বচো মম।
কুরু যুদ্ধং ন চেদ্যাহি পাতালং তরসাধুনা ॥ ৭ ॥

ব্যাস উবাচ।

কালিকায়া বচঃ শ্রুত্বা স দৈত্যো ধূম্রলোচনঃ।
তামুবাচ মহাভাগ! ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ॥ ৮ ॥
দুর্দ্দর্শে! ত্বাং নিহত্যাজৌ সিংহঞ্চ মদগর্ব্বিতম্।
গৃহীত্বৈনাং গমিষ্যামি রাজানং প্রত্যহং কিল ॥ ৯ ॥
রসভঙ্গভয়াৎ কালি! বিভেমি ত্বিহ সাম্প্রতম্।
নোচেত্ত্বাং নিশিতৈর্ব্বাণৈর্হন্ম্যদ্য কলহপ্রিয়ে! ॥ ১০ ॥

কালিকোবাচ।

কিং বিকত্থসি মন্দাত্মন্নায়ং ধর্ম্মো ধনুষ্মতাম্।
স্বশক্ত্যা মুঞ্চ বিশিখান্ গন্তাসি যমসংসদি ॥ ১১ ॥

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং দৈত্যঃ সংগৃহ্য কার্ম্মুকং দৃঢ়ম্।
কালিকাং তাং শরাসারৈর্ববর্ষাতিশিলাশিতৈঃ ॥ ১২ ॥

আজৌ যুদ্ধে। এনাং সুন্দরীমম্বিকাম্। অহং রাজানং প্রতীত্যন্বয়ঃ ॥ ৯ ॥
তর্হি কার্য্যং কুতো ন করোষি চেত্তত্রাহ রসভঙ্গেতি ॥ ১০ ॥

শৃগালকে, করিণী কি গর্দ্দভকে অথবা সুরভি কি গবয়কে পতি করিয়া থাকে? ॥ ৬ ॥ তুই এক্ষণে সত্বর শুম্ভ ও নিশুম্ভের সন্নিধানে গমন করিয়া আমার এই সত্য বাক্য বল্ যে, সে এখনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউক নতুবা অবিলম্বে পাতালে পলায়ন করিয়া আপনার প্রাণ রক্ষা করুক ॥ ৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহাভাগ! সেই দানব ধূম্রলোচন কালিকার বাক্য শ্রবণে অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া আরক্তলোচনে তাঁহাকে বলিতে লাগিল ॥ ৮ ॥ কুৎসিতাঙ্গি! আজি তোমাকে এবং এই মদগর্ব্বিত সিংহকে সমরে নিহত করিয়া এই সুন্দরীকে রাজার নিকট লইয়া যাইব ॥ ৯ ॥ কালি! কেবল রসভঙ্গের ভয়ে এখনও এই কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিতেছি না। কলহপ্রিয়ে! যদি তাহা না হইত তাহা হইলে নিশিত শরসমূহ দ্বারা এখনিই তোমাকে নিহত করিতাম সন্দেহ নাই ॥ ১০ ॥

কালিকা ধূম্রলোচনের এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মূঢ়! তুই কি মিছা আত্মশ্লাঘা করিতেছিস্, ইহা ধনুর্দ্ধারী বীরদিগের ধর্ম্ম নহে, তুই এক্ষণে স্বীয় শক্তি অনুসারে বাণ সকল মোচন কর্, আমি এখনিই তোকে শমন-সভায় প্রেরণ করিতেছি ॥ ১১ ॥

দেবাস্তু প্রেক্ষকাস্তত্র বিমানবরসংস্থিতাঃ।
তাং স্তুবন্তো জয়েত্যূচুর্দ্দেবীং শক্রপুরোগমাঃ॥ ১৩॥
তয়োঃ পরস্পরং যুদ্ধং প্রবৃত্তঞ্চাতিদারুণম্।
বাণখড়্গগদাশক্তিমুসলাদিভিরুৎকটম্॥ ১৪॥
কালিকা বাণপাতৈস্তু হত্বা পূর্ব্বং খরানথ।
বভঞ্জ তদ্রথং ব্যূঢ়ং জহাস চ মুহুর্মুহুঃ॥ ১৫॥
স চান্যং রথমারূঢ়ঃ কোপেন প্রজ্বলন্নিব।
বাণবৃষ্টিং চকারোগ্রাং কালিকোপরি ভারত!॥ ১৬॥
সাপি চিচ্ছেদ তরসা তস্য বাণানসঙ্গতান্।
মুমোচান্যানুগ্রবেগান্ দানবোপরি কালিকা॥ ১৭॥
তৈর্ব্বাণৈর্নিহতাস্তস্য পার্ষ্ণিগ্রাহাঃ সহস্রশঃ।
বভঞ্জ চ রথং বেগাৎ সূতং হত্বা খরানপি॥ ১৮॥
চিচ্ছেদ তদ্ধনুঃ সদ্যো বাণৈরুরগসন্নিভৈঃ।
মুদং চক্রে সুরাণাং সা শঙ্খনাদং তথাকরোৎ॥ ১৯॥

নায়ং ধর্ম্মো মুখেন বল্গনরূপঃ॥ ১১—১৪॥
খরান্ রথবাহান্ রাসভান্॥ ১৫—২১॥

ব্যাস বলিলেন, রাজেন্দ্র! দেবীর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে দানব ধূম্রলোচন সুদৃঢ় কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া কালিকার উপর শাণিত শায়ক সকল বর্ষণ করিতে লাগিল॥ ১২॥ ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ উত্তম উত্তম বিমানে অধিষ্ঠিত হইয়া যুদ্ধ দর্শন এবং জয় হউক বলিয়া দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন॥ ১৩॥ তখন বাণ, খড়্গ, গদা, শক্তি ও মুষল প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র বর্ষণ দ্বারা তাহাদের পরস্পর ঘোরতর নিদারুণ যুদ্ধ হইতে লাগিল॥ ১৪॥ কালিকা শর প্রহার দ্বারা প্রথমত তাহার রথবাহক খর সকলকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন, পরে তাহার বিশাল রথ ভগ্ন করিয়া বারংবার হাস্য করিতে লাগিলেন॥ ১৫॥ হে ভারত! তখন ধূম্রলোচন অন্য রথে আরোহণ করত কোপে প্রজ্বলিত হইয়াই যেন কালিকার উপর ঘোরতর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল॥ ১৬॥ কালিকা দেবীও তাহার বাণ সকল আসিতে না আসিতেই তৎক্ষণাৎ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং দানবের উপর অন্য বাণ সকল সবেগে পরিত্যাগ করিলেন॥ ১৭॥ সেই শরনিকরে তাহার সহস্র সহস্র পার্শ্বরক্ষক নিহত হইল; অধিক কি, তিনি সেই সকল শর দ্বারা তাহার বাহক খর ও সারথিকে নিহত করিয়া রথ ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন॥ ১৮॥ সর্পসদৃশ বেগশালী শরজালে তাহার ধনুক ছিন্ন করিয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন, তদ্দর্শনে দেবতাগণ আনন্দ

বিরথঃ পরিঘং গৃহ্য সর্ব্বলোহময়ং দৃঢ়ম্‌।
আজগাম রথোপস্থং কুপিতো ধূম্রলোচনঃ॥ ২০ ॥
বাচা নির্ভৎর্সয়ন্‌ কালীং করালঃ কালসন্নিভঃ।
অদ্যৈব ত্বাং হনিষ্যামি কুরূপে! পিঙ্গলোচনে! ॥ ২১ ॥
ইত্যুক্ত্বা সহসাগত্য পরিঘং ক্ষিপতে যদা।
হুঙ্কারেণৈব তং ভস্ম চকার তরসাম্বিকা॥ ২২ ॥
দৃষ্ট্বা ভস্মীকৃতং দৈত্যং সৈনিকা ভয়বিহ্বলাঃ।
চক্রুঃ পলায়নং সদ্যো হা তাতেত্যব্রুবন্‌ পথি॥ ২৩ ॥
দেবাস্তং নিহতং দৃষ্ট্বা দানবং ধূম্রলোচনম্‌।
মুমুচুঃ পুষ্পবৃষ্টিং তে মুদিতা গগনে স্থিতাঃ॥ ২৪ ॥
রণভূমিস্তদা রাজন্‌! দারুণা সমপদ্যত।
নিহতৈর্দানবৈরশ্বৈঃ খরৈশ্চ বারণৈস্তথা॥ ২৫ ॥
গৃধ্রাঃ কাকা বটাঃ শ্যেনা বরফা জম্বুকাস্তথা।
ননৃতুশ্চ ক্রুশুঃ প্রেতান্‌ পতিতান্‌রণভূমিষু॥ ২৬ ॥

যদেতি। যদা যস্মিন্‌ কালে ক্ষিপতে ত্যজতি তস্মিন্নেব কালে সাম্বিকা যস্যাঃ শরীরাৎ কৌশিকী নির্গতা সা সুন্দরী অম্বিকা হুঙ্কারেণৈব হুঙ্কারোচ্চারণেনৈব তং ভস্ম চকার। কাষ্ঠং ভস্ম চকারেতিবৎ প্রয়োগঃ। তথা চাম্বিকয়া স হুঙ্কারেণ নাশিতো ন তু কালিকয়া। তদুক্তং মার্কণ্ডেয়পুরাণে হুঙ্কারেণৈব তং ভস্ম সা চকারাম্বিকা তত ইতি॥ ২২ ॥

পথি হাতাতেত্যব্রুবন্নিত্যন্বয়ঃ॥ ২৩—২৪ ॥

নিহতৈর্নির্গতপ্রাণৈর্দ্দানবাদিভির্দারুণা ভয়ঙ্করী সমপদ্যতেত্যন্বয়ঃ॥ ২৫ ॥

লাভ করিলেন॥ ১৯॥ ধূম্রলোচন বিরথ হইবামাত্র কুপিত হইয়া লৌহময় সুদৃঢ় পরিঘ লইয়া রথ সমীপে উপনীত হইল॥ ২০॥ তখন কালসদৃশ ভয়ঙ্কর দানব দেবীকে ভৎর্সনা করিয়া বলিল, কুৎসিতাঙ্গি পিঙ্গলোচনে কালি! আমি এখনিই তোমাকে নিহত করিব॥ ২১॥ এই বলিয়া সহসা তাঁহার নিকট গিয়া যখন পরিঘ নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইল, তখনই অম্বিকা দেবী হুঙ্কার শব্দ দ্বারা তাহাকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিলেন॥ ২২॥ ধূম্রলোচন ভস্মসাৎ হইল দেখিয়া তাহার সৈন্যগণ ভয়বিহ্বল হইয়া পথিমধ্যে হা তাত! হা তাত! বলিয়া রোদন করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল॥ ২৩॥ দেবগণ ধূম্রলোচনকে নিহত দেখিয়া প্রফুল্ল অন্তঃকরণে গগনমণ্ডল হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন॥ ২৪॥ মহারাজ! সেই সময় কোন স্থানে নিহত দানবগণ, কোন স্থানে অশ্ব, কোন স্থানে বারণ ও কোন স্থানে খর সকল পতিত থাকায় রণভূমি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিধারণ করিল॥২৫॥ গৃধ্র, কাক, শ্যেন, বটবরফাদি পিশাচ ও জম্বুক প্রভৃতি মাংসলোলুপ জীবগণ, রণস্থলে

অম্বিকা তদ্রণস্থানং ত্যক্ত্বা দূরং স্থলান্তরে।
গত্বা চকার চাপ্যুগ্রং শঙ্খনাদং ভয়প্রদম্ ॥ ২৭ ॥
তং শ্রুত্বা দরশব্দন্তু শুম্ভঃ সদ্মনি সংস্থিতঃ।
দৃষ্ট্বাথ দানবান্ ভগ্নানাগতান্ রুধিরোক্ষিতান্ ॥ ২৮ ॥
ছিন্নপাদকরাক্ষাংশ্চ মঞ্চকারোপিতানপি।
ভগ্নপৃষ্ঠকটিগ্রীবান্ ক্রন্দমানাননেকশঃ ॥ ২৯ ॥
বীক্ষ্য শুম্ভো নিশুম্ভশ্চ ক্ব গতো ধূম্রলোচনঃ।
কথং ভগ্নাঃ সমায়াতা নানীতা কিং বরাননা ॥ ৩০ ॥
সৈন্যং কুত্র গতং মন্দাঃ কথয়ন্তু যথোচিতম্।
কস্যায়ং শঙ্খনাদোঽদ্য শ্রূয়তে ভয়বর্দ্ধনঃ ॥ ৩১ ॥

গণা ঊচুঃ।

বলঞ্চ পাতিতং সর্ব্বং নিহতো ধূম্রলোচনঃ।
কৃতং কালিকয়া কর্ম্ম রণভূমাবমানুষম্ ॥ ৩২ ॥

বটা বরফাঃ বটবরফশব্দেন পিশাচবিশেষাঃ। তদুক্তং শূলিনীমন্ত্রবিধানে সহস্রং প্রজপেন্মন্ত্রং শূলিন্যা যং স্পৃশন্নরঃ। বটাশ্চ বরফাশ্চৈব ন স্পৃশন্তি কদাচনেতি। চুক্রুশুঃ কোলাহলং চক্রুঃ। রণভূমিষু প্রেতান্ পতিতান্ দৃষ্ট্বেতি শেষঃ ॥ ২৬—৩৩ ॥

পতিত প্রেতদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া নৃত্য ও বিকট কোলাহল শব্দ করিতে লাগিল ॥ ২৬ ॥ তখন, অম্বিকা দেবী সেই রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া দূরবর্ত্তী স্থানে গমন পূর্ব্বক এরূপ ভীতিপ্রদ প্রচণ্ড শঙ্খধ্বনি করিলেন যে, শুম্ভ স্বীয় আলয়ে বসিয়াও সেই ভয়জনক শঙ্খ নিনাদ শুনিতে পাইল। পরক্ষণেই দেখিল যে, দানব সৈন্যগণ রণে ভঙ্গ দিয়া রোদন করিতে করিতে রণস্থল হইতে আগমন করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে কেহ সর্ব্বাঙ্গে রুধিরধারায় আপ্লাবিত, কাহারও পদ ছিন্ন, কাহারও বাহু ছিন্ন, কেহ বা নয়ন-বিহীন, কাহারও বা পৃষ্ঠ ভগ্ন, কাহারও কটি ভগ্ন, কাহারও গ্রীবা ভগ্ন, কেহ বা খট্টায় শায়িত। শুম্ভ ও নিশুম্ভ ইহাদিগকে অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ধূম্রলোচন এক্ষণে কোথায়? তোমরা কি জন্য রণে ভঙ্গ দিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলে এবং কি জন্যই বা সেই সুবদনা রমণীকে আনয়ন কর নাই? ॥ ২৭—৩০ ॥ অন্যান্য সৈন্য সকল কোথায়? আর এই যে ভয়বর্দ্ধন শঙ্খের শব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে, এই শঙ্খধ্বনি কাহার? রে মূঢ়-গণ! তোরা এই সকল বিষয়ের যথার্থ বৃত্তান্ত শীঘ্রই ব্যক্ত কর্ ॥ ৩১ ॥

সৈন্য সকল শুম্ভের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিল, রাজন্! কালিকা দেবী ধূম্র-লোচনকে নিহত এবং সমস্ত সৈন্যগণকে সংহার করিয়া রণস্থলে অলৌকিক কার্য্য

শঙ্খনাদোঽম্বিকায়াস্তু গগনং ব্যাপ্য রাজতে।
হর্ষদঃ সুরসঙ্ঘানাং দানবানাঞ্চ শোককৃৎ ॥ ৩৩ ॥
যদা নিপাতিতাঃ সর্ব্বে তেন কেশরিণা বিভো ! ।
রথা ভগ্না হয়াশ্চৈব বাণপাতৈর্বিনাশিতাঃ ॥ ৩৪ ॥
গগনস্থাঃ সুরাশ্চক্রুঃ পুষ্পবৃষ্টিং মুদান্বিতাঃ।
দৃষ্ট্বা ভগ্নং বলং সর্ব্বং পাতিতং ধূম্রলোচনম্ ॥ ৩৫ ॥
নিশ্চয়স্তু কৃতোঽস্মাভির্জয়ো নৈব ভবেদিতি।
বিচারং কুরু রাজেন্দ্র ! মন্ত্রিভির্মন্ত্রবিত্তমৈঃ ॥ ৩৬ ॥
বিস্ময়োঽয়ং মহারাজ ! জদেকা জগদম্বিকা।
ভবদ্ভিঃ সহ যুদ্ধায় সংস্থিতা সৈন্যবর্জ্জিতা ॥ ৩৭ ॥
নির্ভয়ৈকাকিনী বালা সিংহারূঢ়া মদোৎকটা।
চিত্রমেতন্মহারাজ ! ভাসতেঽদ্ভুতমঞ্জসা ॥ ৩৮ ॥
সন্ধির্বা বিগ্রহো বাদ্য স্থানং নির্যাণমেব চ।
মন্ত্রয়িত্বা মহারাজ ! কুরু কার্য্যং যথারুচি ॥ ৩৯ ॥

যদা সর্ব্বে তেন কেশরিণা নিপাতিতাঃ। যদা চ রথা ভগ্না বাণপাতৈর্হয়াশ্চ বিনাশিতাস্তদা গগনস্থা ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

ভগ্নং বলং ধূম্রলোচনং পাতিতঞ্চ দৃষ্ট্বাস্মাভির্জয়ো নৈব ভবেত্তবেতি নিশ্চয়ঃ কৃত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৫—৩৮ ॥

করিয়াছেন ॥ ৩২ ॥ মহারাজ ! যে শঙ্খের শব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া দানবগণের অন্তরে ভীতিসঞ্চার ও দেবগণের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া গগনমণ্ডলে প্রতিধ্বনিত হইতেছে ইহা অম্বিকার শঙ্খনিনাদ জানিবেন ॥ ৩৩ ॥ প্রভো ! দেবী অজস্র বাণ বর্ষণ করিয়া যে সময় দানববর ধূম্রলোচনের রথ সকল ভগ্ন এবং অশ্বগণকে নিহত করিয়া তাহাকেও বিনাশ করিলেন, সেই কেশরী যখন সমস্ত সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিল, যখন ধূম্রলোচন রণ-শয্যায় শায়িত হইল, যখন সমস্ত সৈন্য ভগ্ন হইল, তখন সুরগণ এই সমস্ত অবলোকন করিয়া হর্ষ সহকারে গগনমণ্ডল হইতে পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৩৪—৩৫ ॥ রাজন্ ! আমাদিগের জয়লাভ হইবে না আমরা এইরূপ নিশ্চয় করিয়াছি অতএব এক্ষণে আপনি মন্ত্রণাকুশল মন্ত্রিগণের সহিত বিচার করিয়া যাহা কর্ত্তব্য তাহাই করুন ॥ ৩৬ ॥ মহারাজ ! জগদম্বিকা সৈন্যের সহায়তা না লইয়াও আপনাদিগের সহিত সংগ্রাম করিবার বাসনায় যে একাকিনী অপেক্ষা করিতেছেন, ইহাই আমাদিগের বিস্ময়ের বিষয় ॥ ৩৭ ॥ মহারাজ ! মদগর্ব্বে গর্ব্বিতা সেই বালা নির্ভয় হইয়া একাকিনী সিংহপৃষ্ঠে বিরাজমান রহিয়াছেন। রাজেন্দ্র ! এ সমস্তই আমাদিগের অদ্ভুত বলিয়াই বিবেচনা হইতেছে ॥ ৩৮ ॥ মহারাজ !

তৎসন্নিধৌ বলং নাস্তি তথাপি শত্রুতাপন ! ।
পার্ষ্ণিগ্রাহাঃ সুরাঃ সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি কিলাপদি ॥ ৪০ ॥
সময়ে তৎসমীপস্থৌ জ্ঞাতৌ চ হরিশঙ্করৌ।
লোকপালাঃ সমীপেঽদ্য বর্ত্তন্তে গগনে স্থিতাঃ ॥ ৪১ ॥
রক্ষোগণাশ্চ গন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরা মানুষাস্তথা।
তৎসহায়াশ্চ মন্তব্যাঃ সময়ে সুরতাপন ! ॥ ৪২ ॥
অস্মাকমনুমানেন জ্ঞায়তে সর্ব্বথেদৃশম্।
অম্বিকায়াঃ সহায়াশা তৎকার্য্যাশা ন কাচন ॥ ৪৩ ॥
একা নাশয়িতুং শক্তা জগৎ সর্ব্বং চরাচরম্।
কা কথা দানবানাস্তু সর্ব্বেষামিতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৪৪ ॥
ইতি জ্ঞাত্বা মহাভাগ ! যথা রুচি তথা কুরু।
হিতং সত্যং মিতং বাক্যং বক্তব্যমনুযায়িভিঃ ॥ ৪৫ ॥

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তেষাং শুম্ভঃ পরবলার্দ্দনঃ।
কনীয়াংসং সমানীয় পপ্রচ্ছ রহসি স্থিতঃ ॥ ৪৬ ॥

সন্ধির্মৈত্রী। নিগ্রহঃ শত্রুত্বম্। স্থানমুদাসীনতয়াবস্থানম্। নির্যাণং পলায়নম্ ॥৩৯—৪০॥ সময়ে ইতি। তাবপি হরিশঙ্করৌ সময়ে সহায়ৌ ভবিষ্যত ইতি শেষঃ ॥ ৪১ ॥ রক্ষোগণাঃ ভূতগণাঃ ॥ ৪২ ॥

সন্ধি, বিগ্রহ, পলায়ন বা উদাসীন ভাবে অবস্থিতি, ইহার মধ্যে আপনার যাহাতে অভিলাষ হয়, মন্ত্রণা করিয়া সেই কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন ॥ ৩৯ ॥ হে শত্রুসন্তাপন ! আমাদের বোধ হয় সেই দেবীর নিকট এক্ষণে সৈন্য নাই সত্য, কিন্তু আপদ্‌কালে সমস্ত সুরবর্গ তাঁহার পার্শ্বরক্ষক হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৪০ ॥ যথাসময়ে হরি ও হর উভয়েই তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইবেন, এক্ষণে লোকপালগণ গগনমণ্ডল আশ্রয় করিয়া তাহার সমীপেই বর্ত্তমান রহিয়াছেন ॥ ৪১ ॥ সুরতাপন ! আপনি জানিবেন যে, গন্ধর্ব্ব কিন্নর ও মানুষগণ সকলেই যথাসময়ে নিশ্চয়ই তাঁহার সহায় হইবে ॥ ৪২ ॥ মহারাজ ! আমরা অনুমান দ্বারা এইরূপই বিবেচনা করিতেছি, বস্তুত সেই অম্বিকা কাহারও কোন সহায্যের প্রত্যাশা রাখেন না, কিংবা কেহ তাহার কার্য্য করিবে সে আশাও করেন না ॥ ৪৩ ॥ আপনি নিশ্চয় জানিবেন, তিনি একাকিনীই চরাচরের সহিত সমস্ত জগন্মণ্ডল বিনাশ করিতে পারেন, তাহাতে সমস্ত দানবগণের কথা আর কি বলিব ॥ ৪৪ ॥ হে মহাভাগ ! এই সমস্ত বৃত্তান্ত বিদিত

ভ্রাতঃ! কালিকয়াদ্যৈব নিহতো ধূম্রলোচনঃ।
বলঞ্চ শাতিতং সর্ব্বং গণা ভগ্নাঃ সমাগতাঃ ॥ ৪৭ ॥
অম্বিকা শঙ্খনাদং বৈ করোতি মদগর্ব্বিতা।
জ্ঞানিনাঞ্চৈব দুর্জ্ঞেয়া গতিঃ কালস্য সর্ব্বথা ॥ ৪৮ ॥
তৃণং বজ্রায়তে নূনং বজ্রঞ্চৈব তৃণায়তে।
বলবান্ বলহীনঃ স্যাদ্দৈবস্য গতিরীদৃশী ॥ ৪৯ ॥
পৃচ্ছামি ত্বাং মহাভাগ! কিং কর্ত্তব্যমতঃ পরম্।
অভোগ্যা চাম্বিকা নূনং কারণাদত্র বাগতা ॥ ৫০ ॥
যুক্তং পলায়নং বীর! যুদ্ধং বা বদ সত্বরম্।
লঘুং জ্যেষ্ঠং বিজানামি ত্বামহং কার্য্যসঙ্কটে ॥ ৫১ ॥

নিশুম্ভ উবাচ।

ন বা পলায়নং যুক্তং ন দুর্গগ্রহণং তথা।
যুদ্ধমেব পরং শ্রেয়ঃ সর্ব্বথৈবানয়ানঘ! ॥ ৫২ ॥

বস্তুতস্তস্যাঃ সহায়াপেক্ষৈব নাস্তীত্যাহ অম্বিকায়া ইতি ॥ ৪৩—৪৯ ॥
অভোগ্যেতি অস্মাৎ কারণাৎ পরাভবরূপাদত্র সমাগতাম্বিকা নূনমভোগ্যা ন সেবনীয়েতি যুক্তং পলায়নং বা যুক্তং যুদ্ধং বা যুক্তমিত্যন্বয়ঃ ॥ ৫০—৫৩ ॥

হইয়া আপনার যেরূপ অভিরুচি হয় তাহাই করুন; হিত অথচ পরিমিত সত্য বাক্য বলাই ভৃত্যগণের উচিত, এই নিমিত্তই আপনাকে এই সকল কথা বলিলাম ॥ ৪৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! পরবলবিমর্দ্দন শুম্ভ, তাহাদিগের বাক্য শ্রবণে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে নির্জ্জনে আহ্বান করিয়া বলিল ॥ ৪৬ ॥ ভ্রাতঃ! একাকিনী কালিকা আজ ধূম্রলোচনকে সংহার করিয়া সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট করিয়াছে, অবশিষ্ট সৈন্যগণ ভঙ্গ দিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে ॥৪৭॥ এক্ষণে অম্বিকা মদগর্ব্বিত হইয়া শঙ্খধ্বনি করিতেছে। ভ্রাতঃ! কালের গতি জ্ঞানিগণেরও নিতান্ত দুর্জ্ঞেয় ॥ ৪৮ ॥ দেখ, কালের গতিবশত তৃণ কোথাও বজ্রসদৃশ, বজ্র কোথাও তৃণতুল্য এবং বলবান্ ও বলহীন হইয়া থাকে, অতএব দৈবের গতি এইরূপই জানিবে ॥ ৪৯ ॥ মহাভাগ! তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, ইহার পর আমাদের কর্ত্তব্য কি? এই পরাভবের পর সেই সমাগত অম্বিকাকে উপভোগ করা উচিত, অথবা এখান হইতে পলায়ন করা বিধেয়, কিংবা যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য? তুমি তাহা সত্বর বল। তুমি কনিষ্ঠ হইলেও সঙ্কটস্থলে আমি তোমাকে জ্যেষ্ঠ বলিয়াই জ্ঞান করিয়া থাকি ॥ ৫০—৫১ ॥

নিশুম্ভ শুম্ভের এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিল, হে অনঘ! পলায়ন কিংবা দুর্গের আশ্রয় গ্রহণ করা যুক্তি সঙ্গত নহে, ইহার সহিত যুদ্ধ করাই সর্ব্ব প্রকারে শ্রেয়স্কর জানিবেন ॥৫২॥

সসৈন্যোঽহং গমিষ্যামি রণে তু প্রবরাশ্রিতঃ।
হত্বা তামাগমিষ্যামি তরসা ত্ববলামিমাম্ ॥ ৫৩ ॥
অথবা বলবদ্দৈবাদন্যথা চেদ্ভবিষ্যতি।
মৃতে ময়ি ত্বয়া কার্য্যং বিমৃশ্য চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৫৪ ॥
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা শুম্ভঃ প্রোবাচ চানুজম্।
তিষ্ঠ ত্বং চণ্ডমুণ্ডৌ দ্বৌ গচ্ছেতাং বলসংযুতৌ ॥ ৫৫ ॥
শশকগ্রহণায়াত্র ন যুক্তং গজমোচনম্।
চণ্ডমুণ্ডৌ মহাবীরৌ তাং হন্তুং সর্ব্বথা ক্ষমৌ ॥ ৫৬ ॥
ইত্যুক্ত্বা ভ্রাতরং শুম্ভঃ সম্ভাষ্য চ মহাবলৌ।
উবাচ বচনং রাজা চণ্ডমুণ্ডৌ পুরঃস্থিতৌ ॥ ৫৭ ॥
গচ্ছতাং চণ্ডমুণ্ডৌ দ্বৌ স্বসৈন্যপরিবারিতৌ।
হন্তুং তামবলাং শীঘ্রং নির্লজ্জাং মদগর্ব্বিতাম্ ॥ ৫৮ ॥
গৃহীত্বাথ নিহত্যাজৌ কালিকাং পিঙ্গলোচনাম্।
আগম্যতাং মহাভাগৌ কৃত্বা কার্য্যং মহত্তরম্ ॥ ৫৯ ॥

অন্যথেতি। বলবদ্দৈবাদহমেব মরিষ্যামি চেদিত্যর্থঃ। তদেতি শেষঃ। মৃতে ময়ী-ত্যত্রান্বয়ঃ ॥ ৫৪—৫৭ ॥
তামবলাং কালিকাং হন্তুমিত্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥

আমি প্রধান প্রধান যোদ্ধা এবং সৈন্য সমভিব্যাহারে সমরে গিয়া সেই অবলাকে সংহার করিয়া অবিলম্বে প্রতি নিবৃত্ত হইব ॥ ৫৩ ॥ অথবা যদি দৈবের অতিশয় প্রবলতা বশত ইহার অন্যথা হয়, তবে আমি মৃত হইলে আপনি বারংবার বিবেচনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় তাহাই করিবেন ॥ ৫৪ ॥

শুম্ভ কনিষ্ঠ ভ্রাতার ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া তাহাকে বলিল, তুমি অপেক্ষা কর, এখন সৈন্যসমূহে পরিবৃত হইয়া চণ্ড ও মুণ্ড উভয়েই গমন করুক ॥ ৫৫ ॥ দেখ, শশক গ্রহণ করিবার নিমিত্ত গজেন্দ্র প্রেরণ উচিত নহে; ইহা অতি সামান্য বিষয়, মহাবীর চণ্ড ও মুণ্ড তাহাকে সংহার করিতে সর্ব্বতোভাবে সমর্থ হইবে ॥ ৫৬ ॥ রাজা শুম্ভ ভ্রাতাকে এই কথা বলিয়া সম্মুখস্থিত মহাবীর চণ্ড মুণ্ডকে বলিল ॥ ৫৭ ॥ চণ্ড! মুণ্ড! তোমরা মদগর্ব্বিতা লজ্জাহীনা সেই অবলা ললনাকে সংহার করিবার নিমিত্ত স্বীয় সেনায় পরিবৃত হইয়া সত্বর গমন কর ॥ ৫৮ ॥ বীরযুগল! সেই পিঙ্গলনয়না কালিকাকে সংগ্রাম স্থলে বিনাশ করিয়া এবং সেই অম্বিকাকে গ্রহণ করিয়া এই মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করত শীঘ্র আগমন কর ॥ ৫৯ ॥

সা নায়াতি গৃহীতাপি গর্ব্বিতা চাম্বিকা যদি।
তদা বাণৈর্মহাতীক্ষ্ণৈর্হন্তব্যাহবমণ্ডিতা ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে ধূম্রলোচনবধো নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

গৃহীত্বেতি। কালিকাং নিহত্যাথ তামম্বিকাং গৃহীত্বেত্যর্থঃ ॥ ৫৯—৬০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

আর যদি সেই গর্ব্বিত অম্বিকা গৃহীত হইলেও না আইসে তবে সুতীক্ষ্ণ সায়ক সমূহ দ্বারা রণভূষণরূপ সেই দুর্গাকেও নিহত করিবে ॥ ৬০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ
শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে ধূম্রলোচন বধ নামক
পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ইত্যাজ্ঞপ্তৌ তদা বীরৌ চণ্ডমুণ্ডৌ মহাবলৌ।
জগ্মতুস্তরসৈবাজৌ সৈন্যেন মহতান্বিতৌ ॥ ১ ॥
দৃষ্ট্বা তত্র স্থিতাং দেবীং দেবানাং হিতকারিণীম্।
ঊচতুস্তৌ মহাবীর্য্যৌ তদা সামান্বিতং বচঃ ॥ ২ ॥
বালে! ত্বং কিং ন জানাসি শুম্ভং সুরবলার্দ্দনম্।
নিশুম্ভঞ্চ মহাবীর্য্যং তুরাষাড়্‌বিজয়োদ্ধতম্ ॥ ৩ ॥
ত্বমেকাসি বরারোহে! কালিকাসিংহসংযুতা।
জেতুমিচ্ছসি দুর্ব্বুদ্ধে! শুম্ভং সর্ব্ববলান্বিতম্ ॥ ৪ ॥
মতিদঃ কোঽপি তে নাস্তি নারী বাপি নরোঽপি বা
দেবাস্ত্বাং প্রেরয়ন্ত্যেব বিনাশায় তবৈব তে ॥ ৫ ॥
বিমৃশ্য কুরু তন্বঙ্গি! কার্য্যং স্বপরয়োর্ব্বলম্।
অষ্টাদশভুজত্বাত্ত্বং গর্ব্বঞ্চ কুরুষে মৃষা ॥ ৬ ॥

অর্দ্ধাধিকৈঃ পঞ্চষষ্টিপদ্যৈরথ ভয়ঙ্করম্।
যুদ্ধং সমভবদ্‌ঘোরং শ্রীদেব্যাশ্চণ্ডমুণ্ডয়োঃ ॥

চণ্ডমুণ্ডাজ্ঞানন্তরং জাতং বৃত্তমাহ ইত্যাজ্ঞপ্তাবিতি ॥ ১—২ ॥
তুরাষাড়িন্দ্রস্তস্য বিজয়েনোদ্ধতমুন্মত্তম্ ॥ ৩—৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! তখন মহাবীর চণ্ড ও মুণ্ড শুম্ভের এই আদেশ পাইবামাত্র মহতী সেনা সমভিব্যাহারে সত্বর সমরে প্রস্থান করিল ॥ ১ ॥ সেই নিরতিশয় বলবান্ দানবদ্বয় সমরস্থলে দেবগণের হিতকারিণী দেবীকে দর্শন করিয়া সামসমন্বিত বাক্যে তাঁহাকে বলিতে লাগিল ॥ ২ ॥ বালে! তুমি কি জান না যে মহাবল পরাক্রান্ত অসুররাজ শুম্ভ ও নিশুম্ভ সমস্ত সুরসৈন্যগণকে নিপীড়িত করিয়াছেন এবং সুরপতি ইন্দ্রকে পরাজয় করিয়া বিজয়মদে অত্যন্ত উন্মত্ত হইয়াছেন? ॥ ৩ ॥ নিতম্বিনি! তোমার দুর্বুদ্ধি ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই, নতুবা কি জন্য তুমি একাকিনী, কেবলমাত্র কালিকা ও সিংহকে সহায় করিয়া সমস্ত সেনার সহিত শুম্ভকে পরাজয় করিতে ইচ্ছা করিতেছ ॥ ৪ ॥ আমার বোধ হয় তোমাকে সুবুদ্ধি প্রদান করে এমন নারী বা নর কেহই নাই? দেবতারা তোমার

কিং ভুজৈর্ব্বহুভির্বীর্য্যৈর্থৈরায়ুধৈঃ কিং শ্রমপ্রদৈঃ।
শুম্ভস্যাগ্রে সুরাণাং বৈ জেতুঃ সমরশালিনঃ ॥ ৭ ॥
ঐরাবতকরচ্ছেত্তুর্দ্দন্তিদারণকারিণঃ।
জয়িনঃ সুরসঙ্ঘানাং কার্য্যং কুরু মনোগতম্‌ ॥ ৮ ॥
বৃথা গর্ব্বায়সে কান্তে! কুরু মে বচনং প্রিয়ম্‌।
হিতং তব বিশালাক্ষি! সুখদং দুঃখনাশনম্‌ ॥ ৯ ॥
দুঃখদানি চ কার্য্যাণি ত্যাজ্যানি দূরতো বুধৈঃ।
সুখদানি চ সেব্যানি শাস্ত্রতত্ত্ববিশারদৈঃ ॥ ১০ ॥
চতুরাসি পিকালাপে! পশ্য শুম্ভবলং মহৎ।
প্রত্যক্ষং সুরসঙ্ঘানাং মর্দ্দনেন মহোদয়ম্‌ ॥ ১১ ॥
প্রত্যক্ষঞ্চ পরিত্যজ্য বৃথৈবানুমিতিঃ কিল।
সন্দেহসহিতে কার্য্যে ন বিপশ্চিৎ প্রবর্ত্ততে ॥ ১২ ॥

স্বপরয়োর্ব্বলং বিমৃশ্য বিচার্য্য কার্য্যং কুর্ব্বিত্যর্থঃ ॥ ৬—১১ ॥
বৃথৈবানুমিতিঃ। দেববলমপি মহোদয়ং বলত্বাদ্দৈত্যবলবদিত্যনুমিতিঃ বৃথৈব তত্র দৈত্যসম্বন্ধিত্বস্যোপাধিত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ১২—১৩ ॥

বিনাশের নিমিত্তই তোমাকে রণস্থলে প্রেরণ করিতেছে সন্দেহ নাই ॥ ৫ ॥ কৃশাঙ্গি! আপনার ও পরের বলাবল বিচার করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হও, আর যদি আপনার অষ্টাদশ বাহু দ্বারা নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধে জয় লাভ করিতে পারিব, মনে মনে এইরূপ গর্ব্ব করিয়া থাক তাহা নিতান্তই নিষ্ফল জানিবে ॥৬॥ কারণ, সেই সুরবিজয়ী শুম্ভ যখন সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তখন তোমার বাহু সকল আর আয়ুধ সকলই বা তাহার কি করিবে? ঐ সকল কেবল বহনের পরিশ্রম জনক মাত্র হইবে, বস্তুত তাহা দ্বারা কোনও ফললাভের প্রত্যাশা করিও না ॥ ৭ ॥ যে বীরবর ঐরাবতের কর ছেদন করিয়াছেন, যিনি দন্তির দন্ত সকল উৎপাটিত করিয়াছেন এবং যিনি সমস্ত সুরবৃন্দকে পরাজয় করিয়াছেন, তুমি সেই শুম্ভের অভিলষিত কার্য্য সম্পন্ন কর ॥ ৮ ॥ কান্তে! তুমি বৃথা গর্ব্বিতার ন্যায় ব্যবহার করিতেছ। বিশালনয়নে! আমার প্রিয়বাক্য প্রতি-পালন কর, আমার এই হিতবাক্য শুনিলে তোমার ক্লেশ তিরোহিত হইয়া সুখোদয় হইবে তাহাতে আর সংশয় কি? ॥ ৯ ॥ যে সকল কার্য্য করিলে ক্লেশ হয়, শাস্ত্রতত্ত্ব-বিশারদ পণ্ডিতগণ সে কার্য্য কখনই করেন না, প্রত্যুত তাঁহারা সুখদায়ক কার্য্য নিয়তই করিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥ মধুরভাষিণি! তুমি চতুরা, অতএব শুম্ভ সুরবৃন্দকে নিপীড়িত করিয়া স্বায় সুমহৎ বলের কতদূর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন তাহা তুমি প্রত্যক্ষ দর্শন কর ॥ ১১ ॥ আর, যদি তুমি দেবতাদিগের সৈন্যকে মহত্তর বলিয়া অনুমান করিয়া থাক তাহা মিথ্যা;

শত্রুঃ সুরাণাং পরমঃ শুম্ভঃ সমরদুর্জ্জয়ঃ।
তস্মাত্ত্বাং প্রেরয়ন্ত্যত্র দেবা দৈত্যেশপীড়িতাঃ॥ ১৩॥
তস্মাত্তদ্বচনৈঃ স্নিগ্ধৈর্ব্বঞ্চিতাসি শুচিস্মিতে!।
দুঃখায় তব দেবানাং শিক্ষা স্বার্থস্য সাধিকা॥ ১৪॥
কার্য্যমিত্রং পরিক্ষিপ্য ধর্ম্মমিত্রং সমাশ্রয়েৎ।
দেবাঃ স্বার্থপরাঃ কামং ত্বামহং সত্যমব্রবম্॥ ১৫॥
ভজ শুম্ভং সুরেশানজেতারং ভুবনেশ্বরম্।
চতুরং সুন্দরং শূরং কামশাস্ত্রবিশারদম্॥ ১৬॥
ঐশ্বর্য্যং সর্ব্বলোকানাং প্রাপ্স্যসে শুম্ভশাসনাৎ।
নিশ্চয়ং পরমং কৃত্বা ভর্ত্তারং ভজ শোভনম্॥ ১৭॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা চণ্ডস্য জগদম্বিকা।
মেঘগম্ভীরনিনদং জগর্জ্জ পুনরব্রবীৎ॥ ১৮॥

তব দুঃখায় দেবানাং শিক্ষা ভবতি স্বার্থস্য চ সাধিকা ভবতীদং কথং ত্বয়া ন জ্ঞাতমিত্যর্থঃ॥ ১৪—১৯॥

কারণ, পণ্ডিতগণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ পরিত্যাগ করিয়া কখনই সন্দেহযুক্ত অনুমান কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন না॥ ১২॥ সমর-দুর্জ্জয় শুম্ভ সুরগণের পরম শত্রু সুতরাং দানবপতির নিকট দেবতারা নিপীড়িত হইয়াই তোমাকে এই স্থানে পাঠাইয়াছে॥ ১৩॥ শুচিস্মিতে! তুমি এই কারণেই দেবতাদিগের মধুর বাক্যে বঞ্চিত হইয়াছ, দেবতারা স্বীয় স্বার্থ সাধন করিতে অভিলাষী হইয়া তোমাকে ক্লেশ দিবার নিমিত্তই এইরূপ উপদেশ দিয়াছে॥ ১৪॥ কার্য্যবশত যে মিত্র হয় তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম-নিবন্ধন যে মিত্র হয় তাহাকেই আশ্রয় করা কর্ত্তব্য। দেখ, আমি তোমাকে নিশ্চয়ই বলিতেছি যে, দেবতারা নিতান্তই স্বার্থপর; তাহারা নিজ কার্য্যের সাধন জন্যই তোমার পরম মিত্র হইয়াছে॥ ১৫॥ শুম্ভ সুরপতিকে জয় করিয়া ত্রিভুবনের অধীশ্বর হইয়াছেন, বিশেষত, তিনি শূর, সুন্দর, চতুর ও কামশাস্ত্রে বিশারদ অতএব এক্ষণে তুমি তাঁহাকেই ভজনা কর॥ ১৬॥ দেখ, ত্রিলোক মধ্যে যে সমস্ত ঐশ্বর্য্য আছে, শুম্ভের শাসনবশত তৎসমুদয়ই তুমি লাভ করিবে অতএব তুমি স্থির নিশ্চয় করিয়া সেই সুশোভন ভর্ত্তা শুম্ভকেই ভজনা কর॥ ১৭॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! জগদম্বিকা সেই চণ্ডের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে মেঘের ন্যায় গম্ভীরস্বরে গর্জ্জন করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন॥১৮॥ রে অল্প! তুই কি মিথ্যা বঞ্চনা

গচ্ছ জাল্ম ! মৃষা কিং ত্বং ভাষসে বঞ্চকং বচঃ।
ত্যক্ত্বা হরিহরাদীংশ্চ শুম্ভং কস্মাদ্ভজে পতিম্ ॥ ১৯ ॥
ন মে কশ্চিৎ পতিঃ কার্য্যো ন কার্য্যং পতিনা সহ।
স্বামিনী সর্ব্বভূতানামহমেব নিশাময় ॥ ২০ ॥
শুম্ভা মে বহবো দৃষ্টা নিশুম্ভাশ্চ সহস্রশঃ।
ঘাতিতাশ্চ ময়া পূর্ব্বং শতশো দৈত্যদানবাঃ ॥ ২১ ॥
মমাগ্রে দেববৃন্দানি বিনষ্টানি যুগে যুগে।
নাশং যাস্যন্তি দৈত্যানাং যূথানি পুনরদ্য বৈ ॥ ২২ ॥
কাল এবাগতোঽস্ত্যত্র দৈত্যসংহারকারকঃ।
বৃথা ত্বং কুরুষে যত্নং রক্ষণায়াত্মসন্ততেঃ ॥ ২৩ ॥
কুরু যুদ্ধং বীরধর্ম্মরক্ষায়ৈ ত্বং মহামতে !।
মরণং ভাবি দুস্ত্যাজ্যং যশো রক্ষ্যং মহাত্মভিঃ ॥ ২৪ ॥
কিন্তে কার্য্যং নিশুম্ভেন শুম্ভেন চ দুরাত্মনা।
বীরধর্ম্মং পরং প্রাপ্য গচ্ছ স্বর্গং সুরালয়ম্ ॥ ২৫ ॥
শুম্ভো নিশুম্ভশ্চৈবান্যে যে চাত্র তব বান্ধবাঃ।
সর্ব্বে তবানুগাঃ পশ্চাদাগমিষ্যন্তি সাম্প্রতম্ ॥ ২৬ ॥

বস্তুতঃ পত্যপেক্ষা মম নাস্তীত্যাহ ন মে ইতি। স্বামিনী সর্ব্বেশ্বরীত্যর্থঃ ॥ ২০—২৬ ॥

বাক্য প্রয়োগ করিতেছিস্? তুই এখনিই প্রস্থান কর্। হরিহর প্রভৃতি দেবগণকে পরিত্যাগ করিয়া আমি শুম্ভকে কিজন্য পতি করিব ॥১৯॥ রে মূর্খ! পতির সহিত আমার কোন কার্য্যই নাই সুতরাং কাহাকেও পতি করিবার প্রয়োজন নাই; আমিই সমস্ত প্রাণিপুঞ্জের স্বামিনী হইয়া এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডস্থিত জীবসমূহ প্রতিপালন করিয়া থাকি ইহাই অবধারণ কর্ ॥২০॥ আমি পূর্ব্বে সহস্র সহস্র নিশুম্ভ ও শুম্ভকে দর্শন এবং বিনাশ করিয়াছি এবং শত শত দৈত্য দানবকে শমন সদনে প্রেরণ করিয়াছি ॥২১॥ আমার সম্মুখে যুগে যুগে কত শত দেবতা বিনষ্ট হইয়াছে, অদ্য আবার এই দানবযূথ সকল পুনরায় ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে ॥ ২২ ॥ এক্ষণে দৈত্যগণের সংহারক কাল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, অতএব তুই স্বীয় দলবলের রক্ষার নিমিত্ত আর বৃথা কেন যত্ন করিতেছিস ॥২৩॥ তোকে নির্বুদ্ধি বলিয়া বোধ হইতেছে না, অতএব বীরধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্তই এক্ষণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ। মরণ অবশ্যই হইবে কেহ কখনই তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইবে না অতএব মহাত্মগণের যশোরক্ষা করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ॥২৪ ॥ দুরাত্মা শুম্ভ এবং নিশুম্ভে তোর প্রয়োজন কি? এক্ষণে শ্রেষ্ঠ

ক্রমশঃ সর্ব্বদৈত্যানাং করিষ্যাম্যদ্য সঙ্ক্ষয়ম্।
বিষাদং ত্যজ মন্দাত্মন্! কুরু যুদ্ধং বিশাম্পতে! ॥ ২৭ ॥
ত্বামহং নিহনিষ্যামি ভ্রাতরং তব সাম্প্রতম্।
ততঃ শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ রক্তবীজং মদোৎকটম্ ॥ ২৮ ॥
অন্যাংশ্চ দানবান্ সর্ব্বান্ হত্বাহং সমরাঙ্গণে।
গমিষ্যামি যথাস্থানং তিষ্ঠ বা গচ্ছ বা দ্রুতম্ ॥ ২৯ ॥
গৃহাণাস্ত্রং বৃথাপুষ্ট! কুরু যুদ্ধং ময়াধুনা।
কিং জল্পসি মৃষা বাক্যং সর্ব্বথা কাতরপ্রিয়ম্ ॥ ৩০ ॥

ব্যাস উবাচ।

তয়েত্থং প্রেরিতৌ দৈত্যৌ চণ্ডমুণ্ডৌ ক্রুধান্বিতৌ।
জ্যাশব্দং তরসা ঘোরং চক্রতুর্ব্বলদর্পিতৌ ॥ ৩১ ॥
সাপি শঙ্খস্বনং চক্রে পূরয়ন্তী দিশো দশ।
সিংহোঽপি কুপিতস্তাবন্নাদং সমকরোদ্‌বলী ॥ ৩২ ॥
তেন নাদেন শক্রাদ্যা জহর্ষুরমরাস্তদা।
মুনয়ো যক্ষগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধাঃ সাধ্যাশ্চ কিন্নরাঃ ॥ ৩৩ ॥

(ক্রমশ ইতি। বিশাম্পতে ইতি চণ্ডস্য সম্বোধনম্। দ্বৌ বিশৌ বৈশ্যমনুজাবিত্যমরকোষাৎ বিশো মনুষ্যাঃ পদাত্যাদয় ইতি যাবৎ। তেষাং পতিরিত্যলুক্‌সমাসঃ। সেনাপতিরিত্যর্থঃ ॥ ২৭—৩৫ ॥)

বীরধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া স্বর্গে গমন কর্ ॥ ২৫ ॥ শুম্ভ, নিশুম্ভ ও তোর অন্যান্য বান্ধব সকল তোর অনুগামী হইয়া সকলেই এই স্থানে অবিলম্বেই আসিবে সন্দেহ নাই ॥ ২৬ ॥ মূঢ়! আজ আমি ক্রমশই সমস্ত দানবগণের ক্ষয় সাধন করিব; অতএব তুই বিষাদ পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ ॥ ২৭ ॥ আমি এখনি তোকে এবং তোর ভ্রাতাকে নিহত করিব, পরে মদমত্ত রক্তবীজ নিশুম্ভ ও শুম্ভ এবং অন্যান্য দানবদিগকে সমর স্থলে সংহার করিয়া অভীষ্ট স্থানে গমন করিব; এক্ষণে তোর ইচ্ছা হয় থাক্ নতুবা অবিলম্বে পলায়ন কর্ ॥ ২৮—২৯ ॥ তুই বৃথা পুষ্ট হইয়াছিস্, যেহেতু যুদ্ধ করিতে ভীত হইতেছিস্, এক্ষণে কাতরগণের প্রিয় নিষ্ফল বাক্য প্রয়োগ করিয়া কি হইবে, আমার বাক্যানুসারে ঐ সকল বৃথা বাক্য পরিত্যাগ করিয়া অস্ত্রগ্রহণ পূর্ব্বক আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ ॥৩০॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! বলদর্পিত চণ্ড ও মুণ্ড দেবীর ঈদৃশ বাক্যে উৎসাহিত ও কুপিত হইয়া অতিবেগে ঘোরতর জ্যাশব্দ করিতে লাগিল ॥ ৩১ ॥ তখন, দেবীও এরূপ শঙ্খধ্বনি করিলেন যে, সেই শব্দে দশদিক্ পরিপূর্ণ হইল; ইত্যবসরে বলবান্ সিংহও কুপিত হইয়া ঘোরতর সিংহনাদ করিল ॥ ৩২ ॥ সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া শক্র প্রভৃতি সুরগণ,

যুদ্ধং পরস্পরং তত্র জাতং কাতরভীতিদম্‌।
চণ্ডিকাচণ্ডয়োস্তীব্রং বাণখড়্গগদাদিভিঃ ॥ ৩৪ ॥
চণ্ডমুক্তাঙ্কুরান্‌ দেবী চিচ্ছেদ নিশিতৈঃ শরৈঃ।
মুমোচ পুনরুগ্রা সা চণ্ডিকা পন্নগানিব ॥ ৩৫ ॥
গগনং ছাদিতং তত্র সংগ্রামে বিশিখৈস্তদা।
শলভৈরিব মেঘান্তে কর্ষকাণাং ভয়প্রদৈঃ ॥ ৩৬ ॥
মুণ্ডোঽপি সৈনিকৈঃ সার্দ্ধং পপাত তরসা রণে।
মুমোচ বাণবৃষ্টিং বৈ ক্রুদ্ধঃ পরমদারুণঃ ॥ ৩৭ ॥
বাণজালং মহদ্দৃষ্ট্বা ক্রুদ্ধা তত্রাম্বিকা ভৃশম্‌।
কোপেন বদনং তস্যা বভূব ঘনসন্নিভম্‌ ॥ ৩৮ ॥
কদলীপুষ্পনেত্রঞ্চ ভৃকুটীকুটিলং তদা।
নিষ্ক্রান্তা চ তদা কালী ললাটফলকাদ্দ্রুতম্‌ ॥ ৩৯ ॥
ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরা ক্রূরা গজচর্ম্মোত্তরীয়কা।
মুণ্ডমালাধরা ঘোরা শুষ্কবাপীসমোদরা ॥ ৪০ ॥

কর্ষকাণাং ক্ষেত্রকর্ষকাণাং ভয়প্রদৈর্ধান্যাদিভক্ষণেন ভয়দায়কৈঃ শলভৈরিব ॥৩৬-৩৭॥
ঘনসন্নিভং কৃষ্ণবর্ণম্‌ ॥ ৩৮ ॥
ললাটফলকাদম্বিকায়া ললাটদেশাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

মুনিগণ, যক্ষগণ, সিদ্ধগণ, সাধ্যগণ ও কিন্নরগণ আনন্দিত হইলেন ॥ ৩৩ ॥ তখন বাণ, খড়্গ ও গদা দ্বারা চণ্ডিকা ও চণ্ডের পরস্পর কাতর জনের ভয়াবহ ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ৩৪ ॥ চণ্ডিকা দেবী উগ্রমূর্ত্তি হইয়া নিশিত শরনিকরে চণ্ড-পরিত্যক্ত শর সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া তৎক্ষণাৎ সর্পসদৃশ অন্যান্য শর সকল তাহার উপর পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৩৫ ॥ তখন, কৃষকগণের ভয়াবহ শলভ যেমন মেঘমণ্ডল আচ্ছন্ন করে সেইরূপ রণস্থলে পরস্পরের পরিত্যক্ত শরজালে গগণমণ্ডল আচ্ছাদিত হইল ॥ ৩৬ ॥ ইত্যবসরে অতীব ভয়ঙ্কর মুণ্ড ও সেনা সমভিব্যাহারে সমরে উপস্থিত হইল এবং ক্রোধে অধীর হইয়া বাণবর্ষণ করিতে লাগিল ॥৩৭॥ সেই সুমহৎ শরজাল দর্শন করিয়া অম্বিকা সাতিশয় কুপিত হইলেন; তখন কোপবশত তাঁহার বদনমণ্ডল ভ্রুকুটী দ্বারা কুটিল ও কৃষ্ণবর্ণ এবং নয়ন কদলী-পুষ্পের ন্যায় লোহিতবর্ণ হইয়া উঠিল; এই সময়ে তাঁহার ললাটফলক হইতে সহসা কালী নিষ্ক্রান্ত হইলেন ॥ ৩৮-৩৯ ॥ সেই ক্রূরপ্রকৃতি ঘোরাকৃতি দেবীর পরিধান বস্ত্র ব্যাঘ্রাজিনরচিত, উত্তরীয় বস্ত্র গজচর্ম্ম নির্ম্মিত, জঘন বিশাল, উদর শুষ্ক বাপীর ন্যায় গভীর, বদন বিস্তীর্ণ, জিহ্বা লোল, গলে মুণ্ডমালা, হস্তে খড়্গ, পাশ ও খট্টাঙ্গ, অধিক

খড়্গপাশধরাতীবভীষণা ভয়দায়িনী।
খট্বাঙ্গধারিণী রৌদ্রা কালরাত্রিরিবাপরা ॥ ৪১ ॥
বিস্তীর্ণবদনা জিহ্বাং চালয়ন্তী মুহুর্মুহুঃ।
বিস্তারজঘনা বেগাজ্জঘানাসুরসৈনিকান্ ॥ ৪২ ॥
করে কৃত্বা মহাবীরাংস্তরসা সা রুষান্বিতা।
মুখে চিক্ষেপ দৈতেয়ান্ পিপেষ দশনৈঃ শনৈঃ ॥ ৪৩ ॥
গজান্ ঘণ্টান্বিতান্ হস্তে গৃহীত্বা নিদধৌ মুখে।
সারোহান্ ভক্ষয়িত্বাজৌ সাট্টহাসং চকার হ ॥ ৪৪ ॥
তথৈব তুরগানুষ্ট্রাংস্তথা সারথিভিঃ সহ।
নিক্ষিপ্য বক্ত্রে দশনৈশ্চর্ব্বয়ত্যতিভৈরবম্ ॥ ৪৫ ॥
হন্যমানং বলং প্রেক্ষ্য চণ্ডমুণ্ডৌ মহাসুরৌ।
ছাদয়ামাসতুর্দেবীং বাণাসারৈরনন্তরৈঃ ॥ ৪৬ ॥
চণ্ডশ্চণ্ডকরচ্ছায়ং চক্রং চক্রধরায়ুধম্।
চিক্ষেপ তরসা দেবীং ননাদ চ মুহুর্মুহুঃ ॥ ৪৭ ॥

শুষ্কা নির্জ্জলা যা বাপী গম্ভীরা তয়া সমমন্তর্গতগর্ত্তবহুদরং যস্যাঃ। অতিক্ষুধিতেতি তাৎপর্য্যম্ ॥ ৪০—৪৪ ॥
অতিভৈরবং যথা স্যাত্তথা চর্ব্বয়তি বর্ত্তমানসামীপ্যে ভূতে লট্। চচর্ব্বেত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥
অনন্তরৈর্ব্যবধানরহিতৈঃ ॥ ৪৬ ॥

কি তাহার মূর্ত্তি কালরাত্রির ন্যায় অতীব রৌদ্র; সেই দেবী বার বার জিহ্বা সঞ্চালন করত অতীব ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া জনগণের ভীতি প্রদান করিতে লাগিলেন এবং মহাবেগে অসুরসৈন্য মধ্যে পতিত হইয়া তাহাদিগকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৪০—৪২ ॥ তিনি রোষপরবশ হইয়া বেগে মহাবীর দানবদিগকে হস্তে লইয়া মুখমধ্যে নিক্ষেপ করত দন্ত দ্বারা ক্রমে ক্রমে চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩ ॥ তিনি রণস্থলে বাহুবলে ঘণ্টার সহিত গজ সকল গ্রহণ করিয়া মুখবিবরে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, এবং আরোহীর সহিত তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া অট্ট অট্ট হাস্য করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥ এইরূপে তুরগ, উষ্ট্র এবং সারথির সহিত রথ সকল বদন মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া দশন দ্বারা ভয়ঙ্কর রূপে চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥

মহারাজ! তখন মহাসুর চণ্ড ও মুণ্ড সৈন্যবল বিনষ্ট হইতেছে দর্শন করিয়া নিরন্তর বাণ বর্ষণ করত দেবীকে সমাচ্ছন্ন করিল ॥ ৪৬ ॥ চণ্ড সূর্য্যসদৃশ প্রভাময় সুদর্শন সম চক্র লইয়া দেবীর অভিমুখে সবলে নিক্ষেপ করিয়া বারংবার গর্জ্জন করিতে লাগিল ॥৪৭॥ কালী

নদন্তং বীক্ষ্য তং কালী রথাঙ্গঞ্চ রবিপ্রভম্।
বাণেনৈকেন চিচ্ছেদ সুপ্রভং তৎ সুদর্শনম্॥ ৪৮॥
তং জঘান শরৈস্তীক্ষ্ণৈশ্চণ্ডং চণ্ডী শিলাশিতৈঃ।
মূর্চ্ছিতোঽসৌ পপাতোর্ব্ব্যাং দেবীবাণার্দ্দিতো ভৃশম্॥ ৪৯॥
পতিতং ভ্রাতরং বীক্ষ্য মুণ্ডো দুঃখার্দ্দিতস্তদা।
চকার শরবৃষ্টিঞ্চ কালিকোপরি কোপতঃ॥ ৫০॥
চণ্ডিকা মুণ্ডনির্ম্মুক্তাং শরবৃষ্টিং সুদারুণাম্।
ঈষিকাস্ত্রৈর্বলান্মুক্তৈশ্চকার তিলশঃ ক্ষণাৎ॥ ৫১॥
অর্দ্ধচন্দ্রেণ বাণেন তাড়য়ামাস তং পুনঃ।
পতিতোঽসৌ মহাবীর্য্যো মেদিন্যাং মদবর্জ্জিতঃ॥ ৫২॥
হাহাকারো মহানাসীদ্দানবানাং বলে তদা।
জহর্ষুরমরাঃ সর্ব্বে গগনস্থা গতব্যথাঃ॥ ৫৩॥
বিহায় মূর্চ্ছাং চণ্ডস্তু সংগৃহ্য মহতীং গদাম্।
তরসা তাড়য়ামাস কালিকাং দক্ষিণে ভুজে॥ ৫৪॥
বঞ্চয়িত্বা গদাঘাতং তং ববন্ধ মহাসুরম্।
তরসা বাণপাশেন মন্ত্রমুক্তেন কালিকা॥ ৫৫॥

চণ্ডকরচ্ছায়ং সূর্য্যসদৃশম্। চক্রধরো বিষ্ণুস্তদায়ুধং সুদর্শনম্। লক্ষণয়া তদ্বদিত্যর্থঃ॥ ৪৭—৫০॥
মন্ত্রৈরভিমন্ত্রিতা ঈষিকাঃ শলাকাঃ ঈষিকাস্ত্রম্॥ ৫১-৫৫॥

তাহাকে গর্জ্জন করিতে এবং রবির ন্যায় দ্যুতিময় চক্রকে আসিতে দেখিয়া একটি মাত্র বাণ দ্বারা সেই সুদর্শন-তুল্য সুপ্রভ চক্র ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং শিলাশাণিত তীক্ষ্ণ শর-সমূহ দ্বারা তাহাকে প্রহার করিলেন, তখন বীরবর চণ্ড দেবীর শরজালে নিতান্ত নিপীড়িত ও মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল॥ ৪৮—৪৯॥ মহাবল মুণ্ড ভ্রাতাকে পতিত দেখিয়া দুঃখে সাতিশয় কাতর হইল কিন্তু তৎক্ষণাৎ প্রকুপিত হইয়া দেবীর উপর বাণবৃষ্টি করিতে লাগিল॥ ৫০॥ তখন, চণ্ডিকা বলসহকারে ঈষিকাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া মুণ্ডমুক্ত সুদারুণ শর সকল ক্ষণমাত্রেই তিল তিল করিয়া ফেলিলেন এবং অর্দ্ধ চন্দ্র বাণ দ্বারা তাহাকে পুনরায় প্রহার করিলেন। তখন মহাবল অসুর মদগর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া মেদিনীতলে পতিত হইল॥ ৫১—৫২॥ মুণ্ড পতিত হইবামাত্র দানবসেনামধ্যে মহান্ হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল, গগনতলস্থ সুরগণ এই শব্দ শ্রবণ করিয়া নিরতিশয় হর্ষলাভ করিলেন॥৫৩॥ এই সময়ে চণ্ড মূর্চ্ছা পরিহার করিয়া গুর্ব্বী গদা গ্রহণ করত কালিকার দক্ষিণ ভুজে

উত্থিতস্তু তদা মুণ্ডো বদ্ধং দৃষ্ট্বানুজং বলাৎ।
আজগাম সুসন্নদ্ধঃ শক্তিং কৃত্বা করে দৃঢ়াম্ ॥ ৫৬ ॥
আগচ্ছন্তং তদা কালী দানবং বীক্ষ্য সত্বরম্।
ববন্ধ তরসা তস্তু দ্বিতীয়ং ভ্রাতরং ভৃশম্ ॥ ৫৭ ॥
গৃহীত্বা তৌ মহাবীর্য্যৌ চণ্ডমুণ্ডৌ শশাবিব।
কুর্ব্বন্তী বিপুলং হাসমাজগামাম্বিকাং প্রতি ॥ ৫৮ ॥
আগত্য তামথোবাচ গৃহাণেমৌ পশূ প্রিয়ে।
রণযজ্ঞার্থমানীতৌ দানবৌ রণদুর্জ্জয়ৌ ॥ ৫৯ ॥
তাবানীতৌ তদা বীক্ষ্য চণ্ডিকা তৌ বৃকাবিব।
অম্বিকা কালিকাং প্রাহ মাধুরীসংযুতং বচঃ ॥ ৬০ ॥
বধং মা কুরু মা মুঞ্চ চতুরাসি রণপ্রিয়ে!।
দেবানাং কার্য্যসংসিদ্ধিঃ কর্ত্তব্যা তরসা ত্বয়া ॥ ৬১ ॥

(উত্থিত ইতি। মূর্চ্ছাপগমেন প্রাপ্তচৈতন্য ইত্যর্থঃ। সুসন্নদ্ধঃ সুষ্ঠু বদ্ধসন্নাহ ইত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

দ্বিতীয়ং ভ্রাতরং মুণ্ডম্ ॥ ৫৭ ॥

গৃহীত্বেতি। মহাবীর্য্যয়োরপি তয়োঃ শশয়োরিব গ্রহণাৎ কালিকায়া উগ্রবীর্য্যত্বং গম্যতে ॥ ৫৮ ॥)

যজ্ঞে পশুবধস্যাপেক্ষিতত্বাদ্রণযজ্ঞে ত্বদুদ্দেশেনেমৌ পশূ ময়ানীতাবিত্যাহ। রণযজ্ঞার্থমিতি ॥ ৫৯—৬০ ॥

বধং মা কুর্ব্বিতি। বধং হিংসাং মা কুরু তর্হি কিং মোচনীয়ৌ তত্রাহ মা মুঞ্চেতি। তর্হি বদ্ধা স্থাপনীয়ৌ তত্রাহ চতুরাসীতি। হে রণপ্রিয়ে! চতুরাসি ত্বং মদ্বাক্যয়োরর্থং বিচার্য্য দেবানাং কার্য্যসিদ্ধিস্তরসা কর্ত্তব্যা ত্বয়েত্যর্থঃ। রণে যজ্ঞবুদ্ধ্যানয়োঃ পশুবুদ্ধ্যা চ হননে

সবেগে প্রহার করিল ॥ ৫৪ ॥ কালিকা গদাঘাত বিফল করিয়া তৎক্ষণাৎ মন্ত্রপূত পাশাস্ত্র দ্বারা সেই মহাসুরকে বন্ধন করিলেন ॥ ৫৫ ॥ পরন্তু মুণ্ড উত্থিত হইয়াই অনুজ চণ্ডের বন্ধন অবস্থা অবলোকন করিল তখন সে বর্ম্ম দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া সুদৃঢ় শক্তি করে লইয়া আগমন করিল ॥ ৫৬ ॥ সেই দানবকে আসিতে দেখিবামাত্র কালী অবিলম্বে দ্বিতীয় ভ্রাতা মুণ্ডকেও দৃঢ়রূপে বন্ধন করিলেন ॥ ৫৭ ॥ তখন কালী সেই মহাবল চণ্ড ও মুণ্ডকে শশকের ন্যায় গ্রহণ করিয়া বিপুল হাস্য করিতে করিতে অম্বিকার নিকটে আগমন করিলেন ॥ ৫৮ ॥ কালিকা অম্বিকার সন্নিধানে উপনীত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, আমি রণযজ্ঞের নিমিত্ত রণদুর্জ্জয় দানবরূপ এই প্রশস্ত পশুদ্বয় আনয়ন করিয়াছি, আপনি ইহাদিগকে গ্রহণ করুন ॥ ৫৯ ॥ বৃকযুগলের ন্যায় সেই দানব দ্বয় আনীত হইয়াছে দেখিয়া

ব্যাস উবাচ।

ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা কালিকা প্রাহ তাং পুনঃ।
যুদ্ধযজ্ঞেঽতিবিখ্যাতে খড়্গযূপে প্রতিষ্ঠিতে ॥ ৬২ ॥
আলম্ভঞ্চ করিষ্যামি যথা হিংসা ন জায়তে।
ইত্যুক্ত্বা সা তদা দেবী খড়্গেন শিরসী তয়োঃ।
চকর্ত্ত তরসা কালী পপৌ চ রুধিরং মুদা ॥ ৬৩ ॥
এবং দৈত্যৌ হতৌ দৃষ্ট্বা মুদিতোবাচ চাম্বিকা।
কৃতং কার্য্যং সুরাণাং তে দদাম্যদ্য বরং শুভম্ ॥ ৬৪ ॥

যাগীয়হিংসায়া হিংসাত্বাভাবাদ্বধোঽপি ন ভবিষ্যতি মোচনমপি ন ভবিষ্যতি। দেবানাং কার্য্যসিদ্ধিশ্চ ভবিষ্যতীতি তদভিপ্রায় ইতি ॥ ৬১ ॥

কালিকা দেবীং প্রাহেত্যাহ ইতি তস্যা ইতি ॥ ৬২ ॥

মহৎকার্য্যে দেব্যর্থং বলিদানং কর্ত্তব্যমিতি দেব্যভিপ্রায়ং জ্ঞাত্বা কালিকয়াগ্রে মহাদৈত্যবধাদিমহাকার্য্যসিদ্ধ্যর্থং পশুবুদ্ধ্যা শ্রীদেব্যগ্রে তৌ হতাবিতি গূঢ়োঽভিসন্ধিঃ ॥ ৬৩ ॥

অত্র যদ্যম্বিকাশব্দেন কৌশিকীমাতা গৃহ্যতে তদাম্বিকায়া ললাটফলকান্নিঃসৃতায়াঃ কাল্যাশ্চণ্ডমুণ্ডৌ নিহত্যাগতায়া অম্বিকয়ৈব চামুণ্ডেতি নামকরণং কৃতমিত্যর্থঃ সম্পদ্যতে। যদি তু অম্বিকাশব্দেন কৌশিক্যেব গৃহ্যতে তদা কৌশিকীললাটফলকান্নিঃসৃতায়াঃ কাল্যাশ্চণ্ডমুণ্ডৌ নিহত্যাগতায়াঃ কৌশিক্যৈব চামুণ্ডেতি নামকরণং কৃতমিত্যর্থঃ সম্পদ্যতে। মার্কণ্ডেয়পুরাণেপ্যুভয়পক্ষৌ সম্ভবতঃ। প্রাঞ্চস্তু দ্বিতীয়পক্ষমেব সপ্তশতীব্যাখ্যায়াং সমাশ্রয়ন্তি। পরন্তম্বিকাশব্দস্য কৌশিকীজননত্বাং শক্তেঃ পূর্ব্বমুভয়পুরাণয়োরুক্তত্বাৎ সৈবাত্র গ্রাহ্যা যুক্তত্বাদিতি প্রথমপক্ষ এব জ্যায়ানিতি মম প্রতিভাতি ॥ ৬৪ ॥

অম্বিকা কালিকাকে মধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন ॥ ৬০ ॥ রণপ্রিয়ে! তুমি সুচতুরা অতএব ইহাদিগকে হিংসা করিও না, এবং পরিত্যাগও করিও না; কিন্তু মদীয় বাক্যের তাৎপর্য্য বিচার করিয়া যাহাতে দেবগণের কার্য্য সর্ব্বতোভাবে সুসিদ্ধ হয়, তাহা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য জানিবে ॥ ৬১ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! অম্বিকার ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া কালিকা তাঁহাকে পুনরায় বলিলেন, দেবি! অতি বিখ্যাত এই যুদ্ধযজ্ঞে খড়্গরূপ যূপ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, ইহাদিগকে তাহাতেই এরূপে বধ করিব যে, তাহাতে হিংসা হইবে না, অর্থাৎ যজ্ঞস্থলে বধ করিলে সে হিংসা হিংসামধ্যে গণ্য হয় না অতএব রণযজ্ঞে পশু বিবেচনা করিয়া দেবগণের কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত ইহাদিগকে বলি দিব এই কথা বলিয়াই সেই কালিকা দেবী খড়্গ প্রহারে তাহাদের শিরশ্ছেদন করিয়া তৎক্ষণাৎ আনন্দ সহকারে রুধির পান করিতে লাগিলেন ॥ ৬২-৬৩ ॥ এইরূপে দানব দ্বয় নিহত হইল দেখিয়া অম্বিকা দেবী প্রীতিসহকারে বলিলেন; কালিকে! তুমি সুরগণের কার্য্য সম্পাদন করিয়াছ এজন্য আজি তোমাকে

চণ্ডমুণ্ডৌ হতৌ যস্মাত্তস্মাত্তে নাম কালিকে ! ।
চামুণ্ডেতি সুবিখ্যাতং ভবিষ্যতি ধরাতলে ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
পঞ্চমস্কন্ধে চণ্ডমুণ্ডবধো নাম ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

চামুণ্ডেতি। পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

একটি উত্তম বরদান করিতেছি ॥৬৪॥ কালিকে ! তুমি চণ্ড মুণ্ডকে নিহত করিয়াছ সুতরাং এই ধরাতলে তোমার নাম চামুণ্ডা বলিয়া বিখ্যাত হইবে ॥ ৬৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌-
ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে চণ্ডমুণ্ড বধ নামক
ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

হতৌ তৌ দানবৌ দৃষ্ট্বা হতশেষাশ্চ সৈনিকাঃ।
পলায়নং ততঃ কৃত্বা জগ্মুঃ সর্ব্বে নৃপং প্রতি ॥ ১ ॥
ভিন্নাঙ্গা বিশিখৈঃ কেচিৎ কেচিচ্ছিন্নকরাস্তথা।
রুধিরস্রাবদেহাশ্চ রুদন্তোঽভিযযুঃ পুরে ॥ ২ ॥
গত্বা দৈত্যপতিং সর্ব্বে চক্রুর্ব্বুম্বারবং মুহুঃ।
রক্ষ রক্ষ মহারাজ ! ভক্ষয়ত্যদ্য কালিকা ॥ ৩ ॥
তয়া হতৌ মহাবীরৌ চণ্ডমুণ্ডৌ সুরার্দ্দনৌ।
ভক্ষিতাঃ সৈনিকাঃ সর্ব্বে বয়ং ভগ্না ভয়াতুরাঃ ॥ ৪ ॥
ভীতিদঞ্চ রণস্থানং কৃতং কালিকয়া প্রভো !।
পাতিতৈর্গজবীরাশ্বৈর্দ্দাসেরকপদাতিভিঃ ॥ ৫ ॥

অর্দ্ধাধিকৈস্ত্রিষষ্ট্যাস্তপদ্যৈরথ সবিস্তরম্।
রক্তবীজাহ্বরণ্তাত্র যুদ্ধং সম্যগিহোচ্যতে।

চণ্ডমুণ্ডবধোত্তরং জাতং বৃত্তমাহ হতৌ তাবিতি ॥ ১—২ ॥

বুম্বারবমিতি। হস্তমুখসংযোগেন ক্রিয়মাণঃ শব্দো বুম্বারবঃ। কস্মিংশ্চিদনর্থে সম্প্রাপ্তে এব তং শব্দং লোকাঃ কুর্ব্বন্তি ॥ ৩—৪ ॥

দাসেরকপদাতিভিরিতি। দাসেরকস্ত করভে দাসীপুত্রে চ ধীবরে ইতি মেদিনী। দাসেরকাশ্চ পদাতয়শ্চেতি দ্বন্দ্বঃ কর্ম্মধারয়ো বা। দাসেরকা উষ্ট্রা বা ॥ ৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! চণ্ডমুণ্ড নিহত হইলে হতাবশিষ্ট সৈনিকেরা পলায়ন করিয়া দৈত্যপতি শুম্ভের নিকট গমন করিতে আরম্ভ করিল ॥ ১ ॥ তাহাদের মধ্যে শর প্রহারে কাহারও অঙ্গ সকল ক্ষত বিক্ষত, কাহারও বাহু বিচ্ছিন্ন এবং কাহারও দেহ রুধির ধারায় পরিপ্লুত হইয়াছিল; তাহারা ঈদৃশ অবস্থায় রোদন করিতে করিতে নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিল ॥২॥ তাহারা দানবপতির সন্নিধানে উপনীত হইয়া মুহুর্মুহুঃ বুম্বারব (করমুখ-সংযোগে বিপদ-সূচক শব্দ) করিতে করিতে তাঁহাকে বলিল, মহারাজ! অদ্য কালিকা সমস্তই ভক্ষণ করিতেছে, অতএব আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন রক্ষা করুন ॥ ৩ ॥ সেই কালী সুরগণের নিপীড়নকারী মহাবীর চণ্ড মুণ্ডকে নিহত করিয়াছেন এবং প্রায় সমস্ত সৈনিককেই ভক্ষণ করিয়াছেন, আমরা তদ্দর্শনে ভয়ে কাতর হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া আসিয়াছি ॥ ৪ ॥ প্রভো! কালিকা সেই রণস্থানকে হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, বীর ও

শোণিতৌঘবহা কুল্যা কৃতা মাংসাতিকর্দ্দমা।
কেশশৈবলিনী ভগ্নরথচক্রবিরাজিতা ॥ ৬ ॥
ছিন্নবাহ্বাদিমৎস্যাঢ্যা শীর্ষতুম্বীফলান্বিতা।
ভয়দা কাতরাণাং বৈ সুরানাং মোদবর্দ্ধিনী ॥ ৭ ॥
কুলং রক্ষ মহারাজ! পাতালং গচ্ছ সত্বরম্।
ক্রুদ্ধা দেবী ক্ষয়ং সদ্যঃ করিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥
সিংহোঽপি ভক্ষয়ত্যাজৌ দানবান্ দনুজেশ্বর!।
তথৈব কালিকা দেবী হন্তি বাণৈরনেকধা ॥ ৯ ॥
তস্মাত্ত্বমপি রাজেন্দ্র! মরণায় মৃষা মতিম্।
করোষি সহিতো ভ্রাত্রা নিশুম্ভেন কৃতাশয়ঃ ॥ ১০ ॥
কিং করিষ্যতি নার্য্যেষা ক্রূরা কুলবিনাশিনী।
যস্যা হেতোর্মহারাজ! হন্তুমিচ্ছসি বান্ধবান্ ॥ ১১ ॥
দৈবাধীনৌ মহারাজ! লোকে জয়পরাজয়ৌ।
অল্পার্থায় মহদ্দুঃখং বুদ্ধিমান্ন প্রকল্পয়েৎ ॥ ১২ ॥

কুল্যা নদী। শোণিতমেব জলং তস্য প্রাপিকা মাংসমেবাতিশয়িতঃ কর্দ্দমো যস্যাম্। কেশরূপশৈবালবতী। ভগ্না রথাস্তেষাং চক্রৈরাবর্ত্তস্থানাপরৈর্বিরাজিতা ॥ ৬ ॥
ছিন্না যে বাহুপাদাস্ত এব মৎস্যাস্তৈর্যুক্তা। শীর্ষাণ্যেব তুম্বীফলানি তদ্যুক্তা ॥ ৭-১০ ॥

পদাতিগণের পতিত শরীর দ্বারা ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছেন ॥ ৫ ॥ সেই সংগ্রামস্থলে শোণিত ধারা প্রবাহিত হইয়া একটী নদী হইয়াছে, সৈন্যগণের মাংসরাশিই সেই নদীর প্রচুর পঙ্ক; কেশকলাপ শৈবল; ভগ্নরথচক্রই আবর্ত্ত; ছিন্ন বাহু ও চরণ সকলই মৎস্য-কুল এবং মস্তক সকল তুম্বী ফল; রাজন্! এক্ষণে এই নদী দর্শনে কাতর দৈত্যগণের ভয়সঞ্চার এবং দেবগণের আনন্দবর্দ্ধন হইতেছে ॥ ৬—৭ ॥ মহারাজ! অবিলম্বে পাতালে পলায়ন করিয়া কুল রক্ষা করুন। দেবী কুপিত হইয়া সদ্যই দানবকুলের ক্ষয় সাধন করিবেন সন্দেহ নাই ॥ ৮ ॥ দনুজেশ্বর! অধিক আর কি বলিব সেই সিংহও সমরস্থলে দানবদিগকে ভক্ষণ করিতেছে আর কালিকা দেবী শরসমূহে অসংখ্য দানবদিগকে নিহত করিতেছেন ॥ ৯ ॥ অতএব, রাজেন্দ্র! আপনি মনে মনে কি আশা করিয়াছেন আমাদের বোধ হয় আপনি সহোদর নিশুম্ভের সহিত নিরর্থক মরিবার নিমিত্ত বাসনা করিতেছেন ॥ ১০ ॥ আর যদি আপনার জয় হয় তাহা হইলে আপনি যাহার নিমিত্ত বান্ধবদিগকে সংহার করিতে বাসনা করিয়াছেন, সেই ক্রূরপ্রকৃতি কুলবিনাশিনী নারী আপনার কি মঙ্গলসাধন করিবে? ॥ ১১ ॥ মহারাজ! ইহলোকে জয় ও পরাজয় দৈবের

চিত্রং পশ্য বিধেঃ কর্ম্ম যদধীনং জগৎ প্রভো!।
নিহতা রাক্ষসাঃ সর্ব্বে স্ত্রিয়া পশ্যৈকয়ানয়া ॥ ১৩॥
জেতা ত্বং লোকপালানাং সৈন্যযুক্তো হি সাম্প্রতম্।
একা প্রার্থয়তে বালা যুদ্ধায়েতি সুসম্ভ্রমঃ ॥ ১৪ ॥
পুরা ত্বয়া তপস্তপ্তং পুষ্করে দেবতায়নে।
বরদানায় সম্প্রাপ্তো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥ ১৫ ॥
ধাত্রোক্তস্ত্বং মহারাজ! বরং বরয় সুব্রত!।
তদা ত্বয়ামরত্বঞ্চ প্রার্থিতং ব্রহ্মণঃ কিল ॥ ১৬ ॥
দৈবদৈত্যমনুষ্যেভ্যো ন ভবেন্মরণং মম।
সর্পকিন্নরযক্ষেভ্যঃ পুংলিঙ্গবাচকাদপি ॥ ১৭ ॥
তস্মাত্ত্বাং হন্তুকামৈষা প্রাপ্তা যোষিদ্বরা প্রভো!।
যুদ্ধং মা কুরু রাজেন্দ্র! বিচার্য্যৈবং ধিয়াধুনা ॥ ১৮ ॥
দেবী হ্যেষা মহামায়া প্রকৃতিঃ পরমা মতা।
কল্পান্তকালে রাজেন্দ্র! সর্ব্বসংহারকারিণী ॥ ১৯ ॥

কিং করিষ্যতীতি। কিমনয়া কলমিত্যর্থঃ ॥ ১১—১৩ ॥

অধীন, সুতরাং বুদ্ধিমান্ মানবগণ সামান্য প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত মহৎ দুঃখজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না ॥ ১২ ॥ প্রভো! এই জগন্মণ্ডল যাহার অধীন, সেই বিধির বিচিত্র কার্য্য অবলোকন করুন; কি আশ্চর্য্য! সেই একমাত্র স্ত্রী সমস্ত দানবদিগকেই নিহত করিল ॥১৩॥ মহারাজ! আপনি সৈন্যগণের সহিত লোকপালদিগকেও পরাজয় করিয়াছেন কিন্তু অধুনা এই বালা একাকিনী হইয়াও আপনাকে যুদ্ধের নিমিত্ত আহ্বান করিতেছে, ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় ॥ ১৪ ॥ মহরাজ! আপনি পুরাকালে দেবতাদিগের বসতি স্থান পরম পবিত্র পুষ্করতীর্থে তপস্যা করিয়াছিলেন, সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা বরদান করিবার নিমিত্ত সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া আপনাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিয়াছিলেন, তখন আপনি ব্রহ্মার নিকট অমর বর প্রার্থনা করেন ॥ ১৫—১৬ ॥ কিন্তু, ব্রহ্মা অমরবর দানে অস্বীকৃত হইলে আপনি তাঁহার নিকট হইতে দেব, দানব, মনুষ্য, নাগ, কিন্নর, যক্ষ প্রভৃতি কোনও পুরুষ হইতে মৃত্যু হইবে না, এই বর গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥ প্রভো! সেই জন্যই বোধ হয় আপনাকে সংহার করিবার বাসনায় এই ললনা আগমন করিয়াছেন। দানবেন্দ্র! আপনি মনোযোগ পূর্ব্বক এইরূপ বিচার করিয়া অধুনা এই যুদ্ধ হইতে বিরত হউন ॥ ১৮ ॥ রাজেন্দ্র! এই দেবীই মহামায়া পরমাপ্রকৃতি; সুতরাং ইনিই

উৎপাদয়িত্রী লোকানাং দেবানামীশ্বরী শুভা।
ত্রিগুণা তামসী দেবী সর্ব্বশক্তিসমন্বিতা ॥ ২০ ॥
অজয্যা চাক্ষয়া নিত্যা সর্ব্বজ্ঞা চ সদোদিতা।
বেদমাতা চ গায়ত্রী সন্ধ্যা সর্ব্বসুরালয়া ॥ ২১ ॥
নির্গুণা সগুণা সিদ্ধা সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাব্যয়া।
আনন্দানন্দদা গৌরী দেবানামভয়প্রদা ॥ ২২ ॥
এবং জ্ঞাত্বা মহারাজ! বৈরভাবং ত্যজানয়া।
শরণং ব্রজ রাজেন্দ্র! দেবী ত্বাং পালয়িষ্যতি ॥ ২৩ ॥
আজ্ঞাকরো ভবৈতস্যাঃ সঞ্জীবয় নিজং কুলম্।
হতশেষাশ্চ যে দৈত্যাস্তে ভবন্তু চিরায়ুষঃ ॥ ২৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা শুম্ভঃ সুরবলার্দ্দনঃ।
উবাচ বচনং তথ্যং বীরবর্য্যগুণান্বিতম্ ॥ ২৫ ॥

সুসম্ভ্রম আশ্চর্য্যম্ ॥ ১৪—২০ ॥

(অজয্যা অজেয়া। সদোদিতা নিরন্তরং প্রকাশমানা। সর্ব্বসুরালয়া সর্ব্বেষাং সুরাণাং আশ্রয়স্বরূপেত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

নির্গুণেতি। সংবিদ্রূপায়া অস্যাঃ সর্ব্বোপাধিবিবর্জ্জিতত্বাৎ নির্গুণত্বম্ ব্রহ্মাণ্ডাদিসৃষ্টিকর্ত্তৃত্বাৎ সগুণত্বং বোধ্যম্ ॥ ২২—২৪ ॥

বীরবর্য্যগুণান্বিতং বীরবর্য্যাণাং গুণৈর্যুদ্ধাপরাঙ্মুখত্বাদিভিরুপেতমিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥)

কল্পান্ত সময়ে সমস্ত জগৎ সংহার করিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥ এই শুভদায়িনী দেবী সমস্ত লোক ও দেবগণকে উৎপন্ন করিয়াছেন, ইনিই সকলের অধীশ্বরী অর্থাৎ রক্ষাকর্ত্রী এবং ইনিই তামসী অর্থাৎ সংহারকর্ত্রী; বস্তুত এই দেবীই ত্রিগুণা ও সর্ব্বশক্তি-সমন্বিতা ॥ ২০ ॥ এই দেবীই অজেয়া, অক্ষয়া, নিত্যা, সন্ধ্যাস্বরূপা এবং সুরগণের আশ্রয়স্বরূপা; ইনিই বেদমাতা গায়ত্রীরূপা; অধিক কি, ইনিই নিয়ত প্রকাশমান হইয়া সকল বিষয়ই জীবগণের জ্ঞানগোচর করিতেছেন ॥ ২১ ॥ এই অব্যয়া নির্গুণা হইয়াও কখন সগুণা হইয়া থাকেন, ইনিই স্বয়ং সিদ্ধস্বরূপা অথচ আরাধিত হইয়া সমস্তলোককে সিদ্ধি প্রদান করেন; ইনিই আনন্দময়ী হইয়া ভক্তবৃন্দকে আনন্দ দান করেন; অধিক কি বলিব এই গৌরীই দেবতাবৃন্দের অভয়দায়িনী সন্দেহ নাই ॥ ২২ ॥ মহারাজ! আপনি এই সমস্ত বিদিত হইয়া ইঁহার সহিত বৈরভাব পরিত্যাগ করুন; রাজেন্দ্র! আপনি ইঁহার শরণাগত হউন, তাহা হইলে দেবী আপনাকে অবশ্যই রক্ষা করিবেন ॥ ২৩ ॥ আপনি ইঁহার আজ্ঞাকারী হইয়া আপনার কুল রক্ষা করুন, তাহা হইলেই হতাবশিষ্ট দানবেরা চিরজীবন লাভ করিতে পারিবে ॥ ২৪ ॥

শুম্ভ উবাচ।

মৌনং কুর্ব্বন্তু ভো মন্দা যূয়ং ভগ্না রণাজিরাৎ।
শীঘ্রং গচ্ছত পাতালং জীবিতাশা বলীয়সী ॥ ২৬ ॥
দৈবাধীনং জগৎ সর্ব্বং কা চিন্তাত্র জয়ে মম।
দেবাস্তথৈব ব্রহ্মাদ্যা দৈবাধীনা বয়ং যথা ॥ ২৭ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রোঽয়ং যমোঽগ্নির্ব্বরুণস্তথা।
সূর্য্যশ্চন্দ্রস্তথা শক্রঃ সর্ব্বে দৈববশাঃ কিল ॥ ২৮ ॥
কা চিন্তা তর্হি মে মন্দা যদ্ভাবি তদ্ভবিষ্যতি।
উদ্যমস্তাদৃশো ভূয়াদ্‌যাদৃশী ভবিতব্যতা ॥ ২৯ ॥
সর্ব্বথৈবং বিচার্য্যৈব ন শোচন্তি বুধাঃ ক্বচিৎ।
স্বধর্ম্মং ন ত্যজন্তীহ জ্ঞানিনো মরণাদ্ভয়াৎ ॥ ৩০ ॥
সুখং দুঃখং তথৈবায়ুর্জীবিতং মরণং নৃণাম্।
কালে ভবতি সম্প্রাপ্তে সর্ব্বথা দৈবনির্ম্মিতম্ ॥ ৩১ ॥
ব্রহ্মা পততি কালে স্বে বিষ্ণুশ্চ পার্ব্বতীপতিঃ।
নাশং গচ্ছন্ত্যায়ুষোঽন্তে সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ ॥ ৩২ ॥

জীবিতাশা যুষ্মাকং বলীয়স্যস্তীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥
মম দৈবাধীনত্বনিশ্চয়াৎ সা নাস্তীত্যাহ দৈবাধীনমিতি ॥ ২৭—৩২ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! সুরবল-বিমর্দ্দন শুম্ভ তাহাদের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বীরোচিত বাক্যে যথার্থ কথা বলিতে আরম্ভ করিল ॥ ২৫ ॥ শুম্ভ বলিল, রে মূর্খগণ! তোরা নীরব হইয়া থাক, তোদের জীবিতাশা বলবতী বলিয়াই রণস্থল হইতে পলাইয়া আসিয়াছিস্, অতএব তোরা অবিলম্বে পাতালে গমন কর্ ॥ ২৬ ॥ এই জগৎ দৈবের অধীন সুতরাং জয় বিষয়ে আমার চিন্তা কি? ব্রহ্মাদি দেবতাবৃন্দও যেরূপ দৈবের অধীন আমরাও সেইরূপ দৈবের অধীন হইয়া রহিয়াছি ॥ ২৭ ॥ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, যম, অগ্নি, বরুণ, সূর্য্য, চন্দ্র এবং শক্র, সকলেই দৈবের নিতান্তই বশীভূত ॥ ২৮ ॥ রে মূর্খগণ! যাহা হইবার তাহা অবশ্যই হইবে, যেরূপ ভবিতব্যতা ইহ লোকে সেইরূপই উদ্যম হইয়া থাকে, সুতরাং সে বিষয়ে আমার চিন্তার প্রয়োজন কি? ॥ ২৯ ॥ বুধগণ এইরূপ বিচার করিয়াই কখন শোক করেন না, বিশেষতঃ জ্ঞানিগণ মরণ-ভয়বশতঃ ইহ লোকে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হয়েন না ॥ ৩০ ॥ জীবগণের সুখ, দুঃখ, আয়ু, জীবন্ ও মরণ, কাল প্রাপ্ত হইলেই দৈবকর্ত্তৃক বিহিত হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥ দেখ, স্বীয় কালের অবসান হইলে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও

তথাহমপি কালস্য বশগঃ সর্ব্বথাধুনা।
নাশং জয়ং বা গন্তাস্মি স্বধর্ম্মপরিপালনাৎ ॥ ৩৩ ॥
আহূতোঽপ্যনয়া কামং যুদ্ধায়াবলয়া কিল।
কথং পলায়নপরো জীবেয়ং শরদাং শতম্ ॥ ৩৪ ॥
করিষ্যাম্যদ্য সংগ্রামং যদ্ভাবি তদ্ভবত্বিহ।
জয়ো বা মরণং বাপি স্বীকরোমি যথা তথা ॥ ৩৫ ॥
দৈবং মিথ্যেতি বিদ্বাংসো বদন্ত্যুদ্যমবাদিনঃ।
যুক্তিযুক্তং বচস্তেষাং যে জানন্ত্যভিভাষিতম্ ॥ ৩৬ ॥
উদ্যমেন বিনা কামং ন সিধ্যন্তি মনোরথাঃ।
কাতরা এব জল্পন্তি যদ্ভাব্যং তদ্ভবিষ্যতি ॥ ৩৭ ॥
অদৃষ্টং বলবন্মূঢ়াঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
প্রমাণং তস্য সত্ত্বে কিমদৃশ্যং দৃশ্যতে কথম্ ॥ ৩৮ ॥

ইত্থং কালবশত্বে সর্ব্বেষাং সমানে যথা তে যুধ্যন্তি তথাহমপীত্যাহ তথাহমপীতি ॥৩৩-৩৫॥

দৈবাধীনত্বপক্ষেঽপীদমুত্তরং ময়া দত্তম্। উদ্যমাধীনত্বপক্ষে তু সর্ব্বথা যোদ্ধব্যমিত্যেবায়াতীত্যাহ দৈবং মিথ্যেতি। তেষাং বচো যুক্তিযুক্তং ইত্থং যেঽভিভাষিতং শাস্ত্রং জানন্তি তে বদন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

তত্র যুক্তিমাহ উদ্যমেন বিনেতি। তদ্ভবিষ্যতীতি অত্রেতি শেষঃ ॥ ৩৭ ॥

তস্য সত্ত্বে কিমিতি। তস্যাদৃষ্টস্য সত্ত্বে কিং প্রমাণং ন প্রমাণমস্তীত্যর্থঃ। অদৃশ্যমদৃষ্টং কথং দৃশ্যতে তস্মাদদৃশ্যত্বাভাবান্ন প্রত্যক্ষং প্রমাণমদৃষ্টসত্ত্বে ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

পার্ব্বতীপতি মহাদেবেরও পতন হয়, আয়ুর অবসানে বাসব প্রভৃতি সমস্ত দেবতারাও বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥ সেইরূপ আমিও সর্ব্বতোভাবেই কালের বশবর্ত্তী সুতরাং এক্ষণে স্বধর্ম্ম পালন করিয়া জয় অথবা বিনাশ লাভ করিব তাহাতে সন্দেহ কি? ॥ ৩৩ ॥ এই অবলা ইচ্ছানুসারে আমাকে যুদ্ধের নিমিত্ত আহ্বান করিতেছে অতএব আমি পলায়ন করিয়া কিরূপে শত শত বৎসর জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইব? ॥ ৩৪ ॥ আমি আজ সংগ্রাম করিব, যাহা হইবার তাহাই হউক; ইহাতে জয়ই হউক অথবা মরণই হউক উভয়ই আমি স্বীকার করিব ॥ ৩৫ ॥ উদ্যমবাদী পণ্ডিতগণ দৈবকে মিথ্যা বলিয়া থাকেন যাঁহারা তাঁহাদের বাক্যের সার মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন তাঁহারাই তাঁহাদের বাক্য যুক্তিযুক্ত বলিয়া জানিতে পারেন ॥ ৩৬ ॥ উদ্যম ব্যতীত মনোরথ কখনই সিদ্ধ হয় না, কাতর ব্যক্তিরাই যাহা হইবার তাহাই হইবে এইরূপ কল্পনা করিয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥ মন্দবুদ্ধি মানবেরাই অদৃষ্টকে বলবান্ বলিয়া থাকে, কিন্তু পণ্ডিতেরা তাহা বলেন না; অদৃষ্ট আছে কি না তাহার কোনও প্রমাণ নাই বস্তুতঃ যে অদৃষ্ট অদৃশ্য তাহা কিরূপে দৃশ্য হইবে? ॥ ৩৮ ॥

অদৃষ্টং কাপি দৃষ্টং স্যাদেষা মূর্খবিভীষিকা।
অবলম্বং বিনৈবৈষা দুঃখে চিত্তস্য ধারণা ॥ ৩৯ ॥
চক্রী সমীপে সংবিষ্টা সংস্থিতা পিষ্টকারিণী।
উদ্যমেন বিনা পিষ্টং ন ভবত্যেব সর্ব্বথা ॥ ৪০ ॥
উদ্যমে চ কৃতে কার্য্যং সিদ্ধিং যাত্যেব সর্ব্বথা।
কদাচিত্তস্য ন্যূনত্বে কার্য্যং নৈব ভবেদপি ॥ ৪১ ॥
দেশং কালঞ্চ বিজ্ঞায় স্ববলং শত্রুজং বলম্।
কৃতং কার্য্যং ভবত্যেব বৃহস্পতিবচো যথা ॥ ৪২ ॥

ব্যাস উবাচ ॥

ইতি নিশ্চিত্য দৈত্যেন্দ্রো রক্তবীজং মহাসুরম্।
প্রেষয়ামাস সংগ্রামে সৈন্যেন মহতা বৃতম্ ॥ ৪৩

তস্মাদদৃষ্টাভাবাদবলম্বং বিনৈবাশ্রয়ং বিনৈবৈষা চিত্তস্য ধারণা স্থাপনা দুঃখে দুঃখবিষয়ে ॥ ৩৯ ॥

চক্রীতি। বর্ত্তুলং পাষাণদ্বয়ং পিষ্টসাধনং চক্রীপদবাচ্যং। লোকে চক্কীতি বদন্তি ॥৪০॥

ননূদ্যমে কৃতেঽপি কচিৎ কার্য্যং ন ভবতি তস্মাদুদ্যোগোঽপ্যকিঞ্চিৎকরঃ। কিন্তু দৈবমেব প্রধানমিতি চেত্তত্রাহ কদাচিদিতি। কার্য্যানুরূপোদ্যোগে ভবত্যেব কার্য্যম্। কার্য্যবাহুল্যে উদ্যোগন্যূনতায়াং ন কার্য্যং ভবতীতি ন তন্নির্ব্বাহার্থমদৃষ্টাপেক্ষাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

প্রত্যক্ষপ্রমাণাভাবেঽপ্যাগমস্যাদৃষ্টবিষয়ে প্রামাণ্যমস্ত্যেবেতি চেদ্ যে বেদপ্রামাণ্যবাদিনস্তান্ প্রতীথং বক্তব্যম্। ন বয়ং তাদৃশাঃ। কিন্তু প্রত্যক্ষমেকে চার্ব্বাকা ইতি নাস্তিকমতাবলম্বিন ইত্যাহ দেশং কালঞ্চেতি। দেশকালাবপ্যুদ্যোগস্য সামগ্রীভূতে কল্প্যেতে ইতি ভাবঃ। কো ভবতামাচার্য্য ইতি চেত্তত্রাহ বৃহস্পতীতি। বার্হস্পত্যং শাস্ত্রমিত্যর্থঃ ॥ ৪২—৪৩ ॥

অদৃষ্ট কি কোথাও দৃষ্ট হইয়াছে? ইহা মূর্খদিগের বিভীষিকা মাত্র; সুতরাং ইহা অজ্ঞগণের দুঃখাবস্থায় অবলম্বন ব্যতিরেকে চিত্তধারণের উপায় মাত্র, সন্দেহ নাই ॥ ৩৯ ॥ পেষণী চক্রী (জাঁতা) সমীপে উপবিষ্ট থাকিলেও কোন বস্তু পুরুষের উদ্যম ব্যতীত কোনরূপে পিষ্ট হয় না ॥ ৪০ ॥ অতএব, কার্য্যানুরূপ উদ্যম করিলে সেই কার্য্য অবশ্যই সিদ্ধ হইয়া থাকে, কার্য্য অপেক্ষা যদি উদ্যম অল্প হয়, তবে সে কার্য্য কখনই সম্পন্ন হয় না ॥ ৪১ ॥ দেশ, কাল এবং শত্রুর ও নিজের বল বিশেষরূপে বিদিত হইয়া কার্য্য করিলে তাহা সুসিদ্ধ হইয়া থাকে এই কথা বৃহস্পতি বলিয়াছেন ॥ ৪২ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! শুম্ভ এইরূপ নিশ্চয় করিয়া প্রচুর সৈন্য সমভিব্যাহারে মহাসুর রক্তবীজকে সংগ্রামস্থলে প্রেরণ করিবার জন্য তাহাকে বলিল, রক্তবীজ! তুমি

শুম্ভ উবাচ।

রক্তবীজ! মহাবাহো গচ্ছ ত্বং সমরাঙ্গণে।
কুরু যুদ্ধং মহাভাগ! যথা তে বলমাহিতম্ ॥ ৪৪ ॥

রক্তবীজ উবাচ।

মহারাজ! ন তে কার্য্যা চিন্তা স্বল্পতরাপি বা।
অহমেনাং হনিষ্যামি করিষ্যামি বশে তব ॥ ৪৫ ॥
পশ্য মে যুদ্ধচাতুর্য্যং কেয়ং বালা সুরপ্রিয়া।
দাসীং তেঽহং করিষ্যামি জিত্বেমাং সমরে বলাৎ ॥ ৪৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যাভাষ্য কুরুশ্রেষ্ঠ! রক্তবীজো মহাসুরঃ।
জগাম রথমারুহ্য স্বসৈন্যপরিবারিতঃ ॥ ৪৭ ॥
হস্ত্যশ্বরথপাদাতিবৃন্দৈশ্চ পরিবেষ্টিতঃ।
নির্জ্জগাম রথারূঢ়ো দেবীং শৌলোপরিস্থিতাম্ ॥ ৪৮ ॥
তমাগতং সমালোক্য দেবী শঙ্খমবাদয়ৎ।
ভয়দং সর্ব্বদৈত্যানাং দেবানাং মোদবর্দ্ধনম্ ॥ ৪৯ ॥
শ্রুত্বা শঙ্খস্বনং চোগ্রং রক্তবীজোঽতিবেগবান্।
গত্বা সমীপে চামুণ্ডাং বভাষে বচনং মৃদু ॥ ৫০ ॥

অয়ং রক্তবীজো মহিষাসুরস্যোৎপত্তিসময়ে চিতামধ্যান্নির্গতো দেহান্তরেণ রম্ভাসুর এবেতি পূর্ব্বমুক্তম্ ॥ ৪৪—৪৭ ॥

অতিশয় বলবান্, অতএব তুমিই সমরস্থলে গমন কর। মহাভাগ! সেখানে গিয়া তোমার যেরূপ বল তদনুসারে যুদ্ধ করিবে ॥ ৪৩—৪৪ ॥

রক্তবীজ বলিল, মহারাজ! আপনি এ বিষয়ে স্বল্পমাত্রও চিন্তা করিবেন না আমি নিশ্চয়ই তাহাকে সংহার করিব অথবা আপনার বশীভূত করিয়া দিব ॥ ৪৫ ॥ আমার যুদ্ধ চাতুর্য্য আপনি অবলোকন করুন, সেই সুরপ্রিয়া বালা অতি সামান্য, আমি ইহাকে বল সহকারে এখনিই জয় করিয়া আপনার দাসী করিয়া দিব ॥ ৪৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, কুরুশ্রেষ্ঠ! মহাসুর রক্তবীজ এই কথা বলিয়া স্বীয় সৈন্য সমূহে পরিবৃত হইয়া রথে আরোহণ পূর্ব্বক রণে প্রস্থান করিল ॥ ৪৭ ॥ হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি এই চতুরঙ্গিণী সেনায় পরিবেষ্টিত হইয়া রথে আরোহণ করিয়া শৈলোপরি অবস্থিতা দেবীর উদ্দেশে নগর হইতে নির্গত হইল ॥ ৪৮ ॥ অনন্তর, দেবী তাহাকে সমাগত দেখিয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন, সেই শব্দে দানবদিগের ভয় সঞ্চার এবং দেবতাগণের আনন্দ বৃদ্ধি হইতে

রক্তবীজ উবাচ ।

বালে ! কিং মাং ভীষয়সি মত্বা ত্বং কাতরং কিল ।
শঙ্খনাদেন তম্বঙ্গি ! বেৎসি কিং ধূম্রলোচনম্ ॥ ৫১ ॥
রক্তবীজোঽস্মি নাম্নাহং ত্বৎসকাশমিহাগতঃ ।
যুদ্ধেচ্ছা চেৎ পিকালাপে ! সজ্জা ভব ভয়ং ন মে ॥ ৫২ ॥
পশ্যাদ্য মে বলং কান্তে ! দৃষ্টা যে কাতরাস্ত্বয়া ।
নাহং পংক্তিগতস্তেষাং কুরু যুদ্ধং যথেচ্ছসি ॥ ৫৩ ॥
বৃদ্ধাশ্চ সেবিতাঃ পূর্ব্বং নীতিশাস্ত্রং শ্রুতং ত্বয়া ।
পঠিতশ্চার্থবিজ্ঞানং বিদ্বদ্গোষ্ঠী কৃতাথ বা ॥ ৫৪ ॥
সাহিত্যতন্ত্রবিজ্ঞানং চেদস্তি তব সুন্দরি ! ।
শৃণু মে বচনং পথ্যং তথ্যং প্রমিতিবৃংহিতম্ ॥ ৫৫ ॥
রসানাঞ্চ নবানাং বৈ দ্বাবেব মুখ্যতাং গতৌ ।
শৃঙ্গারকঃ শান্তিরসো বিদ্বজ্জনসভাসু চ ।
তয়োঃ শৃঙ্গার এবাদৌ নৃপভাবে প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৫৬ ॥

শৈলোপরিস্থিতামিতি। যদ্যপি দেবী শুম্ভস্তোপবনে স্থিতেতি পূর্ব্বমুক্তং তথাপি চণ্ডমুণ্ডবধানন্তরং সর্ব্বদৈত্যানাং বধে বিস্তীর্ণস্থলস্যাপেক্ষিতত্বাল্লোকাসঙ্কুলিতে বিস্তীর্ণে দেশে হিমালয়ে গতবতী ভগবতীতি বা শৈলোপর্য্যেব তস্তোপবনমাসীদিতি বা বোধ্যম্ ॥ ৪৮-৫৩॥

পরন্তু যৎকিঞ্চিৎ ময়োচ্যতে তচ্ছ্রুত্বা পশ্চাদ্‌যুদ্ধং কুর্ব্বিত্যাহ বৃদ্ধাশ্চেতি। সর্ব্বেষাং বাক্যানাং চেদস্তীত্যনেনান্বয়ঃ ॥ ৫৪—৫৫ ॥

লাগিল ॥ ৪৯ ॥ রক্তবীজ সেই শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিবামাত্র অতিবেগে চামুণ্ডা সন্নিধানে উপনীত হইয়া তাঁহাকে কোমলভাবে বলিতে আরম্ভ করিল ॥ ৫০ ॥

বালে ! আমাকে কাতর বিবেচনা করিয়া শঙ্খনিনাদ দ্বারা কি ভয় প্রদর্শন করিতেছ ? কৃশাঙ্গি ! আমাকে কি ধূম্রলোচন বলিয়া বিবেচনা করিতেছ ? ॥ ৫১ ॥ মধুরভাষিণি ! আমার নাম রক্তবীজ, আমি তোমার উদ্দেশে এই স্থানে আসিয়াছি, যদি তোমার যুদ্ধ বাসনা থাকে, তবে সজ্জিত হও আমার তাহাতে কিছুমাত্র ভয় নাই ॥ ৫২ ॥ কান্তে ! যাহারা যুদ্ধে কাতর, তুমি তাহাদিগকেই দর্শন করিয়াছ, আমি সেই শ্রেণীর অন্তর্গত নহি; অতএব তোমার যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ যুদ্ধ কর তাহা হইলেই আমার বল প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে ॥ ৫৩ ॥ সুন্দরি ! তুমি যদি পূর্ব্বে বৃদ্ধগণের সেবা করিয়া থাক, নীতিশাস্ত্র শ্রবণ করিয়া থাক, অর্থ বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিয়া থাক, পণ্ডিত সভায় মিলিত হইয়া থাক অথবা সাহিত্য ও তন্ত্র বিষয়ে যদি তোমার বিজ্ঞান থাকে, তবে প্রমাণ সহ সত্য অথচ পথ্য মদীয় এই বাক্য শ্রবণ কর ॥ ৫৪—৫৫ ॥ নববিধ রসের মধ্যে বিদ্বজ্জনের সভায় শৃঙ্গার ও শান্তি এই উভয়বিধ

বিষ্ণুর্লক্ষ্ম্যা সহাস্তে বৈ সাবিত্র্যা চতুরাননঃ।
শচ্যেন্দ্রঃ শৈলসুতয়া শঙ্করঃ সহ শেরতে ॥ ৫৭ ॥
বল্ল্যা বৃক্ষো মৃগো মৃগ্যা কপোত্যা চ কপোতকঃ।
এবং সর্ব্বে প্রাণভৃতঃ সংযোগরসিকা ভৃশম্ ॥ ৫৮ ॥
অপ্রাপ্তভোগবিভবা যে চান্যে কাতরা নরাঃ।
ভবন্তি যতয়স্তে বৈ মূঢ়া দৈবেন বঞ্চিতাঃ ॥ ৫৯ ॥
অসংসাররসজ্ঞাস্তে বঞ্চিতা বঞ্চনাপরৈঃ।
মধুরালাপনিপুণৈ রতাঃ শান্তিরসে হি তে ॥ ৬০ ॥
ক জ্ঞানং ক চ বৈরাগ্যং বর্ত্তমানে মনোভবে।
লোভে ক্রোধে চ দুর্দ্ধর্ষে মোহে মতিবিনাশকে ॥ ৬১ ॥
তস্মাত্ত্বমপি কল্যাণি! কুরু কান্তং মনোহরম্।
শুম্ভং সুরাণাং জেতারং নিশুম্ভং বা মহাবলম্ ॥ ৬২ ॥

রসানামিতি। বিদ্বৎসভাসু শৃঙ্গাররসঃ শান্তিরসশ্চেতি দ্বাবেব মুখ্যত্বেন গণিতৌ নৃপভাবে সংসারাসক্তিরূপে নৃপস্বভাবে ইত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥
অস্মিন্ রসে কে সক্তা ইতি চেত্তত্রাহ বিষ্ণুর্লক্ষ্ম্যা ইতি ॥ ৫৭—৫৮ ॥
শান্তিরসে কে সক্তা ইতি চেদ্ধতভাগ্যা ইত্যাহ অপ্রাপ্তভোগবিভবা ইতি। যে কুত্রাপ্যুপযোগিনো ন সন্তান্ধপঙ্গুমূঢ়াদয়স্তে শান্তিরসে নিমগ্না ইত্যর্থঃ ॥ ৫৯—৬০ ॥
কিঞ্চ জ্ঞানং ভবতি চেৎ সাপি শান্তিঃ শান্তিরসোঽস্তু তদেব তু সর্ব্বথা দুর্ল্লভমিত্যাহ ক জ্ঞানমিতি ॥ ৬১—৬২ ॥

রসই প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে, পরন্তু ঐ উভয় রসের মধ্যে শৃঙ্গার রসই প্রথমত রাজভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ॥ ৫৬ ॥ অধিক কি, এই রসে আসক্ত হইয়া বিষ্ণু কমলার সহিত, চতুরানন সাবিত্রীর সহিত, ইন্দ্র শচীর সহিত এবং শঙ্কর উমার সহিত বাস করিতেছেন ॥ ৫৭ ॥ আর দেখ বৃক্ষ লতার সহিত, মৃগ মৃগীর সহিত ও কপোত কপোতীর সহিত মিলিত হয় এইরূপে সমস্ত প্রাণিপুঞ্জই সংযোগ-রসে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া থাকে ॥ ৫৮ ॥ যাহারা পীড়াবশত কাতর হইয়াই ভোগ বিভব উপভোগ করিতে পারে না, সেই মূঢ় মানবেরাই দৈব বিড়ম্বনায় বঞ্চিত হইয়া থাকে ॥ ৫৯ ॥ যাহারা সংসার রস বিদিত নহে, তাহারাই প্রতারকদিগের মধুর বাক্য-কৌশলে বঞ্চিত হইয়া শান্তিরসে নিরত হয় ॥ ৬০ ॥ বুদ্ধি-বিনাশক মোহ, দুর্ব্বার ক্রোধ, লোভ এবং কামের উদয় হইলে জ্ঞান অথবা বৈরাগ্য কোথায় স্থান পাইয়া থাকে ? ॥ ৬১ ॥ অতএব, কল্যাণি! তুমি সুরবিজয়ী মনোহর শুম্ভ অথবা মহাবল নিশুম্ভকে পতিত্বে বরণ কর ॥ ৬২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা রক্তবীজোঽসৌ বিররাম পুরঃস্থিতঃ ।
শ্রুত্বা জহাস চামুণ্ডা কালিকা চাম্বিকা তথা ॥ ৬৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে রক্তবীজসমরাগমনং নাম সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

চামুণ্ডা ললাটান্নিঃসৃতা কালিকা কোশান্নির্গতা অম্বিকা তয়োর্জননী ॥ ৬৩ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! রক্তবীজ দেবীর অগ্রে দণ্ডায়মান হইয়া এই সমস্ত কথা বলিয়া বিরত হইলে কালিকা, অম্বিকাও চামুণ্ডা তাহা শ্রবণ করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন ॥ ৬৩ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে রক্তবীজের সংগ্রাম গমন নামক সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

কৃত্বা হাস্যং ততো দেবী তমুবাচ বিশাম্পতে!।
মেঘগম্ভীরয়া বাচা যুক্তিযুক্তমিদং বচঃ ॥ ১ ॥
পূর্ব্বমেব ময়া প্রোক্তং মন্দাত্মন্! কিং বিকত্থসে।
দূতস্যাগ্রে যথাযোগ্যং বচনং হিতসংযুতম্ ॥ ২ ॥
সদৃশো মম রূপেণ বলেন বিভবেন চ।
ত্রিলোক্যাং যদি কোঽপি স্যাত্তং পতিং প্রবৃণোম্যহম্ ॥ ৩ ॥
ব্রূহি শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ প্রতিজ্ঞা মে পুরা কৃতা।
তস্মাদ্যুধ্যস্ব জিত্বা মাং বিবাহং বিধিবৎ কুরু ॥ ৪ ॥
ত্বং বৈ তদাজ্ঞয়া প্রাপ্তস্তস্য কার্য্যার্থসিদ্ধয়ে।
সংগ্রামং কুরু পাতালং গচ্ছ বা পতিনা সহ ॥ ৫ ॥

ত্রিষষ্টিশ্লোকবর্গোঽস্ত রক্তবীজাহ্বয়েণ হ।
দেব্যা সহ মহাযুদ্ধমভূদিতি চ বর্ণ্যতে ॥

রক্তবীজবাক্যং শ্রুত্বা দেবী যদাহ তদুচ্যতে কৃত্বা হাস্যমিতি ॥ ১ ॥

পূর্ব্বমেবেতি। হে মন্দাত্মন্! পূর্ব্বং প্রেষিতস্য দূতস্যাগ্রে যথাযোগ্যং হিতসংযুতং বচনং ময়া পূর্ব্বমেব প্রোক্তং পুনস্ত্বং কিমর্থং বিকত্থস ইত্যন্বয়ঃ ॥ ২ ॥

তৎকিমুক্তমিতি চেত্তদাহ সদৃশো মমেতি। প্রবৃণোমি বর্ত্তমানসামীপ্যে ভবিষ্যতি লট্ বরিষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, নরপতে! দেবী রক্তবীজের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য করত মেঘের ন্যায় গম্ভীর স্বরে তাহাকে এইরূপ যুক্তিযুক্ত বাক্য বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ মন্দাত্মন্! আমি পূর্ব্বেই দূতের নিকট যথোচিত বাক্য বলিয়াছি, অতএব কেন আর এক্ষণে অনর্থক শ্লাঘা করিতেছ? ॥২॥ ত্রিভুবন মধ্যে যদি কোনও পুরুষ, রূপ, বল ও বিভবে আমার সদৃশ থাকেন তাহা হইলে আমি তাহাকেই পতিত্বে বরণ করিব ॥ ৩ ॥ তুমি শুম্ভ ও নিশুম্ভের নিকটে গমন করিয়া তাহাদিগকে জানাইবে যে, আমি পূর্ব্বেই এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, অতএব আমাকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া বিধিপূর্ব্বক বিবাহ কর ॥ ৪ ॥ তুমি দৈত্যপতি শুম্ভের আদেশানুসারে তাহার কার্য্য সম্পাদন করিবার নিমিত্তই এস্থানে আসিয়াছ, অতএব হয় সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও নতুবা তোমাদের প্রভুর সহিত পাতালে পলায়ন কর ॥ ৫ ॥

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং দেব্যাঃ স দৈত্যোঽমর্ষপূরিতঃ।
মুমোচ তরসা বাণান্ সিংহস্যোপরি দারুণান্ ॥ ৬ ॥
অম্বিকা তাঞ্ছরান্ বীক্ষ্য গগনে পন্নগোপমান্।
চিচ্ছেদ সায়কৈস্তীক্ষ্ণৈর্লঘুহস্ততয়া ক্ষণাৎ ॥ ৭ ॥
অন্যৈর্জঘান বিশিখৈ রক্তবীজং মহাসুরম্।
অম্বিকা চাপনির্ম্মুক্তৈঃ কর্ণাকৃষ্টৈঃ শিলাশিতৈঃ ॥ ৮ ॥
দেবীবাণহতঃ পাপো মূর্চ্ছামাপ রথোপরি।
পতিতে রক্তবীজে তু হাহাকারো মহানভূৎ ॥ ৯ ॥
সৈনিকাশ্চুক্রুশুঃ সর্ব্বে হতাঃ স্ম ইতি চাব্রুবন্ ॥ ১০ ॥
ততো বুম্বারবং শ্রুত্বা শুম্ভঃ পরমদারুণম্।
উদ্‌যোগং সর্ব্বসৈন্যানাং দৈত্যানামাদিদেশ হ ॥ ১১ ॥

শুম্ভ উবাচ।

নির্যান্তু দানবাঃ সর্ব্বে কাম্বোজাঃ স্ববলৈর্বৃতাঃ।
অন্যেঽপ্যতিবলাঃ শূরাঃ কালকেয়া বিশেষতঃ ॥ ১২ ॥

ইতি প্রতিজ্ঞেত্যর্থঃ ॥ ৪—৭ ॥
অন্যৈরিতি স্থূলাগ্রৈরিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! দেবীর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই দানব কোপে পরিপূর্ণ হইল এবং অবিলম্বে সিংহের উপর নিদারুণ শর সকল মোচন করিতে লাগিল ॥৬॥ তখন, অম্বিকা আকাশ মার্গে সর্প সদৃশ সেই শরজাল দর্শন করিয়া লঘুহস্ততা-প্রযুক্ত তীক্ষ্ণ সায়ক সমূহ দ্বারা ক্ষণমাত্রেই সেই শর সকল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং স্বীয় শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক শিলাশাণিত অপর বিশিখ সকল পরিত্যাগ করিয়া মহাসুর রক্তবীজকে প্রহার করিলেন ॥ ৭—৮ ॥ তখন, সেই পাপিষ্ঠ দেবীর শরাঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া রথের উপর পতিত হইল। রক্তবীজ নিপতিত হইলে তাহার সৈন্যগণের মধ্যে মহান্ হাহাকার শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল এবং হায় হায়! আমরা হত হইলাম এই বলিয়া সৈন্যগণ ক্রন্দন করিতে লাগিল ॥৯—১০॥ অনন্তর, অসুররাজ শম্ভু নিদারুণ বুম্বারব (করমুখ-সংযোগে বিপদসূচক আর্ত্তনাদ) শ্রবণ করিয়া সমস্ত দানব-সেনাদিগকে রণসজ্জায় সজ্জিত হইতে আদেশ করিল ॥ ১১ ॥ শুম্ভ বলিল, অদ্য সমস্ত দানব, কাম্বোজগণ ও অন্যান্য সেনাপতিগণ স্বীয় স্বীয় সেনায় পরিবৃত হইয়া যুদ্ধে গমন করুক; বিশেষত কালকেয়গণ শূর ও অতিশয় বলবান্, অতএব তাহারাও সেনা সমভিব্যাহারে সমরে গমন করুক ॥ ১২ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যাজ্ঞপ্তং বলং সর্ব্বং শুম্ভেন চ চতুর্ব্বিধম্।
নির্জ্জগাম মদাবিষ্টং দেবীসমরমণ্ডলে ॥ ১৩ ॥
তমাগতং সমালোক্য চণ্ডিকা দানবং বলম্।
ঘণ্টানাদং চকারাশু ভীষণং ভয়দং মুহুঃ ॥ ১৪ ॥
জ্যাস্বনং শঙ্খনাদঞ্চ চকার জগদম্বিকা।
তেন নাদেন সা জাতা কালী বিস্তারিতাননা ॥ ১৫ ॥
শ্রুত্বা তন্নিনদং ঘোরং সিংহো দেব্যাশ্চ বাহনম্।
জগর্জ্জ সোঽপি বলবান্ জনয়ন্ ভয়মদ্ভুতম্ ॥ ১৬ ॥
তন্নিনাদমুপশ্রুত্য দানবাঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ।
সর্ব্বে চিক্ষিপুরস্ত্রাণি দেবীং প্রতি মহাবলাঃ ॥ ১৭ ॥
তস্মিন্নেবায়তে যুদ্ধে দারুণে লোমহর্ষণে।
ব্রহ্মাদীনাঞ্চ দেবানাং শক্তয়শ্চণ্ডিকাং যযুঃ ॥ ১৮ ॥
যস্য দেবস্য যদ্রূপং যথাভূষণবাহনম্।
তাদৃগ্রূপাস্তদা দেব্যঃ প্রযযুঃ সমরাঙ্গণে ॥ ১৯ ॥

তেন চ রক্তং ন নির্গতং মূর্চ্ছা চ জাতেত্যুভয়ং যুক্তমেব ॥ ৯—১৪ ॥
কালী বিস্তারিতাননা সতী তেন নাদেন যুক্তা জাতা। তথা তেষাং নাদং স্বমুখেনাকরোদিত্যর্থঃ ॥ ১৫—১৭ ॥
আয়তে বিস্তীর্ণে ॥ ১৮—১৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! শুম্ভের আজ্ঞা পাইবামাত্র হস্তী, অশ্ব, পদাতি ও রথী এই চতুরঙ্গিণী সেনা মদমত্ত হইয়া দেবীর সংগ্রাম স্থলে গমন করিতে লাগিল ॥১৩॥ চণ্ডিকাদেবী দানবসৈন্যগণকে সমীপে সমাগত দেখিয়া অবিলম্বে বারংবার ভীষণ ও ভয়প্রদ ঘণ্টাধ্বনি করিতে লাগিলেন ॥১৪॥ জগদম্বিকাও জ্যাশব্দ এবং শঙ্খনিনাদ করিলেন; তৎকালে কালীও স্বীয় বদন বিস্তারিত করিয়া সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে তদনুরূপ ঘোরতর শব্দ করিলেন ॥ ১৫ ॥ দেবীর বাহন বলবান্ সিংহও ঘোরতর সেই নিনাদ শ্রবণগোচর করিয়া এমন গর্জ্জন করিল যে, তাহাতে দানবদিগের অদ্ভুত ভীতির সঞ্চার হইতে লাগিল ॥ ১৬ ॥ তখন, মহাবল দানবেরা সেই নিনাদ শ্রবণ করিয়া কোপবশত অধীর হইয়া দেবীর উপর বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল ॥ ১৭ ॥ সেই লোমহর্ষণ বিস্ময়কর নিদারুণ যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ব্রহ্মাদি দেবতাগণের শক্তি সকল চণ্ডিকাদেবীর নিকট আগমন করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥ যে যে দেবতার যেমন রূপ যেরূপ ভূষণ ও যেমন বাহন সেই সেই দেবতার শক্তি সকল সেইরূপ

ব্রহ্মাণী বরটারূঢ়া সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুঃ।
আগতা ব্রহ্মণঃ শক্তির্ব্রহ্মাণীতি প্রতিশ্রুতা ॥ ২০ ॥
বৈষ্ণবী গরুড়ারূঢ়া শঙ্খচক্রগদাধরা।
পদ্মহস্তা সমায়াতা পীতাম্বরবিভূষিতা ॥ ২১ ॥
শাঙ্করী তু বৃষারূঢ়া ত্রিশূলবরধারিণী।
অর্দ্ধচন্দ্রধরা দেবী তথাহিবলয়া শিবা ॥ ২২ ॥
কৌমারী শিখিসংরূঢ়া শক্তিহস্তা বরাননা।
যুদ্ধকামা সমায়াতা কার্ত্তিকেয়স্বরূপিণী ॥ ২৩ ॥
ইন্দ্রাণী সুষ্ঠুবদনা সুশ্বেতগজবাহনা।
বজ্রহস্তাতিভূষাঢ্যা সংগ্রামাভিমুখী যযৌ ॥ ২৪ ॥
বারাহী শূকরাকারা প্রৌঢ়প্রেতাসনা মতা*।
নারসিংহী নৃসিংহস্য বিভ্রতী সদৃশং বপুঃ ॥ ২৫ ॥
যাম্যা চ মহিষারূঢ়া দণ্ডহস্তা ভয়প্রদা।
সমায়াতাথ সংগ্রামে যমরূপা শুচিস্মিতা ॥ ২৬ ॥

বরটো হংসঃ ॥ ২০—২২ ॥
শিখিসংরূঢ়া ময়ূরারূঢ়েত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৬ ॥

রূপ ধারণ করিয়া তদনুযায়ী বাহনে আরূঢ় ও সেইরূপ ভূষণে ভূষিত হইয়া সমরে আগমন করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥ ব্রহ্মাণী নামে বিখ্যাত ব্রহ্মার শক্তি হংসপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক অক্ষসূত্র ও কমণ্ডলু লইয়া আগমন করিলেন ॥ ২০ ॥ পীতবসনা বৈষ্ণবী গরুড়ে আরূঢ় হইয়া শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম হস্তে ধারণ করিয়া আগত হইলেন ॥ ২১ ॥ শিবরমণী শাঙ্করীদেবী বৃষপৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া এবং ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র, করে অহি বলয় ও ত্রিশূল ধারণ করিয়া আগমন করিলেন ॥ ২২ ॥ চারুবদনা কৌমারী দেবী কার্ত্তিকেয়-সদৃশ রূপ ধারণ পূর্ব্বক ময়ূরের উপর আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে শক্তিহস্তে রণস্থলে আগমন করিলেন ॥ ২৩ ॥ সুমুখী ইন্দ্রাণী অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল বিবিধ ভূষণে ভূষিত করিয়া ঐরাবতে আরোহণ পূর্ব্বক করে বজ্র ধারণ করত যুদ্ধের অভিলাষে রণস্থলে আগমন করিলেন ॥ ২৪ ॥ শূকররূপিণী বারাহী অত্যুন্নত প্রেতাসনে আসীন হইয়া রণস্থলে উপস্থিত হইলেন। নারসিংহী নৃসিংহের অনুরূপ দেহ ধারণ করিয়া তথায় সমাগত হইলেন ॥ ২৫ ॥ যমের শক্তি যম সদৃশ ভয়ানক রূপ ধারণ করিয়া মহিষের পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক ঈষৎ

---

* গূঢ়প্রোথা সটাবৃতা। ইতি বা পাঠঃ।

তথৈব বারুণী শক্তিঃ কৌবেরী চ মদোৎকটা।
এবংবিধাস্তথাকারা যযুঃ স্বস্ববলৈর্ব্বৃতাঃ ॥ ২৭ ॥
আগতাস্তাঃ সমালোক্য দেবী মুদমবাপ চ।
স্বস্থা মুমুদিরে দেবা দৈত্যাশ্চ ভয়মাযযুঃ ॥ ২৮ ॥
তাভিঃ পরিবৃতস্তত্র শঙ্করো লোকশঙ্করঃ।
সমাগম্য চ সংগ্রামে চণ্ডিকামিত্যুবাচ হ ॥ ২৯ ॥
হন্যন্তামসুরাঃ শীঘ্রং দেবানাং কার্য্যসিদ্ধয়ে।
নিশুম্ভশ্চৈব শুম্ভশ্চ যে চান্যে দানবাঃ স্থিতাঃ ॥ ৩০ ॥
হত্বা দৈত্যবলং সর্ব্বং কৃত্বা চ নির্ভয়ং জগৎ।
স্থানি স্থানি চ ধিষ্ণ্যানি সমাগচ্ছন্তু শক্তয়ঃ ॥ ৩১ ॥
দেবা যজ্ঞভুজঃ সন্তু ব্রাহ্মণা যজনে রতাঃ।
প্রাণিনঃ সন্তু সন্তুষ্টাঃ সর্ব্বে স্থাবরজঙ্গমাঃ ॥ ৩২ ॥
শমং যান্তু তথোৎপাতা ঈতয়শ্চ তথা পুনঃ।
ঘনাঃ কালে প্রবর্ষন্তু কৃষির্বহুফলা তথা ॥ ৩৩ ॥

তথাকারাঃ যস্য দেবস্য যা শক্তিস্তস্য দেবস্য য আকারস্তথাকারো যাসাং তা ইত্যর্থঃ ॥ ২৭—২৯ ॥
যে চান্যে দানবাঃ স্থিতাস্তেঽপি হন্যন্তামিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥
দৈত্যবলঞ্চ সর্ব্বং হত্বেত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩৩ ॥

হাস্য করিতে করিতে করে দণ্ডধারণ করিয়া সমরস্থলে আগমন করিলেন ॥ ২৬ ॥ এইরূপে মদোন্মত্তা কৌবেরী শক্তি, বারুণী শক্তি এবং অন্যান্য সকল শক্তিই তদনুযায়ী রূপ বাহন ও ভূষণে সজ্জিত এবং নিজ নিজ সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া সমরে আগমন করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥ দেবী তাঁহাদিগকে সমাগত দেখিয়া আনন্দিত হইলেন, দেবতাগণও স্বস্থচিত্ত হইয়া অতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন; কিন্তু দানবগণ তদ্দর্শনে সাতিশয় ভীত হইল ॥২৮॥ অখিল লোকের মঙ্গলকারক শঙ্কর তৎকালে সেই শক্তিগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া সমরস্থলে উপস্থিত হইয়া চণ্ডিকাদেবীকে বলিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥ শুম্ভ, নিশুম্ভ ও অন্যান্য যে সকল দানবগণ এই সমরে সমাগত হইয়াছে, দেবতাগণের কার্য্য সাধনের নিমিত্ত সেই অসুরদিগকে সত্বর সংহার কর ॥ ৩০ ॥ সমস্ত দানবকুল বিনাশ করিয়া জগৎকে ভয় হইতে পরিত্রাণ করিয়া শক্তিগণ আপন আপন আলয়ে প্রতিগমন করুন ॥৩১॥ দেবতাগণ যজ্ঞভোজী, ব্রাহ্মণেরা যজন কার্য্যে নিরত, আর স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সমস্ত প্রাণিপুঞ্জ পরম সন্তুষ্ট হউক ॥ ৩২ ॥ উৎপাত ও অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি ঈতি সকল

ব্যাস উবাচ।

এবং ব্রুবতি দেবেশে শঙ্করে লোকশঙ্করে।
চণ্ডিকায়াঃ শরীরাত্তু নির্গতা শক্তিরদ্ভুতা ॥ ৩৪ ॥
ভীষণাতিপ্রচণ্ডা চ শিবাশতনিনাদিনী।
ঘোররূপাথ পঞ্চাস্যমিত্যুবাচ স্মিতাননা ॥ ৩৫ ॥
দেবদেব! ব্রজাশু ত্বং দৈত্যানামধিপং প্রতি।
দূতত্বং কুরু কামারে! ব্রূহি শুম্ভং স্মরাকুলম্ ॥ ৩৬ ॥
নিশুম্ভঞ্চ মদোৎসিক্তং বচনান্মম শঙ্কর!।
মুক্ত্বা ত্রিবিষ্টপং যাত যূয়ং পাতালমাশু বৈ ॥ ৩৭ ॥
দেবাঃ স্বর্গে সুখং যান্তু তুরাষাট্ স্বাসনং শুভম্।
প্রাপ্নোতু ত্রিদিবং স্থানং যজ্ঞভাগাংশ্চ দেবতাঃ ॥ ৩৮ ॥
জীবিতেচ্ছা চ যুষ্মাকং যদি স্যাত্তু মহত্তরা।
তর্হি গচ্ছত পাতালং তরসা যত্র দানবাঃ ॥ ৩৯ ॥

অতিবিশিষ্টতেজসঃ কৌশিক্যাঃ সবিধে স্বয়ং গন্তুমশক্তস্তা দেবশক্তীরীশানো দেব্যৈ দর্শয়িত্বা কৌশিক্যাঃ স্বশক্তেঃ পার্ব্বত্যাঃ সকাশাৎ প্রাদুর্ভূতত্বেন ধৃষ্টতয়া ঈশান এব তথোক্তবানিতি ভাবঃ। স্বস্যা অপি সহায়প্রদর্শনেনৈবক্রুষ্টা ভগবতী তস্তোত্তরং নাহ কিন্তু তস্যাঃ সকাশাদুৎপন্না কাচিচ্ছক্তিরিত্যাহ চণ্ডিকায়াঃ শরীরাদ্বিতি ॥ ৩৪ ॥

শিবাশতনিনাদিনী শতশব্দোহনন্তবাচী। শিবানাং শতেন নিনাদিনীতি বিগ্রহঃ। নিনদদনন্তশিবাবৃত্তেত্যর্থঃ ॥ ৩৫—৩৯ ॥

প্রশমিত হউক, মেঘ সকল নিয়মিত সময়ে বারিবর্ষণ করুক এবং কৃষিকার্য্যে প্রচুর শস্য সকল উৎপন্ন হউক ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! সর্ব্বলোকের মঙ্গলদায়ক দেবেশ শঙ্কর এইরূপ বলিলে পর চণ্ডিকাদেবীর শরীর হইতে এক অত্যদ্ভুত শক্তি নির্গত হইলেন; তাঁহার আকৃতি অতিশয় ভীষণ ও প্রচণ্ড; তাঁহার চতুর্দ্দিকে শত শত শিবা ঘোরতর ভীষণশব্দ করিতে লাগিল; তখন সেই ঘোররূপা শক্তি ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে পঞ্চাননকে বলিলেন ॥ ৩৪—৩৫ ॥ দেবদেব! আপনি দৈত্যদিগের অধিপতি শুম্ভের নিকট অবিলম্বে গমন করুন; হে কামনাশন! আপনি আমার দৌত্যকার্য্যে নিরত হউন; শঙ্কর! মদীয় বাক্যানুসারে মদগর্ব্বিত কামাতুর দৈত্যপতি শুম্ভ ও নিশুম্ভকে বলুন যে, তোমরা অমররাজ্য পরিত্যাগ করিয়া এখনিই পাতালে প্রবেশ কর ॥ ৩৬—৩৭ ॥ দেবতারা স্বর্গে গিয়া সুখে বাস করুন; বাসব স্বীয় সুশোভন আসন লাভ করুন; আর অধিক কি বলিব, দেবতাগণ স্বর্গ স্থান ও আপন আপন যজ্ঞভাগ লাভ করুন্ ॥ ৩৮ ॥ আর যদি তোমাদের জীবনের নিতান্ত বাসনা থাকে,

অথবা বলমাস্থায় যুদ্ধেচ্ছা মরণায় চেৎ।
তদাগচ্ছন্তু তৃপ্যন্তু মচ্ছিবাঃ পিশিতেন বঃ ॥ ৪০ ॥

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্যাঃ শূলপাণিস্ত্বরান্বিতঃ।
গত্বাহ দৈত্যরাজানং শুম্ভং সদসি সংস্থিতম্ ॥ ৪১ ॥

শিব উবাচ।

রাজন্! দূতোঽহমম্বায়াস্ত্রিপুরান্তকরো হরঃ।
ত্বৎসকাশমিহায়াতো হিতং কর্ত্তুং তবাখিলম্ ॥ ৪২ ॥
ত্যক্ত্বা স্বর্গং তথা ভূমিং যূয়ং গচ্ছত সত্বরম্।
পাতালং যত্র প্রহ্লাদো বলিশ্চ বলিনাংবরঃ ॥ ৪৩ ॥
অথবা মরণেচ্ছা চেত্তর্হ্যাগচ্ছত সত্বরম্।
সংগ্রামে বো হনিষ্যামি সর্ব্বানেবাহমাশু বৈ
ইত্যুবাচ মহারাজ্ঞী যুষ্মৎকল্যাণহেতবে ॥ ৪৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি দৈত্যবরান্ দেবীবাক্যমমৃতসন্নিভম্।
হিতকৃচ্ছ্রাবয়িত্বা স প্রত্যায়াতশ্চ শূলভৃৎ ॥ ৪৫ ॥

মচ্ছিবাঃ। যা ময়া সহ নিনদন্ত্যঃ প্রাদুর্ভূতাঃ। পিশিতং মাংসম্ ॥ ৪০—৪৩ ॥
ইত্যুবাচ মহারাজ্ঞীতি। ত্যক্ত্বা স্বর্গমিত্যারভ্যাশু বৈ এতৎপর্য্যন্তমিতিশব্দার্থঃ ॥ ৪৪ ॥

তবে যেখানে দানবগণ বসতি করিয়া আছে তোমারা সত্বর সেই পাতালপুরে প্রবেশ কর ?॥ ৩৯ ॥ নতুবা যদি মরণের নিমিত্ত তোমাদের সসৈন্যে সংগ্রাম করিবার বাসনা হইয়া থাকে, তবে সত্বর রণস্থলে আগমন কর, তোমাদিগের মাংস খাইয়া আমার শিবাগণ পরিতৃপ্ত হউক ॥ ৪০ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! তাঁহার ঈদৃশ বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া শূলপাণি সত্বর সভাসীন দানবরাজ শুম্ভের সন্নিধানে গমন করিয়া বলিলেন ॥ ৪১ ॥ রাজন্! আমি ত্রিপুরাসুরের অন্তক স্বয়ং হর, এক্ষণে অম্বিকাদেবীর দূত হইয়া তোমার সমস্ত বিষয়ে হিত সাধন করিবার নিমিত্তই তোমার নিকট আগমন করিয়াছি ॥ ৪২ ॥ বীরবর বলি ও প্রহ্লাদ যে স্থানে বাস করিতেছেন, তোমরা স্বর্গরাজ্য ও মর্ত্ত্যরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অবিলম্বে সেই পাতালপুরে গমন কর ॥৪৩॥ অথবা যদি মৃত্যু বাসনা হইয়া থাকে তবে যুদ্ধে আগমন কর; তাহা হইলে আমি তোমাদের সকলকেই এখনি সমরে সংহার করিব।

যয়াসৌ প্রেরিতঃ শম্ভুর্দূতত্বে দানবান্ প্রতি।
শিবদূতীতি বিখ্যাতা জাতা ত্রিভুবনেঽখিলে ॥ ৪৬ ॥
তেঽপি শ্রুত্বা বচো দেব্যাঃ শঙ্করোক্তন্তু দুষ্করম্।
যুদ্ধায় নির্যযুঃ শীঘ্রং দংশিতাঃ শস্ত্রপাণয়ঃ ॥ ৪৭ ॥
তরসা রণমাগত্য চণ্ডিকাং প্রতি দানবাঃ।
নির্জ্জঘ্নুশ্চ শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ কর্ণাকৃষ্টৈঃ শিলাশিতৈঃ ॥ ৪৮ ॥
কালিকা শূলপাতৈস্তান্ গদাশক্তিবিদারিতান্।
কুর্ব্বন্তী ব্যচরত্তত্র ভক্ষয়ন্তী চ দানবান্ ॥ ৪৯ ॥
কমণ্ডলুজলাক্ষেপগতপ্রাণান্মহাবলান্।
ব্রহ্মাণী চাকরোত্তত্র দানবান্ সমরাঙ্গণে ॥ ৫০ ॥
মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া ত্রিশূলেনাতিরংহসা।
জঘান দানবান্ সংখ্যে পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ৫১ ॥
বৈষ্ণবী চক্রপাতেন গদাপাতেন দানবান্।
গতপ্রাণাংশ্চকারাশু চোত্তমাঙ্গবিবর্জ্জিতান্ ॥ ৫২ ॥

দেবীবাক্যং দেব্যা বাক্যং হিতকৃদমৃতসন্নিভং শ্রাবয়িত্বা শূলভৃচ্ছিবঃ প্রত্যায়াত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥
যয়েতি। কৌশিকীত উদ্ভূতয়েত্যর্থঃ ॥ ৪৬—৫২ ॥

রাজন্! তোমাদিগের কল্যাণ কামনায় মহারাজ্ঞী অম্বিকা দেবী এই সকল কথা বলিয়া আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন ॥ ৪৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! সেই শূলধারী শঙ্কর দেবীর অমৃতময় হিতকর সেই বাক্য প্রধান প্রধান দানবদিগকে শুনাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন ॥৪৫॥ যে শক্তি শম্ভুকে দূত করিয়া দানবদিগের নিকটে পাঠাইয়াছিলেন, সমস্ত ত্রিভুবনে তিনি শিবদূতী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিলেন ॥ ৪৬ ॥ তখন, দৈত্যগণ দেবীর সেই দুষ্কর বাক্য শঙ্কর-মুখে শ্রবণ করিয়া কবচ-বন্ধন ও ধনুর্ব্বাণ ধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধবাসনায় সত্বর নির্গত হইল ॥৪৭॥ দানবেরা বেগে রণস্থলে আসিয়া আকর্ণ আকৃষ্ট শিলাশাণিত তীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা চণ্ডিকাকে প্রহার করিতে লাগিল ॥৪৮॥ তখন, কালিকাদেবী কাহাকেও শূলাঘাতে, কাহাকেও শক্তিপ্রহারে, কাহাকেও গদাঘাতে বিদীর্ণ করিয়া তাহাদিগকে ভক্ষণ করত রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥ ব্রহ্মাণী সমরাঙ্গণে মহাবল দানবগণের শরীরে কমণ্ডলুর সলিলসেচন করিয়া তাহাদিগের প্রাণ বিনষ্ট করিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥ মাহেশ্বরী বৃষে আরূঢ় হইয়া অতিবেগে ত্রিশূলদ্বারা দানবদিগকে প্রহার করিয়া ভূতলে পাতিত করিতে লাগিলেন ॥ ৫১ ॥ বৈষ্ণবী

ঐন্দ্রী বজ্রপ্রহারেণ পাতয়ামাস ভূতলে।
ঐরাবতকরাঘাতপীড়িতান্ দৈত্যপুঙ্গবান্॥ ৫৩॥
বারাহী তুণ্ডঘাতেন দংষ্ট্রাগ্রপাতনেন চ।
জঘান ক্রোধসংযুক্তা শতশো দৈত্যদানবান্॥ ৫৪॥
নারসিংহী নখৈস্তীক্ষ্ণৈর্দারিতান্ দৈত্যপুঙ্গবান্।
ভক্ষয়ন্তী চচারাজৌ ননাদ চ মুহুর্মুহুঃ॥ ৫৫॥
শিবদূতী সাট্টহাসৈঃ পাতয়ামাস ভূতলে।
তাংশ্চখাদাথ চামুণ্ডা কালিকা চ ত্বরান্বিতা॥ ৫৬॥
শিখিসংস্থা চ কৌমারী কর্ণাকৃষ্টৈঃ শিলাশিতৈঃ।
নিজঘান রণে শত্রূন্ দেবানাঞ্চ হিতায় বৈ॥ ৫৭॥
বারুণী পাশসম্বদ্ধান্ দৈত্যান্ সমরমস্তকে।
পাতয়ামাস তৎপৃষ্ঠে মূর্চ্ছিতান্ গতচেতনান্॥ ৫৮॥
এবং মাতৃগণেনাজাবতিবীর্য্যপরাক্রমম্।
মর্দ্দিতং দানবং সৈন্যং পলায়নপরং হ্যভূৎ॥ ৫৯॥
বুম্বারবস্তু সুমহানভূত্তত্র বলার্ণবে।
পুষ্পবৃষ্টিং তদা দেবাশ্চক্রুর্দ্দেব্যা গণোপরি॥ ৬০॥

(ঐন্দ্রীতি। শক্তিবাহনানামপি যুদ্ধকার্য্যকরত্বমাহ ঐরাবতেতি॥ ৫৩—৫৬॥
ন হ্যেতাদৃশঃ সংহারব্যাপারো নিরর্থক অত আহ দেবানাঞ্চ হিতায়েতি॥ ৫৭॥
তৎপৃষ্ঠে তস্য রণস্থলস্য পৃষ্ঠে ইত্যর্থঃ॥ ৫৮—৬০॥

গদাঘাতে বহুতর দৈত্যের প্রাণ বিনাশ এবং চক্র প্রহারে বহুতর দৈত্যের মস্তক ছিন্ন করিতে লাগিলেন॥ ৫২॥ ইন্দ্রাণী ঐরাবতের কর প্রহারে নিপীড়িত প্রধান প্রধান দানবগণের উপর বজ্রপ্রহার করিয়া তাহাদিগকে ধরণীতলে পাতিত করিতে লাগিলেন॥ ৫৩॥ বারাহী রোষপরবশ হইয়া দশনাগ্রভাগ ও তুণ্ড প্রহারে শত শত দৈত্য দানবদিগকে শমন সদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন॥৫৪॥ নারসিংহী তীক্ষ্ণ নখর দ্বারা দানব পুঙ্গবদিগকে বিদীর্ণ করিয়া ভক্ষণ করিতে করিতে সমরস্থলে বিচরণ এবং বারংবার ঘোরতর শব্দ করিতে লাগিলেন॥ ৫৫॥ শিবদূতী অট্ট অট্ট হাস্য দ্বারা দানবগণকে যেমন ভূতলে পাতিত করিলেন, অমনি কালিকা ও চণ্ডিকা অবিলম্বে তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন॥ ৫৬॥ দেবতাগণের হিত কামনায় সেই সময়ে কৌমারী ময়ূরে আরোহণ করিয়া শিলাশাণিত শর সকল আকর্ণ আকর্ষণ করত শত্রু সংহার করিতে লাগিলেন॥ ৫৭॥ বারুণী শক্তি সম্মুখ সংগ্রামে দৈত্যগণকে পাশদ্বারা আবদ্ধ করিয়া পাতিত করিতে লাগিলেন তাহাতে তাহারা চেতনশূন্য হইয়া ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতে লাগিল॥ ৫৮॥

রথাঙ্গাহতদেহাত্তু বহু সুস্রাব শোণিতম্।
বজ্রাহতগিরেঃ শৃঙ্গান্নির্ঝর্য্যা ইব গৈরিকাঃ ॥ ৭ ॥
যত্র যত্র যদা ভূমৌ পতন্তি রক্তবিন্দবঃ।
সমুত্তস্থুস্তদাকারাঃ পুরুষাশ্চ সহস্রশঃ ॥ ৮ ॥
ঐন্দ্রী তমসুরং ঘোরং বজ্রেণাভিজঘান চ।
রক্তবীজং ক্রুধাবিষ্টা নিঃসসার চ শোণিতম্ ॥ ৯ ॥
ততস্তৎক্ষতজাজ্জাতা রক্তবীজা হ্যনেকশঃ।
তদ্বীর্য্যাশ্চ তদাকারাঃ সায়ুধা যুদ্ধদুর্মদাঃ ॥ ১০ ॥
ব্রহ্মাণী ব্রহ্মদণ্ডেন কুপিতা হ্যহনদ্ভৃশম্।
মাহেশ্বরী ত্রিশূলেন দারয়ামাস দানবম্ ॥ ১১ ॥
নারসিংহী নখাঘাতৈস্তং বিব্যাধ মহাসুরম্।
অহনৎ তুণ্ডঘাতেন ক্রুদ্ধা তং রাক্ষসাধমম্ ॥ ১২ ॥
কৌমারী চ তথা শক্ত্যা বক্ষ্যস্যেনমতাড়য়ৎ।
সোঽপি ক্রুদ্ধঃ শরাসারৈর্ব্বিভেদ নিশিতৈশ্চ তাঃ ॥ ১৩ ॥

শিবাদ্বরং লব্ধবানিত্যাহ অত্যদ্ভুততরমিতি। তদ্বরদানমত্যদ্ভুততরং নৈতৎ সদৃশমন্যত্র কাপি দৃষ্টমিত্যর্থঃ ॥ ১—৯ ॥
ক্ষতজাত্রুধিরাৎ ॥ ১০—১১ ॥

চক্র প্রহারে আহত হইলে, বজ্রাহত গিরিশৃঙ্গ হইতে যেমন গৈরিকের নির্ঝরিণী নর্গত হয়, সেইরূপ তাহার দেহ হইতে শোণিতধারা নিঃসৃত হইতে লাগিল ॥ ৭ ॥ তৎকালে তাহার রক্তবিন্দু সকল ভূতলের যেস্থানে পতিত হইল, সেই স্থানেই তদাকার সহস্র সহস্র পুরুষ তৎক্ষণাৎ উৎপন্ন হইল ॥ ৮ ॥ ইন্দ্রাণী ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সেই ভয়ঙ্কর রক্তবীজ অসুরকে বজ্র দ্বারা প্রহার করিলেন, তখন তাহার সেই দেহ হইতে শোণিতধারা নিঃসৃত হইতে লাগিল ॥ ৯ ॥ রক্ত পতিত হইবামাত্র তাহার ন্যায় বীর্য্যবান্ রূপসম্পন্ন আয়ুধধারি যুদ্ধদুর্ম্মদ অনেক রক্তবীজ সেই রুধির হইতে জন্ম গ্রহণ করিতে লাগিল ॥ ১০ ॥ তখন ব্রহ্মাণী কুপিত হইয়া ব্রহ্মদণ্ড দ্বারা তাহাকে অধিকতর বলসহকারে প্রহার করিলেন; মাহেশ্বরী শূলপ্রহার করিয়া দানবকে বিদীর্ণ করিলেন ॥ ১১ ॥ নারসিংহী নখরের আঘাত দ্বারা সেই মহাসুরকে বিদ্ধ করিলেন; বারাহী ক্রুদ্ধ হইয়া তুণ্ডাঘাত দ্বারা সেই দানবাধমকে আহত করিলেন ॥ ১২ ॥ সেইরূপ কৌমারীও ইহার বক্ষঃস্থলে শক্তিপ্রহার করিলেন; তখন দানবপ্রবর ক্রুদ্ধ হইয়া নিশিত শরনিকর বর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগের সকলকেই বিদ্ধ করিতে

গদাশক্তিপ্রহারৈস্তু মাতৄঃ সর্ব্বাঃ পৃথক্ পৃথক্।
শক্তয়স্তং শরাঘাতৈর্ব্বিবিধুস্তৎপ্রকোপিতাঃ ॥ ১৪ ॥
তস্য শস্ত্রাণি চিচ্ছেদ চণ্ডিকা স্বশরৈঃ শিতৈঃ।
জঘানান্যৈশ্চ বিশিখৈস্তং দেবী কুপিতা ভৃশম্ ॥ ১৫ ॥
তস্য দেহাচ্চ সুস্রাব রুধিরং বহুধা তু যৎ।
তস্মাত্তৎসদৃশাঃ শূরাঃ প্রাদুরাসন্ সহস্রশঃ ॥ ১৬ ॥
রক্তবীজৈর্জ্জগদ্ব্যাপ্তং রুধিরৌঘসমুদ্ভবৈঃ।
সন্নদ্ধৈঃ সায়ুধৈঃ কামং কুর্ব্বদ্ভির্যুদ্ধমদ্ভুতম্ ॥ ১৭ ॥
প্রহরতশ্চ তান্ দৃষ্ট্বা রক্তবীজাননেকশঃ।
ভয়ভীতাঃ সুরাস্ত্রেসুর্বিষণ্ণাঃ শোককর্শিতাঃ ॥ ১৮ ॥
কথমদ্য ক্ষয়ং দৈত্যা গমিষ্যন্তি সহস্রশঃ।
মহাকায়া মহাবীর্য্যা দানবা রক্তসম্ভবাঃ ॥ ১৯ ॥
একৈব চণ্ডিকাত্রাস্তি তথা কালী চ মাতরঃ।
এতাভির্দানবাঃ সর্ব্বে জেতব্যাঃ কষ্টমেব তৎ ॥ ২০ ॥

তুণ্ডঘাতেন বারাহী দেব্যাহনৎ ॥ ১২—২০ ॥

লাগিল ॥ ১৩ ॥ সেই মহাসুর গদা শক্তি প্রভৃতি অস্ত্র প্রহারে সমস্ত মাতৃগণকে পৃথক্ পৃথক্-রূপে বিদ্ধ করিল, তখন শক্তিগণও তৎকর্ত্তৃক প্রকোপিত হইয়া শরপ্রহার দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥ চণ্ডিকাদেবী কুপিত হইয়া আপনার শিত শরনিকর দ্বারা তাহার শস্ত্রজাল খণ্ড খণ্ড করিয়া অপর বিশিখ সমূহে তাহাকে নিদারুণ প্রহার করিলেন ॥ ১৫ ॥ মহারাজ! এইরূপ গুরুতর প্রহারে তাহার দেহ হইতে যেমন অধিকতর রুধিরস্রাব হইল, অমনিই রক্তবীজ সদৃশ সহস্র সহস্র অসুর সেই রুধির হইতে প্রাদুর্ভূত হইল ॥ ১৬ ॥ এমন কি, সেই শোণিতপ্রবাহ হইতে যে সকল রক্তবীজ উৎপন্ন হইল, তাহাদিগের দ্বারাই জগন্মণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া গেল। তখন তাহারাও সকলেই কবচ দ্বারা আবৃতাঙ্গ হইয়া আয়ুধ সকল গ্রহণ করিয়া অতীব অদ্ভুত যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ১৭ ॥ যখন বহুসংখ্যক রক্তবীজ হইয়া দেবীকে প্রহার করিতে লাগিল, তখন দেবতারা তদ্দর্শনে অত্যন্ত ভীত হইয়া শোকে কাতর হইলেন এবং বিষণ্ণবদনে পরস্পর বলিতে লাগিলেন যে, এই শোণিতসম্ভূত মহাকায় সহস্র সহস্র দানব দৃষ্ট হইতেছে, ইহারা সকলেই মহাবীর্য্যশালী অতএব ইহারা এক্ষণে কি প্রকারে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে ॥১৮—১৯॥ মাতৃগণ, কালিকা ও একাকিনী চণ্ডিকা এই সমর স্থলে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, ইঁহারা এই সমস্ত দানবগণকে

নিশুম্ভো বাথ শুম্ভো বা সহসা বলসংবৃতঃ।
আগমিষ্যতি সংগ্রামে ততোঽনর্থো মহান্ ভবেৎ ॥ ২১ ॥

ব্যাস উবাচ।

এবং দেবা ভয়োদ্বিগ্নাশ্চিন্তামাপুর্মহত্তরাম্।
যদা তদাম্বিকা প্রাহ কালীং কমললোচনাম্ ॥ ২২ ॥
চামুণ্ডে! কুরু বিস্তীর্ণং বদনং ত্বরিতা ভৃশম্।
মচ্ছস্ত্রপাতসম্ভূতং রুধিরং পিব সত্বরা ॥ ২৩ ॥
ভক্ষয়ন্তী চর রণে দানবানদ্য কামতঃ।
হনিষ্যামি শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্গদাসিমুসলৈস্তথা ॥ ২৪ ॥
তথা কুরু বিশালাক্ষি! পানং তদ্রুধিরস্য চ।
বিন্দুমাত্রং যথা ভূম্যাং ন পতেদপি সাম্প্রতম্ ॥ ২৫ ॥
ভক্ষ্যমাণাস্তদা দৈত্যা ন চোৎপৎস্যন্তি চাপরে।
এবমেষাং ক্ষয়ো নূনং ভবিষ্যতি ন চান্যথা ॥ ২৬ ॥

আগমিষ্যতীতি। আগমিষ্যতি চেদিত্যর্থঃ ॥ ২১—২৩ ॥

দানবান্ ভক্ষয়ন্তী রণে চর ব্রজেত্যর্থঃ। অহং দৈত্যান্ হনিষ্যামি ত্বং তান্ হতান্ ভক্ষয়েত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

কিঞ্চ তথেতি তদ্রুধিরস্য পানমপি তথা কুরু যথা ভূম্যাং বিন্দুমাত্রমপি লেশমাত্রমপি সাম্প্রতং ন পতেদিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

কিমনেন ভবিষ্যতীতি চেত্তত্রাহ ভক্ষ্যমাণা ইতি ॥ ২৬ ॥

জয় করিবেন, তাহা অতীব কষ্টকর সন্দেহ নাই ॥ ২০ ॥ আর যদি এই সময় শুম্ভ অথবা নিশুম্ভ সেনাসমভিব্যাহারে সহসা যুদ্ধে আগমন করে, তাহা হইলে মহান্ অনর্থ উপস্থিত হইবে তাহাতে আর সংশয় নাই ॥ ২১ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! দেবতারা ভয়বশত এইরূপ উদ্বিগ্ন হইয়া যখন অতিশয় চিন্তায় আবিষ্ট হইলেন, তখন অম্বিকা দেবী কমলনয়না কালীকে কহিলেন ॥২২॥ চামুণ্ডে! তুমি সত্বর মুখ ব্যাদান কর, আমি যখন অস্ত্র দ্বারা রক্তবীজকে প্রহার করিব, তখন তাহা হইতে যেমন রক্তবিন্দু নিঃসৃত হইবে, তুমি অমনি সত্বর তাহা পান করিবে ॥ ২৩ ॥ আমি সুতীক্ষ্ণ শায়কসমূহ, গদা, অসি ও মুষল প্রহারে রক্তসম্ভূত দানবদিগকে এখনিই হনন করিব, তুমি সেই দানবগণকে ইচ্ছানুসারে ভক্ষণ করিয়া এই রণস্থলে বিচরণ করিতে থাক ॥ ২৪ ॥ বিশাললোচনে! অধিক আর কি বলিব, তুমি তাহার রুধিরধারা এরূপে পান করিবে যে, বিন্দুমাত্রও যেন ভূতলে পতিত না হয় ॥২৫॥ তাহা হইলেই, এই দানবেরা ভক্ষিত হইলে পুনরায় আর অপর দানব উৎপন্ন হইতে পারিবে না, সুতরাং এইরূপেই ইহারা

ঘাতয়িষ্যাম্যহং দৈত্যং ত্বং ভক্ষয় চ সত্বরা।
পিবন্তী ক্ষতজং সর্ব্বং যতমানারিসংক্ষয়ে ॥ ২৭ ॥
ইত্থং দৈত্যক্ষয়ং কৃত্বা দত্ত্বা রাজ্যং সুরালয়ম্।
ইন্দ্রায় সুস্থিরং সর্ব্বং গমিষ্যামো যথাসুখম্ ॥ ২৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তাম্বিকয়া দেবী চামুণ্ডা চণ্ডবিক্রমা।
পপৌ চ ক্ষতজং সর্ব্বং রক্তবীজশরীরজম্ ॥ ২৯ ॥
অম্বিকা তং জঘানাশু খড়্গেন মুসলেন চ।
চখাদ দেহশকলাংশ্চামুণ্ডা তান্ কৃশোদরী ॥ ৩০ ॥
সোঽপি ক্রুদ্ধো গদাঘাতৈশ্চামুণ্ডাং সমতাড়য়ৎ।
তথাপি সা পপাবাশু ক্ষতজং তমভক্ষয়ৎ ॥ ৩১ ॥
যেঽন্যে রুধিরজাঃ ক্রূরা রক্তবীজা মহাবলাঃ।
তেঽপি নিপাতিতাঃ সর্ব্বে ভক্ষিতা গতশোণিতাঃ ॥ ৩২ ॥
কৃত্রিমা ভক্ষিতাঃ সর্ব্বে যস্তু স্বাভাবিকোঽসুরঃ।
সোঽপি প্রপাতিতো হত্বা খড়্গেনাতিবিখণ্ডিতঃ ॥ ৩৩ ॥

ঘাতয়িষ্যাম্যহমিতি। পূর্ব্বানুবাদং কৃত্বাগ্রে কর্ত্তব্যমাহ ঘাতয়িষ্যামীতি ॥ ২৭—৩৩ ॥

অবশ্যই ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে; ইহার অন্যথা হইলে কখনই ইহারা বিনষ্ট হইবে না ॥ ২৬ ॥ আমি রক্তবীজকে প্রহার করিতে আরম্ভ করি এবং তুমি শত্রু-সংক্ষয়ে যত্নপর হইয়া অবিলম্বেই সমস্ত রুধির পান কর ॥ ২৭ ॥ চামুণ্ডে! এইরূপে দৈত্যদল নির্ম্মূল করিয়া সুরপতিকে নিষ্কণ্টক স্বর্গরাজ্য প্রদান পূর্ব্বক পরিশেষে সুস্থির হইয়া আমরা সকলেই সুখে প্রস্থান করিব ॥ ২৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! চণ্ডবিক্রমা চামুণ্ডাদেবী অম্বিকার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র রক্তবীজের দেহ নিঃসৃত শোণিতধারা পান করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥ অম্বিকা দেবী মুষল ও খড়্গ দ্বারা তাহার শরীর খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন এবং সেই কৃশোদরী চামুণ্ডাও তৎক্ষণাৎ সেই সকল খণ্ডিত দেহ ভক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥ তখন, রক্তবীজও কুপিত হইয়া গদাঘাতে চামুণ্ডাকে প্রহার করিতে লাগিল, চামুণ্ডা এইরূপে গুরুতর আহত হইলেও রুধিরধারা পান করিয়া তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল ভক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥ মহারাজ! যে সকল ক্রূরপ্রকৃতি মহাবল দানব রক্তবীজের রুধির হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, কালিকাদেবী তাহাদিগের রুধির পান করিলেন এবং অম্বিকা

রক্তবীজে হতে রৌদ্রে যে চান্যে দানবা রণে।
পলায়নং ততঃ কৃত্বা গতাস্তে ভয়কম্পিতাঃ ॥ ৩৪ ॥
হাহেতি বিরবন্তস্তে শুম্ভং প্রোচুঃ সুবিহ্বলাঃ।
রুধিরারক্তদেহাশ্চ বিগতাস্ত্রা বিচেতসঃ ॥ ৩৫ ॥
রাজন্নম্বিকয়া রক্তবীজোঽসৌ বিনিপাতিতঃ।
চামুণ্ডা তস্য দেহাত্তু পপৌ সর্ব্বঞ্চ শোণিতম্ ॥ ৩৬ ॥
যে চান্যে দানবাঃ শূরা বাহনেনাতিরংহসা।
সিংহেন নিহতাঃ সর্ব্বে কাল্যা চ ভক্ষিতাঃ পরে ॥ ৩৭ ॥
বয়ং ত্বাং কথিতুং রাজন্নাগতা যুদ্ধচেষ্টিতম্।
চরিতঞ্চ তথা দেব্যাঃ সংগ্রামে পরমাদ্ভুতম্ ॥ ৩৮ ॥
অজেয়েয়ং মহারাজ! সর্ব্বথা দৈত্যদানবৈঃ।
গন্ধর্ব্বাসুরযক্ষৈশ্চ পন্নগোরগরাক্ষসৈঃ ॥ ৩৯ ॥
অন্যাস্তত্রাগতা দেব্য ইন্দ্রাণীপ্রমুখা ভৃশম্।
যুধ্যমানা মহারাজ! বাহনৈরায়ুধৈর্যুতাঃ ॥ ৪০ ॥

(রক্তবীজবধানন্তরং বৃত্তমাহ রক্তবীজে ইতি ॥ ৩৪ ॥
হাহেতীতি। বিচেতসঃ ভয়েন বিগতজ্ঞানা ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫—৪০ ॥

তাহাদিগকে নিপাতিত করিলেন ॥ ৩২ এইরূপে শোণিতসম্ভূত দানবগণ ভক্ষিত হইলে পর যে প্রকৃত রক্তবীজ, অম্বিকাদেবী তাহাকেও খড়্গ দ্বারা খণ্ড বিখণ্ড করিয়া নিপাতিত করিলেন ॥ ৩৩ ॥ তখন, সেই মহাসুর রক্তবীজ সমরে দেবীর হস্তে নিহত হইলে অন্যান্য দানবগণ ভয়ে কম্পিত-কলেবর হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥ অস্ত্রশস্ত্রবিহীন বিচেতনপ্রায় রুধিরাক্ত-কলেবর সেই সৈন্য সকল অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া, হায় কি হইল! কি হইল!! এইরূপ আর্ত্তনাদ করিতে করিতে দৈত্যপতি শুম্ভকে বলিতে লাগিল ॥ ৩৫ ॥ রাজেন্দ্র! অম্বিকাদেবী রক্তবীজকে বিনাশ করিয়াছেন এবং চামুণ্ডা তাহার সমস্ত রক্তই পান করিয়াছেন ॥ ৩৬ ॥ প্রচণ্ড বেগশালী দেবীর বাহন সিংহ অন্যান্য শৌর্য্যশালী দানবগণকে নিহত করিয়াছে এবং কালী অবশিষ্ট সৈন্য সমূহকে ভক্ষণ করিয়াছেন ॥৩৭ ॥ দানবেন্দ্র! যুদ্ধের এই সমস্ত বৃত্তান্ত এবং চণ্ডিকাদেবীর সমরাঙ্গণের সেই অদ্ভুত চরিত্র বলিবার নিমিত্তই আমরা পলায়ন করিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি ॥ ৩৮ ॥ মহারাজ! আমাদের বিবেচনায়, কি দৈত্য, কি দানব, কি গন্ধর্ব্ব, কি অসুর, কি যক্ষ, কি পন্নগ, কি চারণ, কি রাক্ষস, কি উরগ কেহই এই রমণীকে জয় করিতে পারিবেন না ॥ ৩৯ ॥ রাজেন্দ্র! ইন্দ্রাণী প্রভৃতি অপর শক্তি সকল সেই সমরস্থলে আগমন করিয়াছেন, তাঁহারা

তাভিঃ সর্ব্বং হতং সৈন্যং দানবানাং বরায়ুধৈঃ।
রক্তবীজোঽপি রাজেন্দ্র! তরসা বিনিপাতিতঃ॥ ৪১॥
একাপি দুঃসহা দেবী কিং পুনস্তাভিরন্বিতা।
সিংহোঽপি হন্তি সংগ্রামে রাক্ষসান্নিমিতপ্রভঃ॥ ৪২॥
অতো বিচার্য্য সচিবৈর্যদ্‌যুক্তং তদ্বিধীয়তাম্।
ন বৈরমনয়া যুক্তং সন্ধিরেব সুখপ্রদঃ॥ ৪৩॥
আশ্চর্য্যমেতদখিলং যন্নারী হন্তি রাক্ষসান্।
রক্তবীজোঽপি নিহতঃ পীতং তস্যাপি শোণিতম্॥ ৪৪॥
অন্যে নিপাতিতা দৈত্যাঃ সংগ্রামেঽম্বিকয়া নৃপ!।
চামুণ্ডয়া চ মাংসং বৈ ভক্ষিতং সকলং রণে॥ ৪৫॥
বরং পাতালগমনং তস্যাঃ সেবাথবা বরা।
ন তু যুদ্ধং মহারাজ! কার্য্যমম্বিকয়া সহ॥ ৪৬॥

তাভিঃ ইন্দ্রাণীপ্রমুখাভিঃ॥ ৪১॥
অপ্রতিহতপ্রভাবা সা দেবী ইদানীং দেবশক্তিভির্ম্মিলিতা অতিশয়েনাসহনীয়া জাতেতি বক্তুমাহ একাপীতি॥ ৪২—৪৫॥
অধুনা কর্ত্তব্যমকর্ত্তব্যঞ্চাহ বরং পাতালগমনমিত্যাদি॥ ৪৬—৫০॥)

নিজ নিজ বাহনে আরোহণ করিয়া নানাবিধ আয়ুধ দ্বারা যুদ্ধ করিতেছেন॥ ৪০॥ দানবেন্দ্র! অধিক আর কি বলিব, তাহারা সকলে একত্র মিলিত হইয়াই উত্তম উত্তম আয়ুধ দ্বারা সমস্ত দানব-সৈন্য এবং সেই রক্তবীজকেও অবিলম্বেই নিপাতিত করিয়াছেন॥৪১॥ সেই অমিতপ্রভাব সিংহও সমরে অনেক দানবদিগকে নিহত করিয়াছে। রাজন্! কেবলমাত্র সেই দেবীকেই সহ্য করা সুকঠিন, তাহাতে আবার তিনি এক্ষণে দেবশক্তিগণে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধ করিতেছেন॥৪২॥ অতএব, সচিববর্গের সহিত বিচার করিয়া যাহা যুক্তিসঙ্গত হয় তাহাই করুন। আমাদের বিবেচনায় ইঁহার সহিত শত্রুতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ধি করাই আপনার পক্ষে একান্তই শ্রেয়স্কর॥ ৪৩॥ মহারাজ! বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, সেই রমণী সমস্ত দানবকে সংহার করিয়া অবশেষে রক্তবীজের সমস্ত শোণিত পান করিয়া তাহাকেও বিনাশ করিল, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে?॥ ৪৪॥ রাজন্! অম্বিকা দেবী অপরাপর সমস্ত দৈত্যদিগকেই রণস্থলে বিনষ্ট করিয়াছেন এবং চামুণ্ডা তাহাদের শোণিত ও মাংস সমস্তই ভক্ষণ করিয়াছে॥ ৪৫॥ মহারাজ! এই সকল দেখিয়া বিবেচনা হয়, অম্বিকাদেবীর সেবা অথবা পাতালপুরে পলায়ন এই উভয়বিধ কার্য্যই আমাদিগের পক্ষে শ্রেয়স্কর; পরন্তু, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করা কখনই উচিত বলিয়া বোধ হয় না॥ ৪৬॥

ন নারী প্রাকৃতা হ্যেষা দেবকার্য্যার্থসাধিনী।
মায়েয়ং প্রবলা দেবী ক্ষপয়ন্তীয়মুত্থিতা* ॥ ৪৭ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তেষাং বচস্তথ্যং শ্রুত্বা কালবিমোহিতঃ।
মুমূর্ষুঃ প্রত্যুবাচেদং শুম্ভঃ প্রস্ফুরিতাধরঃ ॥ ৪৮ ॥

শুম্ভ উবাচ।

যূয়ং গচ্ছত পাতালং শরণং বা ভয়াতুরাঃ।
হনিষ্যাম্যহমদ্যৈব তাঞ্চ তাশ্চ সমুদ্যতঃ ॥ ৪৯ ॥
জিত্বা সর্ব্বান্ সুরানাজৌ কৃত্বা রাজ্যং সুপুষ্কলম্।
কথং নারীভয়োদ্বিগ্নঃ পাতালং প্রবিশাম্যহম্ ॥ ৫০ ॥
নিহত্য পার্ষদান্ সর্ব্বান্ রক্তবীজমুখান্ রণে।
প্রাণত্রাণায় গচ্ছামি হিত্বা কিং বিপুলং যশঃ ॥ ৫১ ॥
মরণং ত্বনিবার্য্যং বৈ প্রাণিনাং কালকল্পিতম্।
তস্ময়ং জন্মনোপাত্তং ত্যজেৎ কো দুর্লভং যশঃ† ॥ ৫২ ॥

তান্ স্বীয়ান্ সর্ব্বান্নিহত্য বিপুলং যশো যুদ্ধমরণঞ্চ হিত্বা স্বপ্রাণত্রাণায় গচ্ছামি গমিষ্যামি কিমিত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

ইনি সামান্য নারী নহেন নিশ্চয়ই মহামায়া হইবেন; কেবল দেবতাদিগের প্রয়োজন সম্পাদনের নিমিত্তই আবির্ভূত হইয়া অসুরকুল ক্ষয় করিতেছেন ॥ ৪৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! দৈত্যপতি শুম্ভ কালের মায়ায় বিমোহিত হইয়া মুমূর্ষু হইয়াছিল সুতরাং তাহাদের ঈদৃশ প্রকৃত বাক্য শুনিয়াও ক্রোধে কম্পিতাধর হইয়া এইরূপ প্রত্যুত্তর করিল ॥ ৪৮ ॥ তোমরা ভয়াতুর হইয়া চণ্ডিকার শরণাগত হও অথবা পাতালপুরে পলায়ন কর, আমি কিন্তু উদ্‌যোগী হইয়া তাহাকে এখনিই সংহার করিব ॥ ৪৯ ॥ সমস্ত সুরবর্গকে সমরে জয় করিয়া বিপুল সাম্রাজ্য ভোগ করিয়াছি, এক্ষণে কি একটী সামান্য নারীর ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া পাতালে প্রবেশ করিব ॥ ৫০ ॥ আমার পারিষদ রক্তবীজাদি প্রধান প্রধান বীরদিগকে সমরে সংহার করিলাম, বিশেষতঃ আমার সেই বিপুল যশ পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে আপনার প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত কিরূপে পলায়ন করিব ॥৫১॥ দেখ, কালকর্তৃক কল্পিত প্রাণিগণের মৃত্যু অনিবার্য্য; জন্মগ্রহণ মাত্রেই জীবের মরণ ভয় উপস্থিত হইয়া

* ক্ষয়ায় সমুপস্থিতা। ইতি বা পাঠঃ।
† তত্ত্বস্মাৎ জন্মতঃ প্রাপ্তং ত্যজেয়ং দুর্লভং যশঃ। ইতি বা পাঠঃ।

নিশুম্ভাহং গমিষ্যামি রথারূঢ়ো রণাজিরে।
হত্বা তামাগমিষ্যামি নাগমিষ্যামি চান্যথা ॥ ৫৩ ॥
ত্বন্তু সেনাযুতো বীর! পার্ষ্ণিগ্রাহো ভবস্ব মে।
তরসা তাং শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্নারীং নয় যমালয়ে ॥ ৫৪ ॥

নিশুম্ভ উবাচ।

অহমদ্য হনিষ্যামি গত্বা দুষ্টাঞ্চ কালিকাম্।
আগমিষ্যাম্যহং শীঘ্রং গৃহীত্বা তামথাম্বিকাম্ ॥ ৫৫ ॥
মা চিন্তাং কুরু রাজেন্দ্র! বরাকায়াস্তু কারণে।
কৈষা বালা ক্ব মে বাহুবীর্য্যং বিশ্ববশঙ্করম্ ॥ ৫৬ ॥
ত্যক্ত্বার্ত্তিং বিপুলাং ভ্রাতর্ভুঙ্ক্ষ্ব ভোগাননুত্তমান্।
আনয়িষ্যাম্যহং কামং মানিনীং মানসংযুতাম্ ॥ ৫৭ ॥
ময়ি তিষ্ঠতি তে রাজন্! ন যুক্তং গমনং রণে।
গত্বাহমানয়িষ্যামি তবার্থে বৈ জয়শ্রিয়ম্ ॥ ৫৮ ॥

মরণং স্থিতি। প্রাণিনাং কালকল্পিতং মরণমনিবার্য্যমেব যদা জন্ম গৃহীতং তদৈব তন্নয়মুপাস্তং ততস্তদ্ভয়াদ্দুর্লভং যশঃ কস্ত্যজেন্ন কোঽপীত্যর্থঃ ॥ ৫২—৫৮ ॥

থাকে; তবে কোন্ ব্যক্তি মৃত্যুভয়ে দুর্লভ যশোরাশি পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়? ॥ ৫২ ॥ নিশুম্ভ! আমি রথে আরোহণ করিয়া এখনিই সমরে গমন করিব এবং যুদ্ধে তাহাকে নিহত করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইব; পরন্তু যদি তাহাকে সংগ্রামে বিনাশ করিতে না পারি তাহা হইলে আর ফিরিয়া আসিব না ॥ ৫৩ ॥ বীরবর! তুমি সেনা সমভিব্যাহারে সমরে আমার পার্ষ্ণি-রক্ষক হও এবং অতিবেগে তীক্ষ্ণ সায়কসমূহ প্রহার করিয়া সেই নারীকে শমনসদনে প্রেরণ কর ॥ ৫৪ ॥

নিশুম্ভ বলিল, আমি অদ্য সমরে গিয়া অগ্রে সেই দুষ্টা কালিকাকে নিহত করিব অব-শেষে সেই অম্বিকাকে লইয়া অবিলম্বেই আগমন করিব ॥ ৫৫ ॥ রাজেন্দ্র! মদীয় বাহুবীর্য্যে বিশ্বসংসার বশীভূত হইয়াছে সুতরাং আমার নিকটে সেই বালা অতি সামান্যা; অতএব আপনি সেই তুচ্ছ রমণীর নিমিত্ত বৃথা চিন্তা করিবেন না ॥ ৫৬ ॥ ভ্রাতঃ! সেই মানিনী রমণীকে আমি যথেষ্ট সম্মান সহকারে আনয়ন করিব, আপনি দুরূহ মানসিক ব্যথা পরিত্যাগ করিয়া অনুত্তম ভোগ উপভোগ করুন ॥ ৫৭ ॥ রাজন্! আমি থাকিতে আপনার সমরে যাওয়া উচিত নহে আমি যুদ্ধে গিয়া এখনই আপনার নিমিত্ত জয়লক্ষ্মী আনয়ন করিব ॥ ৫৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা ভ্রাতরং জ্যেষ্ঠং কনীয়ান্ বলগর্ব্বিতঃ।
রথমাস্থায় বিপুলং সন্নদ্ধঃ স্ববলাবৃতঃ ॥ ৫৯ ॥
জগাম তরসা তূর্ণং সঙ্গরে কৃতমঙ্গলঃ।
সংস্তুতো বন্দিসূতৈশ্চ সায়ুধঃ সপরিষ্করঃ ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে রক্তবীজবধো নাম ঊনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

(ইত্যুক্ত্বেতি। কনীয়ান্ নিশুম্ভঃ। জ্যেষ্ঠং ভ্রাতরং শুম্ভম্। সন্নদ্ধঃ কবচাবৃতঃ ॥৫৯-৬০॥)

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে ঊনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! কনিষ্ঠ সহোদর নিশুম্ভ নিজ বাহুবলে গর্ব্বিত হইয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতা শুম্ভকে এইরূপ বলিয়া কবচ দ্বারা শরীর আচ্ছাদন করিল এবং নানাবিধ আয়ুধ প্রভৃতি যুদ্ধোপযোগী বিবিধ দ্রব্যে সুসজ্জিত হইয়া বিশাল রথে আরোহণ পূর্ব্বক অবিলম্বে যুদ্ধে গমন করিল। তৎকালে বন্দী ও সূতগণ তাহার স্তুতিপাঠ করিতে লাগিল এবং নানাবিধ মঙ্গল্য কার্য্য হইতে লাগিল ॥ ৫৯—৬০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে রক্তবীজবধবর্ণন নামক ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

নিশুম্ভো নিশ্চয়ং কৃত্বা মরণায় জয়ায় বা।
সোদ্যমঃ সবলঃ শূরো রণে দেবীমুপাযযৌ ॥ ১ ॥
তমাজগাম শুম্ভোঽপি স্ববলেন সমাবৃতঃ।
প্রেক্ষকোঽভূদ্রণে রাজা সংগ্রামরসপণ্ডিতঃ ॥ ২ ॥
গগনে সংস্থিতা দেবাস্তদাভ্রপটলাবৃতাঃ।
দিদৃক্ষবস্তু সংগ্রামং সেন্দ্রা যক্ষগণাস্তথা ॥ ৩ ॥
নিশুম্ভোঽথ রণে গত্বা ধনুরাদায় শার্ঙ্গকম্।
চকার শরবৃষ্টিং স ভীষয়ন্ জগদম্বিকাম্ ॥ ৪ ॥
মুঞ্চন্তং শরজালানি নিশুম্ভং চণ্ডিকা রণে।
বীক্ষ্যাদায় ধনুঃশ্রেষ্ঠং জহাস সুস্বরং মুহুঃ ॥ ৫ ॥
উবাচ কালিকাং দেবী পশ্য মূর্খত্বমেতয়োঃ।
মরণায়াগতৌ কালি! মৎসমীপমিহাধুনা ॥ ৬ ॥

চতুঃষষ্টিমহাপদ্যৈর্নিশুম্ভবধ উচ্যতে।
যত্র দেব্যা দানবানাং পরাক্রম উদীর্য্যতে ॥

নিশুম্ভেন যুদ্ধার্থং কৃতনিশ্চয়ানন্তরং জাতং বৃত্তমাহ নিশুম্ভ ইতি ॥ ১—২ ॥
অভ্রপটলাবৃতা ইত্যনেন দেব্যুপরিচ্ছায়ার্থমভ্রপটলমাগতমিতি বোধিতম্ ॥ ৩—৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! তখন সেই পরাক্রমশালী নিশুম্ভ, যুদ্ধে হয় জয় না হয় মৃত্যু হইবে, ইহা স্থির করিয়া অতিশয় উৎসাহের সহিত সমস্ত সেনা সমভিব্যাহারে দেবীর সহিত সংগ্রাম করিতে গমন করিল ॥ ১ ॥ এদিকে দৈত্যপতি শুম্ভও নিজ সৈন্যদলে পরিবৃত হইয়া নিশুম্ভের পশ্চাতে আগমন করিল; শুম্ভ ধর্ম্মযুদ্ধে সুপণ্ডিত ছিল এজন্য তখন স্বয়ং সমর না করিয়া কেবল তাঁহাদের যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিল ॥ ২ ॥ ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ ও যক্ষগণ সেই ঘোরতর সমর দর্শন করিতে ইচ্ছা করত মেঘমালায় আচ্ছন্ন হইয়া গগনমণ্ডলে অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ৩ ॥ অনন্তর, নিশুম্ভ রণস্থলে উপস্থিত হইয়া শৃঙ্গ-বিনির্ম্মিত দৃঢ় ধনু গ্রহণ করত জগদম্বিকাকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক শরবর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৪ ॥ চণ্ডিকা নিশুম্ভকে শ্রেষ্ঠতম ধনুক লইয়া শরজাল মোচন করিতে অবলোকন করিয়া মৃদু মন্দস্বরে বারংবার হাস্য করিতে লাগিলেন এবং কালিকাকে কহিলেন; কালি!

দৃষ্ট্বা দৈত্যবধং ঘোরং রক্তবীজাত্যয়ং তথা।
জয়াশাং কুরুতস্ত্বেতৌ মোহিতৌ মম মায়য়া ॥ ৭ ॥
আশা বলবতী হ্যেষা ন জহাতি নরং কচিৎ।
ভগ্নং হৃতবলং নষ্টং গতপক্ষং বিচেতনম্ ॥ ৮ ॥
আশাপাশনিবদ্ধৌ দ্বৌ যুদ্ধায় সমুপাগতৌ।
নিহন্তব্যৌ ময়া কালি! রণে শুম্ভনিশুম্ভকৌ ॥ ৯ ॥
আসন্নমরণাবেতৌ সম্প্রাপ্তৌ দৈবমোহিতৌ।
পশ্যতাং সর্ব্বদেবানাং হনিষ্যাম্যহমদ্য তৌ ॥ ১০ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা কালিকাং চণ্ডী কর্ণাকৃষ্টশরোৎকরৈঃ।
ছাদয়ামাস তরসা নিশুম্ভং পুরতঃ স্থিতম্ ॥ ১১ ॥
দানবোঽপি শরাংস্তস্যাশ্চিচ্ছেদ নিশিতৈঃ শরৈঃ।
তয়োঃ পরস্পরং যুদ্ধং বভূবাতিভয়ানকম্ ॥ ১২ ॥
কেশরী কেশজালানি ধুন্বানঃ সৈন্যসাগরম্।
গাহয়ামাস বলবান্ সরসীং বারণো যথা ॥ ১৩ ॥

রক্তবীজস্যাত্যয়ো ধ্বংসঃ। মম মায়য়া মোহিতাবিত্যনেন স্বস্য ব্রহ্মত্বম্। স্বমায়াশক্তেরতিশয়িতো মহিমাস্তীতি চ বোধিতম্ ॥ ৭—১২ ॥

ইহাদের মূর্খতা দেখ; ইহারা মৃত্যু বাসনা করিয়াই এক্ষণে আমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছে ॥৫—৬॥ ইহারা আমার মায়ায় এমনই মোহিত যে, দানবদিগের এই ঘোরতর সংক্ষয় এবং রক্তবীজেরও নিধন দেখিয়া এখনও জয়াশা করিতেছে ॥ ৭ ॥ আশা এমনই বলবতী যে, সে কদাপি মানবকে পরিত্যাগ করে না; কি আশ্চর্য্য! স্বপক্ষীয় বলের মধ্যে কতক ভগ্ন, কতক নষ্ট, কতক চেতনাশূন্য ও কতক বলহীন হইয়াছে, ইহা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াও ইহারা জয়াশারূপ পাশ দ্বারা বদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে। কালি! অদ্য সমরে আমি নিশ্চয়ই এই নিশুম্ভ ও শুম্ভকে সংহার করিব ॥ ৮—৯ ॥ ইহাদের মৃত্যু নিকটবর্ত্তী সুতরাং ইহারা দৈব মায়ায় মোহিত হইয়াই আমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছে; অতএব, অদ্য সমস্ত দেবগণের সমক্ষেই আমি ইহাদিগকে নিহত করিব ॥ ১০ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! চণ্ডী কালিকাকে এই কথা বলিয়াই সহসা আকর্ণ আকৃষ্ট শরনিকর দ্বারা পুরোবর্ত্তী নিশুম্ভকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ১১ ॥ নিশুম্ভও তৎক্ষণাৎ শাণিত শরনিকরে তাঁহার সেই শরজাল ছিন্ন করিয়া ফেলিল; তখন এইরূপে তাহাদের পরস্পর অতি ভয়ানক যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ১২ ॥ এই সময়ে ভগবতীর সিংহ

নখৈর্দন্তপ্রহারৈস্তু দানবান্ পুরতঃ স্থিতান্।
চখাদ চ বিশীর্ণাঙ্গান্ গজানিব মদোৎকটান্॥ ১৪॥
এবং বিমথ্যমানে তু সৈন্যে কেশরিণা তদা।
অভ্যধাবন্নিশুম্ভোঽথ বিকৃষ্টবরকার্ম্মুকঃ॥ ১৫॥
অন্যেঽপি ক্রুদ্ধা দৈত্যেন্দ্রা দেবীং হন্তুমুপাযযুঃ।
সন্দষ্টদন্তবসনা রক্তনেত্রা হ্যনেকশঃ॥ ১৬॥
তত্রাজগাম তরসা শুম্ভঃ সৈন্যসমাবৃতঃ।
নিহত্য কালিকাং কোপাদ্গ্রহীতুং জগদম্বিকাম্॥ ১৭॥
তত্রাগত্য দদর্শাজাবম্বিকাঞ্চ পুরঃস্থিতাম্।
রৌদ্ররসযুতাং কান্তাং শৃঙ্গাররসসংযুতাম্॥ ১৮॥
তাং বীক্ষ্য বিপুলাপাঙ্গীং ত্রৈলোক্যবরসুন্দরীম্।
সুরক্তনয়নাং রম্যাং ক্রোধরক্তেক্ষণাং তথা॥ ১৯॥
বিবাহেচ্ছাং পরিত্যজ্য জয়াশাং দূরতস্তথা।
মরণে নিশ্চয়ং কৃত্বা তস্থাবাহিতকার্ম্মুকঃ॥ ২০॥

গাহয়ামাস প্রবিবেশ ইত্যর্থঃ॥ ১৩—২৫॥

কেশরজাল কম্পিত করিতে করিতে, বলবান্ হস্তী যেমন সরোবর মধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ সেই সৈন্যসাগর মধ্যে অবগাহন করিল॥ ১৩॥ তৎকালে যে যে দানব তাহার সম্মুখে পড়িতে লাগিল অমনি সে নখ ও দন্ত প্রহারে তাহাদের অঙ্গ সকল বিদীর্ণ করিয়া মদমত্ত গজ সমূহের ন্যায় তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিল॥ ১৪॥ সেই কেশরী এইরূপে সৈন্য বিমর্দ্দন করিলে পর নিশুম্ভ উৎকৃষ্ট কার্ম্মুক আকর্ষণ করিয়া ধাবিত হইল॥ ১৫॥ তখন অন্যান্য শত শত দানবপতিরাও ক্রোধে রক্তনেত্র হইয়া দশন দ্বারা অধর দংশন করত দেবীকে নিহত করিবার নিমিত্ত তথায় আগমন করিল॥ ১৬॥ এদিকে, শুম্ভ কালিকাকে নিহত করিয়া জগদম্বিকাকে গ্রহণ করিবার বাসনায় সেনা সমভিব্যাহারে অতিবেগে তথায় আগমন করিল॥ ১৭॥ শুম্ভ রণস্থলে আসিয়া দেখিল যে, জগদম্বিকা সম্মুখেই বিরাজ করিতেছেন; তিনি শৃঙ্গার-রসোচিত কমনীয় কান্তি ধারণ করিলেও রৌদ্ররসে পরিপূর্ণা হইয়া রহিয়াছেন॥ ১৮॥ সেই ত্রিভুবনসুন্দরী দীর্ঘাপাঙ্গী ভগবতীর নয়নযুগল স্বাভাবিক রক্তবর্ণ হইলেও সেই সময়ে কোপবশত অধিকতর লোহিত হইয়াছিল॥ ১৯॥ শুম্ভ তাঁহার ঈদৃশ রূপলাবণ্য অবলোকন করিয়াও বিবাহবাসনা এবং জয়কামনা দূরে পরিত্যাগ করিল এবং মরণে স্থিরনিশ্চয় হইয়া কার্ম্মুক ধারণ করত অবস্থিতি করিতে লাগিল॥ ২০॥

তং তথা* দানবং দেবী স্মিতপূর্ব্বমিদং বচঃ।
বভাষে শৃণ্বতাং তেষাং দৈত্যানাং রণমস্তকে ॥ ২১ ॥
গচ্ছধ্বং পামরা যূয়ং পাতালং বা জলার্ণবম্।
জীবিতাশাং স্থিরাং কৃত্বা ত্যক্ত্বাত্রৈবায়ুধানি চ ॥ ২২ ॥
অথবা মচ্ছরাঘাতহতপ্রাণা রণাজিরে।
প্রাপ্য স্বর্গসুখং সর্ব্বে ক্রীড়ন্তু বিগতজ্বরাঃ ॥ ২৩ ॥
কাতরত্বঞ্চ শূরত্বং ন ভবত্যেব সর্ব্বথা।
দদাম্যভয়দানং বৈ যান্তু সর্ব্বে যথাসুখম্ ॥ ২৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্যা নিশুম্ভো মদগর্ব্বিতঃ।
নিশিতং খড়্গমাদায় চর্ম্ম চৈবাষ্টচন্দ্রকম্ ॥ ২৫ ॥
ধাবমানস্তু তরসাসিনা সিংহং মদোৎকটম্।
জঘানাতিবলান্মূর্দ্ধ্নি ভ্রাময়ন্ জগদম্বিকাম্ ॥ ২৬ ॥
ততো দেবী স্বগদয়া বঞ্চয়িত্বাসিপাতনম্।
তাড়য়ামাস তং বাহোর্মূলে পরশুনা তদা ॥ ২৭ ॥
খড়্গেন নিহতঃ সোঽপি বাহুমূলে মহামদঃ।
সংস্তভ্য বেদনাং ভূয়ো জঘান চণ্ডিকাং তদা ॥ ২৮ ॥

ধাবমান ইতি। অসিনা মূর্দ্ধ্নি সিংহং জঘান জগদম্বিকাঞ্চ জঘানেত্যর্থঃ ॥ ২৬—২৮ ॥

তখন, দেবী সমরস্থলে দানবকে সেইরূপে অবস্থিত অবলোকন করিয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে সমস্ত দানবদিগের শ্রবণগোচরে বলিতে লাগিলেন ॥২১॥ রে পামরগণ! যদি তোদের জীবনের বাসনা থাকে তবে এই স্থানেই অস্ত্র শস্ত্র সকল পরিত্যাগ করিয়া পাতালে অথবা সাগর মধ্যে পলায়ন কর্ ॥ ২২ ॥ অথবা আমার সায়ক প্রহারে রণস্থলে বিনষ্ট হইয়া স্বর্গ সুখ লাভ করত নির্ভয়ে ক্রীড়ারস অনুভব কর্ ॥ ২৩ ॥ এক সময়ে একাধারে কোনও প্রকারে কাতরতা ও বীরত্ব প্রকাশ পায় না; অতএব, আমি সকলকেই অভয় দান করিতেছি, এক্ষণে যে স্থানে সুখ হয়, সেই স্থানেই গমন কর্ ॥ ২৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! সেই মদগর্ব্বিত নিশুম্ভ দেবীর ঈদৃশ বচন শ্রবণ করিয়া নিশিত খড়্গ ও অষ্টচন্দ্রক-শোভিত চর্ম্ম লইয়া ধাবিত হইল এবং প্রথমত অসি দ্বারা মদমত্ত সিংহের মস্তকে সবেগে প্রহার করিল, পরে সেই অসি অতীব-বলসহকারে ঘূর্ণিত করিয়া

---

* তং দৃষ্ট্বা। ইতি বা পাঠঃ।

সাপি ঘণ্টাস্বনং ঘোরং চকার ভয়দং নৃণাম্।
পপৌ পুনঃ পুনঃ পানং নিশুম্ভং হন্তুমিচ্ছতি ॥ ২৯ ॥
এবং পরস্পরং যুদ্ধং বভূবাতিভয়প্রদম্।
দেবানাং দানবানাঞ্চ পরস্পরজয়ৈষিণাম্ ॥ ৩০ ॥
পলাদাঃ পক্ষিণঃ ক্রূরাঃ সারমেয়াশ্চ জম্বুকাঃ।
ননৃতুশ্চাতিসন্তুষ্টা গৃধ্রাঃ কঙ্কাশ্চ বায়সাঃ ॥ ৩১ ॥
রণভূর্ভাতি ভূয়িষ্ঠপতিতাসুরবর্ম্মকৈঃ।
রুধিরস্রাবসংযুক্তৈর্গজাশ্বদেহসঙ্কুলা ॥ ৩২ ॥
পতিতান্ দানবান্ দৃষ্ট্বা নিশুম্ভোঽতিরুষান্বিতঃ।
প্রযযৌ চণ্ডিকাং তূর্ণং গদামাদায় দারুণাম্ ॥ ৩৩ ॥
সিংহং জঘান গদয়া মস্তকে মদগর্ব্বিতঃ।
প্রহৃত্য চ স্মিতং কৃত্বা পুনর্দেবীমতাড়য়ৎ ॥ ৩৪ ॥
সাপি তং কুপিতাতীব নিশুম্ভং পুরতঃস্থিতম্।
প্রহরন্তং সমীক্ষ্যাথ দেবী বচনমব্রবীৎ ॥ ৩৫ ॥

নিশুম্ভং হন্তুমিচ্ছতি যা সেত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩০ ॥
পলাদা মাংসাশিনঃ। সারমেয়াঃ শ্বানঃ ॥ ৩১ ॥
অসুরবর্ম্মকৈরসুরশরীরৈঃ। গজাশ্বদেহসঙ্কুলা রণভূরিত্যন্বয়ঃ ॥ ৩২—৩৫ ॥

জগদম্বিকার উপর নিক্ষেপ করিল ॥২৫—২৬॥ তখন দেবী আপন গদা দ্বারা অসির আঘাত নিবারণ করিয়া পরশু দ্বারা তাহার বাহুমূলে প্রহার করিলেন ॥২৭॥ বীরবর নিশুম্ভ বাহুমূলে আহত হইলেও সেই বেদনা সহ্য করিয়া পুনরায় চণ্ডিকাকে খড়্গ দ্বারা প্রহার করিল ॥২৮॥ তখন দেবী এমন ঘোরতর ঘণ্টাধ্বনি করিলেন যে, তাহাতে সমস্ত দৈত্যগণের ভীতির সঞ্চার হইল। অনন্তর, তিনি নিশুম্ভকে সংহার করিতে ইচ্ছুক হইয়া সেই সময় বার বার মধুপান করিলেন ॥২৯॥ মহারাজ! এইরূপে পরস্পর জয়াভিলাষী দেব ও দানবদিগের অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥৩০॥ তখন মাংসভক্ষক ক্রূরপ্রকৃতি সারমেয়, জম্বুক, গৃধ্র, কঙ্ক ও বায়স প্রভৃতি পক্ষিকুল অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া রণস্থলে নৃত্য করিতে লাগিল ॥ ৩১ ॥ অসংখ্য দানব, গজ ও অশ্বের দেহ সকল রুধির ধারায় অভিষিক্ত হইয়া সমরাঙ্গণে পতিত হওয়ায় রণভূমি অতিশয় ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিল ॥ ৩২ ॥ তখন নিশুম্ভ দানবদিগকে পতিত দেখিয়া সাতিশয় রোষপরবশ হইল এবং নিদারুণ গদা লইয়া তৎক্ষণাৎ চণ্ডিকার নিকট ধাবমান হইল ॥ ৩৩ ॥ সেই মদগর্ব্বিত অসুর প্রথমত সিংহের মস্তকে গদা প্রহার করিয়া হাস্য করিল এবং পুনরায় সেই গদা দ্বারা দেবীকে প্রহার করিল ॥ ৩৪ ॥ দেবীও পুরোবর্ত্তী

দেব্যুবাচ।

তিষ্ঠ মন্দমতে! তাবদ্‌যাবৎ খড়্গমিদং তব।
গ্রীবায়াং প্রেরয়াম্যস্মাদ্গন্তাসি যমসাদনম্॥ ৩৬॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা তরসা দেবী কৃপাণেন সমাহিতা।
চিচ্ছেদ মস্তকং তস্য নিশুম্ভস্যাথ চণ্ডিকা॥ ৩৭॥
স চ্ছিন্নমস্তকো দেব্যা কবন্ধোঽতীবদারুণঃ।
বভ্রাম চ গদাপাণিস্ত্রাসয়ন্ দেবতাগণান্॥ ৩৮॥
দেবী তস্য শিতৈর্ব্বাণৈশ্চিচ্ছেদ চরণৌ করৌ।
পপাতোর্ব্ব্যাং ততঃ পাপী গতাসুঃ পর্ব্বতোপমঃ॥ ৩৯॥
তস্মিন্নিপতিতে দৈত্যে নিশুম্ভে ভীমবিক্রমে।
হাহাকারো মহানাসীত্তৎসৈন্যে ভয়কম্পিতে॥ ৪০॥
ত্যক্ত্বায়ুধানি সর্ব্বাণি সৈনিকাঃ ক্ষতজাপ্লুতাঃ।
জগ্মুর্ব্বুম্বারবং সর্ব্বে কুর্ব্বাণা রাজমন্দিরম্॥ ৪১॥
তানাগতান্ স সম্প্রেক্ষ্য শুম্ভঃ শক্রনিসূদনঃ।
পপ্রচ্ছ ক নিশুম্ভোঽসৌ কথং ভগ্নাঃ পলায়িতাঃ॥ ৪২॥

ততো যমসাদনং গন্তাসীত্যর্থঃ॥ ৩৬—৪৫॥

নিশুম্ভকে প্রহার করিতে দেখিয়া অতীব কুপিত হইয়া বলিলেন॥ ৩৫॥ মন্দমতে! যে পর্য্যন্ত আমি এই খড়্গ দ্বারা তোমার গ্রীবাদেশ ছেদন না করিতেছি তাবৎকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর, এক্ষণে শীঘ্রই তুমি ছিন্নস্কন্ধ হইয়া শমন-সদনে গমন করিবে॥ ৩৬॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! চণ্ডিকা দেবী এই কথা বলিয়াই অতীব সাবধানে কৃপাণ দ্বারা তৎক্ষণাৎ সেই নিশুম্ভের মস্তক ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন॥ ৩৭॥ দেবীর প্রহারে মস্তক ছিন্ন হইলে সেই অতীব দারুণ কবন্ধ গদা হস্তে করিয়া প্রচণ্ড বেগে ভ্রমণ করিতে লাগিল; তখন দেবগণ তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া অতিশয় ভীত হইলেন॥ ৩৮॥ অনন্তর, দেবী শাণিত শরসমূহ দ্বারা সেই কবন্ধের হস্ত ও পদ ছেদন করিয়া ফেলিলেন; তখন সেই পাপিষ্ঠ জীবন-বিহীন হইয়া পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল॥ ৩৯॥ সেই ভীমপরাক্রম দানব নিশুম্ভ নিপতিত হইলে তাহার ভয়কম্পিত সৈন্যমধ্যে মহান্ হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল॥ ৪০॥ তখন সৈনিকগণ রুধির ধারায় প্লাবিত হইয়া সমস্ত আয়ুধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আর্ত্তনাদ করিতে করিতে অসুররাজ শুম্ভের সন্নিধানে পলায়ন করিল॥৪১॥ সেই শক্রনিসূদন শুম্ভ তাহাদিগকে

তচ্ছুত্বা বচনং রাজ্ঞস্তে প্রোচুঃ প্রণতা ভৃশম্ ।
রাজংস্তে নিহতো ভ্রাতা শেতে সমরমূর্দ্ধনি ॥ ৪৩ ॥
তয়া নিপাতিতাঃ শূরা যে চ তেঽপ্যনুজানুগাঃ ।
বয়ং ত্বাং কথিতুং সর্ব্বং বৃত্তান্তং সমুপাগতাঃ ॥ ৪৪ ॥
নিশুম্ভো নিহতস্তত্র তয়া চণ্ডিকয়াধুনা ।
ন হি যুদ্ধস্য কালোঽদ্য তব রাজন্ ! রণাঙ্গণে ॥ ৪৫ ॥
দেবকার্য্যং সমুদ্দিশ্য কাপীয়ং পরমাঙ্গনা ।
হন্তুং দৈত্যকুলং নূনং প্রাপ্তেতি পরিচিন্তয় ॥ ৪৬ ॥
নৈষা প্রাকৃতযোষৈব দেবী শক্তিরনুত্তমা ।
অচিন্ত্যচরিতা কাপি দুর্জ্ঞেয়া দৈবতৈরপি ॥ ৪৭ ॥
নানারূপধরাতীব মায়ামূলবিশারদা ।
বিচিত্রভূষণা দেবী সর্ব্বায়ুধধরা শুভা ॥ ৪৮ ॥
গহনা গূঢ়চরিতা কালরাত্রিরিবাপরা ।
অপারপারগা পূর্ণা সর্ব্বলক্ষণসংযুতা ॥ ৪৯ ॥

পরমাঙ্গনা সর্ব্বকারণভূতা সংবিদ্রূপিণী শ্রীভগবত্যস্তীত্যর্থঃ ॥ ৪৬—৫০ ॥

সমাগত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল; সৈন্যগণ! এক্ষণে নিশুম্ভ কোথায়? তোমরা কি নিমিত্ত রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া আসিলে? ॥ ৪২ ॥

সেই সৈন্যগণ দৈত্যপতি শুম্ভের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণানন্তর প্রণাম করিয়া বলিল; রাজন্! আপনার ভ্রাতা নিশুম্ভ নিহত হইয়া রণভূমিতে শয়ন করিয়াছেন ॥ ৪৩ ॥ মহারাজ! যে সকল দানববীর আপনার অনুজের অনুগামী হইয়াছিল, দেবী তাহাদিগকেও বিনষ্ট করিয়াছেন; কেবল আমরাই আপনাকে সেই বৃত্তান্ত বলিবার নিমিত্তই এখানে আসিয়াছি ॥ ৪৪ ॥ রাজন্! সম্প্রতি দেবীর শস্ত্রপ্রহারে নিশুম্ভ নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছেন; অতএব এক্ষণে আপনার সেই সংগ্রামস্থলে যাইবার উপযুক্ত সময় নহে ইহাই আমাদিগের বোধ হইতেছে ॥ ৪৫ ॥ দেবকার্য্যের উপলক্ষ করিয়া অখিলের কারণরূপিণী কোনও উৎকৃষ্টা রমণী দানবকুল সংহার করিতে আসিয়াছেন ইহা আপনি নিশ্চয় জানিবেন ॥ ৪৬ ॥ এই দেবী কখনই সামান্যা রমণী নহেন; ইনি নিশ্চয়ই পরমাশক্তি ইঁহার চরিত্র চিন্তার অগোচর; অধিক কি, এই অনুত্তমা শক্তিকে দেবতারাও কদাপি জানিতে সমর্থ হয়েন না ॥৪৭॥ যত প্রকার মায়া আছে এই দেবী, বিশেষ রূপে সে সমস্তের মূল বিদিত আছেন, সুতরাং সেই মায়াবলে এক্ষণে নানাবিধ রূপ ধারণ করিয়াছেন; এই মঙ্গলময়ী দেবী বিচিত্র ভূষণে ভূষিত হইয়া সমস্ত আয়ুধ ধারণ করিয়াছেন ॥ ৪৮ ॥ ইঁহাকে দেখিলেই

অন্তরিক্ষস্থিতা দেবাস্তাং স্তবন্ত্যকুতোভয়াঃ।
দেবকার্য্যঞ্চ কুর্ব্বাণাং শ্রীদেবীং পরমাদ্ভুতাম্ ॥ ৫০ ॥
পলায়নং পরো ধর্ম্মঃ সর্ব্বথা দেহরক্ষণম্।
রক্ষিতে কিল দেহেঽস্মিন্ কালেঽস্মৎসুখতাঙ্গতে।
সংগ্রামে বিজয়ো রাজন্! ভবিতা তে ন সংশয়ঃ ॥ ৫১ ॥
কালঃ করোতি বলিনং সময়ে নির্ব্বলং ক্বচিৎ।
তং পুনঃ সবলং কৃত্বা জয়ায়োপদধাতি হি ॥ ৫২ ॥
দাতারং যাচকং কালঃ করোতি সময়ে কচিৎ।
ভিক্ষুকং ধনদাতারং করোতি সময়ান্তরে ॥ ৫৩ ॥
বিষ্ণুঃ কালবশে নূনং ব্রহ্মা বা পার্ব্বতীপতিঃ।
ইন্দ্রাদ্যা নির্জরাঃ সর্ব্বে কাল এব প্রভুঃ স্বয়ম্ ॥ ৫৪ ॥
তস্মাৎ কালং প্রতীক্ষস্ব বিপরীতং তবাধুনা।
সংমুখো দেবতানাঞ্চ দৈত্যানাং নাশহেতুকঃ ॥ ৫৫ ॥
একৈব চ গতির্নাস্তি কালস্য কিল ভূপতে!।
নানারূপধরাপ্যস্তি জ্ঞাতব্যং তস্য চেষ্টিতম্ ॥ ৫৬ ॥

ততশ্চাধুনেদং কর্ত্তব্যমিত্যাহ পলায়নং পরো ধর্ম্ম ইতি। কালেঽস্মৎসুখতাং গতেঽনুকূলে আগতে ইত্যর্থঃ ॥ ৫১—৫৮ ॥

অপর কালরাত্রির ন্যায় ভয়ঙ্কর বলিয়া বোধ হয়; ইহাঁর চরিত্র অবগত হওয়া অতীব সুকঠিন; সর্ব্ব সুলক্ষণে ভূষিতা এই পূর্ণাপ্রকৃতি দুরূহ কার্য্যের পরপারেও যাইতে সমর্থ হয়েন ॥ ৪৯ ॥ অধিক কি বলিব, অদ্ভুতস্বভাবা সেই দেবী দেবকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন আর দেবগণ অন্তরীক্ষে থাকিয়া অকুতোভয়ে তাঁহার স্তব করিতেছেন ॥ ৫০ ॥ মহারাজ! এখন পলায়ন করিয়া শরীর রক্ষা করাই প্রধান ধর্ম্ম; কারণ, এই দেহ রক্ষিত হইলে পুনর্ব্বার কাল যখন আমাদিগের অনুকূল হইবে তখন আপনারও সমরে জয় লাভ হইবে, তাহাতে সংশয় কি? ॥ ৫১ ॥ দেখুন, কাল কোন সময়ে বলবান্‌কে দুর্ব্বল করে, আবার সময়ান্তরে তাহাকেই সবল করিয়া বিজয়ের নিমিত্ত সমুদ্যত করে ॥ ৫২ ॥ কাল কোন সময়ে দাতাকে ভিক্ষুক আবার সময়ান্তরে সেই ভিক্ষুককে ধনদাতা করিয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥ অধিক কি, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ ও ইন্দ্রাদি দেববৃন্দ সকলেই কালের বশীভূত; সুতরাং কালই স্বয়ং সকল বিষয়েরই প্রভু হয় ॥ ৫৪ ॥ অতএব, মহারাজ! আপনি কালের প্রতীক্ষা করুন, এক্ষণে কাল দেবগণের অনুকূল এবং আপনার প্রতিকূল; এই জন্যই সেই কাল এক্ষণে দৈত্যদিগকে নাশ করিতেছে ॥ ৫৫ ॥ কিন্তু, ভূপতে! কালের গতি

কদাচিৎ সম্ভবো নৃণাং কদাচিৎ প্রলয়স্তথা।
উৎপত্তিহেতুঃ কালোঽন্যঃ ক্ষয়হেতুস্তথাপরঃ ॥ ৫৭ ॥
প্রত্যক্ষং তে মহারাজ! দেবাঃ সর্ব্বে সবাসবাঃ।
করদাস্তে কৃতাঃ পূর্ব্বং কালেন সম্মুখেন চ ॥ ৫৮ ॥
তেনৈব বিমুখেনাদ্য বলিনোঽবলয়াসুরাঃ।
নিহতা নিতরাং কালঃ করোতি চ শুভাশুভম্ ॥ ৫৯ ॥
নৈবাত্র কারণং কালী নৈব দেবাঃ সনাতনাঃ ॥ ৬০ ॥
যথা তে রোচতে রাজংস্তথা কুরু বিমৃশ্য চ।
কালোঽয়ং নাত্র হেতুস্তে* দানবানাং তথা পুনঃ ॥ ৬১ ॥
ত্বদগ্রতো গতঃ শক্রো ভগ্নঃ সশ্ব্যো নিরায়ুধঃ।
তথা বিষ্ণুস্তথারুদ্রো বরুণো ধনদো যমঃ ॥ ৬২ ॥
তথা ত্বমপি রাজেন্দ্র! বীক্ষ্য কালবশং জগৎ।
পাতালং গচ্ছ তরসা জীবন্ ভদ্রমবাপ্স্যসি ॥ ৬৩ ॥

অবলয়েতি চ্ছেদঃ ॥ ৫৯—৬০ ॥
ইত্থং জ্ঞাত্বা যদিচ্ছসি তৎ কুর্ব্বিত্যাহ যথা তে ইতি। নাত্র হেতুরিতি। হেতুঃ সুখহেতুরনুকূলো নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৬১—৬৩ ॥

কখনই একরূপ নহে, বস্তুত তাহার কার্য্য নানারূপ হইয়া থাকে ইহা আপনি নিশ্চয় জানিবেন ॥ ৫৬ ॥ কাল কদাচিৎ মনুষ্যগণের উৎপত্তি করে, কখন বা তাহাদের প্রলয় করিয়া থাকে। মহারাজ! উৎপত্তির কাল এক, আর ক্ষয়ের কাল এক ইহা ত আপনার প্রত্যক্ষই হইয়াছে। দেখুন, যখন কাল আপনার অনুকূল ছিল, তখন আপনি ইন্দ্রাদি সমস্ত দেববর্গকে করদ করিয়াছিলেন, এখন সেই কালই আপনার প্রতিকূল হইয়াছে সুতরাং একটী সামান্য অবলা নারীও বলবান্ অসুরদিগকে নিহত করিতেছে; অতএব, কাল নিয়তই শুভ বা অশুভ করিতেছে, সনাতন দেববর্গ অথবা সেই কালী ইহার কারণ নহে ॥ ৫৭—৬০ ॥ রাজন্! বর্ত্তমান কাল আপনার এবং দানবদিগের অনুকূল নহে, অতএব আপনি ইহা বিদিত হইয়া যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করুন্ ॥ ৬১ ॥ দেখুন, পূর্ব্বে ইন্দ্র, বিষ্ণু, রুদ্র, বরুণ, যম প্রভৃতি প্রধান প্রধান দেবগণও আয়ুধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রণে ভঙ্গ দিয়া আপনার সম্মুখ হইতে পলায়ন করিয়াছিল সেইরূপে আপনিও এক্ষণে জগৎকে কালের বশবর্ত্তী জানিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া সত্বর পাতালে গমন করুন। কারণ, জীবিত

* নাশহেতুস্তে। ইতি বা পাঠঃ ॥

মৃতে ত্বয়ি মহারাজ! শত্রবস্তে মুদান্বিতাঃ।
মঙ্গলানি প্রগায়ন্তো বিচরিষ্যন্তি সর্ব্বতঃ॥ ৬৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে নিশুম্ভবধো নাম ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩০॥

(জীবতি ভদ্রং মৃতে কিং স্যাদিত্যাহ মৃতে ত্বয়ীতি॥ ৬৪॥)

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩০॥

থাকিলে পরে সমস্ত সুখই প্রাপ্ত হইবেন, আর আপনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে আপনার সেই শত্রুকুল আনন্দিত হইয়া মঙ্গল-সূচক গান করত সর্ব্বত্রই নির্ভয়ে বিচরণ করিতে থাকিবে॥ ৬২—৬৪॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-
ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে নিশুম্ভ বধ নামক
ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা শুম্ভো দৈত্যপতিস্তদা।
উবাচ সৈনিকানাশু কোপাকুলিতলোচনঃ॥ ১॥

শুম্ভ উবাচ।

জাল্মাঃ! কিং ব্রুত দুর্ব্বাচ্যং কৃত্বা জীবিতুমুৎসহে।
নিহত্য সচিবান্ ভ্রাতৄন্নির্লজ্জো বিচরামি কিম্॥ ২॥
কালঃ কর্ত্তা শুভানাং বাশুভানাং বলবত্তরঃ।
কা চিন্তা মম দুর্ব্বারে তস্মিন্নীশেঽপ্যরূপকে॥ ৩॥
যদ্ভবতি তদ্ভবতু যৎ করোতি করোতু তৎ।
ন মে চিন্তাস্তি কুত্রাপি মরণাজ্জীবনাত্তথা॥ ৪॥
স কালোঽপ্যন্যথা কর্ত্তুং ভাবিতো নেশতে ক্বচিৎ।
ন বর্ষতি চ পর্জ্জন্যঃ শ্রাবণে মাসি সর্ব্বথা॥ ৫॥

একোনসপ্ততিশ্লোকৈঃ শুম্ভাসুরবধাশ্রিতা।
কথা প্রারভ্যতে দেব্যা জগতো মঙ্গলং কৃতম্॥

নিশুম্ভবধানন্তরং জাতং কৃত্যমাহ ইতি তেষামিতি॥ ১॥

দুর্ব্বাচ্যং কর্ম্ম কৃত্বাহং জীবিতুমুৎসহে কিমিত্যর্থঃ। দুর্ব্বাচ্যং কর্ম্ম স্বয়মেবাহ নিহত্যেতি। বিচরামি কিং বিচরিষ্যামি কিমিত্যর্থঃ॥ ২॥

কিঞ্চ মম যদি মরণকালঃ সমাগতঃ স্যাত্তদা কুত্রাপি ময়া গতে স কিং মাং ত্যক্ষ্যতীতি বদন্ কালস্য মহিমানমাহ কালঃ কর্ত্তেতি। অরূপকে রূপরহিতে তস্মিন্নীশে সতীত্যর্থঃ॥ ৩—৪॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! দানবপতি শুম্ভ সেই সৈন্যগণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে ক্রোধে ইতস্তত নয়ন সঞ্চালন করত অবিলম্বেই তাহাদিগকে বলিতে লাগিল॥ ১॥ মূঢ়গণ! তোরা কি বলিতেছিস্? আমি কি এই অকথনীয় ঘৃণিত কার্য্য করিয়া জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করিতে পারি? বল দেখি আমি সচিববর্গ ও ভ্রাতৃগণকে নিহত করিয়া এক্ষণে নির্লজ্জ হইয়া কিরূপে বিচরণ করিতে সমর্থ হইব?॥ ২॥ কালই শুভ বা অশুভ কার্য্যকলাপের প্রধান কর্ত্তা; অতএব সেই রূপবিহীন কালই যদি শুভ বা অশুভ করিবার অলঙ্ঘনীয় প্রভু হইল তবে আর আমার চিন্তা করিয়া ফল কি?॥ ৩॥ যাহা হইবার তাহা হউক্ যাহা করিবার তাহা করুক্; আমার মরণ বা জীবন, কোন বিষয়েই চিন্তা নাই॥ ৪॥ বিশেষত সেই

কদাচিন্মার্গশীর্ষে বা পৌষে মাঘেঽথ ফাল্গুনে।
অকালে বর্ষতীবাশু তস্মান্মুখ্যো ন চাস্ত্যয়ম্ ॥ ৬ ॥
কালো নিমিত্তমাত্রস্তু দৈবং হি বলবত্তরম্।
দৈবেন নির্ম্মিতং সর্ব্বং নান্যথা ভবতীত্যদঃ ॥ ৭ ॥
দৈবমেব পরং মন্যে ধিক্ পৌরুষমনর্থকম্।
জেতা যঃ সর্ব্বদেবানাং নিশুম্ভোঽপ্যনয়া হতঃ ॥ ৮ ॥
রক্তবীজো মহাশূরঃ সোঽপি নাশং গতো যদা।
তদাহং কীর্ত্তিমুৎসৃজ্য জীবিতাশাং করোমি কিম্ ॥ ৯ ॥
প্রাপ্তে কালে স্বয়ং ব্রহ্মা পরার্দ্ধদ্বয়সম্মিতে।
নিধনং যাতি তরসা জগৎকর্ত্তা স্বয়ং প্রভুঃ ॥ ১০ ॥

নন্থ কালস্যৈবারাধনং কর্ত্তব্যং তেন স ন বাধিষ্যত ইতি চেত্তত্রাহ স কালোঽপীতি। ভাবিত আরাধিতোঽপি দৈবাপেক্ষয়ান্যথা কর্ত্তুং ক্বচিৎ ক্বচিদপি নেশতে ন সমর্থো ভবতীত্যর্থঃ। তস্মাৎ কালাপেক্ষয়াপি দৈবমেব মুখ্যমিতি ভাবঃ। কালস্যৈব মুখ্যত্বে তত্তৎকালিকং কার্য্যং তত্তৎকালে কুতো ন স্যাত্তস্মান্ন কালো মুখ্য ইত্যাহ ন বর্ষতি চেতি ॥ ৫—৬ ॥

কস্তর্হি মুখ্য ইতি চেত্তত্রাহ কালো নিমিত্তমাত্রস্ত্বিতি ॥ ৭ ॥

নন্থ ত্বয়া পূর্ব্বং জৈনমতমাশ্রিত্য প্রত্যক্ষমেকে চার্ব্বাকা ইতি বার্হস্পত্যশাস্ত্রাবলম্বনেন দৈবং বেদসিদ্ধং খণ্ডয়িত্বা পৌরুষমেব কার্য্যসাধকং সাধিতমধুনা তু কথং দৈবং কার্য্যসাধকমুচ্যত ইতি চেত্তত্রাহ দৈবমেব পরমিতি। পৌরুষে সত্যপি কার্য্যস্যাভাবত্বাদনর্থকং কার্য্যসাধকং পৌরুষং ধিগিত্যর্থঃ। অনেককার্য্যকারণভাবপ্রতিবধ্যপ্রতিবন্ধকভাবকল্পনাপেক্ষয়া বেদপ্রমাণসিদ্ধং দৈবমেব পরং মুখ্যং কার্য্যসাধকং মন্যে ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ সর্ব্বস্য দৈবাধীনত্বাৎ যদ্ভবিষ্যতি তদ্ভবতু। ময়া যোদ্ধব্যমেবেতি ভাবঃ। কিঞ্চ লোকদৃষ্ট্যাপ্যধুনা জীবিতাশা-কিঞ্চিৎকরেত্যাহ জেতেতি ॥ ৮ ॥

কাল আরাধিত হইলেও মরণের অথবা জীবনের অন্যথা করিতে কদাপি সমর্থ হয় না। দেখ, পর্জ্জন্যদেব বর্ষাকালে বর্ষণ করিলেও কখন কখন শ্রাবণ মাসে বর্ষণ করে না আবার কখন কখন অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ অথবা ফাল্গুন প্রভৃতি অকালেও অতিশয় বর্ষণ করিয়া থাকে; অতএব, স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, কালের মুখ্যতা নাই ॥ ৫-৬ ॥ ফলত কাল কেবল নিমিত্ত মাত্র আর দৈবই কাল অপেক্ষা বলবত্তর; সুতরাং দৈবই সমস্ত বিশ্বসংসার নির্ম্মাণ করিয়াছেন, ইহা কোনও প্রকারে অন্যথা হইবার নহে ॥ ৭ ॥ আমি দৈবকেই শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করি; নিরর্থক পুরুষকারকে ধিক্! কারণ, যে নিশুম্ভ সমস্ত দেবতাবর্গকেও জয় করিয়াছে অদ্য তাহাকেই এই সামান্য রমণী নিহত করিল ॥ ৮ ॥ হায়! সেই মহাবীর রক্তবীজও যখন নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছে, তখন আমি কীর্ত্তি বিসর্জ্জন দিয়া কিরূপে জীবনের আশা করিব ॥ ৯ ॥ যিনি স্বয়ং বিশ্বসংসার নির্ম্মাণ করিয়া-

চতুর্যুগসহস্রন্তু ব্রহ্মণো দিবসে কিল।
পতন্তি ভবনাৎ পঞ্চ নব চেন্দ্রাস্তথা পুনঃ ॥ ১১ ॥
তথৈব দ্বিগুণে বিষ্ণুর্মরণায়োপকল্পতে।
তথৈব দ্বিগুণে কালে শঙ্করঃ শান্তিমেতি চ ॥ ১২ ॥
কা চিন্তা মরণে মূঢ়া নিশ্চলে দৈবনির্ম্মিতে।
মহীমহীধরাণাঞ্চ নাশঃ সূর্য্যশশাঙ্কয়োঃ ॥ ১৩ ॥
জাতস্য হি ধ্রুবং মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
অধ্রুবেঽস্মিন্ শরীরে তু রক্ষণীয়ং যশঃ স্থিরম্ ॥ ১৪ ॥
রথো মে কল্প্যতাং শীঘ্রং গমিষ্যামি রণাজিরে।
জয়ো বা মরণং বাপি ভবত্বদ্যৈব দৈবতঃ ॥ ১৫ ॥
ইত্যুক্ত্বা সৈনিকান্ শুম্ভো রথমাস্থায় সত্বরঃ।
প্রযযাবম্বিকা যত্র সংস্থিতা তুহিনাচলে ॥ ১৬ ॥
সৈন্যং প্রচলিতং তস্য সঙ্গে তত্র চতুর্ব্বিধম্।
হস্ত্যশ্বরথপাদাতসংযুতং সায়ুধং বহু ॥ ১৭ ॥
তত্র গত্বাচলে শুম্ভঃ সংস্থিতাং জগদম্বিকাম্।
ত্রৈলোক্যমোহিনীং কান্তামপশ্যৎ সিংহবাহিনীম্ ॥ ১৮ ॥

করোমি কিং করিষ্যামি কিমিত্যর্থঃ ॥ ৯—১৫ ॥

ছেন, সেই ব্রহ্মাও নিজ আয়ুর শেষকাল উপস্থিত হইলেই তৎক্ষণাৎ নিধনপ্রাপ্ত হয়েন ॥১০॥ দেখ, ব্রহ্মার এক দিনে চারি সহস্র যুগ হইয়া থাকে এবং সেই এক দিনেই চতুর্দ্দশ ইন্দ্র পতন হয়; এইরূপ ইহার দ্বিগুণ সময় অতিবাহিত হইলেই বিষ্ণুর পরমায়ুর পরিশেষ হইয়া থাকে এবং তাহার দ্বিগুণ কাল বিগত হইলে মহেশ্বরও শান্তিলাভ করিয়া থাকেন ॥১১-১২॥ এই পরিদৃশ্যমান পৃথিবী, পর্ব্বত, চন্দ্র ও সূর্য্য সকলেরই বিনাশ হইবে বিশেষত দৈব সকলের মরণ স্থিরতর করিয়া রাখিয়াছেন; অতএব মূঢ়গণ! সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র চিন্তা নাই ॥ ১৩ ॥ জীব জন্মিলে অবশ্যই তাহার মৃত্যু হইবে আর জীবের মরণ হইলেও তাহার পুনর্ব্বার জন্ম হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই; অতএব, এই নশ্বর শরীর হইতে স্থিরতর যশ রক্ষা করাই মানবের অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ১৪ ॥ আমার রথ সজ্জিত কর অদ্য দৈববশত যুদ্ধে জয়ই হউক অথবা মরণই হউক, আমি শীঘ্রই রণস্থলে গমন করিব ॥ ১৫ ॥

অনন্তর, শুম্ভ সৈনিকদিগকে এই কথা বলিয়া রথে আরোহণ পূর্ব্বক হিমালয় পর্ব্বতে যে স্থানে অম্বিকা বিরাজ করিতেছেন সেই স্থানে গমন করিল ॥ ১৬ ॥ তথন হস্তী, অশ্ব

সর্ব্বাভরণভূষাঢ্যাং সর্ব্বলক্ষণসংযুতাম্।
স্তূয়মানাং সুরৈঃ খস্থৈর্গন্ধর্ব্বযক্ষকিন্নরৈঃ ॥ ১৯ ॥
পুষ্পৈশ্চ পূজ্যমানাঞ্চ মন্দারপাদপোদ্ভবৈঃ।
কুর্ব্বাণাং শঙ্খনিনদং ঘণ্টানাদং মনোহরম্ ॥ ২০ ॥
দৃষ্ট্বা তাং মোহমগমচ্ছুম্ভঃ কামবিমোহিতঃ।
পঞ্চবাণাহতঃ কামং মনসা সমচিন্তয়ৎ ॥ ২১ ॥
অহো রূপমিদং সম্যগহো চাতুর্য্যমদ্ভুতম্।
সৌকুমার্য্যঞ্চ ধৈর্য্যঞ্চ পরস্পরবিরোধি যৎ* ॥ ২২ ॥
সুকুমারাতিতন্বঙ্গী সদ্যঃ প্রকটযৌবনা।
চিত্রমেতদসৌ বালা কামভাববিবর্জ্জিতা ॥ ২৩ ॥
কামকান্তাসমা রূপে সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতা।
অম্বিকেয়ং কিমেতত্তু হন্তি সর্ব্বান্মহাবলান্ ॥ ২৪ ॥

তুহিনাচলে হিমাচলে। নিশুম্ভযুদ্ধসময়ে যুদ্ধং বিহায় গৃহং গতঃ পুনঃ প্রযযৌ গতবানিত্যর্থঃ ॥ ১৬—২১ ॥

ধৈর্য্যং যুদ্ধধৈর্য্যম্ ॥ ২২—২৩ ॥

কামকান্তা রতিস্তৎসমা। রূপেণ রতিসদৃশীত্যর্থঃ। অতিলাবণ্যবতী শৃঙ্গারং নিজকর্ম্ম বিহায় সর্ব্বান্মহাবলান্ হন্তি বীরকর্ম্ম করোতি কিমেতদিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

রথ ও পদাতি-সঙ্কুল চতুর্ব্বিধ অসংখ্য সৈন্য আয়ুধ ধারণ করিয়া তাহার সহিত গমন করিতে লাগিল ॥ ১৭ ॥ শুম্ভ সেই হিমাচলে গিয়া জগদম্বিকাকে দেখিল, তিনি হিমাচলের এক প্রদেশে সিংহের উপরে অধিষ্ঠিত হইয়া ত্রিভুবন-মোহিনী কান্তি ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন। তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নানাবিধ অলঙ্কারে সুসজ্জিত; সমস্ত শরীরে সুন্দর লক্ষণ সকল দেদীপ্যমান; আকাশস্থিত দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও কিন্নরগণ পারিজাত পুষ্পরাশি দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া স্তব করিতেছেন এবং সেই দেবী জয়সূচক মনোহর ঘণ্টানাদ ও শঙ্খধ্বনি করিতেছেন ॥ ১৮—২০ ॥ শুম্ভ তাঁহাকে দর্শন করিয়াই কামবশত বিমোহিতপ্রায় হইল এবং কন্দর্পশরে বিদ্ধ হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল ॥ ২১ ॥ অহো! ইহার অতীব আশ্চর্য্য রূপ লাবণ্য !! ইহার চাতুর্য্যও অদ্ভুত ও বিস্ময়কর !! কি আশ্চর্য্য ! সুকুমারতা ও সমর-সহিষ্ণুতা পরস্পর বিরোধি হইলেও ইহাতে উভয়ই বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ২২ ॥ ইহার শরীর অতিশয় কোমল এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল কৃশ, আবার সম্প্রতি নূতন যৌবনের উদয় হইয়াছে, তথাপি এই বালার কিছুমাত্র কামভাব নাই, ইহা অতিশয়

---

* পরস্পরবিমোহি যৎ। ইতি বা পাঠঃ।

উপায়ঃ কোঽত্র কর্ত্তব্যো যেন মে বশগা ভবেৎ।
ন মন্ত্রা বা মরালাক্ষীসাধনে সন্নিধৌ মম ॥ ২৫ ॥
সর্ব্বমন্ত্রময়ী হ্যেষা মোহিনী মদগর্ব্বিতা।
সুন্দরীয়ং কথং মে স্যাদ্বশগা বরবর্ণিনী ॥ ২৬ ॥
পাতালগমনং মেঽদ্য ন যুক্তং সমরাঙ্গণাৎ।
সামদানবিভেদৈশ্চ নেয়ং সাধ্যা মহাবলা ॥ ২৭ ॥
কিং কর্ত্তব্যং ক্ব গন্তব্যং বিষমে সমুপস্থিতে।
মরণং নোত্তমং চাত্র স্ত্রীকৃতস্তু যশোঽপহৃৎ ॥ ২৮ ॥
মরণং ঋষিভিঃ প্রোক্তং সঙ্গরে মঙ্গলাস্পদম্।
যত্তৎ সমানবলয়োর্যোধয়োর্যুধ্যতোঃ কিল ॥ ২৯ ॥
প্রাপ্তেয়ং দৈবরচিতা নারী নরশতোত্তমা।
নাশায়াস্মৎকুলস্যেহ সর্ব্বথাতিবলাবলা ॥ ৩০ ॥

মম সন্নিধৌ মরালাক্ষী হংসলোচনা তস্যাঃ সাধনে বশীকারে সমর্থা মন্ত্রা অপি ন সন্তী-ত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

কিঞ্চ সর্ব্বমন্ত্রময়ীয়মস্তীতি ন কশ্চিন্মন্ত্র এনাং বশীকুর্য্যাদিত্যভিপ্রায়েণাহ সর্ব্বমন্ত্র-ময়ীতি। হি যতঃ সর্ব্বমোহিনী ততঃ সর্ব্বমন্ত্রময়ীত্যর্থঃ ॥ ২৬—২৭ ॥

বিষমে সঙ্কটে। অত্র স্ত্রীকৃতং স্ত্রীহস্তেন কৃতং জাতং মরণঞ্চ মরণমপি নোত্তমং যত-স্তদ্‌যশোঽপহৃৎ যশোহারকমেব তত ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

তদেব স্পষ্টয়তি মরণমিতি ॥ ২৯ ॥

অবলেতি চ্ছেদঃ ॥ ৩০ ॥

আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই ॥ ২৩ ॥ কামকামিনীর ন্যায় অতিশয় সুন্দরী ও সমস্ত সুলক্ষণে ভূষিতা হইয়াও প্রমোদাদি পরিত্যাগ করিয়া এই অম্বিকা সেই মহাবল অসুরদিগকে সংহার করিতেছে ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই ॥ ২৪ ॥ যাহা হউক এখন যাহাতে এই রমণী আমার বশীভূতা হয়, সেই উপায় অবলম্বন করাই আমার কর্ত্তব্য ; এই মরালনয়নাকে বশীকরণ করিবার মন্ত্র সকলও আমার নিকটে নাই ॥২৫॥ অথবা মৎসন্নিধানে মন্ত্র থাকিলেই বা কি হইবে এই মদগর্ব্বিতা বালা সমস্ত-মন্ত্রস্বরূপা সুতরাং সেই বলে সমস্ত লোককেই বিমোহিত করিতেছে অতএব এই বরবর্ণিনী সুন্দরী কিরূপে আমার বশীভূত হইবে ? ॥২৬॥ সাম, দান ও ভেদ দ্বারা এই বীরাঙ্গণা আয়ত্ত হইবার নহে ; আর এক্ষণে সমরস্থল হইতে পালাইয়া পাতালে গমন করাও যুক্তিযুক্ত নহে ; অতএব এক্ষণে আমার বিষম সময় উপস্থিত, এখন কর্ত্তব্য কি ? যাই বা কোথায় ? আর যদি সমর করিলে এই স্ত্রীর হস্তে মৃত্যু হয় তবে সে মৃত্যুও উত্তম নহে বরং তাহাতে যশের হানিই হইবে ॥ ২৭—২৮ ॥ কারণ, বীরগণ

বৃথা কিং সামবাক্যানি ময়া যোজ্যানি সাম্প্রতম্।
হননায়াগতা হ্যেষা কিংনু সাম্না প্রসীদতি ॥ ৩১ ॥
ন দানৈশ্চালিতুং যোগ্যা নানাশস্ত্রবিভূষিতা।
ভেদস্তু বিকলঃ কামং সর্ব্বদেববশানুগা ॥ ৩২ ॥
তস্মাত্তু মরণং শ্রেয়ো ন সংগ্রামে পলায়নম্।
জয়ো বা মরণং বাদ্য ভবত্যেবং যথাবিধি ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা শুম্ভঃ সত্ত্বাশ্রিতোঽভবৎ।
যুদ্ধায় সুস্থিরো ভূত্বা তামুবাচ পুরঃস্থিতাম্ ॥ ৩৪ ॥
দেবি! যুধ্যস্ব কান্তেঽদ্য বৃথায়ং তে পরিশ্রমঃ।
মূর্খাসি কিল নারীণাং নায়ং ধর্ম্মঃ কদাচন ॥ ৩৫ ॥

বৃথেতি। সাম্প্রতমস্মিন্ কালে কিং যোজ্যানি কিমর্থং যোজ্যানি নায়ং কালঃ সামবাক্যানামিতি ভাবঃ। তদেবাহ হননায়েতি ॥ ৩১ ॥

ন দানৈরিতি। যতো নানাশস্ত্রবিভূষিতা সর্ব্বসাধনসম্পাদনে সমর্থা ততো যৎকিঞ্চিদ্ধনদানৈর্ন চালয়িতুং যোগ্যাস্তীত্যর্থঃ। ভেদস্ত্বিতি। যতঃ সর্ব্বে দেবা অস্যা বশা অনুগাঃ সেবকাশ্চ সন্তি ততো ভেদোঽপ্যত্র বিফল ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

যথাবিধি যথাদৈবম্ ॥ ৩৩ ॥

সত্ত্বাশ্রিতো ধৈর্য্যাশ্রিতঃ ॥ ৩৪—৩৬ ॥

সম্মুখ সমরে সমবলের সহিত পরস্পর যুদ্ধ করিয়া যে মৃত্যুলাভ করে, ঋষিরা সেই মরণকেই মঙ্গলাস্পদ বলিয়াছেন ॥ ২৯ ॥ দেবতাবৃন্দ এই রমণীকে শত নর অপেক্ষাও বলবতী করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছে, সুতরাং এ নাম মাত্র অবলা কার্য্যত ইহার বলের সীমা নাই; অতএব এই নারী আমাদিগের কুলক্ষয় করিবার নিমিত্তই এখানে আসিয়াছে সন্দেহ নাই ॥ ৩০ ॥ অধুনা সামবাক্য সকল প্রয়োগ করিয়াই বা কি ফল হইবে? কারণ, এই নারী আমাদিগকে সংহার করিতেই আসিয়াছে, অতএব এ কি সাম বাক্যে প্রসন্ন হইবে? ॥ ৩১ ॥ এই রমণী যখন নানাবিধ অস্ত্র ও শস্ত্রে সুসজ্জিত রহিয়াছে, তখন ইহাকে দান দ্বারা বশীভূত করা কখনই সম্ভবপর নহে আর সমস্ত দেবতাবৃন্দ যখন ইহার বশবর্ত্তী তখন ভেদ অবশ্যই বিফল হইবে ॥ ৩২ ॥ অতএব, পলায়ন না করিয়া সমরে মৃত্যুলাভই শ্রেয়স্কর, অদ্য দৈববশে জয়ই হউক অথবা মরণই হউক, তাহাতে আমার চিন্তার বিষয় কিছুই নাই ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! শুম্ভ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া বল প্রকাশে উদ্যত হইল এবং যুদ্ধের নিমিত্ত স্থিরনিশ্চয় হইয়া পুরোবর্ত্তিনী দেবীকে বলিতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥

নারীণাং লোচনে বাণা ভ্রুবাবেব শরাসনম্ ।
হাবভাবস্তু শস্ত্রাণি পুমাঁল্লক্ষ্যং বিচক্ষণঃ ॥ ৩৬ ॥
সন্নাহশ্চাঙ্গরাগোঽত্র রথশ্চাপি মনোরথঃ ।
মন্দপ্রজল্পিতং ভেরীশব্দো নান্যঃ কদাচন ॥ ৩৭ ॥
অন্যাস্ত্রধারণং স্ত্রীণাং বিড়ম্বনমসংশয়ম্ ।
লজ্জৈব ভূষণং কান্তে ! ন চ ধার্ষ্ট্যং কদাচন ॥ ৩৮ ॥
যুধ্যমানা বরা নারী কর্কশেবাভিদৃশ্যতে ।
স্তনৌ সঙ্গোপনীয়ৌ বা ধনুষঃ কর্ষণে কথম্ ॥ ৩৯ ॥
ক্ব মন্দগমনং কুত্র গদামাদায় ধাবনম্ ।
বুদ্ধিদা কালিকা তেঽত্র চামুণ্ডা পরনায়িকা ॥ ৪০ ॥
চণ্ডিকা মন্ত্রমধ্যস্থা লালনেঽসুস্বরা শিবা ।
বাহনং মৃগরাড়ান্তে সর্ব্বসত্ত্বভয়ঙ্করঃ ॥ ৪১ ॥

সন্নাহঃ কবচম্ । অঙ্গরাগো হরিচন্দনাদিঃ ॥ ৩৭—৩৯ ॥

চামুণ্ডা পরনায়িকা পরোঽন্যো নায়কো যস্যাঃ সা পরনায়িকা চতুরা ন পরনায়িকা অচতুরেত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

মন্ত্রমধ্যস্থা মন্ত্রদাত্রী লালনেঽপি অসুস্বরা কঠোরস্বরা ন হ্যেতাদৃশয়া লালনং সম্ভবতীত্যর্থঃ । অত এনাং বিহায় মন্নিকটে আগচ্ছেতি ভাবঃ ॥ ৪১—৪২ ॥

দেবি ! তুমি যুদ্ধ কর তাহাতে ক্ষতি নাই ; কিন্তু কোমলাঙ্গি ! তোমার এই পরিশ্রম বিফল হইতেছে। তোমার কোন জ্ঞান নাই, কারণ যাহা নারীদিগের ধর্ম্ম নহে তুমি তাহারই আচরণ করিতেছ ॥ ৩৫ ॥ দেখ, রমণীদিগের লোচন যুগলই বাণ ; ভ্রূযুগলই শরাসন ; হাব ভাব সকল শস্ত্রজাল এবং শৃঙ্গাররসবিচক্ষণ পুরুষই লক্ষ্যস্থানীয় ॥ ৩৬ ॥ তাঁহাদের অঙ্গরাগই যুদ্ধের কবচ ; মনোরথই রথ ; মৃদু মধুর বাক্যালাপই ভেরী শব্দ ; ইহা ভিন্ন কামিনীদিগের অন্য যুদ্ধসজ্জা আর কখন নাই ॥৩৭॥ অতএব, কান্তে ! স্ত্রীগণের অন্য অস্ত্র ধারণ করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র সংশয় নাই ; কামিনীগণের লজ্জাই ভূষণ কিন্তু ধৃষ্টতা কখনই তাহাদের ভূষা হইতে পারে না ॥৩৮॥ পরম সুন্দরী নারীও যদি সমরে নিরত হয়েন, তবে তিনও কর্কশের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকেন ; বিশেষত তুমি যখন কার্ম্মুক আকর্ষণ করিবে তখন তোমার স্তনযুগল কি প্রকারে সংগোপন করিবে ? যখন গদা লইয়া ধাবমান হইবে তখন তোমার মন্থর গতি কোথায় থাকিবে ? সুন্দরি ! তোমার পরামর্শ দাত্রী কালিকা এবং অচতুরা চামুণ্ডা ॥ ৩৯-৪০ ॥ চণ্ডিকা তোমার মন্ত্রণাদায়িনী তাহার স্বর অতিশয় কর্কশ অতএব সে কিরূপে তোমাকে লালন পালন করিবে ? ইহা ব্যতীত সমস্ত প্রাণিপুঞ্জের ভয়ঙ্কর মৃগরাজ

বীণানাদং পরিত্যজ্য ঘণ্টানাদং করোষি যৎ।
রূপযৌবনয়োঃ সর্ব্বং বিরোধি বরবর্ণিনি! ॥ ৪২ ॥
যদি তে সঙ্গরেচ্ছাস্তি কুরূপা ভব ভামিনি!।
লম্বোষ্ঠী কুনখী ক্রূরা ধ্বাঙ্ক্ষবর্ণা বিলোচনা ॥ ৪৩ ॥
লম্বপাদা কুদন্তী চ মার্জ্জারনয়নাকৃতিঃ।
ঈদৃশং রূপমাস্থায় তিষ্ঠ যুদ্ধে স্থিরা ভব ॥ ৪৪ ॥
কর্কশং বচনং ব্রূহি ততো যুদ্ধং করোম্যহম্ ॥ ৪৫ ॥
ঈদৃশীং সুদতীং দৃষ্ট্বা ন মে পাণিঃ প্রসীদতি।
হন্তুং ত্বাং মৃগশাবাক্ষি! কামকান্তোপমে! মৃধে! ॥ ৪৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি ব্রুবাণং কামার্ত্তং বীক্ষ্য তং জগদম্বিকা।
স্মিতপূর্ব্বমিদং বাক্যমুবাচ ভরতোত্তম! ॥ ৪৭ ॥

দেব্যুবাচ।

কিং বিষীদসি মন্দাত্মন্! কামবাণবিমোহিত!।
প্রেক্ষিকাহং স্থিতা মূঢ়! কুরু কালিকয়া মৃধম্ ॥ ৪৮ ॥

বিলোচনাক্ষা (বিকৃতনয়না বা) ॥ ৪৩—৪৫ ॥
কামকান্তা রতিঃ ॥ ৪৬—৪৭ ॥

আবার তোমার বাহন; অতএব কান্তে! তুমি এই সকল পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকট আগমন কর ॥ ৪১ ॥ বরবর্ণিনি! বীণাধ্বনি পরিত্যাগ করিয়া তুমি যে ঘণ্টাধ্বনি করিতেছ, ইহা তোমার রূপ ও যৌবনের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ॥৪২॥ অভিমানিনি! যদি তোমার সমর বাসনা হইয়া থাকে, তবে তুমি কুৎসিত রূপ ধারণ কর। তোমার আকৃতি ক্রূর, বর্ণ কাকের ন্যায় কৃষ্ণ, ওষ্ঠ লম্বমান, পদযুগল দীর্ঘ, নখ সকল কুৎসিত, দশন সকল বিকট, নয়নযুগল বিড়ালের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ হউক। দেবি! তুমি ঈদৃশ কুৎসিত রূপ ধারণ করিয়া স্থিরভাবে সমরে অবস্থিতি কর ॥ ৪৩—৪৪ ॥ মৃগলোচনে! তুমি আমাকে অগ্রে কর্কশ বাক্য বল, তাহার পর আমি যুদ্ধ করিব তোমাকে রতির ন্যায় সুন্দরী দেখিয়া আমার হস্ত সমরাঙ্গণে তোমাকে প্রহার করিতে অগ্রসর হইতেছে না ॥ ৪৫—৪৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, ভরতোত্তম! শুম্ভ এইরূপ বাক্য বলিলে পর জগদম্বিকা তাহাকে কামার্ত্ত অবলোকন করিয়া ঈষৎ হাস্য করত এই কথা বলিলেন ॥ ৪৭ ॥ রে মন্দাত্মন্! কামবাণে বিমোহিত হইয়া কেন বিষণ্ণ হইতেছিস্; মূঢ়! যদি আমাকে প্রহার

চামুণ্ডয়া বা কুর্ব্বেতে তব যোগ্যে রণাঙ্গণে।
প্রহরস্ব যথাকামং নাহং ত্বাং যোদ্ধুমুৎসহে ॥ ৪৯ ॥
ইত্যুক্ত্বা কালিকাং প্রাহ দেবী মধুরয়া গিরা।
জহ্যেনং কালিকে! ক্রূরে কুরূপপ্রিয়মাহবে ॥ ৫০ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা কালিকা কালপ্রেরিতা কালরূপিণী।
গদাং প্রগৃহ্য তরসা তস্থাবাজৌ কৃতোদ্যমা ॥ ৫১ ॥
তয়োঃ পরস্পরং যুদ্ধং বভূবাতিভয়ানকম্।
পশ্যতাং সর্ব্বদেবানাং মুনীনাঞ্চ মহাত্মনাম্ ॥ ৫২ ॥
গদামুদ্যম্য শুম্ভোঽথ জঘান কালিকাং রণে।
কালিকা দৈত্যরাজানং গদয়া হ্যহনদ্ভৃশম্ ॥ ৫৩ ॥
বভঞ্জাস্য রথং চণ্ডী গদয়া কনকোজ্জ্বলম্।
খরান্ হত্বা জঘানাশু দারুকং দারুণস্বনা ॥ ৫৪ ॥

প্রেক্ষিকাহমিতি। যদি ময়ি প্রহারং কর্ত্তুং তব হস্তো ন প্রসীদতি তর্হি যথা ত্বং যুদ্ধার্থং কুরূপাং লম্বোষ্ঠীমিত্যাদিলক্ষণাং প্রার্থয়সি তথা কালিকেয়মস্তি তয়ৈব যুদ্ধং কুরু। অহং কেবলং প্রেক্ষিকাস্মি ভবামি। ততো ন ময়ি প্রহারাপেক্ষেত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

অথবা চামুণ্ডয়া ললাটাদ্ভূতয়া কুরু যুদ্ধম্। এতে কালিকাচামুণ্ডে তব রণাঙ্গণে যোগ্যে ভবত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৯—৫৩ ॥

করিতে তোর হস্ত অগ্রসর না হয় তবে এই কুরূপা কালিকার সহিত অথবা চামুণ্ডার সহিত যুদ্ধ কর্, ইহারাই সমরাঙ্গণে তোর উপযুক্ত, সুতরাং ইহারাই তোর সহিত সমর করিবে, আমি কেবল দর্শক হইয়া রহিলাম। তোর যেরূপ ইচ্ছা হয় প্রহার কর্ কিন্তু আমি তোর সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি না ॥ ৪৮—৪৯ ॥ দেবী ভগবতী তাহাকে এই কথা বলিয়া কালিকাকে মধুর বাক্যে বলিলেন, কালিকে! তোমার অবয়ব ক্রূর, এই শুম্ভও সমরে কুরূপ অত্যন্ত ভাল বাসে, অতএব তুমিই ইহাকে সংহার কর ॥ ৫০ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! সেই কালরূপিণী কালিকা, দেবীর এই অনুজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্রেই অবিলম্বে গদা লইয়া কাল-প্রেরিতার ন্যায় সমরে উদ্যত হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৫১ ॥ তখন মহাত্মা মুনিগণও দেবগণের সমক্ষে তাহাদের পরস্পর অতিশয় ভয়ানক যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ৫২ ॥ প্রথমত শুম্ভ গদা উদ্যত করিয়া সমর স্থলে সেই কালিকাকে প্রহার করিল; অনন্তর কালিকাও দৈত্যরাজকে গদা দ্বারা নিতান্ত নিপীড়িত করিলেন ॥ ৫৩ ॥ পরে অতিশয় কোপান্বিত হইয়া ঘোরতর চীৎকার করত সেই গদাঘাতে

স পদাতির্গদাং গুর্ব্বীং সমাদায় ক্রুধান্বিতঃ।
কালিকাভুজয়োর্মধ্যে প্রহসন্নহনত্তদা ॥ ৫৫ ॥
বঞ্চয়িত্বা গদাপাতং খড়্গমাদায় সত্বরা।
চিচ্ছেদাস্য ভুজং সব্যং সায়ুধং চন্দনার্চ্চিতম্ ॥ ৫৬ ॥
স ছিন্নবাহুর্বিরথো গদাপাণিঃ পরিপ্লুতঃ।
রুধিরেণ সমাগম্য কালিকামহনত্তদা ॥ ৫৭ ॥
কালী চ করবালেন ভুজং তস্যাথ দক্ষিণম্।
চিচ্ছেদ প্রহসন্তী সা সগদং কিল সাঙ্গদম্ ॥ ৫৮ ॥
কর্ত্তুং পাদপ্রহারং স কুপিতঃ প্রযযৌ জবাৎ।
কালী চিচ্ছেদ চরণৌ খড়্গেনাস্য ত্বরান্বিতা ॥ ৫৯ ॥
সচ্ছিন্নকরপাদোঽপি তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রুবন্।
ধাবমানো যয়াবাশু কালিকাং ভীষয়ন্নিব ॥ ৬০ ॥
তমাগচ্ছন্তমালোক্য কালিকা কমলোপমম্।
চকর্ত্ত মস্তকং কণ্ঠাদ্রুধিরৌঘবহং ভৃশম্ ॥ ৬১ ॥

দারুকং সারথিম্ ॥ ৫৪ ॥
(স ইতি। পদাতিঃ ভগ্নরথত্বাৎ পাদচারীত্যর্থঃ ॥ ৫৫—৬৫ ॥)

তাহার কনকমণ্ডিত উজ্জ্বল রথ তৎক্ষণাৎ ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন এবং তদনন্তর তাহার রথবাহক খর সকল সংহার করিয়া সারথিকেও শমন সদনে প্রেরণ করিলেন ॥ ৫৪ ॥ তখন শুম্ভ গুরুভার মহতী গদা গ্রহণ করত পাদচারী হইয়া রোষাবেশে কালিকার হৃদয় মধ্যে প্রহার করিয়া হাস্য করিতে লাগিল ॥ ৫৫ ॥ ইত্যবসরে কালিকা তাহার গদাঘাত বিফল করিয়া অবিলম্বে খড়্গ গ্রহণ করিলেন এবং অস্ত্রশস্ত্রে বিভূষিত চন্দন চর্চ্চিত তাহার বাম বাহু ছেদন করিলেন ॥ ৫৬ ॥ তখন বাম ভুজ ছিন্ন হওয়ায় তাহার সমস্ত শরীর রুধির ধারায় পরিপ্লুত হইল তথাপি সে গদা হস্তে আগমন করিয়া কালিকাকে প্রহার করিল ॥ ৫৭ ॥ কালিকাও হাসিতে হাসিতে করবাল দ্বারা অঙ্গদ ও গদার সহিত তাহার দক্ষিণ ভুজ ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫৮ ॥ তখন শুম্ভ কুপিত হইয়া পাদপ্রহার করিবার নিমিত্ত বেগে ধাবিত হইল, কালীও সত্বর হইয়া খড়্গ দ্বারা তাঁহার চরণযুগল ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫৯ ॥ হস্ত ও পদ ছিন্ন হইলেও সেই দৈত্য "থাক্ থাক্" বলিয়া কালিকাকে ভীতি প্রদর্শন করিয়াই যেন অবিলম্বে ধাবমান হইয়া তৎসন্নিধানে আগমন করিল ॥ ৬০ ॥ কালিকা তাহাকে আসিতে দেখিয়া তাহার মস্তক কণ্ঠ হইতে কমলের ন্যায় কর্ত্তন করিয়া

ছিন্নেঽসৌ মস্তকে ভূমৌ পপাত গিরিসন্নিভঃ।
প্রাণা বিনির্যযুস্তস্য দেহাদুৎক্রম্য সত্বরম্ ॥ ৬২ ॥
গতাসুং পতিতং দৈত্যং দৃষ্ট্বা দেবাঃ সবাসবাঃ।
তুষ্টুবুস্তাং তদা দেবীং চামুণ্ডাং কালিকান্তথা ॥ ৬৩ ॥
ববুর্ব্বাতাঃ শিবাস্তত্র দিশশ্চ বিমলা ভৃশম্।
বভূবুশ্চাগ্নয়ো হোমে প্রদক্ষিণশিখাঃ শুভাঃ ॥ ৬৪ ॥
হতশেষাশ্চ যে দৈত্যাঃ প্রণম্য জগদম্বিকাম্।
ত্যক্তায়ুধানি তে সর্ব্বে পাতালং প্রযযুর্নৃপ! ॥ ৬৫ ॥
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং দেব্যাশ্চরিতমুত্তমম্।
শুম্ভাদীনাং বধশ্চৈব সুরাণাং রক্ষণং তথা ॥ ৬৬ ॥
এতদাখ্যানকং সর্ব্বং পঠন্তি ভুবি মানবাঃ।
শৃণ্বন্তি চ সদা ভক্ত্যা তে কৃতার্থা ভবন্তি হি ॥ ৬৭ ॥
অপুত্রো লভতে পুত্রান্নির্দ্ধনশ্চ ধনং বহু।
রোগী চ মুচ্যতে রোগাৎ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ৬৮ ॥

· অত্র দেবস্তুত্যুত্তরং ভগবত্যা বরদানং তস্যাশ্চান্তর্ধানমনুক্তমপি মার্কণ্ডেয়পুরাণাদবসেয়ম্ ॥ ৬৬—৬৮ ॥

ফেলিলেন; তখন তাহা হইতে অনর্গল রুধিরধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল ॥৬১॥ মহারাজ! শুম্ভের মস্তক ছিন্ন হইলে পর্ব্বতের ন্যায় তাহা ভূতলে পতিত হইল; এবং তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণবায়ু দেহ হইতে বহির্গত হইয়া চলিয়া গেল ॥ ৬২ ॥ ইন্দ্রাদি দেবতাবৃন্দ সেই দানবকে গতাসু হইয়া পতিত হইতে অবলোকন করিয়া সেই দেবী ভগবতীর, চামুণ্ডার ও কালিকার স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৬৩ ॥ তৎকালে সমীরণ সুখস্পর্শ হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল, দিক্ সকল অতীব নির্ম্মল হইল এবং হুতাশন হোমকালে প্রদক্ষিণশিখ হইয়া শুভশংসী হইল ॥ ৬৪ ॥ এদিকে তৎকালে যে সকল দৈত্য হতাবশিষ্ট ছিল তাহারা অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক জগদম্বিকাকে প্রণাম করিয়া সকলেই পাতালে প্রস্থান করিল ॥ ৬৫ ॥ মহারাজ! শুম্ভ প্রভৃতি অসুরগণের নিধন করিয়া দেবী যেরূপে সুরগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন, আমি আনুপূর্ব্বিক সেই পবিত্র চরিত্র তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম ॥ ৬৬ ॥ ভূতলে যে সকল মানব ভক্তিপূর্ব্বক এই উপাখ্যান আদ্যোপান্ত পাঠ বা নিয়ত শ্রবণ করে, তাহাদের সমস্ত অভিলাষই পূর্ণ হইয়া থাকে সন্দেহ নাই ॥ ৬৭ ॥ রাজন্! যাহার পুত্র নাই, সে পুত্র লাভ করে; যাহার ধন নাই, সে প্রচুর ধন লাভ করে; রোগী রোগ হইতে মুক্ত হয়; অধিক কি, যে ব্যক্তি দেবীর এই সমস্ত মাহাত্ম্য

শক্রতো ন ভয়ং তস্য য ইদং চরিতং শুভম্।
শৃণোতি পঠতে নিত্যং মুক্তিমাপ্নুয়াৎতে নরঃ ॥ ৬৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে শুম্ভবধো নাম একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

(শক্রত ইতি। চরিতং দেব্যা ইতি শেষঃ। ন কেবলং নশ্বরং পুত্রাদিকং শাশ্বতপদমপি লভতে অত আহ মুক্তিমানিতি ॥ ৬৯ ॥)

ইতি শ্রীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

শ্রবণ করেন তিনি সকল কামনাই লাভ করিতে পারেন ॥ ৬৮ ॥ মহারাজ! যে মানব এই পবিত্র চরিত্র নিত্য পাঠ করে অথবা শ্রবণ করে, তাহারা শত্রু হইতে কখনই ভয়প্রাপ্ত হয় না, অধিকন্তু মৃত্যুর পর মুক্তি লাভ করিয়া থাকে ॥ ৬৯ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-
ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে শুম্ভবধ বর্ণন নামক
একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

জনমেজয় উবাচ।

মহিমা বর্ণিতঃ সম্যক্ চণ্ডিকায়াস্ত্বয়া মুনে !।
কেন চারাধিতা পূর্ব্বং চরিত্রত্রয়যোগতঃ ॥ ১ ॥
প্রসন্না কস্য বরদা কেন প্রাপ্তং ফলং মহৎ।
আরাধ্য কামদাং দেবীং কথয়স্ব কৃপানিধে ! ॥ ২ ॥
উপাসনাবিধিং ব্রহ্মংস্তথা পূজাবিধিং বদ।
বিস্তরেণ মহাভাগ ! হোমস্য চ বিধিং পুনঃ ॥ ৩ ॥

ত্রিষষ্টিশ্লোকবর্ণ্যোক্ত চরিত্রত্রয়সেবকৌ।
রাজবৈশ্যৌ প্রসিদ্ধৌ যৌ তয়োর্বার্ত্তা তু কথ্যতে ॥

অত্র পূর্ব্বাধ্যায়ে চরিত্রত্রয়পাঠস্য তচ্ছ্রবণস্য চ সর্ব্বকামপ্রদত্বং মোক্ষপ্রদত্বঞ্চাভিহিতম্। তত্র চরিত্রত্রয়পাঠেন শ্রবণেন বা কস্য সিদ্ধির্জ্জাতেতি ভক্তিমান্ রাজা পৃচ্ছতি মহিমা বর্ণিতঃ সম্যগিতি। কেন চারাধিতেতি। ননু ভগবত্যাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ সর্ব্বে দেবর্ষয়ঃ সর্ব্বে রাজর্ষয়ঃ সর্ব্বে ব্রহ্মর্ষয়ো গৌরীলক্ষ্ম্যাদিমহাদেব্যশ্চ কিং বহুনা প্রাণিজাতং সর্ব্বমারাধকমস্তি। সুখমাত্রং ভগবত্যারাধনেনৈব ভবতীতি তদারাধনফলং মোক্ষকামমুনিভিরারাধনান্মোক্ষফলঞ্চ পূর্ব্বমুক্তমেবেতি চেত্তত্রাহ চরিত্রত্রয়যোগত ইতি। সত্যম্। পূর্ব্বমুক্তং তথাপি ভগবত্যারাধনমনেকমন্ত্রজপধ্যানসমাধিপূজাস্তোত্রপাঠৈরনেকবিধং ভবতি। তত্র চরিত্রত্রয়স্য ক্রমাচ্চরিত্রত্রয়পাঠেন শ্রবণেন বা কস্য সিদ্ধির্জ্জাতেতি বিশেষেণ চরিত্রত্রয়মাত্রপাঠশ্রবণফলং কস্য জাতমিতি ময়া পৃচ্ছ্যত ইতি ভাবঃ। চরিত্রত্রয়যোগতঃ কেনারাধিতেত্যন্বয়ঃ ॥ ১ ॥

কেন প্রাপ্তং ফলমিতি। অত্রাপি চরিত্রত্রয়যোগত ইত্যনুষঞ্জনীয়ম্ ॥ ২ ॥

কিঞ্চোপাসনাবিধিমপি ব্রূহীত্যাহ উপাসনেতি ॥ ৩—৪ ॥

জনমেজয় বলিলেন, মুনিবর ! আপনি সর্ব্বতোভাবে চণ্ডিকার মহিমাই বর্ণন করিয়াছেন ; কিন্তু মধুকৈটভ-নাশাদি চরিত্র ত্রয় পাঠ ও শ্রবণ করিয়া কোন্ ব্যক্তি পূর্ব্বে তাঁহার আরাধনা করিয়াছিলেন ? কোন্ ব্যক্তি সেই অভীষ্টপ্রদায়িনী দেবীর উপাসনা করিয়া মহৎ ফল লাভ করিয়াছেন ? কোন্ সময়ে তিনি কাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বরদান করিয়াছিলেন ? কৃপানিধে ! আপনি কৃপা করিয়া সেই সমস্ত বৃত্তান্ত বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করুন ॥ ১—২ ॥ ব্রহ্মন্ ! আপনি সেই মহাদেবীর উপাসনা বিধি, পূজা প্রণালী ও হোমবিধি সবিস্তারে কীর্ত্তন করুন ॥ ৩ ॥

সূত উবাচ।

ইতি ভূপবচঃ শ্রুত্বা প্রীতঃ সত্যবতীসুতঃ।
প্রত্যুবাচ নৃপং কৃষ্ণো মহামায়াপ্রপূজনম্ ॥ ৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

স্বারোচিষেঽন্তরে পূর্ব্বং সুরথো নাম পার্থিবঃ।
বভূব পরমোদারঃ প্রজাপালনতৎপরঃ ॥ ৫ ॥
সত্যবাদী কর্ম্মপরো ব্রাহ্মণানাঞ্চ পূজকঃ।
গুরুভক্তিরতো নিত্যং স্বদারগমনে রতঃ ॥ ৬ ॥
দানশীলোঽবিরোধী চ ধনুর্বেদৈকপারগঃ।
এবং পালয়তো রাজ্যং ম্লেচ্ছাঃ পর্ব্বতবাসিনঃ ॥ ৭ ॥
বলাচ্ছত্রুত্বমাপন্নাঃ সৈন্যং কৃত্বা চতুর্ব্বিধম্।
হস্ত্যশ্বরথপাদাতিসহিতাস্তে মদোৎকটাঃ ॥ ৮ ॥

স্বারোচিষেঽন্তরে ইতি। স্বারোচিষাধিকারোপলক্ষিতে দ্বিতীয়মন্বন্তরে ইত্যর্থঃ। পূর্ব্বমিতি কথাকালাপেক্ষয়া ॥ ৫—৬ ॥

অবিরোধীতি চ্ছেদঃ। কস্যাপি ন শত্রুরিত্যর্থঃ। ম্লেচ্ছাঃ পর্ব্বতবাসিনঃ ইতি। যদ্যপি ধ্রুবস্য পৌত্রো নন্দিকুন্নামকো মুখ্যত্বেন যুদ্ধার্থমাগত ইতি প্রকৃতিখণ্ডে উক্তং তথাপি তেন স্বসহায়ার্থং ম্লেচ্ছা আনীতা ইতি বোধ্যম্। অতএব তেষাং শত্রুত্বাভাবেঽপি সাহায্যার্থমাগতত্বাদ্বলাচ্ছত্রুত্বমাপন্না ইত্যুক্তম্ ॥ ৭ ॥

বলাচ্ছত্রুত্বমিতি। অনেনাকৃতেঽপি শত্রুত্বে ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! সত্যবতী-তনয় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ভূপতি জনমেজয়ের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে পরমপ্রীত হইয়া তাঁহাকে মহামায়া ভগবতীর পূজার বিধি বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বকালে স্বারোচিষ মন্বন্তরে অতীব উদারপ্রকৃতি ও প্রজাপালন-পরায়ণ সুরথ নামে এক নরপতি ছিলেন ॥ ৫ ॥ তিনি সত্যবাদী কার্য্যদক্ষ ও গুরুর প্রতি ভক্তিমান্ ছিলেন; তিনি নিয়ত দ্বিজগণের সেবা করিতেন এবং নিজ ধর্ম্মপত্নী ভিন্ন কখনও অন্য কোন রমণীর সহিত সহবাস করিতেন না; তিনি দাতার অগ্রগণ্য ও ধনুর্ব্বিদ্যায় অতি নিপুণ ছিলেন; তিনি কাহারও সহিত বিরোধ করিতেন না; রাজন্! সেই সুরথ নৃপতি এইরূপে নির্ব্বিঘ্নে রাজ্য পালন করিতেছেন, ইত্যবসরে পর্ব্বতবাসী ম্লেচ্ছগণ তাঁহার শত্রু হইয়া উঠিল। এই মদমত্ত কোলানগরবিধ্বংসী ম্লেচ্ছগণ যুদ্ধনীতির অনুসরণ না করিয়া কেবল বল পূর্ব্বক সমস্ত পৃথিবী গ্রহণ করিবার অভিলাষে হস্তী অশ্ব রথ ও পদাতি এই চতুর্ব্বিধ সেনা সমভিব্যাহারে সুরথ নৃপতির রাজ্যগ্রহণ

কোলাবিধ্বংসিনঃ প্রাপ্তাঃ পৃথ্বীগ্রহণতৎপরাঃ।
সুরথঃ সৈন্যমাদায় সম্মুখঃ সমপদ্যত ॥ ৯ ॥
যুদ্ধং সমভবদ্‌ঘোরং তস্য তৈরতিদারুণৈঃ।
ম্লেচ্ছানাস্তু বলং স্বল্পং রাজ্ঞস্তদ্‌বলমদ্ভুতম্ ॥ ১০ ॥
তথাপি তৈর্জিতো যুদ্ধে দৈবাদ্রাজা পরাজিতঃ।
ভগ্নশ্চ স্বপুরং প্রাপ্তঃ সুরক্ষং দুর্গমণ্ডিতম্ ॥ ১১ ॥
চিন্তয়ামাস মেধাবী রাজা নীতিবিচক্ষণঃ।
প্রধানান্বিমনা দৃষ্ট্বা শত্রুপক্ষসমাশ্রিতান্ ॥ ১২ ॥
স্থানং গৃহীত্বা বিপুলং পরিখাদুর্গমণ্ডিতম্।
কালপ্রতীক্ষা কর্ত্তব্যা কিংবা যুদ্ধং বরং মতম্ ॥ ১৩ ॥
মন্ত্রিণঃ শত্রুবশগা মন্ত্রযোগ্যা ন তে কিল।
কিং করোমীতি মনসা ভূপতিঃ সমচিন্তয়ৎ ॥ ১৪ ॥

কোলাবিধ্বংসিন ইতি। কোলাশব্দো নামৈকদেশেন নামগ্রহণমিতি ন্যায়াৎ কোলাহলবাচকঃ। তথাচ কোলাহলেনান্যায়েনৈব শত্রুরাজাবিধ্বংসনশীলা ন তু যুদ্ধনীত্যবলম্বিন ইত্যর্থঃ। তথাহে রাজ্ঞা তে জিতা এব স্যুরিতি ভাবঃ। যদ্বা কোলাশব্দেন রাজ্ঞো নগরীতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতিখণ্ডে দুর্গোপাখ্যানে উক্তম্। তস্যাঃ কোলানগর্য্যা বিধ্বংসিন ইতি বা ॥ ৯—১০ ॥

পরাজিত ইতি। দৈবযোগাদন্যায়িনাং যুদ্ধপ্রসঙ্গে ন্যায়বান্ রাজা কথমন্যায়ং কুর্য্যাদিতি পরাজিত ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

বিমনাঃ সন্ প্রধানান্ দৃষ্ট্বেত্যন্বয়ঃ ॥ ১২ ॥

চিন্তামেবাহ স্থানং গৃহীত্বেতি ॥ ১৩—১৪ ॥

করিবার নিমিত্ত আগমন করিল। সুরথ রাজাও স্বীয় সৈন্য সঙ্গে লইয়া তাহাদের সম্মুখীন হইলেন ॥ ৬—৯ ॥ তখন, সেই সুদারুণ ম্লেচ্ছদিগের সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হইল; মহারাজ! তৎকালোচিত ম্লেচ্ছদিগের সৈন্যবল সামান্যমাত্র আর সুরথ রাজের সৈন্যবল অধিকতর ছিল তথাপি ম্লেচ্ছগণ দৈববশত যুদ্ধে জয়লাভ করিল; তখন রাজা রণে পরাজিত হইয়া পলায়ন পূর্ব্বক দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত স্বীয় নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন ॥ ১০—১১ ॥ সেই নীতিবিশারদ রাজা মন্ত্রিদিগকে শত্রুপক্ষাশ্রিত দেখিয়া অত্যন্ত বিমনা হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এক্ষণে পরিখাবেষ্টিত প্রাকার পরিবৃত বিপুল স্থানে আশ্রয় লইয়া সময় প্রতীক্ষা করা কর্ত্তব্য, অথবা যুদ্ধ করা শ্রেয়স্কর? ॥ ১২—১৩ ॥ ভূপতি মনে মনে আরও চিন্তাকরিলেন যে, এক্ষণে মন্ত্রিগণ শত্রুর বশীভূত সুতরাং তাহাদের সহিত মন্ত্রণা করা কখনই উচিত নহে; অতএব এক্ষণে আমার কর্ত্তব্য কি? ॥ ১৪ ॥

কদাচিত্তে গৃহীত্বা মাং পাপাচারাঃ পরাশ্রিতাঃ।
শত্রুভ্যোঽথ প্রদাস্যন্তি তদা কিংবা ভবিষ্যতি ॥ ১৫ ॥
পাপবুদ্ধিষু বিশ্বাসো ন কর্ত্তব্যঃ কদাচন।
কিং ন তে বৈ প্রকুর্ব্বন্তি যে লোভবশগা নরাঃ ॥ ১৬ ॥
ভ্রাতরং পিতরং মিত্রং সুহৃদং বান্ধবং তথা।
গুরুং পূজ্যং দ্বিজং দ্বেষ্টি লোভাবিষ্টঃ সদা নরঃ ॥ ১৭ ॥
তস্মান্ময়া ন কর্ত্তব্যো বিশ্বাসঃ সর্ব্বথাধুনা।
মন্ত্রিবর্গেঽতিপাপিষ্ঠে শত্রুপক্ষসমাশ্রিতে ॥ ১৮ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা রাজা পরমদুর্ম্মনাঃ।
একাকী হয়মারুহ্য নির্জ্জগাম পুরাত্ততঃ ॥ ১৯ ॥
অসহায়োঽথ নির্গত্য গহনং বনমাশ্রিতঃ।
চিন্তয়ামাস মেধাবী ক্ব গন্তব্যং ময়া পুনঃ ॥ ২০ ॥
যোজনত্রয়মাত্রে তু মুনেরাশ্রমমুত্তমম্।
জ্ঞাত্বা জগাম ভূপালস্তাপসস্য সুমেধসঃ ॥ ২১ ॥

(মন্ত্রিণাং মন্ত্রণাযোগ্যত্বং স্পষ্টীকর্ত্তুমাহ কদাচিত্তে ইতি ॥ ১৫—২০ ॥)
সুমেধসস্তাপসস্য তন্নামকস্য মুনেরিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

তাহারা যখন বিপক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তখন বিপরীত কার্য্য করিতে কখনই কুণ্ঠিত হইবে না; এই পাপিষ্ঠ মন্ত্রিগণ যদি কোনও সময়ে আমাকে গ্রহণ করিয়া শত্রুর হস্তে সমর্পণ করে, তখন আমার কি উপায় হইবে? ॥ ১৫ ॥ যে সকল মনুষ্য লোভের বশীভূত, তাহাদের অকার্য্য কিছুই নাই; অতএব সেই পাপবুদ্ধিদিগকে কদাচ বিশ্বাস করা উচিত নহে ॥ ১৬ ॥ লোকে লোভপরতন্ত্র হইয়া পিতা, ভ্রাতা, মিত্র, সুহৃদ্‌, বান্ধব গুরু এবং পূজ্য দ্বিজগণকেও সর্ব্বদা দ্বেষ করিয়া থাকে ॥ ১৭ ॥ মন্ত্রিবর্গ যখন বিপক্ষের সহিত মিলিত হইয়াছে তখন ইহারা যে পাপিষ্ঠ তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; অধুনা ইহাদের উপর আর কদাচ বিশ্বাস করা উচিত নহে ॥ ১৮ ॥ রাজা মনে মনে এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিয়া অতীব বিমনা হইলেন, কিন্তু উপায় না দেখিয়া ঘোটকে আরোহণ পূর্ব্বক একাকী সেই পুরী হইতে নির্গত হইলেন ॥ ১৯ ॥ সেই সহায়বিহীন মেধাবী রাজা নগর হইতে বহির্গত হইয়া গহনবনে প্রবেশ করত চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এখন আমি কোথায় যাইব ॥ ২০ ॥ অনন্তর, সেই স্থান হইতে তিন যোজন অন্তরে তাপস-প্রবর সুমেধা ঋষির পবিত্র আশ্রম বিদ্যমান আছে ইহা বিদিত হইয়া সেই আশ্রমেই

বহুবৃক্ষসমাযুক্তং নদীপুলিনসংশ্রিতম্।
নির্বৈরশ্বাপদাকীর্ণং কোকিলারাবমণ্ডিতম্॥ ২২॥
শিষ্যাধ্যয়নশব্দাঢ্যং মৃগযূথশতাবৃতম্।
নীবারান্নসুপকাঢ্যং সুপুষ্পফলপাদপম্॥ ২৩॥
হোমধূমসুগন্ধেন প্রীতিদং প্রাণিনাং সদা।
বেদধ্বনিসমাক্রান্তং স্বর্গাদপি মনোহরম্॥ ২৪॥
দৃষ্ট্বা তমাশ্রমং রাজা বভূবাসৌ মুদান্বিতঃ।
ভয়ং ত্যক্ত্বা মতিং চক্রে বিশ্রামায় দ্বিজাশ্রমে॥ ২৫॥
আসজ্য পাদপেঽশ্বন্তু জগাম বিনয়ান্বিতঃ।
দৃষ্ট্বা তং মুনিমাসীনং শালচ্ছায়াসু সংশ্রিতম্॥ ২৬॥
মৃগাজিনাসনং শান্তং তপসাতিকৃশং ঋজুম্।
অধ্যাপয়ন্তং শিষ্যাংশ্চ বেদশাস্ত্রার্থদর্শিনম্॥ ২৭॥
রহিতং ক্রোধলোভাদ্যৈর্দ্বন্দ্বাতীতং বিমৎসরম্।
আত্মজ্ঞানরতং সত্যবাদিনং শমসংযুতম্॥ ২৮॥

(বহুবৃক্ষসমাযুক্তমিত্যাদিভিস্ত্রিভিঃ শ্লোকৈরাশ্রমং বিশিনষ্টি॥ ২২—২৫॥)
শালচ্ছায়াসু শালবৃক্ষচ্ছায়াসু॥ ২৬—২৯॥

গমন করিলেন॥ ২১॥ মহারাজ! এই আশ্রমের শোভার পরিসীমা ছিল না, ইহা নদীতীরে সংস্থাপিত, ইহার স্থানে স্থানে নানাবিধ তরুরাজি বিরাজমান, কোকিল সকল তদুপরি মনোহর রব করিতেছিল; স্থানে স্থানে হিংস্র জন্তুগণ বিচরণ করিতেছে কিন্তু তাহাদের পরস্পর বৈরভাব নাই; কোথাও শত শত মৃগকুল দলে দলে বিচরণ করিতেছে; কোথাও পাদপরাজি কুসুমিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছে; কোথাও বৃক্ষ সকল ফলভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে; কোথাও সুপক নীবার সকল সংস্থাপিত; কোথাও শিষ্যগণের অধ্যয়ন-ধ্বনি; কোথাও অতি মনোহর বেদধ্বনি হইতেছে; কোথাও হোমধূমের সুগন্ধ নিরতই প্রাণিপুঞ্জের প্রীতিবর্দ্ধন করিতেছে; ফলত সেই তপোবন নিরীক্ষণ করিলে স্বর্গ অপেক্ষাও অধিকতর মনোহর বলিয়া বোধ হয়॥ ২২—২৪॥ নৃপতি সুরথ ঈদৃশ আশ্রম অবলোকন করিয়া আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং ভয় পরিত্যাগ করিয়া দ্বিজবরের এই আশ্রমে বিশ্রাম করিতে মানস করিলেন॥ ২৫॥ তদনন্তর রাজা বৃক্ষমূলে অশ্ব বন্ধন করিয়া বিনীতভাবে সেই ঋষির সন্নিহিত হইয়া দেখিলেন যে, মুনিবর শালবৃক্ষের নিবিড় ছায়ায় মৃগচর্ম্মে আসীন হইয়া রহিয়াছেন, তপস্যার ক্লেশবশত তাঁহার শরীর কৃশ অথচ সরল; তিনি শীত বা উষ্ণে অনভিভূত; তাঁহার ক্রোধ লোভ ও মোহ প্রভৃতি কোন

তং বীক্ষ্য ভূপতির্ভূমৌ পপাত দণ্ডবত্তদা।
তদগ্রেঽশ্রুজলাপূর্ণনয়নঃ প্রেমসংযুতঃ ॥ ২৯ ॥
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভদ্রন্তে তমুবাচ তদা মুনিঃ।
শিষ্যো দদৌ বৃষীং তস্মৈ গুরুণা নোদিতস্তদা ॥ ৩০ ॥
উত্থায় নৃপতিস্তস্যাং সমাসীনস্তদাজ্ঞয়া।
অর্ঘ্যপাদ্যার্হণং চক্রে সুমেধা বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ৩১ ॥
পপ্রচ্ছাত্র কুতঃ প্রাপ্তঃ কস্ত্বং চিন্তাপরঃ কথম্।
কথয়স্ব যথাকামং সংবৃতং কারণং ত্বিহ ॥ ৩২ ॥
কিমাগমনকৃত্যং তে ব্রূহি কার্য্যং মনোগতম্।
করিষ্যে বাঞ্ছিতং কামমসাধ্যমপি যত্তব ॥ ৩৩ ॥

রাজোবাচ।

সুরথো নাম রাজাহং শত্রুভিশ্চ পরাজিতঃ।
ত্যক্ত্বা রাজ্যং গৃহং ভার্য্যামহং তে শরণং গতঃ ॥ ৩৪ ॥

বৃষীমাসনম্ ॥ ৩০—৩৫ ॥

রিপুই নাই সুতরাং শান্ত, সত্যবাদী এবং মৎসর বিহীন; বিশেষত আত্মজ্ঞানে নিরত হইয়া অন্তরেন্দ্রিয় নিগ্রহ করিয়াছেন; সেই বেদশাস্ত্রার্থপারদর্শী মুনিবর তৎকালে শিষ্যদিগকে বেদ সকল অধ্যয়ন করাইতেছিলেন ॥ ২৬—২৮ ॥ নরপতি তাঁহাকে অবলোকন করিয়া নয়নজলে পরিপূর্ণ হইলেন এবং ভক্তি সহকারে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ২৯ ॥ তখন মুনিবর তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া বলিলেন; বৎস! উঠ উঠ, তোমার মঙ্গল ত?। অনন্তর গুরুর নিদেশ অনুসারে একটী শিষ্য তাঁহাকে কুশাসন প্রদান করিলেন ॥ ৩০ ॥ নরপতি গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার আজ্ঞানুসারে সেই আসনে আসীন হইলেন; তখন মুনিবর সুমেধা বিধি পূর্ব্বক পাদ্য ও অর্ঘ্য দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন; তুমি কে? কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছ? কি কারণে চিন্তায় নিমগ্ন? এই সকলের কারণ সংবৃত রহিয়াছে অতএব এই সমস্ত আমার নিকট ব্যক্ত করিয়া বল ॥ ৩১—৩২ ॥ তোমার আগমনের উদ্দেশ্য কি? তোমার মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া বল; যদি উহা আমার অসাধ্যও হয়, তথাপি আমি তোমার বাঞ্ছিত কার্য্য সম্পাদন করিব সন্দেহ নাই ॥ ৩৩ ॥

রাজা বলিলেন; মুনিবর! আমি সুরথ নামে রাজা; শত্রুর নিকট পরাজিত হইয়া রাজ্য গৃহ ও ভার্য্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার শরণাগত হইয়াছি ॥ ৩৪ ॥ ব্রহ্মন্! আপনি

যদাজ্ঞাপয়সে ব্রহ্মংস্তদহং ভক্তিতৎপরঃ ।
করিষ্যামি ন মে ত্রাতা ত্বদন্যঃ পৃথিবীতলে ॥ ৩৫ ॥
শক্রভ্যো মে ভয়ং ঘোরং প্রাপ্তোঽস্ম্যদ্য তবান্তিকম্ ।
ত্রায়স্ব মুনিশার্দ্দূল ! শরণাগতবৎসল ! ॥ ৩৬ ॥

ঋষিরুবাচ ।

নির্ভয়ং বস রাজেন্দ্র ! নাত্র তে শত্রবঃ কিল ।
আগমিষ্যন্তি বলিনো নিশ্চয়ং তপসো বলাৎ ॥ ৩৭ ॥
নাত্র হিংসা প্রকর্ত্তব্যা বনবৃত্ত্যা নৃপোত্তম ! ।
কর্ত্তব্যং জীবনং শস্তৈর্নীবারফলমূলকৈঃ ॥ ৩৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা নির্ভয়ঃ স নৃপস্তদা ।
উবাসাশ্রম এবাসৌ ফলমূলাশনঃ শুচিঃ ॥ ৩৯ ॥
কদাচিৎ স নৃপস্তত্র বৃক্ষচ্ছায়াং সমাশ্রিতঃ ।
চিন্তয়ামাস চিন্তার্ত্তো গৃহ এব গতাশয়ঃ ॥ ৪০ ॥

শক্রভ্যো মে ভয়ং ঘোরং বর্ত্তত ইত্যেকং বাক্যম্ । প্রাপ্তোঽস্ম্যদ্য তবান্তিকং মাং ত্রায়স্বেত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৬—৩৯ ॥
গৃহে গতাশয়ো গতচিত্তঃ ॥ ৪০—৪৩ ॥

যাহা আজ্ঞা করিবেন আমি ভক্তি সহকারে তাহা সম্পাদন করিব ; আপনি ভিন্ন পৃথিবীতলে আমার পরিত্রাণ-কর্ত্তা আর কেহই নাই ॥ ৩৫ ॥ এক্ষণে শক্র হইতে আমার ঘোরতর ভয় উপস্থিত ; আমি সেই জন্যই আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। মুনিবর ! আপনি শরণাগত বৎসল এজন্য আমি আপনার শরণাগত, আপনি আমাকে বিপদ হইতে পরিত্রাণ করুন ॥ ৩৬ ॥

মহর্ষি বলিলেন, রাজেন্দ্র ! তুমি এই স্থানে নির্ভয়ে বাস কর ; তোমার শক্রগণ বলবান্ হইলেও তপোবল প্রভাবে তাহারা এখানে আসিতে পারিবে না ॥ ৩৭॥ নৃপোত্তম ! এখানে হিংসা করিতে পারিবে না, কেবল বনবৃত্তি অনুসারে নীবার, ফল ও মূল প্রভৃতি প্রশস্ত খাদ্য দ্রব্য দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে ॥ ৩৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! নরপতি সুরথ তাঁহার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ফল মূল ভক্ষণ করত পবিত্র ভাবে নির্ভয়ে সেই আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন ॥৩৯॥ কোনও সময়ে আশ্রমের বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া নানাবিধ চিন্তা করিতে করিতে নিজ গৃহের কথা

রাজ্যং মে শক্রভিঃ প্রাপ্তং ম্লেচ্ছৈঃ পাপরতৈঃ সদা।
সম্পীড়িতাঃ স্যুর্লোকাস্তৈর্দুরাচারৈর্গতক্রপৈঃ ॥ ৪১ ॥
গজাশ্চ তুরগাঃ সর্ব্বে দুর্ব্বলা ভক্ষ্যবর্জ্জিতাঃ।
জাতাঃ স্যুর্নাত্র সন্দেহঃ শক্রণা পরিপীড়িতাঃ ॥ ৪২ ॥
সেবকা মম সর্ব্বে তে শত্রূণাং বশবর্ত্তিনঃ।
দুঃখিতা এব জাতাঃ স্যুঃ পালিতা যে ময়া পুরা ॥ ৪৩ ॥
ধনং মে সুদুরাচারৈরসদ্ব্যয়পরৈঃ পরৈঃ।
দ্যূতাসবভুজিষ্যাদিস্থানে ক্ষাৎ প্রাপিতং কিল ॥ ৪৪ ॥
কোশক্ষয়ং করিষ্যন্তি ব্যসনৈঃ পাপবুদ্ধয়ঃ।
ন পাত্রদাননিপুণা ম্লেচ্ছাস্তে মন্ত্রিণোঽপি মে ॥ ৪৫ ॥
ইতি চিন্তাপরো রাজা বৃক্ষমূলস্থিতো যদা।
তদাজগাম বৈশ্যস্তু কশ্চিদার্ত্তিপরস্তথা ॥ ৪৬ ॥
নৃপেণ পুরতো দৃষ্টঃ পার্শ্বে তত্রোপবেশিতঃ।
পপ্রচ্ছ তং নৃপঃ কোঽসি কুত এবাগতো বনম্ ॥ ৪৭ ॥

ভুজিষ্যা বেশ্যা ॥ ৪৪ ॥
ম্লেচ্ছাঃ পাপবুদ্ধয়ো মন্ত্রিণোঽপি মে পাপবুদ্ধয় এব ॥ ৪৫—৪৬ ॥
কোঽসি কা জাতিস্তে ইত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

মনে উদয় হইবামাত্র ভাবিতে লাগিলেন যে, আমার শক্রগণ রাজ্য লাভ করিয়াছে সত্য কিন্তু তাহারা দুরাচার, ম্লেচ্ছ ও লজ্জাবিহীন বিশেষত সর্ব্বদাই পাপকার্য্যে রত ; অতএব, তাহারা প্রজাগণকে নিরতই নিপীড়িত করিতেছে সন্দেহ নাই ॥ ৪০—৪১ ॥ আমার হস্তী ও অশ্ব সকল এক্ষণে নিয়মিতরূপে আহার পাইতেছে না অতএব তাহারা দুর্ব্বল হইয়া শক্রর নিকট নিতান্ত কষ্ট পাইতেছে ॥ ৪২ ॥ আমি যে সকল সেবকদিগকে পূর্ব্বে পালন করিয়াছি, এখন তাহারা সকলেই শক্রর বশবর্ত্তী হইয়া দুঃখ ভোগ করিতেছে সংশয় নাই ॥ ৪৩ ॥ সেই দুরাচার শক্রগণ অসৎকার্য্যে ধন ব্যয় করিয়া থাকে, সুতরাং আমার সঞ্চিত ধন তাহারা দ্যূতক্রীড়া মদ্য ও বেশ্যার নিমিত্ত ব্যয় করিয়া অবশ্যই ক্ষয় করিতেছে ॥ ৪৪ ॥ সেই ম্লেচ্ছগণের এবং মদীয় মন্ত্রিবর্গের পাপকার্য্যে সততই মতি ; তাহারা দানের পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিয়া দান করিতে জানে না সুতরাং সমস্ত কোষ ব্যসন দ্বারাই ক্ষয় করিয়া ফেলিবে সন্দেহ নাই ॥ ৪৫ ॥ বৃক্ষমূলে থাকিয়া রাজা যখন এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, তখন কোন এক বৈশ্য কাতর হইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল ॥৪৬॥ নরপতি তাহাকে সম্মুখে দেখিবামাত্র আপনার পার্শ্বে উপবেশন করাইলেন ; অনন্তর, সেই

কোঽসি কস্মাচ্চ দীনোঽসি হরিতঃ শোকপীড়িতঃ।
ব্রূহি সত্যং মহাভাগ! মৈত্রী সাপ্তপদী মতা ॥ ৪৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং রাজ্ঞস্তমুবাচ বিশোত্তমঃ।
উপবিশ্য স্থিরো ভূত্বা মত্বা সাধুসমাগমম্ ॥ ৪৯ ॥

বৈশ্য উবাচ।

মিত্রাহং বৈশ্যজাতীয়ঃ সমাধির্নাম বিশ্রুতঃ।
ধনবান্ ধর্ম্মনিপুণঃ সত্যবাগনসূয়কঃ ॥ ৫০ ॥
পুত্রদারৈর্নিরস্তোঽহং ধনলুব্ধৈরসাধুভিঃ।
কৃপণেতি মিষং কৃত্বা ত্যক্ত্বা মায়াং সুদুস্ত্যজাম্ ॥ ৫১ ॥
স্বজনেন চ সন্ত্যক্তঃ প্রাপ্তোঽস্মি বনমাশু বৈ।
কোঽসি ত্বং ভাগ্যবান্ ভাসি কথয়স্ব প্রিয়াধুনা ॥ ৫২ ॥

কুতঃ কস্মাদ্দেশাদিত্যর্থঃ। কোঽসি কিং নাম তে ইত্যর্থঃ। কস্মাৎ কারণাদিত্যর্থঃ ॥ ৪৮—৫৩ ॥

বৈশ্যবর উপবিষ্ট হইলে রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন; মহাভাগ! তুমি কোন্ জাতীয়? কোন্ দেশ হইতে এই বনে আগমন করিয়াছ? ॥৪৭॥ তোমার নাম কি? কি কারণে তুমি শোকে কাতর হইয়া ম্লান ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছ? মহাভাগ! পরস্পর সাতটি কথা কহিলেই মিত্রতা হইয়া থাকে, তদনুসারে আমি তোমার মিত্র; অতএব ঐ সমস্ত বৃত্তান্ত আমার নিকট সত্য করিয়া বল ॥ ৪৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, বৈশ্যবর রাজার এই বাক্য শুনিয়া শ্রম অপনয়ন পূর্ব্বক স্থিরভাবে উপবিষ্ট হইয়া সাধুর সহিত সমাগম হইল ইহা বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৯॥ মিত্র! আমি বৈশ্য জাতীয়, আমার নাম সমাধি, আমি ধনবান্ ছিলাম, কখন কাহারও প্রতি অসূয়া করিতাম না, সদা সত্য বাক্য বলিয়া ধর্ম্মকার্য্যে নিরত থাকিতাম ॥ ৫০ ॥ আমার স্ত্রী ও পুত্রগণ ধনলোলুপ এবং অসাধু সুতরাং তাহারা অতীব দুস্ত্যজ্য মায়া ত্যাগ করিয়া "ইনি কৃপণ" এই ছল অবলম্বন পূর্ব্বক গৃহ হইতে আমাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে ॥ ৫১ ॥ আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া আমি এখন বনমধ্যে আগমন করিয়াছি। আপনি ভাগ্যবানের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন; অতএব, প্রিয়বর! অনুগ্রহ করিয়া এক্ষণে আমার নিকট আপনার পরিচয় ব্যক্ত করুন ॥ ৫২ ॥

রাজোবাচ।

সুরথো নাম রাজাহং দস্যুভিঃ পীড়িতোহভবম্।
প্রাপ্তোহস্মি গতরাজ্যোহত্র মন্ত্রিভিঃ পরিবঞ্চিতঃ ॥ ৫৩ ॥
দিষ্ট্যা ত্বমত্র মিত্রং মে মিলিতোহসি বিশোত্তম!।
সুখেন বিহরিষ্যাবো বনেহত্র শুভপাদপে ॥ ৫৪ ॥
শোকং ত্যজ মহাবুদ্ধে! স্বস্থো ভব বিশোত্তম!।
অত্রৈব চ যথাকামং সুখং তিষ্ঠ ময়া সহ ॥ ৫৫ ॥

বৈশ্য উবাচ।

কুটুম্বং মে নিরালম্বং ময়া হীনং সুদুঃখিতম্।
ভবিষ্যতি চ চিন্তার্ত্তং ব্যাধিশোকোপতাপিতম্ ॥ ৫৬ ॥
ভার্য্যাদেহে সুখং নো বা পুত্রদেহে ন বা সুখম্।
ইতি চিন্তাতুরং চেতো ন মে শাম্যতি ভূমিপ! ॥ ৫৭ ॥
কদা দ্রক্ষ্যে সুতং ভার্য্যাং গৃহং স্বজনমেব চ।
স্বস্থং ন মম্মনো রাজন্! গৃহচিন্তাকুলং ভৃশম্ ॥ ৫৮ ॥

(দিষ্ট্যা ভাগ্যেন ॥ ৫৪—৫৫ ॥
নিরালম্বং আশ্রয়সহায়াদিরহিতমিত্যর্থঃ ॥ ৫৬—৫৯ ॥)

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নৃপতি তাহাকে বলিলেন, আমি সুরথ নামক রাজা, সম্প্রতি দস্যুগণের নিকট নিপীড়িত হইয়াছি, তাহার উপর আবার মন্ত্রিগণ আমাকে বঞ্চনা করিয়াছে, সুতরাং রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া এই তপোবনে উপস্থিত হইয়াছি ॥ ৫৩ ॥ বিশোত্তম! সৌভাগ্যবশতই আজ তুমি আমার পরম মিত্ররূপে উপস্থিত হইয়াছ। আমরা উভয়ে মনোহর পাদপ মণ্ডিত এই বনমধ্যে পরম সুখে বিহার করিব ॥ ৫৪ ॥ হে মহাবুদ্ধে! এক্ষণে শোক পরিত্যাগ করিয়া সুস্থচিত্ত হও এবং ইচ্ছানুসারে আমার সহিত এই স্থানেই পরম সুখে বাস কর ॥ ৫৫ ॥

বৈশ্য বলিলেন, রাজন্! মদীয় বান্ধববর্গ আমার অভাবে নিরাশ্রয় হইয়া অতিশয় দুঃখিত হইবে, বিশেষত ব্যাধি ও শোক বশত সন্তাপিত হইয়া তাহাদের চিন্তার অবধি থাকিবে না ॥ ৫৬ ॥ রাজন্! এক্ষণে আমার ভার্য্যা এবং পুত্র সুখে অথবা দুঃখে কাল কালযাপন করিতেছে এইরূপ চিন্তায় কাতর হইয়া আমার হৃদয় শান্তি লাভ করিতে পারিতেছে না ॥ ৫৭ ॥ রাজেন্দ্র! পুত্র, কলত্র, স্বজন, বন্ধু বান্ধব এবং গৃহ এই সকল আমি পুনর্ব্বার কবে দর্শন করিব, আমার মন সর্ব্বদাই এইরূপ গৃহ চিন্তায় আকুল হইয়াছে,

রাজোবাচ।

যৈর্নিরস্তোঽসি পুত্রাদ্যৈরসদ্বৃত্তৈঃ স্ববালিশৈঃ।
তান্ দৃষ্ট্বা কিং সুখং তেঽদ্য ভবিষ্যতি মহামতে ! ॥ ৫৯ ॥
হিতকারী বরঃ শত্রুর্দুঃখদাঃ সুহৃদঃ কুতঃ।
তস্মাৎ স্থিরং মনঃ কৃত্বা বিহরস্ব ময়া সহ ॥ ৬০ ॥

বৈশ্য উবাচ।

মনো মে ন স্থিরং রাজন্ ! ভবত্যদ্য সুদুঃখিতম্।
চিন্তয়াত্র কুটুম্বস্য দুস্ত্যজস্য দুরাত্মভিঃ ॥ ৬১ ॥

রাজোবাচ।

মমাপি রাজ্যজং দুঃখং দুনোতি কিল মানসম্।
পৃচ্ছাবোঽদ্য মুনিং শান্তং শোকনাশনমৌষধম্ ॥ ৬২ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি কৃত্বা মতিং তৌ তু রাজা বৈশ্যশ্চ জগ্মতুঃ।
মুনিং তৌ বিনয়োপেতৌ প্রষ্টুং শোকস্য কারণম্ ॥ ৬৩ ॥

যে দুঃখদাস্তে সুহৃদঃ কুতঃ নৈব সুহৃদ ইত্যর্থঃ ॥ ৬০—৬৩ ॥

কিছুতেই সুস্থ হইতেছে না ॥ ৫৮ ॥ রাজা বলিলেন, মহামতে ! তোমার অসদাচার মূর্খপুত্র ও কপটাচারী আত্মীয় স্বজন তোমাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে, অতএব ঈদৃশ পুত্র প্রভৃতি আত্মীয়বর্গকে অবলোকন করিয়া তোমার কি সুখ লাভ হইবে ? ॥ ৫৯ ॥ শত্রুগণ যদি হিত অনুষ্ঠান করে, তবে সে শত্রুও ভাল ; কিন্তু যাহারা ক্লেশ দিয়া থাকে, তাহারা আবার কিরূপে সুহৃদ্ হইতে পারে ? অতএব তুমি মনঃস্থির করিয়া আমার সহিত পরম সুখে বিহার করিতে থাক ॥ ৬০ ॥

বৈশ্য বলিলেন, রাজন্ ! দুরাত্মাগণও যে কুটুম্ববর্গকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না আজ আমার মন সেই কুটুম্ববর্গের জন্য নিতান্তই দুঃখিত হইতেছে, কিছুতেই স্থির হইতেছে না ॥ ৬১ ॥

রাজা বলিলেন, আমারও রাজ্যের নিমিত্ত এইরূপ দুঃখ উপস্থিত হইয়া নিরন্তর চিত্ত সন্তাপিত করিতেছে ; অতএব আইস আমরা উভয়েই আজ মুনিবরকে এই শোক বিনাশের ঔষধের বিষয় জিজ্ঞাসা করি ॥ ৬২ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! সুরথরাজ ও বৈশ্যবর এইরূপ স্থির করিয়া শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করিবার বাসনায় অতি বিনীতভাবে মুনিবর নিকট গমন করিলেন ॥ ৬৩ ॥ অনন্তর,

গত্বা তং প্রণিপত্যাহ রাজা ঋষিমনুত্তমম্ ।
আসীনং সম্যগাসীনঃ শান্তং শান্তিমুপাগতঃ ॥ ৬৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে
সুরথবনগমনো নাম দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

---

* (নাস্তি উত্তমো যস্মাদিতি বাক্যেন অনুত্তমং সর্ব্বথাসাধুমিত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥)

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

রাজা তাঁহার সন্নিহিত হইয়া প্রণিপাত পুরঃসর আসনে উপবিষ্ট হইয়া সুখাসীন প্রশান্তচিত্ত মুনিবরকে প্রশান্তভাবে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৬৪ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-
ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে সুরথবনগমন নামক
দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

রাজোবাচ।

মুনে! বৈশ্যোঽয়মধুনা বনে মে মিত্রতাং গতঃ।
পুত্ত্রদারৈর্নিরস্তোঽয়ং প্রাপ্তোঽত্র মম সঙ্গমম্॥ ১॥
কুটুম্ববিরহেণাসৌ দুঃখিতোঽতীবদুর্ম্মনাঃ।
ন শান্তিমুপযাত্যেষ তথাহমপি সাম্প্রতম্।
গতরাজ্যোঽস্মি দুঃখেন শোকার্ত্তোঽস্মি মহামতে!॥ ২॥
নিষ্কারণঞ্চ মে চিন্তা হৃদয়ান্ন নিবর্ত্ততে।
হয়া মে দুর্ব্বলাঃ স্যুঃ কিং গজাঃ শত্রুবশং গতাঃ॥ ৩॥
ভৃত্যবর্গস্তথা দুঃখী জাতঃ স্যাত্তু ময়া বিনা।
কোশক্ষয়ং করিষ্যন্তি রিপবোঽতিবলাৎ ক্ষণাৎ।
ইত্যেবং চিন্তয়ানস্য ন মে নিদ্রা তনৌ সুখম্॥ ৪॥
জানামীদং জগন্মিথ্যা স্বপ্নবৎ সর্ব্বমেব হি।
জানতোঽপি মনো ভ্রান্তং ন স্থিরং ভবতি প্রভো!॥ ৫॥

অষ্টাধিকৈঃ পঞ্চষষ্টিপদ্যৈর্ম্মহাত্ম্যমুচ্যতে।
শ্রীমদ্ভুবনসুন্দর্য্যা রাজ্ঞে পৃষ্টবতেঽধুনা॥
মুনিং প্রতি রাজা গত্বা কিং চকার তদাহ মুনে বৈশ্যোঽয়মিতি॥ ১—৬॥

সুরথ বলিলেন, মুনিবর! এই বৈশ্যের পুত্র ও কলত্র একত্রে মিলিত হইয়া ইহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে, এজন্ত ইনি স্বীয় আলয় পরিত্যাগ করিয়া সম্প্রতি এই তপোবনে উপস্থিত হইয়াছেন; ইনি এক্ষণে আমার সহিত সম্মিলিত হওয়ায় আমার পরম মিত্র হইয়াছেন॥ ১॥ ঋষিবর! ইনি আত্মীয় স্বজনের বিরহে নিতান্ত বিমনা হইয়া অতিশয় ক্লেশ অনুভব করিতেছেন, কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারিতেছেন না। মহামতে! ইহার ন্যায় আমিও এক্ষণে অপহৃত রাজ্যজন্য দুঃখ ও শোকে অতিশয় কাতর হইয়াছি, এই অকারণ চিন্তা কিছুতেই আমার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইতেছে না। আমার হস্তী ও অশ্ব সকল শত্রুর অধীন হইয়া কি এক্ষণে দুর্ব্বল হইয়াছে? আমার অদর্শনে ভৃত্যবর্গ কি অতিশয় ক্লেশভোগ করিতেছে? রিপু সকল ক্ষণকাল মধ্যে বলসহকারে সকল ধন অপব্যয় করিয়া কোষ ক্ষয় করিবে; ঋষিবর! এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আমার শরীরে কোনও সুখ নাই অধিক কি এই ভাবনায় আমার নিদ্রা পর্য্যন্তও হইতেছে না॥ ২—৪॥ প্রভো!

কোঽহং কেঽশ্বা গজাঃ কেঽমী ন তে মে হি সহোদরাঃ।
ন পুত্রা ন চ মিত্রাণি যেষাং দুঃখং দুনোতি মাম্ ॥ ৬ ॥
ভ্রমোঽয়মিতি জানামি তথাপি মম মানসঃ।
মোহো নৈবাপসরতি কিং তৎ কারণমদ্ভুতম্ ॥ ৭ ॥
স্বামিংস্ত্বমসি সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বসংশয়নাশকৃৎ।
কারণং ব্রূহি মোহস্য মমাস্য চ দয়ানিধে! ॥ ৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি পৃষ্টস্তদা রাজ্ঞা সুমেধা মুনিসত্তমঃ।
তমুবাচ পরং জ্ঞানং শোকমোহবিনাশনম্ ॥ ৯ ॥

ঋষিরুবাচ।

শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
মহামায়েতি বিখ্যাতা সর্ব্বেষাং প্রাণিনামিহ ॥ ১০ ॥

মানসো মোহো নৈবাপসরতি তৎ কারণং কিমিত্যর্থঃ ॥ ৭—৯ ॥

কারণং বন্ধমোক্ষয়োরিতি। বন্ধমোক্ষয়োঃ কারণে কথিতে তদন্তর্গতস্য মোহস্যাপি তদেব কারণমিত্যর্থাৎ কথিতং ভবতীতি ভাবঃ। মহামায়েতি। গুণত্রয়সাম্যাবস্থাত্মিকা মূলপ্রকৃতির্যা মহামায়েতি ব্যাখ্যাতা সা সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং বন্ধমোক্ষয়োঃ কারণমিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

যদিও আমি জানি যে এই অখিল জগৎসংসার স্বপ্নের ন্যায় মিথ্যা তথাপি আমার মন এমন ভ্রান্ত যে কিছুতেই স্থির হইতেছে না ॥ ৫ ॥ আমি কে? অশ্ব বা গজের সহিত আমার সম্বন্ধ কি? বস্তুত তাহারা আমার সহোদর, পুত্র বা মিত্র নহে, তথাপি তাহাদের দুঃখে আমার অন্তঃকরণ অতিশয় ব্যথিত হইতেছে ॥ ৬ ॥ ঋষিবর! এই সকলই ভ্রমের কার্য্য ইহা আমি জানি, তথাপি আমার মানস হইতে মোহ তিরোহিত হইতেছে না, ইহা অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয়!! অতএব ইহার কারণ কি? ॥ ৭ ॥ স্বামিন্! আপনার কোন বিষয়ই অগোচর নাই আপনি সমস্ত বিষয়ের সংশয় ছেদন করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ; অতএব দয়ানিধে! কৃপা করিয়া আপনি আমার এবং এই বৈশ্যের মোহের কারণ বলুন ॥ ৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! সুরথরাজা মুনিসত্তম সুমেধাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যাহাতে শোক ও মোহ তিরোহিত হয়, তাদৃশ পরম জ্ঞানজনক বাক্য তাহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥

ঋষি বলিলেন, রাজন্! বন্ধন ও মোক্ষের কারণের বিষয় আপনাকে বলিতেছি, আপনি মনোনিবেশ পূর্ব্বক তৎসমুদয় শ্রবণ করুন। দেখুন, সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই মূলপ্রকৃতি; তিনিই মহামায়া নামে বিখ্যাত হয়েন; সেই মহামায়াই ইহলোকে

ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথেশানস্তুরাষাড্ বরুণোঽনিলঃ।
সর্ব্বে দেবা মনুষ্যাশ্চ গন্ধর্ব্বোরগরাক্ষসাঃ ॥ ১১ ॥
বৃক্ষাশ্চ বিবিধা বল্ল্যঃ পশবো মৃগপক্ষিণঃ।
মায়াধীনাশ্চ তে সর্ব্বে ভাজনং বন্ধমোক্ষয়োঃ ॥ ১২ ॥
তয়া সৃষ্টমিদং সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
তদ্বশে বর্ত্ততে নূনং মোহজালেন যন্ত্রিতম্ ॥ ১৩ ॥
ত্বং কিয়াম্মানুষেষ্বেকঃ ক্ষত্রিয়ো রজসাবিলঃ।
জ্ঞানিনামপি চেতাংসি মোহয়ত্যনিশং হি সা ॥ ১৪ ॥
ব্রহ্মেশবাসুদেবাদ্যা জ্ঞানে সত্যপি শেষতঃ।
তেঽপি রাগবশাল্লোকে ভ্রমন্তি পরিমোহিতাঃ ॥ ১৫ ॥

ব্রহ্মাদয়োঽপি তদধীনাঃ সন্তীত্যাহ ব্রহ্মা বিষ্ণুরিতি ॥ ১১ ॥

মায়াধীনাশ্চেতি। ন হ্যদ্বৈতে ব্রহ্মণি মায়াং বিনা কশ্চিৎ পদার্থো ভাসতে। ততো মায়াধীনমেব সর্ব্বমিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

নন্থ কর্ত্রধীনং কার্য্যং ভবিতুমর্হতি ন তু মায়াধীনমিতি চেৎ সৈব কর্ত্র্যস্তি নান্যঃ কর্ত্তাস্তীত্যাহ তয়েতি ॥ ১৩ ॥

যদ্যেবং সর্ব্বং মায়ামোহজালেন যন্ত্রিতম্। তদা ত্বং পামরঃ কথমহং মোহজালেন যন্ত্রিত ইতি কিমাশ্চর্য্যং করোষীত্যাহ ত্বং কিয়ানিতি। নন্থ মম ব্রহ্মজ্ঞানং বর্ত্ততে ততঃ কুতো ন মোহো নষ্ট ইতি চেত্তত্রাহ জ্ঞানিনামপীতি। তদুক্তং মার্কণ্ডেয়পুরাণে। জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা। বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতীতি ॥ ১৪ ॥

নন্থ কেষাং জ্ঞানিনাং তয়া চিত্তানি মোহিতানীতি চেত্তত্রাহ ব্রহ্মেশেতি। নন্থ ব্রহ্মজ্ঞানেন তেষাং মায়াকার্য্যস্য মোহস্য কুতো ন নাশসম্ভব ইতি চেত্তত্রাহ শেষত ইতি। প্রারব্ধকর্ম্মভোগপর্য্যন্তং মায়াশেষস্য বিদ্যমানত্বাত্তস্মাচ্ছেষাদেব মোহঃ সম্ভবিষ্যতীতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥

সমস্ত প্রাণিপুঞ্জের বন্ধন ও মুক্তির কারণ ॥ ১০ ॥ অধিক কি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, বরুণ, বায়ু ও অন্যান্য সমস্ত দেবগণ, গন্ধর্ব্ববর্গ, নাগগণ, রাক্ষসগণ, মনুষ্যগণ, মৃগগণ, পশু পক্ষী বৃক্ষ ও নানা জাতি লতা প্রভৃতি সকলেই এই মায়ার অধীন হইয়া বন্ধন ও মুক্তিলাভ করিতেছেন ॥ ১১—১২ ॥ এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ তাঁহারই সৃষ্ট পদার্থ। যাবতীয় জীব নিবহ মোহজালে নিবদ্ধ হইয়া তাঁহারই বশীভূত হইয়া রহিয়াছে ॥ ১৩ ॥ মহারাজ! আপনি ক্ষত্রিয় সুতরাং আপনার চিত্ত রজোগুণ দ্বারা কলুষিত হইয়া রহিয়াছে; দেখুন, যিনি মায়াবলে জ্ঞানিগণের মনকেও নিরন্তর মুগ্ধ করিয়া থাকেন তাঁহার নিকট আপনি ত অতিসামান্য মনুষ্য; অধিক কি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের অসীম জ্ঞান থাকিলেও তাঁহারা মায়াবলে বিষয়ানুরাগবশতঃ সর্ব্বতোভাবে মোহিত হইয়া ত্রিভুবন মধ্যে ভ্রমণ করিয়া

পুরা সত্যযুগে রাজন্! বিষ্ণুর্নারায়ণঃ স্বয়ম্।
শ্বেতদ্বীপং সমাসাদ্য চকার বিপুলং তপঃ ॥ ১৬ ॥
বর্ষাণামযুতং যাবদ্ব্রহ্মবিদ্যাপ্রসক্তয়ে।
অনশ্বরসুখায়াসৌ চিন্তয়ানস্ততঃপরম্ ॥ ১৭ ॥
একস্মিন্নির্জ্জনে দেশে ব্রহ্মাপি পরমাদ্ভুতে।
স্থিতস্তপসি রাজেন্দ্র! মোহস্য বিনিবৃত্তয়ে ॥ ১৮ ॥
কদাচিদ্বাসুদেবোঽসৌ স্থলান্তরমতির্হরিঃ।
তস্মাদ্দেশাৎ সমুত্থায় জগামান্যদিদৃক্ষয়া ॥ ১৯ ॥
চতুর্ম্মুখোঽপি রাজেন্দ্র! তথৈব নিঃসৃতঃ স্থলাৎ।
মিলিতৌ মার্গমধ্যে তু চতুর্ম্মুখচতুর্ভুজৌ ॥ ২০ ॥
অন্যোঽন্যং পৃষ্টবন্তৌ তৌ কস্ত্বং কস্ত্বমিতি স্ম হ।
ব্রহ্মা প্রোবাচ তং দেবং কর্ত্তাহং জগতঃ কিল ॥ ২১ ॥
বিষ্ণুস্তমাহ ভো মূর্খ! জগৎকর্ত্তাহমচ্যুতঃ।
ত্বং কিয়ান্ বলহীনোঽসি রজোগুণসমাশ্রিতঃ ॥ ২২ ॥

নম্ন ব্রহ্মাদীনাং মোহঃ কদা দৃষ্ট ইতি চেদ্বহুবারং দৃষ্টোঽস্তি তত্রৈকমুদাহরণমুচ্যত ইত্যাহ পুরা সত্যযুগে ইতি ॥ ১৬ ॥

ব্রহ্মবিদ্যাপ্রসক্তয়ে তস্যাঃ স্থিরতায়ৈ ইত্যর্থঃ। অনশ্বরসুখায় নিত্যানন্দস্যাখণ্ডিত-প্রাপ্ত্যর্থং জীবন্মুক্তিদশাসিদ্ধ্যর্থমিতি যাবৎ ॥ ১৭—২০ ॥

কস্ত্বং কস্ত্বমিতি পিতৃপুত্রত্বজ্ঞানমেব প্রথমতো মোহেন নষ্টম্। ইদমেব প্রথমং মোহ-স্বরূপমিতি ভাবঃ। দ্বিতীয়ং মোহমাহ ব্রহ্মা প্রোবাচেতি ॥ ২১—২২ ॥

থাকেন ॥ ১৪—১৫ ॥ রাজন্! পূর্ব্বে সত্যযুগে নারায়ণ বিষ্ণু শ্বেতদ্বীপে গমন করিয়া স্বয়ং বিপুল তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥ তিনি অখণ্ড নিত্যানন্দ লাভ করিবার বাসনায় ব্রহ্মবিদ্যার স্থিরতার নিমিত্ত দশ সহস্র বৎসর ধ্যানযোগে অতিবাহিত করিয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥ রাজেন্দ্র! ব্রহ্মাও এক নির্জ্জন পরম অদ্ভুত স্থানে মোহ ক্ষয় করিবার নিমিত্ত সেই আদ্যাশক্তির তপস্যায় নিরত হইয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥ কোন সময়ে এই বাসুদেব হরি অন্য স্থানে যাইতে মানস করিলেন; তখন তিনি সেই স্থান হইতে উত্থিত হইয়া অন্য স্থান দর্শন করিবার অভিলাষে গমন করিলেন ॥ ১৯ ॥ এদিকে ব্রহ্মাও বিষ্ণুর ন্যায় তাঁহার পূর্ব্ব স্থান হইতে বহির্গত হইলেন। অনন্তর, পথিমধ্যে তাহাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে তাঁহারা পরস্পরকে তুমি কে তুমি কে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন প্রজাপতি বলিলেন, আমি জগৎকর্ত্তা ব্রহ্মা ॥ ২০—২১ ॥ বিষ্ণু ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া বলিলেন, রে মূর্খ! আমি অচ্যুত বিষ্ণু সুতরাং আমিই জগতের কর্ত্তা। তোমাতে রজো-

সত্ত্বাশ্রিতং হি মাং বিদ্ধি বাসুদেবং সনাতনম্ ।
ময়া ত্বং রক্ষিতোঽদ্যৈব কৃত্বা যুদ্ধং সুদারুণম্ ॥ ২৩ ॥
শরণং মে সমায়াতো দানবাভ্যাং প্রপীড়িতঃ ।
ময়া তৌ নিহতৌ কামং দানবৌ মধুকৈটভৌ ॥ ২৪ ॥
কথং গর্ব্বায়সে মন্দ ! মোহোঽয়ং ত্যজ সাম্প্রতম্ ।
ন মত্তোঽপ্যধিকঃ কশ্চিৎ সংসারেঽস্মিন্ প্রসারিতে ॥ ২৫ ॥

ঋষিরুবাচ ।

এবং বিবদমানৌ তৌ ব্রহ্মবিষ্ণূ পরস্পরম্ ।
স্ফুরদোষ্ঠৌ বেপমানৌ লোহিতাক্ষৌ বভূবতুঃ ॥ ২৬ ॥
প্রাদুর্ব্বভূব সহসা তয়োর্ব্বিবদমানয়োঃ ।
মধ্যে লিঙ্গং সুধাশ্বেতং বিপুলং দীর্ঘমদ্ভুতম্ ॥ ২৭ ॥
আকাশে তরসা তত্র বাগুবাচাশরীরিণী ।
তৌ সম্বোধ্য মহাভাগৌ বিবদন্তৌ পরস্পরম্ ॥ ২৮ ॥
ব্রহ্মন্ ! বিষ্ণো ! বিবাদং মা কুরুতাং বাং পরস্পরম্ ।
লিঙ্গাস্যাস্য পরং পারমধস্তাদুপরি ধ্রুবম্ ॥ ২৯ ॥

অদ্যৈবেতি । সমীপকালে ইত্যর্থঃ । ন ত্বদ্যৈব বর্ষাণামযুতং তপশ্চরণাৎ ॥ ২৩ ॥
দানবাভ্যাং মধুকৈটভাভ্যাম্ ॥ ২৪—৩১ ॥

গুণের আধিক্য থাকায় তুমি আমা অপেক্ষা বলহীন ॥ ২২ ॥ তুমি আমাকে সত্ত্বগুণ-প্রধান সনাতন বাসুদেব বলিয়া জানিও। তোমার কি স্মরণ নাই এই মাত্র সুদারুণ যুদ্ধ করিয়া আমি তোমাকে রক্ষা করিয়াছি। তুমি যখন মধু ও কৈটভ নামক দানবদ্বয়ের নিকট নিপীড়িত হইয়া আমার শরণাগত হইলে, আমি তখনি তাহাদিগকে নিহত করিলাম ॥ ২৩—২৪ ॥ তুমি এক্ষণে কিরূপে গর্ব্ব প্রকাশ করিতেছ ? মন্দাত্মন্ ! তুমি এখনি এই মোহ পরিত্যাগ কর। আমি অধিক কি বলিব এই সুবিস্তীর্ণ বিশ্বসংসারে আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর অন্য কেহই নাই ॥ ২৫ ॥

ঋষি বলিলেন, রাজন্ ! ব্রহ্মা ও বিষ্ণু পরস্পর এইরূপে বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহাদের শরীর কম্পিত ও লোচন লোহিতবর্ণ হইল এবং ওষ্ঠাধর প্রস্ফুরিত হইতে লাগিল ॥ ২৬ ॥ তখন সেই বিবদমান দেবযুগলের মধ্যে সহসা সুধাসদৃশ শ্বেতবর্ণ বিশাল ও দীর্ঘাকার একটী অদ্ভুত লিঙ্গ প্রাদুর্ভূত হইল ॥ ২৭ ॥ তৎকালে অশরীরিণী বাণী আকাশে উদ্ভূত হইয়া সেই পরস্পর বিবদমান মহাভাগ ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে সম্বোধন করিয়া বলিল ॥ ২৮ ॥ ব্রহ্মন্ ! বিষ্ণো ! আপনারা উভয়ে বিবাদ করিতেছেন কেন ? এই লিঙ্গের উপরেই হউক

যো যাতি যুবয়োর্মধ্যে স শ্রেষ্ঠো বাং সদৈব হি।
একঃ প্রয়াতু পাতালমাকাশমপরোঽধুনা ॥ ৩০ ॥
প্রমাণং মে বচঃ কার্য্যং ত্যক্ত্বা বাদং নিরর্থকম্।
মধ্যস্থঃ সর্ব্বদা কার্য্যো বিবাদেঽস্মিন্ দ্বয়োরিহ ॥ ৩১ ॥

ঋষিরুবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং দিব্যং সজ্জীভূতৌ কৃতোদ্যমৌ।
জগ্মতুর্মাতুমগ্রস্থং লিঙ্গমদ্ভুতদর্শনম্ ॥ ৩২ ॥
পাতালমগমদ্বিষ্ণুর্ব্রহ্মাপ্যাকাশমেব চ।
পরিমাতুং মহালিঙ্গং স্বমহত্ত্ববিবৃদ্ধয়ে ॥ ৩৩ ॥
বিষ্ণুর্গত্বা কিয়দ্দেশং শ্রান্তঃ সর্ব্বাত্মনা যতঃ।
ন প্রাপান্তং স লিঙ্গস্য পরিবৃত্য যযৌ স্থলম্ ॥ ৩৪ ॥
ব্রহ্মাগচ্ছত্ততশ্চোর্দ্ধং পতিতং কেতকীদলম্।
শিবস্য মস্তকাৎ প্রাপ্য পরাবৃত্তো মুদাবৃতঃ ॥ ৩৫ ॥
আগত্য তরসা ব্রহ্মা বিষ্ণবে কেতকীদলম্।
দর্শায়িত্বা চ বিতথমুবাচ মদমোহিতঃ ॥ ৩৬ ॥

মাতুং পরিচ্ছেত্তুম্ ॥ ৩২—৩৪ ॥
শিবস্য মস্তকাৎ পতিতমিত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৫ ॥
বিতথমনৃতম্ ॥ ৩৬—৩৯ ॥

অথবা অধোভাগেই হউক, যে ইহার পরপারে যাইতে পারিবে, তিনিই আপনাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই; অতএব এক জন পাতালে গমন করুন ও একজন আকাশে গমন করুন ॥ ২৯—৩০ ॥ আপনাদিগের এই বিবাদ সময়ে এক জন মধ্যস্থ করা অবশ্য কর্ত্তব্য, অতএব আপনারা অনর্থক বিবাদ পরিত্যাগ করিয়া আমার বাক্য প্রমাণ স্বরূপে গ্রহণ করুন্ ॥ ৩১ ॥

ঋষি বলিলেন, মহারাজ! সেই দিব্যবাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারা উভয়ে সুসজ্জিত ও উৎসাহিত হইয়া সেই সম্মুখস্থিত অদ্ভুত লিঙ্গের পরিমাণ করিতে গমন করিলেন ॥৩২॥ আপন আপন মহত্ত্ব বৃদ্ধির বাসনায় লিঙ্গের পরিমাণ করিতে বিষ্ণু পাতালে এবং ব্রহ্মা আকাশে গমন করিলেন ॥ ৩৩ ॥ বিষ্ণু কিয়ৎ দেশ যাইয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন, এবং যখন সর্ব্ব প্রকারে যত্ন করিয়াও লিঙ্গের অন্ত পাইলেন না, তখন প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যথাস্থানে উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৪ ॥ এদিকে, ব্রহ্মা আকাশ পথে যাইতেছেন ইত্যবসরে শিবের মস্তক হইতে পতিত একটী কেতকীদল প্রাপ্ত হইলেন, তখন তিনি যার পর নাই আনন্দিত হইয়া তাহা গ্রহণ করত প্রতিনিবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৫ ॥ ব্রহ্মা মদমোহিত হইয়া অবিলম্বে

লিঙ্গস্য মস্তকাদেতদ্গৃহীতং কেতকীদলম্।
অভিজ্ঞানায় চানীতং তব চিত্তপ্রশান্তয়ে॥ ৩৭॥
শ্রুত্বা তদ্‌ব্রহ্মণো বাক্যং দৃষ্ট্বা চ কেতকীদলম্।
হরিস্তং প্রত্যুবাচেদং সাক্ষী কঃ কথয়াধুনা॥ ৩৮॥
যথার্থবাদী মেধাবী সদাচারঃ শুচিঃ সমঃ।
সাক্ষী ভবতি সর্ব্বত্র বিবাদে সমুপস্থিতে॥ ৩৯॥

ব্রহ্মোবাচ।

দূরদেশাৎ সমায়াতি সাক্ষী কঃ সময়েঽধুনা।
যৎ সত্যং তদ্বচঃ সেয়ং কেতকী কথয়িষ্যতি॥ ৪০॥
ইত্যুক্ত্বা প্রেরিতা তত্র ব্রহ্মণা কেতকী স্ফুটম্।
বচনং প্রাহ তরসা শার্ঙ্গিণং প্রত্যবোধয়ৎ॥ ৪১॥
শিবমূর্দ্ধ্নি স্থিতাং ব্রহ্মা গৃহীত্বা মাং সমাগতঃ।
সন্দেহোঽত্র ন কর্ত্তব্যস্ত্বয়া বিষ্ণো! কদাচন॥ ৪২॥
মম বাক্যং প্রমাণং হি ব্রহ্মা পারং গতোঽস্য হ।
গৃহীত্বা মাং সমায়াতঃ শিবভক্তৈঃ সমর্পিতাম্॥ ৪৩॥

দূরদেশাদিতি। অস্মিন্ সময়ে দূরদেশাৎ যস্মিন্ স্থলে শিবমস্তকং দৃষ্টং তস্মাদ্দেশাৎ কঃ সাক্ষী সমায়াতি ন কোঽপীত্যর্থঃ॥ ৪০—৪২॥
অস্য শিবলিঙ্গমস্তকস্য॥ ৪৩॥

প্রত্যাগত হইয়া বিষ্ণুকে উহা প্রদর্শন করাইয়া মিথ্যাবাক্যে বলিলেন॥ ৩৬॥ বিষ্ণো! লিঙ্গের মস্তক হইতে এই কেতকীদল গৃহীত হইয়াছে, ইহা কেবল অভিজ্ঞান ও তোমার চিত্তশান্তির নিমিত্ত আনয়ন করিয়াছি॥ ৩৭॥ বিষ্ণু ব্রহ্মার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ ও কেতকীদল দর্শন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন; ব্রহ্মন্! এখন এবিষয়ে তোমার সাক্ষী কে আছে?॥ ৩৮॥ যাঁহার বাক্য সত্য, যাঁহার সকলের প্রতিই সমভাব, যিনি মেধাবী শুচি ও সদাচার, বিবাদ উপস্থিত হইলে সেই ব্যক্তিই সাক্ষী হইতে পারেন॥ ৩৯॥

ব্রহ্মা বলিলেন, এ সময়ে সেই দূরদেশ হইতে কোন্ সাক্ষী এস্থানে আসিবে? অতএব যাহা সত্য, এই কেতকীই তাহা বলিবে॥৪০॥ এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা কেতকীকে ইহা বলিতে সবিশেষ অনুরোধ করিলেন, কেতকীও তাঁহার নিদেশ অনুসারে সত্বর বিষ্ণুর প্রবোধের জন্য বলিল॥৪১॥ বিষ্ণো! আমি মহাদেবের মস্তকে ছিলাম, ব্রহ্মা আমাকে তথা হইতে লইয়া এই স্থানে আনয়ন করিয়াছেন, অতএব এ বিষয়ে আপনার কদাচ সন্দেহ করা উচিত নহে॥৪২॥ শিবভক্তি-পরায়ণ কোনও ব্যক্তি আমাকে তাঁহার মস্তকে সমর্পণ করিয়াছিলেন,

কেতক্যা বচনং শ্রুত্বা হরিরাহ স্ময়ন্নিব।
মহাদেবঃ প্রমাণং মে যদ্যসৌ বচনং বদেৎ ॥ ৪৪ ॥

ঋষিরুবাচ।

তদাকর্ণ্য হরের্ব্বাক্যং মহাদেবঃ সনাতনঃ।
কুপিতঃ কেতকীং প্রাহ মিথ্যাবাদিনি! মা বদ ॥ ৪৫ ॥
গচ্ছতো মধ্যতঃ প্রাপ্তা পতিতা মস্তকাম্মম।
মিথ্যাভিভাষিণী ত্যক্তা ময়া ত্বং সর্ব্বদৈব হি ॥ ৪৬ ॥
ব্রহ্মা লজ্জাপরো ভূত্বা ননাম মধুসূদনম্।
শিবেন কেতকী ত্যক্তা তদ্দিনাৎ কুসুমেষু বৈ ॥ ৪৭ ॥
এবং মায়াবলং বিদ্ধি জ্ঞানিনামপি মোহদম্।
অন্যেষাং প্রাণিনাং রাজন্! কা বার্ত্তা বিভ্রমং প্রতি ॥ ৪৮ ॥
দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থং সর্ব্বদৈব রমাপতিঃ।
দৈত্যান্ বঞ্চয়তে চাশু ত্যক্ত্বা পাপভয়ং হরিঃ ॥ ৪৯ ॥

(কেতকীবাক্যমাকর্ণ্যাশ্রদ্দধানো হরির্বিস্মিতঃ সন্নাহ মহাদেবঃ প্রমাণং মে ইতি ॥৪৪-৫১॥)

ব্রহ্মাও আমাকে পাইয়া লইয়া আসিয়াছেন, অতএব ব্রহ্মা যে ইহার শেষ সীমায় গিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই এবিষয়ে আমার বাক্যই প্রমাণ বলিয়া জানিবেন ॥ ৪৩ ॥ বিষ্ণু কেতকীর এই বাক্য শুনিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন; আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করিতে পারি না, যদি মহাদেব স্বয়ং এই কথা বলেন, তবেই ইহা প্রমাণ হইতে পারে ॥ ৪৪ ॥

ঋষি কহিলেন, রাজন্! সনাতন মহাদেব হরির বাক্য শ্রবণ গোচর করিয়া কুপিত হইয়া কেতকীকে বলিলেন; মিথ্যাবাদিনি! তুমি এরূপ মিথ্যা কথা বলিও না ॥৪৫॥ আমার মস্তক হইতে তুমি পতিত হইয়াছিলে, ব্রহ্মা যাইতে যাইতে পথি মধ্যে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন; অতএব তুমি যখন মিথ্যা কথা কহিয়াছ তখন আমি তোমাকে কখনই গ্রহণ করিব না, অদ্য হইতে তুমি আমার পরিত্যক্তা হইলে ॥ ৪৬ ॥ তখন ব্রহ্মা নিতান্ত লজ্জিত হইয়া মধুসূদনকে প্রণাম করিলেন; মহাদেবও সেই দিন হইতে কুসুম মধ্যে কেতকীকে পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৪৭ ॥

মহারাজ! মায়াবলকে এইরূপ প্রবল বলিয়া জানিবেন; কারণ, যখন তিনি বিরিঞ্চি বিষ্ণু প্রভৃতি জ্ঞানিগণকেও মোহিত করিয়া থাকেন তখন অন্যান্য সামান্য প্রাণিগণের মোহের কথা আর কি বলিব ॥ ৪৮ ॥ দেখুন, রমাপতি বিষ্ণু মোহবশে পাপভয় পরিত্যাগ করিয়া দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বদাই দৈত্যদিগকে বঞ্চনা করিতেছেন ॥ ৪৯ ॥

অবতারকরো দেবো নানাযোনিষু মাধবঃ।
ত্যক্ত্বানন্দসুখং দৈত্যযুদ্ধঞ্চৈবাকরোদ্বিভুঃ ॥ ৫০ ॥
নূনং মায়াবলং চৈতন্মাধবেঽপি জগদ্‌গুরৌ।
সর্ব্বজ্ঞে দেবকার্য্যাংশে কা বার্ত্তান্যস্য ভূপতে ! ॥ ৫১ ॥
জ্ঞানিনামপি চেতাংসি পরমা প্রকৃতিঃ কিল।
বলাদাকৃষ্য মোহায় প্রযচ্ছতি মহীপতে ! ॥ ৫২ ॥
যয়া ব্যাপ্তমিদং সর্ব্বং ভগবত্যা চরাচরম্‌।
মোহদা জ্ঞানদা সৈব বন্ধমোক্ষপ্রদা সদা ॥ ৫৩ ॥

রাজোবাচ।

ভগবন্‌ ! ব্রূহি মে তস্যাঃ স্বরূপং বলমুত্তমম্‌।
উৎপত্তিকারণং বাপি স্থানং পরমকঞ্চ যৎ ॥ ৫৪ ॥

ঋষিরুবাচ।

ন চোৎপত্তিরনাদিত্বান্নৃপ ! তস্যাঃ কদাচন।
নিত্যৈব সা পরা দেবী কারণানাঞ্চ কারণম্‌ ॥ ৫৫ ॥

তস্মাদিত্যেবং নিদর্শনাৎ জ্ঞানিনোঽপি মোহিতা এব মহামায়য়েত্যাহ জ্ঞানিনামপীতি॥৫২॥
ন কেবলং মোহকর্ত্রী কিন্তু জ্ঞানদা বন্ধমোক্ষদাপি সৈবেত্যাহ যয়েতি। আত্মনো নির্ব্বিকারত্বৈকবিধত্বাত্তদতিরিক্তস্য সর্ব্বস্য বেদ্যজাতস্য মায়াময়ত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৫৩ ॥
ইত্থং পরাশক্তের্মহিমানং শ্রুত্বা রাজা পৃচ্ছতি ভগবন্নিতি। তস্যা মে মহৎ রূপং ব্রূহি তথা বলং ব্রূহি তস্যা উৎপত্তেঃ কারণং তৎস্থানঞ্চ ব্রূহীত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥
তত্র তৃতীয়প্রশ্নসমাধানমাহ ন চোৎপত্তিরিতি। তত্র হেতুমাহ অনাদিত্বাদিতি। তথা-চোৎপত্তেরভাবাদুৎপত্তিকারণস্যাভাব ইত্যর্থঃ। নিত্যৈবেতি। আমোক্ষপর্য্যন্তং বিদ্যমান-

---

অধিক কি তিনি সকল বিষয়ের প্রভু হইলেও আনন্দসুখ পরিহার পূর্ব্বক নানা যোনিতে অবতীর্ণ হইয়া দৈত্য দিগের সহিত সংগ্রাম করিতেছেন ॥ ৫০ ॥ ভূপতে ! বিষ্ণু সর্ব্বজ্ঞ এবং জগতের গুরু বিশেষত দেবগণের সৃষ্টি কার্য্যের একমাত্র অধীশ্বর; অতএব যখন তাঁহার উপরই মায়ার এত বল, তখন অপর প্রাণিগণ যে মায়ামোহিত হইবে সেবিষয়ে আর আশ্চর্য্য কি ? ॥ ৫১ ॥ মহারাজ ! সেই পরমাপ্রকৃতি, জ্ঞানিদিগেরও চিত্ত বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া মোহসাগরে নিমগ্ন করিয়া থাকেন ॥ ৫২ ॥ সেই ভগবতী এই সচরাচর বিশ্ব সংসারে ব্যাপ্ত থাকিয়া মোহ প্রদান পূর্ব্বক বন্ধন করিতেছেন, আবার তিনিই জ্ঞান দিয়া মুক্তি প্রদান করিতেছেন ॥ ৫৩ ॥

রাজা বলিলেন ; ব্রহ্মন্‌ ! তাঁহার স্বরূপ কি প্রকার ? উত্তম বলই বা কিরূপ ? উৎপত্তির কারণ কি ? এবং তাঁহার পরম স্থানই বা কোথায় ? আপনি এই সমস্ত বিষয় আমাকে বিশেষ করিয়া বলুন ॥ ৫৪ ॥

বর্ত্ততে সর্ব্বভূতেষু শক্তিঃ সর্ব্বাত্মনা নৃপ।।
শববচ্ছক্তিহীনস্তু প্রাণী ভবতি সর্ব্বথা ॥ ৫৬ ॥
চিচ্ছক্তিঃ সর্ব্বভূতেষু রূপং তস্যাস্তদেব হি।
আবির্ভাবতিরোভাবৌ দেবানাং কার্য্যসিদ্ধয়ে ॥ ৫৭ ॥
যদা স্তুবন্তি তাং দেবা মনুজাশ্চ বিশাম্পতে।।
প্রাদুর্ভবতি ভূতানাং দুঃখনাশায় চাম্বিকা ॥ ৫৮ ॥
নানারূপধরা দেবী নানাশক্তিসমন্বিতা।
আবির্ভবতি কার্য্যার্থং স্বেচ্ছয়া পরমেশ্বরী ॥ ৫৯ ॥
দৈবাধীনা ন সা দেবী যথা সর্ব্বে সুরা নৃপ।।
ন কালবশগা নিত্যং পুরুষার্থপ্রবর্ত্তিনী ॥ ৬০ ॥

ত্বাদিত্যর্থঃ। বলমাহ কারণানাঞ্চ কারণং নিরতিশয়পরাক্রমবতী সর্ব্বজনকত্বরূপমেব বলমস্যা ইত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

স্থানমাহ বর্ত্ততে ইতি। সর্ব্বপদার্থেষু শক্তের্বিদ্যমানত্বাৎ সর্ব্বমস্যাঃ স্থানং ভবতি সর্ব্বব্যাপিনীত্যর্থঃ। তত্র ব্যতিরেকমাহ শববদিতি ॥ ৫৬ ॥

রূপমাহ চিচ্ছক্তিরিতি। যত ইয়ং সর্ব্বব্যাপকস্য চিতো ব্রহ্মণ ইয়ং শক্তিস্ততোঽস্যা রূপং তদেব ব্রহ্মৈব ন চান্যৎ। নহ্যগ্নিশক্তেরগ্নিভিন্নং রূপং দৃশ্যতে কিন্ত্বগ্নিরেব। তদ্বদিয়মপি ব্রহ্মাভিন্নত্বাৎ ব্রহ্মরূপৈবেত্যর্থঃ। তথাচ মায়োপাসনায়াং মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপমেবোপাস্যম্ তদেব ভগবতীরূপমিতি ফলিতম্। স্ফুটীকৃতং চৈতদস্মাভিঃ সপ্তশত্যঙ্গষট্কব্যাখ্যানে উপোদ্ঘাতে চ। নন্বু দেবৈঃ স্তুতা সতী উৎপন্নেতি ব্যবহারঃ কিমভিপ্রায়ক ইতি চেদাবির্ভাবতিরোভাবমূলক ইত্যাহ আবির্ভাবেতি ॥ ৫৭—৫৯ ॥

ন কালেতি। দৈবস্য কালস্য চ তস্যাঃ সকাশাদেবোৎপন্নত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৬০ ॥

ঋষি কহিলেন; নরপাল! তিনি অনাদি অতএব তাঁহার কখন উৎপত্তিও নাই, সেই পরমাপ্রকৃতি নিত্যা এবং তিনি নিয়তই সমস্ত কারণেরও কারণ হইয়া থাকেন, অতএব তাঁহার তুল্য বলবতী আর কে হইতে পারে? ॥ ৫৫ ॥ রাজন্! তিনি শক্তিরূপে সমস্ত পদার্থ মধ্যেই সর্ব্বতোভাবে বিরাজমান রহিয়াছেন; সুতরাং জীব শক্তিবিহীন হইলে শবের ন্যায় নিষ্পন্দ হইয়া থাকে ॥ ৫৬ ॥ এই চরাচর বিশ্বমণ্ডলে যে সকল পদার্থ বিদ্যমান আছে তৎ সমস্তই চিৎ স্বরূপ ব্রহ্ম সুতরাং তদীয় শক্তিও সকল প্রাণীতে বিরাজ করিতেছে; অতএব এই শক্তির রূপও ব্রহ্ম তাহাতে সন্দেহ নাই; যেহেতু অগ্নিশক্তির অগ্নি ভিন্ন আর অন্যরূপ দৃষ্ট হয় না। তবে কেবল দেবগণের কার্য্য সম্পাদন করিবার নিমিত্তই সময়ে সময়ে তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে ॥ ৫৭ ॥ রাজন্! দেবগণ ও মানবগণ যখন তাঁহার স্তব করেন তখনই অম্বিকা প্রাণিপুঞ্জের ক্লেশ নিবারণ করিবার জন্য প্রাদুর্ভূত হয়েন ॥ ৫৮ ॥ সেই পরমেশ্বরী দেবী বিবিধ রূপ ধারণ করিয়া নানা প্রকার শক্তিগণ সমভিব্যাহারে স্বীয় ইচ্ছানুসারেই দেব-কার্য্যের নিমিত্ত আবির্ভূত হয়েন ॥ ৫৯ ॥

অকর্ত্তা পুরুষো দ্রষ্টা দৃশ্যং সর্ব্বমিদং জগৎ।
দৃশ্যস্য জননী সৈব দেবী সদসদাত্মিকা ॥ ৬১ ॥
পুরুষং রঞ্জয়ত্যেকা কৃত্বা ব্রহ্মাণ্ডনাটকম্।
রঞ্জিতে পুরুষে সর্ব্বং সংহরত্যতিরংহসা ॥ ৬২ ॥
তয়া নিমিত্তভূতাস্তে ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
কল্পিতাঃ স্বস্বকার্য্যেষু প্রেরিতা লীলয়া ত্বমী ॥ ৬৩ ॥
স্বাংশং তেষু সমারোপ্য কৃতাস্তে বলবত্তরাঃ।
দত্তাশ্চ শক্তয়স্তেভ্যো গীর্লক্ষ্মীর্গিরিজা তথা ॥ ৬৪ ॥
তে তাং ধ্যায়ন্তি দেবেশাঃ পূজয়ন্তি পরাং মুদা।
জ্ঞাত্বা সর্ব্বেশ্বরীং শক্তিং সৃষ্টিস্থিতিবিনাশিনীম্ ॥ ৬৫ ॥

অকর্ত্তেতি। অকর্ত্তা আত্মা দ্রষ্টা তদতিরিক্তং সর্ব্বং দৃশ্যং তস্য সর্ব্বস্য জননী তস্মাৎ স্বতন্ত্রেত্যর্থঃ। সদসদাত্মিকা। সৎ কারণমসৎ কার্য্যং তদাত্মিকা অস্যাঃ পুরুষরঞ্জনার্থায়া-স্বরঞ্জনার্থায়ৈব স্বেচ্ছয়া জগৎকারণত্বং ন তু পরাধীনতয়েত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥

যদা রঞ্জনাদুপরতা তদেয়মেব সংহরতীত্যাহ রঞ্জিতে ইতি ॥ ৬২ ॥

নম্নু ব্রহ্মাদয়ঃ সৃষ্টিস্থিতিসংহৃতিকর্ত্তার ইতি লোকে প্রবাদঃ কথমিতি চেদজ্ঞানমূলক ইত্যাহ তয়েতি। কল্পিতা ইতি। রাজাজ্ঞয়া প্রধানস্য ব্যবহারবদত্রাপি ভগবত্যাঃ শক্ত্যা তেষাং ব্যবহার ইতি ভগবত্যেব সৃষ্ট্যাদিকর্ত্রীতি ভাবঃ ॥ ৬৩—৬৪ ॥

অত এব তে ব্রহ্মাদয়ো দেবাস্তাং ধ্যায়ন্তীত্যাহ তে তামিতি ॥ ৬৫ ॥

নৃপবর! কাল ও দৈব তাঁহা হইতেই উৎপন্ন সুতরাং তিনি দেবগণের ন্যায় দৈবের অধীন অথবা কালেরও বশীভূতা নহেন বস্তুত তিনি পুরুষার্থ অনুসারে জীবগণকে নিয়ত কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকেন ॥৬০ ॥ পুরুষ কার্য্য করেন না, কেবল সকলের সাক্ষীরূপে বিদ্যমান থাকেন। এই সমস্ত জগৎ দৃশ্য; সেই দেবী এই অখিলের কার্য্য ও কারণ স্বরূপা সুতরাং তিনিই এই সমস্ত দৃশ্যমান বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া থাকেন ॥ ৬১ ॥ তিনি একাকিনীই এই ব্রহ্মাণ্ডনাটক প্রকটিত করিয়া পুরুষকে রঞ্জিত করেন এবং পুরুষ রঞ্জিত হইলেই অতি সত্বরে পুনর্ব্বার উহার সংহার করিয়া থাকেন ॥ ৬২ ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকর্ত্তা ইহা লোকপ্রবাদ মাত্র বস্তুত তাঁহারা সৃষ্টি স্থিতি সংহারের নিমিত্ত মাত্র। প্রকৃত প্রস্তাবে ভগবতী লীলার জন্য ইহাদিগকে কল্পনা করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছেন ॥ ৬৩ ॥ ভগবতী স্বীয় অংশ সমর্পণ করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে স্বীয় শক্তি সরস্বতী লক্ষ্মী ও গিরিনন্দিনী দান করিয়া তাঁহাদিগকে বলবত্তর করিয়াছেন ॥ ৬৪ ॥ সেই সুরবরগণ মহাশক্তিকে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকারিণী জানিয়া

এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং দেবীমাহাত্ম্যমুত্তমম্।
মম বুদ্ধ্যনুসারেণ নান্তং জানামি ভূপতে! ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে মহামায়ামাহাত্ম্যকথনং নাম ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

নান্তং জানামীতি। তথাচ শ্রুতিঃ যস্যা অন্তো ন বিদ্যতে তস্মাদুচ্যতেঽনন্তেতি। মা স্বরূপং তন্মহিমা চ নৃসিংহোত্তরতাপনীয়ে মায়া চ তমোরূপানুভূতেরিত্যাদিগ্রন্থে ন বিশেষ স্পষ্টীকৃতস্তদ্ভাষ্যে চ ব্যাখ্যাতস্তত এবাবধার্য্যঃ ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

আনন্দে তাঁহার ধ্যান ও পূজা করিয়া থাকেন ॥ ৬৫ ॥ ভূপতে! আমার জ্ঞান ও বুদ্ধি অনুসারে দেবীর পবিত্র মাহাত্ম্য আনুপূর্ব্বিক তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম ফলত ইহার অন্ত আমি জানিতে পারি নাই ॥ ৬৬ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-
ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে দেবীমাহাত্ম্যবর্ণন নামক
ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥*॥

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

রাজোবাচ।

ভগবন্! ব্রূহি মে সম্যক্ তস্যা আরাধনে বিধিম্।
পূজাবিধিঞ্চ মন্ত্রাংশ্চ তথা হোমবিধিং বদ ॥ ১ ॥

ঋষিরুবাচ।

শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি তস্যাঃ পূজাবিধিং শুভম্।
কামদং মোক্ষদং নৃণাং জ্ঞানদং দুঃখনাশনম্ ॥ ২ ॥
আদৌ স্নানবিধিং কৃত্বা শুচিঃ শুক্লাম্বরো নরঃ।
আচম্য প্রয়তঃ কৃত্বা শুভমায়তনং নিজম্ ॥ ৩ ॥
ততোঽবলিপ্তভূম্যাস্তু সংস্থাপ্যাসনমুত্তমম্।
তত্রোপবিশ্য বিধিবত্রিরাচম্য মুদান্বিতঃ ॥ ৪ ॥
পূজাদ্রব্যং সুসংস্থাপ্য যথাশক্ত্যনুসারতঃ।
প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা ভূতশুদ্ধিং বিধায় চ ॥ ৫ ॥

চতুর্ভিরধিকৈশ্চত্বারিংশৎপদ্যৈঃ সমর্চ্চনম্।
পরাখ্যায়াঃ পৃষ্টবতে রাজ্ঞে প্রোবাচ তাপসঃ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ে ভগবতীস্বরূপং মহত্ত্বঞ্চ তস্যাঃ সর্ব্বোত্তরং শ্রুত্বা তৎপূজনাদিকং বুভুৎসু রাজা পৃচ্ছতি ভগবন্নিতি ॥ ১ ॥

পূজাবিধেঃ ফলমাহ কামদমিতি ॥ ২ ॥

স্নানবিধিং বৈদিকং তান্ত্রিকঞ্চ কৃত্বার্থাদ্বৈদিকসন্ধ্যাং মন্ত্রসন্ধ্যাঞ্চ কৃত্বেত্যর্থঃ ॥ ৩—৪ ॥

রাজা বলিলেন; ভগবন্! আপনি সেই ভগবতীর আরাধনা বিধি, পূজা বিধি, হোম বিধি এবং মন্ত্র প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের বিবরণ আমাকে বিস্তার করিয়া বলুন ॥ ১ ॥

ঋষি বলিলেন; রাজন্! আমি সেই দেবীর পূজা বিধি কীর্ত্তন করিতেছি: শ্রবণ করুন; বিধি পূর্ব্বক ভগবতীর পূজা করিলে, মানবদিগের অভীষ্ট সিদ্ধি, দুঃখ বিনাশ, জ্ঞানলাভ, মোক্ষপ্রাপ্তি প্রভৃতি সমস্ত মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে ॥ ২ ॥ মানবগণ প্রথমত স্নান করিয়া পরে শুক্লাম্বর ধারণ পূর্ব্বক বৈদিক সন্ধ্যা এবং তান্ত্রিক সন্ধ্যা করিবে; তাহার পর প্রয়ত চিত্তে আচমন করিয়া স্বকীয় শুভ স্থান নির্ব্বাচন করিয়া লইবে ॥ ৩ ॥ তদনন্তর সেই স্থান গোময়াদি দ্বারা লেপন করিয়া তাহাতে পবিত্র আসন আস্তৃত করিবে। তৎপরে প্রীতচিত্তে সেই আসনে উপবেশন করিয়া বিধিপূর্ব্বক তিনবার আচমন করিবে ॥ ৪ ॥

কুর্য্যাৎ প্রাণপ্রতিষ্ঠাস্তু সম্ভারং প্রোক্ষ্য মন্ত্রতঃ॥
কালজ্ঞানং ততঃ কৃত্বা ন্যাসং কুর্য্যাদ্‌যথাবিধি॥ ৬॥
শুভে তাম্রময়ে পাত্রে চন্দনেন সিতেন চ।
ষট্‌কোণং বিলিখেদ্‌যন্ত্রং চাষ্টকোণং ততো বহিঃ॥ ৭॥
নবাক্ষরস্য মন্ত্রস্য বীজানি বিলিখেত্ততঃ।
কৃত্বা যন্ত্রপ্রতিষ্ঠাঞ্চ বেদোক্তাং সংবিধায় চ॥ ৮॥
অর্চ্চাং বা ধাতবীং কুর্য্যাৎ পূজামন্ত্রৈঃ শিবোদিতৈঃ।
পূজনং পৃথিবীপাল! ভগবত্যাঃ প্রযত্নতঃ॥ ৯॥

ভূতশুদ্ধিং বিধায় চেতি। ভুবং জলে জলং বহ্নৌ বহ্নিং বায়ৌ নভস্যমুং বিলাপ্য খমহঙ্কারে মহত্তত্ত্বেঽপ্যহঙ্কৃতিম্। মহান্তং প্রকৃতৌ মায়ামাত্মনি প্রবিলাপয়েদিত্যাদি শরীরোৎপত্তিপর্য্যন্তং বিধায়েত্যর্থঃ॥ ৫॥

প্রাণপ্রতিষ্ঠাং ত্বিতি। তু শব্দশ্চার্থস্তেন মাতৃকান্যাসান্তং কর্ম্ম কৃত্বেত্যর্থঃ। মন্ত্রতঃ জপ্যমানমন্ত্রস্যাস্ত্রমন্ত্রেণেত্যর্থঃ। কেবলং ফড়িতিমন্ত্রেণ বা। কালজ্ঞানং অদ্যেত্যাদিসঙ্কল্পবিধিস্তং কৃত্বা। ন্যাসং মাতৃকান্যাসাদিনিজমন্ত্রন্যাসান্তং কৃত্বা নিজদেহে ধর্ম্মাদিভিঃ পীঠং কল্পয়িত্বা তত্রান্তরপূজাং কৃত্বা বাহ্যপূজামারভেদিত্যানুক্রমপার্থাদ্‌বোধ্যম্॥ ৬॥

বাহ্যপূজায়াং যন্ত্রমাহ শুভে ইতি। চকারেণাষ্টগন্ধেন বা। অষ্টকোণমষ্টপত্রং চকারাদ্ভূপুরমপি বিলিখেদিত্যর্থঃ॥ ৭॥

নবাক্ষরমন্ত্রস্যেতি দেব্যগ্রপত্রমারভ্যাষ্টপত্রেষষ্টাবক্ষরাণি লিখিত্বা নবমমক্ষরং মধ্যে কর্ণিকায়াং দেব্যগ্রে লিখেদিত্যর্থঃ। কৃত্বেতি প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রেণেত্যর্থঃ। বেদোক্তাং বেদমন্ত্রেণ বেত্যর্থঃ। তত্র মধ্যে আধারশক্ত্যাদিপীঠমন্ত্রান্তং সংপূজ্য দেবীমাবাহ্য তাং মূলমন্ত্রেণাসনাদ্যুপচারৈঃ পূজয়িত্বা ষট্‌কোণেষু ষড়ঙ্গানি মন্ত্রস্য পূজয়েৎ। তত্র ক্রমস্তু শারদায়ামুক্তঃ। অগ্নিনৈঋত্যবায়ব্যমধ্যে দিক্ষঙ্গপূজনমিতি অষ্টস্বক্ষরেষু শৈলপুত্র্যাদ্যা নবদুর্গাঃ পূজয়েৎ। ভূপুরেষিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ পূজয়েদিতি যন্ত্রপূজাপ্রকারঃ॥ ৮॥

তাহার পর স্বশক্তি অনুসারে পূজা-দ্রব্য সংগ্রহ পূর্ব্বক যথাযোগ্য স্থানে সংস্থাপন করিয়া প্রাণায়াম করত ভূতশুদ্ধি হইতে মাতৃকান্যাস পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিবে॥ ৫॥ অনন্তর, মাস তিথি ইত্যাদির উল্লেখ পূর্ব্বক সংকল্প করিয়া যথাবিধি মাতৃকা ন্যাসাদি মন্ত্র ন্যাস পর্য্যন্ত করিবে; পরে নিজ দেহে পীঠ কল্পনা করিয়া অন্তর্যাগ করিয়া বাহ্য পূজা করিবে; তাহার পর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করত পূজার সামগ্রী সকল অস্ত্র মন্ত্র দ্বারা অথবা ফট্‌কার দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া বিধি অনুসারে উৎসর্গ করিবে॥ ৬॥ পরে তাম্রময় শুভ পাত্রে শ্বেতচন্দন অথবা অষ্টবিধ গন্ধ দ্বারা ষট্‌কোণ যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া তাহার বাহিরে অষ্টপত্র এবং ভূপুর যন্ত্রও লিখিত করিবে॥ ৭॥ তাহার প্রত্যেক দলে নবাক্ষর মন্ত্রের এক একটী বীজ অক্ষর লিখিয়া নবম অক্ষরটি কর্ণিকামধ্যে লিখিবে। তাহার পর প্রাণপ্রতিষ্ঠার মন্ত্রদ্বারা অথবা বেদমন্ত্র দ্বারা যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া কর্ণিকা-মধ্যে আধারশক্তি হইতে পীঠমন্ত্র পর্য্যন্ত পূজা করিবে। তাহার পর দেবীকে আবাহন করিয়া মূল মন্ত্র দ্বারা আসনাদি

কৃত্বা বা বিধিবৎ পূজামাগমোক্তাং সমাহিতঃ।
জপেন্নবাক্ষরং মন্ত্রং সততং ধ্যানপূর্ব্বকম্ ॥ ১০ ॥
হোমং দশাংশতঃ কুর্য্যাদ্দশাংশেন চ তর্পণম্।
ভোজনং ব্রাহ্মণানাঞ্চ তদ্দশাংশেন কারয়েৎ ॥ ১১ ॥
চরিত্রত্রয়পাঠঞ্চ নিত্যং কুর্য্যাদ্বিসর্জ্জয়েৎ।
নবরাত্রব্রতঞ্চৈব বিধেয়ং বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ১২ ॥
আশ্বিনে চ তথা চৈত্রে শুক্লে পক্ষে নরাধিপ!।
নবরাত্রোপবাসো বৈ কর্ত্তব্যঃ শুভমিচ্ছতা ॥ ১৩ ॥

যন্ত্রাভাবে প্রতিমাং বা ভগবত্যা ধাতুনির্ম্মিতাং কুর্য্যাদিত্যাহ অর্চ্চাং বেতি। প্রতিমাং বেত্যর্থঃ। ধাতবীং সুবর্ণাদিধাতুনির্ম্মিতাং শিবোদিতৈঃ যামলাদিতন্ত্রোক্তৈঃ। তে চ মন্ত্রাঃ প্রপঞ্চসারবিবরণে স্পষ্টাঃ। মূলমন্ত্রেণ বা পূজা কর্ত্তব্যা। পূজামুপসংহরতি পূজনমিতি ॥ ৯ ॥
কৃত্বা বেতি। বা শব্দেন বৈদিকমন্ত্রৈর্বা পূজাং কৃত্বেত্যর্থঃ। জপেদিতি পূজনান্তরং ঋষ্যাদিন্যাসপূর্ব্বকং ধ্যাত্বা জপেদিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥
তত্র জপো দ্বিবিধঃ। নিত্যঃ পৌরশ্চরণিকশ্চেতি। তত্র নিত্যজপে নিত্যহোমবিধিস্তন্ত্রান্তরোক্ত উপসংহর্ত্তব্যঃ। নৈমিত্তিকে তু পুরশ্চরণে দশাংশমিত্যাহ হোমদশাংশত ইতি। হোমদ্রব্যন্তু তত্তৎকল্পোক্তমেব ॥ ১১ ॥
ইত্থং জপং সমাপ্য দেব্যগ্রে চরিত্রত্রয়পাঠং কুর্য্যাদিত্যাহ চরিত্রত্রয়মিতি। পাঠে চরিত্রত্রয়স্ত যদ্যপি দেবীভাগবতেঽস্মিন্ স্কন্ধে চরিত্রদ্বয়ং প্রথমস্কন্ধে প্রথমচরিত্রমস্তি তথা বামনপুরাণেঽপ্যস্তি তথাপি মার্কণ্ডেয়পুরাণোক্তমেব সংক্ষিপ্তত্বাৎ গ্রাহ্যম্। স চ পাঠো নিত্যঃ। ততঃ পাঠানন্তরং দেবীং বিসর্জ্জয়েদিত্যর্থঃ। অথাবশ্যং কর্ত্তব্যং নিত্যং নবরাত্রব্রতমাহ নবরাত্রব্রতঞ্চৈবেতি ॥ ১২ ॥
তৎকালমাহ আশ্বিনে ইতি ॥ ১৩ ॥

যথাযোগ্য উপচারে অর্চ্চনা করিয়া ষট্‌কোণে ষড়ঙ্গ পূজা এবং ভূপুরে ইন্দ্রাদি ও বজ্রাদির পূজা করত যন্ত্রপূজা সমাপন করিবে ॥ ৮ ॥ মহারাজ! পূর্ব্বোক্ত যন্ত্রের অভাবে ভগবতীর ধাতুময়ী মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া শিবোক্ত তন্ত্র বিহিত পূজা মন্ত্র দ্বারা যন্ত্র সহকারে তাঁহার পূজা করিবে ॥ ৯ ॥ অথবা বৈদিক মন্ত্র দ্বারা সমাহিত চিত্তে তাঁহার যথাবিধি পূজা করিয়া তদনন্তর ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া নবাক্ষর মন্ত্র জপ করিবে ॥ ১০ ॥ জপ দুই প্রকার নিত্য ও পৌরশ্চরণিক; নিত্য জপের নিত্য হোম হইয়া থাকে, আর নৈমিত্তিক পুরশ্চরণ জপের দশাংশ হোম, হোমের দশাংশ অভিষেক, অভিষেকের দশাংশ তর্পণ ও তর্পণের দশাংশ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হয় ॥ ১১ ॥ মহারাজ! এইরূপে জপ সমাপন পূর্ব্বক নিত্যই দেবীর চরিত্রত্রয় মূলক চণ্ডীপাঠ করিয়া তদনন্তর দেবীকে বিসর্জ্জন করিবে। নরনাথ! মানবগণের শাস্ত্রবিধি অনুসারে নবরাত্র ব্রত করা অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ১২ ॥ যাহারা মঙ্গল কামনা করেন তাঁহাদের আশ্বিন এবং চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষে নবরাত্র ব্রতের উপবাস

হোমঃ সুবিপুলঃ কার্য্যো জপ্যমন্ত্রৈঃ সুপায়সৈঃ।
শর্করাঘৃতমিশ্রৈশ্চ মধুযুক্তৈঃ সুসংস্কৃতৈঃ ॥ ১৪ ॥
ছাগমাংসেন বা কার্য্যো বিল্বপত্রৈস্তথা শুভৈঃ।
হয়ারিকুসুমৈ রক্তৈস্তিলৈর্ব্বা শর্করাযুতৈঃ ॥ ১৫ ॥
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং নবম্যাঞ্চ বিশেষতঃ।
কর্ত্তব্যং পূজনং দেব্যা ব্রাহ্মণানাঞ্চ ভোজনম্ ॥ ১৬ ॥
নির্ধনো ধনমাপ্নোতি রোগী রোগাৎ প্রমুচ্যতে।
অপুত্রো লভতে পুত্রাঞ্ছুভাংশ্চ বশবর্ত্তিনঃ ॥ ১৭ ॥
রাজ্যভ্রষ্টো নৃপো রাজ্যং প্রাপ্নোতি সার্ব্বভৌমিকম্।
শত্রুভিঃ পীড়িতো হন্তি রিপূনার্য্যাপ্রসাদতঃ ॥ ১৮ ॥
বিদ্যার্থী পূজনং যস্তু করোতি নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
অনবদ্যাং শুভাং বিদ্যাং বিন্দতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৯ ॥
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা ভক্তিসংযুতঃ।
পূজয়েজ্জগতাং ধাত্রীং স সর্ব্বসুখভাগ্‌ভবেৎ ॥ ২০ ॥

জপ্যমন্ত্রৈর্যস্ত মন্ত্রস্ত জপঃ ক্রিয়তে তন্মন্ত্রৈঃ। অনেকমন্ত্রাপেক্ষয়া বহুবচনম্। সুসংস্কৃতৈরিত্যন্তমেকমেব পায়সং দ্রব্যম্। আহুতিবাহুল্যাপেক্ষয়া বহুবচনম্ ॥ ১৪ ॥

ছাগমাংসেন বেতি। ইদং ক্ষত্রিয়পরম্। কালিকাপুরাণাদিষু বৈদিকস্ত ব্রাহ্মণস্ত তত্রাধিকারানুক্তত্বাৎ ॥ ১৫ ॥

অষ্টম্যাদিতিথিষু তু বিশেষপূজাপি নিয়মেন কর্ত্তব্যেত্যাহ অষ্টম্যামিতি ॥ ১৬—২২ ॥

করা নিতান্ত বিধেয় ॥ ১৩ ॥ যে মন্ত্র জপ করিবে সেই মন্ত্র দ্বারা সুসংস্কৃত পায়সে ঘৃত, মধু ও শর্করা মিশ্রিত করিয়া বহুসংখ্য হোম করা কর্ত্তব্য ॥ ১৪ ॥ অথবা ছাগ মাংস কিংবা পবিত্র বিল্বপত্র, রক্ত করবীর পুষ্প অথবা শর্করা মিশ্রিত তিল দ্বারা হোম করিবে ॥ ১৫ ॥ প্রতি তিথিতেই পূজার-বিধি ব্যবস্থা থাকিলেও অষ্টমী, নবমী, ও চতুর্দ্দশীতে দেবীর পূজা করিয়া বিপ্রগণকে ভোজন করান কর্ত্তব্য ॥১৬॥ নরনাথ! এইরূপে মহাদেবীর পূজা করিলে নির্ধন মানব ধন লাভ করে, রোগী রোগ হইতে মুক্ত হয় এবং অপুত্র ব্যক্তি বশবর্ত্তী ও গুণবান্ পুত্র সকল লাভ করিয়া থাকে ॥ ১৭ ॥ রাজা রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া দেবীর পূজা করিলে সার্ব্বভৌম রাজ্য প্রাপ্ত হয় এবং পূর্ব্বে যে সকল শত্রুর নিকট পরাভূত হইয়াছিল, মহামায়ার প্রসাদে তাহাদিগকেও সংহার করিতে পারে ॥ ১৮ ॥ বিদ্যাভিলাষী ব্যক্তিগণ যদি ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া তাঁহার পূজা করে, তবে অনবিদ্যা মঙ্গলপ্রদা বিদ্যা লাভ করিতে পারে তাহাতে সংশয় নাই ॥ ১৯ ॥ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র, যে কেহই হউক ভক্তিপরায়ণ হইয়া

নবরাত্রব্রতং কুর্য্যান্নরনারীগণশ্চ যঃ।
বাঞ্ছিতং ফলমাপ্নোতি সর্ব্বদা ভক্তিতৎপরঃ ॥ ২১ ॥
আশ্বিনে শুক্লপক্ষে তু নবরাত্রব্রতং শুভম্।
করোতি ভাবসংযুক্তঃ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ২২ ॥
বিধিবন্মণ্ডলং কৃত্বা পূজাস্থানং প্রকল্পয়েৎ।
কলশং স্থাপয়েত্তত্র বেদমন্ত্রবিধানতঃ ॥ ২৩ ॥
যন্ত্রং সুরুচিরং কৃত্বা স্থাপয়েৎ কলশোপরি।
বাপয়িত্বা যবাংশ্চারূন্ পার্শ্বতঃ পরিবর্ত্তিতান্ ॥ ২৪ ॥
কৃত্বোপরি বিতানঞ্চ পুষ্পমালাসমাবৃতম্।
ধূপদীপসুসংযুক্তং কর্ত্তব্যং চণ্ডিকাগৃহম্ ॥ ২৫ ॥
ত্রিকালং তত্র কর্ত্তব্যা পূজা শক্ত্যনুসারতঃ।
বিত্তশাঠ্যং ন কর্ত্তব্যং চণ্ডিকায়াশ্চ পূজনে ॥ ২৬ ॥
ধূপৈর্দীপৈঃ সুনৈবেদ্যৈঃ ফলপুষ্পৈরনেকশঃ।
গীতবাদ্যৈঃ স্তোত্রপাঠৈর্বেদপারায়ণৈস্তথা ॥ ২৭ ॥

নবরাত্রবিধিমাহ বিধিবদিতি। মণ্ডলং ক্ষেত্রমৃত্তিকয়া চতুরস্রমিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥
যন্ত্রং পূর্ব্বোক্তং পার্শ্বতঃ কলশস্য সমন্ততো মূলমন্ত্রেণ যবান্ বিকিরেদিত্যর্থঃ ॥ ২৪—২৭ ॥

জগদ্ধাত্রীর অর্চ্চনা করিলে সমস্ত সুখের অধিকারী হইতে পারে ॥ ২০ ॥ নিয়ত ভক্তিতৎপর হইয়া নর বা নারীগণের মধ্যে যে কেহ নবরাত্র ব্রত করেন, তিনি আপনার অভিলষিত লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২১ ॥ যিনি আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে তদ্গত চিত্ত হইয়া পবিত্র নবরাত্র ব্রত করেন, তিনি সমস্ত কাম্য বস্তু প্রাপ্ত হয়েন ॥ ২২ ॥ মহারাজ! এক্ষণে নবরাত্র ব্রতের বিধি কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। যথাবিধি অনুসারে চতুরস্র মণ্ডল প্রস্তুত করিয়া পূজা স্থান রচনা করিবে তৎপরে বেদের মন্ত্র ও বিধানমতে তাহার উপর কলশ স্থাপন করিবে ॥ ২৩ ॥ পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে সুন্দর যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া তদুপরি কলশ রাখিবে এবং কলশের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া সুচারু যব সকল বিকীর্ণ করিবে ॥ ২৪ ॥ পূজা স্থানের উপরিভাগ চন্দ্রাতপ এবং পুষ্পমালা দ্বারা সুশোভিত করিয়া চণ্ডিকার গৃহমধ্যে ধূপ ও দীপ প্রদান করিবে ॥ ২৫ ॥ মহারাজ! নিজ শক্তি অনুসারে সেই পূজাগৃহে ভগবতী দেবীর প্রাতঃকালে মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যাকালে পূজা করা বিধেয়, ফলত কোনও রূপে বিত্তের শঠতা বা কৃপণতা করা কর্ত্তব্য নহে ॥ ২৬ ॥ তথায় ধূপ, দীপ, মনোহর নৈবেদ্য, পুষ্প এবং নানাবিধ ফল উপহার দিয়া তাঁহার পূজা সম্পাদন করিবে; বিশেষত স্তোত্র পাঠ, বেদপারায়ণ, গীতবাদ্য এবং নানাবিধ বাদিত্র দ্বারা উৎসব করা বিধেয়। অধিকন্তু চন্দন,

উৎসবস্তত্র কর্ত্তব্যো নানাবাদিত্রসংযুতৈঃ।
কন্যকানাং পূজনঞ্চ বিধেয়ং বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ২৮ ॥
চন্দনৈর্ভূষণৈর্বস্ত্রৈর্ভক্ষ্যৈশ্চ বিবিধৈস্তথা।
সুগন্ধতৈলমাল্যৈশ্চ মনসো রুচিকারকৈঃ ॥ ২৯ ॥
এবং সম্পূজনং কৃত্বা হোমং মন্ত্রবিধানতঃ।
অষ্টম্যাং বা নবম্যাং বা কারয়েদ্বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ৩০ ॥
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ পশ্চাৎ পারণং দশমীদিনে।
কর্ত্তব্যং শক্তিতো দানং দেয়ং ভক্তিপরৈর্নৃপৈঃ ॥ ৩১ ॥
এবং যঃ কুরুতে ভক্ত্যা নবরাত্রব্রতং নরঃ।
নারী বা সধবা ভক্ত্যা বিধবা বা পতিব্রতা ॥ ৩২ ॥
ইহ লোকে সুখং ভোগান্ প্রাপ্নোতি মনসেপ্সিতান্।
দেহান্তে পরমং স্থানং প্রাপ্নোতি ব্রততৎপরঃ ॥ ৩৩ ॥
জন্মান্তরেঽম্বিকাভক্তির্ভবত্যব্যভিচারিণী।
জন্মোত্তমকুলে প্রাপ্য সদাচারো ভবেদ্ধি সঃ ॥ ৩৪ ॥
নবরাত্রব্রতং প্রোক্তং ব্রতানামুত্তমং ব্রতম্।
আরাধনং শিবায়াস্তু সর্ব্বসৌখ্যকরং পরম্ ॥ ৩৫ ॥

কন্যকাবিধিস্তন্মন্ত্রাশ্চ তৃতীয়স্কন্ধে উক্তাঃ ॥ ২৮—২৯ ॥
হোমং পূর্ব্বোক্তদ্রব্যৈঃ ॥ ৩০—৩২ ॥

ভূষণ, বস্ত্র, নানাবিধ খাদ্য, সুগন্ধি তৈল এবং মনোহর মাল্য দ্বারা যথাবিধি কুমারীদিগের পূজা করা বিধেয় ॥ ২৭—২৯ ॥ এইরূপে তাঁহার পূজা কার্য্য সম্পাদন করিয়া অষ্টমী বা নবমী তিথিতে পূর্ব্বোক্ত হোমদ্রব্য দ্বারা মন্ত্র বিধানমতে হোম করাইবে ॥ ৩০ ॥ অবশেষে বিধি পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া দশমীর দিনে স্বয়ং পারণ করিবে পরে ভক্তিপর হইয়া স্বশক্তি অনুসারে দ্বিজগণকে বিবিধ বস্তু দান করিবে ॥ ৩১ ॥

মহারাজ! এইরূপে ভক্তিসহকারে যে কোন পুরুষ অথবা যে কোন পতিব্রতা সধবা বা বিধবা নারী উক্ত বিধি অনুসারে নবরাত্র ব্রত অনুষ্ঠান করে তাহারা ইহলোকে মনের অভিলষিত ভোগ্যবস্তু সকল ভোগ করিয়া অসীম সুখ লাভ করিয়া থাকে এবং দেহের অবসান হইলে পরম স্থান প্রাপ্ত হয় ॥ ৩২—৩৩ ॥ আর যদি কোনও কারণ বশত জন্মগ্রহণ করিতে হয় তাহা হইলে জন্মান্তরে সেই নর উত্তম কুলে জন্মলাভ করিয়া সদাচার সম্পন্ন হয়েন এবং অম্বিকার প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥ মহারাজ! আমি আপনাকে এই নবরাত্র ব্রতের বিধি বলিলাম, ইহা সকল ব্রত অপেক্ষা উত্তম; ইহাতে

অনেন বিধিনা রাজন্! সমারাধয় চণ্ডিকাম্।
জিত্বা রিপূনস্খলিতং রাজ্যং প্রাপ্স্যস্যনুত্তমম্ ॥ ৩৬ ॥
সুখঞ্চ পরমং ভূপ! দেহেঽস্মিন্ স্বগৃহে পুনঃ।
পুত্রদারান্ সমাসাদ্য লপ্স্যসে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৭ ॥
বৈশ্যোত্তম! ত্বমেবাদ্য সমারাধয় কামদাম্।
দেবীং বিশ্বেশ্বরীং মায়াং সৃষ্টিসংহারকারিণীম্ ॥ ৩৮ ॥
স্বজনানাঞ্চ মান্যস্ত্বং ভবিষ্যসি গৃহে গতঃ।
সুখং সাংসারিকং প্রাপ্য যথাভিলষিতং পুনঃ ॥ ৩৯ ॥
দেবীলোকে শুভে বাসো ভবিতা তে ন সংশয়ঃ।
নারাধিতা ভগবতী যৈস্তে নরকভাগিনঃ ॥ ৪০ ॥
ইহ লোকেঽতিদুঃখার্ত্তা নানারোগৈঃ প্রপীড়িতাঃ।
ভবন্তি মানবা রাজন্! শত্রুভিশ্চ পরাজিতাঃ ॥ ৪১ ॥
নিষ্কলত্রা হ্যপুত্রাশ্চ তৃষ্ণার্ত্তাঃ স্তব্ধবুদ্ধয়ঃ।
বিল্বীদলৈঃ করবীরৈঃ শতপত্রৈশ্চ চম্পকৈঃ ॥ ৪২ ॥

পরমং স্থানং মণিদ্বীপং দেবীলোকম্ ॥ ৩৩—৩৯ ॥

মহামায়া শিবার আরাধনা বশত পরম সুখ লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥ রাজন্! আপনি এই বিধি অনুসারে চণ্ডিকার সর্ব্বতোভাবে আরাধনা করুন, তাহা হইলে তাঁহার প্রসাদে সমস্ত শত্রুবর্গ পরাজয় করিয়া অস্খলিত অত্যুত্তম রাজ্যপ্রাপ্ত হইবেন এবং স্বীয় আলয়ে পুত্র ও দারার সহিত মিলিত হইয়া এই দেহেই পুনরায় পরম সুখ লাভ করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই ॥ ৩৭ ॥

বৈশ্যবর! যিনি ইচ্ছা মাত্রে সৃষ্টি ও সংহার করিতেছেন, যাঁহার অর্চ্চনা করিলে সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ হয়, তুমিও সেই বিশ্বেশ্বরী মহামায়ার আরাধনা কর ॥ ৩৮ ॥ তাহা হইলে তুমি গৃহে গমন করিয়া অভিলষিত সাংসারিক সুখ সকল প্রাপ্ত হইয়া আত্মীয় স্বজনদিগের মান্য হইবে এবং অবশেষে মৃত্যুর পর পবিত্র দেবীলোকে বাস স্থান প্রাপ্ত হইবে সংশয় নাই। কারণ, যাহারা ভগবতীর আরাধনা করে না, তাহারাই নরকে গমন করে, অধিকন্তু ইহ-লোকে নানাবিধ রোগে বারংবার পীড়িত হইয়া নিরন্তর ক্লেশ ভোগ করিতে থাকে। দেবী-পূজায় বিরত মানবেরাই শত্রু সন্নিধানে পরাভূত; স্ত্রী পুত্র বিহীন; জড়বুদ্ধি এবং তৃষ্ণায় কাতর হইয়া ক্লেশ ভোগ করে। আর যাহারা বিল্বদল, করবীর, শতপত্র ও চম্পককুসুম দ্বারা জগদ্ধাত্রীর অর্চ্চনা করে, সেই পুণ্যবান্ দেবীভক্তিপরায়ণ মানবেরাই সাতিশয় বিলাসী

অর্চ্চিতা জগতাং ধাত্রী যৈস্তেঽতীববিলাসিনঃ।
ভবন্তি কৃতপুণ্যাস্তে শক্তিভক্তিপরায়ণাঃ ॥ ৪৩ ॥
ধনবিভবসুখাঢ্যা মানবা মানবন্তঃ
সকলগুণগণানাং ভাজনং ভারতীশাঃ।
নিগমপঠিতমন্ত্রৈঃ পূজিতা যৈর্ভবানী
নৃপতিতিলকমুখ্যাস্তে ভবন্তীহ লোকে ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে পূজাবিধিবর্ণনং নাম চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

দেবীলোকে মণিদ্বীপে ॥ ৪০—৪৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

হইয়া থাকে ॥ ৩৯—৪৩ ॥ মহারাজ! অধিক আর কি বলিব, যাঁহারা নিগম শাস্ত্রের অনুমোদিত মন্ত্র দ্বারা ভবানীর পূজা করিয়াছে, সেই সকল মানবেরাই ইহলোকে ধন ও বিভব সুখে পরিপূর্ণ হইয়া সংসারে সম্মান ভাজন হয়েন, ফলত তাঁহারা সমস্ত গুণগ্রামের একমাত্র আশ্রয় হইয়া ইহলোকে নৃপবরগণের অগ্রগণ্য হইয়া থাকেন ॥ ৪৪ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে ভগবতীর পূজাবিধি বর্ণন নামক চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা দুঃখিতৌ বৈশ্যপার্থিবৌ।
প্রণিপত্য মুনিং প্রীত্যা প্রশ্রয়াবনতৌ ভৃশম্ ॥ ১ ॥
হর্ষেণোৎফুল্লনয়নাবূচতুর্বাক্যকোবিদৌ।
কৃতাঞ্জলিপুটৌ শান্তৌ ভক্তিপ্রবণচেতসৌ ॥ ২ ॥
ভগবন্! পাবিতাবদ্য শান্তৌ দীনৌ শুচান্বিতৌ।
তব সূক্তসরস্বত্যা গঙ্গয়েব ভগীরথঃ ॥ ৩ ॥
সাধবঃ সম্ভবন্তীহ পরোপকৃতিতৎপরাঃ।
অকৃত্রিমগুণারামাঃ সুখদাঃ সর্ব্বদেহিনাম্ ॥ ৪ ॥
পূর্ব্বপুণ্যপ্রসঙ্গেন প্রাপ্তোঽয়মাশ্রমঃ শুভঃ।
তবাবাভ্যাং মহাভাগ! মহাদুঃখবিনাশকঃ ॥ ৫ ॥

অর্দ্ধাধিকৈকচতুঃপঞ্চাশৎপদ্যৈরথ ভূপতিঃ।
বৈশ্যশ্চ দেব্যাঃ প্রত্যক্ষং দর্শনং প্রাপতুর্ভৃশম্॥

দেবীপূজাবিধিং রাজা বৈশ্যশ্চ শ্রুত্বা মন্ত্রোপদেশার্থমুভৌ প্রার্থয়েতে ইত্যাহ ইতি তস্যেতি ॥ ১—৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! রাজা সুরথ এবং বৈশ্যবর সমাধি সাতিশয় মনোদুঃখে কাল অতিবাহিত করিতেছিলেন, কিন্তু এক্ষণে মুনির ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া যার পর নাই প্রীত হইলেন এবং অত্যন্ত বিনয়সহকারে মস্তক অবনত করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন ॥১॥ তৎকালে তাঁহাদের অন্তঃকরণ ভক্তিরসে অভিষিক্ত এবং নয়নযুগল হর্ষভরে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল; তখন বাক্যবিশারদ শান্তস্বভাব বৈশ্য এবং রাজা উভয়েই কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥ ভগবন্! আমরা দীন ও শোকান্বিত হইয়া প্রশান্তভাবে আপনার আশ্রমে ছিলাম কিন্তু ভগীরথ যেমন গঙ্গা দ্বারা দেশ পবিত্র করিয়াছিলেন, সেইরূপ আজ আপনিও আমাদিগকে পরম-পাবন বাক্যাবলি দ্বারা পবিত্র করিলেন ॥ ৩ ॥ অকৃত্রিম গুণগ্রামে বিভূষিত সাধু সকল পরের উপকারে নিরত হইয়া সমস্ত দেহিগণের যাহাতে সুখ সম্পাদন হয়, তাহাই করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥ মহাভাগ! আমরা নিশ্চয়ই পূর্ব্বজন্মকৃত পুণ্যবশত আপনার এই পবিত্র আশ্রম প্রাপ্ত হইয়াছিলাম এবং সেই জন্যই আজ

ভবন্তি মানবা ভূমৌ বহবঃ স্বার্থতৎপরাঃ।
পরার্থসাধনে দক্ষাঃ কেচিৎ কাপি ভবাদৃশাঃ ॥ ৬ ॥
দুঃখিতোঽহং মুনিশ্রেষ্ঠ! বৈশ্যোঽয়ং চাতিদুঃখিতঃ।
উভৌ সংসারসন্তপ্তৌ তবাশ্রমপদে মুদা ॥ ৭ ॥
দর্শনাদেব হে বিদ্বন্! গতং দুঃখমিহাবয়োঃ।
দেহজং মানসং বাক্যশ্রবণাদেব সাম্প্রতম্ ॥ ৮ ॥
ধন্যাবাবাং কৃতকৃত্যৌ জাতৌ সূক্তিসুধারসাৎ।
পাবিতৌ ভবতা ব্রহ্মন্! কৃপয়া করুণার্ণব! ॥ ৯ ॥
গৃহাণাস্মৎকরৌ সাধো! নয় পারং ভবার্ণবে।
মগ্নৌ শ্রান্তাবিতি জ্ঞাত্বা মন্ত্রদানেন সাম্প্রতম্ ॥ ১০ ॥
তপঃ কৃত্বাতিবিপুলং সমারাধ্য সুখপ্রদাম্।
সম্প্রাপ্য দর্শনং ভূয়ো যাস্যাবো নিজমন্দিরম্ ॥ ১১ ॥
বদনাত্তব সংপ্রাপ্য দেবীমন্ত্রং নবাক্ষরম্।
স্মরণঞ্চ করিষ্যাবো নিরাহারৌ ধৃতব্রতৌ ॥ ১২ ॥

ভবার্ণবে মগ্নাবিত্যর্থঃ। মন্ত্রদানেন পারং নয়েত্যন্বয়ঃ ॥ ১০ ॥

আমাদিগের নিরতিশয় ক্লেশের অবসান হইল ॥ ৫ ॥ এই ভূমণ্ডলে স্বার্থসাধনে তৎপর বহুতর মানবই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, কিন্তু পরের হিতসাধন করিতে সমর্থ এরূপ ভবাদৃশ ব্যক্তি কদাচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকেন ॥ ৬ ॥ মুনিবর! আমি ত দুঃখী, আবার আমা অপেক্ষাও এই বৈশ্য অধিকতর দুঃখী; আমরা উভয়েই সংসার সন্তাপে তাপিত হইয়া শান্তিলাভ জন্য প্রফুল্ল মানসে আপনার আশ্রমে আগমন করিয়াছি এবং এই স্থানে আসিয়া আপনার দর্শনলাভ মাত্রই আমাদিগের দৈহিক দুঃখ বিদূরিত হইয়াছিল, কিন্তু অধুনা আপনার মনোহর বাক্য শ্রবণে আমাদের মানসিক সমস্ত ক্লেশও অন্তর্হিত হইল ॥৭-৮॥ ব্রহ্মন্! আপনার সুধাসদৃশ বাক্যরসে অভিষিক্ত হইয়া আমরা ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হইলাম; হে করুণাসাগর! অধিক আর কি বলিব, আপনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে আজ পবিত্র করিলেন ॥৯॥ সাধো! আমরা ভবসাগরে নিমগ্ন হইয়া অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়াছি আপনি ইহা বিদিত হইয়া অধুনা মন্ত্রদান করত আমাদিগের কর ধারণ পূর্ব্বক সংসার সাগরের পরপারে লইয়া চলুন ॥ ১০ ॥ মুনিবর! অগ্রে আমরা অতীব বিপুল তপস্যা করিয়া সুখদাত্রী ভগবতীর আরাধনা করিব, পরে তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া তদনন্তর স্বীয় আলয়ে গমন করিব ॥ ১১ ॥ এক্ষণে আপনার বদনমণ্ডল হইতে দেবীর নবাক্ষর মন্ত্র লাভ করিয়া নবরাত্র ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক নিরাহার থাকিয়া উঁহার স্মরণ করিব ॥ ১২ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি সঙ্কোদিতস্তাভ্যাং সুমেধা মুনিসত্তমঃ।
দদৌ মন্ত্রং শুভং তাভ্যাং ধ্যানবীজপুরঃসরম্ ॥ ১৩ ॥
তৌ চ প্রাপ্য মুনের্মন্ত্রং সংমন্ত্র্য গুরুদৈবতৌ।
জগ্মতুর্বৈশ্যরাজানৌ নদীতীরমনুত্তমম্ ॥ ১৪ ॥
একান্তে বিজনে স্থানে কৃত্বাসনপরিগ্রহম্।
উপবিষ্টৌ স্থিরপ্রজ্ঞৌ তাবতীবকৃশোদরৌ ॥ ১৫ ॥
মন্ত্রজাপ্যরতৌ শান্তৌ চরিত্রত্রয়পাঠকৌ।
নিন্যতুর্মাসমেকন্তু তত্র ধ্যানপরায়ণৌ ॥ ১৬ ॥
তয়োর্মাসব্রতেনৈব জাতা প্রীতিরনুত্তমা।
পাদাম্বুজে ভবান্যাস্তু স্থিরা বুদ্ধিস্তথাপ্যলম্ ॥ ১৭ ॥
কদাচিৎ পাদয়োর্গত্বা মুনেস্তস্য মহাত্মনঃ।
কৃতপ্রণামাবাগত্য তস্থতুশ্চ কুশাসনে ॥ ১৮ ॥
নান্যকার্য্যপরৌ কাপি বভূবতুঃ কদাচন।
দেবীধ্যানপরৌ নিত্যং জপমন্ত্ররতৌ সদা ॥ ১৯ ॥

মন্ত্রং গৃহীত্বা কিং করিষ্যত ইতি চেত্তত্রাহ। তপঃ কৃত্বেতি সুখপ্রদাং ভগবতীং সমারাধ্যেত্যর্থঃ। ততো দর্শনং তস্যাঃ প্রাপ্য নিজমন্দিরং যাস্যাব ইত্যর্থঃ ॥ ১১—১৩ ॥

গুরুদৈবতৌ মন্ত্রস্য ঋষিচ্ছন্দো দৈবতং বীজশক্তয়শ্চার্থাৎ প্রাপ্যেত্যর্থঃ। অনন্তরং মুনিং সংমন্ত্র্য তদনুজ্ঞাং গৃহীত্বা জগ্মতুরিত্যন্বয়ঃ ॥ ১৪—১৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! বৈশ্য এবং রাজা এইরূপ প্রার্থনা করিলে পর মুনিসত্তম সুমেধা তাহাদিগকে ধ্যান ও বীজ সহিত সেই মঙ্গলদায়ক মন্ত্র প্রদান করিলেন ॥ ১৩ ॥ অনন্তর, সেই বৈশ্য ও রাজা মুনির নিকট মন্ত্রের ঋষি, ছন্দ, বীজ, শক্তি ও দেবতা প্রাপ্ত হইয়া তৎপরে গুরুকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক তাঁহার অনুজ্ঞা লইয়া পবিত্র নদীতীরে গমন করিলেন ॥১৪॥ অতিশয় কৃশোদর স্থিরবুদ্ধি বৈশ্য এবং রাজা তথায় একান্তে বিজন স্থানে আসন পরিগ্রহ করিয়া তাহাতে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ১৫ ॥ সেই শান্তচিত্ত বৈশ্য ও রাজা দেবীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া তাঁহার মন্ত্র জপ ও চরিত্র ত্রয় পাঠ করিতে করিতে সেই স্থানে এক মাস অতিবাহিত করিলেন ॥১৬॥ এই একমাস মাত্র ব্রত অনুষ্ঠানেই তাহাদের ভবানীর চরণকমলে অতিশয় অনুরাগ জন্মিল অধিকন্ত তাঁহাদের মতি অতিশয় সুস্থির হইল ॥ ১৭ ॥ তাহারা এই সময় অন্য কোন কার্য্যে রত হইতেন না, কেবল প্রতি দিন এক একবার মহাত্মা মুনিবরের পদপঙ্কজ সন্নিধানে গমন ও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক নিজ নিজ কুশাসনে

এবং জাতে তদা পূর্ণে তত্র সংবৎসরে নৃপ!।
বভূবতুঃ ফলাহারং ত্যক্ত্বা পর্ণাশনৌ নৃপ।॥ ২০ ॥
বর্ষমেকং তপস্তত্র চক্রতুর্বৈশ্যপার্থিবৌ।
শুষ্কপর্ণাশনৌ দান্তৌ জপধ্যানপরায়ণৌ ॥ ২১ ॥
পূর্ণে বর্ষদ্বয়ে জাতে কদাচিদ্দর্শনঞ্চ তৌ।
প্রাপতুঃ স্বপ্নমধ্যে তু ভগবত্যা মনোহরম্ ॥ ২২ ॥
রক্তাম্বরধরাং দেবীং চারুভূষণভূষিতাম্।
কদাচিন্নৃপতিঃ স্বপ্নেঽপ্যপশ্যজ্জগদম্বিকাম্ ॥ ২৩ ॥
বীক্ষ্য স্বপ্নে চ তৌ দেবীং প্রীতিযুক্তৌ বভূবতুঃ।
জলাহারৈস্তৃতীয়ে তু স্থিতৌ সংবৎসরে তু তৌ ॥ ২৪ ॥
এবং বর্ষত্রয়ং কৃত্বা ততস্তৌ বৈশ্যপার্থিবৌ।
চক্রতুস্তৌ তদা চিন্তাং চিত্তে দর্শনলালসৌ ॥ ২৫ ॥
প্রত্যক্ষদর্শনং দেব্যা ন প্রাপ্তং শান্তিদং নৃণাম্।
দেহত্যাগং করিষ্যাবো দুঃখিতৌ ভৃশমাতুরৌ ॥ ২৬ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা রাজা কুণ্ডং চকার হ।
ত্রিকোণং সুস্থিরং সৌম্যং হস্তমাত্রপ্রমাণতঃ ॥ ২৭ ॥

দিনমধ্যে গুরোর্দর্শনং প্রাহমিতি নিয়মাভাবমাত্রকাল এব জপধ্যানবিরামো নান্য কালে ইত্যভিপ্রায়েণাহ কদাচিদিতি ॥ ১৮—২৪ ॥

উপবিষ্ট হইতেন এবং দেবীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া সর্ব্বদা মন্ত্র জপ কার্য্যে নিরত থাকিতেন ॥ ১৮—১৯ ॥ রাজন্! এইরূপে সংবৎসর পূর্ণ হইলে তখন তাঁহারা ফলাহার পরিত্যাগ করিয়া পর্ণ ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২০ ॥ এবং এইরূপে তাহারা উভয়েই তপ ও ধ্যানে নিরত হইয়া শুষ্ক পর্ণ ভক্ষণ করত এক বৎসর কাল তথায় তপস্যা করিলেন ॥ ২১ ॥ মহারাজ! এই দুই বৎসর পরিপূর্ণ হইলে তাঁহারা কদাচিৎ স্বপ্নযোগে ভগবতীর মনোহর দর্শন লাভ করিলেন ॥২২॥ সেই নরপতি ও বৈশ্য কদাচিৎ মনোহর ভূষণে ভূষিতা রক্তবসনা অম্বিকাদেবীকে স্বপ্নযোগে অবলোকন করিয়া যার পর নাই প্রীতিলাভ করিলেন, অনন্তর তৃতীয় বৎসরে কেবল জলাহার দ্বারা তপস্যা করিতে লাগিলেন ॥ ২৩—২৪ ॥ এইরূপ তিন বৎসর তপশ্চর্য্যা করিয়াও যখন প্রত্যক্ষ দর্শন পাইলেন না, তখন বৈশ্য ও ভূপতি দেবীর দর্শন লালসায় মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, যাহাতে মানবগণের পরম শ্রেয়োলাভ হয়, আমরা তাঁহার সেই প্রত্যক্ষ দর্শন পাইলাম না, অতএব আমরা নিরতিশয় দুঃখে কাতর হইয়া প্রাণত্যাগ করিব ॥ ২৫—২৬ ॥ রাজা মনে মনে এইরূপ চিন্তা

সংস্থাপ্য পাবকং রাজা তথা বৈশ্যোঽতিভক্তিমান্।
জুহাবাসৌ নিজং মাংসং ছিত্ত্বা ছিত্ত্বা পুনঃ পুনঃ ॥ ২৮ ॥
তথা বৈশ্যোঽপি দীপ্তেঽগ্নৌ স্বমাংসং প্রাক্ষিপত্তদা।
রুধিরেণ বলিঞ্চাস্যৈ দদতুস্তৌ কৃতোদ্যমৌ ॥ ২৯ ॥
তদা ভগবতী দত্ত্বা প্রত্যক্ষং দর্শনং তয়োঃ।
প্রাহ প্রীতিভরোদ্‌ভ্রান্তৌ দৃষ্ট্বা তৌ দুঃখিতৌ ভৃশম্ ॥ ৩০ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

বরং বরয় ভো রাজন্! যস্তে মনসি বাঞ্ছিতম্।
তুষ্টাহং তপসা তেঽদ্য ভক্তোঽসি ত্বং মতো মম ॥ ৩১ ॥
বৈশ্যং প্রাহ তদা দেবী প্রসন্নাহং মহামতে!।
কিং তেঽভীষ্টং দদাম্যদ্য প্রার্থয়াশু মনোগতম্ ॥ ৩২ ॥

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং রাজা তামুবাচ মুদান্বিতঃ।
দেহি মেঽদ্য নিজং রাজ্যং হতশত্রুবলং বলাৎ ॥ ৩৩ ॥

দর্শনলালসৌ প্রত্যক্ষদর্শনলালসৌ ॥ ২৫—২৮ ॥

করিয়া একহস্ত পরিমাণ সুন্দর সুদৃঢ় একটি ত্রিকোণ কুণ্ড প্রস্তুত করিলেন ॥ ২৭ ॥ এবং তাহাতে বহ্নি সংস্থাপন করিয়া অতীব ভক্তিসহকারে নিজ গাত্র হইতে পুনঃ পুনঃ মাংস ছেদন করত হোম করিতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥ তখন বৈশ্যও সেইরূপে বহ্নি সংস্থাপন করিয়া প্রদীপ্ত হুতাশনে স্বীয় মাংস নিক্ষেপ করিতে লাগিল। মহারাজ! এইরূপে তাঁহারা উভয়েই উৎসাহিত হইয়া দেবীকে রুধিরের বলিপ্রদান করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥ তখন ভগবতী তাহাদিগকে অতীব দুঃখিত ও ভক্তিরসে উৎদ্‌ভ্রান্তচিত্ত অবলোকন করিয়া প্রত্যক্ষ দর্শন প্রদান পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

রাজন্! তুমি আমার পরম ভক্ত ও প্রিয়; আমি তোমার তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়াছি, অতএব তোমার মনে যাহা ইচ্ছা হয় তাহা প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে সেই বরই প্রদান করিতেছি ॥ ৩১ ॥ অনন্তর তিনি বৈশ্যকেও বলিলেন; মহামতে! আমি প্রসন্ন হইয়াছি, অতএব তোমার মনোগত কি তাহা অবিলম্বে প্রার্থনা কর, আমি তোমার অভীষ্ট বর এখনি প্রদান করিতেছি ॥ ৩২ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! রাজা সুরথ দেবীর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন; দেবি! বলপূর্ব্বক শত্রুবল নিহত করিয়া অদ্যই নিজ রাজ্য প্রাপ্ত হই,

তমুবাচ তদা দেবী গচ্ছ রাজন্নিজং গৃহম্।
শত্রবঃ ক্ষীণসত্ত্বাস্তে গমিষ্যন্তি পরাজিতাঃ ॥ ৩৪ ॥
মন্ত্রিণস্তে সমাগম্য তে পতিষ্যন্তি পাদয়োঃ।
কুরু রাজ্যং মহাভাগ! নগরে স্বং যথাসুখম্ ॥ ৩৫ ॥
কৃত্বা রাজ্যং সুবিপুলং বর্ষাণামযুতং নৃপ!।
দেহান্তে জন্ম সম্প্রাপ্য সূর্য্যাচ্চ ভবিতা মনুঃ ॥ ৩৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

বৈশ্যস্তামপ্যুবাচেদং কৃতাঞ্জলিপুটঃ শুচিঃ।
ন মে গৃহেণ কার্য্যং বৈ ন পুত্রেণ ধনেন বা ॥ ৩৭ ॥
সর্ব্বং বন্ধকরং মাতঃ! স্বপ্নবন্নশ্বরং স্ফুটম্।
জ্ঞানং মে দেহি বিশদং মোক্ষদং বন্ধনাশনম্ ॥ ৩৮ ॥
অসারেঽস্মিংশ্চ সংসারে মূঢ়া মজ্জন্তি পামরাঃ।
পণ্ডিতাঃ সন্তরন্তীহ তস্মান্নেচ্ছন্তি সংস্থিতিম্ ॥ ৩৯ ॥

ব্যাস উবাচ।

তদাকর্ণ্য মহামায়া বৈশ্যং প্রাহ পুরঃস্থিতম্।
বৈশ্যবর্য্য! তব জ্ঞানং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৪০ ॥

রুধিরেণেতি। অয়ং মাংসহোমো বলিদানং স্বগাত্ররুধিরেণ চেতি দ্বয়ং ব্রাহ্মণাতিরিক্ত-বিষয়মিতি কালিকাপুরাণাদিষু স্পষ্টম্ ॥ ২৯—৩৫ ॥

আমাকে এই বর প্রদান করুন ॥ ৩৩ ॥ তখন দেবী তাঁহাকে বলিলেন, রাজন্! তুমি স্বীয় আলয়ে গমন কর, তোমার শত্রু সকল ক্ষীণবল হইয়া অবশ্যই পরাজিত হইবে ॥৩৪॥ মহাভাগ! তোমার মন্ত্রিগণ সমাগত হইয়া ত্বদীয় চরণে নিপতিত হইয়া তোমার বশীভূত হইবে অতএব তুমি স্বীয় নগরে গমন করিয়া সুখে রাজ্য পালন কর ॥ ৩৫ ॥ রাজন্! এইরূপে তুমি অযুত বর্ষ কাল সুবিশাল রাজ্য শাসন করিয়া পরে দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সূর্য্য হইতে জন্মলাভ করিয়া সাবর্ণি নামক মনু হইবে ॥ ৩৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! সেই পবিত্রস্বভাব বৈশ্যও কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে বলিলেন, দেবি! গৃহ পুত্র বা ধনে আমার কোনও প্রয়োজন নাই ॥ ৩৭ ॥ জননি! গৃহ, ধন ও পুত্র এই সমস্ত সংসারের বন্ধন স্বরূপ এবং স্বপ্নের ন্যায় অতীব নশ্বর; অতএব যাহাতে সংসার বন্ধন ছিন্ন হইয়া মুক্তিলাভ হয়, তাদৃশ বিশদ জ্ঞান আমাকে প্রদান করুন ॥ ৩৮ ॥ জ্ঞানবিহীন মূঢ় পামরেরাই এই অসার সংসার সাগরে নিমগ্ন হয়, পণ্ডিতেরা কখনই সংসার ইচ্ছা করেন না, অতএব তাঁহারাই ইহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন ॥ ৩৯ ॥

ইতি দত্ত্বা বরং তাভ্যাং তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৪১ ॥
অদর্শনং গতায়াস্তু রাজা তং মুনিসত্তমম্ ।
প্রণম্য হয়মারুহ্য গমনায় মনো দধে ॥ ৪২ ॥
তদৈব তস্য সচিবাস্তত্রাগত্য নৃপং প্রজাঃ ।
প্রণেমুর্বিনয়োপেতাস্তমূচুঃ প্রাঞ্জলিস্থিতাঃ ॥ ৪৩ ॥
রাজংস্তে শত্রবঃ সর্ব্বে পাপাচ্চ নিহতা রণে ।
রাজ্যং নিষ্কণ্টকং ভূপ ! কুরুষ পুরমাস্থিতঃ ॥ ৪৪ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং রাজা নত্বা তং মুনিসত্তমম্ ।
আপৃচ্ছ্য নির্যয়ৌ তত্র মন্ত্রিভিঃ পরিবারিতঃ ॥ ৪৫ ॥
সংপ্রাপ্য চ নিজং রাজ্যং দারান্ স্বজনবান্ধবান্ ।
বুভুজে পৃথিবীং সর্ব্বাং ততঃ সাগরমেখলাম্ ॥ ৪৬ ॥
বৈশ্যোঽপি জ্ঞানমাসাদ্য মুক্তসঙ্গঃ সমন্ততঃ ।
কালাতিবাহনং তত্র মুক্তবন্ধশ্চকার হ ।
তীর্থেষু বিচরন্ গায়ন্ ভগবত্যা গুণানথ ॥ ৪৭ ॥

সূর্য্যাজ্জন্ম সম্প্রাপ্য সাবর্ণির্মনুর্ভবিতেত্যর্থঃ ॥ ৩৬—৪৩ ॥
নিহতা রণে ইতি। অস্মাভির্যুদ্ধং কৃত্বা তে রণে নিহতা ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪—৪৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহামায়া সম্মুখস্থিত বৈশ্যকে বলিলেন, বৈশ্যবর ! তোমার জ্ঞানলাভ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৪০ ॥ দেবী তাঁহাদিগকে এইরূপ বর দিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৪১ ॥ দেবী অন্তর্হিত হইলে পর রাজা সেই মুনিসত্তমকে প্রণাম করিয়া অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক গৃহে যাইবার মানস করিলেন ॥ ৪২ ॥ সেই সময়ে তাঁহার সচিববৃন্দ এবং প্রজাবর্গ সন্নিধানে আগমন করিয়া বিনীতভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিল এবং কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল ॥৪৩॥ রাজন্! আপনার শত্রুবর্গ অতিশয় পাপাচরণ করিয়াছিল এজন্য তাহারা সকলেই সমরে নিহত হইয়াছে, এক্ষণে আপনি নগরে অবস্থিতি করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য শাসন করুন ॥ ৪৪ ॥ রাজা মন্ত্রিবর্গের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণানন্তর সেই মুনিবরকে প্রণাম করিয়া অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক মন্ত্রিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া নিজ নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥৪৫॥ অবশেষে নিজ রাজ্য, দারা, আত্মীয় ও বান্ধবদিগকে প্রাপ্ত হইয়া সাগর দ্বারা পরিবৃত সমস্ত ভূমণ্ডল ভোগ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬ ॥ এদিকে বৈশ্যও জ্ঞানলাভ করিবামাত্র সর্ব্বতোভাবে আসঙ্গবিহীন হইয়া সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন। অনন্তর, সেই জীবন্মুক্ত বৈশ্যবর নিরন্তর তীর্থে তীর্থে বিচরণ ও দেবীর গুণ গান করিতে করিতে কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥

এতত্তে কথিতং দেব্যাশ্চরিতং পরমাদ্ভুতম্।
আরাধনফলপ্রাপ্তির্যথাবন্নৃপবৈশ্যয়োঃ ॥ ৪৮ ॥
দৈত্যানাং হননং প্রোক্তং প্রাদুর্ভাবস্তথা শুভঃ।
এবংপ্রভাবা সা দেবী ভক্তানামভয়প্রদা ॥ ৪৯ ॥
যঃ শৃণোতি নরো নিত্যমেতদাখ্যানমুত্তমম্।
স প্রাপ্নোতি নরঃ সত্যং সংসারসুখমদ্ভুতম্ ॥ ৫০ ॥
জ্ঞানদং মোক্ষদঞ্চৈব কীর্ত্তিদং সুখদং তথা।
পাবনং শ্রবণান্নূনমেতদাখ্যানমদ্ভুতম্ ॥ ৫১ ॥
অখিলার্থপ্রদং নৃণাং সর্ব্বধর্ম্মসমাবৃতম্।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং কারণং পরমং মতম্ ॥ ৫২ ॥

সূত উবাচ।

জনমেজয়েন রাজ্ঞাসৌ পৃষ্টঃ সত্যবতীসুতঃ।
উবাচ সংহিতাং দিব্যাং ব্যাসঃ সর্ব্বার্থতত্ত্ববিৎ ॥ ৫৩ ॥

আরাধনেতি। চরিত্রত্রয়েণারাধনেনেত্যর্থঃ ॥ ৪৮—৫২ ॥
সংহিতাং সংহিতৈকদেশং পঞ্চমস্কন্ধমিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥
স্কন্দেবাহ চরিতকণ্ডিকায়াম্বিতি ॥ ৫৪ ॥

শ্রীমচ্ছৈবকুলোৎপন্নো রঙ্গনাথাত্মজঃ সুধীঃ।
শ্রীলক্ষ্মীগর্ভসম্ভূতো নীলকণ্ঠোঽভিধানতঃ ॥

মহারাজ! আমি আপনার নিকট দেবীর এই পরম অদ্ভুত চরিত্র, ভূপতি ও বৈশ্যের দেবী আরাধনার ফলপ্রাপ্তি, দানবদিগের সংহার এবং তাঁহার কল্যাণজনক আবির্ভাবের সমস্তই বিবরণ যথাবৎ কীর্ত্তন করিলাম; রাজন্! আপনি সেই ভক্তগণের অভয়দায়িনী দেবীর প্রভাব এই প্রকার জানিবেন ॥৪৮—৪৯॥ যে মানব দেবী ভগবতীর এই পবিত্র উপাখ্যান নিয়ত শ্রবণ করে, সেই নরবর সংসারের অদ্ভুত পবিত্র সুখপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥৫০॥ এই অদ্ভুত আখ্যান শ্রবণ করিলে মানবগণ, জ্ঞান, মুক্তি, কীর্ত্তি, সুখ ও পবিত্রতা লাভ করিতে সমর্থ হয় সন্দেহ নাই ॥৫১॥ এই উপাখ্যানে সমস্ত ধর্ম্মের তত্ত্ব নিহিত থাকায় ইহা ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষের পরম কারণ; ফলত ইহা মানবদিগের অখিল অভীষ্টই প্রদান করিয়া থাকে ॥ ৫২ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! রাজা জনমেজয়, সত্যবতীতনয় ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলে সর্ব্বতত্ত্ববিদ্ সেই মহর্ষি এই দিব্য সংহিতা তাঁহার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন ॥ ৫৩ ॥ পরম কারুণিক ভগবান্ বেদব্যাস শুম্ভাদি দানবগণের বধসংঘটিত চণ্ডিকার চরিত্র এইরূপেই

চরিতং চণ্ডিকায়াস্তু শুম্ভদৈত্যবধাশ্রিতম্।
কথয়ামাস ভগবান্ কৃষ্ণঃ কারুণিকো মুনিঃ।
ইতি বঃ কথিতঃ সারঃ পুরাণানাং মুনীশ্বরাঃ ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে
সুরথসমাধিবরলাভকথনং নাম পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

ব্যোমাঙ্কাভ্রদ্বিসংখ্যাতৈঃ (২০৯০) শ্লোকৈর্ব্যাসেন ধীমতা। দেবীভাগবতস্যাস্য পঞ্চমস্কন্ধ ঈরিতঃ ॥

দেবীভাগবতস্যাস্য ব্যাখ্যানরহিতস্য চ।
তিলকাখ্যাং মহাব্যাখ্যাং সম্যগ্ যঃ কৃতবান্ হৃতাম্ ॥
পঞ্চমস্কন্ধ এতস্যাঃ সমাপ্তোঽভূচ্ছুভার্থদঃ।
প্রীয়তাং তেন মে দেবী ভুবনেশী মহেশ্বরী ॥

ইতি শ্রীশৈবকুলোৎপন্নরঙ্গনাথাত্মজশ্রীলক্ষ্মীগর্ভজনীলকণ্ঠকৃতে
দেবীভাগবতব্যাখ্যানে তিলকাভিধে পঞ্চমস্কন্ধে
পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

বর্ণন করিয়াছিলেন। মুনিবরগণ! আমিও আপনাদের নিকটে এই পুরাণের সারসংগ্রহ প্রকাশ করিলাম ॥ ৫৪ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-
ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে সুরথ ও সমাধির বরপ্রাপ্তি নামক
পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

সমাপ্তশ্চায়ং পঞ্চমস্কন্ধঃ ॥

ষষ্ঠঃ স্কন্ধঃ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ।

সূত সূত মহাভাগ ! মিষ্টং তে বচনামৃতম্।
ন তৃপ্তাঃ স্মো বয়ং পীত্বা দ্বৈপায়নকৃতং শুভম্ ॥ ১ ॥
পুনস্ত্বাং প্রষ্টুমিচ্ছামঃ কথাং পৌরাণিকীং শুভাম্।
বেদেঽপি কথিতাং রম্যাং প্রসিদ্ধাং পাপনাশিনীম্ ॥ ২ ॥
বৃত্রাসুর ইতি খ্যাতো বীর্য্যবাংস্ত্বষ্টুরাত্মজঃ।
স কথং নিহতঃ সংখ্যে বাসবেন মহাত্মনা ॥ ৩ ॥

দয়ান্দোলিতদীর্ঘাক্ষীং শৃঙ্গাররসবারিধিম্।
কুলীনাং কলয়ে কাঞ্চিৎ কামিনীং কামমঞ্জরীম্ ॥
ষষ্ঠিশ্লোকৈর্বৃত্রদৈত্যবধো দেব্যা কথং কৃতঃ।
ইত্যাশঙ্ক্য কথা তস্ত বিস্তরেণোপবর্ণ্যতে ॥

তত্র প্রথমতঃ স্বভক্তিপ্রদর্শনেন শ্রোতারো মুনয়ো বক্তারং সূতমুৎসাহয়ন্তি সূত সূতেতি। দ্বিরুক্তিরাদরার্থা। দ্বৈপায়নেতি। দ্বৈপায়নেন কৃতমুৎপাদিতং ত্বন্মুখান্নিঃসৃতমিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

বেদেঽপীতি। বহ্বৃচব্রাহ্মণেঽপীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

সংখ্যে যুদ্ধে ॥ ৩ ॥

নৈমিষারণ্যনিবাসী ঋষিগণ সূতকে সাদরে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাভাগ! তোমার মুখসুধাকর হইতে বিনিঃসৃত মহর্ষি দ্বৈপায়ন কথিত কল্যাণকর বচনামৃত আমাদের অত্যন্ত মিষ্ট বোধ হইতেছে, এজন্ত আমরা তাহা পান করিয়াও পর্য্যাপ্তরূপে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না ॥ ১ ॥ সূত! যাহা প্রসিদ্ধ, পাপনাশন ও মনোহর এবং বেদেও যাহা কথিত হইয়াছে, আমরা সেই শুভকর পুরাণ কথা পুনর্ব্বার তোমাকে জিজ্ঞাসা করিবার বাসনা করিতেছি ॥ ২ ॥ বৃত্রাসুর নামে বিখ্যাত অতিশয় বীর্য্যবান্ বিশ্বকর্ম্মার এক পুত্র ছিল; ইন্দ্র মহাত্মা হইলেও তাহাকে যুদ্ধে কিরূপে বিনাশ করিলেন ॥৩॥

ত্বষ্টা বৈ সুরপক্ষীয়স্তৎপুত্রো বলবত্তরঃ।
শক্রেণ ঘাতিতঃ কস্মাদ্ব্রহ্মযোনির্মহাবলঃ ॥ ৪ ॥
দেবাঃ সত্ত্বগুণোৎপন্না মানুষা রাজসাঃ স্মৃতাঃ।
তির্য্যঞ্চস্তামসাঃ প্রোক্তাঃ পুরাণাগমবাদিভিঃ ॥ ৫ ॥
বিরোধোঽত্র মহান্ ভাতি নূনং শতমখেন হ।
ছলেন বলবান্ বৃত্রঃ শক্রেণ বিনিপাতিতঃ ॥ ৬ ॥
বিষ্ণুঃ প্রেরয়িতা তত্র স তু সত্ত্বধরঃ পরঃ।
প্রবিষ্টঃ পবিমধ্যে স ছদ্মনা ভগবান্ প্রভুঃ ॥ ৭ ॥
সন্ধিং বিধায় স হ্যেবং মন্ত্রিতোঽসৌ মহাবলঃ।
হরিভ্যাং সত্যমুৎসৃজ্য জলফেনেন শাতিতঃ ॥ ৮ ॥
কৃতমিন্দ্রেণ হরিণা কিমেতৎ সূত! সাহসম্।
মহান্তোঽপি চ মোহেন বঞ্চিতাঃ পাপবুদ্ধয়ঃ ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মযোনির্ব্রাহ্মণঃ ॥ ৪ ॥

সাত্ত্বিকানাং দেবানামেতৎ ক্রূরং কর্ম্মানুচিতমিত্যাহ দেবা ইতি ॥ ৫ ॥

ইত্থং দেবানাং সাত্ত্বিকত্বে সতি ক্রূরকর্ম্মকরণে মহান্ বিরোধ ইত্যাহ বিরোধোঽত্রেতি। ছলেনেতি। ন হি সাত্ত্বিকেষু ছলসম্ভবস্তস্য রজোগুণাদুৎপত্তেরিতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

কিঞ্চ সাত্ত্বিকস্যেন্দ্রস্য প্রেরয়িতা বিষ্ণুস্তু মহাসাত্ত্বিকত্বেন কথং প্রেরিতঃ। ক্রূরকর্ম্মণি স্বয়মপি কপটেন বজ্রমধ্যে কথং প্রবিষ্ট ইত্যাহ বিষ্ণুরিতি। পবির্বজ্রম্ ॥ ৭ ॥

কিঞ্চ বিশ্বাসঘাতোঽপ্যনুচিতঃ কথং কৃত ইত্যাহ সন্ধিমিতি। সন্ধির্মৈত্রী। সত্যং সত্যবাক্যং নাহং হনিষ্যামীত্যেবং রূপম্। শাতিতো নাশিতঃ ॥ ৮—৯ ॥

বিশ্বকর্ম্মা দেবপক্ষীয় ব্যক্তি, তাঁহার পুত্র বীর্য্যবান্ ও মহাবল এবং ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন, সুতরাং ইন্দ্র সুরগণের রাজা হইয়াও তাঁহাকে কি জন্য বিনাশ করিলেন? ॥ ৪ ॥ পুরাণজ্ঞ ও আগমবাদী পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, দেবগণ সত্ত্বগুণ হইতে, মনুষ্যগণ রজোগুণ হইতে এবং সমস্ত তির্য্যগ্জাতি তমোগুণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৫ ॥ কিন্তু বৃত্র বিনাশে তাহার মহৎ বিরোধ দৃষ্ট হয়, যেহেতু ইন্দ্র শতযজ্ঞকারী সত্ত্বগুণসম্পন্ন হইলেও ছল দ্বারা বলবান্ বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥ আর, সত্ত্বগুণধারী বিষ্ণুই তাঁহাকে এই কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করেন এবং সেই ভগবান্ প্রভু বিষ্ণুই বৃত্র বধের নিমিত্ত ছলপূর্ব্বক বজ্রমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥ মহাবল বৃত্র সন্ধি সংস্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত ছিল, কিন্তু ইন্দ্র ও বিষ্ণু সত্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া জলফেন দ্বারা তাহাকে বিনাশ করিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥ সূত! ইন্দ্র এবং বিষ্ণু সত্য পরিত্যাগেও এরূপ সাহস করিলেন ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়! যাহাই হউক বুঝিলাম, মহৎ মহৎ ব্যক্তিগণও মোহ দ্বারা

অন্যায়বর্ত্তিনোঽত্যর্থং ভবন্তি সুরসত্তমাঃ।
সদাচারেণ যুক্তেন দেবাঃ শিষ্টত্বমাগতাঃ॥ ১০॥
এবংবিশিষ্টধর্ম্মেণ শিষ্টত্বং কীদৃশং পুনঃ।
হত্বা বৃত্রস্তু বিশ্বস্তং শক্রেণ ছদ্মনা পুনঃ।
প্রাপ্তং পাপফলং নো বা ব্রহ্মহত্যাসমুদ্ভবম্॥ ১১॥
কিঞ্চ ত্বয়া পুরা প্রোক্তং বৃত্রাসুরবধঃ কৃতঃ।
শ্রীদেব্যা ইতি তচ্চাপি চিত্তং মোহয়তীহ নঃ॥ ১২॥

সূত উবাচ।

শৃণ্বন্তু মুনয়ো বৃত্তং বৃত্রাসুরবধাশ্রয়ম্।
যথেন্দ্রেণ চ সম্প্রাপ্তং দুঃখং হত্যাসমুদ্ভবম্॥ ১৩॥
এবমেব পুরা পৃষ্টো ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ।
পারীক্ষিতেন রাজ্ঞাপি স যদাহ চ তদ্ব্রবে॥ ১৪॥

সদাচারেতি। যুক্তেন শাস্ত্রানুমতেন সদাচারেণ দেবাঃ শিষ্টত্বমাগতাঃ প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ॥১০॥ এবমিতি। এবং বিশিষ্টৈনৈতাদৃশেন ধর্ম্মেণাচারেণ তেষাং দেবানাং কীদৃশং পুনঃ শিষ্টত্বং ন কথমপীত্যর্থঃ। কিঞ্চৈতাদৃশব্রহ্মবধ্যায়াঃ ফলং তেনেন্দ্রেণ প্রাপ্তমথবা নেত্যয়মপি প্রশ্নোঽস্তীত্যাহ প্রাপ্তমিতি॥ ১১॥

প্রশ্নান্তরমপ্যাহ কিঞ্চেতি। যত্ত্বয়া পুরা চতুর্থস্কন্ধে প্রোক্তং শ্রীদেব্যা বৃত্রাসুরবধঃ কৃত ইতি তচ্চাপি তদুক্তমপি নোঽস্মান্মোহয়তি বৃত্রাসুরবধঃ কিং দেব্যা কৃত আহোস্বিদিন্দ্রেণ কৃত ইত্যবিবেকমুৎপাদয়তীত্যর্থঃ। তদুক্তং চতুর্থস্কন্ধে চতুর্বিংশাধ্যায়ে। বৃত্রাসুরাদয়ো দৈত্যা লীলয়ৈব যয়া হতা ইতি তথাদিত্যপুরাণেঽপি। যা জঘ্নে মহিষং দৈত্যং ক্রূরং বৃত্রাসুরং তথা। সাদ্যরক্তাসুরং হত্বা স্বারাজ্যং তে প্রদাস্যতীতি॥ ১২॥

ইত্যনেকান্মুনিপ্রশ্নান্ শ্রুত্বা সূত আহ শৃণ্বিতি॥ ১৩॥

স যদাহেতি। স ব্যাসস্তং রাজানং যদাহ তদেবাহং ব্রুবে কথয়ামীত্যর্থঃ॥ ১৪॥

বঞ্চিত হইয়া পাপবুদ্ধি হইয়া থাকেন॥ ৯॥ প্রধান প্রধান দেবগণ অত্যন্ত অন্যায়কারী; কেবল শাস্ত্রানুমত সদাচার দ্বারাই তাঁহারা শিষ্ট বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন॥ ১০॥ এরূপ সদাচারমাত্র দ্বারা কিরূপ শিষ্টতা হয়? তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না, ফলতঃ এরূপ শিষ্টতা শিষ্টতাই নহে। সে যাহা হউক ইন্দ্র ছল দ্বারা বিশ্বস্তচিত্ত বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিয়া, ব্রহ্মহত্যাজনিত কোনও ফল পাইয়াছিলেন কি না?॥ ১১॥ সূত! তুমি পূর্ব্বে কহিয়াছ যে, দেবী ভগবতী বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইন্দ্রই বৃত্রাসুর নাশক ইহা সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ; অতএব কোন্ বিষয়টী যথার্থ তাহা স্থির করিতে না পারিয়া এক্ষণে আমাদের মন মোহিত হইয়া আসিতেছে॥ ১২॥

সূত কহিলেন, মুনিগণ! বৃত্রাসুর বধ ঘটিত বৃত্তান্ত এবং দেবরাজ যেরূপে ব্রহ্মহত্যা জনিত দুঃখভোগ করিয়াছিলেন তাহা কহিতেছি শ্রবণ করুন॥ ১৩॥ পরীক্ষিত-পুত্র মহা-

জনমেজয় উবাচ।

কথং বৃত্রাসুরঃ পূর্ব্বং হতো মঘবতা মুনে!।
সহায়ং বিষ্ণুমাসাদ্য ছদ্মনা সাত্ত্বিকেন হ ॥ ১৫ ॥
কথঞ্চ দেব্যা নিহতো দৈত্যোঽসৌ কেন হেতুনা।
কথমেকবধো দ্বাভ্যাং কৃতঃ স্যান্মুনিপুঙ্গব! ॥ ১৬ ॥
তদেতচ্ছ্রোতুমিচ্ছামি পরং কৌতূহলং হি মে।
মহতাং চরিতং শৃণ্বন্ কো বিরজ্যেত মানবঃ ॥ ১৭ ॥
কথয়াম্বাবৈভবং ত্বং বৃত্রাসুরবধাশ্রিতম্ ॥ ১৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

ধন্যোঽসি রাজংস্তব বুদ্ধিরীদৃশী
জাতা পুরাণশ্রবণেঽতিসাদরা।
পীত্বামৃতং দেববরাস্তু সর্ব্বথা
পানে বিতৃষ্ণাঃ প্রভবন্তি বৈ পুনঃ ॥ ১৯ ॥

রাজপ্রশ্নমাহ কথমিতি। বিষ্ণুসহায়মাসাদ্য বৃত্রাসুরঃ পূর্ব্বং কথং কেন প্রকারেণ মঘবতা হত ইত্যেকঃ প্রশ্নঃ ॥ ১৫ ॥

দ্বিতীয়ং প্রশ্নমাহ কথং চেতি। যো মঘবতা নিহত ইত্যুক্তঃ স কথং দেব্যা নিহতঃ। কেন চ হেতুনা কারণেন দেব্যা নিহত ইতি তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ। কথমেকবধ ইতি। দ্বাভ্যাং সমর্থাভ্যামেকস্য বধঃ কথং কৃত ইত্যাশ্চর্য্যং প্রতিভাতীত্যর্থঃ। যদ্যপি দ্বাভ্যামেকস্য বধো নাশ্চর্য্যভূতস্তথাপি শ্রুতাবিন্দ্রেণ কৃত ইত্যুক্তম্। পুরাণেষু তু দেবীকৃত ইত্যুচ্যত ইত্যাশ্চর্য্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৬—১৮ ॥

পীত্বামৃতমিতি। অমৃতং পীত্বা তৎস্বাদং জানন্তোঽপি দেববরাঃ পানে সুধাপানে বিতৃষ্ণা ভবন্তি। ত্বং ত্বেতাবৎপর্য্যন্তং শ্রুত্বাপি ন বিতৃষ্ণো ভবসীতি ধন্যোঽসীতি ভাবঃ ॥১৯॥

রাজা জনমেজয় পূর্ব্বে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সত্যবতী-তনয় ব্যাসদেব যাহা কহিয়াছিলেন, আমি সেই কথাই আপনাদের নিকট বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন ॥ ১৪ ॥

জনমেজয় কহিলেন, মুনিবর! পূর্ব্বে সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন সুরপতি ইন্দ্র, বিষ্ণুকে সহায় করিয়া বৃত্রাসুরকে কিরূপে নিহত করেন? আর শ্রীদেবীই বা কি নিমিত্ত কি প্রকারে ঐ দৈত্যবরকে বিনাশ করিয়াছিলেন? মুনীন্দ্র! দুই ব্যক্তি, একজনকে বধ করিলেন, ইহা কিরূপে সম্ভব হয়, ইহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার মানসে অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে। কোন্ মানব মহৎ ব্যক্তিগণের চরিত কথা শ্রবণ করিতে বিরক্ত হইয়া থাকে? আপনি শক্তিরূপিণী জগজ্জননীর বৃত্রাসুর বধ ঘটিত বৈভব কথা বর্ণন করিয়া আমার শ্রবণ ও মনকে চরিতার্থ করুন ॥ ১৫—১৮ ॥

দিনে দিনে তেঽধিকভক্তিভাবঃ
কথাসু রাজন্! মহনীয়কীর্ত্তেঃ।
শ্রোতা যদৈকশ্রবণঃ শৃণোতি
বক্তা তদা প্রীতমনা ব্রবীতি ॥ ২০ ॥
যুদ্ধং পুরা বাসববৃত্রয়োর্যদ্-
বেদে প্রসিদ্ধঞ্চ তথা পুরাণে।
দুঃখং সুরেন্দ্রেণ তথৈব লব্ধং
হত্বা রিপুং ত্বাষ্ট্রমপাপমেব ॥ ২১ ॥
চিত্রং কিমত্র নৃপতে! হরিবজ্রভৃদ্ভ্যাং
যচ্ছদ্মনা বিনিহতস্ত্রিশিরোঽথ বৃত্রঃ।
মায়াবলেন মুনয়োঽপি বিমোহিতাস্তে
চক্রুশ্চ নিন্দ্যমনিশং কিল পাপভীতাঃ ॥ ২২ ॥

তদেবাহ দিনে দিনে ত ইতি। ইদমেব শ্রোতুর্যুক্তম্। তদৈব বক্তাপি বক্তুং প্রসীদতীত্যাহ শ্রোতেতি ॥ ২০ ॥

যুদ্ধমিতি। বেদে বহ্বৃচব্রাহ্মণে। তথৈব লব্ধম্। যথা কর্ম্ম দুর্ঘটং কৃতং তথৈব দুঃখমপি লব্ধমিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

যত্ত্বয়োক্তং সাত্ত্বিকেন বাসবেন ক্রূরকর্ম্ম কথং কৃতমিতি তত্রাহ চিত্রং কিমত্রেতি। যে মুনয়ো দেহদুঃখং প্রত্যক্ষমনুভবন্তো ত এব পাপাদ্ভীতাস্তেঽপি মায়ামোহিতাঃ সন্তো নিন্দ্যকর্ম্ম চক্রুর্বহবঃ। তদা নিত্যং দুঃখাসংস্পৃষ্টং স্বর্গসুখং মদান্ধা দেবা অনুভবন্তঃ কথং ন মায়য়া মোহিতাঃ। তথাচ মায়য়া মোহিতত্বাদিন্দ্রহরিভ্যাং ছদ্মনা বিনিহতস্ত্রিশিরা অগ্রে বক্ষ্যমাণো

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! সুরসত্তমগণ অমৃত পান করিয়া তৎপানেও বিতৃষ্ণ হইয়া থাকেন, কিন্তু আপনি এতাবৎ পর্য্যন্ত পুরাণকথা শ্রবণ করিয়াও বিতৃষ্ণ হইলেন না, বরং পুরাণ শ্রবণে আপনার আদর দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, আপনার বুদ্ধি পুরাণ-পীযুষ রসে নিমগ্ন হইয়াছে, অতএব হে রাজেন্দ্র! আপনি ধন্য! ॥ ১৯ ॥ নৃপবর! বসুধাতলে আপনার কীর্ত্তি প্রশংসনীয় হইয়াছে, পুরাণ কথায় আপনার ভক্তিভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, সুতরাং আমিও আপনার নিকট পুরাণ কথা কীর্ত্তন করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিতেছি, যেহেতু শ্রোতা যদি এক মনে তদ্গত চিত্ত হইয়া কথা শ্রবণ করে তাহা হইলে বক্তাও আনন্দিত হইয়া যত্নপূর্ব্বক কথা কহিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই ॥ ২০ ॥ হে পৃথিবীন্দ্র! পূর্ব্বকালে বৃত্র ও বাসবের যে যুদ্ধ হইয়াছিল এবং ইন্দ্র বিশ্বকর্ম্মার পুত্রকে বধ করিয়া যে দুঃখ পাইয়াছিলেন তৎকথা বেদে ও পুরাণে প্রসিদ্ধরূপে বর্ণিত আছে ॥ ২১ ॥ রাজন্! মায়াবলে মোহিত মুনিগণ পাপকে ভয় করিয়াও নিন্দিত কর্ম্ম

বিষ্ণুঃ সদৈব কপটেন জঘান দৈত্যান্
সত্ত্বাত্মমূর্ত্তিরপি মোহমবাপ্য কামম্।
কোঽন্যোঽস্তি তাং ভগবতীং মনসাপি জেতুং
শক্তঃ সমস্তজনমোহকরীং ভবানীম্ ॥ ২৩ ॥
মৎস্যাদিযোনিষু সহস্রযুগেষু সদ্যঃ
সাক্ষাদ্ভবত্যপি যয়া বিনিযোজিতোঽত্র।
নারায়ণো নরসখো ভগবাননন্তঃ
কার্য্যং করোতি বিহিতাবিহিতং কদাচিৎ ॥ ২৪ ॥
দেহং ধনং গৃহমিদং স্বজনা মদীয়ং
পুত্ত্রাঃ কলত্রমিতি মোহমুপেত্য সর্ব্বঃ।
পুণ্যং করোত্যথ চ পাপচয়ং করোতি
মায়াগুণৈরতিবলৈর্ব্বিকলীকৃতো যৎ ॥ ২৫ ॥

ব্রাহ্মণস্তথা বৃত্রো দৈত্যো বিনিহতোঽত্র কিঞ্চিত্রং ন কিমপীত্যর্থঃ। মায়ামোহিতাঃ সর্ব্বে কুর্ব্বন্তীতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

তৎ কিং বিষ্ণুরপি মায়াবশ এবেতি চেদস্ত্যেবেত্যাহ বিষ্ণুঃ সদৈবেতি। কপটেনেতি। নৈতন্মায়ামোহিতত্বাভাবে সম্ভবতীতি ভাবঃ। যদা বিষ্ণুরপি মায়াং জেতুমসমর্থস্তদা তদন্যঃ কঃ সমর্থঃ স্যাদিত্যাহ কোঽন্যোঽস্তীতি ॥ ২৩ ॥

তদেব মায়ামোহিতত্বং সর্ব্বেষাং বিশদয়তি মৎস্যাদীতি। যয়া বিনিয়োজিত ইতি। মায়য়েতিশেষঃ ॥ ২৪ ॥

যদ্যস্মান্মায়াগুণৈর্ব্বিকলীকৃতো মোহিত ইত্যর্থঃ। অদ্বৈতে ব্রহ্মণি দ্বৈতস্য মায়াকল্পিতত্বান্মায়াধীনং সর্ব্বেষাং হিতাহিতকর্তৃত্বমুক্তং যুক্তমেব ॥ ২৫ ॥

করিয়া থাকেন, তবে বিষ্ণু ও বজ্রী যে ছল দ্বারা ত্রিশিরা ও বৃত্রকে নিহত করিবেন তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? ॥ ২২ ॥ বিষ্ণু সত্ত্বমূর্ত্তি হইলেও যখন মায়ায় মোহিত হইয়া সর্ব্বদাই কপটপটুতা প্রদর্শন পূর্ব্বক দৈত্যগণকে নিহত করিয়া থাকেন; তখন কোন্ ব্যক্তি সেই সর্ব্বজন মোহকারিণী মায়ারূপিণী ভগবতী ভবানীকে মানস দ্বারাও জয় করিতে সমর্থ হয়? ॥ ২৩ ॥ হে নৃপ! এই মায়ার নিয়োগবশেই ভগবান্ অনন্তস্বরূপ নরসখা নারায়ণ, সহস্র সহস্র যুগে মৎস্যাদি যোনিতে এই সংসার মধ্যে প্রাদুর্ভূত হইয়া কখন বিহিত এবং কখন অবিহিত কর্ম্মও করিয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥ দেবমানবাদি সমস্ত জীবগণ মায়া দ্বারা বিকল ও বিহ্বল হয় বলিয়াই দেহ, ধন, গৃহ, পুত্র, কলত্র ও স্বজন এই সমস্তই আমার, এইরূপ মোহপ্রাপ্ত হইয়া কখন পুণ্য এবং কখন পাপ কর্ম্ম করিয়া থাকে ॥ ২৫ ॥ মহারাজ! এই

ন জাতু মোহং ক্ষপিতুং নরঃ ক্ষমঃ
কশ্চিদ্ভবেদ্‌ভূপ ! পরাবরার্থবিৎ ।
বিমোহিতস্তৈস্ত্রিভিরেব মূলতো
বশীকৃতাত্মা জগতীতলে ভৃশম্ ॥ ২৬ ॥
অথ তৌ মায়য়া বিষ্ণুবাসবৌ মোহিতৌ ভৃশম্ ।
জঘ্নতুশ্ছদ্মনা বৃত্রং স্বার্থসাধনতৎপরৌ ॥ ২৭ ॥
তদহং সম্প্রবক্ষ্যামি বৃত্তান্তমবনীপতে ! ।
কারণং পূর্ব্ববৈরস্য বৃত্রবাসবয়োর্ম্মিথঃ ॥ ২৮ ॥
ত্বষ্টা প্রজাপতির্হ্যাসীদ্দেবশ্রেষ্ঠো মহাতপাঃ ।
দেবানাং কার্য্যকর্ত্তা চ নিপুণো ব্রাহ্মণপ্রিয়ঃ ॥ ২৯ ॥
স পুত্রং বৈ ত্রিশিরসমিন্দ্রদ্বেষাৎ কিলাসৃজৎ ।
বিশ্বরূপেতি বিখ্যাতং নাম্না রূপেণ মোহনম্ ॥ ৩০ ॥
ত্রিভিঃ স বদনৈঃ শ্রেষ্ঠৈর্ব্যরোচত মনোহরৈঃ ।
ত্রিভির্ভিন্নানি কার্য্যাণি মুখৈঃ সমকরোন্মুনিঃ ॥ ৩১ ॥
বেদানেকেন সোঽধীতে সুরাং চৈকেন সোঽপিবৎ ।
তৃতীয়েন দিশঃ সর্ব্বা যুগপচ্চ নিরীক্ষতে ॥ ৩২ ॥

পরাবরার্থবিৎ । পরোঽর্থঃ কারণম্ । অবরোঽর্থঃ কার্য্যং তয়োর্বিদপীত্যর্থঃ । মূলত আদিতঃ ॥ ২৬ ॥

যত এবমত আহ অথেতি ॥ ২৭ ॥

প্রশ্নসমাধানমুপসংহৃত্য কথারম্ভং প্রতিজানীতে । তদহমিতি ॥ ২৮—৩৩ ॥

জগতীতলে কোনও কার্য্য ও কারণবিদ্ ব্যক্তি মোহ হইতে মুক্তিলাভ করিতে কখনই সমর্থ হন না, তাঁহারা আদি হইতেই ত্রিবিধ মায়া গুণ দ্বারাই বিমোহিত হইয়া তাঁহারই বশীভূত হইয়া থাকেন ॥ ২৬ ॥ অতএব সেই বিষ্ণু ও বাসব উভয়েই মায়া দ্বারা বিমোহিত ও স্বার্থসাধনে তৎপর হইয়া ছলপূর্ব্বক বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥ রাজন্ ! আমি এই বৃত্তান্ত এবং বৃত্র ও বাসবের পরস্পর বৈরিতার কারণ আপনাকে বলিতেছি শ্রবণ করুন ॥ ২৮ ॥ দেবপ্রবর, বিশ্বকর্ম্মা, প্রজাপতি, মহাতপস্বী ব্রাহ্মণপ্রিয় এবং দেবতাদিগের নিপুণ শিল্পকর্ত্তা ছিলেন ॥ ২৯ ॥ তিনি ইন্দ্রের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ পরম রূপবান্ ত্রিশিরস্ক বিশ্বরূপ নামক এক পুত্রের সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥ ৩০ ॥ সেই পুত্রের পরম সুন্দর ও মনোহর তিনটি আনন ছিল। বিশ্বরূপ এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন মুখ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তন্মধ্যে একটি দ্বারা বেদ অধ্যয়ন, আর একটি

ত্রিশিরা ভোগমুৎসৃজ্য তপশ্চক্রে সুদুষ্করম্।
তপস্বী স মৃদুর্দান্তো ধর্ম্মমেব সমাশ্রিতঃ॥ ৩৩॥
পঞ্চাগ্নিসাধনং কালে পাদপাগ্রে নিবেশনম্।
জলমধ্যে নিবাসঞ্চ হেমন্তে শিশিরে তথা॥ ৩৪॥
নিরাহারো জিতাত্মাসৌ ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
তপশ্চচার মেধাবী দুষ্করং মন্দবুদ্ধিভিঃ॥ ৩৫॥
তঞ্চ দৃষ্ট্বা তপস্যন্তং খেদমাপ শচীপতিঃ।
বিষাদমগমত্তত্র শক্রোঽয়ং মা স্ম ভূদিতি॥ ৩৬॥
দৃষ্ট্বা তস্য তপোবীর্য্যং সত্যঞ্চামিততেজসঃ।
চিন্তাঞ্চ মহতীং প্রাপ হ্যনিশং পাকশাসনঃ॥ ৩৭॥
বিবর্দ্ধমানস্ত্রিশিরা মাময়ং শাতয়িষ্যতি।
নোপেক্ষ্যঃ সর্ব্বথা শক্রুর্বর্দ্ধমানবলো বুধৈঃ॥ ৩৮॥
তস্মাদুপায়ঃ কর্ত্তব্যস্তপোনাশায় সাম্প্রতম্।
কামস্তু তপসাং শক্রুঃ কামান্নশ্যতি বৈ তপঃ।
তথৈবাদ্য প্রকর্ত্তব্যং ভোগাসক্তো ভবেদ্‌যথা॥ ৩৯॥

পাদপাগ্রে পাদয়োর্নিবেশনং তথাচাধোমুখতা ফলিতা॥ ৩৪—৩৭॥
শাতয়িষ্যতি নাশয়িষ্যতি॥ ৩৮—৪২॥

দ্বারা সুরাপান ও অন্যটি দ্বারা সমস্ত দিক্ দর্শন করিতেন॥৩১—৩২॥ মুনিবর ত্রিশিরা, মৃদু, দান্ত ও ধর্ম্মশীল হইয়া বিষয়বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন॥ ৩৩॥ তিনি গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নি-সাধন ও পাদপের উপরে পাদবন্ধন পূর্ব্বক অধোমুখ হইয়া অবস্থান এবং হেমন্তে শিশির মধ্যে ও শীতকালে বারিমধ্যে বাস করিতেন; এইরূপে আহার পরিত্যাগ ও আত্মজয় করিয়া সমস্ত বিষয়াসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের দুষ্কর কঠোরতর তপস্যার অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন॥ ৩৪—৩৫॥ শচীপতি তাঁহাকে এইরূপ তপস্যা করিতে দেখিয়া অতিশয় খেদ ও বিষাদপ্রাপ্ত হইলেন এবং যাহাতে ইন্দ্রপদ লাভ করিতে না পারে সেইরূপ বাসনা করিতে লাগিলেন॥ ৩৬॥ পাকশাসন ইন্দ্র সেই অমিততেজা তপস্বীর তপোবীর্য্য এবং স্থিরানুরাগ দর্শন করিয়া সততই অত্যন্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন॥ ৩৭॥ এই ত্রিশিরা দিন দিন তপোবলে বলীয়ান্ হইতেছে, অতএব এ আমাকে বিনাশ করিতে পারিবে। যে শত্রুর বল দিন দিন বর্দ্ধিত হয় বুধগণ কদাচই তাহাকে উপেক্ষা করিবেন না॥৩৮॥ অতএব এক্ষণে ইহার তপস্যা বিনাশের উপায় করা আমার একান্তই কর্ত্তব্য, এইরূপ চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন যে, কামই

ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা বুদ্ধিমান্ বলমর্দ্দনঃ।
আজ্ঞাপয়ৎ সোঽপ্সরসস্ত্বষ্টৃপুত্রপ্রলোভনে ॥ ৪০ ॥
উর্ব্বশীং মেনকাং রম্ভাং ঘৃতাচীঞ্চ তিলোত্তমাম্।
সমাহূয়াব্রবীচ্ছক্রস্তাস্তদা রূপগর্ব্বিতাঃ ॥ ৪১ ॥
প্রিয়ং কুরুধ্বং মে সর্ব্বাঃ কার্য্যেঽদ্য সমুপস্থিতে।
যত্তো মেঽদ্য মহাঞ্ছত্রুস্তপস্তপতি দুর্জ্জয়ঃ ॥ ৪২ ॥
কার্য্যং কুরুত গচ্ছধ্বং প্রলোভয়ত মা চিরম্।
শৃঙ্গারবেশৈর্বিবিধৈর্হাবৈর্দেহসমুদ্ভবৈঃ ॥ ৪৩ ॥
প্রলোভয়ত ভদ্রং বঃ শময়ধ্বং জ্বরং মম।
অস্বস্থোঽহং মহাভাগাস্তস্য জ্ঞাত্বা তপোবলম্ ॥ ৪৪ ॥
বলবানাসনং মেঽদ্য গ্রহীষ্যত্যবিলম্বিতঃ।
ভয়ং মে সমুপায়াতং ক্ষিপ্রং নাশয়তাবলাঃ ॥ ৪৫ ॥
উপকুর্ব্বন্তু সহিতাঃ কার্য্যেঽদ্য সমুপস্থিতে ॥ ৪৬ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং নার্য্য ঊচুস্তং প্রণতাঃ পুরঃ।
মা ভয়ং কুরু দেবেশ! যতিষ্যামঃ প্রলোভনে ॥ ৪৭ ॥

যত্ত ইতি। সংযত্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩—৫১ ॥

তপস্যার শত্রু, কাম হইতেই তপস্যার বিনাশ হইয়া থাকে; অতএব এক্ষণে সে যাহাতে ভোগাসক্ত হয়, আমার তাহাই করা কর্ত্তব্য ॥ ৩৯ ॥ বুদ্ধিমান্ ইন্দ্র এইরূপ চিন্তা করিয়া বিশ্বকর্ম্মার পুত্র ত্রিশিরাকে প্রলোভিত করিবার নিমিত্ত উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, ঘৃতাচী ও তিলোত্তমা প্রভৃতি রূপগর্ব্বিত অপ্সরাদিগকে আহ্বান করিয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ৪০-৪১ ॥ অপ্সরাগণ! এক্ষণে আমার একটী গুরুতর কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে, তোমরা এই বিষয়ে আমার প্রিয় কার্য্য সাধন কর। এক্ষণে আমার এক দুর্জ্জয় মহান শত্রু সংযত হইয়া তপস্যা করিতেছে ॥৪২॥ তোমরা বিলম্ব না করিয়া সত্বর গমন পূর্ব্বক কার্য্যসাধনে যত্ন কর, তোমরা শৃঙ্গার বেশ ধারণ পূর্ব্বক দেহ সমুদ্ভব হাব ভাবাদি বিবিধ চেষ্টায় তাহাকে প্রলোভিত করিবে ॥ ৪৩ ॥ তোমাদের মঙ্গল হউক, তোমরা তাহাকে প্রলোভিত করিয়া আমার হৃদয়ের জ্বর প্রশমিত কর। অপ্সরাগণ! অধিক আর কি বলিব, আমি তাহার তপোবল অবগত হইয়া কিছুতেই স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারিতেছি না ॥ ৪৪ ॥ অবলাগণ! সেই বলবান্ তপস্বী অবিলম্বেই আমার আসন গ্রহণ করিবে, আমার এই ভয় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব তোমরা সত্বর সেই ভয় বিনাশ কর। এক্ষণে এই কার্য্য উপস্থিত, তোমরা সকলে মিলিত হইয়া আমার উপকার সাধন কর ॥ ৪৫—৪৬ ॥

যথা ন স্যাদ্ভয়ং তস্মাত্তথা কার্য্যং মহাদ্যুতে!।
নৃত্যগীতবিহারৈশ্চ মুনেস্তস্য প্রলোভনে॥ ৪৮ ॥
কটাক্ষৈরঙ্গভেদৈশ্চ মোহয়িত্বা মুনিং বিভো!।
লোলুপং বশমস্মাকং করিষ্যামো নিয়ন্ত্রিতম্॥ ৪৯ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যাভাষ্য হরিং নার্য্যো যযুস্ত্রিশিরসোঽন্তিকম্।
কুর্ব্বন্ত্যো বিবিধান্ ভাবান্ কামশাস্ত্রোচিতানপি॥ ৫০ ॥
গায়ন্ত্যস্তালভেদৈস্তা নৃত্যন্ত্যঃ পুরতো মুনেঃ।
তং প্রলোভয়িতুং চক্রুর্নানাভাবান্ বরাঙ্গনাঃ॥ ৫১ ॥
নাপশ্যৎ স তপোরাশিরঙ্গনানাং বিড়ম্বনম্।
ইন্দ্রিয়াণি বশে কৃত্বা মূকান্ধবধিরঃ স্থিতঃ॥ ৫২ ॥
দিনানি কতিচিত্তস্থুর্নার্য্যস্তস্যাশ্রমে বরে।
কুর্ব্বন্ত্যো গাননৃত্যাদিপ্রপঞ্চানতিমোহদান্॥ ৫৩ ॥
ন চচাল যদা কামং ধ্যানাচ্চ ত্রিশিরা মুনিঃ।
পরাবৃত্ত্য তদা দেব্যঃ পুনঃ শক্রমুপস্থিতাঃ॥ ৫৪ ॥

মূকান্ধবধির ইব স্থিতঃ॥ ৫২—৫৭॥

অপ্সরাগণ তাঁহার সেই বচন শ্রবণ করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক কহিল, দেবেশ্বর! আপনি ভয় করিবেন না? আমরা সেই তপস্বীর প্রলোভনের নিমিত্ত সবিশেষ যত্ন করিব॥ ৪৭॥ হে মহাদ্যুতে! সেই মুনির প্রলোভনের নিমিত্ত নৃত্য, গীত ও বিহারাদি করিয়া যাহাতে আপনার ভয় দূরীভূত হয়, আমরা তাহাই করিব॥ ৪৮॥ দেবরাজ! আমরা ঐ মুনিকে কটাক্ষ ও অঙ্গভঙ্গি দ্বারা মোহিত করিয়া চলচিত্ত ও নিয়ন্ত্রিত করতঃ আমাদের বশে আনয়ন করিব॥ ৪৯॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! অপ্সরাগণ, দেবরাজকে এই বলিয়া ত্রিশিরার নিকট গমন করিল এবং কামশাস্ত্রোক্ত বিবিধ প্রকার হাব ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল॥ ৫০॥ তাহারা মুনির সম্মুখে কখন গান এবং কখনও ভিন্ন ভিন্ন তাল সমন্বয়ে নৃত্য করিতে লাগিল। ফলত সেই দেববারাঙ্গনাগণ সেই মুনিকে প্রলোভিত করিবার নিমিত্ত নানাবিধ হাব ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল॥ ৫১॥ কিন্তু তপঃপ্রভাব সম্পন্ন সেই মহর্ষি ত্রিশিরা অঙ্গনাগণের রঙ্গভঙ্গরূপ বিড়ম্বনা অবলোকনও করিলেন না, পরন্তু তিনি ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া মূক, অন্ধ ও বধিরের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন॥৫২॥ অঙ্গনাগণ মুনির সেই মনোহর আশ্রমে অতিশয় মনোমোহনকর সংগীত ও নৃত্যাদি বিবিধ কামকলা প্রসারিত করিয়া

কৃতাঞ্জলিপুটাঃ সর্ব্বা দেবরাজমথাব্রুবন্।
শ্রান্তা দীনা ভয়ত্রস্তা বিবর্ণবদনা ভৃশম্ ॥ ৫৫ ॥
দেবদেব মহারাজ! যত্নশ্চ পরমঃ কৃতঃ।
ন স শক্যো দুরাধর্ষো ধৈর্য্যাচ্চালয়িতুং বিভো! ॥ ৫৬ ॥
উপায়োঽন্যঃ প্রকর্ত্তব্যঃ সর্ব্বথা পাকশাসন!।
নাস্মাকং বলমেতস্মিংস্তাপসে বিজিতেন্দ্রিয়ে ॥ ৫৭ ॥
দিষ্ট্যা বয়ং ন শপ্তাঃ স্ম যদনেন মহাত্মনা।
মুনিনা বহ্নিতুল্যেন তপসা দ্যোতিতেন হি ॥ ৫৮ ॥
বিসৃজ্যাপ্সরসঃ শক্রশ্চিন্তয়ামাস মন্দধীঃ।
তস্যৈব চ বধোপায়ং পাপবুদ্ধিরসাম্প্রতম্ ॥ ৫৯ ॥
বিসৃজ্য লোকলজ্জাং স তথা পাপভয়ং ভৃশম্।
চকার পাপবুদ্ধিস্তু তদ্বধায় মহীপতে! ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে
বিশ্বরূপতপস্যাবর্ণনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দিষ্ট্যেতি। অস্মদ্ভাগ্যেনেত্যর্থঃ। ন শপ্তা ইতি যত্তদ্দিষ্ট্যেত্যন্বয়ঃ ॥ ৫৮—৬০ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

কিয়দ্দিন অবস্থিতি করিল ॥ ৫৩ ॥ কিন্তু যখন সেই ত্রিশিরা মুনি কিছুতেই ধ্যান হইতে বিচলিত হইলেন না, তখন অপ্সরাগণ শ্রান্ত, দীনভাবাপন্ন ও প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ইন্দ্র সন্নিধানে উপস্থিত হইল এবং সকলেই ভয়ত্রস্ত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল, মহারাজ! আমরা অত্যন্ত যত্ন করিলাম, কিন্তু কিছুতেই সেই দুর্দ্ধর্ষ মুনিবরের ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে পারিলাম না ॥ ৫৪—৫৬ ॥ পাকশাসন! এক্ষণে আপনি অন্য উপায় করুন, সেই জিতেন্দ্রিয় তাপসের ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে আমাদের সামর্থ্য হইল না আমাদের ভাগ্যবলেই বহ্নির ন্যায় তপঃপ্রভাব সম্পন্ন সেই মহাত্মা মুনিবর আমাদিগকে শাপ প্রদান করেন নাই ॥ ৫৭—৫৮ ॥ অনন্তর অপ্সরাগণকে বিদায় দিয়া মন্দবুদ্ধি পাপমতি পুরন্দর অতিশয় অন্যায্য হইলেও সেই মুনিবরের বধোপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। মহারাজ! সেই অমররাজ, লোক লজ্জা ও পাপভয় বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার বধের নিমিত্ত অতিনিন্দিত পাপবুদ্ধিই স্থিরতর করিলেন ॥ ৫৯—৬০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-
ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে ত্রিশিরার তপস্যা বর্ণন
নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

অথ স লোভমুপেত্য সুরাধিপঃ
সমধিগম্য গজাসনসংস্থিতঃ।
ত্রিশিরসং প্রতি দুষ্টমতিস্তদা
মুনিমপশ্যদমেয়পরাক্রমম্॥ ১॥
তমভিবীক্ষ্য দৃঢ়াসনসংস্থিতং
জিতগিরং সুসমাধিবশঙ্গতম্।
রবিবিভাবসুসন্নিভমোজসা
সুরপতিঃ পরমাপদমভ্যগাৎ॥ ২॥
কথমসৌ বিনিহন্তুমুহো ময়া
মুনিরপাপমতিঃ কিল সংমতঃ।
রিপুরয়ং সুসমিদ্ধতপোবলঃ
কথমুপেক্ষ্য ইহাসনকামুকঃ॥ ৩॥

ত্রিপঞ্চাশৎপদ্যবর্গৈস্ত্রিশিরোবধবর্ণনম্।
কৃত্বা বৃত্রাসুরোৎপত্তির্বিস্তরেণোপবর্ণ্যতে॥

পূর্ব্বাধ্যায়ে পাপবুদ্ধিং তদ্বধায় চকারেত্যুক্তং তদুত্তরং জাতং বৃত্তমাহ অথেতি। স ইন্দ্রঃ লোভমুপেত্য প্রাপ্য ত্রিশিরসং প্রতি সমধিগম্য গত্বা তং মুনিমপশ্যদিত্যন্বয়ঃ॥ ১॥

পরমাপদং খেদম্॥ ২॥

আসনকামুকঃ মদীয়াসনেচ্ছাবান্ কথমুপেক্ষ্য ইত্যর্থঃ॥ ৩—৪॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! অনন্তর অতিলুব্ধ সুরপতি ত্রিশিরার বধসাধনে সঙ্কল্প করিয়া ঐরাবতে আরোহণ পূর্ব্বক সেই অমিত পরাক্রম মুনিবরের সন্নিধানে গমন করত দর্শন করিলেন যে, সেই মুনিবর বাক্যসংযত করত সুদৃঢ় আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া একাগ্রচিত্তে সমাধি অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন; তৎকালে তাহার শরীর হইতে এরূপ তেজ বহির্গত হইতেছিল যে তাহাকে সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ইন্দ্র ত্রিশিরাকে এইরূপ দর্শন করিয়া অত্যন্ত খেদ ও বিষাদ প্রাপ্ত হইলেন॥ ১—২॥ তখন তিনি ভাবিলেন, এই নির্ম্মলমানস মুনিবর প্রদীপ্ত তপোবল সম্পন্ন, আমি ইহাকেই বিনাশ করিবার জন্য অভিলাষ করিয়াছি ইহা অতিশয় ধর্ম্মবিরুদ্ধ; কিন্তু হায়! ইনি আমার সিংহাসন

ইতি বিচিন্ত্য পবিং পরমায়ুধং
প্রতি মুমোচ মুনিং তপসি স্থিতম্।
শশিদিবাকরসন্নিভমাশুগং
ত্রিশিরসং সুরসঙ্ঘপতিঃ স্বয়ম্ ॥ ৪ ॥
তদভিঘাতহতঃ স ধরাতলে
কিল পপাত মমার চ তাপসঃ।
শিখরিণঃ শিখরং কুলিশার্দ্দিতং
নিপতিতং ভুবি বাদ্ভুতদর্শনম্ ॥ ৫ ॥
তং নিহত্য মুদমাপ সুরেশ-
শ্চুক্রুশুশ্চ মুনয়স্তু সংস্থিতাঃ।
হা হতেতি ভৃশমার্ত্তনিঃস্বনাঃ
কিং কৃতং শতমখেন পাপিনা ॥ ৬ ॥
বিনাপরাধং তপসাং নিধির্হতঃ
শচীপতিঃ পাপমতির্দুরাত্মা।
ফলং কিলায়ং তরসা কৃতস্য
প্রাপ্নোতু পাপী হননোদ্ভবস্য ॥ ৭ ॥
তং নিহত্য তরসা সুররাজো
নির্জ্জগাম নিজমন্দিরমাশু।
স হতোঽপি বিররাজ মহাত্মা
জীবমান ইব তেজসাং নিধিঃ ॥ ৮ ॥

বাদ্ভুতদর্শনমিত্যত্র বশব্দ ইবার্থকো ভুবি নিপতিতমিবেত্যেবং যোজ্যঃ ॥ ৫—৭ ॥

গ্রহণে অভিলাষী হইয়াছেন, অতএব কিরূপে এরূপ শত্রুকে উপেক্ষা করি ॥ ৩ ॥ দেবরাজ এইরূপ ভাবিয়া স্বয়ং সেই তপস্যায় অবস্থিত, শশধর ও দিনকরের তুল্য দীপ্যমান মুনিবর ত্রিশিরার প্রতি শীঘ্রগামী স্বীয় অমোঘ অস্ত্র বজ্র নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৪ ॥ তখন পর্ব্বতের সুবিশাল শিখরদেশ বজ্রদ্বারা আহত হইয়া যেরূপ ভূমিতলে পতিত হয়, সেইরূপ তপস্বিপ্রবর ত্রিশিরাও কুলিশাহত হইয়া অবনিতলে পতিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ প্রাণ ত্যাগ করিলেন ॥ ৫ ॥ ইন্দ্র তাঁহাকে বিনাশ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, কিন্তু তত্রাস্থিত মুনিগণ হা হতোঽস্মি, হায়! কি হইল এই বলিয়া আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল এবং উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল; হায়! পাপমতি শতক্রতু আজ কি দুষ্কর্ম্মই করিল। হায়! দুরাত্মা

তং দৃষ্ট্বা পতিতং ভূমৌ জীবন্তমিব বৃত্রহা।
চিন্তামাপাতিখিন্নাঙ্গঃ কিং বা জীবেদয়ং পুনঃ ॥ ৯ ॥
বিমৃশ্য মনসাতীব তক্ষাণং পুরতঃ স্থিতম্।
মঘবা বীক্ষ্য তং প্রাহ স্বকার্য্যসদৃশং বচঃ ॥ ১০ ॥
তক্ষংশ্ছিন্ধি শিরাংস্যস্য কুরুষ্ব বচনং মম।
মা জীবতু মহাতেজা ভাতি জীবন্নিব স্বয়ম্।
ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য তক্ষোবাচ বিগর্হয়ন্ ॥ ১১ ॥

তক্ষোবাচ।

মহাস্কন্ধো ভৃশং ভাতি পরশুর্ন তরিষ্যতি।
ততো নাহং করিষ্যামি কার্য্যমেতদ্বিগর্হিতম্ ॥ ১২ ॥
ত্বয়া বৈ নিন্দিতং কর্ম্ম কৃতং সদ্ভির্বিগর্হিতম্।
অহং বিভেমি পাপাদ্বৈ মৃতস্যৈব চ মারণে ॥ ১৩ ॥

স হতোঽপীতি। হতো মৃতোঽপি জীবমান ইব জীববদিব বিররাজ। যতস্তেজসাং নিধিরিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

কিংবেতি। কিং মূর্চ্ছাং প্রাপ্তোঽয়ং পুনর্জীবেদিত্যর্থঃ ॥ ৯—১১ ॥

পাপমতি শচীপতি বিনা অপরাধে এই তপোনিধি মুনিবরকে নিহত করিল? অতএব এই পাপাত্মা মুনি-হত্যাজনিত পাপের ফল শীঘ্রই প্রাপ্ত হউক ॥ ৬—৭ ॥ অনন্তর সুররাজ ইন্দ্র তাঁহাকে নিহত করিয়া সত্বর নিজ আলয়ে গমন করিলেন; এদিকে সেই মহাত্মা তপোনিধি হত হইয়াও স্বশরীর প্রভায় জীবিতের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥ তখন বৃত্র-বিনাশন ইন্দ্র তাঁহাকে জীবিতের ন্যায় পতিত থাকিতে দেখিয়া "ইনি পুনর্ব্বার জীবিত হইতেও পারেন" এইরূপ চিন্তা করত অতিশয় বিষণ্ণ হইতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥ পরে মনে মনে নানাবিধ চিন্তা করিতে করিতে সম্মুখস্থিত কাষ্ঠচ্ছেদক তক্ষাকে স্বার্থসাধনের অনুরূপ বাক্যে বলিতে লাগিলেন, শিল্পিবর! তুমি ইঁহার মস্তক সকল ছেদন করিয়া আমার বচন প্রতিপালন কর, এই মহাতেজা মহর্ষি জীবিতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছেন, অতএব তুমি ইঁহার মস্তক ছেদন করিলে ইনি আর জীবিত হইতে পারিবেন না। তখন তক্ষা ইন্দ্রবাক্য শ্রবণ করিয়া সেই কার্য্যের নিন্দা করত তাঁহাকে কহিলেন ॥ ১০—১১ ॥

দেবরাজ! এই মুনির কণ্ঠ অতীব স্থূল সুতরাং অচ্ছেদ্য; আমার এই পরশু ইহা কর্ত্তন করিতে সমর্থ হইবে না। বিশেষত আমি এই বিগর্হিত কার্য্য করিতে পারিব না ॥ ১২ ॥ আপনি সজ্জনগণের বিগর্হিত অত্যন্ত অধর্ম্মকর কার্য্য করিয়াছেন; কিন্তু আমি পাপে ভয় করি সুতরাং এই মৃত মুনির অঙ্গে পুনর্ব্বার আঘাত করিতে পারিব না ॥ ১৩ ॥ এই মুনি

মৃতোঽয়ং মুনিরস্ত্যেব শিরসঃ কৃন্তনেন কিম্।
ভয়ং কিন্তেঽত্র সঞ্জাতং পাকশাসন! কথ্যতাম্॥ ১৪॥

ইন্দ্র উবাচ।

সজীব ইব দেহোঽয়মাভাতি বিশদাকৃতিঃ।
তস্মাদ্‌বিভেমি মা জীবেৎ মুনিঃ শক্ররয়ং মম॥ ১৫॥

তক্ষোবাচ।

নাত্র কিং ত্রপসে বিদ্বন্! ক্রূরেণানেন কর্ম্মণা।
ঋষিপুত্রমিমং হত্বা ব্রহ্মহত্যাভয়ং ন কিম্॥ ১৬॥

ইন্দ্র উবাচ।

প্রায়শ্চিত্তং করিষ্যামি পশ্চাৎ পাপক্ষয়ায় বৈ।
শক্রুস্তু সর্ব্বথা বধ্যশ্ছলেনাপি মহামতে!॥ ১৭॥

তক্ষোবাচ।

ত্বং লোভাভিহতঃ পাপং করোষি মঘবন্নিহ।
তং বিনাহং কথং পাপং করোমি বদ মে বিভো!॥ ১৮॥

মহাস্কন্ধ ইতি। স্কন্ধঃ কণ্ঠো মহাগজবদচ্ছেদ্যো ভাতি। অত্র মম পরশুশ্ছেদনাস্ত্রং ন তরিষ্যতি কার্য্যং কর্ত্তুং সমর্থো ন ভবিষ্যতীত্যর্থঃ॥ ১২—১৭॥

মৃত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন, ইঁহার শিরশ্ছেদনে প্রয়োজন কি? পাকশাসন! এ বিষয়ে আপনার ভয়ের কারণ কি আছে তাহা বলুন॥ ১৪॥

ইন্দ্র কহিলেন, শিল্পিবর! এই মুনি আমার পরম শত্রু, ইহার দেহ এখনও সজীবের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট বোধ হইতেছে, অতএব এই মুনিবর পাছে জীবিত হন, আমি সেই জন্যই ভয় করিতেছি॥ ১৫॥

তক্ষা কহিল, আপনি সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ হইয়াও এই নৃশংস কর্ম্ম করিতে কি লজ্জা বোধ করিতেছেন না? বিশেষত এই ঋষিপুত্রকে হনন করিয়া আপনি কি ব্রহ্মহত্যার ভয় করিতেছেন না?॥ ১৬॥

ইন্দ্র কহিলেন, আমি পাপক্ষয়ের নিমিত্ত পরে প্রায়শ্চিত্ত করিব, কিন্তু এক্ষণে এই শত্রুকে বধ করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। মহামতে! নীতিবিশারদ পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, ছল করিয়াও সর্ব্বপ্রকারে শত্রুর বধ করা অবশ্য কর্ত্তব্য॥ ১৭॥

তখন তক্ষা ইন্দ্রের এই কথা শুনিয়া বলিল, মঘবন্! আপনি লোভ পরতন্ত্র হইয়াই এই পাপকার্য্য করিতেছেন; কিন্তু বিভো! আমার লোভের কারণ কিছুই নাই, অতএব তাহা ব্যতিরেকে আমি কিরূপে এরূপ পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি?॥ ১৮॥

ইন্দ্র উবাচ।

মখেষু খলু ভাগং তে করিষ্যামি সদৈব হি।
শিরঃ পশোস্তু তে ভাগং যজ্ঞে দাস্যন্তি মানবাঃ॥ ১৯॥
শুল্কেনানেন ছিন্ধি ত্বং শিরাংস্যস্য কুরু প্রিয়ম্॥ ২০॥

ব্যাস উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা মহেন্দ্রস্য বচস্তক্ষা মুদান্বিতঃ।
কুঠারেণ শিরাংস্যস্য চকর্ত্ত সুদৃঢ়েন হি॥ ২১॥
ছিন্নানি ত্রীণি শীর্ষাণি পতিতানি যদা ভুবি।
তেভ্যস্তু পক্ষিণঃ ক্ষিপ্রং বিনিষ্পেতুঃ সহস্রশঃ॥ ২২॥
কলবিঙ্কাস্তিত্তিরয়স্তথৈব চ কপিঞ্জলাঃ।
পৃথক্ পৃথগ্বিনিষ্পেতুর্ম্মুখতস্তরসা তদা॥ ২৩॥
যেন বেদানধীতে স্ম সোমঞ্চ পিবতে তথা।
তস্মাদ্বক্ত্রাৎ কিলোৎপেতুঃ সদ্য এব কপিঞ্জলাঃ॥ ২৪॥
যেন সর্ব্বা দিশঃ কামং পিবন্নিব নিরীক্ষতে।
তস্মাত্তু তিত্তিরাস্তত্র নিঃসৃতাস্তিগ্মতেজসঃ॥ ২৫॥

তং বিনেতি। লোভবিষয়কবস্তুপ্রাপ্তিং বিনেত্যর্থঃ॥ ১৮॥

পশোর্যচ্ছিরোঽস্তি স তে ভাগো ভবিষ্যতি অমন্ত্রকমপি তং ভাগং গৃহীত্বা সন্তুষ্টো ভবেত্যর্থঃ॥ ১৯॥

শুল্কেন মৌল্যেন॥ ২০—২৪॥

যেন মুখেন সর্ব্বা দিশঃ পিবন্নিব ভক্ষয়ন্নিবেক্ষতে তস্মাদন্নাদনান্মুখাত্তিত্তিরা নিঃসৃতা ইত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। যৎ সোমপানমাসীৎ স কপিঞ্জলোঽভবদ্যৎ সুরাপানং স কলবিঙ্কো যদন্নাদনং স তিত্তিরিরিতি॥ ২৫॥

ইন্দ্র কহিলেন, তক্ষন্! আমি যজ্ঞস্থলে তোমার ভাগ কল্পনা করিয়া দিব, মানবগণ যজ্ঞে প্রদত্ত পশুর মস্তক সর্ব্বদাই তোমাকে প্রদান করিবে, এক্ষণে তুমি এই নিয়মে ইহার মস্তক ছেদন করিয়া আমার প্রিয়কার্য্য সাধন কর॥ ১৯—২০॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! সেই তক্ষা ইন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্ত হইল এবং সুদৃঢ় কুঠার দ্বারা সেই মুনির মস্তক সকল ছেদন করিয়া ফেলিল॥ ২১॥ মহারাজ! তাঁহার মস্তকত্রয় ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইলে তাহা হইতে সহস্র সহস্র পক্ষি সবেগে নির্গত হইতে লাগিল॥২২॥ কলবিঙ্ক, তিত্তিরি ও কপিঞ্জল এই তিন প্রকার পক্ষিপুঞ্জ পৃথক্ পৃথক্ মুখ হইতে পৃথক্ পৃথক্ রূপে শীঘ্রই নির্গত হইতে লাগিল॥ ২৩॥ নৃপবর! সেই তীব্রতেজা মুনিবর যে মুখ দ্বারা বেদাধ্যয়ন ও সোমপান করিতেন তাহা হইতে কপিঞ্জল পক্ষী সকল

যৎ সুরাপস্তু তদ্বক্ত্রং তস্মাত্তু চটকাঃ কিল।
বিনিষ্পেতুস্ত্রিশিরস এবং তে বিহগা নৃপ ! ॥ ২৬ ॥
এবং বিনিঃসৃতান্ দৃষ্ট্বা তেভ্যঃ শক্রস্তদাশুজান্।
মুমোদ মনসা রাজন্ ! জগাম ত্রিদিবং পুনঃ ॥ ২৭ ॥
গতে শক্রে তু তক্ষাপি স্বগৃহং তরসা যযৌ।
যজ্ঞভাগং পরং লব্ধ্বা মুদমাপ মহীপতে ! ॥ ২৮ ॥
ইন্দ্রোঽথ স্বগৃহং গত্বা হত্বা শত্রুং মহাবলম্।
মেনে কৃতার্থমাত্মানং ব্রহ্মহত্যামচিন্তয়ন্ ॥ ২৯ ॥
তং শ্রুত্বা নিহতং ত্বষ্টা পুত্রং পরমধার্ম্মিকম্।
চুকোপাতীব মনসা বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ৩০ ॥
অনাগসং মুনিং যস্মাৎ পুত্রং নিহতবান্ মম।
তস্মাদুৎপাদয়িষ্যামি তদ্বধার্থং সুতং পুনঃ ॥ ৩১ ॥
সুরাঃ পশ্যন্তু মে বীর্য্যং তপসশ্চ বলং তথা।
জানাতু সর্ব্বং পাপাত্মা স্বকৃতস্য ফলং মহৎ ॥ ৩২ ॥
ইত্যুক্ত্বাগ্নিং জুহাবাথ মন্ত্রৈরাথর্ব্বণোদিতৈঃ।
পুত্রস্যোৎপাদনার্থায় ত্বষ্টা ক্রোধসমাকুলঃ ॥ ৩৩ ॥

চটকাঃ কলবিঙ্কাঃ ॥ ২৬ ॥
মুমোদেতি। ত্রিশিরা মৃত ইতি নিশ্চয়েন ॥ ২৭—৩৩ ॥

যে মুখ দ্বারা দিক্ সকল পান করিবার ন্যায় দর্শন করিতেন তাহা হইতে তিত্তিরি পক্ষী সকল এবং যাহা দ্বারা সুরা পান করিতেন তাহা হইতে কলবিঙ্ক পক্ষী সকল নির্গত হইতে লাগিল ॥ ২৪—২৬ ॥ দেবরাজ পক্ষিগণকে তাহার মুখবিবর হইতে নির্গত হইতে দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ স্বর্গে গমন করিলেন ॥ ২৭ ॥ মহারাজ ! ইন্দ্র নিজ নগরে গমন করিলে তক্ষাও সত্বর নিজ গৃহে গমন করিল এবং যজ্ঞভাগ লাভ করিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইল ॥ ২৮ ॥ দেবরাজ ইন্দ্র শত্রু বিনাশ পূর্ব্বক স্বগৃহে গমন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ব্রহ্মহত্যার বিষয় কিছুই চিন্তা করিলেন না ॥ ২৯ ॥

অনন্তর, বিশ্বকর্ম্মা শুনিলেন যে, তাঁহার পরম ধার্ম্মিক পুত্র নিহত হইয়াছে, তখন তিনি মনে মনে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কহিতে লাগিলেন যে, ইন্দ্র যখন আমার গুণবান্ ও তপস্যা-নিরত পুত্রকে নিরপরাধে বিনাশ করিয়াছে তখন আমি তাহার বিনাশের নিমিত্ত পুনর্ব্বার অন্য পুত্রের সৃষ্টি করিব ॥ ৩০—৩১ ॥ সুরগণ আমার বীর্য্য ও তপোবল দর্শন করুক এবং সেই পাপাত্মা ইন্দ্রও স্বকৃত কুকার্য্যের মহৎ ফল অনুভব করুক ॥ ৩২ ॥

কৃতে হোমেঽষ্টরাত্রস্তু সন্দীপ্তাচ্চ বিভাবসোঃ।
প্রাদুর্ব্বভূব তরসা পুরুষঃ পাবকোপমঃ॥ ৩৪॥
তং দৃষ্ট্বাগ্রে সুতং ত্বষ্টা তেজোবলসমন্বিতম্।
বেগাৎ প্রকটিতং বহ্নের্দীপ্যমানমিবানলম্॥ ৩৫॥
উবাচ বচনং ত্বষ্টা সুতং বীক্ষ্য পুরঃস্থিতম্।
ইন্দ্রশত্রো বিবর্দ্ধস্ব প্রতাপাত্তপসো মম॥ ৩৬॥
ইত্যুক্তে বচনে ত্বষ্ট্রা ক্রোধপ্রজ্বলিতেন চ।
সোঽবর্দ্ধত দিবং স্তব্ধ্বা বৈশ্বানরসমদ্যুতিঃ॥ ৩৭॥
জাতঃ স পর্ব্বতাকারঃ কালমৃত্যুসমঃ স্বরাট্।
কিং করোমীতি তং প্রাহ পিতরং পরমাতুরম্॥ ৩৮॥
কুরু মে নামকং নাথ! কার্য্যং কথয় সুব্রত!।
চিন্তাতুরোঽসি কস্মাত্ত্বং ব্রূহি মে শোককারণম্॥ ৩৯॥
নাশয়াম্যদ্য তে শোকমিতি মে ব্রতমাহিতম্।
তেন জাতেন কিং ভূয়ঃ পিতা ভবতি দুঃখিতঃ॥ ৪০॥

অষ্টরাত্রমভিচারহোমে কৃতে সতীত্যর্থঃ॥ ৩৪—৩৮॥
নামকং মম নামকরণং কুর্ব্বিত্যর্থঃ॥ ৩৯॥
তেন পুত্রেণ জাতেন কিং ফলম্ ন কিমপি। যস্য পুত্রস্য পিতা দুঃখিতো ভবতি॥৪০-৪১॥

বিশ্বকর্ম্মা এই বলিয়া ক্রোধে অত্যন্ত আকুল হইলেন এবং অথর্ব্ববেদোক্ত বিধান দ্বারা পুত্র উৎপাদনের নিমিত্ত অনলে হোম করিতে লাগিলেন॥ ৩৩॥ অষ্ট রাত্র হোম করিলে পর সেই প্রদীপ্ত অনল হইতে দ্বিতীয় পাবকের ন্যায় দীপ্তিমান্ এক পুরুষ সত্বর আবির্ভূত হইল॥ ৩৪॥ বিশ্বকর্ম্মা অনল হইতে বহির্ভূত তেজ ও বল সমন্বিত দীপ্যমান অনলের ন্যায় সেই পুত্রকে সম্মুখে দর্শন করিয়া কহিলেন, ইন্দ্রশত্রো! তুমি আমার তপোবল দ্বারা বিবর্দ্ধিত হও॥ ৩৫—৩৬॥ বিশ্বকর্ম্মা ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া এই বাক্য বলিলে পর অনলতুল্য দীপ্তিশালী সেই পুত্র আকাশমণ্ডল স্তব্ধ করিয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিল॥ ৩৭॥ ক্ষণকাল মধ্যে সেই পুরুষ কালান্তক শমন সদৃশ পর্ব্বতাকৃতি হইয়া ঈশ্বরের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল এবং অত্যন্ত কাতর নিজ জনক বিশ্বকর্ম্মাকে কহিল, প্রভো! আপনি আমার নামকরণ করুন, তাত! আমি আপনার কোন্ কার্য্য সাধন করিব? আপনি কি জন্য চিন্তাতুর ও শোকাতুর হইয়াছেন তাহার কারণ সকল ব্যক্ত করিয়া বলুন॥ ৩৮-৩৯॥ আমি আপনার শোক বিনাশ করিব ইহাই অদ্য আমার নিশ্চিত ব্রত হইল; পিতঃ! যে পুত্র পিতার দুঃখ মোচনে সমর্থ না হয়, সেই পুত্র জন্মিলেই বা কি ফল?॥ ৪০॥ পিতঃ!

পিবামি সাগরং সদ্যশ্চূর্ণয়ামি ধরাধরান্।
উদ্যন্তং বারয়াম্যদ্য তরণিং তিগ্মতেজসম্ ॥ ৪১ ॥
হন্মীন্দ্রং সসুরং সদ্যো যমং বা দেবতান্তরম্।
ক্ষিপামি সাগরে সর্ব্বান্ সমুৎপাট্য চ মেদিনীম্ ॥ ৪২ ॥
ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য ত্বষ্টা পুত্রস্য পেশলম্।
প্রত্যুবাচাতিমুদিতস্তং সুতং পর্ব্বতোপমম্ ॥ ৪৩ ॥
বৃজিনাত্রাতুমধুনা যস্মাচ্ছক্তোঽসি পুত্রক!।
তস্মাৎ বৃত্র ইতি খ্যাতং তব নাম ভবিষ্যতি ॥ ৪৪ ॥
ভ্রাতা তব মহাভাগ! ত্রিশিরা নাম তাপসঃ।
ত্রীণি তস্য চ শীর্ষাণি হ্যভবন্ বীর্য্যবন্তি চ ॥ ৪৫ ॥
বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞো সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ।
সংস্থিতস্তপসি প্রায়স্ত্রিলোকীবিস্ময়প্রদে ॥ ৪৬ ॥
শক্রেণ তু হতঃ সোঽদ্য বজ্রঘাতেন সাম্প্রতম্।
বিনাপরাধং সহসা ছিন্নানি মস্তকানি চ ॥ ৪৭ ॥
তস্মাত্ত্বং পুরুষব্যাঘ্র! জহি শক্রং কৃতাগসম্।
ব্রহ্মহত্যাযুতং পাপং নিস্ত্রপং দুর্ম্মতিং শঠম্ ॥ ৪৮ ॥

হন্মীন্দ্রমিতি। ইন্দ্রং হন্মি হনিষ্যামি যমং বাঽন্যদ্বা দেবতান্তরং হন্মি হনিষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৪২—৪৩ ॥

বৃজিনাত্ত্রায়ত ইতি বৃত্রঃ পৃষোদরাদিত্বাজ্জিনশব্দস্য তকারাদেশঃ ॥ ৪৪—৪৮ ॥

আমি এক্ষণে সমস্ত সাগর পান করিব, অথবা সমস্ত পর্ব্বত চূর্ণ করিয়া ফেলিব, অথবা উদয়শীল তিগ্মতেজা তরণিকে নিবারণ করিয়া রাখিব কিংবা সমস্ত সুরগণের সহিত বাসবকে, যমকে বা অন্য যে কোনও দেবতাকে বিনাশ করিব অথবা মেদিনীকে উৎপাটন করিয়া সমস্ত জীবগণকে সাগর জলে নিক্ষেপ করিব ॥ ৪১—৪২ ॥

মহারাজ! বিশ্বকর্ম্মা সেই পুত্রের এইরূপ মনোহর মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে সেই পর্ব্বতোপম পুত্রকে কহিলেন, পুত্র! তুমি এক্ষণে বৃজিন অর্থাৎ দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ এই হেতু তুমি বৃত্র নামে বিখ্যাত হইবে ॥ ৪৩—৪৪ ॥ মহাভাগ! তোমার ভ্রাতা ত্রিশিরা নামে তাপস ছিলেন, তাহার তিনটি মস্তকই বীর্য্যবান্ অর্থাৎ উত্তম কর্ম্মক্ষম ছিল ॥ ৪৫ ॥ সে বেদ ও বেদাঙ্গ শাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ এবং সর্ব্ব বিদ্যায় বিশারদ হইয়া নিয়তই ত্রিলোকের বিস্ময়প্রদ তপস্যায় নিরত থাকিত ॥ ৪৬ ॥ ইন্দ্র আমার সেই গুণবান্ পুত্রকে বজ্র দ্বারা বিনাশ করিয়াছে, সেই পাপাত্মা বিনা অপরাধে তাহার তিনটি মস্তকই ছেদন

ইত্যুক্ত্বা চ তদা ত্বষ্টা পুত্রশোকসমাকুলঃ।
আয়ুধানি চ দিব্যানি চকার বিবিধানি চ ॥ ৪৯ ॥
দদাবস্মৈ সহস্রাক্ষবধায় প্রবলানি চ।
খড়্গশূলগদাশক্তিতোমরপ্রমুখানি বৈ ॥ ৫০ ॥
শার্ঙ্গধনুস্তথা বাণং পরিঘং পট্টিশং তথা।
চক্রং দিব্যং সহস্রারং সুদর্শনসমপ্রভম্ ॥ ৫১ ॥
তূণীরৌ চাক্ষয়ৌ দিব্যৌ কবচঞ্চাতিসুন্দরম্।
রথং মেঘপ্রতীকাশং দৃঢ়ং ভারসহং জবম্ ॥ ৫২ ॥
যুদ্ধোপকরণং সর্ব্বং কৃত্বা পুত্রায় পার্থিব!।
দত্ত্বাসৌ প্রেরয়ামাস ত্বষ্টা ক্রোধসমন্বিতঃ ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে বৃত্রোৎপত্তিকথনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

চকার উৎপাদিতবান্ ॥ ৪৯—৫৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

করিয়াছে ॥ ৪৭ ॥ অতএব, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি সেই কৃতাপরাধ ব্রহ্মহত্যা-পাপযুক্ত, পাপস্বরূপ, নির্লজ্জ, শঠ ও দুষ্টমতি সুরপতিকে সংহার কর ॥ ৪৮ ॥

মহারাজ! পুত্রশোকে ব্যাকুল বিশ্বকর্ম্মা এইরূপ বলিয়া বিবিধ প্রকার দিব্য আয়ুধ সকল উৎপাদন করিলেন ॥ ৪৯ ॥ তিনি ইন্দ্র বধের নিমিত্ত বিশেষ কার্য্যক্ষম উত্তম উত্তম খড়্গ, শূল, গদা, শক্তি, তোমরাদি এবং শার্ঙ্গ ধনুক, বাণ, পরিঘ, পট্টিশ, সুদর্শন সদৃশ প্রভাবিশিষ্ট দিব্য চক্র, দিব্য অক্ষয় তূণীর দ্বয়, সুন্দর কবচ, মেঘপ্রভ সুদৃঢ় ভারসহ বায়ুবেগী রথ, এই সমস্ত নির্ম্মাণ করিয়া পুত্রকে প্রদান করিলেন ॥ ৫০—৫২ ॥ মহারাজ! ক্রোধ-সমন্বিত শিল্পিপ্রবর বিশ্বকর্ম্মা এইরূপে যুদ্ধের সমগ্র উপকরণ প্রস্তুত করিয়া তৎসমুদয় নিজ পুত্র বৃত্রাসুরকে প্রদান পূর্ব্বক ইন্দ্র বধের নিমিত্ত পাঠাইয়া দিলেন ॥ ৫৩ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে বৃত্রাসুরের উৎপত্তি নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

কৃতস্বস্ত্যয়নো বৃত্রো ব্রাহ্মণৈর্ব্বেদপারগৈঃ ।
নির্জ্জগাম রথারূঢ়ো হন্তুং শক্রং মহাবলঃ ॥ ১ ॥
তদৈব রাক্ষসাঃ ক্রূরাঃ পুরা দেবপরাজিতাঃ ।
সমাজগ্মুশ্চ সেবার্থং বৃত্রং জ্ঞাত্বা মহাবলম্ ॥ ২ ॥
ইন্দ্রদূতাস্তু তং দৃষ্ট্বা যুদ্ধায় তু সমাগতম্ ।
বেগাদাগত্য বৃত্তান্তং শশংসুস্তস্য চেষ্টিতম্ ॥ ৩ ॥

দূতা উচুঃ ।

স্বামিন্ ! শীঘ্রমিহায়াতি বৃত্রো নাম রিপুস্তব ।
বলবান্ স্যন্দনে রূঢ়স্ত্বষ্ট্রা চোৎপাদিতঃ কিল ॥ ৪ ॥
অভিচারেণ নাশার্থং তব ক্রোধান্বিতেন বৈ ।
পুত্ত্রাঘাতাভিতপ্তেন দুঃসহো রাক্ষসৈর্বৃতঃ ॥ ৫ ॥
যত্নং কুরু মহাভাগ ! শীঘ্রমায়াতি সাম্প্রতম্ ।
মেরুমন্দরসঙ্কাশো ঘোরশব্দোঽতিদারুণঃ ॥ ৬ ॥

ষষ্টিশ্লোকৈর্দেবসেনাপরাজয়কথোত্তরম্ ।
পিত্রাজ্ঞয়া তপস্থার্থং বৃত্রো গত উদীর্য্যতে ।

ত্বষ্টুঃ প্রেরণোত্তরং জাতং বৃত্তমাহ কৃতস্বস্ত্যয়ন ইতি ॥ ১—৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! মহাবল বৃত্র, বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্ত্যয়ন করাইয়া রথে আরোহণ পূর্ব্বক দেবরাজ ইন্দ্রকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত নির্গত হইল ॥ ১ ॥ পূর্ব্বে দেবগণ যে সকল দানবদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহারা বৃত্রাসুরকে বলবান্ জানিয়া তাহার সেবা ও সাহায্যের নিমিত্ত তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ২ ॥ ইন্দ্রের দূত সকল তাহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত সমুদ্যত দেখিয়া বেগে আগমন পূর্ব্বক দেবরাজকে তাহার কার্য্য ও অন্যান্য সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া কহিল ॥ ৩॥ প্রভো ! বিশ্বকর্ম্মা পুত্র-বিনাশে সন্তপ্ত ও ক্রোধান্বিত হইয়া আপনার বিনাশের নিমিত্ত অভিচার কর্ম্ম দ্বারা যে পুত্র উৎপাদন করিয়াছেন সেই দুঃসহ বৃত্র নামক অসুর আপনার বলবান্ শত্রু, সে এক্ষণে রথে আরোহণ পূর্ব্বক অসুরগণে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধের নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করি-

এতস্মিন্নন্তরে তত্র ভীতা দেবগণা ভৃশম্।
আগত্যোচুঃ সুরপতিং শৃণ্বন্তং দূতভাষিতম্ ॥ ৭ ॥

গণা ঊচুঃ।

মঘবন্! দুর্নিমিত্তানি ভবন্তি ত্রিদশালয়ে।
বহূনি ভয়শংসীনি পক্ষিণাং বিরুতানি চ ॥ ৮ ॥
কাকা গৃধ্রাস্তথা শ্যেনাঃ কঙ্কাদ্যা দারুণাঃ খগাঃ।
রুদন্তি বিকৃতৈঃ শব্দৈরুৎকারৈর্ভবনোপরি ॥ ৯ ॥
চীচীকূচীতি নিনদান্ কুর্ব্বন্তি বিহগা ভৃশম্।
বাহনানাঞ্চ নেত্রেভ্যো জলধারাঃ পতন্ত্যধঃ ॥ ১০ ॥
শ্রূয়তেঽতিমহাঞ্ছব্দো রুদতীনাং নিশাসু চ।
রাক্ষসীনাং মহাভাগ! ভবনোপরি দারুণঃ ॥ ১১ ॥
প্রপতন্তি ধ্বজাস্তূর্ণং বিনা বাতেন মানদ!।
প্রভবন্তি মহোৎপাতা দিবি ভূম্যন্তরিক্ষজাঃ ॥ ১২ ॥
কৃষ্ণাম্বরধরা নার্য্যো ভ্রমন্তি চ গৃহে গৃহে।
যাস্ত যাস্ত গৃহাৎ তূর্ণং ব্রুবন্ত্যো বিকৃতাননাঃ ॥ ১৩ ॥

তব নাশার্থমিত্যন্বয়ঃ ॥ ৫—১১ ॥

তেছে ॥ ৪—৫ ॥ হে মহাভাগ! এই শক্র মেরুমন্দর প্রমাণ ও অতিশয় দারুণ, সে এক্ষণে ঘোরতর শব্দ করিয়া সত্বর আগমন করিতেছে, আপনি বিশেষরূপে যত্নবান্ হউন ॥ ৬ ॥

মহরাজ! দেবরাজ দূতগণের বচন শ্রবণ করিতেছেন এমন সময়ে দেবতাগণ, ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া আগমন করত বলিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥ সুরপতি! অদ্য দেবগণের ভবনে বহুতর অমঙ্গল লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে, পক্ষিগণ যেরূপে ধ্বনি করিতেছে তাহাতে শীঘ্রই যে অনিষ্টাপাত হইবে তাহা জানা যাইতেছে ॥ ৮ ॥ কাক, গৃধ্র, শ্যেন ও কঙ্ক প্রভৃতি নিদারুণ পক্ষিসকল, ভবনের উপরিভাগে বিকৃত ও উচ্চতর শব্দে রোদন করিতেছে ॥ ৯ ॥ অন্যান্য পক্ষিগণ সর্ব্বদাই চীচী কূচী প্রভৃতি শব্দ করিতেছে, বাহনগণের লোচন হইতে অশ্রুধারা নিপতিত হইতেছে ॥ ১০ ॥ মহাভাগ! অধিক আর কি বলিব, রাত্রিকালে ভবনের উপরিভাগে রোরুদ্যমানা রাক্ষসীগণের ভয়ঙ্কর দারুণ শব্দ শ্রুত হইতেছে ॥ ১১ ॥ হে মানদ! বিনা বাতেই রথস্থিত ধ্বজা সকল ভগ্ন হইয়া নিপতিত হইতেছে, এইরূপে স্বর্গমধ্যে ভূমিজাত ও অন্তরীক্ষজাত উৎপাত সকল প্রাদুর্ভূত হইতেছে ॥ ১২ ॥ দেবরাজ! এক্ষণে সুরপুরে বিকৃতাননা অঙ্গনাগণ কৃষ্ণবস্ত্র পরিধান করিয়া গৃহে গৃহে ভ্রমণ পূর্ব্বক "গৃহ হইতে

রাত্রৌ স্বপ্নেষু কান্তানাং সুপ্তানাং নিজমন্দিরে।
কেশান্ লুনন্তি রাক্ষস্যো ভীষয়ন্ত্যো ভৃশাতুরাঃ ॥ ১৪ ॥
এবংবিধানি দেবেশ! ভূকম্পোল্কাদয়স্তথা।
গোমায়বো রুদন্তি স্ম নিশায়াং ভবনাঙ্গনে ॥ ১৫ ॥
সরটানাঞ্চ জালানি প্রভবন্তি গৃহে গৃহে।
অঙ্গপ্রস্ফুরণাদীনি দুর্নিমিত্তানি সর্ব্বশঃ ॥ ১৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা চিন্তামাপ সুরেশ্বরঃ।
বৃহস্পতিং সমাহূয় পপ্রচ্ছ চ মনোগতম্ ॥ ১৭ ॥

ইন্দ্র উবাচ।

ব্রহ্মন্! কিমুত ঘোরাণি নিমিত্তানি ভবন্তি বৈ।
বাতাশ্চ দারুণা বান্তি প্রপতন্ত্যলকাঃ খতঃ ॥ ১৮ ॥
সর্ব্বজ্ঞোঽসি মহাভাগ! সমর্থো বিঘ্ননাশনে।
বুদ্ধিমাঞ্ছাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞো দেবতানাং গুরুস্তথা ॥ ১৯ ॥
কুরু শান্তিং বিধানজ্ঞ! শক্রক্ষয়বিধায়িনীম্।
যথা মে ন ভবেদ্দুঃখং তথা কার্য্যং বিধীয়তাম্ ॥ ২০ ॥

দিবি উৎপাতা ভবন্তি ভূম্যন্তরিক্ষজাশ্চোৎপাতা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ১২—১৭ ॥

শীঘ্রই যাও, শীঘ্রই যাও” এই বাক্য সর্ব্বদাই বলিতেছে ॥ ১৩ ॥ সুরকামিনীগণ রাত্রিকালে আপন আপন মন্দির মধ্যে নিদ্রিত থাকিলেও স্বপ্নযোগে দর্শন করিতেছে যে, ভয়ঙ্করী রাক্ষসী সকল আগমন করিয়া তাহাদের কেশকলাপ ছিন্ন করিয়া তাহাদিগকে ভয়প্রদর্শন করিতেছে ॥ ১৪ ॥ হে দেবেন্দ্র! এইরূপ অশুভ লক্ষণ সকল এবং ভূমিকম্প ও উল্কাপাতাদি উৎপাত সকল সংঘটিত হইতেছে। অধিক কি রাত্রিকালে শৃগাল সকল ভবনের অঙ্গন মধ্যে আগমন করিয়া ঘোরতর হৃদয়বিক্ষোভক দারুণ শব্দে রোদন করিতেছে ॥ ১৫ ॥ বহুতর কৃকলাস গৃহে গৃহে সর্ব্বদাই ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে এবং বিশেষ বিশেষ অঙ্গ স্ফুরণাদি অমঙ্গল লক্ষণ সকল সর্ব্বদাই প্রকাশ পাইতেছে ॥ ১৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! তাঁহাদের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবরাজ অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইলেন এবং সুরগুরু বৃহস্পতিকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১৭ ॥ ব্রহ্মন্! ঘোরতর দুর্নিমিত্ত সকল প্রকাশ পাইতেছে, নিদারুণ সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে এবং আকাশ হইতে কেশরাশি নিপতিত হইতেছে এ সকল কি?। হে মহাভাগ! আপনি বুদ্ধিমান্ শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ দেবতাদিগের গুরু বিশেষত সর্ব্বজ্ঞ ও বিঘ্ন বিনাশনের সমস্ত বিধানই অবগত

বৃহস্পতিরুবাচ।

কিং করোমি সহস্রাক্ষ! ত্বয়াদ্য দুষ্কৃতং কৃতম্।
অনাগসং মুনিং হত্বা কিংফলং সমুপার্জ্জিতম্ ॥ ২১ ॥
অত্যুগ্রপুণ্যপাপানাং ফলং ভবতি সত্বরম্।
বিচার্য্য খলু কর্ত্তব্যং কার্য্যং তদ্ভূতিমিচ্ছতা ॥ ২২ ॥
পরোপতাপনং কর্ম্ম ন কর্ত্তব্যং কদাচন।
ন সুখং বিন্দতে প্রাণী পরপীড়াপরায়ণঃ ॥ ২৩ ॥
মোহাল্লোভাদ্ব্রহ্মহত্যা কৃতা শক্র! ত্বয়াধুনা।
তস্য পাপস্য সহসা ফলমেতদুপাগতম্ ॥ ২৪ ॥
অবধ্যঃ সর্ব্বদেবানাং জাতোঽসৌ বৃত্রসংজ্ঞকঃ।
হন্তুং ত্বাং স সমায়াতি দানবৈর্ব্বহুভির্বৃতঃ ॥ ২৫ ॥
আয়ুধানি চ সর্ব্বাণি বজ্রতুল্যানি বাসব!।
ত্বষ্ট্রা দত্তানি দিব্যানি গৃহীত্বা সমুপস্থিতঃ ॥ ২৬ ॥
সমাগচ্ছতি দুর্দ্ধর্ষো রথারূঢ়ঃ প্রতাপবান্।
দেবেন্দ্র প্রলয়ং কুর্ব্বন্নাস্য মৃত্যুর্ভবিষ্যতি ॥ ২৭ ॥

অলকাঃ কেশাঃ খন্তঃ আকাশতঃ পতন্তি ॥ ১৮—২১ ॥
অত্যুগ্রেতি। যতঃ ত্বরং ফলং ভবতি ততো বিচার্য্য কর্ত্তব্যমিত্যন্বয়ঃ ॥ ২২—২৬ ॥

আছেন! অতএব আপনি শত্রুবিনাশিনী শান্তির অনুষ্ঠান করুন, অধিক কি বলিব যাহাতে আমাদিগের দুঃখ না হয়, আপনি সেইরূপ কার্য্যের বিধান করুন ॥ ১৮—২০ ॥

বৃহস্পতি বলিলেন, সহস্রলোচন! আমি কি করিব তুমি ইতিপূর্ব্বে অতিশয় পাপ কর্ম্ম করিয়াছ, সেই নিরপরাধ মুনিবরকে নিহত করিয়া তুমি অতি কুৎসিত ফল উপার্জ্জন করিয়াছ ॥২১॥ অতিশয় উগ্রতর পাপ ও পুণ্যের ফল সত্বরই ফলিয়া থাকে, অতএব কল্যাণ-কামুক জনগণের বিচার করিয়াই কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য ॥ ২২ ॥ যাহাতে অপরের অতিশয় সন্তাপ হয় এরূপ কর্ম্ম কখনই কর্ত্তব্য নহে। যে সকল প্রাণী পরপীড়ায় নিরত তাহারা কখনই সুখলাভ করিতে পারে না ॥ ২৩ ॥ শক্র! তুমি এক্ষণে মোহবশে ও লোভবশে ব্রহ্মহত্যা করিয়াছ, সেই পাপের এই ফল সহসা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ॥ ২৪ ॥ সুররাজ! এই বৃত্রনামক অসুর, সমস্ত দেবগণের অবধ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই প্রতাপবান্ দুর্দ্ধর্ষ অসুরবর বহুতর দানবগণে পরিবৃত হইয়া এবং বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক প্রদত্ত বজ্রতুল্য দিব্য অস্ত্র সকল গ্রহণ করিয়া রথে আরোহণ পূর্ব্বক তোমাকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত প্রলয়-কাল উপস্থিত করিয়াই যেন আগমন করিতেছে। এই ত্রিলোকমধ্যে তাহাকে বিনাশ

কোলাহলস্তদা জাতস্তথা ব্রবতি বাক্‌পতৌ।
গন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরা যক্ষা মুনয়শ্চ তপোধনাঃ ॥ ২৮ ॥
সদনানি বিহায়ৈবামরাঃ সর্ব্বে পলায়িতাঃ।
তদ্‌দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্য্যং শক্রশ্চিন্তাপরায়ণঃ ॥ ২৯ ॥
আজ্ঞাপয়ামাস তদা সেনোদ্‌যোগায় সেবকান্‌।
আনয়ধ্বং বসূন্‌ রুদ্রানশ্বিনৌ চ দিবাকরান্‌।
পূষণঞ্চ ভগং বায়ুং কুবেরং বরুণং যমম্‌ ॥ ৩০ ॥
বিমানেষু সমারুহ্য সায়ুধাঃ সুরসত্তমাঃ।
সমাগচ্ছন্তু তরসা শক্রুরায়াতি সাম্প্রতম্‌ ॥ ৩১ ॥
ইত্যাজ্ঞাপ্য সুরপতিঃ সমারুহ্য গজোত্তমম্‌।
বৃহস্পতিং পুরোধায় নির্গতো নিজমন্দিরাৎ ॥ ৩২ ॥
তথৈব ত্রিদশাঃ সর্ব্বে স্বং স্বং বাহনমাস্থিতাঃ।
যুদ্ধায় কৃতসঙ্কল্পা নির্যযুঃ শস্ত্রপাণয়ঃ ॥ ৩৩ ॥
বৃত্রোঽথ দানবৈর্যুক্তঃ সংপ্রাপ্তো মানসোত্তরম্‌।
পর্ব্বতং দেবতাবাসং রম্যং পাদপশোভিতম্‌ ॥ ৩৪ ॥

দেবেন্দ্রেতি। হে দেবেন্দ্র! প্রলয়ং কুর্ব্বন্নাগচ্ছতি। অস্য মৃত্যুর্নৈব ভবিষ্যতি। তাদৃশ-পরাক্রমবতঃ পুরুষস্যাভাবাদিতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

করিতে পারে এরূপ কেহই নাই, অতএব ইহার মৃত্যুও হইবে না ॥ ২৫—২৭ ॥ বৃহস্পতি এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময়ে এক মহান্‌ কোলাহল শব্দ উত্থিত হইল। এই সময় গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ, মুনিগণ ও অন্যান্য অমরগণ সকলেই আপন আপন গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। দেবরাজ সুরগণকে পলায়নপর দেখিয়া অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেনা সকলের উদ্যোগের নিমিত্ত সেবকগণকে আজ্ঞা প্রদান করিয়া কহিলেন যে, তোমরা বসুগণ, রুদ্রগণ, অশ্বিনীদ্বয়, আদিত্যগণ, পুষা, ভগ, বায়ু, কুবের, বরুণ ও যম প্রভৃতি সুরগণকে আনয়ন কর। শক্র উপস্থিতপ্রায় হইয়াছে অতএব সেই সুরবরগণ স্ব স্ব বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক সত্বর এখানে আগমন করুক ॥ ২৮—৩১ ॥

অমররাজ এইরূপ আজ্ঞা করিয়া গজরাজে আরোহণ পূর্ব্বক সুরগুরুকে অগ্রে করিয়া আপন মন্দির হইতে নির্গত হইলেন ॥ ৩২ ॥ সেইরূপ ত্রিদশগণও সকলেই নিজ নিজ বাহনে আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধের নিমিত্ত কৃতসংকল্প হইয়া আপন আপন অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক নির্গত হইলেন ॥ ৩৩ ॥ এদিকে বৃত্রাসুর ও দানবগণে পরিবৃত হইয়া মানস সরোবরের উত্তরস্থিত,

ইন্দ্রোঽপ্যাগত্য সংগ্রামং চকার মানসোত্তরে।
পর্ব্বতে দেবতাযুক্তো বাচস্পতিপুরঃসরঃ ॥ ৩৫ ॥
তত্রাভূদ্দারুণং যুদ্ধং বৃত্রবাসবয়োস্তদা।
গদাসিপরিঘৈঃ পাশৈর্বাণৈঃ শক্তিপরশ্বধৈঃ ॥ ৩৬ ॥
মানুষেণ প্রমাণেন সংগ্রামঃ শরদাং শতম্।
বভূব ভয়দো নৃণামৃষীণাং ভাবিতাত্মনাম্ ॥ ৩৭ ॥
বরুণঃ প্রথমং ভগ্নস্ততো বায়ুগণঃ কিল।
যমো বিভাবসুঃ শক্রঃ সর্ব্বে তে নির্গতা রণাৎ ॥ ৩৮ ॥
পলায়নপরান্ দৃষ্ট্বা দেবানিন্দ্রপুরোগমান্।
বৃত্রোঽপি পিতরং প্রাগাদাশ্রমস্থং মুদান্বিতম্ ॥ ৩৯ ॥
প্রণম্য প্রাহ ত্বষ্টারং পিতঃ! কার্য্যং ময়া কৃতম্।
দেবা বিনির্জ্জিতাঃ সর্ব্বে সেন্দ্রাঃ সমরসংস্থিতাঃ ॥ ৪০ ॥
বিদ্রুতাস্তে গতাঃ স্থানং যথা সিংহাৎ মৃগা গজাঃ ॥ ৪১ ॥
ইন্দ্রঃ পদাতিরগমন্ময়ানীতো গজোত্তমঃ।
ঐরাবতোঽয়ং ভগবন্! গৃহাণ দ্বিরদোত্তমম্ ॥ ৪২ ॥

গন্ধর্ব্বা ইত্যস্য পলায়িতা ইত্যন্বয়ঃ ॥ ২৮—৩৬ ॥

মানুষেণেতি। মনুষ্যাণাং শতবর্ষপরিমিতকালপর্য্যন্তমিত্যর্থঃ। বভূবেতি। অস্য সংগ্রাম ইত্যনেনান্বয়ঃ ॥ ৩৭—৪০ ॥

তরুরাজিতে পরিশোভিত সুরম্য পর্ব্বতে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজন্! ঐ মনোহর স্থানই দেবতাদিগের নিবাস স্থল ছিল ॥ ৩৪ ॥ ইন্দ্রও বৃহস্পতিকে অগ্রে করিয়া সুরগণের সহিত মানসের উত্তরস্থিত সেই পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩৫ ॥ সেই স্থানে বৃত্র ও বাসবের গদা, অসি, পরিঘ, পাশ, বাণ, শক্তি ও পরশু প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা নিদারুণ যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ৩৬ ॥ নিয়তাত্মা ঋষিগণের ও মনুষ্যগণের ভয়প্রদ ঘোরতর সেই সংগ্রাম মনুষ্য পরিমাণের একশত বৎসর ব্যাপিয়া নিয়তই হইয়াছিল ॥ ৩৭ ॥ তদনন্তর প্রথমে বরুণ, পরে বায়ুগণ, তৎপরে যম, বিভাবসু ও ইন্দ্র, এইরূপে ক্রমশ সকলেই রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন ॥ ৩৮ ॥ তখন বৃত্রাসুর ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণকে পলায়নপর দেখিয়া আশ্রমস্থিত হৃষ্টচিত্ত পিতার নিকট গমন পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া কহিল, পিতঃ! আমি আপনার আজ্ঞানুসারে কার্য্য সাধন করিয়াছি, ইন্দ্র প্রভৃতি সমস্ত দেবগণকেই সংগ্রামস্থলে পরাজিত করিয়াছি। সিংহের নিকট হইতে মৃগ ও গজগণ যেরূপে পলায়ন করে সেইরূপে তাহারা সকলেই স্ব স্ব স্থানে পলায়ন করি-

ন হতাস্তে ময়া তস্মাদযুক্তং ভীতমারণম্।
আজ্ঞাপয় পুনস্তাত! কিং করোমি তবেপ্সিতম্ ॥ ৪৩ ॥
নির্জ্জরা নির্গতাঃ সর্ব্বে ভয়ভীতাঃ শ্রমাতুরাঃ।
ইন্দ্রোঽপ্যৈরাবতং ত্যক্ত্বা ভয়ভীতঃ পলায়িতঃ ॥ ৪৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি পুত্রবচঃ শ্রুত্বা ত্বষ্টা প্রাহ মুদান্বিতঃ।
পুত্রবানদ্য জাতোঽস্মি সফলং মম জীবিতম্ ॥ ৪৫ ॥
ত্বয়াহং পাবিতঃ পুত্র! গতো মে মানসো জ্বরঃ।
নিশ্চলং মে মনো জাতং দৃষ্ট্বা বীর্য্যং তবাদ্ভুতম্ ॥ ৪৬ ॥
শৃণু বক্ষ্যাম্যহং পুত্র! হিতং তেঽদ্য নিশাময়।
তপঃ কুরু মহাভাগ! সাবধানঃ স্থিরাসনঃ ॥ ৪৭ ॥
বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ কেষাঞ্চিৎ পাকশাসনঃ।
শক্রস্তে ছলকর্ত্তাস্তি নানাভেদবিশারদঃ ॥ ৪৮ ॥
তপসা প্রাপ্যতে লক্ষ্মীস্তপসা রাজ্যমুত্তমম্।
তপসা বলবৃদ্ধিঃ স্যাৎ সংগ্রামে বিজয়স্তথা ॥ ৪৯ ॥

মৃগাঃ গজাঃ যথা সিংহাদ্ভ্রুতা ইত্যর্থঃ ॥ ৪১—৪২ ॥
(কথং শত্রূন্ন হতবানিত্যপেক্ষায়ামাহ ন হতাস্ত ইতি ॥ ৪৩—৪৫ ॥
ত্বয়েতি। জ্বরশ্চাত্রশক্রভিঃ পরাজিতে প্রতীকারকরণাভাবাৎ চিরস্থিতো মানসঃ সন্তাপঃ ॥ ৪৬—৪৮ ॥
তপসো মাহাত্ম্যমাহ তপসেতি ॥ ৪৯ ॥

য়াছে ॥ ৩৯—৪১ ॥ দেবরাজের গজরাজ কাড়িয়া লইয়াছি সে পদব্রজেই পলায়ন করিয়াছে। ভগবন্! আমি এই গজবর ঐরাবতকে আনয়ন করিয়াছি আপনি গ্রহণ করুন ॥ ৪২ ॥ পিত! ভীতজনকে বধ করা অনুচিত, এই হেতু আমি তাহাদিগকে বিনাশ করি নাই। এক্ষণে আপনি আজ্ঞা করুন পুনর্ব্বার আপনার কি অভীষ্ট সাধন করিব ॥ ৪৩ ॥ সমস্ত দেবগণই ভয়ে ভীত ও শ্রমাতুর হইয়া সংগ্রাম স্থল হইতে নির্গত হইয়াছে, অধিক কি ইন্দ্রও ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া ঐরাবত পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছে ॥ ৪৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! বিশ্বকর্ম্মা পুত্রের সেই বচন শ্রবণানন্তর হৃষ্ট-চিত্তে কহিলেন, অদ্য আমি যথার্থই পুত্রবান্ হইলাম এবং আমার জীবন সফল হইল ॥ ৪৫ ॥ পুত্র! অদ্য তুমি আমাকে পবিত্র করিলে; এক্ষণে আমার চিন্তাজ্বর প্রশমিত হইল; তোমার অদ্ভুত বীর্য্য দর্শনে আমার মনও সুস্থির হইল ॥৪৬॥ বৎস! আমি এখন যাহা কহিতেছি মনোযোগ পূর্ব্বক তাহা শ্রবণ কর। হে মহাভাগ! তুমি সাবধান হইয়া স্থিরাসনে উপবেশন পূর্ব্বক তপস্যা

আরাধ্য দ্রুহিণং দেবং লব্ধা বরমনুত্তমম্।
জহি শক্রং দুরাচারং ব্রহ্মহত্যাসমাবৃতম্ ॥ ৫০ ॥
সাবধানঃ স্থিরো ভূত্বা ধাতারং ভজ শঙ্করম্।
বাঞ্ছিতং স বরং দদ্যাৎ সন্তুষ্টশ্চতুরাননঃ ॥ ৫১ ॥
তোষয়িত্বা বিশ্বযোনিং ব্রহ্মাণমমিতৌজসম্।
অবিনাশিত্বমাসাদ্য জহি শক্রং কৃতাগসম্ ॥ ৫২ ॥
বৈরং মনসি মে পুত্র! বর্ত্ততে সুতঘাতজম্।
ন শান্তিমনুগচ্ছামি ন স্বপামি সুখেন হ ॥ ৫৩ ॥
তাপসো মে হতঃ পুত্রো নিরাগাঃ পাপ্মনা যতঃ।
ন বিন্দামি সুখং বৃত্র! ত্বং মামুদ্ধর দুঃখিতম্ ॥ ৫৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

তদাকর্ণ্য পিতুর্বাক্যং বৃত্রঃ ক্রোধযুতস্তদা।
আজ্ঞামাদায় চ পিতুর্জগাম তপসে মুদা ॥ ৫৫ ॥
গন্ধমাদনমাসাদ্য পুণ্যাং দেবধুনীং শুভাম্।
স্নাত্বা কুশাসনং কৃত্বা সংস্থিতশ্চ স্থিরাসনঃ ॥ ৫৬ ॥

অরাধ্যেতি। সঃ ইন্দ্র এব ব্রহ্মহত্যাসমাবৃতত্বাৎ সুসাধ্য ইতি ভাবঃ ॥ ৫০ ॥
বাঞ্ছিতমিতি। শঙ্করং কল্যাণদায়কমিত্যর্থঃ ॥ ৫১—৫৩ ॥
তাপস ইতি। নিরাগা নিরাপরাধ ইত্যর্থঃ ॥ ৫৪—৫৬ ॥

কর ॥৪৭॥ তুমি কাহাকেও কদাচই বিশ্বাস করিও না; কারণ, ছলান্বেষণকারী ভেদবিশারদ ইন্দ্র তোমার প্রধান শত্রু বিদ্যমান রহিয়াছে ॥৪৮॥ পুত্র! তপস্যা সাধারণ বস্তু নহে, তপস্যা দ্বারা লক্ষ্মীলাভ, উত্তম রাজ্যলাভ, বলবৃদ্ধি এবং সংগ্রামে বিজয়লাভ হইয়া থাকে॥ ৪৯॥ অতএব তুমি হিরণ্যগর্ভের আরাধনা করিয়া উত্তম বর লাভানন্তর ব্রহ্মহত্যা-পাপ-সমন্বিত দুরাচার ইন্দ্রকে সংহার কর ॥ ৫০ ॥ সাবধান ও সুস্থির হইয়া কল্যাণপ্রদ বিধাতার ভজনা কর, তাহা হইলেই সেই চতুরানন সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে বাঞ্ছিত বর প্রদান করিবেন ॥৫১॥ তুমি প্রথমে অপ্রমিতপ্রভাবসম্পন্ন বিশ্বযোনি বিধাতার সন্তোষসাধন পূর্ব্বক অমরত্ব লাভ করিয়া পরে সেই কৃতাপরাধ শক্রকে সংহার কর ॥৫২॥ হে পুত্র! পুত্রহত্যাজনিত বৈরভাব আমার মনোমধ্যে নিরন্তই বিদ্যমান রহিয়াছে, এজন্য আমি সুখে নিদ্রা যাইতে পারিতেছি না এবং কোনরূপেই আমার শান্তিলাভ হইতেছে না ॥ ৫৩ ॥ পাপিষ্ঠ পুরন্দর আমার তপস্বী পুত্রকে সংহার করিয়াছে; হে বৃত্র! আমি তোমাকে আর কি জানাইব, আমি দুঃখ সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি একণে তুমি আমার উদ্ধার সাধন কর ॥ ৫৪ ॥

ত্যক্ত্বান্নং বারিপানঞ্চ যোগাভ্যাসপরায়ণঃ।
ধ্যায়ন্ বিশ্বসৃজং চিত্তে সোপবিষ্টঃ স্থিরাসনে ॥ ৫৭ ॥
মঘবা তং তপস্যন্তং জ্ঞাত্বা চিন্তাতুরো হ্যভূৎ।
গন্ধর্ব্বান্ প্রেষয়ামাস বিঘ্নার্থং পাকশাসনঃ ॥ ৫৮ ॥
যক্ষাংশ্চ পন্নগান্ সর্পান্ কিন্নরানমিতৌজসঃ।
বিদ্যাধরানপ্সরসো দেবদূতাননেকশঃ ॥ ৫৯ ॥
উপায়ৈস্তৈঃ কৃতাঃ সম্যক্ তপোবিঘ্নায় মায়িভিঃ।
ন চচাল ততো ধ্যানাত্ত্বাষ্ট্রঃ পরমতাপসঃ ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে দেবসেনাপরাজয়ানন্তরং বৃত্রস্য তপস্যার্থগমনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

অতিকঠোরং তপঃ কৃতবানিত্যত আহ ত্যক্ত্বান্নং বারিপানঞ্চেতি ॥ ৫৭—৬০ ॥)

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! বৃত্রাসুর পিতার সেই বচন শ্রবণে ক্রোধান্বিত হইল এবং তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক তপস্যার অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত হৃষ্টচিত্তে গমন করিল ॥৫৫॥ অনন্তর সে গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক কল্যাণদায়িনী পুণ্যপ্রদা মন্দাকিনীতে স্নান করিয়া তপস্যা করিবার নিমিত্ত স্থিরাসন রচনা করিয়া কুশাসনে উপবিষ্ট হইল ॥ ৫৬ ॥ ক্রমে অন্ন ভোজন ও বারি পান পরিত্যাগ পূর্ব্বক যোগাভ্যাসে নিরত থাকিয়া স্থিরাসনে উপবেশন পূর্ব্বক নিরন্তর বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতির ধ্যান করিতে লাগিল ॥ ৫৭ ॥ এদিকে দেবরাজ বৃত্রাসুরকে তপস্যানিরত অবগত হইয়া অত্যন্ত চিন্তাতুর হইলেন এবং তাহার তপস্যার বিঘ্ন করিবার নিমিত্ত অমিতপ্রভাব গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, পন্নগ, কিন্নর, বিদ্যাধর, অপ্সরা ও অন্যান্য দেবদূতগণকে তাহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন ॥ ৫৮—৫৯ ॥ সেই মায়াবী গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি দেবযোনি সকল তপস্যার বিঘ্ন সাধন করিবার নিমিত্ত বিবিধ উপায়ে নানাপ্রকার চেষ্টা ও যত্ন করিতে লাগিল, কিন্তু পরম তপস্বী ত্বষ্টৃপুত্র বৃত্র আপনার ধ্যানযোগ হইতে কোনরূপেই বিচলিত হইল না ॥ ৬০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে দেবসেনার পরাজয়ানন্তর বৃত্রের তপস্যায় গমন নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

নির্গতাস্তে পরাবৃত্তাস্তপোবিঘ্নকরাঃ সুরাঃ।
নিরাশাঃ কার্য্যসংসিদ্ধৌ তং দৃষ্ট্বা দৃঢ়চেতসম্ ॥ ১ ॥
জাতে বর্ষশতে পূর্ণে ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
তত্রাজগাম তরসা হংসারূঢ়শ্চতুর্মুখঃ ॥ ২ ॥
আগত্য তমুবাচেদং ত্বষ্টৃপুত্র! সুখী ভব।
ত্যক্ত্বা ধ্যানং বরং ব্রূহি দদামি তব বাঞ্ছিতম্ ॥ ৩ ॥
তপসা তেঽদ্য তুষ্টোঽস্মি ত্বাং দৃষ্ট্বা চাতিকর্শিতম্।
বরং বরয় ভদ্রন্তে মনোঽভিলষিতং তব ॥ ৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

বৃত্রস্তদাতিবিশদাং পুরতো নিশম্য
বাচং সুধাসমরসাং জগদেককর্ত্তুঃ।
সন্ত্যজ্য যোগকলনাং সহসোদতিষ্ঠৎ
সঞ্জাতহর্ষনয়নাশ্রুকলাকলাপঃ ॥ ৫ ॥

দ্বিষষ্টিশ্লোকবর্যোস্তু বৃত্রেণ বরগর্ব্বিতঃ।
দেবাঃ সর্ব্বে পরাভূতাঃ শঙ্করং শরণং যযুঃ ॥

তপোবিঘ্নকরগন্ধর্ব্বগমনোত্তরং বৃত্তমাহ নির্গতা ইতি ॥ ১—৪ ॥
যোগকলনাং ধ্যানবিধিম্ ॥ ৫—৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! বৃত্রাসুরকে দৃঢ়চিত্ত দর্শন করিয়া তপস্যার বিঘ্নকারী সুরগণ কার্য্যসিদ্ধি বিষয়ে নিরাশ হইলেন এবং তথা হইতে নির্গত হইয়া পুনরায় স্ব স্ব স্থানে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন ॥ ১ ॥ অনন্তর শত বৎসর পূর্ণ হইলে লোকপিতামহ চতুরানন ব্রহ্মা হংসে আরোহণ পূর্ব্বক সেই স্থানে আগমন করিয়া কহিলেন, বৃত্র! তুমি সুখী হও, এক্ষণে ধ্যান পরিত্যাগ পূর্ব্বক বর প্রার্থনা কর আমি তোমাকে অভিলষিত বর প্রদান করিতেছি ॥ ২—৩ ॥ বৎস! তপস্যা দ্বারা তোমার দেহ অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়াছে, তোমার এই উৎকট তপস্যা দর্শন করিয়া আমি এক্ষণে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমার কল্যাণ হউক, এক্ষণে মনোমত বর প্রার্থনা কর ॥ ৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! বৃত্রাসুর পুরোভাগে জগৎকর্ত্তা ব্রহ্মার অতিশয় স্পষ্টাক্ষর সমন্বিত সুধাতুল্য সরস বাক্যাবলি শ্রবণ করিয়া যোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে

পাদৌ প্রণম্য শিরসা প্রণয়াদ্বিধাতু-
র্ব্বদ্ধাঞ্জলিঃ পুরত এব সমাসসাদ।
প্রোবাচ তং সুবরদং তপসা প্রসন্নং
প্রেমণাতিগদ্গদগিরা বিনয়েন নম্রঃ ॥ ৬ ॥
প্রাপ্তং ময়া সকলদেবপদং প্রভোঽদ্য
যদ্দর্শনং তব সুদুর্লভমাশু জাতম্।
বাঞ্ছাস্তি নাথ! মনসি প্রবণে দুরাপা
তাং প্রব্রবীমি কমলাসন! বেৎসি ভাবম্ ॥ ৭ ॥
মৃত্যুশ্চ মা ভবতু মে কিল লোহকাষ্ঠ-
শুষ্কার্দ্রবংশনিচয়ৈরপরৈশ্চ শস্ত্রৈঃ।
বৃদ্ধিং প্রয়াতু মম বীর্য্যমতীব যুদ্ধে
যস্মাদ্ভবামি সবলৈরমরৈরজেয়ঃ ॥ ৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্থং সংপ্রার্থিতো ব্রহ্মা তমাহ প্রহসন্নিব।
উত্তিষ্ঠ গচ্ছ ভদ্রন্তে বাঞ্ছিতং সফলং সদা ॥ ৯ ॥

বেৎসি ভাবমিতি। যদ্যপি ত্বং মম ভাবমভিপ্রায়ং সর্ব্বজ্ঞত্বাদ্বেৎসি তথাপীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥
বংশনিচয়ৈঃ বংশা বেণবস্তেষাং কাষ্ঠত্বেঽপি পৃথগুপাদানং গোবলীবর্দ্দন্যায়েন ॥ ৮-১৩ ॥

করিতে সহসা দণ্ডায়মান হইল ॥ ৫ ॥ তখন, ব্রহ্মার সম্মুখে গমন করিয়া প্রণয় সহকারে অবনত মস্তকে তাঁহার পদযুগলে প্রণাম করিল এবং বিনয়নম্র ও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সেই তপঃপ্রসন্ন বরপ্রদ ব্রহ্মাকে গদগদ বাক্যে কহিতে লাগিল ॥ ৬ ॥ প্রভো! আপনার সুদুর্লভ দর্শন লাভ করাতেই অদ্য আমার সমস্ত দেবপদই লাভ হইল; কমলাসন! আমার মানসে এক দুষ্পূরণীয় বাসনা নিহিত রহিয়াছে, আপনি সর্ব্বজ্ঞ সকলই জানিতে পারিতেছেন, তথাপি আমি তাহা কহিতেছি শ্রবণ করুন ॥ ৭ ॥ হে নাথ! লৌহ, কাষ্ঠ, শুষ্ক ও আর্দ্রবস্তু সকল এবং বংশও অন্যান্য শস্ত্রসমূহ দ্বারা যেন আমার মৃত্যু না হয় এবং যুদ্ধে যেন আমার বীর্য্য অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; কারণ, তাহা হইলেই আমি সসৈন্য সমস্ত অমরগণেরই অজেয় হইব ॥ ৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! বৃত্রাসুর ব্রহ্মার নিকট এই প্রকার বর প্রার্থনা করিলে কমলাসন ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, বৎস! গাত্রোত্থান করিয়া অভিলষিত স্থানে গমন কর, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে তোমার এই মনোরথ সর্ব্বদাই

ন শুষ্কেণ ন চার্দ্রেণ ন পাষাণেন দারুণা।
ভবিষ্যতি চ তে মৃত্যুরিতি সত্যং ব্রবীম্যহম্ ॥ ১০ ॥
ইতি দত্ত্বা বরং ব্রহ্মা জগাম ভুবনং পরম্।
বৃত্রস্তু তং বরং লব্ধ্বা মুদিতঃ স্বগৃহং যযৌ ॥ ১১ ॥
শশংস পিতুরগ্রে তদ্বরদানং মহামতিঃ।
ত্বষ্টা তু মুদিতঃ প্রাপ্তং পুত্রং প্রাপ্তবরং তদা ॥ ১২ ॥
স্বস্তি তেঽস্তু মহাভাগ ! জহি শক্রং রিপুং মম।
হত্বাগচ্ছ ত্রিশিরসো হন্তারং পাপসংযুতম্ ॥ ১৩ ॥
ভব ত্বং ত্রিদশাধীশঃ সংপ্রাপ্য বিজয়ং রণে।
মমাধিং ছিন্ধি বিপুলং পুত্রনাশসমুদ্ভবম্ ॥ ১৪ ॥
জীবতো বাক্যকরণাৎ ক্ষয়াহে ভূরিভোজনাৎ।
গয়ায়াং পিণ্ডদানাচ্চ ত্রিভিঃ পুত্রস্য পুত্রতা ॥ ১৫ ॥
তস্মাৎ পুত্র ! মমাত্যর্থং দুঃখং নাশিতুমর্হসি।
ত্রিশিরা মম চিত্তাত্তু নাপসর্পতি কর্হিচিৎ ॥ ১৬ ॥
সুশীলঃ সত্যবাদী চ তাপসো বেদবিত্তমঃ।
অপরাধং বিনা তেন নিহতঃ পাপবুদ্ধিনা ॥ ১৭ ॥

ত্রিশিরসো হন্তারমিন্দ্রম্ ॥ ১৪—১৬ ॥
পাপবুদ্ধিনেতি। ইতি পুত্রং প্রাহেতি শেষঃ ॥ ১৭—২৩ ॥

সফল হইবে। শুষ্ক বা আর্দ্র বস্তু দ্বারা অথবা পাষাণ বা অন্যান্য কাষ্ঠাদি দ্বারা তোমার মৃত্যু হইবে না, ইহা আমি তোমার নিকট সত্য কহিলাম ॥ ৯—১০ ॥ প্রজাপতি বৃত্রকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। বৃত্রও বরলাভে প্রফুল্লিত হইয়া নিজ গৃহে গমন করিল ॥ ১১ ॥ মহামতি বৃত্র পিতার অগ্রে এই বরদান বার্ত্তা নিবেদন করিল, বিশ্বকর্ম্মাও পুত্রের বরদান বার্ত্তা শ্রবণে হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন ॥১২॥ মহাভাগ ! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি আমার পরম বৈরি শতক্রতুকে বিনাশ কর। সেই ত্রিশিরার বিনাশ-কারী পাপাত্মা পুরন্দরকে বিনাশ করিয়া পুনর্ব্বার এখানে আগমন কর ॥ ১৩ ॥ তুমি সংগ্রামে বিজয় লাভ কর এবং ত্রিদশগণের অধীশ্বর হইয়া আমার পুত্রনাশ জনিত অতিশয় মনোব্যথা বিদূরিত কর ॥ ১৪ ॥ পিতা যখন জীবিত থাকেন তখন তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন, মৃত দিবসে (শ্রাদ্ধ দিবসে) ভূরি ভোজন-দান এবং গয়ায় পিণ্ড দান এই তিনটি কার্য্য দ্বারাই পুত্রের পুত্রত্ব হইয়া থাকে। অতএব হে পুত্র ! তুমি আমার বাক্য রক্ষা করিয়া আমার দুঃখ বিনাশ করিতে যত্নবান্ হও। তুমি নিশ্চয় জানিও যে, ত্রিশিরা

ব্যাস উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা বৃত্রঃ পরমদুর্জ্জয়ঃ।
রথমারুহ্য তরসা নির্জগাম পিতুর্গৃহাৎ ॥ ১৮ ॥
রণদুন্দুভিনির্ঘোষং শঙ্খনাদং মহাবলম্।
কারয়িত্বা প্রয়াণং স চকার মদগর্ব্বিতঃ ॥ ১৯ ॥
নির্যযৌ নয়সংযুক্তঃ সেবকানিতি সংবদন্।
হত্বা শক্রং গ্রহীষ্যামি সুররাজ্যমকণ্টকম্ ॥ ২০ ॥
ইত্যুক্ত্বা নির্জগামাশু স্বসৈন্যপরিবারিতঃ।
মহতা সৈন্যনাদেন ভীষয়ন্নমরাবতীম্ ॥ ২১ ॥
তমাগচ্ছন্তমাজ্ঞায় তুরাষাড়পি সত্বরঃ।
সেনোদ্যোগং ভয়ত্রস্তঃ কারয়ামাস ভারত! ॥ ২২ ॥
সর্ব্বানাহূয় তরসা লোকপালানরিন্দমঃ।
যুদ্ধার্থং প্রেরয়ন্ সর্ব্বান্ ব্যরোচত মহাদ্যুতিঃ ॥ ২৩ ॥
গৃধ্রব্যূহং ততঃ কৃত্বা সংস্থিতঃ পাকশাসনঃ।
তত্রাজগাম বেগাত্তু বৃত্রঃ পরবলার্দ্দনঃ ॥ ২৪ ॥

গৃধ্রব্যূহং গৃধ্রপক্ষ্যাকারসেনানিবেশম্ ॥ ২৪—২৮ ॥

আমার মানসক্ষেত্র হইতে কখনই অপসারিত হইতেছে না ॥১৫—১৬॥ সেই ত্রিশিরা সুশীল, সত্যবাদী, তপস্বী এবং বেদবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য ছিল। হায়! আমার সেই গুণবান্ প্রিয়পুত্রকে পাপবুদ্ধি পুরন্দর বিনা অপরাধেই বিনাশ করিয়াছে ॥ ১৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! সেই অতিশয় দুর্জ্জয় বৃত্রাসুর তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রথে আরোহণ পূর্ব্বক সত্বর পিতৃগৃহ হইতে নির্গত হইল ॥ ১৮ ॥ সেই মদগর্ব্বিত অসুর যখন আপনার মহতী সেনা সমভিব্যাহারে রণোদ্দেশে গমন করিল, তখন রণ-দুন্দুভির নির্ঘোষ ও শঙ্খনাদ হইতে লাগিল। সেই নীতিসম্পন্ন বৃত্র প্রয়াণকালে আপনার সেনা সমূহকে বলিতে লাগিল, আজ সুররাজকে বিনাশ করিয়া অকণ্টক অমররাজ্য গ্রহণ করিব ॥১৯-২০॥ রাজন্! অসুররাজ এই বলিয়া সৈন্যসমূহে পরিবৃত হইয়া সুমহান্ সেনা নিনাদে অমরাবতীর ভয়োৎপাদন পূর্ব্বক সত্বর নির্গত হইল ॥২১॥ হে ভারত! দেবরাজ তাহাকে সমাগত জানিয়া ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া সত্বর সেনাগণের উদ্যোগ করিতে কহিলেন এবং শীঘ্রই সমস্ত লোকপালগণকে আহ্বান ও যুদ্ধের নিমিত্ত প্রেরণ করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ২২—২৩ ॥ সেই মহাদ্যুতি শত্রুতাপন পাকশাসন পুরন্দর গৃধ্রব্যূহ (গৃধ্র পক্ষীর ন্যায় সেনানিবেশ) রচনা করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, এদিকে শত্রু-বিনাশন

দেবদানবয়োস্তাবৎ সংগ্রামস্তুমুলোঽভবৎ।
বৃত্রবাসবয়োঃ সংখ্যে মনসা বিজয়ৈষিণোঃ ॥ ২৫ ॥
এবং পরস্পরং যুদ্ধে সংদীপ্তে ভয়দে ভৃশম্।
আকুতং দেবতাঃ প্রাপুর্দৈত্যাশ্চ পরমাং মুদম্ ॥ ২৬ ॥
তোমরৈর্ভিন্দিপালৈশ্চ খড়্গৈঃ পরশুপট্টিশৈঃ।
জঘ্নুঃ পরস্পরং দেবদৈত্যাঃ স্বস্ববরায়ুধৈঃ ॥ ২৭ ॥
এবং যুদ্ধে বর্ত্তমানে দারুণে লোমহর্ষণে।
শক্রং জগ্রাহ সহসা বৃত্রঃ ক্রোধসমন্বিতঃ ॥ ২৮ ॥
অপাবৃত্য মুখে ক্ষিপ্ত্বা স্থিতো বৃত্রঃ শতক্রতুম্।
মুদিতোঽভূন্মহারাজ! পূর্ব্ববৈরমনুস্মরন্ ॥ ২৯ ॥
শক্রে গ্রস্তেঽথ বৃত্রেণ সম্ভ্রান্তা নির্জ্জরাস্তদা।
চুক্রুশুঃ পরমার্ত্তাস্তে হা শক্রেতি মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ৩০ ॥
অপাবৃতং মুখে শক্রং জ্ঞাত্বা সর্ব্বে দিবৌকসঃ।
বৃহস্পতিং প্রণম্যোচুর্দীনা ব্যথিতচেতসঃ ॥ ৩১ ॥
কিং কর্ত্তব্যং দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ত্বমস্মাকং গুরুঃ পরঃ।
শক্রো গ্রস্তস্তু বৃত্রেণ রক্ষিতো দেবতান্তরৈঃ ॥ ৩২ ॥

অপাবৃত্য কবচবস্ত্রাদ্যাবরণরহিতং কৃত্বেত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩৩ ॥

বৃত্রাসুর সবেগে আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল ॥ ২৪ ॥ অতঃপর দেব ও দানবগণের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল, পরস্পর বিজয়াভিলাষী বৃত্র ও বাসব ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥ এইরূপে সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধানল অত্যন্ত প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলে দেবতাগণ বিমর্ষ ও দৈত্যগণ হর্ষপ্রাপ্ত হইল ॥ ২৬ ॥ দেব ও দৈত্যগণ, তোমর, ভিন্দিপাল, খড়্গ, পরশু, পট্টিশ প্রভৃতি স্বস্ব অস্ত্র দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল ॥ ২৭ ॥ এইরূপে অতি নিদারুণ লোমহর্ষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ক্রোধ সমন্বিত বৃত্র ইন্দ্রকে সহসা গ্রহণ করিল এবং কবচ ও বস্ত্রাদি আবরণ বিরহিত করিয়া মুখে নিক্ষেপ পূর্ব্বক গ্রাস করিয়া পূর্ব্ব বৈরিতা স্মরণ পূর্ব্বক অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥২৮—২৯॥ বৃত্রাসুর ইন্দ্রকে গ্রাস করিয়া ফেলিলে অমরগণ অত্যন্ত সন্ত্রস্ত ও কাতর হইয়া হা ইন্দ্র! হা ইন্দ্র! বলিয়া মুহুর্ম্মুহুঃ চীৎকার করিতে লাগিলেন ॥৩০॥ দেবতাগণ, দেবরাজকে কবচাদি-বিরহিত ও বৃত্রমুখে অবস্থিত জানিয়া দীন ও ব্যথিতমনা হইয়া বৃহস্পতিকে প্রণাম পুরঃসর কহিতে লাগিলেন, হে দ্বিজেন্দ্র! আপনি আমাদিগের পরম গুরু, এক্ষণে কর্ত্তব্য কি? দেবগণ

বিনা শক্রেণ কিং কুর্ম্মঃ সর্ব্বে হীনপরাক্রমাঃ।
অভিচারং কুরু বিভো! সত্বরঃ শক্রমুক্তয়ে ॥ ৩৩ ॥

বৃহস্পতিরুবাচ।

কিং কর্ত্তব্যং সুরাঃ ক্ষিপ্তো মুখমধ্যেঽস্তি বাসবঃ।
বৃত্রেণোৎসাদিতো জীবন্নস্তি কোষ্ঠান্তরে রিপোঃ ॥ ৩৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

দেবাশ্চিন্তাতুরাঃ সর্ব্বে তুরাসাহং তথাকৃতম্।
দৃষ্ট্বা বিমৃশ্য তরসা চক্রুর্যত্নং বিমুক্তয়ে ॥ ৩৫ ॥
অসৃজন্ত মহাসত্বাং জৃম্ভিকাং রিপুনাশিনীম্।
ততো বিজৃম্ভমাণঃ স ব্যাবৃতাস্যো বভূব হ ॥ ৩৬ ॥
বিজৃম্ভমাণস্য ততো বৃত্রস্যাস্যাদবাপতৎ।
স্বান্যঙ্গান্যপি সংক্ষিপ্য নিক্রান্তো বলসূদনঃ ॥ ৩৭ ॥
ততঃ প্রভৃতিলোকেষু জৃম্ভিকা প্রাণিসংস্থিতা।
জহৃষুশ্চ সুরাঃ সর্ব্বে শক্রং দৃষ্ট্বা বিনির্গতম্ ॥ ৩৮ ॥
ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং তয়োর্লোকভয়প্রদম্।
বর্ষাণামযুতং যাবদ্দারুণং লোমহর্ষণম্ ॥ ৩৯ ॥

জীবন্নস্তীতি। জীবতো নিষ্কাসনোপায়ঃ প্রথমতঃ কর্ত্তব্যস্তদনন্তরমভিচারচিকীর্ষেতি বৃহস্পতেরভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৪—৪৬ ॥

ইন্দ্রকে রক্ষা করিলেও বৃত্রাসুর তাঁহাকে গ্রাস করিয়াছে। আমরা সকলেই হীনপরাক্রম, অতএব ইন্দ্র ব্যতিরেকে আমরা কি করিব; হে বিভো! আপনি ইন্দ্রের মুক্তির নিমিত্ত সত্বর অভিচার ক্রিয়া সম্পাদন করুন ॥ ৩১—৩৩ ॥

বৃহস্পতি কহিলেন, সুরগণ! দেবরাজ বৃত্রমুখে নিক্ষিপ্ত রহিয়াছেন, বৃত্র তাঁহাকে অবসন্ন করিয়াছে, কিন্তু তিনি জীবিত থাকিয়া ঐ রিপুর কোষ্ঠ মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছেন, অতএব জীবিতাবস্থায় নিক্রামণ চেষ্টাই কর্ত্তব্য ॥ ৩৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! দেবরাজকে তদবস্থ দর্শন করিয়া অমরগণ অত্যন্ত চিন্তাতুর হইলেন এবং সত্বর ইন্দ্রের মুক্তির জন্য বিশেষরূপে বিবেচনা পূর্ব্বক যত্ন করিতে লাগিলেন ॥৩৫॥ অনন্তর, তাঁহারা মহাসত্বসম্পন্না বৈরিবিনাশিনী জৃম্ভিকার সৃষ্টি করিলেন। তখন বৃত্রাসুর জৃম্ভণ করিলে তাহার আনন বিবৃত হইল। বলবিনাশন ইন্দ্র এই অবকাশে স্বকীয় অঙ্গ সকল সঙ্কুচিত করিয়া বিজৃম্ভমাণ বৃত্রের বদন হইতে নিক্রান্ত হইয়া নিপতিত হইলেন ॥৩৬-৩৭॥ মহারাজ! তদবধিই জৃম্ভিকা লোকমধ্যে প্রাণিদেহে সংস্থিত হইয়া রহিয়াছে।

একতশ্চ সুরাঃ সর্ব্বে যুদ্ধায় সমুপস্থিতাঃ।
একতো বলবাংস্ত্বাষ্ট্রঃ সংগ্রামে সমবর্ত্তত ॥ ৪০ ॥
যদা ব্যবর্দ্ধত রণে বৃত্রো বরমদাবৃতঃ।
পরাজিতস্তদা শক্রস্তেজসা তস্য ধর্ষিতঃ ॥ ৪১ ॥
বিব্যথে মঘবা যুদ্ধে ততঃ প্রাপ্য পরাজয়ম্‌।
বিষাদমগমন্‌দেবা দৃষ্ট্বা শক্রং পরাজিতম্‌ ॥ ৪২ ॥
জগ্মুস্ত্যক্ত্বা রণং সর্ব্বে দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ।
গৃহীতং দেবসদনং বৃত্রেণাগত্য রংহসা ॥ ৪৩ ॥
দেবোদ্যানানি সর্ব্বাণি ভুঙ্‌ক্তেঽসৌ দানবো বলাৎ।
ঐরাবতোঽপি দৈত্যেন গৃহীতোঽসৌ গজোত্তমঃ ॥ ৪৪ ॥
বিমানানি চ সর্ব্বাণি গৃহীতানি বিশাম্পতে!।
উচ্চৈঃশ্রবা হয়বরো জাতস্তস্য বশে তদা ॥ ৪৫ ॥
কামধেনুঃ পারিজাতো গণশ্চাপ্সরসাং তথা।
গৃহীতং রত্নমাত্রন্তু তেন ত্বষ্টৃসুতেন হ ॥ ৪৬ ॥
স্থানভ্রষ্টাঃ সুরাঃ সর্ব্বে গিরিদুর্গেষু সংস্থিতাঃ।
দুঃখমাপুঃ পরিভ্রষ্টা যজ্ঞভাগাৎ সুরালয়াৎ ॥ ৪৭ ॥

যজ্ঞভাগাৎ সুরালয়াচ্চ পরিভ্রষ্টা ইত্যর্থঃ ॥ ৪৭—৫৪ ॥

তদনন্তর দেবগণ ইন্দ্রকে নির্গত হইতে দেখিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন ॥৩৮॥ এইরূপে ইন্দ্র নির্গত হইলে পুনর্ব্বার বৃত্র ও বাসবের অযুতবর্ষ ব্যাপী নিদারুণ লোমহর্ষণ ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল ॥৩৯॥ এক দিকে সুরগণ সকলেই যুদ্ধের নিমিত্ত উপস্থিত হইলেন, অপর দিকে বিপুল-বিক্রম ত্বষ্টৃনন্দন বৃত্র সংগ্রাম করিতে লাগিল ॥ ৪০ ॥ বৃত্রাসুর যখন বরমদে মত্ত হইয়া রণে বর্দ্ধিত হইল তখন ইন্দ্র তাঁহার তেজে ধর্ষিত হইয়া পরাজিত হইলেন ॥ ৪১ ॥ অনন্তর দেব-রাজ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন, দেবগণও তাঁহাকে পরাজিত দেখিয়া অত্যন্ত বিষাদপ্রাপ্ত হইলেন ॥ ৪২ ॥ তখন ইন্দ্রপ্রভৃতি সমস্ত দেবগণ রণ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন বৃত্রাসুরও সত্বর আগমন করিয়া ত্রিদশালয় অধিকার করিল ॥ ৪৩ ॥ সেই দানবপ্রবর বলপূর্ব্বক সমস্ত দেবোদ্যান ভোগ করিতে লাগিল এবং গজরাজ ঐরাবতকেও গ্রহণ করিল ॥৪৪॥ রাজন্‌! সেই ত্বষ্টৃতনয় বৃত্র সমস্ত বিমান ও হয়বর উচ্চৈঃশ্রবা, কামধেনু, পারিজাত, অপ্সরাগণ প্রভৃতি সমস্ত স্বর্গরত্ন গ্রহণ করিল ॥৪৫—৪৬॥ এদিকে সুরগণ সকলেই স্থানভ্রষ্ট হইয়া গিরিদুর্গে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যজ্ঞভাগে বঞ্চিত ও সুরালয়

বৃত্রঃ সুরপদং প্রাপ্য বভুব মদগর্ব্বিতঃ।
ত্বষ্টাতীব সুখং প্রাপ্য মুমোদ সুতসংযুতঃ ॥ ৪৮॥
অমন্ত্রয়ন্ হিতং দেবা মুনিভিঃ সহ ভারত ! ।
কিং কর্ত্তব্যমিতি প্রাপ্তে বিচিন্ত্য ভয়মোহিতাঃ ॥ ৪৯ ॥
জগ্মুঃ কৈলাসমচলং সুরাঃ শক্রসমন্বিতাঃ।
মহাদেবং প্রণম্যোচুঃ প্রহ্বাঃ প্রাঞ্জলয়ো ভৃশম্ ॥ ৫০ ॥
দেবদব ! মহাদেব কৃপাসিন্ধো মহেশ্বর ! ।
রক্ষাস্মান্ ভয়ভীতাংস্তু বৃত্রেণাতিপরাজিতান্ ॥ ৫১ ॥
গৃহীতং দেবসদনং তেন দেব বলীয়সা।
কিং কর্ত্তব্যমতঃ শম্ভো ! ব্রূহি সত্যং শিবাদ্য নঃ ॥ ৫২ ॥
কিং কুর্ম্মঃ ক চ গচ্ছামঃ স্থানভ্রষ্টা মহেশ্বর ! ।
দুঃখস্য নাধিগচ্ছামো বিনাশোপায়মীশ্বর ! ॥ ৫৩ ॥
সাহায্যং কুরু ভূতেশ ! ব্যথিতাঃ স্ম কৃপানিধে ! ।
বৃত্রং জহি মদোৎসিক্তং বরদানবলাদ্বিভো ! ॥ ৫৪ ॥

(সুরস্য দেবরাজস্য পদং ইন্দ্রত্বমিত্যর্থঃ সুরাণাং পদং স্থানং স্বর্গরাজ্যমিতি বা ॥৪৮-৫৪॥)

হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া অত্যন্ত ক্লেশভোগ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥ বৃত্রাসুর সুররাজ্য প্রাপ্ত হইয়া মদগর্ব্বে গর্ব্বিত হইল; বিশ্বকর্ম্মাও তৎকালে অত্যন্ত সুখী হইয়া পুত্রের সহিত আমোদ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮ ॥ হে ভারত ! তদনন্তর দেবগণ মুনিগণের সহিত মিলিত হইয়া আপনাদিগের হিতকর বিষয়ের মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন; কিন্তু, তখন কি করা কর্ত্তব্য এই বিষয় চিন্তা করিয়াই তাঁহারা ভয়ে বিমোহিত হইলেন ॥ ৪৯ ॥ অনন্তর, সুরগণ ইন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া কৈলাসাচলে মহাদেব সমীপে গমন করিলেন এবং অত্যন্ত বিনীত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার চরণে প্রণিপাত করত কহিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥

হে দেবদেব মহাদেব ! আপনি মহেশ্বর এবং করুণা রসের অপার সমুদ্র স্বরূপ, আমরা বৃত্রাসুরকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া অত্যন্ত ভীত হইয়াছি আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥৫১॥ শম্ভো ! আপনি সকলের মঙ্গলবিধান করেন, অতএব সেই বলবান্ দানব স্বর্গরাজ্য কাড়িয়া লইয়াছে, এক্ষণে আমাদের কি কর্ত্তব্য তাহা আপনি সত্য করিয়া বলুন ॥ ৫২ ॥ হে মহেশ ! আমরা স্থানভ্রষ্ট হইয়া কি করি কোথায় যাই, আমরা ত দুঃখ বিনাশের উপায় কিছুই দেখিতে পাইতেছি না ॥ ৫৩ ॥ হে ভূতভাবন ! আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি আপনি আমাদিগের সাহায্য করুন; দয়াময় ! বরদান বলে সেই বৃত্রাসুর মদমত্ত হইয়াছে আপনি তাহাকে বিনাশ করুন ॥ ৫৪ ॥

শিব উবাচ।

ব্রহ্মাণং পুরতঃ কৃত্বা বয়ং সর্ব্বে হরেঃ ক্ষয়ম্।
গত্বা সমেত্য তং বিষ্ণুং চিন্তয়ামো বধোদ্যমম্॥ ৫৫ ॥
স শক্তশ্চ ছলজ্ঞশ্চ বলবান্ বুদ্ধিমত্তরঃ।
শরণ্যশ্চ দয়াব্ধিশ্চ বাসুদেবো জনার্দ্দনঃ॥ ৫৬ ॥
বিনা তং দেবদেবেশং নার্থসিদ্ধির্ভবিষ্যতি।
তস্মাত্তত্র চ গন্তব্যং সর্ব্বকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে॥ ৫৭ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি সঞ্চিন্ত্য তে সর্ব্বে ব্রহ্মা শক্রঃ সশঙ্করঃ।
জগ্মুর্বিষ্ণোঃ ক্ষয়ং দেবাঃ শরণ্যং ভক্তবৎসলম্॥ ৫৮ ॥
গত্বা বিষ্ণুপদং দেবাস্তুষ্টুবুঃ পরমেশ্বরম্।
হরিং পুরুষসূক্তেন বেদোক্তেন জগদ্‌গুরুম্॥ ৫৯ ॥
প্রত্যক্ষোঽভূজ্জগন্নাথস্তেষাং স কমলাপতিঃ।
সংমান্য চ সুরান্ সর্ব্বানিত্যুবাচ পুরঃস্থিতঃ॥ ৬০ ॥
কিমাগতাঃ স্ম লোকেশা হরব্রহ্মসমন্বিতাঃ।
কারণং কথয়ধ্বং বঃ সর্ব্বেষাং সুরসত্তমাঃ!॥ ৬১ ॥

হরেঃ ক্ষয়ং স্থানম্॥ ৫৫—৫৭ ॥
ক্ষয়ং স্থানম্। ভক্তবৎসলত্বস্ত চেতনত্বারোপেণ॥ ৫৮—৬১ ॥

শঙ্কর কহিলেন, দেবগণ! আমরা ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া হরিগৃহে গমন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সেই দুর্বৃত্ত বৃত্রের বধোপায় চিন্তা করিব॥ ৫৫ ॥ জনার্দ্দন বাসুদেব সকল কার্য্যেই সমর্থ, বলবান্, ছলজ্ঞ, অতিশয় বুদ্ধিমান্, দয়ানিধি এবং সর্ব্বজনের শরণ্য; সেই দেবদেব ব্যতিরেকে কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই; অতএব সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত আমাদের সকলেরই সেই স্থানে গমন করা কর্ত্তব্য॥ ৫৬—৫৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! ইন্দ্রাদি দেবতাগণ শঙ্কর ও ব্রহ্মার সহিত এইরূপ স্থির করিয়া সকলেই সেই সর্ব্বজন-শরণ্য ভক্তবৎসল হরির আলয়ে গমন করিলেন এবং জগদ্‌গুরু পরমেশ্বর হরিকে বেদোক্ত পুরুষ-সূক্ত দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন॥৫৮—৫৯॥ তখন, সেই কমলাপতি জগৎপ্রভু জনার্দ্দন তাঁহাদের প্রত্যক্ষ হইলেন এবং সুরগণের সম্মাননা পূর্ব্বক তাহাদের সম্মুখে অবস্থিত হইয়া কহিতে লাগিলেন॥ ৬০ ॥ লোকেশগণ! তোমরা শঙ্কর ও ব্রহ্মার সহিত কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছ; সুরসত্তমগণ! তোমাদের আগমনের কারণ কি তাহা আমার নিকট বল॥ ৬১ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা হরের্ব্বাক্যং নোচুর্দেবা রমাপতিম্।
চিন্তাবিষ্টাঃ স্থিতাঃ প্রায়ঃ সর্ব্বে প্রাঞ্জলয়স্তথা ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে বৃত্রপরাভূতদেবানাং শঙ্করাদিশরণগ্রহণবর্ণনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

(ইতীতি। দেবাঃ বিষ্ণোর্বাক্যমাকর্ণ্যাপি ন তং কিমপি উক্তবন্তঃ পরন্তু কিং ব্রূম ইতি চিন্তয়া আবিষ্টাঃ কৃতাঞ্জলিপুটাঃ স্থিতা এব ॥ ৬২ ॥)

ইতি শ্রীভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! দেবগণ হরির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই রমাপতিকে কিছুই বলিতে পারিলেন না, পরন্তু প্রায় সকলেই চিন্তান্বিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত রহিলেন ॥ ৬২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-
ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে বৃত্রকর্ত্তৃক দেবপরাজয় নামক
চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

তথা চিন্তাতুরান্ বীক্ষ্য সর্ব্বান্ সর্ব্বার্থতত্ত্ববিৎ ।
প্রাহ প্রেমভরোদ্‌ভ্রান্তান্ মাধবো মেদিনীপতে ! ॥ ১ ॥

বিষ্ণুরুবাচ ।

কিং মৌনমাশ্রিতা যূয়ং ব্রুবন্তু কারণং সুরাঃ ! ।
সদসদ্বাপি যচ্ছ্রুত্বা যতিষ্যে তন্নিবারণে ॥ ২ ॥

দেবা ঊচুঃ ।

কিমজ্ঞাতং তব বিভো ! ত্রিষু লোকেষু বর্ত্ততে ।
সর্ব্বং বেদ ভবান্ কার্য্যং কিং পৃচ্ছসি পুনঃ পুনঃ ॥ ৩ ॥
ত্বয়া পূর্ব্বং বলির্বদ্ধঃ শক্রো দেবাধিপঃ কৃতঃ ।
বামনং বপুরাস্থায় ক্রান্তং ত্রিভুবনং পদৈঃ ॥ ৪ ॥
অমৃতং ত্বাহৃতং বিষ্ণো ! দৈত্যাশ্চ বিনিপাতিতাঃ ।
ত্বং প্রভুঃ সর্ব্বদেবানাং সর্ব্বাপদ্বিনিবারণে ॥ ৫ ॥

একোনষষ্টিশ্লোকৈস্তু দেবাঃ সর্ব্বে সবাসবাঃ ।
দেবীং স্তুত্বা বরং প্রাপুরিতি সম্যগিহোচ্যতে ॥

মৌনমাশ্রিতেষু দেবেষ্বনন্তরং জাতং বৃত্তমাহ তথেতি ॥ ১ ॥
সদসদ্বাপীতি । সৎ কারণং বা অস্তু অসৎ কারণং বাস্তু তদ্‌ব্রুবন্ত্বিত্যর্থঃ ॥ ২—৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজেন্দ্র ! সর্ব্বার্থতত্ত্বজ্ঞ লক্ষ্মীপতি নারায়ণ দেবগণকে চিন্তাতুর ও একান্ত অনুগত অবলোকন করিয়া তাঁহাদিগকে কহিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ সুরগণ ! তোমরা মৌনভাব অবলম্বন করিয়া রহিলে কেন ? তোমরা আমার নিকট কি জন্য আসিয়াছ তাহা ভাল অথবা মন্দ হউক শীঘ্র বল ; কারণ, আমি তাহা শ্রবণ করিলে তদনন্তর তোমাদের ক্লেশ নিবারণের নিমিত্ত যত্ন করিতে পারিব ॥ ২ ॥

দেবগণ কহিলেন, প্রভো ! ত্রিভুবন মধ্যে আপনার কি অবিদিত আছে, আপনি সকল কার্য্যই জানেন, তবে কি নিমিত্ত আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেছেন ? ॥ ৩ ॥ পূর্ব্বে আপনি বামনরূপ ধারণ করিয়া তিনটি পদ দ্বারা ত্রিভুবন আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং বলিরাজকে বদ্ধ করিয়া ইন্দ্রকে দেবাধিকার প্রদান করিয়াছিলেন ॥৪॥ বিভো ! আপনিই দৈত্যদিগকে বিমোহিত করিয়া অমৃত আহরণ করিয়াছিলেন এবং

বিষ্ণুরুবাচ।

ন ভেতব্যং সুরবরা বেদ্ম্যুপায়ং সুসংমতম্।
তদ্বধায় প্রবক্ষ্যামি যেন সৌখ্যং ভবিষ্যতি* ॥ ৬ ॥
অবশ্যং করণীয়ং মে ভবতাং হিতমাত্মনা।
বুদ্ধ্যা বলেন চার্থেন যেন কেন চ্ছলেন বা ॥ ৭ ॥
উপায়াঃ খলু চত্বারঃ কথিতাস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
সামাদয়ঃ সুহৃৎস্বেব দুর্হৃদেষু বিশেষতঃ ॥ ৮ ॥
ব্রহ্মণাস্য বরো দত্তস্তপসারাধিতেন চ।
দুর্জ্জয়ত্বঞ্চ সম্প্রাপ্তং বরদানপ্রভাবতঃ ॥ ৯ ॥
অজেয়ঃ সর্ব্বভূতানাং ত্বষ্ট্রা সমুপপাদিতঃ।
ততো বলেন বৃদ্ধিং স প্রাপ্তঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ॥ ১০ ॥
দুঃসাধ্যোঽসৌ সুরাঃ! শক্রর্বিনা সাম প্রতারণম্ ॥
প্রলোভ্য বশমানেয়ো হন্তব্যস্তু ততঃ পরম্ ॥ ১১ ॥

সামাদয়ঃ সামদানভেদদণ্ডাঃ। তে সর্ব্বে যথাযোগ্যং কেচিৎ সুহৃৎসু কেচিদ্দুর্হৃদেষু বিশেষতঃ কর্ত্তব্যা ইত্যর্থঃ ॥ ৮—১০ ॥

বিনা সামেতি। সাম বিনা প্রতারণং বিনা যতো ব্রহ্মদত্তবরেণাসৌ দৃপ্তস্তস্মাদ্ভেদ-দণ্ডয়োরত্রাসম্ভবাৎ সাম প্রতারণং বিনা দুঃসাধ্যোঽয়মিত্যর্থঃ ॥ ১১—১২ ॥

আপনিই তাহাদিগকে শমনসদনে প্রেরণ করিয়াছিলেন; অতএব, হে দেব! আপনিই দেবতাদিগের সর্ব্বপ্রকার বিপদ নিবারণে একমাত্র প্রভু রহিয়াছেন ॥ ৫ ॥

বিষ্ণু দেবগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, সুরগণ! ভয় নাই যাহাতে সেই দৈত্য-বর বিনষ্ট হয় আমি তাহার একটী সর্ব্বসম্মত উপায় বিদিত আছি, এক্ষণে তাহা তোমাদের নিকট বলিতেছি শ্রবণ কর। দেবগণ! ইহা দ্বারাই তোমাদের সুখলাভ হইবে সন্দেহ নাই ॥৬॥ দেখ, বুদ্ধি বল অর্থ বা ছল দ্বারা অথবা অন্য যে কোনও প্রকারে হউক তোমাদিগের হিত-সাধন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ৭ ॥ তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ মিত্রগণের বিশেষতঃ শত্রুগণের প্রতি প্রয়োগ করিবার জন্য সাম দান ভেদ ও দণ্ড এই চারিপ্রকার উপায় নির্দ্ধারিত করিয়াছেন ॥৮॥ তপস্যা দ্বারা আরাধিত হইয়াই ব্রহ্মা তাহাকে বরপ্রদান করিয়াছেন এবং সেই বরপ্রভাবেই সে দুর্জ্জয় হইয়া উঠিয়াছে ॥ ৯ ॥ বিশেষত বিশ্বকর্ম্মা যজ্ঞাগ্নি হইতে তাহাকে উৎপাদন করিয়াছে, অতএব এই সমস্ত কারণ জন্যই সেই পরপুরঞ্জয় বৃত্রাসুর অতিশয় বলবান্ হইয়া সমস্ত জীবগণের একান্ত অজেয় হইয়াছে ॥ ১০ ॥ সুরগণ! অগ্রে সামপ্রয়োগ

* যথাসৌ ন ভবিষ্যতি। ইতি বা পাঠঃ

গচ্ছধ্বং সর্ষিগন্ধর্ব্বা যত্রাসৌ বলবত্তরঃ।
সাম তস্য প্রযুঞ্জধ্বং তত এনং বিজেষ্যথ ॥ ১২ ॥
সঙ্গম্য শপথান্ কৃত্বা বিশ্বাস্য সময়েন হি।
মিত্রত্বঞ্চ সমাধায় হন্তব্যঃ প্রবলো রিপুঃ ॥ ১৩ ॥
অদৃশ্যঃ সম্প্রবেক্ষ্যামি বজ্রমস্য বরায়ুধম্।
সাহায্যঞ্চ করিষ্যামি শক্রস্যাহং সুরোত্তমাঃ ! ॥ ১৪ ॥
সময়ঞ্চ প্রতীক্ষধ্বং সর্ব্বথৈবায়ুষঃ ক্ষয়ে।
মরণং বিবুধাস্তস্য নান্যথা সম্ভবিষ্যতি ॥ ১৫ ॥
গচ্ছধ্বমৃষিভিঃ সার্দ্ধং গন্ধর্ব্বাঃ কপটাবৃতাঃ।
ইন্দ্রেণ সহ মিত্রত্বং কুরুধ্বং বাক্যদানতঃ।
যথা স যাতি বিশ্বাসং তথা কার্য্যং প্রতারণম্ ॥ ১৬ ॥
গুপ্তোঽহং সম্প্রবেক্ষ্যামি পবিং সঞ্ছাদিতং দৃঢ়ম্।
বিশ্বস্তং মঘবা শত্রুং হনিষ্যতি ন চান্যথা ॥ ১৭ ॥

সঙ্গম্যেতি। তত্র সঙ্গম্য গত্বা যথা স বক্ষ্যতি সময়ং সঙ্কেতম্। তেন সঙ্কেতেন শপথান্ কৃত্বা তং বিশ্বাস্য তেন মিত্রত্বঞ্চ সমাধায় হন্তব্য ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

অহন্তু কিং করিষ্যামি তত্রাহ অদৃশ্য ইতি ॥ ১৪ ॥

অত্র ত্বরা ন কর্ত্তব্যা। আয়ুষঃ ক্ষয় এব মরণং ভবতি নান্যথা। আয়ুস্তু তস্যাদ্যাপি বর্ত্ততে ইত্যাহ সময়ং চেতি। সময়ং কালম্। ইন্দ্রেণ সহ বৃত্রাসুরস্য মিত্রত্বমিত্যর্থঃ ॥১৫-১৬॥

তদনন্তর প্রতারণা ব্যতিরেকে ঐ শত্রুকে জয় করা দুঃসাধ্য; অতএব প্রথমে প্রলোভন দেখাইয়া স্ববশে আনয়ন করত তৎপরে তাহার বিনাশ করাই কর্ত্তব্য ॥১১॥ এক্ষণে, যেখানে সেই বলবান্ শত্রু বৃত্রাসুর বাস করিতেছে অগ্রে সেই স্থানে গন্ধর্ব্বগণ ঋষিগণের সহিত গমন করিয়া তাহার সহিত সন্ধি সংস্থাপন করুক, তদনন্তর তাহাকে পরাজয় করিবে ॥১২॥ তথায় গমন করিলে পর সে যাহা কহিবে সেই নিয়মে শপথ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিয়া অগ্রে বিশ্বাস উৎপাদন এবং তদনন্তর বন্ধুত্ব সংস্থাপন করিবে, পরে যথাসময়ে সেই প্রবল রিপুকে বিনাশ করিবে ॥ ১৩ ॥ সুরগণ! আমিও ইন্দ্রের উৎকৃষ্ট আয়ুধ বজ্রমধ্যে অদৃশ্যভাবে প্রবেশ করিয়া যথাসময়ে তাঁহার সাহায্য করিব ॥ ১৪ ॥ দেখ, তোমরা সময় প্রতীক্ষা কর সম্পূর্ণরূপে তাহার আয়ুর কাল শেষ হউক, নচেৎ কোনরূপেই ইহার মৃত্যু হইবে না ॥১৫॥ এক্ষণে, গন্ধর্ব্বগণ ঋষিগণের সহিত সেই অসুরের নিকট গমন করিয়া কপটতা পূর্ব্বক কেবল মাত্র বাক্য দ্বারা ইন্দ্রের সহিত মিত্রত্ব সংস্থাপন করুক, তৎপরে যখন তাহার বিশ্বাস উৎপন্ন হইবে তখনই প্রতারণা করা কর্ত্তব্য ॥ ১৬ ॥ আমি সুদৃঢ় আচ্ছাদিত বজ্রমধ্যে গুপ্তভাবে প্রবিষ্ট হইব, ইন্দ্র যখন তাহাকে বিশ্বস্ত জানিতে পারিবেন তখনই সেই বজ্র-

বিশ্বাসস্য কৃতে পাপং কৃত্বা শক্রস্তু পৃষ্ঠতঃ।
মৎসহায়োঽথ বজ্রেণ শাতয়িষ্যতি পাপিনম্॥ ১৮॥
ন দোষোঽত্র শঠে শত্রৌ শাঠ্যমেব প্রকুর্ব্বতঃ।
নান্যথা বলবান্ বধ্যঃ শূরধর্ম্মেণ জায়তে॥ ১৯॥
বামনং রূপমাধায় ময়ায়ং বঞ্চিতো বলিঃ।
কৃত্বা চ মোহিনীবেশং দৈত্যাঃ সর্ব্বেঽপি বঞ্চিতাঃ॥ ২০॥
ভবন্তঃ সহিতাঃ সর্ব্বে দেবীং ভগবতীং শিবাম্।
গচ্ছধ্বং শরণং ভাবৈঃ স্তোত্রমন্ত্রৈঃ সুরোত্তমাঃ!॥ ২১॥
সাহায্যং সা যোগমায়া ভবতাং সংবিধাস্যতি॥ ২২॥

ন চান্যথেতি। এতদুক্তপ্রকারাদন্যঃ প্রকারস্তস্য মরণে নাস্তীত্যর্থঃ॥ ১৭॥

নমু বাসবো বিশ্বাসঘাতং ন কুর্য্যাত্তদা কথমস্মাকং কার্য্যং ভবিষ্যতি তত্রাহ বিশ্বাসস্যেতি। ময়া বোধিত ইতি শেষঃ॥ ১৮॥

কিঞ্চাত্র দুষ্টশত্রুবিষয়ে স দোষোঽপি নাস্তীত্যাহ ন দোষ ইতি। শঠং প্রতি শঠং কুর্য্যাদিতি ন্যায়াদিত্যর্থঃ। কিঞ্চ যদি পাপভিয়া শাঠ্যং ন ক্রিয়তে তদান্যপ্রকারেণ শূরধর্ম্মেণায়ং বধ্যো নৈব ভবতীত্যাহ নান্যথেতি॥ ১৯॥

ময়াপ্যেবং বহুবিধং কপটং সঙ্কটে প্রাপ্তে কৃতমিত্যাহ বামনমিতি॥ ২০॥

কিঞ্চায়ং সর্ব্বোঽপি সত্যো বা মিথ্যা বা প্রকারস্তদৈব সিদ্ধ্যেদ্‌যদি পরমেশ্বর্য্যা জগদম্বায়াঃ প্রসাদঃ স্যাত্তস্মাৎ সৈব মুখ্যত্বেনারাধনীয়েত্যাহ ভবন্ত ইতি। ভগবতীং ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য ধর্ম্মস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চাপি ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনেতি শ্লোকোক্তষড়্ভগরূপৈশ্বর্য্যবতীম্। যদ্বা। ভগং মায়া সমাখ্যাতা যোনিঃ সর্ব্বস্য সা যতঃ। তদ্বতীতি তদীশানী নাম্না ভগবতী স্মৃতেতি শিবপুরাণান্তর্গতোমাসংহিতোক্তেঃ। সর্ব্বকারণত্বাদ্ যোনিস্থানাপন্না যা মায়াশক্তিস্তস্যাঃ স্বামিনীত্বাত্তদ্বতী যা সচ্চিদানন্দরূপিণী দেবী সা ভগবতীপদেনোচ্যতে। তাং ভগবতীং শিবাং মঙ্গলরূপাং তদ্দাত্রীং বা। যদ্বা শিবামেতামুমামেনাং জড়শক্তিং তথৈব চেতি সূতসংহিতোক্তরীত্যা সংবিদ্রূপামিতি বা॥ ২১—২২॥

প্রহারে তাহাকে বিনাশ করিবেন অন্যথা কোনরূপেই তাহাকে বিনাশ করিতে পারিবেন না॥ ১৭॥ দেবরাজ, বিশ্বাসঘাত-জনিত পাপকে এখন পশ্চাতে রাখিয়া আমার সাহায্যে সেই পাপাত্মা অসুরকে বজ্র দ্বারা বিনাশ করিবেন॥ ১৮॥ দেখ, শঠ শত্রুর প্রতি শঠতাচরণ দোষের নিমিত্ত হয় না; বিশেষতঃ শঠতা ব্যতিরেকে কেবলমাত্র বীরধর্ম্ম দ্বারা বলবান্ শত্রুকে কদাচই বধ করা যায় না॥ ১৯॥ পূর্ব্বে আমিও বামনরূপ ধারণ করিয়া বলিকে এবং মোহিনীবেশে সমস্ত দৈত্যদিগকে বঞ্চিত করিয়াছি; অতএব, বলবান্ শঠ শত্রুর প্রতি শঠতাচরণ কদাপি দোষের বিষয় নহে ইহা জানিবে॥ ২০॥

দেবগণ! এক্ষণে, তোমরা সকলে একত্র মিলিত হইয়া স্তোত্র মন্ত্রাদি দ্বারা দেবী ভগবতীর আরাধনা করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হও; তাহা হইলে, সেই যোগমায়া তোমাদিগের

বন্দামহে সদা দেবীং সাত্ত্বিকীং প্রকৃতিং পরাম্।
সিদ্ধিদাং কামদাং কাম্যাং দুরাপামকৃতাত্মভিঃ ॥ ২৩ ॥
ইন্দ্রোঽপি তাং সমারাধ্য হনিষ্যতি রিপুং রণে।
মোহিনী সা মহামায়া মোহয়িষ্যতি দানবম্ ॥ ২৪ ॥
মোহিতো মায়য়া বৃত্রঃ সুখসাধ্যো ভবিষ্যতি।
প্রসন্নায়াং পরাম্বায়াং সর্ব্বং সাধ্যং ভবিষ্যতি ॥ ২৫ ॥
নোচেন্মনোরথাবাপ্তির্ন কস্যাপি ভবিষ্যতি।
অন্তর্য্যামিস্বরূপা সা সর্ব্বকারণকারণা ॥ ২৬ ॥
তস্মাত্তাং বিশ্বজননীং প্রকৃতিং পরমাদৃতাঃ।
ভজধ্বং সাত্ত্বিকৈর্ভাবৈঃ শক্রনাশায় সত্তমাঃ ! ॥ ২৭ ॥

কিঞ্চ নিরন্তরমস্মাভিঃ সর্ব্বৈঃ সৈবারাধ্যতে ততোঽস্মিন্ সঙ্কটে তাং বিহায় কমন্যং শরণং ব্রজেমেত্যভিপ্রায়েণাহ বন্দামহে ইতি। সাত্ত্বিকীং শুদ্ধসত্ত্বাত্মকমায়োপাধিবিশিষ্টাং প্রকৃতিম্। প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাদিতি ব্রহ্মসূত্রপ্রতিপাদ্যাং সর্ব্বকারণাং চন্দ্ররূপাং ভগবতীমিত্যর্থঃ। দেবীং স্বপ্রকাশাম্। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতীতি শ্রুতেঃ। সিদ্ধিদাং মোক্ষদাং কামদামৈহিকপারলৌকিককামদাম্। কাম্যাং সর্ব্বৈরভিলষণীয়াম্ ॥ ২৩ ॥

ননু তদারাধনে কিং সা সাক্ষাদ্ধনিষ্যতি নেত্যাহ মোহিনীতি ॥ ২৪ ॥

ননু তয়া মোহিতোঽপি ন স মরিষ্যতি শস্ত্রাদিনা তস্য মৃতেরভাবাদিতি চেত্তত্রাহ প্রসন্নায়ামিতি। সর্ব্বং যথা স শস্ত্রাদিরহিতোপায়েন মরিষ্যতি তথা তৎ সর্ব্বং সাধ্যং ভবিষ্যতি ॥ ২৫ ॥

তদপ্রসন্নতায়াস্তু সর্ব্বং দুর্ল্লভমেবেত্যাহ নোচেদিতি। ননু সর্ব্বোত্তমা সা কিমর্থমস্মদর্থং ক্লেশমাশ্রয়িষ্যতীতি চেত্তত্রাহ অন্তর্য্যামীতি। সর্ব্বদা তয়ান্তর্যামিরূপিণ্যা সর্ব্বে ক্লেশা আশ্রিতা এব সন্তি। ন তে নবীনা আশ্রিতা ইত্যর্থঃ। যদ্বা ননু সর্ব্বোত্তমা কিমর্থমস্মাক-

---

সাহায্য বিধান করিবেন ॥ ২১—২২ ॥ দেবগণ ! যিনি স্বয়ং কামনাস্বরূপিণী হইয়া ভক্তগণের সমস্ত কামনা পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন, যাঁহার আরাধনায় সমস্ত কার্য্যই সিদ্ধ হয়, পূতাত্মা যোগিগণ ব্যতিরেকে যাঁহাকে কেহই লাভ করিতে পারে না, আমরাও সেই সত্ত্বগুণস্বরূপিণী প্রকৃতিরূপিণী পরাৎপরা দেবীকে বন্দনা করিয়া থাকি ॥ ২৩ ॥ অতএব, ইন্দ্রও তাঁহার আরাধনা করিয়া নিশ্চয়ই রণে শত্রু সংহার করিতে সমর্থ হইবেন ; কারণ, সেই মোহজননী মহামায়া পূজিতা হইয়া সেই দানবকে বিমোহিত করিবেন ॥ ২৪ ॥ বৃত্রাসুর মায়ায় মোহিত হইলে ইন্দ্র তাহাকে সহজেই বধ করিতে সমর্থ হইবেন সন্দেহ নাই ; অধিক কি, সেই পরাৎপরা অম্বিকা প্রসন্না থাকিলে সমস্তই সিদ্ধ হইবে ॥ ২৫ ॥ তিনি অন্তর্যামি-স্বরূপিণী এবং সকল কারণের কারণ, তাঁহার আরাধনা ব্যতিরেকে কাহারও মনোরথ সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই ॥ ২৬ ॥ অতএব, হে সুরসত্তমগণ ! শত্রু বিনাশের নিমিত্ত পরম আদরের

পুরা ময়াপি সংগ্রামং কৃত্বা পরমদারুণম্।
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি নিহতৌ মধুকৈটভৌ ॥ ২৮ ॥
স্তুতা ময়া তদাত্যর্থং প্রসন্না প্রকৃতিঃ পরা ॥ ২৯ ॥
মোহিতৌ তৌ তদা দৈত্যৌ ছলনে চ ময়া হতৌ।
বিপ্রলব্ধৌ মহাবাহূ দানবৌ মদগর্ব্বিতৌ ॥ ৩০ ॥
তথা কুরুধ্বং প্রকৃতের্ভজনং ভাবসংযুতাঃ।
সর্ব্বথা কার্য্যসিদ্ধিং সা করিষ্যতি সুরোত্তমাঃ! ॥ ৩১ ॥
এবং তে দত্তমতয়ো বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
জগ্মুস্তে মেরুশিখরং মন্দারদ্রুমমণ্ডিতম্ ॥ ৩২ ॥
একান্তে সংস্থিতা দেবাঃ কৃত্বা ধ্যানং জপং তপঃ।
তুষ্টুবুর্জ্জগতাং ধাত্রীং সৃষ্টিসংহারকারিণীম্।
ভক্তকামদুঘামম্বাং সংসারক্লেশনাশিনীম্ ॥ ৩৩ ॥

মুপায়ং বক্ষ্যতীতি চেত্তত্রাহ অন্তর্যামীতি। সর্ব্বোত্তমায়া এব তস্যাঃ অন্তর্যামিরূপত্বাদ্যদ্ যচ্চেষ্টিতং তৎ সর্ব্বং তৎপ্রেরণয়ৈব ভবতীতি সা প্রার্থিতা সতী যথা কার্য্যং ভবিষ্যতি তথৈব প্রেরয়িষ্যতীতি ভাবঃ। সর্ব্বেষাং কারণং মায়া তস্যা অপি কারণা বিবর্ত্তাধিষ্ঠানরূপা। যদ্যপি মায়ায়া অনাদিত্বং তথাপি তদ্বৃত্তেরুৎপন্নত্বাত্তদভিপ্রায়েণেয়মুক্তিরিতি বোধ্যম্ ॥ ২৬—৩৩ ॥

সহিত সাত্ত্বিকভাবে সেই বিশ্বজননী প্রকৃতিদেবীর আরাধনা কর ॥ ২৭ ॥ দেখ, পূর্ব্বকালে আমি পঞ্চ সহস্র বৎসর অতি নিদারুণ সংগ্রাম করিয়া মধুকৈটভ নামক অসুর দ্বয়কে সংহার করিয়াছিলাম। তখন আমি সেই মহামায়া পরাপ্রকৃতির স্তুতি করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি প্রসন্ন হইয়া ঐ অসুর দ্বয়কে বিমোহিত করিয়াছিলেন, তাহাতে ঐ মদগর্ব্বিত মহাবাহু অসুর দ্বয় প্রতারিত হয়, সেই হেতুই আমি ছলপূর্ব্বক সেই ভয়ঙ্কর দৈত্যদ্বয়কে সংহার করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম ॥ ২৮—৩০ ॥ অতএব, সুরগণ! তোমরাও ভক্তিভাবে সেইরূপে পরাপ্রকৃতির আরাধনা কর, তাহা হইলে তিনি সম্পূর্ণরূপে তোমাদের কার্য্যসিদ্ধি করিবেন ॥ ৩১ ॥

মহারাজ! প্রভাবশালী বিষ্ণু দেবতাদিগকে এইরূপ বুদ্ধি প্রদান করিলে পর তাঁহারা মন্দারতরু-পরিশোভিত সুমেরু শিখরে গমন করিলেন এবং একান্তে অবস্থিত থাকিয়া জপ ও তপস্যায় নিরত এবং ধ্যানপরায়ণ হইয়া সেই সৃষ্টি স্থিতি সংহারকারিণী ভক্তগণের অভীষ্টপ্রদায়িনী সংসারক্লেশনাশিনী জগজ্জননী জগদ্ধাত্রীর স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩২—৩৩ ॥

দেবা ঊচুঃ ।

দেবি ! প্রসীদ পরিপাহি সুরান্ প্রতপ্তান্
বৃত্রাসুরেণ সমরে পরিপীড়িতাংশ্চ ।
দীনার্ত্তিনাশনপরে পরমার্থতত্ত্বে
প্রাপ্তাংস্ত্বদঙ্ঘ্রিকমলং শরণং সদৈব ॥ ৩৪ ॥
ত্বং সর্ব্ববিশ্বজননী পরিপালয়াস্মান্
পুত্রানিবাতিপতিতান্রিপুসঙ্কটেঽস্মিন্ ।
মাতর্ন তেঽস্ত্যবিদিতং ভুবনত্রয়েঽপি
কস্মাদুপেক্ষসি সুরানসুরপ্রতপ্তান্ ॥ ৩৫ ॥
ত্রৈলোক্যমেতদখিলং বিহিতং ত্বয়ৈব
ব্রহ্মা হরিঃ পশুপতিস্তব বাসনোত্থাঃ ।
কুর্ব্বন্তি কার্য্যমখিলং স্ববশা ন তে তে
ভ্রূভঙ্গচালনবশাদ্বিহরন্তি কামম্ ॥ ৩৬ ॥
মাতা সুতান্ পরিভবাৎ পরিপাতি দীনা-
ন্রীতিস্ত্বয়ৈব রচিতা প্রকটাপরাধান্ ।
কস্মান্ন পালয়সি দেবি ! বিনাপরাধা-
নস্মাংস্ত্বদঙ্ঘ্রিশরণান্ করুণারসাব্ধে ! ॥ ৩৭ ॥

প্রতপ্তান্ সংসারতাপেন । পরমার্থং সত্যং যত্তত্ত্বং ব্রহ্মরূপং তৎস্বরূপে হে ভগবতি ! ত্বদঙ্ঘ্রিকমলং শরণমাশ্রয়ং প্রাপ্তানিত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

উপেক্ষসীতি পরস্মৈপদমার্ষম্ ॥ ৩৫ ॥

অস্মিন্ সঙ্কটে ব্রহ্মাদয়ঃ কিমিতি ন প্রার্থ্যন্তে তত্রাহ ত্রৈলোক্যমিতি । অস্বতন্ত্রপ্রার্থনয়া কিং ফলং ভবিষ্যতীতি ভাবঃ ॥ ৩৬ ॥

হে পরব্রহ্মস্বরূপিণি দেবি ! আপনি দীন দুঃখী প্রাণিগণের আধিব্যাধি বিনাশ করিয়া থাকেন এজন্য আমরা আপনার চরণকমলে শরণ গ্রহণ করিলাম । ভগবতি ! আমরা বৃত্রাসুর কর্ত্তৃক সমরে পরাজিত হইয়া অতিশয় সন্তপ্ত ও পরিপীড়িত হইয়াছি, আপনি এক্ষণে আমাদের প্রতি প্রসন্না হউন এবং আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ৩৪ ॥ আপনি অখিল বিশ্বের জননী, আমরাও এই শত্রুসঙ্কটে পতিত হইয়াছি, অতএব এক্ষণে আমাদিগকে পুত্রের ন্যায় রক্ষা করুন । মাতঃ ! ত্রিভুবনে আপনার ত কিছুই অবিদিত নাই, আমরা অসুরগণের প্রতাপানলে অত্যন্ত সন্তপ্ত, অতএব আপনি আমাদিগকে কি জন্য উপেক্ষা করিতেছেন ? ॥৩৫॥ জননি ! আপনিই এই ত্রিলোকমণ্ডলের সৃষ্টিস্থিতি ও সংহার

নূনং মদঙ্ঘ্রিভজনাপ্তপদাঃ কিলৈতে
ভক্তিং বিহায় বিভবে সুখভোগলুব্ধাঃ।
নেমে কটাক্ষবিষয়া ইতি চেন্ন চৈষা
রীতিঃ সুতে জননকর্ত্তরি চাপি দৃষ্টা ॥ ৩৮ ॥
দোষো ন নোঽত্র জননি! প্রতিভাতি চিত্তে
যত্তে বিহায় ভজনং বিভবে নিমগ্নাঃ।
মোহস্ত্বয়া বিরচিতঃ প্রভবত্যসৌ ন-
স্তস্মাৎ স্বভাবকরুণে! দয়সে কথং ন ॥ ৩৯ ॥

কিঞ্চাস্মৎপ্রার্থনয়ৈব বয়ং ত্বয়া পালনীয়া ইতি ন কিন্তু স্বকল্পিতরীতিপরিপালনার্থ-মপি বয়ং ত্বয়া রক্ষণীয়া ইত্যাহ মাতা সুতানিতি। মাতা পরিভবাৎ সুতান্ পালয়তীতি রীতির্ম্মর্য্যাদা ত্বয়ৈব যুগাদৌ রচিতা। অজ্ঞেষু পশুষ্বপি দর্শনাৎ। বয়স্তু নিরপরাধা এব। ততঃ হে করুণারসাব্ধে! কুতোঽস্মান্ সুতাম্মাতৃভূতা সতী ন পালয়সীত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

নন্বু যূয়ং সাপরাধা মদ্দত্তলক্ষ্মীমদান্ধাঃ সন্তো ন মাং ভজথেতি ততো মন্নেত্রকটাক্ষবিষয়া ন ভবথেতি চেত্তত্রাহ নূনমিতি। মমাঙ্ঘ্রেভর্জনেনাপ্তং পদমিন্দ্রাদিস্থানং যৈস্তে যূয়ং বিভবে সতি স্থানপ্রাপ্তৌ সত্যাং সুখস্য ভোগে লুব্ধা আসক্তাঃ। ন চৈষেতি। অজ্ঞেষ্বেবং রীতিরন্যত্র। সুতে সুতবিষয়ে জননকর্ত্তরি জনন্যাঞ্চ নৈষা রীতিঃ কুত্রাপি দৃষ্টা। পুত্রাপরাধাঃ সর্ব্বেঽপি মাত্রা সোঢ়ব্যা এবেতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

কিঞ্চ নায়ং দোষোঽস্মাকং ত্বয়া মোহেনাচ্ছাদিতং সর্ব্বং যথা যথা যস্মিন্ কার্য্যে প্রেরয়সি তথা কুর্ম্ম ইত্যাহ দোষো ন ন ইতি। ততো নিরপরাধিষু দয়াবশ্যং বিধেয়েতি ভাবঃ ॥ ৩৯ ॥

করিতেছেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর আপনারই ইচ্ছামাত্রে উৎপন্ন হইয়া অখিল কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। জননি! তাঁহারা স্বাধীন নহেন, আপনারই ভ্রূভঙ্গি দ্বারা পরিচালিত হইয়া যথেচ্ছায় বিহার করিয়া থাকেন ॥ ৩৬ ॥ নানাবিধ অপরাধে অপরাধী হইলেও মাতা সুদীন তনয়গণকে ক্লেশ হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন, জননি! আপনিই এই রীতির রচনা করিয়াছেন, তবে দয়াময়ি! কি কারণে নিরপরাধ এবং আপনার চরণকমলে শরণাগত জানিয়াও আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন না ॥ ৩৭ ॥ দেবি! যদি আপনি মনে করেন যে, ইহারা যখন মদনুগ্রহলব্ধ ঐশ্বর্য্যভোগ করে, তখন তাহাতেই একান্ত আসক্ত থাকিয়া আমার প্রতি ভক্তি করিতে একবারেই ভুলিয়া যায়, অতএব এক্ষণে ইহারা আমার করুণা-কটাক্ষের বিষয়ীভূত হইতে পারে না, ইহা সত্য বটে; কিন্তু মাতঃ! পুত্রের প্রতি জননীর এরূপ ভাব কোথাও লক্ষিত হয় না, অতএব আমরা নিয়তই আপনার করুণাকণার পাত্র তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ৩৮ ॥ আর এক কথা, আপনার আরাধনা পরিত্যাগ করিয়া আমরা যে ঐশ্বর্য্যভোগে নিমগ্ন হই, সে বিষয়ে আমাদের কোনও দোষ আছে বলিয়া বোধ

পূর্ব্বং ত্বয়া জননি ! দৈত্যপতির্ব্বলিষ্ঠো
ব্যাপাদিতো মহিষরূপধরঃ কিলাজৌ।
অস্মৎকৃতে সকললোকভয়াবহোঽসৌ
বৃত্রং কথং ন ভয়দং বিধুনোষি মাতঃ ! ॥ ৪০ ॥
শুম্ভস্তথাতিবলবাননুজো নিশুম্ভ-
স্তৌ ভ্রাতরৌ তদনুগা নিহতা হতৌ চ।
বৃত্রং তথা জহি খলং প্রবলং দয়ার্দ্রে !
মত্তং বিমোহয় তথা ন ভবেদ্‌যথাসৌ ॥ ৪১ ॥
ত্বং পালয়াদ্য বিবুধানসুরেণ মাতঃ !
সন্তাপিতানতিতরাং ভয়বিহ্বলাংশ্চ।
নান্যোঽস্তি কোঽপি ভুবনেষু সুরার্ত্তিহন্তা
যঃ ক্লেশজালমখিলং নিদহেৎ স্বশক্ত্যা ॥ ৪২ ॥

কিঞ্চ বয়মপরাধিনো নাধুনৈব কিন্তু পূর্ব্বমপি স্থিতাস্তত্র পূর্ব্বং যথাস্মদপরাধানবিগণয্য যথা মহিষাদ্যা দৈত্যা হতাস্তথাধুনাপি বৃত্রং কুতো ন নাশয়সীত্যাহ পূর্ব্বং ত্বয়েতি। বিধুনোষি নাশয়সি ॥ ৪০—৪১ ॥

ত্বদন্যঃ কোঽপ্যস্মান্‌ রক্ষেদিত্যাশা মনসাপি ন ত্বয়া কর্ত্তব্যেত্যাহ ত্বং পালয়াদ্যেতি। স্বশক্ত্যাস্মাকং ক্লেশজালং নির্দ্দহেদেতাদৃশো নৈবাস্তীত্যর্থঃ। সর্ব্বেষাং ক্লেশনাশকা বয়ং দেবাঃ অস্মৎক্লেশস্য নিবারকঃ কোঽন্যঃ স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৪২ ॥

হয় না ; কারণ, আপনি যে মোহরচনা করিয়া রাখিয়াছেন সেই মোহ নিজ প্রভাব প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়া রাখে। জননি ! আপনি স্বভাবতই করুণাময়ী অতএব ইহা জানিয়াও কি জন্য আমাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করিতেছেন না ॥ ৩৯ ॥ দেবি ! আপনি পূর্ব্বকালে আমাদের নিমিত্তই সকল লোকের ভয়াবহ বলবান্‌ দৈত্যপতি মহিষাসুরকে সম্মুখ সংগ্রামে বিনাশ করিয়াছেন, অতএব এক্ষণে কি নিমিত্ত এই ভয়াবহ বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিতেছেন না ? ॥ ৪০ ॥ আপনি, অতিশয় বলশালী শুম্ভ ও তদনুজ নিশুম্ভ নামক ভ্রাতৃদ্বয়কে সংহার করিয়াছেন এবং তাহাদিগের অনুগামী অপরাপর দৈত্যগণকেও নিহত করিয়াছেন ; করুণাময়ি ! এক্ষণে সেইরূপে খল ও প্রবল বৃত্রাসুরকে বিনাশ করুন। মাতঃ ! যাহাতে সে আর কিছুমাত্র প্রভাব প্রকাশ করিতে না পারে আপনি সেইরূপে এই মদমত্ত অসুরকে বিমোহিত করুন ॥৪১॥ আমরা অসুরগণের প্রভাবে অত্যন্ত সন্তাপিত ও তাহাদের ভয়ে অতিশয় বিহ্বল হইয়াছি, আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন ; কারণ, আপনি ব্যতিরেকে ত্রিলোকমধ্যে নিজ শক্তি দ্বারা দেবতাদিগের ক্লেশজাল হরণ করিতে

বৃত্রে দয়া তব যদি প্রথিতা তথাপি
জহ্যেনমাশু জনদুঃখকরং খলঞ্চ।
পাপাৎ সমুদ্ধর ভবানি! শরৈঃ পুনানা
নো চেৎ প্রযাস্যতি তমো ননু দুষ্টবুদ্ধিঃ ॥ ৪৩ ॥
তে প্রাপিতাঃ সুরবনং বিবুধারয়ো যে
হত্বা রণেঽপি বিশিখৈঃ কিল পাবিতাস্তে।
ত্রাতা ন কিং নিরয়পাতভয়াদ্দয়ার্দ্রে!
যচ্ছত্রবোঽপি ন হি কিং বিনিহংসি বৃত্রম্ ॥ ৪৪ ॥
জানীমহে রিপুরসৌ তব সেবকো ন
প্রায়েণ পীড়য়তি নঃ কিল পাপবুদ্ধিঃ।
যস্তাবকস্ত্বিহ ভবেদমরানসৌ কিং
ত্বৎপাদপঙ্কজরতান্ননু পীড়য়েদ্বা ॥ ৪৫ ॥

ননু যথা ভবতাং মাতাস্মি তথা দৈত্যানামপি ভবামি ততশ্চ কথং ময়া জনন্যা তে হন্তব্যা ইতি চেত্তত্রাহ বৃত্রে দয়েতি। দুষ্টবুদ্ধির্দুরাচারঃ। স যদি ত্বয়া ন হন্যতে তদা স্বপাপাত্তমো নরকং প্রযাস্যতি ততস্তৎকল্যাণার্থমেব তং জহীতি ভাবঃ ॥ ৪৩ ॥

ননু মচ্ছস্ত্রপূতাঃ কে স্বর্গং গতা ইতি চেত্তত্রাহ তে প্রাপিতা ইতি। সুরবনং নন্দনং যে যে ত্বয়া হতাঃ শত্রবো ভবন্তি তে তে সর্ব্বেঽপি ন প্রাপিতাঃ কিম্ অপিতু প্রাপিতা এব। তথা নরকপাতভয়ান্ন ত্রাতাঃ কিম্ অপিতু ত্রাতা এব ততো বৃত্রং কিং কুতো ন বিনিহংসীত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

ননু স মম ভক্তোঽস্তি ততঃ কথং হন্তব্য ইতি চেৎ স তব ভক্তো নৈবাস্তি যদি তব ভক্তঃ স্যাত্তদা ত্বৎপাদাব্জভজনরতানস্মান্ কথং পীড়য়েদিত্যাহ জানীমহে ইতি। তব ভক্তস্তু সর্ব্বত্র দেবীবুদ্ধিমাশ্রিতো ভবতি। ন চ তথাবিধঃ কিঞ্চিৎ পীড়য়তি। যতোঽয়ং পীড়য়তি তস্মান্ন তব ভক্ত ইতি ভাবঃ ॥ ৪৫ ॥

পারে এরূপ আর কেহই নাই॥৪২॥ মাতঃ! যদিও আপনি বৃত্রের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তথাপি সেই জনগণের দুঃখদায়ক ও ক্রূরস্বভাব অসুরকে শীঘ্র বিনাশ করুন। ভবানি! আপনার শরনিকর দ্বারা পবিত্র করিয়া তাহাকে পাপ হইতে উদ্ধার করুন, নচেৎ সেই দুষ্টবুদ্ধি নিশ্চয়ই ঘোর নরকে প্রবেশ করিবে; অতএব তাহারই কল্যাণার্থ তাহাকে বধ করা আপনার একান্ত কর্ত্তব্য॥ ৪৩॥ পূর্ব্বে যাহারা দেবগণের শত্রু ছিল আপনি তাহাদিগকে সংগ্রাম স্থলে অস্ত্র দ্বারা পবিত্র করিয়া স্বর্গস্থ নন্দনকাননে প্রেরণ করিয়াছেন; করুণাময়ি! তাহারা শত্রু হইলেও আপনি তাহাদিগকে কি নরক ভয় হইতে পরিত্রাণ করেন নাই? তবে কি নিমিত্ত এখনও বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিতেছেন না॥ ৪৪ ॥ আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি ঐ অসুর আপনার শত্রু পরন্তু সেবক নহে; কারণ,

কুর্ম্মঃ কথং জননি! পূজনমদ্য তেঽম্ব!
পুষ্পাদিকং তব বিনির্ম্মিতমেব যস্মাৎ।
মন্ত্রা বয়ঞ্চ সকলং পরশক্তিরূপং
তস্মাদ্ভবানি! চরণে প্রণতাঃ স্ম নূনম্॥ ৪৬॥
ধন্যাস্ত এব মনুজা হি ভজন্তি ভক্ত্যা
পাদাম্বুজং তব ভবাব্ধিজলেষু পোতম্।
যং যোগিনোঽপি মনসা সততং স্মরন্তি
মোক্ষার্থিনো বিগতরাগবিকারমোহাঃ॥ ৪৭॥
যে যাজ্ঞিকাঃ সকলবেদবিদোঽপি নূনম্
ত্বাং সংস্মরন্তি সততং কিল হোমকালে।
স্বাহাস্তু তৃপ্তিজননীঞ্চ মখে সুরাণাং
ভূয়ঃ স্বধাং পিতৃগণস্য চ তৃপ্তিহেতুম্॥ ৪৮॥

অথ তব পূজয়া তব সন্তোষ উৎপাদনীয় ইতি চেদস্মাকং নিকটে কঃ পদার্থঃ পূজা-যোগ্যোঽস্তি যেন ত্বং সন্তুষ্যসি। যোঽস্তি সত্বদ্রূপস্তবৈবাস্তি ততো নাস্মাকং পূজাযোগ্যতা। কিন্তু কেবলং নমস্কারেণৈব সন্তুষ্টা ভবেত্যভিপ্রায়েণাহ কুর্ম্মঃ কথমিতি মন্ত্রা বয়ং পূজা-কর্ত্তারঃ চকারাদন্যদপি পূজাযোগ্যং গ্রাহ্যম্। তৎ সর্ব্বং পরশক্তিরূপমিত্যর্থঃ॥ ৪৬॥
অথ ভগবত্যুপাসকানাং ধন্যতাং বর্ণয়তি ধন্যাস্ত এবেতি। পোতং নৌকাম্॥ ৪৭॥
যে যাজ্ঞিকা ইতি। স্বাহাস্বধোচ্চারণকর্ত্তারস্তেঽপি ধন্যা ইত্যর্থঃ॥ ৪৮॥

ঐ পাপবুদ্ধি আমাদিগকে নিয়তই পীড়াদান করিতেছে; জননি! যাহারা আপনার চরণারবিন্দ সেবায় নিরন্তর নিরত, যে ব্যক্তি সেই দেবগণকে পীড়াপ্রদান করে সে ব্যক্তি কিরূপে আপনার ভক্ত হইতে পারে?॥ ৪৫॥ মাতঃ! আমরা আপনার পূজা কিরূপে সম্পাদন করিব? পুষ্পাদি যাহা কিছু পূজার দ্রব্য দৃষ্ট হয়, আপনিই ত তৎসমুদয়ের নির্ম্মাণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ আমরা এবং মন্ত্র প্রভৃতি যাহা কিছু পূজার যোগ্য পদার্থ, তৎ-সমুদায়ই আপনার শক্তিস্বরূপ; অতএব, হে ভবানি! আমরা কেবলমাত্র প্রণিপাত দ্বারাই আপনার পূজা করিতেছি, আপনি প্রসন্না হউন॥ ৪৬॥ যাঁহারা ভবাম্বুধির পোত স্বরূপ আপনার চরণারবিন্দ ভক্তিভাবে ভজনা করে সেই মানবগণই ধন্য; দেবি! যে যোগিগণ বিষয়ানুরাগ, বিকার ও মোহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোক্ষ কামনা করেন, তাঁহারাও আপনার সেই চরণসরোজ সতত স্মরণ করিয়াই সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন॥ ৪৭॥ যাঁহারা সকল বেদের তত্বজ্ঞ যাজ্ঞিক তাঁহারাও যজ্ঞের আহুতিকালে দেবগণের তৃপ্তিজননী স্বাহা-রূপিণী এবং পিতৃগণের পরম তৃপ্তিকারিণী স্বধাস্বরূপিণী আপনাকে নিয়তই চিন্তা করিয়া

মেধাসি কান্তিরসি শান্তিরপি প্রসিদ্ধা
বুদ্ধিস্ত্বমেব বিশদার্থকরী নরাণাম্।
সর্ব্বং ত্বমেব বিভবং ভুবনত্রয়েঽস্মিন্
কৃত্বা দদাসি ভজতাং কৃপয়া সদৈব ॥ ৪৯ ॥

ব্যাস উবাচ।

এবং স্তুতা সুরৈর্দ্দেবী প্রত্যক্ষা সাভবত্তদা।
চারুরূপধরা তন্বী সর্ব্বাভরণভূষিতা ॥ ৫০ ॥
পাশাঙ্কুশবরাভীতিলসদ্বাহুচতুষ্টয়া।
রণৎকিঙ্কিণিকাজালরশনাবদ্ধসৎকটিঃ ॥ ৫১ ॥
কলকণ্ঠীরবা কান্তা ক্বণৎকঙ্কণনূপুরা।
চন্দ্রখণ্ডসমাবদ্ধরত্নমৌলিবিরাজিতা ॥ ৫২ ॥
মন্দস্মিতারবিন্দাস্যা নেত্রত্রয়বিভূষিতা।
পারিজাতপ্রসূনাচ্ছনালবর্ণসমপ্রভা ॥ ৫৩ ॥

বিভবমিতি। মেধাদিকং সর্ব্বং বিভবমৈশ্বর্য্যং কৃত্বোৎপাদ্য ভজতাং কৃপয়া তেভ্যো দদাসি তদৈবেত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৯—৫০ ॥

পাশাঙ্কুশবরাভীতির্ভির্লসদ্যুক্তং বাহুচতুষ্টয়ং যস্যাঃ সা। তত্রাভীতিরভয়মুদ্রা। তত্রায়ুধক্রমস্তু দশপটল্যামুক্তঃ। দক্ষেঽঙ্কুশাভয়ে প্রোক্তে বামে পাশমথেষ্টদমিতি। রণচ্ছব্দায়মানং যৎ কিঙ্কিণিকানাং ক্ষুদ্রঘণ্টিকানাং জালং তদ্যুক্তরসনয়া কাঞ্চ্যা বদ্ধা সৎকটির্যস্যাঃ সা ॥৫১॥

কলকণ্ঠী কোকিলা তদ্বৎ মধুরো রবঃ শব্দো যস্যাঃ কান্তা দীপ্তা ক্বণন্তঃ শব্দায়মানাঃ কঙ্কণনূপুরা যস্যাঃ সা। চন্দ্রখণ্ডেনার্দ্ধচন্দ্রেণ সমাবদ্ধো রত্নমৌলী রত্নমুকুটস্তেন বিরাজিতা ॥৫২॥

মন্দস্মিতমীষদ্ধাস্যং তেন যুক্তমরবিন্দসদৃশমাস্যমাননং যস্যাঃ। পারিজাতবৃক্ষস্য যৎ প্রসূনং

থাকেন ॥ ৪৮ ॥ মাতঃ! আপনিই মেধা, আপনিই কান্তি, আপনিই শান্তি আপনিই পুরুষগণের বিশদার্থকারিণী প্রসিদ্ধা বুদ্ধি এবং আপনিই ত্রিভুবনের অখিল ঐশ্বর্য্য স্বরূপা; দেবি! যাঁহারা আপনার ভজনা করে, আপনি দয়াপূর্ব্বক কোনও রূপে তাঁহাদিগকে ঐ বিভব প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৪৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! দেবগণ এইরূপে স্তব করিলে পর দেবী ভগবতী সমস্ত আভরণে বিভূষিতা হইয়া মনোহর রূপ ধারণ করত তাহাদের সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন ॥ ৫০ ॥ তাঁহার বাহুচতুষ্টয়, পাশ, অঙ্কুশ এবং বরদান ভঙ্গিমা ও অভয়মুদ্রায় পরিশোভিত, সুচারু কটিতট রসনাদামবদ্ধ কিঙ্কিণী সমূহের কলধ্বনিতে সুশোভিত এবং চরণযুগল কঙ্কণস্থ নূপুর শব্দে রঞ্জিত। তাঁহার সুমধুর স্বর অতীব কমনীয়, ললাটতট সুধাংশুখণ্ড পরিশোভিত

কুর্ম্মঃ কথং জননি! পূজনমদ্য তেঽম্ব!
পুষ্পাদিকং তব বিনির্ম্মিতমেব যস্মাৎ।
মন্ত্রা বয়ঞ্চ সকলং পরশক্তিরূপং
তস্মাদ্ভবানি! চরণে প্রণতাঃ স্ম নূনম্ ॥ ৪৬ ॥
ধন্যাস্ত এব মনুজা হি ভজন্তি ভক্ত্যা
পাদাম্বুজং তব ভবাব্ধিজলেষু পোতম্।
যং যোগিনোঽপি মনসা সততং স্মরন্তি
মোক্ষার্থিনো বিগতরাগবিকারমোহাঃ ॥ ৪৭ ॥
যে যাজ্ঞিকাঃ সকলবেদবিদোঽপি নূনম্
ত্বাং সংস্মরন্তি সততং কিল হোমকালে।
স্বাহাস্তু তৃপ্তিজননীঞ্চ মখে সুরাণাং
ভূয়ঃ স্বধাং পিতৃগণস্য চ তৃপ্তিহেতুম্ ॥ ৪৮ ॥

অথ তব পূজয়া তব সন্তোষ উৎপাদনীয় ইতি চেদস্মাকং নিকটে কঃ পদার্থঃ পূজা-যোগ্যোঽস্তি যেন ত্বং সন্তুষ্যাসি। যোঽস্তি সন্ত্রূপত্তবৈবাস্তি ততো নাস্মাকং পূজাযোগ্যতা। কিন্তু কেবলং নমস্কারেণৈব সন্তুষ্টা ভবেত্যভিপ্রায়েণাহ কুর্ম্মঃ কথমিতি মন্ত্রা বয়ং পূজা-কর্ত্তারঃ চকারাদন্যদপি পূজাযোগ্যং গ্রাহ্যম্। তৎ সর্ব্বং পরশক্তিরূপমিত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥
অথ ভগবত্যুপাসকানাং ধন্যতাং বর্ণয়তি ধন্যাস্ত এবেতি। পোতং নৌকাম্ ॥ ৪৭ ॥
যে যাজ্ঞিকা ইতি। স্বাহাস্বধোচ্চারণকর্ত্তারস্তেঽপি ধন্যা ইত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

ঐ পাপবুদ্ধি আমাদিগকে নিয়তই পীড়াদান করিতেছে; জননি! যাহারা আপনার চরণারবিন্দ সেবায় নিরন্তর নিরত, যে ব্যক্তি সেই দেবগণকে পীড়াপ্রদান করে সে ব্যক্তি কিরূপে আপনার ভক্ত হইতে পারে? ॥ ৪৫ ॥ মাতঃ! আমরা আপনার পূজা কিরূপে সম্পাদন করিব? পুষ্পাদি যাহা কিছু পূজার দ্রব্য দৃষ্ট হয়, আপনিই ত তৎসমুদয়ের নির্ম্মাণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ আমরা এবং মন্ত্র প্রভৃতি যাহা কিছু পূজার যোগ্য পদার্থ, তৎ-সমুদায়ই আপনার শক্তিস্বরূপ; অতএব, হে ভবানি! আমরা কেবলমাত্র প্রণিপাত দ্বারাই আপনার পূজা করিতেছি, আপনি প্রসন্না হউন ॥ ৪৬ ॥ যাহারা ভবাম্বুধির পোত স্বরূপ আপনার চরণারবিন্দ ভক্তিভাবে ভজনা করে সেই মানবগণই ধন্য; দেবি! যে যোগিগণ বিষয়ানুরাগ, বিকার ও মোহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোক্ষ কামনা করেন, তাঁহারাও আপনার সেই চরণসরোজ সতত স্মরণ করিয়াই সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন ॥ ৪৭ ॥ যাহারা সকল বেদের তত্ত্বজ্ঞ যাজ্ঞিক তাঁহারাও যজ্ঞের আহুতিকালে দেবগণের তৃপ্তিজননী স্বাহা-রূপিণী এবং পিতৃগণের পরম তৃপ্তিকারিণী স্বধাস্বরূপিণী আপনাকে নিয়তই চিন্তা করিয়া

মেধাসি কান্তিরসি শান্তিরপি প্রসিদ্ধা
বুদ্ধিস্ত্বমেব বিশদার্থকরী নরাণাম্।
সর্ব্বং ত্বমেব বিভবং ভুবনত্রয়েঽস্মিন্
কৃত্বা দদাসি ভজতাং কৃপয়া সদৈব ॥ ৪৯ ॥

ব্যাস উবাচ।

এবং স্তুতা সুরৈর্দ্দেবী প্রত্যক্ষা সাভবত্তদা।
চারুরূপধরা তন্বী সর্ব্বাভরণভূষিতা ॥ ৫০ ॥
পাশাঙ্কুশবরাভীতিলসদ্বাহুচতুষ্টয়া।
রণৎকিঙ্কিণিকাজালরশনাবদ্ধসৎকটিঃ ॥ ৫১ ॥
কলকণ্ঠীরবা কান্তা কণৎকঙ্কণনূপুরা।
চন্দ্রখণ্ডসমাবদ্ধরত্নমৌলিবিরাজিতা ॥ ৫২ ॥
মন্দস্মিতারবিন্দাস্যা নেত্রত্রয়বিভূষিতা।
পারিজাতপ্রসূনাচ্ছনালবর্ণসমপ্রভা ॥ ৫৩ ॥

বিভবমিতি। মেধাদিকং সর্ব্বং বিভবমৈশ্বর্য্যং কৃত্বোৎপাদ্য ভজতাং কৃপয়া তেভ্যো দদাসি তদৈবেত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৯—৫০ ॥

পাশাঙ্কুশবরাভীতিভির্লসদ্‌যুক্তং বাহুচতুষ্টয়ং যস্যাঃ সা। তত্রাভীতিরভয়মুদ্রা। তত্রায়ুধক্রমস্তু দশপটল্যামুক্তঃ। দক্ষেঙ্কুশাভয়ে প্রোক্তে বামে পাশমথেষ্টদমিতি। রণচ্ছব্দায়মানং যৎ কিঙ্কিণিকানাং ক্ষুদ্রঘণ্টিকানাং জালং তদ্‌যুক্তরসনয়া কাঞ্চ্যা বদ্ধা সৎকটির্যস্যাঃ সা ॥৫১॥

কলকণ্ঠী কোকিলা তদ্বৎ মধুরো রবঃ শব্দো যস্যাঃ কান্তা দীপ্তা কণন্তঃ শব্দায়মানাঃ কঙ্কণনূপুরা যস্যাঃ সা। চন্দ্রখণ্ডেনার্দ্ধচন্দ্রেণ সমাবদ্ধো যুক্তমৌলী রত্নমুকুটস্তেন বিরাজিতা ॥৫২॥

মন্দস্মিতমীষদ্ধাস্যং [illegible] যৎ প্রসূনং

থাকেন ॥ ৪৮ ॥ দেবগণ! আপনিই মেধা, আপনিই [illegible]
গণের বিশদার্থকারিণী প্রসিদ্ধা বুদ্ধি [illegible]
দেবি! [illegible]
[illegible]
নূপুরে শব্দ [illegible]

রক্তাম্বরপরিধানা রক্তচন্দনচর্চ্চিতা।
প্রসাদসুমুখী দেবী করুণারসসাগরা ॥ ৫৪ ॥
সর্ব্বশৃঙ্গারবেশাঢ্যা সর্ব্বদ্বৈতারণিঃ পরা।
সর্ব্বজ্ঞা সর্ব্বকর্ত্রী চ সর্ব্বাধিষ্ঠানরূপিণী ॥ ৫৫ ॥
সর্ব্ববেদান্তসংসিদ্ধা সচ্চিদানন্দরূপিণী।
প্রণেমুস্তাং সমালোক্য সুরা দেবীং পুরঃস্থিতাম্‌ ॥ ৫৬ ॥
তানাহ প্রণতানম্বা কিং বঃ কার্য্যং ব্রুবন্তু মাম্‌ ॥ ৫৭ ॥

দেবা ঊচুঃ।

মোহয়ৈনং রিপুং বৃত্রং দেবানামতিদুঃখদম্‌।
যথা বিশ্বসতে দেবান্‌ তথা কুরু বিমোহিতম্‌।
আয়ুধে চ বলং দেহি হতঃ স্যাৎ যেন বা রিপুঃ ॥ ৫৮ ॥

পুষ্পং তস্য যদচ্ছং নালং তস্য যো বর্ণো রক্তস্তেন সমা প্রভা যস্যাঃ সা রক্তবর্ণেত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

প্রসাদেন প্রসন্নতরা সুমুখী ॥ ৫৪ ॥

সর্ব্বশৃঙ্গারযুক্তবেশেনাঢ্যা যুক্তা শৃঙ্গারমূর্ত্তিরিত্যর্থঃ। সর্ব্বং যদ্দ্বৈতমাত্মাতিরিক্তং পদার্থজাতং তস্যারণিরুৎপাদিকা। অতএব সর্ব্বজ্ঞা সর্ব্বকর্ত্রী চ তথা সর্ব্ববিবর্ত্তাধিষ্ঠানং ব্রহ্ম তদ্রূপিণী চ ॥ ৫৫ ॥

সর্ব্বৈর্বেদান্তা উপনিষদ্ভাগাস্তৈঃ সংসিদ্ধা তদেকপ্রতিপাদ্যেত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

বো যৎ কার্য্যং তন্মাং ব্রুবন্ত্বিত্যন্বয়ঃ। ব্রূধাতোর্দ্বিকর্ম্মকত্বাৎ ॥ ৫৭ ॥

ও শিরোদেশ সমুজ্জ্বল রত্নমুকুটে বিরাজিত ছিল ॥ ৫১—৫২ ॥ তাঁহার মুখারবিন্দ মন্দ মন্দ স্মিতশোভায় এবং ইন্দীবর সদৃশ নয়নত্রয়ের পরম শোভায় বিভূষিত, তাহার অঙ্গকান্তি পারিজাত কুসুমসদৃশ মনোরম রক্তবর্ণ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল রক্তচন্দনে রঞ্জিত এবং পরিধান বসনও রক্তবর্ণ ছিল ইহাতে তৎকালে তাহাকে সমস্ত শৃঙ্গারবেশধারিণী বলিয়া বোধ হইতেছিল। মহারাজ! অখিল ব্রহ্মাণ্ডের জননী, সর্ব্বজ্ঞা, সর্ব্বকর্ত্রী ও অখিলের অধিষ্ঠানরূপিণী, বেদান্তমতসিদ্ধা, সচ্চিদানন্দ-স্বরূপিণী, সুপ্রসন্না দয়াময়ী মহাদেবী ভগবতী ভুবনেশ্বরী এইরূপে দেবতাগণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সুরগণ তাঁহাকে সম্মুখস্থিত দর্শন করিয়া ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। তখন, সেই জগদম্বিকাও প্রণত দেবগণকে কহিলেন, দেবগণ! তোমরা কি জন্য আমার স্তব করিতেছ তাহা আমাকে বল ॥ ৫৩—৫৭ ॥

দেবগণ কহিলেন, ভগবতি! বৃত্রাসুর দেবগণকে অতিশয় দুঃখ প্রদান করিতেছে, আপনি সেই সুরশত্রুকে বিমোহিত করুন। দেবি! যাহাতে সে দেবগণকে বিশ্বাস করে আপনি তাহাকে সেইরূপে বিমোহিত করুন এবং যাহাতে সেই পরম শত্রু বিনষ্ট হয় আমাদের অস্ত্রে সেইরূপ বল প্রদান করুন ॥ ৫৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

তথেত্যুক্ত্বা ভগবতী তত্রৈবান্তরধীয়ত।
স্বানি স্বানি নিকেতানি জগ্মুর্দ্দেবা মুদান্বিতাঃ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে দেবীস্তুতিবর্ণনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

যথা দেবান্ বিশ্বসতে দেবেষু যথা বিশ্বসেত্তথা বিমোহিতং কুর্ব্বিত্যর্থঃ। কিঞ্চায়ুধেঽপি বলং দেহি যেন বলেন রিপুর্হতঃ স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৫৮—৫৯ ॥

ইতি মদ্ভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! অনন্তর দেবী ভগবতী তথাস্তু বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিতা হইলেন, দেবগণও আনন্দিত হইয়া আপন আপন নিকেতনে প্রস্থান করিলেন ॥ ৫৯ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে দেবগণ কর্ত্তৃক ভগবতীর স্তুতি বর্ণন নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

এবং প্রাপ্তবরা দেবা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ।
জগ্মুঃ সর্ব্বে চ সংমন্ত্র্য বৃত্রস্যাশ্রমমুত্তমম্ ॥ ১ ॥
দদৃশুস্তত্র তং বৃত্রং জ্বলন্তমিব তেজসা।
ধক্ষন্তমিব লোকাংস্ত্রীন্ গ্রসন্তমিব চামরান্ ॥ ২ ॥
ঋষয়োঽথ ততোঽভ্যেত্য বৃত্রমূচুঃ প্রিয়ং বচঃ।
দেবকার্য্যার্থসিদ্ধ্যর্থং সামযুক্তং রসাত্মকম্ ॥ ৩ ॥

ঋষয় উচুঃ।

বৃত্র বৃত্র মহাভাগ সর্ব্বলোকভয়ঙ্কর।
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈতৎ সকলং ব্রহ্মাণ্ডমখিলং কিল ॥ ৪ ॥
শক্রেণ তব বৈরং যত্তত্তু সৌখ্যবিঘাতকম্।
যুবয়োর্দুঃখদং কামং চিন্তাবৃদ্ধিকরং পরম্ ॥ ৫ ॥

অষ্টষষ্টিশ্লোকবর্ধ্যৈর্বৃত্রদৈত্যবধাশ্রিতা।
কথা প্রারভ্যতে যত্র দেব্যাস্তু মহিমা স্মৃতঃ ॥

দেব্যন্তর্দ্ধানানন্তরং জাতং বৃত্তান্তমাহ এবং প্রাপ্তেতি ॥ ১—২ ॥
বিষ্ণুনা পূর্ব্বমুক্তং প্রথমতঃ সাম্না বিশ্বাসঃ কারয়িতব্যস্ততো বিশ্বস্তো হন্তব্য ইতি তৎসামার্থং ঋষয়স্তং বৃত্রং প্রত্যাগত্যোচুরিত্যাহ ঋষয়োঽথেতি ॥ ৩—৪ ॥
সৌখ্যবিঘাতকং স্বশত্রোর্নাশচিন্তয়া দগ্ধচিত্তত্বাৎ। তদেবোপপাদয়তি যুবয়োরিতি ॥ ৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! অনন্তর তপঃপ্রভাবসম্পন্ন ঋষি সকল ও দেবগণ দেবী ভগবতীর নিকট হইতে এইরূপ বরলাভ করত সকলে একত্র মিলিত হইয়া মন্ত্রণা করিলেন এবং তদনন্তর বৃত্রাসুরের উত্তম আশ্রমে গমন করিয়া দেখিলেন যে, বৃত্রাসুর নিজতেজে প্রজ্বলিত হইয়া ত্রিভুবন দাহন করিবার নিমিত্ত ও অমরগণকে গ্রাস করিবার নিমিত্তই যেন উপবিষ্ট রহিয়াছে ॥ ১—২ ॥ তখন, ঋষিগণ তাহার নিকটে গমন করিয়া দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত সামযুক্ত রসাত্মক প্রিয়বাক্যে তাহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩ ॥
হে মহাভাগ বৃত্র! অখিলের সকল লোকই তোমাকে ভয় করিয়া থাকে, তুমি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সকল স্থলেই আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছ, কিন্তু ইন্দ্রের সহিত তোমার যে শত্রুতা আছে তাহাতে তোমার সুখের ব্যাঘাত হইতেছে সন্দেহ নাই। এক্ষণে এই বৈর

ন ত্বং স্বপিষি সন্তপ্তো ন চাপি মঘবা তথা।
সুখং স্বপিতি চিন্তার্ত্তো যুবয়োর্ব্বৈরিজং ভয়ম্ ॥ ৬ ॥
যুবয়োর্যুধ্যতঃ কালো ব্যতীতস্তু মহানিহ।
পীড্যন্তে চ প্রজাঃ সর্ব্বাঃ সদেবাসুরমানবাঃ ॥ ৭ ॥
সংসারেঽত্র সুখং গ্রাহ্যং দুঃখং হেয়মিতি স্থিতিঃ।
ন সুখং কৃতবৈরস্য ভবতীতি বিনির্ণয়ঃ ॥ ৮ ॥
সংগ্রামরসিকাঃ শূরাঃ প্রশংসন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
যুদ্ধং শৃঙ্গারচতুরা ইন্দ্রিয়ার্থবিঘাতকম্।
পুষ্পৈরপি ন যোদ্ধব্যং কিংপুনর্নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৯ ॥
যুদ্ধে বিজয়সন্দেহো নিশ্চয়ং বাণতাড়নম্।
দৈবাধীনমিদং বিশ্বং তথা জয়পরাজয়ৌ।
দৈবাধীনাবিতি জ্ঞাত্বা ন যোদ্ধব্যং কদাচন ॥ ১০ ॥

যদ্যস্মাৎ কারণাদ্বয়োঃ পরস্পরং বৈরিজন্যং ভয়ং ভবতি তস্মাদিত্যর্থঃ ॥ ৬—৭ ॥
স্থিতির্ম্মর্য্যাদা ॥ ৮ ॥
সংগ্রামরসিকা যুদ্ধং প্রশংসন্তীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। পণ্ডিতাঃ শৃঙ্গাচতুরাস্তু যুদ্ধং ন প্রশংসন্তি তত্তদিন্দ্রিয়ার্থবিঘাতকং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥
বিজয়ার্থং যুদ্ধং চেত্তত্রাপি সন্দেহ এবেত্যাহ যুদ্ধ ইতি। বাণতাড়নং তজ্জন্যং দুঃখং তু নিশ্চিতমেব ভবতি ন তত্র সন্দেহ ইত্যর্থঃ। কুতো বিজয়সন্দেহ ইতি চেত্তত্রাহ দৈবাধীনমিতি ॥ ১০—১২ ॥

তামাদের উভয়েরই অত্যন্ত চিন্তা-বৃদ্ধিকর এজন্য অতীব দুঃখপ্রদ হইয়াছে ॥ ৪-৫ ॥ তুমিও তুষ্ট হইয়া নিদ্রা যাইতে সমর্থ হও না, ইন্দ্রও সুখে নিদ্রা যাইতে পারেন না, যেহেতু তামাদের উভয়েরই মানসে বৈরিজাত ভয় জাগরুক রহিয়াছে ॥ ৬ ॥ আর দেখ, বহুকাল তীত হইল তোমাদিগের যুদ্ধ অবসান হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি দেব অসুর ও মানব প্রভৃতি প্রজাবর্গ সকলেই পীড়া পাইতেছে ॥ ৭ ॥ এই সংসারে সুখই জীবগণের গ্রাহ্য এবং :খ পরিত্যাজ্য ইহাই সনাতনী মর্য্যাদা জানিও; পরন্তু যে ব্যক্তি শত্রুতা করে তাহার দাচই সুখ হয় না ইহা পণ্ডিতগণ নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করিয়া রাখিয়াছেন ॥ ৮ ॥ সংগ্রাম-সিক শূরগণই যুদ্ধের প্রশংসা করেন, কিন্তু শান্তিপরায়ণ শৃঙ্গারচতুর পণ্ডিতগণ কদাচই ন্দ্রিয়সুখ-বিনাশক যুদ্ধের প্রশংসা করেন না বরং তাহারা বলেন শাণিত শরাদির কথা দূরে াক্ সামান্য পুষ্পাদি দ্বারাও যুদ্ধ করিবে না ॥৯॥ আর দেখ, যুদ্ধে বিজয়লাভ বিষয়ে সন্দেহ য়, কিন্তু বাণতাড়ন নিশ্চিতই হইয়া থাকে। দৈত্যরাজ! এই অখিল বিশ্বই দৈবের অধীন, তএব জয়পরাজয় ও দৈবের অধীন জানিয়া যুদ্ধ করা কদাচই কর্ত্তব্য নহে ॥ ১০ ॥ উপযুক্ত

কালেঽথ ভোজনং স্নানং শয্যায়াং শয়নং তথা।
পরিচর্য্যা পরা ভার্য্যা সংসারে সুখসাধনম্ ॥ ১১ ॥
কিং সুখং যুধ্যতঃ সংখ্যে বাণবৃষ্টিভয়ঙ্করে।
খড়্গপাতাতিরৌদ্রে চ তথারাতিসুখপ্রদে ॥ ১২ ॥
সংগ্রামে মরণাৎ স্বর্গসুখপ্রাপ্তিরিতি স্ফুটম্।
প্রলোভনপরং বাক্যং নোদনার্থং নিরর্থকম্ ॥ ১৩ ॥
ছিত্ত্বা দেহং ব্যথাং প্রাপ্য শৃগালকরটাদিভিঃ।
পশ্চাৎ স্বর্গসুখাবাপ্তিং কো বা বাঞ্ছতি মন্দধীঃ ॥ ১৪ ॥
সখ্যং ভবতু তে বৃত্র! শক্রেণ সহ নিত্যদা।
অবাপ্স্যসি সুখং ত্বঞ্চ শক্রশ্চাপি নিরন্তরম্ ॥ ১৫ ॥
বয়ঞ্চ তাপসাঃ সর্ব্বে গন্ধর্ব্বাশ্চ নিজাশ্রমে।
সুখবাসং গমিষ্যামঃ শান্তে বৈরেঽধুনৈব বাম্ ॥ ১৬ ॥
সংগ্রামে যুবয়োর্বীর! বর্ত্তমানে দিবানিশম্।
পীড্যন্তে মুনয়ঃ সর্ব্বে গন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরা নরাঃ ॥ ১৭ ॥

অরাতেঃ সুখপ্রদে স্বমরণাৎ সংগ্রামমরণাৎ স্বর্গো ভবত্যেব সুনিশ্চিতমিতি বচনাৎ স্বর্গফলার্থং যুদ্ধমুক্তমিতি চেত্তত্রাহ সংগ্রাম ইতি। যুদ্ধে নোদনার্থং প্রেরণার্থমর্থবাদঃ স ন তু তত্র তাৎপর্য্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

ছিত্ত্বেতি। কো নাম পুরুষো বাণব্যথাং প্রাপ্য শৃগালকরটাদিভিঃ দেহং ছিত্ত্বা পশ্চাৎ স্বর্গসুখাবাপ্তিং বাঞ্ছতি ন কোঽপীতি ভাবঃ। যদ্বা শৃগালকরটাদিভির্দেহং ভক্ষয়িত্বেতি শেষঃ ॥ ১৪ ॥

যত এবং ততঃ সখ্যং ভবত্বিতি ॥ ১৫—১৭ ॥

কালে স্নান, ভোজন উত্তম শয্যায় শয়ন এবং সেবানিরতা পতিব্রতা ভার্য্যা এই কয়েকটিকেই সংসার-সুখের সাধন বলিয়া জানিবে ॥ ১১ ॥ আর যুদ্ধে কেবল ভয়ঙ্কর বাণবৃষ্টি ও উগ্রতর খড়্গপাত হইয়া থাকে অতএব তাহাতে কি সুখ আছে বরং তাহাতে শত্রুরই সুখ হইয়া থাকে। যদি বল মুনিগণ কহিয়া থাকেন যে, সংগ্রামে মরণ হইলে স্বর্গলাভ হয় তাহা কেবল প্রলোভনপর প্রবর্ত্তক বাক্য মাত্র বস্তুত তাহাতে কিছুমাত্র ফল নাই ॥ ১২—১৩ ॥ আর যদিও দেহ ছেদ করিয়া বেদনা পাইয়া এবং শৃগাল কাকাদিকে স্বশরীরমাংস ভোজন করাইয়া শেষে সুখলাভই হয়, তবে বুদ্ধিমানের কথা দূরে থাক্ কোন্ মন্দবুদ্ধি তাহা বাসনা করিয়া থাকে? ॥ ১৪ ॥ অতএব, হে বৃত্র! ইন্দ্রের সহিত তোমার নিত্যকাল সখ্য হউক, তাহাতে তুমি এবং ইন্দ্র উভয়েই নিত্য সুখ লাভ করিতে পারিবে ॥ ১৫ ॥ বিশেষত যদি তোমাদের শত্রুতা এখনিই শান্ত হইয়া যায় তবে আমরা সমস্ত তাপসগণ ও গন্ধর্বগণ

সর্ব্বেষাং শান্তিকামানাং সখ্যমিচ্ছামহে বয়ম্।
মুনয়স্ত্বঞ্চ শক্রশ্চ প্রাপ্নুবন্তু সুখং কিল ॥ ১৮ ॥
মধ্যস্থাশ্চ বয়ং বৃত্র! যুবয়োঃ সখ্যকারণে।
শপথং কারয়িত্বাত্র যোজয়ামো মিথঃ প্রিয়ম্ ॥ ১৯ ॥
শক্রস্তু শপথান্ কৃত্বা যথোক্তাংশ্চ তবাগ্রতঃ।
চিত্তং তে প্রীতিসংযুক্তং করিষ্যতি তু সাম্প্রতম্ ॥ ২০ ॥
সত্যাধারা ধরা নূনং সত্যেন চ দিবাকরঃ।
তপত্যয়ং যথাকালং বায়ুঃ সত্যেন বাত্যথ ॥ ২১ ॥
উদন্বানপি মর্য্যাদাং সত্যেনৈব ন মুঞ্চতি।
তস্মাৎ সত্যেন সখ্যং বাং ভবত্বদ্য যথাসুখম্ ॥ ২২ ॥
একত্র শয়নং ক্রীড়া জলকেলিঃ সুখাসনম্।
যুবাভ্যাং সর্ব্বথা কার্য্যং কর্ত্তব্যং সখ্যমেত্য চ ॥ ২৩ ॥

সর্ব্বেষাং শান্তিকামানাং সৌখ্যায়েতি শেষঃ ॥ ১৮ ॥

নম্ন ভবন্তোঽপি তৎপক্ষীয়াস্ততো ভবতৎসু কো বিশ্বাসস্তত্রাহ শপথমিতি ॥ ১৯ ॥ তদেব বিশদয়তি শক্রস্ত্বিতি ॥ ২০—২১ ॥

স মূলো হ বা এষ পরিশুষ্যতি যোঽনৃতমভিবদতীতি প্রশ্নোপনিষদি শ্রুতেঃ। সত্যভয়ং সর্ব্বেষামস্তীতি ভাবঃ। ততঃ কিং তত্রাহ তস্মাদিতি ॥ ২২—২৫ ॥

আপন আপন আশ্রমে সুখে বাস করিতে পারিব সন্দেহ নাই ॥ ১৬ ॥ হে বীর! তোমাদের সংগ্রাম নিয়তই বিদ্যমান থাকায় মুনিগণ, গন্ধর্ব্বগণ, কিন্নরগণ ও নরগণ সকলে দিবা-রাত্রই পীড়া প্রাপ্ত হইতেছে ॥ ১৭ ॥ আমরা অরণ্য নিবাসী মুনি, সমস্ত শান্তিকাম জন-গণের সুখের নিমিত্তই তোমাদের বন্ধুত্ব কামনা করি। তোমার ও ইন্দ্রের এবং সমস্ত জীবগণের সুখলাভ হউক ইহা আমাদের একান্ত বাসনা ॥ ১৮ ॥ বৃত্র! তোমাদের সম্মিলনে আমরা মধ্যস্থ, আমরা এ বিষয়ে শপথ করাইয়া পরস্পরের প্রিয়কার্য্যে উভয়কেই নিয়োজিত করিব ॥ ১৯ ॥ তুমি যেরূপ বলিবে এক্ষণে ইন্দ্র তোমার সমক্ষে সেইরূপ শপথ করিয়া তোমার চিত্তের প্রীতি উৎপাদন করিবেন ॥ ২০ ॥ তুমি নিশ্চয় জানিও যে সত্যের উপরই বসুন্ধরা প্রতিষ্ঠিত, সত্য হেতুই দিবাকর উদিত হইতেছেন, সত্য হেতুই সমীরণ সদাকাল প্রবহমান রহিয়াছেন এবং সত্য হেতুই অপার পয়োনিধি স্বকীয় বেলারূপ মর্য্যাদা কখনই অতিক্রম করেন না; অতএব, এক্ষণে সত্য দ্বারাই তোমাদের বন্ধুত্ব যথাসুখে সম্পাদিত হউক ॥ ২১—২২ ॥ তোমরা মিত্রতাপাশে পরস্পর বদ্ধ হইয়া একত্র শয়ন, একত্র ক্রীড়ন, একত্র জলকেলি এবং একত্র সুখে উপবেশন্ করিতে থাক ॥ ২৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

মহর্ষিবচনং শ্রুত্বা তানুবাচ মহামতিঃ।
অবশ্যং ভগবন্তো মে মাননীয়াস্তপস্বিনঃ ॥ ২৪ ॥
ভবন্তো মুনয়ঃ কাপি ন মিথ্যাবাদিনো ভৃশম্।
সদাচারাঃ সুশান্তাশ্চ ন বিদুশ্ছলকারণম্ ॥ ২৫ ॥
কৃতবৈরে শঠে স্তব্ধে কামুকে চ গতত্বিষি।
নির্লজ্জে নৈব কর্ত্তব্যং সখ্যং মতিমতা সদা ॥ ২৬ ॥
নির্লজ্জোঽয়ং দুরাচারো ব্রহ্মহা লম্পটঃ শঠঃ।
ন বিশ্বাসস্তু কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বথৈবেদৃশে জনে ॥ ২৭ ॥
ভবন্তো নিপুণাঃ সর্ব্বে ন দ্রোহমতয়ঃ সদা।
অনভিজ্ঞাস্তু শান্তত্বাচ্চিত্তানামতিবাদিনাম্ ॥ ২৮ ॥

মুনয় ঊচুঃ।

জন্তুঃ কৃতস্য ভোক্তা বৈ শুভস্য ত্বশুভস্য চ।
দ্রোহং কৃত্বা কুতঃ শান্তিমাপ্নুয়ান্নষ্টচেতনঃ ॥ ২৯ ॥

যূয়ং সাধবশ্ছলকারণং ছলঞ্চ ন বিদুরতঃ সখ্যার্থং ভবদ্ভিঃ প্রার্থ্যতে। তথাপি নায়ং সখ্যযোগ্য ইতি নীতিশাস্ত্রবচনমাহ কৃতবৈরে ইতি। কৃতবৈরে শত্রৌ শঠে কপটবতি স্তব্ধে বুদ্ধিরহিতে কামুকে বিষয়িণি গতত্বিষি অপগতকীর্ত্তৌ নির্লজ্জে চ সখ্যং ন কর্ত্তব্যমিতি নীতিরিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

এতেষাং মধ্যে কোঽসৌ বাসব ইতি চেত্তত্রাহ নির্লজ্জোঽয়মিতি। সর্ব্বদুর্গুণবানিতি-ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

যূয়ং সাধবোঽতিবাদিনাং কপটিনাং চেতসামনভিজ্ঞা অতো ভবদ্ভিঃ প্রার্থ্যতে। পরন্তু দুষ্টমধ্যস্থতা ভবদ্ভির্ন স্বীকার্য্যেত্যভিপ্রায়েণাহ অনভিজ্ঞা ইতি ॥ ২৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! মহামতি বৃত্র মহর্ষিগণের বচন শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিল, ঋষিগণ! আপনারা জ্ঞানাদিসম্পন্ন ও তপস্বী অতএব আমার মাননীয় ॥ ২৪ ॥ আপনারা মুনি সুতরাং কুত্রাপি মিথ্যা কহেন না; আপনারা সদাচার ও শান্ত সুতরাং ছলের কারণ অবগত নহেন ॥ ২৫ ॥ শঠ, লম্পট, বুদ্ধিবিরহিত, কীর্ত্তিশূন্য ও নির্লজ্জ, এই সকল ব্যক্তির সহিত বিশেষত শত্রুর সহিত সখ্য সংস্থাপন করা বুদ্ধিমান্‌গণের কর্ত্তব্য নয় ॥ ২৬ ॥ এই দুরাচার ইন্দ্র নির্লজ্জ, শঠ ও লম্পট এবং ব্রহ্মঘাতক অতএব ঈদৃশ ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাস করা কদাচই কর্ত্তব্য নয় ॥ ২৭ ॥ আপনারা সাধু ও সর্ব্বসদ্‌গুণসম্পন্ন সুতরাং আপনাদিগের মতি পরের অনিষ্ট চিন্তায় প্রধাবিত হয় না; আপনাদিগের চিত্ত শান্ত বলিয়াই আপনারা কপটচারিগণের মন বুঝিতে পারেন না, অতএব দুষ্ট জনের মধ্যস্থ হওয়া আপনাদিগের কর্ত্তব্য নয় ॥ ২৮ ॥

বিশ্বাসঘাতকর্ত্তারো নরকং যান্তি নিশ্চয়ম্ ।
দুঃখঞ্চ সমবাপ্নোতি নূনং বিশ্বাসঘাতকঃ ॥ ৩০ ॥
নিষ্কৃতির্ব্রহ্মহন্তৃণাং সুরাপানাঞ্চ নিষ্কৃতিঃ ।
বিশ্বাসঘাতিনাং নৈব মিত্রদ্রোহকৃতামপি ॥ ৩১ ॥
সময়ং ব্রূহি সর্ব্বজ্ঞ ! যথা তে চেতসি ধ্রুবম্ ।
তেনৈব সময়েনাদ্য সন্ধিঃ স্যাদুভয়োঃ কিল ॥ ৩২ ॥

বৃত্র উবাচ ।

ন শুষ্কেণ ন চার্দ্রেণ নাশ্মনা ন চ দারুণা ।
ন বজ্রেণ মহাভাগ ! ন দিবা নিশি নৈব চ ॥ ৩৩ ॥
বধ্যো ভবেয়ং বিপ্রেন্দ্রাঃ ! শক্রস্য সহ দৈবতৈঃ ।
এবং মে রোচতে সন্ধিঃ শক্রেণ সহ নান্যথা ॥ ৩৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ঋষয়স্তং তদা প্রাহুর্বাঢ়মিত্যেব চাদৃতাঃ ।
সময়ং শ্রাবয়ামাসুস্তত্রানীয় সুরেশ্বরম্ ॥ ৩৫ ॥

মুনয়স্তু যদ্যেতাদৃশং শপথং কৃত্বা বিশ্বাসঘাতং করিষ্যতি তর্হি তস্য স ফলং ভোক্ষ্যতীত্যভিপ্রায়েণাহুঃ জন্তঃ কৃতস্যেতি ॥ ২৯—৩০ ॥

ব্রহ্মহন্তৃণাং তথা সুরাপানাঞ্চ নিষ্কৃতিরস্তীত্যর্থঃ । অতঃ সর্ব্বথাস্মদ্বচনাত্ত্বয়া সখ্যং কর্ত্তব্যমিতি ভাবঃ ॥ ৩১ ॥

সময়মিতি । পরন্তু তত্র সময়ং সঙ্কেতমেতাদৃশং ভবদ্ভিঃ স্বীক্রিয়তে চেন্ময়া সখ্যং ক্রিয়ত ইত্যেবং রূপং ব্রূহি । তেনৈব সময়েন শপথোত্তরমুভয়োঃ সন্ধির্মৈত্রী স্যাদিত্যর্থঃ ॥৩২—৩৩॥

মুনিগণ কহিলেন, রাজন্ ! জন্তুগণ নিশ্চয়ই নিজকৃত পাপ পুণ্যের ফলভোগ করিয়া থাকে, তবে নষ্টবুদ্ধি ব্যক্তিগণ দ্রোহাচরণ করিয়া কিরূপে শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে ? ॥ ২৯ ॥ বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তিগণ নিশ্চিতই নরক প্রাপ্ত হয় এবং নিরন্তরই দুঃখভোগ করে সন্দেহ নাই ॥ ৩০ ॥ বরং ব্রহ্মঘাতক ও সুরাপায়ীর নিষ্কৃতি আছে, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক ও মিত্রদ্রোহী ব্যক্তির কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই, ইহাদিগকে অবশ্যই নরকভোগ করিতে হইবে ॥ ৩১ ॥ অতএব, হে সর্ব্বজ্ঞ ! তোমার মনে যাহা নিশ্চিত আছে সেই নিয়ম প্রকাশ করিয়া বল, তদ্দ্বারাই তোমাদের উভয়ের সন্ধি সংস্থাপিত হইবে ॥ ৩২ ॥

বৃত্র বলিল, হে মহাভাগ মুনিগণ ! ইন্দ্র সমস্ত দেবগণের সহিত শুষ্ক বা আর্দ্র বস্তু দ্বার অথবা কাষ্ঠ, প্রস্তর এবং বজ্র দ্বারা নিশায় অথবা দিবাভাগে আমার বধ সাধন না করে, আমি এই নিয়মে তাহার সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিতে পারি, নচেৎ অন্য কোনও প্রকারে তাহা করিতে পারি না ॥ ৩৩—৩৪ ॥

ইন্দ্রোঽপি শপথাংস্তত্র চকার বিগতজ্বরঃ।
সাক্ষিণং পাবকং কৃত্বা মুনীনাং সন্নিধৌ কিল ॥ ৩৬ ॥
বৃত্রস্তু বচনৈস্তস্য বিশ্বাসমগমত্তদা।
বভূব মিত্রবচ্ছক্রে সহচর্য্যাপরায়ণঃ ॥ ৩৭ ॥
কদাচিন্নন্দনে চোভৌ কদাচিদ্গন্ধমাদনে।
কদাচিদুদধেস্তীরে মোদমানৌ বিচেরতুঃ ॥ ৩৮ ॥
এবং কৃতে চ সন্ধানে বৃত্রঃ প্রমুদিতোঽভবৎ।
শক্রোঽপি বধকামস্তু তদুপায়ানচিন্তয়ৎ ॥ ৩৯ ॥
রন্ধ্রান্বেষী সমুদ্বিগ্নস্তদাসীন্মঘবা ভৃশম্।
এবং চিন্তয়তস্তস্য কালঃ সমভিবর্ত্তত ॥ ৪০ ॥
বিশ্বাসং পরমং প্রাপ বৃত্রঃ শক্রেঽতিদারুণে।
এবং কতিচিদব্দানি গতানি সময়ে কৃতে ॥ ৪১ ॥
বৃত্রস্য মরণোপায়ান্ মনসীন্দ্রোঽপ্যচিন্তয়ৎ ॥ ৪২ ॥
ত্বষ্টৈকদা সুতং প্রাহ বিশ্বস্তং পাকশাসনে।
পুত্র বৃত্র মহাভাগ! শৃণু মে বচনং হিতম্ ॥ ৪৩ ॥

এবমিতি। এবং সময়ঃ। শপথেন ক্রিয়েত চেন্মে মম সন্ধী রোচত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৪—৩৯ ॥
রন্ধ্রান্বেষী সঙ্কেতাতিরিক্তমরণোপায়ো রন্ধ্রং তদন্বেষী ॥ ৪০—৪৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! ঋষিগণ তখন তাহার সেই বাক্য আদর পূর্ব্বক স্বীকার করিলেন এবং সুররাজকে সেই স্থানে আনয়ন করিয়া সন্ধির নিয়ম শ্রবণ করাইলেন ॥ ৩৫ ॥ ইন্দ্রও তথায় মুনিগণের সমক্ষে অগ্নি সাক্ষী করিয়া শপথ করিলেন এবং চিন্তারূপ বিষম জ্বর হইতে বিমুক্ত হইলেন ॥ ৩৬ ॥ বৃত্র তখন ইন্দ্রের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপন পূর্ব্বক একত্র বিহার করিতে লাগিল ॥ ৩৭ ॥ তাহারা উভয়ে মিলিত হইয়া কখন নন্দনবনে, কখন গন্ধমাদনে, কখন বা তোয়ধি-তীরে আমোদ অনুভব করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল ॥৩৮॥ উভয়ের এইরূপে সন্ধিবন্ধন পূর্ব্বক মিলন হইলে অসুররাজ বৃত্র অত্যন্ত আনন্দিত হইল, কিন্তু দেবরাজ তাহার বধ কামনায় তদ্বিষয়ক উপায় সকল চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥ ইন্দ্র অত্যন্ত উদ্বিগ্ন চিত্তে তাহার ছিদ্রান্বেষণ করিতে করিতে কিছুকাল অতিবাহিত করিলেন ॥ ৪০ ॥ এইরূপে সন্ধি সংস্থাপন করিবার পর কয়েক বৎসর গত হইল, তখন সরলচিত্ত বৃত্রাসুর অতিদারুণ ইন্দ্রের প্রতি অতিশয় বিশ্বাস করিতে লাগিল, কিন্তু ইন্দ্র মনে মনে তাহার মরণোপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৪১—৪২ ॥

ন বিশ্বাসস্ত্ব কর্ত্তব্যঃ কৃতবৈরে কথঞ্চন।
মঘবা কৃতবৈরস্তে সদাসূয়াপরঃ পরৈঃ ॥ ৪৪ ॥
লোভোন্মত্তো দ্বেষরতঃ পরদুঃখোৎসবান্বিতঃ।
পরদারলম্পটঃ স পাপবুদ্ধিঃ প্রতারকঃ।
রন্ধ্রান্বেষী দ্রোহপরো মায়াবী মদগর্ব্বিতঃ ॥ ৪৫ ॥
যঃ প্রবিশ্যোদরে মাতুর্গর্ভচ্ছেদং চকার হ।
সপ্তকৃত্বঃ সপ্তকৃত্বঃ ক্রন্দমানমনাতুরঃ ॥ ৪৬ ॥
তস্মাৎ পুত্র! ন কর্ত্তব্যো বিশ্বাসস্ত্ব কথঞ্চন।
কৃতপাপস্য কা লজ্জা পুনঃ পুত্র! প্রকুর্ব্বতঃ ॥ ৪৭ ॥

ব্যাস উবাচ।

এবং প্রবোধিতঃ পিত্রা বচনৈর্হেতুসংযুতৈঃ।
ন বুবোধ তদা বৃত্র! আসন্নমরণঃ কিল ॥ ৪৮ ॥
স কদাচিৎ সমুদ্রান্তে তমপশ্যন্মহাসুরম্।
সন্ধ্যাকাল উপাবৃত্তে মুহূর্ত্তেঽতীবদারুণে ॥ ৪৯ ॥

সপ্তকৃত্বঃ সপ্তকৃত্ব ইতি। সপ্তকৃত্বো যথা স্যাত্তথা প্রথমং গর্ভচ্ছেদং চকার পশ্চাদেকৈক-মবয়বং সপ্তকৃত্বশ্চকার তেন চৈকোনপঞ্চাশন্মরুতো নিষ্পন্না ইতি পুরাণান্তরে স্পষ্টম্। অনাতুরো মনসি পাপভয়রহিতঃ ॥ ৪৬—৪৮ ॥

কদাচিদিতি। স বাসবঃ ॥ ৪৯ ॥

এক দিন বিশ্বকর্ম্মা, নিজ সন্তান বৃত্রাসুরকে পাকশাসনের প্রতি বিশ্বস্তচিত্ত জানিতে পারিয়া বলিলেন, বৎস বৃত্র! তুমি আমার হিতকর বাক্য শ্রবণ কর ॥ ৪৩ ॥ দেখ, যাহার সহিত একবার শত্রুতা ঘটিয়াছে, তাহার প্রতি বিশ্বাস করা কদাচ কর্ত্তব্য নয়। ইন্দ্র তোমার পরম শত্রু সে সর্ব্বদাই তোমার অনিষ্ট চিন্তা করিয়া থাকে, অতএব তাহাকে আর বিশ্বাস করিও না ॥ ৪৪ ॥ সেই ইন্দ্র সর্ব্বদাই লোভনিরত, দ্বেষরত, পরদুঃখে উৎসবান্বিত, পরদার-লম্পট, পাপবুদ্ধি, প্রতারক, ছিদ্রান্বেষী, হিংসক, মায়াবী ও মদগর্ব্বিত; বৎস! অধিক আর কি বলিব, সেই পাপিষ্ঠ অবলীলাক্রমে পাপভয় পরিত্যাগ করিয়া মাতার উদরে প্রবেশ করত তাঁহার গর্ভস্থিত রোরুদ্যমান বালককে প্রথমে সপ্তভাগ তৎপরে সেই সপ্তভাগের প্রত্যেককে পুনর্ব্বার সপ্তভাগ এইরূপে উনপঞ্চাশৎ ভাগে ছেদ করিয়াছে; অতএব, হে পুত্র! তাহার প্রতি বিশ্বাস করা কদাচই কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি সর্ব্বদাই পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত তাঁহার পুনর্ব্বার পাপকার্য্য করিতেই বা কি লজ্জা আছে ॥ ৪৫—৪৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! বৃত্রাসুরের মরণকাল নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল বলিয়াই সে পিতৃকর্ত্তৃক হেতুযুক্ত বাক্য দ্বারা এইরূপে প্রবোধিত হইলেও তাহা শুভকর বলিয়া বুঝিতে

ততঃ সচিন্ত্য মঘবা বরদানং মহাত্মনাম্‌* ।
সন্ধ্যেয়ং বর্ত্ততে রৌদ্রা ন রাত্রির্ন্দিবসো ন চ ॥ ৫০ ॥
হন্তব্যোঽয়ং ময়া চাদ্য বলেনৈব ন সংশয়ঃ ।
একাকী বিজনে চাত্র সম্প্রাপ্তঃ সময়োচিতঃ ॥ ৫১ ॥
এবং বিচার্য্য মনসা সস্মার হরিমব্যয়ম্‌ ।
তত্রাজগাম ভগবানদৃশ্যঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৫২ ॥
বজ্রমধ্যে প্রবিশ্যাসৌ সংস্থিতো ভগবান্‌ হরিঃ ।
ইন্দ্রো বুদ্ধিং চকারাশু তদা বৃত্রবধং প্রতি ॥ ৫৩ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা কথং হন্যাং রিপুং রণে ।
অজেয়ং সর্ব্বথা সর্ব্বদেবৈশ্চ দানবৈস্তথা ॥ ৫৪ ॥
যদি বৃত্রং ন হন্ম্যদ্য বঞ্চয়িত্বা মহাবলম্‌ ।
ন শ্রেয়ো মম নূনং স্যাৎ সর্ব্বথা রিপুরক্ষণাৎ ॥ ৫৫ ॥
অপাং ফেনং তদাপশ্যৎ সমুদ্রে পর্ব্বতোপমম্‌ ।
নায়ং শুষ্কো ন চার্দ্রোঽয়ং ন চ শস্ত্রমিদং তথা ॥ ৫৬ ॥

বরদানমিতি। দিবা নিশি চ মরণং নাস্তীয়ন্তু সন্ধ্যা ভবত্যস্যাং মারণেন বরদানং মিথ্যা ন ভবতীত্যর্থঃ। মহাত্মনাং ব্রহ্মাদীনাং বরদানমিত্যন্বয়ঃ ॥ ৫০-৫৩ ॥
কথং হন্যামিতি। মনসা সঞ্চিন্ত্যেত্যন্বয়ঃ ॥ ৫৪ ॥
নমু সঙ্কটেন মারণাপেক্ষয়া ন হন্তব্য এবেতি চেত্তত্রাহ যদি বৃত্রমিতি ॥ ৫৫—৫৭ ॥

পারিল না ॥ ৪৮ ॥ অনন্তর, একদিন সন্ধ্যাকালে অতি দারুণ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইলে ইন্দ্র সেই মহাসুর বৃত্রকে দেখিতে পাইয়া ব্রহ্মার বরদান বিষয়ে চিন্তা করিলেন যে, এক্ষণে এই ভয়ঙ্করী সন্ধ্যা উপস্থিত হইয়াছে এখন দিবাও নয় রাত্রি ও নয় আর এই দৈত্যও একাকী নির্জ্জনে যথাকালে উপস্থিত হইয়াছে অতএব এই সময়েই বলপূর্ব্বক ইহার বধ সাধন করা কর্ত্তব্য তাহাতে আর সংশয় নাই ॥ ৪৯-৫১॥ ইন্দ্র মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া অব্যয়াত্মা হরিকে স্মরণ করিলেন। ভগবান্‌ পুরুষোত্তম হরিও সেই স্থানে অদৃশ্যভাবে আগমন করিয়া বজ্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রহিলেন, তখন ইন্দ্র শীঘ্রই বৃত্রাসুরের বধের নিমত্ত স্থিরচিত্ত হইলেন ; কিন্তু, চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, দেব দানবগণের সর্ব্বথা অজেয় এই রিপুকে রণমধ্যে কিরূপে বধ করিব আর যদি এই মহাবল অসুরকে বঞ্চনা করিয়া অদ্যাই বধ না করি তবে এই দুরন্ত রিপু বর্ত্তমান থাকিলে আমার কিছুতেই মঙ্গল নাই ॥ ৫২—৫৫ ॥ ইন্দ্র এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সাগরবারির পর্ব্বত প্রমাণ ফেন দর্শন করিলেন।

---

* মহাত্মনঃ। ইতি বা পাঠঃ।

অপাং ফেনং তদা শক্রো জগ্রাহ কিল লীলয়া।
পরাং শক্তিঞ্চ সস্মার ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ ॥ ৫৭ ॥
স্মৃতমাত্রা তদা দেবী স্বাংশং ফেনে ন্যধাপয়ৎ।
বজ্রং তদাবৃতং তত্র চকার হরিসংযুতম্ ॥ ৫৮ ॥
ফেনাবৃতং পবিং তত্র শক্রশ্চিক্ষেপ তং প্রতি।
সহসা নিপপাতাশু বজ্রাহত ইবাচলঃ ॥ ৫৯ ॥
বাসবস্তু প্রহৃষ্টাত্মা বভূব নিহতে তদা।
ঋষয়শ্চ মহেন্দ্রং তমস্তুবন্ বিবিধৈঃ স্তবৈঃ ॥ ৬০ ॥
হতশত্রুঃ প্রহৃষ্টাত্মা বাসবঃ সহ দৈবতৈঃ।
দেবীং সংপূজয়ামাস যৎপ্রসাদাদ্ধতো রিপুঃ ॥ ৬১ ॥
প্রসাদয়ামাস তদা স্তোত্রৈর্নানাবিধৈরপি।
দেবোদ্যানে পরাশক্তেঃ প্রাসাদমকরোদ্ধরিঃ ॥ ৬২ ॥
পদ্মরাগময়ীং মূর্ত্তিং স্থাপয়ামাস বাসবঃ।
ত্রিকালং মহতীং পূজাং চক্রুঃ সর্ব্বেঽপি নির্জরাঃ ॥ ৬৩ ॥

স্বাংশং পরাশক্ত্যংশং যেন স দৈত্যো নঙ্ক্ষ্যতি তথাংশং দেবী তস্মিন্ ফেনে ন্যধাপয়ৎ স্থাপিতবতীত্যর্থঃ। তেন চাতিকোমলোঽপি ফেনপিণ্ডো বজ্রাদপ্যধিকো জাত ইতি ভাবঃ। তদাবৃতং ফেনাবৃতম্ ॥ ৫৮—৬১ ॥
দেবোদ্যানে নন্দনবনে হরিরিন্দ্রঃ। পরাশক্তেঃ প্রসাদং মহান্তমকরোদিত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥
তস্মিন্ প্রাসাদে পদ্মরাগমণেররুণবর্ণরত্নস্য নির্ম্মিতাং শ্রীভুবনেশ্বর্য্যা মূর্ত্তিং পূর্ব্বং যথা দর্শনং জাতং তথা কৃত্বা স্থাপয়ামাসেত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥

তখন তাহাকে শুষ্কও নয় আর্দ্রও নয় এবং শস্ত্রও নয় ইহা ভাবিয়া অবলীলায় তাহাই গ্রহণ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ পরম ভক্তিসহকারে পরাশক্তি ভুবনেশ্বরীকে স্মরণ করিলেন ॥ ৫৬—৫৭ ॥ ভগবতী স্মরণমাত্র স্বীয় অংশ ফেন মধ্যে সংস্থাপন করিলেন। এদিকে নারায়ণাধিষ্ঠিত বজ্রও সেই ফেনপিণ্ড দ্বারা আবৃত হইল ॥ ৫৮ ॥ তখন ইন্দ্র সেই ফেনাবৃত বজ্র বৃত্রের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ বৃত্রাসুর সেই বজ্র দ্বারা আহত হইয়া অচলের ন্যায় নিপতিত হইল ॥ ৫৯ ॥ বৃত্রাসুর নিহত হইলে ইন্দ্র অতিশয় হৃষ্টচিত্ত হইলেন, ঋষিগণও বিবিধ স্তব দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৬০ ॥ অনন্তর, যাহার অনুগ্রহে শত্রু নিহত হইল দেবরাজ দেবগণের সহিত সেই দেবীর পূজা করিলেন এবং নানাবিধ স্তোত্র দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করাইলেন। পরে, নন্দনকাননে পরমাশক্তির পদ্মরাগময়ী মূর্ত্তি স্থাপন করিলেন; মহারাজ! তদবধি সকল দেবই ত্রিসন্ধ্যায় দেবীর পূজা করিতে লাগিলেন এবং তদবধিই শ্রীদেবী দেবগণের কুলদেবতা হইলেন। সেই সময় ইন্দ্র ত্রিভুবন

তদাপ্রভৃতি দেবানাং শ্রীদেবী কুলদৈবতম্।
বিষ্ণুং ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠং পূজয়ামাস বাসবঃ॥ ৬৪॥
ততো হতে মহাবীর্য্যে বৃত্রে দেবভয়ঙ্করে।
প্রববৌ চ শিবো বায়ুর্জহৃষুর্দেবতাস্তথা॥ ৬৫॥
হতে তস্মিন্ সগন্ধর্ব্বা যক্ষরাক্ষসকিন্নরাঃ॥ ৬৬॥
ইত্থং বৃত্রঃ পরাশক্তিপ্রবেশযুতফেনতঃ।
তয়া কৃতবিমোহাচ্চ শক্রেণ সহসা হতঃ॥ ৬৭॥
ততো বৃত্রনিহন্ত্রীতি দেবী লোকেষু গীয়তে।
শক্রেণ নিহতত্বাচ্চ শক্রেণ হত উচ্যতে॥ ৬৮॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে বৃত্রবধো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬॥

তদাপ্রভৃতি তস্মাৎ কালাদারভ্য শ্রীদেবী ভুবনেশ্বরী দেবানাং কুলদৈবতং বংশপরস্পরোপাস্যমিষ্টদৈবতমভূদিত্যর্থঃ॥ ৬৪—৬৬॥

ইত্থমিতি। ইত্থং পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ যতো বৃত্রনামকো দৈত্যঃ পরাশক্তেঃ প্রবেশঃ সঞ্চরণং তদ্যুক্তফেনত ফেণপিণ্ডেন করণেন শক্রেণ সহসা হতস্তস্মাৎ কিঞ্চ তয়া পরাশক্ত্যা কৃতো যো দৈত্যস্য মোহো দেবমৈত্রীকরণে অবিবেকস্তস্মাচ্চেত্যর্থঃ॥ ৬৭॥

ততো বৃত্রেতি। ততস্তস্মাৎ কারণাদ্দেবী বৃত্রাসুরনিহন্ত্রীতি লোকেষু গীয়তে। তথা মধুকৈটভবধো বিষ্ণুনা কৃতোঽপি দেবীপ্রসাদমন্তরা তস্যা জায়মানত্বাদ্দেবীকৃত ইত্যুচ্যতে তদ্বদিতি ভাবঃ॥ ৬৮॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬॥

শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুরও পূজা করিলেন॥ ৬১—৬৪॥ অনন্তর মহাবীর্য্য ভয়ঙ্কর বৃত্রাসুর নিহত হইলে মৃদুমন্দ শুভকর বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল, দেবগণ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও কিন্নরগণ মহানন্দে বিচরণ করিতে লাগিল॥ ৬৫—৬৬॥ মহারাজ! বৃত্রাসুর ভগবতীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়াছিল এবং সেই পরাশক্তি ফেনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়াই ইন্দ্র সেই অসুরকে সহসা নিহত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং এই কারণেই দেবী ভুবনেশ্বরী "বৃত্রনিহন্ত্রী" বলিয়া ত্রিলোকমধ্যে বিখ্যাত হইয়াছেন; কিন্তু, ইন্দ্র তাহাকে বাহ্যদৃষ্টে ফেন দ্বারা বিনাশ করিয়াছিলেন বলিয়া ইন্দ্র কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে ইহাই লোকে কহিয়া থাকে॥৬৭—৬৮॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে বৃত্রবধ নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

অথ তং পতিতং দৃষ্ট্বা বিষ্ণুর্ব্বিষ্ণুপুরীং যযৌ।
মনসা শঙ্কমানস্তু তস্য হত্যাকৃতং ভয়ম্ ॥ ১ ॥
ইন্দ্রোঽপি ভয়সন্ত্রস্তো যযাবিন্দ্রপুরীং ততঃ।
মুনয়ো ভয়সংবিগ্না হ্যভবন্নিহতে রিপৌ ॥ ২ ॥
কিমস্মাভিঃ কৃতং পাপং যদসৌ বঞ্চিতঃ কিল।
মুনিশব্দো বৃথা জাতঃ সুরেশস্য চ সঙ্গমাৎ ॥ ৩ ॥
অস্মাকং বচনাদ্বৃত্রো বিশ্বাসমগমৎ কিল।
বিশ্বাসঘাতিনঃ সঙ্গাৎ বয়ং বিশ্বাসঘাতকাঃ ॥ ৪ ॥
ধিগিয়ং মমতা পাপমূলমেবমনর্থকৃৎ।
যদস্মাভিশ্ছলং কৃত্বা শপথৈর্ব্বঞ্চিতোঽসুরঃ ॥ ৫ ॥
মন্ত্রকৃদ্বুদ্ধিদাতা চ প্রেরকঃ পাপকারিণাম্।
পাপভাক্ স ভবেন্নূনং পক্ষকর্ত্তা তথৈব চ ॥ ৬ ॥

অর্দ্ধোনয়া ত্রিষষ্ট্যা তু যুতৈঃ পদ্যৈরনন্তরম্।
গুপ্তবাসো বাসবস্য নহুষস্যাভিষেচনম্ ॥

বৃত্রবধানন্তরং জাতং বৃত্রমাহ অথ তমিতি ॥ ১—৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! অনন্তর দেবদেব বিষ্ণু বৃত্রাসুরকে নিপতিত দেখিয়া মনে মনে তাহার হত্যাজনিত ভয়ের আশঙ্কা করিতে করিতে বৈকুণ্ঠপুরে গমন করিলেন ॥ ১ ॥ এদিকে ইন্দ্রও পরম শত্রু বৃত্রাসুর নিহত হইলে পাপভয়ে ভীত হইয়া অমরপুরে প্রস্থান করিলেন। তখন মুনিগণ ভয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমরা বৃত্রাসুরকে বঞ্চিত করিয়া কি পাপ কর্ম্মই করিয়াছি, হায়! দেবরাজের সঙ্গদোষে আজ আমাদের মুনি নাম বৃথা হইল ॥২—৩॥ বৃত্র আমাদের বচনেই ইন্দ্রকে বিশ্বাস করিয়াছিল, অতএব বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গদোষে আজ আমরাও বিশ্বাসঘাতক হইলাম ॥ ৪ ॥ মমতাই সমস্ত অনর্থের মূল; অতএব, সেই মমতাকে ধিক্! কারণ, মমতাপাশে বদ্ধ হইয়াই আমরা ছল পূর্ব্বক শপথ দ্বারা বৃত্রকে বঞ্চিত করিয়াছি ॥ ৫ ॥ স্বয়ং পাপকার্য্য না করিয়াও যাহারা পাপকার্য্য করিতে অন্যের সহিত মন্ত্রণা করে বা তদ্বিষয়ে বুদ্ধি প্রদান করে বা তৎকার্য্য

বিষ্ণুনাপি কৃতং পাপং যৎ সাহায্যমবাপ্তবান্।
বজ্রং প্রবিশ্য যেনাসৌ পাতিতঃ সত্ত্বমূর্ত্তিনা ॥ ৭ ॥
নূনং স্বার্থপরঃ প্রাণী ন পাপাৎ ত্রাসমশ্নুতে।
হরিণা হরিসঙ্গেন সর্ব্বথা দুষ্কৃতং কৃতম্ ॥ ৮ ॥
দ্বাবেব স্তঃ পদার্থানাং দ্বাবেব নিধনং গতৌ।
প্রথমশ্চ তুরীয়শ্চ যৌ ত্রিলোক্যাস্তু দুর্লভৌ ॥ ৯ ॥
অর্থকামৌ প্রশস্তৌ দ্বৌ সর্ব্বেষাং সংমতৌ প্রিয়ৌ।
ধর্ম্মধর্ম্মেতিবাগ্বাদো দম্ভোঽয়ং মহতামপি ॥ ১০ ॥
মুনয়োঽপি মনস্তাপমেবং কৃত্বা পুনঃ পুনঃ।
জগ্মুঃ স্বানাশ্রমানেব বিমনস্কা হতোদ্যমাঃ ॥ ১১ ॥
ত্বষ্টা তু নিহতং শ্রুত্বা পুত্রমিন্দ্রেণ ভারত !।
রুরোদ দুঃখসন্তপ্তো নির্ব্বেদমগমৎ পুনঃ ॥ ১২ ॥

হরিণা বিষ্ণুনা হরিসঙ্গেনেন্দ্রসঙ্গেন ॥ ৮ ॥

দ্বাবেব স্ত ইতি। পদার্থানাং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপাণাং মধ্যে দ্বাবেব পদার্থৌ বক্ষ্যমাণৌ বিদ্যমানৌ স্তঃ। দ্বাবেব চ নিধনং নাশং গতৌ। নমু কৌ তৌ নিধনং গতৌ তত্রাহ প্রথমশ্চ তুরীয়শ্চেতি। ধর্ম্মমোক্ষাবিত্যর্থঃ। যৌ ত্রিলোক্যাং দুর্ল্লভৌ তৌ ধর্ম্মমোক্ষৌ সর্ব্বথাস্মিন্ সময়ে উচ্ছিন্নাবিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

কৌ বিদ্যমানৌ স্তস্তত্রাহ অর্থকামাবিতি। সর্ব্বেঽর্থকামপরায়ণা জাতা ইত্যর্থঃ। নমু ন ধর্ম্মোঽদ্যাপ্যুচ্ছিন্নো যতো লোকে ধর্ম্মঃ কর্ত্তব্যোঽয়ং ধর্ম্মোঽয়ং ধর্ম্ম ইতি বদন্তীতি চেত্তত্রাহ

করিতে প্রেরণ করে অথবা যে কোনও প্রকারে তাহার পক্ষ আশ্রয় করে তাহারাও নিশ্চয়ই পাপভাগী হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥ বিষ্ণু সত্ত্বপ্রধান হইলেও তিনি যখন বজ্রে প্রবেশ পূর্ব্বক ইন্দ্রের সাহায্য করিয়া বৃত্রকে বিনাশ করিয়াছেন, তখন তিনিও পাপভাগী হইয়াছেন সন্দেহ নাই ॥৭॥ যখন ভগবান বিষ্ণুও ইন্দ্রের সহিত সম্মিলিত হইয়া এরূপ পাপাচরণ করিলেন তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে লোকে স্বার্থপর হইলে পাপ হইতে আর ভয়প্রাপ্ত হয় না ॥৮॥ বোধ হয় এক্ষণে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চারিটি পদার্থের মধ্যে ত্রিভুবনদুর্ল্লভ প্রথম ও চতুর্থ অর্থাৎ ধর্ম্ম ও মোক্ষ একেবারেই বিনষ্ট হইয়াছে এবং অর্থ ও কামই প্রশস্ত বলিয়া প্রিয় হইয়াছে, তবে ধর্ম্ম ধর্ম্ম এই বাক্যটী কেবল বাক্যমাত্র, তাহা এক্ষণে মহৎ পণ্ডিতদিগেরও দম্ভের কারণ হইয়াছে; ফলত নিষ্ঠাপরতন্ত্র হইয়া ভক্তিভাবে কেহই আর ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছে না ॥ ৯—১০ ॥ রাজন্! মুনিগণ পুনঃ পুনঃ এইরূপে মনস্তাপ করিয়া বিমনা হইলেন এবং হতোদ্যম হইয়া নিজ নিজ আশ্রমে গমন করিলেন ॥১১॥ এদিকে, বিশ্বকর্ম্মা ইন্দ্রকর্ত্তৃক নিজ পুত্র নিহত হইয়াছে ইহা শ্রবণ করিয়া শোক-

যত্রাসৌ পতিতস্তত্র গত্বা বীক্ষ্য তথাগতম্।
সংস্কারং কারয়ামাস বিধিবৎ পারলৌকিকম্॥ ১৩॥
স্নাত্বাস্য সলিলং দত্ত্বা কৃত্বা চৈবৌর্দ্ধদেহিকম্।
শশাপেন্দ্রং স শোকার্ত্তঃ পাপিষ্ঠং মিত্রঘাতকম্॥ ১৪॥
যথা মে নিহতঃ পুত্রঃ প্রলোভ্য শপথৈর্ভৃশম্।
তথেন্দ্রোঽপি মহদ্দুঃখং প্রাপ্নোতু বিধিনির্ম্মিতম্॥ ১৫॥
ইতি শপ্ত্বা সুরেশানং ত্বষ্টা তাপসমন্বিতঃ।
মেরোঃ শিখরমাস্থায় তপস্তেপে সুদুষ্করম্॥ ১৬॥

জনমেজয় উবাচ।

হত্বা ত্বাষ্ট্রং সুরেশোঽথ কামবস্থামবাপ্তবান্।
সুখং বা দুঃখমেবাগ্রে তন্মে ব্রূহি পিতামহ!॥ ১৭॥

ব্যাস উবাচ।

কিং পৃচ্ছসি মহাভাগ! সন্দেহঃ কীদৃশস্তব।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্॥ ১৮॥

ধর্ম্মধর্ম্মেতি বাগ্বাদো বাচা কেবলং ভাষণমেবোর্ব্বরিতং ন ধর্ম্মস্বরূপং কুত্রাপি দৃশ্যত ইত্যর্থঃ। নন্বু স বাগ্বাদঃ কিমর্থমিতি চেদ্দম্ভার্থমিত্যাহ দম্ভোঽয়মিতি। লোকৈর্ধার্ম্মিকা এতে রামকৃষ্ণপণ্ডিতা ইত্যেবং বক্তব্যমেতদর্থমিত্যর্থঃ॥ ১০—২০॥

সন্তপ্ত হৃদয়ে রোদন করিতে লাগিলেন এবং মনে মনে অত্যন্ত নির্ব্বেদপ্রাপ্ত হইলেন॥১২॥ অনন্তর, বৃত্র যেখানে নিপতিত ছিল তিনি তথায় গমনপূর্ব্বক তাহাকে তদবস্থ দর্শন করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হৃদয়ে তাহার দাহাদি সংস্কার ও পারলৌকিক ক্রিয়া যথাবিধি সম্পাদন করিলেন এবং স্নানান্তে তাহার তর্পণ ও ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া অত্যন্ত শোকার্ত্ত হৃদয়ে মিত্রঘাতী পাপিষ্ঠ ইন্দ্রকে অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, ইন্দ্র যেমন আমার পুত্রকে শপথ দ্বারা প্রলোভিত করিয়া নিহত করিল, সেইরূপ সেও বিধিপ্রদত্ত অতি গুরুতর দুঃখ প্রাপ্ত হউক॥ ১৩—১৫॥ রাজন্! পুত্রশোক-সন্তপ্ত বিশ্বকর্ম্মা সুরেশ্বরকে এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিয়া মেরুপর্ব্বতের শিখরদেশ আশ্রয় করত দুষ্কর তপস্যার অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন॥ ১৬॥

জনমেজয় কহিলেন, পিতামহ! সুররাজ ত্বষ্টৃতনয় বৃত্রকে বিনাশ করিয়া সুখ অথবা দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা অগ্রে আপনি আমাকে বলুন।॥ ১৭॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! আপনি কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন? আপনার সন্দেহই বা কি প্রকার? আপনি নিশ্চয় জানিবেন যে, জীবগণকে নিজকৃত শুভাশুভ কর্ম্মের ফল

বলিষ্ঠৈর্দুর্ব্বলৈর্ব্বাপি স্বল্পং বা বহু বা কৃতম্।
সর্ব্বথৈব হি ভোক্তব্যং সদেবাসুরমানুষৈঃ ॥ ১৯ ॥
শক্রায়েত্থং মতির্দ্দত্তা হরিণা বৃত্রঘাতিনে।
প্রবিষ্টোঽথ পবিং বিষ্ণুঃ সহায়ং প্রত্যপদ্যত ॥ ২০ ॥
ন চাপদি সহায়োঽভূদ্বাসুদেবঃ কথঞ্চন।
সময়ে স্বজনঃ সর্ব্বঃ সংসারেঽস্মিন্নরাধিপ !।
দৈবে বিমুখতাং প্রাপ্তে ন কোঽপ্যস্তি সহায়বান্ ॥ ২১ ॥
পিতা মাতা তথা ভার্য্যা ভ্রাতা বাথ সহোদরঃ।
সেবকো বাপি মিত্রং বা পুত্রশ্চৈব তথৌরসঃ ॥ ২২ ॥
প্রতিকূলে গতে দৈবে ন কোঽপ্যেতি সহায়তাম্।
ভোক্তা পাপস্য পুণ্যস্য কর্ত্তা ভবতি সর্ব্বথা ॥ ২৩ ॥
বৃত্রং হত্বা গতাঃ সর্ব্বে নিস্তেজস্কঃ শচীপতিঃ।
শেপুস্তং ত্রিদশাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মহেত্যব্রুবন্ শনৈঃ ॥ ২৪ ॥
কো নাম শপথান্ কৃত্বা সত্যং দত্ত্বা বচঃ পুনঃ।
জিঘাংসতি সুবিশ্বস্তং মুনিং মিত্রত্বমাগতম্ ॥ ২৫ ॥

ননু যো বিষ্ণুঃ পূর্ব্বং বজ্রং প্রবিশ্য সহায়ো জাতঃ স কথমিন্দ্রস্য তদনন্তরং সঙ্কটে সহায়ো ন জাতস্তত্রাহ ন চাপদীতি। দৈবেঽনুকূলে সর্ব্বে সহায়া ভবন্তি প্রতিকূলে তু ন কোঽপি কস্যাস্তীত্যর্থঃ। তদেবাহ দৈবে ইতি ॥ ২১—২৩ ॥
দৈবে প্রতিকূলে যে তদীয়াঃ স্থিতাস্ত এব তমিন্দ্রং শেপুরিত্যাহ শেপুরিতি। কিঞ্চায়ং ব্রহ্মহেতি শনৈঃ পরস্পরং নিন্দাং চক্রুরিত্যাহ ব্রহ্মহেতি ॥ ২৪ ॥

অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে ॥১৮॥ বলিষ্ঠই হউক বা দুর্ব্বলই হউক আর দেবতা অসুর বা মনুষ্যাদি যে কেহই হউক সকলেই নিজকৃত পাপপুণ্যের, অল্প বা অধিক পরিমাণে কৃত হইলেও সর্ব্বতোভাবে তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে ॥ ১৯ ॥ ইন্দ্র যখন বৃত্রকে মারিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন বিষ্ণু তখনই তাহাকে বুদ্ধিপ্রদান এবং বজ্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার সাহায্য করিয়াছিলেন ; কিন্তু বিপদের সময় বিষ্ণু কোনও রূপে ইন্দ্রের সহায়তা করেন নাই। অতএব, হে নরেন্দ্র ! এই সংসারে সকল ব্যক্তিই সময়ে স্বজন হইয়া থাকে, কিন্তু দৈব প্রতিকূল হইলে কাহাকেও আর সহায়বান্ দেখিতে পাওয়া যায় না ॥২০—২১॥ অধিক কি, দৈব প্রতিকূল হইলে পিতা, মাতা, ভার্য্যা বা সহোদর, সেবক, মিত্র বা ঔরস-পুত্র কেহই সাহায্য লাভ করিতে সমর্থ হয় না ; ফলতঃ যে ব্যক্তি পাপ বা পুণ্য করে সেই তাহা ভোগ করিয়া থাকে ॥ ২২—২৩ ॥ বৃত্র নিহত হইলে পর সকলেই স্বস্ব স্থানে গমন

দেবগোষ্ঠ্যাং সুরোদ্যানে গন্ধর্ব্বাণাং সমাগমে।
সর্ব্বত্রৈব কথা তস্য বিস্তারমগমৎ কিল ॥ ২৬ ॥
কিং কৃতং দুষ্কৃতং কর্ম্ম শক্রেণাদ্য জিঘাংসতা।
বৃত্রং ছলেন বিশ্বস্তং মুনিভিশ্চ প্রতারিতম্ ॥ ২৭ ॥
বেদপ্রমাণমুৎসৃজ্য স্বীকৃতং সৌগতং মতম্।
যদয়ং নিহতঃ শত্রুর্ব্বঞ্চয়িত্বাতিসাহসাৎ ॥ ২৮ ॥
কো নাম বচনং দত্ত্বা বিপরীতমথাচরেৎ।
বিনা শক্রং হরিং বাপি যথায়ং বিনিপাতিতঃ ॥ ২৯ ॥
এবংবিধাঃ কথাশ্চান্যাঃ সমাজেম্বভবন্ ভৃশম্।
শুশ্রাবেন্দ্রোঽপি বিবিধাঃ স্বকীর্ত্তের্হানিকারিকাঃ ॥ ৩০ ॥
যস্য কীর্ত্তির্হতা লোকে ধিক্ তস্যৈব কুজীবিতম্।
যং দৃষ্ট্বা পথি গচ্ছন্তং শত্রুঃ স্মেরমুখো ভবেৎ ॥ ৩১ ॥
ইন্দ্রদ্যুম্নোঽপি রাজর্ষিঃ পতিতঃ কীর্ত্তিসঙ্ক্ষয়াৎ।
স্বর্গাদকৃতপাপোঽসৌ পাপকৃৎ কিং ন পাত্যতে ॥ ৩২ ॥

কিঞ্চ সর্ব্বত্র তত্তৎস্থলেষু নানাবিধা বার্ত্তাশ্চাভবন্নিত্যাহ কো নামেতি ॥ ২৫ ॥
দেবগোষ্ঠ্যাং দেবস্থানে ॥ ২৬—২৮ ॥
যথায়ং বিনিপাতিতস্তথা বিপরীতং কর্ম্ম হরিং শক্রং বিনা কো নামাচরেৎ ইত্যন্বয়ঃ। ন কোঽপীত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩১ ॥

করিলেন, কিন্তু ব্রহ্মহত্যা-পাপপ্রভাবে শচীপতি অত্যন্ত নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন, তখন সকল দেবতাই তাঁহাকে ব্রহ্মঘাতক বলিয়া নিন্দা করিতে লাগিলেন ॥২৪॥ তাঁহারা আরও কহিতে লাগিলেন যে, কোন ব্যক্তি শপথ এবং সত্য করিয়া বিশ্বস্ত মিত্রভাবপ্রাপ্ত মুনিবরকে হনন করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে ॥২৫॥ মহারাজ! তৎকালে দেবগণের গোষ্ঠীমধ্যে, সুরোদ্যানে, গন্ধর্ব্বগণের সম্মিলনে, ফলত সর্ব্বস্থলেই এই কথার প্রসঙ্গ হইতে লাগিল যে, ইন্দ্র বিশ্বস্ত বৃত্রকে মুনিগণ দ্বারা প্রতারিত করিয়া ছলপূর্ব্বক স্বয়ং নিহত করত কি দুষ্কর্ম্মই করিয়াছেন ॥ ২৬—২৭ ॥ তিনি বেদের সনাতন প্রমাণ পরিত্যাগ করিয়া অবলীলায় বৃত্রকে নিহত করত সৌগত অর্থাৎ বৌদ্ধ মত অবলম্বন করিয়াছেন ॥২৮॥ যেরূপে বৃত্রকে নিহত করা হইল সেই রূপে বাক্য দিয়া, বিষ্ণু ও বাসব ব্যতিরেকে আর কে তাহার বিপরীতাচরণ করিতে পারে ॥২৯॥ তৎকালে এই প্রকার নানা কথা নানা সমাজে বহুল পরিমাণে প্রচারিত হইতে লাগিল এদিকে ইন্দ্রও নিজকীর্ত্তির হানিকর এই সকল কথা কর্ণগোচর করিলেন ॥ ৩০ ॥ মহারাজ! লোকমধ্যে যাহার কীর্ত্তি বিনষ্ট হইল, তাহার সেই নিন্দিত জীবনে ধিক্! হায়!

স্বল্পেঽপরাধেঽপি নৃপো যযাতিঃ পতিতঃ কিল।
নৃপঃ কর্কটতাং প্রাপ্তো যুগানষ্টাদশৈব তু ॥ ৩৩ ॥
ভৃগুপত্নীশিরশ্ছেদাদ্ভগবান্ হরিরচ্যুতঃ।
ব্রহ্মশাপাৎ পশোর্যোনৌ স জাতো মকরাদিষু ॥ ৩৪ ॥
বিষ্ণুশ্চ বামনো ভূত্বা যাচনার্থং বলের্গৃহে।
গতঃ কিমপরং দুঃখং প্রাপ্নোতি দুষ্কৃতী নরঃ ॥ ৩৫ ॥
রামোঽপি বনবাসেষু সীতাবিরহজং বহু।
দুঃখঞ্চ প্রাপ্তবান্ ঘোরং ভৃগুশাপেন ভারত! ॥ ৩৬ ॥
তথেন্দ্রোঽপি ব্রহ্মহত্যাকৃতং প্রাপ্য মহদ্ভয়ম্।
ন স্বাস্থ্যং প্রাপ গেহেঽসৌ সর্ব্বসিদ্ধিসমন্বিতে ॥ ৩৭ ॥
পৌলোমী তং প্রভাহীনং দৃষ্ট্বা প্রোবাচ বাসবম্।
নিঃশ্বসন্তং ভয়ত্রস্তং নষ্টসঙ্গং বিচেতনম্ ॥ ৩৮ ॥
কিং প্রভোঽদ্য ভয়ার্ত্তোঽসি মৃতস্তে দারুণো রিপুঃ।
কা চিন্তা বর্ত্ততে কান্ত! তব শত্রুনিষূদন! ॥ ৩৯ ॥

ইন্দ্রদ্যুম্নোঽপীতি। পুণ্যবানপি কীর্ত্তিসংক্ষয়াৎ পতিতঃ কিং পুনর্মাদৃশঃ পাপীত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥
ইদং কথাদ্বয়ং মহাভারতে প্রসিদ্ধম্ ॥ ৩৩ ॥

বিনষ্টকীর্ত্তি মানবকে পথিমধ্যে গমন করিতে দেখিলে শত্রুগণও হাস্যমুখ হইয়া থাকে ॥৩১॥ যখন রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন নিষ্পাপ হইলেও কীর্ত্তিসংক্ষয়হেতু স্বর্গ হইতে পতিত হইয়াছিলেন, তখন পাপাচারী ব্যক্তিগণ কেন না পাতিত হইবে? ॥ ৩২ ॥ নরপতি যযাতি অত্যল্প অপরাধেও স্বর্গ হইতে নিপতিত হইয়া অষ্টাদশ যুগ কর্কটযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥ অধিক কি ভগবান্ অচ্যুত স্বয়ং হরি, ভৃগুপত্নীর শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন বলিয়াই ব্রহ্মশাপে বরাহ মকরাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৩৪ ॥ তিনি সর্ব্বব্যাপী হইলেও ক্ষুদ্র বামনরূপ ধারণ করত যাচ্ঞা করিবার নিমিত্ত বলির গৃহে গমন করিয়াছিলেন। অতএব, দুষ্কৃতকারী পুরুষগণ ইহা অপেক্ষা আর কি অধিকতর দুঃখ প্রাপ্ত হইবে? ॥ ৩৫ ॥ হে ভরতভূষণ! রামচন্দ্রও ভৃগুর অভিশাপে বনবাসে সীতার বিরহে বহু ঘোরতর দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৩৬ ॥ সেইরূপ ইন্দ্রও ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপগ্রস্ত হইয়া এরূপ ভীত হইলেন যে, সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যসমন্বিত গৃহেও তাঁহার স্বাস্থ্যলাভ ঘটিয়া উঠিল না ॥ ৩৭ ॥ তখন পুলোমনন্দিনী শচী পুরন্দরকে প্রভাহীন, জ্ঞানহীন, বিচেতনপ্রায় ও ভয়সন্ত্রস্ত দর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন, প্রভো! এক্ষণে আপনার নিদারুণ রিপু বিনষ্ট হইয়াছে

কস্মাচ্ছোচসি লোকেশ ! নিঃশ্বসন্ প্রাকৃতো যথা।
নান্যোঽস্তি বলবাঞ্ছত্রুর্যেন চিন্তাপরো ভবান্ ॥ ৪০ ॥

ইন্দ্র উবাচ।

নারাতির্বলবান্ মেঽস্তি ন শান্তির্ন সুখং তথা।
ব্রহ্মহত্যাভয়াদ্রাজ্ঞি ! বিভেমি সততং গৃহে ॥ ৪১ ॥
নন্দনং ন সুখাকারং নামৃতং ন গৃহং বনম্।
গন্ধর্ব্বাণাং তথা গেয়ং নৃত্যমপ্সরসাং পুনঃ ॥ ৪২ ॥
ন ত্বং সুখকরা নারী নানা চ সুরযোষিতঃ।
ন তথা কামধেনুশ্চ দেববৃক্ষঃ সুখপ্রদঃ ॥ ৪৩ ॥
কিঙ্করোমি ক্ব গচ্ছামি ক্ব শর্ম্ম মম জায়তে।
ইতি চিন্তাপরঃ কান্তে ! ন লভে সুখমাত্মনি ॥ ৪৪ ॥

ব্যাস উবাচ ॥

ইত্যুক্ত্বা বচনং শক্রঃ প্রিয়াং পরমকাতরাম্।
নির্জগাম গৃহান্মন্দো মানসং সর উত্তমম্ ॥ ৪৫ ॥

ভৃগুপত্নীতি। ইয়ঞ্চ কথাত্রৈব চতুর্থস্কন্ধে প্রসিদ্ধা ॥ ৩৪—৪৬ ॥

তথাপি আপনি ভয়ার্ত্ত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস বিসর্জ্জন করিতেছেন কেন? নাথ! আপনি শত্রুসংহার করিলেন তথাপি কি হেতু চিন্তাতুর হইয়াছেন? আপনি লোকপাল হইয়া প্রাকৃত ব্যক্তির ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনুশোচনা করিতেছেন কেন? আপনার আরত অন্য বলবান্ শত্রু দেখিতে পাইতেছি না, তবে কি জন্য আপনি এরূপ চিন্তাতুর হইলেন? ॥ ৩৮—৪০ ॥

ইন্দ্র কহিলেন, দেবি! আমার আর অন্য বলবান্ শত্রু নাই সত্য কিন্তু, তথাপি আমার সুখও নাই শান্তিও নাই। আমি গৃহে থাকিয়া কেবল ব্রহ্মহত্যা ভয়ে সততই ভীত হইতেছি ॥ ৪১ ॥ দেবি! নন্দনকানন, অলকাভবন, অমৃতবন, গন্ধর্ব্বগণের মনোরম সঙ্গীত ও অপ্সরাগণের মনোহর নৃত্য এ সমস্তই আমার সুখদায়ক হইতেছে না ॥ ৪২ ॥ অধিক কি, তোমার ন্যায় ত্রিভুবনসুন্দরী নারী ও অন্যান্য সুরসুন্দরীগণ এবং কামধেনু, মন্দার, পারিজাত, সন্তান, কল্পবৃক্ষ ও হরিচন্দন প্রভৃতি দেবতরুগণও আমার সুখপ্রদ হইতেছে না; এক্ষণে আমি কি করিব কোথায় যাইব, কোথায় গেলে আমার সুখ হইবে, প্রিয়ে! এইরূপ চিন্তাতুর হইয়াই আমি নিজে নিজে সুখলাভ করিতে পারিতেছি না ॥ ৪৩—৪৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! মূঢ় ইন্দ্র পরমকাতরা প্রিয়া শচীকে এইরূপ বাক্য বলিয়া গৃহ হইতে নির্গত হইলেন এবং পরম মনোহর মানস সরোবরে গমন করিলেন ॥ ৪৫ ॥

পদ্মনালে প্রবিষ্টোঽসৌ ভয়ার্ত্তঃ শোককর্ষিতঃ।
ন প্রজ্ঞায়ত দেবেন্দ্রস্ত্বভিভূতশ্চ কল্মষৈঃ ॥ ৪৬ ॥
প্রতিচ্ছন্নো বসত্যপ্সু চেষ্টমান ইবোরগঃ।
অসহায়স্তুরাষাড়্ চিন্তার্ত্তো বিকলেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৪৭ ॥
ততঃ প্রনষ্টে দেবেন্দ্রে ব্রহ্মহত্যাভয়ার্দ্দিতে।
সুরাশ্চিন্তাতুরাশ্চাসন্নুৎপাতাশ্চাভবন্নথ ॥ ৪৮ ॥
ঋষয়ঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বা ভয়ার্ত্তাশ্চাভবন্ ভৃশম্।
অরাজকং জগৎ সর্ব্বমভিভূতমুপদ্রবৈঃ ॥ ৪৯ ॥
অবর্ষণং তদা জাতং পৃথিবী ক্ষীণবৈভবা।
বিচ্ছিন্নস্রোতসো নদ্যঃ সরাংস্যনুদকানি বৈ ॥ ৫০ ॥
এবন্ত্বরাজকে জাতে দেবতা মুনয়স্তথা।
বিচার্য্য নহুষং চক্রুঃ শক্রং সর্ব্বে দিবৌকসঃ ॥ ৫১ ॥
সম্প্রাপ্য নহুষো রাজা ধর্ম্মিষ্ঠোঽপি রজোবলাৎ।
বভূব বিষয়াসক্তঃ পঞ্চবাণশরাহতঃ ॥ ৫২ ॥

তুরাষাড়িন্দ্রঃ ঐৎ অগচ্ছৎ ॥ ৪৭—৪৮ ॥
(ঋষিপ্রভৃতীনাং ভয়কারণমাহ। অরাজকমিতি ॥ ৪৯—৫২ ॥

দেবরাজ তথায় ভয়ে ও শোকে ক্ষীণদেহ হইয়া পদ্মনালে প্রবেশ করিয়া রহিলেন, কিন্তু তিনি ঘোরতর পাপে অভিভূত হইয়াছিলেন বলিয়াই তৎকালে তাহাকে কেহই জানিতে পারিল না ॥ ৪৬ ॥ তিনি উরগের ন্যায় আহার বিহারশীল চিন্তার্ত্ত অসহায় ও বিকলেন্দ্রিয় হইয়া সেই জলমধ্যে লুক্কায়িতভাবে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥

অনন্তর, দেবরাজ ব্রহ্মহত্যা ভয়ে পরিপীড়িত হইয়া প্রস্থান করিলে, সুরগণ অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইলেন কারণ তৎকালে সর্ব্বত্রই বহুবিধ উৎপাত ঘটিতে লাগিল ॥ ৪৮ ॥ ঋষিগণ, সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণ অত্যন্ত ভয়ার্ত্ত হইলেন কারণ অখিল জগৎ অরাজক হইয়া বিবিধ উপদ্রবে অভিভূত হইতে লাগিল ॥৪৯॥ তখন অনাবৃষ্টি নিবন্ধন পৃথিবীতে স্বল্প শস্য, নদীতে অত্যল্প জল ও সরোবর সকল সলিলহীন হইল ॥ ৫০ ॥ এইরূপ অরাজকতা উপস্থিত হইলে স্বর্গবাসী সমস্ত দেবগণ ও ঋষিগণ বিচার করিয়া নহুষরাজকে ইন্দ্রত্ব পদে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ৫১ ॥ মহারাজ! নহুষ, ধার্ম্মিক হইলেও রজোগুণপ্রভাবে কামশরে সমাহত হইয়া অত্যন্ত বিষয়াসক্ত হইলেন ॥ ৫২ ॥ তৎকালে সেই নরপতি অপ্সরাগণে পরিবৃত হইয়া দেবোদ্যানে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি ইন্দ্রপত্নী শচীর গুণমাধুরী শ্রবণ করিয়া তাহাকে লাভ

অপ্সরোভির্বৃতঃ ক্রীড়ন্ দেবোদ্যানেষু ভারত ! ।
শক্রপত্নীগুণান্ শ্রুত্বা চকমে তাং স পার্থিবঃ ॥ ৫৩ ॥
ঋষীনাহ কিমিন্দ্রাণী নোপগচ্ছতি মাং কিল ।
ভবদ্ভিশ্চামরৈঃ সর্ব্বৈঃ কৃতোঽহং বাসবস্ত্বিহ ॥ ৫৪ ॥
প্রেষয়ধ্বং সুরাঃ কামং সেবার্থং মম বৈ শচীম্ ।
প্রিয়ঞ্চেন্মম কর্ত্তব্যং সর্ব্বথা মুনয়োঽমরাঃ ॥ ৫৫ ॥
অহমিন্দ্রোঽদ্য দেবানাং লোকানাঞ্চ তথেশ্বরঃ ।
আগচ্ছতু শচী মহ্যং ক্ষিপ্রমদ্য নিবেশনম্ ॥ ৫৬ ॥
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা দেবা দেবর্ষয়স্তথা ।
গত্বা চিন্তাতুরাঃ প্রোচুঃ পৌলোমীং প্রণতাস্ততঃ ॥ ৫৭ ॥
ইন্দ্রপত্নি ! দুরাচারো নহুষস্ত্বামিহেচ্ছতি ।
কুপিতোঽস্মানুবাচেদং প্রেষয়ধ্বং শচীমিহ ॥ ৫৮ ॥
কিঙ্কুর্ম্মস্তদধীনাঃ স্ম যেনেন্দ্রোঽয়ং কৃতঃ কিল ॥ ৫৯ ॥
তচ্ছ্রুত্বা দুর্ম্মনা দেবী বৃহস্পতিমুবাচ হ ।
রক্ষ মাং নহুষাদ্ব্রহ্মংস্তবাস্মি শরণং গতা ॥ ৬০ ॥

রজোগুণকার্য্যমাহ অপ্সরোভির্বৃত ইতি ॥ ৫৩—৫৭ ॥
দুর্দ্দুষ্টঃ পরস্ত্রীকামনারূপঃ আচারো যস্য সঃ ॥ ৫৮—৬১

করিতে অভিলাষ করিলেন ॥৫৩॥ অতঃপর, তিনি ঋষিগণকে কহিলেন, আপনারা ও দেবগণ সকলে মিলিত হইয়া আমাকে ইন্দ্রত্ব পদে বরণ করিলেন, কিন্তু অদ্যাবধি ইন্দ্রাণী আমার নিকট আগমন করিতেছেন না কেন ? ॥ ৫৪ ॥ আমার প্রিয়ানুষ্ঠান করা যদি আপনাদিগের কর্ত্তব্য হয়, তবে সত্বর আমার সেবার নিমিত্ত শচীকে প্রেরণ করুন ॥ ৫৫ ॥ আমি এক্ষণে ইন্দ্র এজন্য দেবগণের ও অখিল লোকের ঈশ্বর হইয়াছি ; অতএব অদ্যই সত্বর ইন্দ্রাণী আমার ভবনে আগমন করুক ॥ ৫৬ ॥

দেবগণ ও দেবর্ষিগণ নহুষের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া চিন্তাতুর হইলেন এবং শচীর নিকট গমন করিয়া অবনত মস্তকে কহিতে লাগিলেন ; ইন্দ্রপত্নি ! দুরাচার নহুষ আপনাকে কামনা করিতেছে, সে কুপিত হইয়া আমাদিগকে বলিল শচীকে এখানে শীঘ্র প্রেরণ কর ; দেবি ! আমরা তাহাকে ইন্দ্র করিয়া তাহারই অধীন হইয়াছি, অতএব এক্ষণে আমরা কি করিব ॥ ৫৭—৫৯ ॥ ইন্দ্রপত্নী শচী তাঁহাদিগের সেই বচন শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুর্ম্মনা হইলেন এবং বৃহস্পতিকে কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! আমি আপনার শরণাগত হইলাম,

বৃহস্পতিরুবাচ।

ন ভেতব্যং ত্বয়া দেবি! নহুষাৎ পাপমোহিতাৎ।
ন ত্বাং দাস্যাম্যহং বৎসে! ত্যক্ত্বা ধর্ম্মং সনাতনম্ ॥ ৬১ ॥
শরণাগতমার্ত্তঞ্চ যো দদাতি নরাধমঃ।
স এব নরকং যাতি যাবদাভূতসংপ্লবম্।
স্বস্থা ভব পৃথুশ্রোণি! ন ত্যক্ষ্যে ত্বাং কদাচন ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে ইন্দ্রস্য গুপ্তবাসকথনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

ত্বৎপ্রদানে দোষমাহ শরণাগতমিতি ॥ ৬২ ॥)

ইতি শ্রীভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

আমাকে দুরাচার নহুষের হস্ত হইতে রক্ষা করুন ॥ ৬০ ॥ তখন বৃহস্পতি কহিলেন, দেবি! পাপমোহিত নহুষ হইতে তুমি ভয় করিওনা; বৎসে! সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমি তোমাকে নহুষের হস্তে প্রদান করিব না ॥ ৬১ ॥ যে নরাধম শরণাগত কাতর ব্যক্তিকে পরহস্তে পরিত্যাগ করে সে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত দুর্ব্বিপাক নরকভোগ করে সন্দেহ নাই; নিতম্বিনি! তুমি সুস্থ হও আমি তোমাকে কদাচই পরিত্যাগ করিব না ॥ ৬২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে ইন্দ্রের গুপ্তবাস কথন নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

নহুষস্ত্বথ তাং শ্রুত্বা গুরোস্তু শরণং গতাম্।
চুক্রোধ স্মরবাণার্ত্তস্তমাঙ্গিরসমাশু বৈ॥ ১॥
দেবানাহাঙ্গিরাসূনুর্হন্তব্যোঽয়ং ময়া কিল।
ইতীন্দ্রাণীং গৃহে মূঢো রক্ষতীতি ময়া শ্রুতম্॥ ২॥
ইতি তং কুপিতং দৃষ্ট্বা দেবাঃ সর্ষিপুরোগমাঃ।
অব্রুবন্নহুষং ঘোরং সামপূর্ব্বং বচস্তদা॥ ৩॥
ক্রোধং সংহর রাজেন্দ্র! ত্যজ পাপমতিং প্রভো!।
নিন্দন্তি ধর্ম্মশাস্ত্রেষু পরদারাভিমর্শনম্॥ ৪॥
শক্রপত্নী সদা সাধ্বী জীবমানে পতৌ পুনঃ।
কথমন্যং পতিং কুর্য্যাৎ সুভগাতিপতিব্রতা॥ ৫॥
ত্রিলোকীশস্ত্বমধুনা শাস্তা ধর্ম্মস্য বৈ বিভো!।
ত্বাদৃশোঽধর্ম্মমাতিষ্ঠেত্তদা নশ্যেৎ প্রজা ধ্রুবম্॥ ৬॥

অর্দ্ধাধিকৈকসপ্তত্যা শ্লোকানাং নহুষে নৃপে।
শচ্যাসক্তমতৌ সা তু দেবীচিন্তাং চকার হ।
দেবীপ্রসাদতশ্চেন্দ্রং দদর্শ চ শচী ততঃ॥

বৃহস্পতিনাভয়ে দত্তে তদুত্তরং জাতং বৃত্তমাহ নহুষ ইতি। আঙ্গিরসং বৃহস্পতিম্॥ ১॥ ইতীত্যস্যাহেত্যনেনান্বয়ঃ। কুতো হন্তব্য ইত্যত্র হেতুমাহ গৃহে মূঢস্তাং রক্ষতীতি। ইতি হেতোরিতি শেষঃ॥ ২—৫॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! ইন্দ্রপত্নী দেবগুরুর শরণাপন্ন হইয়াছেন ইহা শ্রবণ করিয়া নহুষরাজ বৃহস্পতির প্রতি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইলেন এবং দেবগণকে কহিলেন, দেবগণ! আমি শুনিয়াছি সেই মূঢ় অঙ্গিরার পুত্রই ইন্দ্রাণীকে আপন গৃহে রক্ষা করিয়াছে, অতএব আমি তাহাকে শীঘ্রই নিহত করিব॥ ১—২॥ দেবগণ ও ঋষিগণ তখন তাহাকে এইরূপে প্রকুপিত দেখিয়া সেই ভীষণমূর্ত্তি নহুষকে সান্ত্বনা পূর্ব্বক কহিলেন॥৩॥ রাজেন্দ্র! আপনি ক্রোধ পরিহার করুন; প্রভো! এক্ষণে এ পাপমতি পরিত্যাগ করুন; দেখুন, ঋষিগণ সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই পরদার গমনকে গুরুতর পাপ বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন॥ ৪॥ আপনি বিবেচনা করুন পুলোমনন্দিনী সততই সাধ্বী সুশীলা ও পতিব্রতা; পতিবিদ্যমানে কিরূপে পুনর্ব্বার অন্যপতি গ্রহণ করিবেন?॥ ৫॥ প্রভো! আপনি এক্ষণে ত্রিভুবনের

সর্ব্বথা প্রভুণা কার্য্যং শিষ্টাচারস্থ রক্ষণম্।
বারমুখ্যাশ্চ শতশো বর্ত্তন্তেঽত্র শচীসমাঃ॥ ৭॥
রতিস্তু কারণং প্রোক্তং শৃঙ্গারস্থ মহাত্মভিঃ।
রসহানির্ব্বলাৎকারে কৃতে সতি তু জায়তে॥ ৮॥
উভয়োঃ সদৃশং প্রেম যদি পার্থিবসত্তম!।
তদা বৈ সুখসম্পত্তিরুভয়োরুপজায়তে॥ ৯॥
তস্মাদ্ভাবমিমং মুঞ্চ পরদারাভিমর্শনে।
সদ্ভাবং কুরু দেবেন্দ্রপদং প্রাপ্তোঽস্যনুত্তমম্॥ ১০॥
ঋদ্ধিক্ষয়স্তু পাপেন পুণ্যেনাতিবিবর্দ্ধনম্।
তস্মাৎ পাপং পরিত্যজ্য সম্মতিং কুরু পার্থিব!॥ ১১॥

নহুষ উবাচ।

গৌতমস্থ যদা ভুক্তা দারাঃ শক্রেণ দেবতাঃ!।
বাচস্পতেস্তু সোমেন ক যূয়ং সংস্থিতাস্তদা॥ ১২॥

প্রজা ধ্রুবমিতি। যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জন ইতি ন্যায়াত্বং দেবরাজোঽপি সন্ পরদারলম্পটশ্চেৎ সর্ব্বেঽপি পরদারলম্পটা ভবেয়ুরিত্যর্থঃ॥ ৬—১১॥

দেবতা ইতি সম্বোধনান্তম্। সোমেন চন্দ্রেণ তু বাচস্পতেগুরোর্দ্দারা ভুক্তা ইত্যন্বয়ঃ। তদা যূয়ং ধর্ম্মজ্ঞাঃ ক স্থিতাস্তস্মিন্ সময়ে তয়োরুপদেশঃ কিমিতি ভবদ্ভির্ন কৃত ইতি ভাবঃ॥ ১২—১৩॥

অধিপতি সুতরাং ধর্ম্মের রক্ষক হইয়াছেন; অতএব, আপনার সদৃশ ব্যক্তি যদি অধর্ম্মাচরণ করেন তাহা হইলে সমস্ত প্রজাই বিনষ্ট হইয়া যায়॥ ৬॥ সর্ব্বদা শিষ্টাচারের রক্ষা করাই প্রভুগণের একান্ত কর্ত্তব্য। আর দেখুন, এই স্বর্গলেকে শচীর সমান সুন্দরী অনেক বারনারী বিদ্যমান আছে আপনি তাহাদের দ্বারা ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করুন॥ ৭॥ মহাত্মাগণ পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অনুরাগকেই শৃঙ্গাররসের কারণ কহিয়া থাকেন, অতএব বলাৎকার দ্বারা রসের হানিই হইয়া থাকে॥ ৮॥ হে পার্থিবোত্তম! যদি উভয়ের প্রেম সদৃশ হয় তবেই তাহাতে উভয়েরই সুখ সম্পত্তির উৎপত্তি হইতে পারে। রাজন্! আপনি এক্ষণে ইন্দ্রপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন অতএব এই পরদারাভিমর্শণরূপ কলুষিত ভাব পরিহার করিয়া সাধু ভাবের উদয় করুন॥ ৯—১০॥ পাপ দ্বারা সমৃদ্ধি বিনাশ পায় এবং পুণ্যদ্বারা সমৃদ্ধির অতিশয় বৃদ্ধি হইয়া থাকে; অতএব হে পার্থিব! আপনি কলুষভাব পরিত্যাগ করিয়া চিত্তকে সৎপথে আনয়ন করুন॥ ১১॥

নহুষ কহিলেন, দেবগণ! ইন্দ্র যখন গৌতমের দার হরণ করে, চন্দ্র যখন বৃহস্পতির পত্নী তারাকে হরণ করে, তখন তোমরা কোথায় ছিলে? দেখ, পরকে উপদেশ প্রদান

পরোপদেশে কুশলাঃ প্রভবন্তি নরাঃ কিল।
কর্ত্তা চৈবোপদেষ্টা চ দুর্ল্লভঃ পুরুষো ভবেৎ ॥ ১৩ ॥
মামাগচ্ছতু সা দেবী হিতং স্যাদদ্ভুতং হি বঃ।
এতস্যাঃ পরমং দেবাঃ! সুখমেবং ভবিষ্যতি ॥ ১৪ ॥
অন্যথা ন হি তুষ্যেঽহং সত্যমেতদ্‌ব্রবীমি বঃ।
বিনয়াদ্বা বলাদ্বাপি তামাশু প্রাপয়ন্ত্বিহ ॥ ১৫ ॥
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা দেবাশ্চ মুনয়স্তথা।
তমূচুশ্চাতিসন্ত্রস্তা নহুষং মদনাতুরম্ ॥ ১৬ ॥
ইন্দ্রাণীমানয়িষ্যামঃ সামপূর্ব্বং তবান্তিকম্।
ইত্যুক্ত্বা তে তদা জগ্মুর্ব্বৃহস্পতিনিকেতনম্ ॥ ১৭ ॥
ব্যাস উবাচ।
তে গত্বাঙ্গিরসঃ পুত্রং প্রোচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সুরাঃ।
জানীমঃ শরণং প্রাপ্তামিন্দ্রাণীং তব বেশ্মনি ॥ ১৮ ॥
সা দেয়া নহুষায়াদ্য বাসবোঽসৌ কৃতো যতঃ।
বৃণোত্বিয়ং বরারোহা পতিত্বে বরবর্ণিনী ॥ ১৯ ॥

এতস্যা ইন্দ্রাণ্যাঃ সুখমিত্যন্বয়ঃ ॥ ১৪—১৭ ॥
অঙ্গিরসঃ পুত্রং বৃহস্পতিম্ ॥ ১৮—২১ ॥

করিতে অনেকেই কুশল ও সমর্থ হয় কিন্তু স্বয়ং কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া পরের প্রতি সেইরূপ উপদেশ প্রদান করিতে পারে এরূপ পুরুষ অত্যন্ত দুর্লভ ॥ ১২—১৩ ॥ দেবগণ! সেই গুণবতী দেবী আমার নিকট আগমন করুক ইহাতে তোমাদের পরম হিত সাধন হইবে এবং সেই দেবীরও পরম সুখলাভ হইবে সন্দেহ নাই ॥ ১৪ ॥ আমি তোমাদিগকে সত্য করিয়া বলিতেছি অন্য কোনও প্রকারে আমি সন্তুষ্ট হইব না; বিনয়েই হউক বা বলেই হউক তোমরা সত্বর ইন্দ্রাণীকে এখানে আনয়ন কর ॥ ১৫।

তখন দেবগণ ও মুনিগণ মদনবাণে প্রপীড়িত নহুষরাজের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং তাহাকে কহিলেন, "আমরা কোমলভাবে সম্মত করিয়া ইন্দ্রাণীকে আপনার নিকট আনয়ন করিব।" তাঁহারা নহুষকে এই বলিয়া বৃহস্পতির নিকেতনে গমন করিলেন ॥ ১৬—১৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! দেবগণ বৃহস্পতির ভবনে গমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, গুরো! ইন্দ্রাণী আপনার গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা আমরা অবগত আছি। অদ্য তাঁহাকে নহুষরাজকে প্রদান করিতে হইবে, যেহেতু আমরা সকলে মিলিয়াই

বৃহস্পতিঃ সুরানাহ তচ্ছ্রুত্বা দারুণং বচঃ।
নাহং ত্যক্ষ্যে তু পৌলোমীং সতীঞ্চ শরণাগতাম্ ॥ ২০ ॥

দেবা উচুঃ।

উপায়োঽন্যঃ প্রকর্ত্তব্যো যেন সোঽদ্য প্রসীদতি।
অন্যথা কোপসংযুক্তো দুরারাধ্যো ভবিষ্যতি ॥ ২১ ॥

গুরুরুবাচ।

তত্র গত্বা শচী ভূপং প্রলোভ্য বচসা ভৃশম্।
করোতু সময়ং বালা পতিং জ্ঞাত্বা মৃতং ভজে ॥ ২২ ॥
ইন্দ্রে জীবতি মে কান্তে কথমন্যং করোম্যহম্।
অন্বেষণার্থং গন্তব্যং ময়া তস্য মহাত্মনঃ ॥ ২৩ ॥
ইতি সা সময়ং কৃত্বা বঞ্চয়িত্বা চ ভূপতিম্।
ভর্ত্তুরানয়নে যত্নং করোতু মম বাক্যতঃ ॥ ২৪ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য তে সর্ব্বে বৃহস্পতিপুরোগমাঃ।
নহুষং সহিতা জগ্মুরিন্দ্রপত্ন্যা দিবৌকসঃ ॥ ২৫ ॥

কোঽসাবুপায়ঃ কর্ত্তব্য ইতি চেত্তমুপায়ং স্বয়মেবাহ তত্র গত্বেতি। পতিমিন্দ্রং মৃতং জ্ঞাত্বা ভজে ভজিষ্যে। বর্ত্তমানসামীপ্যে ভবিষ্যতি লট্। ইতি সময়ং করোত্বিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

মে মৎস্বামিনীন্দ্রে ইত্যন্বয়ঃ। নমু পতির্মৃত ইতি জ্ঞানং কথং ভবিষ্যতীতি চেন্ময়ান্বেষণার্থং গন্তব্যং তদা ভবিষ্যতীত্যাশয়েনাহ অন্বেষণার্থমিতি ॥ ২৩—২৪ ॥

ইন্দ্রপত্ন্যা সহিতা ইত্যন্বয়ঃ ॥ ২৫ ॥

তাঁহাকে ইন্দ্রত্বপদে বরণ করিয়াছি। গুরো! এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বরবর্ণিনী এক্ষণে তাঁহাকে বরণ করুন ॥ ১৮—১৯ ॥

বৃহস্পতি দেবগণের সেই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, দেবগণ! এই পতিব্রতা সতী এক্ষণে আমার শরণাগত হইয়াছেন অতএব আমি কদাচই ইহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না ॥ ২০ ॥

দেবগণ কহিলেন, গুরো! আপনি যদি শচীকে পরিত্যাগ না করেন তবে এক্ষণে যাহাতে নহুষরাজ প্রসন্ন হন এরূপ কোনও উপায় করুন নতুবা তিনি কুপিত হইলে কিছুতেই তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে পারা যাইবে না ॥ ২১ ॥ বৃহস্পতি কহিলেন, দেবগণ! শচী এক্ষণে তথায় গমন পূর্ব্বক নহুষ নৃপতিকে বাক্য দ্বারা প্রলোভিত করিয়া এইরূপ নিয়ম করুক যে, "পতির বিনাশ অবগত হইলে তৎপরে আপনাকে ভজনা করিব" ॥ ২২ ॥ আমার পতি ইন্দ্র জীবিত থাকিতে কিরূপে অন্য পতি গ্রহণ করিব? অতএব এক্ষণে আমি সেই মহাত্মার অনুসন্ধানার্থ গমন করিব ॥ ২৩ ॥ শচী আমার বাক্যানুসারে এইরূপ নিয়ম বন্ধন পূর্ব্বক

তানাগতান্ সমীক্ষ্যাহ তদা কৃত্রিমবাসবঃ ।
জহর্ষ চ মুদা যুক্তস্তাং বীক্ষ্য মুদিতোঽব্রবীৎ ॥ ২৬ ॥
অদ্যাস্মি বাসবঃ কান্তে ! ভজ মাং চারুলোচনে ! ।
পতিত্বে সর্ব্বলোকস্য পূজ্যোঽহং বিহিতঃ সুরৈঃ ॥ ২৭ ॥
ইত্যুক্তা সা নৃপং প্রাহ বেপমানা ত্রপাযুতা ।
বরমিচ্ছাম্যহং রাজংস্ত্বত্তঃ প্রাপ্তুং সুরেশ্বর ! ॥ ২৮ ॥
কিঞ্চিৎ কালং প্রতীক্ষস্ব যাবৎ কুর্ব্বে বিনির্ণয়ম্ ।
ইন্দ্রোঽস্তীতি ন বাস্তীতি সন্দেহো মে হৃদি স্থিতঃ ॥ ২৯ ॥
ততস্ত্বাং সমুপস্থাস্যে কৃত্বা নিশ্চয়মাত্মনি ।
তাবৎ ক্ষমস্ব রাজেন্দ্র ! সত্যমেতদ্‌ব্রবীমি তে ।
ন হি বিজ্ঞায়তে শক্রো নষ্টঃ কিং বা ক্ব বা গতঃ ॥ ৩০ ॥
এবমুক্তঃ স ইন্দ্রাণ্যা নহুষঃ প্রীতিমানভূৎ ।
ব্যসর্জ্জয়ৎ স তাং দেবীং তথেত্যুক্ত্বা মুদান্বিতঃ ॥ ৩১ ॥

কৃত্রিমবাসবো নহুষঃ ॥ ২৬—২৮ ॥
মে হৃদি স্থিতঃ সন্দেহস্তস্য নির্ণয়ং যাবৎ কুর্ব্বে ইত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩১ ॥

সেই ভূপতিকে বঞ্চনা করিয়া পতির আনয়নের নিমিত্ত যত্ন করুক ॥ ২৪ ॥ মহারাজ ! অনন্তর বৃহস্পতি প্রভৃতি সকল দেবগণই এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া ইন্দ্রাণীর সহিত নহুষের নিকট গমন করিলেন ॥ ২৫ ॥ তখন কৃত্রিম বাসব নহুষ, তাঁহাদিগকে আগত দেখিয়া হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইয়া আনন্দসহকারে ইন্দ্রাণীকে অবলোকন করিয়া কহিতে লাগিলেন, কান্তে ! অদ্য আমি যথার্থই বাসব হইলাম, হে চারুলোচনে ! তুমি আমাকে পতিরূপে ভজনা কর, দেখ সুরগণ এক্ষণে আমাকে সর্ব্বলোকেরই আরাধ্য করিয়াছেন ॥ ২৬—২৭ ॥

নহুষ এইরূপ বলিলে পর শচীদেবী অতিশয় লজ্জিত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে নৃপতিকে কহিলেন, সুরেশ্বর ! আমি আপনার নিকট হইতে একটি বরলাভ করিবার বাসনা করিতেছি। 'ইন্দ্র জীবিত আছেন কি না' আমি যে পর্য্যন্ত, ইহার নির্ণয় করিতে না পারি আপনি সেই কিঞ্চিৎকালমাত্র প্রতীক্ষা করুন। তিনি আছেন কি নাই এইরূপ সন্দেহ আমার হৃদয়ে অবস্থিত রহিয়াছে ॥ ২৮—২৯ ॥ রাজেন্দ্র ! যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি এ বিষয়ের কোনও স্থিরতা সম্পাদন করিতে না পারি আপনি সেই পর্য্যন্ত আমাকে ক্ষমা করুন ; আমি আপন মনে ইহার নিশ্চয় করিয়া তদনন্তর আপনাকে ভজনা করিব ইহা সত্য বলিতেছি জানিবেন, ফলত শক্র এক্ষণে নষ্ট হইলেন কি স্থানান্তরে গমন করিলেন তাহার কিছুই জানা যাইতেছে না ॥৩০॥ শচীদেবী এইরূপ বলিলে পর নহুষ অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং তাহাই হউক এই বলিয়া আনন্দিতচিত্তে তাঁহাকে বিদায় দিলেন ॥ ৩১ ॥

সা বিসৃষ্টা নৃপেণাশু গত্বা প্রাহ সুরান্ সতী।
ইন্দ্রস্যাগমনে যত্নং কুরুতাদ্য কৃতোদ্যমাঃ ॥ ৩২ ॥
শ্রুত্বা তদ্বচনং দেবা ইন্দ্রাণ্যা রসবচ্ছুচি।
মন্ত্রয়ামাসুরেকাগ্রাঃ শক্রার্থং নৃপসত্তম ! ॥ ৩৩ ॥
তে গত্বা বৈষ্ণবং ধাম তুষ্টুবুঃ পরমেশ্বরম্।
আদিদেবং জগন্নাথং শরণাগতবৎসলম্ ॥ ৩৪ ॥
ঊচুশ্চৈবং সমুদ্বিগ্না বাক্যং বাক্যবিশারদাঃ।
দেবদেবঃ সুরপতির্ব্রহ্মহত্যাপ্রপীড়িতঃ ॥ ৩৫ ॥
অদৃশ্যঃ সর্ব্বভূতানাং ক্বাপি তিষ্ঠতি বাসবঃ।
ত্বদ্ধিয়া নিহতে বিপ্রে ব্রহ্মহত্যাবৃতঃ প্রভো ! ॥ ৩৬ ॥
ত্বং গতিস্তস্য ভগবন্নস্মাকঞ্চ তথৈব হি।
ত্রাহি নঃ পরমাপন্নান্মোক্ষং তস্য বিনির্দ্দিশ ॥ ৩৭ ॥
দেবানাং বচনং শ্রুত্বা কাতরং বিষ্ণুরব্রবীৎ।
যজতামশ্বমেধেন শক্রঃ পাপনিবৃত্তয়ে ॥ ৩৮ ॥
পুণ্যেন হয়মেধেন পাবিতঃ পাকশাসনঃ।
পুনরেষ্যতি দেবানামিন্দ্রত্বমকুতোভয়ঃ ॥ ৩৯ ॥

(সা বিসৃষ্টেতি। ইন্দ্রস্যাগমনার্থং সত্বরং যতনীয়ত্বাদাশুগমনং বোধ্যম্ ॥ ৩২—৩৯ ॥)

পতিব্রতা শচী তাঁহার নিকট হইতে বিদায় প্রাপ্ত হইয়া সত্বর গমন পূর্ব্বক সুরগণকে কহিলেন, আপনারা ইন্দ্রের আনয়নের নিমিত্ত উদ্যোগ ও বিশেষরূপ যত্ন করুন ॥ ৩২ ॥ রাজেন্দ্র ! দেবগণ ইন্দ্রাণীর সেই শ্রবণ-মনোহর পবিত্র বাক্য শ্রবণ করিয়া একাগ্রচিত্তে ইন্দ্রের আনয়ন নিমিত্ত মন্ত্রণা করিলেন ॥ ৩৩ ॥ অনন্তর, তাঁহারা বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া, শরণাগতবৎসল আদিদেব জগন্নাথ পরমেশ্বর বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥ বাক্যবিশারদ দেবগণ সমুদ্বিগ্নচিত্তে বিষ্ণুকে কহিলেন, প্রভো ! দেবদেব সুরপতি বাসব ব্রহ্মহত্যা পাপে প্রপীড়িত, এক্ষণে তিনি সমস্ত ভূতগণের অদৃশ্য হইয়া কোন স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। প্রভো ! তিনি আপনারই বুদ্ধিকৌশলে বিপ্রবর বৃত্রকে বিনাশ করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপে অভিভূত হইয়াছেন ॥ ৩৫—৩৬ ॥ হে বিভো ! আপনিই তাঁহার এবং আমাদিগের একমাত্র গতি, আমরা এক্ষণে পরম আপদে পতিত হইয়াছি আপনি এই বিপদ মোচনের এবং ইন্দ্রের মুক্তির উপায় নির্দ্দেশ করুন ॥ ৩৭ ॥

দেবগণের সেই কাতর বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষ্ণু বলিলেন, ইন্দ্র পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ করুন ॥ ৩৮ ॥ তাহা হইলে ইন্দ্র এই পাপবিনাশক যজ্ঞ দ্বারা

হয়মেধেন সন্তুষ্টা দেবী শ্রীজগদম্বিকা।
ব্রহ্মহত্যাদিপাপানি নাশয়িষ্যত্যসংশয়ম্ ॥ ৪০ ॥
যস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ পাপজালং বিনশ্যতি।
কিং পুনর্বাজিমেধেন তৎপ্রীত্যর্থং কৃতেন চ ॥ ৪১ ॥
ইন্দ্রাণী কুরুতাং নিত্যং ভগবত্যাঃ প্রপূজনম্।
আরাধনং শিবায়াস্তু সুখকারি ভবিষ্যতি ॥ ৪২ ॥
নহুষোঽপি জগন্মাতুর্মায়য়া মোহিতঃ কিল।
বিনাশং স্বকৃতেনাশু গমিষ্যত্যেনসা সুরাঃ! ॥ ৪৩ ॥
পাবিতশ্চাশ্বমেধেন তুরাষাড়পি বৈভবম্।
প্রাপ্স্যত্যচিরকালেন স্বমাসনমনুত্তমম্ ॥ ৪৪ ॥
তে তু শ্রুত্বা শুভাং বাণীং বিষ্ণোরমিততেজসঃ।
জগ্মুস্তং দেশমনিশং যত্রাস্তে পাকশাসনঃ ॥ ৪৫ ॥
তমাশ্বাস্য সুরাঃ শক্রং বৃহস্পতিপুরোগমাঃ।
কারয়ামাসুরখিলং হয়মেধং মহাক্রতুম্ ॥ ৪৬ ॥

হয়মেধঃ কিং দেবতোদ্দেশেন কর্ত্তব্যস্তত্রাহ হয়মেধেন সন্তুষ্টেতি। শ্রীদেবীপ্রীত্যর্থমশ্বমেধঃ কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

কৈমুতিকন্যায়েনাহ যস্যাঃ স্মরণমাত্রেণেতি ॥ ৪১ ॥

ইতীন্দ্রকর্ত্তব্যমুক্ত্বা শচীকর্ত্তব্যমাহ ইন্দ্রাণীতি। কুরুতান্নিত্যমিতি ॥ ৪২ ॥

এনসা পাপেন ॥ ৪৩—৪৪ ॥

জগ্মুস্তং দেশমিতি পূর্ব্বং দেবৈর্জ্ঞাত এব দেশো নহুষভয়ান্ন প্রকটীকৃতোঽথবা তস্মিন্ সময়ে বহুতরং শোধং কৃত্বা তং দেশং জগ্মুরিতিবার্থঃ কর্ত্তব্যঃ ॥ ৪৫—৪৭ ॥

পবিত্র হইয়া অকুতোভয়ে পুনর্ব্বার ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই ॥ ৩৯ ॥ বিশেষত অশ্বমেধযজ্ঞ করিলে জগদম্বিকা দেবী সন্তুষ্ট হইয়া তাহার ব্রহ্মহত্যাদি সমস্ত পাপ বিনষ্ট করিবেন নিশ্চয় জানিবে ॥৪০॥ দেখ, যাঁহার স্মরণ মাত্রেই পাপরাশি বিনষ্ট হয়, অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা যদি তাঁহার প্রীতিসাধন করা হয় তাহা হইলে তদ্দ্বারা যে ঘোরতর পাপও বিনষ্ট হইবে তাহাতে আর সংশয় কি? ॥ ৪১ ॥ আর ইন্দ্রাণী নিত্য নিত্য ভগবতীর পূজা করুক তাহা হইলে সেই মঙ্গলময়ীর আরাধনা দ্বারা অবশ্যই সুখলাভ হইবে ॥ ৪২ ॥ বিশেষতঃ নহুষও সেই জগন্মাতার মায়ায় মোহিত হইয়া নিজকৃত পাপ দ্বারা অতি শীঘ্রই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে ॥ ৪৩ ॥ আর শতক্রতুও অশ্বমেধ দ্বারা পবিত্র হইয়া অচিরেই স্বীয় আসনরূপ পরমবৈভব প্রাপ্ত হইবেন ॥৪৪॥ রাজন্! অমরগণ অমিততেজা বিষ্ণুর কল্যাণদায়িনী মনোহারিণী সেই বাণী শ্রবণ করিয়া যেখানে পাকশাসন অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই স্থানে গমন করিলেন ॥ ৪৫ ॥ বৃহস্পতি প্রভৃতি সুরগণ, দুর্দ্দশাপন্ন দেবেন্দ্রকে আশ্বাসিত করিয়া

বিভজ্য ব্রহ্মহত্যাস্তু বৃক্ষেষু চ নদীষু চ।
পর্ব্বতেষু পৃথিব্যাঞ্চ স্ত্রীষু চৈবাক্ষিপদ্বিভুঃ ॥ ৪৭ ॥
তাং বিসৃজ্য চ ভূতেষু বিপাপঃ পাকশাসনঃ।
বিজ্বরঃ সমভূদ্ভূয়ঃ কালাকাঙ্ক্ষী স্থিতো জলে ॥ ৪৮ ॥
অদৃশ্যঃ সর্ব্বভূতানাং পদ্মনালে ব্যতিষ্ঠত ॥ ৪৯ ॥
দেবাস্তু নির্গতাঃ স্থানে কৃত্বা কার্য্যং তদদ্ভুতম্।
পৌলোমী তু গুরুম্প্রাহ দুঃখিতা বিরহাকুলা ॥ ৫০ ॥
কৃতযজ্ঞোঽপি মে ভর্ত্তা কিমদৃশ্যঃ পুরন্দরঃ।
কথং দ্রক্ষ্যে প্রিয়ং স্বামিংস্তমুপায়ং বদস্ব মে ॥ ৫১ ॥

বৃহস্পতিরুবাচ।

ত্বমারাধয় পৌলোমি! দেবীং ভগবতীং শিবাম্।
দর্শয়িষ্যতি তে নাথং দেবী বিগতকল্মষম্ ॥ ৫২ ॥

কালাকাঙ্ক্ষী উদয়কালং প্রতীক্ষমাণো নহুষভয়াদ্যস্মিন্ স্থলেঽশ্বমেধঃ কৃতস্তৎ স্থলং পরিত্যজ্য দেবানামপ্যগোচরে কচিজ্জলে পদ্মনালে কস্মিংশ্চিদ্ব্যতিষ্ঠত স্থিতবানিত্যর্থঃ। অতএব স বাসব ইন্দ্রাণ্যা ন জ্ঞাত ইতি বক্ষ্যমাণগ্রন্থেন ন বিরোধঃ। অন্যথা দেবৈর্জ্ঞাতত্বাদিন্দ্রাণ্যা জ্ঞাত এবেতি তদ্বিরোধঃ স্যাদেবেতি ॥ ৪৮—৪৯ ॥
স্থানে স্বস্থানে দেবা গতা ইত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥
কিমদৃশ্য ইতি। যজ্ঞকালে প্রকটো জাতঃ পুনঃ কথমদৃশ্যো জাত ইত্যর্থঃ ॥ ৫১—৫২ ॥

সম্পূর্ণরূপে মহাযজ্ঞ অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করাইলেন ॥ ৪৬ ॥ তখন দেবপ্রভু ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা পাপকে বিভাগ করিয়া বৃক্ষ, নদী ও পর্ব্বত সমূহে, স্ত্রীসকলে এবং পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৪৭ ॥ এইরূপে ভূত সমূহে ব্রহ্মহত্যা পাপ বিসর্জ্জন করিয়া পাকশাসন পুনর্ব্বার বিগতপাপ ও বিজ্বর হইয়া কালের আগমন প্রতীক্ষায় সেই জলমধ্যেই সর্ব্বভূতের অদৃশ্য হইয়া পদ্মনালে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮—৪৯ ॥ দেবগণ, সেই অদ্ভুত কার্য্য সমাধান পূর্ব্বক সেই স্থান হইতে নির্গত হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। তখন বিরহাকুলা পুলোমনন্দিনী অতিশয় দুঃখিত হইয়া দেবগুরু বৃহস্পতিকে বলিলেন, প্রভো! আমার স্বামী পুরন্দর অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াও কি নিমিত্ত অদৃশ্য রহিয়াছেন? আমি তাঁহাকে কিরূপে দেখিতে পাইব আপনি আমাকে তাহার উপায় বলুন ॥ ৫০—৫১ ॥

বৃহস্পতি কহিলেন, দেবি! তুমি কল্যাণময়ী ভগবতীর আরাধনা কর, তাহা হইলে তিনিই তোমার পতিকে নিষ্পাপ করিয়া তোমাকে দেখাইবেন ॥ ৫২ ॥ সেই জগদ্ধাত্রী

আরাধিতা জগদ্ধাত্রী নহুষং বারয়িষ্যতি।
মোহয়িত্বা নৃপং স্থানাৎ পাতয়িষ্যতি চাম্বিকা ॥ ৫৩ ॥
ইত্যুক্তা সা তদা তেন পুলোমতনয়া নৃপ!।
জগ্রাহ মন্ত্রং বিধিবদ্‌গুরোর্দ্দেব্যাঃ সসাধনম্ ॥ ৫৪ ॥
বিদ্যাং প্রাপ্য গুরোর্দ্দেবী দেবীং শ্রীভুবনেশ্বরীম্।
সম্যগারাধয়ামাস বলিপুষ্পার্চ্চনৈঃ শুভৈঃ ॥ ৫৫ ॥
ত্যক্তান্যভোগসম্ভারা তাপসীবেশধারিণী।
চকার পূজনং দেব্যাঃ প্রিয়দর্শনলালসা ॥ ৫৬ ॥
কালেন কিয়তা তুষ্টা প্রত্যক্ষং দর্শনং দদৌ।
সৌম্যরূপধরা দেবী বরদা হংসবাহিনী ॥ ৫৭ ॥

কেবলং দর্শনেনাপি কিং ফলম্ যদি তস্য রাজ্যপ্রাপ্তির্ন স্যাত্তস্মাত্তস্য রাজ্যপ্রাপ্ত্যুপায়মপি বদেত্যভিপ্রায়ং শচ্যা জানন্নাহ আরাধিতেতি। পাতয়িষ্যতীতি। তত ইন্দ্রস্য রাজ্যপ্রাপ্তির্ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

পুলোমতনয়া শচী গুরোঃ সকাশাৎ সসাধনং মন্ত্রং সিদ্ধিসাধনসহিতং মন্ত্রং বিধিবদ্দীক্ষয়োক্তবিধিনা জগ্রাহেত্যর্থঃ। সাধনন্তু ঋষ্যাদিন্যাসাদিপুরশ্চরণান্তং মন্ত্রং কল্পোক্তং গ্রাহ্যম্ ॥ ৫৪ ॥

কোঽসৌ মন্ত্রো গৃহীত ইতি চেত্তত্রাহ বিদ্যামিতি। শ্রীভুবনেশ্বরীং মহাবিদ্যাং প্রাপ্যেত্যন্বয়ঃ। হৃল্লেখাত্মকশ্রীভুবনেশ্বরীমন্ত্রং প্রাপ্যেত্যর্থঃ। অয়ঞ্চ মন্ত্রঃ সর্ব্বমন্ত্রোত্তমোত্তমঃ। মুখ্যত্বেন মায়াবাশষ্টব্রহ্মপ্রতিপাদকত্বাদতএবৈতন্মন্ত্রস্যৈব মায়াবীজশক্তিবীজপ্রকৃতিবীজদেবীপ্রণবেত্যাদয়ঃ সংজ্ঞাঃ। স্পষ্টীকৃতং চৈতদ্বিস্তরেণ সপ্রমাণমস্মাভিঃ শক্তিতত্ত্ববিমর্শিন্যাম্। মন্ত্রশাস্ত্রবিদাং বৈদিকানামুপনিষদ্ভাগবিদাঞ্চ স্পষ্টমেবৈতৎ ॥ ৫৫ ॥

ত্যক্তেতি। পুরশ্চরণোক্তব্রতপরা ভূত্বেত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

হংসবাহিনীত্যনেন ভুবনেশ্বর্য্যা হংসো বাহনমস্তীতি বোধিতম্ ॥ ৫৭ ॥

অম্বিকার আরাধনা করিলে তিনিই নহুষ নৃপতিকে অন্যায় কার্য্য হইতে বিরত করিবেন এবং তিনিই তাহাকে মায়াজালে বিমোহিত করিয়া স্বর্গপদ হইতে নিপাতিত করিবেন ॥ ৫৩ ॥ রাজন্! বৃহস্পতি এইরূপ বলিলে পর পুলোমতনয়া তাহার নিকট হইতে দেবীর সিদ্ধিসাধন-সমন্বিত মন্ত্র গ্রহণ করিলেন ॥ ৫৪ ॥ শচীদেবী গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র লাভ করিয়া, বলি ও পুষ্পপ্রভৃতি উপহারসামগ্রী দ্বারা শ্রীদেবী ভুবনেশ্বরীর সম্যক্‌রূপে আরাধনা করিতে লাগিলেন ॥৫৫॥ ইন্দ্রাণী পতির দর্শনলালসায় সম্ভোগ্য বস্তু সমূহ পরিহার ও তাপসীর বেশ ধারণ করিয়া দেবীর পূজা করিতে লাগিলেন ॥ ৫৬ ॥ কিছুকাল গত হইলে সেই দেবী পরিতুষ্টা হইয়া প্রশান্ত মূর্ত্তিতে হংসপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক ইন্দ্রাণীকে বরপ্রদান করিবার নিমিত্ত তাহার সমক্ষে আবির্ভূতা হইলেন ॥৫৭॥ তৎকালে তাঁহার অঙ্গকান্তি কোটি

কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশা চন্দ্রকোটিসুশীতলা।
বিদ্যুৎকোটিসমানাভা চতুর্ব্বেদসমন্বিতা ॥ ৫৮ ॥
পাশাঙ্কুশাভয়বরান্ দধতী নিজবাহুভিঃ।
আপাদলম্বিনীং স্বচ্ছাং মুক্তামালাঞ্চ বিভ্রতী ॥ ৫৯ ॥
প্রসন্নস্মেরবদনা লোচনত্রয়ভূষিতা।
আব্রহ্মকীটজননী করুণামৃতসাগরা ॥ ৬০ ॥
অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডনায়িকা পরমেশ্বরী।
সৌম্যানন্তরসৈর্যুক্তস্তনদ্বয়বিরাজিতা ॥ ৬১ ॥
সর্ব্বেশ্বরী চ সর্ব্বজ্ঞা কূটস্থাক্ষররূপিণী।
তামুবাচ প্রসন্না সা শক্রপত্নীং কৃতোদ্যমাম্।
মেঘগম্ভীরশব্দেন মুদমাদদতী ভৃশম্ ॥ ৬২ ॥

দেব্যুবাচ।

বরং বরয় সুশ্রোণি! বাঞ্ছিতং শক্রবল্লভে!।
দদাম্যদ্য প্রসন্নাস্মি পূজিতা সুভৃশং ত্বয়া ॥ ৬৩ ॥

কোটিসূর্য্যেত্যাদিনা তেজোবত্ত্বাতিশয়ো দ্যোতিতঃ। চতুর্ব্বেদসমন্বিতেতি। চতুর্দিক্ষু বিদ্যমানৈশ্চতুর্ভির্ব্বেদৈঃ স্তুতিং কুর্ব্বাণ্ডৈঃ সমন্বিতা বেদচতুষ্টয়প্রতিপাদ্যেতি তেন বোধিতম্ ॥৫৮॥

পাশাঙ্কুশেতি। আয়ুধধ্যানং পূর্ব্বমুক্তং ন বিস্মর্ত্তব্যম্। আয়ুধার্থস্তু শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যৈঃ প্রপঞ্চসারে ভুবনেশ্বরীপটলে উক্তঃ। ধাতূ দ্বৌ স্তো রক্ষণব্যাপকার্থাবিত্যাদিগ্রন্থেন সতত এবাবগন্তব্যো নেহ বিতন্যতে। আপাদেতিমুক্তাফলানাং বৈজয়ন্তীমালেত্যর্থঃ ॥ ৫৯—৬০ ॥ সৌম্যানন্তেতি। সৌম্যাঃ শান্তিদান্ত্যাদয়ো যেঽনন্তরসা মোক্ষদায়কাস্তৈর্যুক্তং পরিপূর্ণং স্তনদ্বয়ং তেন বিরাজিতা অতিপুষ্টস্তনয়োরুৎপ্রেক্ষেয়ম্ ॥ ৬১ ॥

কূটস্থাক্ষরং ব্রহ্ম তদ্রূপিণী ॥ ৬২—৬৩ ॥

কোটি সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত হইলেও কোটি কোটি চন্দ্রের ন্যায় সুশীতল; তাঁহার লাবণ্যছটা কোটি কোটি স্থির সৌদামিনীর ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল এবং মূর্ত্তিমান্ বেদচতুষ্টয় চারি দিকে তাঁহার স্তব করিতে লাগিল ॥ ৫৮ ॥ তাঁহার বাহুচতুষ্টয় পাশ অঙ্কুশ বর ও অভয়দান ভঙ্গিমায় পরিশোভিত, এবং তিনি কণ্ঠদেশ হইতে পদতল পর্য্যন্ত প্রলম্বিনী নির্ম্মল মুক্তামালা ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৫৯ ॥ তাঁহার মুখমণ্ডলে ঈষৎ হাস্য ও প্রসন্নতা বিরাজ করিতেছিল; সেই করুণাময়ী ত্রিনয়নী কীট অবধি ব্রহ্মপর্য্যন্ত জীবগণের জননী ॥ ৬০ ॥ তাঁহার স্থূলতর স্তন যুগল শান্তি প্রভৃতি অনন্ত পীযূষরসে পরিপূর্ণ; তিনি অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরী, সর্ব্বেশ্বরী ও পরমেশ্বরী, সর্ব্বজ্ঞান সম্পন্না, কূটস্থিতা অক্ষরসাক্ষিচৈতন্যরূপিণী; সেই ভুবনেশ্বরী দেবী আরাধন-তৎপরা অমরেশ্বরী শচীকে মেঘগম্ভীর স্বরে তদীয় আনন্দজনক বাক্য বলিতে লাগিলেন ॥ ৬১—৬২ ॥ শক্রবল্লভে!

বরদাহং সমায়াতা দর্শনং সহজং ন মে ।
অনেককোটিজন্মোত্থপুণ্যপুঞ্জৈর্হি লভ্যতে ॥ ৬৪ ॥
ইত্যুক্তা সা তদা দেবীং তামাহ প্রণতা পুরঃ ।
শক্রপত্নী ভগবতীং প্রসন্নাং পরমেশ্বরীম্ ॥ ৬৫ ॥
বাঞ্ছামি দর্শনং মাতঃ ! পত্যুঃ পরমদুর্লভম্ ।
নহুষাদ্ভয়নাশঞ্চ স্বপদপ্রাপণং তথা ॥ ৬৬ ॥

দেব্যুবাচ ।

গচ্ছ ত্বমনয়া দূত্যা সার্দ্ধং শ্রীমানসং সরঃ ।
যত্র মে মূর্ত্তিরচলা বিশ্বকামাভিধা মতা ॥ ৬৭ ॥
তত্র পশ্যসি শক্রং ত্বং দুঃখিতং ভয়বিহ্বলম্ ।
মোহয়িষ্যামি রাজানং কালেন কিয়তা পুনঃ ॥ ৬৮
স্বস্থা ভব বিশালাক্ষি ! করোমি তব চেপ্সিতম্ ।
ভ্রংশয়িষ্যামি ভূপালং মোহিতং ত্রিদশাসনাৎ ॥ ৬৯ ॥

শক্রপত্নীমুৎসাহয়তি বরদাহং সমায়াতেতি। অনেককোটীতি। তদুক্তমুমাসংহিতায়াং শিবপুরাণে। বক্তুং শক্যং ন তৎ পুণ্যং যেন দেবী প্রদৃশ্যত ইতি ॥ ৬৪ ॥

ইত্যুক্তেতি। দেব্যা উক্তা সা শক্রপত্নী পুরোঽগ্রদেশে প্রণতা সতী তাং দেবীং ভগবতীমাহেত্যন্বয়ঃ ॥ ৬৫—৬৯ ॥

তোমার বাঞ্ছিত বর বরণ কর, আমি তোমার পূজায় অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছি, হে সুশ্রোণি ! আমি বর প্রদান করিতে তোমার নিকট আগমন করিয়াছি; আমার দর্শনলাভ সহজে হয় না, কোটি কোটি জন্মার্জ্জিত পুণ্যপুঞ্জ দ্বারা আমার দর্শন লাভ হয় ॥ ৬৩—৬৪ ॥ তখন দেবীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া শক্রপত্নী শচীদেবী সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পুরঃসর সেই প্রসন্না পরমেশ্বরী ভগবতীকে কহিতে লাগিলেন, মাতঃ ! আমি আপনার নিকট হইতে পরম দুর্লভ পতির দর্শন এবং নহুষ নৃপতি হইতে ভয় বিনাশ ও ইন্দ্রের পুনর্ব্বার পদপ্রাপ্তি কামনা করিতেছি ॥ ৬৫—৬৬ ॥

দেবী কহিলেন, সুরেশ্বরি ! তুমি আমার এই দূতীর সহিত মানস সরোবরে গমন কর, সেই স্থানে বিশ্বকামা নামক আমার অচলামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে ॥৬৭॥ শতক্রতু সেই স্থানে মহাদুঃখিত ও ভয়ে বিহ্বল হইয়া অবস্থিতি করিতেছে তুমি দেখিতে পাইবে। আর কিছুকাল মধ্যেই আমি নহুষরাজকে মায়ায় মোহিত করিব ॥৬৮॥ বিশালাক্ষি ! তুমি সুস্থির হও আমি তোমার মনোরথ পরিপূর্ণ করিব, আমি শীঘ্রই সেই ভূপতিকে মোহিত করিয়া সুরসিংহাসন হইতে প্রভ্রংশিত করিব ॥ ৬৯ ॥

ব্যাস উবাচ।

দেবীদূতী তাং গৃহীত্বা শক্রপত্নীং ত্বরান্বিতা।
প্রাপয়ামাস সান্নিধ্যং স্বপত্যুঃ পরমেশ্বরীম্ ॥ ৭০ ॥
সা দৃষ্ট্বা তং পতিং বালা সুরেশং গুপ্তসংস্থিতম্।
মুদিতাভূদ্বরং বীক্ষ্য বহুকালাভিবাঞ্ছিতম্ ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে শচ্যা ইন্দ্রদর্শনং নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

তাং শক্রপত্নীং সা দেব্যা দত্তা দূতী গৃহীত্বা স্বপত্যুঃ সান্নিধ্যং প্রাপয়ামাসেত্যন্বয়ঃ। অত্র স্বশব্দেন শচী বিবক্ষিতা পরমেশ্বরীমিতি শক্রপত্নীবিশেষণম্ ॥ ৭০—৭১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, ভগবতীর দূতী সুরেশ্বরী শক্রপত্নীকে সঙ্গে লইয়া সত্বর তাঁহার পতি ইন্দ্রের সন্নিধানে উপস্থিত করিয়া দিলেন। তখন বালা পুলোমজা গুপ্তভাবে অবস্থিত চিরবাঞ্ছিত স্বীয় কান্ত সুরপতিকে দর্শন করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন ॥ ৭০—৭১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌-ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে ইন্দ্রপত্নী কর্তৃক ভগবতীর স্তুতি ও ইন্দ্র-দর্শনবর্ণন নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

তাং বীক্ষ্য বিপুলাপাঙ্গীং রহঃ শোকসমন্বিতাম্।
আখণ্ডলঃ প্রিয়াং ভার্য্যাং বিস্মিতশ্চাব্রবীত্তদা ॥ ১ ॥
কথমত্রাগতা কান্তে! কথং জ্ঞাতস্ত্বয়া হ্যহম্।
দুর্জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বভূতানাং সংস্থিতোঽস্মি শুভাননে! ॥ ২ ॥

শচ্যুবাচ।

দেবদেব্যাঃ প্রসাদেন জ্ঞাতোঽস্যদ্য ভবানিহ।
পুনস্তস্যাঃ প্রসাদেন প্রাপ্তাস্মি ত্বাং দিবস্পতে! ॥ ৩ ॥
নহুষো নাম রাজর্ষিঃ স্থাপিতো ভবদাসনে।
ত্রিদশৈর্ম্মুনিভিশ্চৈব স মাং বাধতি নিত্যশঃ ॥ ৪ ॥
পতিং মাং কুরু চার্ব্বঙ্গি! তুরাসাহং সুরাধিপম্।
এবং বদতি মাং পাপ্মা কিঙ্করোমি বলার্দ্দন! ॥ ৫ ॥

সপ্তষষ্টিশ্লোকবর্যৈর্জ্জগদম্বাপ্রসাদতঃ।
নহুষস্যাপ্যধঃপাতো বিস্তরেণোপবর্ণ্যতে ॥

ইন্দ্রদর্শনে শচ্যা কৃতে সতি তদুত্তরং জাতং বৃত্তমাহ। তাং বীক্ষ্যেতি ॥ ১—২ ॥
প্রাপ্তাস্মীতি। তস্যা এব প্রসাদেন তব দর্শনমধুনা জাতং পুনস্তস্যা এব প্রসাদেন ত্বাং প্রাপ্তাস্মি প্রাপ্স্যামীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥
(মাং বাধতি মম মনঃপীড়াং করোতীত্যর্থঃ। পরস্মৈপদমার্ষম্ ॥ ৪—৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! দেবরাজ তখন প্রিয়ভার্য্যা বিশালনয়না শোকান্বিতা শচীকে নির্জ্জনে দর্শন করিয়া বিস্মিতচিত্তে কহিলেন, কান্তে! আমি সমস্ত জীবগণের দুর্জ্ঞেয় হইয়া এই বিজন স্থানে একাকী বাস করিতেছি, শুভাননে! তুমি তাহা কিরূপে জানিতে পারিলে? এবং কিরূপেই বা এখানে আগমন করিলে? ॥১-২॥ শচী কহিলেন, সুরেশ্বর! আমি দেবী ভগবতীর চরণপ্রসাদে আপনার অবস্থিতির স্থান জানিতে পারিয়াছি এবং তাঁহারই প্রসাদে আমি আপনাকে প্রাপ্ত হইব ॥ ৩ ॥ দেবগণ ও মুনিগণ মিলিত হইয়া নহুষ নামক নৃপতিকে আপনার সিংহাসনে সংস্থাপিত করিয়াছেন, সে কহিয়া থাকে "সুশোভনে! আমি সুরপতির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছি, অতএব তুমি এক্ষণে আমাকে পতিরূপে ভজনা কর" এইরূপে সে নিরন্তরই আমাকে নিপীড়িত করিতেছে, ॥ ৪ ॥ হে বলবিনাশন! সেই পাপাত্মা আমাকে এইরূপ বলিতেছে তাহাতে

ইন্দ্র উবাচ।

কালাকাঙ্ক্ষী বরারোহে! সংস্থিতোঽস্মি যদৃচ্ছয়া।
তথা ত্বমপি কল্যাণি! সুস্থিরং স্বমনঃ কুরু॥ ৬॥

ব্যাস উবাচ॥

ইত্যুক্তা তেন সা দেবী পতিনাতিপ্রশংসিনা।
নিঃশ্বসন্ত্যাহ তং শক্রং বেপমানাতিদুঃখিতা॥ ৭॥
কথন্তিষ্ঠে মহাভাগ! পাপাত্মা মাং বশানুগাম্।
করিষ্যতি মদোন্মত্তো বরদানেন গর্ব্বিতঃ॥ ৮॥
দেবাশ্চ মুনয়ঃ সর্ব্বে মামূচুস্তদ্ভয়াকুলাঃ।
তং ভজস্ব বরারোহে! দেবরাজং স্মরাতুরম্॥ ৯॥
বৃহস্পতিস্তু শক্রঘ্ন! বাড়বো বলবর্জিতঃ।
কথং মাং রক্ষিতুং শক্তো ভবেদ্দেবানুগঃ সদা॥ ১০॥
তস্মাচ্চিন্তাস্তি মহতী নার্য্যহং বশবর্ত্তিনী।
অনাথা কিং করিষ্যামি বিপরীতে বিধৌ বিভো!॥ ১১॥

কালাকাঙ্ক্ষীতি। মম পদপ্রাপ্তৌ কালোঽপি হেতুঃ। দৈবং পুরুষকারশ্চ কালশ্চ ফলহেতবঃ। ত্রয়মেতন্মনুষ্যাণাং পিণ্ডিতং স্যাৎ ফলাবহমিতিবচনাৎ। অতোঽহং কালং প্রতীক্ষে ইতি ভাবঃ॥ ৬—৭॥

কথমিতি। বরদানেন গর্ব্বিতঃ পাপাত্মা অতো বলাৎ স মম ধর্ম্মং নাশয়িষ্যতীতি ভাবঃ। রক্ষকশ্চ নাস্তীত্যত আহ দেবাশ্চেত্যাদি॥ ৮—১৩॥)

আমি অবলা হইয়া তাহার কি করিতে পারি॥ ৫॥ ইন্দ্র কহিলেন, বরবর্ণিনি! আমি কালের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া এইস্থানে অবস্থিতি করিতেছি, কল্যাণি! তুমিও আপন মন সুস্থির করিয়া কালের প্রতীক্ষায় তথায় অবস্থিতি করিতে থাক॥ ৬॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! মতিমান্ ইন্দ্র এই বাক্য বলিলে পর শচীদেবী অতিশয় দুঃখিত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন, মহাভাগ! আমি কিরূপে সেখানে অবস্থিতি করিতে পারিব, সেই পাপাত্মা মদোন্মত্ত ও বরদানে গর্ব্বিত হইয়া আমারে বলপূর্ব্বক বশবর্ত্তিনী করিবে॥ ৭—৮॥ দেবগণ ও মুনিগণ তাহার ভয়ে ব্যাকুল হইয়া আমারে কহিয়া থাকেন, শোভনে! সুরপতি এক্ষণে তোমার নিমিত্ত স্মরশরে অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন অতএব তুমি তাঁহাকে ভজনা কর॥ ৯॥ হে পরন্তপ! বিপ্রবর বৃহস্পতি বলহীন ও দেবগণের বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে কি প্রকারে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন॥ ১০॥ প্রভো! ইহাতে মহতী চিন্তার বিষয় রহিয়াছে, দেখুন আমি অনাথা অবলা নারী, অতএব সর্ব্বদাই পুরুষের বশবর্ত্তিনী, বিধাতা এক্ষণে প্রতিকূল

নার্য্যস্ম্যহং ন কুলটা ত্বচ্চিত্তাতিপতিব্রতা।
নাস্তি মে শরণং তত্র যো মাং রক্ষতি দুঃখিতাম্ ॥ ১২ ।

ইন্দ্র উবাচ।

উপায়ং প্রব্রবীম্যদ্য তং কুরুষ্ব বরাননে ! ।
শীলং তে দুঃস্থিতে কালে পরিত্রাতং ভবিষ্যতি ॥ ১৩ ॥
পরেণ রক্ষিতা নারী ন ভবেচ্চ পতিব্রতা।
উপায়ৈঃ কোটিভিঃ কামভিন্নচিত্তাতিচঞ্চলা ॥ ১৪ ॥
শীলমেব হি নারীণাং সদা রক্ষতি পাপতঃ।
তস্মাত্ত্বং শীলমাস্থায় স্থিরা ভব শুচিস্মিতে ! ॥ ১৫ ।
যদা ত্বাং নহুষো রাজা বলাদাকর্ষয়েৎ খলঃ।
তদা ত্বং সময়ং কৃত্বা গুপ্তং বঞ্চয় ভূপতিম্।
একান্তে তৎসমীপে ত্বং গত্বা বদ মদালসে ! ॥ ১৬ ॥
ঋষিযানেন দিব্যেন মামুপৈহি জগৎপতে ! ।
এবং তব বশে প্রীতা ভবিষ্যামীতি মে ব্রতম্ ॥ ১৭ ॥

পরেণেতি। কামেন ভিন্নং সম্ভিন্নং চিত্তং যস্যাঃ সাতিচঞ্চলা নারী কোটিভিরুপায়ৈঃ পরেণান্যেন রক্ষিতা পতিব্রতা নৈব ভবেদিত্যন্বয়ঃ ॥ ১৪ ॥

কিন্তু তত্রাহ শীলমেবেতি। তস্যাঃ শীলং স্বভাবো বাসনাত্মকস্তাং রক্ষতীত্যর্থঃ। শীলং সদ্বাসনামাস্থায় ॥ ১৫ ॥

নহুষবাধাপরিহারোপায়মাহ। যদা ত্বামিতি। খলো দুষ্টঃ ॥ ১৬—১৯ ॥

হইয়াছেন তাহাতে আমি কিরূপে ধর্ম্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইব ॥ ১১ ॥ আমি পতিব্রতা কুলটা নহি, আমার চিত্ত তোমাতেই একান্ত আসক্ত; তথায় আমার আশ্রয় স্থান কেহই নাই, আমি সেখানে দুঃখ পাইলে কে আমায় রক্ষা করিবে ? ॥ ১২ ॥ ইন্দ্র কহিলেন, বরাননে! আমি এক্ষণে তোমাকে এক উপায় বলিয়া দিতেছি, তাহা অবলম্বন করিলে দুঃখের সময় তোমার সুচরিত্র রক্ষিত হইবে সন্দেহ নাই ॥ ১৩ ॥ নারীজাতি পরকর্ত্তৃক কোটি কোটি উপায় দ্বারা রক্ষিত হইলেও তাহারা পতিব্রতা হইতে পারে না, যেহেতু কাম তাহাদের চঞ্চল মানস ভেদ করিয়া অসৎপথে চালিত করিয়া থাকে ॥ ১৪ ॥ নারীগণের সচ্চরিত্রতাই তাহাদিগকে পাপ হইতে পরিরক্ষিত করে; অতএব, হে শুচিস্মিতে ! তুমি সৎশীলতা অবলম্বন পূর্ব্বক স্থির হইয়া অবস্থিতি করিবে ॥ ১৫ ॥ যদি সেই দুর্ম্মতি খল নৃপতি নহুষ তোমাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করে তবে তুমি সময় অবধারণ করিয়া গুপ্তভাবে তাহাকে বঞ্চনা করিও। হে মদালসে ! তুমি নির্জ্জনে তাহার সন্নিধানে গমন করিয়া কহিবে, জগৎপতে ! আপনি ঋষিবাহিত দিব্য যানে আরোহণ করিয়া আমার নিকট

ইতি তং বদ সুশ্রোণি ! তদা তু পরিমোহিতঃ।
কামান্ধঃ স মুনীন্ যানে যোজয়িষ্যতি পার্থিবঃ ॥ ১৮ ॥
অবশ্যং তাপসো ভূপং শাপদগ্ধং করিষ্যতি।
সাহায্যং জগদম্বা তে করিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ১৯ ॥
জগদম্বা পদস্মর্তুঃ সঙ্কটং ন কদাচন।
যদি জায়েত তচ্চাপি জ্ঞেয়ং তৎস্বস্তয়ে কিল ॥ ২০ ॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন মণিদ্বীপাধিবাসিনীম্।
ভজ ত্বং ভুবনেশানীং গুরুবাক্যানুসারতঃ ॥ ২১ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যখ্যাতা শচী তেন জগাম নহুষং প্রতি।
তথেত্যুক্ত্বাতিবিশ্বস্তা ভাবিকার্য্যে কৃতোদ্যমা ॥ ২২ ॥
নহুষস্তাং সমালোক্য মুদিতো বাক্যমব্রবীৎ।
স্বাগতং সত্যবচনে ! ত্বদধীনোঽস্মি কামিনি ! ॥ ২৩ ॥

যদি জায়েতেতি। যদি কদাচিৎ দুঃখং জায়েত তদা জ্ঞেয়ং তদ্দুঃখং মম স্বস্তয়ে কল্যাণায় ভবতি। অগ্রে মহৎকল্যাণং ভবতীতি জ্ঞেয়মিত্যর্থঃ ॥ ২০—২১ ॥

তথেত্যুক্তেতি। যথেন্দ্রেণোক্তং তথৈবোক্ত্বা স্থিতেতি শেষঃ। ইতি শব্দ এবার্থকঃ। তথৈবোক্তেতি পাঠঃ সুগমঃ ॥ ২২—২৭ ॥

আগমন করুন, তাহা হইলেই আমি পরিতুষ্ট হইয়া প্রীতমনে আপনার বশবর্ত্তিনী হইব, ইহাই আমার নিশ্চিত ব্রত জানিবেন। সুশ্রোণি ! তুমি এইরূপ বলিলে পর সেই নৃপতি কামে অন্ধ ও মোহিত হইয়া মুনিগণকে যান বাহনে নিয়োজিত করিবে ॥ ১৬—১৮ ॥ তখন তাপসগণ ক্রুদ্ধ হইয়া শাপাগ্নি দ্বারা অবশ্যই সেই ভূপতিকে দগ্ধ করিবেন এবং ভগবতী জগদম্বিকা তোমার সাহায্য করিবেন সন্দেহ নাই ॥ ১৯ ॥ যে ব্যক্তি জগদম্বিকার চরণপদ্ম স্মরণ করে তাহার কদাচই সঙ্কট উপস্থিত হয় না, যদি কখনও সংঘটিত হয়, তবে তাহা সেই ব্যক্তির মঙ্গলের নিমিত্তই জানিবে ॥ ২০ ॥ অতএব তুমি গুরুবাক্যের অনুবর্ত্তিনী থাকিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে সেই মণিদ্বীপ-নিবাসিনী জগৎজননী ভুবনেশানীর ভজনা কর ॥ ২১ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! ইন্দ্রবাক্য শ্রবণ করিয়া শচীদেবী তাহাই হউক এই বলিয়া বিশ্বস্তচিত্তে ভাবিকার্য্যে উদ্‌যোগিনী হইয়া নহুষের নিকট গমন করিলেন ॥ ২২ ॥ নহুষ শচীদেবীকে সন্দর্শন করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া কহিলেন, সত্যভাষিণি ! তোমার কুশল ত ? কামিনি ! আমি তোমার অধীন হইলাম ; তুমি আমার বাক্য প্রতিপালন করিয়াছ অতএব সত্য করিতেছি আমি তোমার দাস হইলাম। হে মিতভাষিণি ! যখন তুমি আমার

দাসোঽহং তব সত্যেন পালিতং বচনং ত্বয়া।
যদাগতা সমীপে মে তুষ্টোঽস্মি মিতভাষিণি! ॥ ২৪ ॥
ন চ ব্রীড়া ত্বয়া কার্য্যা ভক্তং মাং ভজ সুস্মিতে!।
কার্য্যং বদ বিশালাক্ষি! করিষ্যামি তব প্রিয়ম্ ॥ ২৫ ॥

শচ্যুবাচ ॥

সর্ব্বং কৃতং ত্বয়া কার্য্যং মম কৃত্রিমবাসব!।
মনোরথোঽস্তি মে দেব! শৃণু চিত্তেঽধুনা বিভো! ॥ ২৬ ॥
বাঞ্ছিতং কুরু কল্যাণ! ত্বদ্বশাহমতঃপরম্।
ব্রবীমি মানসোৎসাহং ত্বং তং কর্ত্তুমিহার্হসি ॥ ২৭ ॥

নহুষ উবাচ।

কার্য্যং ত্বং ব্রূহি চন্দ্রাস্যে! করোমি তব বাঞ্ছিতম্।
অলভ্যমপি দাস্যামি তুভ্যং সুভ্রু! বদস্ব মাম্ ॥ ২৮ ॥

শচ্যুবাচ।

কথং ব্রবীমি রাজেন্দ্র! প্রত্যয়ো নাস্তি মে তব।
শপথং কুরু রাজেন্দ্র! যৎকরোমি প্রিয়ং তব ॥ ২৯ ॥

তব যৎ প্রিয়ং তৎ করোমি করিষ্যামীত্যেবং শপথং কুর্ব্বিত্যর্থঃ ॥ ২৮—৩০ ॥

সমীপে আগমন করিয়াছ তখন আমি তোমার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি ॥ ২৩—২৪ ॥ হে শুচিস্মিতে! তুমি লজ্জা করিও না আমি তোমার ভক্ত, তুমি আমাকে ভজনা কর। বিশালাক্ষি! তোমার কোন্ প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে হইবে বল, আমি এখনি তাহা সম্পাদন করিতেছি ॥ ২৫ ॥ শচী কহিলেন, প্রভো বাসব! আপনি সকল কার্য্যই সম্পাদন করিয়াছেন, এক্ষণে আমার অন্তরে এক মনোরথ বিদ্যমান আছে; আপনি আমার সেই অভীষ্ট মনোরথ সম্পাদন করুন, তৎপরেই আমি আপনার বশবর্ত্তিনী হইব। হে কল্যাণময়! এক্ষণে আমি মনের অভিলাষ প্রকাশ করিতেছি, আপনি তাহা সম্পাদন করুন ॥২৬-২৭॥ নহুষ কহিলেন, চন্দ্রাননি! তোমার কার্য্য কি বল আমি তোমার অভিলষিত সম্পাদন করিব, হে সুভ্রু! তুমি বল, তাহা যদি অলভ্যও হয় তথাপি আমি তাহা তোমাকে প্রদান করিব ॥ ২৮ ॥ শচী কহিলেন, রাজেন্দ্র! আপনাতে আমার প্রত্যয় হয় না, আমার প্রিয় সাধন করিবেন বলিয়া আপনি শপথ করুন; রাজন্! পৃথিবীতলে সত্যবাদী রাজা দুর্লভ, আপনি সত্যপাশে নিয়ন্ত্রিত হইলে তাহা জানিয়া পশ্চাৎ আমার মনোরথ ব্যক্ত করিব। ভূপতে! আপনি আমার বাঞ্ছিত সম্পাদন করিলে আমি নিয়তই আপনার বশবর্ত্তিনী

রাজানঃ সত্যবচসো দুর্লভা এব ভূতলে।
পশ্চাদ্বৃণোম্যহং রাজঞ্জ্ঞাত্বা সত্যেন যন্ত্রিতম্ ॥ ৩০ ॥
কৃতে চেদ্বাঞ্ছিতে ভূপ! সদা তে বশবর্ত্তিনী।
ভবিষ্যামি সুরাষাড়্ বৈ সত্যমেতদ্বচো মম ॥ ৩১ ॥

নহুষ উবাচ।

অবশ্যমেব কর্ত্তব্যং বচনং তব সুন্দরি!।
শপামি সুকৃতেনাহং যজ্ঞদানকৃতেন বৈ ॥ ৩২ ॥

শচ্যুবাচ।

ইন্দ্রস্য হরয়ো বাহা গজশ্চৈব রথস্তথা।
গরুড়ো বাসুদেবস্য যমস্য মহিষস্তথা ॥ ৩৩ ॥
বৃষভঃ শঙ্করস্যাপি ব্রহ্মণো বরটাপতিঃ।
ময়ূরঃ কার্ত্তিকেয়স্য গজাস্যস্য তু মূষকঃ ॥ ৩৪ ॥
ইচ্ছাম্যহমপূর্ব্বং বৈ বাহনং তে সুরাধিপ!।
যন্ন বিষ্ণোর্ন রুদ্রস্য নাসুরাণাং ন রক্ষসাম্ ॥ ৩৫ ॥
বহন্তু ত্বাং মহারাজ! মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ৩৬ ॥
সর্ব্বে শিবিকয়া রাজন্নেতদ্ধি মম বাঞ্ছিতম্।
সর্ব্বদেবাধিকং ত্বাং বৈ জানামি বসুধাধিপ!।
তেন তে তেজসো বৃদ্ধিং বাঞ্ছাম্যহমতন্দ্রিতা ॥ ৩৭ ॥

মে বাঞ্ছিতে কৃতে সতীত্যন্বয়ঃ ॥ ৩১—৩৩ ॥
বরটাপতির্হংসঃ ॥ ৩৪—৩৬ ॥

হইব, ইহা সত্য করিয়াই আমি আপনার নিকট বলিতেছি ॥ ২৯—৩১ ॥ নহুষ কহিলেন, সুন্দরি! আমি আমার যজ্ঞ ও দানাদি দ্বারা অর্জ্জিত সমস্ত পুণ্যপুঞ্জের শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমার বাক্য অবশ্যই সম্পাদন করিব ॥ ৩২ ॥

শচী কহিলেন, ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব ঐরাবত গজ ও রথ, বাসুদেবের খগপতি, যমের মহিষ, শঙ্করের বৃষভ, ব্রহ্মার রাজহংস, ষড়াননের ময়ূর, গজাননের মূষক বাহন দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু হে সুরাধিপ! আমি তোমার অপূর্ব্ব বাহন দেখিতে বাসনা করিতেছি। যাহা বিষ্ণুরও নয়, রুদ্রেরও নয়, সুরগণেরও নয়, রাক্ষসেরও নয়, মহারাজ! সেই ধৃতব্রত মুনিগণ আপনার বাহন হউন ॥ ৩৩—৩৬ ॥ রাজন্! মুনিগণ আপনাকে শিবিকা দ্বারা স্কন্ধে বহন করুন ইহাই আমার মনোবাঞ্ছিত জানিবেন। হে বসুধাধিপ!

ব্যাস উবাচ।

তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রহস্য জ্ঞানদুর্ব্বলঃ।
মোহিতস্তু মহাদেব্যা কৃতমোহেন তৎক্ষণম্ ॥ ৩৮ ॥
উবাচ বচনং ভূপঃ সংস্তুবন্ বাসবপ্রিয়াম্ ॥ ৩৯ ॥

নহুষ উবাচ।

সত্যমুক্তং ত্বয়া তন্বি! বাহনং রুচিরং মম।
করিষ্যামি সুকেশান্তে! বচনং তব সর্ব্বথা ॥ ৪০ ॥
নহ্যল্পবীর্য্যো ভবতি যো বাহান্ কুরুতে মুনীন্।
অহমারুহ্য যানেন ত্বামেষ্যামি শুচিস্মিতে! ॥ ৪১ ॥
সপ্তর্ষয়ো মাং বক্ষ্যন্তি সর্ব্বে দেবর্ষয়স্তথা।
সমর্থং ত্রিষু লোকেষু জ্ঞাত্বা মাং তপসাধিকম্ ॥ ৪২ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা তাং সুসন্তুষ্টো বিসসর্জ হরিপ্রিয়াম্।
মুনীনাহূয় সর্ব্বাংস্তানিত্যুবাচ স্মরান্বিতঃ ॥ ৪৩ ॥

সর্ব্বাধিকস্য তব সর্ব্বোত্তমং ঋষিবাহনমেবোচিতমিত্যাহ সর্ব্বদেবাধিকং ত্বামিতি ॥ ৩৭ ॥

মহাদেব্যা বরদানসময়ে যদুক্তং নহুষং মোহয়িষ্যামীতি তন্মোহনমস্মিন্ সময়ে কৃতমিত্যাহ মোহিতস্ত্বিতি। মহাদেব্যা কৃতেনোৎপাদিতেন মোহেনেত্যর্থঃ ॥ ৩৮—৪০ ॥

নহ্যল্পেতি। হি যতো যো মুনীন্ বাহান্ কুরুতে সোঽল্পবীর্য্যো ন ভবতি। তস্মাত্তেন বাহনেন তেজসো বৃদ্ধির্ভবিষ্যতীতি যত্ত্বয়োক্তং তৎসত্যমেবেতি ভাবঃ ॥ ৪১ ॥

আমি আপনাকে সমস্ত দেবতাগণের শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানি, তদ্দ্বারা আপনার আরও তেজোবৃদ্ধি হউক, ইহাই আমি একান্ত মানসে কামনা করিতেছি ॥ ৩৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! শচীর সেই বচন শ্রবণ করিয়া জ্ঞানদুর্ব্বল নহুষ হাস্য করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ দেবীকৃত মোহ দ্বারা মোহিত হইয়া বাসব-প্রিয়ার প্রশংসা করিয়া কহিতে লাগিলেন, তন্বঙ্গি! তুমি সত্যই আমার উত্তম বাহনের বিষয় বলিয়াছ, সুকেশি! সত্বরই আমি তোমার বাক্যানুসারে কার্য্য সম্পাদন করিব ॥ ৩৮—৪০ ॥ চারুহাসিনি! যে ব্যক্তি অল্পবীর্য্য সে কদাচই মুনিগণকে বাহন করিতে সমর্থ হয় না, আমি মুনিগণকে বাহন করিয়া যানারোহণে তোমার নিকট আগমন করিব তাহাতে আমার অতুল বীর্য্য প্রকাশ পাইবে সন্দেহ নাই ॥ ৪১ ॥ সপ্তর্ষিগণ ও সমস্ত দেবর্ষিগণ আমাকে ত্রিলোক মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সমর্থ ও তপস্যা দ্বারা শ্রেষ্ঠ জানিয়া বহন করিবেন তাহাতে আর সংশয় কি? ॥ ৪২ ॥

নহুষ উবাচ।

অহমিন্দ্রোঽদ্য ভো বিপ্রাঃ সর্ব্বশক্তিসমন্বিতঃ।
কার্য্যমত্র প্রকুর্ব্বন্তু ভবন্তো বিগতস্ময়াঃ॥ ৪৪॥
ইন্দ্রাসনং ময়া প্রাপ্তং নেন্দ্রাণী মামুপৈতি চ।
আকারিতা চ মাং ব্রূতে প্রেমপূর্ব্বমিদং বচঃ॥ ৪৫॥
মুনিযানেন দেবেন্দ্র! মামুপৈহি সুরাধিপ!।
দেবদেব! মহারাজ! মৎপ্রিয়ং কুরু মানদ!॥ ৪৬॥
এতৎ কার্য্যং মুনিশ্রেষ্ঠা মমাত্যন্তং দুরাসদম্।
ভবদ্ভিস্তু প্রকর্ত্তব্যং সর্ব্বথৈব দয়ালুভিঃ॥ ৪৭॥
মনো দহতি মে কামঃ শক্রপত্ন্যাং প্রবর্ত্তিতম্।
ভবন্তঃ শরণং মেঽদ্য কুরুধ্বং কার্য্যমদ্ভুতম্॥ ৪৮॥
অগস্তিপ্রমুখাস্তস্য শ্রুত্বা বাক্যমসৎকরম্।
অঙ্গীচক্রুশ্চ ভাবিত্বাৎ কৃপয়া পরমর্ষয়ঃ॥ ৪৯॥
অঙ্গীকৃতেঽথ তদ্বাক্যে মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
মুদং প্রাপ নৃপঃ কামঃ পৌলোমীকৃতমানসঃ॥ ৫০॥

যদাহমনেন যানেনাগমিষ্যামি তদা মাং সম্ভর্ষয় এবং বক্ষ্যামীত্যাহ সম্ভর্ষয় ইতি॥ ৪২—৫১।"

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! তখন নরপতি নহুষ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া এই বলিয়া ইন্দ্রাণীকে বিদায় দিলেন এবং কামাকুলিত চিত্তে সমস্ত মুনিগণকে আহ্বান করিয়া কহিতে লাগিলেন, ভো বিপ্রবর্গ! আমি এক্ষণে সর্ব্বশক্তি সমন্বিত দেবরাজ ইন্দ্র হইয়াছি, আপনারা সকলে বিস্মিত না হইয়া আমার কার্য্যসাধন করুন॥ ৪৩—৪৪॥ আমি ইন্দ্রাসন প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু ইন্দ্রাণী আমার সন্নিধানে আগমন করিতেছেন না; তাঁহাকে আহ্বান করিয়া আমার অভিলাষ জানাইলে তিনি প্রণয়পূর্ব্বক এই বাক্য বলিয়াছেন যে, হে দেবেন্দ্র! হে মানদ! আপনি মুনিবাহ্য যানে আরোহণ পূর্ব্বক আমার নিকট আগমন করিয়া আমার প্রিয়কার্য্য সাধন করুন॥ ৪৫—৪৬॥ মহর্ষিগণ! এই কার্য্য সম্পাদন করা আমার পক্ষে অত্যন্ত দুষ্কর, তথাপি আপনারা দয়া করিয়া আমার এই কার্য্যটি সর্ব্বতোভাবে সাধন করুন॥ ৪৭॥ আমার মন শক্রপত্নীতে একান্ত আসক্ত হইয়া স্মর-শরানলে নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে, এক্ষণে আপনারা আমার আশ্রয় স্থান হইয়া এই অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন করুন॥ ৪৮॥ অগস্ত্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ তাঁহার সেই অসৎ ও অবমানকর বাক্য শ্রবণ করিয়াও অবশ্যম্ভাবি-দৈববশে করুণার্দ্রচিত্তে তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন॥ ৪৯॥ নহুষের

আরুহ্য শিবিকাং রম্যাং সংস্থিতস্ত্বরয়ান্বিতঃ।
বাহান্ কৃত্বা মুনীন্ দিব্যান্ সর্পসর্পেতিচাব্রবীৎ ॥ ৫১ ॥
কামার্ত্তঃ সোঽস্পৃশন্ মূঢ়ঃ পাদেন মুনিমস্তকম্।
অগস্তিং তাপসশ্রেষ্ঠং লোপামুদ্রাপতিং তদা ॥ ৫২ ॥
বাতাপিভক্ষকর্ত্তারং সমুদ্রস্যাপি শোষকম্।
কশয়া তাড়য়ামাস পঞ্চবাণশরাহতঃ।
ইন্দ্রাণীহৃতচিত্তোঽসৌ সর্পেতি প্রব্রুবন্ মুনিম্ ॥ ৫৩ ॥
তং শশাপ মুনিঃ ক্রুদ্ধঃ কশাঘাতমনুস্মরন্।
সর্পো ভব দুরাচার ! বনে ঘোরবপুর্মহান্ ॥ ৫৪ ॥
বহুবর্ষসহস্রাণি যত্র ক্লেশো মহান্ ভবেৎ।
বিচরিষ্যসি বীর্য্যেণ পুনঃ স্বর্গমবাপ্স্যসি ॥ ৫৫ ॥
দৃষ্ট্বা যুধিষ্ঠিরং নাম তব মোক্ষো ভবিষ্যতি।
প্রশ্নানামুত্তরং শ্রুত্বা ধর্ম্মপুত্রমুখাত্ততঃ ॥ ৫৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

এবং শপ্তঃ স রাজর্ষিঃ স্তুত্বা তং মুনিসত্তমম্।
স্বর্গাৎ পপাত সহসা সর্পরূপধরোঽভবৎ ॥ ৫৭ ॥

মুনিমস্তকং পাদেনাস্পৃশৎ। অগস্তিঞ্চ কশয়া তাড়য়ামাসেত্যন্বয়ঃ ॥ ৫২—৫৬ ॥

মানস ইন্দ্রাণীতে একান্ত আসক্ত হইয়াছিল, তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ সেই বাক্য অঙ্গীকার করিলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং সত্বর মনোরম শিবিকায় আরোহণ পূর্ব্বক মুনিগণকে বাহন করিয়া গমন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, সর্প সর্প (চল্ চল্), তখন সেই নহুষরাজ অত্যন্ত কামার্ত্ত হইয়া পদ দ্বারা মুনি মস্তক স্পর্শ করিল এবং কামশরে আহত হইয়া ; যিনি বাতাপি নামক রাক্ষসকে ভক্ষণ করিয়াছিলেন, যিনি সমুদ্রকেও শোষণ করিয়াছিলেন, সেই লোপামুদ্রাপতি তাপসশ্রেষ্ঠ মুনিবর অগস্ত্যকে সর্প সর্প (চল্ চল্) বলিয়া কশাদ্বারা বারংবার আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ৫০—৫৩ ॥ তখন সেই মুনিবর কশাঘাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ করিলেন যে, রে দুরাচার ! তুই সর্প সর্প বলিয়া কশাঘাত করিতেছিস্ অতএব তুই ঘোরবনে বৃহৎকায় সর্প হইয়া অবস্থিতি করিতে থাক্। নিজ বীর্য্যবশে বিচরণ করিয়া বহু সহস্র বৎসর অতীত হইলে যখন বহুতর ক্লেশভোগ হইবে তখন পুনর্ব্বার স্বর্গ প্রাপ্ত হইবি ॥ ৫৪—৫৫ ॥ তুই যখন যুধিষ্ঠির নামক নরপতির দর্শন লাভ করিবি সেই সময় সেই ধর্ম্মপুত্রের মুখ হইতে প্রশ্ন সকলের উত্তর শ্রবণ করিয়া শাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবি ॥ ৫৬ ॥

বৃহস্পতিস্ততো গত্বা তরসা মানসং প্রতি।
ইন্দ্রায় সর্ব্ববৃত্তান্তং কথয়ামাস বিস্তরাৎ॥ ৫৮॥
তচ্ছ্রুত্বা মঘবা রাজ্ঞঃ স্বর্গাৎ প্রচ্যবনাদিকম্।
মুদিতোঽভূন্মহারাজ! স্থিতস্তত্রৈব বাসবঃ॥ ৫৯॥
দেবাশ্চ মুনয়ো দৃষ্ট্বা নহুষং পতিতং ভুবি।
জগ্মুঃ সর্ব্বেঽপি তত্রৈব যত্রেন্দ্রঃ সরসি স্থিতঃ॥ ৬০॥
তমাশ্বাস্য সুরাঃ সর্ব্বে মুনিভিঃ সহিতাস্তদা।
স্বর্গে সমানয়ামাসুর্মানপূর্ব্বং শচীপতিম্॥ ৬১॥
সমাগতং ততঃ শক্রং সর্ব্বে তে মুনয়ঃ সুরাঃ।
স্থাপয়িত্বাসনে পশ্চাদভিষেকং দধুঃ শিবম্॥ ৬২॥
ইন্দ্রোঽপি স্বাসনং প্রাপ্য শচ্যা সহ সুরালয়ে।
চিক্রীড় নন্দনে রম্যে কাননে প্রেমযুক্তয়া॥ ৬৩॥

ব্যাস উবাচ।

এবমিন্দ্রেণ সম্প্রাপ্তং দুঃখং পরমদারুণম্॥ ৬৪॥

তং মুনিসত্তমমগস্তিং স্তুত্বা স্তোত্রেণ সন্তোষ্যেত্যর্থঃ॥ ৫৭—৬৮॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! এইরূপে অভিসম্পাত প্রাপ্ত হইয়া রাজর্ষি নহুষ সেই মুনিসত্তমের স্তব করিতে করিতে সহসা স্বর্গ হইতে পতিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সর্পের আকার ধারণ করিলেন॥ ৫৭॥ অনন্তর দেবগুরু বৃহস্পতি সত্বর মানস সরোবরে গমন করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে এই সমস্ত বৃত্তান্ত বিস্তারপূর্ব্বক জানাইলেন॥ ৫৮॥ সুরপতি, নহুষ নৃপতির স্বর্গচ্যুতি প্রভৃতি বৃত্তান্ত সকল শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং হৃষ্টচিত্তে সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন॥৫৯॥ দেবগণ ও মুনিগণ নহুষের পৃথিবী-পতন দর্শন করিয়া সকলেই যে স্থানে ইন্দ্র অবস্থিতি করিতেছিলেন সেই মানস সরোবরে গমন করিলেন॥ ৬০॥ তখন মুনিগণ ও সুরগণ সকলে মিলিত হইয়া শচীপতিকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক সম্মানিত করিয়া পুনর্ব্বার স্বর্গে আনয়ন করিলেন॥ ৬১॥ পরে সমস্ত দেবগণ ও ঋষিগণ সমাগত শক্রকে স্বর্গের সিংহাসনে সংস্থাপিত করিয়া তৎপরে সর্ব্বমঙ্গলময়ী অভিষেকক্রিয়া সম্পাদন করিলেন॥ ৬২॥ ইন্দ্রও স্বকীয় সিংহাসন পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া প্রণয়িনী শচীর সহিত সুরালয়ে মনোরম নন্দনবনে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন॥ ৬৩॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! কামরূপ মহর্ষি অসুরেশ্বর বিশ্বরূপকে নিহত করিয়া ইন্দ্র এইরূপে পরম দারুণ দুঃখভোগ করিয়া তদনন্তর দেবীর প্রসাদে পুনর্ব্বার স্বীয় আসন পুনঃ

হত্বাসুরং কামরূপং বিশ্বরূপং মহামুনিম্।
পুনর্দেব্যাঃ প্রসাদেন স্বস্থানং প্রাপ্তবান্নৃপ! ॥ ৬৫ ॥
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং বৃত্রাসুরবধাশ্রয়ম্।
যৎপৃষ্টোঽহং ত্বয়া রাজন্! কথানকমনুত্তমম্ ॥ ৬৬ ॥
যাদৃশং কুরুতে কর্ম্ম তাদৃশং ফলমাপ্নুয়াৎ।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্ ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে নহুষস্যাধঃপাতবর্ণনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

তথা চ যথেন্দ্রেণ দুষ্টং কর্ম্ম কৃতং তথা তেন তস্য ফলমপি ভুক্তমেবেতি ভাবঃ ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৬৪—৬৫ ॥ রাজেন্দ্র! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই আমি সেই বৃত্রাসুর বধ বৃত্তান্তরূপ অত্যুত্তম উপাখ্যান আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম ॥ ৬৬ ॥ হে কুরুকুলভূষণ! আপনি জানিবেন যে, জীবগণ যেরূপ কর্ম্ম করে সেইরূপই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কৃতকর্ম্ম শুভই হউক আর অশুভই হউক অবশ্যই তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে সন্দেহ নাই, তদনুসারে ইন্দ্রও ব্রহ্মহত্যারূপ স্বকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়াছিলেন ॥ ৬৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যাফলপ্রাপ্তি ও নহুষের স্বর্গচ্যুতিবর্ণননামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

জনমেজয় উবাচ।

কথিতং চরিতং ব্রহ্মন্! শক্রস্যাদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
স্থানভ্রংশস্তথা দুঃখপ্রাপ্তিরুক্তা বিশেষতঃ॥ ১॥
যত্র দেবাধিদেব্যাশ্চ মহিমাতীব বর্ণিতঃ।
সন্দেহোঽত্র মমাপ্যস্তি যচ্ছক্রোঽপি মহাতপাঃ॥ ২॥
দেবাধিপত্যমাসাদ্য দুঃখহং দুঃখমন্বভূৎ।
মখানাস্তু শতং কৃত্বা প্রাপ্তং স্থানমনুত্তমম্॥ ৩॥
দেবেশত্বঞ্চ সংপ্রাপ্য ভ্রষ্টঃ স্থানাদসৌ কথম্।
এতৎ সর্ব্বং সমাচক্ষ্ব কারণং করুণানিধে!॥ ৪॥

একাধিকৈস্তু চত্বারিংশৎ পদ্যৈস্ত্রিবিধস্য হ।
কর্ম্মণো রূপকথনং স্তবর্ষেন তু বক্ষ্যতে॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভমিত্যুক্তম্। তত্রেন্দ্রেণ শতাশ্বমেধাত্মকং সর্ব্বোত্তমং শুভকর্ম্মৈবাচরিতং কিমিতি তস্যাকল্যাণং জাতমিতি পৃচ্ছতি কথিতং চরিতমিতি। অদ্ভুতকর্ম্মণঃ অদ্ভুতং ব্রহ্মবধ্যারূপং কর্ম্ম যস্য তস্য শক্রস্যেত্যন্বয়ঃ। তস্য কর্ম্মণঃ ফলমপি স্থানভ্রংশো দুঃখপ্রাপ্তিশ্চোক্তা॥ ১॥

পরন্তু তত্র সন্দেহো বর্ত্তত ইত্যাহ সন্দেহোঽত্রেতি। কোঽসৌ তদাহ যচ্ছক্রোঽপীতি॥ ২॥

দুঃখহং দুঃখহন্তৃ দেবাধিপত্যমিন্দ্রত্বং প্রাপ্যাপি দুঃখমন্বভূদিত্যর্থঃ। তদেব স্পষ্টয়তি মখানামিতি॥ ৩॥

যস্মাদেবম্বিধঃ সন্দেহো ভবতি তস্মাত্তস্য নাশকং কিমর্থং দুঃখমভূত্তস্য চ কারণমেতৎ সর্ব্বং সমাচক্ষ্ব কথয়॥ ৪॥

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি অদ্ভুতকর্ম্মা ইন্দ্রের অদ্ভুত চরিত্র ও তাঁহার স্থানভ্রংশ ও দুঃখপ্রাপ্তি বিশেষরূপে বর্ণন এবং তৎপ্রসঙ্গে দেবাধিদেবী ভুবনেশ্বরীর মহিমাও বিশদরূপে কীর্ত্তন করিলেন, কিন্তু এতদ্বিষয়ে আমার মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে যে, ইন্দ্র মহাতপা ছিলেন, তিনি দুঃখনাশক দেবাধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াও দুঃখ অনুভব করিলেন কেন? তিনি শত অশ্বমেধের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক দেবাধিপত্য এবং অত্যুত্তম স্থান প্রাপ্ত হইয়াও কি নিমিত্ত সেই স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইলেন? হে করুণানিধে! আপনি করুণা বিতরণ পূর্ব্বক আমার নিকট এই সকলের কারণ কীর্ত্তন করুন॥ ১—৪॥

সর্ব্বজ্ঞোঽসি মুনিশ্রেষ্ঠ! পুরাণানাং প্রবর্ত্তকঃ।
নাবাচ্যং মহতাং কিঞ্চিচ্ছিষ্যে চ শ্রদ্ধয়ান্বিতে।
তস্মাৎ কুরু মহাভাগ! মৎসন্দেহাপনোদনম্ ॥ ৫ ॥

সূত উবাচ।

ইতি পৃষ্টঃ স রাজ্ঞা বৈ তদা সত্যবতীসুতঃ।
তমাহাতিপ্রসন্নাত্মা যথানুক্রমমুত্তরম্ ॥ ৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

নিবোধ নৃপতিশ্রেষ্ঠ! কারণং পরমাদ্ভুতম্।
কর্ম্মণস্তু ত্রিধা প্রোক্তা গতিস্তত্ত্ববিদাম্বরৈঃ ॥ ৭ ॥
সঞ্চিতং বর্ত্তমানঞ্চ প্রারব্ধমিতিভেদতঃ ॥ ৮ ॥
সাত্ত্বিকং রাজসং কর্ম্ম তামসং ত্রিবিধং পুনঃ ॥ ৯ ॥
অনেকজন্মসংজাতং প্রাক্তনং সঞ্চিতং স্মৃতম্।
শুভং বাপ্যশুভং ভূপ! সঞ্চিতং বহুকালিকম্।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং সুকৃতং দুষ্কৃতং তথা ॥ ১০ ॥

সন্দেহাপনোদনমিতি। অয়ং ভাবঃ শতাশ্বমেধানাং ফলং স্বর্গঃ ন চ স স্বর্গো মধ্যে এব শতাশ্বমেধকর্ম্মজন্যপুণ্যনাশমন্তরা নষ্টো ভবিতুমর্হতি দৃঢ়তরকারণস্য বিদ্যমানত্বাৎ। নমু মধ্যে ততোঽপি দৃঢ়তরস্য কারণস্য ব্রহ্মবধ্যারূপস্য জাতত্বাত্তস্য ফলং দুঃখং মধ্যে এব জাতমিতি চেদেতাদৃশপুণ্যকর্ত্তুর্দুষ্টে কর্ম্মণি ব্রহ্মবধ্যারূপে এব কথং প্রবৃত্তিরিতি সন্দেহো জাগরূক এবেতি ॥ ৫—৬ ॥

তত্র প্রথমতঃ কর্ম্মত্রৈবিধ্যং বর্ণয়তি কর্ম্মণস্ত্বিতি। ত্রৈবিধ্যমেবাহ সঞ্চিতং বর্ত্তমানঞ্চেতি ॥ ৭—৯ ॥

তত্র সঞ্চিতস্বরূপমাহ অনেকেতি। তদপি সঞ্চিতং ত্রিবিধমস্তীত্যাহ সাত্বিকমিতি। নমু তৎ সঞ্চিতং কর্ম্ম বহুকালব্যবধানেন নষ্টমেব জাতং স্যাদিতি চেন্নেত্যাহ অবশ্যমিতি। ন তু তন্নষ্টং কিন্তু নিজরূপেণ স্থিতমস্তি তৎসুকৃতদুষ্কৃতাত্মকং কালান্তরেঽবশ্যমেব ভোক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

আপনি সর্ব্বজ্ঞ, মুনিশ্রেষ্ঠ ও পুরাণ সমূহের প্রবর্ত্তক, আমি আপনার শ্রদ্ধান্বিত শিষ্য, এবম্ভূত প্রিয় শিষ্যের নিকট মহদ্ ব্যক্তিদিগের অবাচ্য কিছুই নাই; অতএব মহাভাগ! আপনি কৃপা করিয়া আমার এই সমস্ত সংশয়ের অপনোদন করুন ॥ ৫ ॥

সূত কহিলেন, জনমেজয়, সত্যবতী পুত্র ব্যাসদেবকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অত্যন্ত প্রসন্নমনে যথাক্রমে উত্তর বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, নৃপবর! আপনি তাহার অদ্ভুত কারণ সকল শ্রবণ করুন; তত্ত্ববিদ্ ব্যক্তিগণ কহিয়া থাকেন যে, কর্ম্মের গতি সঞ্চিত, বর্ত্তমান ও প্রারব্ধভেদে তিন প্রকার;

জন্মজন্মনি জীবানাং সঞ্চিতানাঞ্চ কর্ম্মণাম্।
নিঃশেষস্তু ক্ষয়ো নাভূৎ কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ১১ ॥
ক্রিয়মাণঞ্চ যৎ কর্ম্ম বর্ত্তমানং তদুচ্যতে।
দেহং প্রাপ্য শুভং বাপি হ্যশুভং বা সমাচরেৎ ॥ ১২ ॥
সঞ্চিতানাং পুনর্ম্মধ্যাৎ সমাহৃত্য কিয়ান্ কিল।
দেহারম্ভে চ সময়ে কালঃ প্রেরয়তীব তৎ ॥ ১৩ ॥
প্রারব্ধং কর্ম্ম বিজ্ঞেয়ং ভোগাত্তস্য ক্ষয়ঃ স্মৃতঃ।
প্রাণিভিঃ খলু ভোক্তব্যং প্রারব্ধং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৪ ॥
পুরাকৃতানি রাজেন্দ্র ! হ্যশুভানি শুভানি চ।
অবশ্যমেব কর্ম্মাণি ভোক্তব্যানীতিনিশ্চয়ঃ।
দেবৈর্ম্মনুষ্যৈরসুরৈর্যক্ষগন্ধর্ব্বকিন্নরৈঃ ॥ ১৫ ॥

তদেব স্পষ্টয়তি জন্মজন্মনীতি ॥ ১১ ॥

সঞ্চিতস্বরূপমুপপাদ্য বর্ত্তমানস্বরূপমাহ ক্রিয়মাণমিতি। তস্যৈব বিশেষেণ স্বরূপমাহ দেহং প্রাপ্যেতি। অস্মিন্ দেহে অধুনা যৎ ক্রিয়তে তদিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

প্রারব্ধস্বরূপমাহ সঞ্চিতানামিতি। সঞ্চিতানাং কর্ম্মণাং মধ্যাৎ কানিচিত্তাবন্তি কর্ম্মাণি সমাহৃত্য কিয়ান্ কালো দেহারম্ভসময়ে তদারম্ভাবচ্ছিন্নে কালে তানি কর্ম্মাণি প্রেরয়তি ফলদানার্থং প্রারব্ধং কর্ম্মবিজ্ঞেয়মিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

তস্য প্রারব্ধকর্ম্মণো ভোগাদেব ক্ষয় ইত্যাহ ভোগাদিতি ॥ ১৪ ॥

এবং ক্রমেণ সর্ব্বাণি সঞ্চিতানি ভোক্তব্যানীত্যাহ পুরাকৃতানীতি ॥ ১৫ ॥

ইহার প্রত্যেকে আবার তিন তিন প্রকার জানিবেন, যথা সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক; অনেক জন্মজনিত প্রাক্তন কর্ম্মকে সঞ্চিত কহে, ভূপতে! সঞ্চিত কর্ম্ম শুভই হউক আর অশুভই হউক এবং বহুকালিকই বা হউক প্রাণিগণকে অবশ্যই সেই সুকৃত বা দুষ্কৃত কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হইবে ॥ ৬—১০ ॥ জীবগণের জন্মজন্মকৃত সঞ্চিত কর্ম্মফল ভোগ ব্যতিরেকে শত কোটি কল্পেও নিঃশেষ রূপে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না ॥ ১১ ॥ যে কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিয়াছে এখনও তাহার শেষ হয় নাই, তাহাকেই বর্ত্তমান কর্ম্ম কহে; জীবগণ দেহ ধারণ করিয়া শুভই হউক আর অশুভই হউক এই বর্ত্তমান কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকে ॥ ১২ ॥ দেহারম্ভ সময়ে কাল, পূর্ব্বোক্ত সঞ্চিত কর্ম্ম সমূহের মধ্য হইতে কিয়দংশ আহরণ করিয়া ভোগের নিমিত্ত প্রেরণ করিয়া থাকে তাহাকেই প্রারব্ধ কর্ম্ম কহে; ফলভোগ দ্বারা তাহার ক্ষয় হইয়া থাকে। প্রাণিগণকে অবশ্যই এই প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ করিতে হয় ॥ ১৩—১৪ ॥ মহারাজ! দেবতাই হউক আর মনুষ্যই হউক, অসুরই হউক বা যক্ষই হউক, গন্ধর্ব্বই হউক আর কিন্নরই হউক, পুরাকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল

কর্ম্মৈব হি মহারাজ! দেহারম্ভস্য কারণম্।
কর্ম্মক্ষয়ে জন্মনাশঃ প্রাণিনাং নাত্র সংশয়ঃ॥ ১৬॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা রুদ্র ইন্দ্রাদ্যাশ্চ সুরাস্তথা।
দানবা যক্ষগন্ধর্ব্বা সর্ব্বে কর্ম্মবশাঃ কিল॥ ১৭॥
অন্যথা দেহসম্বন্ধঃ কথং ভবতি ভূপতে!।
কারণং যস্তু ভোগস্য দেহিনঃ সুখদুঃখয়োঃ॥ ১৮॥
তস্মাদনেকজন্মোত্থসঞ্চিতানাঞ্চ কর্ম্মণাম্।
মধ্যে বেগঃ সমায়াতি কস্যচিৎ কালপাকতঃ॥ ১৯॥
তৎপ্রারব্ধবশাৎ পুণ্যং করোতি চ যথা তথা।
পাপং করোতি মনুজস্তথা দেবাদয়োঽপি চ॥ ২০॥

কৈর্ভোক্তব্যানি তত্রাহ দেবৈরিতি। সঞ্চিতকর্ম্মাভাবে দেহারম্ভ এব ন স্যাত্তস্মাদ্দেবাদীনাং দেহপ্রাপ্ত্যা সঞ্চিতং কর্ম্ম তেষামপ্যনুমীয়ত ইত্যভিপ্রায়েণ কর্ম্মদেহয়োঃ কার্য্যকারণভাব উচ্যতে কর্ম্মৈব হি মহারাজেতি। তথা চ বৃহদারণ্যকে শ্রুতিঃ। তদেব যত্তৎসহ কর্ম্মণৈতি লিঙ্গং মনো যত্র নিষিক্তমস্যেতি। কৈবল্যোপনিষদি। পুনশ্চ জন্মান্তরকর্ম্মযোগাৎ স এব জীবঃ স্বপিতি প্রবুদ্ধ ইতি॥ ১৬॥

এবং কর্ম্মণো দেহকারণত্বং প্রসাধ্য ব্রহ্মাদীনামপি দেহবত্ত্বাৎ কর্ম্মাধীনত্বমস্তীত্যাহ ব্রহ্মেতি॥ ১৭॥

তত্র প্রমাণমাহ অন্যথেতি॥ ১৮॥

কারণং যস্থিত্যস্যার্দ্ধস্য পূর্ব্বেণ দেহসম্বন্ধ ইত্যনেনান্বয়ঃ। দেহিনঃ সুখদুঃখয়োর্ভোগস্য কারণং যস্তু দেহসম্বন্ধঃ সোঽন্যথা ব্রহ্মাদীনাং কর্ম্মাধীনত্বেন কথং স্যাদিতি বিশিষ্টোঽন্বয়ঃ। ইত্থং কর্ম্মণাং ত্রৈবিধ্যমুপপাদ্য যত্রাজ্ঞা পৃষ্টং দেবেশত্বঞ্চ সম্প্রাপ্য ভ্রষ্টঃ স্থানাদসৌ কথমিতি তৎসমাধানমাহ তস্মাদিতি। কর্ম্মণাং মধ্যে কস্যচিৎ কর্ম্মণঃ কালেন পরিপাকবশাদ্বেগঃ সমায়াতীত্যন্বয়ঃ॥ ১৯॥

তৎপ্রারব্ধেতি। যস্য বেগঃ সমায়াতি তদেব প্রারব্ধং তৎপ্রারব্ধবশাদ্ যথা পুণ্যং করোতি তথা পাপমপি করোতীত্যন্বয়ঃ। তথা চ যথা পুণ্যেন প্রারব্ধেন পুণ্যকর্ম্মকৃদৈন্দ্রং পদং লব্ধম্। তথা পাপেন প্রারব্ধেন ব্রহ্মহত্যাং কৃত্বা স্থানভ্রংশোঽপীন্দ্রস্য জাত ইতি ন শঙ্কাবসর ইতি ভাবঃ॥ ২০॥

অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে ইহাই স্থিরনিশ্চয় জানিবেন॥ ১৫॥ পুরাকৃত কর্ম্মই সকলের দেহারম্ভের কারণ হইয়া থাকে, কর্ম্মের ক্ষয় হইলেই প্রাণিগণের জন্মনাশ হয় তাহাতে সংশয় নাই॥ ১৬॥ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ইন্দ্র ও সুরগণ এবং দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্বাদি সকলেই কর্ম্মের বশবর্ত্তী, হে নৃপ! তদ্ব্যতিরেকে দেহিগণের সুখদুঃখ ভোগের কারণস্বরূপ দেহসম্বন্ধ কিরূপে সংঘটিত হইতে পারে?॥ ১৭—১৮॥ অতএব, রাজেন্দ্র! কালের পরিপাক বশত অনেক জন্মজনিত সঞ্চিত কর্ম্ম সমূহের মধ্যে কোনও কর্ম্মের বেগ উপস্থিত হয়; যাহার বেগ উপস্থিত হয় তাহাই প্রারব্ধ, সেই প্রারব্ধ বশে মনুষ্য এবং দেবাদি সকলেই

তথা নারায়ণো রাজন্নরশ্চ ধর্ম্মজাবুভৌ।
জাতৌ কৃষ্ণার্জ্জুনৌ কামমংশৌ নারায়ণস্য তৌ ॥ ২১ ॥
পুরাণপীঠিকেয়ং বৈ মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতা ॥ ২২ ॥
দেবাংশঃ স তু বিজ্ঞেয়ো যো ভবেদ্বিভবাধিকঃ।
নাঋষিঃ কুরুতে কাব্যং নারুদ্রো রুদ্রমর্চ্চতে।
নাদেবাংশো দদাত্যন্নং নাবিষ্ণুঃ পৃথিবীপতিঃ ॥ ২৩ ॥
ইন্দ্রাদগ্নের্যমাদ্বিষ্ণোর্ধনদাদিতি ভূপতে!।
প্রভুত্বঞ্চ প্রভাবঞ্চ কোপঞ্চৈব পরাক্রমম্ ॥ ২৪ ॥
আদায় ক্রিয়তে নূনং শরীরমিতি নিশ্চয়ঃ ॥ ২৫ ॥
যঃ কশ্চিদ্ বলবান্ লোকে ভাগ্যবানথ ভোগবান্।
বিদ্যাবান্ দানবান্ বাপি স দেবাংশঃ প্রপঠ্যতে ॥ ২৬ ॥
তথৈবৈতে সমাখ্যাতাঃ পাণ্ডবাঃ পৃথিবীপতে!।
দেবাংশো বাসুদেবোঽপি নারায়ণসমদ্যুতিঃ ॥ ২৭ ॥

ন কেবলমিন্দ্র এব কর্ম্মবশগ ইত্যাশ্চর্য্যং কর্ত্তব্যং কিন্তু নারায়ণাদয়ঃ সর্ব্বেঽপি কর্ম্মবশগা ইত্যাহ তথা নারায়ণ ইতি। ধর্ম্মজাবিতি। দেবাংশয়োরপি কর্ম্মাধীনত্বমস্ত্যেবেত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

নারায়ণাংশাবিত্যত্র কিং প্রমাণং তত্রাহ পুরাণপীঠিকেয়মিতি। পুরাণক্রম এবাত্র প্রমাণমিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

তত্রৈব প্রমাণান্তরং বচনমাহ দেবাংশ ইতি। অর্চ্চতে ইত্যার্ষঃ প্রয়োগঃ ॥ ২৩—২৭ ॥

যেরূপ পুণ্য করে সেইরূপ পাপকর্ম্মও করিয়া থাকে, ইহাতে আপনি জানিবেন যে, ইন্দ্র পুণ্যবশত যেমন দেবাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন সেইরূপ পাপ প্রারব্ধ দ্বারা ব্রহ্মহত্যা করিয়া স্বীয়পদ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছেন ইহাতে আর সন্দেহের বিষয় কি আছে?। রাজেন্দ্র! কেবল ইন্দ্রই কর্ম্মের বশীভূত নহেন, ধর্ম্মপুত্র নর এবং নারায়ণও কর্ম্মবশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে নর ও নারায়ণের অংশে অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ উভয়েই কর্ম্মবশে নারায়ণের অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মুনিগণ ইহাকেই পুরাণ সমূহের পীঠিকা বা ভিত্তিরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ১৯—২২ ॥ যিনি অতুল ঐশ্বর্য্যবান্ তাঁহাকে দেবাংশ বলিয়া জানিবেন, যিনি মুনি নহেন তিনি জ্ঞানপ্রতিপাদক শাস্ত্র প্রণয়ন করেন না, যিনি রুদ্র নহেন তিনি রুদ্রের অর্চ্চনা করেন না; যিনি দেবাংশ নহেন, তিনি অন্নদান করেন না; যিনি বিষ্ণুর অংশ নহেন তিনি পৃথিবীপতি হয়েন না ॥২৩॥ হে পৃথিবীন্দ্র! ইন্দ্র, অগ্নি, যম বিষ্ণু এবং ধনদ হইতে প্রভুত্ব, প্রভাব, কোপ ও পরাক্রম গ্রহণ পূর্ব্বক জীবগণের শরীর নির্ম্মাণ হয় ইহাই স্থিরনিশ্চয় জানিবেন ॥২৪—২৫॥ লোকমধ্যে যে কোনও ব্যক্তি বলবান্,

শরীরং প্রাণিনাং নূনং ভাজনং সুখদুঃখয়োঃ ।
শরীরী প্রাপ্নুয়াৎ কামং সুখং দুঃখমনন্তরম্ ॥ ২৮ ॥
দেহী নাস্তি বশঃ কোঽপি দৈবাধীনঃ সদৈব হি ।
জননং মরণং দুঃখং সুখং প্রাপ্নোতি চাবশঃ ॥ ২৯ ॥
পাণ্ডবাস্তে বনে জাতাঃ প্রাপ্তাস্তু স্বগৃহং পুনঃ ।
স্ববাহুবলতঃ পশ্চাদ্রাজসূয়ং ক্রতূত্তমম্ ॥ ৩০ ॥
বনবাসং পুনঃ প্রাপ্তা বহুদুঃখকরং পরম্ ।
অর্জ্জুনেন তপস্তপ্তং দুষ্করং হ্যজিতেন্দ্রিয়ৈঃ ॥ ৩১ ॥
সন্তুষ্টৈস্তু সুরৈর্দত্তং বরদানং পুনঃ শুভম্ ।
নরদেহকৃতং পুণ্যং ক্ব গতং বনবাসজম্ ॥ ৩২ ॥
নরদেহে তপস্তপ্তং চোগ্রং বদরিকাশ্রমে ।
নার্জ্জুনস্য শরীরে তৎ ফলদং সংবভূব হ ॥ ৩৩ ॥

ইত্থং দেবানাং কর্ম্মবশত্বমুপপাদ্য সর্ব্বপ্রাণিনাং কর্ম্মবশত্বমুপপাদয়তি । শরীরীতি ॥ ২৮—২৯ ॥

দেবাধীনত্বে নিদর্শনং পাণ্ডবানামাহ পাণ্ডবা ইতি । স্ববাহুবলেন রাজসূয়ঃ ক্রতূত্তমস্তৈঃ কৃত ইতি শেষঃ ॥ ৩০—৩১ ॥

ক্ব গতমিতি । এতাদৃশপুণ্যকর্ম্মবন্তোঽপি দৈবাধীনত্বাদ্ দুঃখং প্রাপ্তা ইতি ভাবঃ ॥ ৩২ ॥

ভাগ্যবান্, ভোগবান্, বিদ্যাবান্ অথবা দানশীল, সেই ব্যক্তি দেবাংশ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন ॥২৬॥ হে বসুধাধিপ ! সেইরূপ পাণ্ডবগণকে এবং নারায়ণের তুল্যপ্রভাশালী বাসুদেবকেও দেবাংশ বলিয়া জানিবেন ॥২৭॥ রাজন্ ! আপনি নিশ্চয় জানিবেন যে, প্রাণিগণের শরীর সুখদুঃখ ভোগের আয়তন এই শরীরধারী জীবগণ সততই সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের পর সুখভোগ করিয়া আসিতেছে ॥ ২৮ ॥ কোনও দেহী (জীবাত্মা) স্বাধীন নহে, সর্ব্বদাই দৈবের অধীন ; সে আত্মবশে না থাকিয়া দৈববশেই জন্ম, মৃত্যু, সুখ ও দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

রাজন্ ! দৈব যে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ তদ্বিষয়ের নিদর্শন দর্শন করুন ; পাণ্ডবগণ প্রথমে বনে জন্মগ্রহণ করিয়া তৎপরে নিজ গৃহে গমন করিয়াছিলেন ; অনন্তর নিজ বাহুবলে রাজসূয় মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন, তৎপরে পুনর্ব্বার বিপুলতর কঠোর দুঃখকর বনবাস প্রাপ্ত হইলেন । তদনন্তর অর্জ্জুন দুষ্কর তপশ্চরণ করিলে অজিতেন্দ্রিয় দেবতাগণ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কল্যাণকর বর প্রদান করিলেন । তথাপি তিনি দুঃখের কঠোর কর হইতে পরিত্রাণ পাইলেন না, নরদেহকৃত বনবাসজনিত পুণ্য কোথায় চলিয়া গেল । তিনি পুরাকালে পূর্ব্বজন্মে নর নামক ধর্ম্মপুত্র হইয়া বদরিকাশ্রমে যে উগ্রতর তপস্যা করিয়াছিলেন এক্ষণে অর্জ্জুন

প্রাণিনাং দেহসম্বন্ধে গহনা কর্ম্মণো গতিঃ।
দুর্জ্ঞেয়া সর্ব্বথা দেবৈর্মানবানান্তু কা কথা ॥ ৩৪ ॥
বাসুদেবোঽপি সঞ্জাতঃ কারাগারেঽতিসঙ্কটে।
নীতোঽসৌ বসুদেবেন নন্দগোপস্য গোকুলম্ ॥ ৩৫ ॥
একাদশৈব বর্ষাণি সংস্থিতস্তত্র ভারত!।
পুনঃ স মথুরাং গত্বা জঘানোগ্রসুতং বলাৎ ॥ ৩৬ ॥
মোচয়ামাস পিতরৌ বন্ধনাদ্ভৃশদুঃখিতৌ।
উগ্রসেনঞ্চ রাজানং চকার মথুরাপুরে ॥ ৩৭ ॥
জগাম দ্বারবত্যাং স ম্লেচ্ছরাজভয়াৎ পুনঃ।
সর্ব্বং ভাবিবশাৎ কৃষ্ণঃ কৃতবান্ পৌরুষং মহৎ ॥ ৩৮ ॥
কৃত্বা কার্য্যাণ্যনেকানি দ্বারবত্যাং জনার্দ্দনঃ।
দেহং ত্যক্ত্বা প্রভাসে তু সকুটুম্বো দিবং গতঃ ॥ ৩৯ ॥
পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ সুহৃদো ভ্রাতরো জাময়স্তথা।
প্রভাসে যাদবাঃ সর্ব্বে বিপ্রশাপাৎ ক্ষয়ং গতাঃ ॥ ৪০ ॥

তদেব স্পষ্টয়তি নরদেহ ইতি। ফলদং ন সম্বভূবেত্যর্থঃ। যতো ন তাদৃশপুণ্যানুরূপং ফলং দৃশ্যতেঽর্জ্জুনস্যেতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥
তস্মাদাহ প্রাণিনামিতি ॥ ৩৪ ॥
বাসুদেবস্যাপি কর্ম্মাধীনত্বমাহ বাসুদেবোঽপীতি ॥ ৩৫—৪০ ॥

দেহে তাহা ফলপ্রদ হইল না? ॥ ৩০—৩৩ ॥ প্রাণিগণের দেহ সম্বন্ধে কর্ম্মের গতি অতিশয় দুর্জ্ঞেয়, দেবগণও যেখানে তাহা জানিতে পারেন না, সেখানে মানবগণের সম্বন্ধে আর কি বক্তব্য আছে ॥ ৩৪ ॥ ভগবান্ বাসুদেবও অতিশয় সঙ্কট স্থল কারাগারে জন্মগ্রহণ করিয়া পরিশেষে বসুদেব কর্ত্তৃক নন্দগোপের গোকুলে নীত হইয়া তথায় একাদশ বৎসর অবস্থিতি ও পুনর্ব্বার মথুরায় গমন করিয়া বলপূর্ব্বক উগ্রসেন তনয় কংসকে হনন করিয়াছিলেন ॥ ৩৫—৩৬ ॥ অনন্তর তিনি অত্যন্ত দুঃখিত পিতা মাতাকে বন্ধন হইতে মোচন এবং উগ্রসেনকে মথুরাপুরে নরপতি করিয়াছিলেন ॥ ৩৭ ॥ তদনন্তর তিনি ম্লেচ্ছরাজ কালযবনের ভয়ে দ্বারকাপুরী গমন করেন, এইরূপে জনার্দ্দন কৃষ্ণ দৈববশে দ্বারবতী নগরীতে অনেক কার্য্যসাধন করিয়া মহৎ পুরুষার্থ সাধনানন্তর কুটুম্বগণের সহিত প্রভাস তীর্থে দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিলেন ॥ ৩৮—৩৯ ॥ প্রভাসতীর্থে বিপ্রশাপে যাদবগণ সকলেই পুত্র, পৌত্র, সুহৃদ, ভ্রাতা ভগিনী ও কুলকামিনীগণের সহিত নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৪০ ॥ রাজন্! এই আমি আপনার নিকট কর্ম্মের গহন গতির

এবং তে কথিতা রাজন্ ! কর্ম্মণো গহনা গতিঃ ॥
বাসুদেবোঽপি ব্যাধস্য বাণেন নিধনং গতঃ ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে কর্ম্মস্বরূপবর্ণনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

(বাসুদেবস্যাপি কর্ম্মফলভাগিত্বমাহ বাসুদেবোঽপীতি । ব্যাধস্য নীচজনস্যেতি ভাবঃ ॥ ৪১ ॥)

ইতি শ্রীভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, অধিক আর কি বলিব, এই কর্ম্মবশেই স্বয়ং বাসুদেবও ব্যাধের বাণে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে কর্ম্মস্বরূপবর্ণন নামক
দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

যশোবত্যুবাচ।

প্রাতরুত্থায় তন্বঙ্গী চলিতা চ সখীযুতা।
চামরৈর্বীজ্যমানা সা রক্ষিতা বহুরক্ষিভিঃ ॥ ১ ॥
সায়ুধৈশ্চাতিসন্নদ্ধৈঃ সহিতা বরবর্ণিনী।
ক্রীড়ার্থমত্র রাজেন্দ্র! সম্প্রাপ্তা নলিনীং শুভাম্ ॥ ২ ॥
অহমপ্যনয়া সার্দ্ধং গঙ্গাতীরে সমাগতা।
অপ্সরোভিঃ সমেতা চ কমলৈঃ ক্রীড়মানয়া ॥ ৩ ॥
একাবলী তথা চাহং জাতে ক্রীড়াপরে যদা।
সহসৈব তদায়াতো দানবো বলসংযুতঃ ॥ ৪ ॥
কালকেতুরিতিখ্যাতো রাক্ষসৈর্বহুভির্যুতঃ।
পরিঘাসিগদাচাপবাণতোমরপাণিভিঃ ॥ ৫ ॥
দৃষ্টা চৈকাবলী তেন রূপযৌবনশালিনী।
দ্বিতীয়া কামপত্নীব ক্রীড়মানা সুপঙ্কজৈঃ ॥ ৬ ॥

পঞ্চষষ্টিশ্লোকবর্গৈরেকাবল্যাঃ কথানকম্।
যশোবতী প্রাহ রাজ্ঞে ইতি সম্যগিহোচ্যতে ॥

পূর্ব্বাধ্যায়োক্তবৃত্তোত্তরং যশোবতীবৃত্তং কথয়তি প্রাতরুত্থায়েতি ॥ ১—৬ ॥

যশোবতী কহিল, রাজেন্দ্র! এক দিন একাবলী প্রাতঃকালে উঠিয়া সখীগণের সহিত গঙ্গাতীরে গমন করিতে লাগিলেন; সহচরীগণ তাহাকে চামর ব্যজন করিতে লাগিল; রক্ষিগণ বদ্ধসন্নাহ হইয়া নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিল। ক্রমে তিনি ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত এই স্থানে সুশোভিত কমলসমূহের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥১-২॥ আমিও তাঁহার সহিত কমল লইয়া খেলিতে খেলিতে গঙ্গাতীরে আসিলাম এবং দুই জনেই অপ্সরাগণের সহিত কমল লইয়া ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলাম ॥৩॥ যখন আমরা উভয়ে ক্রীড়ায় একান্ত আসক্ত হইয়াছি, তখন, কালকেতু নামে বিখ্যাত এক বলবান্ দানব পরিঘ, অসি, গদা, চাপ, বাণ এবং তোমর প্রভৃতি অস্ত্রধারী বহুতর রাক্ষসগণের সহিত সহসা আসিয়া এই স্থানে উপস্থিত হইল ॥১-৫॥ একাবলী উত্তম উত্তম পঙ্কজ লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন, এমন সময় কালকেতু তাঁহাকে তাদৃশ রূপযৌবনসম্পন্না মন্মথের রতির ন্যায় অবলোকন

ময়োক্তৈকাবলী রাজন্! কোঽয়ং দৈত্যঃ সমাগতঃ।
গচ্ছাবো রক্ষপালানাং মধ্যে পঙ্কজলোচনে! ॥ ৭ ॥
বিমৃশ্যৈবং সখী চাহং ত্বরয়ৈব গতে ভয়াৎ।
মধ্যে বৈ সৈনিকানাস্তু সায়ুধানাং নৃপাত্মজ! ॥ ৮ ॥
কালকেতুস্তু তাং দৃষ্ট্বা মোহিনীং মদনাতুরঃ।
গদাং গুর্ব্বীং গৃহীত্বা তু ধাবমানঃ সমাগতঃ ॥ ৯ ॥
রক্ষকান্ দূরতঃ কৃত্বা জগ্রাহাম্বুজলোচনাম্।
ত্রস্তাং বেপথুসংযুক্তাং ক্রন্দমানাং কৃশোদরীম্ ॥ ১০ ॥
ত্যজৈনাং মাং গৃহাণেতি ময়া চোক্তোঽপি দানবঃ।
ন মাং জগ্রাহ কামার্ত্তস্তাং গৃহীত্বা বিনিঃসৃতঃ ॥ ১১ ॥
তিষ্ঠতিষ্ঠেতিভাষন্তো রক্ষকাস্তং মহাবলম্।
প্রতিষিধ্য তু সংগ্রামং চক্রুর্বিস্ময়কারকম্ ॥ ১২ ॥
তস্যাপি রাক্ষসাঃ ক্রূরাঃ সর্ব্বতঃ শস্ত্রপাণয়ঃ।
যুযুধু রক্ষকৈঃ সার্দ্ধং স্বামিকার্য্যে কৃতোদ্যমাঃ ॥ ১৩ ॥

রক্ষপালানাং মধ্যে গচ্ছাব ইতি ময়া তদৈকাবল্যুক্তা ॥ ৭ ॥

তদনন্তরং তয়ৈবং বিমৃশ্যাহং সা সখী একাবলী চোভে সৈনিকানাং মধ্যে দৈত্যভয়াত্বরয়ৈব গতে ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৮—১০ ॥

এনামেকাবলীং ত্যজ মাং গৃহাণ ইতি ময়োক্তোঽপীত্যর্থঃ ॥ ১১—১৯ ॥

করিল ॥ ৬ ॥ রাজন্! আমি তখন একাবলীকে বলিলাম, দেখ, এ কে একজন দৈত্য আসিয়া উপস্থিত হইল; অম্বুজেক্ষণে! এক্ষণে চল আমরা রক্ষকদিগের মধ্যস্থলে গিয়া প্রবেশ করি ॥ ৭ ॥ নৃপনন্দন! তখন, সখী ও আমি দুই জনে এইরূপ পরামর্শ করিয়া ভয়ে তৎক্ষণাৎ অস্ত্রধারী সৈনিকগণের মধ্যভাগে গমন করিলাম ॥ ৮ ॥ কালকেতু সেই মনোমোহিনী তরুণী কামিনীকে অবলোকন মাত্র মন্মথশরে প্রপীড়িত হইয়া গুর্ব্বী গদা গ্রহণপূর্ব্বক দ্রুতবেগে আমাদিগের সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং রক্ষকদিগকে দূর করিয়া দিয়া সেই পঙ্কজলোচনা কৃশোদরী সখীরে গ্রহণ করিল। তখন, সেই বালা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ক্রন্দন করিতে লাগিল ॥ ৯—১০ ॥ তদ্দর্শনে আমি সেই দানবকে কহিলাম, ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া আমাকে গ্রহণ কর। সেই কামার্ত্ত দানব আমাকে গ্রহণ না করিয়া সখীরেই লইয়া যাইতে আরম্ভ করিল ॥ ১১ ॥ রক্ষকগণ "থাক্ থাক্ কন্যা লইয়া পলাইস্ না তোরে বিলক্ষণ শিক্ষা দিতেছি" এই বলিয়া সেই মহাবল দানবকে ফিরাইয়া তাহার সহিত ঘোরতর বিস্ময়জনক সংগ্রাম প্রবৃত্ত হইল। তাহার সমস্ত-

সংগ্রামস্তু তদা জাতঃ কালকেতোস্তথা রণে।
নিহত্য রক্ষকান্ সর্ব্বান্ গৃহীত্বৈনাং মহাবলঃ।
যুক্তো রাক্ষসসৈন্যেন নির্জগাম পুরম্প্রতি ॥ ১৪ ॥
বীক্ষ্য তাং রুদতীং বালাং গৃহীতাং দানবেন তু।
পৃষ্ঠতোঽহং গতা তত্র যত্র নীতা সখী মম ॥ ১৫ ॥
বিক্রোশন্তী যথা সা মাম্পশ্যেদিতি পদানুগা।
সাপি মামাগতাং বীক্ষ্য কিঞ্চিৎস্বস্থাভবত্তদা ॥ ১৬ ॥
গতাহং তৎসমীপে তু তামাভাষ্য পুনঃ পুনঃ ॥ ১৭ ॥
সা মাম্প্রাপ্যাতিদুঃখার্ত্তা স্তম্ভস্বেদসমাকুলা।
কণ্ঠে গৃহীত্বা মাং ভূপ ! রুরোদ ভৃশদুঃখিতা ॥ ১৮ ॥
স মামাহ কালকেতুঃ প্রীতিপূর্ব্বমিদং বচঃ।
সমাশ্বাসয় ভীতাং ত্বং সখীং চঞ্চললোচনাম্ ॥ ১৯ ॥
প্রাপ্তং মমাদ্য নগরং দেবলোকসমম্প্রিয়ে !।
দাসোঽস্মি তব রত্যা হি কস্মাৎ ক্রন্দসি কাতরা ॥ ২০ ॥

রত্যা ক্রীড়য়াহং তব দাসোঽস্মি কস্মাৎ ক্রন্দসি রোদিষীতি সখীং কথয়েত্যুত্তরেণান্বয়ঃ ॥ ২০ ॥

ব্যাহারী শস্ত্রধারী ক্রূরতর রাক্ষসসেনা সকল স্বামীকার্য্য সাধনের নিমিত্ত উৎসাহ সহকারে রক্ষকগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ১২—১৩ ॥ মহাবল কালকেতু পরে স্বয়ংও সেই ভীষণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া রক্ষকগণকে রণস্থলে নিহত করিয়া সখীরে গ্রহণপূর্ব্বক রাক্ষস-সৈন্যগণের সহিত নিজ নগরে গমন করিতে লাগিল ॥ ১৪ ॥ সেই বালা দানবকর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া ভয়ে রোদন করিতেছে দেখিয়া আমিও সখীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলাম ॥ ১৫ ॥ যাহাতে তিনি আমাকে দেখিতে পান এরূপ স্থান দিয়া চীৎকার স্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিতে লাগিলাম, সখীও আমাকে দেখিতে পাইয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন ॥ ১৬ ॥ আমি পুনঃ পুনঃ ডাকিতে ডাকিতে তাঁহার সমীপে গমন করিলাম, সখী অতিশয় দুঃখে কাতর হইয়াছিলেন, আমাকে নিকটে দেখিয়া স্তম্ভিত ও স্বেদ জলে আপ্লুত হইয়া আমার কণ্ঠদেশ ধারণপূর্ব্বক অধিকতর দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ১৭—১৮ ॥ তখন কালকেতু আমার প্রতি প্রীতিপ্রকাশপূর্ব্বক বলিল, তোমার এই চঞ্চললোচনা সখী অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন তুমি ইঁহাকে আশ্বাসিত কর ॥ ১৯ ॥ "প্রিয়ে ! আমার নগরী দেবলোকের তুল্য ; তাহাতে তুমি এখনি গমন করিতে পারিবে। আর অদ্য হইতে আমি তোমার প্রণয়সংবদ্ধ হইয়া ক্রীতদাস হইলাম, তুমি কাতর হইয়া

কথয়ৈনাং সখীং তেঽদ্য স্বস্থা ভব সুলোচনে ! ।
ইত্যুক্ত্বা মাং সখীপার্শ্বে সমারোপ্য রথোত্তমে ॥ ২১ ॥
জগাম তরসা দুষ্টঃ পুরে স্বস্থ মনোহরে।
সৈন্যেন মহতা যুক্তঃ প্রফুল্লবদনাম্বুজঃ ॥ ২২ ॥
একাবলীং তথা মাঞ্চ সংস্থাপ্য ধবলে গৃহে।
রাক্ষসান্ গৃহরক্ষার্থং কল্পয়ামাস কোটিশঃ ॥ ২৩ ॥
দ্বিতীয়ে দিবসে সোঽথ মামুবাচ রহো নৃপ ! ।
প্রবোধয় সখীং বালাং শোচন্তীং বিরহাতুরাম্ ॥ ২৪ ॥
পত্নী মে ভব সুশ্রোণি ! সুখং ভুঙ্‌ক্ষ্ব যথেপ্সিতম্।
রাজ্যং ত্বদীয়ং চন্দ্রাস্যে ! সেবকোঽহং সদা তব ॥ ২৫ ॥
পুনরুক্তং ময়া বাক্যং শ্রুত্বা তদ্ভাষিতং খরম্।
নাহং ক্ষমাপ্রিয়ং বক্তুং ত্বমেনাং কথয় প্রভো ! ॥ ২৬ ॥
ইত্যুক্তে বচনে দুষ্টো মদনক্ষতমানসঃ।
উবাচ বিনয়াদেনাং সখীং ক্ষামোদরীং প্রিয়াম্ ॥ ২৭ ॥

হে সুলোচনে ! স্বস্থা ভবেত্যপি কথয়েত্যন্বয়ঃ ॥ ২১—২৫ ॥
অপ্রিয়মিতি চ্ছেদঃ ॥ ২৬ ॥
ইত্যুক্তে ইতি। ইতি ময়া বচনে উক্তে সতীত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

কাঁদিও না স্বস্থ হও” হে সুলোচনে ! আমার এই বাক্যে আশ্বাসিত করিয়া তোমার প্রিয়-সখীকে বল, এই বলিয়া সেই দুষ্ট আমাদিগকে সেই মনোরম রথে উত্তোলনপূর্ব্বক নিজ পার্শ্বে বসাইয়া মহতী সেনা সমভিব্যাহারে প্রফুল্লবদনে স্বকীয় মনোহর পুরে সত্বর গমন করিল ॥ ২০—২২ ॥ অনন্তর, উভয় সখীকেই সুধাধবলিত মনোহর গৃহে সংস্থাপিত করিয়া আমাদিগের রক্ষার নিমিত্ত কোটি কোটি রাক্ষস নিযুক্ত করিয়া দিল ॥ ২৩ ॥ দ্বিতীয় দিবসে সেই দৈত্য আমাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিল, তোমার সখী পিতা মাতার বিরহে একান্ত কাতর হইয়া শোক করিতেছেন, তুমি ইঁহাকে বুঝাইয়া সুস্থ কর ॥২৪॥ “হে সুশ্রোণি ! তুমি আমার পত্নী হইয়া যথাভিলাষ সুখসম্ভোগ কর। চন্দ্রাননে ! এই রাজ্য তোমার, আমি তোমার নিরন্তর দাস” আমার এই সমস্ত বাক্য দ্বারা তোমার সখীকে বুঝাইয়া বল ॥ ২৫ ॥ আমি তাহার সেই অশ্রাব্য কর্কশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলাম, প্রভো ! আমি ইহাকে অপ্রিয় বাক্য বলিতে পারিব না, তুমি স্বয়ংই ইঁহাকে বুঝাইয়া বল ॥ ২৬ ॥ আমি এইরূপ বলিলে পর সেই দুষ্ট দানব মন্মথশরে বিক্ষতচিত্ত হইয়া সেই কৃশোদরী প্রিয়সখীরে বিনয় বচনে বলিতে লাগিল ; অয়ি প্রিয়ে ! তুমি অদ্য আমার প্রতি বশীকরণ মন্ত্র প্রয়োগ

কৃশোদরি ! ত্বয়া মন্ত্রো নিক্ষিপ্তোঽস্তি মমোপরি।
তেন মে হৃদয়ং কান্তে ! হৃতং তে বশতাং গতম্ ॥ ২৮ ॥
তেনাহং তব দাসোঽদ্য কৃতোঽস্মীতি বিনিশ্চয়ঃ।
ভজ মাং কামবাণেন পীড়িতং বিবশং ভৃশম্ ॥ ২৯ ॥
যৌবনং যাতি রম্ভোরু ! চঞ্চলং দুর্লভং তথা।
সফলং কুরু কল্যাণি ! পতিং মাং পরিরভ্য চ ॥ ৩০ ॥

একাবল্যুবাচ।

পিত্রাহং কল্পিতা পূর্ব্বং দাতুং রাজসুতায় বৈ।
হৈহয়স্তু মহাভাগ ! স ময়া মনসা বৃতঃ ॥ ৩১ ॥
কথমন্যং ভজে কান্তং ত্যক্ত্বা ধর্ম্মং সনাতনম্।
কন্যাধর্ম্মং বিহায়াদ্য বেৎসি শাস্ত্রবিনিশ্চয়ম্ ॥ ৩২ ॥
যস্মৈ দদ্যাৎ পিতা কামং কন্যা তং পতিমাপ্নুয়াৎ।
পরতন্ত্রা সদা কন্যা ন স্বাতন্ত্র্যং কদাচন ॥ ৩৩ ॥
ইত্যুক্তোঽপি তয়া পাপী বিররাম ন মোহিতঃ।
ন মুমোচ বিশালাক্ষীং মাঞ্চ পার্শ্বস্থিতাং তথা ॥ ৩৪ ॥

মন্ত্রো বশীকরণ ইত্যর্থঃ। অনেন চ ত্বয্যহমত্যন্তং মোহিতোঽস্মীতি বোধ্যতে ॥২৮-৩০॥
রাজসুতায় দাতুং পিত্রা কল্পিতেত্যর্থঃ। ময়া চ মনসা হৈহয় এব বৃত ইত্যর্থঃ ॥ ৩১-৩৫ ॥

করিয়াছ, কান্তে ! সেই কারণেই আমার হৃদয় তোমার একান্ত বশীভূত হইয়াছে; তাহাতেই আমাকে তোমার দাসত্বে বদ্ধ করিয়াছে, আমিও তোমার দাস হইলাম ইহাই স্থিরনিশ্চয় জানিবে; প্রেয়সি ! এক্ষণে আমি মন্মথশরে একান্ত পীড়িত ও বিবশ হইয়া পড়িয়াছি; অতএব, কৃশোদরি ! তুমি এক্ষণে আমাকে ভজনা কর ॥ ২৭—২৯ ॥ হে রম্ভোরু ! যৌবন অত্যন্ত দুর্লভ ও চঞ্চল বস্তু; কল্যাণি ! তুমি এক্ষণে আমাকে পতিভাবে আলিঙ্গন করিয়া তাহার সাফল্য সম্পাদন কর ॥ ৩০ ॥

একাবলী বলিলেন, মহাভাগ ! প্রথমে পিতা আমাকে এক রাজপুত্রকে প্রদান করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন, আমিও সেই হৈহয় নামক নৃপবরকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছি ॥ ৩১ ॥ আপনিও ত শাস্ত্রনিশ্চয় অবগত আছেন, এক্ষণে আমি সনাতন ধর্ম্ম এবং কন্যাধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে অন্য পতিকে আলিঙ্গন করিব? ॥ ৩২ ॥ পিতা যাঁহাকে প্রদান করেন, কন্যা তাঁহাকেই পতিরূপে গ্রহণ করে, কন্যা সকল সর্ব্বদাই পরতন্ত্রা; তাহারা কখনই স্বতন্ত্রতা লাভ করিতে পারে না ॥ ৩৩ ॥ একাবলী এইরূপ বলিলেও সেই পাপিষ্ঠ দৈত্য কামশরে বিমোহিত হইয়া ক্ষান্ত হইল না এবং সেই বিশালাক্ষী সখীকে ও

পাতালবিবরে তস্য পুরং পরমসঙ্কটে।
রাক্ষসৈ রক্ষিতং দুর্গং মণ্ডিতং পরিখাবৃতম্ ॥ ৩৫ ॥
তত্র তিষ্ঠতি দুঃখার্ত্তা সখী মে প্রাণবল্লভা।
তেনাহং বিরহেণাত্র রারটীমি সুদুঃখিতা ॥ ৩৬ ॥

একবীর উবাচ।

কথং ত্বমত্র সম্প্রাপ্তা পুরাত্তস্য দুরাত্মনঃ।
বিস্ময়ো মে মহানত্র তত্ত্বং ব্রূহি বরাননে! ॥ ৩৭ ॥
ত্বয়া চ কথিতং বাক্যং সন্দিগ্ধং ভাতি ভামিনি!।
হৈহয়ার্থে কল্পিতা সা পিত্রেতি মম সাম্প্রতম্ ॥ ৩৮ ॥
হৈহয়ো নাম রাজাহং নান্যোঽস্তি পৃথিবীপতিঃ।
মদর্থে কথিতা সা কিং সখী তব সুলোচনা ॥ ৩৯ ॥
এতন্মে সংশয়ং সুভ্রু! চ্ছেত্তুমর্হসি ভামিনি!।
অহং তামানয়িষ্যামি তং হত্বা রাক্ষসাধমম্ ॥ ৪০ ॥

রারটীমি বল্‌গনাং করোমীত্যর্থঃ ॥ ৩৬—৩৭ ॥

সাম্প্রতমস্মিন্ কালে ॥ ৩৮ ॥

হৈহয় ইতি। যদ্যপি হয্যা অপত্যমিত্যর্থে স্ত্রীভ্যোঢগিতিঢকি হায়েয় ইত্যেব রূপং সিধ্যতি তথাপি পৃষোদরাদিত্বাদ্ধৈহয়পদস্য সাধুত্বং বোধ্যম্। যদ্বা হেশব্দেন নামৈকদেশেন নামগ্রহণমিতি ন্যায়াদ্ধেষাশব্দস্য গ্রহণম্। তথাচ হেশব্দেন হেষাশব্দেন তং শব্দং কুর্ব্বন্ হয়তি গচ্ছতীতি হেহয়োঽশ্বস্তস্যায়ং হৈহয় ইতি। যদ্বা হে ভক্ত ইত্যুচ্চার্য্য হয়তি গচ্ছতীতি হেহয়োবিষ্ণুস্তস্যায়ং হৈহয় ইতি ব্যুৎপত্ত্যা সাধুত্বং বোধ্যম্। মদর্থে কথিতা সা কিমিতি। যদি মদর্থে সা কথিতা তর্হি মমৈব সা স্ত্রী সঙ্কটে পতিতেত্যর্থঃ ॥ ৩৯—৪০ ॥

তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তিনী আমাকেও ছাড়িয়া দিল না ॥ ৩৪ ॥ তাঁহার পুর পাতালবিবর মধ্যে অতিশয় সঙ্কট স্থানে অধিষ্ঠিত ; নিরন্তর রাক্ষসসমূহে তাহা রক্ষা করিতেছে, উহাতে পরিখা দ্বারা পরিবৃত মনোহর দুর্গ বিনির্ম্মিত আছে ॥ ৩৫ ॥ আমার প্রাণবল্লভা প্রিয়সখী সেই স্থানেই দুঃখিতচিত্তে অবস্থিতি করিতেছেন, আমি এই স্থানে তাঁহার বিরহদুঃখে একান্ত কাতর ও অস্থির হইয়া বেড়াইতেছি ॥ ৩৬ ॥

একবীর কহিলেন, বরাননে! তুমি সেই দুরাত্মার পুর হইতে এই স্থানে কিরূপে আগমন করিলে? এ বিষয়ে আমার মহান্ বিস্ময় জন্মিয়াছে। তুমি আমার নিকট সত্বর ইহার কারণ বল ॥৩৭॥ ভামিনি! তুমি যাহা কহিতেছ তাহাতে আমার সংশয় জন্মিতেছে ; তোমার প্রিয়সখীর পিতা তাঁহাকে হৈহয়ের হস্তে সমর্পণ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, আমারই নাম হৈহয়, আমিই হৈহয় নামক রাজা ; এক্ষণে অবনীতলে

স্থানং দর্শয় মে তস্য যদি জানাসি সুব্রতে!।
রাজ্ঞে নিবেদিতং কিং বা তৎপিত্রে চাতিদুঃখিতা ॥ ৪১ ॥
যস্যৈষা বল্লভা পুত্রী ন কিং জানাতি তাং হৃতাম্।
নোদ্যমঃ কিং কৃতস্তেন ততো মোচনহেতবে ॥ ৪২ ॥
বন্দীকৃতাং সুতাং জ্ঞাত্বা কথং তিষ্ঠতি সুস্থিরঃ।
অসমর্থো নৃপঃ কিংবা কারণং ব্রূহি সত্বরম্ ॥ ৪৩ ॥
ত্বয়া মেঽপহৃতং চেতো গুণানুক্ত্বা হ্যমানুষান্।
সখ্যাঃ পঙ্কজপত্রাক্ষি! কৃতঃ কামবশো ভৃশম্ ॥ ৪৪ ॥
কদা পশ্যামি তাং কান্তাং মোচয়িত্বাতিসঙ্কটাৎ।
ইতি মে হৃদয়ঞ্চাদ্য করোত্যতিমনোরথম্ ॥ ৪৫ ॥
ব্রূহি মে গমনোপায়ং পুরে তস্যাতিদুর্গমে।
কথং ত্বমাগতা তস্মাৎ সঙ্কটাদত্র তদ্বদ ॥ ৪৬ ॥

ইদং বর্ত্তমানং রাজ্ঞে নিবেদিতং কিংবা নেতি বদেতি শেষঃ ॥ ৪১—৪৯ ॥

হৈহয় নামক অন্য কোনও রাজা বিদ্যমান নাই, তোমার সেই সুলোচনা প্রিয়সখী কি আমার নিমিত্তই কল্পিত হইয়াছেন? ভামিনি! তুমি আমার এই সংশয়জাল ছিন্ন কর, আমি সেই রাক্ষসাধমকে সংহার করিয়া এখনিই তোমার প্রিয়সখীকে আনয়ন করিব তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ॥ ৩৮—৪০ ॥ সুব্রতে! যদি তোমার জানা থাকে তবে আমাকে শীঘ্রই সেই স্থান দেখাইয়া দাও। তিনি যে এত দুঃখ পাইতেছেন তাহা কি তাঁহার পিতাকে কেহ নিবেদন করিয়াছে? ইনি যাঁহার প্রিয়তমা পুত্রী, তাঁহার সেই বল্লভা কন্যা অপহৃত হইয়াছে তাহা কি তিনি জানিতে পারিয়াছেন? আর সেই রাক্ষসাধমের হস্ত হইতে তাঁহার মোচনের নিমিত্ত কি কোনও প্রকার উদ্যোগ করিয়াছেন? ॥৪১-৪২॥ নিজকন্যা বন্দীকৃত হইয়াছে জানিতে পারিয়াও সেই নরপতি কি প্রকারে সুস্থির হইয়া রহিয়াছেন? অথবা সেই রাজা কি তাঁহার মোচনে অসমর্থ? তুমি সত্বর এই সমস্ত বিষয়ের কারণ বল ॥ ৪৩ ॥ হে সরোজাক্ষি! তুমি তোমার প্রিয়সখীর অলৌকিক গুণ সকল কীর্ত্তন করিয়া আমার মন হরণ করিয়াছ এবং আমাকে মনোভবের নিতান্ত বশীভূত করিয়াছ ॥ ৪৪ ॥ হায়! কখন্ আমি সেই মনোরমা কান্তাকে অতিশয় সঙ্কট হইতে পরিমুক্ত করিয়া প্রীতিপ্রফুল্লিতনেত্রে অবলোকন করিব!! প্রিয়সখি! আমার হৃদয় এইরূপ উচ্চতর মনোরথে আরোহণ করিয়াছে ॥ ৪৫ ॥ হে সুভাষিণি! কি উপায়ে আমি সেই অতিশয় দুর্গম পুরীতে গমন করিতে পারিব? তুমিই বা কিরূপে সেই সঙ্কট স্থান হইতে এখানে আগমন করিলে তাহা আমাকে বল ॥ ৪৬ ॥

যশোবত্যুবাচ ।

বালভাবান্ময়া মন্ত্রো ভগবত্যা বিশাম্পতে ! ।
প্রাপ্তোঽস্তি ব্রাহ্মণাৎ সিদ্ধাৎ সবীজধ্যানপূর্ব্বকঃ ॥ ৪৭ ॥
তত্রাবস্থিতয়া রাজন্ ! ময়া চিত্তে বিচারিতম্ ।
আরাধয়ামি সততং চণ্ডিকাং চণ্ডবিক্রমাম্ ॥ ৪৮ ॥
সা দেবী সেবিতা কামং বন্ধমোক্ষং করিষ্যতি ।
ভক্তানুকম্পিনী শক্তিঃ সমর্থা সর্ব্বসাধনে ॥ ৪৯ ॥
যা বিশ্বং সৃজতে শক্ত্যা পালয়ত্যেব সা পুনঃ ।
কল্পান্তে সংহরত্যেব নিরাকারা নিরাশ্রয়া ॥ ৫০ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা দেবীং বিশ্বেশ্বরীং শিবাম্ ।
ধ্যাত্বা রক্তাম্বরাং সৌম্যাং সুরক্তনয়নাং হৃদি ।
সংস্মৃত্য মনসা রূপং মন্ত্রজাপ্যপরাভবম্ ॥ ৫১ ॥
উপাসিতা ময়া দেবী মাসমেকং সমাধিনা ।
স্বপ্নে মম সমায়াতা ভক্তিভাবেন তোষিতা ॥ ৫২ ॥
মামাহামৃতয়া বাচা কিং সুপ্তাসীতি চণ্ডিকা ।
উত্তিষ্ঠ যাহি তরসা গঙ্গাতীরং মনোহরম্ ॥ ৫৩ ॥

(যেতি। নিরাশ্রয়া অন্যৎ কিমপ্যাশ্রয়মকুর্ব্বত্যেব কস্যাপি সাহায্যমগৃহীত্বৈবেত্যর্থঃ। নিজয়া শক্ত্যেতি ভাবঃ ॥ ৫০ ॥
ধ্যাত্বেতি। মন্ত্রজাপ্যপরা মন্ত্রজপনশীলেত্যর্থঃ ॥ ৫১—৫২ ॥
মামিতি। তরসা বেগেনেত্যর্থঃ ॥ ৫৩—৫৪ ॥)

যশোবতী বলিল, রাজন্! আমি বাল্যকালে এক সিদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট বীজ ও ধ্যানের সহিত ভগবতীর মন্ত্রলাভ করিয়াছি, সেই স্থানে অবস্থিত হইয়া মনে মনে বিচার করিলাম যে, এক্ষণে আমি সর্ব্বদাই সেই চণ্ডবিক্রমা সদ্যো-মনোরথপ্রদায়িনী চণ্ডিকার আরাধনা করিব ॥ ৪৭—৪৮ ॥ ভক্তের প্রতি অনুকম্পাবতী সেই সর্ব্বার্থসাধিনী শক্তির আরাধনা করিলে অবশ্যই তিনি আমার প্রিয়সখীর বন্ধন মোচন করিবেন ॥ ৪৯ ॥ সেই দেবী ভগবতী স্বরূপতঃ নিরাকারা হইয়াও এবং কাহারও আশ্রয় গ্রহণ না করিয়াও কেবল নিজশক্তি দ্বারাই এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও পালন এবং কল্পান্তকালে সংহার করিয়া থাকেন ॥ ৫০ ॥ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই কল্যাণরূপিণী সুরক্তবসনা ও লোহিতলোচনা বিশ্বেশ্বরী দেবীর ধ্যান এবং মনে মনে তাঁহার রূপ স্মরণ করিয়া মন্ত্র জপ করিতে লাগিলাম ॥ ৫১ ॥ আমি একমাস মাত্র সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক দেবীর উপাসনা করিলে চণ্ডিকাদেবী আমার ভক্তিভাবে স্বপ্নযোগে আবির্ভূত হইয়া অমৃতময় বাক্যে আমাকে কহিলেন, তুমি নিদ্রিত

আগমিষ্যতি তত্রাসৌ হৈহয়ো নৃপপুঙ্গবঃ।
একবীরো মহাবাহুঃ সর্ব্বশত্রুবিমর্দ্দনঃ॥ ৫৪॥
দত্তাত্রেয়েণ মন্মন্ত্রো মহাবিদ্যাভিধঃ পরঃ।
দত্তোঽস্মৈ সোঽপি সততং মামুপাস্তেঽতিভক্তিতঃ॥ ৫৫॥
ময্যাসক্তমতির্নিত্যং মম পূজাপরায়ণঃ।
মামেব সর্ব্বভূতেষু ধ্যায়ন্নাস্তে চ মৎপরঃ॥ ৫৬॥
স তে দুঃখবিনাশং বৈ করিষ্যতি মহামতিঃ।
মাসুতো বিহরংস্তত্র তব ত্রাতা ভবিষ্যতি॥ ৫৭॥
হত্বা তং রাক্ষসং ঘোরং মোচয়িষ্যতি মানিনীম্।
একাবলীমেকবীরঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ॥ ৫৮॥
পশ্চাৎ স বৈ পতিঃ কার্য্যস্ত্বয়া রাজসুতঃ শুভঃ।
ইত্যুক্ত্বান্তর্দ্দধে দেবী প্রবুদ্ধাহং তদৈব হি॥ ৫৯॥
কথিতং স্বপ্নবৃত্তান্তং দেব্যাশ্চারাধনং তথা।
প্রসন্নবদনা জাতা শ্রুত্বা সা কমলেক্ষণা॥ ৬০॥

মহাবিদ্যাভিধঃ শ্রীবিদ্যামন্ত্র ইত্যর্থঃ॥ ৫৫—৫৬॥
মামেব সর্ব্বভূতেষ্বিতি। সর্ব্বং মদাত্মকং পশ্যতীত্যর্থঃ॥ ৫৭॥
মাসুতো লক্ষ্মীসুত ইত্যর্থঃ॥ ৫৮—৬২॥

রহিয়াছ, উঠ সত্বর সেই মনোহর গঙ্গাতীরে গমন কর॥৫২-৫৩॥ সেই শত্রুনিসূদন মহাবাহু একবীর নৃপতিশ্রেষ্ঠ হৈহয় সেই স্থানে আগমন করিবেন॥৫৪॥ মহামুনীশ্বর দত্তাত্রেয় তাঁহাকে মহাবিদ্যা নামক মদীয় মন্ত্র প্রদান করিয়াছেন, রাজাও সেই মন্ত্র দ্বারা সততই ভক্তিভাবে আমার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন॥ ৫৫॥ তাঁহার মন আমাতেই নিত্য আসক্ত এবং নিয়ত আমারই পূজায় নিরত থাকে। অধিক কি, সেই রাজা মৎপরায়ণ হইয়া সর্ব্ব জীবের অন্তর্যামিরূপে আমাকেই ধ্যান করিয়া থাকেন॥ ৫৬॥ সেই মহাবুদ্ধি রমাপুত্র গঙ্গাতটে বিহারার্থ আগমন করিয়া তোমাদের দুঃখ বিনাশ করিবেন। সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ রাজা একবীর ঘোর সমরে রাক্ষসগণকে নিধন করিয়া একাবলীর উদ্ধার সাধন করিবেন॥৫৭-৫৮॥ অবশেষে তিনি আমাকে বলিয়া দিলেন যে, তদনন্তর সেই সর্ব্বসুলক্ষণ সম্পন্ন সুশোভন রাজপুত্রকে পতিত্বে বরণ করা তোমার একান্ত কর্ত্তব্য, এই বলিয়া তিনি অন্তর্ধান করিলেন আমিও তৎক্ষণাৎ জাগিয়া উঠিলাম॥ ৫৯॥ তদনন্তর, কমলনয়না প্রিয়সখীকে সেই স্বপ্ন বৃত্তান্ত এবং দেবীর আরাধনার বিষয় নিবেদন করিলাম; শুনিয়া তাঁহার বদনকমল প্রফুল্লিত হইয়া উঠিল। সেই শুচিস্মিতা একাবলী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া

বিশেষেণ চ সন্তুষ্টা মামুবাচ শুচিস্মিতা।
গচ্ছ তত্র ত্বরাযুক্তা কুরু কার্য্যং মম প্রিয়ে ! ॥ ৬১ ॥
সত্যবাক্যা ভগবতী সা বাং মোক্ষং বিধাস্যতি ॥ ৬২ ॥
ইত্যাজ্ঞপ্তা তয়া চাহং সখ্যা বৈ প্রেমযুক্তয়া।
মত্বাপসরণং যুক্তং তস্মাৎ স্থানাত্তদা নৃপ ! ॥ ৬৩ ॥
চলিতাহং ততঃ শীঘ্রং মহাদেবীপ্রসাদতঃ।
মার্গজ্ঞানং শীঘ্রগতির্ময়া প্রাপ্তা নৃপাত্মজ ! ॥ ৬৪ ॥
ইত্যেতৎ কথিতং সর্ব্বং কারণং মম দুঃখজম্।
কস্ত্বং কস্য সুতশ্চেতি বদ বীর ! যথা তথা ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে যশোবত্যা হৈহয়ায় একাবলীসংবাদবর্ণনং নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

তস্মাজ্জায়মানাৎ স্বপ্নাদপসরণং গমনং যুক্তমিতি মত্বেত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥
মহাদেবীপ্রসাদতো মার্গজ্ঞানং শীঘ্রগতিশ্চ ময়া প্রাপ্তেত্যন্বয়ঃ ॥ ৬৪ ॥
কস্ত্বং কস্যেতি। যদ্যপি হৈহয়ো নাম রাজাহং নান্যোঽস্তি পৃথিবীপতিরিত্যনেন রাজবাক্যেন সন্দেহস্য নিবৃত্তত্বাৎ কস্ত্বমিতিপ্রশ্নো ন যুক্তস্তথাপি একাবলীলোভার্থমিদং রাজ্ঞোক্তং বা মুখ্যত্বেন স রাজায়মেবাস্তীতি তদ্বশাদুক্তমিতি সন্দেহাবিষ্টা যশোবতী পুনঃ পৃচ্ছতি কস্ত্বং কস্যেতি। যথা তথা সত্যং বদেত্যর্থঃ ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

আমাকে বিশেষ করিয়া বলিলেন, প্রিয়সখি ! কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত তুমি অবিলম্বে গমন কর ॥৬০—৬১॥ সেই সত্যভাষিণী ভগবতী অম্বিকাদেবী আমাদিগকে বন্ধন হইতে মোচন করিবেন। রাজন্ ! আমার সেই প্রণয়িনী প্রিয়সখী আমাকে এইরূপ আদেশ করিলে পর সেই স্বপ্নহেতু আমি ঐ স্থান হইতে নির্গমন করা উচিত বিবেচনায় সত্বর নিষ্ক্রান্ত হইলাম। নৃপনন্দন ! মহাদেবীর প্রসাদে আমি পথজ্ঞান ও দ্রুতগতি প্রাপ্ত হইলাম ॥ ৬২—৬৪ ॥ এই আমি আপনার নিকট নিজ দুঃখের কারণ বর্ণন করিলাম, হে বীর ! আপনি কে? কাহার পুত্র ? তাহা আপনি আমাকে সত্য করিয়া বলুন ॥ ৬৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে হৈহয়ের নিকট একাবলীর হরণবৃত্তান্ত বর্ণন নামক দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

তস্যাস্তু বচনং শ্রুত্বা রম্ভাপুত্ত্রঃ প্রতাপবান্।
প্রফুল্লবদনাম্ভোজস্তামুবাচ বিশাম্পতে!॥ ১॥

রাজোবাচ।

রম্ভোরু! যত্ত্বয়া পৃষ্টো বৃত্তান্তো বিশদাক্ষরঃ।
হৈহয়োঽহং চৈকবীরনাম্না সিন্ধুসুতাসুতঃ॥ ২॥
মনো মে যত্ত্বয়া নূনং পরতন্ত্রং কৃতং কিল।
কিং করোমি ক গচ্ছামি বিরহেণাতিপীড়িতঃ॥ ৩॥
প্রথমং রূপমাখ্যাতং সর্ব্বলোকাতিগং ত্বয়া।
তেন মে বিহ্বলং জাতং কামবাণাহতং মনঃ॥ ৪॥
ততস্ত্বয়া* গুণাঃ প্রোক্তাস্তৈস্তু চিত্তং হৃতং পুনঃ।
যত্ত্বয়োক্তং পুনর্বাক্যং তেন মে বিস্ময়োঽভবৎ॥ ৫॥

অদ্ধাধিকৈশ্চ বট্‌ষষ্টিশ্লোকৈর্হৈহয়ভূভৃতা।
কালকেতোর্মহাযুদ্ধং জাতমিত্যেতদুচ্যতে॥

যশোবতী বাক্যং শ্রুত্বা রাজোবাচেত্যাহ তস্যাস্থিতি॥ ১॥
ত্বয়া যঃ পৃষ্টো বৃত্তান্তো মদ্বিষয়কস্তং শৃণ্বিতি শেষঃ॥ ২—৫॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! সেই প্রতাপান্বিত কমলাপুত্ত্র হৈহয় যশোবতীর সেই বাক্য শ্রবণে প্রফুল্লিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন॥ ১॥ রম্ভোরু! তুমি যে সুললিত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে তাহা আমি কহিতেছি শ্রবণ কর। আমি সিন্ধুসুতা লক্ষ্মীর তনয় হৈহয়, আমি অবনীতলে একবীর নামে বিখ্যাত হইয়াছি॥ ২॥ এক্ষণে তুমি আমার মন পরাধীন করিয়া দিলে, আমি তোমার প্রিয়সখীর বিরহে অতিশয় পীড়িত হইয়া এক্ষণে কি করিব? কোথায় যাইব?॥ ৩॥ তুমি প্রথমে তাঁহার অলৌকিক রূপ বর্ণন করিয়াছ তাহাতেই আমার মন মন্মথশরে আহত হইয়া বিহ্বল হইয়াছে॥ ৪॥ তদনন্তর আবার তুমি তাঁহার গুণ বর্ণনা করিলে তাহাতে আমার মন একেবারে বিমোহিত হইয়াছে। অনন্তর, যখন তুমি পুনর্ব্বার রাক্ষস সন্নিধানে কথিত তাঁহার বাক্য আমার নিকট কীর্ত্তন

---

* তস্যাঃ। ইতি বা পাঠঃ।

একাবল্যা বচঃ প্রোক্তং দানবাগ্রে ময়া বৃতঃ।
হৈহয়স্তং বিনা নান্যং বৃণোমীতি বিনিশ্চয়ঃ ॥ ৬ ॥
তেন বাক্যেন তন্বঙ্গি! ভৃত্যোঽহমধুনা কৃতঃ।
ত্বয়া তস্যাঃ সুকেশান্তে ব্রূহি কিং করবাণি বাম্ ॥ ৭ ॥
স্থানং তস্য ন জানামি রাক্ষসস্য দুরাত্মনঃ।
গতির্মে নাস্তি গমনে পুরে তস্মিন্ সুলোচনে! ॥ ৮॥
বদ মাং ত্বং বিশালাক্ষি! তত্র প্রাপয়িতুং ক্ষমা।
প্রাপয়াশু সখী তে সা যত্র তিষ্ঠতি সুন্দরী ॥ ৯ ॥
হত্বা তং রাক্ষসং ক্রূরং মোচয়িষ্যামি সাম্প্রতম্।
বিবশাং শোকসন্তপ্তাং রাজপুত্রীং তব প্রিয়াম্ ॥ ১০ ॥
বিমুক্তদুঃখাং কৃত্বাশু প্রাপয়িষ্যামি তে পুরম্।
পিত্রে চাস্যাঃ প্রদাস্যামি কন্যামেকাবলীমহম্ ॥ ১১ ॥
পশ্চাদ্বিবাহং কর্ত্তাসৌ রাজা পুত্র্যাঃ পরন্তপঃ।
এবং তে মনসঃ কামো মম চাপি প্রিয়ংবদে! ॥ ১২ ॥

কিং তদ্বাক্যং তদাহ একাবল্যা বচ ইতি। ময়া হৈহয়ো বৃতস্তং হৈহয়ং বিনান্যং ন বৃণোমীতি নিশ্চয় ইতি দানবাগ্রে বচ একাবল্যা প্রোক্তমিত্যন্বয়ঃ ॥ ৬ ॥
তেন বাক্যেনেতি। শ্রাবিতেনেতি শেষঃ। বাং যুবয়োঃ ॥ ৭—৮ ॥
বদ মামিতি। উপায়মিতি শেষঃ। প্রাপয়িতুং ক্ষমেতি যতস্তস্মাৎ স্থলাত্বমাগতাসি ততস্তদুপায়াভিজ্ঞাসীত্যর্থঃ ॥ ৯—১৩ ॥

করিলে, তখন আমার মানসে অতিশয় বিস্ময়ের আবির্ভাব হইল ॥ ৫ ॥ তোমার প্রিয়সখী একাবলী দুষ্ট দানবের সম্মুখে বলিয়াছিলেন যে, "আমি অগ্রে হৈহয়রাজকে বরণ করিয়াছি, তিনি ভিন্ন অন্য কাহাকেও বরণ করিব না ইহাই আমার স্থির নিশ্চয়।" সুন্দরি! তুমি আমার নিকট এই বাক্য বলিয়া এক্ষণে আমাকে তাঁহার ভৃত্য করিয়া দিলে। সুকেশি! এক্ষণে আমি তোমাদের কি কার্য্য সাধন করিব তাহা তুমি আমার নিকট বল ॥ ৬—৭ ॥ আমি সেই দুরাত্মা রাক্ষসের বসতি স্থান অবগত নহি, আমি কখনও তাহার পুরীমধ্যে গমন করি নাই, সুলোচনে! তুমি আমাকে সেই স্থানে যাইবার উপায় বলিয়া দাও; কারণ, তুমিই আমাকে সেই স্থানে লইয়া যাইতে সমর্থ হইবে। অতএব যেখানে তোমার সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সখী অবস্থিতি করিতেছেন তুমি শীঘ্র সেই স্থানে আমাকে লইয়া চল ॥৮—৯॥ তোমার প্রিয়সখী রাজনন্দিনী অত্যন্ত শোকসন্তপ্তা হইয়াছেন আমি সেই ক্রূরাচার রাক্ষসকে নিহত করিয়া শীঘ্রই তাঁহাকে বিমুক্ত করিব সন্দেহ নাই ॥ ১০ ॥ কল্যাণি! আমি তোমার প্রিয়সখীকে মুক্ত করিয়া তোমাদের নগরীতে লইয়া যাইব এবং তাঁহাকে তাঁহার পিতার

ভবিষ্যতি সসম্পূর্ণঃ সাধনেন তবাধুনা।
দর্শয়াশু পুরং তস্য পশ্য মে ত্বং পরাক্রমম্ ॥ ১৩ ॥
যথা হন্মি দুরাচারং পরদারাপহারকম্।
তথা কুরু প্রিয়ং কর্ত্তুং শক্তাসি বরবর্ণিনি ! ।
মার্গং দর্শয় তস্যাদ্য পুরস্য দুর্গমস্য চ ॥ ১৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

তন্নিশম্য প্রিয়ং বাক্যং মুদিতা চ যশোবতী।
তমুবাচ রমাপুত্রং গমনোপায়মাদরাৎ ॥ ১৫ ॥
মন্ত্রং গৃহাণ রাজেন্দ্র ! ভগবত্যাস্তু সিদ্ধিদম্।
দর্শয়িষ্যামি তস্যাদ্য পুরং রাক্ষসপালিতম্ ॥ ১৬ ॥
সজ্জো ভব মহাভাগ ! গমনায় ময়া সহ।
সৈন্যেন মহতা যুক্তস্তত্র যুদ্ধং ভবিষ্যতি ॥ ১৭ ॥
কালকেতুর্মহাবীরো রাক্ষসৈর্বলিভির্বৃতঃ।
তস্মান্মন্ত্রং গৃহীত্বা ত্বং ব্রজ তত্র ময়া সহ ॥ ১৮ ॥

যথা হন্মি হনিষ্যামি তথা কুর্ব্বিত্যর্থঃ। ইত্যেতৎ প্রিয়ং কর্ত্তুং ত্বং শক্তাসি তব দেবী-ভক্তিযুক্তত্বাৎ ॥ ১৪—১৯ ॥

করে সমর্পণ করিব ॥১১॥ তদনন্তর ঐ শত্রুনাশন রাজা আপনার কন্যার বিবাহকার্য্য সম্পাদন করিবেন, বোধ করি ইহাই তোমার মনের অভিলাষ, প্রিয়ংবদে! আমারও সেইরূপ বাসনা জানিবে ॥ ১২ ॥ বরবর্ণিনি ! এক্ষণে তোমার উদ্যমের দ্বারাই সেই মনোরথ সম্পূর্ণ হইবে, তুমি সত্বর আমাকে তাহার পুরী দেখাইয়া আমার পরাক্রম দর্শন কর ॥ ১৩ ॥ চন্দ্রাননে ! তুমি আমার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে ; যাহাতে আমি সেই দুরাচার পরদারাপহারক রাক্ষসকে বিনাশ করিতে সমর্থ হই তুমি সেইরূপ কার্য্য-বিধান কর। এক্ষণে তুমি সেই রাক্ষসের দুর্গম পুরীর পথ দেখাইয়া দাও ॥ ১৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! যশোবতী রাজপুত্রের সেই প্রিয়বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল এবং আদরপূর্ব্বক সেই কমলাপুত্র হৈহয়রাজকে রাক্ষসপুরে গমন করিবার উপায় বলিতে আরম্ভ করিল ॥ ১৫ ॥ রাজেন্দ্র ! আপনি ভগবতীর সিদ্ধিপ্রদ মন্ত্র গ্রহণ করুন, তাহা হইলে অদ্য আমি আপনাকে তাহার সেই রাক্ষস-রক্ষিত পুরী দেখাইয়া দিব ॥ ১৬ ॥ রাজন্ ! আমার সহিত গমন করিবার নিমিত্ত আপনি আপনার মহতী সেনা সমভিব্যাহারে সুসজ্জিত হউন ; কারণ, সেই স্থানে যাইলেই আপনাকে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে ॥ ১৭ ॥ কালকেতু স্বয়ং মহাবীর এবং বলবিক্রমশালী রাক্ষসগণে

দর্শয়িষ্যামি তে মার্গং পুরস্তাস্য দুরাত্মনঃ ।
হত্বা তং পাপকর্ম্মাণং মোচয়াশু সখীং মম ॥ ১৯ ॥
শ্রুত্বা তদ্বচনং বীরো মন্ত্রং জগ্রাহ সত্বরঃ ।
দত্তাত্রেয়াদ্দৈবযোগাৎ প্রাপ্তাজ্‌জ্ঞানিবরাচ্ছুভাৎ ॥ ২০ ॥
যোগেশ্বরীমহামন্ত্রং ত্রিলোকীতিলকাভিধম্ ।
তেন সর্ব্বজ্ঞতা জাতা সর্ব্বাস্তশ্চারিতা তথা ॥ ২১ ॥
তয়া সহ জগামাশু পুরং তস্য সুদুর্গমম্ ।
রক্ষিতং রাক্ষসৈর্ঘোরৈঃ পাতালমিব পন্নগৈঃ ॥ ২২ ॥
যশোবত্যা চ সৈন্যেন মহতা সংযুতো নৃপঃ ॥ ২৩ ॥
তমায়ান্তং সমালোক্য দূতাস্তস্য ভয়াতুরাঃ।
ক্রোশন্তোঽভিযযুঃ পার্শ্বং কালকেতোস্তরস্বিনঃ ॥ ২৪ ॥
তমূচুঃ সহসা গত্বা রাক্ষসং কামমোহিতম্ ।
একাবলীসমীপস্থং কুর্ব্বন্তং বিনয়ান্ বহূন্ ॥ ২৫ ॥

দত্তাত্রেয়াদ্দৈবযোগাৎ প্রাপ্তাদিতি। দৈবযোগাৎ কাকতালীয়ন্যায়েন প্রাপ্তাদিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

যোগেশ্বরীমহামন্ত্রমিতি। ত্রিলোক্যাস্তিলকবদ্ভূষণভূতত্বাত্ত্রিলোকীতিলক ইত্যভিধা যস্য সঃ। তথাবিধং মন্ত্রং হ্রীং গৌরিরুদ্রদয়িতে যোগেশ্বরি হুং ফট্ স্বাহেত্যেতদ্রূপং যোগেশ্বরীমন্ত্রং জগ্রাহেত্যর্থঃ। অয়ং মন্ত্রো গৌরীতন্ত্রাদিষু প্রসিদ্ধঃ। ন্যাসাদিকং শারদাতিলকটীকায়ামুক্তং নবমপটলে ঘটার্গলযন্ত্রবিধানে। সর্ব্বাস্তশ্চারিতেতি। তেন মন্ত্রপ্রভাবেন পৃথিব্যাদিভূতভেদনশক্তিশ্চ জাতেত্যর্থঃ ॥ ২১-২৬ ॥

পরিবৃত, অতএব আপনি ভগবতীর মন্ত্রগ্রহণপূর্ব্বক আমার সহিত গমন করুন ॥ ১৮ ॥ আমি আপনাকে সেই দুরাত্মার পুরমার্গ দেখাইয়া দিব, আপনি সেই পাপাচারী রাক্ষসাধমকে নিহত করিয়া আমার প্রিয়সখীর উদ্ধার সাধন করুন ॥ ১৯ ॥ হৈহয় একবীর যশোবতীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রাণিগণের হিতকর জ্ঞানিপ্রবর দৈবযোগে সমাগত মহর্ষি দত্তাত্রেয়ের নিকট হইতে ত্রিলোকীতিলক নামক যোগেশ্বরীর মহামন্ত্র গ্রহণ করিলেন। তখন নৃপবর সেই মন্ত্রপ্রভাবে সকল বিষয় জানিবার এবং অপ্রতিহত প্রভাবে সর্ব্বত্র গমন করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন ॥ ২০—২১॥ অনন্তর হৈহয়রাজ যশোবতীর সহিত মহতী সেনাসমূহে পরিবৃত হইয়া পন্নগগণে পরিবেষ্টিত পাতালপুরীর ন্যায় ঘোরতর রাক্ষস সৈন্যে পরিরক্ষিত সেই রাক্ষসের দুর্গম পুরীতে সত্বর গমন করিলেন ॥২২ ২৩॥ তখন রাক্ষসরাজের দূতগণ রাজাকে আগমন করিতে দেখিয়া ভয়াতুর হইল এবং চীৎকার করিতে করিতে ক্ষিপ্রকারী কালকেতুর নিকট গমন করিল ॥ ২৪ ॥ কালকেতু কামশরে বিমোহিত হইয়া একাবলীর

দূতা ঊচুঃ।

রাজন্! যশোবতী নারী কামিন্যাঃ সহচারিণী।
আয়াতি সহ সৈন্যেন রাজপুত্রেণ সংযুতা ॥ ২৬ ॥
জয়ন্তো বা মহারাজ! কার্ত্তিকেয়োঽথ বা নু কিম্।
আগচ্ছতি বলোন্মত্তো বাহিনীসহিতঃ কিল ॥ ২৭ ॥
সংযত্তো ভব রাজেন্দ্র! সংগ্রামঃ সমুপস্থিতঃ।
দেবপুত্রেণ যুধ্যস্ব ত্যজ বা কমলেক্ষণাম্ ॥ ২৮ ॥
ইতো দূরেঽস্তি সৈন্যং তদ্‌যোজনত্রয়মাত্রতঃ।
সজ্জো ভব মহীপাল! দুন্দুভিং ঘোষয়াশু বৈ ॥ ২৯ ॥

ব্যাস উবাচ।

তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা রাক্ষসঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
রাক্ষসান্ প্রেরয়ামাস সায়ুধান্ সবলান্ বহূন্।
গচ্ছধ্বং রাক্ষসাঃ সর্ব্বে সম্মুখাঃ শস্ত্রপাণয়ঃ ॥ ৩০ ॥
তানাজ্ঞাপ্য কালকেতুঃ পপ্রচ্ছ প্রণয়ান্বিতঃ।
একাবলীং সমীপস্থাং বিবশাং ভৃশদুঃখিতাম্ ॥ ৩১ ॥

জয়ন্তো বেতি। ইন্দ্রপুত্র ইত্যর্থঃ ॥ ২৭—৩২ ॥

সমীপে উপবেশন পূর্ব্বক বহুবিধ বিনয় বাক্য বলিতেছিল, দূতগণ সেই সময়ে সহসা গমন করিয়া তাহাকে বলিল, রাজন্! এই কামিনীর সহচারিণী যশোবতী এক জন সসৈন্য রাজকুমারের সহিত এই স্থানে আগমন করিতেছেন ॥ ২৫—২৬ ॥ মহারাজ! সেই রাজপুত্র ইন্দ্রকুমার জয়ন্তই হউন অথবা কার্ত্তিকেয়ই হউন তাহা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিতেছি না। যাহাহউক তিনি স্বীয় বাহিনীর সহিত বলোন্মত্ত হইয়া আগমন করিতেছেন ॥ ২৭ ॥ রাজেন্দ্র! সংগ্রাম উপস্থিত, এখন আপনি সম্যক্ রূপে যত্নবান্ হইয়া দেবপুত্রের সহিত যুদ্ধ করুন অথবা এই কমলেক্ষণা কামিনীরে পরিত্যাগ করুন ॥ ২৮ ॥ রাজন্! এই স্থান হইতে তিন যোজনমাত্র দূরে সৈন্যসমূহ অবস্থিতি করিতেছে, এই সময় আপনি সজ্জিত হউন, সত্বর দুন্দুভি ঘোষ দ্বারা যুদ্ধ ঘোষণা করুন ॥ ২৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! দূতগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষসরাজ কালকেতু ক্রোধমূর্চ্ছিত হইয়া বহুতর বলবান্ শস্ত্রধারী রাক্ষসকে প্রেরণ করিল এবং তাহাদিগকে কহিল; রাক্ষসগণ! তোমরা শস্ত্রপাণি হইয়া সত্বর তাহাদের সম্মুখীন হও ॥৩০॥ কালকেতু তাহাদিগকে এইরূপ আজ্ঞা করিয়া সমীপস্থিত অত্যন্ত দুঃখিত একাবলীকে প্রণয় বচনে

কোঽয়মায়াতি তন্বঙ্গি! পিতা তে বাপরঃ পুমান্।
ত্বদর্থে সৈন্যসংযুক্তো ব্রূহি সত্যং কৃশোদরি! ॥ ৩২ ॥
পিতা তে যদি সম্প্রাপ্তো নেতুং ত্বাং বিরহাতুরঃ।
জ্ঞাত্বা তে পিতরং সম্যক্ সংগ্রামং ন করোম্যহম্ ॥ ৩৩ ॥
আনয়িত্বা গৃহে পূজাং রত্নৈর্ব্বস্ত্রৈর্হয়ৈঃ শুভৈঃ।
করোমি তস্য চাতিথ্যং গৃহে প্রাপ্তস্য সর্ব্বথা ॥ ৩৪ ॥
অন্যশ্চেদ্ যদি সম্প্রাপ্তস্তং হন্মি নিশিতৈঃ শরৈঃ।
আনীতঃ কিল কালেন মরণায় মহাত্মনা ॥ ৩৫ ॥
তস্মাদ্বদ বিশালাক্ষি! কোঽয়মায়াতি মন্দধীঃ।
অজ্ঞাত্বা মাং দুরাধর্ষং কালরূপং মহাবলম্ ॥ ৩৬ ॥

একাবল্যুবাচ।

ন জানেঽহং মহাভাগ! কোঽয়মায়াতি সত্বরঃ।
ন মেঽস্তি বিদিতঃ কোঽপি স্থিতায়াস্তব বন্ধনে ॥ ৩৭ ॥

(একাবলীং প্রতি প্রেয়স্ত্বং প্রকটয়তি পিতা তে যদীত্যাদিনা ॥ ৩৩—৩৪ ॥
ইদানীং স্বস্য দুর্দ্ধর্ষত্বং বিবৃণোতি। অন্যশ্চেদিত্যাদিনা ॥ ৩৫—৩৬ ॥
অজ্ঞানে কারণমাহ স্থিতায়াস্তবেতি ॥ ৩৭—৩৮ ॥)

জিজ্ঞাসা করিল ॥৩১॥ কৃশোদরি! এ কে আসিতেছে? তোমার পিতা অথবা অন্য কোনও পুরুষ তোমার মুক্তির নিমিত্ত সৈন্যগণের সহিত আগমন করিতেছে, তাহা তুমি সত্য করিয়া আমার নিকট বল ॥ ৩২ ॥ যদি তোমার বিরহে কাতর হইয়া তোমাকে লইবার নিমিত্ত তোমার পিতা আসিয়া থাকেন আর তাহা যদি আমি সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারি, তবে আমি তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব না বরং তাঁহাকে গৃহে আনয়ন করিয়া উত্তম উত্তম অশ্ব, রত্ন ও বস্ত্রাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিব; ফলতঃ গৃহে আগত হইলে যথাবিধি তাঁহার আতিথ্য সৎকার করিব ॥ ৩৩—৩৪ ॥ আর যদি অন্য কোনও ব্যক্তি আসিয়া থাকে, তবে শাণিত শরনিকর দ্বারা তাহার প্রাণ সংহার করিব তাহাতে সন্দেহ নাই। তুমি নিশ্চয় জানিও অন্য যে কেহ তোমার উদ্ধার নিমিত্ত আগমন করিতেছে, তাহার মরণের নিমিত্ত সর্ব্বসংহারক কাল তাহাকে আমার নিকট আনিয়া উপস্থিত করিতেছেন ॥ ৩৫ ॥ অতএব, হে বিশালাক্ষি! আমাকে মহাবল ও দুর্দ্ধর্ষ কালরূপ জানিতে না পারিয়া কোন্ মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি আগমন করিতেছে তাহা তুমি আমাকে বল ॥ ৩৬ ॥

একাবলী বলিল, মহাভাগ! এ কোন্ ব্যক্তি দ্রুতবেগে এখানে আগমন করিতেছে তাহা আমি জানি না; মহারাজ! আমি আপনার বন্ধনমধ্যে থাকিয়া তাহা কিরূপে বিদিত

নায়ং পিতা মে ন ভ্রাতা কোঽপ্যন্যোঽস্তি মহাবলঃ।
কিমর্থমিহ চায়াতি নাহং বেদ বিনিশ্চয়ম্ ॥ ৩৮ ॥

দৈত্য উবাচ।

এবং বদন্ত্যমী দূতা বয়স্যা তে যশোবতী।
সমানীয় চ তং বীরমাগতেতি কৃতোদ্যমা ॥ ৩৯ ॥
ক্ব গতা সা সখী কান্তে! বিদগ্ধা কার্য্যনিশ্চয়ে।
নান্যঃ কোঽপি মমারাতির্যো মে প্রতিবলো ভবেৎ ॥ ৪০ ॥

ব্যাস উবাচ।

এতস্মিন্নন্তরে দূতাস্তত্রান্যে বৈ সমাগতাঃ।
তে হোচুস্ত্বরিতা ভীতাঃ কালকেতুং গৃহে স্থিতম্ ॥ ৪১ ॥
কিং স্বস্থোঽসি মহারাজ! সমীপে সৈন্যমাগতম্।
নির্গচ্ছ নগরাত্তূর্ণং সৈন্যেন মহতাবৃতঃ ॥ ৪২ ॥
ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা কালকেতুর্মহাবলঃ।
রথমারুহ্য ত্বরিতো নির্যযৌ স্বপুরাদ্বহিঃ ॥ ৪৩ ॥

এবং বদন্ত্যমীতি। তে যশোবতী বয়স্যা সখী তং বীরং সমানীয় কৃতোদ্যমাস্তে তিষ্ঠতীত্যেবমমী দূতা বদন্তীত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৯ ॥

তথা চ সা সখী ত্বয়ৈব প্রেষিতা স্যাৎ সা ক্ব ত্বয়া প্রেষিতেতি বদেত্যাহ ক্ব গতেতি। ত্বৎকৃত এবায়ং শত্রুরস্তি নান্য ইত্যাহ নান্য ইতি ॥ ৪০—৪৯ ॥

হইতে পারিব? ॥ ৩৭ ॥ তবে এ ব্যক্তি আমার পিতা অথবা আমার ভ্রাতা নহে অন্য কোনও মহাবল ব্যক্তি হইবেন তিনি কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিতেছেন তাহা আমি নিশ্চিত রূপে অবগত নহি ॥ ৩৮ ॥

দৈত্য বলিল, আমারই দূতগণ এইরূপ বলিতেছে যে, তোমার বয়স্যা যশোবতী সেই বীরকে সঙ্গে লইয়া অতিশয় উদ্যমের সহিত এই স্থানে আগমন করিতেছেন ॥ ৩৯ ॥ সুদক্ষ কার্য্যনিপুণ তোমার সেই প্রিয়সখী এক্ষণে কোথায় গিয়াছে? কমলনয়নে! আমার প্রতিপক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় এই ত্রিভুবন মধ্যে আমার এরূপ শত্রু কেহই নাই ॥ ৪০ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! এই সময়ে অন্য অন্য দূতগণ ভীত ও ত্বরান্বিত হইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল এবং গৃহাবস্থিত কালকেতুকে কহিতে লাগিল, মহারাজ! নগর সমীপে সৈন্যসমূহ সমাগত হইয়াছে আপনি এখনও কি জন্য নিশ্চিন্ত ও সুস্থির হইয়া গৃহে বসিয়া রহিয়াছেন? সত্বর মহতী সেনা সঙ্গে লইয়া নগরী হইতে নির্গত হউন ॥ ৪১—৪২ ॥ তখন

একবীরোঽপি সহসা হয়ারূঢ়ঃ প্রতাপবান্ ।
আগতস্তত্র কামিন্যা বিরহেণ সমাকুলঃ ॥ ৪৪ ॥
যুদ্ধং তয়োরভূত্তত্র বৃত্রবাসবয়োরিব ।
শস্ত্রাস্ত্রৈর্ব্বহুধা মুক্তৈরাদীপিতদিগন্তরম্ ॥ ৪৫ ॥
বর্ত্তমানে তদা যুদ্ধে কাতরাণাং ভয়াবহে ।
গদয়া তাড়য়ামাস দৈত্যং সিন্ধুসুতাসুতঃ ॥ ৪৬ ॥
স গতাসুঃ পপাতোর্ব্ব্যাং বজ্রাহত ইবাচলঃ ।
পলায়িত্বা গতাঃ সর্ব্বে রাক্ষসা ভয়পীড়িতাঃ ॥ ৪৭ ॥
যশোবতী ততো গত্বা বেগাদেকাবলীং তদা ।
উবাচ মধুরাং বাণীং বিস্মিতাং মুদিতা ভৃশম্ ॥ ৪৮ ॥
এহ্যালি ! নৃপপুত্রেণ দানবোঽসৌ নিপাতিতঃ ।
একবীরেণ ধীরেণ যুদ্ধং কৃত্বা সুদারুণম্ ॥ ৪৯ ॥
স্কন্ধাবারেঽপ্যসৌ রাজা তিষ্ঠত্যদ্য শ্রমাতুরঃ ।
দর্শনং কাঙ্ক্ষমাণস্তে শ্রুতরূপগুণস্তব ॥ ৫০ ॥

স্কন্ধাবারে গ্রামপ্রান্তভাগে। স্কন্ধাবারঃ পুরান্তঃ স্যাদিতিকোশঃ। স্কন্ধাবারঃ সেনা বা। স্কন্ধাবারস্ত কটক ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ ॥ ৫০ ॥

মহাবল কালকেতু তাহাদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া রথে আরোহণপূর্ব্বক সত্বর নিজ নগরী হইতে বহির্গত হইল ॥ ৪৩॥ এদিকে মনোরমা কামিনীর বিরহ-বিধুর হৈহয় নৃপতিও অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক সহসা সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৪ ॥ তখন সেই স্থানে উভয়ের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল, উভয়েই পরস্পরের উপর সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র শস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তাহাতে দিঙ্‌মণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল ॥ ৪৫ ॥ যখন ভীরু-গণের ভয়ঙ্কর ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল, তখন সিন্ধুজাপুত্র হৈহয় ভয়ঙ্কর গদা দ্বারা দৈত্যরাজকে আঘাত করিলেন ॥৪৬॥ অনন্তর, সেই দৈত্যপতি বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ভূমি-তলে পতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল তখন সমস্ত রাক্ষসগণ ভীত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিল ॥ ৪৭ ॥ তদনন্তর, যশোবতী অত্যন্ত আহ্লাদিত চিত্তে অতিবেগে একাবলীর নিকট গমন করিয়া বিস্ময়ান্বিত প্রিয়সখীকে মধুর বচনে বলিতে আরম্ভ করিল ॥ ৪৮ ॥ সখি ! সখি ! এস ! এস ! নৃপতিপুত্র বীরবর একবীর নিদারুণ যুদ্ধ করিয়া দৈত্যপতিকে নিহত করিয়াছেন ॥ ৪৯ ॥ সেই রাজা এক্ষণে শ্রমাতুর হইয়া সৈন্যমধ্যে অবস্থিতি করিতে-ছেন। তিনি পূর্ব্বে আমার নিকট হইতে তোমার সমস্ত রূপ গুণ শ্রবণ করিয়াছেন এবং

পশ্য তং কুটিলাপাঙ্গি! মনোভবসমং নৃপম্।
কথিতা ত্বং ময়া পূর্ব্বং তস্যাগ্রে জাহ্নবীতটে ॥ ৫১ ॥
পূর্ণানুরাগঃ সংজাতস্তেনাসৌ বিরহাতুরঃ।
বাঞ্ছতি ত্বাং চারুরূপাং দ্রষ্টুং নৃপতিনন্দনঃ ॥ ৫২ ॥
সা তস্যা বচনং শ্রুত্বা গমনায় মনো দধে।
লজ্জমানা ভৃশং ভীত্যা কৌমারপ্রাপ্তয়া তয়া ॥ ৫৩ ॥
কথং তস্য মুখং দ্রক্ষ্যে কুমারী হ্যবশা ভৃশম্।
স মাং গৃহ্লাতি কামার্ত্ত ইতি চিন্তাকুলা সতী ॥ ৫৪ ॥
যশোবত্যা যুতা তত্র নরযানস্থিতা যযৌ।
স্কন্ধাবারেঽতিগলিনা মলিনাম্বরধারিণী ॥ ৫৫ ॥
তামাগতাং বিশালাক্ষীং দৃষ্ট্বা রাজসুতোঽব্রবীৎ।
দর্শনং দেহি তন্বঙ্গি! তৃষিতে নয়নে মম ॥ ৫৬ ॥

কথিতেতি। তস্যাগ্রে ত্বং ময়া কথিতা তেন হেতুনাসৌ ত্বয়ি পূর্ণানুরাগঃ পরিপূর্ণপ্রেমা জাত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৫১—৫২ ॥

কৌমারপ্রাপ্তয়েতি। কৌমারেণ বয়সা প্রাপ্তা যা ভীতিস্তয়া ভীত্যা লজ্জমানেত্যন্বয়ঃ ॥ ৫৩ ॥

কৌমারাৎ কথং ভীত্যুদ্ভবস্তদাহ কথং তস্যেতি। বলাৎকারেণ মাং গ্রহীষ্যতীতি হেতোরিত্যর্থঃ। তদেবাহ স মাং গৃহ্লাতীতি। গ্রহীষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৫৪—৫৭ ॥

তজ্জন্য এক্ষণে তিনি তোমার দর্শন লাভের আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন ॥ ৫০ ॥ অয়ি! কুটিলনয়নে! এক্ষণে তুমি সেই মনোভব তুল্য মহীপালকে অবলোকন করিয়া নয়ন ও মন চরিতার্থ কর। আমি পূর্ব্বে জাহ্নবীতটে তাঁহার নিকট তোমার রূপ গুণাদি বর্ণন করিলে তোমার প্রতি তাঁহার অনুরাগ জন্মিয়াছে, তন্নিমিত্ত এক্ষণে তিনি বিরহাতুর হইয়া তোমার মনোহর রূপ দর্শনে বাসনা করিতেছেন ॥ ৫১—৫২ ॥ একাবলী প্রিয়সখীর বাক্য শ্রবণে তাঁহার নিকট গমন করিবার নিমিত্ত মনে মনে নিশ্চয় করিলেন, কিন্তু কুমারীসুলভ ভয়ে ভীত ও লজ্জিত হইতে লাগিলেন ॥ ৫৩ ॥ তিনি ভাবিলেন, আমি কুমারী, কিরূপে সেই নৃপনন্দনের বদন দর্শন করিব, হয় ত তিনি কামার্ত্ত হইয়া আমাকে ধারণ করিবেন, এইরূপ চিন্তায় আকুল হইয়া সেই মলিনমূর্ত্তি ও মলিনাম্বরধারিণী নৃপনন্দিনী একাবলী যশোবতীর সহিত নরযানে আরোহণ করিয়া স্কন্ধাবারে গমন করিলেন ॥৫৪-৫৫॥ সেই বিশালাক্ষী রাজতনয়াকে আগমন করিতে দেখিয়া রাজপুত্র বলিলেন, সুন্দরি! আমার নয়ন দ্বয় তোমাকে দেখিবার জন্য তৃষিত হইয়াছে, তুমি আমাকে দর্শন দিয়া আমার

কামাতুরঞ্চ তং বীক্ষ্য তাঞ্চ লজ্জাভরাবৃতাম্।
নীতিজ্ঞা শিষ্টমার্গজ্ঞা তমুবাচ যশোবতী ॥ ৫৭ ॥
রাজপুত্র! পিতাপ্যস্যাস্ত্বামেনাং দাতুমিচ্ছতি।
এষাপি ত্বদ্বশা নূনং ভবিতা সঙ্গমস্তব ॥ ৫৮ ॥
কালং প্রতীক্ষ্য রাজেন্দ্র! নয়েনাং পিতুরন্তিকম্।
স বিবাহবিধিং কৃত্বা দাস্যতীতি বিনিশ্চয়ঃ ॥ ৫৯ ॥
স তস্যা বচনং তথ্যং মত্বা সৈন্যসমন্বিতঃ।
সমেতঃ কামিনীভ্যাস্তু যযৌ তৎপিতুরাশ্রমম্ ॥ ৬০ ॥
রাজপুত্রীং তথায়াতাং শ্রুত্বা প্রেমসমন্বিতঃ।
প্রযযৌ সম্মুখস্তূর্ণং সচিবৈঃ পরিবেষ্টিতঃ ॥ ৬১ ॥
বহুভির্দিবসৈর্দৃষ্টা পুত্রী সা মলিনাম্বরা।
যশোবত্যা তু বৃত্তান্তঃ কথিতো বিস্তরাৎ পুনঃ ॥ ৬২ ॥
একবীরং মিলিত্বাসৌ গৃহমানীয় চাদরাৎ।
পুণ্যেঽহ্নি কারয়ামাস বিবাহং বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ৬৩ ॥

ভবিতেতি। বিবাহোত্তরং সঙ্গমো ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৫৮—৬৩ ॥

নয়ন ও মন চরিতার্থ কর ॥ ৫৬ ॥ নৃপতিপুত্রকে কামাতুর এবং রাজকুমারীকে অত্যন্ত লজ্জাতুর দর্শন করিয়া শিষ্টাচারবেদিনী নীতিজ্ঞানসম্পন্না যশোবতী রাজপুত্রকে বলিলেন, নৃপনন্দন! প্রিয়সখীর পিতা ইঁহাকে আপনার করে সম্প্রদান করিবেন বলিয়া বাসনা করিয়াছেন, ইনিও আপনার বশবর্ত্তিনী, অতএব ইঁহার সহিত আপনার সম্মিলন অবশ্যই হইবে। রাজেন্দ্র! আপনি কাল প্রতীক্ষা করুন, ইঁহাকে ইঁহার পিতার নিকটে লইয়া চলুন, তিনিই ইঁহার বিবাহ-বিধি সম্পন্ন করিয়া ইঁহাকে আপনাকে সম্প্রদান করিবেন, ইহা স্থির নিশ্চয় জানিবেন ॥ ৫৭—৫৯ ॥ রাজা তাহার বাক্য যথার্থ ও অবিতথ জানিয়া সৈন্য সমভিব্যাহারে সেই দুইটি কামিনীকে সঙ্গে করিয়া একাবলীর পিতার আলয়ে গমন করিলেন ॥ ৬০ ॥ একাবলীর পিতা নিজপুত্রী আসিতেছে শ্রবণ করিয়া প্রেমে পুলকিত হইলেন এবং সচিবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সত্বর তাহার সম্মুখে গমন করিলেন ॥ ৬১ ॥ রাজা বহু দিবসের পর মলিনবসনা তনয়াকে অবলোকন করিয়া অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলেন; অনন্তর যশোবতী রাজার নিকট সেই সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তার বর্ণন করিল ॥ ৬২ ॥ তখন রাজা সচিবগণের সহিত মিলিত হইয়া আদরপূর্ব্বক একবীরকে গৃহে লইয়া আসিলেন এবং শুভদিনে বিধিপূর্ব্বক তাঁহার সহিত একাবলীর বিবাহ কার্য্য সম্পা-

পারিবর্হং ততো দত্ত্বা সম্পূজ্য বিধিবত্তদা।
পুত্রীং বিসর্জ্জয়ামাস যশোবত্যা সমন্বিতাম্ ॥ ৬৪ ॥
এবং বিবাহে সংবৃত্তে রমাপুত্রো মুদান্বিতঃ।
গৃহং প্রাপ্য বহূন্ ভোগান্ বুভুজে প্রিয়য়া সমম্ ॥ ৬৫ ॥
বভূব তস্যাং পুত্রস্তু কৃতবীর্য্যাভিধঃ কিল।
তৎসুতঃ কার্ত্তবীর্য্যস্তু বংশোঽয়ং কথিতো ময়া ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে হৈহয়কালকেতোর্যুদ্ধবর্ণনং নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

যশোবত্যা সমন্বিতামিতি। তস্মৈ যশোবত্যপি দত্তেত্যর্থঃ ॥ ৬৪—৬৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

দন করিলেন ॥ ৬৩ ॥ তদনন্তর বসন, ভূষণ, রত্ন, অলঙ্কার ও গৃহোপকরণ প্রভৃতি বহুতর সামগ্রীসম্ভার প্রদান এবং বিধিপূর্ব্বক পূজা করিয়া তনয়ারে হৈহয়ের সহিত প্রেরণ করিলেন। রাজমন্ত্রীও নৃপনন্দনের সহিত নিজ নন্দিনী যশোবতীর পরিণয় ক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত পাঠাইয়া দিলেন ॥ ৬৪ ॥ এইরূপে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইলে পর সিন্ধুজাপুত্র অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া গৃহে গমনপূর্ব্বক প্রিয়ার সহিত বিবিধ প্রকার সুখ সম্ভোগে নিরত হইলেন ॥ ৬৫ ॥ অনন্তর, একাবলীর গর্ভে হৈহয়রাজের কৃতবীর্য্য নামক এক পুত্র উৎপন্ন হইল, এই কৃতবীর্য্যের পুত্র কার্ত্তবীর্য্য নামে বিখ্যাত। মহারাজ! এই আমি আপনার নিকট হৈহয়বংশের উৎপত্তি বিবরণ কীর্ত্তন করিলাম ॥ ৬৬ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশ সহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে হৈহয়ের সহিত কালকেতুর যুদ্ধ বর্ণন নামক ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

রাজোবাচ।

ভগবংস্ত্বন্মুখাম্ভোজাচ্চ্যুতং দিব্যকথারসম্।
ন তৃপ্তিমধিগচ্ছামি পিবংস্তু সুধয়া সমম্॥ ১॥
বিচিত্রমিদমাখ্যানং কথিতং ভবতা মম।
হৈহয়ানাং সমুৎপত্তির্বিস্তরাদ্বিস্ময়প্রদা॥ ২॥
পরং কৌতূহলং মেঽত্র যদ্বিষ্ণুঃ কমলাপতিঃ।
দেবদেবো জগন্নাথঃ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারকঃ॥ ৩॥
সোঽপ্যশ্বভাবমাপন্নো ভগবান্ হরিরচ্যুতঃ।
পরতন্ত্রঃ কথং জাতঃ স্বতন্ত্রঃ পুরুষোত্তমঃ॥ ৪॥
এতন্মে সংশয়ং ব্রহ্মন্! ছেত্তুমর্হসি সাম্প্রতম্।
সর্ব্বজ্ঞস্ত্বং মুনিশ্রেষ্ঠ! ব্রূহি বৃত্তান্তমদ্ভুতম্॥ ৫॥

একষষ্টিশ্লোকবর্ষৈর্জ্ঞানিপ্রারব্ধবেগতঃ।
বিক্ষেপশক্তিকার্য্যং তু তিষ্ঠত্যেবেতি চোচ্যতে॥

হৈহয়কথাং শ্রুত্বা সংশয়িতো রাজা পৃচ্ছতি ভগবংস্ত্বন্মুখাম্ভোজাদিত্যাদিনা॥ ১—২॥
কোঽসৌ বিস্ময়স্তমাহ পরং কৌতূহলং মেঽত্রেতি॥ ৩—৫॥

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! আপনার মুখপদ্ম হইতে ক্ষরিত সুধাসদৃশ দিব্যকথারূপ সুমধুর রস পান করিয়া আমার তৃপ্তিলাভ হইতেছে না॥ ১॥ আপনি আমার নিকট হৈহয়বংশের উৎপত্তির বিচিত্র ও বিস্ময়প্রদ উপাখ্যান বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু হে মুনিবর! সেই বিষয়ে আমার হৃদয়ে এক পরম কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে। দেখুন, কমলাপতি ভগবান্ বিষ্ণু, দেবতাগণেরও দেবতা, অখিল জগতের অধিনাথ এবং সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা; তথাপি সেই পুরুষোত্তম ভগবান্ হরিও অশ্বরূপ ধারণ করিলেন। তিনি অচ্যুত ও স্বতন্ত্র হইয়াও কি জন্য পরতন্ত্র হইলেন? আপনি এক্ষণে আমার হৃদয়গত এই সংশয় ছেদন করুন। মুনিবর! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, অতএব এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া আমার কৌতূহল চরিতার্থ করুন॥ ২—৫॥

ব্যাস উবাচ।

শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি সন্দেহস্যাস্য নির্ণয়ম্।
যথা শ্রুতং ময়া পূর্ব্বং নারদাৎ মুনিসত্তমাৎ ॥ ৬ ॥
ব্রহ্মণো মানসঃ পুত্রো নারদো নাম তাপসঃ।
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বগঃ শান্তঃ সর্ব্বলোকপ্রিয়ঃ কবিঃ ॥ ৭ ॥
স চৈকদা মুনিশ্রেষ্ঠো বিচরন্ পৃথিবীমিমাম্।
বাদয়ন্ মহতীং বীণাং স্বরতানসমন্বিতাম্ ॥ ৮ ॥
বৃহদ্রথন্তরাদীনাং সাম্নাং ভেদাননেকশঃ।
গায়ন্ গায়ত্রমমৃতং সংপ্রাপ্তোঽথ মমাশ্রমম্ ॥ ৯ ॥
শম্যাপ্রাসং মহাতীর্থং সরস্বত্যাঃ সুপাবনম্।
নিবাসং মুনিমুখ্যানাং শর্ম্মদং জ্ঞানদং তথা ॥ ১০ ॥

অয়ং ভাবঃ। বিষ্ণ্বাদয়ঃ কিং জ্ঞানিন উতাজ্ঞানিনঃ। যদি জ্ঞানিনস্তদা তেষাং মায়ায়া অবিবেকস্য চ নাশাৎ কথমেতদবিবেকজন্যং হয়রূপধারণাদিকমাচরণম্। অথ যদ্যজ্ঞানিনস্তর্হি সংসারে কেঽপি জ্ঞানিনো ন সন্তীতি বিবেকোপদেশপ্রতিপাদকং শাস্ত্রং কর্ম্মোপাসনাপ্রতিপাদকং শাস্ত্রঞ্চ ব্যর্থং স্যাৎ। তদ্ধি চিত্তশুদ্ধিসম্পাদনদ্বারা জ্ঞানে উপযুজ্যতে যদি তু জ্ঞানমেব দুর্লভং তদা তদুপযোগার্থং তদাচরণস্যানর্থক্যমেবেতি শৃণু রাজন্নিতি। অত্র সমাধানকর্ত্তুরয়মভিপ্রায়ঃ। বিষ্ণ্বাদয়ো মহান্তো জ্ঞানিন এব পরন্তু মায়ায়াঃ শক্তিদ্বয়মস্তি একমাবরণশক্ত্যাত্মকং রূপমপরং বিক্ষেপশক্ত্যাত্মকং রূপম্ তত্র জ্ঞানেন তেষামাবরণশক্তিরূপে নষ্টেঽপি বিক্ষেপশক্তিরূপং যাবৎকালপর্য্যন্তং প্রারব্ধকর্ম্মণা দেহস্তিষ্ঠতি তাবৎকালপর্য্যন্তং তিষ্ঠত্যেব। তথাচ তেষাং জ্ঞানিত্বেঽপি প্রারব্ধকর্ম্মপ্রেরিতবিক্ষেপশক্ত্যা হয়রূপধারণাদিকং পরতন্ত্রতাদিকঞ্চ সর্ব্বং সম্ভবত্যেবেতি ন জ্ঞানিপুরুষোচ্ছেদো ন বা কর্ম্মোপাসনাজ্ঞানকাণ্ডানাং বৈয়র্থ্যম্। তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্যে ইতি শ্রুত্যা তদাবরণশক্তিনাশমাত্রেণ জীবন্মুক্তের্বিদেহমোক্ষস্য চ সম্ভবাদিতি। এতদর্থোপপত্ত্যর্থমেবায়ং সর্ব্বোঽপি স্কন্ধসমাপ্তিপর্য্যন্তো গ্রন্থো বেদিতব্যঃ। তদুক্তং বারাহে। জ্ঞানেনাবরণে নষ্টে বিক্ষেপস্ত্ববশিষ্যত ইতি ॥ ৬—৯ ॥

নিবাসং স্থানভূতম্ ॥ ১০—১২ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! আমি পূর্ব্বে মুনিসত্তম নারদের নিকট হইতে এই সন্দেহের নিরাকরণ বিষয়ে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলাম ; এক্ষণে আমি আপনার নিকট সেইরূপ কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন্ ॥ ৬ ॥ ব্রহ্মার মানসপুত্র মহর্ষি নারদ তপোবলে সর্ব্বত্রগামী, সর্ব্বজ্ঞ, শান্তপ্রকৃতি, সর্ব্বলোকের প্রিয় ও কবি ছিলেন তিনি এক সময়ে স্বরতান-সমন্বিত বীণাবাদন করিতে করিতে এই মেদিনীমণ্ডলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদিন বৃহৎ-রথন্তরাদি সামবেদের অনেকানেক বিশেষ বিষয় এবং মোক্ষপ্রদা অমৃতস্যন্দিনী গায়ত্রী গান করিতে করিতে আমার আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥৭—৯॥ রাজন্! সরস্বতী

তমাগতমহং প্রেক্ষ্য ব্রহ্মপুত্রং মহাদ্যুতিম্ ।
অভ্যুত্থানাদিকং সর্ব্বং কৃতবানর্চ্চনাদিকম্ ॥ ১১ ॥
অর্ঘ্যপাদ্যবিধিং কৃত্বা তস্যাসনস্থিতস্য চ ।
উপবিষ্টঃ সমীপেঽহং মুনেরমিততেজসঃ ॥ ১২ ॥
দৃষ্ট্বা বিশ্রমিণং শান্তং নারদং জ্ঞানপারদম্ ।
তমপৃচ্ছমহং রাজন্ ! যৎপৃষ্টোঽহং ত্বয়াধুনা ॥ ১৩ ॥
অসারেঽস্মিংস্তু সংসারে প্রাণিনাং কিং সুখং মুনে ! ।
ন পশ্যামি বিনিশ্চিত্য কদাচিৎ কুত্রচিৎ কচিৎ ॥ ১৪ ॥
দ্বীপে জাতো জনন্যাহং সন্ত্যক্তস্তৎক্ষণাদপি ।
অনাশ্রয়ো বনে বৃদ্ধিং প্রাপ্তঃ কর্ম্মানুসারতঃ ॥ ১৫ ॥
তপস্তপ্তং ময়া চোগ্রং পর্ব্বতে বহুবার্ষিকম্ ।
পুত্রকামেণ দেবর্ষে ! শঙ্করঃ সমুপাসিতঃ ॥ ১৬ ॥

তমপৃচ্ছমহমিতি । ত্বয়া যঃ প্রশ্নঃ কৃতস্তত্র মমাপ্যজ্ঞানং পূর্ব্বং স্থিতমিতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥
কুত্রচিৎ কচিদিতি । তথাচ সুখাভাবে কিমর্থং মহান্তোঽপি সংসারমোহিতাঃ কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তীতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥
নমু সংসারে সুখং নাস্তীতি ত্বয়া কথং নিশ্চিতমিতি চেৎ স্বানুভবেনৈত্যাহ দ্বীপে জাত ইতি ॥ ১৫—১৬ ॥

নদীতটে শম্যাপ্রাস নামে জ্ঞানপ্রদ, সুখদ অতিপবিত্র এক মহাতীর্থ আছে, তথায় অনেক মহর্ষি বাস করেন সেই স্থানেই আমার আশ্রম ছিল ॥ ১০ ॥ তখন আমি সেই তেজঃপুঞ্জ-কলেবর পিতামহপুত্র ঋষিবর নারদকে সমাগত দেখিয়া অভ্যুত্থান করিলাম এবং বিধি-পূর্ব্বক পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিলাম ॥ ১১ ॥ অনন্তর, সেই অমিততেজা মুনি আসনে উপবেশন করিলে পর আমিও তাঁহার নিকটে উপবিষ্ট হইলাম ॥ ১২ ॥ তদনন্তর সেই জ্ঞানপ্রদ নারদকে বিশ্রান্ত ও শান্ত দেখিয়া, তুমি এক্ষণে আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে আমি তাহাই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলাম ॥ ১৩ ॥ মুনিবর ! এই অসার সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রাণিদিগের কি সুখ আছে, আমি ত নিশ্চয় করিয়া কখনও কোনও স্থলে কোনও বিষয়ে তাহা দেখিতে পাই না, তথাপি মহৎলোকেরাও কি জন্য সংসারে মোহিত হইয়া কর্ম্ম করিয়া থাকে ? ॥ ১৪ ॥ দেখুন, দ্বীপমধ্যে আমার জন্ম হয়, জন্মমাত্রই জননী আমাকে পরিত্যাগ করেন, আমি বনমধ্যে নিরাশ্রয় হইয়া কর্ম্মানু-সারে বৃদ্ধি পাইতে লাগিলাম ॥ ১৫ ॥ অনন্তর পুত্রপ্রাপ্তির কামনা করিয়া পর্ব্বতে অবস্থিত হইয়া বহু বৎসর দেবদেব মহাদেবের উগ্রতর তপস্যা করিলাম । তাহাতে জ্ঞানি-গণের অগ্রগণ্য শুককে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে আদি হইতে সমস্ত বেদের সারভাগ

ততো ময়া শুকঃ প্রাপ্তঃ পুত্রো জ্ঞানবতাংবরঃ।
পাঠিতস্তু ময়া সম্যগ্বেদানাং সার আদিতঃ॥ ১৭॥
স ত্যক্ত্বা মাং গতঃ কাপি রুদন্তং বিরহাতুরম্।
লোকাল্লোকান্তরং সাধো! বচনাত্তব বোধিতঃ॥ ১৮॥
ততোঽহং পুত্রসন্তপ্তস্ত্যক্ত্বা মেরুং মহাগিরিম্।
মাতরং মনসা কৃত্বা সম্প্রাপ্তঃ কুরুজাঙ্গলম্॥ ১৯॥
পুত্রস্নেহাদতিতরাং কৃশাঙ্গঃ শোকসংযুতঃ।
জানন্মিথ্যেতি সংসারং মায়াপাশনিয়ন্ত্রিতঃ॥ ২০॥
ততো রাজ্ঞা বৃতাং জ্ঞাত্বা মাতরং বাসবীং শুভাম্।
স্থিতোঽত্রৈবাশ্রমং কৃত্বা সরস্বত্যাস্তটে শুভে॥ ২১॥
শন্তনুঃ স্বর্গতিং প্রাপ্তো বিধুরা জননী স্থিতা।
পুত্রদ্বয়যুতা সাধ্বী ভীষ্মেণ প্রতিপালিতা॥ ২২॥
চিত্রাঙ্গদঃ কৃতো রাজা গঙ্গাপুত্রেণ ধীমতা।
কালেন সোঽপি মে ভ্রাতা মৃতঃ কামসমদ্যুতিঃ॥ ২৩॥

বেদানাং সারঃ শ্রীদেবীভাগবতম্। আদিতঃ প্রথমতঃ আরভ্যত ইত্যর্থঃ॥ ১৭—১৮॥
কৃত্বা চিন্তয়িত্বেত্যর্থঃ॥ ১৯॥
মিথ্যেতি জানন্নপি মায়াপাশেন নিয়ন্ত্রিতো বদ্ধঃ॥ ২০॥
রাজ্ঞা শন্তনুনা॥ ২১—২২॥
গঙ্গাপুত্রেণ ভীষ্মেণ॥ ২৩—২৫॥

সম্যকরূপে পাঠ করাইলাম॥ ১৬—১৭॥ দেবর্ষে! আমার সেই পুত্র আপনারই বাক্যে জ্ঞানপ্রাপ্ত হইলে, আমি তাহার বিরহে অতিশয় কাতর হইয়া রোদন করিলেও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া ইহলোক হইতে লোকান্তরে চলিয়া গেল॥ ১৮॥ তদনন্তর পুত্র-শোকে একান্ত সন্তপ্ত হইয়া মহাগিরি মেরুকে পরিত্যাগ করিলাম, তখন আমি পুত্রশোকে অত্যন্ত কাতর এবং পুত্রস্নেহে অতন্ত কৃশাঙ্গ হইয়া এই সংসার মিথ্যা জানিয়াও মায়াপাশে নিয়ন্ত্রিত হইয়া মাতাকে স্মরণ করত কুরুজাঙ্গল প্রদেশে উপস্থিত হইলাম॥ ১৯—২০॥ তদনন্তর রাজা শান্তনু, কল্যাণিনী জননীরে বিবাহ করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া এই সরস্বতীর পবিত্র তটে আশ্রম নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলাম॥ ২১॥ শান্তনুরাজ পরলোক গমন করিলে সাধ্বী জননী দুইটি পুত্রের সহিত অবস্থিতি করিলেন, তৎকালে ভীষ্ম তাঁহা-দের প্রতিপালন করিতে লাগিলেন॥ ২২॥ ধীমান্ গঙ্গাপুত্র চিত্রাঙ্গদকে রাজ্যপদে

ততঃ সত্যবতী মাতা নিমগ্না শোকসাগরে ।
চিত্রাঙ্গদং মৃতং পুত্রং রুরোদ ভৃশমাতুরা ॥ ২৪ ॥
সংপ্রাপ্তোঽহং মহাভাগ ! জ্ঞাত্বা তাং দুঃখিতাং সতীম্ ।
আশ্বাসিতা ময়াত্যর্থং ভীষ্মেণ চ মহাত্মনা ॥ ২৫ ॥
বিচিত্রবীর্য্যস্ত্বপরো বীর্য্যবান্ পৃথিবীপতিঃ ।
কৃতো ভীষ্মেণ ভ্রাতা বৈ স্ত্রীরাজ্যবিমুখেন হ ॥ ২৬ ॥
কাশিরাজসুতে রম্যে বিজিত্য পৃথিবীপতীন্ ।
ভীষ্মেণানীয় স্ববলাৎ কন্যকে দ্বে সমর্পিতে ॥ ২৭ ॥
সত্যবত্যৈ শুভে কালে বিবাহঃ পরিকল্পিতঃ ।
ভ্রাতুর্বিচিত্রবীর্য্যস্য তদাহং সুখিতোঽভবম্ ॥ ২৮ ॥
পুনঃ সোঽপি মৃতো ভ্রাতা যক্ষ্মণা পীড়িতো ভৃশম্ ।
অনপত্যো যুবা ধন্বী মাতা মে দুঃখিতাভবৎ ॥ ২৯ ॥
কাশিরাজসুতে দ্বে তু মৃতং দৃষ্ট্বা পতিং তদা ।
পতিব্রতাধর্ম্মপরে ভগিন্যৌ সম্বভূবতুঃ ॥ ৩০ ॥

স্ত্রীরাজ্যবিমুখেনেতি । স্ত্রীবিমুখেন রাজ্যবিমুখেন চ ভীষ্মেণেত্যর্থঃ ॥ ২৬—৩০ ॥

সংস্থাপিত করিলেন, কিছুকাল পরেই সেই কামতুল্য কমনীয়কান্তি ভ্রাতা কালগ্রাসে নিপতিত হইল ॥ ২৩ ॥ মাতা সত্যবতী এইরূপে পুত্রশোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া পুত্র চিত্রাঙ্গদের নিমিত্ত অত্যন্ত কাতর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥ মহারাজ ! তৎকালে আমি জননীকে দুঃখিতা জানিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। অনন্তর, আমি এবং মহাত্মা ভীষ্ম, তাহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া আশ্বাসিত করিলাম ॥ ২৫ ॥ ভীষ্মদেব দারপরিগ্রহ ও রাজ্যপালনে বিমুখ ছিলেন বলিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা বীর্য্যবান্ বিচিত্রবীর্য্যকে রাজ্যপ্রদান করিলেন ॥ ২৬ ॥ রাজন্ ! ভীষ্ম নিজ বীর্য্যে রাজগণকে পরাজিত করিয়া কাশিরাজের দুইটি কন্যা আনয়নপূর্ব্বক বিচিত্রবীর্য্যকে প্রদান করিবার নিমিত্ত সত্যবতীকে সমর্পণ করিলেন। অনন্তর, শুভদিনে শুভলগ্নে ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ হইলে পর তখন আমি সুখী হইয়া স্বাস্থ্যলাভ করিলাম ॥ ২৭—২৮ ॥ তদনন্তর, যক্ষ্মারোগে পরিপীড়িত হইয়া সেই অপুত্রক যুবা ধনুর্দ্ধর ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যও প্রাণপরিত্যাগ করিল, তাহাতে মাতা সাতিশয় দুঃখিতা হইয়া পড়িলেন ॥ ২৯ ॥ পতিকে মৃত দেখিয়া কাশিরাজের তনয়া সেই দুই ভগিনীই পাতিব্রত্য ধর্ম্মরক্ষণে তৎপর হইয়া অত্যন্ত দুঃখিতা ও রোদনশীলা শ্বশ্রূ সতীদেবীকে কহিলেন, আমরা দুইজনেই হুতাশনে পতির

তে ঊচতুঃ সতীং শ্বশ্রূং রুদতীং ভৃশদুঃখিতাম্।
পতিনা সহ গামিন্যৌ ভবিষ্যাবো হুতাশনে॥ ৩১॥
পুত্রেণ সহ তে শ্বশ্রু! স্বর্গে গত্বাথ নন্দনে।
সুখেন বিহরিষ্যাবঃ পতিনা সহ সংযুতে॥ ৩২॥
নিবারিতে তদা মাত্রা বধ্বৌ তস্মান্মহোদ্যমাৎ।
স্নেহভাবং সমাশ্রিত্য ভীষ্মস্য বচনাত্তদা॥ ৩৩॥
গাঙ্গেয়েন চ মাত্রা মে সংমন্ত্র্য চ পরস্পরম্।
কৃত্বৌর্দ্ধদেহিকং সর্ব্বং সংস্মৃতোঽহং গজাহ্বয়ে॥ ৩৪॥
স্মৃতমাত্রস্তু মাত্রা বৈ জ্ঞাত্বা ভাবং মনোগতম্।
তরসৈবাগতশ্চাহং নগরং নাগসাহ্বয়ম্॥ ৩৫॥
প্রণম্য মাতরং মূর্দ্ধ্না সংস্থিতোঽথ কৃতাঞ্জলিঃ।
তামব্রবং সুতপ্তাঙ্গীং পুত্রশোকেন কর্শিতাম্॥ ৩৬॥
মাতস্ত্বয়া কিমাহূতো মনসাহং তপস্বিনি!।
আজ্ঞাপয় মহৎকার্য্যে দাসোঽস্মি করবাণি কিম্॥ ৩৭॥
ত্বং মে তীর্থং পরং মাতর্দেবশ্চ প্রথিতঃ পরঃ।
আগতশ্চিন্তিতশ্চাত্র ব্রূহি কৃত্যং তব প্রিয়ম্॥ ৩৮॥

তে কাশিরাজসুতে ঊচতুঃ॥ ৩১॥
শ্বশ্রু ইতি সম্বোধনং সংযুতে মিলিতে সপত্ন্যৌ॥ ৩২—৪১॥

সহগামিনী হইব॥ ৩০—৩১॥ দেবি! আমরা আপনার পুত্রের সহিত স্বর্গে গমন পূর্ব্বক, দুই ভগিনী মিলিয়া তাঁহার সহিত নন্দনবনে বিহার করিব॥ ৩২॥ জননী স্নেহভাব আশ্রয় করিয়া ভীষ্মের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক বধূদ্বয়কে এই মহোদ্যম হইতে নিবারিত করিলেন॥ ৩৩॥ বিচিত্রবীর্য্যের সমস্ত ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পাদিত হইলে পর ভীষ্মের সহিত মন্ত্রণা করিয়া জননী হস্তিনানগরে আমারে স্মরণ করিলেন॥ ৩৪॥ স্মৃতিমাত্রই জননীর মনোগত ভাব অবগত হইয়া আমি সত্বর হস্তিনানগরে আগমন করিলাম এবং অবনত মস্তকে তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই পুত্রশোকানলে সন্তপ্ত মাতাকে কহিলাম, জননি! আমারে মনে মনে আহ্বান করিলেন কেন? আপনি এক্ষণে অতিশয় দুঃখিতা হইয়াছেন দেখিতেছি, আমি আপনার দাস, আজ্ঞা করুন আপনার কোন কর্ম্ম সম্পাদন করিব॥ ৩৫—৩৭॥ মাতঃ! আপনিই আমার পরম তীর্থ এবং আপনিই আমার পরম দেবতা; আমি এখানে উপস্থিত হইয়া অতিশয় উৎকণ্ঠিত রহিয়াছি, কোন্ কার্য্য আপনার প্রিয়, তাহা আপনি আমাকে বলুন॥ ৩৮॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বাহং স্থিতস্তত্র মাতুরগ্রে যদা মুনে ! ।
তদা সা মামুবাচেদং পশ্যন্তী ভীষ্মমন্তিকে ॥ ৩৯ ॥
পুত্র ! তেঽদ্য মৃতো ভ্রাতা পীড়িতো রাজযক্ষ্মণা ।
তেনাহং দুঃখিতা জাতা বংশচ্ছেদভয়াদিহ ॥ ৪০ ॥
তস্মাত্ত্বমদ্য মেধাবিন্ময়াহূতঃ সমাধিনা ।
গাঙ্গেয়স্য মতেনাত্র পারাশর্য্যার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৪১ ॥
কুলং স্থাপয় নষ্টং ত্বং শন্তনোর্নামকারণাৎ ।
রক্ষ মাং দুঃখতঃ কৃষ্ণ ! বংশচ্ছেদোদ্ভবাদ্দ্রুতম্ ॥ ৪২ ॥
কাশিরাজসুতে ভার্য্যে ভ্রাতুস্তব যবীয়সঃ ।
সাধ্ব্যৌ বিচিত্রবীর্য্যস্য রূপযৌবনভূষিতে ॥ ৪৩ ॥
তাভ্যাং সঙ্গম্য মেধাবিন্ ! পুত্রোৎপাদনকং কুরু ।
রক্ষস্ব ভারতং বংশং নাত্র দোষোঽস্তি কর্হিচিৎ ॥ ৪৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি মাতুর্বচঃ শ্রুত্বা জাতশ্চিন্তাতুরো হ্যহম্ ।
লজ্জয়াকুলচিত্তস্তামব্রুবং বিনয়ানতঃ ॥ ৪৫ ॥

(কৃষ্ণ ! হে ব্যাস ! ॥ ৪২—৪৯ ॥)

ব্যাস বলিলেন, মুনিবর ! আমি এই বলিয়া যখন মাতার অগ্রে অবস্থিত রহিলাম, তখন তিনি সমীপস্থ ভীষ্ম পানে চাহিয়া আমাকে কহিতে লাগিলেন, পুত্র ! তোমার ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্য রাজযক্ষ্মা রোগে পরিপীড়িত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে, সেই হেতু বংশচ্ছেদ ভয়ে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রহিয়াছি ॥ ৩৯—৪০ ॥ মেধাবিন্ ! সেই প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত গঙ্গাপুত্রের অনুমতি লইয়া অদ্য আমি তোমাকে সমাধিযোগে আহ্বান করিয়াছি ॥ ৪১ ॥ হে পরাশরনন্দন ! শান্তনুর নামের নিমিত্ত তুমি বিনষ্টপ্রায় বংশ পুনর্ব্বার স্থাপন কর। ব্যাসদেব ! তুমি সত্বর আমাকে বংশোচ্ছেদজনিত দুঃখ হইতে রক্ষা কর ॥৪২॥ রূপযৌবনসম্পন্না সাধুশীলা কাশিরাজের দুই তনয়া, তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের ভার্য্যা ; হে মহামতে ! তুমি তাহাদের সহিত সঙ্গম করিয়া পুত্রোৎপাদন-পূর্ব্বক ভারতবংশ রক্ষা কর, ইহাতে তোমার কিছুমাত্রই দোষস্পর্শ হইবে না ॥ ৪৩—৪৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, দেবর্ষে ! মাতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি অত্যন্ত চিন্তিত হইলাম এবং লজ্জাকুলিতচিত্তে সবিনয়ে তাঁহাকে কহিলাম মাতঃ ! পরদার স্পর্শ করা

মাতঃ! পাপাধিকং কর্ম্ম পরদারাভিমর্শনম্।
জ্ঞাত্বা ধর্ম্মপথং সম্যক্করোমি কথমাদরাৎ ॥ ৪৬ ॥
তথা যবীয়সো ভ্রাতুর্বধূঃ কন্যা প্রকীর্ত্তিতা।
ব্যভিচারং কথং কুর্য্যামধীত্য নিগমানহম্ ॥ ৪৭ ॥
অন্যায়েন ন কর্ত্তব্যং সর্ব্বথা কুলরক্ষণম্।
ন তরন্তি হি সংসারাৎ পিতরঃ পাপকারিণঃ ॥ ৪৮ ॥
লোকানামুপদেষ্টা যঃ পুরাণানাং প্রবর্ত্তকঃ।
স কথং কুৎসিতং কর্ম্ম জ্ঞাত্বা কুর্য্যাৎ মহাদ্ভুতম্ ॥ ৪৯ ॥
পুনরুক্তো হ্যহং মাত্রা রুদত্যা ভৃশমন্তিকে।
পুত্রশোকাতিতপ্তা যা বংশরক্ষণকাম্যয়া ॥ ৫০ ॥
পারাশর্য্য! ন তে দোষো বচনান্মম পুত্রক!।
গুরূণাং বচনং তথ্যং সদোষমপি মানবৈঃ ॥ ৫১ ॥
কর্ত্তব্যমবিচার্য্যৈব শিষ্টাচারপ্রমাণতঃ।
বচনং কুরু মে পুত্র! ন তে দোষোঽস্তি মানদ! ॥ ৫২ ॥

যা পুত্রশোকাতিতপ্তা তয়া মাত্রেত্যন্বয়ঃ ॥ ৫০—৫৮ ॥

অতিশয় পাপকর কর্ম্ম; আমি ধর্ম্মের পন্থা সম্যক্‌রূপে অবগত থাকিয়া কিরূপে এই কার্য্য আদরপূর্ব্বক সম্পাদন করিব? ॥ ৪৫—৪৬ ॥ আরও দেখুন, মহর্ষিগণ কহিয়া থাকেন যে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যা কন্যার সমান, আমি সমস্ত বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কিরূপে এইরূপ ব্যভিচার কর্ম্ম সম্পাদনে সমর্থ হইব? ॥ ৪৭ ॥ অন্যায় কর্ম্মে কুল রক্ষা করা কোনমতেই কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু পাপকারির পিতৃগণ কখনই সংসারসাগর পার হইতে সমর্থ হয়েন না ॥ ৪৮ ॥ যে ব্যক্তি লোকসকলের উপদেষ্টা এবং পুরাণ সমূহের প্রবর্ত্তক; সে ব্যক্তি সমস্ত জানিয়া শুনিয়া কিরূপে এই অত্যন্ত অদ্ভুত কুৎসিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে? ॥ ৪৯ ॥ মাতা পুত্রশোকে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়াছিলেন, এ জন্য তিনি কুলরক্ষণকামনায় রোদন করিতে করিতে আমার নিকটে আসিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, পারাশর! তুমি আমার বচনের অনুবর্ত্তী হইয়া এই কার্য্য করিলে ইহাতে তোমার কিছু-মাত্রই দোষ ঘটিবে না। পুত্র! গুরুগণের যুক্তিযুক্ত বাক্য সদোষ হইলেও বিচার না করি-য়াই শিষ্টাচার প্রমাণে সেই কার্য্য সম্পাদন করা মানবগণের পক্ষে একান্তই কর্ত্তব্য। অতএব হে পুত্র! তুমি আমার বচন প্রতিপালন করিয়া আমার সম্মান রক্ষা কর, তাহাতে তোমার কিছুমাত্রই দোষ হইবে না ॥ ৫০—৫২ ॥ পুত্র! তুমি বিশেষরূপ বিবেচনা

পুত্রস্য জননং কৃত্বা সুখিনীং কুরু মাতরম্।
বিশেষেণ তু সন্তপ্তাং মগ্নাং শোকার্ণবে সুত! ॥ ৫৩ ॥
ইতি তাং ব্রুবতীং শ্রুত্বা তদা সুরনদীসুতঃ।
মামুবাচ বিশেষজ্ঞঃ সূক্ষ্মধর্ম্মস্য নির্ণয়ে ॥ ৫৪ ॥
দ্বৈপায়ন! বিচারোঽত্র ন কর্ত্তব্যস্ত্বয়ানঘ!।
মাতুর্বচনমাদায় বিহরস্ব যথাসুখম্ ॥ ৫৫ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা মাতুশ্চ প্রার্থনং তথা।
নিঃশঙ্কোঽহং তদা জাতঃ কার্য্যে তস্মিন্ জুগুপ্সিতে ॥ ৫৬ ॥
অম্বিকায়াং প্রবৃত্তোঽহমৃতুমত্যাং মুদা নিশি।
ময়ি বিমানসায়াস্তু তাপসে কুৎসিতে ভৃশম্ ॥ ৫৭ ॥
শপ্তা ময়া সা সুশ্রোণী প্রসঙ্গে প্রথমে তদা।
অন্ধস্তে ভবিতা পুত্রো যতো নেত্রে নিমীলিতে ॥ ৫৮ ॥
দ্বিতীয়েঽহ্নি মুনিশ্রেষ্ঠ! পৃষ্টো মাত্রা রহঃ পুনঃ।
ভবিষ্যতি সুতঃ পুত্র! কাশিরাজসুতোদরে ॥ ৫৯ ॥

ভবিষ্যতি সুতঃ পুত্রেতি। হে পুত্র! সুতো ভবিষ্যতি কিমিত্যর্থঃ। রাত্রৌ গর্ভধারণমনয়া কৃতং নবেতি প্রশ্নার্থঃ ॥ ৫৯—৬০ ॥

করিয়া দেখ তোমার জননী অত্যন্ত সন্তপ্ত ও শোকার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছেন, অতএব কুলপুত্র উৎপাদন করিয়া তাঁহাকে সুখিনী করা তোমার একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ৫৩ ॥ জননী আমাকে এইরূপ বলিতেছেন শ্রবণ করিয়া, সূক্ষ্মধর্ম্মের নির্ণয় বিষয়ে বিশেষজ্ঞ গঙ্গানন্দন ভীষ্ম আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দ্বৈপায়ন! তুমি সর্ব্বতোভাবেই নিষ্পাপ অতএব এবিষয়ের বিচার করা তোমার কর্ত্তব্য নয়, তুমি মাতার বাক্য প্রতিপালন করিয়া যথাসুখে বিহার কর ॥ ৫৪—৫৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! তাঁহার এই বাক্য এবং মাতার প্রার্থনা শুনিয়া আমি নিঃশঙ্কচিত্তে সেই অত্যন্ত ঘৃণাকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম ॥ ৫৬ ॥ অম্বিকা ঋতুস্নান করিলে আমি রজনীযোগে আনন্দসহকারে তাহার সহবাসে প্রবৃত্ত হইলাম, কিন্তু সেই যুবতী আমার কুৎসিত তাপসরূপ অবলোকন করিয়া আমার প্রতি অনুরাগিণী হইল না, তখন আমি সেই নিতম্বিনীকে অভিশাপ দিলাম, যেহেতু তুমি আমার সহিত প্রথম সহবাসেই নেত্রযুগ নিমীলিত করিলে, অতএব তোমার পুত্র অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে ॥ ৫৭—৫৮ ॥ মুনিবর! দ্বিতীয় দিবসে মাতা আমাকে নির্জ্জনে জিজ্ঞাসা করিলেন,

মযোক্তা জননী তত্র ব্রীড়ানম্রমুখেন হ।
বিনেত্রো ভবিতা পুত্রো মাতঃ! শাপান্মমৈব হি ॥ ৬০ ॥
তয়া নির্ভৎসিতস্তত্র কঠোরবচসা মুনে!।
কথং পুত্র! ত্বয়া শপ্তা পুত্রস্তেঽন্ধো ভবিষ্যতি ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে বিক্ষেপশক্তিবর্ণনং নাম চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

কথং পুত্রেতি। হে পুত্র ব্যাস! তে পুত্রোঽন্ধো ভবিষ্যতীতি কথং ত্বয়া শাপো দত্তো নেদমুচিতং কৃতমিতি ভাবঃ ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

দ্বৈপায়ন! কাশিরাজ তনয়ার উদরে পুত্র উৎপন্ন হইবে ত? তখন আমি লজ্জাবনত মুখে কহিলাম, মাতঃ! আমারই অভিশাপে সেই পুত্র জন্মান্ধ হইবে ॥ ৫৯—৬০ ॥ মুনিবর! তখন জননী আমাকে কঠোর বচনে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, পুত্র! অম্বিকার পুত্র অন্ধ হইবে এই বলিয়া তুমি কি জন্য তাহাকে অভিশাপ প্রদান করিলে? ॥ ৬১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে ব্যাস নারদসংবাদে বিক্ষেপশক্তিবর্ণন নামক চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

বাসবী চকিতা জাতা শ্রুত্বা মে বাক্যমীদৃশম্ ।
দাশেয়ী মামুবাচেদং পুত্রার্থে ভৃশমাতুরা ॥ ১ ॥
অম্বালিকা বধূর্ধন্যা কাশিরাজসুতা সুত ! ।
ভার্য্যা বিচিত্রবীর্য্যস্য বিধবা শোকসংযুতা ॥ ২ ॥
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না রূপযৌবনশালিনী ।
তস্যাং জনয় সঙ্গং ত্বং কৃত্বা পুত্রং সুসম্মতম্ ॥ ৩ ॥
নান্ধো রাজ্যাধিকারী স্যাত্তস্মাৎ পুত্রং মনোহরম্ ।
উৎপাদয় রাজপুত্র্যাং বচনান্মম মানদ ! ॥ ৪ ॥
ইত্যুক্তোঽহং তদা মাত্রা স্থিতস্তত্র গজাহ্বয়ে ।
যাবদৃতুমতী জাতা কাশিরাজসুতা মুনে ! ॥ ৫ ॥
একান্তে শয়নাগারে প্রাপ্তা সা মম সন্নিধৌ ।
লজ্জমানা সুকেশান্তা স্বশ্বশ্রূবচনাত্তদা ॥ ৬ ॥

ত্রিষষ্টিশ্লোকবর্গৈস্তু স্বমোহমুপপাদয়ন্ ।
ব্যাসো জ্ঞানিবরাণাঞ্চ মোহে পৃচ্ছতি কারণম্ ॥

পুনরপি ব্যাসঃ স্বমোহং স্বদুঃখমুপপাদয়তি [বাসবী চকিতেতি ।] দাশেয়ী দাশা দাশপত্নী তস্যাঃ কন্যা সত্যবতী। স্ত্রীভ্যোঢগিতি ঢক্। যদ্যপি সা মৎস্যোদরে জাতা তথাপি সা দাশেন কন্যাত্বেন স্বীকৃতেতি তৎপত্ন্যা অপি সা কন্যা জাতেতি সত্যবতী দাশেয়ী ॥ ১—২ ॥
সঙ্গং তস্যাং কৃত্বা পুত্রং জনয়েত্যর্থঃ ॥ ৩—৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! আমার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মাতা চকিতা হইয়া উঠিলেন, এবং পুত্রের নিমিত্ত অত্যন্ত আতুরা হইয়া আমারে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥১॥ পুত্র ! তোমার ভ্রাতৃভার্য্যা বিধবা ও শোকসংযুক্তা কাশিরাজতনয়া অম্বালিকা সর্ব্বসুলক্ষণ-সম্পন্না, রূপযৌবনশালিনী ও সমস্ত গুণে বিভূষিতা, তুমি তাহার সহিত সহবাস করিয়া শিষ্ট-জনের সুসম্মত উত্তম পুত্র উৎপাদন কর ॥২-৩॥ জন্মান্ধ ব্যক্তি রাজ্যাধিকারী হয় না, অতএব তুমি আমার বাক্যে রাজতনয়াতে একটি মনোহর পুত্র উৎপাদন করিয়া আমার সম্মান রক্ষা কর ॥ ৪॥ মুনিবর ! তৎকালে আমি মাতার সেই বাক্য শুনিয়া যাবৎ কাশিরাজসুতা অম্বালিকা ঋতুমতী না হইলেন তাবৎ হস্তিনায় অবস্থিতি করিতে লাগিলাম ॥ ৫ ॥ অনন্তর

দৃষ্ট্বা মাং জটিলং দান্তং তাপসং রসবর্জ্জিতম্।
সা স্বেদবদনা জাতা পাণ্ডুরা বিমনা ভৃশম্॥ ৭॥
কুপিতোঽহং তদা দৃষ্ট্বা কামিনীং নিশি সঙ্গতাম্।
বেপমানাং স্থিতাং পার্শ্বে হ্যব্রবন্তামহং রুষা॥ ৮॥
দৃষ্ট্বা মাং যদি গর্ব্বেণ পাণ্ডুবর্ণা সমাবৃতা।
অতস্তে তনয়ঃ পাণ্ডুর্ভবিষ্যতি সুমধ্যমে!॥ ৯॥
ইত্যুক্ত্বা নিশি তত্রৈব স্থিতোঽম্বালিকয়া যুতঃ।
ভুক্ত্বা তাং নিশি নির্যাতঃ স্থানমাপৃচ্ছ্য মাতরম্॥ ১০॥
ততস্তাভ্যাং সুতৌ কালে প্রসূতাবন্ধপাণ্ডুরৌ।
ধৃতরাষ্ট্রশ্চ পাণ্ডুশ্চ প্রথিতৌ সম্বভূবতুঃ॥ ১১॥
মাতা মে বিমনা জাতা তাদৃশৌ বীক্ষ্য তৌ সুতৌ।
ততঃ সংবৎসরস্যান্তে মামাহূয় তদাব্রবীৎ॥ ১২॥
দ্বৈপায়নসুতৌ জাতৌ রাজ্যযোগ্যৌ ন তাদৃশৌ।
অন্যং মনোহরং পুত্রং সমুৎপাদয় মে প্রিয়ম্॥ ১৩॥

রুষেতি। কামাতুরে ময়ি প্রীত্যকরণাদ্রোষসম্ভব ইত্যভিপ্রায়ঃ॥ ৮॥
মামনমুরূপং দৃষ্ট্বা গর্ব্বেণ স্বসৌন্দর্য্যাভিমানেন যদি যতত্বং পাণ্ডুবর্ণা জাতা তত ইত্যর্থঃ॥ ৯॥
তাং ভুক্ত্বা নির্যাত ইত্যর্থঃ॥ ১০—১৪॥

যথাকালে কুটিলকেশা রাজসুতা শ্বশ্রুর আদেশে নির্জ্জনে শয়নাগারে আমার সন্নিধানে আসিয়া অত্যন্ত লজ্জান্বিতা হইলেন। আমাকে জটিল, তাপস ও রসবর্জ্জিত অবলোকন করিয়া তাঁহার আননে স্বেদ জালের উৎপত্তি হইল, দেহ পাণ্ডুবর্ণ হইল এবং মানস বিরস হইয়া উঠিল॥ ৬—৭॥ আমি রজনীযোগে পার্শ্বদেশে অবস্থিত সেই কামিনীকে কম্পান্বিতা ও পাণ্ডুবর্ণা অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে কহিলাম, সুমধ্যমে! তুমি যখন আমাকে দেখিয়া নিজ সৌন্দর্য্য গর্ব্বে পাণ্ডুবর্ণ হইলে, তখন তোমার পুত্র পাণ্ডুবর্ণ হইবে॥ ৮—৯॥ এই বলিয়া সেই স্থানে অম্বালিকার সহিত রাত্রিযাপন করিলাম। এইরূপে সেই কামিনীর সহিত রতিসম্ভোগ করিয়া মাতার নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ স্থানে গমন করিলাম॥ ১০॥ তদনন্তর, সেই দুই রাজতনয়া যথাকালে অন্ধ এবং পাণ্ডুবর্ণ দুই তনয় প্রসব করিল। অম্বিকাপুত্র ধৃতরাষ্ট্র নামে এবং অম্বালিকাপুত্র পাণ্ডুবর্ণ বলিয়া পাণ্ডু নামে বিখ্যাত হইল॥ ১১॥ মাতা সেই সুতদ্বয়কে তাদৃশ অবলোকন করিয়া বিমনা হইলেন, তদনন্তর সংবৎসর পরে আমারে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, দ্বৈপায়ন! এই দুই পুত্র তাদৃশ রাজযোগ্য হইল না, অতএব আমার প্রিয় ও মনোহর অন্য আর একটি

তথেতি সা ময়া প্রোক্তা মুদিতা জননী তদা ।
অম্বিকাং প্রার্থয়ামাস সুতার্থে কাল আগতে ॥ ১৪ ॥
পুত্রি ! ব্যাসং সমালিঙ্গ্য পুত্রমুৎপাদয়াদ্ভুতম্ ।
কুরু বংশস্য কর্ত্তারং রাজ্যযোগ্যং বরাননে ! ॥ ১৫ ॥
বধূর্লজ্জান্বিতা কিঞ্চিন্নোবাচ বচনং তদা ।
গতোঽহং শয়নাগারে মাতুস্তদ্বচনান্নিশি ॥ ১৬ ॥
দাসী বিচিত্রবীর্য্যস্য রূপযৌবনসংযুতা ।
প্রেষিতাম্বিকয়া তত্র বিচিত্রাভরণাম্বরা ॥ ১৭ ॥
চন্দনারক্তদেহা সা পুষ্পমালাবিভূষিতা ।
আয়াতা হাবসংযুক্তা সুকেশী হংসগামিনী ॥ ১৮ ॥
পর্য্যঙ্কে মাং সমাবেশ্য সংস্থিতা প্রেমসংযুতা ।
প্রসন্নোঽহং তদা তস্যা বিলাসেনাভবং মুনে ! ॥ ১৯ ॥
রাত্রৌ সংক্রীড়িতং প্রেম্ণা তয়া সহ ময়া ভৃশম্ ।
বরো দত্তঃ পুনস্তস্যৈ প্রসন্নেন তু নারদ ! ॥ ২০ ॥
সুভগে ! ভবিতা পুত্রঃ সর্ব্বলক্ষণসংযুতঃ ।
সুরূপঃ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞঃ সত্যবাদী শমে রতঃ ॥ ২১ ॥

(পুত্রীতি। বংশস্য কর্ত্তারং রাজযোগ্যমিত্যনেন "বারমেকং ত্বয়া ব্যাসমনাদৃত্য অন্ধঃ অতএব রাজ্যস্থাযোগ্যঃ পুত্রো লব্ধঃ। অধুনা অবহিতা সতী ব্যাসস্য প্রীতিমুৎপাদ্য অদ্ভুতমত্যর্থসুন্দরং রাজযোগ্যং পুত্রং লভস্ব" ইত্যুপদেশোঽম্বিকায়ৈ দত্তো ব্যাসজনন্যেতি ভাবঃ ॥ ১৫—২১ ॥)

পুত্র উৎপাদন কর ॥ ১২—১৩ ॥ আমি তাঁহার কথায় সম্মতি প্রকাশ করিলে পর তিনি আনন্দিতা হইয়া যথাকালে অম্বিকাকে প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, পুত্রি ! ব্যাসকে আলিঙ্গন করিয়াঅদ্ভুত গুণসম্পন্ন কুরুরাজবংশের যোগ্য কুলরক্ষক এক পুত্র উৎপাদন কর ॥১৪-১৫॥ বধূ লজ্জান্বিতা হইয়া তখন কিছুই বলিল না। আমি মাতার আদেশ অনুসারে রাত্রিযোগে যখন শয়নাগারে গমন করিলাম, তখন অম্বিকা রূপযৌবনসম্পন্না বিচিত্রবীর্য্যের এক দাসীকে বিবিধ বসন ভূষণে বিভূষিত করিয়া আমার সন্নিধানে পাঠাইয়া দিল ॥ ১৬—১৭ ॥ সেই হংসগামিনী সুকেশী দাসী রক্তচন্দন ও পুষ্পমালায় বিভূষিত হইয়া হাবভাব সহকারে আগমনপূর্ব্বক আমাকে পল্যঙ্কে বসাইয়া স্বয়ং প্রেমরসে পরিপ্লুত হইয়া উপবেশন করিল। মুনিবর ! আমি তাহার ভাব ও বিলাসে প্রসন্ন হইয়া রাত্রিযোগে প্রেমান্বিত চিত্তে তাহার সহিত বিবিধ প্রকারে ক্রীড়া করিলাম, পরিশেষে প্রসন্নমনে তাহাকে বর দিয়া কহিলাম, সুভগে ! আমার ঔরসে তোমার সর্ব্বসুলক্ষণসংযুক্ত সুরূপ, সমস্ত ধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞ, শান্ত ও

স তদা বিদুরো জাতস্ত্রয়ঃ পুত্রা ময়াভবন্।
মায়া বৃদ্ধিং গতা সাধো! পরক্ষেত্রোদ্ভবে মম ॥ ২২ ॥
বিস্মৃতঃ শুকসম্বন্ধী বিরহঃ শোককারণম্।
দৃষ্ট্বা ত্রীন্ স্বসুতান্ কামং বীর্য্যকান্ বীরসম্মতান্ ॥ ২৩ ॥
মায়া বলবতী ব্রহ্মন্! দুস্ত্যজা হ্যকৃতাত্মভিঃ।
অরূপা চ নিরালম্বা জ্ঞানিনামপি মোহিনী ॥ ২৪ ॥
মাতরি স্নেহসম্বন্ধং তথা পুত্রেষু সংবৃতম্।
ন মে চিত্তং বনে শান্তিমগান্মুনিবরোত্তম! ॥ ২৫ ॥
দোলারূঢ়ং মনো জাতং কদাচিদ্ধস্তিনাপুরে।
পুনঃ সরস্বতীতীরে ন চৈকত্র ব্যবস্থিতিঃ ॥ ২৬ ॥
কদাচিচ্চিন্তয়ন্ জ্ঞানং মানসে প্রতিভাতি বৈ।
কেঽমী পুত্রাঃ ক মোহোঽয়ং ন শ্রাদ্ধার্হা মৃতস্য মে ॥ ২৭ ॥

ময়া হেতুনা ত্রয়ঃ পুত্রা অভবন্নিত্যর্থঃ। মায়াবৃদ্ধিং গতেতি। পরক্ষেত্রোদ্ভবে পুত্রেঽন্যস্ত্রীষু জায়মানে পুত্রে মম মায়া বৃদ্ধিং গতেত্যর্থঃ। মম পুত্রা এতে ইতি ভাবো জাত ইত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

তদেবাহ বিস্মৃত ইতি ॥ ২৩—২৪ ॥

তয়া মায়য়া কিং কৃতং তদাহ মাতরি স্নেহেতি। সংবৃতমাসক্তম্ এতাদৃশং মম চিত্তং মায়য়া মোহিতং বনে শান্তিং নাগাৎ ন প্রাপ্তবদিত্যর্থঃ ॥ ২৫—২৬ ॥

নন্থ তব বিবেকাভাবান্মায়ামোহিতত্বং যুক্তমেবেতি চেদ্বিবেকোঽপ্যতিনির্ম্মলোঽস্তি। তথাপি মায়ামোহিতত্বমস্তীবাত্যাশ্চর্য্যমিত্যাহ কদাচিদিতি। চিন্তয়ন্বিচারয়ন্ স্থিতোঽহং যদা-

---

সত্যবাদী একটি পুত্র উৎপন্ন হইবে ॥১৮-২১॥ অনন্তর যথাকালে তাহার বিদুর নামে একটি পুত্র উৎপন্ন হইল। এইরূপে আমা হইতে তিন পুত্রের উৎপত্তি হইলে 'ইহারা আমার পুত্র' এই ভাবিয়া আমার মানসে মায়ার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তখন আমি সেই তিন পুত্রকে বীর্য্যবান্ ও বীর সম্মত দর্শন করিয়া আমার শোকের একমাত্র কারণ শুকবিরহ বিস্মৃত হইলাম ॥ ২২—২৩ ॥ হে দ্বিজেন্দ্র! মায়া অত্যন্তই বলবতী এবং অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদিগের একান্তই দুস্ত্যজ্য; এই মায়া আকার ও অবলম্বনশূন্য হইলেও সে জ্ঞানিদিগকেও মোহিত করিয়া থাকে ॥ ২৪ ॥ মাতার স্নেহে আবদ্ধ এবং পুত্রের প্রতি আসক্ত হইয়া আমার মন বনেও শান্তিলাভ করিতে পারিল না। মুনিবর! তখন আমার চিত্ত দোলারূঢ়ের ন্যায় নিরন্তর আন্দোলিত হইতে লাগিল, তাহাতে আমি কখন হস্তিনায় কখন সরস্বতীর তটদেশে বাস করিতে লাগিলাম এক স্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারিলাম না ॥২৫-২৬॥ কখন কখন বিচারদ্বারা এইরূপ জ্ঞান আমার মানসে প্রতিভাত হইতে লাগিল যে এই পুত্রগণ কাহার?

ব্যভিচারোদ্ভবাঃ কিং মে সুখদাঃ স্যুঃ সুতাঃ কিল।
মায়া বলবতী মোহং বিতনোতি হি মানসে ॥ ২৮ ॥
জানন্মোহান্ধকূপেঽস্মিন্ পতিতোঽহং মৃষা মুনে!।
ইত্যকুর্ব্বং রহস্তাপং কদাচিৎ সুসমাহিতঃ ॥ ২৯ ॥
রাজ্যং প্রাপ ততঃ পাণ্ডুর্বলবান্ ভীষ্মসম্মতঃ।
তদা মম মনো জাতং প্রসন্নং সুতকারণাৎ ॥ ৩০ ॥
কুন্তী মাদ্রী সুরূপে দ্বে ভার্য্যে তস্য বভূবতুঃ।
শূরসেনসুতা কুন্তী মদ্ররাজসুতাপরা ॥ ৩১ ॥
স শাপং দ্বিজতঃ প্রাপ্য কামিনীদ্বয়সংযুতঃ।
পাণ্ডুর্নির্ব্বেদমাপন্নস্ত্যক্ত্বা রাজ্যং বনং গতঃ ॥ ৩২ ॥
তদা মামাবিশচ্ছোকঃ শ্রুত্বা পুত্রং বনে স্থিতম্।
গতোঽহং তত্র যত্রাসৌ ভার্য্যাভ্যাং সহ সংস্থিতঃ ॥ ৩৩ ॥

তদা কদাচিন্মম মানসে ইত্যর্থঃ। কেঽমীতি। অমী পুত্রাঃ কে মে মৃতস্য শ্রাদ্ধার্হা অপি ন। শ্রাদ্ধকারিণোঽপি ন ভবন্তি তথা সতি তেম্বয়ং মোহঃ ক নিরর্থকস্তেষু মোহ ইতি জ্ঞানমিত্যর্থঃ ॥ ২৭—২৮ ॥

তথাচ জ্ঞানিনোঽপি মে মায়াবিমোহো ন গচ্ছতি দুঃখাদিকং চ জায়ত ইতি দর্শিতম্ ॥ ২৯ ॥

যদা পাণ্ডুর্নৃপো রাজ্যং প্রাপ তদা মম মনঃ প্রসন্নং জাতমিত্যর্থঃ। ইয়মপি মায়ৈব ॥ ৩০-৩১ ॥

স শাপমিতি। স্ত্রীসম্ভোগে কৃতে সতি তব মরণং ভবিষ্যতীত্যেবং রূপম্ ॥ ৩২ ॥

তদা মামিতি। ইয়মপি মায়েবেতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥

এই স্নেহ, মোহ মাত্র অন্য আর কিছুই নহে, আমি মরিলে ত ইহারা আমার শ্রাদ্ধাধিকারী হইবে না। এই পুত্রগণ ব্যভিচার দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে, ইহারা আমাকে কি সুখ দান করিবে। মুনিবর! এইরূপে বলবতী মায়াই আমার মানসে মোহ বিস্তার করিতেছে ॥২৭-২৮॥ এই সংসার মিথ্যা জানিয়াও আমি মোহান্ধকূপে পতিত হইলাম, আমি কখন কখন নির্জ্জনে সমাহিত চিত্তে এই বিষয় চিন্তা করিয়া পরিতাপ করিয়াছিলাম ॥ ২৯ ॥ তদনন্তর ভীষ্মের অভিমতে বলবীর্য্যসমন্বিত পাণ্ডু রাজ্যপ্রাপ্ত হইল, তখনও পুত্রের সমৃদ্ধি দর্শনে আমার মন প্রসন্ন হইল, মুনিবর! ইহাও সেই মায়ার কার্য্য ॥ ৩০ ॥ শূরসেন রাজার তনয়া কুন্তী এবং মদ্ররাজদুহিতা মাদ্রী এই দুইটি সুরূপা কামিনী পাণ্ডুর ভার্য্যা হইল ॥ ৩১ ॥ স্ত্রীসঙ্গ করিলে তোমার মৃত্যু হইবে, এইরূপ বিপ্রশাপে নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া পাণ্ডু, রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুই ভার্য্যার সহিত বনগমন করিল ॥ ৩২ ॥ তখন সেই পুত্র পাণ্ডুকে বনস্থিত শুনিয়া আমার হৃদয়ে শোকাবেশ হইল, তখন আমি ভার্য্যা দ্বয়ের সহিত অবস্থিত সেই

তমাশ্বাস্য বনে পাণ্ডুং পুনঃ প্রাপ্তো গজাহ্বয়ে।
ধৃতরাষ্ট্রং সমাভাষ্য হ্যগমং ব্রহ্মজাতটে ॥ ৩৪ ॥
ক্ষেত্রজান্ পঞ্চ পুত্রান্ স সমুৎপাদ্য বনাশ্রমে।
ধর্ম্মতো বায়ুতঃ শক্রাদশ্বিভ্যাং পঞ্চ পাণ্ডবান্ ॥ ৩৫ ॥
যুধিষ্ঠিরো ভীমসেনস্তথৈবার্জ্জুন ইত্যপি ॥ ৩৬ ॥
কুন্তীপুত্রাঃ সমাখ্যাতা ধর্ম্মানিলসুরেশজাঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ মদ্ররাজসুতাসুতৌ ॥ ৩৭ ॥
কদাচিত্তু রহো মাদ্রীং সমালিঙ্গ্য মহীপতিঃ।
মৃতঃ শাপাত্তু মুনিভিঃ সংস্কৃতো হুতভুঙ্‌মুখে ॥ ৩৮ ॥
মাদ্রী তত্র সতী ভূত্বা প্রবিষ্টা পতিনা সহ।
স্থিতা পুত্রযুতা কুন্তী জ্বলিতে জাতবেদসি ॥ ৩৯ ॥
মুনয়ঃ সুতসংযুক্তাং শূরসেনসুতাং তদা।
দুঃখিতাং পতিহীনাং তামানিন্যুর্গজসাহ্বয়ে ॥ ৪০ ॥
সমর্পিতাথ ভীষ্মায় বিদুরায় মহাত্মনে।
শ্রুত্বাহং সুখদুঃখাভ্যাং পীড়িতস্তু পরাত্মভিঃ ॥ ৪১ ॥

ব্রহ্মজাতটে সরস্বতীতটে ॥ ৩৪-৩৭ ॥
পতিনা সহাগ্নিং প্রবিষ্টেত্যর্থঃ ॥ ৩৮-৪০ ॥

পাণ্ডুর নিকট গমন ও তাহাকে আশ্বাসিত করিয়া পুনর্ব্বার হস্তিনায় গমন করিলাম এবং ধৃতরাষ্ট্রের সহিত কথোপকথন করিয়া সরস্বতীর তটদেশে উপস্থিত হইলাম ॥৩৩-৩৪॥ পাণ্ডু বনাশ্রমে অবস্থিত হইয়া তথায় ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিনীদ্বয় দ্বারা পাঁচটি ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন করাইল ॥৩৫॥ কুন্তী হইতে যুধিষ্ঠির, ভীমসেন ও অর্জ্জুন নামে তিনটি পুত্র যথাক্রমে ধর্ম্ম, অনিল ও ইন্দ্রের ঔরসে এবং মাদ্রী হইতে নকুল ও সহদেব অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের ঔরসে উৎপন্ন হইল ॥৩৬-৩৭॥ অনন্তর কোনও সময়ে পাণ্ডু নির্জ্জন-স্থিতা রূপলাবণ্যবতী মাদ্রীরে আলিঙ্গন করিয়া শাপহেতু মৃত্যুমুখে নিপতিত হইল। তখন তত্রস্থিত মুনিগণ অনলে তাহার দেহ সৎকার করিলেন। চিতানল প্রজ্বলিত হইলে পতিব্রতা মাদ্রী পতির সহিত তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া সহমৃতা হইল। কুন্তী পুত্রগণের প্রতিপালনের নিমিত্ত নিবারিত হইয়া চিতানলে প্রবেশ করিল না ॥ ৩৮—৩৯ ॥ মুনিগণ শূরসেনসুতা সপুত্রা পতিহীনা ও সুদুঃখিতা কুন্তীকে সঙ্গে লইয়া হস্তিনায় গমন পূর্ব্বক মহাত্মা ভীষ্ম ও বিদুরকে সমর্পণ করিলেন। তাহা শুনিয়া আমার মন পরদেহের নিমিত্ত সুখদুঃখে নিপীড়িত হইতে

ভীষ্মেণ পালিতাঃ পুত্রাঃ পাণ্ডোরিতি বিচিন্ত্য তে ।
বিদুরেণ তথা প্রীত্যা ধৃতরাষ্ট্রেণ ধীমতা ॥ ৪২ ॥
দুর্য্যোধনাদয়স্তস্য পুত্রা যে ক্রূরমানসাঃ ।
একত্র স্থিতিমাপন্না বিরোধং চক্রুরদ্ভুতম্ ॥ ৪৩ ॥
দ্রোণাচার্য্যস্তু সম্প্রাপ্তস্তত্র ভীষ্মেণ মানিতঃ ।
অধ্যাপনায় পুত্রাণাং পুরে তস্মিন্নিবাসিতঃ ॥ ৪৪ ॥
কর্ণঃ কুন্ত্যা পরিত্যক্তো জাতমাত্রঃ শিশুর্যদা ।
সূতেন পালিতো নদ্যাং প্রাপ্তশ্চাধিরথেন হ ॥ ৪৫ ॥
দুর্য্যোধনপ্রিয়শ্চাভূৎ কর্ণঃ শূরতমস্তথা ।
পরস্পরং বিরোধোঽভূদ্ভীমদুর্য্যোধনাদিষু ॥ ৪৬ ॥
ধৃতরাষ্ট্রস্তু সঞ্চিন্ত্য ক্লেশং পুত্রেষু তেষু চ ।
নিবাসং কল্পয়ামাস পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্ ।
বিরোধশমনায়ৈব নগরে বারণাবতে ॥ ৪৭ ॥
দুর্য্যোধনেন তত্রৈব দ্রোহাজ্জতুগৃহাণি বৈ ।
কারিতানি চ দিব্যানি প্রেষ্য মিত্রং পুরোচনম্ ॥ ৪৮ ॥

পরাত্মভিঃ পরদেহৈঃ পীড়িত ইয়মপি মায়েত্যর্থঃ । ভীষ্মেণেতি । ভীষ্মেণ বিদুরেণ ধৃতরাষ্ট্রেণ তে পাণ্ডোঃ পুত্রাঃ পালিতা ইতি বিচিন্ত্য দুর্য্যোধনাদয়স্তস্য ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রা বিরোধং চক্রুরিত্যন্বয়ঃ ॥ ৪১-৪৮ ॥

লাগিল ॥ ৪০—৪১ ॥ মতিমান্ ভীষ্ম বিদুর ও ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরাদিকে পরম প্রিয়তম পাণ্ডুর পুত্র মনে করিয়া পরমপ্রীতিসহকারে তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতে লাগিল ॥ ৪২ ॥ দুর্য্যোধনাদি ধৃতরাষ্ট্রের ক্রূরমনা নিষ্ঠুর পুত্রগণ একত্র হইয়া পঞ্চ পাণ্ডুপুত্রের সহিত অদ্ভুতরূপ বিরোধ করিতে লাগিল ॥ ৪৩ ॥ দ্রোণাচার্য্য দৈববশে তথায় উপস্থিত হইলে ভীষ্ম তাঁহার সম্মান করিয়া কুরুপুত্রগণের অধ্যাপনার নিমিত্ত হস্তিনানগরে তাঁহাকে বাস করাইলেন ॥ ৪৪ ॥ কর্ণ কুন্তীর কানীন পুত্র, জন্মিবামাত্রই কুন্তী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। অধিরথ নামক সূত তাহাকে নদীতে প্রাপ্ত হইয়া প্রতিপালন করিয়াছিল ॥ ৪৫ ॥ কর্ণ শূরগণের অগ্রগণ্য বলিয়া দুর্য্যোধনের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। ক্রমে ভীম ও দুর্য্যোধনাদির মধ্যে পরস্পর বিরোধ ঘটিয়া উঠিল ॥ ৪৬ ॥ ধৃতরাষ্ট্র সেই সমস্ত পুত্রগণের ক্লেশ চিন্তা করিয়া বিরোধ শান্তির নিমিত্ত বারণাবত নগরে পাণ্ডবগণের নিবাস স্থান নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন ॥ ৪৭ ॥ দুর্য্যোধন বিদ্বেষ বুদ্ধির বশীভূত হইয়া নিজ সুহৃদ্

শ্রুত্বা জতুগৃহে দগ্ধান্ পাণ্ডবান্ পৃথয়া যুতান্।
পৌত্রভাবান্ মুনিশ্রেষ্ঠ ! মগ্নোঽহং ব্যসনার্ণবে ॥ ৪৯ ॥
শোকাতুরৌ ভৃশং শূন্যে বনে পশ্যন্নহর্নিশম্।
দৃষ্টা ময়ৈকচক্রায়াং পাণ্ডবা দুঃখকর্শিতাঃ ॥ ৫০ ॥
ততস্তুষ্টমনাশ্চাহং জাতঃ পার্থান্ বিলোক্য চ।
প্রেরিতাস্তে ময়া তূর্ণং দ্রুপদস্য পুরং প্রতি ॥ ৫১ ॥
তে গতাস্তত্র দুঃখার্ত্তা বিপ্রবেশধরাঃ কৃশাঃ।
মৃগচর্ম্মপরীধানাঃ সভায়াং সংস্থিতাস্তদা ॥ ৫২ ॥
কৃত্বা পরাক্রমং জিষ্ণুঃ স জিত্বা দ্রুপদাত্মজাম্।
চক্রুর্বিবাহং মানিন্যাঃ পঞ্চৈব মাতৃবাক্যতঃ ॥ ৫৩ ॥
দৃষ্ট্বা বিবাহং তেষান্তু মুদিতোঽহং ভৃশং তদা।
ততো নাগাহ্বয়ে প্রাপ্তাঃ পাঞ্চালীসহিতা মুনে ! ॥ ৫৪ ॥
নিবাসং খাণ্ডবপ্রস্থং ধৃতরাষ্ট্রেণ কল্পিতম্।
পাণ্ডবানাং দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! বসুদেবসুতেন বৈ ॥ ৫৫ ॥

মগ্নোঽহমিতি। ইয়মপি মায়ৈবেত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥
বনে পশ্যন্নম্বিষ্যন্নিত্যর্থঃ ॥ ৫০-৫৯ ॥

পুরোচনকে প্রেরণ করিয়া মনোহর জতুগৃহ নির্ম্মাণ করাইল ॥ ৪৮ ॥ মুনিবর ! পৃথার সহিত পঞ্চ পাণ্ডব জতুগৃহে দগ্ধ হইয়াছে শুনিয়া পৌত্রভাববশত আমি দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইলাম। অত্যন্ত শোকাতুর হইয়া নির্জ্জন বনে দিবারাত্র অন্বেষণ করিয়া পরিশেষে একচক্রা নগরীতে দুঃখদুঃখে অত্যন্ত কৃশ ও পরিপীড়িত পাণ্ডবগণকে দেখিতে পাইলাম ॥৪৯-৫০॥ আমি তাহাদের দর্শনলাভে পরিতুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে দ্রুপদরাজের পুরীতে সত্বর প্রেরণ করিলাম, তাহারা দুঃখে কাতর হইয়া মৃগচর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক বিপ্রবেশে গিয়া রাজসভায় বিনীতভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥৫১—৫২॥ অর্জ্জুন পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক লক্ষ্যভেদ করিয়া দ্রুপদরাজতনয়া কৃষ্ণারে লাভ করিলে মাতার আদেশে পঞ্চ পাণ্ডুপুত্রই সেই মানিনী রাজকন্যারে বিবাহ করিল ॥ ৫৩ ॥ মুনিবর ! আমি তখন তাহাদের বিবাহ হইল দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। অনন্তর পাণ্ডবগণ পাঞ্চালীর সহিত পুনর্ব্বার হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইল ॥৫৪॥ তখন ধৃতরাষ্ট্র খাণ্ডবপ্রস্থে পাণ্ডবদিগের বাসস্থান অবধারিত করিল। তদনন্তর বসুদেবপুত্র বিষ্ণু জিষ্ণুর সহিত মিলিত হইয়া পাবকের তৃপ্তিসাধন করিলেন, তৎপরেই পাণ্ডবগণ রাজসূয়যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিল দেখিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম ॥৫৫-৫৬॥

তর্পিতঃ পাবকস্তত্র বিষ্ণুনা সহ জিষ্ণুনা ।
রাজসূয়ঃ কৃতো যজ্ঞস্তদাহং মুদিতোঽভবম্ ॥ ৫৬ ॥
দৃষ্ট্বাথ বিভবং তেষাং তথা ময়কৃতাং সভাম্ ।
দুর্য্যোধনোঽতিসন্তপ্তো দুরোদরমথাকরোৎ ॥ ৫৭ ॥
দুর্দ্যূতবেদী শকুনিরনক্ষজ্ঞশ্চ ধর্ম্মজঃ ।
হৃতং রাজ্যং ধনং সর্ব্বং যাজ্ঞসেনী চ ক্লেশিতা ॥ ৫৮ ॥
বনে দ্বাদশবর্ষাণি পাণ্ডবাস্তে বিবাসিতাঃ ।
পাঞ্চালীসহিতাস্তেন দুঃখং মে জনিতং ভৃশম্ ॥ ৫৯ ॥
এবং নারদ ! সংসারে সুখদুঃখাত্মকে ভৃশম্ ।
নিমগ্নোঽহং ভ্রমেণৈব জানন্ ধর্ম্মং সনাতনম্ ॥ ৬০ ॥
কোঽহং কস্য সুতাস্তেঽমী কা মাতা কিং সুখং পুনঃ ।
যেন মে হৃদয়ং মোহাদ্ভ্রমতীতি দিবানিশম্ ॥ ৬১ ॥
কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি সন্তোষং নাধিগচ্ছতি ।
দোলারূঢ়ং মনো মেঽত্র চঞ্চলং ন স্থিরং ভবেৎ ॥ ৬২ ॥

জানন্ধর্ম্মং সনাতনমিতি । ব্রহ্মবিদ্যাং তৎসাধনং চ সর্ব্বং জানন্নিত্যর্থঃ ॥ ৬০ ॥
(কোঽহমিতি । অহং কঃ, জীবে ত্যক্তদেহে সতি কশ্চিদপ্যস্য সম্বন্ধং ন পশ্যামি তথা মাতৃপুত্রাদিভিঃ সহ ন কশ্চিদপি সম্বন্ধো মে ন প্রতিভাতীতি ভাবঃ ॥ ৬১ ॥)

পাণ্ডবদিগের বিভব এবং শিল্পিরাজময়কৃত সভা দর্শন করিয়া দুর্য্যোধন অত্যন্ত সন্তপ্ত হইল এবং অনর্থকর দ্যূতক্রীড়ার আয়োজন করিল ॥ ৫৭ ॥ শকুনি ছলদ্যূতে অত্যন্ত অভিজ্ঞ, ধর্ম্মপুত্র অক্ষক্রীড়ায় সুনিপুণ ছিলনা, অতএব দুর্য্যোধন শকুনি দ্বারা দ্যূতক্রীড়া করাইয়া ধর্ম্মরাজের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লইল এবং দ্রুপদতনয়া যাজ্ঞসেনীকে রাজসভায় অত্যন্ত অপমানিত করিয়া অতিশয় ক্লেশ প্রদান করিল ॥ ৫৮ ॥ অনন্তর পাঞ্চালীর সহিত পাণ্ডবগণ দ্বাদশ বৎসর বনবাসে গমন করিল তাহাতে আমার অত্যন্তই দুঃখ হইল ॥ ৫৯ ॥ মুনিবর ! আমি সনাতন ধর্ম্ম অবগত হইয়াও ভ্রমবশে এইরূপ সুখদুঃখাত্মক সংসার-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি ॥ ৬০ । আমি কে ? সেই সকল পুত্রই বা কাহার ? মাতাই বা কে ? সুখই বা কি প্রকার ? এই সকল ভাবিয়া আমার মানস দিবারাত্র ভ্রমণ করিতেছে ॥ ৬১ ॥ মুনিবর ! আমি কি করিব ? কোথায় যাইব ? কিছুতেই আমার সন্তোষ লাভ হইতেছে না, আমার মন যেন দোলায় আরূঢ় হইয়া আন্দোলিত হইতেছে কদাচই স্থির হইতেছে না ॥ ৬২ ॥ হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! আপনি সর্ব্বজ্ঞ অতএব আপনি আমার সন্দেহ

সর্ব্বজ্ঞোঽসি মুনিশ্রেষ্ঠ ! সন্দেহং মে নিবর্ত্তয়।
তথা কুরু যথাহং স্যাং সুখিতো বিগতজ্বরঃ ॥ ৬৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে
ব্যাসস্য নারদসন্নিধৌ জ্ঞানিনামপি মোহকারণজিজ্ঞাসা নাম
পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

জ্ঞানিনোঽপি মম কথমনেকেষু পূর্ব্বোক্তেষু স্থলেষু মায়ামোহসুখদুঃখাদিকং চ জাতমিত্যর্থঃ। মোহাদীনামনেকেষু দর্শনার্থমেবৈতাবৎপর্য্যন্তং প্রসিদ্ধকথায়া উপন্যাসঃ ॥ ৬২-৬৩ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

নিবারণ করুন, যাহাতে আমার মানসজ্বর বিদুরিত হয় এবং যাহাতে আমি সুখী হইতে পারি আপনি তাহাই করুন ॥ ৬৩ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে নারদসন্নিধানে ব্যাসদেবের মোহের কারণ জিজ্ঞাসা বর্ণন নামক পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ইতি মে বচনং শ্রুত্বা নারদঃ পরমার্থবিৎ।
মামাহ চ স্মিতং কৃত্বা পৃচ্ছন্তং মোহকারণম্‌॥ ১॥

নারদ উবাচ।

পারাশর্য্য পুরাণজ্ঞ! কিং পৃচ্ছসি সুনিশ্চয়ম্‌।
সংসারেঽস্মিন্‌ বিনা মোহং কোঽপি নাস্তি শরীরবান্‌॥ ২॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা রুদ্রঃ সনকঃ কপিলস্তথা।
মায়য়া বেষ্টিতাঃ সর্ব্বে ভ্রমন্তি ভববর্ত্মনি॥ ৩॥

সপ্তাধিকৈশ্চ পঞ্চাশৎপদ্যৈরথ তু নারদঃ।
স্বমোহস্যৈব মাহাত্ম্যং নিজগাদেতি চোচ্যতে॥

ইতি মে ইতি। ইতি মে পূর্ব্বোক্তবাক্যং শ্রুত্বা মাং নারদ আহেত্যন্বয়ঃ॥ ১॥

সংসারেঽস্মিন্নিতি। অয়ং ভাবঃ জ্ঞানিনোঽপি মম কথং মায়ামোহদুঃখাদিকং জায়ত ইতি ত্বয়া পৃষ্টং তত্র নায়ং জ্ঞানমহিমা যেন বিক্ষেপরূপসংসারোচ্ছেদো ভবেৎ। কিন্তু মায়ায়াঃ শক্তিদ্বয়মস্তি। একাবরণশক্তিরপরা বিক্ষেপরূপা তত্র জ্ঞানে সত্যাবরণরূপ-শক্তের্নাশেঽপি বিক্ষেপশক্তিঃ প্রারব্ধকর্ম্মক্ষয়পর্য্যন্তং তথৈব তিষ্ঠতি তয়া চ পূর্ব্ববদেব কদাচিন্মোহাদিকং জায়তে। তস্মাৎ কথং মম বিচারবতোঽপি মোহাদিকমিতি নাশ্চর্য্যং কিন্তু দেহবতঃ স্বভাব এবায়মিতি॥ ২॥

ন কেবলং জীবানামেব মোহাদিকং জায়তে ইতি মন্তব্যং কিন্ত্বীশ্বরাণামপীত্যাহ ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা রুদ্র ইতি। তেষাং মোহঃ প্রথমস্কন্ধমারভ্য বহুষু স্থলেষু পূর্ব্বমুপপাদিত এব। মায়য়া বেষ্টিতা ইতি বেষ্টিতত্বাৎ জ্ঞানিনামপি তেষাং বিক্ষেপশক্তির্বর্ত্তত এব। অতএব তে ভববর্ত্মনি ভ্রমন্তি নীচমৎস্যাদিযোনিষু। যতো দেবাদীনামপীদৃশী দশা ততো মনুষ্যাণাং কিং বিচার্য্যমিতি ভাবঃ॥ ৩॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্‌! আমি এইরূপে মোহের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া পরমার্থ তত্ত্ববিৎ মহর্ষি নারদ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, পরাশরতনয়! তুমি সমস্ত পুরাণই অবগত আছ, তবে তুমি আমাকে মোহের নিশ্চিত কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? এই সংসারে মোহ ব্যতিরেকে কোনও শরীরধারী জীব নাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রাদি দেবগণ সনক ও কপিলাদি ঋষিগণ ইঁহারা সকলেই মায়া দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সংসারমার্গে পরিভ্রমণ করিতেছেন॥১—৩॥ লোকে আমাকে জ্ঞানী

জ্ঞানিনং মাং জনো বেত্তি ভ্রান্তোঽহং সর্ব্বলোকবৎ।
শৃণু মে পূর্ব্ববৃত্তান্তং প্রব্রবীমি সুনিশ্চিতম্ ॥ ৪ ॥
দুঃখং ময়া যথাপূর্ব্বমনুভূতং মহত্তরম্।
স্বকৃতেন চ মোহেন ভার্য্যার্থে বাসবীসুত! ॥ ৫ ॥
একদা পর্ব্বতশ্চাহং দেবলোকান্মহীতলম্।
প্রাপ্তৌ বিলোকনার্থায় ভারতং খণ্ডমুত্তমম্ ॥ ৬ ॥
ভ্রমন্তৌ সহিতাবুর্ব্ব্যাং পশ্যন্তৌ তীর্থমণ্ডলম্।
পাবনানি চ স্থানানি মুনীনামাশ্রমান্ শুভান্ ॥ ৭ ॥
শপথং দেবলোকাত্তু কৃত্বা পূর্ব্বং পরস্পরম্।
চলিতৌ সময়ং চেমং সম্মন্ত্র্য নিশ্চয়েন বৈ ॥ ৮ ॥
চিত্তবৃত্তিস্তু বক্তব্যা যাদৃশী যস্য জায়তে।
শুভা বাপ্যশুভা বাপি ন গোপ্তব্যা কদাচন ॥ ৯ ॥
ভোজনেচ্ছা ধনেচ্ছাপি রতীচ্ছা বা ভবেদপি।
যাদৃশী যস্য চিত্তে তু কথনীয়া পরস্পরম্ ॥ ১০ ॥

কিঞ্চ হে ব্যাস! মাং জনো জ্ঞানিনং বেত্তি তত্রাহমপি জ্ঞানী সন্নপি সর্ব্বলোকবৎ-পামরজনবদ্ভ্রান্ত এব কস্মাদিতি চেচ্ছৃণু মম লোকাতীতাং দুর্দশামিত্যাহ শৃণ্বিতি ॥ ৪—৫ ॥
পর্ব্বতশ্চাহং পর্ব্বতনামা মম ভাগিনেয়ো মুনিরহঞ্চেত্যর্থঃ। ননু ব্রহ্মপুত্রস্য নারদস্য কথং পর্ব্বতো ভাগিনেয় ইতি চেৎ সপ্তমস্কন্ধে দক্ষান্নারদস্য দ্বিতীয়জন্মনো বক্ষ্যমাণত্বেন দ্বিতীয়জন্মন্যেবাঽয়ং ভাগিনেয় ইত্যভিপ্রায়েণাস্য উক্তেঃ সত্ত্বাৎ ॥ ৬—৮ ॥
চিত্তবৃত্তিস্তু বক্তব্যেতি। নানাবিধং বস্তু দৃষ্ট্বা যস্য যাদৃশী জায়েত চিত্তবৃত্তিঃ সা তেন বক্তব্যেত্যর্থঃ। অয়মেবোভাভ্যাং সঙ্কেতঃ কৃতঃ ॥ ৯—১০ ॥

বলিয়া জানে বটে কিন্তু আমিও সাধারণ প্রাকৃত জনগণের ন্যায় ভ্রান্ত, আমার মায়ামোহের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সুনিশ্চিতরূপে কহিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥ হে বাসবীনন্দন! আমি পূর্ব্বে ভার্য্যার নিমিত্ত স্বকৃত মোহদ্বারা মহত্তরদুঃখ অনুভব করিয়াছি, একদিন আমি এবং পর্ব্বত নামক দেবর্ষি উভয়ে মিলিত হইয়া ভারত নামে বিখ্যাত অত্যুত্তম ভূমিখণ্ড দর্শন করিবার নিমিত্ত দেবলোক হইতে মর্ত্ত্যলোকে উপস্থিত হইলাম ॥৫-৬॥ উভয়ে মিলিত হইয়া মেদিনীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতে করিতে তীর্থ ও পরমপবিত্র স্থান এবং মুনিগণের মনোহর আশ্রম সকল দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলাম ॥ ৭ ॥ ভ্রমণে বাহির হইবার পূর্ব্বেই দেবলোকে আমরা মন্ত্রণা করিয়া নিশ্চয় পূর্ব্বক পরস্পর নিয়ম বন্ধন করিয়াছিলাম যে, ভূমণ্ডলে ভ্রমণকালে যাঁহার যেরূপ চিত্তবৃত্তির উদয় হইবে ভালই হউক আর মন্দই হউক তিনি তাহা কদাচই গোপন করিবেন না ॥ ৮—৯॥ ভোজনের ইচ্ছা ধনলাভের ইচ্ছা অথবা

ইত্যাবাং সময়ং কৃত্বা স্বর্গাস্তু লোকমাগতৌ ।
একচিত্তৌ মুনীভূতৌ বিচরন্তৌ যথেচ্ছয়া ॥ ১১ ॥
এবং ভ্রমন্তৌ লোকেঽস্মিন্ গ্রীষ্মান্তে সমুপাগতে ।
সঞ্জয়স্য পুরং রম্যং সম্প্রাপ্তৌ নৃপতেঃ পুনঃ ॥ ১২ ॥
তেন সংপূজিতৌ ভক্ত্যা রাজ্ঞা সম্মানিতৌ ভৃশম্ ।
স্থিতৌ তত্র গৃহে তস্য চাতুর্মাস্যং মহাত্মনঃ ॥ ১৩ ॥
বার্ষিকাশ্চতুরো মার্সা দুর্গমাঃ পথি সর্ব্বদা ।
তস্মাদেকত্র বিবুধৈঃ স্থাতব্যমিতি নিশ্চয়ঃ ॥ ১৪ ॥
অষ্টৌ মাসাংস্তু প্রবসেৎ সদা কার্য্যবশাদ্দ্বিজঃ ।
বর্ষাকালে ন গন্তব্যং প্রবাসে সুখমিচ্ছতা ॥ ১৫ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা সঞ্জয়স্য গৃহে তদা ।
সংস্থিতৌ মানিতৌ রাজ্ঞা কৃতাতিথ্যৌ মহাত্মনা ॥ ১৬ ॥
দময়ন্তীতি বিখ্যাতা তস্য পুত্রী মহীপতেঃ ।
আজ্ঞপ্তা পরিচর্য্যার্থং সুদতী সুন্দরী ভৃশম্ ॥ ১৭ ॥

(ইতীতি । সময়ো নিয়মস্তমিত্যর্থঃ । মুনীনামাচারাদিমন্তাবিত্যর্থঃ ॥ ১১—১৩ ।
তত্র চতুর্মাসমবস্থানে কারণমাহ বার্ষিকা ইতি ॥ ১৪—১৬ ॥
নিজ মোহস্য কারণং প্রকটয়তি দময়ন্তীতি ॥ ১৭—১৮ ॥

রমণেচ্ছাই হউক যাঁহার মনে যেরূপ ভাবের উদয় হইবে তিনি তাহা প্রকাশ করিয়া বলিবেন ॥ ১০ ॥ আমরা উভয়ে এইরূপ নিয়ম করিয়া একান্তচিত্তে মুনির আচরণে অবস্থিত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে ভূলোক ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলাম ॥ ১১ ॥ এইরূপে ভূলোকমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে গ্রীষ্মের অবসানে বর্ষাকাল সমাগত হইলে আমরা সঞ্জয়নামক নরপতির মনোহর পুরমধ্যে উপস্থিত হইলাম ॥ ১২ ॥ রাজা ভক্তিসহকারে আমাদের অধিকতর সম্মাননা করিয়া পূজা করিলেন। তদবধি আমরা চারি মাস সেই মহাত্মার গৃহে অবস্থিতি করিলাম ॥ ১৩ ॥ বর্ষার চারি মাস পথ সকল সততই অত্যন্ত দুর্গম থাকে অতএব ঐ সময় একস্থানেই অবস্থিতি করা বিজ্ঞগণের কর্ত্তব্য। দ্বিজগণ অষ্টমাস কাল কার্য্যবশে সর্ব্বদাই প্রবাস করিবেন, সুখাভিলাষী ব্যক্তিগণ বর্ষাকালে প্রবাস গমন করিবেন না। এই সমস্ত চিন্তা করিয়া আমরা দুইজনে তখন সঞ্জয়রাজের গৃহে অবস্থিতি করিলাম, সেই উদারাত্মা রাজা সম্মানপূর্ব্বক আমাদের আতিথ্য সৎকার করিতে লাগিলেন ॥ ১৪—১৬ ॥ সেই মহীপতির দময়ন্তী নামে সুদতী ও পরমরূপবতী একটি কন্যা ছিল, রাজা তাহাকে

বিবেকজ্ঞা বিশালাক্ষী রাজপুত্রী কৃতোদ্যমা।
সেবনং সর্ব্বকালে চ ব্যদধাদুভয়োরপি ॥ ১৮ ॥
স্নানার্থমুদকং কালে ভোজনং মৃষ্টমায়তম্।
মুখবাসং তথাচান্যদ্ যদিষ্টং তদ্দদাতি সা ॥ ১৯ ॥
মনোভিলষিতান্ কামানুভয়োরপি কন্যকা।
ব্যজনাসনশয্যাদীন্ বাঞ্ছিতান্যপ্যকল্পয়ৎ ॥ ২০ ॥
এবং সংসেব্যমানৌ তু স্থিতৌ রাজ্ঞো গৃহে কিল।
বেদাধ্যয়নসংশীলাবাবাং বেদব্রতে রতৌ ॥ ২১ ॥
অহং বীণাং করে কৃত্বা সাধয়িত্বা স্বরোত্তমম্।
গায়ন্নং সামসুস্বাদমগাং কর্ণরসায়নম্ ॥ ২২ ॥
রাজপুত্রী তু তচ্ছ্রুত্বা সামগানং মনোহরম্।
বভূব ময়ি রাগাঢ্যা প্রীতিযুক্তা বিশারদা ॥ ২৩ ॥
দিনে দিনেঽনুরাগোঽস্যা ময়ি বৃদ্ধিং গতঃ পরঃ।
মমাপি প্রীতিযুক্তায়াং মনো জাতং স্পৃহাপরম্ ॥ ২৪ ॥

সেবাপ্রকারমাহ স্নানার্থমিতি ॥ ১৯—২১ ॥
অহমিতি। কর্ণরসায়নম্। অতীবশ্রুতিসুখকরমিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥
বভূবেতি। রাগাঢ্যা অতিশয়েনানুরাগবতীত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৪ ॥

আমাদের পরিচর্য্যার নিমিত্ত নিযুক্ত করিয়া দিলেন। সেই বিশালনয়না বিবেকবতী রাজপুত্রী সবিশেষ উদ্যমশীলা; সে দিবারাত্র আমাদের উভয়েরই সেবা করিতে লাগিল ॥ ১৭—১৮ ॥ যথাকালে স্নানের নিমিত্ত জল, পরিষ্কৃত অত্যুত্তম ভোজন, মুখবাস প্রভৃতি যাহা কিছু ইষ্ট বস্তু, সে তৎসমস্তই প্রদান করিতে লাগিল ॥ ১৯ ॥ সেই রাজকন্যা ব্যজন, আসন ও শয্যা প্রভৃতি যাহা কিছু বাঞ্ছিতদ্রব্য, তৎসমস্তই আমাদের নিমিত্ত প্রস্তুত করিয়া রাখিত ॥ ২০ ॥ এইরূপে রাজকন্যা আমাদের সেবা করিতে লাগিল, আমরাও বেদ অধ্যয়ন এবং বেদোক্ত ব্রতকার্য্যে নিরত হইয়া থাকিলাম ॥ ২১ ॥ দ্বৈপায়ন! আমি তখন করে বীণা ধারণ করিয়া উত্তম উত্তম স্বর যোজনপূর্ব্বক কর্ণরসায়ন মনোহর সামগায়ত্র গান করিতে লাগিলাম; গীতিরসজ্ঞা রাজতনয়া সেই মনোমোহন সামগান শ্রবণ করিয়া আমাতে অনুরাগিণী ও প্রীতিমতী হইতে লাগিল ॥ ২২—২৩ ॥ আমার প্রতি রাজকন্যার অনুরাগ দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, সে আমার প্রতি প্রীতিযুক্ত হইয়াছে দেখিয়া সেই রাজকন্যাতে আমারও স্পৃহা জন্মিতে লাগিল। এইরূপে রাজতনয়া আমাতে রতিরসান্বিতা হইয়া আমার ও পর্ব্বতের ভোজনাদি বিষয়ে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রভেদ

মম তস্য চ সা কন্যা ভোজনাদিষু কর্হিচিৎ।
অকরোদন্তরং কিঞ্চিৎ সেবাভেদং রসান্বিতা ॥ ২৫ ॥
স্নানায়োষ্ণজলং মহ্যং পর্ব্বতায় চ শীতলম্।
দধি মহ্যং তথা তক্রং পর্ব্বতায়াপ্যকল্পয়ৎ ॥ ২৬ ॥
শয়নাস্তরণং শুভ্রং মদর্থে পর্য্যকল্পয়ৎ।
প্রীত্যা পরময়া যদ্বৎ পর্ব্বতায় ন তাদৃশম্ ॥ ২৭ ॥
বিলোকয়তি মাং প্রেম্ণা সুন্দরী ন চ পর্ব্বতম্।
ততোঽস্যাস্তাদৃশং দৃষ্ট্বা পর্ব্বতঃ প্রেমকারণম্ ॥ ২৮ ॥
মনসা চিন্তয়ামাস কিমেতদিতি বিস্মিতঃ।
পপ্রচ্ছ মাং রহঃ সম্যগ্ ব্রূহি নারদ! সর্ব্বথা ॥ ২৯ ॥
রাজপুত্রী ত্বয়ি প্রেম করোতি মুদিতা ভৃশম্।
দদাতি ভক্ষ্যভোজ্যানি স্নেহযুক্তা সমন্ততঃ ॥ ৩০ ॥
ন তথা ময়ি ভেদোঽত্র সন্দেহং জনয়ত্যসৌ।
মন্যতে ত্বাং পতিং কর্ত্তুং সর্ব্বথা সঞ্জয়াত্মজা ॥ ৩১ ॥

মমেতি। তস্য পর্ব্বতস্য। সেবাভেদে কারণমাহ যতঃ সা ময়ি রসান্বিতা ময়ি প্রেমবতীত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

সেবাভেদং বিবৃণোতি স্নানায়েতি ॥ ২৬—৩৭)

করিয়া সেবার বৈলক্ষণ্য করিতে লাগিল ॥ ২৪—২৫ ॥ স্নানের নিমিত্ত আমাকে উষ্ণ বারি, পর্ব্বতকে শীতল জল, ভোজনের নিমিত্ত আমাকে উত্তম দধি, পর্ব্বতকে তক্র (ঘোল), শয়নের নিমিত্ত আমাকে সুবিমল শুভ্র শয্যা পর্ব্বতকে মলিন আস্তরণ প্রদান করিতে লাগিল, এইরূপে রাজকন্যা পরমপ্রীতি সহকারে আমার সেবা করিতে লাগিল, কিন্তু পর্ব্বতের সেরূপ পরিচর্য্যা করিল না ॥ ২৬-২৭ ॥ সেই সুন্দরী আমাকে প্রেমপরিপূর্ণলোচনে অবলোকন করিতে লাগিল, কিন্তু পর্ব্বতকে সেরূপ দেখিল না। পর্ব্বত, রাজকন্যার এইরূপ প্রেমকারণ দর্শনে বিস্মিত হইয়া একি হইল বলিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল। অনন্তর আমাকে নির্জ্জনে জিজ্ঞাসা করিল, নারদ! তুমি সম্যক্‌রূপে সমস্ত বিবরণ আমাকে বল। রাজপুত্রী প্রীতিমতী হইয়া তোমাতে অত্যন্ত প্রেম প্রকাশ করিয়া থাকে, সে স্নেহসমন্বিত চিত্তে তোমাকে সম্যক্‌রূপে ভক্ষ্যভোজ্য প্রদান করে, কিন্তু আমার প্রতি সেরূপ করে না, এইরূপ সেবার প্রভেদ দেখিয়া আমার মনে সন্দেহ হইতেছে। বোধ হয় সঞ্জয়রাজতনয়া তোমাকে পতি করিবার নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে কামনা করিয়া থাকে, তোমারও মনের ভাব সেইরূপ, ইহা আমি লক্ষণ দ্বারা জানিতে পারিয়াছি, যেহেতু নয়ন ও আননের বিকার দ্বারা অন্তর্গত প্রীতির অনুমান করিতে পারা যায়। যাহা

তথাপি তাদৃশং ভাবং জানামি লক্ষণৈরহম্‌।
নেত্রবক্ত্রবিকারৈশ্চ জ্ঞায়তে প্রীতিকারণম্‌ ॥ ৩২ ॥
সত্যং বদ ন তে মিথ্যা বক্তব্যং বচনং মুনে!।
স্বর্গতঃ সময়ং কৃত্বা চলিতৌ সংস্মরাধুনা ॥ ৩৩ ॥

নারদ উবাচ।

পৃষ্টোঽহং পর্ব্বতেনেদং কারণন্তু হঠাদ্‌ যদা।
তদাহং হ্রীসমাক্রান্তঃ সঞ্জাতশ্চাব্রবং পুনঃ ॥ ৩৪ ॥
পর্ব্বতৈষা বিশালাক্ষী পতিং মাং কর্ত্তুমুদ্যতা।
মমাপি মানসো ভাবো বর্ত্ততেঽস্যাং বিশেষতঃ ॥ ৩৫ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং সত্যং পর্ব্বতঃ কোপসংযুতঃ।
মামুবাচ মুনির্বাক্যং ধিগ্‌ধিগিতি পুনঃ পুনঃ ॥ ৩৬ ॥
প্রথমং শপথান্‌ কৃত্বা বঞ্চিতোঽহং ত্বয়া যতঃ।
ভব বানরবক্ত্রস্ত্বং শাপাচ্চ মম মিত্রধ্রুক্‌! ॥ ৩৭ ॥
ইতি শপ্তস্তু তেনাহং কুপিতেন মহাত্মনা।
সহসা হ্যভবং ক্রূরঃ শাখামৃগমুখস্তদা ॥ ৩৮ ॥
ময়াপি ন কৃতা তস্মিন্‌ ক্ষমা তু ভগিনীসুতে।
সোঽপি শপ্তোঽতিকোপাদ্‌বৈ মা স্বর্গে তে গতিঃ কিল ॥৩৯॥

শাখামৃগো মর্কটঃ ॥ ৩৮—৪০ ॥

হউক মুনিবর! তুমি আমাকে সত্য করিয়া বল, কদাচই মিথ্যা বলিও না, আমরা স্বর্গ হইতে নির্গত হইবার পূর্ব্বেই যে নিয়ম করিয়াছি তাহা তুমি এক্ষণে স্মরণ কর ॥ ২৮-৩৩ ॥

নারদ কহিলেন, পর্ব্বত যখন হঠাৎ আমাকে এইরূপে কারণ জিজ্ঞাসা করিল, তখন আমি অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া কহিলাম, পর্ব্বত! এই বিশালাক্ষী রাজপুত্রী আমাকে পতি করিতে উদ্যত হইয়াছে, আমারও মানস-ভাব রাজকন্যাতে বিশেষরূপে নিবদ্ধ হইয়াছে ॥ ৩৪—৩৫ ॥ পর্ব্বত আমার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত কুপিত হইল এবং ধিক্‌ নারদ! ধিক্‌ নারদ! এই বাক্য পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল ॥ ৩৬ ॥ তুমি প্রথমে বহুতর শপথ করিয়া পরে আমাকে বঞ্চনা করিয়াছ, অতএব হে মিত্রদ্রোহিন্‌! আমার শাপে তোমার বানরের ন্যায় মুখ হউক ॥৩৭॥ মহাত্মা পর্ব্বত কুপিত হইয়া এইরূপ অভিশাপ দিলে, আমার মুখ তৎক্ষণাৎ বানরের ন্যায় কুটিল ও বিকৃতাকার হইল ॥ ৩৮ ॥ আমিও ভগিনীপুত্র বলিয়া তাহাকে ক্ষমা করিলাম না, কোপান্বিত হইয়া অভিশাপ দিলাম যে,

স্বল্পেঽপরাধে যস্মান্মাং শপ্তবানসি পর্ব্বত !।
তস্মাত্তবাপি মন্দাত্মন্! মর্ত্ত্যলোকে স্থিতিঃ কিল ॥ ৪০ ॥
পর্ব্বতস্তু গতস্তস্মান্নগরাদ্বিমনা ভৃশম্।
অহং বানরবক্ত্রস্তু সঞ্জাতস্তৎক্ষণাদপি ॥ ৪১ ॥
দৃষ্ট্বা মাং বানরং ক্রূরং রাজপুত্রী বিলক্ষণা।
বিমনাতীব সঞ্জাতা বীণাশ্রবণলালসা ॥ ৪২ ॥

ব্যাস উবাচ।

ততঃ কিমভবদ্ ব্রহ্মন্! কথং শাপান্নিবর্ত্তিতঃ।
মানুষাস্যঃ পুনর্জাতো ভবান্ ব্রূহি যথাবিধি ॥ ৪৩ ॥
পর্ব্বতঃ ক্ব গতো ভূয়ঃ সঙ্গমো যুবয়োরভূৎ।
কদা কুত্র কথং সর্ব্বং বিস্তরেণ বদস্ব হ ॥ ৪৪ ॥

নারদ উবাচ।

কিং ব্রবীমি মহাভাগ! মায়ায়াশ্চরিতং মহৎ।
দুঃখিতোঽহং ভৃশং তত্র পর্ব্বতে রুষিতে গতে ॥ ৪৫ ॥

(অহমিতি। তৎক্ষণাৎ পর্ব্বতস্য শাপপ্রভাবাদিতি ভাবঃ ॥ ৪১ ॥
দৃষ্ট্বেতি ক্রূরং ক্রূরস্বভাবমিত্যর্থঃ ॥ ৪২—৪৭ ॥

তোমার স্বর্গলোকে গতি হইবে না। পর্ব্বত! অল্প অপরাধেই তুমি আমাকে এরূপ অভিশাপ প্রদান করিয়াছ, ইহাতে দেখিতেছি তোমার বুদ্ধি অত্যন্ত হীন; যাহা হউক সেইকালে মর্ত্ত্যলোকে তোমার অবস্থিতি হইবে ॥ ৩৯—৪০ ॥

অনন্তর, পর্ব্বত অত্যন্ত বিমনা হইয়া সেই নগর হইতে বহির্গত হইল। আমারও তৎক্ষণাৎ মর্কটের ন্যায় মুখ হইল। আমার বানরের ন্যায় কুটিল মুখ নিরীক্ষণ করিয়া রাজকন্যা বিমনা হইল, তাহার আর পূর্ব্বের ন্যায় প্রফুল্লতা দেখিলাম না, কিন্তু বীণা শ্রবণের লালসা পূর্ব্বের ন্যায়ই দৃষ্ট হইতে লাগিল ॥ ৪১—৪২ ॥

ব্যাস বলিলেন, মুনিবর! তার পর কি হইল? কিরূপে আপনি শাপ হইতে মুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার মানুষের ন্যায় মুখ লাভ করিলেন? পর্ব্বতঋষিই বা কোথায় গেলেন? কিরূপে কখন্ কোন্ স্থানে আপনাদের পুনর্ব্বার মিলন হইল? এই সমস্ত বিবরণ আপনি বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করুন ॥ ৪৩—৪৪ ॥

নারদ কহিলেন, মহাভাগ! আমি মায়ার মহৎ চরিত্র আর কি বলিব? পর্ব্বত কুপিত হইয়া গমন করিলে পর আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম, রাজকন্যা পুনর্ব্বার আমার অধিকতর সেবা করিতে লাগিল। পর্ব্বত গমন করিলেও আমি সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে

পুনঃ সেবাপরাত্যর্থং রাজপুত্রী মমাভবৎ।
গতেঽথ পর্ব্বতে কামং স্থিতস্তত্রৈব সদ্মনি ॥ ৪৬ ॥
অহং দুঃখান্বিতো দীনস্তথা বানরবন্মুখঃ।
বিশেষেণ তু চিন্তার্ত্তঃ কিং মে স্যাদিতি চিন্তয়ন্ ॥ ৪৭ ॥
সঞ্জয়োঽথ সুতাং দৃষ্ট্বা কিঞ্চিৎপ্রকটযৌবনাম্।
বিবাহার্থে রাজসুতানপৃচ্ছৎ সচিবং তদা ॥ ৪৮ ॥
বিবাহকালঃ সম্প্রাপ্তঃ সুতায়া মম সাম্প্রতম্।
যোগ্যং বরং মম ব্রূহি রাজপুত্রং সুসম্মতম্ ॥ ৪৯ ॥
রূপৌদার্য্যগুণৈর্যুক্তং শূরং সুকুলসম্ভবম্।
বিবাহং বিধিবৎ পুত্র্যাঃ করোমি কিল সাম্প্রতম্ ॥ ৫০ ॥
প্রধানস্ত্বব্রবীদ্রাজন্! রাজপুত্রা হ্যনেকশঃ।
বর্ত্তন্তে ভুবি পুত্র্যাস্তে যোগ্যাঃ সর্ব্বগুণান্বিতাঃ ॥ ৫১ ॥
যস্মিন্নুচিন্তে রাজেন্দ্র! তমাহূয় নৃপাত্মজম্।
দেহি কন্যাং ধনং ভূরি হস্ত্যশ্বরথসংযুতম্ ॥ ৫২ ॥

নারদ উবাচ।

পিতুশ্চিকীর্ষিতং জ্ঞাত্বা দময়ন্তী তদা নৃপম্।
ধাত্র্যা মুখেন বাক্যজ্ঞা তমুবাচ রহঃস্থিতম্ ॥ ৫৩ ॥

কিঞ্চিৎপ্রকটযৌবনামাবির্ভূতপ্রথমযৌবনামিত্যর্থঃ রাজসুতান্ বরযোগ্যানিতি শেষঃ॥৪৮॥ পিতুরিতি। চিকীর্ষিতং বিবাহরূপক্রিয়াভিলাষমিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥)

লাগিলাম। বানরের ন্যায় মুখ হইল বলিয়া আমি অত্যন্ত দীন ও দুঃখিত হইলাম এবং অতঃপর আমার কি হইবে এই ভাবিয়া আমি বিশেষরূপ চিন্তায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলাম ॥ ৪৫—৪৭ ॥

অনন্তর রাজা সঞ্জয়, নিজতনয়া দময়ন্তীর যৌবনকুসুম ঈষৎ বিকসিত হইল দেখিয়া তাহার বিবাহের নিমিত্ত প্রধান মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তনয়ার বিবাহ কাল উপস্থিত হইল, এক্ষণে তাহার বিধিপূর্ব্বক বিবাহ দিব, মনোমত বরের যোগ্য রূপ, গুণ ও ঔদার্য্যযুক্ত ধীর ও বীর এবং সৎকুলজাত রাজপুত্র কে আছে তাহা তুমি আমাকে বিশেষ করিয়া বল ॥ ৪৮—৫০ ॥

মন্ত্রী কহিলেন, রাজন্! সর্ব্ববিধ গুণসম্পন্ন আপনার তনয়ার বরযোগ্য অনেক রাজপুত্র পৃথিবীতলে বিদ্যমান রহিয়াছেন, যে রাজপুত্র আপনার অভিমত হয় তাঁহাকেই আহ্বান করিয়া হস্তী, অশ্ব, রথ ও ধনরত্নাদির সহিত কন্যা প্রদান করুন ॥ ৫১—৫২ ॥

ধাত্র্যুবাচ।

দময়ন্তী মহারাজ ! পুত্রী তে মামথাব্রবীৎ।
পিতরং ব্রূহি ধাত্রেয়ি ! বচনান্মে সুখান্বিতম্ ॥ ৫৪ ॥
ময়া বৃতোঽথ মেধাবী নারদো মহতীযুতঃ।
নাদমোহিতয়া কামং নান্যঃ কোঽপি প্রিয়ো মম ॥ ৫৫ ॥
কুরু মে বাঞ্ছিতং তাত ! বিবাহং মুনিনা সহ।
নান্যং বরিষ্যে ধর্ম্মজ্ঞ ! নারদস্তু পতিং বিনা ॥ ৫৬ ॥
মগ্নাহং নাদসিন্ধৌ বৈ নক্রহীনে রসাত্মকে।
অক্ষরে সুখসম্পূর্ণে তিমিঙ্গিলবিবর্জ্জিতে ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে নারদস্য স্বীয়মায়ামোহবর্ণনং নাম ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

তিমিঙ্গিলবিবর্জিতে সুখবিঘাতকপদার্থরহিতে নাদসিন্ধাবিত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৬॥

তদনন্তর দময়ন্তী পিতার অভিপ্রায় অবগত হইয়া আপন অভিলাষ ধাত্রীর মুখ দ্বারা নরপতিকে নিবেদন করিল। ধাত্রী যাইয়া কহিল, মহারাজ! আপনার পুত্রী দময়ন্তী আমাকে কহিয়াছেন যে, ধাত্রি! আমার পিতা যখন সুস্থচিত্তে উপবিষ্ট থাকিবেন তখন তুমি তাঁহাকে নির্জ্জনে আমার বাক্য নিবেদন করিয়া কহিবে যে, আমি বীণার নাদরূপ মোহনে বিমোহিত হইয়া মহতীনাম্নী বীণা বাদনে বিশারদ মেধাবী নারদ মহর্ষিকে বরণ করিয়াছি, অন্য কোনও ব্যক্তি আমার প্রিয় হইবেন না ॥ ৫৩—৫৫ ॥ তাত ! নারদের সহিত আমার বিবাহ দিয়া আমার-মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন ; হে ধর্ম্মজ্ঞ ! আমি নারদ ব্যতিরেকে অন্য কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিব না। পিতঃ ! আমি নক্র তিমিঙ্গিলাদি সুখবিঘাতক পদার্থ বিবর্জিত লবণবিহীন, সুমধুর, আনন্দরসাত্মক, সুখপরিপূর্ণ নাদসিন্ধুমধ্যে নিমগ্ন হইয়াছি, অন্য কিছুতেই আমার মন পরিতুষ্ট হইবে না ॥ ৫৬—৫৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে নারদের নিজ মোহ বর্ণন নামক ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

তৎ পুত্র্যা বচনং শ্রুত্বা রাজা ধাত্রীমুখাত্ততঃ।
ভার্য্যাং প্রোবাচ কৈকেয়ীং সমীপস্থাং সুলোচনাম্ ॥ ১ ॥

রাজোবাচ।

যদুক্তং বচনং কান্তে! ধাত্র্যা তত্তু ত্বয়া শ্রুতম্।
বৃতোঽয়ং নারদঃ কামং মুনির্ব্বানরবক্ত্রভাক্ ॥ ২ ॥
কিমিদং চিন্তিতং পুত্র্যা বুদ্ধিহীনবিচেষ্টিতম্।
কথমস্মৈ ময়া দেয়া কন্যা হরিমুখায় সা ॥ ৩ ॥
ক্বাসৌ ভিক্ষুঃ কুরূপঃ ক্ব দময়ন্তী মমাত্মজা।
বিপরীতমিদং কার্য্যং ন বিধেয়ং কদাচন ॥ ৪ ॥
তামেকান্তে সুকেশান্তে! নিবারয় হঠাৎ সুতাম্।
যুক্ত্যা মুনিরতাং মুগ্ধাং শাস্ত্রবৃদ্ধানুসারয়া ॥ ৫ ॥

ষট্পঞ্চাশৎপদ্যবর্দ্ধ্যৈর্বিবাহো নারদস্য হ।
প্রোচ্যতে যত্র মোহস্য মহিমাতীব বর্ণ্যতে ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ে দময়ন্তী স্বাভিপ্রায়ং ধাত্র্যৈ প্রোবাচেত্যুক্তং তদুত্তরং জাতং বৃত্তমাহ তৎ পুত্র্যা বচনমিতি ॥ ১ ॥

বুদ্ধিহীনং যথা স্যাত্তথা বিচেষ্টিতমিত্যর্থঃ ॥ ৩—৪ ॥

হে সুকেশান্তে! শাস্ত্রবৃদ্ধানুসারয়া যুক্ত্যা মুনিরতাং মুগ্ধাং নিবারয়েত্যন্বয়ঃ ॥ ৫—৯ ॥

নারদ কহিলেন, রাজা ধাত্রীর মুখে তনয়ার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সমীপস্থিতা সুলোচনা কৈকেয়ী নাম্নী মহিষীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কান্তে! ধাত্রী যাহা বলিল তাহা তুমি শ্রবণ করিলে? দময়ন্তী সেই বানরবদন নারদমুনিকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছে ॥ ১—২ ॥ দময়ন্তী কি ভাবিয়া ইহা স্থির করিয়াছে, যাহা হউক ইহা অত্যন্ত বুদ্ধিহীনের কার্য্যই হইয়াছে সন্দেহ নাই; তাঁহার বদন মর্কটের ন্যায়, আমি তাঁহাকে কি রূপে সেই ভুবনধন্যা কন্যারত্ন প্রদান করিব? ॥ ৩ ॥ কুরূপ ও ভিক্ষুক নারদ মুনিই বা কোথায় আর নয়নানন্দদায়িনী মদীয়নন্দিনী দময়ন্তীই বা কোথায়? এই কার্য্য সম্পূর্ণই বিপরীত, ইহা কদাচই কর্ত্তব্য নহে ॥ ৪ ॥ সুকেশি! তুমি নির্জ্জনে ডাকিয়া শাস্ত্রীয় এবং বৃদ্ধজন সম্মত যুক্তি দ্বারা তাহাকে এই হঠকারিতার কার্য্য হইতে নিবারিত কর ॥৫॥ পতির

ইতি ভর্ত্তৃবচঃ শ্রুত্বা জননী তামথাব্রবীৎ ।
ক তে রূপং মুনিঃ কাসৌ বানরাস্যোঽধনঃ পুনঃ ॥ ৬ ॥
কথং মোহমবাপ্তাসি ভিক্ষুকে চতুরা পুনঃ ।
লতা কোমলদেহা ত্বং ভস্মরূক্ষতনুস্ত্বয়ম্ ॥ ৭ ॥
বার্ত্তা বানরবক্ত্রেণ কথং যুক্তা তবানঘে ! ।
কা প্রীতিঃ কুৎসিতে পুংসি ভবিষ্যতি শুচিস্মিতে ! ॥ ৮ ॥
বরস্তে রাজপুত্রোঽস্তু মা কুরু ত্বং বৃথা হঠম্ ।
পিতা তে দুঃখমাপ্নোতি শ্রুত্বা ধাত্রীমুখাদ্বচঃ ॥ ৯ ॥
লগ্নাং বুবূলবৃক্ষেণ কোমলাং মালতীলতাম্ ।
দৃষ্ট্বা কস্য মনঃ খেদং চতুরস্য ন গচ্ছতি ॥ ১০ ॥
দাসেরকায় তাম্বূলীদলানি কোমলানি কঃ ।
দদাতি ভক্ষণার্থায় মূর্খোঽপি ধরণীতলে ॥ ১১ ॥
বীক্ষ্য ত্বাং করসংলগ্নাং নারদস্য সমীপতঃ ।
বিবাহে বর্ত্তমানে তু কস্য চেতো ন দহ্যতি ॥ ১২ ॥

বুবূলবৃক্ষঃ কণ্টকবৃক্ষঃ ॥ ১০ ॥
দাসেরকায় দাস্যাঃ পুত্রো দাসেরঃ। ক্ষুদ্রাভ্যো বেতি পক্ষে ঢ্রক্ স এব দাসেরকঃ। উষ্ট্রো বা ॥ ১১—১২ ॥

বাক্য শ্রবণ করিয়া দময়ন্তীর জননী তাহাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া কহিতে লাগিল, বৎসে ! তোমার এই ভুবনমোহন রূপই বা কোথায় ? আর ধনহীন মর্কটমুখ নারদমুনিই বা কোথায় ? ॥ ৬ ॥ তুমি সুচতুরা, তবে সেই ভিক্ষুকের প্রতি তোমার এরূপ মোহভাব কি জন্য হইল ; বৎসে ! দেখ তুমি রাজকন্যা তোমার দেহ অতি সুকোমল লতার ন্যায়, আর তিনি সর্ব্বদাই ভস্মরাশি মাখিয়া থাকেন, তাহাতে সেই মুনির দেহ অত্যন্ত রূক্ষ হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥ বিমলে ! তুমি সেই মর্কটমুখ মুনির সহিত কিরূপে বাক্যালাপ করিবে ? তুমি কি জন্য কুৎসিত পুরুষের প্রতি অনুরাগিণী হইতেছ ? তাহাতে তোমার কি প্রীতিলাভ হইবে ॥৮॥ উত্তম সুপুরুষ রাজপুত্রের সহিত তোমার বিবাহ হইবে, তুমি এরূপ হঠকারিতার কার্য্য কদাচই করিও না, তোমার পিতা ধাত্রীর মুখে এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন ॥ ৯ ॥ কোমলাঙ্গি ! তুমিই মনে মনে বিবেচনা করিয়া দেখ, কণ্টকীবৃক্ষে কোমল মালতীলতা লগ্ন হইতে দেখিলে কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির অন্তঃকরণে দুঃখের উদয় না হয় ? এই অবনীতলে মূর্খব্যক্তিও কণ্টকলম্পট উষ্ট্রকে কোমল তাম্বূলীদল ভক্ষণের নিমিত্ত কদাচই প্রদান করে না ॥ ১০—১১ ॥ যখন তোমার বিবাহকাল উপস্থিত হইবে, তখন তুমি

কুমুখেন সমং বার্ত্তা ন রুচিং জনয়ত্যতঃ।
আ মরণাৎ কথং কালঃ ক্ষপিতব্যস্ত্বয়ামুনা ॥ ১৩ ॥

নারদ উবাচ।

ইতি মাতুর্বচঃ শ্রুত্বা দময়ন্তী ভৃশাতুরা।
মাতরং প্রাহ তন্বঙ্গী ময়ি সা কৃতনিশ্চয়া ॥ ১৪ ॥
কিং মুখেন চ রূপেণ মূর্খস্য চ ধনেন কিম্।
কিং রাজ্যেনাবিদগ্ধস্য রসমার্গাবিদোঽস্য চ ॥ ১৫ ॥
হরিণ্যোঽপি বনে ধন্যা যা নাদেন বিমোহিতাঃ।
গাতুঃ প্রাণান্ প্রযচ্ছন্তি ধিঙ্মূর্খান্ মানুষান্ ভুবি ॥ ১৬ ॥
নারদো বেত্তি যাং বিদ্যাং মাতঃ! সপ্তস্বরাত্মিকাম্।
তৃতীয়ঃ কোঽপি নো বেদ শিবাদন্যঃ পুমান্ কিল ॥ ১৭ ॥
মূর্খেণ সহ সংবাসো মরণং তৎ ক্ষণেক্ষণে।
রূপবান্ ধনবাংস্ত্যাজ্যো গুণহীনো নরঃ সদা ॥ ১৮ ॥
ধিঙ্মৈত্রী মূর্খভূপালে বৃথাগর্ব্বসমন্বিতে।
গুণজ্ঞে ভিক্ষুকে শ্রেষ্ঠা বচনাৎ সুখদায়িনী ॥ ১৯ ॥

অমুনা নারদেন ॥ ১৩—১৪ ॥
অস্য রসমার্গাবিদোঽবিদগ্ধস্য-মূর্খস্য মুখেন রূপেণ ধনেন কিং ফলমিত্যর্থঃ ॥ ১৫—২১ ॥

নারদের নিকট গমন করিয়া তাহার করলগ্ন হইলে তোমাকে দেখিয়া কাহার মন দুঃখানলে দগ্ধ না হইবে? ॥ ১২ ॥ কুমুখ ব্যক্তির সহিত কথোপকথন করিতে কাহারও রুচি হয় না, তুমি উহার সহিত মরণকাল পর্য্যন্ত কিরূপে কালযাপন করিবে ॥ ১৩ ॥

নারদ কহিলেন, মাতার এইরূপ বাক্য শুনিয়া আমাতেই একান্ত কৃতনিশ্চয়া সেই সুকুমারী দময়ন্তী অত্যন্ত কাতর হইয়া মাতাকে কহিতে লাগিল ॥ ১৪ ॥ জননি! যে ব্যক্তি রসমার্গের পথিক ও যে ব্যক্তি রসজ্ঞ নহে তাহার মুখ এবং রূপ দ্বারাই বা কি হইতে পারে? সেই নৈপুণ্যবিহীন মূর্খব্যক্তির ধন ও রাজ্য দ্বারাই বা কি হইবে ॥ ১৫ ॥ বনচারিণী হরিণীগণ নাদ রসে বিমোহিত হইয়া গায়কগণকে প্রাণ পর্য্যন্তও প্রদান করিয়া থাকে অতএব তাহারাও ধন্য; কিন্তু অরসজ্ঞ মূর্খ মানবদিগকে ধিক্ ॥ ১৬ ॥ মাতঃ! নারদ ঋষি যে সপ্তস্বরাত্মিকা সঙ্গীতবিদ্যা জানেন, স্বয়ং আশুতোষ ব্যতিরেকে অন্য কোনও তৃতীয় পুরুষ তাহা অবগত নহেন ॥ ১৭ ॥ মূর্খ ব্যক্তির সহিত সহবাস করিলে ক্ষণে ক্ষণে মরণ আসিয়া উপস্থিত হয়। গুণহীন ব্যক্তি ধনবান্ বা পরম রূপবান্ হইলেও তাহাকে সর্ব্বদা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃকর সন্দেহ নাই ॥ ১৮ ॥ বৃথা মদগর্ব্বে পরিস্ফীত মূর্খ মহীপালগণের

স্বরজ্ঞো গ্রামবিৎ কামং মূর্চ্ছনাজ্ঞানভেদভাক্।
দুর্লভঃ পুরুষশ্চাষ্টরসজ্ঞো দুর্বলোঽপি বৈ ॥ ২০ ॥
যথা নয়তি কৈলাসং গঙ্গা চৈব সরস্বতী।
তথা নয়তি কৈলাসং স্বরজ্ঞানবিশারদঃ ॥ ২১ ॥
স্বরমানন্তু যো বেদ স দেবো মানুষোঽপি সন্।
সপ্তভেদং ন যো বেদ স পশুঃ সুররাড়পি ॥ ২২ ॥
মূর্চ্ছনা তানমার্গস্তু শ্রুত্বামোদং ন যাতি যঃ।
স পশুঃ সর্ব্বথা জ্ঞেয়ো হরিণাঃ পশবো ন হি ॥ ২৩ ॥
বরং বিষধরঃ সর্পঃ শ্রুত্বা নাদং মনোহরম্।
অশ্রোত্রোঽপি মুদং যাতি ধিক্ সকর্ণাংশ্চ মানবান্ ॥ ২৪ ॥
বালোঽপি সুস্বরং গেয়ং শ্রুত্বা মুদিতমানসঃ।
জায়তে কিন্তু যে বৃদ্ধা ন জানন্তি ধিগস্তু তান্ ॥ ২৫ ॥

সপ্তভেদং ষড়্জাদিসপ্তভেদসহিতং গানমিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥
হরিণাঃ পশবো ন হি তেষাং গানলুব্ধত্বস্য সত্বাৎ ॥ ২৩ ॥
সকর্ণাংশ্চেতি। যতো মুদং ন যান্তীতি শেষঃ ॥ ২৪—২৫ ॥

মিত্রতাতে ধিক্; গুণজ্ঞ ব্যক্তি ভিক্ষুক হইলেও তাঁহার সহিত মিত্রতাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ; যেহেতু তাহাতে অন্য কথা দূরে থাকুক, তাঁহার সহিত বাক্যালাপেই পরম সুখ লাভ হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥ ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ এই সপ্তবিধ স্বরজ্ঞ গ্রামজ্ঞ অর্থাৎ স্বরসমূহের আরোহ অবরোহরূপ ক্রমজ্ঞ ও যাহাতে স্বরসমূহ মূর্চ্ছিত হইয়া রাগত্ব প্রাপ্ত হয় সেই গ্রামসম্ভব মূর্চ্ছনাবিৎ, এবং অষ্টবিধ রসজ্ঞ ব্যক্তি দুর্ব্বল হইলেও এই অবনীতলে তিনি অত্যন্তই দুর্লভ তাহাতে আর সংশয় কি? ॥২০॥ যেমন গঙ্গা ও সরস্বতী স্বীয় মাহাত্ম্যে কৈলাসধাম প্রদান করেন, সেইরূপ স্বরজ্ঞানবিশারদ ব্যক্তিও কৈলাসলোকে লইয়া গিয়া থাকেন তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ॥২১॥ যে ব্যক্তি স্বরমান অবগত আছেন, তিনি মনুষ্য হইয়াও দেবতা স্বরূপ; যে ব্যক্তি স্বরের ষড়্জাদি সপ্তভেদ না জানে সে সুররাজ হইলেও পশু তুল্য। যে ব্যক্তি মূর্চ্ছনা ও সপ্তবিধ স্বর হইতে সমুত্থিত ও মূর্চ্ছনাদি সংমিশ্রিত তান শ্রবণে প্রমোদিত না হয়, তাহাকেই পশু বলিয়া জানিবেন, হরিণগণকে পশু বলিয়া বিবেচনা করিবেন না, যেহেতু তাহারা সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া থাকে ॥ ২২—২৩ ॥ বিষধর সর্পগণ কর্ণবিহীন হইয়াও চক্ষুর্দ্বারা মনোহর স্বরনাদ শুনিয়া প্রমোদিত হয়, তাহাদিগকেও বরং প্রশংসা করা যায়, কিন্তু যাহারা নাদস্বর শ্রবণে প্রমোদিত না হয় সেই কর্ণবান্ মানবগণকে ধিক্ ॥ ২৪ ॥ সুস্বর

পিতা মে কিং ন জানাতি নারদস্য গুণান্ বহূন্।
দ্বিতীয়ঃ সামগো নাস্তি ত্রিষু লোকেষু তৎসমঃ ॥ ২৬ ॥
তস্মাদসৌ ময়া নূনং বৃতঃ পূর্ব্বং সমাগমাৎ।
পশ্চাচ্ছাপবশাজ্জাতো বানরাস্যো গুণাকরঃ ॥ ২৭ ॥
কিন্নরা ন প্রিয়াঃ কস্য ভবন্তি তুরগাননাঃ।
গানবিদ্যাসমাযুক্তাঃ কিং মুখেন বরেণ হ ॥ ২৮ ॥
পিতরং ব্রূহি মে মাতর্ব্বতোঽয়ং মুনিসত্তমঃ।
তস্মাত্ত্বমাগ্রহং ত্যক্ত্বা দেহি তস্মৈ চ মাং মুদা ॥ ২৯ ॥

নারদ উবাচ।

ইতি পুত্র্যা বচঃ শ্রুত্বা রাজ্ঞী রাজ্ঞে ন্যবেদয়ৎ।
আগ্রহং সুন্দরী জ্ঞাত্বা সুতায়া নারদে মুনে! ॥ ৩০ ॥
বিবাহং কুরু রাজেন্দ্র! দময়ন্ত্যাঃ শুভে দিনে।
মুনিনা স চ সর্ব্বজ্ঞো বৃতোঽসৌ মনসানয়া ॥ ৩১ ॥

(নারদস্য গুণং বর্ণয়তি দ্বিতীয় ইতি ॥ ২৬—২৭ ॥
কিং বিকৃতাঙ্গেন গুণবত্ত্বেব প্রিয়ত্বে কারণমিতি দৃষ্টান্তেন প্রদর্শয়ন্নাহ কিন্নরা নেতি ॥ ২৮ ॥
আগ্রহং ত্যক্ত্বা অন্যত্রেতি শেষঃ ॥ ২৯—৩২ ॥)

সঙ্গীত শ্রবণে বালকগণও প্রফুল্লিত হয়, কিন্তু যে বৃদ্ধগণ সেই সঙ্গীতরস অবগত নহে তাহাদিগকে শতবার ধিক্ ॥ ২৫ ॥ পিতা কি নারদ মহর্ষির বহুতর গুণগণ অবগত নহেন; এই ত্রিলোক মধ্যে তাঁহার তুল্য সামগায়ক আর কে আছে? ॥ ২৬ ॥ সেই নিমিত্তই আমি তাঁহাকে পূর্ব্বেই পতিত্বে বরণ করিয়াছি, তার পর অভিশাপ বশে সেই গুণাকর মুনিবরের বানরের ন্যায় আনন হইয়াছে ॥ ২৭ ॥ সঙ্গীতবিদ্যা-বিশারদ কিন্নরগণের আনন তুরঙ্গমের ন্যায় হইলেও তাঁহারা কাহার না প্রিয় হইয়া থাকেন। তাঁহাদের উত্তম আননে প্রয়োজন কি? তাঁহারা মনোমোহন সুমধুর সঙ্গীতস্বরে দেবতাদিগকেও মোহিত করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥ জননি! আপনি অনুগ্রহ করিয়া পিতাকে কহিবেন যে আমি পূর্ব্বেই সেই মুনিসত্তম নারদ মহর্ষিকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, অতএব অন্য আগ্রহ না করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে আমাকে তাঁহার করেই সমর্পণ করুন ॥ ২৯ ॥

নারদ বলিলেন, নিজ তনয়া দময়ন্তীর এইরূপ বাক্য শুনিয়া সেই অনিন্দিতা সঞ্জয় রাজমহিষী, আমার প্রতিই সুতার একান্ত অনুরাগ অবগত হইয়া রাজাকে বলিলেন, নৃপসত্তম! শুভদিনে শুভলগ্নে মুনিবরের সহিত দময়ন্তীর শুভ বিবাহকার্য্য সম্পাদন করুন তনয়া কহিয়াছে যে, সেই সর্ব্ব জ্ঞানসম্পন্ন মুনিবরকে সে অগ্রেই পতিত্বে বরণ করিয়াছে;

নারদ উবাচ ।

ইতি সঞ্চোদিতো রাজ্ঞ্যা সঞ্জয়ঃ পৃথিবীপতিঃ ।
চকার বিধিবৎ সর্ব্বং বিধিং বৈবাহিকং ততঃ ॥ ৩২ ॥
এবং দারগ্রহং কৃত্বা বানরাস্যঃ পরন্তপ! ।
স্থিতস্তত্রৈব মনসা দহ্যমানেন চাপ্যহম্ ॥ ৩৩ ॥
যদাগচ্ছদ্রাজসুতা সেবার্থং মম সন্নিধৌ ।
অভবং দুঃখসন্তপ্তস্তদাহং বানরাননঃ ॥ ৩৪ ॥
দময়ন্তী তু মাং বীক্ষ্য প্রফুল্লবদনাম্বুজা ।
শোকং বানরবক্ত্রত্বাম্ন চকার কদাচন ॥ ৩৫ ॥
এবং গচ্ছতি কালে তু সহসা পর্ব্বতো মুনিঃ ।
কুর্ব্বংস্তীর্থান্যনেকানি দ্রষ্টুং মাং সমুপাগতঃ ॥ ৩৬ ॥
ময়াতিমানিতঃ প্রেম্ণা পূজিতশ্চ যথাবিধি ।
আসীন আসনে দিব্যে বীক্ষ্য মাং দুঃখিতো হ্যভূৎ ॥ ৩৭ ॥
কৃতদারং বানরাস্যং দীনং চিন্তাতুরং ভৃশম্ ।
দয়াবান্ মামুবাচেদং পর্ব্বতো মাতুলং কৃশম্ ॥ ৩৮ ॥

বানরাস্যোঽহং তত্রৈব স্থিত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥
যতো বানরাননস্ততো দুঃখসন্তপ্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৪—৪০ ॥

তাহা আর অন্যথা হইবার নহে ॥ ৩০—৩১ ॥ মহিষী কর্ত্তৃক এইরূপে প্রণোদিত হইয়া পৃথিবীপতি সঞ্জয় তনয়ার বিবাহকার্য্য সুচারুরূপে বিধিপূর্ব্বক সম্পাদন করিলেন ॥ ৩২ ॥ ঋষিবর! আমি এইরূপে দারপরিগ্রহ করিয়া বানরবদন ধারণ পূর্ব্বক মনে মনে দগ্ধ হইয়া সেইস্থানেই অবস্থিতি করিতে লাগিলাম ॥ ৩৩ ॥ রাজনন্দিনী আমার সেবার নিমিত্ত যখন নিকটে আসিত, তখন বানরানন স্মরণ করিয়া আমি অত্যন্তই সন্তপ্ত হইতাম। কিন্তু আমাকে দর্শন করিয়া দময়ন্তীর বদনসরোজ প্রফুল্লিত হইয়া উঠিত; আমার আনন বানরের ন্যায় বলিয়া সে কদাচই শোকসন্তপ্ত বা দুঃখিত হইত না ॥ ৩৪—৩৫ ॥ এইরূপে কাল অতিবাহিত হইতে লাগিল। একদিন পর্ব্বতমুনি অনেকানেক তীর্থ পর্য্যটন করিয়া আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৩৬ ॥ আমি তাহার অত্যন্ত সম্মান করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক যথাবিধি আদর ও সম্মান করিলাম, সে উত্তম আসনে আসীন হইয়া আমাকে দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইল ॥ ৩৭ ॥ আমি তাঁহার মাতুল, দার পরিগ্রহ করিয়াছি, আমার মর্কটের ন্যায় মুখ হইয়াছে বলিয়া আমি দীন অত্যন্ত চিন্তাতুর ও কৃশ হইয়াছি দেখিয়া তাহার হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল, তখন সে আমাকে বলিল, মুনিবর!

ময়া নারদ! কোপাত্ত্বং শপ্তোঽসি মুনিসত্তম!।
নিষ্কৃতং তস্য শাপস্য করোম্যদ্য নিশাময় ॥ ৩৯ ॥
ভব ত্বং চারুবদনো মম পুণ্যেন নারদ!।
দৃষ্ট্বা রাজসুতাং চিত্তে কৃপা জাতা মমাধুনা ॥ ৪০ ॥

নারদ উবাচ।

ময়াপি প্রবণং চিত্তং কৃত্বা শ্রুত্বাস্য ভাষিতম্।
অনুগ্রহঃ কৃতঃ সদ্যস্তস্য শাপস্য তৎক্ষণাৎ ॥ ৪১ ॥
ভাগিনেয়! তবাপ্যস্তু গমনং সুরসদ্মনি।
শাপস্যানুগ্রহঃ কামং কৃতোঽয়ং পর্ব্বতাধুনা ॥ ৪২ ॥

নারদ উবাচ।

জাতোঽহং চারুবদনো বচনাত্তস্য পশ্যতঃ।
রাজপুত্রী তু সন্তুষ্টা মাতরং প্রাহ সত্বরম্ ॥ ৪৩ ॥
মাতস্তে সুমুখো জাতো জামাতা চ মহাদ্যুতিঃ।
বচনাৎ পর্ব্বতস্যাদ্য মুক্তশাপো মুনেরভূৎ ॥ ৪৪ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং রাজ্ঞ্যা কথিতং তত্র রাজনি।
যযৌ দ্রষ্টুং মুনিং তত্র সঞ্জয়ঃ প্রীতিমাংস্তদা ॥ ৪৫ ॥

অস্য ভাষিতং শাপোদ্ধাররূপং শ্রুত্বা চিত্তং প্রবণং কৃত্বা অনুগ্রহঃ কৃত ইত্যন্বয়ঃ ॥৪১-৪৬॥

আমি কুপিত হইয়া তোমাকে যে অভিশাপ দিয়াছি, সেই শাপের প্রতিমোচন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৩৮—৩৯ ॥ মহর্ষে! আমার পুণ্যদ্বারা আপনার আনন পূর্ব্বের ন্যায় উত্তম হউক; রাজকন্যাকে দেখিয়া এক্ষণে আমার অন্তঃকরণে করুণার সঞ্চার হইয়াছে ॥ ৪০ ॥ তাহার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার চিত্তও কোমল হইল আমি তৎক্ষণাৎ তাহার শাপ মোচন করিবার নিমিত্ত ইচ্ছুক হইয়া কহিলাম ভাগিনেয়! তোমারও সুরপুরে গমন হউক, পর্ব্বত! আমি এক্ষণে তোমার প্রতি অভিশাপ বিষয়ে সবিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিলাম ॥ ৪১—৪২ ॥

দ্বৈপায়ন! তাহার বাক্যানুসারে দেখিতে দেখিতে আমার বদন সুচারু ও পূর্ব্বের ন্যায় সুশোভন হইল। তখন রাজপুত্রী দময়ন্তী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার মাতার নিকটে যাইয়া বলিল, জননি! মহামুনি পর্ব্বতের বচনানুসারে আপনার জামাতার শাপমোচন হইয়া তাঁহার আনন পূর্ব্বের ন্যায় সুন্দর ও সুশোভন হইয়াছে তাহাতে তাঁহার দেহকান্তি বর্দ্ধিত হইয়াছে ॥ ৪৩—৪৪ ॥ রাজমহিষী দময়ন্তীর বাক্য শুনিয়া পরম আহ্লাদে পুলকিত

ধনং সমর্পিতং রাজ্ঞা সন্তুষ্টেন তদা মহৎ।
মহ্যঞ্চ ভাগিনেয়ায় পারিবর্হং মহাত্মনা ॥ ৪৬ ॥
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং বর্ত্তনং যৎ পুরাতনম্।
মায়ায়া বলমাহাত্ম্যং হ্যনুভূতং যথা ময়া ॥ ৪৭ ॥
সংসারেঽস্মিন্ মহাভাগ! মায়াগুণকৃতেঽমৃতে।
তনুভৃত্তু সুখী নাস্তি ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ॥ ৪৮ ॥
কামক্রোধৌ তথা লোভো মৎসরো মমতা তথা।
অহঙ্কারো মদঃ কেন জিতাঃ সর্ব্বে মহাবলাঃ ॥ ৪৯ ॥
সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব গুণাস্ত্রয় ইমে কিল।
কারণং প্রাণিনাং দেহসম্ভবে সর্ব্বথা মুনে! ॥ ৫০ ॥
কস্মিংশ্চিৎ সময়ে ব্যাস! বনেঽহং বিষ্ণুনা সহ।
গচ্ছন্ হাস্যবিনোদেন স্ত্রীভাবং গমিতঃ ক্ষণাৎ ॥ ৫১ ॥

এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতমিতি। জ্ঞানিনোঽপি মম মায়ামোহসুখদুঃখাদিকং বিক্ষেপরূপমস্ত্যেবেত্যেতদাখ্যাতং কথিতমিত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

যাবৎকালপর্য্যন্তং গুণত্রয়জন্যো দেহস্তিষ্ঠতি তাবৎকালপর্য্যন্তং মায়ামোহসুখদুঃখাদিকং বিক্ষেপজাতং সর্ব্বস্যাপি ভবিষ্যত্যেব ন তত্র প্রতীকারোঽস্তীত্যাহ সংসারেঽস্মিন্নিতি ॥ ৪৮—৪৯ ॥

সর্ব্বথা মুনে ইতি। তথা চ গুণত্রয়বৈষম্যং নিয়মেন ভবিষ্যত্যেব ততশ্চ মোহাদিকং ভবিষ্যত্যেবেতি ॥ ৫০ ॥

হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ যাইয়া রাজাকে নিবেদন করিলেন। নরপতি সঞ্জয় তখন অত্যন্ত প্রীতি সহকারে মুনিবরকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তথায় গমন করিলেন ॥ ৪৫ ॥ তখন মহামতি মহীপতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া আমাকে ও ভাগিনেয় পর্ব্বতকে বিবাহের যৌতুকরূপে বহুতর ধন ও রত্নাদি প্রদান করিলেন ॥ ৪৬ ॥ দ্বৈপায়ন! আমি পূর্ব্বে মায়ার বলমাহাত্ম্য যেরূপ অনুভব করিয়াছিলাম, এক্ষণে তোমার নিকট সেই পুরাতন বৃত্তান্ত সমস্তই বর্ণন করিলাম ॥ ৪৭ ॥ মহাভাগ! ইন্দ্রজালের ন্যায় মায়ার মিথ্যাগুণের নিমিত্তই দেহধারী মাত্রেই এই সংসারে পূর্ব্বে কেহ কখন সুখী হইতে পারে নাই, বর্ত্তমানে কেহই সুখী নাই এবং ভবিষ্যতে কেহ কখন সুখী হইতে পারিবে না। কাম, ক্রোধ, লোভ, মাৎসর্য্য, মমতা, অহঙ্কার ও মদ এই সকলের প্রত্যেকেই মহাবল, ইহাদিগকে জয় করিতে কেহই সমর্থ হয় না ॥ ৪৮—৪৯ ॥ মুনিবর! সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণই প্রাণিগণের দেহের উৎপত্তি বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে কারণ হইয়া থাকে ॥ ৫০ ॥ দ্বৈপায়ন! আমি কোন সময়ে ভগবান্ বিষ্ণুর সহিত হাস্যপরিহাসাদি

রাজপত্নীত্বমাপন্নো মায়াবলবিমোহিতঃ।
পুত্রাঃ প্রসূতা বহবো গেহে তস্য নৃপস্য হ ॥ ৫২ ॥

ব্যাস উবাচ।

সংশয়োঽয়ং মহান্ সাধো ! শ্রুত্বা তে বচনং কিল।
কথং নারীত্বমাপন্নস্ত্বং মুনে ! জ্ঞানবান্ ভৃশম্ ॥ ৫৩ ॥
কথঞ্চ পুরুষো জাতো ব্রূহি সর্ব্বমশেষতঃ।
কথং পুত্রাস্ত্বয়া জাতাঃ কস্য রাজ্ঞো গৃহেঽঞ্জসা ॥ ৫৪ ॥
এতদাখ্যাহি চরিতং মায়ায়া মহদদ্ভুতম্।
মোহিতঞ্চ যয়া সর্ব্বমিদং স্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ৫৫ ॥
ন তৃপ্তিমধিগচ্ছামি শৃণ্বংস্তব কথামৃতম্।
সর্ব্বগ্রন্থার্থতত্ত্বঞ্চ সর্ব্বসংশয়নাশনম্ ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে নারদস্য বিবাহবর্ণনং নাম সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

স্বস্য মায়ামোহাদিকং প্রদর্শয়িতুমেকাং কথামুপপাদ্য দ্বিতীয়ামুপপাদয়তি কস্মিংশ্চিৎ সময় ইতি ॥ ৫১—৫৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

বিনোদে বনমধ্যে গমন করিতেছিলাম, দৈবাৎ ক্ষণমধ্যেই আমি স্ত্রী হইয়া পড়িলাম। তদনন্তর, মায়াবলে বিমোহিত হইয়া রাজপত্নী হইলাম এবং সেই নরপতির গৃহে অবস্থিত হইয়া বহুতর পুত্র প্রসবও করিয়া ছিলাম ॥ ৫১—৫২ ॥

ব্যাস বলিলেন, দেবর্ষে ! আপনার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার মহান্ সংশয় জন্মিল ; মুনিবর ! আপনি অত্যন্ত জ্ঞানবান্ হইয়াও নারীভাব কিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ? আর কি প্রকারেই বা পুনর্ব্বার পুরুষত্ব লাভ করিয়াছিলেন ? কোন্ রাজার গৃহে অবস্থিতি করিয়া কিরূপেই বা পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন এই সমস্ত বিষয় সবিস্তার কীর্ত্তন করিয়া আমার কৌতূহল চরিতার্থ করুন ॥ ৫৩—৫৪ ॥ যদ্দ্বারা এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক অখিল জগৎ মোহিত হইয়া রহিয়াছে আপনি সেই মায়ার অত্যদ্ভুত চরিত্র কীর্ত্তন করুন। মুনিবর ! সমস্ত গ্রন্থার্থতত্ত্বসংযুক্ত, সর্ব্ববিধ সংশয়নাশক ভবদীয় বচনামৃত শ্রবণাঞ্জলিপুটে পান করিয়া আমি তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না ॥ ৫৫—৫৬ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে নারদের বিবাহ ও মর্কটবদনত্ববর্ণন নামক সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

নিশাময় মুনিশ্রেষ্ঠ ! গদতো মম সৎকথাম্ ।
মায়াবলং সুদুর্জ্জেয়ং মুনিভির্যোগবিত্তমৈঃ ॥ ১ ॥
মায়য়া মোহিতং সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ।
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তমজয়া দুর্বিভাব্যয়া ॥ ২ ॥
কদাচিৎ সত্যলোকাদ্ বৈ শ্বেতদ্বীপে মনোহরে ।
গতোঽহং দর্শনাকাঙ্ক্ষী হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ ॥ ৩ ॥
বাদয়ন্ মহতীং বীণাং স্বরতানবিভূষিতাম্ ।
গায়ত্ত্রং গায়মানস্তু সাম সপ্তস্বরান্বিতম্ ॥ ৪ ॥
দৃষ্টো ময়া দেবদেবশ্চক্রপাণির্গদাধরঃ ।
কৌস্তুভোদ্ভাসিতোরস্কো মেঘশ্যামশ্চতুর্ভুজঃ ॥ ৫ ॥

অর্দ্ধাধিকৈশ্চতুঃপঞ্চাশৎ পদ্যৈর্নারদঃ পুনঃ ।
স্বকথাং বদতি প্রাজ্ঞ ইত্যেতৎ সম্যগীর্য্যতে ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে রাজপ্রশ্নকথনোত্তরং জাতং বৃত্তমাহ নিশাময়েতি । মুনিভিরপি মায়াবলং সুদুর্জ্জেয়মিত্যন্বয়ঃ ॥ ১ ॥

তদেব বিশদয়তি মায়য়া মোহিতমিতি ॥ ২—৩ ॥

গায়ত্ত্রং সামেত্যন্বয়ঃ ॥ ৪—৬ ॥

নারদ কহিলেন, তপোধন ! আমি সেই সমস্ত সৎকথা কীর্ত্তন করিতেছি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর । মুনিবর ! যোগবিদ্গণের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠতম, এই মায়াবল তাঁহাদিগেরও দুর্জ্জের বলিয়া জানিবে । স্থাবর জঙ্গমাত্মক ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্ত এই অখিল জগৎ সেই অজা ও অচিন্তনীয়া মায়ার দ্বারা বিমোহিত হইয়া থাকে, অতএব সেই মহামায়ার হস্ত হইতে কাহারও পরিত্রাণ নাই ॥ ১—২ ॥ আমি এক দিন অদ্ভুতকর্ম্মা হরির দর্শন কামনা করিয়া স্বরতান-মনোরম বীণাক্বাণে সপ্তস্বর সমন্বিত সামগায়ত্র গান করিতে করিতে সত্যলোক হইতে নয়নমনোহর শ্বেতদ্বীপে গমন করিয়াছিলাম ॥ ৩—৪ ॥ তথায় যাইয়া আমি দেবদেব চতুর্ভুজ চক্রপাণি গদাধরকে দর্শন করিলাম। তাঁহার নবীন নীরদের ন্যায় শ্যামমূর্ত্তি উরঃস্থিত কৌস্তুভপ্রভায় উদ্ভাসিত হইয়াছে, তিনি পীতাম্বর পরিধান করিয়া রহিয়াছেন, মস্তকে পরমপ্রভায় সমুজ্জ্বল মুকুট শোভা পাইতেছে, সেই ভগবান্

পীতাম্বরপরীধানো মুকুটাঙ্গদরাজিতঃ।
লক্ষ্ম্যা সহ বিলাসিন্যা ক্রীড়মানো মুদা যুতঃ ॥ ৬ ॥
বীক্ষ্য মাং কমলা দেবী গতান্তর্ধানমন্তিকাৎ।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না সর্ব্বভূষণভূষিতা ॥ ৭ ॥
নারীণাং প্রবরা কান্তা রূপযৌবনগর্ব্বিতা।
সুপ্রিয়া বাসুদেবস্য বরচামীকরপ্রভা ॥ ৮ ॥
অন্তর্গৃহং গতাং দৃষ্ট্বা সিন্ধুজাং ব্যঞ্জনান্বিতাম্।
ময়া পৃষ্টো দেবদেবো বনমালী জগৎপ্রভুঃ ॥ ৯ ॥
ভগবন্! দেবদেবেশ! পদ্মনাভ! মুরারিহন্!।
কথঞ্চ মা গতা দৃষ্ট্বা মামাগচ্ছন্তমন্তিকাৎ ॥ ১০ ॥
নাহং বিটো ন বা ধূর্ত্তো তাপসোঽহং জগদ্গুরো!।
জিতেন্দ্রিয়ো জিতক্রোধো জিতমায়ো জনার্দ্দন! ॥ ১১ ॥

নারদ উবাচ।

নিশম্য বচনং কিঞ্চিদ্ গর্ব্বযুক্তং জনার্দ্দনঃ।
উবাচ মাং স্মিতং কৃত্বা বীণাবন্মধুরাং গিরম্ ॥ ১২ ॥

অন্তর্দ্ধানং গতা অদৃশ্যতাং গতান্তর্গৃহে গতেত্যর্থঃ ॥ ৭—৮ ॥
ব্যঞ্জনান্বিতাং বস্ত্রান্তর্ব্যঞ্জিতস্তনীমিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥
মাং দৃষ্ট্বা মা লক্ষ্মীঃ কথং গতা কিমর্থং গতেত্যর্থঃ ॥ ১০—১৩ ॥

নারায়ণ, বিলাসশালিনী পয়োধিনন্দিনীর সহিত পরম প্রমোদে ক্রীড়া করিতেছেন ॥৫-৬॥ সমস্ত রমণীগণের শ্রেষ্ঠতমা, কমনীয়দর্শনা, কনকপ্রভা সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্না, সর্ব্বভূষণে বিভূষিতা, রূপযৌবনগর্ব্বিতা, বাসুদেবপ্রিয়া কমলাদেবী আমাকে অবলোকন করিয়াই জনার্দ্দনের সন্নিধান হইতে অন্তর্ধান করিলেন ॥ ৭—৮ ॥ সিন্ধুজাদেবীর স্তনাদি বস্ত্রমধ্য হইতেও দৃষ্ট হইতে ছিল, অতএব তিনি সত্বর হইয়া অন্তর্গৃহে গমন করিলেন। তদ্দর্শনে আমি বনমালাধারী জগৎপ্রভু দেবদেব জনার্দ্দনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে মুরঘাতন! ভগবন্! হে পদ্মনাভ! লোকমাতা কমলা দেবী আমাকে আসিতে দেখিয়া আপনার সন্নিধান হইতে কি জন্য উঠিয়া গেলেন? ॥৯-১০॥ জগদ্গুরো! আমি বিটও নহি, ধূর্ত্তও নহি, আমি ইন্দ্রিয় ও ক্রোধ জয় করিয়া তপস্বী হইয়াছি; আমি মায়াকেও পরাজিত করিয়াছি, অতএব দেব! কমলাদেবীর গমন করিবার কারণ কি? আপনি কৃপা করিয়া তাহা আমাকে বলুন ॥ ১১ ॥

নারদ কহিলেন, বৈপায়ন! জনার্দ্দন আমার সেই গর্ব্বযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্যসহকারে বীণাধ্বনির ন্যায় সুমধুর স্বরে আমাকে বলিলেন, নারদ! এবিষয়ের বিধি

বিষ্ণুরুবাচ।

নারদৈবংবিধা নীতির্ন স্থাতব্যং কদাচন।
পতিং বিনান্যসান্নিধ্যে কস্যচিদ্ যোষয়া ক্বচিৎ ॥ ১৩ ॥
মায়া সুদুর্জ্জয়া বিদ্বন্! যোগিভির্জ্জিতমারুতৈঃ।
সাংখ্যবদ্ভির্নিরাহারৈস্তাপসৈশ্চ জিতেন্দ্রিয়ৈঃ ॥ ১৪ ॥
দেবৈশ্চ মুনিশার্দ্দূল! যত্ত্বয়োক্তং বচোঽধুনা।
জিতমায়োঽস্মি গীতজ্ঞ! নৈবং বাচ্যং কদাচন ॥ ১৫ ॥
নাহং শিবো ন বা ব্রহ্মা জেতুং তাং প্রভবোঽপ্যজাম্।
মুনয়ঃ সনকাদ্যাশ্চ কস্ত্বং কেঽন্যে ক্ষমা জয়ে ॥ ১৬ ॥
দেবদেহং নৃদেহং বা তির্য্যগ্‌দেহমথাপি বা।
বিভৃয়াদ্ যঃ শরীরঞ্চ স কথং তাং জয়েদজাম্ ॥ ১৭ ॥
ত্রিযুতস্তাং কথং মায়াং জেতুং শক্তঃ পুমান্ ভবেৎ।
বেদবিদ্ যোগবিদ্ বাপি সর্ব্বজ্ঞো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৮ ॥

দেবৈশ্চ দুর্জ্জেয়েত্যন্বয়ঃ। এবং সতি যত্ত্বয়োক্তমহং জিতমায়োঽস্মীতি তদেবং বাক্যং ত্বয়া কদাপি ন বক্তব্যমিত্যাহ যত্ত্বয়োক্তমিতি ॥ ১৪—১৫ ॥

যতঃ শিবাদয়োঽপি তামজাং মায়াং জেতুং ন সমর্থাস্তস্মাদিত্যাহ নাহং শিব ইতি। কস্ত্বমিতি। যত এবং তস্মাৎ কস্ত্বং পামরস্তস্যা জয়ে ক্ষমস্তথান্যে বা কে ক্ষমা ন কেঽপীত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

দেহং ধারয়ন্মায়াং জয়তীতি কথং সম্ভবেৎ। মায়াজয়ে দেহস্যাপ্যসম্ভবঃ স্যাৎ কারণাভাবে কার্য্যস্যাস্থিতেরিত্যাহ দেবদেহমিতি ॥ ১৭ ॥

নন্বু মায়া জিতৈব জ্ঞানিভিরাবরণাভাবাৎ কেবলং বিক্ষেপশক্তিরেবাবশিষ্টাস্তীতি চেৎ সৈব বিক্ষেপশক্তির্মায়া তয়া বদ্ধত্বং তদধীনমোহসুখদুঃখাদিমত্ত্বঞ্চ সম্ভবত্যেবেত্যাহ ত্রিযুত-

---

এইরূপ, যে কোন ব্যক্তির স্ত্রী হউক না কেন, পতি ব্যতিরেকে অন্য কাহারও সন্নিধানে অবস্থিতি করা নারীগণের কদাচই উচিত নহে ॥১২—১৩॥ নারদ! মায়াকে জয় করা অত্যন্তই কঠিন কর্ম্ম, যাঁহারা প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণ পবন, আহার ও ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছেন, সেই সাংখ্য যোগিগণ এবং দেবগণও মায়াকে জয় করিতে সমর্থ হন না; তুমি কহিয়াছ যে, "আমি মায়াকে জয় করিয়াছি" ইহা তোমার যোগ্য বাক্য নহে; যেহেতু গীতজ্ঞান দ্বারা অনুমান হয় যে, তুমি অবশ্যই সঙ্গীতশব্দে মোহিত হইয়া থাক। আমি, শিব, ব্রহ্মা ও মুনিগণ কেহই সেই অজা মায়াকে জয় করিতে সমর্থ হয় না, তুমি বা অন্য কোনও ব্যক্তি তাহাকে পরাজয় করিবে ইহা কি কখন সম্ভব হইতে পারে? ॥১৪-১৬॥ দেবদেহ নরদেহ অথবা তির্য্যগ্ দেহই হউক, যে জীব শরীর ধারণ করে তাহাদের মধ্যে কেহই এই অজা মায়াকে জয়

কালোঽপি তস্যা রূপং হি রূপহীনঃ স্বরূপকৃৎ।
তদ্বশে বর্ত্ততে দেহী বিদ্বান্ মূর্খোঽথ মধ্যমঃ॥ ১৯॥
কালঃ করোতি ধর্ম্মজ্ঞং কদাচিদ্বিকলং পুনঃ।
স্বভাবাৎ কর্ম্মতো বাপি দুর্জ্ঞেয়ং তস্য চেষ্টিতম্॥ ২০॥

নারদ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা বিরতো বিষ্ণুরহং বিস্ময়মানসঃ।
তমব্রবং জগন্নাথং বাসুদেবং সনাতনম্॥ ২১॥
রমাপতে! কথংরূপা মায়া সা কীদৃশী পুনঃ।
কিয়দ্‌বলা কসংস্থানা কস্যাধারা বদস্ব মে॥ ২২॥
দ্রষ্টুকামোঽস্মি তাং মায়াং দর্শয়াশু মহীধর!।
জ্ঞাতুমিচ্ছামি তাং সম্যক্ প্রসাদং কুরু মাপতে!॥ ২৩॥

ত্বামিতি। ত্রিযুতো গুণত্রয়যুত ইত্যর্থঃ। কথং জেতুং শক্ত ইত্যন্বয়ঃ। বিক্ষেপশক্তিস্তু স্বাস্তত্যেবেতি ভাবঃ॥ ১৮॥

নহু জগতো মায়াধীনত্বে কালাধীনত্বং কথং লোকৈরুচ্যত ইতি চেৎ কালোঽপি মায়ায়া এব রূপমিত্যভিপ্রায়েণেত্যাহ কালোঽপি তস্যা রূপং হীতি। আত্মাতিরিক্তস্য মায়াময়ত্বাদিত্যর্থঃ॥ ১৯—২২॥

প্রসাদং কুর্ব্বিতি। মায়াবৈভবং বদেত্যর্থঃ॥ ২৩॥

করিতে সমর্থ হয় না॥ ১৭॥ বেদবিৎ বা যোগবিৎ অথবা সর্ব্বজ্ঞ কিম্বা জিতেন্দ্রিয়ই হউক, গুণত্রয় সমন্বিত কোনও পুরুষ মায়াকে জয় করিতে সমর্থ হয় না॥ ১৮॥ কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে এই অখিল জগৎ স্বয়ং নিরাকার হইয়াও সাকারকারী কালেরই অধীন, কিন্তু নারদ! সেই কালও মায়ার এক রূপ, কি উত্তম বিদ্বান্ কি মধ্যম ও অধম মূর্খ, সকল জীবই সেই কালের বশীভূত হইয়া আছে। স্বভাব দ্বারা কিম্বা কর্ম্ম দ্বারাই হউক কাল ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিকেও কখন বিকল করিয়া তুলে অতএব তাহার কার্য্য অত্যন্তই দুর্জ্ঞেয় জানিবে॥ ১৯—২০॥

দ্বৈপায়ন! এই বলিয়া বিষ্ণু বিরত হইতে আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া সেই সনাতন বাসুদেব দেবদেব জগন্নাথকে জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলাম রমাপতে! মায়ার রূপ কি প্রকার, মায়া কেমন? তাঁহার বলেরই বা পরিমাণ কত? তাঁহার সংস্থান কোথায়? সে কাহার আধার? তাহা আপনি আমাকে বলুন। হে জগতীপালক! আমি মায়াকে দেখিবার নিমিত্ত অত্যন্ত অভিলাষী, আপনি সত্বর আমাকে তাহা প্রদর্শন করুন। হে রমাপতে! আমি মায়াকে জানিবার নিমিত্ত একান্ত ইচ্ছুক হইয়াছি আপনি প্রসন্ন হইয়া মায়ার বৈভব বর্ণন করুন॥ ২১—২৩॥

বিষ্ণুরুবাচ ।

ত্রিগুণা সাখিলাধারা সর্ব্বজ্ঞা সর্ব্বসম্মতা ।
অজেয়ানেকরূপা চ সর্ব্বং ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ ॥ ২৪ ॥
দিদৃক্ষা যদি তে চিত্তে নারদারোহণং কুরু ।
গরুড়ে মৎসমেতোঽদ্য গচ্ছাবোঽন্যত্র সাম্প্রতম্ ॥ ২৫ ॥
দর্শয়িষ্যামি তে মায়াং দুর্জ্জয়ামজিতাত্মভিঃ ।
দৃষ্ট্বা তাং ব্রহ্মপুত্র ! ত্বং মা বিষাদে মনঃ কৃথাঃ ॥ ২৬ ॥
ইত্যুক্ত্বা দেবদেবো মাং সস্মার বিনতাসুতম্ ।
স্মৃতমাত্রস্তু গরুড়ো তদাগাদ্ধরিসন্নিধৌ ॥ ২৭ ॥
আগতং গরুড়ং বীক্ষ্য আরুরোহ জনার্দ্দনঃ ।
সমারোপ্য চ মাং পৃষ্ঠে গমনায় কৃতাদরঃ ॥ ২৮ ॥
চলিতো বিনতাপুত্রো বৈকুণ্ঠাদ্বায়ুবেগবান্ ।
প্রেরিতো যত্র কৃষ্ণেন গন্তুকামেন কাননম্ ॥ ২৯ ॥
মহাবনানি দিব্যানি সরাংসি সরিতস্তথা ।
পুরগ্রামাকরাদীংশ্চ খেটখর্ব্বটগোব্রজান্ ॥ ৩০ ॥

তত্র কথং রূপেত্যস্যোত্তরং ত্রিগুণা সেতি। কস্যাধারেত্যস্যোত্তরমখিলাধারেতি। কিয়দ্বলেত্যস্যোত্তরমজেয়েতি। সর্ব্বতো বলবতীত্যর্থঃ। কীদৃশীত্যস্যোত্তরং সর্ব্বজ্ঞেতি। কসংস্থানেত্যস্যোত্তরং সর্ব্বং ব্যাপ্য সংস্থিতেতি। প্রশ্নবাক্যে সুপ্সুপেতি সমাসঃ॥ ২৪-৩৪ ॥

বিষ্ণু বলিলেন, ত্রিগুণাত্মিকা, অখিলের আধাররূপা ; সর্ব্বজ্ঞা, সর্ব্বসম্মতা, অজেয়া অনেকরূপা, মায়া অখিল জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত রহিয়াছেন ॥ ২৪ ॥ নারদ ! তুমি যদি দেখিতে ইচ্ছা কর তবে সত্বর আমার সহিত গরুড়ে আরোহণ কর, আমরা উভয়েই এখনি অন্তস্থানে গমন করিব, এবং অজিতাত্মা ব্যক্তিগণের দুর্জ্জয়া সেই মায়াকে দেখাইব, হে ব্রহ্মপুত্র ! তুমি মায়াকে দর্শন করিয়া বিষণ্ণ হইও না ॥ ২৫—২৬ ॥ জনার্দ্দন আমাকে এই বলিয়া বিনতানন্দন গরুড়কে স্মরণ করিলেন, স্মৃতমাত্রই সে হরির সন্নিধানে উপস্থিত হইল ॥ ২৭ ॥ জনার্দ্দন গরুড়কে আগত দেখিয়া তাহার উপর আরোহণ করিলেন এবং আমাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আদর-পূর্ব্বক তদীয় পৃষ্ঠে আরোহণ করাইলেন ॥২৮॥ ভগবান্ যে কাননে গমন করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, গরুড় তৎকর্তৃক প্রেরিত হইয়া বৈকুণ্ঠ হইতে বায়ুবেগে তথায় চলিতে আরম্ভ করিল ॥ ২৯॥ আমরা গরুড়ে আরোহণ করিয়া মনোহর অরণ্য, দিব্য সরোবর, সরিৎ, পুর, গ্রাম, খেট (কৃষকগ্রাম) খর্ব্বট (পর্ব্বত সন্নিহিত গ্রাম) গোব্রজ, মুনিগণের মনোহর আশ্রম, সুশোভন দীর্ঘিকা, পল্বল ও বিশাল পঙ্কজ-

মুনীনামাশ্রমান্ রম্যান্ বাপীশ্চ সুমনোহরাঃ।
পল্বলানি বিশালানি হ্রদান্ পঙ্কজভূষিতান্ ॥ ৩১ ॥
মৃগাণাঞ্চ বরাহাণাং বৃন্দান্যপ্যবলোক্য চ।
গতাবাবাং কান্যকুব্জসমীপং গরুড়াসনৌ ॥ ৩২ ॥
তত্র রম্যং সরো দিব্যং দৃষ্টং পঙ্কজমণ্ডিতম্।
হংসকারণ্ডবাকীর্ণং চক্রবাকোপশোভিতম্ ॥ ৩৩ ॥
নানাবর্ণৈঃ প্রফুল্লৈশ্চ পঙ্কজৈরুপরঞ্জিতম্।
শুচিমিষ্টজলং ভৃঙ্গযূথনাদবিরাজিতম্ ॥ ৩৪ ॥
মামাহ ভগবান্ বীক্ষ্য তড়াগং পরমাদ্ভুতম্।
স্পর্দ্ধকঞ্চোদধেঃ ক্ষীরং মিষ্টং বারি বিশেষতঃ ॥ ৩৫ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

পশ্য নারদ! গম্ভীরং সরঃ সারসনাদিতম্।
সর্ব্বত্র পঙ্কজৈশ্ছন্নং স্বচ্ছনীরপ্রপূরিতম্ ॥ ৩৬ ॥
অত্র স্নাত্বা গমিষ্যাবঃ কান্যকুব্জং পুরোত্তমম্।
ইত্যুক্ত্বা গরুড়াদাশু মামুত্তার্য্য ব্যতারয়ৎ ॥ ৩৭ ॥
বিহস্য ভগবাংস্তত্র জগ্রাহ মম তর্জ্জনীম্।
স্তুবন্ সরোবরং ভূয়স্তীরে মামনয়ৎ প্রভুঃ ॥ ৩৮ ॥

উদধেঃ স্পর্দ্ধকং স্পর্দ্ধাকরম্ ॥ ৩৫—৩৬ ॥
ব্যতারয়ৎ নমিতবান্ ॥ ৩৭—৩৮ ॥

ভূষিত হ্রদ, মৃগযূথ, বরাহবৃন্দ; এই সকল দর্শন করিতে করিতে কান্যকুব্জ দেশের সমীপে গিয়া উপস্থিত হইলাম ॥ ৩০—৩২ ॥ সেইস্থানে এক মনোহর দিব্য সরোবর দর্শন করিলাম, তাহাতে পরম মনোহর সরোজ সকল প্রস্ফুটিত হইয়া শোভা ও সৌগন্ধ বিস্তার করিতেছে, ভৃঙ্গ সকল কলগুঞ্জনে শ্রবণ ও অন্তঃকরণ হরণ করিতেছে, নানাবিধ পঙ্কজাত প্রফুল্ল পুষ্প সকল শোভা পাইতেছে, হংস কারণ্ডব ও চক্রবাকাদি জলপক্ষী সকল কলরব করিয়া ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে। তাহার বারি ক্ষীরতুল্য সুমিষ্ট সেই সরোবর পয়োনিধিকেও যেন স্পর্দ্ধা করিতেছে; অত্যন্ত অদ্ভুত সেই তড়াগ অবলোকন করিয়া ভগবান্ আমাকে কহিলেন; নারদ! দেখ দেখ; সুবিমল বারি পরিপূরিত, সর্ব্বত্র পঙ্কজ দ্বারা আচ্ছন্ন সুগভীর সরোবর কেমন শোভা পাইতেছে ইহাতে কলকণ্ঠ সারসগণ সুমধুর রব করিয়া বেড়াইতেছে ॥ ৩৩—৩৬ ॥ ইহাতে স্নান করিয়া আমরা কান্যকুব্জ নামক পুরবরে গমন করিব, এই বলিয়া শীঘ্র আমাকে গরুড় হইতে নামাইয়া দিয়া স্বয়ং অবতরণ করিলেন ॥ ৩৭ ॥

বিশ্রম্য তটভাগে তু স্নিগ্ধচ্ছায়ে মনোহরে।
মামুবাচ মুনে! স্নানং কুরু ত্বং বিমলে জলে ॥ ৩৯ ॥
পশ্চাদহং করিষ্যামি তড়াগেঽস্মিন্ সুপাবনে।
সাধূনামিব চেতাংসি জলানি নির্ম্মলানি চ।
সুরভীণি পরাগৈস্তু পঙ্কজানাং বিশেষতঃ ॥ ৪০ ॥
ইত্যুক্তোঽহং ভগবতা মুক্ত্বা বীণাং মৃগাজিনম্।
স্নানায় কৃতধীস্তীরে গতঃ প্রেমসমন্বিতঃ ॥ ৪১ ॥
পাদৌ প্রক্ষাল্য হস্তৌ চ শিখাং বধ্বা কুশগ্রহম্।
কৃত্বাচম্য শুচিস্তোয়ে স্নাতবানস্মি তজ্জলে ॥ ৪২ ॥
যদা তস্মিন্ জলে রম্যে স্নাতোঽহং পশ্যতো হরেঃ।
বিহায় পৌরুষং রূপং প্রাপ্তঃ স্ত্রীত্বমনুত্তমম্ ॥ ৪৩ ॥
হরির্গৃহীত্বা বীণাং মে তথা কৃষ্ণাজিনং শুভম্।
আরুহ্য গগনং তূর্ণং জগাম স্বগৃহং ক্ষণাৎ ॥ ৪৪ ॥
ততোঽহং স্ত্রীত্বমাপন্নশ্চারুভূষণভূষিতঃ।
তৎক্ষণান্ মনসা জাতা পূর্ব্বদেহস্য বিস্মৃতিঃ ॥ ৪৫ ॥

(নারদস্য স্নানং প্রতি মনঃপ্রবর্ত্তনার্থং তৎপূর্ব্বং বিশ্রাম ইতি বোধয়ন্নাহ বিশ্রম্যেতি ॥ ৩৯—৪৩ ॥

জগামেতি। ক্ষণাৎ মম মজ্জনোন্মজ্জনয়োরবকাশক্ষণে ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪—৪৫ ॥

অনন্তর ভগবান্ হাস্য করিয়া আমার তর্জ্জনী ধারণ করিলেন এবং সেই সরোবরের পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিয়া আমাকে তাহার তীরদেশে লইয়া গেলেন। সুশীতল ছায়াবিশিষ্ট মনোহর তটদেশে উপবিষ্ট হইয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর ভগবান্ আমাকে বলিলেন, মুনিবর! ইহার বিমল জলে তুমি অগ্রে স্নান কর, তদনন্তর আমি এই পরম পবিত্র তড়াগে স্নান করিব। নারদ! দেখ দেখ! ইহার জল সাধুজনের চিত্তের ন্যায় কেমন নির্ম্মল? তাহাতে আবার পঙ্কজপংক্তির পরাগপুঞ্জে সুবাসিত হইয়া কেমন সৌগন্ধ ধারণ করিয়াছে ॥ ৩৮—৪০ ॥ ভগবান্ বাসুদেব আমাকে এই বাক্য বলিলে পর আমি বীণা ও মৃগাজিন পরিত্যাগ পূর্ব্বক হৃষ্ট হইয়া স্নানের অভিলাষে বারিরাশির সমীপস্থ তীরে গমন করিলাম। হস্তপাদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক শিখাবন্ধন ও কুশগ্রহণ করিয়া আচমনান্তে শুচি হইয়া সেই জলে অবগাহন করিলাম। আমি স্নান করিতেছি, হরি আমারে নিরীক্ষণ করিতেছেন, এমন সময় জলে নিমগ্ন হইয়া উন্মজ্জন করিয়া দেখি, আমি পুরুষ রূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনোহর স্ত্রীরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৪১—৪৩ ॥ তখন হরি আমার মৃগচর্ম্ম ও বীণা গ্রহণ করিয়া গরুড়ে আরোহণ পূর্ব্বক আকাশপথে তৎক্ষণাৎ নিজগৃহে প্রত্যাগমন করি-

বিস্মৃতোঽসৌ জগন্নাথো মহতী বিস্মৃতা পুনঃ।
সম্প্রাপ্য মোহিনীরূপং তড়াগান্নির্গতো বহিঃ॥ ৪৬॥
অপশ্যং নলিনীজুষ্টং সরস্তদ্বিমলোদকম্।
কিমেতদিতিমনসাকরবং বিস্ময়ং মুহুঃ॥ ৪৭॥
এবং চিন্তয়মানস্য নারীরূপধরস্য মে।
সহসা দৃক্‌পথং প্রাপ্তস্তত্র তালধ্বজো নৃপঃ॥ ৪৮॥
গজাশ্বরথবৃন্দৈশ্চ সংবৃতো রথসংস্থিতঃ।
যুবা ভূষণসংবীতো দেহবানিব মন্মথঃ॥ ৪৯॥
বীক্ষ্য মাং ভূপতিস্তত্র দিব্যভূষণভূষিতাম্।
রাকাচন্দ্রমুখীং যোষাং বিস্ময়ং পরমং গতঃ॥ ৫০॥
পপ্রচ্ছ কাসি কল্যাণি! কস্য পুত্রী সুরস্য বা।
মানুষস্য চ বা কান্তে! গন্ধর্ব্বস্যোরগস্য চ॥ ৫১॥

বিস্মৃতো ময়েতি শেষঃ॥ ৪৬—৪৭॥
সহসেতি। তালধ্বজাখ্যো রাজা সহসা দৃক্‌পথং প্রাপ্ত ইত্যপি ভগবতোঽঘটনঘটনা-পটীয়সীমায়াকৃতমিতি বোদ্ধব্যম্॥ ৪৮—৫০॥
অস্যা লোকাতীতরূপবত্বাৎ সুরস্য বেতি প্রশ্নঃ॥ ৫১॥

লেন॥ ৪৪॥ আমি, সুচারুভূষণ সমূহে বিভূষিত নারীদেহ প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বদেহ বিস্মৃত হইলাম; আমার সেই মহতী বীণাকেও ভুলিলাম এবং দেবদেব জগন্নাথকেও বিস্মৃত হইয়া গেলাম। অনন্তর, সেই মনোমোহন রমণীরূপ ধারণ করিয়া তড়াগ হইতে নির্গত হইয়া নলিনকুলবিরাজিত নির্ম্মল জলপূরিত দিব্য এক সরোবর দর্শন করিলাম; তদ্দর্শনে একি? মনে মনে বারংবার এইরূপ বিস্ময় জন্মিতে লাগিল॥ ৪৫—৪৭॥ আমি নারীরূপ ধারণ করিয়া মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছি; এমন সময়ে বহুতর গজ ও বাজিরাজি-সমন্বিত হইয়া তালধ্বজ নামক এক নরপতি রথে আরোহণ পূর্ব্বক সহসা আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন॥ ৪৮॥ সেই রাজা মূর্ত্তিমান্ মন্মথের ন্যায়, তাঁহার অঙ্গসমূহ নানাবিধ আভরণে বিভূষিত, দেহে যৌবন কুসুম বিকসিত হইয়া তাঁহার দিব্য-দেহের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে॥ ৪৯॥ নরপতি সেখানে আসিয়াই আমাকে দেখিতে পাইলেন; দিব্য আভরণে বিভূষিত আমার দেহ এবং পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় আনন নিরীক্ষণ করিয়া রাজা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কল্যাণি! তুমি কে? তুমি মানবকন্যা? অথবা নাগকন্যা? কিম্বা গন্ধর্ব্বনন্দিনী অথবা কোনও দেবতার কন্যা? তোমাকে রূপযৌবন সম্পন্না বালা দেখিতেছি, তুমি এখানে একাকিনী রহিয়াছ কেন? সুলোচনে! কোনও সৌভাগ্যবান্ পুরুষ কি তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন? অথবা

একাকিনী কথং বালা রূপযৌবনভূষিতা।
বিবাহিতাথ কন্যা বা সত্যং বদ সুলোচনে! ॥ ৫২ ॥
কিং পশ্যসি সুকেশান্তে! তড়াগেঽস্মিন্ সুমধ্যমে!।
চিকীর্ষিতং পিকালাপে! ব্রূহি মন্মথমোহিনি! ॥ ৫৩ ॥
ভুঙ্ক্ষ্ব ভোগানরালাক্ষি! ময়া সহ কৃশোদরি!।
বাঞ্ছিতান্ মনসা নূনং কৃত্বা মাং পতিমুত্তমম্ ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে নারদস্য স্ত্রীরূপপ্রাপ্তিকথনং নাম অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

একাকিনী অসহায়া ॥ ৫২ ॥
চিকীর্ষিতং মনোঽভিলষিতমিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥
অরালাক্ষি! হে কুটিলনয়নে! ॥ ৫৪ ॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

এখনও তোমার পাণিপীড়ন সম্পন্ন হয় নাই; তাহা তুমি সত্য করিয়া বল ॥ ৫০—৫২ ॥ সুকেশিনি! এই সরোবরে তুমি কি দেখিতেছ; হে মন্মথমোহিনি! তোমার মনের অভিলাষ কি বল। কুটিলনয়নে! তোমার কোকিলের ন্যায় কণ্ঠস্বরে আমার মন মোহিত হইয়াছে, কৃশোদরি! তুমি আমাকে পতিরূপে বরণ করিয়া আমার সহিত নানাবিধ অভিলষিত মনোরম ভোগ্য বস্তু উপভোগ কর ॥৫৩-৫৪॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে নারদের স্ত্রীরূপ প্রাপ্তি বর্ণন নামক অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ঊনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

ইত্যুক্তোঽহং তদা তেন রাজ্ঞা তালধ্বজেন চ।
বিমৃশ্য মনসাত্যর্থং তমুবাচ বিশাম্পতে!॥ ১॥
রাজন্নাহং বিজানামি পুত্রী কস্যেতি নিশ্চয়ম্।
পিতরৌ ক্ব চ মে কেন স্থাপিতা চ সরোবরে॥ ২॥
কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি কথং মে সুকৃতং ভবেৎ।
নিরাধারাস্মি রাজেন্দ্র! চিন্তয়ামি চিকীর্ষিতম্॥ ৩॥
দৈবমেব পরং রাজন্নাস্ত্যত্র পৌরুষং মম।
ধর্ম্মজ্ঞোঽসি মহীপাল! যথেচ্ছসি তথা কুরু॥ ৪॥
তবাধীনাস্ম্যহং ভূপ! ন মে কোঽপ্যস্তি পালকঃ।
ন পিতা ন চ মাতা চ ন স্থানং ন চ বান্ধবাঃ॥ ৫॥

ষট্‌ষষ্টিশ্লোকবর্গোঽস্ত্র স্ত্রীভাবং গমিতস্য চ।
নারদস্য পুনঃ সম্যক্ পৌরুষ্যপ্রাপ্তিরুচ্যতে॥

তালধ্বজসমাগমানন্তরং জাতং বৃত্তমাহ ইত্যুক্ত ইতি॥ ১॥
সুকৃতং কল্যাণম্॥ ৩—৫॥

নারদ কহিলেন, দ্বৈপায়ন! রাজা তালধ্বজ তখন আমাকে এইরূপ বলিলে পর, আমি মনে মনে অনেক বিবেচনা করিয়া বলিলাম রাজন্! আমি কাহার কন্যা তাহা আমি জানি না, এবং আমার পিতা মাতা যে কোথায় আছেন তাহাও আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না; এক ব্যক্তি আমাকে এই সরোবরে রাখিয়া তিনি কোথায় চলিয়া গিয়াছেন॥ ১—২॥ রাজেন্দ্র! আমি অনাথ ও নিরাশ্রয় হইয়াছি এক্ষণে কি করিব? কোথায় যাইব, কোন্ কার্য্য করিলে আমার কল্যাণ হইবে সেই বিষয়ের নিমিত্তই নিরন্তর চিন্তা করিতেছি॥ ৩॥ রাজন্! দৈবই বলবান্ এই বিষয়ে আমার কিছুমাত্র প্রভুতা নাই, আপনি ধর্ম্মজ্ঞ ও রাজা, এক্ষণে আপনার যাহা অভিপ্রায় হয় আপনি তাহাই করুন॥ ৪॥ নৃপবর! আমার প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত মাতা পিতা অথবা বন্ধু বান্ধব কেহই নাই এবং অন্য কোন আশ্রয়স্থানও নাই; অতএব আমি এক্ষণে আপনারই অধীন হইলাম॥ ৫॥

ইত্যুক্তোঽসৌ ময়া রাজা বভূব মদনাতুরঃ ।
মাং নিরীক্ষ্য বিশালাক্ষীং সেবকানিত্যুবাচ হ ॥ ৬ ॥
নরযানমানয়ধ্বং চতুর্বাহ্যং মনোহরম্ ।
আরোহণার্থমস্যাশু কৌশেয়াম্বরবেষ্টিতম্ ॥ ৭ ॥
মৃদ্বাস্তরণসংযুক্তং মুক্তাজালবিভূষিতম্ ।
চতুরস্রং বিশালঞ্চ সুবর্ণরচিতং শুভম্ ॥ ৮ ॥
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা ভৃত্যাঃ সত্বরগামিনঃ ।
আনিন্যুঃ শিবিকাং দিব্যাং মদর্থে বস্ত্রবেষ্টিতাম্ ॥ ৯ ॥
আরূঢ়াহং তদা তস্যাং তস্য প্রিয়চিকীর্ষয়া ।
মুদিতোঽসৌ গৃহে নীত্বা মাং তদা পৃথিবীপতিঃ ॥ ১০ ॥
বিবাহবিধিনা রাজা শুভে লগ্নে শুভে দিনে ।
উপযেমে চ মাং তত্র হুতভুক্‌সন্নিধৌ ততঃ ॥ ১১ ॥
তস্যাহং বল্লভা জাতা প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী ।
সৌভাগ্যসুন্দরীত্যেবং নাম তত্র কৃতং মম ॥ ১২ ॥
রমমাণো ময়া সার্দ্ধং সুখমাপ মহীপতিঃ ।
নানাভোগবিলাসৈশ্চ কামশাস্ত্রোদিতৈস্তথা ॥ ১৩ ॥

(মদনাতুর ইতি। বিশালাক্ষীমিত্যুপলক্ষণং সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীং যুবরাজস্যোপভোগযোগ্যামিত্যর্থঃ ॥ ৬—৯ ॥
ধর্ম্মপত্নীং তাং চকারেত্যত আহ বিবাহবিধিনেতি ॥ ১০ ।
ন কেবলং সহধর্ম্মিণী অপি চ প্রেয়সীত্যত আহ প্রাণেভ্যোঽপীতি ॥ ১১—১৬ ॥)

আমি রাজাকে এই বাক্য বলিলে পর আমার বদন কমল নিরীক্ষণ করিয়া রাজার মন মন্মথশরে ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তখন তিনি অনুচরগণকে কহিলেন, তোমারা ইঁহার আরোহণের নিমিত্ত কৌষের বসন বেষ্টিত, মৃদু আস্তরণ সম্বলিত, মুক্তাজালে সুশোভিত সুবর্ণগুণ-বিজড়িত চতুরস্র ও বিস্তৃত চতুর্জনবাহ্য মনোহর নরযান শীঘ্র আনয়ন কর ॥ ৬—৮ ॥ রাজার বচন শ্রবণমাত্র ভৃত্যগণ সত্বর গমনপূর্ব্বক আমার নিমিত্ত বসনবেষ্টিত অতি মনোহর নরযান আনয়ন করিল ॥ ৯ ॥ আমি রাজার প্রিয়সাধন কামনায় তাহাতে আরোহণ করিলাম; রাজাও প্রমোদিত হইয়া আমাকে গৃহে লইয়া গিয়া বিবাহের বিধি অনুসারে শুভদিনে শুভলগ্নে হুতাশন সন্নিধানে আমার পাণিপীড়ন করিলেন ॥ ১০—১১ ॥ আমি তাঁহার প্রাণ হইতেও গরীয়সী প্রেয়সী হইলাম, রাজা আদরপূর্ব্বক আমার সৌভাগ্যসুন্দরী এই নাম রাখিয়া দিলেন ॥ ১২ ॥ সেই নরপতি কামশাস্ত্রোক্ত নানা প্রকার ভোগবিলাস সহকারে আমার সহিত বিবিধপ্রকার বিহার ও ক্রীড়া

রাজকার্য্যাণি সংত্যজ্য ক্রীড়াসক্তো দিবানিশম্।
নাসৌ বিবেদ গচ্ছন্তং কালং কামকলারতঃ ॥ ১৪ ॥
উদ্যানেষু চ রম্যেষু বাপীষু চ গৃহেষু চ ॥।
হর্ম্ম্যেষু বরশৈলেষু দীর্ঘিকাসু বরাসু চ ॥ ১৫ ॥
বারুণীমদমত্তোঽসৌ বিহরন্ কাননে শুভে।
বিসৃজ্য সর্ব্বকার্য্যাণি মদধীনো বভূব হ ॥ ১৬ ॥
ব্যাসাহং তেন সংসক্তা ক্রীড়ারসবশীকৃতা।
স্মৃতবান্ পূর্ব্বদেহং ন পুংভাবং মুনিজন্ম চ ॥ ১৭ ॥
মমৈবায়ং পতির্যোষাহং পত্নীষু প্রিয়া সতী।
পট্টরাজ্ঞী বিলাসজ্ঞা সফলং জীবিতং মম ॥ ১৮ ॥
ইতি চিন্তয়তী তস্মিন্ প্রেমবদ্ধা দিবানিশম্।
ক্রীড়াসক্তা সুখে লুব্ধা তং স্থিতা বশবর্ত্তিনী ॥ ১৯ ॥
বিস্মৃতং ব্রহ্মবিজ্ঞানং ব্রহ্মজ্ঞানঞ্চ শাশ্বতম্।
ধর্ম্মশাস্ত্রপরিজ্ঞানং তদাসক্তমনাঃ স্থিতা ॥ ২০ ॥

পূর্ব্বদেহং পুংভাবং মুনিজন্ম চ ন স্মৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥
পত্নীষন্যাস্বপত্নীষু মধ্যে প্রিয়া সত্যহমেবাস্য যোষা নান্যেত্যর্থঃ ॥ ১৮—১৯ ॥
ব্রহ্মবিজ্ঞানমিতি। অনেন চ ব্রহ্মবিজ্ঞানে জাতেঽপি পুনঃ সংস্কাররূপেণ দগ্ধবীজবৎ স্থিতস্যাবরণশক্তিরূপস্যাজ্ঞানস্য মায়াবলাৎ প্রাদুর্ভাবোঽস্মিন্নেব জন্মনি ভবতীতি বোধিতম্।

করিয়া প্রমোদ এবং নানা প্রকার সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন ॥১৩॥ তখন তিনি রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া দিবারাত্রই আমার সহিত কামক্রীড়ায় আসক্ত হইয়া রহিলেন। সেই মহীপাল কামকলায় এরূপ নিরত হইয়াছিলেন যে বহুকাল বিগত হইলেও তিনি তাহা জানিতে পারিলেন না ॥ ১৪ ॥ তিনি বারুণী মদিরা পান করিয়া রাজকার্য্য বিসর্জ্জন দিয়া মনোরম উদ্যান, সুরম্য দীর্ঘিকা, মনোহর হর্ম্ম্য, সুশোভন গৃহ, রমণীয় শৈল, স্পৃহণীয় কানন এই সকল স্থলে বিহার করিতে করিতে সম্পূর্ণরূপে আমার অধীন হইয়া পড়িয়াছিলেন ॥ ১৫-১৬ ॥ দ্বৈপায়ন! সেই রাজার সহিত ক্রীড়ারসে নিরন্তর আসক্ত ও তাঁহারই বশীভূত থাকিয়া আমার পূর্ব্বদেহ, পুরুষভাব, অথবা মুনিজন্ম কিছুই স্মরণ হইল না ॥ ১৭ ॥ এই রাজা আমার প্রতি অনুরক্ত, সকল পত্নীগণের মধ্যে আমিই তাহার প্রিয়তমা, নিয়তই তিনি আমাতেই নিরত হইয়া থাকেন, আমিই তাঁহার বিলাসিনী পাটরাণী এইরূপ চিন্তা করিয়া দিবারাত্র তাঁহার প্রেমে আবদ্ধ এবং সুখলাভের নিমিত্ত তাঁহারই বশবর্ত্তিনী থাকিয়া নিরন্তর ক্রীড়ায় আসক্ত থাকিলাম। ফলতঃ তাহাতে আমার মানস একান্ত আসক্ত

এবং বিহরতস্তত্র বর্ষাণি দ্বাদশৈব তু।
গতানি ক্ষণবৎ কামক্রীড়াসক্তস্য মে মুনে! ॥ ২১ ॥
জাতা গর্ভবতী চাহং মুদং প্রাপ নৃপস্তদা।
কারয়ামাস বিধিবদ্ গর্ভসংস্কারকর্ম্ম চ ॥ ২২ ॥
অপৃচ্ছদ্দোহদং রাজা প্রীণয়ন্ মাং পুনঃপুনঃ।
নাঽব্রবং লজ্জমানাহং নৃপং প্রীতমনা ভৃশম্ ॥ ২৩ ॥
সম্পূর্ণে দশমে মাসি পুত্ত্রো জাতস্ততো মম।
শুভেঽহ্নি গ্রহনক্ষত্রলগ্নতারাবলান্বিতে ॥ ২৪ ॥
বভূব নৃপতের্গেহে পুত্রজন্মমহোৎসবঃ।
রাজা পরমসন্তুষ্টো বভূব সুতজন্মতঃ ॥ ২৫ ॥
সূতকান্তে সুতং বীক্ষ্য রাজা মুদমবাপ হ।
অহং ভূমিপতেশ্চাসং প্রিয়া ভার্য্যা পরন্তপ! ॥ ২৬ ॥
ততো বর্ষদ্বয়ান্তে বৈ পুনর্গর্ভো ময়া ধৃতঃ।
দ্বিতীয়স্তু সুতো জাতঃ সর্ব্বলক্ষণসংযুতঃ ॥ ২৭ ॥

এতাদৃশমহো মায়াবলমিতি ভাবঃ। নন্থ ব্রহ্মজ্ঞানে জাতেঽপি পুনরজ্ঞানস্যোদ্ভবে ব্রহ্মজ্ঞানং নিরর্থকমেবেতি চেন্ন। সকৃদ্ব্রহ্মজ্ঞানেন দগ্ধস্যাজ্ঞানস্য সংস্কাররূপেণ দগ্ধবীজবৎস্থিতস্য তস্মিন্নেব দেহে প্রাদুর্ভাবেঽপি তস্য জন্মান্তরদায়কত্বাভাবাদ্ ব্রহ্মজ্ঞানসার্থকত্বসিদ্ধেঃ। তীর্থে শ্বপচগৃহে বা নষ্টস্মৃতিরপি ত্যজন্ প্রাণান্ জ্ঞানসমকালমেব কৈবল্যং যাতি। হত-শোক ইতি পরমার্থসারে পতঞ্জল্যুক্তেরিতি ॥ ২০—২২ ॥

দোহদং গর্ভিণীমনোরথম্ ॥ ২৩—২৮ ॥

হইয়া রহিল, শাশ্বত ব্রহ্মজ্ঞান ও ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞান সকলই বিস্মৃত হইয়াছিলাম ॥ ১৮—২০ ॥ মুনিবর! এইরূপে কামক্রীড়ায় আসক্ত থাকিয়া নানাবিধরূপে বিহার করিতে করিতে দ্বাদশ বৎসর ক্ষণকালের ন্যায় অতীত হইয়া গেল, কিন্তু আমি তাহার কিছুই জানিতে পারিলাম না। তদনন্তর আমি গর্ভবতী হইলাম, তদ্দর্শনে নরপতি অতিশয় হৃষ্ট হইয়া আমার গর্ভ-সংস্কারক্রিয়া সমস্তই সম্পাদন করিলেন ॥ ২১—২২ ॥ রাজা আমার মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিয়া সর্ব্বদাই গর্ভদোহদের নিমিত্ত অভিলষণীয় দ্রব্যের কথা পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেন; আমি তাহাতে অত্যন্ত লজ্জিতা হইতাম, তাহাতে নরপতি আরও প্রীতিমান্ হইয়া উঠিতেন ॥ ২৩ ॥ এইরূপে দশমাস পরিপূর্ণ হইলে শুভগ্রহ, শুভনক্ষত্র, শুভলগ্ন ও শুভতারাবল সমন্বিত শুভ দিবসে আমি এক পুত্র প্রসব করিয়াছিলাম, রাজা পুত্র জন্মিল বলিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং পুত্রজন্ম-নিবন্ধন মহামহোৎসব আরম্ভ করিলেন ॥ ২৪—২৫ ॥ দ্বৈপায়ন! জাতাশৌচ গত হইলে রাজা পুত্রমুখ দর্শন করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন, তদনন্তর আমি

সুধন্বেতি সুতস্যাথ নাম চক্রে নৃপস্তদা।
বীরবর্ম্মেতি জ্যেষ্ঠস্য ব্রাহ্মণৈঃ প্রেরিতস্ত্বয়ম্ ॥ ২৮ ॥
এবং দ্বাদশপুত্ত্রাশ্চ প্রসূতা ভূপসম্মতাঃ।
মোহিতোঽহং তদা তেষাং প্রীত্যা পালনলালনে ॥ ২৯ ॥
পুনরষ্ট সুতাঃ কালে কালে জাতাঃ স্বরূপিণঃ।
গার্হস্থ্যং মে ততঃ পূর্ণং সম্পন্নং সুখসাধনম্ ॥ ৩০ ॥
তেষাং দারক্রিয়াঃ কালে কৃতা রাজ্ঞা যথোচিতাঃ।
স্নুষাভিশ্চ তথা পুত্ত্রৈঃ পরিবারো মহানভূৎ ॥ ৩১ ॥
ততঃ পৌত্ত্রাদিসম্ভূতাস্তেঽপি ক্রীড়ারসান্বিতাঃ।
আসন্নানারসোপেতা মোহবৃদ্ধিকরা ভৃশম্ ॥ ৩২ ॥
কদাচিৎ সুখমৈশ্বর্য্যং কদাচিদ্দুঃখমদ্ভুতম্।
পুত্ত্রেষু রোগজনিতং দেহসন্তাপকারকম্ ॥ ৩৩ ॥
পরস্পরং কদাচিত্তু বিরোধোঽভূৎ সুদারুণঃ।
পুত্ত্রাণাং বা বধূনাঞ্চ তেন সন্তাপসম্ভবঃ ॥ ৩৪ ॥

(মোহাধিক্যে পুত্ত্রবৃদ্ধিরূপং কারণং প্রকটয়ন্নাহ। এবং দ্বাদশপুত্ত্রাশ্চেতি ॥ ২৯—৩২ ॥ ইদানীং সন্তাপকারণঞ্চাহ পুত্ত্রেষু রোগজনিতমিতি ॥ ৩৩—৩৮ ॥)

সেই মহীপালের প্রিয়তমা ভার্য্যা হইয়া রহিলাম ॥২৬॥ তার পর দুই বৎসর পরেই পুনর্ব্বার আমার গর্ভের সঞ্চার হইল। তাহাতেও সর্ব্ববিধ লক্ষণ সংযুক্ত দ্বিতীয় পুত্ত্র প্রসব করিলাম ॥ ২৭ ॥ রাজা দ্বিতীয় পুত্রের নাম সুধন্বা রাখিলেন, আর ব্রাহ্মণগণের আদেশে জ্যেষ্ঠপুত্রের বীরবর্ম্মা নাম রাখিয়া দিলেন ॥ ২৮ ॥ এইরূপে ক্রমে ক্রমে রাজার সুসম্মত দ্বাদশটি পুত্র প্রসব করিয়া তখন তাহাদের লালন পালনেই মোহিত হইয়া থাকিলাম ॥২৯॥ তার পর ক্রমে ক্রমে আর আটটি পুত্র আমার গর্ভেই উৎপন্ন হইল; এইরূপে আমার সুখ সম্পন্ন গৃহস্থলী সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ॥ ৩০ ॥ রাজা যথাকালে সেই পুত্র সকলের যথোচিতরূপে বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিলেন, তাহাতে পুত্রবধূ ও পুত্রসমূহ দ্বারা আমার পরিবার অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া উঠিল ॥৩১॥ তদনন্তর আমার কতকগুলি পৌত্র হইল, তাহারা নানাবিধ ক্রীড়ারসে আমার মনোমোহ আরও বর্দ্ধিত করিয়া তুলিল ॥ ৩২ ॥ এইরূপে কখন সুখ ও ঐশ্বর্য্য এবং কখনও পুত্রগণের রোগজনিত আশ্চর্য্যজনক দুঃখ অনুভব করিতে লাগিলাম, তাহাতে আমার দেহ অত্যন্ত সন্তপ্ত হইতে লাগিল ॥ ৩৩ ॥ কখন পুত্রগণের পরস্পর ঘোরতর বিরোধ, কখন পুত্রবধূগণের পরস্পর দারুণ কলহ, এই সকল

সুখদুঃখাত্মকে ঘোরে মিথ্যাচারকরে ভৃশম্ ।
সঙ্কল্পজনিতে ক্ষুদ্রে মগ্নোঽহং মুনিসত্তম ! ॥ ৩৫ ॥
বিস্মৃতং পূর্ব্ববিজ্ঞানং শাস্ত্রজ্ঞানং তথাগতম্ ।
যোষাভাবে বিলীনোঽহং গৃহকার্য্যেষু সর্ব্বথা ॥ ৩৬ ॥
অহঙ্কারস্তু সঞ্জাতো ভৃশং মোহবিবর্দ্ধকঃ ।
এতে মে বলিনঃ পুত্রাঃ স্নুষাঃ স্বকুলসম্ভবাঃ ॥ ৩৭ ॥
এতে পুত্রাঃ সুসম্বদ্ধাঃ ক্রীড়ন্তি মম বেশ্মসু ।
ধন্যাহং খলু নারীণাং সংসারেঽস্মিন্নহো ভৃশম ॥ ৩৮ ॥
নারদোঽহং ভগবতা বঞ্চিতো মায়য়া কিল ।
ন কদাচিৎ ময়াপ্যেবং চিন্তিতং মনসা কিল ॥ ৩৯ ॥
রাজপত্নী শুভাচারা বহুপুত্রা পতিব্রতা ।
ধন্যাহং কিল সংসারে কৃষ্ণৈবং মোহিতস্ত্বহম্ ॥ ৪০ ॥
অথ কশ্চিন্ নৃপঃ কামং দূরদেশাধিপো মহান্ ।
অরাতিভাবমাপন্নঃ পতিনা সহ মানদ ! ॥ ৪১ ॥
কৃত্বা সৈন্যসমাযোগং রথৈশ্চ বারণৈর্যুতম্ ।
আজগাম কান্যকুব্জে পুরে যুদ্ধমচিন্তয়ৎ ॥ ৪২ ॥

অহং নারদো ভগবতা মায়য়া বঞ্চি...স্মীতি ময়া মনসা ন কদাপি চিন্তিতমেতাদৃশং মায়াবলং প্রবলমিতি ভাবঃ ॥ ৩৯—৪৩ ॥

দুর্ঘটনা দ্বারা আমার মানসে দারুণ সন্তাপ জন্মিতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥ মুনিসত্তম ! আমি সুখ-দুঃখাত্মক মিথ্যাচারময় সংকল্পজনিত এইরূপ তুচ্ছতর মায়ার সঙ্কটসাগরে নিমগ্ন অতএব পূর্ব্ববিজ্ঞান ও সেই শাস্ত্রজ্ঞান বিস্মৃত হইয়া নারীভাবে গৃহকার্য্যেই নিরত হইয়া থাকিলাম ॥ ৩৫—৩৬ ॥ আমার এতগুলি পুত্রবধূ হইয়াছে, এই বলবান্ পুত্র সকল একত্র মিলিত হইয়া মদীয় গৃহে ক্রীড়া করিতেছে, অহো ! এই সংসারে আমি নারীগণের মধ্যে ধন্যা ও পুণ্যবতী হইয়াছি তখন আমার এইরূপ মোহবর্দ্ধক অহঙ্কারও জন্মিয়াছিল ॥৩৭-৩৮॥ আমি নারদ, ভগবান্ আমাকে মায়া দ্বারা বঞ্চনা করিয়াছেন, এইরূপ ভাব আমার মনোমধ্যে কখনই উদয় হয় নাই ॥ ৩৯ ॥ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ! আমি সদাচারনিরতা রাজপত্নী ও পতিব্রতা, আমার এতগুলি পুত্র পৌত্র জন্মিয়াছে, আমি এই সংসারে ধন্যা, এই প্রকারে ঐশ্বর্য্যাদি চিন্তা করিয়াই আমি মায়া দ্বারা বিমোহিত হইয়া কালযাপন করিয়াছিলাম ॥ ৪০ ॥

অনন্তর, দূরদেশের অধিপতি কোন এক মহান্ নরপতি, আমার পতির সহিত বদ্ধবৈর হইয়া যুদ্ধের নিমিত্ত রথ ও বারণাদি চতুরঙ্গিণী সেনার সহিত কান্যকুব্জ নগরে আগমন করি-

বেষ্টিতং নগরং তেন রাজ্ঞা সৈন্যযুতেন চ।
মম পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ নির্গতা নগরাত্তদা॥ ৪৩॥
সংগ্রামস্তুমুলস্তত্র কৃতস্তৈস্তেন পুত্রকৈঃ।
হতা রণে সুতাঃ সর্ব্বে বৈরিণা কালযোগতঃ॥ ৪৪॥
রাজা ভগ্নস্তু সংগ্রামাদাগতঃ স্বগৃহং পুনঃ।
শ্রুতং ময়া মৃতাঃ পুত্রাঃ সংগ্রামে ভৃশদারুণে॥ ৪৫॥
স হত্বা মে সুতান্ পৌত্রান্ গতো রাজা বলান্বিতঃ।
ক্রন্দমানা হ্যহং তত্র গতা সমরমণ্ডলে॥ ৪৬॥
দৃষ্ট্বা তান্ পতিতান্ পুত্রান্ পৌত্রাংশ্চ দুঃখপীড়িতান্।
বিললাপাহমায়ুষ্মঞ্ছোকসাগরসংপ্লবে॥ ৪৭॥
হা পুত্রাঃ ক্ব গতা মেঽদ্য হা হতাস্মি দুরাত্মনা।
দৈবেনাতিবলিষ্ঠেন দুর্ব্বারেণাতিতাপিনা॥ ৪৮॥
এতস্মিন্নন্তরে তত্র ভগবান্ মধুসূদনঃ।
কৃত্বা রূপং দ্বিজস্যাগাদ্ বৃদ্ধঃ পরমশোভনঃ॥ ৪৯॥
সুবাসা বেদবিৎ কামং মৎসমীপং সমাগতঃ।
মামুবাচাতিদীনাং স ক্রন্দমানাং রণাজিরে॥ ৫০॥

(তেন রাজ্ঞা তৈঃ পুত্রকৈঃ সংগ্রামঃ কৃত ইত্যন্বয়ঃ॥ ৪৪—৪৬॥
দুঃখৈর্বৈরিকৃতপ্রহারাদিজনিতৈঃ পীড়িতান্ নিহতানিত্যর্থঃ॥ ৪৭—৪৯॥
কামং পর্য্যাপ্তং যথা তথেত্যর্থঃ॥ ৫০॥

লেন॥৪১-৪২॥ সেই রাজা সৈন্য দ্বারা নগর বেষ্টন করিলে আমার পুত্র ও পৌত্রগণ নগর হইতে বহির্গত হইয়া রণস্থলে গমন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিল, কিন্তু কালবশে বৈরিগণ আমার সকল পুত্রগুলিকেই নিহত করিল॥৪৩-৪৪॥ রাজা রণে ভঙ্গ দিয়া নিজগৃহে আগমন করিলেন। তার পর আমি শুনিলাম যে, আমার সমস্ত পুত্রগুলিই সেই ভীষণ সংগ্রামে নিহত হইয়াছে। সেই বলবান্ রাজা আমার পুত্র পৌত্রগণকে নিহত করিয়া স্বীয় সৈন্যগণের সহিত নিজ নগরে গমন করিয়াছেন। তখন আমি কাঁদিতে কাঁদিতে সেই সংগ্রাম স্থলে সত্বর যাইয়া উপস্থিত হইলাম॥ ৪৫—৪৬॥ আয়ুষ্মন্! আমি সেই দারুণ দুঃখপীড়িত পুত্র ও পৌত্রগণকে ভূমিতলে নিপতিত দেখিয়া শোকসাগরে নিমগ্ন হইলাম এবং উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলাম॥ ৪৭॥ হা পুত্রগণ! তোমরা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গেলে, হায়! অত্যন্ত বলবান্, অতিশয় সন্তাপদায়ক ও দুর্নিবার, দুরাত্মা দৈব আজ আমাকে নিহত করিল॥ ৪৮॥

ব্রাহ্মণ উবাচ।

কিং বিষীদসি তন্বঙ্গি! ভ্রমোঽয়ং প্রকটীকৃতঃ।
মোহেন কোকিলালাপে! পতিপুত্রগৃহাত্মকে ॥ ৫১ ॥
কা ত্বং কস্যাঃ সুতাঃ কেঽমী চিন্তয়াত্মগতিং পরাম্।
উত্তিষ্ঠ রোদনং ত্যক্ত্বা স্বস্থা ভব সুলোচনে! ॥ ৫২ ॥
স্নানঞ্চ তিলদানঞ্চ পুত্রাণাং কুরু কামিনি!।
পরলোকগতানাঞ্চ মর্য্যাদারক্ষণায় বৈ ॥ ৫৩ ॥
কর্ত্তব্যং সর্ব্বথা তীর্থে স্নানন্তু ন গৃহে ক্বচিৎ।
মৃতানাং কিল বন্ধূনাং ধর্ম্মশাস্ত্রস্য নির্ণয়ঃ ॥ ৫৪ ॥

নারদ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা তেন বিপ্রেণ বৃদ্ধেন প্রতিবোধিতা।
উত্থিতাহং নৃপেণাথ যুক্তা বন্ধুভিরাবৃতা ॥ ৫৫ ॥
অগ্রতো দ্বিজরূপেণ ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
চলিতাহং ততস্তূর্ণং তীর্থং পরমপাবনম্ ॥ ৫৬ ॥

পতিপুত্রগৃহাত্মকে ইতিসম্বোধনং তদাত্মকে সংসারে ইতি শেষো বা ॥ ৫১ ॥
পরাং দুঃখনিবৃত্তিরূপামুত্তমামাত্মগতিং চিন্তয় অম্বিষ্যেত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥
অগ্রত ইতি। ভগবান্ দ্বিজরূপেণ উপলক্ষিতঃ সন্ চলিত ইতি শেষঃ ॥ ৫৩—৫৭ ॥)

এই সময়ে ভগবান্ মধুসূদন, সুশোভন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশ ধারণপূর্ব্বক সেই স্থানে আমার নিকট আগমন করিলেন। তাঁহার বসন পবিত্র ও মনোজ্ঞ; তাঁহাকে বেদজ্ঞ বলিয়া বোধ হইল। আমাকে রণাঙ্গনে দীনভাবে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া কহিলেন, দেবি! তোমার আলাপ কোকিলতুল্য তোমাকে পতিপুত্রবতী ও সমৃদ্ধশালিনী গৃহস্বামিনী বলিয়া বোধ হইতেছে; কিন্তু তুমি জানিও যে এ সকল কেবল মোহজনিত ভ্রমমাত্র, তুমি কি নিমিত্ত রোদন করিতেছ? কি জন্যই বা বিষণ্ণ হইতেছ? সুলোচনে! ভাবিয়া দেখ তুমি কে? এই পুত্রগণই বা কাহার? আপনার উত্তমগতি কিসে হইবে তাহাই তুমি চিন্তা কর, এক্ষণে রোদন পরিত্যাগপূর্ব্বক উঠিয়া বসিয়া সুস্থ হও ॥ ৪৯—৫২ ॥ দেবি! পরলোকগত পুত্রগণের মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত তাহাদিগকে জল ও তিলদান কর ॥ ৫৩ ॥ মৃত ব্যক্তিদিগের বন্ধুগণের তীর্থ স্নানই কর্ত্তব্য গৃহে স্নান কদাচই উচিত নহে, ইহাই ধর্ম্মের স্থির নিশ্চয় জানিবে ॥ ৫৪ ॥

নারদ কহিলেন, দ্বৈপায়ন! সেই বৃদ্ধ বিপ্রবর এইরূপ বুঝাইলে পর আমি এবং রাজা বন্ধুগণে পরিবৃত হইয়া গাত্রোত্থান করিলাম ॥ ৫৫ ॥ দ্বিজরূপধারী ভূতভাবন ভগবান্ মধু-

হরির্মাং কৃপয়া তত্র পুংতীর্থে সরসি প্রভুঃ।
নীত্বাহ ভগবান্ বিষ্ণুর্দ্বিজরূপী জনার্দ্দনঃ॥ ৫৭॥
স্নানং কুরু তড়াগেঽস্মিন্ পাবনে গজগামিনি!।
ত্যজ শোকং ক্রিয়াকালঃ পুত্রাণাঞ্চ নিরর্থকম্॥ ৫৮॥
কোটিশস্তে মৃতাঃ পুত্রা জন্মজন্মসমুদ্ভবাঃ।
পিতরঃ পতয়শ্চৈব ভ্রাতরো জাময়স্তথা॥ ৫৯॥
কেষাং দুঃখং ত্বয়া কার্য্যং ভ্রমেঽস্মিন্ মানসোদ্ভবে।
বিতথে স্বপ্নসদৃশে তাপদে দেহিনামিহ॥ ৬০॥

নারদ উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা তীর্থে পুরুষসংজ্ঞকে।
প্রবিষ্টা স্নাতুকামাহং প্রেরিতা তত্র বিষ্ণুনা॥ ৬১॥
মজ্জনাদেব তীর্থেষু পুমাঞ্জাতঃ ক্ষণাদপি।
হরির্বীণাং করে কৃত্বা স্থিতস্তীরে স্বদেহবান্॥ ৬২॥
উন্মজ্য চ ময়া তীরে দৃষ্টঃ কমললোচনঃ।
প্রত্যভিজ্ঞা তদা জাতা মম চিত্তে দ্বিজোত্তম!॥ ৬৩॥

শোকং নিরর্থকং ত্যজ অয়ং পুত্রাণাং ক্রিয়াকালোঽস্তীত্যর্থঃ॥ ৫৮—৬৫॥

সূদন অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন, আমি সত্বর হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই পরম পবিত্র তীর্থে গমন করিতে লাগিলাম॥ ৫৬॥ দ্বিজরূপধারী জনার্দ্দন ভগবান্ হরি আমাকে সেই পুংতীর্থ নামক সরোবরে লইয়া গিয়া কৃপা প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন, গজেন্দ্রগামিনি! তুমি এই পরম পবিত্র তড়াগ জলে স্নান কর, নিরর্থক শোক পরিত্যাগ কর, এক্ষণে তোমার পুত্রগণের ক্রিয়াকাল উপস্থিত হইয়াছে॥ ৫৭—৫৮॥ তুমি ভাবিয়া দেখ জন্মজন্মান্তরে তোমার কোটি কোটি পুত্র কন্যা উৎপন্ন হইয়াছে এবং কোটি কোটি পুত্র কন্যা প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে এবং কোটি কোটি পিতা পতি ও ভ্রাতা প্রাপ্ত হইয়াছ, আবার তাহাদিগকে হারাইয়াছ, দেবি! বল দেখি ইহাদের মধ্যে কাহাদের নিমিত্ত তুমি এক্ষণে দুঃখ করিবে? তবে ইহা কেবল মনোজাত ভ্রম মাত্র, এই সংসার মোহময়, ইন্দ্রজালের ন্যায় মিথ্যা ও স্বপ্ন সদৃশ, ইহা দ্বারা দেহিগণের সন্তাপমাত্রই জন্মিয়া থাকে॥৫৯-৬০॥

নারদ কহিলেন, আমি তাঁহার বাক্য শুনিয়া এবং সেই বিষ্ণু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া স্নান করিবার বাসনায় সেই পুং-তীর্থ জলে প্রবিষ্ট হইলাম, তখন নিমগ্ন হইয়া উন্মজ্জন করিয়া দেখি, ক্ষণমধ্যেই আমি পুরুষ হইয়াছি; নিজদেহধারী ভগবান্ হরি, করে বীণা ধারণ করিয়া তীরে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন॥ ৬১—৬২॥ হে দ্বিজোত্তম! আমি

সঞ্চিন্তিতং ময়া তত্র নারদোঽহমিহাগতঃ ।
হরিণা সহ স্ত্রীভাবং প্রাপ্তো মায়াবিমোহিতঃ ॥ ৬৪ ॥
ইতি চিন্তাপরশ্চাহং যদা জাতস্তদা হরিঃ ।
মামাহ নারদাগচ্ছ কিং করোষি জলে স্থিতঃ ॥ ৬৫ ॥
বিস্মিতোঽহং তদা স্মৃত্বা স্ত্রীভাবং দারুণং ভৃশম্ ।
পুনঃ পুরুষভাবঞ্চ সম্পন্নঃ কেন হেতুনা ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে স্ত্রীভাবপ্রাপ্তনারদস্য পুনঃ পুরুষভাবপ্রাপ্তির্বর্ণনং নাম ঊনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

কেন হেতুনেতি বিস্মৃত ইত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে ঊনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৯॥

উন্মগ্ন হইয়া যখন তীরস্থিত কমললোচন কৃষ্ণকে অবলোকন করিলাম তখনই আমার চিত্তে প্রত্যভিজ্ঞানের উদয় হইল ॥ ৬৩ ॥ তখন চিন্তা করিলাম আমি নারদ এই স্থানে আসিয়াছি এবং হরিকর্ত্তৃক মায়ায় মোহিত হইয়া স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলাম ॥ ৬৪ ॥ আমি যখন এইরূপ চিন্তা করিতেছি, তখন ভগবান্ হরি আমাকে কহিলেন, নারদ ! উঠিয়া আইস জলে অবস্থিত হইয়া কি করিতেছ ? ॥ ৬৫ ॥ আমি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া আমার নিদারুণ স্ত্রীস্বভাব স্মরণ করিয়া পুনর্ব্বার কি হেতু পুরুষভাব প্রাপ্ত হইলাম তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম ॥ ৬৬ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে নারদের পুনঃ পুরুষভাবপ্রাপ্তি নামক ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

মাং দৃষ্ট্বা নারদং বিপ্রং বিস্মিতোঽসৌ মহীপতিঃ।
ক্ব গতা মম ভার্য্যা সা কুতোঽয়ং মুনিসত্তমঃ॥ ১ ॥
বিললাপ নৃপস্তত্র হা প্রিয়েতি মুহুর্মুহুঃ।
ক্ব গতা মাং পরিত্যজ্য বিলপন্তং বিয়োগিনম্॥ ২ ॥
বিনা ত্বাং বিপুলশ্রোণি! বৃথা মে জীবিতং গৃহম্।
রাজ্যং কমলপত্রাক্ষি! কিং করোমি শুচিস্মিতে!॥ ৩ ॥
ন প্রাণা মে বহির্যান্তি বিরহেণ তবাধুনা।
গতো বৈ প্রীতিধর্ম্মস্তু ত্বাম্মৃতে প্রাণধারণাৎ॥ ৪ ॥

ত্র্যধিকৈশ্চৈব পঞ্চাশৎপদ্যৈরথ হরিঃ স্বয়ম্।
নারদায় মহামায়ামহিমানং বদত্যপি॥

নারদস্ত পুরুষভাবপ্রাপ্ত্যুত্তরং জাতং বৃত্তমাহ মাং দৃষ্ট্বেতি॥ ১—৩॥
তব বিরহেণ যদি প্রাণা বহির্নির্গচ্ছন্তি তদপি বরম্ পরন্তু তেঽপি বহির্ন নির্গচ্ছন্তীত্যাহ ন প্রাণা ইতি। প্রাণধারণাৎ প্রাণধারণং ব্যাপ্য যাবজ্জীবমিত্যর্থঃ। ত্বাম্মৃতে প্রীতিধর্ম্মো গত উচ্ছিন্ন ইত্যর্থঃ। ইতঃপরং যাবজ্জীবং কুত্রাপি প্রীতির্ন স্থাস্যতীত্যর্থঃ॥ ৪॥

নারদ কহিলেন, মুনিবর! সেই সলিল মধ্যে রমণীরূপে নিমগ্ন হইয়া বিপ্রবর নারদ রূপে উন্মগ্ন হইলাম দেখিয়া সেই মহীপতি অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমার সেই প্রিয়তমা ভার্য্যা কোথায় গেল এবং মুনিসত্তম নারদই বা সহসা কোথা হইতে উপস্থিত হইলেন॥১॥ রাজা প্রিয়তমা ভার্য্যারে দেখিতে না পাইয়া হা প্রিয়ে! আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি কোথায় গেলে? আমি তোমার বিরহে অত্যন্ত ব্যাকুল হইতেছি, সত্বর আসিয়া আমাকে দর্শন দাও এই বলিয়া পুনঃ পুনঃ বিলাপ করিতে লাগিলেন॥ ২॥ তিনি কান্তার বিরহে অতিশয় কাতর হইয়া কহিতে লাগিলেন, কমলনয়নে! তোমা ব্যতিরেকে আমার জীবন এবং রাজ্যাদি বিফল; হে শুচিস্মিতে! তোমার অভাবে আমার গৃহ সমস্তই শূন্যময়; অয়ি পৃথুশ্রোণি! তোমার বিরহে এখনও আমার প্রাণ বহির্গত হইতেছে না কেন? হে জীবিতেশ্বরি! তোমার জন্য যাবজ্জীবন আমার প্রীতিরূপ ধর্ম্ম বিনষ্ট হইল; হায়! আমার প্রীতি এখন আর কোথাও

বিলপামি বিশালাক্ষি ! দেহি প্রত্যুত্তরং প্রিয়ম্ ।
ক গতা সা ময়ি প্রীতির্যাভূৎ প্রথমসঙ্গমে ॥ ৫ ॥
বিমগ্না কিং জলে সুভ্রু ! ভক্ষিতা মৎস্যকচ্ছপৈঃ ।
গৃহীতা বরুণেনাশু মম দৌর্ভাগ্যযোগতঃ ॥ ৬ ॥
ধন্যাসি চারুসর্ব্বাঙ্গি ! যা ত্বং পুত্রৈঃ সমাগতা ।
অকৃত্রিমস্তু পুত্রেষু স্নেহস্তেঽমৃতভাষিণি ! ॥ ৭ ॥
ন যুক্তমধুনা যন্মাং বিহায় ত্রিদিবং গতা ।
বিলপন্তং পতিং দীনং পুত্রস্নেহেন যন্ত্রিতা ॥ ৮ ॥
উভয়ং মে গতং কান্তে ! পুত্রাস্ত্বং প্রাণবল্লভা ।
তথাপি মরণং নাস্তি দুঃখং তস্য ভৃশং প্রিয়ে ! ॥ ৯ ॥
কিং করোমি ক গচ্ছামি রামো নাস্তি মহীতলে ।
রামাবিরহজং দুঃখং জানাতি রঘুনন্দনঃ ॥ ১০ ॥
বিধিনা নিষ্ঠুরেণাত্র বিপরীতং কৃতং ভুবি ।
দম্পত্যোর্মরণং ভিন্নং সর্ব্বথা সমচিত্তয়োঃ ॥ ১১ ॥

ময়ি যা তব প্রীতিঃ স্থিতা সাধুনা ক গতেত্যন্বয়ঃ ॥ ৫—৬ ॥
পুত্রৈঃ সহ সমাগতা মৃতেত্যর্থঃ ॥ ৭—১১ ॥

স্থান প্রাপ্ত হইবে না ॥৩—৪॥ অয়ি মৃগশাবকাক্ষি ! আমি তোমার বিয়োগে কাতর হইয়া বিলাপ করিতেছি, তুমি তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া আমার মনঃ প্রাণ সুশীতল কর। প্রিয়ে ! প্রথম মিলন সময়ে তুমি আমার প্রতি যেরূপ প্রীতি প্রকাশ করিয়াছিলে এখন তাহা কোথায় গেল ? ॥ ৫ ॥ হে সুভ্রু ! আমার দুর্ভাগ্যবশতই কি তুমি জলে নিমগ্ন হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিলে? তোমাকে কি মৎস্য কচ্ছপাদি জলচর জন্তুগণ ভক্ষণ করিল ; অথবা জলাধিপতি বরুণদেব তোমাকে আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করিল ? ॥ ৬॥ হা অমৃতভাষিণি ! তুমি পুত্রগণের সহিত গমন করিলে অতএব তুমিই ধন্যা, আহা ! পুত্রগণের প্রতি তোমার যে অকৃত্রিম স্নেহ ছিল তাহাও তুমি এক্ষণে প্রকাশ করিয়াছ ॥ ৭ ॥ অয়ি চারুসর্ব্বাঙ্গি ! আমি তোমার বিরহে বিলাপ করিতেছি, তুমি পুত্রস্নেহে আকৃষ্ট হইয়াই আমারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গ গমন করিলে ইহা কি তোমার কর্ত্তব্য হইল ॥ ৮ ॥ প্রিয়ে ! দেখ, আমি, পুত্রগণ এবং প্রাণবল্লভ প্রিয়া এই উভয়ই হারাইলাম, তথাপি আমার প্রাণ বহির্গত হইল না অতএব আমার প্রাণ অত্যন্তই কঠিন সন্দেহ নাই ॥ ৯ ॥ যিনি মনোরমা পতিব্রতা প্রিয়তমার বিরহ বেদনা জানিতেন, সেই রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র এক্ষণে এই অবনীতলে অবস্থিতি করিতেছেন না, তবে এক্ষণে আমি এই বেদনা জানাইবার নিমিত্ত কোথায় যাইব,

উপকারস্তু নারীণাং মুনিভির্ব্বিহিতঃ কিল।
যদুক্তং ধর্ম্মশাস্ত্রেষু জ্বলনং পতিনা সহ ॥ ১২ ॥
এবং বিলপমানং তং রাজানং ভগবান্ হরিঃ।
নিবারয়ামাস তদা বচনৈর্যুক্তিযোজিতৈঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

কিং বিষীদসি রাজেন্দ্র! ক গতা তে প্রিয়াঙ্গনা।
ন শ্রুতং কিং ত্বয়া শাস্ত্রং ন কৃতো বিবুধাশ্রয়ঃ ॥ ১৪ ॥
কা সা কস্ত্বং ক সংযোগো বিয়োগঃ কীদৃশস্তব।
প্রবাহরূপসংসারে নৃণাং নৌতরতামিব ॥ ১৫ ॥
গৃহং গচ্ছ নৃপশ্রেষ্ঠ! বৃথা তে রুদিতেন কিম্।
সংযোগশ্চ বিয়োগশ্চ দৈবাধীনঃ সদা নৃণাম্ ॥ ১৬ ॥
অনয়া সহ তে রাজন্! সংযোগস্ত্বিহ সংবৃতঃ।
মুক্তা ত্বয়া বিশালাক্ষী সুন্দরী তনুমধ্যমা ॥ ১৭ ॥

পতিনা সহেতি। তথা পুরুষস্যাপি স্ত্রিয়া সহ জ্বলনং কুতো ন কৃতমিতি ভাবঃ ॥১২-১৭॥

কি করিব তাহা আমি স্থির করিতে পারিতেছি না ॥ ১০ ॥ সুখে ও দুঃখে যাহাদের মনের ভাব সমান, সেইরূপ দম্পতির মরণ ভিন্ন ভিন্ন রূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া নিষ্ঠুর বিধাতা অতি বিপরীত কার্য্যই করিয়াছেন ॥ ১১ ॥ মুনিগণ ধর্ম্মশাস্ত্রে পতির সহিত পতিব্রতা রমণীগণের সহমরণ-বিধি নির্দ্ধারিত করিয়া তাহাদের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন কিন্তু তাঁহারা পুরুষগণের স্ত্রীর সহিত বহ্নিপ্রবেশের বিধান কেন করিলেন না, তাহা হইলেই উত্তম হইত সন্দেহ নাই ॥ ১২ ॥ রাজা এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন দেখিয়া ভগবান্ হরি তাঁহাকে যুক্তিযুক্ত বচন পরম্পরা দ্বারা নিবারণ করিয়া কহিলেন, রাজন্! তুমি এত বিষাদ করিতেছ কেন? তোমার প্রিয়তমা অঙ্গনা কোথায় গিয়াছে? তুমি কি কখন শাস্ত্র শ্রবণ বা বুধগণের আশ্রয় গ্রহণ কর নাই? ॥১৩-১৪॥ তোমার সেই প্রিয়াই বা কে? এবং তুমিই বা কে? তোমাদের সংযোগ ও বিয়োগ কীদৃশ এবং কোথায় তাহা সংঘটিত হইয়াছিল; রাজন্! নৌকায় নদী পার হইবার সময় মানবগণের যেরূপ ক্ষণিক সম্মিলন হয়, এই প্রবাহরূপ সংসারে স্ত্রীপুত্রাদির মিলন ও সেইরূপ জানিবে ॥ ১৫ ॥ অতএব নৃপবর! তুমি এক্ষণে গৃহে গমন কর তোমার বৃথা রোদনে ফল কি? মানবগণের সংযোগ ও বিয়োগ সর্ব্বদাই দৈবের অধীন অতএব তাহার নিমিত্ত বিলাপ করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য নহে ॥১৬॥ রাজন্! এই নারীর সহিত তোমার মিলন এই স্থানেই হইয়াছিল; এবং তুমি সেই বিশালাক্ষী

ন দৃষ্টৌ পিতরাবস্যাস্ত্বয়া প্রাপ্তা সরোবরে।
কাকতালীপ্রসঙ্গেন যদ্ভূতং তত্তথাগতম্ ॥ ১৮ ॥
মা শোকং কুরু রাজেন্দ্র! কালো হি দুরতিক্রমঃ।
কালযোগং সমাসাদ্য ভুঙ্ক্ষ্ব ভোগান্ গৃহে যথা ॥ ১৯ ॥
যথাগতা গতা সা তু তথৈব বরবর্ণিনী।
যথাপূর্ব্বং তথা তত্র গচ্ছ কার্য্যং কুরু প্রভো! ॥ ২০ ॥
রুদিতেন তবাদ্যৈব নাগমিষ্যতি কামিনী।
বৃথা শোচসি পৃথ্বীশ! যোগযুক্তো ভবাধুনা ॥ ২১ ॥
ভোগঃ কালবশাদেতি তথৈব প্রতিযাতি চ।
নাত্র শোকস্তু কর্ত্তব্যো নিষ্ফলে ভববর্ত্মনি ॥ ২২ ॥
নৈকত্র সুখসংযোগো দুঃখযোগস্তু নৈকতঃ।
ঘটিকাযন্ত্রবৎ কামং ভ্রমণং সুখদুঃখয়োঃ ॥ ২৩ ॥

যদ্ভূতং যদুৎপন্নং তদ্যথোৎপন্নং তথা গতং তত্র খেদোঽনুচিত ইতি ভাবঃ ॥ ১৮—২৩

কৃশোদরী সুন্দরীকে এই স্থানেই হারাইয়াছ ॥ ১৭ ॥ তুমি উহার পিতা মাতাকে দেখ নাই, কাকতালীয়ন্যায়ে (১) এই সরোবরেই প্রাপ্ত হইয়াছ। সে যেরূপে তোমার হইয়াছিল, সেই রূপেই আবার তোমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে তাহার নিমিত্ত বিলাপ করা তোমার উচিত হইতেছে না ॥১৮॥ রাজেন্দ্র! তুমি আর বৃথা শোক করিও না; কাল অতিক্রম করিতে কেহই সমর্থ হয় না, তুমি গৃহে গমন পূর্ব্বক কালযোগে পূর্ব্বের ন্যায় ভোগ্যবস্তু সকল উপভোগ কর ॥১৯॥ সেই বরবর্ণিনী রমণী যেরূপে আসিয়াছিল সেইরূপেই গমন করিয়াছে, তুমিও সেইরূপ সকলের প্রভু থাকিয়া নিজ রাজ্যে পূর্ব্বে যেরূপ রাজকার্য্য করিতেছিলে এক্ষণেও সেইরূপ কার্য্য করা তোমার একান্ত কর্ত্তব্য ॥২০॥ রাজন্! বিবেচনা করিয়া দেখ, তুমি দিবারাত্র রোদন করিলেও সেই রমণী আর পুনর্ব্বার আসিবে না, হে পৃথিবীন্দ্র! তবে তুমি কেন বৃথা শোক করিতেছ; যাও আমার বাক্যে তুমি এখন যোগমার্গে মনঃ সমর্পণ করিয়া কাল যাপন করিতে থাক ॥ ২১ ॥ ভোগ্যবস্তু সকল কালবশেই উপস্থিত হয় আবার কালবশেই প্রতিগমন করে, অতএব এই নিষ্ফল সংসার মার্গে শোক করা কদাচই জ্ঞানীগণের কর্ত্তব্য নহে ॥ ২২ ॥ একত্র সুখসংযোগ এবং একত্র দুঃখ সংযোগ সর্ব্বদাই সংঘটিত

(১) কোনও তাল পক্ক হইলে তাহার পতন সময় হইয়াছিল, তখন একটি কাক আসিয়া তাহার উপর বসিল, সে উড়িবামাত্র তালটি খসিয়া পড়িলে লোকে কহিল যে কাক তাল ফেলিয়া দিল, কিন্তু তাহা নহে, তালের পতন সময় হইয়াছিল বলিয়াই পড়িয়াছিল; ইহাকেই কাকতালী ন্যায় কহে। এখানে তোমাদের মিলনের সময় হইয়াছিল বলিয়া মিলন হইয়াছিল, এখন বিয়োগের সময় বিয়োগ ঘটিল, ইহাতে মৃত্যু বা বিধাতা প্রভৃতির দোষ নাই, তজ্জন্য অনর্থক বিলাপ করিবেন না।

মনঃ কৃত্বা স্থিরং ভূপ ! কুরু রাজ্যং যথাসুখম্।
অথবা ন্যস্য দায়াদে বনং সেবয় সাম্প্রতম্ ॥ ২৪ ॥
দুর্লভো মানুষো দেহঃ প্রাণিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ।
তস্মিন্ প্রাপ্তে তু কর্ত্তব্যং সর্ব্বথৈবাত্মসাধনম্ ॥ ২৫ ॥
জিহ্বোপস্থরসো রাজন্ ! পশুযোনিষু বর্ত্ততে।
জ্ঞানং মানুষদেহে বৈ নান্যাসু চ কুযোনিষু ॥ ২৬ ॥
তস্মাদ্ গচ্ছ গৃহং ত্যক্ত্বা শোকং কান্তাসমুদ্ভবম্।
মায়েয়ং ভগবত্যাস্তু যয়া সম্মোহিতং জগৎ ॥ ২৭ ॥

নারদ উবাচ।

ইত্যুক্তো হরিণা রাজা প্রণম্য কমলাপতিম্।
কৃত্বা স্নানবিধিং সম্যক্ জগাম নিজমন্দিরম্ ॥ ২৮ ॥
দত্ত্বা রাজ্যং স্বপৌত্রায় প্রাপ্য নির্ব্বেদমদ্ভুতম্।
বনং জগাম ভূপালস্তত্ত্বজ্ঞানমবাপ চ ॥ ২৯ ॥

দায়াদে পুত্রে ন্যস্য স্থাপয়িত্বেত্যর্থঃ ॥ ২৪—২৬॥

মায়েয়মিতি। ভগবত্যাঃ সচ্চিদানন্দরূপিণ্যাঃ দেব্যা ইয়ং দৃশ্যমানা সর্ব্বা মায়া ভবতি। কা সা মায়া যয়া জগৎ সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষং সম্মোহিতং ভবতি তথা চ মায়াময়ত্বাৎ সর্ব্বস্য মিথ্যাত্বমুক্তং ভবতি মিথ্যাত্বাদেব মিথ্যাপদার্থস্যাধিষ্ঠানজ্ঞানমন্তরা নাশাভাবাদধিষ্ঠানরূপসচ্চিদানন্দাত্মিকায়া ভগবত্যাঃ সাক্ষাৎকারোঽবশ্যং সম্পাদনীয়ো মায়াময়প্রপঞ্চনাশনার্থমিতি ভাবঃ ॥ ২৭—৩৩॥

হয় না, অতএব এই সংসারে সুখ ও দুঃখ স্থির না থাকিয়া ঘটিকাযন্ত্রের ন্যায় সততই ভ্রমণ করিতেছে ॥ ২৩ ॥ অতএব নৃপবর ! মনঃস্থির করিয়া তুমি যথাসুখে রাজ্য করিতে থাক, অথবা আপন সন্তানের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া বনগমন কর ॥ ২৪ ॥ রাজন্ ! মানবদেহ বারি বিম্বের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর হইলেও তাহা প্রাণিগণের পক্ষে অত্যন্তই দুর্লভ, অতএব সেই দেহ প্রাপ্ত হইলেই পরমার্থ সাধনা করা সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য। রাজেন্দ্র ! লিঙ্গ ও রসনাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা পশুগণও বিষয়রস আস্বাদন করিয়া থাকে, কিন্তু একমাত্র জ্ঞান মনুষ্য দেহে অধিক দৃষ্ট হয়, অন্য কুৎসিত যোনিতে তাহা দৃষ্ট হয় না, সেই জ্ঞানানুসারে সৎকার্য্য সাধন করা যথার্থ মনুষ্যের পক্ষে একান্তই কর্ত্তব্য। অতএব নৃপবর ! কান্তার বিরহজনিত শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৃহে গমন কর। কান্তাদির প্রতি প্রীতি ও স্নেহাদি সমস্তই ব্রহ্মরূপিণী ভগবতীর মায়ার কার্য্য, সেই মায়া দ্বারাই এই অখিল জগৎ বিমোহিত হইয়া রহিয়াছে ॥ ২৫—২৭ ॥

নারদ কহিলেন, ভগবান্ হরি এই সকল বাক্য বলিলে পর রাজা দেবদেব কমলাপতিকে প্রণাম করিয়া স্নানাদি সমাপন পূর্ব্বক নিজ গৃহে গমন করিলেন। তদনন্তর অত্যন্ত

গতে রাজন্যহং বীক্ষ্য ভগবন্তমধোক্ষজম্ ।
তমব্রুবং জগন্নাথং হসন্তং মাং পুনঃপুনঃ ॥ ৩০ ॥
বঞ্চিতোঽহয়ং ত্বয়া দেব! জ্ঞাতং মায়াবলং মহৎ ।
স্মরামি চরিতং সর্ব্বং স্ত্রীদেহে যৎ কৃতং ময়া ॥ ৩১ ॥
ব্রূহি মে দেবদেবেশ ! প্রবিষ্টোঽহং সরোবরে ।
বিগতং পূর্ব্ববিজ্ঞানং স্নানাদেব কথং হরে ! ॥ ৩২ ॥
যোষিদ্দেহং সমাসাদ্য মোহিতোঽহং জগদ্গুরো ! ।
পতিং প্রাপ্য নৃপশ্রেষ্ঠং পুলোমী বাসবং যথা ॥ ৩৩ ॥
মনস্তদেব তচ্চিত্তং দেহঃ স চ পুরাতনঃ ।
লিঙ্গং তদেব দেবেশ ! স্মৃতের্নাশঃ কথং হরে ! ॥ ৩৪ ॥
বিস্ময়োঽহয়ং মহান্ মেঽত্র জ্ঞাননাশং প্রতি প্রভো ! ।
কথয়াদ্য রমাকান্ত ! কারণং পরমঞ্চ যৎ ॥ ৩৫ ॥
নারীদেহং ময়া প্রাপ্য ভুক্তা ভোগা হ্যনেকশঃ ।
সুরাপানং কথং নিত্যং বিধিহীনঞ্চ ভোজনম্ ॥ ৩৬ ॥
ময়া তদেব ন জ্ঞাতং নারদোঽহমিতিস্ফুটম্ ।
জানাম্যদ্য যথা সর্ব্বং বিবিক্তং ন তথা তদা ॥ ৩৭ ॥

(লিঙ্গং লিঙ্গদেহো দশবিধেন্দ্রিয়পঞ্চসমীরণমনোবুদ্ধ্যাত্মকসপ্তদশাবয়ববিশিষ্টসূক্ষ্মশরীর মিত্যর্থঃ ॥ ৩৪—৩৮ ॥)

নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া আপন পৌত্রকে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া বন গমন পূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলেন ॥২৮—২৯॥ রাজা গৃহে গমন করিলে ভগবান্ অধোক্ষজ, আমাকে দেখিয়া পুনঃ পুনঃ হাস্য করিতেছিলেন, তদ্দর্শনে আমি সেই দেবদেব জগন্নাথকে কহিলাম, দেব ! আপনি আমাকে বঞ্চনা করিয়াছেন, মায়ার বল অতি মহৎ তাহা আমি এক্ষণে জানিতে পারিলাম। জনার্দ্দন! আমি স্ত্রীরূপ প্রাপ্ত হইয়া যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছিলাম এক্ষণে তৎ-সমুদায়ই স্মরণ করিতেছি ॥ ৩০-৩১ ॥ হরে ! আমি সরোবর সলিলে প্রবিষ্ট হইয়া স্নান করা-তেই আমার পূর্ব্ববিজ্ঞান বিগত হইল কেন ? ॥ ৩২ ॥ আর যখন আমি নারীদেহ প্রাপ্ত হইয়া শচীদেবীর ইন্দ্রপ্রাপ্তির ন্যায় নৃপতিকে পতি লাভ করিলাম তখন আমি মোহিত হইলাম কেন ? আমার সেই পূর্ব্বের মনঃ সেই পুরাতন জীবাত্মা এবং সেই পুরাতন সূক্ষ্ম-দেহ এই সমস্তইত বিদ্যমান ছিল ; তবে কেন আমার স্মৃতির বিনাশ হইল ? ॥৩৩—৩৪॥ প্রভো ! এই জ্ঞাননাশ বিষয়ে আমার মহান্ সংশয় জন্মিতেছে, রমানাথ ! আপনি আজ ইহার যথার্থ কারণ কীর্ত্তন করিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন ॥৩৫॥ আমি নারীদেহ প্রাপ্ত হইয়া বহুবিধ ভোগ্যবস্তু উপভোগ করিয়াছি এবং সুরাপান ও অবিহিত দ্রব্যও ভোজন

বিষ্ণুরুবাচ।

পশ্য নারদ! মায়াবিবিলাসোঽয়ং মহামতে!।
দেহেষু সর্ব্বজন্তূনাং দশাভেদা হ্যনেকশঃ॥ ৩৮॥
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিশ্চ তুরীয়া দেহিনাং দশা।
তথা দেহান্তরে প্রাপ্তে সন্দেহঃ কীদৃশঃ পুনঃ॥ ৩৯॥
সুপ্তো নরো ন জানাতি ন শৃণোতি বদত্যপি।
পুনঃ প্রবুদ্ধো জানাতি সর্ব্বং জ্ঞানমশেষতঃ॥ ৪০॥
নিদ্রয়া চাল্যতে চিত্তং ভবন্তি স্বপ্নসম্ভবাঃ।
নানাবিধা মনোভেদা মনোভাবা হ্যনেকশঃ॥ ৪১॥

যত্ত্বয়োক্তং বিবিক্তমধুনা যথা জানামি তথা তদা স্ত্রীভাবসময়ে বিবেকঃ ক্ব গত ইতি তত্র নৈবং সন্দেহং কুরু। সর্পভ্রমস্থলে বিবেকজ্ঞানস্য কুত্রাপ্যসত্বাদিত্যাহ। পশ্য নারদেতি ননু ভ্রমস্থলে কুতো ন বিবেকস্তিষ্ঠতীতি চেন্মায়াবিবিলাসাদিত্যাহ মায়াবিবিলাসোঽয়মিতি। তত্রানুভবং প্রসিদ্ধমাহ দশাভেদা ইতি। তা দশা আহ জাগ্রদিতি। এতাশ্চতস্রো দশা যদ্যপি ভ্রমরূপা আত্মনি তিষ্ঠন্তি তথাপি তদ্দশানুভবসময়ে উপদেশমন্তরা ন কস্যাপি ভ্রমোঽয়মিতি বিবেকজ্ঞানং ভবতি। যথায়ং দৃষ্টান্তস্তথা ত্বয়ি দেহান্তরপ্রাপ্তে সতি ভ্রমোঽয়মিতি ন ত্বয়া জ্ঞাতমতো দৃষ্টান্তানুরোধেন পুনঃ কীদৃশঃ সন্দেহোঽত্র সন্দেহস্থলং নৈতদিত্যর্থঃ। ন হি রজ্জুসর্পাদিভ্রমস্থলে সদুপদেশং বিনা বিবেকজ্ঞানং ভবতি মায়াবিনো বিলাস এবায়ং যঃ স্বমায়য়াসত্যমপি সত্যমিব দর্শয়তীতি॥ ৩৯॥

ইদমেবানেকদৃষ্টান্তোপপাদনেন বিশদয়তি সুপ্তো নর ইতি। যথা সুপ্তো নরঃ সুপ্তিসময়ে সুপ্তিরিতি ন জানাতি প্রবুদ্ধস্তু সুপ্তোঽহমেতাবন্তং কালমিতি জানাতি তথেতি শেষঃ। তথা সর্ব্বং জ্ঞানং ভ্রমস্থলেঽস্তীত্যর্থঃ। তস্মিন্ সময়ে তস্য তত্ত্বং ন জানাতীত্যর্থঃ॥৪০॥

স্বপ্নদৃষ্টান্তমস্মিন্নেবার্থে আহ নিদ্রয়েতি॥ ৪১॥

করিয়াছি, মধুসূদন! এই সকলেরই বা কারণ কি?॥ ৩৬॥ তখন আমি আপনাকে নারদ বলিয়া জানিতে পারি নাই; আমি এখন যেরূপ পরিস্ফুট রূপে সমস্তই অবগত হইতে পারিতেছি তখন তাহার কিছুই জানিতে পারি নাই কেন?॥ ৩৭॥

কেশব কহিলেন, ধীমন্ নারদ! এই সকলই মায়াবী ঈশ্বরের মায়ার বিলাস মাত্র; তুমি জানিও যে, সমস্ত জন্তুগণের দেহেই অনেক প্রকার অবস্থা হইয়া থাকে। দেহিগণের একমাত্র দেহেই জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়া এই চারি প্রকার দশা হয়, তবে দেহান্তর প্রাপ্ত হইলে যে দশাবিপর্য্যয় ঘটিবে তাহাতে তুমি সন্দেহ করিতেছ কেন?॥ ৩৮—৩৯॥ নরগণ যখন সুপ্ত হইয়া থাকে তখন কোনও বিষয় জানিতে পারে না, শুনিতে পায় না বলিতেও পারে না, কিন্তু পুনর্ব্বার জাগরিত হইয়া সমস্ত বিষয়ই অশেষরূপে জানিতে পারে॥৪০॥ নিদ্রা দ্বারা চিত্ত চালিত হয়, তখন স্বপ্ন দ্বারা মনের বিবিধ প্রকার অবস্থাভেদ ও মনোভাবের অনেকরূপ প্রকারভেদ হইয়া থাকে॥৪১॥ প্রমত্ত বারণ আমাকে হনন করিতে

গজো মাং হন্তুমায়াতি ন শক্তোঽস্মি পলায়নে ।
কি করোমি ন মে স্থানং যত্র গচ্ছামি সত্বরঃ ॥ ৪২ ॥
মৃতং পিতামহং স্বপ্নে পশ্যতি স্বগৃহাগতম্ ।
সংযোগস্তেন বার্ত্তা চ ভোজনং সহ মন্যতে ॥ ৪৩ ॥
প্রবুদ্ধঃ খলু জানাতি স্বপ্নে দৃষ্টং সুখাসুখম্ ।
স্মৃত্বা সর্ব্বং জনেভ্যস্তু বিস্তরাৎ প্রবদত্যপি ॥ ৪৪ ॥
স্বপ্নে কোঽপি ন জানাতি ভ্রমোঽয়মিতি নিশ্চয়ঃ ।
যথা তথৈব বিভবো মায়ায়া দুর্গমঃ কিল ॥ ৪৫ ॥
নাহং নারদ ! জানামি পারং পরমদুর্ঘটম্ ।
গুণানাং কিল মায়ায়া নৈব শম্ভুর্ন পদ্মজঃ ॥ ৪৬ ॥
কোঽন্যো জ্ঞাতুং সমর্থোঽভূন্ মানতো মন্দধীঃ পুনঃ ।
মায়াগুণপরিজ্ঞানং ন কস্যাপি ভবেদিহ ॥ ৪৭ ॥
গুণত্রয়কৃতং সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ।
বিনাগুণৈর্ন সংসারো বর্ত্ততে কিঞ্চিদপ্যদঃ ॥ ৪৮ ॥

তানেব নানাবিধমনোভাবানাহ গজো মামিতি ॥ ৪২—৪৩ ॥
জানাতি স্মরতীত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥
উপসংহরতি যথা তথৈবেতি ॥ ৪৫ ॥
ননু মায়ায়া এবমঘটিতঘটনাপটীয়স্ত্বং কীদৃশমিতি চেত্তন্ন কোঽপি জানাতীত্যাহ নাহং নারদোত । গুণানাং পারমিত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৬—৪৭ ॥
যেন জ্ঞেয়ং স গুণত্রয়ান্তর্গতো বা তদতীতো বা । যদি তদতীতস্তদা স পরমাত্মৈবাস্তি নির্ব্বিকারো নান্যস্তস্য চ নির্ব্বিকারত্বাদঘটিতঘটনাপটীয়স্ত্বং তেন জ্ঞাতুমশক্যম্ । যদি তু গুণ-

আসিতেছে, আমি পলায়নে সমর্থ হইতেছি না, কি করি কোথায় যাই আমার সত্বর পলাইবার স্থান নাই, স্বপ্নাবস্থায় এইরূপ নানা প্রকার মনোভাব হইয়া থাকে ॥ ৪২ ॥ আবার কখনও স্বপ্নে দৃষ্ট হয় যে আমার মৃত পিতামহ গৃহে আসিয়াছেন, তাহাকে আমি দেখিতেছি, তাঁহার সহিত অনেক কথাবার্ত্তা কহিতেছি, এবং তাঁহার সহিত একত্র ভোজনও করিতেছি ॥৪৩॥ স্বপ্নে সুখ দুঃখ যাহা কিছু অনুভূত হয়, জনগণ জাগরিত হইয়া তাহা জানিতে পারে, এবং সেই স্বপ্নঘটিত বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করিতেও পারে ॥ ৪৪ ॥ নারদ ! স্বপ্ন দর্শন সময়ে স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় সকল ভ্রমাক্রান্ত বলিয়া কেহই যেমন নিশ্চিতরূপে জানিতে পারে না, মায়ার প্রভাব সেইরূপই দুর্জ্ঞেয় জানিবে ॥ ৪৫ ॥ মুনিবর ! মায়ার গুণত্রয়ের পরমদুর্গম প্রভাবের পরিমাণ, আমি, শম্ভু বা পদ্মযোনি কেহই জানেন না, তবে অন্য কোন্ মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি তাহার ইয়ত্তা করিয়া জানিতে পারিবে? অতএব নারদ ! এই সংসারে

অহং সত্ত্বপ্রধানোঽস্মি রজস্তমঃসমন্বিতঃ।
ন কদাচিত্ত্রিভির্হীনো ভবামি ভুবনেশ্বরঃ ॥ ৪৯ ॥
তথা ব্রহ্মা পিতা তেঽত্র রজোমুখ্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
তমঃসত্ত্বসমাযুক্তো ন তাভ্যামুজ্ঝিতঃ কিল ॥ ৫০ ॥
শিবস্তথা তমোমুখ্যো রজঃসত্ত্বসমাবৃতঃ।
গুণত্রয়বিহীনস্তু নৈব কোঽপি ময়া শ্রুতঃ ॥ ৫১ ॥
তস্মান্মোহো ন কর্ত্তব্যঃ সংসারেঽস্মিন্মুনীশ্বর ! ।
মায়াবিনির্ম্মিতেঽসারেঽপারে পরমদুর্ঘটে ॥ ৫২ ॥

ত্রয়ান্তর্গতস্তদা পশ্চাজ্জায়মানস্যার্বাচীনস্য কথন্তজ্জ্ঞানং সম্ভবেন্নহি পুত্রস্য পিতৃকৃতস্বজননব্যাপারস্য জ্ঞানসম্ভবস্তস্মান্ন কোঽপি মায়ায়া বৈভবং জানাতীত্যাহ গুণত্রয়কৃতং সর্ব্বমিতি ॥ ৪৮ ॥

তদেবোপপাদয়তি অহং সত্ত্বেতি ॥ ৪৯—৫০ ॥

তথা চ শ্রুতির্মায়াবৈভবস্য দুর্জ্ঞেয়ত্বং দর্শয়তি। কো অদ্ধাবেদক ইহ প্রবোচৎ কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ। অর্বাগ্দেবা অস্য বিসর্জনেনাথা কো বেদযত আবভূব। ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদিবাদধে যদিবা ন। যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্‌সো অঙ্গবেদ যদিবানে বেদেতি ॥ ৫১ ॥

তর্হি কিং কর্ত্তব্যমেতৎপরিজ্ঞানায়েতি চেত্তত্রাহ তস্মাদিতি। ন কিঞ্চিন্মায়াবৈভবপরিজ্ঞানে ফলমস্তি কিং তর্হি সংসারো মায়াময়ো মিথ্যাভূতো মায়াবিনির্ম্মিতো দুর্ঘটোঽপারোঽসারভূতোঽস্তীতি জ্ঞাত্বা তস্মিন্ মোহো ন কর্ত্তব্যঃ। কিন্তু যেন মায়াবিনা মায়াবিশিষ্টব্রহ্মণা নির্ম্মিতোঽয়ং সংসারস্তাং মায়াবিষ্টব্রহ্মরূপিণীং ভগবতীং জপেদ্ধ্যায়েন্নমেত্তন্নিষ্ঠস্তৎপরায়ণ এব ভবেদিতি ভাবঃ। তদুক্তং সূতসংহিতায়াম্। ততঃ সর্ব্বং সমুৎসৃজ্য পূর্ণাং পরমসংবিদম্। স্বাত্মনৈবানুসন্ধায় পুনস্তচ্চ বিসর্জয়েৎ। স্বানুভূত্যা স্বয়ং সাক্ষাৎ স্বাত্মভূতাং মহেশ্বরীম্। পূজয়েদাদরেণৈব পূজা সা পুরুষার্থদেতি ॥ ৫২ ॥

মায়ার গুণের পরিজ্ঞান করিতে কেহই সমর্থ হয় না ॥৪৭—৪৮॥ এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ মায়ার গুণত্রয়ে নির্ম্মিত ; মায়ার গুণ ব্যতিরেকে এই সংসারের কিঞ্চিন্মাত্রও বর্ত্তমান থাকিতে পারে না ॥ ৪৮ ॥ আমি সত্ত্বগুণ-প্রধান কিন্তু রজঃ ও তমোগুণ আমাতে বিদ্যমান রহিয়াছে, আমি ভুবনেশ্বর হইয়াও এই গুণত্রয়কে অতিক্রম করিতে সমর্থ হই না ॥৪৯॥ সেইরূপ তোমার পিতা প্রজাপতি রজঃপ্রধান, কিন্তু সত্ত্ব ও তমোগুণ কদাচই পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন না ॥ ৫০ ॥ আবার মহাদেব তমঃপ্রধান, কিন্তু তাঁহাতেও সত্ত্ব ও রজোগুণ নিয়তই বিদ্যমান, অতএব কোনও পুরুষ এই গুণত্রয় হইতে বিভিন্ন হইয়া অবস্থিতি করিতে পারে না ; ইহা আমি শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছি ॥ ৫১ ॥ অতএব মুনিবর ! মায়ানির্ম্মিত পরমদুর্ঘট এই অপার সংসারে মোহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মরূপিণী ভগবতীর উপাসনা করাই কর্ত্তব্য ॥ ৫২ ॥ মহাভাগ ! তুমি এখনি ত মায়ার প্রভাব দেখিয়াছ, মায়া-

দৃষ্টা মায়া ত্বয়াদ্যৈব ভুক্তা ভোগা হ্যনেকশঃ।
কিং পৃচ্ছসি মহাভাগ! তস্যাশ্চরিতমদ্ভুতম্‌॥ ৫৩॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে মহামায়ামহিমবর্ণনং নাম ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৬॥

উপসংহরতি দৃষ্টেতি॥ ৫৩॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥৩০॥

জনিত অনেক প্রকার ভোগও উপভোগ করিয়াছ এবং মায়ার চরিত্র যে অদ্ভুত, তাহাও জানিতে পারিয়াছ তবে আর তাহার বিষয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? ৫৩॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশ সহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌-ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে মহামায়ার মহিমাবর্ণন নামক ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

নিশাময় মহারাজ! ব্রবীমি বিশদাক্ষরম্।
মাহাত্ম্যং খলু মায়ায়া নারদাত্তু ময়া শ্রুতম্॥ ১॥
ময়া পুনর্ম্মুনিঃ পৃষ্টো নারদঃ সর্ব্ববিত্তমঃ।
শ্রুত্বা কথাং মুনেস্তস্য নারীদেহসমুদ্ভবাম্॥ ২॥
ব্রূহি নারদ! পশ্চাৎ কিং কথিতং হরিণা তদা।
ক্ব গতশ্চ জগন্নাথো ভবতা সহ মাধবঃ॥ ৩॥

নারদ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা ভগবাংস্তস্মিংস্তড়াগে তু মনোহরে।
আরুহ্য গরুড়ং গন্তুং বৈকুণ্ঠে চ মনো দধে॥ ৪॥
মামুবাচ রমাকান্তো যথেষ্টং গচ্ছ নারদ!।
এহি বা মম লোকং ত্বং যথারুচি তথা কুরু॥ ৫॥

যষ্টিশ্লোকৈর্মহামায়ামহিমা সন্নিগদ্যতে।
তন্নাশনে ভগবতীধ্যানাদিকমিহোচ্যতে॥
বিষ্ণুনা নারদায়োপদেশে কৃতেঽনন্তরং জাতং বৃত্তমাহ। নিশাময়েতি॥ ১—৫॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! আমি পূর্ব্বে মহর্ষি নারদের নিকটে মায়ার মাহাত্ম্য যেরূপ শুনিয়াছি তৎসমস্তই আপনার নিকট পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ করিয়া কহিতেছি আপনি অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন॥ ১॥ আমি দেবর্ষি নারদের নারীদেহ প্রাপ্তিবিষয়ক উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া তখন সেই সর্ব্ববিদ্‌গণের অগ্রগণ্য মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মুনিবর! তদনন্তর হরি আপনাকে কি বলিলেন, এবং আপনার সহিত সেই দেবদেব লক্ষ্মীপতি কোথায় গমন করিলেন॥ ২—৩॥

নারদ বলিলেন, সেই মনোহর সরোবরে ভগবান্ আমারে এই সকল বলিয়া গরুড়ে আরোহণ পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠধামে গমন করিতে মানস করিলেন॥ ৪॥ তখন সেই কমলাকান্ত আমাকে কহিলেন, নারদ! তুমি তোমার অভিলষিত স্থানে গমন কর, অথবা যদি তোমার অভিপ্রায় হয় তবে আমার সহিত গোলোকধামেও গমন করিতে পার,

ব্রহ্মলোকং গতশ্চাহমাপৃচ্ছ্য মধুসূদনম্।
ভগবানপি দেবেশস্তৎক্ষণাদ্ গরুড়াসনঃ।
বৈকুণ্ঠমগমত্তূর্ণং মামাদিশ্য যথাসুখম্॥ ৬॥
ততোঽহং পিতৃসদনং গতো যাতে জনার্দ্দনে।
চিন্তয়ন্ সকলং দুঃখং সুখঞ্চ পরমাদ্ভুতম্॥ ৭॥
গত্বা প্রণম্য পিতরং স্থিতো যাবৎ পুরঃ পিতুঃ।
তাবৎ পৃষ্টো মুনে! পিত্রা বীক্ষ্য চিন্তাতুরস্তু মাম্॥ ৮॥

ব্রহ্মোবাচ।

ক্ব গতোঽসি মহাভাগ! কস্মাচ্চিন্তাতুরঃ সুত!।
স্বস্থং নৈবাদ্য পশ্যামি মনস্তে মুনিসত্তম!॥ ৯॥
কেনাপি বঞ্চিতোঽসি ত্বং দৃষ্টং বা কিঞ্চিদদ্ভুতম্।
বিষণ্ণং গতবিজ্ঞানং পশ্যামি ত্বাং কথং সুত!॥ ১০॥

নারদ উবাচ।

ইতি পৃষ্টস্তদা পিত্রা বৃষ্যাং সমুপবেশ্য চ।
তমব্রবং স্ববৃত্তান্তং মায়াবলসমুদ্ভবম্॥ ১১॥

চিন্তাতুরং মাং বীক্ষ্য স্থিতেন পিত্রাহং পৃষ্ট ইত্যর্থঃ। মুনে ইতি ব্যাসসম্বোধনম্॥ ৬—১০॥
বৃষ্যামাসনে॥ ১১—১৪॥

আমি প্রণাম ও সম্ভাষণ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলাম, ভগবানও তৎক্ষণাৎ গরুড়োপরি আরোহণ পূর্ব্বক যথাসুখে বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন॥ ৫-৬॥ জনার্দ্দন গমন করিলে পর আমি মনে মনে সকল প্রকার অনুভূত অদ্ভুত সুখ ও দুঃখ চিন্তা করিতে করিতে ব্রহ্মলোকে পিতৃ সন্নিধানে গমন করিলাম। অনন্তর, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া যেমন অগ্রভাগে দণ্ডায়মান হইলাম অমনি পিতা আমাকে চিন্তাতুর দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন॥৭-৮॥ মহাভাগ! তুমি কোথায় গিয়াছিলে? তোমাকে চিন্তাতুর দেখিতেছি কেন? হে মুনিসত্তম! অদ্য আমি তোমার মানস সুস্থ দেখিতেছি না॥ ৯॥ আমার বোধ হইতেছে, কেহ তোমাকে বঞ্চনা করিয়াছে অথবা তুমি কোনও অদ্ভুত বস্তু দর্শন করিয়াছ, পুত্র! অদ্য তোমাকে আমি বিষণ্ণ ও জ্ঞানহীনের ন্যায় দেখিতেছি কেন?॥ ১০॥

দ্বৈপায়ন! পিতা আমাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে আমি কুশাসনে উপবেশন করিয়া মায়ার মাহাত্ম্যজনিত স্বীয় সমস্ত বৃত্তান্তই তাঁহার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, পিতঃ! আমি মহাপ্রভাবশালিবিষ্ণু কর্ত্তৃক বিশেষরূপে বঞ্চিত হইয়াছি, তিনি আমাকে স্ত্রীভাব প্রদান

বঞ্চিতোঽহং পিতঃ! কামং বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
স্ত্রীভাবং গমিতঃ কামং বর্ষাণি সুবহূন্যপি ॥ ১২ ॥
অনুভূতং মহদ্দুঃখং পুত্ত্রশোকসমুদ্ভবম্।
প্রবোধিতোঽহং তেনৈব মৃদুবাক্যামৃতেন চ ॥ ১৩ ॥
পুনঃ সরোবরে স্নাত্বা জাতোঽহং নারদঃ পুমান্।
কিমেতৎকারণং ব্রহ্মন্! যন্মোহমগমং তদা ॥ ১৪ ॥
বিস্মৃতং পূর্ব্ববিজ্ঞানং তন্ময়স্তরসাকৃতঃ।
এতন্মায়াবলং ব্রহ্মন্ জানেঽহং দুরত্যয়ম্ ১৫॥ ॥
জ্ঞানহানিকরং জাতং মূলং মোহস্য বিস্ফুটম্।
অনুভূতং ময়া সম্যক্ জ্ঞাতং সর্ব্বং শুভাশুভম্ ॥ ১৬ ॥
কথং ত্বং জিতবাংস্তাত! তমুপায়ং বদস্ব মে ॥ ১৭ ॥

নারদ উবাচ।

বিজ্ঞপ্তোঽসৌ ময়া ধাতা প্রীতিপূর্ব্বমতঃপরম্।
মামুবাচ স্মিতং কৃত্বা পিতা মে বাসবীসুত! ॥ ১৮ ॥

অহং মোহমগমং গতবানিত্যর্থঃ। বিস্মৃতং ময়েতি শেষঃ। তন্ময়োমোহময়োঽহং তরসা বেগেন কৃতঃ। কিমস্য কারণমিত্যর্থঃ ॥ ১৫—১৬ ॥
হে তাত! তামেবাতিদুর্ঘটকারিণীং মায়াং ত্বং কথং জিতবানিত্যর্থঃ ॥ ১৭—২০ ॥

পূর্ব্বক বহুতর বৎসর সেই ভাবেই রাখিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে আমি পুত্রশোকজনিত মহদ্দুঃখ অনুভব করিয়াছি, অনন্তর তিনিই আমাকে মাধুর্য্যময় বাক্যামৃত দ্বারা পুনর্ব্বার জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন ॥ ১১—১৩ ॥ আমি পুনর্ব্বার সরোবরে স্নান করিয়া তৎপরে এই পুরুষরূপী নারদ হইয়াছি, পিতঃ! আমি তখন যে এরূপ মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম তাহার কারণ কি? ॥১৪॥ আর আমি পূর্ব্ব-বিজ্ঞান বিস্মৃত এবং বলপ্রেরিত হইয়া তৎক্ষণাৎ মোহময় ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাত! মায়ার বল যে এরূপ দুর্মোচ্য তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না ॥ ১৫ ॥ মায়াবলে জ্ঞানহানি হয়, মায়াবল মোহের মূল, ইহা আমি পরিস্ফুট রূপেই অনুভব করিয়াছি এবং তাহাতে মঙ্গল বা অমঙ্গল যাহা কিছু আছে তাহাও জানিতে পারিয়াছি, পিতঃ! আপনি সেই দুর্ঘটঘটনাপটীয়সী মায়াকে কিরূপে জয় করিয়াছেন, সেই উপায় আমাকে বলিয়া দিন ॥ ১৬—১৭ ॥

তপোধন! আমি এইরূপ বলিলে পর পিতা আমার চিন্তার কারণ অবগত হইয়া তদনন্তর আমাকে প্রীতিপূর্ণবচনে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, বৎস! সমস্ত সুরগণ মহাত্মা মুনিগণ জ্ঞানান্বিত তাপসগণ এবং বায়ুভোজী যোগিগণও এই মায়াকে জয় করিতে

ব্রহ্মোবাচ।

সুরৈঃ সর্ব্বৈর্মুনিভিশ্চ মহাত্মভিঃ
তাপসৈর্জ্জানযুক্তৈশ্চ যোগিভিঃ পবনাশনৈঃ ॥ ১৯ ॥
নাহং তাং সর্ব্বথা জ্ঞাতুং শক্তো মায়াং মহাবলাম্।
বিষ্ণুর্জ্জাতুং ন শক্তশ্চ তথা শম্ভুরুমাপতিঃ ॥ ২০ ॥
দুজ্ঞেয়া সা মহামায়া সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী।
কালকর্ম্মস্বভাবাদ্যৈর্নিমিত্তকারণৈর্বৃতা ॥ ২১ ॥
শোকং মা কুরু মেধাবিংস্তত্র মায়ামহাবলে।
ন চৈব বিস্ময়ঃ কার্য্যো বয়ং সর্ব্বে বিমোহিতাঃ ॥ ২২ ॥

নারদ উবাচ।

পিত্রেত্যুক্তস্তদা ব্যাস ! তমাপৃচ্ছ্য গতস্ময়ঃ।
আগতোঽস্ম্যত্র পশ্যন্ বৈ তীর্থানি চ বরাণি চ ॥ ২৩ ॥
তস্মাত্ত্বমপি সন্ত্যজ্য মোহং কৌরবনাশজম্।
কালক্ষয়ং সুখাসীনঃ স্থানেঽস্মিন্ কুরু সত্তম ! ॥ ২৪ ॥

কালকর্ম্মেতি। মায়োপাদানকারণং কালকর্ম্মাদিকং নিমিত্তকারণং সাধনং সামগ্রীভূতৈস্তৈর্নিমিত্তকারণৈর্বৃতা যুক্তা মায়াস্তীত্যর্থঃ। তথা চ শ্রুতিঃ। কালস্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছাভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যেতি শ্বেতাশ্বতরে। তথাচানেকসামগ্রীবিশিষ্টা মায়াতিপ্রবলা যত একৈকসামগ্রীনাশোঽপি কেনচিৎ কর্ত্তুং ন শক্যতে কুতঃ পুনঃ সকলসামগ্রীসহিতায়াস্তস্যা নাশ ইতি ॥ ২১ ॥

বয়ং সর্ব্বে বিমোহিতা ইতি। অজ্ঞানিন আবরণশক্ত্যা বিক্ষেপশক্ত্যা চ মোহিতাঃ বয়ং জ্ঞানিনস্তু বিক্ষেপশক্ত্যা বিমোহিতা যাবদ্দেহধারণপর্য্যন্তমিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

সমর্থ হয় না। নারদ ! মায়ার বল এমনি মহৎ যে আমি বিষ্ণু এবং উমাপতি শম্ভু প্রভৃতি কেহই সেই মায়াকে অবগত হইতে সমর্থ হয় না। কাল, কর্ম্ম এবং স্বভাবাদি নিমিত্তকারণ-পরম্পরা দ্বারা সেই মহামায়াই এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় করিতেছেন, বৎস ! তুমি তাঁহাকে অতিশয় দুজ্ঞেয় বলিয়া জানিও। মেধাবিন্ ! তুমি শোক করিও না এবং সেই মায়ার মহৎ বলের বিষয়ে বিস্ময় করাও তোমার কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু তাহাতে আমরা সকলেই বিমোহিত হইয়া রহিয়াছি ॥ ১৮—২২ ॥

দ্বৈপায়ন ! পিতা আমাকে এইরূপ বলিলে পর আমার বিস্ময় বিদূরিত হইল, তদনন্তর আমি পিতা পদ্মযোনির অনুমতি লইয়া তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হইলাম, ক্রমে ক্রমে প্রধান প্রধান তীর্থ সকল দর্শন করিতে করিতে সম্প্রতি এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি ॥২৩॥

অতএব হে মুনিসত্তম ! তুমিও কুরুকুলনাশজনিত শোক পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানে

অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্।
নিশ্চয়ং হৃদয়ে কৃত্বা বিচরস্ব যথাসুখম্ ॥ ২৫ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা নারদো রাজন্! গতো মাং প্রতিবোধ্য চ।
অহং তচ্চিন্তয়ন্ বাক্যং যদুক্তং মুনিনা তদা ॥ ২৬ ॥
স্থিতঃ সরস্বতীতীরে কল্পে সারস্বতে বরে।
কালাতিবাহনায়ৈতৎ কৃতং ভাগবতং ময়া ॥ ২৭ ॥
পুরাণমুত্তমং ভূপ! সর্ব্বসংশয়নাশনম্।
নানাখ্যানসমাযুক্তং বেদপ্রামাণ্যসংশ্রিতম্।
সন্দেহোঽত্র ন কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বথা নৃপসত্তম! ॥ ২৮ ॥
যথেন্দ্রজালিকঃ কশ্চিৎ পাঞ্চালীং দারবীং করে।
কৃত্বানর্ত্তয়তে কামং স্বেচ্ছয়া বশবর্ত্তিনীম্ ॥ ২৯ ॥

কৌরবনাশজং পূর্ব্বমধ্যায়দ্বয়েন ত্বয়োক্তং মোহম্। সুখাসীনঃ। সুখে ভূমানন্দে সংবিদ্রূপিণ্যাং ভগবত্যামাসীনঃ স্থিতস্তন্নিষ্ঠো ভূত্বেত্যর্থঃ। কালক্ষয়ং কুরু-ন জগত্তন্মোহাদিকং বাবলোকয় জীবন্মুক্তিলাভার্থং ভগবত্যাং সমাধিনিষ্ঠো ভবেত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৪ ॥

যদি সমাধিমতোঽপি কদাচিৎ প্রারব্ধবশেন চিত্তং ব্যুত্থিতং ভবেত্তদা বিক্ষেপো ভোক্তব্য এব ন তত্রোপায়োঽস্তীত্যাহ অবশ্যমেবেতি ॥ ২৫—২৬ ॥

কল্পে সারস্বতে বর ইতি। সারস্বতকল্পে জায়মানাঃ যাঃ কথা দেব্যাবির্ভাবাদিকাস্তা গৃহীত্বা ময়ৈতদ্দেবীভাগবতং কৃতমিত্যর্থঃ। যদ্বা। সারস্বতকল্পে এবময়ৈতদ্ভাগবতং কৃতমিত্যর্থঃ। কালাতিবাহনেতি। সমাধের্ব্যুত্থিতস্য চিত্তস্য বিক্ষেপবাধা মা ভূৎ কিন্তু ভগবতীগুণানুবর্ণনেন কালো গচ্ছতু তদর্থমিত্যর্থঃ। তদুক্তং মাৎস্যে। সারস্বতস্য কল্পস্য মধ্যে যে স্যুর্নরামরাঃ। তদ্বৃত্তান্তোদ্ভবং লোকে তদ্ভাগবতমিষ্যত ইতি ॥ ২৭ ॥

পরম আনন্দসহকারে অবস্থান পূর্ব্বক সময় অতিবাহিত করিতে থাক ॥ ২৪ ॥ নিজকৃত শুভাশুভ কর্ম্ম অবশ্যই ভোগ করিতে হয়, হৃদয়ে এই স্থির নিশ্চয় করিয়া যথাসুখে বিচরণ কর ॥ ২৫

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! মহর্ষি নারদ এই বলিয়া আমার তত্ত্ববোধ উদ্দীপিত করিয়া দিয়া যথেচ্ছ স্থানে গমন করিলেন, আমি তখন নারদোক্ত সেই বাক্য সকল মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম ॥ ২৬ ॥ আমি সরস্বতীর তীরদেশে অবস্থিত হইয়া অত্যুত্তম সারস্বত কল্পে কাল অতিবাহিত করিবার নিমিত্ত এই দেবীভাগবত প্রণয়ন করিয়াছিলাম ॥ ২৭ ॥ এই পুরাণ অত্যুত্তম, ইহা দ্বারা সমস্ত সংশয় বিনষ্ট হয় কেননা ইহা বেদপ্রামাণ্যে বিরচিত, ইহাতে নানাবিধ মনোহর উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে, অতএব নৃপবর! ইহাতে সন্দেহ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে ॥ ২৮ ॥ যেমন ইন্দ্রজালিক ব্যক্তিগণ দারুময়ী পুত্তলিকা হস্তে লইয়া নিজ

তথা নর্ত্তয়তে মায়া জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তং সদেবাসুরমানুষম্ ॥ ৩০ ॥
পঞ্চেন্দ্রিয়সমাযুক্তং মনশ্চিত্তানুবর্ত্তনম্।
গুণাস্তু কারণং রাজন্! সর্ব্বেষাং সর্ব্বথা ত্রয়ঃ ॥ ৩১ ॥
কার্য্যং কারণসংযুক্তং ভবতীতি বিনিশ্চয়ঃ।
ভিন্নভিন্নস্বভাবাস্তে গুণা মায়াসমুদ্ভবাঃ ॥ ৩২ ॥
শান্তো ঘোরস্তথা মূঢ়স্ত্রয়স্তু বিবিধা যতঃ।
তৎসমেতঃ পুমান্নিত্যং তদ্বিহীনঃ কথং ভবেৎ ॥ ৩৩ ॥
ন ভবত্যেব সংসারে রহিতস্তন্তুভিঃ পটঃ।
তথা গুণৈস্ত্রিভির্হীনো ন দেহীতি বিনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৪ ॥
দেবদেহো মনুষ্যো বা তিরশ্চো বা নরাধিপ!।
গুণৈর্ব্বিরহিতো ন স্যান্ মৃদ্বিহীনো ঘটো যথা ॥ ৩৫ ॥

মায়ৈবৈতেষাং সর্ব্বভাবানাং কারণং সর্ব্বস্য দৃশ্যমাত্রস্যাপি সর্ব্বকারণমিত্যত্র ন সন্দেহঃ কর্ত্তব্য ইত্যাহ সন্দেহোঽত্র ন কর্ত্তব্য ইতি। পাঞ্চালীং পুত্তলীং দারবীং দারুনির্ম্মিতাম্ ॥ ২৮—৩০ ॥

গুণাস্ত্বিতি। মায়াগুণা এবেত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩২ ॥

বিবিধাস্ত্রয়ো গুণাঃ। প্রস্তারে কৃতে ত্রয়াণাং নব ভেদা ভবন্তি পুনর্নবানাং প্রস্তারে পুনস্তাবতাং প্রস্তারে এবংক্রমেণানন্তা ভেদা গুণানাং ভবন্তীত্যর্থঃ। এবং গুণানামনন্তত্বং প্রসাধ্য তেষাং ব্যাপ্ত্যা মায়াব্যাপ্তিমাহ তৎসমেত ইতি ॥ ৩৩-৭০ ॥

বশে আপন ইচ্ছায় নাচাইয়া থাকে, এই জগন্মোহিনী মায়াও ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত দেব ও মানবগণের সহিত এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎকে সেইরূপে নাচাইতেছেন ॥২৯-৩০॥ রাজন্! পঞ্চেন্দ্রিয় সমন্বিত যে মন চিত্তের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে, তাহাতে মায়ারই গুণত্রয় এই সমস্তের সর্ব্বথা কারণ বলিয়া জানিবে॥৩১॥ কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি, ইহা নিঃসন্দিগ্ধ রূপেই নিশ্চয় হইয়াছে, তবে বিবিধ প্রকার মায়াগুণ হইতে যে ভিন্ন ভিন্ন স্বভাববিশিষ্ট জীবগণের উৎপত্তি হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে ? ॥ ৩২ ॥ সেই মায়াগুণ নানা প্রকার এই হেতু সংসারে তৎসংযুক্ত পুরুষগণ কেহ শান্ত এবং কেহ বা ঘোর মূর্খ হয়, তাহারা যখন মায়াগুণ হইতে উৎপন্ন তখন তাহা ছাড়িয়া কিরূপে থাকিতে পারে ? ॥৩৩॥ যেমন তন্তু ব্যতিরেকে পটের উৎপত্তি অসম্ভব, সেইরূপ এই সংসারে মায়ার গুণত্রয় ব্যতিরেকে দেহিগণের উৎপত্তিও অসম্ভব ইহাই স্থির নিশ্চয় জানিবে ॥৩৪॥ যেমন মৃত্তিকা ব্যতিরেকে ঘট জন্মিতে পারে না সেইরূপ দেবদেহ, নরদেহ অথবা তির্য্যগ্‌দেহই হউক গুণবিরহিত হইয়া কেহই উৎপন্ন হইতে পারে না ॥ ৩৫ ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র ইঁহারা তিন

ব্রহ্মাবিষ্ণুস্তথারুদ্রস্ত্রয়শ্চামী গুণাশ্রয়াঃ।
কদাচিৎ প্রীতিযুক্তাস্তে তথাপ্রীতিযুতাঃ পুনঃ ॥ ৩৬ ॥
তথা বিষাদযুক্তাস্তে ভবন্তি গুণযোগতঃ ॥ ৩৭ ॥
ব্রহ্মা কদাচিৎ সত্ত্বস্থস্তদা শান্তঃ সমাধিমান্।
প্রীতিযুক্তো ভবেৎ সর্ব্বভূতেষু জ্ঞানসংযুতঃ ॥ ৩৮ ॥
পুনঃ সত্ত্ববিহীনস্তু রজোগুণসমাবৃতঃ।
তদা ভবেদ্ ঘোররূপঃ সর্ব্বত্রাপ্রীতিসংযুতঃ ॥ ৩৯ ॥
যদা তমোগুণাবিষ্টো বাহুল্যেন ভবেদ্বিধিঃ।
তদা বিষাদসম্পন্নো মূঢ়ো ভবতি নান্যথা ॥ ৪০ ॥
মাধবোঽপি যদা সত্ত্বসংশ্রিতঃ সর্ব্বথা ভবেৎ।
তদা শান্তঃ প্রীতিযুক্তো ভবেজ্জ্ঞানসমন্বিতঃ ॥ ৪১ ॥
সএব রজআধিক্যাদপ্রীতিসংযুতো ভবেৎ।
ঘোরশ্চ সর্ব্বভূতেষু গুণাধীনো রমাপতিঃ ॥ ৪২ ॥
রুদ্রোঽপি সত্ত্বসংযুক্তঃ প্রীতিমাঞ্শান্তিমান্ ভবেৎ।
রজোনিমীলিতঃ সোঽপি ঘোরঃ প্রীতিবিবর্জ্জিতঃ।
তমোগুণযুতঃ সোঽপি মূঢ়ো বিষাদযুগ্ভবেৎ ॥ ৪৩ ॥
এতে যদি গুণাধীনা ব্রহ্মবিষ্ণুহরাদয়ঃ।
সূর্য্যবংশোদ্ভবাস্তদ্বৎ সোমবংশভবা অপি ॥ ৪৪ ॥

মাধবো বিষ্ণুরপি তথৈবেত্যাহ মাধবোঽপীতি ॥ ৪১—৪৩

জনেও গুণ ত্রয়ের আশ্রয় করিয়া থাকেন, সেই হেতুই তাঁহারা কখন প্রীতিমান্ কখন অপ্রীতিমান্ এবং কখন বা বিষাদযুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ৩৬—৩৭ ॥ ব্রহ্মা যখন সত্ত্বগুণস্থ হন, তখন তিনি জ্ঞানযুক্ত ও প্রীতিযুক্ত এবং শান্ত ও সমাধিমান্ হইয়া থাকেন, আবার যখন সত্ত্ববিরহিত ও রজোযুক্ত হন তখন সর্ব্বত্র অপ্রীতিযুক্ত হইয়া ঘোররূপ ধারণ করিয়া থাকেন; আবার যখন তিনি বাহুল্যরূপে তমোগুণবিশিষ্ট হন তখন বিষাদযুক্ত হইয়া মূঢ়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন সন্দেহ নাই ॥ ৩৮—৪০ ॥ মাধবও যখন সত্ত্বগুণের আশ্রয় করেন তখন তিনি শান্ত, প্রীত ও জ্ঞানযুক্ত হন, আবার রজোগুণের আধিক্য হইলে তিনি প্রীতিবিরহিত হইয়া সমস্ত ভূতগণের প্রতি ঘোররূপ ধারণ করিয়া থাকেন ॥ ৪১—৪২ ॥ রুদ্রদেবও যখন সত্ত্বসংযুক্ত হন তখন তিনি প্রীতিমান্ ও প্রশান্ত হইয়া থাকেন, আবার রজোযুক্ত হইলে তিনিই আবার প্রীতিবর্জ্জিত হইয়া ঘোররূপ ধারণ করেন। আবার যখন তিনি

মন্বাদয়শ্চ যে প্রোক্তাশ্চতুর্দ্দশ যুগে যুগে।
অন্যেষাঞ্চৈব কা বার্ত্তা সংসারেঽস্মিন্নৃপোত্তম ! ॥ ৪৫ ॥
মায়াধীনং জগৎ সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষম্।
তস্মাদ্রাজন্ন কর্ত্তব্যঃ সন্দেহোঽত্র কদাচন ॥ ৪৬ ॥
দেহী মায়াপরাধীনশ্চেষ্টতে তদ্বশানুগঃ।
সা চ মায়া পরে তত্ত্বে সংবিদ্রূপেঽস্তি সর্ব্বদা ॥ ৪৭ ॥
তদধীনা প্রেরিতা চ তেন জীবেষু সর্ব্বদা ॥ ৪৮ ॥
ততো মায়াবিশিষ্টাং তাং সম্বিদং পরমেশ্বরীম্।
মায়েশ্বরীং ভগবতীং সচ্চিদানন্দরূপিণীম্।
ধ্যায়েত্তথারাধয়েচ্চ প্রণমেচ্চ জপেদপি ॥ ৪৯ ॥

মন্বাদয়োঽপি তথৈবেত্যাহ সূর্য্যবংশোদ্ভবা ইতি ॥ ৪৪—৪৫ ॥

যস্মাদেবং তস্মান্মায়াব্যাপ্তং মায়াময়মেব সর্ব্বমিত্যাহ মায়াধীনমিতি। যস্মাদিদং সর্ব্বং মায়াধীনং তস্মাদ্বিষ্ণুঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সন্ কথং হয়রূপং ধৃতবানিত্যাদিঃ সন্দেহো ন কর্ত্তব্য ইত্যাহ তস্মাদ্রাজন্নিতি। সর্ব্বোঽপি দেহী মায়াধীন ইত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

নমু মায়ায়া জড়ত্বাৎ কথং জগদ্বশীকর্ত্তুং সমর্থেতি চেত্তত্রাহ সা চ মায়েতি। সংবিদ্রূপিণ্যাং ভগবত্যাং তিষ্ঠতি তদধীনা সর্ব্বদা সংবিদ্রূপাধীনাস্তি তেন সংবিদ্রূপেণ সর্ব্বদা জীবে প্রেরিতা চাস্তি। তথা চ সংবিদ্রূপিণ্যা ভগবত্যাশ্চেতনত্বাত্তৎপ্রেরিতমায়াধীনত্বং জগতঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ। নমু প্রবর্ত্তকত্বং চাপ্যস্য মায়য়া ন স্বভাবত ইতি সূতসংহিতোক্তেঃ। প্রবর্ত্তনাশক্তিরপি মায়ায়া এবাস্তি চেৎ সত্যম্। চেতনাশ্রিতত্বমেব মায়ায়া ন স্বাতন্ত্র্যেণাবস্থানং মায়ায়া অস্তি তৎসম্বন্ধাদেব তস্যাশ্চেতনত্বমিত্যত্রৈব গ্রন্থস্য তাৎপর্য্যাৎ। তথা চ শ্রুতিঃ মৈত্রায়ণীয়ানাম্। তমো বা ইদমগ্র আসীদেকং তৎপরে স্যাত্তৎপরেণেরিতং বিষমত্বং প্রয়াতীতি ॥ ৪৭—৪৮ ॥

নন্বেতাদৃশমায়ায়া নিবৃত্তিঃ কেন ভবিষ্যতীতি চেদধিষ্ঠানভূতসংবিদ্রূপভগবত্যারাধনেনেত্যাহ ততো মায়াবিশিষ্টাস্তামিতি। মায়েশ্বরীং মায়ায়া অন্তর্যামিভূতাং মায়ায়া অধিষ্ঠানভূতাং সংবিদং ভগবতীমিত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

তমোগুণের আশ্রয় গ্রহণ করেন তখন মূঢ় ও বিষাদসম্পন্ন হইয়া থাকেন ॥ ৪৩ ॥ রাজন্! ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এবং সূর্য্যবংশীয় ও চন্দ্রবংশীয় নরপতিগণ, যুগে যুগে মনু-আদি চতুর্দ্দশ মন্বন্তরাধিপতিগণ, ইঁহারা সকলেই যদি মায়াগুণের অধীন হইলেন, তবে অন্যান্য সামান্য মানবাদি জীবগণের পক্ষে তদ্বিষয়ে আর কি বক্তব্য আছে ॥ ৪৪—৪৫ ॥ নৃপবর! সুরনরাদি সম্বলিত এই অখিল জগৎ মায়ার অধীন, এ বিষয়ে সন্দেহ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে ॥ ৪৬ ॥ দেহিগণ সমস্তই মায়ার অধীন এবং মায়ার বশানুবর্ত্তী হইয়াই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে; কদাচই স্বাধীন হইয়া কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না, সেই মায়া আবার সম্বিৎরূপ পরতত্ত্বে সর্ব্বদাই অবস্থিত আছেন। মায়া সেই সম্বিৎরূপিণী পরমেশ্বরীর অধীনা এবং তাঁহা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই জীবগণের অন্তরে সমবায় সম্বন্ধে অনুসম্বদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন ॥ ৪৭-৪৮ ॥

তেন সা সদয়া ভূত্বা মোচয়ত্যেব দেহিনম্।
স্বমায়াং সংহরত্যেব স্বানুভূতিপ্রদানতঃ ॥ ৫০ ॥
ভুবনং খলু মায়া স্যাদীশ্বরী তস্য নায়িকা।
ভুবনেশী ততঃ প্রোক্তা দেবী ত্রৈলোক্যসুন্দরী ॥ ৫১ ॥
তদ্রূপে যদি সক্তং স্যাচ্চিত্তং ভূমিপতে! সদা।
মায়য়া কিং ভবেত্তত্র সদসদ্ভূতয়া নৃপ! ॥ ৫২ ॥
তস্মান্ মায়ানিরাসার্থং নান্যদ্বৈ দেবতান্তরম্।
সমর্থন্তু বিনা দেবীং সচ্চিদানন্দরূপিণীম্ ॥ ৫৩ ॥

ধ্যায়েদিতি ধ্যানাদিনা কিং ভবিষ্যতি তদাহ। তেন সা সদয়েতি। যো যং বন্নাতি তদারাধনেন স মুক্তো ভবতীতি ন্যায়াদিতি ভাবঃ ॥ ৫০ ॥

নমু মায়াতো মোচনেঽপি কুত্রচিদ্বর্ত্তমানা সা মায়াকালান্তরে বাধিষ্যত এবেতি চেত্তত্রাহ স্বমায়াং সংহরত্যেবেতি। মায়ায়া মিথ্যাত্বান্ মিথ্যাপদার্থস্যাধিষ্ঠানে কল্পিতত্বাদধিষ্ঠানজ্ঞানেন রজ্জুসর্পাদেঃ কল্পিতস্য নিঃশেষং নাশদর্শনাম্মায়াধিষ্ঠানভূতস্বসংবিদ্রূপস্যানুভূতিঃ। সাক্ষাৎকারস্তৎপ্রদানতঃ। প্রদানেন নিঃশেষাং স্বমায়াং সংহরত্যেব নাশয়ত্যেবেত্যর্থঃ। তথা চ নিঃশেষনাশাৎ কালান্তরে বাধশঙ্কা নাস্তীতি ভাবঃ। তদুক্তং সূতসংহিতায়াম্। অধিষ্ঠানাবশেষো হি নাশঃ কল্পিতবস্তুন ইতি। মায়েশ্বরীত্বাদেব ভগবত্যা ভুবনেশ্বরীতি নামেত্যাহ। ভুবনং খলু মায়া স্যাদিতি ॥ ৫১ ॥

নমু তস্যা অনুগ্রহেঽপ্যতিপ্রযত্নসাধ্যো দুর্ঘট এবেতি চেত্তত্রাহ তদ্রূপে ইতি। তস্যা অনুগ্রহোঽস্তু বা মা বা তস্যাঃ সংবিদ্রূপে যদি চিত্তং সক্তং তদা তৎস্বরূপস্বভাবেনৈব সদসদ্ভূতয়া সদসদ্বিলক্ষণয়া মায়য়া কিং ভবেন্ন কিমপীত্যর্থঃ। নহি বহ্নিসান্নিধ্যে শৈত্যবাধা ভবতি। ন চ বহ্নেস্তস্মিন্ পুরুষেঽনুগ্রহোঽস্তি। কিন্তু বহ্নিস্বভাব এবায়ং তদ্বদত্রাপীতি ভাবঃ ॥ ৫২ ॥

নমু ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদিদেবতানুগ্রহেণাপি মায়ানাশো ভবিষ্যতীতি চেত্তত্রাহ নান্যদ্বৈ দেবতান্তরমিতি। নহি রজ্জুসর্পো হরিহরাদিদেবতারাধনেন তদনুগ্রহেণাশ্বমেধাদিকর্ম্মণা বা কদাচিদপি নশ্যতি কিন্তু অধিষ্ঠানভূতরজ্জুজ্ঞানাদেব। তদ্বদত্রাপি রজ্জুসর্পবত্তাসমানায়া মায়ায়া ন হরিহরাদ্যুপাসনয়া নাশো নবাশ্বমেধাদিকর্ম্মভির্নাশঃ। কিন্তু মায়াধিষ্ঠানভূতসংবিদ্রূপ ভগবত্যারাধনানুভবেনৈবেতি ভাবঃ ॥ ৫৩ ॥

অতএব কল্যাণার্থী ব্যক্তিগণ সেই মায়াবিশিষ্টা, মায়ার ঈশ্বরী সচ্চিদানন্দস্বরূপিণী পরব্রহ্মরূপিণী সম্বিৎরূপা ভগবতীর ধ্যান, আরাধনা এবং নিয়ত তাঁহার মন্ত্র জপ করিলে তিনি তাহাদের প্রতি সদয় হইয়া স্বীয় মায়া সংহার এবং স্বকীয় অনুভূতি প্রদানপূর্ব্বক সেই দেহিগণকে সংসার বন্ধন হইতে মোচন করিয়া থাকেন ॥ ৪৯—৫০ ॥ এই অখিল ভুবন মায়াময়, সেই ব্রহ্মরূপিণী সংবিৎ তাহার ঈশ্বরী, এই হেতুই সেই ত্রৈলোক্যসুন্দরী ভগবতী ভুবনেশ্বরী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন ॥৫১॥ হে ভূমিপতে! যদি জীবগণের চিত্ত সেই সম্বিৎরূপে আসক্ত হয় তবে সদসদ্ভূতা মায়া কিছুই করিতে সমর্থ হয় না। অতএব সচ্চিদানন্দরূপিণী ভুবনেশ্বরী ব্যতিরেকে অন্য কোনও দেবতা মায়ার নিরসনে সমর্থ নহেন ॥৫২—৫৩॥

তমোরাশিং নাশয়িতুং শক্তং নৈব তমো ভবেৎ।
কিন্তু ভানুপ্রভাচন্দ্রবিদ্যুদ্বহ্নিপ্রভাদয়ঃ ॥ ৫৪ ॥
তস্মান্ মায়েশ্বরীমম্বাং স্বপ্রকাশাস্তু সম্বিদম্।
আরাধয়েদতিপ্রীত্যা মায়াগুণনিবৃত্তয়ে ॥ ৫৫ ॥
ইতি সম্যঙ্ ময়াখ্যাতং বৃত্রাসুরবধাদিকম্।
যৎ পৃষ্টং রাজশার্দ্দূল ! কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৫৬ ॥
পূর্ব্বার্দ্ধোঽয়ং পুরাণস্য কথিতস্তব সুব্রত !।
যত্র দেব্যাস্তু মহিমা বিস্তরেণোপপাদিতঃ ॥ ৫৭ ॥
এতদ্রহস্যং শ্রীমাতুর্ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ।
দেয়ং ভক্তায় শান্তায় দেবীভক্তিরতায় চ ॥ ৫৮ ॥
শিষ্যায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় গুরুভক্তিযুতায় চ ॥ ৫৯ ॥
ইদমখিলকথানাং সারভূতং পুরাণং
নিখিলনিগমতুল্যং সৎপ্রমাণানুবিদ্ধম্।

তত্রৈব যুক্ত্যন্তরমাহ তমোরাশিমিতি। যথা তমো নাশয়িতুং ন দ্বিতীয়ং তমঃ শক্তং সমর্থং ভবেৎ কিন্তু ভানুপ্রভা চন্দ্রপ্রভা বিদ্যুৎপ্রভা বহ্নিপ্রভা এব সমর্থা ভবন্তি তদ্বদত্রাপি মায়ান্ধকারনাশে মায়ান্ধকাররূপা মায়াময়া হরিহরাদয়ো ন মায়াং নাশয়িতুং সমর্থাঃ। কিন্তু স্বপ্রকাশসংবিদ্রূপিণ্যেব ভগবতীতি ভাবঃ ॥ ৫৪ ॥

যস্মাদেবং তস্মাৎ সৈব সচ্চিদানন্দরূপিণী ভগবতী সমারাধ্যেত্যাহ তস্মাদিতি ॥ ৫৫ ॥

উপসংহরতি সম্যগিতি ॥ ৫৬ ॥

পূর্ব্বার্দ্ধোঽয়ং পুরাণস্যেতি। তেন চ পূর্ব্বার্দ্ধোত্তরার্দ্ধভেদেন ভাগদ্বয়বদিদং পুরাণমস্তীতি বোধিতম্। তেন চ ততো ভাগবতং প্রোক্তং ভাগদ্বয়বিভূষিতমিত্যাদিত্যপুরাণবচনমপি দেবীভাগবতপরমেব ন বিষ্ণুভাগবতপরম্। বিষ্ণুভাগবতদশমস্কন্ধস্য পূর্ব্বার্দ্ধোত্তরার্দ্ধভেদেন ভাগদ্বয়বত্ত্বেঽপি সর্ব্বপুরাণস্য ভাগদ্বয়বত্ত্বাভাবাৎ ॥ ৫৭—৫৯ ॥

রাজন্! তমঃ কখন তমোরাশি বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না, ভাস্করপ্রভা, চন্দ্রপ্রভা, বিদ্যুদ্ ও বহ্নিপ্রভা প্রভৃতিই তদ্বিনাশে সমর্থ হইয়া থাকে ॥ ৫৪ ॥ অতএব মায়ার গুণ নিবৃত্তির নিমিত্ত প্রীতিপূর্ব্বক সেই মায়ার ঈশ্বরী স্বয়ংপ্রভা সম্বিৎরূপিণী অম্বিকারই আরাধনা করা একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ৫৫ ॥ রাজেন্দ্র! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে সেই বৃত্রাসুর বধাদির বৃত্তান্ত কথা সমস্তই বর্ণন করিলাম, এক্ষণে আর অন্য কোন্ বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ ? ॥৫৬॥ হে সুব্রত ! যাহাতে শ্রীদেবী ভগবতীর মহিমা বিস্তারিত রূপে উপপাদিত হইয়াছে, সেই এই পুরাণের পূর্ব্বভাগ তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম ॥ ৫৭ ॥ জগদম্বিকার এই রহস্য যাহাকে তাহাকে প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে। শান্ত, দান্ত, ভক্ত, দেবীর ভক্তিনিরত গুরুভক্ত শিষ্য ও জ্যেষ্ঠ পুত্রকেই প্রদান করা কর্ত্তব্য ॥ ৫৮—৫৯ ॥ অখিল কথা সকলের

পঠতি পরমভাবাদ্ যঃ শৃণোতীহ ভক্ত্যা
স ভবতি ধনবান্ বৈ জ্ঞানবান্ মানবোঽত্র ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে
ভাগবত্যা মাহাত্ম্যবর্ণনং নাম একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

বেদাষ্টবসুভূসংখ্যৈঃ (১৮৮৪) পদ্যৈর্ব্যাসকৃতৈঃ শুভৈঃ। দেবীভাগবতস্যাস্ত ষষ্ঠস্কন্ধঃ সমাপ্তবান্ ॥

গ্রন্থপাঠফলং বদতি ইদমখিলকথানামিতি ॥ ৬০ ॥

শ্রীমচ্ছৈবকুলোৎপন্নো রঙ্গনাথাত্মজঃ সুধীঃ।
শ্রীলক্ষ্মীগর্ভসম্ভূতো নীলকণ্ঠোঽভিধানতঃ ॥ ১ ॥
দেবীভাগবতস্যাস্য ব্যাখ্যানরহিতস্য চ।
ব্যাখ্যাং যঃ কৃতবান্ সম্যগ্ বিশদার্থাস্ত নির্ম্মলাম্ ॥ ২ ॥
তিলকাখ্যাস্ত তস্যাস্ত পূর্ব্বার্দ্ধোঽস্তমগাচ্ছুভঃ।
ষষ্ঠস্কন্ধঃ সমাপ্তোঽত্র তেন তুষ্যতু পার্ব্বতী ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীশৈবকুলোৎপন্নরঙ্গনাথাত্মজশ্রীলক্ষ্মীগর্ভজনীলকণ্ঠকৃতে
দেবীভাগবতব্যাখ্যানে তিলকাভিধে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩১॥

সারভূত, নিখিল নিগম তুল্য সৎপ্রমাণ সম্বলিত এই মহাপুরাণ যে ব্যক্তি পরম ভক্তিসহকারে পাঠ অথবা শ্রবণ করেন, সেই মানব এই সংসারে ধনবান্ ও জ্ঞানবান্ হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিয়া থাকেন সন্দেহ নাই ॥ ৬০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-
ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে মায়ার মাহাত্ম্যকথন নামক
একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

স্কন্ধশ্চায়ং সমাপ্তঃ।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

জনমেজয় উবাচ।

ভারাবতরণার্থায় কথিতং জন্ম কৃষ্ণয়োঃ।
সংশয়োঽয়ং দ্বিজশ্রেষ্ঠ! হৃদয়ে মম তিষ্ঠতি ॥ ১
পৃথিবী গোস্বরূপেণ ব্রহ্মাণং শরণং গতা।
দ্বাপরান্তেঽতিদীনার্ত্তা গুরুভারপ্রপীড়িতা ॥ ২ ॥
বেধসা প্রার্থিতো বিষ্ণুঃ কমলাপতিরীশ্বরঃ।
ভূভারোত্তরণার্থায় সাধূনাং রক্ষণায় চ ॥ ৩ ॥
ভগবন্! ভারতে খণ্ডে দেবৈঃ সহ জনার্দ্দন!।
অবতারং গৃহাণাশু বসুদেবগৃহে বিভো! ॥ ৪ ॥
এবং সম্প্রার্থিতো ধাত্রা ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
বভূব সহ রামেণ ভূভারোত্তারণায় বৈ ॥ ৫ ॥

অর্দ্ধাধিকৈঃ পঞ্চষষ্টিশ্লোকৈর্ধর্ম্মা যুগোদ্ভবাঃ।
কথ্যান্তে যত্র সদসদ্ধর্ম্মস্থ চ বিনির্ণয়ঃ ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে বাসুদেবকথাং শ্রুত্বা তত্র সন্দিহানো রাজা পৃচ্ছতি ভারাবতারেতি। কৃষ্ণয়োরিতি। অর্জ্জুনস্থাপি হরেরংশত্বাভিপ্রায়েণাহ কৃষ্ণত্বব্যবহারো বলরামস্থ বা হরেঃ শ্বেতকেশোদ্ভবত্বাৎ কৃষ্ণত্বব্যবহারঃ। তথা চ কৃষ্ণয়োরিত্যস্থ কৃষ্ণার্জ্জুনয়োরিত্যর্থঃ। কৃষ্ণবলরাময়োরিত্যর্থো বা। সংশয় উক্তবিষয় ইতি ॥ ১ ॥

অবতারকথাং সঙ্ক্ষেপেণ বর্ণয়তি। পৃথিবীতি ॥ ২—৫ ॥

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজেন্দ্র! আপনি বলিলেন যে পৃথিবীর ভার হরণের নিমিত্তই রাম ও কৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; এই বিষয়ে আমার হৃদয়ে মহৎ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে তাহা আপনি শ্রবণ করুন। দ্বাপরযুগের অবসান সময়ে পৃথিবী গুরুভারে আক্রান্তা ও কাতরা হইয়া গোরূপ ধারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মার শরণাগত হইয়াছিলেন ॥ ১—২ ॥ তখন ব্রহ্মা পৃথিবীর সহিত ভূভার অবতারণ ও সাধুগণের রক্ষণের নিমিত্ত কমলাপতি প্রভু বিষ্ণুর নিকট গমন পূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়া বলিলেন; বিভো! আপনি ধরাতলে বসুদেবের আহয়ে অবতাররূপে শীঘ্রই জন্মগ্রহণ করুন ॥ ৩—৪ ॥ বিধাতা এইরূপে প্রার্থনা করিলে ভগবান্ ভূভার হরণের নিমিত্ত বলরামের সহিত দেবকীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

কিয়ানুত্তারিতো ভারো হত্বা দুষ্টাননেকশঃ।
জ্ঞাত্বা সর্ব্বান্ দুরাচারান্ পাপবুদ্ধিনৃপানিহ ॥ ৬ ॥
হতো ভীষ্মো হতো দ্রোণো বিরাটো দ্রুপদস্তথা।
বাহ্লীকঃ সোমদত্তশ্চ কর্ণো বৈকর্ত্তনস্তথা ॥ ৭ ॥
যৈর্লুণ্ঠিতং ধনং সর্ব্বং হৃতাশ্চ হরিযোষিতঃ।
কথং ন নাশিতা দুষ্টা যে স্থিতাঃ পৃথিবীতলে ॥ ৮ ॥
আভীরাশ্চ শকা ম্লেচ্ছা নিষাদাঃ কোটিশস্তথা।
ভারাবতরণং কিন্তৎ কৃতং কৃষ্ণেন ধীমতা ॥ ৯ ॥
সন্দেহোঽয়ং মহাভাগ ! ন নিবর্ত্ততি চিত্ততঃ।
কলাবস্মিন্ প্রজাঃ সর্ব্বাঃ পশ্যতঃ পাপনিশ্চয়াঃ ॥ ১০ ॥

ব্যাস উবাচ।

রাজন্ ! যস্মিন্ যুগে যাদৃক্ প্রজা ভবতি কালতঃ।
নান্যথা তদ্ভবেন্নূনং যুগধর্ম্মোঽত্র কারণম্ ॥ ১১ ॥

কিয়ানিতি দুষ্টান্ সর্ব্বান্ জ্ঞাত্বা তাংশ্চ হত্বা ভারঃ কিয়াহুত্তারিতো কিমপীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥
নন্বু ভীষ্মাদীন্নিহত্য ভার উত্তারিত এব নেতি কথমুচ্যতে তত্রাহ হতো ভীষ্ম ইতি। এতে একৈকশ এব হতা ইত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥
তর্হ্যবশিষ্টাঃ কে তত্রাহ যৈর্লুণ্ঠিতং ধনামতি। এতে সর্ব্বে দুষ্টা অবশিষ্টা এবেত্যর্থঃ ॥৮॥
ভারাবতরণমিতি। ভারাবতারপ্রতিজ্ঞাং কৃত্বাবতারো গৃহীতস্তত্র সর্ব্বদুষ্টানামবশিষ্টত্বাদবতারং গৃহীত্বা ভারাবতারণং কিং কৃতং ন কিমপীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥
পশ্যতঃ রামকৃষ্ণৌ কথং ন তাঃ প্রজা নাশিতবন্তাবিতি শেষঃ ॥ ১০ ॥
সমাধত্তে রাজন্নিতি। অয়ং ভাবঃ। দুষ্টাচারা দ্বিবিধাঃ পুরুষাঃ একে যুগধর্ম্মেণ দুষ্টাচারাঃ পরে বেদধর্ম্মোচ্ছেদার্থমবতীর্ণা দৈত্যা দুরাচারাঃ। তত্রাবতারং গৃহীত্বা যে বেদধর্ম্মোচ্ছেদং

তিনি এই অবনীতলে অনেক অনেক স্বভাবত দুষ্ট ব্যক্তিগণকে এবং অনেক অনেক নরপতিগণকে পাপবুদ্ধি ও দুরাচার জানিয়া তাহাদিগকে হনন করিয়া কিয়ৎপরিমাণে পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥ তাহাতে ভীষ্ম, দ্রোণ, বিরাট, দ্রুপদ, বাহ্লীক, সোমদত্ত ও সূর্য্যপুত্র কর্ণও নিহত হইয়াছিলেন ॥ ৭ ॥ কিন্তু যাহারা ধন লুণ্ঠন করিল, হরির রমণীগণকে হরণ করিল, সেই সমস্ত কোটি কোটি আভীর, শক, ম্লেচ্ছ ও নিষাদগণ পৃথিবীতলে অবশিষ্ট রহিয়া গেল, ধীমান্ কৃষ্ণ যদি তাহাদিগকেই বিনাশ না করিলেন, তবে তাঁহার ভূভারহরণ করা কিরূপে সমাধা হইল ॥ ৮—৯ ॥ মহাভাগ ! কলিকালে সকল প্রজাকেই পাপনিরত দর্শন করিয়া এই মহাসংশয় আমার চিত্তক্ষেত্র হইতে কোনরূপেই অপনীত হইতেছে না ॥ ১০ ॥

যে ধর্ম্মরসিকা জীবাস্তে বৈ সত্যযুগেঽভবন্।
ধর্ম্মার্থরসিকা যে তু তে বৈ ত্রেতা যুগেঽভবন্॥ ১২॥
ধর্ম্মার্থকামরসিকা দ্বাপরে চাভবন্ যুগে।
অর্থকামপরাঃ সর্ব্বে কলাবস্মিন্ ভবন্তি হি॥ ১৩॥
যুগধর্ম্মস্তু রাজেন্দ্র! ন যাতি ব্যত্যয়ং পুনঃ।
কালঃ কর্ত্তাস্তি ধর্ম্মস্য হ্যধর্ম্মস্য চ বৈ পুনঃ॥ ১৪॥

রাজোবাচ।

যে তু সত্যযুগে জীবা ভবন্তি ধর্ম্মতৎপরাঃ।
কুত্র তেঽদ্য মহাভাগ! তিষ্ঠন্তি পুণ্যভাগিনঃ॥ ১৫॥
ত্রেতা যুগে দ্বাপরে বা যে দানব্রতকারকাঃ।
বর্ত্তন্তে মুনয়ঃ শ্রেষ্ঠ! কুত্র ব্রূহি পিতামহ!॥ ১৬॥

কর্ত্তুং ক্ষত্রিয়গৃহেঽবতীর্ণা দৈত্যকুলে বা যেঽবতীর্ণা দৈত্যাস্ত এব নাশিতা নতু কালস্বভাবেন দুরাচারাস্তেন নাশিতাস্তেষাং নাশনে সর্ব্বেঽপি কলিস্বভাবদুষ্টাঃ সন্তীতি সর্ব্বেষাং মারণপ্রসঙ্গেন প্রজোচ্ছেদ এব স্যাদিতি। নান্যথা তত্তবেদিতি। ন তা নাশয়িতুং শক্যন্তে ইত্যর্থঃ॥ ১১॥

তানেব যুগধর্ম্মানুপপাদয়তি যে ধর্ম্মরসিকা ইতি॥ ১২—১৪॥

প্রসঙ্গাগতমাহ বৈরাগ্যার্থং যে তু সত্যযুগে ইতি॥ ১৫—২১॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! কালবশে যে যুগে যেরূপ স্বভাবাদি বিশিষ্ট প্রজা জন্মিয়া থাকে, তাহার অন্যথাভাব কখনই হয় না, যুগধর্ম্মকেই এ বিষয়ের বিশেষ কারণ বলিয়া জানিবেন; তবে যুগধর্ম্ম অনুসারে যাহারা দুষ্ট বা দুরাচার, তাহাদিগের সকলকেই বিনাশ করিলে অখিল প্রজারই একবারে উচ্ছেদ হইয়া যায়, তাহাতে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়রূপ সনাতন জগৎ প্রবাহ বিনষ্ট হয়, এই হেতুই ভগবান্ কৃষ্ণ পৃথিবীর ভারস্বরূপ দানব ও দুরাচার ক্ষত্রিয়বর্গকেই বিনাশ করিয়াছিলেন॥ ১১॥ রাজন্! যাঁহারা ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি তাঁহারা সত্যযুগে, যাঁহারা ধর্ম্ম ও অর্থ পরায়ণ তাঁহারা ত্রেতাযুগে, যাঁহারা ধর্ম্ম ও অর্থ কামপরায়ণ তাঁহারা দ্বাপরযুগে, যাঁহারা অর্থ ও কামপরায়ণ, তাঁহারাই এই কলিযুগে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন॥ ১২-১৩॥ মহারাজ! আপনি জানিবেন যে যুগধর্ম্মের ব্যত্যয় কখনই হয় না; এবং কাল, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের কর্ত্তা নিরন্তরই বিদ্যমান আছেন॥ ১৪॥

রাজা কহিলেন, মহাভাগ! সত্যযুগে যে সকল ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা ব্যক্তিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই পুণ্যশালী মনুষ্যগণ এক্ষণে কোথায় আছেন? পিতামহ! যাঁহারা ত্রেতায় বা দ্বাপরযুগে দানব্রত পরায়ণ ছিলেন সেই মুনিগণই বা এক্ষণে কোথায় আছেন? এবং এই বর্ত্তমান কলিযুগে যে সকল নির্দ্দয় ও নির্লজ্জ মনুষ্য বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই

কলাবদ্য দুরাচারা যেঽত্র সন্তি গতত্রপাঃ।
আদ্যে যুগে ক যাস্যন্তি পাপিষ্ঠা দেবনিন্দকাঃ॥ ১৭॥
এতৎ সর্ব্বং সমাচক্ষ্ব বিস্তরেণ মহামতে!।
সর্ব্বথা শ্রোতুকামোঽস্মি যদেতদ্ধর্ম্মনির্ণয়ম্॥ ১৮॥

ব্যাস উবাচ।

যে বৈ কৃতযুগে রাজন্! সম্ভবন্তীহ মানবাঃ।
কৃত্বা তে পুণ্যকর্ম্মাণি দেবলোকান্ ব্রজন্তি বৈ॥ ১৯॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ নৃপসত্তম!।
স্বধর্ম্মনিরতা যান্তি লোকান্ কর্ম্মজিতান্ কিল॥ ২০॥
সত্যং দয়া তথা দানং স্বদারগমনং তথা।
অদ্রোহঃ সর্ব্বভূতেষু সমতা সর্ব্বজন্তুষু॥ ২১॥
এতৎ সাধারণং ধর্ম্মং কৃত্বা সত্যযুগে পুনঃ।
স্বর্গং যান্তীতরে বর্ণা ধর্ম্মতো রজকাদয়ঃ॥ ২২॥
তথা ত্রেতা যুগে রাজন্! দ্বাপরেঽথ যুগে তথা॥
কলাবস্মিন্ যুগে পাপা নরকং যান্তি মানবাঃ॥ ২৩॥
তাবত্তিষ্ঠন্তি তে তত্র যাবৎ স্যাৎ যুগপর্য্যয়ঃ।
পুনশ্চ মানুষে লোকে ভবন্তি ভুবি মানবাঃ॥ ২৪॥

তদ্যুগস্থা রজকাদয়ো নীচা অপি ধর্ম্মতঃ স্বধর্ম্মাচরণাৎ স্বর্গং যান্তীত্যন্বয়ঃ॥ ২২॥
কলাবস্মিন্নিতি। অস্মিন্ কলৌ যে পাপাচারাস্তে নরকং যান্তীত্যর্থঃ॥ ২৩—২৭॥

পাপিষ্ঠ দেব ও গুরুনিন্দকগণ সত্যযুগের সময় কোথায় যাইবে?॥ ১৫—১৭॥ হে মহামতে! আমি এই সকল ধর্ম্মনির্ণয়ের বিষয় শ্রবণ করিবার নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়াছি আপনি করুণা করিয়া এই সকলের গূঢ়তত্ত্ব বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন॥ ১৮॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! যে সকল মনুষ্য সত্যযুগে এই অবনীতলে জন্মগ্রহণ করে তাঁহারা পুণ্যজনক কর্ম্ম সমূহের অনুষ্ঠান দ্বারা দেবলোকে গমন করিয়া থাকে॥ ১৯॥ হে নৃপসত্তম! বিপ্রবর্গ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ আপন আপন ধর্ম্মকার্য্যে নিরত থাকিয়া স্ব স্ব কর্ম্মার্জ্জিত লোকে গমন করে॥ ২০॥ সত্য, দয়া, দান, স্বদারগমন, অহিংসা এবং সমস্ত জীবের প্রতি সমভাবে দয়া এই সকল সাধারণ ধর্ম্মের আচরণ করিয়া সেই ধর্ম্মবলে রজকাদি নীচবর্ণ সকলও স্বর্গে গমন করিয়া থাকে॥ ২১—২২॥ সেইরূপ ত্রেতা ও দ্বাপরযুগেও স্ব স্ব ধর্ম্মার্জ্জিত পুণ্যবলে মানবগণ স্বর্গে গমন করে কিন্তু এই কলিযুগে পাপাসক্ত মনুষ্যগণ নরকে গমন করিয়া যুগের বিপর্য্যয়কাল পর্য্যন্ত সেই ঘোর নরকে

গ্রামে গ্রামে পরাম্বায়াঃ প্রাসাদকরণোৎসুকাঃ।
স্বকর্ম্মনিরতাঃ সর্ব্বে সত্যশৌচদয়ান্বিতাঃ ॥ ৩৮ ॥
ত্রয্যুক্তকর্ম্মনিরতাস্তত্ত্বজ্ঞানবিশারদাঃ।
অভবন্ ক্ষত্রিয়াস্তত্র প্রজাভরণতৎপরাঃ ॥ ৩৯ ॥
বৈশ্যাস্তু কৃষিবাণিজ্যগোসেবানিরতাস্তথা।
শূদ্রাঃ সেবাপরাস্তত্র পুণ্যে সত্যযুগে নৃপ ! ॥ ৪০ ॥
পরাম্বাপূজনাসক্তাঃ সর্ব্বে বর্ণাঃ পরে যুগে।
তথা ত্রেতাযুগে কিঞ্চিন্ ন্যূনা ধর্ম্মস্য সংস্থিতিঃ ॥ ৪১ ॥
দ্বাপরে চ বিশেষেণ ন্যূনা সত্যযুগস্থিতিঃ।
পূর্ব্বং যে রাক্ষসা রাজংস্তে কলৌ ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪২ ॥
পাষণ্ডনিরতাঃ প্রায়ো ভবন্তি জনবঞ্চকাঃ।
অসত্যবাদিনঃ সর্ব্বে বেদধর্ম্মবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৪৩ ॥
দাম্ভিকা লোকচতুরা মানিনো বেদবর্জ্জিতাঃ।
শূদ্রসেবাপরাঃ কেচিন্নানাধর্ম্মপ্রবর্ত্তকাঃ ॥ ৪৪ ॥

গায়ত্র্যাসক্তাঃ। প্রণবসক্তাশ্চেত্যর্থঃ। মায়াবীজং ভুবনেশ্বরীমন্ত্রস্তস্যৈকজাপিনো মুখ্যত্বেন জপশীলাঃ ॥ ৩৭—৪০ ॥

পরাম্বাপূজনেতি। পরে যুগে সত্যে সর্ব্বেঽপি বর্ণাঃ পরাম্বাপূজনাসক্তা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥৪১॥

প্রসঙ্গেনাবান্তরং কলৌ কঞ্চিদ্বিশেষমাহ পূর্ব্বং যে রাক্ষসা ইতি। তেঽপি কলিযুগে ধর্ম্মনাশার্থং ব্রাহ্মণা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৪২—৪৭ ॥

গায়ত্রী ও প্রণবমন্ত্রে এবং গায়ত্রী ধ্যানে আসক্ত থাকিয়া একমাত্র মায়াবীজ মন্ত্র জপ করিতেন ॥ ৩৬—৩৭ ॥ বিপ্রগণ সকলেই নিজ নিজ গ্রামে মহামায়া অম্বিকার মন্দির নির্ম্মাণে উৎসুক হইয়া সত্য, শৌচ ও দয়াযুক্তমানসে আপন আপন কর্ম্মে নিরত থাকিতেন ॥ ৩৮ ॥ তত্ত্বজ্ঞানে নিপুণ ক্ষত্রিয়গণ সততই ত্রয়ীবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক প্রজা প্রতিপালনে তৎপর থাকিতেন ॥ ৩৯ ॥ বৈশ্যগণ কৃষি বাণিজ্য ও গোসেবায় অনুরক্ত এবং শূদ্রগণও নিয়তই ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের সেবায় নিরত থাকিত ॥৪০॥ এইরূপে সত্যযুগে সকল বর্ণই পরমাশক্তি অম্বিকাদেবীর পূজায় অনুরক্ত থাকিত কিন্তু ত্রেতাযুগে উক্ত ধর্ম্মের মর্য্যাদা কিয়ৎ পরিমাণে ন্যূন হইয়াছিল, এইরূপে দ্বাপরযুগে সত্যযুগের ধর্ম্মমর্য্যাদা বিশেষরূপেই ন্যূনতা প্রাপ্ত হইয়াছে। হে ভরতভূষণ ! পূর্ব্বে যাহারা রাক্ষস ছিল, তাহারা কলির ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে ; তাহারা সকলেই পাষণ্ডমতানুসারী, জনবঞ্চক, অসত্যবাদী, বেদবিরহিত, বৈদিকধর্ম্ম বর্জ্জিত, দাম্ভিক, ব্যবহার চতুর, অভিমানী ও শূদ্রসেবাপরায়ণ, তন্মধ্যে

বেদনিন্দাকরাঃ ক্রূরা ধর্ম্মভ্রষ্টাতিবাচুকাঃ।
যথা যথা কলির্বৃদ্ধিং যাতি রাজংস্তথা তথা ॥ ৪৫ ॥
ধর্ম্মস্য সত্যমূলস্য ক্ষয়ঃ সর্ব্বাত্মনা ভবেৎ।
তথৈব ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ ধর্ম্মবর্জ্জিতাঃ ॥ ৪৬ ॥
অসত্যবাদিনঃ পাপাস্তথা বর্ণেতরাঃ কলৌ।
শূদ্রধর্ম্মরতা বিপ্রাঃ প্রতিগ্রহপরায়ণাঃ।
ভবিষ্যন্তি কলৌ রাজন্! যুগে বৃদ্ধিং গতে কিল ॥ ৪৭ ॥
কামচারাঃ স্ত্রিয়ঃ কামলোভমোহসমন্বিতাঃ।
পাপা মিথ্যাভিবাদিন্যঃ সদা ক্লেশরতা নৃপ! ॥ ৪৮ ॥
স্বভর্তৃবঞ্চকা নিত্যং ধর্ম্মভাষণপণ্ডিতাঃ।
ভবন্ত্যেবংবিধা নার্য্যঃ পাপিষ্ঠাশ্চ কলৌ যুগে ॥ ৪৯ ॥
আহারশুদ্ধ্যা নৃপতে! চিত্তশুদ্ধিস্তু জায়তে।
শুদ্ধে চিত্তে প্রকাশঃ স্যাদ্ধর্ম্মস্য নৃপসত্তম! ॥ ৫০ ॥
বৃত্তসঙ্করদোষেণ জায়তে ধর্ম্মসঙ্করঃ।
ধর্ম্মস্য সঙ্করে জাতে নূনং স্যাদ্বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৫১ ॥

কামচারা যথেষ্টাচারবত্যঃ ॥ ৪৮—৪৯ ॥

নন্থ যদি ধর্ম্মঃ শ্রেষ্ঠস্তর্হি কিমিতি কলৌ ধর্ম্মং নাচরন্তি তত্রাহ আহারশুদ্ধ্যেতি। শুদ্ধে চিত্ত ইতি। আহারশুদ্ধ্যা সত্ত্বশুদ্ধিস্তৎশুদ্ধৌ ধর্ম্মপ্রকাশস্তথা চ কলাবাহারশুদ্ধ্যাদ্যভাবান্ন ধর্ম্মবুদ্ধির্জায়ত ইত্যর্থঃ। তথা চ ছান্দোগ্যশ্রুতিঃ। আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিরিতি ॥৫০॥

কতকগুলি লোক সনাতন ধর্ম্মের অমর্য্যাদা খ্যাপন করিয়া বিবিধ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বেদনিন্দাপরায়ণ, ক্রূর, ধর্ম্মভ্রষ্ট ও বাচাল হইয়া উঠে। রাজন্! কলির যেমন বৃদ্ধি হইতে থাকে, সত্যমূলকধর্ম্মেরও সেইরূপ সর্ব্বতোভাবে ক্ষয় হয়; এবং সেই পরিমাণেই ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ ধর্ম্মবর্জ্জিত হয়। কলিযুগ বৃদ্ধি পাইলে ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণগণ, অসত্যবাদী ও পাপাচার এবং বিপ্রবর্গ শূদ্রধর্ম্মে নিরত ও প্রতিগ্রহপরায়ণ হইয়া থাকে ॥ ৪১—৪৭ ॥ রাজেন্দ্র! কলিযুগের নারীগণ, কাম, লোভ ও মোহসমন্বিত হইয়া অত্যন্ত প্রবলা, স্বেচ্ছাচারিণী, পাপাচারিণী ও মিথ্যাবাদিনী হইয়া লোকসমাজের অশেষ ক্লেশকরী হয় এবং আপনাদিগকে ধর্ম্মভাষণে পরম পণ্ডিত মনে করিয়া উপদেশ প্রদানে তৎপর ও নিজ পতির বঞ্চনাতে প্রবৃত্ত সুতরাং অতিশয় পাপিষ্ঠ হইয়া উঠে ॥ ৪৮—৪৯ ॥ হে নৃপসত্তম! আহারশুদ্ধি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্ত শুদ্ধ হইলে তাহাতে ধর্ম্ম পরিস্ফুট রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ৫০ ॥ বর্ণাশ্রমধর্ম্মের আচারের সঙ্করদোষ

এবং কলিযুগে ভূপ! সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতে।
স্ববর্ণধর্ম্মবার্ত্তৈষা ন কুত্রাপ্যুপলভ্যতে ॥ ৫২ ॥
মহান্তোঽপি চ ধর্ম্মজ্ঞা অধর্ম্মং কুর্ব্বতে নৃপ!।
কলিস্বভাব এবৈষঃ পরিহার্য্যো ন কেনচিৎ ॥ ৫৩ ॥
তস্মাদত্র মনুষ্যাণাং স্বভাবাৎ পাপকারিণাম্।
নিষ্কৃতির্ন হি রাজেন্দ্র! সামান্যোপায়তো ভবেৎ ॥ ৫৪ ॥

জনমেজয় উবাচ।

ভগবন্! সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ! সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ!।
কলাবধর্ম্মবহুলে নরাণাং কা গতির্ভবেৎ ॥ ৫৫ ॥
যদ্যস্তি তদুপায়শ্চেদ্দয়য়া তং বদস্ব মে ॥ ৫৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

এক এব মহারাজ! তত্রোপায়োঽস্তি নাপরঃ।
সর্ব্বদোষনিরাসার্থং ধ্যায়েদ্দেবীপদাম্বুজম্ ॥ ৫৭ ॥

ধর্ম্মবুদ্ধ্যভাবে কো দোষস্তত্রাহ বৃত্তসঙ্করেতি। বৃত্তং বর্ণাশ্রমাচারস্তৎসঙ্করদোষেণ ধর্ম্মসঙ্করো ভবতীত্যর্থঃ। ব্রাহ্মণাচরণং শূদ্রেণ শূদ্রাচরণং ব্রাহ্মণেন কৃতং চেদ্ধর্ম্মসঙ্করো ভবত্যেবেতি ভাবঃ ॥ ৫১—৫৪ ॥
পাপনিষ্কৃত্যুপায়ং রাজা পৃচ্ছতি ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞেতি ॥ ৫৫—৫৬ ॥
দেবীপদাম্বুজং মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপিণ্যা দেব্যাঃ পদাম্বুজমিত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

(মিশ্রণদোষ) দ্বারাই ধর্ম্মসঙ্করদোষের উৎপত্তি হয়। ধর্ম্মসঙ্কর উপস্থিত হইলেই বর্ণসঙ্কর দোষের উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ৫১ ॥ এইরূপে কলিযুগে ক্রমে ক্রমে সকল ধর্ম্ম বিলোপিত হইলে স্ববর্ণ ধর্ম্মের বার্ত্তা আর কোথাও শুনিতে পাওয়া যায় না। নৃপবর! এই যুগে ধর্ম্মজ্ঞ মহান্ ব্যক্তিগণও অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়; কলির স্বভাবই এইরূপ, ইহা পরিত্যাগ করিতে কেহই সমর্থ হয় না ॥ ৫২—৫৩ ॥ অতএব রাজেন্দ্র! এই কালে মানবগণ নৈসর্গিক নিয়মানুসারেই পাপকার্য্যে নিয়োজিত হইয়া থাকে এই কারণে সামান্য উপায় দ্বারা তাহাদিগের নিষ্কৃতি সাধিত হইতে পারে না ॥ ৫৪ ॥

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! আপনি সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, এই অধর্ম্মবহুল কলিযুগে নরগণের গতি কিরূপে হইবে? যদি কোনও উপায় থাকে তবে আপনি কৃপা করিয়া তাহা আমাকে বলুন ॥ ৫৫—৫৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! কলিকলুষ হইতে নিস্তার পাইবার নিমিত্ত একমাত্র উপায় বিদ্যমান আছে, অপর আর কিছুই নাই; জীবগণ সমস্ত পাপ ও দোষের নিরাকরণ নিমিত্ত

ন সন্ত্যঘানি তাবন্তি যাবতী শক্তিরস্তি হি।
নাম্নি দেব্যাঃ পাপদাহে তস্মাদ্ভীতিঃ কুতো নৃপ ! ॥ ৫৮ ॥
অবশেনাপি যন্নাম লীলয়োচ্চারিতং যদি।
কিং কিং দদাতি তজ্জ্ঞাতুং সমর্থা ন হরাদয়ঃ ॥ ৫৯ ॥
প্রায়শ্চিত্তন্তু পাপানাং শ্রীদেবীনামসংস্মৃতিঃ।
তস্মাৎ কলিভয়াদ্রাজন্ ! পুণ্যক্ষেত্রে বসন্নরঃ।
নিরন্তরং পরাম্বায়া নাম সংস্মরণং চরেৎ ॥ ৬০ ॥
ছিত্বা ভিত্বা চ ভূতানি হত্বা সর্ব্বমিদং জগৎ।
দেবীং নমতি ভক্ত্যা যো ন স পাপৈর্বিলিপ্যতে ॥ ৬১ ॥
রহস্যং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং ময়া রাজন্নুদীরিতম্।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ ভজ দেবীপদাম্বুজম্ ॥ ৬২ ॥
অজপাং নাম গায়ত্রীং জপন্তি নিখিলা জনাঃ।
মহিমানং ন জানন্তি মায়য়া বৈভবং মহৎ ॥ ৬৩ ॥

ন সন্ত্যঘানীতি। দেব্যা নাম্নি পাপদাহে পাপদাহবিষয়ে যাবতী শক্তিরস্তি তাবন্ত্যঘানি পাপানি নৈব সন্তীত্যর্থঃ। যস্মাদেবং তস্মাৎ কলিযুগাদ্ভীতির্ভয়ং কুতো ভবতি। কলিযুগভয়ে ন কিঞ্চিৎ কারণমস্তীত্যর্থঃ ॥ ৫৮—৫৯ ॥

নামস্মরণং চরেৎ কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৬০—৬২ ॥

ইদানীং সর্ব্বে প্রাণিনঃ পরাশক্তিমন্ত্রজপাখ্যং নিরন্তরং জপন্তি জন্মন আরভ্য মরণপর্য্যন্তম্। তথাপ্যয়ং মন্ত্রোঽস্তীতি মায়াকৃতমোহেন ন জানন্তি ততো ন মুক্তা ভবন্তীত্যাহ মায়য়া বৈভবমিতি। জনানাক্রোশতি অজপাং নাম গায়ত্রীমিতি। তদুক্তমজপাং নাম গায়ত্রীং জীবো জপতি নিত্যশঃ। অজপাং জপতো নিত্যং পুনর্জন্ম ন বিদ্যত ইতি অজপামন্ত্রবিধানন্তু দক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতায়াং স্পষ্টম্ ॥ ৬৩ ॥

মহাদেবীর চরণকমল ধ্যান করিবে ॥ ৫৭ ॥ হে নরেন্দ্র ! মহাদেবীর পাপদাহক নামে যে পরিমাণ শক্তি আছে, এই অখিল সংসারে সেই পরিমাণ পাপ নাই, অতএব তাহাতে আর ভয়ের কারণ কোথায় ? ॥ ৫৮ ॥ সেই নাম অজ্ঞানে অবলীলায় উচ্চারিত হইলেও যে কি কি অনির্ব্বচনীয় ফলপ্রদান করে তাহা হরি হর প্রভৃতিরও জানিবারও সামর্থ্য নাই ॥৫৯॥ রাজন্ ! শ্রীদেবীর নাম স্মরণই পাপরাশির প্রায়শ্চিত্ত, অতএব কলিভয়ার্ত্ত মানবগণ পুণ্যক্ষেত্রে বাস করিয়া নিরন্তরই পরমাদেবীর নাম স্মরণ করিবে ॥৬০॥ এই অখিল জগতীস্থিত জীবগণের ছেদ, ভেদ ও বিনাশ করিয়াও যে ব্যক্তি দেবীকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করে সেই মানব পাপসমূহ দ্বারা পরিলিপ্ত হয় না ॥ ৬১ ॥ রাজন্ ! আমি সমস্ত শাস্ত্রেরই গূঢ় তত্ত্ব পরিকীর্ত্তন করিলাম, এই সকল বিষয় সম্পূর্ণরূপে বিবেচনা করিয়া আপনি নিয়তই দেবীর

গায়ত্রীং ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে জপন্তি হৃদয়ান্তরে।
মহিমানং ন জানন্তি মায়য়া বৈভবং মহৎ ॥ ৬৪ ॥
এতৎ সর্ব্বং সমাখ্যাতং যৎ পৃষ্টং তত্ত্বয়া নৃপ!।
যুগধর্ম্মব্যবস্থায়াং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে সদসদ্ধর্ম্মনির্ণয়ো নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

যথাজপাং সর্ব্বে জপন্তি তথৈব গায়ত্রীমপি সর্ব্বে ব্রাহ্মণা জপন্তি তথাপি তস্যা মহিমানং ন জানন্তি ততো ন মুক্তা ভবন্তীত্যাহ গায়ত্রীমিতি। গায়ত্রীমহিমা তু সর্ব্বত্রৈব প্রসিদ্ধঃ। উপপাদিতশ্চাস্মাভির্বৃহদারণ্যকটীকায়াং সপ্তমাধ্যায় ইতি ॥ ৬৪—৬৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

পাদপদ্ম ভজনা করুন ॥ ৬২ ॥ অখিল জীবগণ অজপা নামক গায়ত্রী নিরন্তরই জপ করিতেছে, কিন্তু তাহারা তাহার মহিমা জানে না, রাজন্! তাহাতে মায়ার মহৎ বৈভবই প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণ হৃদয়াভ্যন্তরে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিতেছেন কিন্তু তাঁহার মহিমা অবগত নহেন; নৃপবর! তাহাতেও মায়ার মহৎ প্রভাবমাত্রই প্রতিভাত হয় ॥ ৬৩—৬৪ ॥ রাজন্! আপনি যুগধর্ম্মের ব্যবস্থা বিষয়ে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তৎসমস্তই কীর্ত্তন করিলাম এক্ষণে আপনি আর কি শ্রবণ করিতে অভিলাষ করেন? ॥ ৬৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে সদসৎ ধর্ম্মনির্ণয় নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

রাজোবাচ।

তীর্থানি ভুবি পুণ্যানি ব্রূহি মে মুনিসত্তম!।
গম্যানি মানবৈর্দেবৈঃ ক্ষেত্রাণি সরিতস্তথা॥ ১॥
ফলঞ্চ যাদৃশং যত্র তীর্থেষু স্নানদানতঃ।
বিধিস্তু তীর্থযাত্রায়াং নিয়মাংশ্চ বিশেষতঃ॥ ২॥

ব্যাস উবাচ।

শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি তীর্থানি বিবিধানি চ।
যেষু তীর্থেষু দেবীনাং প্রশস্তান্যায়নানি চ॥ ৩॥
নদীনাং জাহ্নবী শ্রেষ্ঠা যমুনা চ সরস্বতী।
নর্ম্মদা গণ্ডকী সিন্ধুর্গোমতী তমসা তথা॥ ৪॥
কাবেরী চন্দ্রভাগা চ পুণ্যা বেত্রবতী শুভা।
চর্ম্মণ্বতী চ সরযূস্তাপী সাভ্রমতী তথা॥ ৫॥

চতুঃসপ্ততিপদৈাস্তু তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গতঃ।
আড়ীবকং মহাযুদ্ধং বিস্তরেণোপবর্ণ্যতে॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে তস্মাৎ কলিভয়াদ্রাজন্ পুণ্যক্ষেত্রে বসন্নরঃ। নিরন্তরং পরাম্বায়া নামসংস্মরণং চরেদিত্যুক্তম্। তত্র কানি তানি পুণ্যক্ষেত্রাণীতি রাজা পৃচ্ছতি তীর্থানি ভুবীতি॥ ১॥

বিশেষতো ব্রূহীত্যন্বয়ঃ॥ ২॥

যেষু তীর্থেষু দেবীনাং ললিতাদেবীনাং প্রশস্তান্যায়নানি স্থানানি বিদ্যন্তে তানীত্যর্থঃ। অয়নমেবায়নম্॥ ৩॥

তমসা নদী॥ ৪—৬॥

জনমেজয় কহিলেন, মুনিবর! পৃথিবীতলে দেবতা ও মানবগণের গমন যোগ্য পবিত্র ক্ষেত্র ও নদী প্রভৃতি যে সকল পুণ্যতীর্থ বিদ্যমান আছে আপনি সেই সকলের নাম, সেই সকল তীর্থাদিতে স্নানদানাদি করিলে যেরূপ ফল হয় এবং সেই সকল তীর্থযাত্রার বিধি নিয়ম কিরূপ তৎসমুদয় বিশেষরূপে কীর্ত্তন করুন॥ ১—২॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! নানাবিধ তীর্থের বিষয় এবং যে সকল তীর্থে দেবীগণের প্রশস্ত আয়তন সকল বিদ্যমান আছে তৎসমুদয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন॥ ৩॥ নদী সকলের মধ্যে জাহ্নবী, যমুনা, সরস্বতী, নর্ম্মদা, গণ্ডকী, সিন্ধু, গোমতী, তমসা, কাবেরী, চন্দ্রভাগা, বেত্রবতী, চর্ম্মণ্বতী, সরযূ, তাপী এবং সাভ্রমতী এই সকল নদীই

এতাশ্চ কথিতা রাজন্নন্যাশ্চ শতশঃ পুনঃ।
তাসাং সমুদ্রগাঃ পুণ্যাঃ স্বল্পপুণ্যা হ্যনব্ধিগাঃ ॥ ৬ ॥
সমুদ্রগাণাং তাঃ পুণ্যাঃ সর্ব্বদোঘবহাস্তু যাঃ।
মাসদ্বয়ং শ্রাবণাদৌ তাশ্চ সর্ব্বা রজস্বলাঃ ॥ ৭ ॥
ভবন্তি বৃষ্টিযোগেন গ্রাম্যবারিবহাস্তথা।
পুষ্করঞ্চ কুরুক্ষেত্রং ধর্ম্মারণ্যং সুপাবনম্ ॥ ৮ ॥
প্রভাসঞ্চ প্রয়াগঞ্চ নৈমিষারণ্যমেব চ।
বিশ্রুতঞ্চার্ব্বুদারণ্যং শৈলাশ্চ পাবনাস্তথা ॥ ৯ ॥
শ্রীশৈলশ্চ সুমেরুশ্চ পর্ব্বতো গন্ধমাদনঃ।
সরাংসি চৈব পুণ্যানি মানসং সর্ব্ববিশ্রুতম্ ॥ ১০ ॥
তথা ৰিন্দুসরঃ শ্রেষ্ঠমচ্ছোদং নাম পাবনম্।
আশ্রমাস্তু তথা পুণ্যা মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্ ॥ ১১ ॥
বিশ্রুতস্তু সদা পুণ্যো খ্যাতো ৰদরিকাশ্রমঃ।
নরনারায়ণৌ যত্র তেপাতে তৌ মুনী তপঃ ॥ ১২ ॥

সর্ব্বদোঘবহাস্তু যা ইতি। অসমুদ্রগাভ্যঃ সমুদ্রগাঃ শ্রেষ্ঠাঃ। সমুদ্রগাস্বপি সর্ব্বদা জলবহাঃ শ্রেষ্ঠাঃ। তাঃ সর্ব্বদাজলবহাঃ শ্রাবণাদৌ শ্রাবণভাদ্রপদয়োরাদৌ মাসদ্বয়ং সর্ব্বা রজস্বলাঃ প্রোক্তা ইত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

গ্রাম্যবারিবহা ইতি। গ্রামোপযোগিজলবহাঃ। ন সমুদ্রগামিন্য ইত্যর্থঃ। ক্ষেত্রাণ্যাহ পুষ্করমিতি ॥ ৮—৯ ॥

শৈলানাহ শ্রীশৈলশ্চেতি। সরোবরাণ্যাহ সরাংসীতি ॥ ১০—১৪ ॥

প্রধান ও পবিত্র ॥ ৪—৫ ॥ ইহা ভিন্ন অন্যান্য শত শত নদী অবনীতলে বিদ্যমান আছে; তাহাদের মধ্যে যে সকল নদী সমুদ্রগর্ভে পতিত হইয়াছে সেই সকলই অধিকতর পবিত্র এবং যে সকল নদী সমুদ্র পর্য্যন্ত গমন করে নাই তাহারা তদপেক্ষা অল্প পবিত্র ॥ ৬ ॥ আর সমুদ্রগামিনী নদীগণের মধ্যে যে সকল সর্ব্বদাই প্রবল প্রবাহে প্রবাহিত হয় তাহাদিগকে অধিকতর পবিত্র বলিয়া জানিবেন, কিন্তু শ্রাবণ ও ভাদ্র এই দুই মাসে সেই সমস্ত নদীই রজস্বলা হইয়া থাকে; আর এই সময়ে কতকগুলি সরিৎ বৃষ্টিযোগে প্রবাহিত হইয়া গ্রামোপযোগী জলমাত্র বহন করিয়া থাকে। রাজন্! পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র, সুপবিত্র ধর্ম্মারণ্য, প্রভাস, প্রয়াগ, নৈমিষারণ্য ও অর্বুদারণ্য এই সকল ক্ষেত্রই পুণ্যপ্রদ ও বিখ্যাত। মহারাজ! পর্ব্বত সমূহের মধ্যে শ্রীশৈল, সুমেরু ও গন্ধমাদন এই সকলই পবিত্র; পুণ্যপ্রদ সরোবর সমূহের মধ্যে পরম পবিত্র সর্ব্বত্র বিখ্যাত মানস, বিন্দুসরোবর ও অচ্ছোদই প্রধানরূপে গণ্য হইয়া থাকে।

বামনাশ্রম আখ্যাতঃ শতযূপাশ্রমস্তথা।
যেন যত্র তপস্তপ্তং তস্য নাম্নাতিবিশ্রুতঃ ॥ ১৩ ॥
এবং পুণ্যানি স্থানানি হ্যসংখ্যাতানি ভূতলে।
মুনিভিঃ পরিগীতানি পাবনানি মহীপতে! ॥ ১৪ ॥
এষু স্থানেষু সর্ব্বত্র দেবীস্থানানি ভূপতে!।
দর্শনাৎ পাপহারীণি বসন্তি নিয়মেন চ।
কথয়িষ্যামি তান্যগ্রে প্রসঙ্গেন চ কানিচিৎ ॥ ১৫ ॥
তীর্থানি নৃপ! দানানি ব্রতানি চ মখাস্তথা।
তপাংসি পুণ্যকর্ম্মাণি সাপেক্ষাণি মহীপতে! ॥ ১৬ ॥
দ্রব্যশুদ্ধিং ক্রিয়াশুদ্ধিং মনঃশুদ্ধিমপেক্ষ্য চ।
পাবনানি হি তীর্থানি তপাংসি চ ব্রতানি চ ॥ ১৭ ॥
কদাচিদ্দ্রব্যশুদ্ধিঃ স্যাৎ ক্রিয়াশুদ্ধিঃ কদাচন।
দুর্লভা মনসঃ শুদ্ধিঃ সর্ব্বেষাং সর্ব্বদা নৃপ! ॥ ১৮ ॥

এম্বিতি। সর্ব্বেষ্বেষু স্থানেষু দেবীস্থানানি সন্তীত্যর্থঃ। অগ্রে সপ্তমস্কন্ধে কানিচিদ্দেবীস্থানানি কথয়িষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

তীর্থাদিষু নিয়মানাহ তীর্থানীতি। হে নৃপ! তীর্থানি দানানি ব্রতানি মখাস্তপাংসি সর্ব্বাণি দ্রব্যশুদ্ধিক্রিয়াশুদ্ধিমনঃশুদ্ধিসাপেক্ষাণি তদপেক্ষয়া ফলদানি ভবন্তি ন স্বত ইত্যর্থঃ। অতস্তীর্থাদিষু বসন্ শুদ্ধিত্রয়ং সম্পাদয়েদিতি তাৎপর্য্যম্ ॥ ১৬—১৭ ॥

তত্র দ্রব্যশুদ্ধিঃ ক্রিয়াশুদ্ধিঃ কদাচিৎ সিধ্যেৎ মনঃশুদ্ধিস্তু সর্ব্বথা দুঃসাধ্যেত্যাহ কদাচিদিতি ॥ ১৮—২২ ॥

উদরাত্মা মুনিগণের সকল আশ্রমই পুণ্যজনক, তন্মধ্যে সতত পুণ্যপ্রদ বদরিকাশ্রম সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত; এই স্থানে নরনারায়ণ নামক পুরাতন মুনিদ্বয় তপশ্চরণ করিয়াছিলেন ॥ ৭—১২ ॥ আর বামনাশ্রম ও শতযূপাশ্রমও বিশেষরূপে বিখ্যাত। এইরূপে যিনি যেস্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন তাঁহার নামানুসারে সেই আশ্রম বিখ্যাত হইয়াছে ॥ ১৩ ॥ মহারাজ! মুনিগণ, পৃথিবীতলে এইরূপে অসংখ্য অসংখ্য পরম পাবন পুণ্যস্থান সকল কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ১৪ ॥ এই পুণ্যস্থান সকলের মধ্যেই সর্ব্বত্র দেবীর স্থান বিদ্যমান আছে, সেই সকল স্থান দর্শন করিলে পাপরাশি বিনষ্ট হয়; সেইস্থানে দেবীর ভক্তগণ নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক বাস করিয়া থাকেন। আমি সেই সকল স্থানের মধ্যে কতকগুলির বিষয় প্রসঙ্গক্রমে পরে কীর্ত্তন করিব ॥ ১৫ ॥ নৃপবর! তীর্থ, দান, ব্রত, যজ্ঞ, তপস্যা ও পুণ্যকর্ম্ম সকল পরস্পর সাপেক্ষ ॥ ১৬ ॥ দ্রব্যশুদ্ধি, ক্রিয়াশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধির অপেক্ষা করিয়া তীর্থ, তপস্যা ও ব্রত সকল পুণ্যপ্রদ হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥ দ্রব্যশুদ্ধি ও ক্রিয়াশুদ্ধি কাহারও কদাচিৎ হইতে

মনস্তু চঞ্চলং রাজন্ননেকবিষয়াশ্রিতম্।
কথং শুদ্ধং ভবেদ্রাজন্! নানাভাবসমাশ্রিতম্॥ ১৯॥
কামক্রোধৌ তথা লোভো হ্যহঙ্কারো মদস্তথা।
সর্ব্ববিঘ্নকরা হ্যেতে তপস্তীর্থব্রতেষু চ॥ ২০॥
অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
স্বধর্ম্মপালনং রাজন্! সর্ব্বতীর্থফলপ্রদম্॥ ২১॥
নিত্যকর্ম্মপরিত্যাগাম্ মার্গে সংসর্গদোষতঃ।
ব্যর্থং তীর্থাধিগমনং পাপমেবাবশিষ্যতে॥ ২২॥
ক্ষালয়ন্তি হি তীর্থানি সর্ব্বথা দেহজং মলম্।
মানসং ক্ষালিতুং তানি ন সমর্থানি বৈ নৃপ!॥ ২৩॥
শক্তানি যদি চেত্তানি গঙ্গাতীরনিবাসিনঃ।
মুনয়ো দ্রোহসংযুক্তাঃ কথং স্যুর্ভাবিতেশ্বরাঃ॥ ২৪॥
বশিষ্ঠসদৃশাঃ প্রহ্বা বিশ্বামিত্রাদয়ঃ কিল।
রাগদ্বেষরতাঃ সর্ব্বে কামক্রোধাকুলাঃ সদা॥ ২৫॥
চিত্তশুদ্ধিময়ং তীর্থং গঙ্গাদিভ্যোঽতিপাবনম্॥ ২৬॥

দেহজং মলমিতি। তীর্থানি দেহমলমেব ক্ষালয়ন্তি ন তু মানসং মলমিত্যর্থঃ॥২৩—২৬॥

পারে, কিন্তু সকলের পক্ষে সর্ব্বদা চিত্তশুদ্ধি একান্তই দুর্লভ॥ ১৮॥ নৃপবর! মন সর্ব্বদাই নানাবিধ ভিন্ন ভিন্ন বিষয় আশ্রয় করিয়া থাকে, সুতরাং সর্ব্বদাই চঞ্চল অতএব নানা ভাবসম্পন্ন মানসের বিশুদ্ধতা কিরূপে সহজে সম্পন্ন হইতে পারে?॥ ১৯॥ কাম, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার ও মদ ইহারা তপস্যা, তীর্থ ও ব্রতাদিতে সকল প্রকার বিঘ্ন সংঘটন করিয়া থাকে॥ ২০॥ মহারাজ! অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, পবিত্রতা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও স্বধর্ম্মপালন এই সকলগুলিই সমস্ত তীর্থেরই ফল প্রদান করে॥ ২১॥ তীর্থযাত্রাকালে পথিমধ্যে নিত্যকর্ম্ম পরিত্যাগ ও সংসর্গদোষহেতু তীর্থাভিগমন ব্যর্থ হইয়া উহা কেবল পাপমাত্রেই পরিণত হইয়া থাকে॥॥ ২২॥ আর তীর্থসলিল কেবল দেহমলই ক্ষালন করিতে পারে, কিন্তু কদাচ মানসিক মল প্রক্ষালন করিতে সমর্থ হয় না॥ ২৩॥ যদি তীর্থবারিতে মানস মল প্রক্ষালন হইতে পারিত, তবে কি জন্য গঙ্গাতীরনিবাসী মুনিগণ ঈশ্বরপরায়ণ হইয়াও পরস্পর হিংসাদ্রোহে নিরত হইবেন॥ ২৪॥ বশিষ্ঠ সদৃশ নম্রশীল মুনিগণ এবং বিশ্বমিত্রাদি ঋষিগণও সর্ব্বদাই রাগ দ্বেষ নিরত ও কাম ক্রোধে অধীর হইয়া থাকেন॥ ২৫॥ অতএব চিত্তশুদ্ধি রূপ তীর্থ গঙ্গাদি তীর্থ হইতেও পবিত্রতা সম্পাদন

যদি স্যাদ্দৈবযোগেন ক্ষালয়ত্যান্তরং মলম্।
বিশেষেণ তু সৎসঙ্গো জ্ঞাননিষ্ঠস্য ভূপতে ! ॥ ২৭ ॥
ন বেদা ন চ শাস্ত্রাণি ন ব্রতানি তপাংসি ন।
ন মখা ন চ দানানি চিত্তশুদ্ধেস্তু কারণম্ ॥ ২৮ ॥
বশিষ্ঠো ব্রহ্মণঃ পুত্রো বেদবিদ্যাবিশারদঃ।
রাগদ্বেষান্বিতঃ কামং গঙ্গাতীরসমাশ্রিতঃ ॥ ২৯ ॥
আড়ীবকং মহাযুদ্ধং বিশ্বামিত্রবশিষ্ঠয়োঃ।
জাতং নিরর্থকং দ্বেষাদ্দেবানাং বিস্ময়প্রদম্ ॥ ৩০ ॥
বিশ্বামিত্রো বকস্তত্র জাতঃ পরমতাপসঃ।
শপ্তঃ স তু বশিষ্ঠেন হরিশ্চন্দ্রস্য কারণাৎ ॥ ৩১ ॥
কৌশিকেন বশিষ্ঠোঽপি শপ্তাড়ীদেহভাক্ কৃতঃ।
শাপাদাড়ীবকৌ জাতৌ তৌ মুনী বিশদপ্রভৌ ॥ ৩২ ॥

ননু যদি তীর্থাদিসেবনান্ন চিত্তশুদ্ধিস্তর্হি সা কস্মাদ্ভবতি তত্রাহ যদি স্যাদিতি। হে ভূপতে ! যদি দৈবযোগেন জ্ঞাননিষ্ঠস্য সৎসঙ্গো বিশেষেণ নিরন্তরং স্যাত্তদা স এব সৎসঙ্গঃ আন্তরং মলং মানসং মলং ক্ষালয়তি নান্য ইত্যর্থঃ। যদি দৈবযোগেনেত্যনেন সৎসঙ্গস্যাতি-দুর্লভত্বং বোধিতম্ ॥ ২৭—২৮ ॥

তথাচ কলিভয়ার্দ্দিতস্তৃতীয়চতুর্থস্কন্ধয়োঃ প্রতিপাদিতাং দ্রব্যশুদ্ধিং ক্রিয়াশুদ্ধিঞ্চ সম্পাদ্য পুণ্যক্ষেত্রে বসন্ জ্ঞাননিষ্ঠসৎসমাগমেন শাস্ত্রশ্রবণাদিনা মানসীং শুদ্ধিং বৈরাগ্যাদিনা সম্পাদ্য দেবীনামানি গৃহ্নন্ শ্রীদেবীসমারাধনপরো ভবেদিতি সর্ব্বপ্রকরণার্থঃ। অত্র দ্রব্য-ক্রিয়াচিত্তশুদ্ধীনাং মধ্যে সর্ব্বেষাং ব্রতনিয়মানামন্তর্ভাবমভিপ্রেত্য রাজ্ঞা পৃষ্টা অপি তীর্থ-ব্রতনিয়মা নোক্তা ইতি বোধ্যম্। তত্র চিত্তশুদ্ধিরতিদুর্লভেতি দর্শয়িতুং বশিষ্ঠবিশ্বামিত্রয়োঃ কথাং প্রস্তৌতি বশিষ্ঠো ব্রহ্মণ ইতি। গঙ্গাতীরস্থিতোঽপি রাগদ্বেষান্বিতশ্চিত্তশুদ্ধিরহিত ইত্যর্থঃ। এতাদৃশানাং মহতামপি যতো ন চিত্তশুদ্ধিস্ততঃ সা দুর্লভৈবেতি ভাবঃ ॥ ২৯ ॥

রাগদ্বেষান্বিতত্বে কিং প্রমাণমিতি চেদ্ যুদ্ধমেব প্রমাণমিত্যাহ আড়ীবকমিতি। আড়িশ্চ বকশ্চ যোদ্ধারৌ যস্মিন্ যুদ্ধে তদ্যুদ্ধমাড়ীবকম্। আড়িঃ শরারিঃ। শরারিরাটি-রাড়িশ্চেতি কোশঃ। আড়ীবকমিত্যত্রান্যেষামপীতি পূর্ব্বপদস্য দীর্ঘঃ ॥ ৩০—৩১ ॥

করিয়া থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই ॥২৬॥ রাজন্ ! ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, যদি দৈবযোগে জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তির বিশেষরূপ সৎসঙ্গ সংঘটিত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার মনোমালিন্য প্রক্ষালিত হইতে পারে ॥২৭॥ রাজেন্দ্র ! বেদ বা শাস্ত্র, ব্রত বা তপস্যা, যজ্ঞ বা দান ইহাদের মধ্যে কোনটিও চিত্তশুদ্ধির কারণ হইতে পারে না ॥ ২৮ ॥ দেখুন, ব্রহ্মার পুত্র বশিষ্ঠ, বেদবিদ্যাবিশারদ ও গঙ্গাবাসী হইয়াও রাগ দ্বেষাদির বশীভূত হইয়াছিলেন ॥ ২৯ ॥ বিশ্বামিত্র এবং বশিষ্ঠের নিরর্থক বিদ্বেষবশত দেবতাগণেরও বিস্ময়কর আড়ীবক নামক ঘোরতর মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল ॥ ৩০ ॥ তাহাতে পরম তাপস বিশ্বামিত্র রাজা হরি-

নিবাসং প্রাপতুস্তীরে সরসো মানসস্য চ।
চক্রতুর্দারুণং যুদ্ধং নখচঞ্চুপ্রতাড়নৈঃ ॥ ৩৩ ॥
বর্ষাণামযুতং যাবত্তাবৃষী রোষসংযুতৌ।
যুযুধাতে মদোন্মত্তৌ সিংহাবিব পরস্পরম্‌ ॥ ৩৪ ॥

রাজোবাচ।

কথং তৌ মুনিশার্দ্দূলৌ তাপসৌ ধর্ম্মতৎপরৌ।
পরস্পরং বৈরপরৌ সঞ্জাতৌ কেন হেতুনা ॥ ৩৫ ॥
শাপং পরস্পরং কেন কারণেন মহামতী।
দত্তবন্তৌ মিথঃ ক্লেশকারকং দুঃখদং নৃণাম্‌ ॥ ৩৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

হরিশ্চন্দ্রো নৃপশ্রেষ্ঠস্ত্রিশঙ্কুতনয়ঃ পুরা।
বভূব রবিবংশীয়ো রামচন্দ্রস্য পূর্ব্বজঃ ॥ ৩৭ ॥
অনপত্যঃ স রাজর্ষির্বরুণায় মহাক্রতুম্‌।
প্রতিজজ্ঞে পুত্রকামো নরমেধং দুরাসদম্‌ ॥ ৩৮ ॥
বরুণস্তস্য সন্তুষ্টো যজ্ঞস্য নিয়মে কৃতে।
দধার গর্ভং রাজ্ঞস্তু ভার্য্যা পরমসুন্দরী ॥ ৩৯ ॥

প্রতিজজ্ঞে ইতি। মম পুত্রো ভবতু তেন পুত্রেণ নরমেধং মহাক্রতুং হে বরুণ! ত্বৎ-প্রীত্যর্থং করিষ্যামীতি প্রতিজ্ঞাং কৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥
দধার গর্ভমিতি। তেন বরুণসন্তোষেণেতি শেষঃ ॥ ৩৯—৪১ ॥

শ্চন্দ্রের কারণে বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া বকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৩১ ॥ বশিষ্ঠ ঋষিও বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া শরারি নামক বিহঙ্গদেহ ধারণ করিয়াছিলেন। এইরূপে সেই প্রভাবশালী ঋষিদ্বয় আড়ীবকরূপে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক মানস সরোবরের তীরদেশে বসতি করিয়ছিলেন এবং অত্যন্ত ক্রোধভরে মদোন্মত্ত সিংহের ন্যায় নখ চঞ্চু ও চরণপ্রহার দ্বারা অযুত বৎসর ব্যাপিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন ॥ ৩২—৩৪ ॥

রাজা কহিলেন, মুনিবর! কি কারণে সেই মহর্ষিদ্বয়, ধর্ম্মতৎপর তাপস হইয়াও পরস্পর শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন? ॥ ৩৫ ॥ তাঁহারা উভয়েই বুদ্ধিমান্‌ অতএব শাপকে মনুষ্যের দুঃখকর জানিয়াও কি কারণে পরস্পরকে ক্লেশকর অভিসম্পাত প্রদান করিয়াছিলেন? ॥ ৩৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, নৃপবর! পূর্ব্বকালে ত্রিশঙ্কু তনয় হরিশ্চন্দ্র সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি নৃপতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং রামচন্দ্রের পূর্ব্বকালীন ছিলেন ॥ ৩৭ ॥ সেই রাজর্ষি অনপত্য ছিলেন বলিয়া বরুণের নিকট এই প্রতিজ্ঞা করেন যে, "হে জলাধিপতে! যদি

রাজা বভূব সন্তুষ্টো দৃষ্ট্বা ভার্য্যাং সদোহদাম্।
চকার বিধিবৎ কর্ম্ম গর্ভসংস্কারকারকম্ ॥ ৪০ ॥
সুষুবে তনয়ং নারী সর্ব্বলক্ষণসংযুতম্।
মুদং প্রাপ নৃপস্তত্র পুত্রে জাতে বিশাম্পতে! ॥ ৪১ ॥
কৃতবান্ জাতকর্ম্মাদি সংস্কারবিধিমুত্তমম্।
দদৌ হিরণ্যং গা দোগ্ধ্রীর্ব্রাহ্মণেভ্যো বিশেষতঃ ॥ ৪২ ॥
জন্মোৎসবেঽতিসংবৃত্তে গেহে বৈ যাদসাম্পতিঃ।
আজগাম মহারাজ! বিপ্রবেশধরস্তথা ॥ ৪৩ ॥
পূজিতঃ পার্থিবেনাথ দত্ত্বা বিধিবদাসনম্।
কার্য্যে পৃষ্টেঽব্রবীদ্বাক্যং বরুণোঽস্মীতি ভূপতিম্ ॥ ৪৪ ॥
কুরু যজ্ঞং সুতং কৃত্বা পশুং পরমপাবনম্।
সত্যবাগ্ ভব রাজেন্দ্র! সঙ্কল্পস্তু ত্বয়া কৃতঃ ॥ ৪৫ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং রাজা বিহ্বলোঽতিব্যথাকুলঃ।
সংস্তভ্যাধিং নৃপঃ প্রাহ বরুণং স কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৪৬ ॥

দোগ্ধ্রীর্দুগ্ধবতীঃ ॥ ৪২ ॥
যাদসাং পতির্বরুণঃ ॥ ৪৩—৪৬ ॥

আমার পুত্র হয় তবে আমি আপনার প্রীতির নিমিত্ত সেই পুত্র দ্বারা দুষ্কর নরমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব" ॥ ৩৮ ॥ এইরূপে যজ্ঞের নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা করিলে পর বরুণ তাঁহার প্রতি পরিতুষ্ট হইলেন। অনন্তর রাজার পরমসুন্দরী ভার্য্যা অচিরকাল মধ্যেই গর্ভধারণ করিলেন ॥ ৩৯ ॥ রাজা ভার্য্যাকে গর্ভবতী দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার গর্ভসংস্কারের নিমিত্ত যাবতীয় কর্ম্ম সম্পাদন করিলেন ॥ ৪০ ॥ রাজন্! অনন্তর রাজপত্নী সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন পুত্র প্রসব করিলে রাজা হরিশ্চন্দ্র অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বিধিপূর্ব্বক জাতকর্ম্মাদি সংস্কার করাইলেন এবং ব্রাহ্মণগণকে বহুতর হিরণ্য ও দুগ্ধবতী গাভী সকল দান করিলেন ॥ ৪১—৪২ ॥ এইরূপে রাজগৃহে যথা সময়ে বাহুল্যরূপে পুত্রজন্মের উৎসব আরম্ভ হইলে পর জলাধিপতি বরুণ বিপ্রবেশ ধারণপূর্ব্বক রাজভবনে আগমন করিলেন ॥ ৪৩ ॥ রাজাও তাঁহার বিধিবৎ পূজা করিয়া আসন প্রদানপূর্ব্বক কার্য্যজিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহাকে কহিলেন, রাজন্! আমি জলাধিপতি বরুণ, আপনি পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে আমি স্বীয় পুত্রকে পশুরূপে বলিদান করিয়া পরমপবিত্র নরমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব; তদনুসারে এক্ষণে তৎসমুদয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া সত্যবাদী হউন ॥ ৪৪—৪৫ ॥ রাজা তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিহ্বল ও মর্ম্মাহত হইলেন,

স্বামিন্! করোমি তং যজ্ঞং সর্ব্বথা বিধিপূর্ব্বকম্।
ময়া তে যৎ প্রতিজ্ঞাতং ভবামি সত্যবাগহম্ ॥ ৪৭ ॥
পূর্ণে মাসে বিশুধ্যেত ধর্ম্মপত্নী সুরোত্তম!।
বিশুদ্ধায়াস্তু ভার্য্যায়াং কর্ত্তব্যঃ মপশুর্মখঃ ॥ ৪৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তে বচনে রাজ্ঞা বরুণঃ স্বগৃহং গতঃ।
রাজা বভূব সন্তুষ্টঃ কিঞ্চিচ্চিন্তাতুরস্তথা ॥ ৪৯ ॥
পূর্ণে মাসি পুনঃ পাশী পরীক্ষার্থং নৃপালয়ে।
আজগাম দ্বিজো ভূত্বা সুবেশঃ সুষ্ঠুভাষকঃ ॥ ৫০ ॥
কৃতার্হণং সুখাসীনং ভূপতিস্তং সুরোত্তমম্।
উবাচ বিনয়োপেতো হেতুগর্ভং বচস্তদা ॥ ৫১ ॥
অসংস্কৃতং সুতং স্বামিন্! যূপে বধ্নামি তং কথম্।
সংস্কৃত্য ক্ষত্রিয়ং কৃত্বা যজেঽহং যজ্ঞমুত্তমম্ ॥ ৫২ ॥
দয়সে যদি দেব! ত্বং জ্ঞাত্বা দীনং স্বসেবকম্।
অসংস্কৃতস্য বালস্য নাধিকারোঽস্তি কুত্রচিৎ ॥ ৫৩ ॥

ভবামি ভবিষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৪৭—৫৬ ॥

এবং কিয়ৎক্ষণ পরে মানসিক দুঃখ সংবরণ করিয়া অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক বরুণদেবকে কহিতে লাগিলেন, প্রভো! আমি আপনার নিকট পূর্ব্বে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তদনুসারে সেই যজ্ঞ বিধিপূর্ব্বক সম্পাদন করিয়া আপনার নিকট সত্যবাদী হইব ॥৪৬—৪৭ ॥ কিন্তু, হে সুরসত্তম! একমাস পরিপূর্ণ হইলে আমার ধর্ম্মপত্নী সূতিকাশৌচ হইতে বিশুদ্ধ হইবেন, তদনন্তর আমার ভার্য্যা বিশুদ্ধা হইলে আমি সেই নরমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিব ॥ ৪৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! বরুণ হরিশ্চন্দ্র নৃপতির সেই বচন শ্রবণ করিয়া নিজগৃহে প্রস্থান করিলেন, রাজাও তাঁহার গমনে সন্তুষ্ট হইলেন পরন্তু পুত্রের বিনাশ শঙ্কায় কিঞ্চিৎ চিন্তাতুর হইলেন ॥ ৪৯ ॥ অনন্তর, এক মাস পরিপূর্ণ হইলে পাশধর প্রিয়বাদী পরম পবিত্র বিপ্রের বেশধারণ পূর্ব্বক নৃপতিকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার পার্থিবালয়ে আগমন করিলেন ॥ ৫০ ॥ তখন রাজা তাঁহার পূজা করিয়া আসন প্রদান করিলেন এবং বিনয় সহকারে হেতুগর্ভ বচনে বলিলেন, প্রভো! আমার পুত্র এক্ষণে অসংস্কৃত রহিয়াছে তাহাকে কিরূপে যূপকাষ্ঠে বন্ধন করিব? অতএব তাহাকে সংস্কার দ্বারা ক্ষত্রিয় করিয়া তদনন্তর সেই উত্তম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব ॥ ৫১—৫২ ॥ দেব! যদি আমাকে দীন ও

বরুণ উবাচ।

প্রতারয়সি রাজেন্দ্র ! কৃত্বা সময়মগ্রতঃ।
ত্বস্ত্যজস্তব জানামি সুতস্নেহো হ্যপুত্রিণঃ ॥ ৫৪ ॥
গৃহং ব্রজামি ভূপাল ! বচনাত্তব কোমলাৎ।
কিয়ৎ কালং প্রতীক্ষ্যাহমাগমিষ্যামি তে গৃহম্ ॥ ৫৫ ॥
ভবিতব্যং ত্বয়া তাত ! তদা সত্যবচোঽন্বিতম্।
অন্যথা ত্বয়ি মুঞ্চামি কোপং শাপসমন্বিতম্ ॥ ৫৬ ॥

রাজোবাচ।

সমাবর্ত্তনকর্ম্মান্তে সর্ব্বথা যাদসাম্পতে !।
কৃত্বা পুত্রং পশুং যজ্ঞে যজিষ্যে বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ৫৭ ॥

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং রাজ্ঞো বরুণঃ প্রীতমানসঃ।
তথেত্যুক্ত্বা যযৌ তূর্ণং নৃপস্তু সুস্থিতোঽভবৎ ॥ ৫৮ ॥
রোহিতাখ্য ইতি খ্যাতঃ সুতস্তস্য বিবৃদ্ধিমান্।
সঞ্জাতশ্চতুরঃ সর্ব্ববিদ্যানাঞ্চ বিশারদঃ ॥ ৫৯ ॥

(সমাবর্ত্তনেতি। বেদাধ্যয়নান্তরং গার্হস্থাধিকারপ্রয়োজকঃ কর্ম্মবিশেষঃ সমাবর্ত্তনম্ ॥ ৫৭—৬৪ ॥)

আপনার সেবক জানিয়া আমার প্রতি করুণা প্রকাশ করেন তবে আমি কৃতার্থ হই; দেখুন, অসংস্কৃত বালকের কোনও বিষয়ে অধিকার নাই, সুতরাং আপনি কিছুকাল অপেক্ষা করুন ॥ ৫৩ ॥

বরুণ বলিলেন, রাজন্ ! তুমি আমাকে প্রতারণা করিয়া পর পর সময় নির্দ্ধারণ করিতেছ; আমি বুঝিলাম, তুমি অপুত্র ছিলে বলিয়া এক্ষণে তোমার পুত্রস্নেহ অপরিত্যাজ্য হইয়া উঠিয়াছে ॥৫৪॥ যাহা হউক, ভূপাল ! তোমার কাতরবচনে আমি এক্ষণে গৃহে গমন করিতেছি কিন্তু কিয়ৎকাল প্রতীক্ষা করিয়া পুনর্ব্বার তোমার গৃহে আগমন করিব ॥ ৫৫ ॥ বৎস ! তখন যেন তোমার বাক্য সত্য হয় আর যদি ইহার অন্যথা হয় তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই তোমার উপর শাপসমন্বিত কোপ-পাবক নিক্ষেপ করিব ॥ ৫৬ ॥

রাজা কহিলেন, হে জলাধিপতে ! সমাবর্ত্তন কর্ম্ম সমাপনান্তে আমি স্বপুত্রকে পশু করিয়া বিধিপূর্ব্বক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব সন্দেহ নাই ॥ ৫৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, বরুণ রাজার বচন শ্রবণ করিয়া প্রীতিপূর্ণ মানসে তথাস্তু বলিয়া সত্বর গমন করিলেন, তখন রাজাও সুস্থির হইলেন ॥ ৫৮ ॥ এদিকে হরিশ্চন্দ্র রাজার পুত্র রোহিতাখ্য নামে বিখ্যাত হইল এবং বয়োবৃদ্ধি সহকারে ক্রমে ক্রমে চতুর ও সর্ব্ববিদ্যায় বিশারদ

যজ্ঞস্য কারণং তেন জ্ঞাতং সর্ব্বং সবিস্তরম্।
ভয়ভীতস্ততঃ সোঽতি মত্বা মরণমাত্মনঃ ॥ ৬০ ॥
কৃত্বা পলায়নং বীরো গতোঽসৌ গিরিগহ্বরে।
অগম্যে নৃপতেঃ কামং স্থিতস্তত্র ভয়াতুরঃ ॥ ৬১ ॥
প্রাপ্তে কালেঽথ বরুণো যজ্ঞার্থী নৃপতের্গৃহম্।
গত্বা তমাহ ভূপালং কুরু যজ্ঞং বিশাম্পতে ! ॥ ৬২॥
প্রম্লানবদনো রাজা তমাহ ব্যথিতেন্দ্রিয়ঃ।
কিং করোমি গতঃ কাপি সুতো মে সুরসত্তম ! ॥ ৬৩ ॥
শ্রুত্বা তদ্বচনং রাজ্ঞঃ কুপিতো যাদসাম্পতিঃ।
শশাপ তং নৃপং কোপাদসত্যবাদিনং ভৃশম্ ॥ ৬৪ ॥
জলোদরাভিধো ব্যাধির্দেহে ভবতু তে নৃপ !।
যতঃ প্রতারিতশ্চাহং কৃত্বা কপটপণ্ডিত ! ॥ ৬৫ ॥
ইতি শপ্ত্বা যযৌ ধাম স্বকং পাশধরস্তদা।
রাজা চিন্তাতুরস্তস্থৌ ভবনে ব্যাধিপীড়িতঃ ॥ ৬৬ ॥
যদাতিব্যাধিতো রাজা রোগেণ শাপজেন হ।
তদা শুশ্রাব পুত্ত্রোঽপি পিতরং ব্যাধিপীড়িতম্ ॥ ৬৭ ॥

কৃত্বেতি। সময়মিতি শেষঃ ॥ ৬৫—৬৯ ॥

হইয়া উঠিল ॥ ৫৯ ॥ সেই বালক ক্রমে ক্রমে যজ্ঞের কারণ সমস্ত সবিস্তার অবগত হইয়া আত্মমরণ নিশ্চয় করত ভয়ে ভীত হইল এবং সত্বর নৃপতির নিকট হইতে পলায়ন করিয়া অগম্য গিরিগহ্বরে ভীতমানসে অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ৬০—৬১ ॥ অনন্তর যথা কাল উপস্থিত হইলে বরুণ যজ্ঞার্থী হইয়া রাজভবনে গমন পূর্ব্বক ভূপতিকে কহিলেন, রাজন্! এক্ষণে নিয়মিত সময় উপস্থিত, অতএব নিজ সংকল্পিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন ॥ ৬২ ॥ তখন রাজা ইহা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবং অতি ম্লানবদনে কহিলেন, সুরসত্তম! এক্ষণে আমি কি করিব, আমার পুত্র প্রাণভয়ে কোথায় পলায়ন করিয়াছে ॥ ৬৩ ॥ বরুণ রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় কুপিত হইলেন এবং অভিশাপ দিলেন যে, অসত্যবাদিন্! তুমি কপট-পণ্ডিত, সেই জন্য আমাকে বারংবার প্রতারণা করিতেছ অতএব তোমার দেহে জলোদর নামক ব্যাধি উৎপন্ন হউক ॥ ৬৪—৬৫ ॥ পাশধারী বরুণ এইরূপ অভিশাপ প্রদানপূর্ব্বক নিজগৃহে গমন করিলেন রাজাও ব্যাধিপীড়িত এবং চিন্তাতুর হইয়া নিজগৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৬৬ ॥ যখন

পান্থিকঃ প্রাহ পুত্রং হি পিতা তে ভৃশদুঃখিতঃ ।
জলোদরবিকারেণ শাপজেন নৃপাত্মজ ! ॥ ৬৮ ॥
বিনষ্টং জীবিতং তেঽদ্য বৃথা জাতস্য দুর্ম্মতে ! ।
যৎ ত্যক্ত্বা পিতরং দুঃস্থং প্রাপ্তোঽসি গিরিগহ্বরম্ ॥ ৬৯ ॥
কিমনেন শরীরেণ প্রাপ্তং তে জন্মনঃ ফলম্ ।
দেহদং দুঃখিতং কৃত্বা স্থিতোঽস্যত্র সুতাধম ! ॥ ৭০ ॥
প্রাণাস্ত্যাজ্যাঃ পিতুঃ কার্য্যে সৎপুত্রেণেতি নিশ্চয়ঃ ।
ত্বদর্থে দুঃখিতো রাজা ক্রন্দতি ব্যাধিপীড়িতঃ ॥ ৭১ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তদাকর্ণ্য বচস্তথ্যং পান্থিকাদ্ধর্ম্মসংযুতম্ ।
যদা চক্রে মনো গন্তুং দ্রষ্টুস্তাতং ব্যথাতুরম্ ॥ ৭২ ॥
তদা বিপ্রবপুর্ভূত্বা বাসবস্তমুপাগমৎ ।
রহঃ প্রাহ হিতং বাক্যং দয়াবানিব ভারত ! ॥ ৭৩ ॥

দেহদং পিতরমিত্যর্থঃ ॥ ৭০—৭৩ ॥

রাজা হরিশ্চন্দ্র অভিশাপ জনিত রোগে অত্যন্ত পীড়িত হইতে লাগিলেন, তখন তাঁহার পুত্র রোহিত শুনিতে পাইল যে, তাহার পিতা জলোদর রোগে অতিশয় পরিপীড়িত হইতেছেন ॥ ৬৭ ॥ কোনদিবস এক পথিক তাঁহাকে কহিল, নৃপনন্দন ! তোমার পিতা শাপজনিত জলোদর রোগে অতিশয় পীড়িত ও দুঃখিত হইয়াছেন ; তোমার নিশ্চয়ই দুর্ম্মতি ঘটিয়াছে, তুমি বৃথাই জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তোমার জীবন বৃথাই বিনষ্ট হইল যেহেতু তুমি অতি দুঃখিত পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া এখনও গিরিগহ্বরে অবস্থিতি করিতেছ ॥ ৬৮—৬৯॥ তুমি নিশ্চয়ই কুপুত্র ; তোমার এই শরীরে প্রয়োজন কি ? তোমার জন্ম লাভের ফল কি হইল ? যাহা হইতে এই শরীর উৎপন্ন হইয়াছে তুমি সেই পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া এই নির্জ্জন গিরিগহ্বরে অবস্থিত রহিয়াছ ? ॥ ৭০ ॥ তুমি নিশ্চয় জানিও যে, পিতার কার্য্যে প্রাণ পরিত্যাগ করাই সৎপুত্রের কার্য্য, অতএব এক্ষণে অধিক আর কি বলিব তোমার পিতা রাজা হরিশ্চন্দ্র ব্যাধিপীড়িত হইয়া তোমার নিমিত্ত দুঃখে নিরন্তর রোদন করিতেছেন ॥ ৭১ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! নৃপনন্দন রোহিত পথিকের মুখে ধর্ম্মসঙ্গত সেই বচন শ্রবণ করিয়া যখন ব্যাধিপীড়িত ও দুঃখিত পিতাকে দেখিবার নিমিত্ত তৎসমীপে গমন করিতে মানস করিল, তখন ইন্দ্র বিপ্রবেশ ধারণ করিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং

মূর্খোঽসি রাজপুত্র ! ত্বং গমনায় মতিং বৃথা ।
করোষি পিতরং ত্বদ্য ন জানাসি ব্যথাযুতম্ ॥ ৭৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে আড়ীবকমহাযুদ্ধ-কারণকীর্ত্তনং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

(ন জানাসীতি। পিতৃপক্ষীয়াৎ কস্মাদপি ক্বাপি পিতৃপীড়াবার্ত্তা ন প্রাপ্তেতি ভাবঃ ॥ ৭৪ ॥)

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

নির্জ্জনে দয়াবানের ন্যায় হিতবাক্যে বলিতে লাগিলেন ॥ ৭২—৭৩ ॥ রাজপুত্র ! তুমি মূর্খ, তুমি এখন এখানে থাকিয়া তোমার পিতা ব্যথিত হইয়াছেন কি না তাহা নিশ্চয়রূপে জানিতেছ না, তবে বৃথা কেন সেই স্থানে গমন করিবার বাসনা করিতেছ ? ॥ ৭৪ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে আড়ীবকযুদ্ধের কারণ কথন নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

ইন্দ্র উবাচ।

সাহসং কৃতবান্ রাজা পূর্ব্বং যৎ কথিতো মখঃ।
বরুণায় প্রতিজ্ঞাতঃ পুত্রং কৃত্বা পশুং প্রিয়ম্ ॥ ১ ॥
গতে ত্বয়ি পিতা পুত্রং বদ্ধা যূপেঽঘৃণঃ পুনঃ।
পশুং কৃত্বা মহাবুদ্ধে! বধিষ্যতি ব্যথাতুরঃ ॥ ২ ॥
ইত্থং নিষিদ্ধস্তৎপুত্রঃ শক্রেণামিততেজসা।
স্থিতস্তত্রৈব মায়েশীমায়য়া মোহিতো ভৃশম্ ॥ ৩ ॥
যদা পুনঃ পুনঃ শ্রুত্বা পিতরং রোগপীড়িতম্।
গমনায় মতিং চক্রে তদেন্দ্রঃ প্রত্যষেধয়ৎ ॥ ৪ ॥
হরিশ্চন্দ্রোঽতিদুঃখার্ত্তঃ পপ্রচ্ছ গুরুমন্তিকে।
স্থিতং বশিষ্ঠমেকান্তে সর্ব্বজ্ঞং হিততৎপরম্ ॥ ৫ ॥

চতুর্ভিরধিকৈঃ পঞ্চাশদ্ভিঃ পদ্যৈরনন্তরম্।
শুনঃশেপকথান্তে চ যুদ্ধমাড়ীবকং স্মৃতম্ ॥

পিতুর্গৃহে গম্যতে চেৎ পিতা তব নরমেধং ত্বৎপশুকং করিষ্যতি তস্মান্মা গমস্তত্রেত্য-ভিপ্রায়েণ পিতুর্ব্বৃত্তান্তমিন্দ্রো বোধয়তি সাহসমিতি। প্রিয়ং পুত্রং পশুং কৃত্বা কথিতো বেদেষূক্তো মখো নরমেধো বরুণায় পূর্ব্বং প্রতিজ্ঞাত ইতি যত্তদ্রাজা সাহসং কৃতবানি-ত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

ততঃ কিং তত্রাহ গতে ত্বয়ীতি। অঘৃণ ইতি ছেদঃ। ব্যথাতুরঃ পীড়িতঃ ॥ ২ ॥

স্থিতস্তত্রৈবেতি। পিতৃগৃহং ন গত ইত্যর্থঃ। মায়েশী মায়াস্বামিনী ভগবতী ব্রহ্মচিদ্রূ-পিণী তস্যা মায়য়া মোহিত ইত্যর্থঃ ॥ ৩—৬ ॥

ইন্দ্র কহিলেন, নৃপনন্দন! পূর্ব্বে রাজা হরিশ্চন্দ্র বরুণের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার প্রীতির নিমিত্ত প্রিয় পুত্রকে পশু করিয়া নরমেধ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। তাঁহার এরূপ প্রতিজ্ঞা করা অত্যন্ত সাহসের কার্য্যই হইয়াছে ॥ ১ ॥ নৃপনন্দন! তুমি অতিশয় বুদ্ধিমান্ তুমি কি বুঝিতেছ না যে, তুমি তথায় গমন করিলে তোমার ব্যাধি-পীড়িত কাতর পিতা এক্ষণে নির্দ্দয় হইয়া তোমাকে পশু করত যূপে বন্ধনপূর্ব্বক বধ করিবে ॥ ২ ॥ অমিততেজা ইন্দ্র তাহাকে এইরূপে নিষেধ করিলে সেই রাজপুত্র মহামায়ার মায়াবশে মোহিত হইয়া সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ৩ ॥ মহারাজ! এইরূপে যখনই সে পুনঃ পুনঃ তাহার পিতাকে অতিশয় পীড়িত শ্রবণ করিয়া তৎসমীপে গমন করিতে মানস করিল তখনই ইন্দ্র তথায় আসিয়া তাহাকে নিষেধ করিতে লাগিল ॥ ৪ ॥

রাজোবাচ।

ভগবন্! কিং করোম্যদ্য কাতরোঽস্মি ব্যথাকুলঃ।
ত্রাহি মাং দুঃখমনসং মহাব্যাধিভয়াতুরম্ ॥ ৬ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

শৃণু রাজন্নুপায়োঽস্তি রোগনাশং প্রতি স্তুতঃ।
ত্রয়োদশবিধাঃ পুত্রাঃ কথিতা ধর্ম্মসংগ্রহে ॥ ৭ ॥
তস্মাৎ ক্রীতং সুতং কৃত্বা যজস্ব মখমুত্তমম্।
দ্রব্যং দত্ত্বা যথোদ্দিষ্টমানয়স্ব দ্বিজোত্তমম্ ॥ ৮ ॥
এবং কৃতে মখে ভূপ! রোগনাশো ভবিষ্যতি।
বরুণোঽপি প্রসন্নাত্মা ভবিষ্যতি যথাসুখম্ ॥ ৯ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা রাজা প্রোবাচ মন্ত্রিণম্।
অন্বেষয় মহাবুদ্ধে! বিষয়েষ্বতিযত্নতঃ ॥ ১০ ॥
কদাচিৎ কোঽপি লোভার্থী দদাতি স্বসুতং পিতা।
সমানয় ধনং দত্ত্বা যাবৎ প্রার্থয়তেঽপ্যসৌ ॥ ১১ ॥

ত্রয়োদশবিধা ইতি। ঔরসক্ষেত্রজদত্রিমকৃত্রিমক্রীতাদয়ো মনুস্মৃতিপ্রসিদ্ধাঃ। ধর্ম্মসংগ্রহে ধর্ম্মশাস্ত্রে ॥ ৭—৯ ॥

বিষয়েষু দেশেষু ॥ ১০ ॥

এদিকে, রাজা হরিশ্চন্দ্র সাতিশয় দুঃখার্ত্ত হইয়া সর্ব্বজ্ঞ ও হিতসাধক কুলগুরু বশিষ্ঠদেবকে সন্নিহিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! এক্ষণে আমি কি করিব, আমি ব্যাধির যাতনায় আকুল ও কাতর এবং এই মহাব্যাধির ভয়ে অত্যন্ত আতুর ও দুঃখিত হইয়াছি, আপনি এক্ষণে আমাকে সদুপদেশ প্রদান করিয়া পরিত্রাণ করুন ॥ ৫—৬ ॥

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাজন্! আপনার রোগ বিনাশের নিমিত্ত উত্তম উপায় রহিয়াছে; দেখুন, ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত আছে যে, ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্রিম, কৃত্রিম ও ক্রীতাদিভেদে পুত্র ত্রয়োদশ প্রকার; অতএব, আপনি যথাবিহিত মূল্য প্রদান পূর্ব্বক একটী উত্তম ব্রাহ্মণ-শিশু ক্রয় করুন এবং তদ্দ্বারা সেই উত্তম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন ॥ ৭—৮ ॥ মহারাজ! এইরূপ করিলে পর বরুণ প্রসন্ন হইয়া সুখী হইবেন এবং তাহা হইলে আপনার রোগও অবশ্যই বিনষ্ট হইবে ॥ ৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! রাজা হরিশ্চন্দ্র বশিষ্ঠের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মন্ত্রীকে কহিলেন, মন্ত্রিবর! তোমার বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ অতএব তুমিই পরম যত্নসহকারে আমার

সর্ব্বথৈব সমানেয়ো যজ্ঞার্থে দ্বিজবালকঃ।
ন কার্য্যা কৃপণা বুদ্ধিস্ত্বয়া মৎকার্য্যহেতবে ॥ ১২ ॥
প্রার্থনীয়স্ত্বয়া পুত্রঃ কস্যচিদ্‌দ্বিজবাদিনঃ।
দ্রব্যেণ দেহি যজ্ঞার্থং কর্ত্তব্যোঽসৌ পশুঃ কিল ॥ ১৩ ॥
ইতি সঞ্চোদিতস্তেন সচিবঃ কার্য্যহেতবে।
অন্বেষয়ামাস পুরে গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে ॥ ১৪ ॥
এবমন্বেষতস্তস্য বিষয়ে কশ্চিদাতুরঃ।
নির্দ্ধনস্ত্রিসুতশ্চাসীদজীগর্ত্তেতি নামতঃ ॥ ১৫ ॥
তস্য পুত্রং শুনঃশেপং মধ্যমং মন্ত্রিসত্তমঃ।
আনয়ামাস দত্ত্বার্থং প্রার্থিতং যদ্ধনং তদা ॥ ১৬ ॥
সমানীয় শুনঃশেপং সচিবঃ কার্য্যতৎপরঃ।
রাজ্ঞে নিবেদয়ামাস পশুযোগ্যং দ্বিজাত্মজম্ ॥ ১৭ ॥
রাজাতিমুদিতস্তেন বিপ্রানানীয় সর্ব্বতঃ।
কারয়ামাস সম্ভারান্ যজ্ঞার্থং বেদবিত্তমান্ ॥ ১৮ ॥

অসৌ পিতা যাবদ্ধনং প্রার্থয়তে তাবদদস্বেত্যন্বয়ঃ ॥ ১১—১২ ॥

দ্বিজবাদিনঃ ব্রাহ্মণস্যেত্যর্থঃ। প্রার্থনাস্বরূপমাহ দ্রব্যেণ দেহীতি। ইতি প্রার্থনীয় ইতি শেষঃ ॥ ১৩—২২ ॥

রাজ্যমধ্যে একটী ব্রাহ্মণ-সন্তানের অন্বেষণ কর ॥ ১০ ॥ যদি কদাচিৎ কোনও দরিদ্র ব্রাহ্মণ অর্থলোভে আপন পুত্রকে প্রদান করেন, তবে তিনি যত অর্থ প্রার্থনা করিবেন তৎসমস্তই প্রদান করিয়া তাঁহার পুত্রকে আনয়ন কর ॥ ১১ ॥ মন্ত্রিবর! তুমি যেরূপে পার যজ্ঞের নিমিত্ত দ্বিজ বালককে অবশ্যই আনয়ন করিবে, ফলত আমার কার্য্য সাধনের নিমিত্ত কথাচই কৃপণতা বা আলস্য করিও না ॥ ১২ ॥ তুমি কোনও ব্রাহ্মণকে এইরূপে প্রার্থনা করিবে যে, অর্থ গ্রহণ করিয়া যজ্ঞের নিমিত্ত আপনার পুত্রকে প্রদান করুন, আমরা এই বালককে যজ্ঞে পশুরূপে বলি দিয়া আহুতি প্রদান করিব ॥ ১৩ ॥ মন্ত্রী নৃপতি কর্ত্তৃক এইরূপে যজ্ঞকার্য্যের নিমিত্ত আদিষ্ট হইয়া নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে ও গৃহে গৃহে ব্রাহ্মণ-শিশুর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥ এইরূপে অন্বেষণ করিতে করিতে অবগত হইলেন যে, তাঁহার অধিকারে অজীগর্ত্ত নামক এক আতুর দরিদ্র ব্রাহ্মণের তিনটি পুত্র আছে ॥ ১৫ ॥ অনন্তর, মন্ত্রিবর সেই ব্রাহ্মণকে প্রার্থিত ধন প্রদান করিয়া তাঁহার শুনঃশেপ নামক মধ্যম পুত্রকে ক্রয় করিয়া আনয়ন করিলেন ॥ ১৬ ॥ কার্য্যকুশল সচিব শুনঃশেপকে রাজার নিকট আনয়ন করিয়া "এই দ্বিজপুত্র পশুযোগ্য" এই বলিয়া সমর্পণ করিলেন ॥ ১৭ ॥

প্রারব্ধে তু মখে তত্র বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
বদ্ধং দৃষ্ট্বা শুনঃশেপং নিষিষেধ নৃপং তদা ॥ ১৯ ॥
রাজন্‌! মা সাহসং কার্ষীর্মু ঞ্চৈনং দ্বিজবালকম্‌।
প্রার্থয়াম্যহমায়ুষ্মন্‌! সুখং তেঽদ্য ভবিষ্যতি ॥ ২০ ॥
ক্রন্দত্যয়ং শুনঃশেপঃ করুণা মাং দুনোত্যপি।
দয়াবান্‌ ভব রাজেন্দ্র! কুরু মে বচনং নৃপ! ॥ ২১ ॥
পরদেহস্য রক্ষার্থে স্বদেহং যে দয়াপরাঃ।
দদতি ক্ষত্রিয়াঃ পূর্ব্বং স্বর্গকামাঃ শুচিব্রতাঃ ॥ ২২ ॥
ত্বং স্বদেহস্য রক্ষার্থং হংসি দ্বিজসুতং বলাৎ।
পাপং মা কুরু রাজেন্দ্র! দয়াবান্‌ ভব বালকে ॥ ২৩ ॥
সর্ব্বেষাং সদৃশী প্রীতির্দেহে বেৎসি স্বয়ং নৃপ!।
মুঞ্চৈনং বালকং তস্মাৎ প্রমাণং যদি মে বচঃ ॥ ২৪ ॥

ত্বং দ্বিজসুতং স্বদেহস্য রক্ষার্থং হংসীদমনুচিতমিতি ভাবঃ ॥ ২৩—২৫ ॥

তখন রাজা অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত উত্তম উত্তম বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন পূর্ব্বক সমস্ত যজ্ঞের সামগ্রী সম্ভার আহরণ করিলেন ॥ ১৮ ॥ যখন যজ্ঞ আরব্ধ হইল সেই সময় মহামুনি বিশ্বামিত্র শুনঃশেপকে বদ্ধ দেখিয়া রাজাকে নিষেধ করিয়া কহিলেন; মহারাজ! ইহাকে বলিদান করিতে সাহস করিবেন না, এই দ্বিজ বালককে পরিত্যাগ করুন, আয়ুষ্মন্‌! আমি অদ্য আপনার নিকট এই বিষয় প্রার্থনা করিতেছি আপনি ইহা করিলে পর তাহাতে আপনার অবশ্যই মঙ্গল হইবে সন্দেহ নাই ॥ ১৯—২০ ॥ রাজেন্দ্র! এই শুনঃশেপ ক্রন্দন করিতেছে, তাহাতে আমার মনে অত্যন্ত করুণা উদিত হইয়া আমাকে অত্যন্ত ব্যথিত করিতেছে। রাজেন্দ্র! আপনি আমার বচন শ্রবণে দয়া করিয়া এই দ্বিজবালককে ছাড়িয়া দিউন্‌ ॥ ২১ ॥ দেখুন, পূর্ব্বে শুদ্ধশীল ক্ষত্রিয় রাজগণ স্বর্গ কামনা করিয়া পরদেহের রক্ষার নিমিত্ত নিজ দেহ প্রদান করিতেন, আর আপনি এক্ষণে নিজ দেহ রক্ষার নিমিত্ত বলপূর্ব্বক দ্বিজপুত্রকে বিনাশ করিতেছেন, ইহা কতদূর পাপকর কার্য্য হইতেছে তাহা আপনিই বিচার করিয়া দেখুন, ফলত এরূপ পাপাচরণ করিবেন না আপনি এই বালকের প্রতি দয়াবান্‌ হউন্‌ ॥ ২২—২৩ ॥ মহারাজ! সকল ব্যক্তিরই আপন আপন দেহে সমান সমান প্রীতি বিদ্যমান তাহা আপনি স্বয়ংই অনুভব করিতেছেন, অতএব এক্ষণে যদি আমার বাক্য প্রমাণ বলিয়া মনে করেন তাহা হইলে এই ব্রাহ্মণ বালককে পরিত্যাগ করুন ॥ ২৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

অনাদৃত্য চ তদ্বাক্যং রাজা দুঃখাতুরো ভৃশম্।
ন মুমোচ মুনিস্তস্মৈ চুকোপাতীব তাপসঃ॥ ২৫॥
উপদেশং দদৌ তস্মৈ শুনঃশেপায় কৌশিকঃ।
মন্ত্রং পাশধরস্যাথ দয়াবান্ বেদবিত্তমঃ॥ ২৬॥
শুনঃশেপোঽপি তং মন্ত্রমসকৃদ্বধকর্শিতঃ।
প্লুতস্বরেণ চুক্রোশ সংস্মরন্ বরুণং ভৃশম্॥ ২৭॥
স্তুবন্তং মুনিপুত্রং তং জ্ঞাত্বা বৈ যাদসাম্পতিঃ।
তত্রাগত্য শুনঃশেপং মুমোচ করুণার্ণবঃ॥ ২৮॥
রোগহীনং নৃপং কৃত্বা বরুণং স্বগৃহং যযৌ।
বিশ্বামিত্রস্তু তং পুত্রং কৃতবান্মোচিতং মৃতেঃ॥ ২৯॥
ন কৃতং বচনং রাজ্ঞা কৌশিকস্য মহাত্মনঃ।
রোষং দধার মনসা রাজোপরি স গাধিজঃ॥ ৩০॥
একস্মিন্ সময়ে রাজা হয়ারূঢ়ো বনং গতঃ।
শূকরং হন্তুকামস্তু মধ্যাহ্নে কৌশিকীতটে॥ ৩১॥

পাশধরস্য বরুণস্য॥ ২৬॥
প্লুতস্বরেণাক্রোশেন জজাপেত্যর্থঃ॥ ২৭—২৮॥
মৃতের্মরণান্মোচিতং মুক্তং কৃতবানিত্যর্থঃ॥ ২৯
গাধিজো বিশ্বামিত্রঃ॥ ৩০—৩১॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! রাজা হরিশ্চন্দ্র ব্যাধি দ্বারা অতিশয় দুঃখাতুর ছিলেন বলিয়াই তৎকালে তাঁহার বাক্যে অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক সেই দ্বিজ বালককে পরিত্যাগ করিলেন না, তাহাতে পরম তপস্বী বিশ্বামিত্রও রাজার প্রতি অতিশয় কুপিত হইলেন॥ ২৫॥ তখন বেদবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র শুনঃশেপের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া তাহাকে বরুণ মন্ত্রের উপদেশ করিলেন॥ ২৬॥ শুনঃশেপও প্রাণভয়ে অতি কাতর হইয়া বরুণকে স্মরণ করত প্লুতস্বরে সেই মন্ত্র বারংবার উচ্চারণ করিতে লাগিল॥২৭॥ করুণার্ণব বরুণ, দ্বিজপুত্র স্তব করিতেছে ইহা জানিয়া সেই স্থানে আগমন পূর্ব্বক শুনঃশেপের বন্ধন মুক্ত করিয়া দিলেন এবং রাজাকে রোগহীন করিয়া নিজালয়ে গমন করিলেন। এইরূপে মহর্ষি বিশ্বামিত্র সেই মুনিকুমারকে মৃত্যুমুখ হইতে পরিত্রাণ করিয়া পরম আনন্দিত হইলেন॥ ২৮—২৯॥ রাজা হরিশ্চন্দ্র মহাত্মা বিশ্বামিত্রের বচন পালন করেন নাই বলিয়া তদবধি গাধিপুত্র মনে মনে সেই রাজার প্রতি রুষ্ট হইয়া রহিলেন॥ ৩০॥

বৃদ্ধব্রাহ্মণবেশেন বিশ্বামিত্রেণ বঞ্চিতঃ।
সর্ব্বস্বং প্রার্থিতং তস্য গৃহীতং রাজ্যমদ্ভুতম্ ॥ ৩২ ॥
পীড়িতোঽসৌ হরিশ্চন্দ্রো যজমানো যতো ভৃশম্।
বশিষ্ঠঃ কৌশিকং প্রাহ বনে প্রাপ্তং যদৃচ্ছয়া ॥ ৩৩ ॥
ক্ষত্রিয়াধম দুর্ব্বুদ্ধে! বৃথা ব্রাহ্মণবেশভৃৎ।
বকধর্ম্ম বৃথা কিং ত্বং গর্ব্বং বহসি দাম্ভিক! ॥ ৩৪ ॥
কস্মাত্ত্বয়া নৃপশ্রেষ্ঠো যজমানো মমাপ্যসৌ।
অপরাধং বিনা জাল্ম! গমিতো দুঃখমদ্ভুতম্।
বকধ্যানপরো যস্মাত্তস্মাত্ত্বং বৈ বকো ভব ॥ ৩৫ ॥
ইতি শপ্তো বশিষ্ঠেন কৌশিকঃ প্রাহ তং পুনঃ।
ত্বমপ্যাড়ির্ভবায়ুষ্মন্! বকোঽহং যাবদেব হি ॥ ৩৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

এবং পরস্পরং দত্ত্বা শাপং তৌ ক্রোধপীড়িতৌ।
অণ্ডজৌ তরসা জাতৌ সরস্যাড়ীবকৌ মুনী ॥ ৩৭ ॥

রাজ্যমদ্ভুতমিতি। ইয়ং কথা বিস্তরেণ সপ্তমস্কন্ধে বক্ষ্যতে ॥ ৩২—৩৪ ॥
জাল্ম মূর্খ ॥ ৩৫—৩৭ ॥

এক দিন হরিশ্চন্দ্র অশ্বারোহণে বনগমন করিয়া মধ্যাহ্নকালে কৌশিকী নদীর তট প্রদেশে এক শূকরকে নিহত করিতে বাসনা করিলে বিশ্বামিত্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়া প্রার্থনাপূর্ব্বক তাঁহার সর্ব্বস্ব ও সমস্ত রাজ্য গ্রহণ করিলেন ॥ ৩১—৩২ ॥ আপনার যজমান রাজা হরিশ্চন্দ্র অত্যন্ত কষ্ট পাইতে লাগিলেন দেখিয়া মহর্ষি বশিষ্ঠ মনে মনে দুঃখিত ও ব্যথিত হইয়া রহিলেন এবং একদিন যদৃচ্ছাক্রমে বনমধ্যে বিশ্বামিত্রের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে কহিলেন, রে দুর্ব্বুদ্ধি ক্ষত্রিয় কুলাধম! তুই বৃথা ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়াছিস্ তোর ধর্ম্ম বকের ন্যায়, তুই দাম্ভিক, তুই বৃথা গর্ব্ব করিয়া থাকিস্। আমার যজমান রাজশ্রেষ্ঠ হরিশ্চন্দ্র, তাহার কোনও অপরাধ নাই, রে মূঢ়! তথাপি তুই তাঁহাকে কি জন্য এত কষ্ট দান করিতেছিস্। তুই বকের ন্যায় ধ্যানপরায়ণ অতএব বক হইয়া জন্মগ্রহণ কর ॥ ৩৩—৩৫ ॥ বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া তাঁহাকেও কহিলেন, বশিষ্ঠ! আমি যতকাল পর্য্যন্ত বক হইয়া থাকিব তুমিও ততদিন আড়ি অর্থাৎ শরালি নামক পক্ষী হইয়া অবস্থিতি করিতে থাক ॥ ৩৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! সেই ক্রোধাকুল মুনিদ্বয় এইরূপে পরস্পর পরস্পরকে শাপ প্রদান করিয়া উভয়েই সরোবরে শরারি ও বক পক্ষী হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন ॥৩৭॥ বক-

একস্মিন্ পাদপে নীড়ং কৃত্বাসৌ বকরূপভাক্।
বিশ্বামিত্রঃ স্থিতস্তত্র দিব্যে সরসি মানসে ॥ ৩৮ ॥
অন্যস্মিন্ পাদপে কৃত্বা বশিষ্ঠো নীড়মুত্তমম্ ॥
আড়ীরূপধরস্তস্থাবন্যোন্যং দ্বেষতৎপরৌ ॥ ৩৯ ॥
দিনে দিনে তৌ সংগ্রামং চক্রতুঃ ক্রোধসংযুতৌ।
দুঃখদং সর্ব্বলোকানাং ক্রন্দমানাবুভৌ ভৃশম্ ॥ ৪০ ॥
চঞ্চুপক্ষপ্রহারৈস্তু নখাঘাতৈঃ পরস্পরম্।
জঘ্নতু রুধিরক্লিন্নৌ পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ ॥ ৪১ ॥
এবং বহূনি বর্ষাণি পক্ষিরূপধরৌ মুনী।
স্থিতৌ তত্র মহারাজ! শাপপাশেন যন্ত্রিতৌ ॥ ৪২ ॥

রাজোবাচ।

কথং মুক্তৌ মুনিশ্রেষ্ঠৌ শাপাদ্বশিষ্ঠকৌশিকৌ।
তন্মমাচক্ষ্ব বিপ্রর্ষে! পরং কৌতূহলং হি মে ॥ ৪৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

যুধ্যমানাবুভৌ দৃষ্ট্বা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
তত্রাজগামানিমিষৈর্বৃতঃ সর্ব্বৈর্দয়াপরৈঃ ॥ ৪৪ ॥

নীড়ং পক্ষিগৃহম্ ॥ ৩৮—৪৩

রূপধারী বিশ্বামিত্র মানস সরোবরে একটী বৃক্ষোপরি নীড় নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥ বশিষ্ঠও আড়িরূপ ধারণ করিয়া অন্যতর বৃক্ষে কুলায় রচনা করত বসতি করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই ঋষিদ্বয় পরস্পর বিদ্বেষবিশিষ্ট হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥ সেই পক্ষীদ্বয় ক্রুদ্ধ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে অতি ঘোরতর সর্ব্বলোকের পীড়াকর কঠোর চীৎকার করিয়া প্রতি দিন সংগ্রাম করিতে লাগিল ॥৪০॥ তাহারা পরস্পর চঞ্চু ও পক্ষ প্রহার এবং নখাঘাত দ্বারা ক্ষতবিক্ষত ও রুধিরাপ্লুত হইয়া পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় প্রকাশমান হইল ॥ ৪১ ॥ পক্ষিরূপধারী ঋষিদ্বয় অভিশাপে অভিযন্ত্রিত হইয়া এইরূপে পরস্পর যুদ্ধ করিতে করিতে সেই স্থানে বহুশত বৎসর অতিবাহিত করিল ॥ ৪২ ॥

জনমেজয় কহিলেন, বিপ্রবর! সেই বশিষ্ঠ ও কৌশিক নামক ঋষিদ্বয় কিরূপে শাপ হইতে মুক্তিলাভ করিলেন তাহা আমাকে বলুন, ঋষিবর! এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার একান্ত কৌতূহল উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৪৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাদিগের উভয়কে যুদ্ধনিরত দর্শন করিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত দেবতাগণের সহিত সেই স্থানে আগমন করিলেন ॥ ৪৪ ॥ পদ্মাসন, তাঁহা-

তাবাশ্বাস্য জগৎকর্তা যুধ্যতোর্ব্বিনিবার্য্য চ।
শাপং সম্মোচয়ামাস তয়োঃ ক্ষিপ্তং পরস্পরম্ ॥ ৪৫ ॥
ততো জগ্মুঃ সুরাঃ সর্ব্বে স্বানি ধিষ্ণ্যানি পদ্মভূঃ।
সত্যলোকং জগামাশু হংসারূঢ়ঃ প্রতাপবান্ ॥ ৪৬ ॥
বিশ্বামিত্রোঽপ্যগাত্তূর্ণং বশিষ্ঠঃ স্বাশ্রমং গতঃ।
মিথঃ স্নেহং ততঃ কৃত্বা প্রজাপত্যুপদেশতঃ ॥ ৪৭ ॥
মৈত্রাবরুণিনাপ্যেবং কৃতং যুদ্ধমকারণম্।
কৌশিকেন সমং ভূপ ! দুঃখদঞ্চ পরস্পরম্ ॥ ৪৮ ॥
কো নাম মানবো লোকে দেবো বা দানবোঽপি বা।
অহঙ্কারজয়ং কৃত্বা সর্ব্বদা সুখভাগ্ ভবেৎ ॥ ৪৯ ॥
তস্মাদ্রাজংশ্চিত্তশুদ্ধির্মহতামপি দুর্ল্লভা।
যত্নেন সাধনীয়া সা তদ্বিহীনং নিরর্থকম্ ॥ ৫০ ॥
তীর্থং দানং তপঃ সত্যং যৎকিঞ্চিদ্ধর্ম্মসাধনম্ ॥ ৫১ ॥
"শ্রদ্ধাত্র ত্রিবিধা প্রোক্তা সাত্ত্বিকী রাজসী তথা।
তামসী সর্ব্বদেহেষু দেহিনাং ধর্ম্মকর্ম্মসু ॥ ১ ॥

অনিমিষৈর্দ্দেবগণৈঃ ॥ ৪৪—৪৭ ॥
মৈত্রাবরুণিনা শান্তেন বশিষ্ঠেনাপীত্যর্থঃ ॥ ৪৮—৪৯ ॥
চিত্তশুদ্ধের্দৌর্ল্লভ্যদর্শনার্থমিয়ং কথা দৃষ্টান্তার্থং গৃহীতা তামুপসংহরতি তস্মাদ্রাজন্নিতি। নিরর্থকমিত্যস্যোত্তরত্রান্বয়ঃ ॥ ৫০—৫১ ॥

দিগকে যুদ্ধ হইতে নিবারিত ও আশ্বাসিত করিয়া পরস্পর-প্রদত্ত শাপ হইতে পরস্পরকে মোচন করিয়া দিলেন ॥ ৪৫ ॥ অনন্তর, সুরগণ নিজ নিজ আলয়ে এবং প্রভাবশালী পদ্মাসন হংস আরোহণে সত্যলোকে গমন করিলেন ॥ ৪৬ ॥ তৎপরে মহর্ষি বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র, প্রজাপতির উপদেশানুসারে পরস্পর প্রণয় ও স্নেহবন্ধন সম্পাদন করিয়া আপন আপন আশ্রমে গমন করিলেন ॥ ৪৭ ॥ রাজন্ ! আপনি দেখুন যে, এক্ষণে মিত্রাবরুণ তনয় মহর্ষি বশিষ্ঠও বিশ্বামিত্রের সহিত অকারণে দুঃখপ্রদ যুদ্ধ করিয়াছিলেন ॥ ৪৮ ॥ অতএব এই অখিল মধ্যে কোন্ মানব, দানব বা দেবতা অহঙ্কার জয় করিয়া সর্ব্বদা সুখভাগী হইতে পারেন ? ॥ ৪৯ ॥ অতএব হে পার্থিব ! চিত্তের শুদ্ধি মহদ্ ব্যক্তিদিগেরও দুর্লভ ; পরম যত্ন-সহকারে তাহার সাধন করিতে হয়। চিত্তশুদ্ধিবিহীন মানবগণের তীর্থ, দান, তপস্যা, সত্য এবং অন্য যাহা কিছু ধর্ম্মসাধন তৎসমস্তই নিরর্থক জানিবেন ॥ ৫০—৫১ ॥ "রাজন্ ! দেহিগণের ধর্ম্মকর্ম্ম বিষয়ে সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসীভেদে তিন প্রকার শ্রদ্ধা কথিত

সাত্ত্বিকী দুর্লভা লোকে যথোক্তফলদা সদা।
তদর্দ্ধফলদা প্রোক্তা রাজসী বিধিসংযুতা ॥ ২ ॥
তামসী ত্বফলা রাজন্! ন তু কীর্ত্তিকরী পুনঃ।
কামক্রোধাভিভূতানাং জনানাং নৃপসত্তম! ॥ ৩ ॥”
বাসনারহিতং কৃত্বা তচ্চিত্তং শ্রবণাদিনা।
তীর্থাদিষু বসেন্নিত্যং দেবীপূজনতৎপরঃ ॥ ৫২ ॥
দেবীনামানি বচসা গৃহ্ণংস্তস্যা গুণান্ স্তুবন্।
ধ্যায়ংস্তস্যাঃ পদাম্ভোজং কলিদোষভয়ার্দ্দিতঃ॥ ৫৩ ॥
এবন্তু কুর্ব্বতস্তস্য ন কদাচিৎ কলের্ভয়ম্।
অনায়াসেন সংসারান্মুচ্যতে পাতকী জনঃ ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে শুনঃশেপকথানন্তরমাড়ীবকযুদ্ধবর্ণনং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

এতাদৃশী দুর্লভা চিত্তশুদ্ধিঃ কথং সাধনীয়েতি চেত্তত্রাহ বাসনারহিতমিতি। সৎসঙ্গং পূর্ব্বোক্তং কৃত্বা বেদান্তশ্রবণাদিনা চিত্তং বাসনারহিতং যদা ভবতি তদা তচ্ছুদ্ধমিতি কথ্যতে তথা কৃত্বা তীর্থাদিষু বসেদিত্যর্থঃ। কিং কুর্ব্বন্ বসেত্তত্রাহ দেবীপূজনতৎপর ইতি ॥ ৫২—৫৩ ॥

এবংকুর্ব্বতঃ কিং ফলং ভবতি তত্রাহ এবং ত্বিতি। মুচ্যতে শ্রীভগবত্যনুগ্রহেণ জ্ঞানপ্রাপ্তিদ্বারেণেত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

হইয়াছে, তন্মধ্যে সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা সম্পূর্ণ ফলপ্রদা এবং লোকমধ্যে প্রায়ই দুর্ল্লভ। বিধি-বিহিত রাজসী শ্রদ্ধা তাহার অর্দ্ধফল প্রদান করিয়া থাকে এবং তামসী শ্রদ্ধা নিষ্ফলা ও অকীর্ত্তিকরী; কামক্রোধাভিভূত ব্যক্তিগণেরই তামসী শ্রদ্ধা জন্মিয়া থাকে॥১—৩॥” অতএব রাজন্! সৎসঙ্গ অবলম্বন পূর্ব্বক বেদান্ত শ্রবণাদি দ্বারা চিত্তকে বাসনা-বিরহিত করিয়া দেবীর পূজায় একান্ত নিরত হইয়া তীর্থাদি স্থলে বাস করিবে ॥ ৫২ ॥ কলিদোষ জন্য ভয়াতুর নরগণ দেবীর নাম গ্রহণ, গুণস্তুতি এবং তাঁহার চরণ সরোজের ধ্যান করিয়া কাল হরণ করিবে ॥ ৫৩ ॥ এইরূপ করিলে জীবগণের আর কদাচিৎ কলিভয় থাকিতে পারিবে না এবং পাতকী জনগণ অনায়াসে সংসার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে সন্দেহ নাই ॥ ৫৪ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ-ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে শুনঃশেপকথানন্তর আড়ীবকযুদ্ধ বর্ণন নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

জনমেজয় উবাচ।

মৈত্রাবরুণিরিত্যুক্তং নাম তস্য মুনেঃ কথম্।
বশিষ্ঠস্য মহাভাগ! ব্রহ্মণস্তনুজস্য হ॥ ১॥
কিমসৌ কর্ম্মতো নাম প্রাপ্তবান্ গুণতস্তথা।
ব্রূহি মে বদতাং শ্রেষ্ঠ! কারণং তস্য নামজম্॥ ২॥

ব্যাস উবাচ।

নিবোধ নৃপতিশ্রেষ্ঠ! বশিষ্ঠো ব্রহ্মণঃ সুতঃ।
নিমিশাপাত্তনুং ত্যক্ত্বা পুনর্জ্জাতো মহাদ্যুতিঃ॥ ৩॥
মিত্রাবরুণয়োর্যস্মাত্তস্মাত্তন্নামবিশ্রুতম্।
মৈত্রাবরুণিরিত্যস্মিন্ লোকে সর্ব্বত্র পার্থিব!॥ ৪॥

রাজোবাচ।

কস্মাচ্ছপ্তঃ স ধর্ম্মাত্মা রাজ্ঞা ব্রহ্মাত্মজো মুনিঃ।
চিত্রমেতন্মুনিং লগ্নো রাজ্ঞঃ শাপোঽতিদারুণঃ॥ ৫॥

একোনসপ্ততিশ্লোকৈর্ব্বশিষ্ঠস্য তু শাপতঃ।
মৈত্রাবরুণিতা জাতা সা কথা প্রোচ্যতেঽধুনা॥

বশিষ্ঠস্য পূর্ব্বাধ্যায়ে মৈত্রাবরুণিরিতি নামোক্তং তত্র কেন প্রবৃত্তিনিমিত্তেন তন্নাম জাতমিতি রাজা পৃচ্ছতি মৈত্রাবরুণিরিত্যুক্তমিতি। যদি মিত্রাবরুণয়োরপত্যমিত্যর্থঃ তর্হি ব্রহ্মণস্তনুজস্য তন্নাম কথং জাতমিত্যর্থঃ। তস্মাৎ কিমসাবিতি। অসৌ বশিষ্ঠঃ কিং তয়োর্মিত্রাবরুণয়োঃ কর্ম্মতস্তন্নামপ্রাপ্তবানথবা গুণত ইত্যর্থঃ॥ ১—৩॥

যস্মান্মিত্রাবরুণয়োরপত্যমিতি শেষস্তস্মাদিত্যন্বয়ঃ॥ ৪॥

চিত্রমেতদিতি। রাজ্ঞঃ শাপো মুনিং লগ্নঃ প্রাপ্ত এতদপ্যাশ্চর্য্যমিত্যর্থঃ॥ ৫॥

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! মহর্ষি বশিষ্ঠ ব্রহ্মার মানসপুত্র তবে আপনি কি কারণে তাঁহার মৈত্রাবরুণি এই নাম কীর্ত্তন করিলেন॥ ১॥ তিনি কর্ম্মদ্বারা অথবা অন্য কোনও গুণদ্বারা এই নাম প্রাপ্ত হইলেন; হে বক্তৃপ্রবর! আপনি আমাকে তাঁহার ঐ নামের কারণ বিশেষ করিয়া বলুন॥ ২॥

ব্যাস বলিলেন, রাজেন্দ্র! প্রভাবশালী বশিষ্ঠ ব্রহ্মার পুত্র ইহা সত্য কিন্তু তিনি নরপতি নিমির শাপে তনু ত্যাগ করিয়া মিত্রাবরুণ হইতে জন্মলাভ করেন বলিয়া লোকমধ্যে সর্ব্বত্রই মৈত্রাবরুণি নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন॥ ৩—৪॥

অনাগসং মুনিং রাজা কিমসৌ শপ্তবান্মুনে!।
কারণং বদ ধর্ম্মজ্ঞ! তস্য শাপস্য মূলতঃ॥ ৬॥
ব্যাস উবাচ।
কারণন্তু ময়া প্রোক্তং তব পূর্ব্বং বিনিশ্চিতম্।
সংসারোঽয়ং ত্রিভির্ব্যাপ্তো রাজন্মায়াগুণৈঃ কিল॥ ৭॥
ধর্ম্মং করোতু ভূপালশ্চরন্তু তাপসাস্তপঃ।
সর্ব্বেষান্তু গুণৈর্বিদ্ধং নোজ্জ্বলং তত্ত্ববেদিহ॥ ৮॥
কামক্রোধাভিভূতাশ্চ রাজানো মুনয়স্তথা।
লোভাহঙ্কারসংযুক্তাশ্চরন্তি দুশ্চরং তপঃ॥ ৯॥
যজন্তি ক্ষত্রিয়া রাজন্রজোগুণসমাবৃতাঃ।
ব্রাহ্মণাস্তু তথা রাজন্! ন কোঽপি সত্ত্বসংযুতঃ॥ ১০॥

কিমসৌ কিমর্থমিত্যর্থঃ। মূলত আদিতঃ॥ ৬॥

পূর্ব্বমিতি। তৃতীয়চতুর্থস্কন্ধয়োরিত্যর্থঃ। মায়াগুণৈরিতি। মায়াময়ঃ সর্ব্বঃ প্রপঞ্চো মায়ায়াস্ত্রিভিগুণৈঃ সর্ব্বদা ব্যাপ্তঃ। তে চ গুণাঃ সর্ব্বদোপচয়াপচয়বিশিষ্টাঃ। তথাচ যদা সত্ত্বগুণোপচয়স্তদা নীচা অপ্যুত্তমং কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি। যদা রজস্তমোগুণোপচয়স্তদা মহান্তোঽপি নাচং কর্ম্ম কুর্ব্বন্তীতি মহান্তং প্রতি কথং শাপো দত্ত ইত্যাশ্চর্য্যং ন কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ॥ ৭॥

তদেব স্পষ্টয়তি ধর্ম্মং করোত্বিতি। নমু তে সর্ব্বে ধর্ম্মকর্ত্তারঃ সাত্ত্বিকাঃ প্রতিভান্তি তত্রাহ সর্ব্বেষাংত্বিতি। নোজ্জ্বলং ন সাত্ত্বিকং তদ্ধর্ম্মাদিকমিত্যর্থঃ॥ ৮—১০॥

রাজা কহিলেন ভগবন্! ব্রহ্মার পুত্র ধর্ম্মাত্মা সেই মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ কি কারণে নিমি-রাজ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইলেন? সেই ক্ষত্রিয় নৃপতির নিদারুণ অভিশাপ মুনিকেও ভোগ করিতে হইল! এই বিষয়টী আমার আশ্চর্য্য বলিয়াই বোধ হইতেছে॥ ৫॥ হে ধর্ম্মজ্ঞ! সেই রাজা নিরপরাধ মুনিবরকে কি কারণে শাপ প্রদান করিলেন? তাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার একান্ত কৌতূহল হইতেছে অতএব আপনি সেই শাপের কারণ বর্ণন করুন॥ ৬॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! পূর্ব্বেই আমি আপনাকে এই সকলের কারণ বিশেষরূপে বলিয়াছি। এই সংসার সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ তিনটি মায়ার গুণদ্বারা পরিব্যাপ্ত॥ ৭॥ রাজগণ ধর্ম্মাচরণই করুন আর তাপস সকল তপশ্চরণই করুন, তাঁহাদের সেই সমস্ত ধর্ম্মাদি মায়া গুণদ্বারা অনুবিদ্ধ হইয়া ঔজ্জ্বল্যলাভ করিতে পারে না॥ ৮॥ ভূপালগণ ও মুনিগণ, কাম ক্রোধে অভিভূত এবং লোভ ও অহঙ্কারে সংযুক্ত হইয়া দুষ্কর তপস্যার আচরণ করিয়া থাকেন॥ ৯॥ রাজন্! ক্ষত্রিয়গণ, অথবা ব্রাহ্মণগণ সকলেই রজোগুণ সংযুক্ত হইয়া যাগাদি করিয়া থাকেন, ফলত তাঁহাদের মধ্যে কেহই সত্ত্বগুণ সম্পন্ন হইয়া কার্য্যের অনুষ্ঠানাদি করেন না॥ ১০॥ নিমিরাজ ঋষিকর্ত্তৃক এবং ঋষিরাজ নিমি কর্ত্তৃক

ঋষিণাসৌ নিমিঃ শপ্তস্তেন শপ্তো মুনিঃ পুনঃ।
দুঃখাদ্দুঃখতরং প্রাপ্তাবুভাবপি বিধের্ব্বলাৎ ॥ ১১ ॥
দ্রব্যশুদ্ধিঃ ক্রিয়াশুদ্ধির্ম্মনসঃ শুদ্ধিরুজ্জ্বলা।
দুর্লভা প্রাণিনাং ভূপ! সংসারে ত্রিগুণাত্মকে ॥ ১২ ॥
পরাশক্তিপ্রভাবোঽয়ং নোল্লঙ্ঘ্যঃ কেনচিৎ কচিৎ।
যস্যানুগ্রহমিচ্ছেৎ সা মোচয়ত্যেব তং ক্ষণাৎ ॥ ১৩ ॥
মহান্তোঽপি ন মুচ্যন্তে হরিব্রহ্মহরাদয়ঃ।
পামরা অপি মুচ্যন্তে যথা সত্যব্রতাদয়ঃ ॥ ১৪ ॥
তস্যাস্তু হৃদয়ং কোঽপি ন বেত্তি ভুবনত্রয়ে।
তথাপি ভক্তবশ্যেয়ং ভবত্যেব সুনিশ্চিতম্ ॥ ১৫ ॥
তস্মাত্তদ্ভক্তিরাস্থেয়া দোষনির্ম্মূলনায় চ।
রাগদম্ভাদিযুক্তা চেৎ সা ভক্তির্নাশিনী ভবেৎ ॥ ১৬ ॥

বিধের্ব্বলাৎ প্রারব্ধপ্রেরিততমোগুণবলাদিত্যর্থঃ ॥ ১১—১২ ॥

নন্বেতাদৃশা মহান্তঃ কিমিতি গুণত্রয়বেগদমনং নাচরন্তি তত্রাহ পরাশক্তিপ্রভাবোঽয়মিতি। তর্হি কোঽপি মুক্তো ন স্যাদিতি চেত্তত্রাহ যস্যানুগ্রহমিতি ॥ ১৩ ॥

বন্ধমোক্ষাদিকং সর্ব্বন্তদিচ্ছয়া ভবতীত্যাহ মহান্তোঽপীতি। অদ্যাপি তে স্বসেবার্থং ব্রহ্মাদয়ো মহান্তোঽপি স্থাপিতাঃ ন মোচিতাঃ। অথ চ পামরা অপি সত্যব্রতাদয়স্তৃতীয়স্কন্ধোক্তপ্রকারেণ মোচিতাঃ। অত্র মহারাজ্ঞ্যাঃ পরাশক্তেরিচ্ছৈব কারণং নান্যদিত্যর্থঃ ॥১৪॥

নন্থ তর্হি স্বতন্ত্রায়াস্তস্যাঃ পরমেশ্বর্য্যা মনসি কিমস্তি তত্রাহ তস্যাস্ত্বিতি। তর্হি কিং কর্ত্তব্যমিতি চেত্তদ্বয়ং মাকার্ষীর্যতো ভক্তবশ্যা ভগবতীতি নিশ্চিতং ভবতি ততো ন কিঞ্চিত্তয়মস্তীত্যভিপ্রায়েণাহ তথাপীতি ॥ ১৫ ॥

যস্মাদেবং তস্মাদিতি। দোষনির্ম্মূলনায় গুণত্রয়োচ্ছেদায়েত্যর্থঃ। পরন্তু সা ভক্তির্নির্ব্ব্যাজা চেৎ কল্যাণকরী নোচেদনর্থকরীত্যাহ রাগদম্ভাদীতি। ইদং নির্ব্ব্যাজভক্তেরাব-

---

অভিশপ্ত হইয়া উভয়েই প্রারব্ধ প্রেরিত তমোগুণবলে দুঃখ হইতেও কঠোরতর দুঃখ পাইয়াছিলেন ॥ ১১ ॥ মহারাজ! এই ত্রিগুণাত্মক সংসারে প্রাণিগণের পক্ষে দ্রব্যশুদ্ধি, ক্রিয়াশুদ্ধি ও নির্ম্মলরূপে চিত্তশুদ্ধি একান্তই দুর্লভ ॥১২॥ রাজন্! ইহাকেই পরমাশক্তি জগদম্বিকার প্রভাব বলিয়াই জানিবেন। কোনও ব্যক্তি ইহা উলঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় না, পরন্তু তিনি যাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করিবার অভিলাষ করেন তাহাকে ক্ষণ মধ্যেই সেই গুণবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥ অধিক কি, হরি হর ও বিরিঞ্চি প্রভৃতি মহান্ দেবতাগণও তাঁহার অনুগ্রহ ভিন্ন মুক্ত হইতে পারেন না, কিন্তু তাঁহার অনুগ্রহ হইলে সত্যব্রত প্রভৃতির ন্যায় পামরগণও মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় ॥ ১৪ ॥ তাঁহার হৃদয়ে যাহা আছে তাহা ত্রিভুবন মধ্যে কেহই অবগত হইতে পারে না, পরন্তু তিনি যে ভক্তের বশীভূত হইয়া থাকেন ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই ॥ ১৫ ॥ অতএব দোষের উন্মূলন নিমিত্ত

ইক্ষ্বাকুকুলসম্ভূতো নিমির্নাম নরাধিপঃ।
রূপবান্ গুণসম্পন্নো ধর্ম্মজ্ঞো লোকরঞ্জকঃ ॥ ১৭ ॥
সত্যবাদী দানপরো যাজকো জ্ঞানবান্ শুচিঃ।
দ্বাদশস্তনয়ো ধীমান্ প্রজাপালনতৎপরঃ ॥ ১৮ ॥
পুরং নিবেশয়ামাস গৌতমাশ্রমসন্নিধৌ।
জয়ন্তপুরসংজ্ঞন্তু ব্রাহ্মণানাং হিতায় সঃ ॥ ১৯ ॥
বুদ্ধিস্তস্য সমুৎপন্না যজেয়মিতি রাজসী।
যজ্ঞেন বহুকালেন দক্ষিণাসংযুতেন চ ॥ ২০ ॥
ইক্ষ্বাকুং পিতরং দৃষ্ট্বা যজ্ঞকার্য্যায় পার্থিব !।
কারয়ামাস সম্ভারং যথোদ্দিষ্টং মহাত্মভিঃ ॥ ২১ ॥
ভৃগুমঙ্গিরসঞ্চৈব বামদেবঞ্চ গৌতমম্।
বশিষ্ঠঞ্চ পুলস্ত্যঞ্চ ঋচীকং পুলহং ক্রতুম্ ॥ ২২ ॥
মুনীনামন্ত্রয়ামাস সর্ব্বজ্ঞান্ বেদপারগান্।
যজ্ঞবিদ্যাপ্রবীণাংশ্চ তাপসান্ বেদবিত্তমান্ ॥ ২৩ ॥

শুকত্বদ্যোতনার্থং বিভীষিকামাত্রম্। বস্তুতস্তু সহেলং বা সলীলং বা যস্যাঃ স্মরণমাত্রতঃ। সিদ্ধয়োঽষ্টৌ করস্থাঃ স্যুরন্তে মুক্তিশ্চ শাশ্বতীত্যাদি বচনৈর্যথা কথঞ্চিদপি দেব্যা ভক্তিঃ সিদ্ধিদায়িনীতি বোধ্যম্ ॥ ১৬ ॥

অথ কথাং প্রস্তৌতি। ইক্ষ্বাকিতি ॥ ১৭ ॥

ইক্ষ্বাকোর্দ্বাদশস্তনয়ো নিমিঃ ॥ ১৮ ॥

ব্রাহ্মণানামুপকারায় জয়ন্তপুরসংজ্ঞকং নিবেশয়ামাসেত্যন্বয়ঃ ॥ ১৯—২০ ॥

ইক্ষ্বাকুং পিতরং দৃষ্ট্বা তদনুজ্ঞামাদায়েতি শেষঃ ॥ ২১—২৩ ॥

সাত্ত্বিকী ভক্তি অবলম্বন করা একান্তই কর্ত্তব্য, কিন্তু রাগদম্ভাদি সংযুক্ত ভক্তি মানবগণের অনিষ্টকর হইয়া থাকে এজন্য তাহা পরিত্যাগ করা অত্যন্ত শ্রেয়স্কর সন্দেহ নাই ॥ ১৬ ॥

মহারাজ! ইক্ষ্বাকুর দ্বাদশ পুত্র নিমি নামক নরপতি, রূপবান্, গুণসম্পন্ন, ধর্ম্মজ্ঞ, লোকরঞ্জন, সত্যবাদী, দানশীল, যাজক, শুদ্ধাচার, প্রজাপালনতৎপর, ধীমান্ ও জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন ॥ ১৭—১৮ ॥ সেই মহাত্মা, ব্রাহ্মণগণের হিতের নিমিত্ত গৌতমের আশ্রম সন্নিধানে জয়ন্তপুর নামক এক নগর সংস্থাপন করেন ॥ ১৯ ॥ কিছুকাল গত হইলে তাঁহার এইরূপ রাজসী বুদ্ধি উৎপন্ন হইল যে, আমি "বিপুল দক্ষিণান্বিত বহুকাল ব্যাপী একটী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব" ॥ ২০ ॥ অনন্তর, নিজ জনক ইক্ষ্বাকুর অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক যজ্ঞ কার্য্যের নিমিত্ত মহাত্মা ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক কথিত সামগ্রী-সম্ভারের আয়োজন করাইলেন ॥ ২১ ॥ ভৃগু, অঙ্গিরা, বামদেব, গৌতম, বশিষ্ঠ, পুলস্ত্য, ঋচীক, পুলহ, ক্রতু প্রভৃতি বেদপারগ,

রাজা সংভৃতসম্ভারঃ সংপূজ্য গুরুমাত্মনঃ।
বশিষ্ঠং প্রাহ ধর্ম্মজ্ঞো বিনয়েন সমন্বিতঃ॥ ২৪॥
যজেয়ং মুনিশার্দ্দূল! যাজয়স্ব কৃপানিধে!।
গুরুস্ত্বং সর্ব্ববেত্তাসি কার্য্যং মে কুরু সাম্প্রতম্॥ ২৫॥
যজ্ঞোপকরণং সর্ব্বং সমানীতং সুসংস্কৃতম্।
পঞ্চবর্ষসহস্রন্তু দীক্ষাং কর্ত্তুং মতিশ্চ মে॥ ২৬॥
অস্মিন্ যজ্ঞে সমারাধ্যা দেবী শ্রীজগদম্বিকা।
তৎপ্রীত্যর্থমহং যজ্ঞং করোমি বিধিপূর্ব্বকম্॥ ২৭॥
তচ্ছ্রুত্বাসৌ নিমের্বাক্যং বশিষ্ঠঃ প্রাহ ভূপতিম্।
ইন্দ্রেণাহং বৃতঃ পূর্ব্বং যজ্ঞার্থং নৃপসত্তম!॥ ২৮॥
পরাশক্তিমখং কর্ত্তুমুদ্যুক্তঃ পাকশাসনঃ।
স দীক্ষাং গমিতো দেবঃ পঞ্চবর্ষশতাত্মিকাম্॥ ২৯॥

কিং দেবতোদ্দেশেন যজ্ঞ ইতি চেত্তত্রাহ অস্মিন্ যজ্ঞে ইতি। শ্রীদেবীপ্রীত্যর্থং যজ্ঞঃ ক্রিয়ত ইত্যর্থঃ॥ ২৭—২৮॥

ইন্দ্রোঽপি দেবীমখং কর্ত্তুমুদ্যুক্তো ময়া দীক্ষাং গমিতঃ প্রাপিতোঽস্তি। তথা চ মধ্যে আগমনং মম ন সম্ভবতি ত্বং তদ্যজ্ঞসমাপ্ত্যনন্তরং প্রারম্ভং কুর্ব্বিত্যর্থঃ॥ ২৯॥

যজ্ঞবিদ্যা-বিশরাদ সর্ব্বজ্ঞ তাপস মুনিগণকে আমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন করিলেন॥ ২২—২৩॥ অনন্তর, সেই ধার্ম্মিক নরপতি নিমি যজ্ঞের সমস্ত সামগ্রী সম্ভার সংগ্রহ করিয়া নিজগুরু বশিষ্ঠ দেবের পূজা করত তাঁহাকে বিনয়নম্র বচনে কহিলেন॥ ২৪॥ মুনিবর! আমি যাগ করিব, আপনি কৃপা করিয়া আমার যাজনক্রিয়া সম্পাদন করুন, আপনি গুরু সুতরাং আমার সমস্তই অবগত আছেন অতএব এক্ষণে আমার এই যজ্ঞকার্য্য সম্পাদন করুন॥ ২৫॥ যজ্ঞের সমস্ত উপকরণই আনীত ও সুসংস্কৃত হইয়াছে। গুরো! আমি পঞ্চ সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া যজ্ঞে দীক্ষিত হইব ইহাই আমার সঙ্কল্প জানিবেন॥ ২৬॥ এই যজ্ঞে জগদম্বিকা দেবীর আরাধনা করিব, তাঁহার প্রীতির নিমিত্তই আমি বিধিপূর্ব্বক এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছি॥ ২৭॥

বশিষ্ঠ নিমি নৃপতির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, নৃপোত্তম! দেবরাজ ইন্দ্র আমাকে পূর্ব্বেই যজ্ঞের নিমিত্ত বরণ করিয়াছেন। এক্ষণে পাকশাসন পরাশক্তির প্রীতির নিমিত্ত যজ্ঞ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, আমিও পঞ্চশত বৎসরের নিমিত্ত তাঁহাকে দীক্ষিত করিয়াছি; অতএব হে পার্থিব! আপনাকে, যাবৎ ইন্দ্রের যজ্ঞ সমাপন না হয় তাবৎ কাল প্রতীক্ষা করিতে হইবে; ইন্দ্রের যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে তাহার সমস্ত কার্য্য

তস্মাত্ত্বমন্তরং তাবৎ প্রতিপালয় পার্থিব ! ।
ইন্দ্রযজ্ঞে সমাপ্তেঽত্র কৃত্বা কার্য্যং দিবস্পতেঃ।
আগমিষ্যাম্যহং রাজংস্তাবত্ত্বং প্রতিপালয় ॥ ৩০ ॥

রাজোবাচ।

ময়া নিমন্ত্রিতাশ্চান্যে মুনয়ো যজ্ঞকারণাৎ।
সম্ভারাঃ সংভৃতাঃ সর্ব্বে পালয়ামি কথং গুরো ! ॥ ৩১ ॥
ইক্ষ্বাকূণাং কুলে ব্রহ্মন্ ! গুরুস্ত্বং বেদবিত্তমঃ।
কথং ত্যক্ত্বাদ্য মে কার্য্যমুদ্যতো গন্তুমাশু বৈ ॥ ৩২ ॥
ন তে যুক্তং দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! যদুৎসৃজ্য মখং মম।
গন্তাসি ধনলোভেন লোভাকুলিতচেতনঃ ॥ ৩৩ ॥
নিবারিতোঽপি রাজ্ঞা স জগামেন্দ্রমখং গুরুঃ।
রাজাপি বিমনা ভূত্বা গৌতমং প্রত্যপূজয়ৎ ॥ ৩৪ ॥
ইয়াজ হিমবৎ পার্শ্বে সাগরস্য সমীপতঃ।
দক্ষিণা বহুলা দত্তা বিপ্রেভ্যো মখকর্ম্মণি ॥ ৩৫ ॥
নিমিনা পঞ্চসাহস্রী দীক্ষা তত্র কৃতা নৃপ ! ।
ঋত্বিজঃ পূজিতাঃ কামং ধনৈর্গোভির্মুদা যুতাঃ ॥ ৩৬ ॥

প্রতিপালয় কালমিতি শেষঃ ॥ ৩০ ॥
পালয়ামি কথং কথং পালয়িষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩৮ ॥

সমাধা করিয়া তৎপরে আমি এই স্থানে আগমন করিব, অতএব মহারাজ ! আপনি তৎকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন ॥ ২৮—৩০ ॥

রাজা কহিলেন, মুনিবর ! আমি যজ্ঞের নিমিত্ত অন্যান্য মুনিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি, এবং সমস্ত সামগ্রী সম্ভার আহরণ করিয়াছি তবে কিরূপে এক্ষণে প্রতীক্ষা করিতে পারি ॥ ৩১ ॥ ব্রহ্মন্ ! আপনি বেদজ্ঞগণের অগ্রগণ্য ও ইক্ষ্বাকুবংশীয়ের কুলগুরু হইয়া এক্ষণে কিরূপে আমার কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র সত্বর গমনে উদ্যত হইয়াছেন ॥ ৩২ ॥ হে দ্বিজোত্তম ! আপনি ধনের নিদারুণ লোভে জ্ঞানশূন্য হইয়া আমার যজ্ঞ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিতেছেন, ইহা আপনার উচিত কার্য্য হইতেছে না ॥ ৩৩ ॥ রাজন্ ! নিমিরাজ এইরূপে নিবারণ করিলেও বশিষ্ঠ-ঋষি ইন্দ্রযজ্ঞে গমন করিলেন, রাজাও বিমনা হইয়া গৌতম ঋষিকে যজ্ঞ কার্য্যে বরণ করিলেন ॥ ৩৪ ॥ তখন তিনি হিমাচলের পার্শ্বদেশে সাগর সন্নিধানে যজ্ঞারম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বহুতর দক্ষিণা প্রদান করিলেন ॥ ৩৫ ॥ এই যজ্ঞে নিমিরাজ পঞ্চসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত দীক্ষিত হইয়াছিলেন

শক্রযজ্ঞে সমাপ্তে তু পঞ্চবর্ষশতাত্মকে।
আজগাম বশিষ্ঠস্তু রাজ্ঞঃ সত্রদিদৃক্ষয়া ॥ ৩৭ ॥
আগত্য সংস্থিতস্তত্র দর্শনার্থং নৃপস্য চ।
তদা রাজা প্রসুপ্তস্তু নিদ্রয়াপহৃতো ভৃশম্ ॥ ৩৮ ॥
নাসৌ প্রবোধিতো ভৃত্যৈর্নাগতস্তু মুনিং নৃপঃ।
বশিষ্ঠস্য ততো মন্যুঃ প্রাদুর্ভূতোঽবমানতঃ ॥ ৩৯ ॥
অদর্শনান্নিমেস্তত্র চুকোপ মুনিসত্তমঃ।
শাপঞ্চ দত্তবাংস্তস্মৈ রাজ্ঞে মন্যুবশং গতঃ ॥ ৪০ ॥
যস্মাত্ত্বং মাং গুরুং ত্যক্ত্বা কৃত্বান্যং গুরুমাত্মনঃ।
দীক্ষিতোঽসি বলান্মন্দ! মামবজ্ঞায় পার্থিব! ॥ ৪১ ॥
বারিতোঽপি ময়া তস্মাদ্বিদেহস্ত্বং ভবিষ্যসি।
পতত্বিদং শরীরং তে বিদেহো ভব ভূপতে! ॥ ৪২ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তদ্ব্যাহৃতং শ্রুত্বা রাজ্ঞস্তু পরিচারকাঃ।
সদ্যঃ প্রবোধয়ামাসুর্মুনিনাহূঃ প্রকোপিতম্ ॥ ৪৩ ॥

(নাসাবিতি। মুনিং নাগতঃ ন প্রাপ্তঃ মুনিসন্নিধৌ নায়াত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৯—৪৪

এবং ইহাতে ঋত্বিকগণ পর্য্যাপ্ত ধন ও গোধন দ্বারা পরিপূজিত হইয়া অত্যন্ত হৃষ্ট ও পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন ॥ ৩৬ ॥ অনন্তর, দেবরাজের পঞ্চ শতবৎসরব্যাপী যজ্ঞ সমাপিত হইলে বশিষ্ঠঋষি নিমিরাজের যজ্ঞ দর্শনার্থ আগমন করিয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রাজা তখন নিদ্রায় একান্ত অভিভূত ছিলেন, এজন্য ভৃত্যগণ তৎকালে রাজাকে জাগরিত করিতে পারিল না সুতরাং রাজাও ঋষির নিকট আগমন করিলেন না এজন্য অবমাননা বোধে মহর্ষি বশিষ্ঠের অন্তঃকরণে ক্রোধানল উদ্দীপিত হইল ॥ ৩৭—৩৯ ॥ তিনি রাজার অদর্শনে প্রকুপিত হইলেন এবং অতিশয় ক্রোধের বশীভূত হইয়া নিমিরাজকে এই বলিয়া শাপ দিলেন যে, তুমি অত্যন্ত মন্দমতি রাজা, আমি চিরগুরু থাকিতে বিশেষত আমি তোমাকে নিবারণ করিলেও তুমি যখন আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যকে বরণ করত বলপূর্ব্বক দীক্ষিত হইয়াছ, তখন তুমি বিদেহ (দেহহীন) হও। রাজন্! তোমার এই শরীর অদ্যই নিপতিত হউক অর্থাৎ তুমি বিদেহ হও ॥ ৪২ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজার পরিচারকগণ, বশিষ্ঠের অভিশাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজাকে তৎক্ষণাৎ জাগরিত করিল এবং বশিষ্ঠ ঋষি আপনার সাক্ষাৎ না পাইয়া অত্যন্ত প্রকুপিত

কুপিতং তং সমাগত্য রাজা বিগতকল্মষঃ।
উবাচ বচনং শ্লক্ষ্ণং হেতুগর্ভঞ্চ যুক্তিমৎ ॥ ৪৪ ॥
মম দোষো ন ধর্ম্মজ্ঞ! গতস্ত্বং তৃষ্ণয়াকুলঃ।
হিত্বা মাং যজমানং বৈ প্রার্থিতোঽপি ময়া ভৃশম্ ॥ ৪৫ ॥
ন লজ্জসে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কৃত্বা কর্ম্ম জুগুপ্সিতম্।
সন্তোষং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! জানন্ ধর্ম্মস্য নিশ্চয়ম্ ॥ ৪৬ ॥
পুত্রোঽসি ব্রহ্মণঃ সাক্ষাদ্বেদবেদাঙ্গবিত্তমঃ।
ন বেৎসি বিপ্রধর্ম্মস্য গতিং সূক্ষ্মাং দুরত্যয়াম্ ॥ ৪৭ ॥
আত্মদোষং ময়ি জ্ঞাত্বা মৃষা মাং শপ্তুমিচ্ছসি।
ত্যাজ্যস্তু সুজনৈঃ ক্রোধো চাণ্ডালাদধিকো যতঃ ॥ ৪৮ ॥
বৃথা ক্রোধপরীতেন ময়ি শাপঃ প্রপাতিতঃ।
তবাপি চ পতত্বদ্য দেহোঽয়ং ক্রোধসংযুতঃ ॥ ৪৯ ॥
এবং শপ্তো মুনী রাজ্ঞা রাজা চ মুনিনা তথা।
পরস্পরং প্রাপ্য শাপং দুঃখিতৌ তৌ বভূবতুঃ ॥ ৫০ ॥

তৃষ্ণয়া ধনলোভেন আকুলঃ কর্ত্তব্যজ্ঞানবিরহিত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥
কিয়ন্তস্তব দোষা এতেনৈবাবগচ্ছ ইত্যত আহ সন্তোষমিতি ॥ ৪৬—৫২ ॥)

হইয়াছেন, এই বিষয় নিবেদন করিল ॥ ৪৩ ॥ পাপবিহীন নিমিরাজ প্রকুপিত বশিষ্ঠ সন্নিধানে আগমন করিয়া বিনম্রভাবে হেতুগর্ভ ও যুক্তিসঙ্গত বচনে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪৪ ॥ হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি আপনার যজমান, আমি বারংবার প্রার্থনা করিলেও আপনি লোভের তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া আমাকে পরিত্যাগ করত অন্যত্র গমন করিয়াছেন, অতএব ইহাতে আমার কিছুই দোষ নাই ॥ ৪৫ ॥ আপনি দ্বিজবরগণের অগ্রগণ্য হইয়া এবং সন্তোষকে ব্রাহ্মণগণের সারধর্ম্ম জানিয়াও ঈদৃশ জুগুপ্সিত কর্ম্ম করত লজ্জিত হইতেছেন না ॥ ৪৬ ॥ আপনি ব্রহ্মার পুত্র এবং বেদ-বেদাঙ্গ পারগ হইয়াও দুষ্পরিহর ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের সূক্ষ্ম গতি অবগত নহেন ॥ ৪৭ ॥ আপনি আপনার নিজের দোষ আমার উপর আরোপিত করিয়া আমাকে অভিশাপ দিবার নিমিত্ত বৃথা অভিলাষ করিতেছেন। ক্রোধ চণ্ডাল অপেক্ষাও অধিকতর দূষণীয়, অতএব তাহা পরিত্যাগ করা সুজনগণের একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ৪৮ ॥ আপনি যখন অকারণ ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হইয়া আমার উপর অভিসম্পাত করিলেন, তখন আমিও এক্ষণে অভিশাপ দিতেছি যে আপনার এই ক্রোধযুক্ত দেহ নিপতিত হউক ॥ ৪৯ ॥ মহারাজ! এইরূপে রাজা মুনিবরকে এবং মুনিবর রাজাকে অভিশাপ প্রদান করিয়া উভয়েই অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন ॥ ৫০ ॥ তখন বশিষ্ঠ অত্যন্ত

বশিষ্ঠস্ত্বতিচিন্তার্ত্তো ব্রহ্মাণং শরণং গতঃ।
নিবেদয়ামাস তথা শাপং ভূপকৃতং মহৎ॥ ৫১॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

রাজ্ঞা শপ্তোঽস্মি দেহোঽয়ং পতত্বদ্য তবেতি বৈ।
কিং করোমি পিতঃ! প্রাপ্তং কষ্টং কায়প্রপাতজম্॥ ৫২॥
অন্যদেহসমুৎপত্তৌ জনকং বদ সাম্প্রতম্।
তথা মে দেহসংযোগঃ পূর্ব্ববৎ সমপদ্যতাম্॥ ৫৩॥
যাদৃশং জ্ঞানমেতস্মিন্ দেহে তত্রাস্তু তৎ পিতঃ!।
সমর্থোঽসি মহারাজ! প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি॥ ৫৪॥
বশিষ্ঠস্য বচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মা প্রোবাচ তং সুতম্।
মিত্রাবরুণয়োস্তেজস্ত্বং প্রবিশ্য স্থিরো ভব॥ ৫৫॥
তস্মাদযোনিজঃ কালে ভবিতা ত্বং ন সংশয়ঃ।
পুনর্দ্দেহং সমাসাদ্য ধর্ম্মযুক্তো ভবিষ্যসি॥ ৫৬॥
ভূতাত্মা বেদবিৎ কামং সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বপূজিতঃ॥ ৫৭॥

হে পিতর্মে জনকং বদ কস্যোদরে ময়া জন্ম গ্রাহ্যম্। কিঞ্চ তথা মে ইতি। তথা তদ্বদেব মে দেহসংযোগঃ পূর্ব্ববৎ সমপদ্যতাং প্রাপ্নুয়াৎ। যদাকারোঽয়ং দেহস্তদাকার এব দ্বিতীয়ো দেহো ভবত্বিত্যর্থঃ॥ ৫৩॥

তথা যাদৃশং জ্ঞানমস্মিন্দেহেঽস্তি তাদৃশমেব তস্মিন্ দেহেঽপ্যস্ত্বিত্যর্থঃ॥ ৫৪—৫৮॥

চিন্তাকুল হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন এবং নিমি প্রদত্ত মহৎ শাপের বিষয় নিবেদন করিয়া কহিলেন, পিতঃ! "অদ্য তোমার এই দেহ পতিত হউক" এই বলিয়া নিমিরাজ আমাকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছেন, এক্ষণে দেহপাত জনিত মহৎকষ্ট উপস্থিত হইল, অতএব আমি কি করিব?॥ ৫১—৫২॥ পিতঃ! কোন্ ব্যক্তি হইতে জন্মগ্রহণ করিব, তাহা আপনি আমাকে বলুন এবং যাহাতে আমি পূর্ব্বের ন্যায় দেহ প্রাপ্ত হই তাহারও উপায় করুন॥ ৫৩॥ আর আমার এই দেহে যেরূপ জ্ঞান রহিয়াছে, সেই দেহেও যাহাতে সেইরূপ জ্ঞান থাকে, আপনি প্রসন্ন হইয়া স্বকীয় অসীম প্রভাবদ্বারা সেইরূপ করুন, কারণ আপনি তাহা সম্পাদন করিতে সম্পূর্ণ রূপেই সমর্থ আছেন॥ ৫৪॥

রাজন্! বশিষ্ঠের বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা আপনার সেই প্রিয় পুত্রকে কহিলেন, তুমি মিত্রাবরুণের তেজে প্রবেশ করিয়া সুস্থির চিত্তে অবস্থিতি কর; তাহাতে তুমি যথাকালে অযোনিজ দেহ লাভ করিয়া পুনর্ব্বার ধর্ম্মযুক্ত, সত্যনিষ্ঠ, বেদজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞ ও সকলের পূজিত হইবে ইহাতে কোনও সংশয় নাই॥ ৫৫—৫৭॥ ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে পর মহর্ষি

এবমুক্তস্তদা পিত্রা প্রযযৌ বরুণালয়ম্ ।
কৃত্বা প্রদক্ষিণং প্রীত্যা প্রণম্য চ পিতামহম্ ॥ ৫৮ ॥
বিবেশ স তয়োর্দ্দেহে মিত্রাবরুণয়োঃ কিল ।
জীবাংশেন বশিষ্ঠোঽথ ত্যক্ত্বা দেহমনুত্তমম্ ॥ ৫৯ ॥
কদাচিত্তূর্ব্বশী রাজন্নাগতা বরুণালয়ম্ ।
যদৃচ্ছয়া বরারোহা সখীগণসমাবৃতা ॥ ৬০ ॥
দৃষ্ট্বা তামপ্সরাং দিব্যাং রূপযৌবনসংযুতাম্ ।
জাতৌ কামাতুরৌ দেবৌ তদা তামূচতুর্নৃপ ! ॥ ৬১ ॥
বিবশৌ চারুসর্ব্বাঙ্গীং দেবকন্যাং মনোরমাম্ ।
আবাং ত্বমনবদ্যাঙ্গি ! বরয়স্ব সমাকুলৌ ॥ ৬২ ॥
বিহরস্ব যথাকামং স্থানেঽস্মিন্ বরবর্ণিনি ! ।
তথোক্তা সা ততো দেবী তাভ্যাং তত্র স্থিতা বশা ॥ ৬৩ ॥
কৃত্বা ভাবং স্থিরং দেবী মিত্রাবরুণয়োর্গৃহে ।
সা গৃহীত্বা তয়োর্ভাবং সংস্থিতা চারুদর্শনা ॥ ৬৪ ॥

জীবাংশেন লিঙ্গদেহেন বিবেশেত্যন্বয়ঃ ॥ ৫৯—৬০ ॥
দেবৌ মিত্রাবরুণৌ ॥ ৬১—৬৭ ॥

বশিষ্ঠ, পিতামহকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া বরুণালয়ে গমন করিলেন ॥ ৫৮ ॥ অনন্তর, তিনি আপনার অত্যুত্তম দেহ পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম দেহরূপ স্বীয় জীবাংশ দ্বারা মিত্রা-বরুণের দেহে প্রবেশ করিলেন ॥ ৫৯ ॥ তদনন্তর কোনও সময়ে পরম-রূপলাবণ্যবতী উর্ব্বশী স্বীয় সখীগণে পরিবৃত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে বরুণালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৬০ ॥ মিত্রাবরুণ নামক দেবতাদ্বয় রূপ-যৌবনসম্পন্না সেই অপ্সরাকে অবলোকন করিয়া অত্যন্ত কামাতুর হইলেন, এবং মন্মথশরে বিমোহিত ও বিবশ হইয়া সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মনোরমা দেবকন্যা উর্ব্বশীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, বরবর্ণিনি ! আমরা তোমাকে দর্শন করিয়া মন্মথশরে একান্ত আকুল হইয়াছি ; সুন্দরি ! তুমি আমাদিগকে বরণ করিয়া এই স্থানে যথেচ্ছাক্রমে বিহার করিতে থাক। তাঁহারা এইরূপ বলিলে পর উর্ব্বশী দেবী তখন তাঁহাদিগের প্রতি অনুরাগিণী ও তাঁহাদের বশবর্ত্তিনী হইয়া সেই মিত্রাবরুণের গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥৬১-৬৩॥ উর্ব্বশী তাঁহাদের প্রতি পরম অনুরাগের সহিত তথায় অবস্থিতি করিলে তাঁহাদের বীর্য্য এক অনাবৃত কুম্ভমধ্যে পতিত হইল, তাহাতে অতিশয় মনোহর দুই ঋষিকুমার জন্মগ্রহণ করিলেন, তন্মধ্যে অগস্তি প্রথম এবং বশিষ্ঠ দ্বিতীয় হইলেন, এইরূপে মিত্রাবরুণের বীর্য্য হইতে ঋষিসত্তম তাপস দ্বয়ের উৎপত্তি হইল ॥৬৪-৬৬॥

তয়োস্তু পতিতং বীর্য্যং কুম্ভে দৈবাদনাবৃতে।
তস্মাজ্জাতৌ মুনী রাজন্! বাবেবাতিমনোহরৌ ॥ ৬৫ ॥
অগস্তিঃ প্রথমস্তত্র বশিষ্ঠশ্চাপরস্তথা।
মিত্রাবরুণয়োর্বীর্য্যাত্তাপসাবৃষিসত্তমৌ ॥ ৬৬ ॥
প্রথমস্তু বনং প্রাপ্তো বাল এব মহাতপাঃ।
ইক্ষ্বাকুস্তু বশিষ্ঠং তং বালং বব্রে পুরোহিতম্ ॥ ৬৭ ॥
বংশস্যাস্য সুখার্থং বৈ পালয়ামাস পার্থিব!।
বিশেষেণ মুনিং জ্ঞাত্বা প্রীত্যা যুক্তো বভূব হ ॥ ৬৮ ॥
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং বশিষ্ঠস্য চ কারণম্।
শাপাদ্দেহান্তরপ্রাপ্তির্মিত্রাবরুণয়োঃ কুলে ॥ ৬৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে বশিষ্ঠস্য মৈত্রাবরুণতো জন্মগ্রহণবর্ণনং নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

অস্য বংশস্য সুখার্থং পালয়ামাসেতি রাজানং প্রতি ব্যাসোক্তিঃ ॥৬৮—৬৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

প্রথম অগস্তি বাল্যকালেই মহান্ তপস্বী হইয়া বনে গমন করিলেন এবং রাজশ্রেষ্ঠ ইক্ষ্বাকু বালক বশিষ্ঠকে পৌরহিত্যে বরণ করিলেন ॥ ৬৭ ॥ রাজন্! নৃপতিপ্রবর ইক্ষ্বাকু, তাঁহাদিগের বংশের কল্যাণের নিমিত্তই তাঁহাকে পালন করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ তিনি তাঁহাকে বশিষ্ঠমুনি জানিয়া তাঁহার প্রতি প্রীতিমান্ হইয়াছিলেন ॥ ৬৮ ॥ জনমেজয়! এই আমি তোমাকে নিমিশাপে বশিষ্ঠের দেহান্তর প্রাপ্তির এবং মিত্রাবরুণের কুলে তাঁহার উৎপত্তির বিবরণ সমস্তই বর্ণন করিলাম ॥ ৬৯ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে বশিষ্ঠের মিত্রাবরুণ হইতে জন্মগ্রহণ বর্ণন নামক চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

জনমেজয় উবাচ।

দেহপ্রাপ্তির্বশিষ্ঠস্য কথিতা ভবতা কিল।
নিমিঃ কথং পুনর্দ্দেহং প্রাপ্তবানিতি মে বদ ॥ ১ ॥

ব্যাস উবাচ।

বশিষ্ঠেন চ সংপ্রাপ্তঃ পুনর্দ্দেহো নরাধিপ!।
নিমিনা ন তথা প্রাপ্তো দেহঃ শাপাদনন্তরম্ ॥ ২ ॥
যদা শপ্তো বশিষ্ঠেন তদা তে ব্রাহ্মণাঃ ক্রতৌ।
ঋত্বিজো যে বৃতা রাজ্ঞা তে সর্ব্বে সমচিন্তয়ন্ ॥ ৩।
কিং কর্ত্তব্যমহোঽস্মাভিঃ শাপদগ্ধো মহীপতিঃ।
অস্মিন্ যজ্ঞে ত্বসম্পূর্ণে দীক্ষাযুক্তশ্চ ধার্ম্মিকঃ ॥ ৪ ॥
কিং কর্ত্তব্যং কার্য্যমেতদ্বিপরীতমভূৎ কিল।
অবশ্যং ভাবিভাবত্বাদশক্তাঃ স্ম নিবারণে ॥ ৫ ॥

ত্রিষষ্টিশ্লোকবর্ণ্যোস্ত নিমের্দ্দেহান্তরে গতিম্।
প্রোক্ত্বা রাজ্ঞাং হৈহয়ানাং কথা প্রারভ্যতেঽধুনা ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ে বশিষ্ঠদেহপ্রাপ্তিকথাং শ্রুত্বা নিমের্দ্দেহান্তরপ্রাপ্তিং পৃচ্ছতি দেহপ্রাপ্তিরিতি ॥ ১ ॥

ন তথেতি বশিষ্ঠবৎ স্থূলদেহো ন প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

তর্হি কীদৃশং দেহং প্রাপ্তবানিতি চেত্তত্র কথা প্রস্তূয়তে যদেতি ॥ ৩ ॥

অস্মিন্ যজ্ঞে ত্বসংপূর্ণ ইতি। অদ্যাপি যজ্ঞো ন সংপূর্ণো দীক্ষাযুক্তশ্চ রাজা মধ্যে এবাধুনা মরিষ্যতি ততশ্চ কিং কর্ত্তব্যমিতি চিন্তাং চক্রুরিত্যর্থঃ ॥ ৪—৫ ॥

জনমেজয় কহিলেন, মুনিবর! আপনি মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের দেহান্তর প্রাপ্তির বিষয় বর্ণন করিলেন, কিন্তু নিমিরাজ কিরূপে পুনর্ব্বার দেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা বর্ণন করেন নাই, এক্ষণে সেই বিষয় কীর্ত্তন করিয়া আমার কৌতূহল চরিতার্থ করুন ॥ ১ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! বশিষ্ঠ ঋষিই পুনর্ব্বার দেহপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু নিমিরাজ বশিষ্ঠ শাপের পর আর পূর্ব্ব দেহ প্রাপ্ত হন নাই ॥২॥ যখন বশিষ্ঠ ঋষি তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন তখন যজ্ঞকার্য্যে নিযুক্ত ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণগণ চিন্তা করিয়াছিলেন যে, কি আশ্চর্য্য! এই যজ্ঞ সম্পূর্ণ না হইতে হইতেই দীক্ষিত ধার্ম্মিক মহীপতি নিমি শাপগ্রস্ত

মন্ত্রৈর্ব্বহুবিধৈর্দ্দেহং তদা তস্য মহাত্মনঃ।
রক্ষিতং ধারয়ামাসুঃ কিঞ্চিচ্ছ্বসনসংযুতম্ ॥ ৬ ॥
গন্ধৈর্মাল্যৈশ্চ বিবিধৈঃ পূজ্যমানং মুহুর্মুহুঃ।
মন্ত্রশক্ত্যা প্রতিষ্টভ্য নির্ব্বিকারং সুপূজিতম্ ॥ ৭ ॥
সমাপ্তে চ ক্রতৌ তত্র দেবাঃ সর্ব্বে সমাগতাঃ।
ঋত্বিগ্ভিস্তু স্তুতাঃ সর্ব্বে সুপ্রীতাশ্চাভবন্ নৃপ ! ॥ ৮ ॥
বিজ্ঞপ্তা মুনিভিঃ স্তোত্রৈর্নির্ব্বিণ্নাত্মানমব্রুবন্।
প্রসন্নাঃ স্ম মহীপাল ! বরং বরয় সুব্রত ! ॥ ৯ ॥
যজ্ঞেনানেন রাজর্ষে ! বরং জন্ম বিধীয়তে।
দেবদেহং নৃদেহং বা যত্তে মনসি বাঞ্ছিতম্ ॥ ১০ ॥
দৃপ্তঃ কামং পুরোধাস্তেঁ মৃত্যুলোকে যথাসুখম্।
এবমুক্তো নিমেরাত্মা সন্তুষ্টস্তানুবাচ হ ॥ ১১ ॥

তদনন্তরং মন্ত্রশক্ত্যা তস্য লিঙ্গদেহং তস্মিন্নেব দেহে যজ্ঞসমাপ্তিপর্য্যন্তং স্তম্ভয়ামাসুরিত্যাহ মন্ত্রৈর্ব্বহুবিধৈরিতি। কিঞ্চিচ্ছ্বসনেতি। যথা শ্বাসোচ্ছ্বাসসংযুক্তং কিঞ্চিৎ স্যাত্তথেত্যর্থঃ ॥ ৬—৭ ॥

দেবা যজ্ঞে হবিষা সন্তুষ্টা ইন্দ্রাদয়ঃ ॥ ৮ ॥

বিজ্ঞপ্তা ইতি। এতাদৃশী রাজ্ঞোঽবস্থা জাতেতি মুনিভির্বোধিতা ইত্যর্থঃ। তে বিজ্ঞপ্তা দেবা নির্ব্বিণ্নাত্মানং খিন্নাত্মানং রাজানমব্রুবন্নিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

যজ্ঞেনানেনাপূর্ব্বে কৃতে সতি দিব্যং জন্ম বিধীয়তে প্রাপ্যতে ইত্যর্থঃ। অতো দেবদেহং নৃদেহং বা যত্তে মনসি বাঞ্ছিতং ভবতি তং দেহং বরয়েত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

দৃপ্ত ইতি যথা তে পুরোধা উপাধ্যায়ো বশিষ্ঠস্বচ্ছাপাৎ পূর্ব্বদেহং ত্যক্ত্বা যথাসুখং মৃত্যুলোকে এব তদ্দেহসদৃশদ্বিতীয়দেহধারণং কৃত্বা দৃপ্তো গর্ব্বিতস্তিষ্ঠতি তথা তবাপেক্ষিতং

হইলেন; এই কার্য্য বিপরীত হইয়া উঠিল, আমরা কি করিব, যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহা অবশ্যই ঘটিবে, অতএব আমরা কি করিয়া ইহার নিবারণ করিব ॥৩—৫॥ তখন তাঁহারা সেই মহাত্মার কিঞ্চিৎ নিশ্বাস-সমন্বিত দেহকে বহুবিধ মন্ত্র দ্বারা রক্ষা করিলেন এবং মাল্য গন্ধাদি দ্বারা মুহুর্মুহুঃ পূজা করিয়া বিবিধ যত্নে মন্ত্রশক্তি দ্বারা স্তম্ভিত ও বিকারবিহীন করিয়া রাজাকে উক্ত দেহ ধারণ করাইলেন ॥৬—৭ ॥ অনন্তর সেই যজ্ঞ সমাপিত হইলে ঋষিগণ দেবতাগণের স্তব করিতে লাগিলেন, তাহাতে দেবগণ প্রীত ও সন্তুষ্ট হইয়া সেই স্থানে আগমন করিলেন ॥ ৮ ॥ তখন মুনিগণ নৃপতির সমস্ত অবস্থা জানাইলে দেবগণ দুঃখিত নৃপতিকে কহিলেন, হে সুব্রত! আমরা আপনার যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রসন্ন হইয়াছি এক্ষণে আপনি আমাদিগের নিকট বর গ্রহণ করুন ॥ ৯ ॥ নৃপবর! এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান ফলে আপনার উৎকৃষ্ট জন্ম হওয়া উচিত অতএব আপনি দেবদেহ অথবা নরদেহ যাহা অভিলাষ

ন দেহে মম বাঞ্ছাস্তি সর্ব্বদৈব বিনশ্বরে।
বাসো মে সর্ব্বসত্ত্বানাং দৃষ্টাবস্তু সুরোত্তমাঃ ! ॥ ১২ ॥
নেত্রেষু সর্ব্বভূতানাং বায়ুভূতশ্চরাম্যহম্।
এবমুক্তাঃ সুরাস্তত্র নিমেরাত্মানমব্রুবন্ ॥ ১৩ ॥
প্রার্থয় ত্বং মহারাজ ! দেবীং সর্ব্বেশ্বরীং শিবাম্।
মখেনানেন সন্তুষ্টা সা তেঽভীষ্টং বিধাস্যতি ॥ ১৪ ॥
স দেবৈরেবমুক্তস্তু প্রার্থয়ামাস দেবতাম্।
স্তোত্রৈর্নানাবিধৈর্দিব্যৈর্ভক্ত্যা গদ্গদয়া গিরা ॥ ১৫ ॥
প্রসন্না সা তদা দেবী প্রত্যক্ষং দর্শনং দদৌ।
কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশং রূপং লাবণ্যদীপিতম্ ॥ ১৬ ॥

চেত্তদপি বরয়েত্যর্থঃ। নিমেরাত্মেতি। অনেন চ রাজ্ঞা বশিষ্ঠশাপেন দেহাভিমানং ত্যক্ত্বা গন্তুকামো ব্রাহ্মণৈর্মন্ত্রবলেন স্তম্ভিতস্তদ্দেহাভিমানং ত্যক্ত্বা লিঙ্গাত্মাভিমানেন স্থিত ইতি বোধিতম্ ॥ ১১ ॥

সর্ব্বসত্ত্বানাং সর্ব্বজীবানাং দৃষ্টৌ মম বাসো ভবত্বিত্যর্থঃ ॥ ১২—১৩ ॥

এতত্ত্বয়া প্রার্থিতং দাতুমস্মাকং শক্তির্নাস্তি পরতন্ত্রাণাং যস্মিন্ যস্মিন্ কার্য্যে বয়ং ভগবত্যা নিযুক্তাস্তদেব কর্ত্তুং শক্নুমো যদি তব তথেচ্ছাস্তি তর্হি ভগবতীমেব প্রার্থয়েত্যাহুঃ প্রার্থয় ত্বমিতি ॥ ১৪ ॥

দেবতাং সচ্চিদানন্দরূপিণীং ভগবতীম্ ॥ ১৫ ॥

রূপমিতি। তৃতীয়স্কন্ধোক্তপ্রকারকম্ ॥ ১৬—১৭ ॥

করেন তাহাই প্রার্থনা করুন ॥ ১০ ॥ অথবা আপনার পুরোহিত যেমন পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৎসদৃশ দ্বিতীয় দেহ ধারণপূর্ব্বক গর্ব্বিত হইয়া মৃত্যুলোকে অবস্থিতি করিতেছেন, আপনার ইচ্ছা হইলে তদ্রূপও প্রার্থনা করিতে পারেন। মহারাজ ! দেবগণ এইরূপ বলিলে পর নিমিরাজের আত্মা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে কহিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

সুরসত্তমগণ ! যে দেহ সর্ব্বদাই বিনষ্ট হইয়া থাকে তাহাতে আমার অভিলাষ নাই, অতএব সমস্ত জীবগণের নেত্রযুগলের উপরিভাগে আমার বসতি হউক ॥ ১২ ॥ আমি অখিল প্রাণিগণের নেত্রোপরি বায়ুরূপে বিচরণ করিব ইহাই আমার প্রার্থনা। নিমিরাজ এইরূপ কহিলে পর সুরগণ নিমির আত্মাকে কহিলেন, মহারাজ ! আপনি শিবরূপিণী সর্ব্বেশ্বরী দেবীর নিকট প্রার্থনা করুন, তিনি এই যজ্ঞ দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়াছেন, অতএব অবশ্যই আপনার অভীষ্ট সিদ্ধি করিবেন ॥ ১৩—১৪ ॥ নিমিরাজ দেবগণের সেই বচন শ্রবণ করিয়া ভক্তিভাবে গদ্গদ বাক্যে নানাবিধ স্তোত্র দ্বারা দেবীর নিকট প্রার্থনা করিলেন ॥ ১৫ ॥ তখন দেবী প্রসন্ন হইয়া তাঁহার প্রত্যক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তাঁহার কোটি সূর্য্য সদৃশ জ্যোতিঃ ও রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া সকলেই আনন্দিত ও

দৃষ্ট্বা প্রমুদিতাঃ সর্ব্বে কৃতকৃত্যাশ্চ চেতসি।
প্রসন্নায়াং দেবতায়াং রাজা বব্রে বরং নৃপ ! ॥ ১৭ ॥
জ্ঞানং তদ্বিমলং দেহি যেন মোক্ষো ভবেদপি।
নেত্রেষু সর্ব্বভূতানাং নিবাসো মে ভবেদিতি ॥ ১৮ ॥
ততঃ প্রসন্না দেবেশী প্রোবাচ জগদম্বিকা।
জ্ঞানং তে বিমলং ভূয়াৎ প্রারব্ধস্যাবশেষতঃ ॥ ১৯ ॥
নেত্রেষু সর্ব্বভূতানাং নিবাসোঽপি ভবিষ্যতি।
নিমিষং যান্তি চক্ষুংসি ত্বৎকৃতেনৈব দেহিনাম্‌ ॥ ২০ ॥
তব বাসাৎ সনিমিষা মানবাঃ পশবস্তথা।
পতঙ্গাশ্চ ভবিষ্যন্তি পুনশ্চানিমিষাঃ সুরাঃ ॥ ২১ ॥
ইতি দত্ত্বা বরং তস্মৈ তদা শ্রীপরদেবতা।
আমন্ত্র্য চ মুনীন্‌ সর্ব্বাংস্তত্রৈবান্তর্হিতাভবৎ ॥ ২২ ॥
অন্তর্হিতায়াং দেব্যাস্তু মুনয়স্তত্র সংস্থিতাঃ।
বিচিন্ত্য বিধিবৎ সর্ব্বে নিমের্দেহং সমাহরন্‌ ॥ ২৩ ॥

রাজ্ঞা প্রথমং জ্ঞানং যাচিতমিত্যাহ জ্ঞানং তদিতি। কিঞ্চ যাবৎ প্রারব্ধং কর্ম্ম ন ভুক্তং তাবন্নেত্রেষু বাসো ভবত্বিতি দ্বিতীয়ং বরং বব্রে ইত্যাহ নেত্রেম্বিতি ॥ ১৮—১৯ ॥

নিবাসো বায়ুরূপেণেত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

সনিমিষা নেত্রনিমীলনবন্ত ইত্যর্থঃ। নিমীলনাদের্বায়ুকার্য্যত্বাদিতি ভাবঃ। পুনশ্চানিমিষা ইতি। যে সনিমিষাস্ত এবানিমিষা অপি ভবিষ্যন্তি। তব বায়ুরূপস্য নিবাসাদিত্যর্থঃ। অনিমিষা উন্মীলনবন্ত ইত্যর্থঃ। ন কেবলং মানবা এব এতাদৃশাঃ কিন্তু ন সুরা অপি ইত্যাহ। সুরা ইতি ॥ ২১—২২ ॥

প্রফুল্লিত হইয়া মনে মনে আপনাদিগকে কৃতকৃত্য বোধ করিতে লাগিলেন। তখন রাজা ভগবতী দেবীকে প্রসন্ন জানিয়া তাহার নিকট এই বর প্রার্থনা করিলেন যে, দেবি ! যদ্দারা মোক্ষলাভ হয়,আমাকে সেই বিমল তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করুন, আর যাহাতে সমস্ত জীবগণের নেত্রোপরি আমার বসতি হয় আপনি তাহাও করুন ॥১৬—১৮॥ অনন্তর সুপ্রসন্না সুরেশ্বরী জগদম্বিকা দেবী কহিলেন, নৃপবর ! প্রারব্ধ কার্য্যের অবসানে তোমার বিমল জ্ঞানলাভ এবং সমস্ত জীবগণের নেত্রোপরি বায়ুরূপে বসতি হইবে, তোমার অধিষ্ঠান হেতুই দেহিগণের নেত্রযুগল নিমেষবিশিষ্ট হইবে ॥ ১৯—২০ ॥ তোমার নিবাস হেতুই মানবগণ, পশুগণ ও পতঙ্গগণের নেত্রোপরি নিমেষ হইবে, কিন্তু অমরগণ অনিমিষ থাকিবেন ॥ ২১ ॥ পরমেশ্বরী ভগবতী তাঁহাকে এইরূপ বরপ্রদান পূর্ব্বক সমস্ত মুনিগণকে সম্ভাষণ করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন ॥২২॥ দেবী অন্তর্হিত হইলে তত্রস্থিত মুনিগণ বহুতর চিন্তা করিয়া

অরণিং তত্র সংস্থাপ্য মমন্থুর্মন্ত্রবত্তদা।
মন্ত্রহোমৈর্মহাত্মানঃ পুত্রহেতোর্নিমেরথ ॥ ২৪ ॥
অরণ্যাং মথ্যমানায়াং পুত্রঃ প্রাদুরভূত্তদা।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নঃ সাক্ষান্নিমিরিবাপরঃ ॥ ২৫ ॥
অরণ্যামথনাজ্জাতস্তস্মান্মিথিরিতি স্মৃতঃ।
যেনায়ং জনকাজ্জাতস্তেনাসৌ জনকোঽভবৎ ॥ ২৬ ॥
বিদেহস্তু নিমির্জাতো যস্মাত্তস্মাত্তদন্বয়ে।
সমুদ্ভূতাস্তু রাজানো বিদেহা ইতি কীর্ত্তিতাঃ ॥ ২৭ ॥
এবং নিমিসুতো রাজা প্রথিতো জনকোঽভবৎ।
নগরী নির্ম্মিতা তেন গঙ্গাতীরে মনোহরা ॥ ২৮ ॥
মিথিলেতি সুবিখ্যাতা গোপুরাট্টালসংযুতা।
ধনধান্যসমাযুক্তা হট্টশালাবিরাজিতা ॥ ২৯ ॥
বংশেঽস্মিন্ যেঽপি রাজানস্তে সর্ব্বে জনকাস্তথা।
বিখ্যাতা জ্ঞানিনঃ সর্ব্বে বিদেহাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ ৩০ ॥
এতত্তে কথিতং রাজন্নিমেরাখ্যানমুত্তমম্।
শাপাদ্ যস্য বিদেহত্বং বিস্তরাদুদিতং ময়া ॥ ৩১ ॥

সমাহরন্ মন্থনার্থং গৃহীতবন্তঃ ॥ ২৩—২৫

বিধিপূর্ব্বক মথন করিবার নিমিত্ত নিমির দেহ গ্রহণ করিলেন ॥ ২৩ ॥ মহাত্মা মুনিগণ নিমির পুত্রের নিমিত্ত হোম করিয়া তৎপরে তাঁহার দেহে অরণি (মন্থন কাষ্ঠ) সংস্থাপন পূর্ব্বক মন্ত্র উচ্চারণ করত মন্থন করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥ এইরূপে অরণি মথিত হইলে পর সর্ব্বসুলক্ষণ সম্পন্ন সাক্ষাৎ দ্বিতীয় নিমির ন্যায় একটি পুত্র উৎপন্ন হইল ॥ ২৫ ॥ এই পুত্র অরণির মন্থন দ্বারা জন্মগ্রহণ করিলেন বলিয়া মিথি নামে এবং জনকের অঙ্গ হইতে জন্মিলেন বলিয়া জনক নামে অভিহিত হইলেন ॥ ২৬ ॥ রাজন্! নিমিরাজ বশিষ্ঠ-শাপে বিদেহ অর্থাৎ দেহহীন হইয়াছিলেন বলিয়া তদ্বংশ-সম্ভূত সকলেই বিদেহ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥ এইরূপে নিমির পুত্র জনকরাজ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, তিনি গঙ্গাতীরে মনোরমা এক নগরী নির্ম্মাণ করেন, তাঁহার নামানুসারে ঐ নগরী মিথিলা বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। জনকরাজ এই নগরী, দুর্গ তোরণ হট্টশালা ও বহুতর অট্টালিকায় পরিশোভিত করিয়া ধনধান্যাদি দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন ॥ ২৮-২৯ ॥ মহারাজ! এই বংশের রাজগণ সকলেই জনক বলিয়া বিখ্যাত এবং সকলেই জ্ঞানসম্পন্ন ও বিদেহ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকেন ॥ ৩০ ॥ রাজন্! শাপবশে যাঁহার বিদেহত্ব প্রাপ্তি হইয়াছিল,

রাজোবাচ।

ভগবন্! ভবতা প্রোক্তং নিমিশাপস্য কারণম্।
শ্রুত্বা সন্দেহমাপন্নং মনো মেঽতীব চঞ্চলম্॥ ৩২॥
বশিষ্ঠো ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠো রাজ্ঞশ্চৈব পুরোহিতঃ।
পুত্রঃ পঙ্কজযোনেস্তু রাজ্ঞা শপ্তঃ কথং মুনিঃ॥ ৩৩॥
গুরুঞ্চ ব্রাহ্মণং জ্ঞাত্বা নিমিনা ন কৃতা ক্ষমা।
যজ্ঞকর্ম্ম শুভং কৃত্বা কথং ক্রোধমুপাগতঃ॥ ৩৪॥
জ্ঞাত্বা ধর্ম্মস্য বিজ্ঞানং কথমিক্ষ্বাকুসম্ভবঃ।
ক্রোধস্য বশমাপন্নঃ শপ্তবান্ ব্রাহ্মণং গুরুম্॥ ৩৫॥

ব্যাস উবাচ।

ক্ষমাতিদুর্লভা রাজন্! প্রাণিভিরজিতাত্মভিঃ।
ক্ষমাবান্ দুর্লভো লোকে সুসমর্থো বিশেষতঃ॥ ৩৬॥
সর্ব্বসঙ্গপরিত্যাগী মুনির্ভবতু তাপসঃ।
নিদ্রাক্ষুধোর্বিজেতা চ যোগাভ্যাসে সুনিষ্ঠিতঃ॥ ৩৭॥
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভো হ্যহঙ্কারশ্চতুর্থকঃ।
দুর্জ্জেয়া দেহমধ্যস্থা রিপবস্তেন সর্ব্বথা॥ ৩৮॥

মিথিরিতি। পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুত্বম্। অনেন কারণেন জনকনামাভবদিত্যর্থঃ॥২৬-৩৭॥

আমি সেই নিমিরাজের অত্যুত্তম এই উপাখ্যান আপনার নিকট বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিলাম॥ ৩১॥

রাজা কহিলেন, ভগবন্! আপনি নিমিশাপের কারণ কীর্ত্তন করিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া আমার মন অত্যন্ত সংশয়াপন্ন ও অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিল॥ ৩২॥ বশিষ্ঠ ঋষি, ব্রাহ্মণগণের শ্রেষ্ঠ ও ব্রহ্মার পুত্র, বিশেষত তিনি রাজার পুরোহিত ছিলেন; অতএব তিনি কি নিমিত্ত রাজা কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইলেন॥ ৩৩॥ নিমিরাজ তাঁহাকে গুরু ও ব্রাহ্মণ জানিয়াও ক্ষমা করিলেন না কেন? তিনি ঈদৃশ মঙ্গলজনক যজ্ঞকর্ম্ম করিয়াও কি জন্য ক্রোধপরবশ হইলেন?॥ ৩৪॥ তিনি ইক্ষ্বাকুবংশে উৎপন্ন এবং ধর্ম্মের তত্ত্ব অবগত হইয়াও কি কারণে ক্রোধের বশীভূত হইয়া নিজ গুরু ব্রাহ্মণকে অভিশাপ প্রদান করিলেন॥ ৩৫॥

ব্যাস বলিলেন, রাজেন্দ্র! অজিতেন্দ্রিয় প্রাণিগণের পক্ষে ক্ষমা অতিশয় দুর্লভ, বিশেষত সমর্থ থাকিয়া ক্ষমাবান্ এরূপ ব্যক্তি ত্রিলোক মধ্যে অতিশয় দুর্লভ॥ ৩৬॥ যিনি সমস্ত সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষুধা ও নিদ্রা জয় করত সর্ব্বদা যোগাভ্যাসে নিরত থাকেন সেই তপোধন

ন ভূতপূর্ব্বঃ সংসারে ন চৈব বর্ত্ততেঽধুনা।
ভবিতা ন পুমান্ কশ্চিদ্ যো জয়েত রিপূনিমান্ ॥ ৩৯ ॥
ন স্বর্গে ন চ ভূলোকে ব্রহ্মলোকে হরেঃ পদে।
কৈলাসে নেদৃশঃ কশ্চিদ্ যো জয়েত রিপূনিমান্ ॥ ৪০ ॥
মুনয়ো ব্রহ্মপুত্রাশ্চ তথান্যে তাপসোত্তমাঃ।
তেঽপি গুণত্রয়াবিদ্ধাঃ কিংপুনর্ম্মানবা ভুবি ॥ ৪১ ॥
কপিলঃ সাঙ্খ্যবেত্তা চ যোগাভ্যাসরতঃ শুচিঃ ॥
তেনাপি দৈবযোগাদ্ধি প্রদগ্ধাঃ সগরাত্মজাঃ ॥ ৪২ ॥
তস্মাদ্রাজন্নহঙ্কারাৎ সঞ্জাতং ভুবনত্রয়ম্।
কার্য্যকারণভাবাত্তু তদ্বিযুক্তং কথং ভবেৎ ॥ ৪৩ ॥
ব্রহ্মা গুণত্রয়াবিষ্টো বিষ্ণুশ্চৈবাথ শঙ্করঃ।
প্রভবন্তি শরীরেষু তেষাং ভাবাঃ পৃথক্‌পৃথক্ ॥ ৪৪ ॥
মানবানাঞ্চ কা বার্ত্তা সত্ত্বৈকান্তব্যবস্থিতৌ।
গুণানাং সঙ্করো রাজন্! সর্ব্বত্র সমবস্থিতঃ ॥ ৪৫ ॥

তেনাপি পুরুষেণ দেহমধ্যস্থা এতে রিপবো দুর্জ্জেয়া ইত্যর্থঃ। জেতুমশক্যা ইতি তাৎপর্য্যম্ ॥ ৩৮—৪৪ ॥

সত্ত্বৈকান্তব্যবস্থিতৌ সত্ত্বস্য নিরন্তরমবস্থিতাবিত্যর্থঃ। সর্ব্বত্র দেবাদিসর্ব্বপ্রাণিমাত্রদেহেম্বিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

মুনিই কাম ক্রোধ লোভ ও অহঙ্কার প্রভৃতি দেহ মধ্যস্থিত রিপুগণকে সর্ব্বতোভাবে জয় করিতে পারেন না ॥ ৩৭—৩৮ ॥ যিনি এই রিপুগণকে জয় করিতে পারেন এই অখিল সংসার মধ্যে এরূপ পুরুষ পূর্ব্বে কেহই ছিলেন না, এক্ষণেও বিদ্যমান নাই এবং পরেও জন্মগ্রহণ করিবেন না ॥ ৩৯ ॥ যিনি এই রিপুনিচয়কে পরাজিত করিতে পারেন এরূপ কোনও পুরুষ ভূতলে বা স্বর্গে, ব্রহ্মলোকে বা বৈকুণ্ঠে, অধিক কি, কৈলাসেও বিদ্যমান নাই ॥ ৪০ ॥ যখন ব্রহ্মার পুত্র মহর্ষিগণ এবং অন্যান্য তাপসোত্তম ঋষিগণ সকলেই সত্ত্ব রজ ও তমোগুণ দ্বারা পরিবিদ্ধ, তখন ভূতলস্থিত সামান্য মানবগণের কথা আর কি বলিব ॥ ৪১ ॥ দেখুন, কপিল ঋষি সাংখ্যবেত্তা যোগাভ্যাসনিরত ও পবিত্রাত্মা ছিলেন তিনিও দৈবযোগে ক্রোধপরবশ হইয়া সগর নৃপতির পুত্রগণকে দগ্ধ করিয়াছিলেন ॥ ৪২ ॥ রাজন্! অহঙ্কার হইতে এই ত্রিভুবন উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব অখিল সংসার ও অহঙ্কার পরস্পরে কার্য্যকারণভাবে সম্বদ্ধ, তবে এই সংসারোৎপন্ন জীব কিরূপে সেই অহঙ্কার হইতে বিযুক্ত হইতে পারে? ॥ ৪৩ ॥ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ইহাঁরাও গুণত্রয় দ্বারা আবিষ্ট, তাঁহাদের শরীরেও পৃথক্ পৃথক্ ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥ তবে মানবগণের

কদাচিৎ সত্ত্ববৃদ্ধিঃ স্যাৎ কদাচিদ্রজসঃ কিল।
কদাচিত্তমসো বৃদ্ধিঃ সমভাবঃ কদাচন ॥ ৪৬ ॥
নির্গুণঃ পরমাত্মাসৌ নির্লেপঃ পরমোঽব্যয়ঃ।
অলক্ষ্যঃ সর্ব্বসত্ত্বানামপ্রমেয়ঃ সনাতনঃ ॥ ৪৭ ॥
তথৈব পরমা শক্তির্নির্গুণা ব্রহ্মসংস্থিতা।
দুর্জ্ঞেয়া চাল্পমতিভিঃ সর্ব্বভূতব্যবস্থিতিঃ ॥ ৪৮ ॥
পরাত্মনস্তথা শক্তেস্তয়োরৈক্যং সদৈব হি।
অভিন্নং তদ্বপুর্জ্ঞাত্বা মুচ্যতে সর্ব্বদোষতঃ ॥ ৪৯ ॥
তজ্জ্ঞানাদেব মোক্ষঃ স্যাদিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ।
যো বেদ স বিমুক্তোঽস্মিন্ সংসারে ত্রিগুণাত্মকে ॥ ৫০ ॥

সমভাবঃ সাম্যাবস্থা ন কস্যাপীত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

একং পরমাত্মানমেকাং মায়াঞ্চ হিত্বা সর্ব্বে গুণত্রয়েণ বদ্ধা ইত্যাহ নির্গুণ ইতি ॥৪৭-৪৮॥

তয়োরৈক্যমিতি। চন্দ্রচন্দ্রিকয়োরিব বহ্নিদাহকতয়োরিবেতি ভাবঃ। ন হি শক্তিমতঃ শক্তিঃ কচিৎ পৃথগুপলভ্যত ইতি। সা চ শক্তির্যদান্তর্মুখা তিষ্ঠতি তদা ব্রহ্মাভেদেন ভাসতে। যদা পুনর্বহির্মুখা তিষ্ঠতি তদা চৈতন্যাৎ পৃথগ্ভাসতে তথা চাভিন্নং তদ্বপুরিত্যনেনান্তর্মুখশক্তিবিশিষ্টমভিন্নব্রহ্মমায়ারূপমুক্তং ভবতি তদ্বপুর্জ্ঞাত্বা সর্ব্বদোষাদবিদ্যারূপাদ্গুণত্রয়াদিরূপান্মুচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

অয়মেব সর্ব্ববেদসিদ্ধান্ত ইত্যাহ তজ্জ্ঞানাদেবেতি। তথা চ শ্রুতিঃ। তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়ামিতি শ্বেতাশ্বতরে। তদুক্তমুমাসংহিতায়াম্। মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়াবি ব্রহ্ম শাশ্বতম্। অভিন্নং তদ্বপুর্জ্ঞাত্বা মুচ্যতে ভববন্ধনাদিতি। অন্তর্মুখা শক্তিরেব বিদ্যেতি শৈবাগমাচ্চ ॥ ৫০ ॥

দেহে যে সত্ত্বগুণের একান্ত অবস্থিতি সংঘটিত হইবে না তদ্বিষয়ে আর বক্তব্য কি আছে? কারণ, সংমিশ্রিত গুণত্রয়ই সর্ব্বত্র অবস্থিত হইয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥ অতএব, কখনও সত্ত্বগুণের কখনও রজোগুণের এবং কখনও তমোগুণের বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং কখনও বা ইহাদের সমভাবে অবস্থিতি হইয়া থাকে ॥৪৬॥ রাজেন্দ্র! কেবল সেই সনাতন পরম পুরুষই অব্যয় ও নির্লেপ এবং সর্ব্বভূতের অপ্রমেয় ও অলক্ষ্য; সেই পরাৎপর পরমাত্মাই নির্গুণ; আর, যিনি সকল জীবেই অবস্থান করিতেছেন, যিনি অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণের দুর্জ্ঞেয়া সেই ব্রহ্মরূপিণী পরমাশক্তিকেও নির্গুণা জানিবেন ॥৪৭-৪৮॥ পরমাত্মা ও পরমাশক্তির ঐক্য সর্ব্বদাই বিদ্যমান আছে; তাঁহাদের মূর্ত্তি অভিন্ন, যখন এইরূপ জ্ঞানের উদয় হয়, তখনই জীবগণ সর্ব্বপ্রকার দোষ হইতেই মুক্ত হইয়া থাকে ॥৪৯॥ "সেই জ্ঞান হইতেই মোক্ষলাভ হয়" বেদান্তশাস্ত্রে ইহা ডিণ্ডিমশব্দের ন্যায় বিঘোষিত হইয়া থাকে, যে ব্যক্তি তাহা বিদিত হয় সে এই ত্রিগুণাত্মক সংসার হইতে মুক্তিলাভ করে সন্দেহ নাই ॥৫০॥ মহারাজ! জ্ঞান দুই প্রকার তন্মধ্যে শাব্দিক

জ্ঞানন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং শাব্দিকং প্রথমং স্মৃতম্।
বেদশাস্ত্রার্থবিজ্ঞানাত্তদ্ভবেদ্ বুদ্ধিযোগতঃ ॥ ৫১ ॥
বিকল্পাস্তত্র বহবো ভবন্তি মতিকল্পিতাঃ।
"কুতর্ককল্পিতাঃ কেচিৎ সুতর্ককল্পিতাঃ পরে।
বিতর্কৈর্বিভ্রমোৎপত্তির্বিভ্রমাদ্ বুদ্ধিভ্রংশতা।
বুদ্ধিভ্রংশাজ্জ্ঞাননাশঃ প্রাণিনাম্পরিকীর্ত্তিতঃ॥"
অনুভবাখ্যং দ্বিতীয়ং জ্ঞানন্তদ্দুর্লভং নৃপ ! ॥ ৫২ ॥
তত্তদা প্রাপ্যতে তস্য বেত্তুঃ সঙ্গো যদা ভবেৎ।
শব্দজ্ঞানান্ন কার্য্যস্য সিদ্ধির্ভবতি ভারত ! ॥ ৫৩ ॥
তস্মান্নানুভবজ্ঞানং সম্ভবত্যতিমানুষম্।
অন্তর্গতং তমশ্ছেত্তুং শাব্দবোধো হি ন ক্ষমঃ।
যথা ন নশ্যতি তমঃ কৃতয়া দীপবার্ত্তয়া ॥ ৫৪ ॥
তৎ কর্ম্ম যন্ন বন্ধায় সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে।
আয়াসায়াপরং কর্ম্ম বিদ্যান্যা শিল্পনৈপুণম্ ॥ ৫৫ ॥

শাব্দিকমিতি শব্দশ্রবণমাত্রেণ জায়মানং পরোক্ষমিত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥
তত্র মতিকল্পিতা বিতর্কাঃ সংশয়বিপর্য্যাসাদিরূপা বহবো জায়ন্ত ইতি ন তজ্জ্ঞানং মোক্ষদায়কমিত্যর্থঃ। অনুভবাখ্যমিতি। অপরোক্ষমিত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥
তত্তদেতি। তদপরোক্ষজ্ঞানং যদা বেত্তুরনুভবিতুঃ সঙ্গো ভবেত্তদৈব ভবেদিত্যর্থঃ ॥৫৩॥

জ্ঞান প্রথম, বেদশাস্ত্রার্থ বিজ্ঞান হইতে বুদ্ধিযোগ দ্বারা সেই জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ৫১ ॥ তাহাতে মানবগণের মতিকল্পিত বহুতর বিতর্ক দৃষ্ট হয়। "তন্মধ্যে কতকগুলি কুতর্ক দ্বারা কল্পিত ও কতকগুলি সুতর্ক কল্পিত। এই বিতর্ক দ্বারা প্রাণিগণের ভ্রমের উৎপত্তি, ভ্রমদ্বারা বুদ্ধিভ্রংশ ও বুদ্ধিভ্রংশ দ্বারা জ্ঞাননাশ হয়।" রাজন্! দ্বিতীয় জ্ঞানের নাম অনুভব বা অপরোক্ষ জ্ঞান, সেই জ্ঞান প্রাণিগণের পক্ষে অত্যন্তই দুর্লভ জানিবেন ॥ ৫২ ॥ যখন অনুভবকর্ত্তা সদ্গুরুর সহিত সঙ্গ সংঘটিত হয় তখনই সেই জ্ঞান লাভ হইতে পারে। ফলত শব্দ জ্ঞান হইতে কার্য্যসিদ্ধি হয় না অতএব তাহা হইতে অলৌকিক অনুভব জ্ঞানের (অপরোক্ষের) উৎপত্তিও হইতে পারে না, এজন্য সেই জ্ঞানের নিমিত্ত মহৎ আয়াসের প্রয়োজন। রাজন্! যেমন প্রদীপ প্রজ্বলিত না করিয়া তাহার কথা মাত্রেই অন্ধকার বিনষ্ট হয় না, সেইরূপ শাব্দবোধমাত্র অন্তরের অন্ধকার নাশ করিতে কদাচই সমর্থ হয় না ॥ ৫৩-৫৪ ॥ যাহা বন্ধনের নিমিত্ত হয় না তাহাকেই যথার্থ কর্ম্ম এবং যাহাতে মুক্তি লাভ হয় তাহাকেই যথার্থ বিদ্যা বলা যাইতে পারে। ফলত অপর কর্ম্ম সকল কেবল

শীলং পরহিতত্বঞ্চ কোপাভাবঃ ক্ষমা ধৃতিঃ।
সন্তোষশ্চেতি বিদ্যায়াঃ পরিপাকোজ্জ্বলং ফলম্‌ ॥ ৫৬ ॥
বিদ্যয়া তপসা বাপি যোগাভ্যাসেন ভূপতে!।
বিনা কামাদিশত্রূণাং নৈব নাশঃ কদাচন ॥ ৫৭ ॥
"মনস্তু চঞ্চলং রাজন্‌! স্বভাবাদতিদুর্গ্রহম্‌।
তদ্বশঃ সর্ব্বথা প্রাণী ত্রিবিধো ভুবনত্রয়ে ॥"
কামক্রোধাদয়ো ভাবাশ্চিত্তজাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
তে তদা ন ভবন্ত্যেব যদা বৈ নির্জ্জিতং মনঃ ॥ ৫৮ ॥
তস্মাত্তু নিমিনা রাজন্ন ক্ষমা বিহিতা মুনৌ।
যথা যযাতিনা পূর্ব্বং কৃতা শুক্রে কৃতাগসি ॥ ৫৯ ॥
ভৃগুপুত্রেণ শপ্তোঽপি যযাতির্নৃপসত্তমঃ।
ন শশাপ মুনিং ক্রোধাজ্জরাং রাজা গৃহীতবান্‌ ॥ ৬০ ॥
কশ্চিৎ সৌম্যো ভবেৎ কশ্চিৎ ক্রূরো ভবতি পার্থিবঃ।
স্বভাবভেদান্নৃপতে! কস্য দোষোঽত্র কল্প্যতে ॥ ৬১ ॥

সম্ভবত্যাতিমানুষমিতি সহজতয়া ন সম্ভবতি কিন্তু মহতায়াসেনেতি ভাবঃ ॥৫৪—৫৬ ॥
ইদমেতাবৎপর্য্যন্তমপ্রকৃতং কিমর্থমুক্তং তত্রাহ বিদ্যয়েতি ॥ ৫৭ ॥
কামাদিশত্রুনাশসাধনমুক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥
তথা চ নিমেস্তাদৃশসাধনাভাবেন মনোজয়াভাবাৎ ক্রোধাদেঃ সম্ভবান্নিমিনা মুনৌ ক্ষমা ন বিহিতেত্যর্থঃ। কৃতা ক্ষমেতিশেষঃ। যথা যযাতিনা পূর্ব্বং শুক্রে কৃতাগসি ক্ষমা কৃতা তথা নিমিনা ন কৃতেত্যর্থঃ ॥ ৫৯ ॥

আয়াসের নিমিত্ত এবং অপর বিদ্যা কেবল শিল্পনৈপুণ্য মাত্র হইয়া থাকে ॥৫৫॥ শীলতা, পরোপকার, অক্রোধ, ক্ষমা, ধৈর্য্য ও সন্তোষ এ সকলই বিদ্যাবল্লীর পরিপক্ক উজ্জ্বল ও উত্তম ফল ॥ ৫৬ ॥ রাজন্‌! বিদ্যা, তপস্যা ও যোগাভ্যাস ব্যতিরেকে কদাচই কামাদি শত্রু সকলের বিনাশ হয় না। ॥ ৫৭ ॥ "জীবগণের মন স্বভাবতই চঞ্চল ও অবশ, প্রাণিগণ সর্ব্বতোভাবে মনের বশীভূত, অতএব তাহারা উত্তম, মধ্যম ও অধম হইয়া এই সংসার মধ্যে বিচরণ করিয়া থাকে।" কাম ক্রোধাদি ভাব সকল মন হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, যখন মনকে পরাজিত করিতে পারা যায় তখন আর সেই সকল ভাব উৎপন্ন হইতে পারে না ॥৫৮॥ রাজন্‌! এই জন্যই পূর্ব্বে শুক্রাচার্য্য অপরাধ করিলে যযাতি যেমন তাহাকে ক্ষমা করিয়াছিলেন, নিমিরাজ বশিষ্ঠ ঋষির প্রতি সেরূপ ক্ষমা করিতে সমর্থ হন নাই ॥ ৫৯ ॥ নৃপসত্তম যযাতি ভৃগুনন্দন শুক্রাচার্য্য কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া ক্রোধবশে মুনিবরকে প্রতিশাপ প্রদান না করিয়া আপনিই জরা গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥৬০॥

হৈহয়া ভার্গবান্ পূর্ব্বং ধনলোভাৎ পুরোহিতান্।
ব্রাহ্মণান্ মূলতঃ সর্ব্বাংশ্চিচ্ছিদুঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ ॥ ৬২ ॥
গর্ভানকর্ত্তয়ন্ তেষাং ক্ষত্রিয়াঃ কুপিতা ভৃশম্।
পাতকং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা ব্রহ্মহত্যাসমুদ্ভবম্ ॥ ৬৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে নিমের্দেহান্তরগতিবর্ণনং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

সংক্ষেপতস্তাং কথামাহ ভৃগুপুত্রেণেতি ॥ ৬০—৬১ ॥

কশ্চিৎ সৌম্য ইত্যত্র যযাতিদৃষ্টান্তঃ কশ্চিৎ ক্রূর ইত্যত্র হৈহয়দৃষ্টান্ত ইত্যাহ হৈহয়া ইতি ॥ ৬২ ॥

পাতকং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা তদগণয়িত্বেত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

হে নরাধিপ! স্বভাববশে কোনও রাজা শান্তভাবসম্পন্ন এবং কোনও রাজা ক্রূরস্বভাব হইয়া থাকেন, অতএব এ বিষয়ে কাহার দোষ কল্পনা করা যাইতে পারে? ॥ ৬১ ॥ দেখুন, পূর্ব্বকালে হৈহয়গণ ধনলোভের বশীভূত ও ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া ভৃগুবংশীয় পুরোহিত ব্রাহ্মণগণকে সমূলে উচ্ছেদ করিয়াছিল ॥ ৬২ ॥ অধিক কি, সেই ক্ষত্রিয়গণ ব্রহ্মহত্যা পাপকে লক্ষ্য না করিয়া অতিশয় ক্রোধবশত সেই ব্রাহ্মণগণের গর্ভস্থ বালকগণকেও ছেদন করিয়াছিল ॥৬৩ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশ সহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে নিমির দেহান্তরগতি ও হৈহয়কথারম্ভ নামক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

জনমেজয় উবাচ।

কুলে কস্য সমুৎপন্নাঃ ক্ষত্রিয়া হৈহয়াশ্চ যে।
ব্রহ্মহত্যামনাদৃত্য নিজঘ্নুর্ভার্গবাংশ্চ যে ॥ ১ ॥
বৈরস্য কারণং তেষাং কিং মে ব্রূহি পিতামহ!।
নিমিত্তেন বিনা ক্রোধং কথং কুর্ব্বন্তি সত্তমাঃ ॥ ২ ॥
বৈরং পুরোহিতৈঃ সার্দ্ধং কস্মাত্তেষামজায়ত।
নাল্পহেতোর্হি তদ্বৈরং ক্ষত্রিয়াণাং ভবিষ্যতি ॥ ৩ ॥
অন্যথা ব্রাহ্মণান্ পূজ্যান্ কথং জঘ্নুরনাগসঃ।
বাহুজা বলবন্তোঽপি পাপভীতাঃ কথং ন তে ॥ ৪ ॥
স্বল্পেঽপরাধে কো হন্যাৎ বাড়বান্ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ।
সন্দেহো মে মুনিশ্রেষ্ঠ! কারণং বক্তুমর্হসি ॥ ৫ ॥

একাধিকৈশ্চ পঞ্চাশৎপদ্যৈরথ তু হৈহয়ৈঃ।
ভার্গবা নিহতা লোভাদ্ ব্রাহ্মণা ইতি কথ্যতে ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে হৈহয়া ভার্গবান্ পূর্ব্বং ধনলোভাৎ পুরোহিতানিতি শ্রুত্বা রাজা পৃচ্ছতি কুলে কস্যেতি ॥

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! হৈহয় নামক যে ক্ষত্রিয়গণ ব্রহ্মহত্যায় অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক ভার্গবগণকে নিহত করিয়াছিলেন, তাঁহারা কাহার বংশে জন্মগ্রহণ করেন? ॥ ১ ॥ পিতামহ! সজ্জনগণ গুরুতর কারণ ব্যতিরেকে কখনও ক্রোধ করেন না, অতএব আপনি তাঁহাদিগের ক্রোধের কারণ কি তাহা বলুন ॥ ২ ॥ পুরোহিতগণের সহিত তাঁহাদের শত্রুতা সংঘটন কেন হইল? আমার বোধ হইতেছে, সামান্য কারণে ক্ষত্রিয়গণের এ শত্রুতা সংঘটিত হয় নাই ॥ ৩ ॥ তাহা না হইলে তাঁহারা নিরপরাধ পূজনীয় ব্রাহ্মণগণকে কি জন্য বিনাশ করিবেন? ক্ষত্রিয়গণ বলবান্ হইলেও তাঁহারা পাপ হইতে ভীত হইলেন না কেন? ॥৪॥ মুনিবর! কোন্ ক্ষত্রপ্রবর সামান্য অপরাধেই পরমপূজ্য বিপ্রবর্গকে বিনাশ করিয়া থাকেন? অতএব হে মুনীন্দ্র! আমার এই বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি তাহার কারণ বর্ণন করুন ॥ ৫ ॥

সূত উবাচ।

ইতি পৃষ্টস্তদা তেন রাজ্ঞা সত্যবতীসুতঃ।
উবাচ পরমপ্রীতঃ কথাং সংস্মৃত্য চেতসা ॥ ৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

শৃণু পারিক্ষিতে! বার্ত্তাং ক্ষত্রিয়াণাং পুরাতনীম্।
আশ্চর্য্যকারিণীং সম্যগ্বিদিতাঞ্চ পুরা ময়া ॥ ৭ ॥
কার্ত্তবীর্য্যেতি নাম্নাভূদ্ধৈহয়ঃ পৃথিবীপতিঃ।
সহস্রবাহুর্ব্বলবানর্জ্জুনো ধর্ম্মতৎপরঃ ॥ ৮ ॥
দত্তাত্রেয়স্য শিষ্যোঽভূদবতারো হরেরিব।
সিদ্ধঃ সর্ব্বার্থদঃ শাক্তো ভৃগূণাং যাজ্য এব সঃ ॥ ৯ ॥
যজ্বা পরমধর্ম্মিষ্ঠঃ সদা দানপরায়ণঃ।
দদৌ বিত্তং ভৃগুভ্যোঽসৌ কৃত্বা যজ্ঞাননেকশঃ ॥ ১০ ॥
ধনিনস্তে দ্বিজা জাতা ভৃগবো নৃপদানতঃ।
হয়রত্নসমৃদ্ধ্যাঢ্যাঃ সঞ্জাতাঃ প্রথিতা ভুবি ॥ ১১ ॥
স্বর্যাতে নৃপশার্দ্দূলে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনে পুনঃ।
হৈহয়া নির্ধনা জাতাঃ কালেন মহতা নৃপ! ॥ ১২ ॥

অন্যথা মহৎকারণাভাবে। বাহুজাঃ ক্ষত্রিয়াঃ ॥ ৪—৬ ॥
পারিক্ষিতে ইতি সম্বোধনমার্ষঃ প্রয়োগঃ ॥ ৭—৮ ॥
হরেরিব হরেরেবেত্যর্থঃ। নিপাতানামনেকার্থত্বাৎ। শাক্তঃ পরাশক্তেরুপাসকঃ ॥৯-১৫॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! জনমেজয় সত্যবতীতনয় ব্যাসদেবকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অতিশয় প্রীত হইলেন এবং মনে মনে হৈহয় বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া সেই উপাখ্যান বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৬ ॥ তিনি বলিলেন, পরিক্ষিত্তনয়! যাহা আমি পূর্ব্বে সম্পূর্ণরূপ অবগত হইয়াছি ক্ষত্রিয়দিগের সেই অত্যাশ্চর্য্য পুরাতন উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৭ ॥ পূর্ব্বকালে হৈহয়বংশজাত সহস্রবাহু, বলবান্ ধর্ম্মতৎপর কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন নামক এক নরপতি ছিলেন। তিনি হরির অবতার, মহর্ষি দত্তাত্রেয়ের শিষ্য এবং পরমাশক্তির উপাসক ছিলেন; তিনি যোগসিদ্ধ বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত এবং অতিশয় দানশক্তিসম্পন্ন; পরন্তু এই নৃপবর ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণগণের যজমান ছিলেন ॥ ৮—৯ ॥ তিনি যাগশীল পরম ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং সর্ব্বদাই দানপরায়ণ ছিলেন, তদনুসারে অনেকবার যজ্ঞ করিয়া ভার্গবগণকে বহুতর ধন দান করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥ কার্ত্তবীর্য্যের দানপ্রভাবে সেই বিপ্রগণ বহুতর অশ্ব ও রত্নাদি বিবিধ সমৃদ্ধি দ্বারা পৃথিবীতলে ধনশালী বলিয়া

ধনকার্য্যং সমুৎপন্নং হৈহয়ানাং কদাচন।
যাচিষ্ণবোঽভিজগ্মুস্তান্ ভৃগূংস্তে হৈহয়া নৃপ!॥ ১৩॥
বিনয়ং ক্ষত্রিয়াঃ কৃত্বাপ্যযাচন্ত ধনং বহু।
ন দদুস্তেঽতিলোভার্ত্তা নাস্তিনাস্তীতিবাদিনঃ॥ ১৪॥
ভূমৌ চ নিদধুঃ কেচিদ্ভৃগবো ধনমুত্তমম্।
দদুঃ কেচিদ্দ্বিজাতিভ্যো জ্ঞাত্বা ক্ষত্রিয়তো ভয়ম্॥ ১৫॥
কৃত্বা স্থানান্তরে দ্রব্যং ব্রাহ্মণা ভয়বিহ্বলাঃ।
ত্যক্ত্বাশ্রমান্ যযুঃ সর্ব্বে ভৃগবস্তৃষ্ণয়ান্বিতাঃ॥ ১৬॥
যাজ্যাংশ্চ দুঃখিতান্ দৃষ্ট্বা ন দদুর্লোভমোহিতাঃ।
পলায়িত্বা গতাঃ সর্ব্বে গিরিদুর্গান্সুপাশ্রিতাঃ॥ ১৭॥
ততস্তে হৈহয়াস্তাত! দুঃখিতাঃ কার্য্যগৌরবাৎ।
ভৃগূণামাশ্রমাঞ্জগ্মুর্দ্রব্যার্থং ক্ষত্রিয়র্ষভাঃ॥ ১৮॥
ভৃগূংস্তু নির্গতান্ বীক্ষ্য শূন্যাংস্ত্যক্ত্বা গৃহানথ।
চখনুর্ভূতলং তত্র দ্রব্যার্থং হৈহয়া ভৃশম্॥ ১৯॥

আশ্রমান্ গৃহাণি যযুঃ। পর্ব্বতাদিম্বিত্যর্থঃ॥ ১৬॥
যাজ্যান্ যজমানান্॥ ১৭—১৯॥

বিখ্যাত হইয়াছিলেন॥১১॥ হে ক্ষিতীন্দ্র! নৃপতিশ্রেষ্ঠ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন স্বর্গ গমন করিলে পর কালের দুরতিক্রমণীয় প্রভাবে হৈহয়গণ একেবারে নির্ধন হইয়া পড়িলেন॥ ১২॥ অনন্তর কোনও সময়ে হৈহয়গণের বহুতর ধনসম্পাদ্য কোনও কার্য্য উপস্থিত হইলে তাঁহারা ভার্গবগণের নিকট গমন পূর্ব্বক বিনয়সহকারে বিপুল অর্থ প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু বিপ্রগণ, অতিশয় লোভার্ত্ত হইয়া 'নাই নাই' এই বলিয়া কিছুতেই তাঁহাদিগকে অর্থ প্রদান করিলেন না॥ ১৩-১৪॥ পরন্তু ক্ষত্রিয়গণ বলপূর্ব্বক ধন গ্রহণ করিবে এই আশঙ্কায় কেহ কেহ উত্তম উত্তম বহুমূল্য ধনসমূহ ভূমিমধ্যে স্থাপন করিলেন, কেহ কেহ বা দ্বিজগণকে দান করিলেন॥১৫॥ ধন-লোভান্বিত ভার্গবগণ ভয়ে বিহ্বল হইয়া স্বস্ব দ্রব্য সকল এইরূপে স্থানান্তরিত করিয়া আপন আপন নিকেতন পরিত্যাগ পূর্ব্বক পর্ব্বতাদিতে পলায়ন করিলেন॥১৬॥ লোভমুগ্ধ বিপ্রগণ যজমানদিগকে দুঃখিত দেখিয়াও ধন প্রদান করিলেন না, কিন্তু ভয়ে পলায়নপূর্ব্বক সকলেই গিরিদুর্গ আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন॥১৭॥ তদনন্তর ক্ষত্রিয়প্রবর হৈহয়গণ দুঃখিত হইয়া মহৎকার্য্যের অনুরোধে অর্থ গ্রহণের নিমিত্ত ভার্গবদিগের আশ্রমে গমন করিয়া দেখিলেন ভার্গবগণ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন

খনতাধিগতং বিত্তং কেনচিদ্ভৃগুবেশ্মনি।
দদৃশুঃ ক্ষত্রিয়াঃ সর্ব্বে তদ্বিত্তং শ্রমকর্শিতাঃ ॥ ২০ ॥
যত্র তত্র সমুৎপন্নং ভূরি দ্রব্যং মহীতলাৎ।
তদা তে পার্শ্বভাগস্থব্রাহ্মণানাং গৃহাণ্যপি ॥ ২১ ॥
নির্ভিদ্য হৈহয়া দ্রব্যং দদৃশুর্ধনলিপ্সয়া।
ব্রাহ্মণাশ্চুক্রুশুঃ সর্ব্বে ভীতাশ্চ শরণং গতাঃ ॥ ২২ ॥
অতিচিন্বৎসু বিপ্রাণাং ভবনান্নিঃসৃতং বহু।
নিজঘ্নুস্তাংচ্ছরৈঃ কোপাদ্বাড়বাংচ্ছরণাগতান্ ॥ ২৩ ॥
যযুস্তে গিরিদুর্গাংশ্চ যত্র বৈ ভৃগবঃ স্থিতাঃ।
আ গর্ভাদন্বকৃন্তংস্তংশ্চেরুশ্চৈব মহীমিমাম্ ॥ ২৪ ॥
প্রাপ্তান্ প্রাপ্তান্ ভৃগূন্ সর্ব্বান্নিজঘ্নুর্নিশিতৈঃ শরৈঃ।
আবালবৃদ্ধানপরানবমন্য চ পাতকম্ ॥ ২৫ ॥

খনতা খননকর্ত্রা কেনচিৎ পুরুষেণ ॥ ২০ ॥
যত্র তত্রেতি। অন্যেষপি স্থলেষু খননাদুৎপন্নং ভূরি দ্রব্যমিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥
নির্ভিদ্য খনিত্বেত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥
অতিচিন্বৎসু অতিশয়েনান্বেষণং কুর্ব্বৎসু। নিজঘ্নুরিতি। যুষ্মাকং নিকটে দ্রব্যে সতি নাস্তি দ্রব্যমিতি ভবদ্ভিঃ কথমুক্তমিত্যপরাধেনেত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৫ ॥

করিয়াছেন এবং তাঁহাদের গৃহ সকল শূন্য হইয়া রহিয়াছে। তখন তাঁহারা ধনপ্রাপ্তির নিমিত্ত সেই সকল গৃহ খনন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং কেহ কেহ ভার্গবগণের গৃহ হইতে অর্থ প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর ক্ষত্রিয় সকল ধনপ্রাপ্তির আশায় এইরূপে পরিশ্রম করিয়া যখন ভূমিতল হইতে ভূরি ভূরি ধনপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, তখন পার্শ্বস্থিত অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগের গৃহ সকলও খনন ও বিদারণ করিয়া ধন অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন ব্রাহ্মণগণ নিরুপায় হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে ভয়ে সকলেই তাঁহাদের শরণাপন্ন হইলেন ॥ ১৮—২২ ॥ ক্ষত্রিয়গণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অন্বেষণ করিয়া বিপ্রগণের ভবন হইতে বহুতর অর্থ প্রাপ্ত হইলেন। তখন তাঁহারা, মিথ্যাকথন অপরাধ হেতু ক্রুদ্ধ হইয়া শরণাগত সেই ব্রাহ্মণদিগকে শর দ্বারা নিহত করিলেন ॥ ২৩ ॥ মহারাজ! তৎকালে হৈহয়গণ এরূপ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, যেখানে ভার্গব সকল অবস্থিতি করিতেছিলেন, ক্ষত্রিয়গণও সেই স্থানে গমন করিলেন এবং ব্রাহ্মণপত্নীগণের গর্ভস্থ শিশু পর্য্যন্ত বিদারণ করত অবনীতলে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥ হৈহয়গণ ভার্গবদিগের মধ্যে কি বালক কি যুবা, কি বৃদ্ধ যাহাকেই দেখিতে লাগিলেন, ব্রহ্মহত্যা পাতক অগ্রাহ্য করিয়া তৎক্ষণাৎ সুতীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা তাঁহাদিগের প্রাণ সংহার করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥ এইরূপে ভার্গবগণ সমূলে

এবমুৎপাট্যমানেষু ভার্গবেষু যতস্ততঃ।
হন্যুর্গর্ভাংশ্চ নারীণাং গৃহীত্বা হৈহয়া ভৃশম্ ॥ ২৬ ॥
রুরুদুস্তাঃ স্ত্রিয়ঃ কামং কুরর্য্য ইব দুঃখিতাঃ।
গর্ভাশ্চ কৃন্তিতা যাসাং ক্ষত্রিয়ৈঃ পাপনিশ্চয়ৈঃ ॥ ২৭ ॥
অন্যেঽপ্যাহুশ্চ তান্ দৃপ্তান্ মুনয়স্তীর্থবাসিনঃ।
মুঞ্চন্তু ক্ষত্রিয়াঃ ক্রোধং ব্রাহ্মণেষু ভয়াবহম্ ॥ ২৮ ॥
অযুক্তমেতদারব্ধং ভবদ্ভিঃ কর্ম্ম গর্হিতম্।
যদ্গর্ভান্ ভৃগুপত্নীনাং নিহন্যুঃ ক্ষত্রিয়র্ষভাঃ ॥ ২৯ ॥
অত্যুগ্রপুণ্যপাপানামিহৈব ফলমাপ্নুয়াৎ।
তস্মাজ্জুগুপ্সিতং কর্ম্ম ত্যক্তব্যং ভূতিমিচ্ছতা ॥ ৩০ ॥
তানাহুর্হৈহয়াঃ ক্রুদ্ধা মুনীনথ দয়াপরান্।
ভবন্তঃ সাধবঃ সর্ব্বে নার্থজ্ঞাঃ পাপকর্ম্মণাম্ ॥ ৩১ ॥
এভির্হৃতং ধনং সর্ব্বং পূর্ব্বজানাং মহাত্মনাম্।
বঞ্চয়িত্বা ছলাভিজ্ঞৈর্মার্গে পাটচ্চরৈরিব ॥ ৩২ ॥
এতে প্রতারকা দম্ভাস্তাদৃশা বকবৃত্তয়ঃ।
উৎপন্নে চ মহাকার্য্যে প্রার্থিতা বিনয়েন তে ॥ ৩৩ ॥

এবমুৎপাট্যমানেষু নাশ্যমানেষু ব্রাহ্মণেষু পশ্চাদ্গর্ভান্ হন্যুরিত্যর্থঃ ॥ ২৬—৩০ ॥
পাপকারিণামর্থজ্ঞা অভিপ্রায়জ্ঞা ভবন্তো নেত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥
পাটচ্চরৈশ্চৌরৈরিবেত্যর্থঃ ॥ ৩২—৩৩ ॥

বিনষ্ট হইলে হৈহয়গণ তাঁহাদিগের গর্ভিণী রমণীগণকে ধরিয়া তাহাদের গর্ভ বিনাশ করিতে লাগিলেন ॥২৬॥ পাপবুদ্ধি ক্ষত্রিয়গণ গর্ভ ঘাতন করিলে অবলাগণ দুঃখে কুররীর ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিল ॥ ২৭ ॥ তখন তীর্থবাসী অন্যান্য মুনিগণ, সেই হৈহয়গণকে ক্রোধে উদ্দীপ্ত দেখিয়া কহিলেন, হে ক্ষত্রিয় সকল! তোমরা ব্রাহ্মণদিগের প্রতি যে ভয়াবহ ক্রোধ করিতেছ তাহা পরিত্যাগ কর ॥ ২৮ ॥ তোমরা ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ হইয়াও ভার্গবপত্নীগণের গর্ভঘাতন করিতেছ ইহাতে তোমরা অত্যন্ত অযুক্ত ও অত্যন্ত গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ সন্দেহ নাই ॥ ২৯ ॥ তোমরা জানিও যে, জীবগণ অতিশয় উগ্রতর পাপ ও পুণ্য কর্ম্মের ফল ইহ লোকেই প্রাপ্ত হয়, অতএব কল্যাণ-কামুক জনগণের অত্যন্ত অসৎ কর্ম্ম পরিত্যাগ করা একান্তই কর্ত্তব্য ॥ ৩০ ॥

অনন্তর পরম ক্রুদ্ধ হৈহয়গণ, করুণান্বিত তপোধনগণকে কহিলেন, আপনারা সকলেই সাধু, অতএব পাপকর্ম্মের যথার্থ অর্থ অবগত নহেন ॥ ৩১ ॥ এই ছলাভিজ্ঞ ভার্গবগণ, আমা-

ন দদুঃ প্রার্থিতং বিপ্রাঃ পাদবৃদ্ধ্যাপি যাচিতাঃ।
নাস্তীতিবাদিনস্তব্ধা দুঃখিতান্ বীক্ষ্য যাজ্যকান্॥ ৩৪ ॥
ধনং প্রাপ্তং কার্ত্তবীর্য্যাদ্রক্ষিতং কেন হেতুনা।
ন কৃতাঃ ক্রতবঃ কিং তৈর্দ্দানঞ্চার্থিষু ভূরিশঃ॥ ৩৫ ॥
ন সঞ্চিতব্যং বিপ্রৈস্তু ধনং ক্বাপি কদাচন।
যষ্টব্যং বিধিবদ্দেয়ং ভোক্তব্যঞ্চ যথাসুখম্॥ ৩৬ ॥
দ্রব্যে চৌরভয়ং প্রোক্তং তথা রাজভয়ং দ্বিজাঃ!।
বহ্নের্ভয়ং মহাঘোরং তথা ধূর্ত্তভয়ং মহৎ॥ ৩৭ ॥
যেন কেনাপ্যুপায়েন ধনং ত্যজতি রক্ষকম্।
অথবাসৌ মৃতো যাতি দ্রব্যং ত্যক্ত্বা হ্যসদ্গতিম্॥ ৩৮ ॥
পাদবৃদ্ধ্যা তথাস্মাভিঃ প্রার্থিতং বিনয়ান্বিতৈঃ।
তথাপি লোভসন্দিগ্ধৈর্ন দত্তং নঃ পুরোহিতৈঃ॥ ৩৯ ॥

পাদবৃদ্ধ্যাপীতি। একমুদ্রিকায়াঃ সপাদমুদ্রিকাং দাস্যাম ইতি পাদবৃদ্ধ্যেত্যর্থঃ। যাজ্যকান্ স্বার্থে কপ্রত্যয়ঃ যাজ্যানিত্যর্থঃ॥ ৩৪—৩৯ ॥

দিগের উদারাত্মা পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট হইতে প্রবঞ্চনা করিয়া পথিমধ্যে চৌরগণের ন্যায় সমস্ত ধন অপহরণ করিয়াছেন॥৩২॥ ইহারা প্রতারক ও দাম্ভিক এবং বকের ন্যায় ধর্ম্মশীল। দেখুন, আমাদের মহৎকার্য্য উপস্থিত হওয়ায় আমরা পাদপরিমাণে বৃদ্ধিদান (সিকি সুদ) অঙ্গীকার করিয়াও বিনয় পূর্ব্বক অর্থ প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তথাপি ইঁহারা তাহা প্রদান করিলেন না, পরন্তু যজমানদিগকে অতিশয় দুঃখিত দেখিয়াও ইঁহারা নাই নাই এই বলিয়াই স্তব্ধ হইয়া রহিলেন॥ ৩৩—৩৪ ॥ ইঁহারা কার্ত্তবীর্য্য হইতেই ধনলাভ করিয়াছেন সত্য কিন্তু কি জন্য সেই ধন রক্ষা করিয়াছেন? তদ্দ্বারা যজ্ঞ করেন নাই কেন? কিজন্যই বা যাচকগণকে প্রচুর পরিমাণে দান করেন নাই?॥৩৫॥ বিপ্রগণের কখন কোথাও ধন সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য নহে, বিধিপূর্ব্বক দান এবং যথাসুখে ভোগ করাই কর্ত্তব্য॥ ৩৬ ॥ দ্বিজগণ! ধনে চৌরভয় রাজভয় এবং ঘোরতর বহ্নিভয় বিশেষত ভয়ানক ধূর্ত্তভয় বিদ্যমান রহিয়াছে। ধনের এইরূপ ধর্ম্মই জানিবেন যে, ধন যে কোনও উপায়ে হউক নিজ রক্ষককে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। আরও দেখুন, ধনরক্ষক ব্যক্তি যখন মরিয়া যায়, তখন তাহাকে অবশ্যই উহা পরিত্যাগ করিতে হয়। যদি ধনবান্ প্রাণ পরিত্যাগের পূর্ব্বে উপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা সদ্গতি সাধক যাগাদির অনুষ্ঠান করে তবে অবশ্যই সদ্গতি লাভে সমর্থ হয়, কিন্তু তাহা না করিলে সেই ব্যক্তি বিফল ধন পরিত্যাগ পূর্ব্বক অসদ্গতি লাভ করিয়া থাকে সন্দেহ নাই॥ ৩৭—৩৮॥ আমরা পাদ-পরিমাণে কুসীদ প্রদান করিতে স্বীকার করিয়া বিনয় সহকারে মহৎকার্য্যের নিমিত্ত প্রার্থনা করিলাম তথাপি লোভে সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া আমা-

দানং ভোগস্তথা নাশো ধনস্য গতিরীদৃশী।
দানভোগৌ কৃতীনাঞ্চ নাশঃ পাপাত্মনাং কিল ॥ ৪০ ॥
ন দাতা ন চ যো ভোক্তা কৃপণো গুপ্তিতৎপরঃ।
রাজ্ঞাসৌ সর্ব্বথা দণ্ড্যো বঞ্চকো দুঃখভাঙ্ নরঃ ॥ ৪১ ॥
তস্মাদ্বয়ং গুরূনেতান্ বঞ্চকান্ ব্রাহ্মণাধমান্।
হন্তুং সমুদ্যতাঃ সর্ব্বে ন ক্রোদ্ধব্যং মহাত্মভিঃ ॥ ৪২ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা হেতুমদ্বাক্যং তানাশ্বাস্য মুনীনথ।
বিচেরুশ্চ বিচিন্বানা ভৃগুদারাননেকশঃ ॥ ৪৩ ॥
ভয়ার্ত্তা ভৃগুপত্ন্যস্তু হিমবন্তং ধরাধরম্।
প্রপেদিরে রুদন্ত্যশ্চ বেপমানাঃ কৃশা ভৃশম্ ॥ ৪৪ ॥
এবং তে হৈহয়ৈর্বিপ্রাঃ পীড়িতা ধনকামুকৈঃ।
নিহতাশ্চ যথাকামং সংরব্ধৈঃ পাপকর্ম্মভিঃ ॥ ৪৫ ॥
লোভ এব মনুষ্যাণাং দেহসংস্থো মহারিপুঃ।
সর্ব্বদুঃখাকরঃ প্রোক্তো দুঃখদঃ প্রাণনাশকঃ ॥ ৪৬ ॥

(ইদানীং ধনানাং পরিণতিমাহ দানমিতি। কৃতীনাং পুণ্যধিয়াং চতুরাণামিত্যর্থঃ। পাপাত্মনাং দুর্ব্বুদ্ধীনাং মূঢ়ানামিতি যাবৎ ॥ ৪০—৪২ ॥
বিচেরুশ্চেতি। বিচিন্বানা অন্বিষ্যন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥
ভয়ার্ত্তা ইতি। কৃশা আহারকৃচ্ছ্রভয়োদ্বেগশ্রান্তিভ্য ইতি ভাবঃ ॥ ৪৪—৪৫ ॥)

দের পুরোহিতগণ আমাদিগকে তাহা প্রদান করিলেন না ॥ ৩৯ ॥ মহর্ষিগণ! দান, ভোগ ও বিনাশ, ধনের এই তিন প্রকার গতি; তন্মধ্যে কৃতিগণ দান ও ভোগদ্বারা অর্থের সাফল্য সম্পাদন করিয়া থাকেন আর পাপাত্মাদিগের ধন কেবল বৃথাই বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ৪০ ॥ যে ব্যক্তি দাতাও নয় ভোক্তাও নয়, কেবল ধনরক্ষণে তৎপর ও কৃপণ, নরপতিগণ সেই দুঃখভাগী আত্মবঞ্চক ব্যক্তিগণের সর্ব্বতোভাবে দণ্ডবিধান করিবেন ॥ ৪১ ॥ আমরা সেই কারণেই গুরু হইলেও এই বঞ্চক ব্রাহ্মণাধমগণকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি; মহর্ষিগণ! আপনারা মহাত্মা অতএব এই সমস্ত অবগত হইয়া ইহাতে ক্রোধ করিবেন না ॥ ৪২ ॥

ব্যাস বলিলেন, হৈহয়গণ মুনিগণকে এইরূপ হেতুসমন্বিত বাক্যে আশ্বাসিত করিয়া ভার্গবপত্নীগণের অন্বেষণ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥৪৩॥ ভার্গবপত্নীগণ ভয়ে কাতর, ও অত্যন্ত কৃশাঙ্গী হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ও রোদন করিতে করিতে হিমাচলে পলায়ন পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥ এইরূপে সেই বিপ্রগণ, অর্থলোলুপ ক্রোধোদ্দীপ্ত পাপবুদ্ধি হৈহয়গণ কর্ত্তৃক যথেচ্ছরূপে নিপীড়িত হইয়া নিহত হইতে লাগিলেন ॥৪৫॥ রাজন্!

সর্ব্বপাপস্য মূলং হি সর্ব্বদা তৃষ্ণয়ান্বিতঃ।
বিরোধকৃৎ ত্রিবর্ণানাং সর্ব্বার্ত্তেঃ কারণং তথা ॥ ৪৭ ॥
লোভাৎ ত্যজন্তি ধর্ম্মং বৈ কুলধর্ম্মং তথৈব হি।
মাতরং ভ্রাতরং হন্তি পিতরং বান্ধবস্তথা ॥ ৪৮ ॥
গুরুং মিত্রং তথা ভামং পুত্রঞ্চ ভগিনীং তথা।
লোভাবিষ্টো ন কিং কুর্য্যাদকৃত্যং পাপমোহিতঃ ॥ ৪৯ ॥
ক্রোধাৎ কামাদহঙ্কারাল্লোভ এব মহারিপুঃ।
প্রাণাংস্ত্যজতি লোভেন কিং পুনঃ স্যাদনাবৃতম্ ॥ ৫০ ॥
"পূর্ব্বজাস্তে মহারাজ! ধর্ম্মজ্ঞাঃ সৎপথে স্থিতাঃ।
পাণ্ডবা কৌরবাশ্চৈব লোভেন নিধনং গতাঃ ॥ ১ ॥
যত্র ভীষ্মশ্চ দ্রোণশ্চ কৃপঃ কর্ণশ্চ বাহ্লিকঃ।
ভীমসেনো ধর্ম্মপুত্রস্তথৈবার্জ্জুনকেশবৌ ॥ ২ ॥
তথাপি যুদ্ধমত্যুগ্রং কৃতং তৈশ্চ পরস্পরম্।
কুটুম্বকদনং ভূরি কৃতং লোভাতুরৈরিহ ॥ ৩ ॥

কথং হৈহয়ৈর্ধার্ম্মিকৈঃ শ্বশুরবো হিংসিতা ইতি যৎ পৃষ্টং রাজ্ঞা তৎসমাধানমাহ লোভ এবেত্যাদিনা ॥ ৪৬—৪৯ ॥

পুরাতন মুনিগণ কহিয়াছেন লোভই মনুষ্যদিগের দেহান্তঃস্থিত মহান্ শত্রু; লোভই সকল দুঃখের আকর; লোভই সকল পাপের মূল; লোভই সমস্ত দুঃখের কারণ; লোভ দ্বারাই প্রাণ বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা; লোভ হেতুই ব্রাহ্মণাদিবর্ণ মধ্যে সততই বিরোধ উপস্থিত হয় এবং লোভ দ্বারাই মানবগণ বিষয়তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া থাকে ॥ ৪৬—৪৭ ॥ মনুষ্যগণ লোভ হেতুই ধর্ম্ম কর্ম্ম ও কুলক্রমাগত আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করে এবং লোভ হেতুই পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধু, গুরু, মিত্র, পুত্র, ভগিনী ও ভগনীপতি প্রভৃতিকে বিনাশ করিয়া থাকে; ফলত লোভাবিষ্ট ব্যক্তি পাপে বিমোহিত হইলে তাহার কিছুই অকার্য্য থাকে না ॥ ৪৮—৪৯ ॥ ক্রোধ, কাম ও অহঙ্কার হইতেও লোভ প্রবলতম মহান্ শত্রু; রাজন্! লোভ দ্বারা জীবগণ প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে, ইহাতে লোভের অনিষ্টকারিত্ব বিষয়ে বলিবার আর কি অবশিষ্ট রহিল? ॥ ৫০ ॥ "মহারাজ! আপনার পূর্ব্বপুরুষ পাণ্ডব ও কৌরবগণ, ধার্ম্মিক ও সৎপথাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু কেবল লোভবশেই তাঁহারা নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ দেখুন, যেখানে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, কর্ণ, বাহ্লিক, ভীমসেন, যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন এবং কেশব এই সকল মহাত্মা ব্যক্তিগণ ছিলেন সেখানেও লোভ হেতু পরস্পর অতিশয় ঘোরতর যুদ্ধ এবং কুটুম্ব বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। তাহাতে ভীষ্ম, দ্রোণ এবং পাণ্ডব-

হতো দ্রোণো হতো ভীষ্মস্তথৈব পাণ্ডবাত্মজাঃ।
ভ্রাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ সর্ব্বে বৈ নিহতা রণে॥ ৪॥"
তস্মাল্লোভাভিভূতস্তু কিং ন কুর্য্যান্নরঃ কিল।
হৈহয়ৈর্নিহতাঃ সর্ব্বে ভৃগবঃ পাপবুদ্ধিভিঃ॥ ৫১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে হৈহয়ভার্গববৃত্তান্তবর্ণনং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬॥

তথা ক্রোধাৎ কামাদহঙ্কারাৎ কিং ন কুর্য্যাদিত্যন্বয়ঃ॥ ৫০—৫১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬॥

দিগের পুত্রগণ, ভ্রাতৃগণ ও পিতৃগণ সকলেই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন॥ ১—৪॥" অতএব লোভে অভিভূত মানবগণ কি অকার্য্য না করিয়া থাকে? রাজন্! সেই লোভ হেতুই পাপবুদ্ধি হৈহয়গণ ভৃগুবংশীয়দিগকে নিহত করিয়াছিলেন॥ ৫১॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে হৈহয়ভার্গববৃত্তান্তবর্ণন নামক ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

জনমেজয় উবাচ।

কথং তাশ্চ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বা ভৃগূণাং দুঃখসাগরাৎ।
মুক্তা বংশঃ পুনস্তেষাং ব্রাহ্মণানাং স্থিরোঽভবৎ ॥ ১ ॥
হৈহয়ৈঃ কিং কৃতং কার্য্যং হত্বা তান্ ব্রাহ্মণানপি।
ক্ষত্রিয়ৈর্লোভসংযুক্তৈঃ পাপাচারৈর্বদস্ব তম্ ॥ ২ ॥
ন তৃপ্তিরস্তি মে ব্রহ্মন্! পিবতস্তে কথামৃতম্।
পাবনং সুখদং নৃণাং পরলোকে ফলপ্রদম্ ॥ ৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি কথাং পাপপ্রণাশিনীম্।
যথা স্ত্রিয়স্তু তা মুক্তা দুঃখাত্তস্মাদ্দুরত্যয়াৎ ॥ ৪ ॥
ভৃগুপত্ন্যো যদা রাজন্! হিমবন্তং গিরিং গতাঃ।
ভয়ত্রস্তাতিভগ্নাশা হৈহয়ৈঃ পীড়িতা ভৃশম্ ॥ ৫ ॥

একোনসপ্ততিশ্লোকৈঃ শ্রীদেবীকৃপয়া ততঃ।
ভৃগুবংশস্থিতিং প্রোচ্য হৈহয়োৎপত্তিরুচ্যতে ॥

ভৃগূণাং পত্ন্যো গিরিদুর্গাদিষু গতা ইতি পূর্ব্বাধ্যায়ে উক্তং তদুত্তরং জাতং বৃত্তং রাজা পৃচ্ছতি কথন্তাশ্চেতি। কথং মুক্তা ইত্যন্বয়ঃ। কিঞ্চ তেষাং ব্রাহ্মণানামনন্তরং বংশঃ কথং স্থিরোঽভবৎ প্রচলিত ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

কিঞ্চ হৈহয়ৈরপ্যনন্তরং কিং কৃতমিতি পৃচ্ছতি হৈহয়ৈরিতি ॥ ২—৭ ॥

জনমেজয় কহিলেন, মুনিবর! সেই ভার্গবরমণীগণ কিরূপে এই অপার দুঃখসাগর হইতে নিস্তার পাইলেন এবং কিরূপেই বা সেই ব্রাহ্মণদিগের বংশ পুনর্ব্বার পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইল ॥ ১ ॥ সেই পাপাচার ক্ষত্রিয়াধম লোভাকৃষ্ট হৈহয়গণ ব্রাহ্মণদিগকে বিনাশ করিবার পরই বা কি কার্য্য করিয়াছিল, আপনি এই সমস্ত বিষয় বর্ণন করিয়া আমার কৌতূহল চরিতার্থ করুন ॥ ২ ॥ তপোনিধে! মানবগণের ইহলোকে সুখপ্রদ এবং পরলোকে পুণ্যফলপ্রদ অতিপবিত্র ভবদীয় বচনামৃত শ্রবণাঞ্জলিপুটে পান করিয়া আমার তৃপ্তিলাভ হইতেছে না ॥ ৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! ভৃগুপত্নীগণ যেরূপে সেই কঠোরতর দুস্তর দুঃখসাগর হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন, আমি আপনার নিকট সেই পাপনাশক পবিত্র উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন ॥৪॥ হৈহয়গণ ভার্গবরমণীগণকে নিদারুণরূপে নিপীড়িত করিলে পর,

গৌরীং তত্র তু সংস্থাপ্য মৃন্ময়ীং সরিতস্তটে।
উপোষণপরাশ্চক্রুর্নিশ্চয়ং মরণং প্রতি ॥ ৬ ॥
স্বপ্নে গত্বা তদা দেবী প্রাহ তাঃ প্রমদোত্তমাঃ।
যুষ্মাসু মধ্যে কস্যাশ্চিত্তবিতা চোরুজঃ পুমান্ ॥ ৭ ॥
মদংশঃ শক্তিসংভিন্নঃ স বঃ কার্য্যং বিধাস্যতি।
ইত্যাদিশ্য পরাম্বা সা পশ্চাদন্তর্হিতাভবৎ ॥ ৮ ॥
জাগৃতাস্তু ততঃ সর্ব্বা মুদমাপুর্ব্বরাঙ্গনাঃ।
কাচিত্তাসাং ভয়োদ্বিগ্না কামিনী চতুরা ভৃশম্ ॥ ৯ ॥
দধার চোরুণৈকেন গর্ভং সা কুলবৃদ্ধয়ে।
পলায়নপরা দৃষ্টা ক্ষত্রিয়ৈ র্ব্রাহ্মণী যদা ॥ ১০ ॥
বিহ্বলা তেজসা যুক্তা তদা তে দুদ্রুবুর্ভৃশম্।
গৃহ্যতাং বধ্যতাং নারী সগর্ভা যাতি সত্বরা ॥ ১১ ॥
ইতি ব্রুবন্তঃ সংপ্রাপ্তাঃ কামিনীং খড়্গপাণয়ঃ।
সা ভয়ার্ত্তা তু তান্ দৃষ্ট্বা রুরোদ সমুপাগতান্ ॥ ১২ ॥

যো যুষ্মাসু মধ্যে কস্যাশ্চিৎ স্ত্রিয়ঃ ঊরুং ভিত্ত্বা পুমান্ ভবিষ্যতি স মদংশো ভবতীতি ভগবতী প্রাহেত্যাহ মদংশ ইতি। শক্তিসংভিন্নো মচ্ছক্তিযুক্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৮—৯ ॥
দধারেতি। ইয়মপি শক্তিস্তস্যাঃ শ্রীভগবত্যনুগ্রহাদেব লব্ধেতি বোধ্যম্ ॥ ১০—১৫ ॥

তাঁহারা ভয়-বিহ্বল ও হতাশ হইয়া যখন হিমাচলে গমন করিলেন, তখন তাঁহারা সকলেই সেই পর্ব্বতে সুরতরঙ্গিণীর তটদেশে মৃণ্ময়ী গৌরীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার পূজা করিলেন এবং মরণ নিমিত্ত মনে মনে নিশ্চয় করিয়া উপবাস করিয়া রহিলেন ॥৫—৬॥ অনন্তর জগদম্বিকা দেবী সেই ধর্ম্মপরায়ণ প্রমদাগণের সমীপে স্বপ্নযোগে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন যে, তোমাদের মধ্যে কাহারও ঊরু হইতে আমার অংশ-সম্ভূত একটী সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে, সেই পুরুষ তোমাদের সকল কার্য্যেরই প্রতিবিধান করিবে; দেবী ভগবতী এই আদেশ করিয়া অন্তর্হিতা হইলেন ॥৭-৮॥ অনন্তর সেই বরাঙ্গনাগণ জাগরিতা হইয়া অত্যন্ত হর্ষান্বিত হইলেন; তাঁহাদের মধ্যে একটি অতি-চতুরা কামিনী ক্ষত্রিয়গণের ভয়ে উদ্বিগ্না হইয়া কুলবৃদ্ধির নিমিত্ত এক ঊরুর মধ্যে গর্ভধারণ করিলেন। অনন্তর তাঁহার দেহ তেজে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল তখন তিনি ভয়ে বিহ্বল হইয়া পলায়নপর হইলেন। ক্ষত্রিয়গণ সেই ব্রাহ্মণীকে দর্শন করিয়া অতিবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল এবং কহিতে লাগিল, দেখ এই গর্ভবতী ভার্গবরমণী সত্বর পলায়ন করিতেছে, উহাকে ধর এবং উহার প্রাণ বিনাশ কর ॥ ৯-১১ ॥ তাহারা সকলেই এই বলিয়া খড়্গধারণপূর্ব্বক তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল; তখন সেই

গর্ভস্য রক্ষণার্থং সা চুক্রোশাতিভয়াতুরা ।
রুদতীং মাতরং শ্রুত্বা দীনাং ত্রাণবিবর্জ্জিতাম্ ॥ ১৩ ॥
নিরাধারাং ক্রন্দমানাং ক্ষত্রিয়ৈর্ভৃশতাপিতাম্ ।
গৃহীতামিব সিংহেন সগর্ভাং হরিণীং তথা ॥ ১৪ ॥
সাশ্রুনেত্রাং বেপমানাং সংক্রুধ্য বালকস্তদা ।
ভিত্ত্বোরুং নির্জ্জগামাশু গর্ভঃ সূর্য্য ইবাপরঃ ॥ ১৫ ॥
মুষ্ণন্ দৃষ্টীঃ ক্ষত্রিয়াণাং তেজসা বালকঃ শুভঃ ।
দর্শনাদ্বালকস্যাশু সর্ব্বে জাতা বিলোচনাঃ ॥ ১৬ ॥
বভ্রমুর্গিরিদুর্গেষু জন্মান্ধা ইব ক্ষত্রিয়াঃ ।
চিন্তিতং মনসা সর্ব্বৈঃ কিমেতদিতি সাম্প্রতম্ ॥ ১৭ ॥
সর্ব্বে চক্ষুর্বিহীনা যজ্জাতাঃ স্ম বালদর্শনাৎ ।
ব্রাহ্মণ্যাস্তু প্রভাবোঽয়ং সতীব্রতবলং মহৎ ॥ ১৮ ॥
ক্ষণাদ্বামোঘসঙ্কল্পাঃ কিং করিষ্যন্তি দুঃখিতাঃ ।
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা নেত্রহীনা নিরাশ্রয়াঃ ॥ ১৯ ॥

মুষ্ণন্নপহরন্ পরাশক্ত্যংশত্বাৎ বিলোচনা অন্ধাঃ ॥ ১৬ ॥
সাম্প্রতমস্মিন্ কালে কিমেতদিত্যর্থঃ ॥ ১৭—১৯ ॥

কামিনী তাহাদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া ভয়ে রোদন করিতে লাগিলেন ॥১২॥ তিনি ভয়াতুর হইয়া গর্ভ রক্ষার নিমিত্ত যখন চীৎকার করিতে লাগিলেন তখন গর্ভস্থিত বালক, নিরাশ্রয় দীনা কাতরা অশ্রুনয়না ও ভয়ে কম্পমানা জননীকে রক্ষকবিহীন ও অতিশয় ক্ষত্রিয়পীড়িত অবলোকন করিয়া এবং কেশরী কর্ত্তৃক আক্রান্ত গর্ভবতী হরিণীর ন্যায় ক্রন্দন করিতেছেন শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে জননীর উরুদেশ বিদীর্ণ করিয়া দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় সত্বর বিনির্গত হইলেন ॥ ১৩-১৫ ॥ সেই সুশোভন বালক স্বকীয় তেজে ক্ষত্রিয়গণের দর্শন-শক্তি বিলোপ করিলেন ; তখন হৈহয়গণ সেই বালককে দর্শন করিয়া সকলেই তৎক্ষণাৎ অন্ধ হইল ॥ ১৬ ॥ অনন্তর তাহারা জন্মান্ধের ন্যায় গিরিগহ্বরে বিচরণ করিতে লাগিল এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল যে, আমাদিগের একি দৈব-দুর্ব্বিপাক উপস্থিত হইল ॥ ১৭ ॥ বালককে দর্শন করিবামাত্র আমরা সকলেই অন্ধ হইলাম, অহো ! ইহা ব্রাহ্মণীর প্রভাব এবং তাঁহার সতীত্ব ব্রতের মহৎ ফল তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ১৮ ॥ আমরা ভৃগুরমণীগণকে নিপীড়িত করিয়াছি তাহাতে তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন ; এক্ষণে না জানি এই সত্যসংকল্পা নারীগণ আমাদের আরও কি অনিষ্ট করেন ? সেই বিভ্রান্তচিত্ত নেত্রবিহীন ও নিরাশ্রয় ক্ষত্রিয়গণ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই

ব্রাহ্মণীং শরণং জগ্মুর্হৈহয়া গতচেতসঃ।
প্রণেমুস্তাং ভয়ত্রস্তাং কৃতাঞ্জলিপুটাশ্চ তে ॥ ২০ ॥
ঊচুশ্চৈনাং ভয়োদ্বিগ্নাং দৃষ্ট্যর্থং ক্ষত্রিয়র্ষভাঃ।
প্রসীদ সুভগে মাতঃ! সেবকাস্তে বয়ং কিল ॥ ২১ ॥
কৃতাপরাধা রম্ভোরু! ক্ষত্রিয়াঃ পাপবুদ্ধয়ঃ।
দর্শনাত্তব তন্বঙ্গি! জাতাঃ সর্ব্বে বিলোচনাঃ ॥ ২২ ॥
মুখন্তে নৈব পশ্যামো জন্মান্ধা ইব ভামিনি!।
অদ্ভুতং তে তপোবীর্য্যং কিং কুর্ম্মঃ পাপকারিণঃ ॥ ২৩ ॥
শরণং তে প্রপন্নাঃ স্ম দেহি চক্ষুংষি মানদে!।
অন্ধত্বং মরণাদুগ্রং কৃপাং কর্ত্তুং ত্বমর্হসি ॥ ২৪ ॥
পুনর্দ্দৃষ্টিপ্রদানেন সেবকান্ ক্ষত্রিয়ান্ কুরু।
উপরম্য চ গচ্ছেম সহিতাঃ পাপকর্ম্মণঃ ॥ ২৫ ॥
অতঃপরং ন কর্ত্তব্যমীদৃশং কর্ম্ম কর্হিচিৎ।
ভার্গবানাস্তু সর্ব্বেষাং সেবকাঃ স্ম বয়ং কিল ॥ ২৬ ॥

(ব্রাহ্মণীমিতি। গতচেতসঃ অকস্মাদন্ধত্বপাতাৎ নষ্টবুদ্ধয় ইত্যর্থঃ ॥ ২০-২১ ॥
বিলোচনা অন্ধা ইত্যর্থঃ ॥ ২২-২৪ ॥
উপরম্যেতি। উপরম্য বিরম্যেত্যর্থঃ। সহিতা মিলিতা ইত্যর্থঃ। নেত্রে লব্ধে একেনাপি ভবতীনাং পীড়াকরণায় ন স্থাতব্যমিতি ভাবঃ ॥ ২৫-৩০ ॥)

ব্রাহ্মণীর শরণাগত হইল। সেই রমণীও পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে সমাগত দেখিয়া অতিশয় ভীতা হইলেন কিন্তু তাহারা সেই সত্যব্রতা কামিনীরে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিয়া আপনাদিগের দৃষ্টি প্রাপ্তির নিমিত্ত বলিতে লাগিল, মাতঃ! আমরা আপনার সেবক আপনি প্রসন্ন হউন ॥ ১৯—২১ ॥ কল্যাণি। আমরা পাপিষ্ঠ ক্ষত্রিয়; জননি! আমরা আপনার কতই অপরাধ করিয়াছি; সুন্দরি! আমরা আপনার দর্শন মাত্রেই অন্ধ হইয়াছি ॥ ২২ ॥ কোপনে! আমরা জন্মান্ধের ন্যায় আপনার মুখকমল দর্শন করিতে পাইতেছি না; জননি! আপনার তপোবীর্য্য অদ্ভুত, আমরা পাপকারী অতএব কোনমতেই এ বিষয়ের প্রতীকারে সমর্থ হইব না এজন্য এক্ষণে কেবল আপনারই শরণাপন্ন হইলাম, আপনি আমাদিগকে চক্ষুঃপ্রদান করিয়া আমাদিগের মান রক্ষা করুন; মাতঃ! অন্ধত্ব মরণ অপেক্ষাও উগ্রতর, অতএব আপনি আমাদিগের প্রতি কৃপা প্রকাশ করুন ॥২৩-২৪॥ আপনি পুনর্ব্বার দৃষ্টিশক্তি প্রদান করিয়া ক্ষত্রিয়গণকে অনুগ্রহ দ্বারা ক্রীতদাস করুন, আমরা দৃষ্টিশক্তি পাইলেই সকলে এই পাপকর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া গৃহে গমন করিব ॥২৫॥ অতঃপর আর আমরা ঈদৃশ গর্হিত কর্ম্ম কদাচই করিব না, অদ্যাবধি আমরা সমস্ত ভার্গবগণের সেবক হইয়া রহিলাম ॥ ২৬ ॥

অজ্ঞানাদ্ যৎ কৃতং পাপং ক্ষন্তব্যং তত্ত্বয়াধুনা
বৈরং নাতঃপরং ক্বাপি ভৃগুভিঃ ক্ষত্রিয়ৈঃ সহ।
কর্ত্তব্যং শপথৈঃ সম্যগ্বর্ত্তিতব্যস্তু হৈহয়ৈঃ ॥ ২৭ ॥
সপুত্রা ভব সুশ্রোণি! প্রণতাঃ স্ম বয়ঞ্চ তে।
প্রসাদং কুরু কল্যাণি! ন দ্বিষ্যাম কদাচন ॥ ২৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা ব্রাহ্মণী বিস্ময়ান্বিতা।
তানাহ প্রণতান্ দুঃস্থানাশ্বাস্য গতলোচনান্ ॥ ২৯ ॥
গৃহীতা ন ময়া দৃষ্টির্যুষ্মাকং ক্ষত্রিয়াঃ কিল।
নাহং রুষান্বিতা সত্যং কারণং শৃণুতাদ্য যৎ ॥ ৩০ ॥
অয়ঞ্চ ভার্গবো নূনমূরুজঃ কুপিতোঽদ্য বঃ।
চক্ষূংষি তেন যুষ্মাকং স্তম্ভিতানি রুষাবতা ॥ ৩১ ॥
স্ববন্ধূন্নিহতান্ জ্ঞাত্বা গর্ভস্থানপি ক্ষত্রিয়ৈঃ।
অনাগসো ধর্ম্মপরাংস্তাপসান্ ধনকাম্যয়া ॥ ৩২ ॥
গর্ভানপি যদা যূয়ং ভৃগূনঘ্নংস্তু পুত্রকাঃ।
তদায়মূরুণা গর্ভো ময়া বর্ষশতং ধৃতঃ ॥ ৩৩ ॥

রুষেতি। বাচা ইতিবন্ধলন্তাট্টাপ্ ॥ ৩১—৩২ ॥

আমরা অজ্ঞানবশতঃ যে সমস্ত পাপকার্য্য করিয়াছি, আপনি তৎসমুদয় ক্ষমা করুন। আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি অতঃপর ভার্গবগণের সহিত আর ক্ষত্রিয়গণের কোনও শত্রুতা রহিল না ॥ ২৭ ॥ নিতম্বিনি! আপনি পুত্রের সহিত সুখে কালযাপন করুন, আমরা আপনার নিকট নিয়তই প্রণত রহিলাম। কল্যাণি! আপনি প্রসন্ন হউন আমরা আর কদাচই বিদ্বেষ ভাব অবলম্বন করিব না ॥ ২৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! ব্রাহ্মণরমণী তাহাদিগের সেই বচন শ্রবণ করিয়া বিস্ময়ান্বিত-চিত্তে সেই দুর্দ্দশান্বিত প্রণত অন্ধ ক্ষত্রিয়গণকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, ক্ষত্রিয়-গণ! আমি তোমাদের দৃষ্টি হরণ করি নাই অথবা আমি তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্টও হই নাই, তোমরা এখন ইহার যথার্থ কারণ শ্রবণ কর ॥২৯—৩০॥ এই উরুজাত ভৃগুকুলোৎপন্ন সন্তান তোমাদের প্রতি অত্যন্ত প্রকুপিত হইয়াছে, সেই হেতু এই বালক রোষভরে তোমাদের নেত্র সকল স্তম্ভিত করিয়াছে ॥ ৩১ ॥ তোমরা ধন কামনায় এই বালকের পরম আত্মীয় নিরপরাধ ধর্ম্মতৎপর তাপসগণকে এবং গর্ভস্থিত ভার্গবগণকে নিহত করিয়াছ তাহা এই

ষড়ঙ্গশ্চাখিলো বেদো গৃহীতোঽনেন চাঞ্জসা।
গর্ভস্থেনাপি বালেন ভৃগুবংশবিবৃদ্ধয়ে ॥ ৩৪ ॥
সোঽপি পিতৃবধামূনং ক্রোধাদ্বো* হন্তুমিচ্ছতি ॥ ৩৫ ॥
ভগবত্যাঃ প্রসাদেন জাতোঽয়ং মম বালকঃ।
তেজসা যস্য দিব্যেন চক্ষূংষি মুষিতানি বঃ ॥ ৩৬ ॥
তস্মাদৌর্ব্বং সুতং মেঽদ্য যাচধ্বং বিনয়ান্বিতাঃ।
প্রণিপাতেন তুষ্টোঽসৌ দৃষ্টিং বঃ প্রতিমোক্ষ্যতি ॥ ৩৭ ॥

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্যা হৈহয়াস্তুষ্টুবুশ্চ তম্।
প্রণেমুর্বিনয়োপেতা ঊরুজং মুনিসত্তমম্ ॥ ৩৮ ॥
স সন্তুষ্টো বভূবাথ তানুবাচ বিচক্ষুষঃ।
গচ্ছধ্বং স্বগৃহান্ ভূপা মমাখ্যানকৃতং বচঃ ॥ ৩৯ ॥

অম্বন্নিতি পুরুষব্যত্যয় আর্ষঃ। ভৃগূণাং মথ পুত্রকা ইতি পাঠঃ পুস্তকান্তরে। হে পুত্রকা হে রাজানঃ ॥ ৩৩ ॥

গর্ভস্থেনানেনেত্যর্থঃ ॥ ৩৪—৩৫ ॥

কুতঃ প্রতাপোঽস্যং বালকস্যেতি চেত্তত্রাহ ভগবত্যা ইতি ॥ ৩৬ ॥

ঔর্ব্বমূরুভবম্ ॥ ৩৭—৩৮ ॥

মমাখ্যানকৃতং বচঃ মমাখ্যানেন কৃতং লব্ধমিদং বক্ষ্যমাণং বচনমিত্যর্থঃ। তদ্বৈরাগ্যার্থে পঠধ্বমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

শিশু জানিতে পারিয়াছে ॥ ৩২ ॥ বৎসগণ! যখন তোমরা ভৃগুবংশীয় গর্ভস্থ বালকগণকেও বিনাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলে তখন আমি উরুদেশমধ্যে এই শিশুটীকে শতবৎসর ধারণ করিয়াছিলাম ॥ ৩৩ ॥ এই বালক গর্ভস্থ হইয়াও ভৃগুবংশের বৃদ্ধির নিমিত্ত অত্যল্প সময়ের মধ্যেই ষড়ঙ্গ সমস্ত বেদই অধ্যয়ন করিয়াছে ॥ ৩৪ ॥ এক্ষণে সেই এই ভৃগুসন্তান পিতৃবধ-ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া তোমাদিগের বিনাশের নিমিত্ত উদ্যত হইয়াছে ॥ ৩৫ ॥ যাহার দিব্য তেজে তোমাদের দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট হইয়াছে, সেই এই আমার পুত্রটি ভগবতী ভুবনেশ্বরীর প্রসাদেই উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব এই বালককে সামান্য বলিয়া বিবেচনা করিও না ॥৩৬॥ এক্ষণে তোমরা বিনয়ান্বিত হইয়া আমার এই ঔর্ব্ব (উরুজাত) পুত্রের নিকট যাচ্‌ঞা কর, এই সন্তান প্রণিপাত দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া তোমাদিগকে দৃষ্টিপ্রদান করিবে ॥ ৩৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! হৈহয়গণ ব্রাহ্মণীর সেই বাক্য শ্রবণানন্তর ভার্গব সন্তানকে স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বিনয়ান্বিত হইয়া উরুজাত সেই মুনিসত্তমকে প্রণাম

* ক্রোধেদ্ধঃ ইতি বা পাঠঃ।

অবশ্যম্ভাবিভাবাস্তে ভবন্তি দেবনির্ম্মিতাঃ।
নাত্র শোকস্তু কর্ত্তব্যঃ পুরুষেণ বিজানতা ॥ ৪০ ॥
পূর্ব্ববদৃষয়ঃ* সর্ব্বে প্রাপ্নুবন্তু যথাসুখম্।
ব্রজন্তু বিগতক্রোধা ভবনানি যথাসুখম্ ॥ ৪১ ॥
ইতি তেন সমাদিষ্টা হৈহয়াঃ প্রাপ্তলোচনাঃ।
ঔর্ব্বমামন্ত্র্য জগ্মুস্তে সদনানি যথারুচি ॥ ৪২ ॥
ব্রাহ্মণী তং সুতং দিব্যং গৃহীত্বা স্বাশ্রমং গতা।
পালয়ামাস ভূপাল! তেজস্বিনমতন্দ্রিতা ॥ ৪৩ ॥
এবন্তে কথিতং রাজন্! ভৃগূণাস্তু বিনাশনম্।
লোভাবিষ্টৈঃ ক্ষত্রিয়ৈশ্চ যৎ কৃতং পাতকং কিল ॥ ৪৪ ॥

জনমেজয় উবাচ।

শ্রুতং ময়া মহৎ কর্ম্ম ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ দারুণম্।
কারণং লোভ এবাত্র দুঃখদশ্চোভয়োস্তু সঃ ॥ ৪৫ ॥

কিং তদ্বচনং তদাহ অবশ্যম্ভাবিভাবা ইতি ॥ ৪০—৪২
(হৈহয়গমনান্তরজাতবৃত্তমাহ ব্রাহ্মণীতি ॥ ৪৩-৪৪ ॥

করিলেন ॥ ৩৮ ॥ তখন ঔর্ব্ব ঋষি সন্তুষ্ট হইয়া সেই নেত্রবিহীন হৈহয়গণকে কহিলেন, তোমরা নিজ নিজ গৃহে গমন কর। ভূপালগণ! তোমরা আমার এই উপাখ্যান-লক্ষ্য বক্ষ্যমাণ বচন পাঠ করিও ॥ ৩৯ ॥ যাহা দৈবনির্ম্মিত ও অবশ্যম্ভাবী তাহা অবশ্যই সংঘটিত হইবে, ইহা অবগত হইয়া কাহারও এই বিষয়ে শোক করা উচিত নয় ॥ ৪০ ॥ তোমরা পূর্ব্বের ন্যায় দৃষ্টিলাভ করিয়া ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথাসুখে স্বস্ব গৃহে গমন কর। অদ্যাবধি ঋষিগণও পূর্ব্বের ন্যায় সুখলাভ করুন ॥ ৪১ ॥ মহর্ষি ঔর্ব্ব এইরূপ আদেশ করিলে হৈহয়গণ লোচন লাভ করিয়া যথেচ্ছাক্রমে নিজ নিজ নিকেতনে গমন করিল ॥ ৪২ ॥ এদিকে ব্রাহ্মণীও সেই তেজস্বী দিব্য পুত্রকে গ্রহণ করিয়া স্বীয় আশ্রমে গমন করত সাবধানে তাহাকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩ ॥ রাজন্! এই আমি আপনার নিকট ভার্গবগণের বিনাশ বৃত্তান্ত এবং লোভাবিষ্ট ক্ষত্রিয়গণ যেরূপে পাপকর্ম্ম করিয়াছিল তৎসমুদয় বর্ণন করিলাম ॥ ৪৪ ॥

জনমেজয় কহিলেন, তপোধন! আমি ক্ষত্রিয়গণের অতিশয় নিদারুণ কর্ম্মের বিষয় শ্রবণ করিয়া জানিলাম যে, এ বিষয়ে লোভই একমাত্র কারণ এবং লোভ হইতেই উভয়

---

* পূর্ব্ববদ্দৃষ্টয়ঃ ইতি বা পাঠঃ।

কিঞ্চিৎ প্রষ্টুমিহেচ্ছামি সংশয়ং বাসবীসুত !।
হৈহয়াস্তে কথং নাম্না খ্যাতা ভুবি নৃপাত্মজাঃ ॥ ৪৬ ॥
যদোস্তু যাদবাঃ কামং ভরতাদ্ভারতাস্তথা।
হৈহয়ঃ কোঽপি রাজাভূত্তেষাং বংশে প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৪৭ ॥
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি কারণং করুণানিধে !।
হৈহয়াস্তে কথং জাতাঃ ক্ষত্রিয়াঃ কেন কর্ম্মণা ॥ ৪৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

হৈহয়ানাং সমুৎপত্তিং শৃণু ভূপ ! সবিস্তরাম্।
পুরাতনীং সুপুণ্যাঞ্চ কথাং পাপপ্রণাশিনীম্ ॥ ৪৯ ॥
কস্মিংশ্চিৎ সময়ে ভূপ ! সূর্য্যপুত্রঃ সুশোভনঃ।
রেবন্তেতি চ বিখ্যাতো রূপবানমিতপ্রভঃ ॥ ৫০ ॥
উচ্চৈঃশ্রবসমারুহ্য হয়রত্নং মনোহরম্।
জগাম বিষ্ণুসদনং বৈকুণ্ঠং ভাস্করাত্মজঃ ॥ ৫১ ॥
ভগবদ্দর্শনাকাঙ্ক্ষী হয়ারূঢ়ো যদাগতঃ।
হয়স্থস্তু তদা দৃষ্টো লক্ষ্ম্যাসৌ রবিনন্দনঃ ॥ ৫২ ॥

ইদানীং জনমেজয়ঃ হৈহয়ানাং ভার্গবনাশনে কারণং নিশ্চিত্যাহ কারণমিত্যাদি ॥ ৪৫-৫১ ॥
বৈকুণ্ঠগমনে কারণমাহ। ভগবদ্দর্শনেতি ॥ ৫২-৫৪ ॥)

পক্ষের এরূপ দুঃখ ঘটিয়াছে ॥ ৪৫ ॥ মুনীন্দ্র ! আমি এই বিষয়ে আপনাকে কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছি, সেই রাজপুত্রগণ পৃথিবীতলে হৈহয় নামে বিখ্যাত হইলেন কেন ? ॥ ৪৬ ॥ ক্ষত্রগণের মধ্যে কতকগুলি যদুবংশসমুদ্ভূত বলিয়া যাদব এবং কতকগুলি ভরত হইতে সমুৎপন্ন বলিয়া ভারত এই নামে বিখ্যাত হইয়াছেন ; কিন্তু ইঁহাদের বংশে হৈহয় নামে কোন্ রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন অথবা এই ক্ষত্রিয়গণ অন্য কোন কর্ম্ম দ্বারা হৈহয় নামে বিখ্যাত হইলেন, আমি তাহার কারণ শ্রবণ করিতে একান্ত অভিলাষ করিতেছি আপনি কৃপা করিয়া তাহা বর্ণন করুন ॥ ৪৭—৪৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, ভূপতে ! আমি আপনার নিকট হৈহয়দিগের উৎপত্তির কথা সবিস্তার বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন, এই পুরাতনী কথা শ্রবণ করিলে পাপরাশি ধ্বংস হইয়া পুণ্যের উদয় হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥ রাজন্ ! কোনও সময়ে অপরিমিত-প্রভাসম্পন্ন রূপবান্ ও সুশোভন রেবন্ত নামক সূর্য্যপুত্র, মনোহর অশ্বরত্ন উচ্চৈঃশ্রবায় আরোহণ করিয়া বিষ্ণু নিকেতন বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়াছিলেন ॥ ৫০—৫১ ॥ তিনি যখন ভগবানের দর্শনা-

রমা বীক্ষ্য হয়ং দিব্যং ভ্রাতরং সাগরোদ্ভবম্।
রূপেণ বিস্মিতা তস্থ তস্থৌ স্তম্ভিতলোচনা॥ ৫৩॥
ভগবানপি তং দৃষ্ট্বা হয়ারূঢ়ং মনোহরম্।
আগচ্ছন্তং রমাং বিষ্ণুঃ পপ্রচ্ছ প্রণয়াৎ প্রভুঃ॥ ৫৪॥
কোঽয়মায়াতি চার্ব্বঙ্গি! হয়ারূঢ় ইবাপরঃ।
স্মরতেজস্তনুঃ কান্তে! মোহয়ন্ ভুবনত্রয়ম্॥ ৫৫॥
প্রেক্ষমাণা তদা লক্ষ্মীস্তচ্চিত্তা দৈবযোগতঃ।
নোবাচ বচনং কিঞ্চিৎ পৃষ্টাপি চ পুনঃপুনঃ॥ ৫৬॥

ব্যাস উবাচ।

অশ্বাসক্তমতিং বীক্ষ্য কামিনীমতিমোহিতাম্।
পশ্যন্তীং পরমপ্রেম্ণা চঞ্চলাক্ষীঞ্চ চঞ্চলাম্॥ ৫৭॥
তামাহ ভগবান্ ক্রুদ্ধঃ কিং পশ্যসি সুলোচনে!।
মোহিতা চ হরিং দৃষ্ট্বা পৃষ্টা নৈবাভিভাষসে॥ ৫৮॥
সর্ব্বত্র রমসে যস্মাদ্রমা তস্মাদ্ভবিষ্যসি।
চঞ্চলত্বাচ্চলেত্যেবং সর্ব্বথৈব ন সংশয়ঃ॥ ৫৯॥

স্মরতেজস্তনুঃ স্মরবত্তেজো যস্যাঃ সা তনুর্যস্যেত্যর্থঃ। স্মরস্তে তনুজঃ কান্তে ইতি পাঠোঽন্যত্র পুস্তকে॥ ৫৫—৫৭॥
হরিমশ্বং দৃষ্ট্বা॥ ৫৮—৬০॥

কাঙ্ক্ষী হইয়া অশ্বারোহণে গমন করেন, তখন লক্ষ্মীদেবী ঐ রবিনন্দনকে দেখিতে পাইলেন॥ ৫২॥ ক্ষীরাব্ধিতনয়া রমাদেবী সাগরসমুদ্ভূত সহোদর অশ্ববরের মনোহর রূপ অবলোকন পূর্ব্বক বিস্মিত হইয়া স্থিরনেত্রে চাহিয়া রহিলেন॥ ৫৩॥ নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ ভগবান্ বিষ্ণু, মনোহর রূপসম্পন্ন রেবন্তকে অশ্বারোহণে আসিতে দেখিয়া প্রণয়বশে লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সুন্দরি! দ্বিতীয় মনোভবের ন্যায় কোন্ পুরুষপ্রবর ত্রিভুবন মোহিত করিয়া অশ্বারোহণে আগমন করিতেছেন॥৫৪—৫৫॥ তখন লক্ষ্মীদেবী দৈবযোগবশতঃ একমনে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, এজন্য ভগবান্ পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেও তিনি কোনও উত্তর প্রদান করিলেন না॥ ৫৬॥

চঞ্চলাদেবী লক্ষ্মী অশ্বের প্রতি একান্ত আসক্তচিত্ত ও অত্যন্ত মোহিত হইয়া পরম প্রেমবশে স্থিরনেত্রে অবলোকন করিতেছেন ভগবান্ ইহা দর্শন করিয়া কুপিত হইলেন এবং তাঁহাকে কহিলেন, সুলোচনে কি দেখিতেছ? তুমি অশ্ব দর্শনে এমনি মোহিত হইয়াছ যে, আমি জিজ্ঞাসা করিলেও কথা কহিতেছ না॥ ৫৭—৫৮॥ তুমি সর্ব্বত্র রমণ

প্রাকৃতা চ যথা নারী নূনং ভবতি চঞ্চলা।
যথা ত্বমপি কল্যাণি! স্থিরা নৈব কদাচন ॥ ৬০ ॥
ত্বং হয়ং মৎসমীপস্থা সমীক্ষ্য যদি মোহিতা।
বড়বা ভব বামোরু! মর্ত্ত্যলোকেঽতিদারুণে ॥ ৬১ ॥
ইতিশপ্তা রমা দেবী হরিণা দৈবযোগতঃ।
রুরোদ বেপমানা সা ভয়ভীতাতিদুঃখিতা ॥ ৬২ ॥
তমুবাচ রমানাথং শঙ্কিতা চারুহাসিনী।
প্রণম্য শিরসা দেবং স্বপতিং বিনয়ান্বিতা ॥ ৬৩ ॥
দেবদেব! জগন্নাথ! করুণাকর! কেশব!।
স্বল্পেঽপরাধে গোবিন্দ! কস্মাচ্ছাপং দদাসি মে ॥ ৬৪ ॥
ন কদাচিন্ময়া দৃষ্টঃ ক্রোধস্তে হীদৃশঃ প্রভো!।
ক্ব গতস্তে ময়ি স্নেহঃ সহজো ন তু নশ্বরঃ ॥ ৬৫ ॥
বজ্রপাতস্তু শত্রৌ বৈ কর্ত্তব্যো ন সুহৃজ্জনে।
সদাহং বরযোগ্যা তে শাপযোগ্যা কথং কৃতা ॥ ৬৬ ॥

(অতিদারুণে অতিশয়দুঃখসঙ্কুলে ইত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥
বেপমানা কম্পিতেত্যর্থঃ ॥ ৬২-৬৩ ॥
স্বল্পে নিজসোদরহয়দর্শনরূপে সামান্যে ইত্যর্থঃ ॥ ৬৪-৬৬ ॥

করিয়া থাক এজন্য রমা নামে এবং তোমার মন অত্যন্ত চঞ্চল বলিয়া চঞ্চলা নামে বিখ্যাত হইবে ॥ ৫৯ ॥ কল্যাণি! প্রাকৃত নারীগণ যেমন চঞ্চলা তুমিও সেইরূপ চঞ্চলা হইবে কোথাও কদাচিৎ স্থির হইয়া থাকিতে পারিবে না ॥ ৬০ ॥ তুমি আমার সমীপে অবস্থিত হইয়াও যখন অশ্বদর্শনে বিমোহিত হইয়াছ তখন তুমি নিদারুণ ক্লেশসংকুল মর্ত্ত্যলোকে ঘোটকী হইয়া জন্মগ্রহণ কর ॥ ৬১ ॥ রমাদেবী দৈবযোগে হরিকর্ত্তৃক এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া ভয়ে ও দুঃখে কম্পমানা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৬২ ॥ তখন চারুহাসিনী রমাদেবী শঙ্কিত ও বিনয়ান্বিত হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক নিজ কান্ত নারায়ণকে কহিতে লাগিলেন ॥ ৬৩ ॥ দেবদেব! গোবিন্দ! আপনি জগতের নাথ ও দয়ার সাগর, হে কেশব! স্বল্প অপরাধেই কিহেতু আমাকে এরূপ শাপ প্রদান করিলেন? ॥৬৪॥ প্রভো! আমি আপনার এরূপ ক্রোধ পূর্ব্বে কখনও দর্শন করি নাই; হায়! আমার প্রতি আপনার যে অবিনশ্বর সহজ স্নেহ ছিল তাহা এক্ষণে কোথায় গেল? ॥ ৬৫ ॥ নাথ! বজ্রপাত স্বজনের প্রতি না করিয়া শত্রুর প্রতি করাই উচিত। আমি সর্ব্বদাই আপনার বর দানের যোগ্য-

প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যামি গোবিন্দ ! পশ্যতোঽদ্য তবাগ্রতঃ।
কথং জীবে ত্বয়া হীনা বিরহানলতাপিতা ॥ ৬৭ ॥
প্রসাদং কুরু দেবেশ ! শাপাদস্মাৎ সুদারুণাৎ।
কদা মুক্তা সমীপং তে প্রাপ্নোমি সুখদং বিভো ! ॥ ৬৮ ॥

হরিরুবাচ।

যদা তে ভবিতা পুত্রঃ পৃথিব্যাং মৎসমঃ প্রিয়ে !।
তদা মাং প্রাপ্য তন্বঙ্গি ! সুখিতা ত্বং ভবিষ্যসি ॥ ৬৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে ভৃগুবংশস্থিতিবর্ণনং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

স্বল্পাপরাধেন কঠোরতরশাপদানাৎ নির্ব্বিণ্ণচিত্তা সুদুঃখিতা চ প্রাহ প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যামীতি ॥ ৬৭-৬৯ ॥)

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

পাত্র, এক্ষণে আপনি আমাকে শাপের যোগ্য করিলেন কেন ? ॥ ৬৬ ॥ গোবিন্দ ! আমি আপনার সমক্ষেই প্রাণ পরিত্যাগ করিব ; আমি আপনার বিরহানলে সন্তাপিত হইয়া কথনই জীবন ধারণ করিতে পারিব না ॥ ৬৭ ॥ বিভো ! প্রসন্ন হইয়া বলুন, আমি এই সুদারুণ শাপ হইতে মুক্ত হইয়া কবে আবার অতিশয় সুখকর আপনার সম্মিলন প্রাপ্ত হইব ? ॥ ৬৮ ॥

ভগবান্ কহিলেন, প্রিয়ে ! যথন মর্ত্ত্যলোকে আমার সদৃশ তোমার পুত্র হইবে, তথন তুমি পুনর্ব্বার আমাকে প্রাপ্ত হইয়া সুখী হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৬৯ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে ভৃগুবংশস্থিতিবর্ণন নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

জনমেজয় উবাচ।

ইতি শপ্তা ভগবতা সিন্ধুজা কোপযোগতঃ।
কথং সা ৰড়বা জাতা রেবন্তেন চ কিং কৃতম্ ॥ ১ ॥
কস্মিন্ দেশেঽব্ধিজা দেবী ৰড়বা রূপধারিণী।
সংস্থিতৈকাকিনী ৰালা পরোষিৎপতিকা যথা ॥ ২ ॥
কালং কিয়ন্তমায়ুষ্মন্! বিযুক্তা পতিনা রমা।
সংস্থিতা বিজনেঽরণ্যে কিং কৃতঞ্চ তয়া পুনঃ ॥ ৩ ॥
সমাগমং কদা প্রাপ্তা বাসুদেবস্য সিন্ধুজা।
পুত্ত্রঃ কথং তয়া প্রাপ্তো নারায়ণবিযুক্তয়া ॥ ৪ ॥
এতদ্বৃত্তান্তমার্য্যেশ! কথয়স্ব সবিস্তরম্।
শ্রোতুকামোঽস্মি বিপ্রেন্দ্র! কথাখ্যানমনুত্তমম্ ॥ ৫ ॥

সূত উবাচ।

ইতি পৃষ্টস্তদা ব্যাসঃ পরীক্ষিত্তনয়েন বৈ।
কথয়ামাস ভো বিপ্রাঃ! কথামেতাং সুবিস্তরাম্ ॥ ৬ ॥

দ্বিষষ্টিশ্লোকবর্ষ্যৈস্তু হৈহয়স্য কথোচ্যতে।
ভগবত্যাঃ প্রসাদেন বংশোঽয়মিতি কীর্ত্ত্যতে ॥

ভগবতা লক্ষ্ম্যাং শপ্তায়ামনন্তরং কিং বৃত্তং জাতমিতি পৃচ্ছতি ইতি শপ্তেতি ॥১—৬॥

জনমেজয় কহিলেন, মুনিবর! ভগবান্ বিষ্ণু কোপবশত সিন্ধুতনয়াকে এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিলে পর, তিনি কিরূপে ৰড়বা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং রেবন্তই বা তৎকালে কি করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥ ক্ষীরোদনন্দিনী লক্ষ্মীদেবী কোন্ দেশে ৰড়বারূপ ধারণ করিয়া প্রোষিতপতিকা ৰালার ন্যায় একাকিনী কিরূপে অবস্থিতি করিয়াছিলেন? ॥ ২ ॥ মুনিবর! সেই কমলাদেবী পতিবিরহিতা হইয়া কতকাল কোন্ বিজনবনে অবস্থিতি করিলেন এবং তৎকালে তিনি কি করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥ আর কোন সময়ে পুনর্ব্বার বাসুদেবের সহিত তাঁহার সংমিলন হইয়াছিল; তিনি নারায়ণের সহিত বিযুক্ত হইয়া বাস করিয়াছিলেন, তবে কিরূপে পুত্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? ॥ ৪ ॥ হে আর্য্যপ্রবর! আপনি এই বৃত্তান্ত সবিস্তার বর্ণন করুন, এই অত্যুত্তম উপাখ্যান শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে ॥ ৫ ॥

ব্যাস উবাচ।

শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি কথাং পৌরাণিকীং শুভাম্।
পাবনীং সুখদাং কর্ণে বিশদাক্ষরসংযুতাম্ ॥ ৭ ॥
রেবন্তস্তু রমাং দৃষ্ট্বা শপ্তাং দেবেন কামিনীম্।
ভয়ার্ত্তঃ প্রযযৌ দূরাৎ প্রণম্য জগতাং পতিম্ ॥ ৮ ॥
পিতুঃ সকাশং ত্বরিতো বীক্ষ্য কোপং জগৎপতেঃ।
নিবেদয়ামাস কথাং ভাস্করায় স শাপজাম্ ॥ ৯ ॥
দুঃখিতা সা রমা দেবী প্রণম্য জগদীশ্বরম্।
আজ্ঞপ্তা মানুষং লোকং প্রাপ্তা কমললোচনা ॥ ১০ ॥
সূর্য্যপত্ন্যা তপস্তপ্তং যত্র পূর্ব্বং সুদারুণম্।
তত্রৈব সা যযাবাশু বড়বারূপধারিণী ॥ ১১ ॥
কালিন্দীতমসাসঙ্গে সুপর্ণাক্ষস্য চোত্তরে।
সর্ব্বকামপ্রদে স্থানে সুরম্যবনমণ্ডিতে ॥ ১২ ॥

কর্ণে কর্ণয়োরিত্যর্থঃ ॥ ৭—৯ ॥
রেবন্তকথাং সমাপ্য রমায়াঃ কথামাহ দুঃখিতেতি ॥ ১০ ॥
সূর্য্যপত্ন্যা ছায়য়া ॥ ১১ ॥
তদেব স্থলমাহ কালিন্দীতমসেতি। তমসানাম্নী নদী ॥ ১২—১৬ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! জনমেজয় বেদব্যাসকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলে পর দ্বৈপায়ন মুনি এই উপাখ্যান সবিস্তার বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৬ ॥ ব্যাস বলিলেন, রাজন্! যাহা দ্বারা জনগণ পবিত্র হইয়া কল্যাণ লাভ করে, আমি আপনার নিকট সেই বিশদাক্ষর-সমন্বিত শ্রুতি-মধুর পৌরাণিক পুরাতন কথা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন ॥৭॥ ভাস্করতনয় রেবন্ত, দেবদেব বাসুদেব কমলাদেবীকে অভিশাপ প্রদান করিলেন দেখিয়া ভয়ার্ত্ত হইলেন এবং জগৎপতি জনার্দ্দনকে প্রণাম করিয়া দূরে প্রস্থান করিলেন ॥ ৮ ॥ তিনি জগৎপতি বিষ্ণুর কোপ দর্শন করিয়া সত্বর পিতার নিকটে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে কমলার প্রতি নারায়ণের শাপপ্রদান বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন ॥ ৯ ॥ এদিকে কমললোচনা কমলাদেবী অভিশাপানন্তর নারায়ণের নিকট হইতে আজ্ঞা লইয়া দুঃখিতচিত্তে তাঁহার চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক মনুষ্যলোকে গমন করিলেন ॥ ১০ ॥ পূর্ব্বে সূর্য্যপত্নী যে স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন, কমলাদেবী বড়বারূপ ধারণপূর্ব্বক সেই স্থানেই গমন করিলেন ॥ ১১ ॥ এই স্থান মনোহর বনসমূহে বিভূষিত এবং সর্ব্বকামপ্রদ সুপর্ণাক্ষ পর্ব্বতের উত্তরদেশে কালিন্দী ও তমসার সঙ্গম স্থলে অবস্থিত হইয়া শোভা পাইতে-

তত্র স্থিতা মহাদেবং শঙ্করং বাঞ্ছিতপ্রদম্।
দধ্যৌ চৈকেন মনসা শূলিনং চন্দ্রশেখরম্ ॥ ১৩ ॥
পঞ্চাননং দশভুজং গৌরীদেহার্দ্ধধারিণম্।
কর্পূরগৌরদেহাভং নীলকণ্ঠং ত্রিলোচনম্ ॥ ১৪ ॥
ব্যাঘ্রাজিনধরং দেবং গজচর্ম্মোত্তরীয়কম্।
কপালমালাকলিতং নাগযজ্ঞোপবীতিনম্ ॥ ১৫ ॥
সাগরস্য সুতা কৃত্বা হয়ীরূপং মনোহরম্।
তস্মিংস্তীর্থে রমা দেবী চকার দুশ্চরং তপঃ ॥ ১৬ ॥
ধ্যায়মানা পরং দেবং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতা।
দিব্যং বর্ষসহস্রন্তু গতং তত্র মহীপতে ! ॥ ১৭ ॥
ততস্তুষ্টো মহাদেবো বৃষারূঢ়স্ত্রিলোচনঃ।
প্রত্যক্ষোঽভূন্ মহেশানঃ পার্ব্বতীসহিতঃ প্রভুঃ ॥ ১৮ ॥
তত্রেত্য সগণঃ শম্ভুস্তামাহ হরিবল্লভাম্।
তপস্যন্তীং মহাভাগামশ্বিনীরূপধারিণীম্ ॥ ১৯ ॥

পরং দেবং মহাদেবম্ ॥ ১৭—১৮ ॥
অশ্বিনী বড়বা ॥ ১৯—২২ ॥

ছিল ॥ ১২ ॥ রমাদেবী সেই স্থানে অবস্থান করিয়া একান্ত মানসে বাঞ্ছিতপ্রদ কল্যাণদায়ক মহাদেবকে এইরূপে ধ্যান করিতে লাগিলেন যে, মহাদেব করতলে ত্রিশূল ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার ললাটতটে মনোরম সুশীতল সোমকলা সুশোভিত হইতেছে, তাঁহার পাঁচটী বদনে তিন তিনটী করিয়া লোচন বিদ্যমান রহিয়াছে কণ্ঠদেশ নীলবর্ণে রঞ্জিত তাঁহার দশটী বাহু, কলেবর কর্পূর তুল্য গৌর, পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম্ম, গজচর্ম্ম উত্তরীয় ও নাগগণ তাঁহার উপবীত, তিনি গৌরীদেহের অর্দ্ধভাগ ধারণ করিয়াছেন, তাঁহার গলদেশে কপালমালা শোভা বিস্তার করিতেছে॥১৩—১৫॥ সিন্ধুসুতা লক্ষ্মী মনোহর বড়বার রূপ ধারণপূর্ব্বক সেই তীর্থে কঠোরতর তপস্যা করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥ রাজন্! তিনি বৈরাগ্য আশ্রয়পূর্ব্বক পরমদেব মহাদেবের ধ্যান করিতে করিতে সেই স্থানে দিব্য সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিলেন ॥ ১৭ ॥ তদনন্তর পরম প্রভু দেবদেব ত্রিলোচন মহেশ্বর বৃষভবাহনে আরোহণ করিয়া পার্ব্বতীর সহিত সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া কমলাদেবীকে প্রত্যক্ষরূপে দর্শন প্রদান করিলেন ॥ ১৮ ॥ মহাদেব সগণের সহিত সেই স্থানে আগমন করিয়া অশ্বরূপধারিণী তপস্বিনী সেই হরিবল্লভা কমলাকে কহিলেন, কল্যাণি! আপনি সমস্ত জগতের জননী এবং আপনার পতি সমস্তলোকের বিধাতা ও সর্ব্বার্থ

কিং তপস্যসি কল্যাণি! জগন্মাতর্বদস্ব মে।
সর্ব্বার্থদঃ পতিস্তেঽস্তি সর্ব্বলোকবিধায়কঃ॥ ২০ ॥
হরিং ত্যক্ত্বাদ্য মাং কস্মাৎ স্তৌষি দেবি! জগৎপতিম্।
বাসুদেবং জগন্নাথং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্॥ ২১ ॥
বেদোক্তং বচনং কার্য্যং নারীণাং দেবতা পতিঃ।
নান্যস্মিন্ সর্ব্বথা ভাবঃ কর্ত্তব্যঃ কর্হিচিৎ ক্বচিৎ॥ ২২॥
পতিশুশ্রূষণং স্ত্রীণাং ধর্ম্ম এব সনাতনঃ।
যাদৃশস্তাদৃশঃ সেব্যঃ সর্ব্বথা শুভকাম্যয়া॥ ২৩॥
নারায়ণস্তু সর্ব্বেষাং সেব্যো যোগ্যঃ সদৈব হি।
তন্ত্যক্ত্বা দেবদেবেশং কিং মাং ধ্যায়সি সিন্ধুজে!॥ ২৪॥

লক্ষ্মীরুবাচ।

আশুতোষ! মহেশান! শপ্তাহং পতিনা শিব!।
মাং সমুদ্ধর দেবেশ! শাপাদস্মাদ্দয়ানিধে!॥ ২৫॥
তদোক্তং হরিণা শম্ভো! শাপানুগ্রহকারণম্।
বিজ্ঞপ্তেন ময়া কামং দয়াযুক্তেন বিষ্ণুনা॥ ২৬॥

যাদৃশস্তাদৃশ ইতি। যাদৃশোঽস্তি সাধুর্বাসাধুর্বা তাদৃশঃ সেব্য ইত্যর্থঃ॥ ২৩—২৪॥
আশুতোষ! শীঘ্রং প্রসাদকর!॥ ২৫॥
তদোক্তমিতি। যদা শাপো দত্তস্তদা ময়া প্রার্থিতেন বিষ্ণুনোক্তমিত্যর্থঃ॥ ২৬—২৮॥

প্রদান করিতে সমর্থ, তিনি বিদ্যমান থাকিতে আপনি তপস্যা করিতেছেন ইহার কারণ কি?॥ ১৯—২০॥ দেবি! আপনি জগৎপালক জগন্নাথ ভোগমোক্ষপ্রদ বাসুদেব শ্রীহরিকে পরিত্যাগ করিয়া কি নিমিত্ত আমার স্তব করিতেছেন?॥ ২১॥ দেবি! বেদোক্ত বচন অনুসারেই কার্য্য করা কর্ত্তব্য, বেদে উক্ত হইয়াছে যে, পতিই নারীগণের দেবতা, অতএব কখন কোনও মতে অন্যের প্রতি সর্ব্বতোভাবে মনের ভাববন্ধন করা কর্ত্তব্য নয়॥২২॥ পতি শুশ্রূষাই নারীদিগের সনাতন ধর্ম্ম, পতি সাধুই হউন আর অসাধুই হউন, মঙ্গলেচ্ছুক রমণীগণ সর্ব্বতোভাবে তাহারই সেবা করিবে॥২৩॥ সিন্ধুতনয়ে! আপনার পতি নারায়ণ সকলেরই সেবনীয়, সকল অর্থ প্রদানেই সমর্থ। আপনি সেই দেবদেব গোলোক-পতিকে পরিত্যাগ করিয়া কি জন্য আমার আরাধনা করিতেছেন?॥ ২৪॥

লক্ষ্মী কহিলেন, হে দেবদেব! হে কল্যাণালয়! আপনি সেবকের প্রতি শীঘ্রই সন্তুষ্ট হন, ইহা আমি জানি। আমার পতি আমাকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছেন, দয়ানিধে! আপনি

যদা তে ভবিতা পুত্রস্তদা শাপস্য মোক্ষণম্।
ভবিষ্যতি চ বৈকুণ্ঠবাসস্তে কমলালয়ে! ॥ ২৭ ॥
ইত্যুক্তাহং তপস্তপ্তু মাগতাস্মি তপোবনে।
আরাধিতো ময়া দেব! ত্বং সর্ব্বার্থপ্রদায়কঃ ॥ ২৮ ॥
পতিসঙ্গং বিনা পুত্রং দেবদেব! লভে কথম্।
স তু তিষ্ঠতি বৈকুণ্ঠে ত্যক্ত্বা বামামনাগসম্ ॥ ২৯॥
বরং মে দেহি দেবেশ! যদি তুষ্টোঽসি শঙ্কর!।
তব তস্য দ্বিধা ভাবো নাস্তি নূনং কদাচন ॥ ৩০ ॥
ময়ৈতদ্গিরিজাকান্ত! জ্ঞাতং পত্যুঃ পুরো হর!।
যস্ত্বং সোঽসৌ পুনর্যোঽসৌ স ত্বং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৩১ ॥
একত্বঞ্চ ময়া জ্ঞাত্বা ময়া তে স্মরণং কৃতম্।
অন্যথা মম দোষস্ত্বামাশ্রয়ন্ত্যা ভবেচ্ছিব! ॥ ৩২ ॥

বামাং স্ত্রিয়মনাগসমনপরাধিনীম্ ॥ ২৯—৩০ ॥
যস্ত্বং সোঽসৌ বিষ্ণুঃ যোঽসৌ বিষ্ণুঃ স ত্বমিত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥
অন্যথা যুবয়োঃ শিববিষ্ণ্বোর্ভেদসত্ত্বে ॥ ৩২ ॥

আমাকে দয়া করিয়া এই অভিশাপ হইতে উদ্ধার করুন ॥ ২৫ ॥ শম্ভো! আমি যখন তাঁহাকে বিনয় বচনে মনোদুঃখ জানাইলাম, তখন তিনি অনুগ্রহ করিয়া করুণান্বিতচিত্তে শাপ মোচনের কারণ কহিয়া দিলেন যে, কমলে! যখন তোমার পুত্র জন্মিবে তখনই শাপ মোচন হইয়া পুনর্ব্বার তোমার বৈকুণ্ঠবাস হইবে সন্দেহ নাই ॥ ২৬—২৭ ॥ তিনি আমাকে এইরূপ বলিলে পর আমি তপশ্চরণের নিমিত্ত এই তপোবনে আগমন পূর্ব্বক ভগবান্ ভবানীপতি আপনাকে সর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্বার্থপ্রদ জানিয়া আপনার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি ॥ ২৮ ॥ দেবেন্দ্র! পতিসঙ্গ ব্যতিরেকে কিরূপে পুত্র লাভ করিব; আমি নিরপরাধিনী হইলেও তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠধামে বাস করিতেছেন। হে মহেশ্বর! আপনি সকল লোকের মঙ্গল বিধান করেন, যদি আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন তবে আমাকে বরপ্রদান করুন। প্রভো! আমি নিশ্চয় জানি যে, আপনাতে ও তাহাতে কিছুমাত্র বিভিন্ন ভাব নাই ॥ ৩০ ॥ গিরিজাকান্ত! আমি ইহা স্বীয় পতির নিকট হইতেই অবগত হইয়াছি। হে হর! আপনি যে, তিনিও সে; আবার তিনি যে, আপনিও সে; ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই ॥ ৩১ ॥ মঙ্গলময়! আমি আপনাদিগের উভয়ের অভেদ ভাব অবগত হইয়াই আপনার ধ্যান করিয়াছি; তাহা না হইলে আপনার আশ্রয় করিয়া আমার দোষ হইতে পারিত সন্দেহ নাই ॥ ৩২ ॥

শিব উবাচ।

কথং জ্ঞাতস্ত্বয়া দেবি! মম তস্য চ সুন্দরি!।
ঐক্যভাবো হরের্নূনং সত্যং মে বদ সিন্ধুজে! ॥ ৩৩ ॥
একত্বঞ্চ ন জানন্তি দেবাশ্চ মুনয়স্তথা।
জ্ঞানিনো বেদতত্ত্বজ্ঞাঃ কুতর্কোপহতাঃ কিল ॥ ৩৪ ॥
মদ্ভক্তা বাসুদেবস্য নিন্দকা বহবস্তথা।
বিষ্ণুভক্তাস্তু বহবো মম নিন্দাপরায়ণাঃ ॥ ৩৫ ॥
ভবন্তি কালভেদেন কলৌ দেবি! বিশেষতঃ।
কথং জ্ঞাতস্ত্বয়া ভদ্রে! দুর্জ্ঞেয়োঽদ্য কৃতাত্মভিঃ।
সর্ব্বথা ত্বৈক্যভাবস্তু হরের্মম চ দুর্লভঃ ॥ ৩৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি সা শম্ভুনা পৃষ্টা তুষ্টেন হরিবল্লভা।
বৃত্তান্তং তস্য বিজ্ঞাতং প্রবক্তুমুপচক্রমে ॥ ৩৭ ॥
শিবং প্রতি রমা তত্র প্রসন্নবদনা ভৃশম্ ॥ ৩৮ ॥

(মম মধুসূদনস্য চৈক্যভাবো দেবাদিভির্ন জ্ঞায়তে স্বল্পবুদ্ধির্নারী ত্বং কেন রূপেণ জানাসীত্যত আহ কথমিত্যাদি ॥ ৩৩—৩৪ ॥

ভেদজ্ঞৌ কিং কুরুত ইত্যাহ মদ্ভক্তা ইতি। বাসুদেবস্য মত্যপি ব্যাপনশীলস্য। মম মহেশস্য সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্নস্যেতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

বিশেষেণ ভেদজ্ঞানস্য কালমাহ কলাবিতি ॥ ৩৬—৩৮ ॥

শঙ্কর বলিলেন, দেবি সিন্ধুতনয়ে! আমার এবং সেই হরির ঐক্যভাব তুমি কি প্রকারে জানিতে পারিলে, তাহা আমার নিকট সত্য করিয়া বল ॥ ৩৩ ॥ দেবগণ, মুনিগণ এবং বেদতত্ত্বজ্ঞ মহর্ষিগণ কুতর্ক দ্বারা হতবুদ্ধি হইয়াই আমাদের উভয়ের অভেদ ভাব অবগত হইতে পারেন না ॥ ৩৪ ॥ তুমি প্রায়ই দেখিতে পাইবে যে, আমার ভক্তবৃন্দের মধ্যে বহুতর ব্যক্তিই বাসুদেবের এবং বিষ্ণুভক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই আমার নিন্দা করিয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥ বিশেষত কলিকালে কালমাহাত্ম্য বশে ইহা অতি বাহুল্য-রূপেই ঘটিয়া থাকে। সে যাহা হউক, কল্যাণি! উদারাত্মা ব্যক্তিগণেরও দুর্জ্ঞেয় সেই বিষয় তুমি কিরূপে জানিতে পারিলে, ফলতঃ হরির ও আমার একতা অবগত হওয়া একান্তই দুর্লভ জানিবে ॥ ৩৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! আশুতোষ সন্তুষ্ট হইয়া এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলে পর হরি-বল্লভা কমলা প্রসন্নবদনে জিজ্ঞাসিত বিষয়ের সার বৃত্তান্ত মহাদেব সন্নিধানে বলিতে আরম্ভ

লক্ষ্মীরুবাচ।

একদা দেবদেবেশ! বিষ্ণুর্ধ্যানপরো রহঃ।
দৃষ্টো ময়া তপঃ কুর্ব্বন্ পদ্মাসনগতো যদা॥ ৩৯॥
তদাহং বিস্মিতা দেবং তমপৃচ্ছং পতিং কিল।
প্রবুদ্ধং সুপ্রসন্নঞ্চ জ্ঞাত্বা বিনয়পূর্ব্বকম্॥ ৪০॥
দেবদেব জগন্নাথ! যদাহং নির্গতার্ণবাৎ।
মথ্যমানাৎ সুরৈর্দৈত্যৈঃ সর্ব্বৈর্ব্রহ্মাদিভিঃ প্রভো!॥ ৪১॥
বীক্ষিতাশ্চ ময়া সর্ব্বে পতিকামনয়া তদা।
বৃতস্ত্বং সর্ব্বদেবেভ্যঃ শ্রেষ্ঠোঽসীতিবিনিশ্চয়াৎ॥ ৪২॥
ত্বং কং ধ্যায়সি সর্ব্বেশ! সংশয়োঽয়ং মহান্মম।
প্রিয়োঽসি কৈটভারে! মে কথয়স্ব মনোগতম্॥ ৪৩॥

বিষ্ণুরুবাচ।

শৃণু কান্তে! প্রবক্ষ্যামি যং ধ্যায়ামি সুরোত্তমম্।
আশুতোষং মহেশানং গিরিজাবল্লভং হৃদি॥ ৪৪॥

একদেতি। পদ্মাসনগতঃ যোগসাধনানামাসানাং মধ্যে বদ্ধপদ্মাসনস্য কায়সংস্থানবিশেষস্যোৎকর্ষাৎ তদাসনমবলম্ব্য স্থিত ইত্যর্থঃ॥ ৩৯॥
তদাহমিতি। সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্নস্যাপ্যন্যদেবারাধনাৎ বিস্মিতত্বম্॥ ৪০—৪৫॥

করিলেন॥ ৩৭—৩৮॥ লক্ষ্মী বলিলেন, দেবদেব! একদিন ভগবান্ বিষ্ণু, নির্জ্জনে পদ্মাসন গ্রহণ করিয়া তপস্যা করিতে করিতে ধ্যানপরায়ণ রহিয়াছেন দেখিতে পাইয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। অনন্তর যখন ধ্যান পরিত্যাগ করিয়া সুপ্রসন্ন চিত্তে অবস্থিত রহিয়াছেন জানিতে পারিলাম তখন আমি তাঁহাকে বিনয়পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলাম॥ ৩৯—৪০॥ হে দেবদেব! আপনিই ত জগতের অধিনাথ এবং অখিলব্রহ্মাণ্ডের প্রভু, এক্ষণে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি যে, ব্রহ্মাদি দেবগণ ও অসুরগণ মিলিত হইয়া মহার্ণব মন্থন করিলে যখন আমি তাহা হইতে নির্গত হইলাম, তখন আমি পতি কামনায় সকলকেই নিরীক্ষণ করিয়াছিলাম, কিন্তু নাথ! আপনি সমস্ত দেবতা হইতেই শ্রেষ্ঠতম ইহা স্থিরনিশ্চয় করিয়াই আপনাকে বরণ করিয়াছিলাম; হে সর্ব্বেশ! এক্ষণে আপনি আবার কাহার ধ্যান করিতেছেন? ইহাতে আমার মহান্ সংশয় উপস্থিত হইল; ভগবন্! আপনি আমার একান্ত প্রিয়, এক্ষণে আমার নিকট আপনার মনোগত ভাব প্রকাশ করিয়া বলুন॥ ৪১—৪৩॥

বিষ্ণু বলিলেন, কান্তে! আমি যাহাকে ধ্যান করিতেছি তাহা তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। আমি সেই আশুতোষ মহেশ্বর সুরসত্তম গিরিজাবল্লভকে হৃদয়াম্বুজে ধ্যান

কদাচিদ্দেবদেবো মাং ধ্যায়ত্যমিতবিক্রমঃ।
ধ্যায়াম্যহঞ্চ দেবেশং শঙ্করং ত্রিপুরান্তকম্ ॥ ৪৫ ॥
শিবস্যাহং প্রিয়ঃ প্রাণঃ শঙ্করস্তু তথা মম।
উভয়োরন্তরং নাস্তি মিথঃ সংসক্তচেতসোঃ ॥ ৪৬ ॥
নরকং যান্তি তে নূনং যে দ্বিষন্তি মহেশ্বরম্।
ভক্তা মম বিশালাক্ষি! সত্যমেতদ্‌ব্রবীম্যহম্ ॥ ৪৭ ॥
ইত্যুক্তং দেবদেবেন বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
একান্তে কিল পৃষ্টেন ময়া শৈলসুতাপ্রিয়! ॥ ৪৮ ॥
তস্মাত্ত্বাং বল্লভং বিষ্ণোর্জ্ঞাত্বা ধ্যাতবতী হ্যহম্।
তথা কুরু মহেশান! যথা মে প্রিয়সঙ্গমঃ ॥ ৪৯ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি শ্রিয়ো বচঃ শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ মহেশ্বরঃ।
তামাশ্বাস্য প্রিয়ৈর্বাক্যৈর্যথার্থং বাক্যকোবিদঃ ॥ ৫০ ॥
স্বস্থা ভব পৃথুশ্রোণি! তুষ্টোঽহং তপসা তব।
সমাগমস্তে পতিনা ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৫১ ॥

শিবস্যেতি। মিথঃ পরস্পরং গূঢ়ভাবেন বা সংসক্তং চেত আত্মা যয়োঃ ॥ ৪৬—৫০ ॥ আশ্বাসবচনমাহ। স্বস্থা ভবেতি ॥ ৫১—৫৬ ॥)

করিতেছি ॥ ৪৪ ॥ সেই অমিতপ্রভাব দেবদেব মহাদেব কখনও আমাকে ধ্যান করেন এবং কখন বা আমিও সেই সুরেশ্বর ত্রিপুরান্তক শঙ্করের ধ্যান করিয়া থাকি ॥ ৪৫ ॥ আমি শিবের প্রাণতুল্য প্রিয় এবং শঙ্কর আমারও সেইরূপ প্রিয়, আমাদের উভয়ের চিত্ত গূঢ়ভাবে পরস্পর সংসক্ত, অতএব আমাদের কিছুমাত্রই প্রভেদ নাই ॥ ৪৬ ॥ হে বিশালাক্ষি! যে সকল ব্যক্তি আমার ভক্ত হইয়া শিবের প্রতি বিদ্বেষ করে, তাহারা নিশ্চয়ই নরকগামী হয়, ইহা আমি তোমাকে সত্য করিয়া কহিলাম ॥ ৪৭ ॥ মহেশ্বর! আমি একান্তে জিজ্ঞাসা করিলে সেই দেবদেব পরম প্রভু বিষ্ণু আমাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন এই জন্যই আপনাকে তাঁহার বল্লভ জানিয়া আমি আপনার ধ্যান করিয়াছি। হে মহেশ! যাহাতে আমার প্রিয়সমাগম হয় আপনি তাহার উপায় বিধান করুন ॥ ৪৮—৪৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! বাক্যবিশারদ মহাদেব লক্ষ্মীর সেই বচন শ্রবণ করিয়া প্রিয়বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, নিতম্বিনি! তুমি সুস্থ হও, আমি তোমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়াছি, পতির সহিত তোমার শীঘ্রই সম্মিলন হইবে ইহাতে সংশয়

অত্রৈব হয়রূপেণ ভগবান্ জগদীশ্বরঃ।
আগমিষ্যতি তে কামং পূর্ণং কর্ত্তুং ময়েরিতঃ ॥ ৫২ ॥
তথাহং প্রেরয়িষ্যামি তং দেবং মধুসূদনম্।
যথাসৌ হয়রূপেণ ত্বামেষ্যতি মদাতুরঃ ॥ ৫৩ ॥
পুত্রস্তে ভবিতা সুভ্রু! নারায়ণসমঃ ক্ষিতৌ।
ভবিষ্যতি স ভূপালঃ সর্ব্বলোকনমস্কৃতঃ ॥ ৫৪ ॥
সুতং প্রাপ্য মহাভাগে! ত্বং তেন পতিনা সহ।
গন্তাসি দিবি বৈকুণ্ঠং প্রিয়া তস্য ভবিষ্যসি ॥ ৫৫ ॥
একবীরেতি নাম্নাসৌ খ্যাতিং যাস্যতি তে সুতঃ।
তস্মাত্তু হৈহয়ো বংশো ভুবি বিস্তারমেষ্যতি ॥ ৫৬ ॥
পরন্তু বিস্মৃতাসি ত্বং হৃদিস্থাং পরমেশ্বরীম্।
মদান্ধা মত্তচিত্তা চ তেন তে ফলমীদৃশম্ ॥ ৫৭ ॥
অতস্তদ্দোষশান্ত্যর্থং হৃদিস্থাং পরদেবতাম্।
শরণং যাহি সর্ব্বাত্মভাবেন জলধেঃ সুতে!।
অন্যথা তব চিত্তস্তু কথং গচ্ছেদ্ধয়োত্তমে ॥ ৫৮ ॥

পরন্ত্বেতৎকার্য্যসিদ্ধ্যর্থমহমেকং রহস্যং বদামি তচ্ছৃণ্বিত্যাহ পরন্তু বিস্মৃতাসি ত্বমিতি ॥ ৫৭ ॥ অন্যথেতি। যদি সচ্চিদানন্দরূপিণ্যাং ভগবত্যাং তব চিত্তমাসক্তং স্যাত্তর্হি হয়োত্তমে হর্য্যশ্বাখ্যে কথং চিত্তং গতং স্যাত্তস্মাদ্ভগবত্যাং তব চিত্তস্যাসক্তির্নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৫৮—৬০ ॥

নাই ॥ ৫০—৫১ ॥ আমি ভগবান্ জগৎপতিকে প্রেরণ করিলে পর তিনি তোমার কামনা পূরণ করিবার নিমিত্ত অশ্বরূপ ধারণপূর্ব্বক এই স্থানে আগমন করিবেন ॥ ৫২ ॥ আমি সেই দেবদেব মধুসূদনকে এরূপে প্রেরণ করিব যে, তিনি অশ্বরূপ ধারণপূর্ব্বক মদাতুর হইয়া আপনার নিকট আগমন করিবেন ॥ ৫৩ ॥ হে সুভ্রু! তাহাতে তোমার নারায়ণের সমান একটী পুত্র হইবে এবং সে ক্ষিতিতলে রাজা হইয়া সর্ব্বলোকের পূজনীয় হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৫৪ ॥ মহাভাগে! তুমি পুত্র প্রাপ্ত হইলে পর নারায়ণের সহিত বৈকুণ্ঠ-লোকে গমন এবং তাঁহার প্রিয়া হইয়া সেই স্থানেই অবস্থিতি করিবে ॥ ৫৫ ॥ তোমার সেই পুত্র একবীর নামে বিখ্যাত এবং তাহা হইতেই পৃথিবীতলে হৈহয় বংশ বিস্তা-রিত হইবে ॥ ৫৬ ॥ কমলে! তুমি ঐশ্বর্য্যমদে অন্ধ ও মত্তচিত্ত হইয়া হৃদিস্থিত পরমে-শ্বরীকে বিস্মৃত হইয়াছ, সেই হেতুই তুমি এইরূপ ফলপ্রাপ্ত হইয়াছ ॥ ৫৭ ॥ অতএব সেই দোষ প্রশমনের নিমিত্ত হৃদয়স্থিতা পরদেবতার সর্ব্বতোভাবে শরণ গ্রহণ কর। দেবি! যদি তোমার চিত্ত আনন্দরূপিণী ভগবতীর প্রতি সমাসক্ত থাকিত তাহা হইলে কদাচই তোমার

ব্যাস উবাচ ।

ইতি দত্ত্বা বরং দেব্যৈ ভগবান্ শৈলজাপতিঃ ।
অন্তর্দ্ধানং গতঃ সাক্ষাদুময়া সহিতঃ শিবঃ ॥ ৫৯ ॥
সাপি তত্রৈব চার্ব্বঙ্গী সংস্থিতা কমলাসনা ॥ ৬০ ॥
ধ্যায়ন্তী চরণাম্ভোজং দেব্যাঃ পরমশোভনম্ ।
দেবাসুরশিরোরত্ননিঘৃষ্টনখমণ্ডলম্ ॥ ৬১ ॥
প্রেমগদ্গদয়া বাচা তুষ্টাব চ মুহুর্মুহুঃ ।
প্রতীক্ষমাণা ভর্ত্তারং হয়রূপধরং হরিম্ ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে হৈহয়বংশোৎপত্তিকথনং নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

নিঘৃষ্টনখমণ্ডলং চরণাম্ভোজমিত্যর্থঃ ॥ ৬১—৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

চিত্ত উচ্চৈঃশ্রবার প্রতি প্রধাবিত হইত না ॥ ৫৮ ॥ ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! পার্ব্বতীপতি ভগবান্ মহাদেব কমলাদেবীকে এইরূপ বরদান করিয়া উমার সহিত লক্ষ্মীর সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৫৯ ॥ চারুসর্ব্বাঙ্গী কমলাদেবীও সেই স্থানেই থাকিয়া যাঁহার নখমণ্ডল সুরাসুরগণের শিরোরত্ন দ্বারা সর্ব্বদাই সংঘর্ষিত হইয়া থাকে অম্বিকার সেই চরণপদ্ম স্মরণ করিতে লাগিলেন এবং হয়রূপধারী নিজ বল্লভ হরির প্রতীক্ষায় প্রেম-গদ্গদ বাক্যে মুহুর্মুহু মহাদেবীর স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৬০—৬২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে হৈহয়বংশোপত্তিকথন নামক অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

তস্যৈ দত্ত্বা বরং শম্ভুঃ কৈলাসং ত্বরিতো যযৌ।
রম্যং দেবগণৈর্জুষ্টমপ্সরোভিশ্চ মণ্ডিতম্॥ ১॥
তত্র গত্বা চিত্ররূপং গণং কার্য্যবিশারদম্।
প্রেষয়ামাস বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে॥ ২॥

শিব উবাচ।

চিত্ররূপ! হরিং গত্বা ব্রূহি ত্বং বচনান্মম।
যথাসৌ দুঃখিতাং পত্নীং বিশোকাঞ্চ করিষ্যতি॥ ৩॥
ইত্যুক্তশ্চিত্ররূপোঽথ নির্জগাম ত্বরান্বিতঃ!
বৈকুণ্ঠং পরমং স্থানং বৈষ্ণবৈশ্চ গণৈর্বৃতম্॥ ৪॥
নানা দ্রুমগণাকীর্ণং বাপীশতবিরাজিতম্।
সংঘুষ্টং হংসকারণ্ডময়ূরশুককোকিলৈঃ॥ ৫॥

পঞ্চাধিকৈশ্চ পঞ্চাশৎপদ্যৈরথ হরেরজাৎ।
অশ্বিণ্যামভবৎ পুত্র ইতি সম্যগিহোচ্যতে॥

শম্ভুবরদানোত্তরং জাতং বৃত্তং ব্যাস আহ তস্যৈ দত্ত্বেতি॥ ১—৬॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! দেবদেব শঙ্কর, কমলারে বরদান করিয়া অপ্সরোগণে বিভূষিত এবং সুরসমূহ কর্ত্তৃক পরিষেবিত মনোহর কৈলাসাচলে সত্বর গমন পূর্ব্বক চিত্ররূপ নামক কার্য্যবিশারদ এক গণবরকে লক্ষ্মীর কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত বৈকুণ্ঠধামে পাঠাইয়া দিলেন। যাইবার সময় তাহাকে বলিয়া দিলেন চিত্ররূপ! তুমি হরির নিকট যাইয়া যাহাতে তিনি দুঃখবিধুরা নিজকান্তা সমুদ্রদুহিতার বিরহশোকশল্য সমুদ্ধার করেন, আমার বাক্যানুসারে তুমি তাঁহাকে সেইরূপ করিয়া বলিবে॥১—৩॥ মহাদেবের এইরূপ আদেশ পাইয়া চিত্ররূপ অবিলম্বে কৈলাস হইতে নির্গত হইয়া বৈষ্ণবগণ-সমূহে পরিবৃত পরমধাম বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিল। সেই স্থানটী বিবিধ দিব্য পাদপগণে সমাকীর্ণ; শতশত মনোহারিণী দীর্ঘিকা-শ্রেণী দ্বারা সুশোভিত; হংস, কারণ্ডব, ময়ূর, শুক ও কোকিল প্রভৃতি নানাবিধ বিহঙ্গম-গণের শ্রবণ-সুখকর কণ্ঠরবে নিনাদিত এবং পতাকাবলি দ্বারা অলঙ্কৃত প্রাসাদসমূহে বিমণ্ডিত; নৃত্য গীতাদি বহুবিধ মনোহর কলাকলাপে পরিপূর্ণ; উহাতে নয়নরঞ্জন বকুল, অশোক, তিলক, চম্পক প্রভৃতি তরুরাজিবিরাজিত এবং মনোহর মন্দারতরু,

উচ্চপ্রাসাদসংযুক্তং পতাকাভিরলঙ্কৃতম্।
নৃত্যগীতকলাপূর্ণং মন্দারদ্রুমসংযুতম্ ॥ ৬ ॥
বকুলাশোকতিলকচম্পকালিবিমণ্ডিতম্।
কূজিতৈর্বিহগানাস্তু কর্ণাহ্লাদকরৈর্যুতম্ ॥ ৭ ॥
সংবীক্ষ্য ভবনং বিষ্ণোর্দ্বাঃস্থৌ প্রাহ প্রণম্য চ।
জয়বিজয়নামানৌ বেত্রপাণী স্থিতাবুভৌ ॥ ৮ ॥

চিত্ররূপ উবাচ।

ভো নিবেদয়তাং শীঘ্রং হরয়ে পরমাত্মনে।
দূতং প্রাপ্তং হরস্যাত্র প্রেরিতং শূলপাণিনা ॥ ৯ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য জয়ঃ পরমবুদ্ধিমান্।
গত্বা হরিং প্রণম্যাহ কৃতাঞ্জলিপুটঃ পুরঃ ॥ ১০ ॥
দেবদেব রমাকান্ত! করুণাকর কেশব!।
দ্বারি তিষ্ঠতি দূতোঽত্র শঙ্করস্য সমাগতঃ ॥ ১১ ॥
আজ্ঞাপয় প্রবেষ্টব্যো ন বেতি গরুড়ধ্বজ!।
চিত্ররূপধরোঽপ্যস্তি ন জানে কার্য্যগৌরবম্ ॥ ১২ ॥
ইত্যাকর্ণ্য হরিঃ প্রাহ জয়ং প্রজ্ঞাতকারণঃ।
প্রবেশয়াত্র রুদ্রস্য ভৃত্যং সময়সংস্থিতম্ ॥ ১৩ ॥

চম্পকালিশ্চম্পকপঙ্ক্তিঃ ॥ ৭—১২ ॥
প্রজ্ঞাতকারণঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ ॥ ১৩—১৪ ॥

দিগন্তব্যাপী স্বকীয় পুষ্পগন্ধ বিস্তার পূর্ব্বক পরম শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছে ॥ ৪—৭ ॥ চিত্ররূপ বিষ্ণুর নয়ন-মনোহর সুশোভন ভবন দর্শন করিয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান জয় বিজয় নামক বেত্রপাণি পুরুষদ্বয়কে প্রণাম করিয়া কহিল; অহে! তোমরা সত্বর যাইয়া পরমাত্মা হরিকে নিবেদন কর যে, ভগবান্ শূলপাণির প্রেরিত একজন দূত এখানে আসিয়া এক্ষণে দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতেছে ॥ ৮—৯ ॥ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম বুদ্ধিমান্ জয়, হরির সম্মুখে আসিয়া প্রণতি পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, হে করুণাকর কেশব! হে দেবদেব রমাকান্ত! ভবানীপতির চিত্ররূপ নামক দূতপ্রবর এখানে উপস্থিত হইয়া দ্বারদেশে অবস্থিত রহিয়াছে; কার্য্যগৌরব অবগত নহি, তাহাকে আপনার নিকট আনয়ন করিব কি না, আজ্ঞা করুন ॥১০—১২॥ জয়ের কথা শ্রবণমাত্র অন্তর্যামী হরি, অন্তরে কারণ জানিয়া কহিলেন, জয়! তুমি সেই সমাগত রুদ্রদূতকে ভবনমধ্যে আনয়ন কর ॥ ১৩ ॥

ইত্যাকর্ণ্য জয়স্তূর্ণং গত্বা তং পরমাদ্ভুতম্।
এহীত্যাকারয়ামাস জয়ঃ শঙ্করসেবকম্॥ ১৪॥
প্রবেশিতো জয়েনাথ চিত্ররূপস্তথাকৃতিঃ।
প্রণম্য দণ্ডবদ্বিষ্ণুং কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্থিতঃ॥ ১৫॥
দৃষ্ট্বা তং বিস্ময়ং প্রাপ ভগবান্ গরুড়ধ্বজঃ।
চিত্ররূপধরং শম্ভোঃ সেবকং বিনয়ান্বিতম্॥ ১৬॥
পপ্রচ্ছ তং স্মিতং কৃত্বা চিত্ররূপং রমাপতিঃ।
কুশলং দেবদেবস্য সকুটুম্বস্য চানঘ!॥ ১৭॥
কস্মাত্ত্বং প্রেষিতোঽস্যত্র ব্রূহি কার্য্যং হরস্য কিম্।
অথবা দেবতানাঞ্চ কিঞ্চিৎ কার্য্যং সমুত্থিতম্॥ ১৮॥

দূত উবাচ।

কিমজ্ঞাতং তবাস্তীহ সংসারে গরুড়ধ্বজ!।
বর্ত্তমানং ত্রিকালজ্ঞ! যদহং প্রব্রবীমি বৈ॥ ১৯॥
প্রেষিতোঽস্মি ভবেনাত্র বিজ্ঞপ্তুং ত্বাং জনার্দ্দন!।
হরস্য বচনাদ্বাক্যং প্রব্রবীমি ত্বয়ি প্রভো!॥ ২০॥

(প্রবেশিত ইতি। তথাকৃতিশ্চিত্ররূপাকৃতিরিত্যর্থঃ। কৃতাঞ্জলিপুটঃ কৃতোঽঞ্জলিপুটো যেনেতিবিগ্রহঃ॥ ১৫॥

দৃষ্ট্বেতি। শিবমহিমা সেবকেঽপি প্রতিফলিতঃ অতশ্চিত্ররূপস্য চিত্ররূপধরত্বম্। অতস্তং দৃষ্ট্বা ভগবতোঽপি বিস্ময় ইতি ভাবঃ॥ ১৬—২৪॥)

তাহা শুনিয়া জয় সেই রমণীয়মূর্ত্তি শিবসেবককে আহ্বান পূর্ব্বক জনার্দ্দনসন্নিধানে প্রবেশ করাইল। বিচিত্রাকৃতি চিত্ররূপ নারায়ণকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত রহিল। ভগবান্ বিহগেন্দ্রবাহন নারায়ণ সেই চিত্ররূপধারী বিনয়ান্বিত শিবসেবককে দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন॥ ১৪-১৬॥ অনন্তর কমলাপতি ঈষৎ হাস্য করিয়া চিত্ররূপকে জিজ্ঞাসলেন বিমলমতে! পরিজনের সহিত দেবদেব মহাদেবের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল ত? তোমাকে কি নিমিত্ত এখানে পাঠাইয়াছেন? মহেশ্বরের কার্য্য কি বল; অথবা যদি দেবগণের কোনও কার্য্য উপস্থিত হইয়া থাকে তাহাও আমাকে বল॥ ১৭-১৮॥

দূত কহিল, অন্তর্যামিন্! যখন, ইহ সংসারে আপনার কোন বিষয়ই অবিদিত নাই, তখন উপস্থিত বিষয় আমি যাহা বলিব তাহা কি আপনার অপরিজ্ঞাত আছে? হে ত্রিকালজ্ঞ! তথাপি ভগবান্ ভবানীপতি আপনাকে যে বিষয় বিদিত করিবার নিমিত্ত আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার বচনানুসারে আমি তাহা আপনার নিকট নিবেদন করি-

তেনোক্তমেতদ্দেবেশ ! ভার্য্যা তে কমলালয়া।
তপস্তপতি কালিন্দীতমসাসঙ্গমে বিভো ! ॥ ২১ ॥
হয়ীরূপধরা দেবী সর্ব্বার্থসিদ্ধিদায়িনী।
ধ্যাতুং যোগ্যামরগণৈর্মানবৈর্যক্ষকিন্নরৈঃ ॥ ২২ ॥
বিনা তয়া নরঃ কোঽপি সুখভাগী ভবেদ্ভুবি।
তাং ত্যক্ত্বা পুণ্ডরীকাক্ষ ! প্রাপ্নোষি কিং সুখং হরে ! ॥ ২৩ ॥
দুর্ব্বলোঽপি স্ত্রিয়ং পাতি নির্ধনোঽপি জগৎপতে ! ।
বিনাপরাধঞ্চ বিভো ! কিং ত্যক্তা জগদীশ্বরী ॥ ২৪ ॥
দুঃখং প্রাপ্নোতি সংসারে যস্য ভার্য্যা জগদ্গুরো ! ।
ধিক্ তস্য জীবিতং লোকে নিন্দিতং ত্বরিমণ্ডলে ॥ ২৫ ॥
সকামা রিপবস্তেঽদ্য দৃষ্ট্বা তাং দুঃস্থিতাং ভৃশম্।
ত্বাং বিযুক্তঞ্চ রময়া হসিষ্যন্তি দিবানিশম্ ॥ ২৬ ॥
রমাং রময় দেবেশ! ত্বত্তুৎসঙ্গগতাং কুরু।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নাং সুশীলাঞ্চ সুরূপিণীম্ ॥ ২৭ ॥

অরিমণ্ডলে শক্রমণ্ডলে নিন্দিতমিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥
দুঃস্থিতাং দুঃখিতামিত্যর্থঃ। রময়া বিযুক্তং ত্বামিত্যন্বয়ঃ ॥ ২৬—২৭ ॥

তেছি ॥১৯-২০॥ তিনি কহিয়াছেন, হে বিভো ! দেবী কমলালয়া আপনার প্রেয়সী ভার্য্যা ; সেই সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী সিন্ধুনন্দিনী যক্ষ, কিন্নর, নর ও অমরগণের ধ্যানযোগ্যা হইয়াও বড়বারূপ ধারণপূর্ব্বক কলিন্দকন্যা যমুনা ও তমসার সঙ্গমস্থলে কঠোরতর তপস্যা করিতেছেন ॥ ২১—২২ ॥ সেই সর্ব্বার্থদায়িনী লোকজননী ব্যতিরেকে এই ত্রিলোক মধ্যে কোন্ পুরুষ সুখভাগী হইতে পারে ? হে পুণ্ডরীকাক্ষ ! তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আপনি কি সুখ প্রাপ্ত হইতেছেন ? ॥ ২৩ ॥ বিভো ! নির্ধন বা দুর্ব্বল ব্যক্তিও আপনার ভার্য্যার প্রতিপালন করিয়া থাকে, আপনি জগতীপতি হইয়াও বিনা অপরাধে সেই জগদারাধ্যা ভার্য্যারে পরিত্যাগ করিতেছেন কেন ? ॥২৪॥ জগদ্গুরো ! আপনাকে আমি কি উপদেশ প্রদান করিব ? এই সংসারে যাহার ভার্য্যা দুঃখপ্রাপ্ত হয়, সে ব্যক্তি অরাতিমণ্ডলে অতিশয় নিন্দিত হয়, বিভো ! তাহার তাদৃশ জীবনেই ধিক্ !! হে লোকনাথ ! তাঁহাকে অত্যন্ত দুঃখিত দেখিয়া এখন আপনার রিপুগণের কামনা পরিপূর্ণ হইয়াছে। "দেবি ! কেশব তোমারে পরিত্যাগ করিয়াছেন ; অতএব এক্ষণে আমাদের সহিত তুমি সুখে কালহরণ কর" এই বলিয়া শক্রগণ দিবারাত্র আপনাকে উপহাস করিতেছে ॥ ২৫-২৬ ॥ অতএব হে সুরেশ্বর ! আপনি রমাদেবীর মনোরঞ্জন করুন, সেই সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না নিরুপমা রূপবতী

সুখিতো ভব তাং প্রাপ্য বল্লভাঞ্চারুহাসিনীম্।
কান্তাবিরহজং দুঃখং স্মরাম্যহমনাতুরঃ ॥ ২৮ ॥
মম ভার্য্যা মৃতা বিষ্ণো! দক্ষযজ্ঞে সতী যদা।
তদাহং দুঃসহং দুঃখং ভুক্তবানম্বুজেক্ষণ! ॥ ২৯ ॥
সংসারেঽস্মিন্নরঃ কোঽপি মা ভূন্মৎসদৃশোঽপরঃ।
মনসাকরবং শোকং তস্যা বিরহপীড়িতঃ ॥ ৩০ ॥
কালেন মহতা প্রাপ্তা ময়া গিরিসুতা পুনঃ।
তপস্তপ্ত্বাতিদুঃসাধ্যং যা দগ্ধা তু রুষাধ্বরে ॥ ৩১ ॥
হরে! কিং সুখমাপন্নং ত্বয়া সংত্যজ্য কামিনীম্।
একাকী তিষ্ঠতা কালং সহস্রবৎসরাত্মকম্ ॥ ৩২ ॥
গত্বাশ্বাস্য মহাভাগাং সমানয় নিজালয়ম্।
মা ভূৎ কোঽপীহ সংসারে বিমুক্তো রময়া তয়া ॥ ৩৩ ॥
কৃত্বা তুরগরূপং ত্বং ভজতাৎ কমলালয়াম্।
উৎপাদ্য পুত্রমায়ুষ্মংস্তামানয় শুচিস্মিতাম্ ॥ ৩৪ ॥

স্মরাম্যহমিতি শিবোক্তিঃ ॥ ২৮—৩১ ॥

সুশীলা কমলাকে পুনরায় আপনার ক্রোড়গতা করুন॥২৭॥ দেব! আপনি সেই চারুহাসিনী বল্লভারে গ্রহণ করিয়া সুখী হউন। ভগবান্ শঙ্কর আরও বলিলেন যে, আমি এক্ষণে যদিও বিরহাতুর নহি, তথাপি জগদম্বিকার সেই বিরহ দুঃখ স্মরণ করিয়া অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করিয়া থাকি ॥ ২৮ ॥ হে কমললোচন! আমার প্রিয়তমা ভার্য্যা সতীদেবী যখন দক্ষালয়ে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন, তখন আমি দুঃসহ দুঃখ অনুভব করিয়াছি, কেশব! এই সংসারে অন্য কোনও ব্যক্তির যেন তেমন দুঃখ না হয়!! তাঁহার বিরহে আমার যে শোক ও মনঃ-পীড়া হইয়াছিল তাহা আমি এখন কেবল মনে মনেই স্মরণ করিয়া থাকি; কাহারও নিকটে প্রকাশ করি না ॥ ২৯-৩০ ॥ যিনি দক্ষযজ্ঞে মদীয় নিন্দাজনিত প্রদীপ্ত রোষানলে দগ্ধ হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন; আমি অতিশয় দুশ্চরতর তপস্যা করিয়া বহুকালের পর সেই দেবীকে পুনরায় গিরিজারূপে প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৩১ ॥ মুরারে! প্রণয়িনী ভার্য্যারে পরিত্যাগ করিয়া সহস্র সংবৎসর একাকী থাকিয়া আপনি কি সুখ প্রাপ্ত হইতেছেন? ॥৩২॥ আপনি সেই সৌভাগ্যবতী সুদতী যুবতীরে আশ্বাসিত করিয়া নিজ নিকেতনে আনয়ন করুন; ভগবন্! সেই ভবভাবন ভবানীপতি শেষে আপনাকে এই কথা বলিয়া দিয়াছেন যে, কংসারে! সংসারে যেন কোনও ব্যক্তি সেই পরমা দেবী রমা ব্যতিরেকে মুহূর্ত্তমাত্রও অবস্থিত না হয়; আয়ুষ্মন্! আপনি তুরঙ্গরূপ ধারণপূর্ব্বক সেই কমলারে ভজনা করুন।

ব্যাস উবাচ।

হরিরাকর্ণ্য তদ্বাক্যং চিত্ররূপস্য ভারত!।
তথেত্যুক্ত্বা তু তং দূতং প্রেষয়ামাস শঙ্করম্ ॥ ৩৫ ॥
গতে দূতেঽথ ভগবান্ বৈকুণ্ঠাৎ কামসংযুতঃ।
জগাম ধৃত্বা তত্রাশু বাজিরূপং মনোহরম্ ॥ ৩৬ ॥
যত্র সা বড়বারূপং কৃত্বা তপতি সিন্ধুজা।
বিষ্ণুস্তং দেশমাসাদ্য তামপশ্যদ্ধয়ীং স্থিতাম্ ॥ ৩৭ ॥
সাপি তং বীক্ষ্য গোবিন্দং হয়রূপধরং পতিম্।
জ্ঞাত্বা বীক্ষ্য স্থিতা সাধ্বী বিস্মিতা সাশ্রুলোচনা ॥ ৩৮ ॥
তয়োস্তু সঙ্গমস্তত্র প্রবৃত্তো মন্মথার্ত্তয়োঃ।
কালিন্দীতমসাসঙ্গে পাবনে লোকবিশ্রুতে ॥ ৩৯ ॥
সগর্ভা সা তদা জাতা বড়বা হরিবল্লভা।
সুষুবে সুন্দরং বালং তত্রৈব চ গুণোত্তরম্ ॥ ৪০ ॥

(সাপিতমিতি। শাপান্তবৈবৈতদেব দুঃখমিতি সংস্মৃত্য সাশ্রুনেত্রিভাবঃ। স্বয়ং দুঃখ-মোচনায়াগমনাৎ বিস্ময়কারণমিতি বোদ্ধব্যম্ ॥ ৩৮ ॥
তয়োরিতি। তয়োর্ভগবতো লক্ষ্যাশ্চ সঙ্গমেনৈব তত্তীর্থস্য পাবনত্বং লোকবিশ্রুতত্বঞ্চেতি বোদ্ধব্যম্ ॥ ৩৯—৪০ ॥)

তদনন্তর সেই শুচিস্মিতা জায়ার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করিয়া তাঁহাকে নিজালয়ে আনয়ন করুন্ ॥ ৩৩-৩৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, হে ভরতকুলভূষণ! ভগবান্ হরি সেই চিত্ররূপের বচন আকর্ণন করিয়া "ভগবান্ ভূতপতি যাহা বলিয়াছেন আমি তাহাই করিব" এই বলিয়া সেই দূতকে শঙ্কর সন্নিধানে প্রতিপ্রেরণ করিলেন ॥ ৩৬ ॥ দূত গমন করিলে পর ভগবান্ মনোহর তুরঙ্গরূপ ধারণ পূর্ব্বক সকামান্তঃকরণে তৎক্ষণাৎ বৈকুণ্ঠ হইতে যেখানে কমলাদেবী বড়বারূপিণী হইয়া তপশ্চরণ করিতেছিলেন সেই স্থানে যাত্রা করিলেন। তথায় আসিয়াই দেখিলেন যে, বিমলাদেবী অশ্বিনীর রূপ ধারণ করিয়া অবস্থিত রহিয়াছেন ॥ ৩৭ ॥ সেই সাধ্বীও অশ্বরূপ-ধারী নিজ কান্ত গোবিন্দকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র চিনিতে পারিয়া আর অন্যত্র পলায়ন করিলেন না; বস্তুতঃ তাঁহাকে দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত মনে সেই স্থলেই অবস্থিত রহিলেন; কিন্তু মনোদুঃখে তাঁহার বিশাল নেত্রযুগল হইতে অবিরল অশ্রুধারা ক্ষরিত হইতে লাগিল ॥৩৮॥ অনন্তর, সেই কালিন্দী ও তমসার লোকবিখ্যাত সঙ্গম স্থলে তাঁহাদের উভয়ের পরস্পর সঙ্গম সংঘটিত হইল ॥ ৩৯ ॥ তখন বড়বারূপিণী হরিবল্লভা গর্ভবতী হইয়া যথাকালে সেই স্থানেই রূপসম্পন্ন গুণবান্ এক পুত্র প্রসব করিলেন ॥ ৪০ ॥ তখন ভগবান্

তামাহ ভগবান্ বাক্যং প্রহস্য সময়াশ্রিতম্।
ত্যজাদ্য বাড়বং দেহং পূর্ব্বদেহা ভবাধুনা ॥ ৪১ ॥
গমিষ্যাবঃ স্ববৈকুণ্ঠমাবাং কৃত্বা নিজং বপুঃ।
তিষ্ঠত্বত্র কুমারোঽয়ং ত্বয়া জাতঃ সুলোচনে! ॥ ৪২ ॥

লক্ষ্মীরুবাচ।

স্বদেহসম্ভবং পুত্রং কথং হিত্বা ব্রজাম্যহম্।
স্নেহঃ সুদুস্ত্যজঃ কামং স্বাত্মজস্য সুরর্ষভ! ॥ ৪৩ ॥
কা গতিঃ স্যাদমেয়াত্মন্! বালস্যাস্য নদীতটে।
অনাথস্যাসমর্থস্য বিজনেঽল্পতনোরিহ ॥ ৪৪ ॥
অনাশ্রয়ং সুতং ত্যক্ত্বা কথং গন্তুং মনো মম।
সমর্থং সদয়ং স্বামিন্! ভবেদম্বুজলোচন! ॥ ৪৫ ॥
দিব্যদেহৌ ততো জাতৌ লক্ষ্মীনারায়ণাবুভৌ।
বিমানবরসংবিষ্টৌ স্তূয়মানৌ সুরৈর্দিবি ॥ ৪৬ ॥
গন্তুকামং পতিং প্রাহ কমলা কমলাপতিম্।
গৃহাণেমং সুতং নাথ! নাহং শক্তাস্মি হাপিতুম্ ॥ ৪৭ ॥

বড়বায়া ইদং বাড়বম্ ॥ ৪১—৪৪ ॥
সদয়ং মম মনঃ সুতং ত্যক্ত্বা গন্তুং কথং সমর্থং ভবেদিত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৫—৪৭ ॥

হাস্য করিয়া তাঁহাকে সময়োচিত বাক্যে কহিলেন, প্রিয়ে! এক্ষণে বড়বাদেহ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বদেহ গ্রহণ কর ॥ ৪১ ॥ সুলোচনে! আমরা উভয়ে আপন আপন দেহ ধারণ পূর্ব্বক নিজ নিকেতন বৈকুণ্ঠধামে গমন করি, আর তোমার প্রসূত এই সন্তান এই স্থানেই অবস্থান করুক ॥ ৪২ ॥ লক্ষ্মী কহিলেন, নাথ! স্বীয় জঠরজাত সন্তানকে পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে গমন করিব। সুরেশ্বর! আত্মজাত সন্তানের স্নেহ অত্যন্তই দুস্ত্যজ্য জানিবেন ॥৪৩॥ মহাত্মন্! এই বালক অত্যন্ত শিশু অতিশয় ক্ষুদ্র তনু; সুতরাং আত্ম রক্ষণে নিতান্তই অসমর্থ,. ইহাকে নদীতটে পরিত্যাগ করিলে এ অনাথ হইবে তখন ইহার কি গতি হইবে? ॥ ৪৪ ॥ হে কমললোচন! স্বামিন্! স্নেহরসে আমার মন পরিপ্লুত; নিরাশ্রয় শিশু সন্তানকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতে কিরূপে সমর্থ হইব? ॥ ৪৫ ॥

অনন্তর লক্ষ্মী ও নারায়ণ পূর্ব্ববৎ দিব্য দেহ ধারণ পূর্ব্বক উত্তম বিমানে আরোহণ করিলে পর দেবতাগণ তাঁহাদিগের স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬ ॥ নারায়ণ গমন করিতে অভিলাষ করিলে কমলা কহিলেন, নাথ! আপনি এই পুত্রকে গ্রহণ করুন, আমি ইহাকে

প্রাণপ্রিয়োঽস্তি মে পুত্রঃ কান্ত্যা ত্বৎসদৃশঃ প্রভো!।
গৃহীত্বৈনং গমিষ্যাবো বৈকুণ্ঠং মধুসূদন! ॥ ৪৮ ॥

হরিরুবাচ।

মা বিষাদং প্রিয়ে! কর্ত্তুং ত্বমর্হসি বরাননে!।
তিষ্ঠত্বয়ং সুখেনাত্র রক্ষা মে বিহিতা ত্বিহ ॥ ৪৯ ॥
কার্য্যং কিমপি বামোরু! বর্ত্ততে মহদদ্ভুতম্।
নিবোধ কথয়াম্যদ্য সুতস্যাত্র বিমোচনে ॥ ৫০ ॥
তুর্ব্বসুর্নাম বিখ্যাতো যযাতিতনুজো ভুবি।
হরিবর্ম্মেতি পিত্রাস্য কৃতং নাম সুবিশ্রুতম্ ॥ ৫১ ॥
স রাজা পুত্রকামোঽদ্য তপস্তপতি পাবনে।
তীর্থে বর্ষশতং জাতং তস্য বৈ কুর্ব্বতস্তপঃ ॥ ৫২ ॥
তস্যার্থে নির্ম্মিতঃ পুত্রো ময়ায়ং কমলালয়ে!।
তত্র গত্বা নৃপং সুভ্রু! প্রেরয়িষ্যামি সাম্প্রতম্ ॥ ৫৩ ॥
তস্মৈ দাস্যাম্যহং পুত্রং পুত্রকামায় কামিনি!।
গৃহীত্বা স্বগৃহং রাজা প্রাপয়িষ্যতি বালকম্ ॥ ৫৪ ॥

(প্রাণেতি। প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়ঃ প্রাণতুল্যঃ প্রিয়ো বা ॥ ৪৮—৪৯ ॥
তত্র পুত্ররক্ষণে কারণমাহ কার্য্যং কিমপীত্যাদি ॥ ৫০—৫১ ॥

পরিত্যাগ করিয়া যাইতে সমর্থ হইতেছি না ॥ ৪৭ ॥ প্রভো! মধুসূদন! এই পুত্র আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়, দেখুন এ দেহকান্তিতে অবিকল আপনার সদৃশ; অতএব আমরা এই তনয়কে গ্রহণ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিব ॥ ৪৮ ॥ হরি কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি বিষণ্ণ হইও না, এই বালক এই স্থানে সুখে অবস্থিতি করুক, আমি ইহার রক্ষার নিমিত্ত উপায় বিধান করিয়াছি ॥ ৪৯ ॥ হে বামোরু! এই অবনীতলে কোনও এক সুমহৎ অদ্ভুত কার্য্য আছে; তাহা তোমার এই পুত্র দ্বারা সম্পন্ন হইবে; সেই নিমিত্ত আমি ইহাকে এখানে পরিত্যাগ করিতেছি; এক্ষণে তোমার নিকট সেই বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর ॥৫০॥ তুর্ব্বসু নামে বিখ্যাত যযাতি নৃপতির এক পুত্র আছে; তাহার পিতা আবার উহার নাম হরিবর্ম্মা রাখিয়াছিল। সে সেই নামেই সুবিখ্যাত হইয়াছে ॥ ৫১ ॥ সেই রাজা এক্ষণে পুত্র প্রাপ্তির কামনায় পবিত্র তীর্থে শত বৎসর হইল তপস্যা করিতেছে। কমলে! তাহার নিমিত্তই আমি এই পুত্র উৎপাদিত করিয়াছি। হে সুভ্রু! আমি এখনিই তথায় যাইয়া সেই নরপতিকে প্রেরণ করিব ॥ ৫২—৫৩ ॥ বরাননে! সেই পুত্রপ্রার্থী রাজাকে আমি এই পুত্র প্রদান করিব; সে এই বালককে লইয়া গৃহে প্রতিগমন করিবে ॥ ৫৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যাশ্বাস্য প্রিয়াং পদ্মাং কৃত্বা রক্ষাঞ্চ বালকে।
বিমানবরমারুহ্য প্রযযৌ প্রিয়য়া সহ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে হরেরশ্বিন্যাং পুত্রজননং নাম একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

হেতুগর্ভবিশেষণেন তপঃ কারণমাহ পুত্রকাম ইতি ॥ ৫২ ॥
তস্যেতি। নির্ম্মিত উৎপাদিত ইত্যর্থঃ ॥ ৫৩—৫৪ ॥)

ইতি শ্রীভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! ভগবান্ এইরূপে পদ্মালয়া প্রিয়ারে আশ্বাসিত করিয়া বালককে সেই স্থানে রাখিয়া উত্তম বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক কমলার সহিত বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন ॥ ৫৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে অশ্বিনীতে হৈহয়োৎপত্তি কথন নামক একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

জনমেজয় উবাচ।

সংশয়োঽয়ং মহানত্র জাতমাত্রঃ শিশুস্তথা।
মুক্তঃ কেন গৃহীতোঽসাবেকাকী বিজনে বনে॥ ১॥
কা গতিস্তস্য বালস্য জাতা সত্যবতীসুত!।
ব্যাঘ্রসিংহাদিভির্হিংস্রৈর্গৃহীতো নাতিবালকঃ॥ ২॥

ব্যাস উবাচ।

লক্ষ্মীনারায়ণৌ তস্মাৎ স্থানাচ্চ চলিতৌ যদা।
তদৈব তত্র চম্পাখ্যঃ প্রাপ্তো বিদ্যাধরঃ কিল!॥ ৩॥
বিমানবরমারূঢ়ঃ কামিন্যা সহিতো নৃপ!।
মদনালসয়া কামং ক্রীড়মানো যদৃচ্ছয়া॥ ৪॥
বিলোক্য তং শিশুং ভূমাবেকাকিনমনুত্তমম্।
দেবপুত্রপ্রতীকাশং রমমাণং যথাসুখম্॥ ৫॥
বিমানাত্তরসোত্তীর্য্য চম্পকস্তাং শিশুং জবাৎ।
জগ্রাহ চ মুদং প্রাপ নিধিং প্রাপ্য যথাধনঃ॥ ৬॥

চতুর্ভিরধিকৈঃ পঞ্চাশদ্ভিঃ পদ্যৈঃ সুতস্য হ।
হরেঃ কথানকং সম্যগ্‌গ্রহণীজাতস্য চোচ্যতে॥

সুতমরণ্যে ত্যক্ত্বা নারায়ণে গতে সতি সংশয়িতো রাজা পৃচ্ছতি সংশয়োঽয়মিতি॥ ১॥ নাতিবালক ইতি। অতিবালকো ব্যাঘ্রাদিভিঃ কথং ন ভক্ষিত ইত্যর্থঃ॥ ২—৮॥

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! এই বিষয়ে আমার মহৎ সংশয় উপস্থিত হইল; লক্ষ্মী ও নারায়ণ সেই সদ্যোজাত অসহায় শিশু সন্তানকে তাদৃশভাবে বিজন বনে পরিত্যাগ করিলে, পরে কে তাহাকে গ্রহণ করিল? আহা! সেই সদ্যঃপ্রসূত বালকের কি গতি হইল? সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুগণ কি তাহাকে ভক্ষণ করিল না?॥ ১—২॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! লক্ষ্মী ও নারায়ণ সেই স্থান হইতে গমন করিবামাত্র চম্পক নামক বিদ্যাধর মনোহর বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক মদনালসা নাম্নী কামিনীর সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল॥ ৩—৪॥ দেবপুত্রের ন্যায় কমনীয়কান্তি পরম সুন্দর সেই শিশুটিকে ভূমিতলে একাকী যথাসুখে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া চম্পক সত্বর বিমান হইতে অবতরণ পূর্ব্বক তাহাকে গ্রহণ করিল। নির্ধন ব্যক্তি নিধি

গৃহীত্বা চম্পকঃ প্রাদাদ্দেব্যৈ তং মদনোপমম্।
মদনালসায়ৈ তং বালং জাতমাত্রং মনোহরম্ ॥ ৭ ॥
সা গৃহীত্বা শিশুং প্রেম্ণা সরোমাঞ্চা সবিস্ময়া।
মুখং চুচুম্ব বালস্য কৃত্বা তু হৃদয়ে ভৃশম্ ॥ ৮ ॥
আলিঙ্গিতশ্চুম্বিতশ্চ তয়াসৌ প্রীতিপূর্ব্বকম্।
উৎসঙ্গে চ কৃতস্তন্ব্যা পুত্রভাবেন ভারত ! ॥ ৯ ॥
কৃত্বাঙ্কে তৌ সমারূঢ়ৌ বিমানং দম্পতী মুদা।
পতিং পপ্রচ্ছ চার্ব্বঙ্গী প্রহস্য মদনালসা ॥ ১০ ॥
কস্যায়ং বালকঃ কান্ত ! ত্যক্তঃ কেন চ কাননে।
পুত্রোঽয়ং মম দেবেন দত্তস্ত্র্যম্বকপাণিনা ॥ ১১ ॥

চম্পক উবাচ।

প্রিয়ে ! গত্বাদ্য পৃচ্ছেয়ং শক্রং সর্ব্বজ্ঞমাশু বৈ।
দেবো বা দানবো বাপি গন্ধর্ব্বো বা শিশুঃ কিল ॥ ১২ ॥
তেনাজ্ঞপ্তঃ করিষ্যামি পুত্রং প্রাপ্তং বনাদমুম্।
অদৃষ্ট্বা নৈব কর্ত্তব্যং কার্য্যং কিঞ্চিন্ময়া ধ্রুবম্ ॥ ১৩ ॥

তন্ব্যা কৃশাঙ্গ্যা ॥ ৯—১০ ॥
ত্র্যম্বকপাণিনা ত্র্যম্বকং ধনুস্তৎপাণৌ যস্য তেন শিবেন ॥ ১১—১২ ॥
অমুং পুত্রং করিষ্যামি বেদমন্ত্রেণেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

পাইয়া যেরূপ আহ্লাদিত হয় মনোহর পুত্রলাভে বিদ্যাধরও তদ্রূপ আনন্দিত হইল ॥৫-৬॥ চম্পক সেই সদ্যোজাত মনোহর মন্মথোপম শিশুটিকে গ্রহণ করিয়া মদনালসা দেবীকে প্রদান করিল ॥ ৭ ॥ মদনালসা শিশুটিকে গ্রহণ করিয়া বিস্মিত ও রোমাঞ্চিত হইল এবং হৃদয়ে ধারণ করিয়া বারংবার মুখচুম্বন করিতে লাগিল ॥ ৮ ॥ হে ভারত ! মদনালসা শিশুটিকে পুত্রভাবে ক্রোড়ে লইয়া আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া পরম প্রীতিপ্রাপ্ত হইল। তৎপরে উভয়ে বালকটিকে লইয়া পরমানন্দে বিমানে আরোহণ করিল। অনন্তর তন্বঙ্গী মদনালসা হাস্য করিয়া পতিকে জিজ্ঞাসা করিল, নাথ ! এই বালকটি কাহার ? ইহাকে বনমধ্যে কে পরিত্যাগ করিয়া গেল ? বোধ হয় দেবদেব পিণাকপাণি আমাকে এই পুত্রটি প্রদান করিলেন ॥ ৯—১১ ॥

চম্পক বলিল ! এই শিশুটি দেব, দানব কি গন্ধর্ব্বের সন্তান তাহা আমি সেই সর্ব্বজ্ঞ শচীপতি ইন্দ্রকে এখনি গিয়া জিজ্ঞাসা করিব ॥১২॥ তিনি আজ্ঞা করিলে পর বনপ্রাপ্ত এই শিশুটিকে বেদমন্ত্রে সংস্কৃত করাইয়া পুত্রত্বে গ্রহণ করিব। বিশেষ না জানিয়া এক্ষণে হঠাৎ

ইত্যুক্ত্বা তাং গৃহীত্বা তং বিমানেনাথ চম্পকঃ।
যযৌ শক্রপুরং তূর্ণং হর্ষেণোৎফুল্ললোচনঃ ॥ ১৪ ॥
প্রণম্য পাদয়োঃ প্রীত্যা চম্পকস্তু শচীপতিম্।
নিবেদ্য বালকং প্রাহ কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্থিতঃ ॥ ১৫ ॥
দেবদেব! ময়া লব্ধস্তীর্থে পরমপাবনে।
কালিন্দীতমসাসঙ্গে বালকোঽয়ং স্মরপ্রভঃ ॥ ১৬ ॥
কস্যায়ং বালকঃ কান্তঃ কথং ত্যক্তঃ শচীপতে!।
আজ্ঞা চেত্তব দেবেশ! কুর্ব্বেঽহং বালকং সুতম্ ॥ ১৭ ॥
অতীবসুন্দরো বালঃ প্রিয়ায়া বল্লভঃ সুতঃ।
কৃত্রিমস্তু সুতঃ প্রোক্তো ধর্ম্মশাস্ত্রেষু সর্ব্বথা ॥ ১৮ ॥

ইন্দ্র উবাচ।

পুত্রোঽয়ং বাসুদেবস্য বাজিরূপধরস্য হ।
হৈহয়োঽয়ং মহাভাগ! লক্ষ্ম্যাং জাতঃ পরন্তপঃ ॥ ১৯ ॥
উৎপাদিতো ভগবতা কার্য্যার্থং কিল বালকঃ।
দাতুং নৃপতয়ে নূনং যযাতিতনয়ায় চ ॥ ২০ ॥

তাং ভার্য্যামিত্যুক্ত্বা তঞ্চ বালকং গৃহীত্বেত্যর্থঃ ॥ ১৪—১৫ ॥
কালিন্দীতমসাসঙ্গে তয়োঃ সঙ্গমে ॥ ১৬—১৭ ॥
কৃত্রিমস্তু সুত ইতি। তথা চ মনুঃ সদৃশন্তু প্রকুর্য্যাদ্ যং গুণদোষবিচক্ষণঃ। পুত্রং পুত্রগুণৈর্যুক্তং স বিজ্ঞেয়শ্চ কৃত্রিম ইতি ॥ ১৮—২২ ॥

কোনওকার্য্য করা আমার কর্ত্তব্য হয় না ॥ ১৩ ॥ চম্পক নিজকান্তা মদনালসাকে এইরূপ বলিয়া বালকটিকে গ্রহণ পূর্ব্বক হর্ষোৎফুল্ললোচনে সত্বর ইন্দ্রপুরে গমন করিল ॥১৪॥ চম্পক প্রীতিপূর্ব্বক শচীপতির পদতলে প্রণাম করিয়া বালকের বিবরণ বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইয়া কহিল, দেবেন্দ্র! আমি কালিন্দী ও তমসার সঙ্গমরূপ পরম পবিত্র তীর্থস্থলে এই মনোভবনিভ শিশুটিকে প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রভো! শচীকান্ত! এই পুত্রটি কাহার? আর ইহাকে পরিত্যাগ করিলই বা কেন? যদি আপনার অনুমতি হয় তবে আমি এই শিশুটিকে পুত্ররূপে গ্রহণ করি ॥ ১৫—১৭ ॥ এই বালক অত্যন্ত সুন্দর এবং আমার প্রিয়ার অত্যন্ত বল্লভ, ধর্ম্মশাস্ত্রেও কৃত্রিম পুত্রের বিধি উক্ত হইয়াছে, অতএব আমার একান্ত বাসনা যে, এই শিশুটিকে বেদমন্ত্রে সংস্কৃত করাইয়া পুত্ররূপে গ্রহণ করি ॥ ১৮ ॥

ইন্দ্র কহিলেন, মহাভাগ! ভগবান্ বাসুদেব অশ্বরূপ ধারণপূর্ব্বক অশ্বরূপা কমলার গর্ভে ইহাকে উৎপাদন করিয়াছেন। তিনি যযাতিতনয় তুর্ব্বসুকে এই শত্রুসংহারক্ষম

হরিণা প্রেরিতঃ সোঽদ্য রাজা পরমধার্ম্মিকঃ।
আগমিষ্যতি পুত্রার্থং তীর্থে তস্মিন্ মনোরমে ॥ ২১ ॥
তাবত্ত্বং গচ্ছ তত্রৈব গৃহীত্বা বালকং শুভম্।
যাবন্ন যাতি নৃপতির্গ্রহীতুং হরিণেরিতঃ ॥ ২২ ॥
গত্বা তত্র বিমুঞ্চৈনং বিলম্বং মা কৃথা বর ! ।*
অদৃষ্ট্বা বালকং রাজা দুঃখিতশ্চ ভবিষ্যতি ॥ ২৩ ॥
তস্মাচ্চম্পক ! মুঞ্চৈনং রাজা প্রাপ্নোতু পুত্রকম্।
একবীরেতি নাম্নায়ং খ্যাতঃ স্যাৎ পৃথিবীতলে ॥ ২৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা চম্পকস্ত্বরয়ান্বিতঃ।
জগাম পুত্রমাদায় স্থলে তস্মিন্মহীপতে ! ॥ ২৫ ॥
মুমোচ বালকং তত্র যত্র পূর্ব্বং স্থিতো হ্যভূৎ।
আরুহ্য স্ববিমানস্তু যযৌ স্বাশ্রমমণ্ডলম্ ॥ ২৬ ॥
তদৈব কমলাকান্তো লক্ষ্ম্যা সহ জগদ্‌গুরুঃ।
বিমানবরমারূঢ়ো জগাম নৃপতিং প্রতি ॥ ২৭ ॥

বরেতিসম্বোধনম্ ॥ ২৩ ॥
একবীরেতি। ইদং দ্বিতীয়ং নাম। একবীরেতি বাহুলকাৎ সাধু ॥ ২৪—২৭ ॥

বালকটিকে প্রদান করিয়া কার্য্যবিশেষের সাধন করিবেন ॥ ১৯—২০ ॥ সেই পরম ধার্ম্মিক রাজা হরিকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া অদ্যই পুত্রের নিমিত্ত সেই মনোহর পবিত্র তীর্থে আগমন করিবেন ॥ ২১ ॥ যাবৎ তিনি দেবদেব বিষ্ণু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সেখানে না আইসেন তাহার পূর্ব্বেই তুমি অবিলম্বে তথায় যাইয়া এই রমণীয় মূর্ত্তি শিশুটীকে সেই স্থানে রাখিয়া দাও, হে বিদ্যাধরপ্রবর ! তুমি আর মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব করিও না। রাজা বালককে দেখিতে না পাইলে নিতান্তই দুঃখিত হইবেন ; অতএব চম্পক ! তুমি এই বালকের মায়া পরিত্যাগ কর ; রাজা এই পুত্রটিকে গ্রহণ করুন। তুমি জানিও এই শিশুটি পৃথিবীতলে একবীর নামে বিখ্যাত হইবে ॥ ২২-২৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! ইন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া চম্পক পুত্রটিকে লইয়া তৎক্ষণাৎ তথায় যাইয়া তাহাকে পূর্ব্বোল্লিখিত স্থলে রাখিয়া দিয়া বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক নিজালয়ে গমন করিল ॥ ২৫—২৬ ॥ সেই সময়ে ত্রৈলোক্যনাথ কমলাকান্ত প্রভাজালে

---

* অনঘ ইতি বা পাঠঃ।

দৃষ্টস্তদা তেন নৃপেণ বিষ্ণুঃ
সমুত্তরংস্তত্র বিমানমুখ্যাৎ।
জহর্ষ রাজা হরিদর্শনেন
পপাত ভূমৌ খলু দণ্ডবচ্চ ॥ ২৮ ॥
উত্তিষ্ঠ বৎসেতি হরিঃ পতন্ত-
মাশ্বাসয়দ্ভূমিগতং স্বভক্তম্।
সোঽপ্যুৎসুকো বাসুদেবং পুরঃস্থং
তুষ্টাব ভক্ত্যা মুখরীকৃতোঽথ ॥ ২৯ ॥
দেবাধিদেবাখিললোকনাথ!
কৃপানিধে! লোকগুরো! রমেশ!।
মন্দস্য মে তে কিল দর্শনং যৎ
সুদুর্লভং যোগিজনৈরলভ্যম্ ॥ ৩০ ॥
যে নিঃস্পৃহাস্তে বিষয়ৈরপেতা-
স্তেষাং ত্বদীয়ং খলু দর্শনং স্যাৎ।
আশাপরোঽহং ভগবন্ননন্ত!
যোগ্যো ন তে দর্শনে দেবদেব! ॥ ৩১ ॥

(জহর্ষেতি। দরিদ্রস্য নিধিপ্রাপ্তেৱেব হরিদর্শনেন রাজ্ঞো হর্ষ ইতি ভাবঃ ॥ ২৮—২৯ ॥
কৃপানিধিত্বে কারণমাহ মন্দস্য মে ইত্যাদি ॥ ৩০ ॥
যে ইতি। আশাপরস্তৃষ্ণাতুরঃ বিষয়াসক্তচেতা ইতি যাবৎ ॥ ৩১ ॥

সমুজ্জ্বল বিমানে আরোহণ করিয়া নৃপতির নিকট গমন করিলেন ॥ ২৭ ॥ ভগবান্ বিমান হইতে অবতরণ করিতেছেন এমন সময়ে নৃপতিবর তুর্ব্বসু তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং ভূমিতলে নিপতিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন ॥ ২৮ ॥ উঠ বৎস! মনোমালিন্য দূর কর এই বলিয়া নারায়ণ সেই ভূমিপতিত নিজভক্ত নৃপতিকে আশ্বাসিত করিলেন, রাজাও সমুৎসুক ও ভক্তিসমন্বিত চিত্তে সম্মুখস্থিত বাসুদেবকে স্তব করিবার নিমিত্ত বাক্যবিন্যাস করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৯ ॥ হে রমেশ! আপনি দেবতাদিগের অধিদেবতা, অখিললোক-মণ্ডলের নাথ, করুণার সিন্ধু এবং সকল লোকের উপদেষ্টা; প্রভো! আপনার দর্শন যোগিজনেরও একান্ত দুর্লভ, আমি অত্যন্ত মন্দমতি হইয়াও আপনার সেই দর্শন লাভ করিলাম, প্রভো! ইহা দ্বারা আপনার অপার করুণাই প্রকাশ পাইতেছে ॥ ৩০ ॥ ভগবন্! অনন্ত! যাঁহারা নিঃস্পৃহ ও বিষয় হইতে বিরত তাঁহারাই আপনার দর্শন লাভের অধিকারী, দেবাদিদেব! আমি আশাজালে বদ্ধ, আমি আপনার

ইতি স্তুতস্তেন নৃপেণ বিষ্ণু-
স্তমাহ বাক্যেন সুধাময়েন।
বৃণীষ রাজন্! মনসেপ্সিতং তে
দদামি তুষ্টস্তপসা তবেতি ॥ ৩২ ॥
ততো নৃপস্তং প্রণিপত্য পাদয়োঃ
প্রোবাচ বিষ্ণুং পুরতঃ স্থিতঞ্চ।
তপস্তু তপ্তং হি ময়া সুতার্থে
পুত্রং দদস্বাত্মসমং মুরারে! ॥ ৩৩ ॥
শ্রুত্বা নৃপপ্রার্থিতমাদিদেব
স্তমাহ রাজানমমোঘবাক্যম্।
যযাতিসূনো! ব্রজ তত্র তীর্থে
কলিন্দকন্যাতমসাপ্রসঙ্গে ॥ ৩৪ ॥
ময়াদ্য পুত্রস্তু যথেপ্সিতস্তে
তত্রৈব মুক্তোঽস্ত্যমিতপ্রভাবঃ।
লক্ষ্ম্যা প্রসূতো মম বীর্য্যজশ্চ
কৃতস্তবার্থেঽথ গৃহাণ রাজন্! ॥ ৩৫ ॥

ইতীতি। সুধাময়েন মনসিসঞ্জাতপ্রসাদাদিতি ভাবঃ। ৩২ ॥
তত ইতি। আত্মসমং তথাত্মতুল্যমিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥
শ্রুত্বেতি। কলিন্দকন্যাতমসাপ্রসঙ্গে ইতি। কলিন্দপর্ব্বতস্য কন্যা যমুনাতমসা চ নদী তয়োঃ প্রসঙ্গে সঙ্গমস্থলে ইত্যর্থঃ ॥ ৩৪—৩৬ ॥)

দর্শন লাভে সম্পূর্ণই অযোগ্য সন্দেহ নাই ॥ ৩১ ॥ নৃপতিশ্রেষ্ঠ তুর্ব্বসু এইরূপে স্তব করিলে পর ভগবান্ বিষ্ণু অমৃতায়মান বাক্যে কহিলেন, রাজন্! আমি তোমার তপশ্চর্য্যায় পরিতুষ্ট হইয়াছি, তোমার মনের অভিলষিত বর প্রার্থনা কর আমি এখনই তাহা প্রদান করিতেছি ॥ ৩২ ॥ তদনন্তর, নরপতি পুরস্থিত পরাৎপর বিষ্ণুর চরণে পুনরায় প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, মুরারে! আমি পুত্র প্রাপ্তির নিমিত্ত তপস্যা করিয়াছি। আমাকে আত্মতুল্য পুত্র প্রদান করুন ॥৩৩॥ আদিদেব নারায়ণ নৃপতির প্রার্থনা শুনিয়া তাঁহাকে অমোঘ বাক্যে বলিলেন, যযাতিনন্দন! তুমি, যমুনা ও তমসার সঙ্গম তীর্থে গমন কর। অদ্য আমি সেই স্থানে তোমার নিমিত্তই তোমার মনোমত অমিতপ্রভাব একটি পুত্র রাখিয়া আসিয়াছি ত্বরায় যাইয়া গ্রহণ কর। রাজন্! সেই তনয় আমার ঔরসে কমলাদেবীর জঠরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে ॥ ৩৪—৩৫ ॥ রাজা হরির সেই সুমধুর বিমল বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট

শ্রুত্বা হরের্বাক্যমতীব মৃষ্টং
সন্তুষ্টচিত্তঃ প্রবভূব রাজা।
হরিস্তু দত্ত্বেতি বরং জগাম
বৈকুণ্ঠলোকং রময়া যুতশ্চ ॥ ৩৬ ॥
গতে হরৌ সোঽথ যযাতিসূনু-
র্যযাবনুদ্‌ঘাতরথেন রাজা।
প্রেমান্বিতস্তত্র সুতোঽস্তি যত্র
বচো নিশম্যেতি জনার্দ্দনস্য ॥ ৩৭ ॥
স তত্র গত্বাতিমনোহরং তং
দদর্শ বালং ভুবি খেলমানম্।
মুখে নিবেশ্যৈককরেণ কৃত্বা
শ্লক্ষ্ণং পদাঙ্গুষ্ঠমনন্যসত্ত্বঃ ॥ ৩৮ ॥
তং বীক্ষ্য পুত্রং মদনস্বরূপং
নারায়ণাংশং কমলাপ্রসূতম্।
হরিপ্রভাবং হরিবর্ম্মনামা
হর্ষপ্রফুল্লাননপঙ্কজোঽভূৎ ॥ ৩৯ ॥
গৃহ্ণন্ সুবেগাৎ করপঙ্কজাভ্যাং
বভূব প্রেমার্ণবমগ্নদেহঃ।
মূর্দ্ধন্যুপাঘ্রায় মুদান্বিতোঽসৌ
ননন্দ রাজা সুতমালিলিঙ্গ ॥ ৪০ ॥

অনুদ্‌ঘাতরথেন অপ্রতিহতগতিমতা রথেনেত্যর্থঃ। নিশম্যেতি। জনার্দ্দনস্যেতি ইতি পূর্ব্বোক্তপ্রকারকম্ ॥ ৩৭—৪০ ॥

হইলেন। তখন ভগবান্ বিষ্ণুও তাঁহাকে বরপ্রদান করিয়া রমার সহিত বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিলেন ॥ ৩৬ ॥

যযাতিপুত্র রাজা তুর্ব্বসু জনার্দ্দনের সেই বাক্য শ্রবণানন্তর প্রেমপূরিত চিত্তে এক অপ্রতিহতগতি রথে আরোহণপূর্ব্বক যেখানে সেই পুত্রটি অবস্থিতি করিতেছিল, সেই স্থানে গমন করিলেন ॥ ৩৭ ॥ অসামান্যপ্রভাবসম্পন্ন নরপতি তথায় যাইয়াই দেখিলেন যে, সেই পরমসুন্দর মনোহর শিশু একটি সুকোমল কর দ্বারা চরণাঙ্গুষ্ঠ ধারণপূর্ব্বক স্বীয় মুখে সন্নিবেশিত করিয়া আহ্লাদে ভূতলে খেলা করিতেছে ॥ ৩৮ ॥ পুত্রটি নারায়ণাংশে

মুখং সমীক্ষ্যাতিমনোহরং ত-
মুবাচ নেত্রাম্বুনিরুদ্ধকণ্ঠঃ।
দত্তোঽসি দেবেন জনার্দ্দনেন
মাং ত্রাহি পুত্রাবমদুঃখভীতেঃ* ॥ ৪১ ॥
তপ্তং ময়া পুত্র! তপস্তবার্থে
সুদুষ্করং বর্ষশতঞ্চ পূর্ণম্।
তেনৈব তুষ্টেন রমাপ্রিয়েণ
দত্তোঽসি সংসারসুখোদয়ায় ॥ ৪২ ॥
মাতা রমা ত্বাং তনুজং মদর্থে
ত্যক্ত্বা গতা সা হরিণা সমেতা।
ধন্যা তু সা যা প্রহসন্তমঙ্কে
কৃত্বা সুতং ত্বাং মুদিতাননা স্যাৎ ॥ ৪৩ ॥
ত্বমেব সংসারসমুদ্রনৌকা-
রূপঃ কৃতঃ পুত্র! লক্ষ্মীধবেন।
ইত্যেবমুক্ত্বা নৃপতিঃ সুতং তং
মুদা সমাদায় যযৌ গৃহায় ॥ ৪৪ ॥

নেত্রাম্বুনাশ্রুজলেনাবরুদ্ধকণ্ঠঃ। অবমদুঃখং নীচদুঃখং নরকপাতজন্যং তদ্ভীতেরিত্যর্থঃ ॥ ৪১—৪৩ ॥

কমলার উদরজাত; সুতরাং নারায়ণ তুল্য প্রভাবসম্পন্ন, সেই মদন-মনোহর তনয়কে অবলোকন করিয়া লোকবিশ্রুত নরেশ্বর হরিবর্ম্মার মুখকমল হর্ষভরে প্রফুল্লিত হইয়া উঠিল ॥ ৩৯ ॥ রাজা করাম্বুজ যুগলে পুত্রটিকে গ্রহণ করিয়া প্রেমার্ণবে নিমগ্ন হইলেন এবং হর্ষভরে মস্তকের আঘ্রাণ লইয়া অত্যন্ত আনন্দিত-মানসে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন ॥ ৪০ ॥ বালকের মনোহর মুখকমল অবলোকন করিয়া আনন্দ-বাষ্পভরে নৃপতির কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইল। তখন তিনি শিশুটিকে সম্বোধন করিয়া গদ্গদ বাক্যে কহিলেন, পুত্র! নারায়ণ পরিতুষ্ট হইয়া আমাকে তোমা হেন পুত্ররত্ন প্রদান করিয়াছেন; তুমি আমাকে পুন্নামনরকপাত জন্য ভয় হইতে পরিত্রাণ কর ॥ ৪১ ॥ পুত্র! আমি তোমার নিমিত্ত সম্পূর্ণ শত বৎসর সুদুশ্চর তপশ্চর্য্যা করিয়াছি, তদ্দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়াই কমলাপতি আমার সংসার সুখের নিমিত্ত তোমাকে প্রদান করিয়াছেন ॥ ৪২ ॥ তোমার জননী রমাদেবী

---

* পুন্নাম দুঃখাচ্চ ভীতম্। ইতি পাঠান্তরম্।

পুরীসমীপে নৃপমাগতং ত-
মাকর্ণ্য সর্ব্বে সচিবাস্তু রাজ্ঞঃ।
যযুঃ সমীপং নৃপতেশ্চ লোকাঃ
সোপায়নাস্তে সপুরোহিতাশ্চ ॥ ৪৫ ॥
বন্দীজনা গায়নকাশ্চ সূতাঃ
সমাযযুঃ সম্মুখমাশু রাজ্ঞঃ।
নৃপঃ পুরং প্রাপ্য পুরঃ সমাগতং
জনং সমাশ্বাস্য বাক্যৈশ্চ দৃষ্ট্যা।
স পূজিতঃ পৌরজনেন রাজা-
বিবেশ পুত্ত্রেণ যুতো নগর্য্যাম্ ॥ ৪৬ ॥
মার্গেষু লাজৈঃ কুসুমৈঃ সমন্তাদ্-
বিকীর্য্যমাণো নৃপতির্জগাম।
গৃহং সমৃদ্ধং সচিবৈঃ সমেতঃ
সুতং সমাদায় মুদা করাভ্যাম্ ॥ ৪৭ ॥

(লক্ষ্মীধবেনেতি। ধবো ভর্ত্তা লক্ষ্ম্যা ভর্ত্রা ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥
পুরীতি। সোপায়নাঃ উপহারদ্রব্যৈঃ সহিতা ইত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥)
গায়নকাঃ গায়কাঃ ॥ ৪৬ ॥
(মার্গেষ্বিতি। লাজৈঃ খদিকাভিরিত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

আমার নিমিত্ত স্বকীয় অঙ্গজাত সন্তান পরিত্যাগ করিয়া হরির সহিত গমন করিয়াছেন। পুত্র! তোমাকে ক্রোড়ে লইয়া তোমার হাস্য বিকসিত মুখপঙ্কজ দর্শনে যাঁহার বদনমণ্ডল প্রফুল্লিত হয় সেই জননীই ধন্যা ॥ ৪৩ ॥ হৃদয়নন্দন! দেবাধিদেব রমাপতি তোমায় আমার সংসার সাগর-পারের তরণীস্বরূপ করিয়াছেন; এই বলিয়া রাজা সেই পুত্রটিকে গ্রহণ পূর্ব্বক আনন্দিতমনে গৃহাভিমুখে গমন করিলেন ॥৪৪॥ নগরী-সন্নিধানে নরপতি নগরীতে প্রত্যাগত হইতেছেন শুনিয়া রাজার সচিব ও পুরবাসী প্রজা সকল পুরোহিত সমভি-ব্যাহারে উপহার সামগ্রীসম্ভার সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিকট গমন করিল ॥৪৫॥ তখন বন্দীগণ গায়ক ও সূতগণ রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইল। নরপতি পুরীপ্রাপ্ত হইয়া সমাগত লোক সকলের প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত ও সুমধুর সম্ভাষণ দ্বারা আশ্বাসিত করিলেন; তদনন্তর পৌরগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া পুত্রের সহিত নগরীতে প্রবেশ করিলেন ॥ ৪৬ ॥ রাজা যখন রাজমার্গে গমন করিতে লাগিলেন, তখন পৌরগণ তাঁহার উপরি কুসুম ও লাজ বর্ষণ করিতে লাগিল। অনন্তর, নরপতি করযুগল দ্বারা পুত্রকে গ্রহণ করিয়া সচিবগণের সহিত স্বকীয় সমৃদ্ধিসম্পন্ন গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ৪৭ ॥

রাজ্ঞ্যৈ দদৌ চাথ সুতং মনোজ্ঞং
সদ্যঃপ্রসূতঞ্চ মনোভবাভম্।
রাজ্ঞী গৃহীত্বাভিনবং তনূজং
পপ্রচ্ছ রাজানমনিন্দিতা সা ॥ ৪৮ ॥
রাজন্! কুতশ্চেম সুতঃ সুজন্মা
প্রাপ্তস্ত্বয়া মন্মথতুল্যরূপঃ।
কেনৈষ দত্তঃ কথয়াশু কান্ত!
চেতো মদীয়ং প্রহৃতং সুতেন ॥ ৪৯ ॥
নৃপস্তদোবাচ মুদান্বিতোঽসৌ
প্রিয়ে! রমেশেন সুতো হি মহ্যম্।
লোলাক্ষি! দত্তঃ কমলাসমুত্থো
জনার্দ্দনাংশোঽয়মহীনসত্ত্বঃ ॥ ৫০ ॥
সা তং গৃহীত্বা মুদমাপ রাজ্ঞী
রাজা চকারোৎসবমদ্ভুতঞ্চ।
দদৌ চ দানং কিল যাচকেভ্যো
গীতানি বাদ্যানি বহূনি নেদুঃ ॥ ৫১ ॥

রাজ্ঞ্যৈ ইতি। মনোভবাভং কামতুল্যকান্তিমিত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥
রাজন্নিতি। সুজন্মা আকৃতিদর্শনাৎ শুদ্ধান্বয়প্রতীতেরিতি ভাবঃ ॥ ৪৯ ॥
নৃপেতি। কমলাসমুত্থো লক্ষ্মীগর্ভাজ্জাত ইত্যর্থঃ ॥ ৫০—৫২ ॥

তদনন্তর, তুর্ব্বসু সেই সদ্যঃপ্রসূত মনোভবতুল্য মনোহর পুত্রটিকে স্বীয় মহিষীর করে সমর্পণ করিলেন। মনোরমা রাজপত্নী অভিনব সন্তানটিকে গ্রহণ করিয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজন্! এই মন্মথমূর্ত্তি সুজাত পুত্রটি কোথায় পাইলেন? কে আপনাকে এই সন্তান প্রদান করিল? নাথ! আপনি শীঘ্র বলুন; এই শিশুটি আমার মন হরণ করিল ॥৪৮—৪৯॥ তখন নরপতি আনন্দিত হইয়া কহিলেন, প্রিয়ে! কৃপানিধি কমলাপতি আমাকে এই পুত্র প্রদান করিয়াছেন, হে চপলনয়নে! এই সন্তান নারায়ণের অংশে কমলালয়ার গর্ভসম্ভূত; দেবি! এই সন্তানে বল, বীর্য্য, ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্যাদি সমস্ত গুণই বিদ্যমান আছে সন্দেহ নাই ॥ ৫০ ॥ তখন, মহিষী সেই শিশু সন্তানকে গ্রহণ করিয়া অপরিমেয় আনন্দলাভ করিলেন। অনন্তর, রাজা তুর্ব্বসু রাজভবনে অদ্ভুত উৎসব আরম্ভ করিলেন। যাচকগণকে দান করিতে লাগিলেন; রাজভবনে নানাবিধ গীত ও বাদ্যধ্বনি

কৃত্বোৎসবং ভূপতিরাত্মজস্য
নাম্নৈকবীরেতি চকার বিশ্রুতম্।
সুখঞ্চ সম্প্রাপ্য মুদান্বিতোঽসৌ
ননন্দ দেবাধিপতুল্যবীর্য্যঃ॥ ৫২॥
পুত্রং হরে রূপগুণানুরূপং
সম্প্রাপ্য বংশস্য ঋণাচ্চ মুক্তঃ॥ ৫৩॥
ইতিসকলসুরাণামীশ্বরেণার্পিতং তং
সকলগুণগণাঢ্যং পুত্রমাসাদ্য রাজা।
বিবিধসুখবিনোদৈর্ভার্য্যয়া সেব্যমানো
ব্যহরত নিজগেহে শক্রতুল্যপ্রতাপঃ॥ ৫৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে হরের্হয়ীজাতসুতস্য কথাবর্ণনং নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২০॥

বংশস্য ঋণাৎ পিতৃণামৃণাদিতি যাবৎ॥ ৫৩—৫৪॥)

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২০॥

সমুত্থিত হইতে লাগিল॥ ৫১॥ ভূপতি তুর্ব্বসু পুত্রোপলক্ষে উৎসব করিয়া একবীর বলিয়া তাহার নাম রাখিয়া দিলেন। ইন্দ্রতুল্য বীর্য্যবান্ সেই নরপতি ভগবান্ হরির তুল্য রূপ ও গুণান্বিত পুত্র প্রাপ্ত হইয়া সুখী হইলেন এবং বংশের ঋণদায় হইতে মুক্ত হইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন॥ ৫২—৫৩॥ রাজন্! শক্রতুল্য পরাক্রমশালী সেই নরপতি এইরূপে সমস্ত সুরগণের অধিপতি নারায়ণ-প্রদত্ত সর্ব্ব গুণালঙ্কৃত পুত্র প্রাপ্ত হইয়া প্রিয়তমা কর্ত্তৃক সুখসেবিত এবং তাঁহার সহিত বিবিধ বিনোদ ও রাজভোগে নিরন্তর নিরত হইয়া নিজ নিকেতনে বিহার করিতে লাগিলেন॥ ৫৪॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে হরির অশ্বিনীগর্ভজাতসুতকথাবর্ণন-নামক বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

জাতকর্ম্মাদিসংস্কারাংশ্চকার নৃপতিস্তদা।
দিনে দিনে জগামাশু বৃদ্ধিং বালঃ সুলালিতঃ ॥ ১ ॥
নৃপঃ সংসারজং প্রাপ্য সুখং পুত্রসমুদ্ভবম্।
ঋণত্রয়বিমোক্ষঞ্চ মেনে তেন মহাত্মনা ॥ ২ ॥
ষষ্ঠেঽন্নপ্রাশনং তস্য কৃত্বা মাসি যথাবিধি।
তৃতীয়েঽথ তথা বর্ষে চূড়াকরণমুত্তমম্ ॥ ৩ ॥
চকার ব্রাহ্মণান্ দ্রব্যৈঃ সংপূজ্য বিবিধৈর্ধনৈঃ।
গোভিশ্চ বিবিধৈর্দানৈর্যাচকানিতরানপি ॥ ৪ ॥
বর্ষে চৈকাদশে তস্য মৌঞ্জীবন্ধনকর্ম্ম বৈ।
কারয়িত্বা ধনুর্ব্বেদমধ্যাপয়ত পার্থিবঃ ॥ ৫ ॥

অর্দ্ধাধিকৈকষষ্ট্যা তু শ্লোকানামভিষেচনে।
একবীরস্য চ কৃতেঽনন্তরং বৃত্তমুচ্যতে ॥

রাজ্ঞঃ পুত্রপ্রাপ্ত্যুত্তরং জাতং বৃত্তমাহ জাতকর্ম্মাদীতি ॥ ১ ॥
মেনে মানিতবান্ ॥ ২ ॥
ষষ্ঠে মাসীত্যন্বয়ঃ ॥ ৩ ॥
যাচকানিতরানপি মূকান্ধাদীন্ সংপূজ্য চূড়াকরণং চকারেত্যন্বয়ঃ ॥ ৪—১১ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! সেই অবসরে নরপতি তুর্ব্বসু পুত্রের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার করাইলেন। ক্রমে বালকটি লালিত পালিত হইয়া দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ॥ ১ ॥ রাজা সেই পুত্রজনিত সংসার সুখ প্রাপ্ত হইয়া, "এই উদারাত্মা পুত্রদ্বারা আমি পিতৃঋণ ঋষিঋণ ও দেবঋণ হইতে মুক্ত হইলাম" মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিতে লাগিলেন ॥২॥ অনন্তর ষষ্ঠমাসে বিধিপূর্ব্বক তাহার অন্নপ্রাশন এবং তৃতীয়বর্ষে চূড়াকরণ ক্রিয়া সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন করিলেন। সেই সকল ক্রিয়াতে রাজা ব্রাহ্মণদিগকে বিবিধ দ্রব্য, ধন ও গোদান এবং অন্যান্য যাচকগণকেও নানাবিধ দ্রব্য প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট করিলেন ॥ ৩-৪ ॥ একাদশ বর্ষে তাহার মৌঞ্জীবন্ধন প্রভৃতি উপনয়ন কর্ম্ম সমাধান পূর্ব্বক ধনুর্ব্বেদ অধ্যয়নে নিযুক্ত করিলেন ॥ ৫ ॥ তদনন্তর, পুত্র বেদাধ্যয়নে পারদর্শী এবং রাজধর্ম্মে বিশারদ হইল

অধীতবেদং পুত্ত্রং তং রাজধর্ম্মবিশারদম্ ।
দৃষ্ট্বা তস্যাভিষেকায় মতিং চক্রে জনাধিপঃ ॥ ৬ ॥
পুষ্যার্কযোগসংযুক্তে দিবসে নৃপসত্তমঃ ।
কারয়ামাস সম্ভারানভিষেকার্থমাদরাৎ ॥ ৭ ॥
দ্বিজানাহূয় বেদজ্ঞান্ সর্ব্বশাস্ত্রবিচক্ষণান্ ।
অভিষেকং চকারাসৌ বিধিবৎ স্বাত্মজস্য হ ॥ ৮ ॥
জলমানীয় তীর্থেভ্যঃ সাগরেভ্যশ্চ পার্থিবঃ ।
স্বয়ং চকার বিধিবদভিষেকং শুভে দিনে ॥ ৯ ॥
ধনং দত্ত্বাথ বিপ্রেভ্যো রাজ্যং পুত্রে নিবেশ্য সঃ ।
জগাম বনমেবাশু স্বর্গকামঃ স ভূপতিঃ ॥ ১০ ॥
একবীরং নৃপং কৃত্বা সংমান্য সচিবানথ ।
ভার্য্যয়া সহ ভূপালঃ প্রবিবেশ বনং বশী ॥ ১১ ॥
মৈনাকশিখরে রাজা কৃত্বা তার্তীয়মাশ্রমম্ ।
নিত্যং পত্রফলাহারশ্চিন্তয়ামাস পার্ব্বতীম্ ॥ ১২ ॥
এবং স নৃপতিঃ কৃত্বা দিষ্টান্তে সহ ভার্য্যয়া ।
মৃতোঽসৌ বাসবং লোকং গতঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ॥ ১৩ ॥

পার্ব্বতীং ভগবতীং চিন্তয়ামাসেত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥
দিষ্টান্তে প্রারব্ধকর্ম্মসমাপ্তাবিত্যর্থঃ ॥ ১৩—১৮ ॥

দেখিয়া রাজা তাহার অভিষেকের নিমিত্ত অভিলাষ করিলেন ॥৬॥ নৃপতিসত্তম তুর্ব্বসু আদর পূর্ব্বক পুষ্যা ও অর্ক যোগযুক্ত দিবসে অভিষেকের নিমিত্ত দ্রব্য সম্ভার সকল আহরণ করাইলেন ॥ ৭ ॥ তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুনিপুণ বেদজ্ঞ বিপ্রগণকে আনাইয়া যথাবিধি আত্মজের অভিষেক ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৮ ॥ তীর্থ ও সাগরসমূহ হইতে সলিল আনয়ন পূর্ব্বক শুভদিনে রাজা স্বয়ংই পুত্রের অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন ॥ ৯ ॥ অভিষেক সমাপ্তির অনতিবিলম্বেই সেই নরপতি বিপ্রগণকে ভূরি ভূরি ধনদান পূর্ব্বক পুত্রের প্রতি রাজ্যভার বিন্যস্ত করিয়া স্বর্গপ্রাপ্তির কামনায় বন গমন করিলেন ॥ ১০ ॥ নরপতি তুর্ব্বসু একবীরকে রাজাসনে বসাইয়া সচিবগণের সম্মাননা পূর্ব্বক সংযতেন্দ্রিয় হইয়া ভার্য্যার সহিত বন-প্রবেশ করিলেন ॥ ১১ ॥ অনন্তর, তিনি মৈনাক পর্ব্বতের শিখরদেশে তৃতীয়াশ্রম (বানপ্রস্থ ধর্ম্ম) অবলম্বন পূর্ব্বক প্রতিদিন পত্র ও ফলমাত্র আহারী হইয়া পার্ব্বতীকে ধ্যান করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥ এইরূপে তাঁহার প্রারব্ধ কর্ম্মের অবসান হইলে, তিনি ভার্য্যার সহিত

ইন্দ্রলোকং পিতা প্রাপ্ত ইতি শ্রুত্বাথ হৈহয়ঃ।
চকার বেদনির্দ্দিষ্টং কর্ম্ম চৈবৌর্দ্ধদেহিকম্ ॥ ১৪ ॥
কৃত্বোত্তরাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ পিতুঃ পার্থিবনন্দনঃ।
রাজ্যঞ্চকার মেধাবী পিত্রা দত্তং সুসম্মতম্ ॥ ১৫ ॥
একবীরোঽথ ধর্ম্মজ্ঞঃ প্রাপ্য রাজ্যমনুত্তমম্।
বুভুজে বিবিধান্ ভোগান্ সচিবৈশ্চ সুমানিতঃ ॥ ১৬ ॥
একস্মিন্ দিবসে রাজা মন্ত্রিপুত্রৈঃ সমন্বিতঃ।
জগাম জাহ্নবীতীরে হয়ারূঢ়ঃ প্রতাপবান্ ॥ ১৭ ॥
সম্পশ্যন্ পাদপান্ রম্যান্ কোকিলালাপসংযুতান্।
পুষ্পিতান্ ফলসংযুক্তান্ ষট্পদালিবিরাজিতান্ ॥ ১৮ ॥
মুনীনামাশ্রমান্ দিব্যান্ বেদধ্বনিনিনাদিতান্।
হোমধূমাবৃতাকাশান্ মৃগশাবসমাবৃতান্ ॥ ১৯ ॥
কেদারান্ শালিসংপক্কান্ গোপিকাভিঃ সুরক্ষিতান্।
প্রফুল্লপঙ্কজারামান্নিকুঞ্জাংশ্চ মনোরমান্ ॥ ২০ ॥

হোমধূমেনাবৃত আকাশো যেষু তে আশ্রমা ইত্যর্থঃ ॥ ১৯—২৩ ॥

পঞ্চত্ব লাভ করিয়া পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইলেন। রাজা স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া একবীর হৈহয় তাঁহার বেদনির্দ্দিষ্ট ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন ॥১৩—১৪॥ পার্থিবনন্দন মতিমান্ হৈহয়, পিতার উত্তরোত্তর ক্রিয়া সকলের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক পিতৃদত্ত নিষ্কণ্টক রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥ ধর্ম্মাত্মা রাজা একবীর রাজ্য লাভানন্তর সচিবগণের সুসম্মত থাকিয়া বিবিধ উত্তম উত্তম ভোগ্য দ্রব্য সম্ভোগ করিতে লাগিলেন ॥১৬॥ সেই প্রতাপবান্ নরপতি এক দিবস অশ্বারোহণ পূর্ব্বক মন্ত্রিপুত্রগণের সহিত জাহ্নবীতীরে গমন করিলেন ॥ ১৭ ॥ তথায় বিচরণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে, কোকিলগণের মনোহর কাকলী সম্বলিত, মধুপাবলির সুললিত কলগুঞ্জন-গুঞ্জিত ফলপুষ্প পরিশোভিত পাদপশ্রেণী রমণীয় শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছে; তাহার অদূরবর্ত্তী মুনিদিগের দিব্য আশ্রম সকলের মধ্যে কোন স্থানে মৃগশাবকনিচয় বিচরণ করিতেছে, কোথাও বা সুমধুর বেদধ্বনি উদ্‌ঘোষিত হইতেছে। উহার উপরিস্থিত আকাশে উত্থিত হোমধূমপটল কৃষ্ণচন্দ্রাতপের অনুকরণ করিতেছে। সুপক্ক শালিধান্য সকল ক্ষেত্র সমূহের শোভা বিস্তার করিতেছে; গোপিকাগণ প্রফুল্লিত মানসে তাহা রক্ষা করিতেছে; প্রফুল্ল কমলবিমণ্ডিত আরাম ও মনোরম নিকুঞ্জ সকল দর্শকমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করিতেছে; প্রিয়াল, চম্পক, পনস, বকুল, তিলক, কদম্ব ও মন্দারাদি তরুরাজি পুষ্পফলে সুশোভিত হইয়া

প্রেক্ষমাণঃ প্রিয়ালাংস্তু চম্পকান্ পনসদ্রুমান্।
বকুলাংস্তিলকান্নীপান্ মন্দারাংশ্চ প্রফুল্লিতান্ ॥ ২১ ॥
শালাংস্তালতমালাংশ্চ জম্বুচূতকদম্বকান্।
স গচ্ছন্ জাহ্নবীতোয়ে প্রফুল্লং শতপত্রকম্।
পঙ্কজং চাতিগন্ধাঢ্যমপশ্যদবনীপতিঃ ॥ ২২ ॥
দক্ষিণে জলজস্যাথ পার্শ্বে কমললোচনাম্ ॥ ২৩ ॥
কনকাভাং সুকেশীঞ্চ কম্বুগ্রীবাং কৃশোদরীম্।
বিম্বোষ্ঠীং সুন্দরীং কিঞ্চিৎসমুদ্যৎসুপয়োধরাম্ ॥ ২৪ ॥
সুনাসাং চারুসর্ব্বাঙ্গীমপশ্যৎ কন্যকাং নৃপঃ।
রুদতীং* তাং †সখীং ত্যক্ত্বা বিহ্বলাং দুঃখপীড়িতাম্ ॥ ২৫ ॥
সাশ্রুনেত্রাং ক্রন্দমানাং বিজনে কুররীমিব।
সংবীক্ষ্য রাজা পপ্রচ্ছ কন্যকাং শোককারণম্ ॥ ২৬ ॥
সুনসে! ব্রূহি কাসি ত্বং কস্য পুত্রী শুভাননে!।
গন্ধর্ব্বী দেবকন্যাথ কথং রোদিষি সুন্দরি! ॥ ২৭ ॥
কথমেকাকিনী বালে! ত্যক্তা কেন পিকস্বরে!।
পতিস্তে ক্ব গতঃ কান্তে! পিতা বা ব্রূহি সাম্প্রতম্ ॥ ২৮ ॥

কিঞ্চিৎসমুদ্যৎসুপয়োধরাং অঙ্কুরিতযৌবনামিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥
তাং সখীং বক্ষ্যমাণাম্ ॥ ২৫—২৮ ॥

জনগণের অন্তঃকরণ হরণ করিতেছে, কোন দিকে শাল, তমাল, জম্বু, চূত, কেলি কদম্ব প্রভৃতি নানাজাতি মহিরুহনিচয় বিরাজিত রহিয়াছে। অনন্তর অবনীপতি, জাহ্নবী জলে গমন করিয়া দেখিলেন, প্রফুল্লিত মনোহর শতদল কমলসকল মনোহর গন্ধ বিস্তার করিয়া বিরাজ করিতেছে ॥১৮-২২॥ সেই জলজ সমূহের দক্ষিণ পার্শ্বে তিনি এক কমললোচনা কন্যা অবলোকন করিলেন। তাহার অঙ্গপ্রভা কনকের ন্যায়, সুশোভিত কেশকলাপ আকুঞ্চিত ও দীর্ঘ, গ্রীবাদেশ কম্বুতুল্য, উদর কৃশ, ওষ্ঠ বিম্বফলের ন্যায় মনোহর, অঙ্গ সকল সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন ও সুগঠিত, পয়োধর ঈষৎ উত্থিত হইয়াছে, নাসিকা মনোহর এবং সর্ব্বাঙ্গ অতিশয় সুচারু সেই মুকুলিত যৌবনা কামিনী, স্বীয় সখী বিরহজনিত দুঃখে কাতর ও বিহ্বল হইয়া বিজনে কুররীর ন্যায় ক্রন্দন করিতেছে দেখিয়া রাজা তাহাকে শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন ॥ ২৩—২৭ ॥ কোকিলকণ্ঠি! তুমি বালা, তোমাকে একাকিনী

* রুদন্তীমিত্যেব পাঠশ্চ কচিদ্ দৃশ্যতে।　　† হা! সখীত্যক্তা ইতি চ পাঠঃ কচিৎ ॥

কিং তে দুঃখমরালভ্রু! কথয়াদ্য মমান্তিকে।
করোমি দুঃখনাশন্তে সর্ব্বথৈব কৃশোদরি! ॥ ২৯ ॥
ন রাজ্যে মম তন্বঙ্গি! পীড়াং কোঽপি করোত্যলম্।
ন ভয়ং চৌরজং কান্তে! ন রাক্ষসভয়ং তথা ॥ ৩০ ॥
ময়ি শাসতি ভূপালে নোৎপাতা দারুণা ভুবি।
ভয়ং ন ব্যাঘ্রসিংহেভ্যো ন ভয়ং কস্যচিদ্ভবেৎ ॥ ৩১ ॥
বদ বামোরু! কস্মাত্ত্বং বিলাপং জাহ্নবীতটে।
করোষি ত্রাণহীনাত্র কিং তে দুখং বদস্ব মে ॥ ৩২ ॥
হন্ম্যহং দুঃখমত্যুগ্রং প্রাণিনাং পৃথিবীতলে।
দৈবঞ্চ মানুষং কান্তে! ব্রতমেতন্মমাদ্ভুতম্।
বিশাললোচনে! ব্রূহি করোমি তব চিন্তিতম্ ॥ ৩৩ ॥
ইত্যুক্তে বচনে রাজ্ঞা শ্রুত্বোবাচ মৃদুস্বনা।
শৃণু রাজেন্দ্র! বক্ষ্যামি মম শোকস্য কারণম্ ॥ ৩৪ ॥

অরালভ্রু কুটিলভ্রু ইতি তস্যাঃ সম্বোধনম্ ॥ ২৯—৩২ ॥
দৈবঞ্চ মানুষং দৈবং মানুষমুভয়মপীত্যর্থঃ ॥ ৩৩—৩৪ ॥

কে ছাড়িয়া দিল, হে প্রিয়দর্শনে! এক্ষণে তোমার পতি অথবা পিতা কোথায় গেল তাহা তুমি আমাকে বল ॥২৮॥ কুটিলনয়নে! তোমার দুঃখ কি তাহা এক্ষণে আমার নিকট বল, কৃশোদরি! আমি সর্ব্বতোভাবে তোমার দুঃখ নাশ করিব সন্দেহ নাই ॥ ২৯ ॥ হে চারু-সর্ব্বাঙ্গি! আমার রাজ্যে কোনও ব্যক্তি কাহাকেও পীড়া দেয় না, সুদর্শনে! আমার রাজ্যে চৌরভয় বা রাক্ষসভয় কিছুই নাই; আমার শাসন সময়ে ভূতলে দারুণ উৎপাত এবং সিংহভয় বা ব্যাঘ্রভয় প্রভৃতি কোনও প্রকার ভয়ের সম্ভাবনা নাই ॥ ৩০—৩১ ॥ বামোরু! তুমি জাহ্নবীর বিজন তটে রক্ষকহীনা একাকিনী বিলাপ করিতেছ, তোমার দুঃখ কি তাহা আমার নিকট বল ॥ ৩২ ॥ বিমলে! আমি অবনীতলে প্রাণিগণের দৈব কিংবা মনুষ্যজাত উভয়বিধ দুঃখ অতিশয় উগ্রতর হইলেও তাহা দূরীকৃত করিতে পারি, ইহাই আমার প্রধান ব্রত; হে আয়তনেত্রে! তোমার মনের অভিলাষ কি বল, আমি এখনি তাহা সম্পাদন করিতেছি ॥ ৩৩ ॥

রাজা এইরূপ বলিলে পর, সেই মনোরমা কামিনী মৃদুস্বরে কহিতে লাগিল, রাজন্! আমার শোকের কারণ কহিতেছি শ্রবণ করুন ॥৩৪॥ ভূপতে! প্রাণিগণের বিপত্তি উপস্থিত

---

* যোদধতি চ পাঠঃ।

বিপত্তিরহিতঃ প্রাণী কথং রুদতি ভূপতে!।
প্রব্রবীমি মহাবাহো। যদর্থং রুদতী হ্যহম্ ॥ ৩৫ ॥
তব রাজ্যাদন্যদেশে রাজা পরমধার্ম্মিকঃ।
রভ্যো নাম মহারাজ! সন্তানরহিতো ভৃশম্ ॥ ৩৬ ॥
তস্য ভার্য্যা সুবিখ্যাতা রুক্মরেখেতিনামতঃ ॥ ৩৭ ॥
সুরূপা চতুরা সাধ্বী সর্ব্বলক্ষণসংযুতা।
অপুত্রা দুঃখিতা কান্তমিত্যুবাচ পুনঃপুনঃ ॥ ৩৮ ॥
কিং জীবিতেন মে নাথ! ধিগ্ বৃথা জীবিতং মম।
বন্ধ্যায়াঃ সুখহীনায়া হ্যপুত্রায়া ধরাতলে ॥ ৩৯ ॥
ইত্যেবং ভার্য্যয়া ভূপঃ প্রেরিতো মখমুত্তমম্।
চকার ব্রাহ্মণাংস্তজ্জ্ঞানাহূয় বিধিবত্তদা ॥ ৪০ ॥
পুত্রকামো ধনং ভূরি দদাবথ যথোদিতম্।
হূয়মানে ঘৃতেঽত্যর্থং পাবকাদতিসুপ্রভাৎ।
আবির্ব্বভূব চার্ব্বঙ্গী কন্যকা শুভলক্ষণা ॥ ৪১ ॥

বিপত্তিরহিত ইতি। বিপত্তিহীনঃ কথং রুদতি নৈব রোদিতীত্যর্থঃ। রুদতীত্যার্ষম্। তস্মাদ্রোদনেন বিপত্ত্যনুমানং কুর্ব্বিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

(সন্তানরহিতো ভৃশমিতি। ভৃশমত্যর্থং সন্তানৈররহিতঃ কদাচিদপ্যস্য সন্তানং নজাত মিত্যর্থঃ ॥ ৩৬—৩৯ ॥

ইতীতি। তজ্জ্ঞান্ মখসাধনক্রিয়াভিজ্ঞানিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

পুত্রকামেতি। হূয়মানস্য পাবকস্য সুপ্রভত্বং সিদ্ধিসূচকমিতি ভাবঃ ॥ ৪১ ॥

না হইলে তাহারা নিরর্থক রোদন করিবে কেন? হে মহাবাহো! আমি যে নিমিত্ত রোদন করিতেছি তাহা এক্ষণে বলিতেছি ॥ ৩৫ ॥ মহারাজ! আপনার দেশ হইতে অন্যতর দেশে রভ্য নামক পরম ধার্ম্মিক এক রাজা প্রথমে নিঃসন্তান থাকেন। রুক্মরেখা নাম্নী তাঁহার পরম সুন্দরী একমাত্র ভার্য্যা; তিনি চতুরা সাধ্বী এবং সর্ব্বসুলক্ষণ সম্পন্না। কিন্তু পুত্রহীনা ছিলেন বলিয়া তিনি সেই দুঃখে দুঃখিত হইয়া নিজকান্ত রৈভ্যরাজকে কাতর স্বরে কহিলেন, নাথ! আমি পুত্রহীনা বন্ধ্যা সেই জন্য আমার মনে কিছুমাত্রই সুখ নাই। ধরাতলে আমার জীবনই বৃথা, এ জীবনে আর প্রয়োজন কি? ॥৩৬-৩৯॥ রাজমহিষী সুদুঃখিত চিত্তে এইরূপ বলিলে পর, রাজা তখন, বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণকে আনাইয়া বিধি অনুসারে উত্তম যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন ॥ ৪০ ॥ তিনি পুত্র প্রাপ্তির কামনায় শাস্ত্রোক্ত ভূরি ভূরি দ্রব্য প্রদান করিলেন। যখন, ভূরি ভূরি ঘৃতরাশি আহুতি দেওয়া হইতে লাগিল, তখন সেই প্রদীপ্ত পাবক

বিম্বোষ্ঠী সুদতী সুভ্রূঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননা।
কনকাভা সুকেশান্তা রক্তপাণিতলা মৃদুঃ ॥ ৪২ ॥
সুরক্তনয়না তন্বী রক্তপাদতলা ভৃশম্।
হুতাশনাৎ সমুদ্ভূতা হোত্রা সা স্বীকৃতা তদা ॥ ৪৩ ॥
হোতা প্রোবাচ রাজানং গৃহীত্বা তাং সুমধ্যমাম্।
রাজন্! পুত্রীং গৃহাণেমাং সর্ব্বলক্ষণসংযুতাম্ ॥ ৪৪ ॥
একাবলীব সম্ভূতা হূয়মানাদ্ধুতাশনাৎ।
নাম্না চৈকাবলী লোকে খ্যাতা পুত্রী ভবিষ্যতি ॥ ৪৫ ॥
সুখিতো ভব ভূপাল! পুত্র্যা পুত্রসমানয়া।
সন্তোষং কুরু রাজেন্দ্র! দত্তা দেবেন বিষ্ণুনা ॥ ৪৬ ॥
হোতুর্বাক্যং নৃপঃ শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা তাং কন্যকাং শুভাম্।
জগ্রাহ পরমপ্রীতো হোত্রা দত্তাং সুসম্মতাম্ ॥ ৪৭ ॥
গৃহীত্বা নৃপতিস্তাস্তু দদৌ পত্ন্যৈ বরাননাম্।
আভাষ্য রুক্মরেখায়ৈ গৃহাণ সুভগে! সুতাম্ ॥ ৪৮ ॥

শুভলক্ষণান্যাহ বিম্বোষ্ঠীত্যাদি। মৃদুঃকোমলেত্যর্থঃ ॥ ৪২—৪৪ ॥)
একাবলীব মুক্তামালেব ॥ ৪৫ ॥
(সুখিতেতি। সঞ্জাতং সুখমস্যেতি তারকাদিত্বাৎ ইতচ্ ॥ ৪৬ ॥
হোতুরিতি। সুসম্মতাং যজ্ঞীয়াগ্নিজাতত্বাৎ সুপবিত্রাং সুলক্ষণাঞ্চেত্যর্থঃ ॥ ৪৭—৪৮ ॥)

হইতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী শুভলক্ষণা এক কন্যা আবির্ভূত হইল ॥ ৪১ ॥ সেই কন্যার দন্তগুলি একান্ত মনোহর, ভ্রূযুগল অত্যন্ত শোভমান, বদনমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মনোহর, অঙ্গপ্রভা কনকতুল্য কমনীয়, কেশকলাপ সূক্ষ্ম ও আকুঞ্চিত, ওষ্ঠ বিম্বফলের ন্যায়; পাণিতল ও পদতল রক্তবর্ণ নয়নযুগল সুলোহিত-কমলদল তুল্য এবং অঙ্গপ্রতঙ্গ সকল অত্যন্ত কোমল। হুতাশন হইতে উদ্ভূত হইলে হোতা সেই সুমধ্যমা ক্ষীণাঙ্গী কন্যাকে করযুগলে গ্রহণ করিয়া রাজাকে কহিলেন, রাজন্! এই সর্ব্বসুলক্ষণা তনয়াকে গ্রহণ কর ॥ ৪২—৪৪ ॥ হোমকালে হুতাশন হইতে একাবলী মালার ন্যায় উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব এই কন্যা জগতীতলে একাবলী নামে বিখ্যাত হইবে ॥ ৪৫ ॥ হে পৃথিবীপাল! এই পুত্রসদৃশী সুলক্ষণা কন্যা গ্রহণ করিয়া আপনি সুখী হউন, রাজেন্দ্র! দেবদেব বিষ্ণু আপনাকে এই কন্যারত্ন প্রদান করিয়াছেন; ইহাতে আপনি সন্তোষ লাভ করুন ॥ ৪৬ ॥ নৃপতি হোতৃবাক্য শ্রবণে সেই সুশোভনা কন্যা দর্শন করিয়া প্রীতিপ্রফুল্লিতচিত্তে তাঁহার হস্ত হইতে সেই মনোজ্ঞ তনয়াকে গ্রহণ করিলেন ॥ ৪৭ ॥ অনন্তর, সেই বরাননা কন্যাকে

সা তাং কমলপত্রাক্ষীং প্রাপ্য কন্যাং মনোরমাম্।
জহর্ষ মুদিতা রাজ্ঞী পুত্রং প্রাপ্য যথাসুখম্ ॥ ৪৯ ॥
চকার মঙ্গলং কর্ম্ম জাতকর্ম্মাদিকং শুভম্।
পুত্রজন্মসমুত্থং যত্তৎ সর্ব্বং বিধিবত্ততঃ ॥ ৫০ ॥
সমাপ্য চ মখং রাজা দ্বিজেভ্যো দক্ষিণাং শুভাম্।
দত্ত্বা বিসৃজ্য বিপ্রেন্দ্রান্ মুদং প্রাপ মহীপতিঃ ॥ ৫১ ॥
দিনে দিনেঽসিতাপাঙ্গী পুত্রবৃদ্ধ্যা ভৃশং বভৌ।
মুদঞ্চ পরমাং প্রাপ নৃপভার্য্যা সুতান্বিতা ॥ ৫২ ॥
উৎসবস্তদ্দিনে তস্য প্রবৃত্তঃ সুতজন্মজঃ।
পুত্রী পুত্রসমাত্যর্থং বভূব বল্লভা কিল ॥ ৫৩ ॥
রাজ্ঞো মন্ত্রিসুতা চাহং সুবুদ্ধে! মন্মথাকৃতে!।
যশোবতী চ মে নাম সমানং বয় আবয়োঃ ॥ ৫৪ ॥

হে সুভগে সুতাং গৃহাণেত্যেবমাভাষ্যেত্যর্থঃ ॥ ৪৯—৫১ ॥
পুত্রবৃদ্ধ্যা পুত্রবর্দ্ধনসমানবর্দ্ধনেনেত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥
পুত্রীং সুতস্থানীয়াং মত্বা সুতজন্মনি জায়মান উৎসবঃ তস্য রাজ্ঞো গৃহে তদ্দিনে সংপ্রবৃত্তঃ ॥ ৫৩ ॥
সুবুদ্ধে মন্মথাকৃতে ইতি রাজ্ঞঃ সম্বোধনম্। তেন চ ত্বয়ি মমাসক্তির্বর্ত্ততে ইতি যশোবত্যা বোধিতম্ ॥ ৫৪ ॥

লইয়া নিজপত্নী দেবী রুক্মরেখার নিকট যাইয়া কহিলেন, সুভগে! এই কন্যাকে গ্রহণ কর ॥ ৪৮ ॥ রাজ্ঞী রুক্মরেখা সেই কমলনয়না মনোরমা তনয়ারে পাইয়া পুত্রপ্রাপ্তির ন্যায় সুখানুভব করিতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥ অনন্তর রাজা কন্যার জাতকর্ম্মাদি মঙ্গলকর কর্ম্ম সকল এবং পুত্র জন্মের ন্যায় যাবতীয় ক্রিয়া কলাপ সম্পাদন করিলেন ॥ ৫০ ॥ নরপতি স্বীয় যজ্ঞ সমাপন করিয়া দ্বিজগণকে বহুতর দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক বিদায় দিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন ॥ ৫১ ॥ সেই অসিতাপাঙ্গী কন্যা পুত্রনির্ব্বিশেষে লালিতা ও প্রতিপালিতা হইয়া দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। নৃপতি-ভার্য্যা রুক্মরেখা সেই তনয়াকে লাভ করিয়া অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত হইলেন। সেই দিনেই পুত্র-জন্মোৎসবের ন্যায় উৎসব আরম্ভ হইল, সেই কন্যা পুত্রের ন্যায় অত্যন্ত বল্লভা হইয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিল ॥ ৫২—৫৩ ॥ হে মন্মথমূর্ত্তে! আপনি রাজা ও অত্যন্ত বুদ্ধিমান্, আমি আপনার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিব, শ্রবণ করুন। আমি সেই রাজার মন্ত্রিতনয়া, আমার নাম যশোবতী; সেই একাবলীর আর আমার সমানরূপ এবং সমান বয়স, অতএব রাজা ক্রীড়ার নিমিত্ত

বয়স্যাহং কৃতা রাজ্ঞা ক্রীড়নায় তয়া সহ।
সদা সহচরী জাতা প্রেমযুক্তা দিবানিশম্ ॥ ৫৫ ॥
একাবলী গন্ধবন্তি যত্র পদ্মানি পশ্যতি।
তত্র সা রমতে বালা নান্যত্র সুখমাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৬ ॥
সুদূরে জাহ্নবীতীরে ভবন্তি কমলান্যপি।
রমমাণা তত্র যাতা মৎসমেতা সখীযুতা ॥ ৫৭ ॥
ময়া নিবেদিতং রাজন্! পুত্রী তে কমলাকরান্।
প্রেক্ষমাণাতিদূরে সা প্রয়াতি নির্জ্জনে বনে ॥ ৫৮ ॥
নিষেধিতাথ পিত্রাসৌ গৃহে কৃত্বা জলাশয়ান্।
কমলান্ বাপয়িত্বাথ পুষ্পিতান্ ভ্রমরাবৃতান্ ॥ ৫৯ ॥
তথাপি নির্যযৌ বালা কমলাসক্তচেতনা।
তদা রাজ্ঞা রক্ষপালাঃ প্রেরিতাঃ শস্ত্রপাণয়ঃ ॥ ৬০ ॥

আবয়োঃ রাজকন্যায়াঃ মম চেত্যর্থঃ। বয়স্যা সখী ॥ ৫৫ ॥
একাবল্যাঃ স্বভাবমাহ গন্ধবন্তীতি ॥ ৫৬—৫৭ ॥
তস্যাস্তৎকর্ম্ম জাহ্নবীতীরদূরদেশস্থকমলগ্রহণরূপং ময়া রাজ্ঞে নিবেদিতং কথং নিবেদিতং তত্রাহ রাজন্নিতি ॥ ৫৮ ॥
নির্জ্জনে বনে তথাচ কস্মিংশ্চিদ্দিবসে ব্যাঘ্রাদিভিরুপদ্রুতা স্যাদিতি ভাবঃ। ইত্থং ময়া নিবেদিতে সতি গৃহে জলাশয়ান্ কৃত্বা তত্র পুষ্পিতান্ ভ্রমরাবৃতান্ কমলান্ পুংস্ত্বমার্ষম্।

আমাকে তাঁহার বয়স্যা সখী করিয়া দিয়াছেন। আমি দিবারাত্রই তাঁহার প্রিয়তমা সহচরী হইয়া সময় যাপন করিয়া থাকি ॥৫৪-৫৫॥ একাবলী যেখানে গন্ধযুক্ত পদ্ম দর্শন করেন সেই স্থানেই থাকিতে ও ক্রীড়া করিতে ভাল বাসেন; অন্য কোথাও তাঁহার সুখলাভ হয় না। দূরস্থিত জাহ্নবীতীরে বহুতর কমল জন্মিয়া থাকে, একাবলী আমার ও অন্যান্য সখীগণের সহিত আমোদে তথায় গমন করিয়া থাকেন ॥ ৫৬—৫৭ ॥ আমি এক দিন রাজাকে বলিয়া দিলাম, রাজন্! আপনার একাবলী প্রতি দিন নির্জ্জন দূর বনে কমল-সরোবর দেখিতে গমন করেন ॥ ৫৮ ॥ অনন্তর রাজা তাঁহাকে নিষেধ করিয়া দিলেন এবং আপন ভবন মধ্যে জলাশয় নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বহুতর নলিনী আনিয়া রোপিত করিলেন। ক্রমে তাহাতে কমল সকল প্রস্ফুটিত হইলে, তখন, ভ্রমর সকল আসিয়া তাহাতে মধুপান করিতে লাগিল ॥ ৫৯ ॥ তথাপি তিনি কমল লাভ লালসায় বহির্গত হইতে লাগিলেন; তখন, রাজা তাঁহার সহিত শস্ত্রধারী রক্ষক সকল প্রেরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৬০ ॥ সেই কৃশাঙ্গী নৃপনন্দিনী রক্ষকগণে পরিবৃত হইয়া আমার ও অন্যান্য সখীগণের সহিত ক্রীড়ার

এবং রক্ষাযুতা তন্বী মৎসমেতা সখীযুতা।
ক্রীড়ার্থং জাহ্নবীতোয়ে নিত্যমায়াতি যাতি চ ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে একবীরস্য রাজ্যাভিষেকাদিবর্ণনং নাম একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

বাপয়িত্বা রোপয়িত্বাসৌ কন্যা পিত্রাথ জাহ্নবীতীরং গন্তুং নিবারিতা তথাপীত্যুত্তরশ্লোকে-নান্বয়ঃ ॥ ৫৯—৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

নিমিত্ত জাহ্নবীর জলে প্রতিদিনই আগমন করেন, আবার ক্রীড়া সাঙ্গ হইলেই গৃহে প্রতিগমন করিয়া থাকেন ॥ ৬১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে একবীরের রাজ্যাভিষেক ও একাবলীর জন্মকথনবর্ণন নামক একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

সপ্তমঃ স্কন্ধঃ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

শ্রুত্বৈতাং তাপসা দিব্যাং কথাং রাজা মুদান্বিতঃ।
ব্যাসং পপ্রচ্ছ ধর্ম্মাত্মা পরীক্ষিতসুতঃ পুনঃ ॥ ১ ॥

জনমেজয় উবাচ।

স্বামিন্! সূর্য্যান্বয়ানাঞ্চ রাজ্ঞাং বংশস্য বিস্তরম্।
তথা সোমান্বয়ানাঞ্চ শ্রোতুকামোঽস্মি সর্ব্বথা ॥ ২ ॥
কথয়ানঘ সর্ব্বজ্ঞ! কথাং পাপপ্রণাশিনীম্।
চরিতং ভূপতীনাঞ্চ বিস্তরাদ্বংশয়োর্দ্বয়োঃ ॥ ৩ ॥
তে হি সর্ব্বে পরাশক্তিভক্তা ইতি ময়া শ্রুতম্।
দেবীভক্তস্য চরিতং শৃণ্বন্ কোঽস্তি বিরক্তিভাক্ ॥ ৪ ॥

অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডজননীপদপঙ্কজম্।
নমামি যন্নতের্নশ্যেত্তুয়ং সংসারপঙ্কজম্ ॥ ১ ॥
অর্দ্ধশ্লোকাধিকৈরষ্টত্রিংশৎ শ্লোকৈরতঃপরম্।
সূর্য্যসোমোদ্ভবানাঞ্চ কথা প্রারভ্যতেঽধুনা ॥ ২ ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ে সূর্য্যবংশোদ্ভবাস্তদ্বৎসোমবংশোদ্ভবা অপীত্যুক্তম্। তত্র তামেব কথাং রাজা পৃষ্টবানিতি সূত আহ। শ্রুত্বৈতামিতি। তাপসা ইতি মুনিসম্বোধনম্ ॥ ১—৩ ॥

নন্থ কাকদন্তপরীক্ষাবন্নিরর্থকং তেষাং রাজ্ঞাং চরিতকথনে কিং ফলমিতি চেত্তত্রাহ তে হি সর্ব্বে দেবীচরিতকথনাপেক্ষয়াপি দেবীভক্তচরিতকথনং দেব্যা অতিপ্রিয়ং ভবতি।

সূত কহিলেন, তাপসগণ! পরিক্ষিৎ-তনয় ধর্ম্মাত্মা রাজা জনমেজয় চন্দ্র ও সূর্য্যবংশের দিব্য উপাখ্যান শ্রবণে আনন্দিত হইয়া ব্যাসদেবকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন; প্রভো! চন্দ্রবংশীয় ও সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের বংশবিস্তার শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইয়াছে, হে অনঘ! আপনি সমস্ত বিষয়ই বিদিত আছেন, অতএব চন্দ্র ও সূর্য্যবংশের পাপনাশন পবিত্র আখ্যান ও ভূপতিগণের চরিত্র বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন করুন ॥ ১—৩ ॥ সেই চন্দ্র ও সূর্য্যবংশীয় রাজারা পরাশক্তি ভগবতীর একান্ত ভক্ত ইহা আমি শ্রবণ করি-

ইতি রাজর্ষিণা পৃষ্টো ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ।
তমুবাচ মুনিশ্রেষ্ঠঃ প্রসন্নবদনো মুনিঃ॥ ৫ ॥

ব্যাস উবাচ।

নিশাময় মহারাজ! বিস্তরাদ্‌গদতো মম।
সোমসূর্য্যান্বয়ানাঞ্চ তথান্যেষাং সমুদ্ভবম্‌॥ ৬ ॥
বিষ্ণোর্নাভিসরোজাদ্‌ বৈ ব্রহ্মাভূচ্চতুরাননঃ।
তপস্তপ্ত্বা সমারাধ্য মহাদেবীং সুদুর্গমাম্‌॥ ৭ ॥
তয়া দত্তবরো ধাতা জগৎ কর্ত্তুং সমুদ্যতঃ।
নাশকন্মানুষীং সৃষ্টিং কর্ত্তুং লোকপিতামহঃ॥ ৮ ॥
বিচিন্ত্য বহুধা চিত্তে সৃষ্ট্যর্থং চতুরাননঃ।
ন বিস্তারং জগামাশু রচিতাপি মহাত্মনা॥ ৯ ॥
"সসর্জ্জ মানসান্‌ পুত্রান্‌ সপ্তসংখ্যান্‌ প্রজাপতিঃ।"
মরীচিরঙ্গিরাত্রিশ্চ বশিষ্ঠঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
পুলস্ত্যশ্চেতি বিখ্যাতাঃ সপ্তৈতে মানসাঃ সুতাঃ॥ ১০ ॥

তস্মাদ্ধেতোর্দেবীভক্তানাং রাজ্ঞাং বংশয়োঃ কথাং কথয়েত্যর্থঃ। তদুক্তং দেবীপুরাণে মদ্ভক্ত্যপেক্ষয়া ভক্তে মম ভক্তিস্তু সিদ্ধিদেতি॥ ৪—৫॥

তথান্যেষামিতি। তৎসঙ্গেনান্যেষামপি রাজ্ঞামিত্যর্থঃ॥ ৬॥

মহাদেবীং সুদুর্গমামিতি। মায়াবীজং জজাপেত্যর্থঃ। তদুক্তমুমাসংহিতায়াম্‌। সৃষ্ট্যর্থং ভগবান্‌ ব্রহ্মা মায়াবীজং পরাৎপরম্‌। জজাপ যৎপ্রসাদেন সৃষ্টিকর্ত্তাভবদ্বিভুরিতি॥৭—৮॥

মহাত্মনা বহুধা বিচিন্ত্য রচিতা সৃষ্টিস্তথাপি চতুরাননঃ তস্যা বিস্তারং ন জগামেত্যন্বয়ঃ॥ ৯—১২॥

য়াছি; মুনিবর! দেবীভক্তের চরিতকথা শ্রবণ করিতে কোন্‌ ব্যক্তি বিরক্ত হইয়া থাকে?॥৪। রাজর্ষি এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে সত্যবতীতনয় মুনিবর কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রীতিপ্রফুল্ল বদনে তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৫ ॥

মহারাজ! আমি চন্দ্র ও সূর্য্যবংশীয় রাজা এবং তৎপ্রসঙ্গে অপরাপর রাজাদিগের উৎপত্তি বিবরণ বিস্তারপূর্ব্বক বলিতেছি, আপনি অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন॥ ৬॥ বিষ্ণুর নাভিসরোজ হইতে চতুরানন ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন; তিনি তপস্যায় নিরত হইয়া একান্ত দুজ্ঞেয়া মহাদেবী দুর্গার আরাধনা করিতে লাগিলেন॥৭॥ মহাদেবী আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া বিধাতাকে বরদান করিলেন, তখন সেই সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা বরলাভ করিয়া জগৎ সৃজন করিতে উদ্যত হইলেন বটে, কিন্তু তিনি সহসা মনুষ্য সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইলেন না॥ ৮॥ কলকথা, এই সৃষ্টি পরমাত্মরূপিণী ভগবতী কর্ত্তৃক নিত্যরূপে বিরচিত থাকিলেও চতুরানন

রুদ্রো রোষাৎ সমুৎপন্নোঽপ্যুৎসঙ্গান্নারদোঽভবৎ ।
দক্ষোঽঙ্গুষ্ঠাত্তথান্যেঽপি মানসাঃ সনকাদয়ঃ ॥ ১১ ॥
বামাঙ্গুষ্ঠাদ্দক্ষপত্নী জাতা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ।
বীরিণী নাম বিখ্যাতা পুরাণেষু মহীপতে ! ॥ ১২ ॥
অসিক্নীতি চ নাম্না সা যস্যাং জাতোঽথ নারদঃ ।
দেবর্ষিপ্রবরঃ কামং ব্রহ্মণো মানসঃ সুতঃ ॥ ১৩ ॥

জনমেজয় উবাচ ।

অত্র মে সংশয়ো ব্রহ্মন্ ! যদুক্তং ভবতা বচঃ ।
বীরিণ্যাং নারদো জাতো দক্ষাদিতি মহাতপাঃ ॥ ১৪ ॥
কথং দক্ষস্য পত্ন্যাস্তু বীরিণ্যাং নারদো মুনিঃ ।
জাতো হি ব্রহ্মণঃ পুত্রো ধর্ম্মজ্ঞস্তাপসোত্তমঃ ॥ ১৫ ॥
বিচিত্রমিদমাখ্যাতং ভবতা নারদস্য চ ।
দক্ষাজ্জন্মাস্য ভার্য্যায়াং তদ্বদস্ব সবিস্তরম্ ॥ ১৬ ॥
পূর্ব্বদেহঃ কথং মুক্তঃ শাপাৎ কস্য মহাত্মনা ।
নারদেন বহুজ্ঞেন কস্মাজ্জন্ম কৃতং মুনে ! ॥ ১৭ ॥

মানসঃ সুত ইতি । যদ্যপ্যুৎসঙ্গান্নারদোঽভবদিতি পূর্ব্বমুক্তং তথাপি নারদস্য কস্মিংশ্চিৎকল্পে মনসোঽপ্যুদ্ভবাত্তদাভিপ্রায়েণ মানসত্বোক্তিরিতি বোধ্যম্ ॥ ১৩—১৬ ॥
জন্ম দ্বিতীয়ং কৃতং গৃহীতমিত্যর্থঃ । কস্য শাপাদিত্যন্বয়ঃ ॥ ১৭ ॥

মনে মনে বহুবিধ চিন্তা করিয়াও সত্বর তাহার বিস্তার করিতে পারিলেন না ॥ ৯ ॥ অতএব প্রজাপতি প্রথমত সাতটি মানসপুত্র সৃজন করিলেন। তাঁহাদের নাম মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সাতটিই মানসপুত্র বলিয়া বিখ্যাত ॥ ১০ ॥ তাহার পর সেই প্রজাপতির রোষ হইতে রুদ্র, উৎসঙ্গ হইতে নারদ ও দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষ উৎপন্ন হয়েন। এইরূপ সনকাদি ঋষিগণও তাঁহার মানসপুত্র ॥ ১১ ॥ মহীপতে ! প্রজাপতির বাম অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষের পত্নী জন্ম লাভ করেন, সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা বীরিণী ও অসিক্নী নামে সমস্ত পুরাণেই বিখ্যাত ॥ ১২ ॥ দেবর্ষিপ্রবর নারদ সময়ান্তরে তাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন ॥ ১৩ ॥

জনমেজয় বলিলেন, ব্রহ্মন্ ! আপনি কহিলেন যে, মহাতপা নারদ দক্ষের ঔরসে বীরিণীর গর্ভে জন্ম লাভ করেন, ইহাতে আমার সংশয় জন্মিয়াছে ॥১৪॥ নারদ মুনি একেত ব্রহ্মার পুত্র, বিশেষত ধর্ম্মজ্ঞানসম্পন্ন ও তাপসগণের অগ্রগণ্য অতএব তিনি দক্ষের পত্নী বীরিণীর গর্ভে কি প্রকারে জন্মগ্রহণ করিলেন ? ॥ ১৫ ॥ ভাল, তাহাই যদি হয় তবে দক্ষ

ব্যাস উবাচ।

ব্রহ্মণাসৌ সমাদিষ্টো দক্ষঃ সৃষ্ট্যর্থমাদিতঃ।
প্রজাঃ সৃজেতি সুভৃশং বৃদ্ধিহেতোঃ স্বয়ম্ভুবা ॥ ১৮ ॥
ততঃ পঞ্চসহস্রাণি জনয়ামাস বীর্য্যবান্।
দক্ষঃ প্রজাপতিঃ পুত্ত্রান্ বীরিণ্যাং বলবত্তরান্ ॥ ১৯ ॥
দৃষ্ট্বা তান্নারদঃ পুত্ত্রান্ সর্ব্বান্ বর্দ্ধয়িষূন্ প্রজাঃ।
উবাচ প্রহসন্ বাচং দেবর্ষিঃ কালনোদিতঃ ॥ ২০ ॥
ভুবঃ প্রমাণমজ্ঞাত্বা স্রষ্টুকামাঃ প্রজাঃ কথম্।
লোকানাং হাস্যতাং যূয়ং গমিষ্যথ ন সংশয়ঃ ॥ ২১ ॥
পৃথিব্যা বৈ প্রমাণন্তু জ্ঞাত্বা কার্য্যঃ সমুদ্যমঃ।
কৃতোঽসৌ সিদ্ধিমায়াতি নান্যথেতি বিনিশ্চয়ঃ ॥ ২২ ॥
বালিশা বত যূয়ং বৈ যদজ্ঞাত্বা ভুবস্তলম্।
সমুদ্যতাঃ প্রজাঃ কর্ত্তুং কথং সিদ্ধির্ভবিষ্যতি ॥ ২৩ ॥

বৃদ্ধিহেতোর্জ্জগত ইত্যর্থঃ ॥ ১৮—২০ ॥
হাস্যতামিতি। যুষ্মান্ দৃষ্ট্বা লোকা হসিষ্যন্তীত্যর্থঃ ॥ ২১—২২ ॥
বালিশা ইতি। স্থলাভাবে প্রজাঃ ক স্থাস্যন্তীতি ভাবঃ ॥ ২৩—২৭ ॥

হইতে তাঁহার ভার্য্যার গর্ভে নারদের যে জন্ম হইয়াছিল, আপনি সেই বিচিত্র কথা বিস্তার পূর্ব্বক বলুন ॥ ১৬ ॥ মুনে! মহাত্মা নারদ বহুজ্ঞান সম্পন্ন হইয়াও কাহার শাপপ্রভাবে পূর্ব্ব দেহ পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় কি প্রকারে জন্মগ্রহণ করেন? ॥ ১৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! জগতের বৃদ্ধির নিমিত্ত অসংখ্য প্রজা সৃজন কর, স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা সৃষ্টি কামনায় এই কথা বলিয়া প্রথমে দক্ষকে আদেশ করিলেন ॥ ১৮ ॥ দক্ষ প্রজাপতি পিতার অনুজ্ঞা লাভ করিয়া বীরিণীর গর্ভে বলবত্তর বীর্য্যবান্ পঞ্চ সহস্র পুত্ত্র উৎপাদন করিলেন ॥ ১৯ ॥ সেই সমস্ত দক্ষপুত্ত্রদিগকে প্রজাবর্দ্ধনাভিলাষী দেখিয়া দেবর্ষি নারদ কাল প্রেরিত হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন ॥ ২০ ॥ তোমরা পৃথিবীর পরিমাণ না জানিয়া কি প্রকারে প্রজা সৃজন করিতে বাসনা করিয়াছ, সুতরাং তোমরা লোক-সাধারণের উপহাসাস্পদ হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ২১ ॥ পরন্তু পৃথিবীর প্রমাণ বিদিত হইয়া সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে উহা সুসিদ্ধ হইবে। কিন্তু ইহার অন্যথা করিলে কখনই কার্য্য সম্পন্ন হইবে না, ইহা স্থির নিশ্চয় জানিবে ॥ ২২ ॥ হায়! তোমরা নিতান্ত অজ্ঞান!! ভূতলের বৃত্তান্ত না জানিয়াই প্রজা সৃজন করিতে উদ্যত হইয়াছ অতএব তোমাদের কার্য্য কি প্রকারে সিদ্ধ হইবে? ॥ ২৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

নারদেনৈবমুক্তাস্তে হর্য্যশ্বা দৈবযোগতঃ।
অন্যোন্যমূচুঃ সহসা সম্যগাহ মুনিঃ কিল ॥ ২৪ ॥
জ্ঞাত্বা প্রমাণমুর্ব্ব্যাস্তু সুখং স্রক্ষ্যামহে প্রজাঃ।
ইতি সঞ্চিন্ত্য তে সর্ব্বে প্রয়াতাঃ প্রেক্ষিতুং ভুবঃ ॥ ২৫ ॥
তলং সর্ব্বং পরিজ্ঞাতুং বচনান্নারদস্য চ।
প্রাচ্যাং কেচিদ্ গতাঃ কামং দক্ষিণস্যাং তথাপরে ॥ ২৬ ॥
প্রতীচ্যামুত্তরস্যাস্তু কৃতোৎসাহাঃ সমস্ততঃ।
দক্ষঃ পুত্রান্ গতান্ দৃষ্ট্বা পীড়িতস্তু শুচা ভৃশম্ ॥ ২৭ ॥
অন্যানুৎপাদয়ামাস প্রজার্থং কৃতনিশ্চয়ঃ।
তেঽপি তত্রোদ্যতাঃ কর্ত্তুং প্রজার্থমুদ্যমং সুতাঃ ॥ ২৮ ॥
নারদঃ প্রাহ তান্ দৃষ্ট্বা পূর্ব্বং যদ্বচনং মুনিঃ।
বালিশা বত য়ূয়ং বৈ যদজ্ঞাত্বা ভুবঃ কিল।
প্রমাণন্তু প্রজাঃ কর্ত্তুং প্রবৃত্তাঃ কেন হেতুনা ॥ ২৯ ॥
শ্রুত্বা বাক্যং মুনেস্তেঽপি মত্বা সত্যং বিমোহিতাঃ।
জগ্মুঃ সর্ব্বে যথাপূর্ব্বং ভ্রাতরশ্চলিতাস্তথা ॥ ৩০ ॥

প্রজার্থমুদ্যমং কর্ত্তুমুদ্যতা ইত্যন্বয়ঃ ॥ ২৮ ॥
যদ্বচনং পূর্ব্বমুক্তং তদেব প্রাহেত্যন্বয়ঃ। তদেব বাক্যমাহ বালিশা ইতি ॥ ২৯—৩৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! দৈবযোগে সহসা নারদের ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া সেই হর্য্যশ্ব প্রভৃতি পুত্রগণ পরস্পর বলিলেন যে, এই মুনিবর যে কথা বলিয়াছেন তাহা সত্য ॥ ২৪ ॥ পৃথিবীর পরিমাণ বিদিত হইয়া আমরা সুখে প্রজাপুঞ্জ সৃষ্টি করিব। তাহারা সকলে এইরূপ বিবেচনা করিয়া ভূতল দর্শন করিতে প্রস্থান করিল ॥ ২৫ ॥ তাহারা নারদের বাক্যে উৎসাহিত হইয়া সমস্ত ভূতল পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে কেহ পূর্ব্ব দিকে, কেহ দক্ষিণ দিকে, কেহ উত্তর দিকে, কেহ বা পশ্চিম দিকে ইচ্ছানুসারে এক সময়েই গমন করিল। পুত্রগণ প্রস্থান করিলে দক্ষ তাহাদের অদর্শনে সাতিশয় শোকাতুর হইলেন ॥ ২৬-২৭ ॥ পরন্তু, তিনি প্রজা কামনায় কৃতসংকল্প হইয়া পুনরায় অন্য পুত্র উৎপাদন করিলেন। তাঁহার সেই পুত্রেরাও তখন প্রজা সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইলেন ॥ ২৮ ॥ নারদ মুনি তাঁহাদিগকে অবলোকন করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় বলিলেন, হায়! তোমরা নিতান্ত অজ্ঞান!! পৃথিবীর পরিমাণ না জানিয়া কি কারণে প্রজা সৃজন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ? ॥ ২৯

তান্ সুতান্ প্রস্থিতান্ দৃষ্ট্বা দক্ষঃ কোপসমন্বিতঃ।
শশাপ নারদং রোষাৎ পুত্রশোকসমুদ্ভবাৎ ॥ ৩১ ॥

দক্ষ উবাচ।

নাশিতা মে সুতা যস্মাত্তস্মান্নাশমবাপ্নুহি।
পাপেনানেন দুর্বুদ্ধে! গর্ভবাসং ব্রজেতি চ ॥ ৩২ ॥
পুত্রো মে ভব কামং ত্বং যতো মে ভ্রংশিতাঃ সুতাঃ ॥ ৩৩ ॥
ইতি শপ্তস্ততো জাতো বীরিণ্যাং নারদো মুনিঃ।
ষষ্টির্ভূয়োঽসৃজৎ কন্যা বীরিণ্যামিতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ৩৪ ॥
শোকং বিহায় পুত্রাণাং দক্ষঃ পরমধর্ম্মবিৎ।
তাসাং ত্রয়োদশ প্রাদাৎ কশ্যপায় মহাত্মনে ॥ ৩৫ ॥
দশ ধর্ম্মায় সোমায় সপ্তবিংশতি ভূপতে!।
দ্বে চৈব ভৃগবে প্রাদাচ্চতস্রোঽরিষ্টনেমিনে।
দ্বে চৈবাঙ্গিরসে কন্যে তথৈবাঙ্গিরসে পুনঃ ॥ ৩৬ ॥
তাসাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ দেবাশ্চ দানবাস্তথা।
জাতা বলসমাযুক্তাঃ পরস্পরবিরোধকাঃ ॥ ৩৭ ॥

দ্বে কন্যে অঙ্গিরসে কৃশাশ্বায় দদাবিত্যর্থঃ। তথৈবাঙ্গিরসে পুনরিতি। পুনঃ দ্বে অবশিষ্টে কন্যে অঙ্গিরসে তন্নাম্নে মুনয়ে দদৌ। তদুক্তং কূর্ম্মপুরাণে। সপ্তবিংশতি সোমায়

নারদের বাক্য সত্য বিবেচনায় মোহিত হইয়া পূর্ব্ব ভ্রাতারা যেরূপ প্রস্থান করিয়াছিলেন তাহারাও সেইরূপ গমন করিল ॥ ৩০ ॥ দক্ষ প্রজাপতি সেই সুতগণের অদর্শনে কুপিত হইয়া পুত্রশোকসম্ভূত রোষবশত নারদকে শাপ প্রদান করিলেন ॥ ৩১ ॥

দক্ষ বলিলেন, রে দুর্ব্বুদ্ধে! তুমি আমার পুত্রগণকে বিনষ্ট করিয়াছ অতএব নাশপ্রাপ্ত হও; ফলতঃ মদীয় পুত্র বিনাশের পাপে তোমাকে গর্ভে বাস করিতে হইবে; আর অধিক কি বলিব, তুমি আমার তনয়গণকে স্থানভ্রষ্ট করিয়াছ অতএব তুমি অবশ্য আমারই পুত্র হইবে ॥ ৩২-৩৩ ॥ নারদ এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া বীরিণীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। এইরূপ শুনিয়াছি যে, তাহার পর প্রজাপতি দক্ষ বীরিণীর গর্ভে ষাটটি কন্যা উৎপাদন করেন ॥ ৩৪ ॥ ভূপতে! তখন পরম ধর্ম্মবিদ্ দক্ষ পুত্রশোক পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের ত্রয়োদশটী মহাত্মা কশ্যপকে, ধর্ম্মকে দশটী, চন্দ্রকে সপ্তবিংশতিটী, ভৃগুকে দুইটী, অরিষ্টনেমিকে চারিটী, দুইটী কৃশাশ্বকে এবং অবশিষ্ট দুইটী কন্যা অঙ্গিরাকে দান করেন ॥৩৫-৩৬॥ তাহাদের পুত্র পৌত্র দেব ও দানবগণ বলসম্পন্ন হইয়া পরস্পর বিরোধী হইল ॥ ৩৭ ॥

রাগদ্বেষান্বিতাঃ সর্ব্বে পরস্পরবিরোধিনঃ।
সর্ব্বে মোহবৃতাঃ শূরা হ্যভবন্নতিমায়িনঃ ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে সূর্য্যসোমবংশীয়ভূপানাং কথারম্ভো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

চতস্রোঽরিষ্টনেমিনে। দ্বে চৈব ভৃগুপুত্রায় দ্বে কৃশাশ্বায় ধীমতে। দ্বে চৈবাঙ্গিরসে তদ্বত্তেষাং বক্ষ্যেঽথ বিস্তরমিতি ॥ ৩৭—৩৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

তাহারা সকলেই শূর ও অতিশয় মায়াবী সুতরাং রাগ ও দ্বেষ বশত বিমোহিত হইয়া পরস্পর বিরোধ করিতে লাগিল ॥ ৩৮ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে চন্দ্রসূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণের কথারম্ভ নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

জনমেজয় উবাচ।

মমাখ্যাহি মহাভাগ! রাজ্ঞাং বংশং সুবিস্তরম্।
সূর্য্যান্বয়প্রসূতানাং ধর্ম্মজ্ঞানাং বিশেষতঃ॥ ১॥

ব্যাস উবাচ।

শৃণু ভারত! বক্ষ্যামি রবিবংশস্য বিস্তরম্।
যথা শ্রুতং ময়া পূর্ব্বং নারদাদৃষিসত্তমাৎ॥ ২॥
একদা নারদঃ শ্রীমান্ সরস্বত্যাস্তটে শুভে।
আজগামাশ্রমে পুণ্যে বিচরন্ স্বেচ্ছয়া মুনিঃ॥ ৩॥
প্রণম্য শিরসা পাদৌ তস্যাগ্রে সংস্থিতস্তদা।
ততস্তস্যাসনং দত্ত্বা কৃত্বার্হণমথাদরাৎ॥ ৪॥
বিধিবৎপূজয়িত্বা তমুক্তবান্ বচনস্ত্বিদম্।
পাবিতোঽহং মুনিশ্রেষ্ঠ! পূজ্যস্যাগমনেন বৈ॥ ৫॥

পঞ্চষষ্টিশ্লোকবর্ষ্যোঃ সূর্য্যসোমান্বয়স্য চ।
বিস্তারো বর্ণ্যতে সম্যগ্ দেবীভক্তিযুতস্য চ॥ ১॥

সূর্যসোমবংশবিস্তারম্ রাজা পৃচ্ছতি মমাখ্যাহীতি॥ ১—২॥
মমাশ্রমে আজগামেতি ব্যাসোক্তিঃ॥ ৩—৫॥

জনমেজয় বলিলেন, মহাভাগ! বিশেষরূপ ধর্ম্মজ্ঞান সম্পন্ন যে সমস্ত রাজা সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আপনি তাঁহাদিগের বংশ বিস্তার আমার নিকট বর্ণন করুন॥ ১॥

ব্যাস বলিলেন, ভারত! পূর্ব্বে ঋষিসত্তম নারদের মুখে সূর্য্যবংশের বিস্তৃতি বিবরণ যেরূপ শুনিয়াছি, অধুনা আমি তাহাই অবিকল বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন॥ ২॥ একদা শ্রীমান্ নারদ মুনি যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে সরস্বতী নদীর সুশোভন তীরদেশে মদীয় পবিত্র আশ্রমে আগমন করিলেন॥ ৩॥ তাঁহাকে দর্শন করিয়া আমি তাঁহার পাদযুগলে অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলাম; পরে তাঁহাকে আসনে উপবেশন করাইয়া সমাদর সহকারে তাঁহার পূজা করিলাম॥ ৪॥ এইরূপে যথাবিধানে

কথাং কথয় সর্ব্বজ্ঞ ! রাজ্ঞাং চরিতসংযুতাম্ ।
রাজানো যে সমাখ্যাতাঃ সপ্তমেঽস্মিন্ মনোঃ কুলে ॥ ৬ ॥
তেষামুৎপত্তিরতুলা চরিতং পরমাদ্ভুতম্ ।
শ্রোতুকামোঽস্ম্যহং ব্রহ্মন্ ! সূর্য্যবংশস্য বিস্তরম্ ॥ ৭ ॥
সমাখ্যাহি মুনিশ্রেষ্ঠ ! সমাসব্যাসপূর্ব্বকম্ ।
ইতি পৃষ্টো ময়া রাজন্ ! নারদঃ পরমার্থবিৎ ।
উবাচ প্রহসন্ প্রীতঃ সমাভাষ্য মুদান্বয়ম্ ॥ ৮ ॥

নারদ উবাচ ।

শৃণু সত্যবতীসূনো ! রাজ্ঞাং বংশমনুত্তমম্ ।
পাবনং কর্ণসুখদং ধর্ম্মজ্ঞানাদিভির্যুতম্ ॥ ৯ ॥
ব্রহ্মা পূর্ব্বং জগৎকর্ত্তা নাভিপঙ্কজসম্ভবঃ ।
বিষ্ণোরিতি পুরাণেষু প্রসিদ্ধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ১০ ॥
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বকর্ত্তাসৌ স্বয়ম্ভূঃ সর্ব্বশক্তিমান্ ।
তপস্তপ্ত্বা স বিশ্বাত্মা বর্ষাণামযুতং পুরা ॥ ১১ ॥

সপ্তমেঽস্মিন্ মনোঃ কুলে ইতি। বৈবস্বতমনোরিত্যর্থঃ ॥ ৬—৭ ॥
সমাসব্যাসৌ সঙ্ক্ষেপবিস্তারৌ কুত্রচিৎ সঙ্ক্ষেপঃ কুত্রচিদ্বিস্তারঃ ॥ ৮—১৬

তাঁহার পূজা করিয়া তাঁহাকে বলিলাম; মুনিবর! আপনি বিশ্বের পূজনীয় অতএব আপনার আগমনে আমার আশ্রম পবিত্র হইল ॥ ৫ ॥ হে সর্ব্বজ্ঞ! আপনি রাজাদিগের চরিত সমন্বিত উপাখ্যান কীর্ত্তন করুন। সপ্তম মনুর বংশে যে সকল রাজা বিখ্যাত, তাহাদিগের উৎপত্তি বিষয়ে তুলনা নাই এবং চরিত্রও অতীব অদ্ভুত; অতএব ব্রহ্মন্! সূর্য্যবংশের বিবরণ সবিস্তার শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা জন্মিয়াছে, মুনিবর! আপনি স্থলবিশেষে কোথাও সংক্ষেপ কোথাও বা বিস্তার করিয়া উহা বর্ণন করুন ॥ ৬—৭ ॥ রাজন্! আমি এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, পরমার্থবিৎ নারদ প্রীতিসহকারে হাস্য করিতে করিতে আমায় সম্বোধন করিয়া আনন্দিত মনে সূর্য্যবংশ-বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৮ ॥

সত্যবতীতনয়! রাজাদিগের বংশ বিবরণ অতি পবিত্র ও শ্রবণ সুখকর বিশেষত ঐ অনুত্তম বৃত্তান্ত কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে ধর্ম্ম ও জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে, অতএব আপনি উহা শ্রবণ করুন ॥ ৯ ॥ পুরাকালে ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে উৎপন্ন হইয়া জগতের সৃষ্টি করেন, এই কথা পুরাণ মাত্রেই প্রসিদ্ধ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে ॥ ১০ ॥ সেই বিশ্বসংসারের আত্মস্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ম্ভু সৃষ্টির আরম্ভ সময়ে দশ সহস্র বৎসর তপস্যা করেন, সেই তপঃপ্রভাবে তিনি সৃষ্টি করিবার বিশিষ্ট শক্তি লাভ করিয়া সমস্ত

স্থষ্টিকামঃ শিবাং ধ্যাত্বা প্রাপ্য শক্তিমনুত্তমাম্।
পুত্রানুৎপাদয়ামাস মানসান্ শুভলক্ষণান্॥ ১২॥
মরীচিঃ প্রথিতস্তেষামভবৎ সৃষ্টিকর্ম্মণি॥ ১৩॥
তস্য পুত্রোঽতিবিখ্যাতঃ কশ্যপঃ সর্ব্বসম্মতঃ।
ত্রয়োদশৈব তস্যাসন্ ভার্য্যা দক্ষসুতাঃ কিল॥ ১৪॥
দেবাঃ সর্ব্বে সমুৎপন্না দৈত্যা যক্ষাশ্চ পন্নগাঃ।
পশবঃ পক্ষিণশ্চৈব তস্মাৎ সৃষ্টিস্তু কাশ্যপী॥ ১৫॥
দেবানাং প্রথিতঃ সূর্য্যো বিবস্বান্নাম তস্য তু।
তস্য পুত্রঃ স বিখ্যাতো বৈবস্বতমনুর্নৃপঃ॥ ১৬॥
তস্য পুত্রস্তথেক্ষ্বাকুঃ সূর্য্যবংশবিবর্দ্ধনঃ।
নবাভুবন্ সুতাস্তস্য মনোরিক্ষ্বাকুপূর্ব্বজাঃ॥ ১৭॥
তেষাং নামানি রাজেন্দ্র! শৃণুম্বৈকমনাঃ পুনঃ।
ইক্ষ্বাকুরথ নাভাগো ধৃষ্টঃ শর্য্যাতিরেব চ॥ ১৮॥
নরিষ্যন্তস্তথা প্রাংশুর্নৃগো দিষ্টশ্চ সপ্তমঃ।
করূষশ্চ পৃষধ্রশ্চ নবৈতে মানবাঃ স্মৃতাঃ॥ ১৯॥

ইক্ষ্বাকুঃ পূর্ব্বং জাতো যেষাং নবানাং তে নবপুত্রাস্তস্য মনোর্বৈবস্বতস্যাভবন্॥ ১৭॥
তেষাং নামান্যাহ তেষামিতি॥ ১৮॥
প্রাংশোরেব পুরাণান্তরে কবিরিতি সংজ্ঞা। নবৈত ইতি। ইক্ষ্বাকুরহিতা নব তৎসহিতাস্তু দশৈবেতি বোধ্যম্। কূর্ম্মপুরাণে তু নবৈবোক্তাঃ॥ ১৯॥

জগৎ সৃজনে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ১১॥ তিনি সৃষ্টি কামনায় দেবীর ধ্যান করিয়া যেমন অনুত্তম শক্তি লাভ করিলেন, অমনি প্রথমে শুভলক্ষণ সম্পন্ন মানসপুত্রদিগকে উৎপাদন করিলেন॥ ১২॥ তাঁহাদের মধ্যে মরীচিই সৃষ্টিকার্য্যে বিশ্রুত হয়েন॥ ১৩॥ তাঁহার পুত্র কশ্যপও সকলের সম্মানিত এবং অতিশয় বিখ্যাত। তাঁহার ত্রয়োদশটী ভার্য্যা; তাঁহারা সকলেই দক্ষপ্রজাপতির কন্যা॥ ১৪॥ দেবতা, দৈত্য, যক্ষ, পন্নগ, পশু ও পক্ষিগণ সমস্তই তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সেই জন্যই ইহাকে কাশ্যপী সৃষ্টি বলিয়া থাকে॥ ১৫॥ দেবতাদিগের মধ্যে সূর্য্য বিশেষ বিখ্যাত; তাঁহার অন্য এক নাম বিবস্বান্, বিবস্বতের পুত্র বৈবস্বত মনু; তিনি রাজা হইয়া সাতিশয় সুখ্যাতি লাভ করেন। ইহা ভিন্ন মনুর আরও নয়টি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন॥ ১৭॥ রাজেন্দ্র! তাঁহাদের নাম একমনা হইয়া শ্রবণ করুন; নাভাগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, প্রাংশু, নৃগ, দিষ্ট, করূষ, পৃষধ্র এই

ইক্ষ্বাকুস্তু মনোঃ পুত্রঃ প্রথমঃ সমজায়ত।
তস্য পুত্রশতঞ্চাসীজ্জ্যেষ্ঠো বিকুক্ষিরাত্মবান্ ॥ ২০ ॥
নবানাং বংশবিস্তারং সংক্ষেপেণ নিশাময়।
শূরাণাং মনুপুত্রাণাং মনোরন্তরজন্মনাম্ ॥ ২১ ॥
নাভাগস্য তু পুত্রোঽভূদম্বরীষঃ প্রতাপবান্।
ধর্ম্মজ্ঞঃ সত্যসন্ধশ্চ প্রজাপালনতৎপরঃ ॥ ২২ ॥
ধৃষ্টাত্তু ধার্ষ্টকং ক্ষত্রং ব্রহ্মভূতমজায়ত।
সংগ্রামকাতরং সম্যক্ ব্রহ্মকর্ম্মরতস্তথা ॥ ২৩ ॥
শর্যাতেস্তনয়শ্চাভূদানর্ত্তো নাম বিশ্রুতঃ।
সুকন্যা চ তথা পুত্রী রূপলাবণ্যসংযুতা ॥ ২৪ ॥
চ্যবনায় সুতা দত্তা রাজ্ঞাপ্যন্ধায় সুন্দরী।
মুনিঃ সুলোচনো জাতস্তস্যাঃ শীলগুণেন হ ॥ ২৫ ॥
বিহিতো রবিপুত্রাভ্যামশ্বিভ্যামিতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ২৬ ॥

জনমেজয় উবাচ।

সন্দেহোঽয়ং মহান্ ব্রহ্মন্! কথায়াং কথিতস্ত্বয়া।
যদ্রাজ্ঞা মুনয়েঽন্ধায় দত্তা পুত্রী সুলোচনা ॥ ২৭ ॥

পুত্রশতমধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্রো বিকুক্ষিরিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥
নবানামিতি। নবানাং পুত্রাণাং মধ্যে কেষাঞ্চিদিত্যর্থঃ। সর্ব্বেষাং বংশাকথনাৎ ॥২১-২৫॥
রবিপুত্রাভ্যামিতি। অশ্বিনীকুমারাভ্যাং বিহিতো নেত্রযুক্তঃ কৃত ইত্যর্থঃ ॥ ২৬—৩০॥

নয়টি মনুর পুত্র ॥১৮—১৯॥ মনুর অন্যতম পুত্র ইক্ষ্বাকুই প্রথমে জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার একশত পুত্র হয়, তাঁহাদের মধ্যে আত্মবান্ বিকুক্ষিই জ্যেষ্ঠ ছিলেন ॥ ২০ ॥ মনুর অনন্তর-জাত নবসংখ্যক শূরপুত্রগণের মধ্যে কতকগুলির বংশ বিস্তার সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ২১ ॥ নাভাগের পুত্র অম্বরীষ, তিনি অত্যন্ত সত্যসন্ধ, পরাক্রান্ত ও ধর্ম্মজ্ঞানী হইয়াছিলেন, অতএব তিনি সর্ব্বদা ন্যায়ানুসারে প্রজা পালন করিতেন ॥ ২২ ॥ ধৃষ্ট হইতে ধার্ষ্টক উৎপন্ন হন, তিনি ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করেন। তিনি স্বভাবতই সংগ্রামে কাতর ছিলেন এবং সর্ব্বদাই ব্রহ্মকার্য্যের অনুষ্ঠানে নিরত থাকিতেন ॥ ২৩ ॥ শর্যাতির আনর্ত্ত নামে বিখ্যাত পুত্র এবং রূপলাবণ্যবতী সুকন্যা নামে একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন ॥ ২৪ ॥ রাজা শর্যাতি সেই সুন্দরী কন্যা অন্ধ চ্যবন ঋষিকে দান করেন, কিন্তু মুনি অন্ধ হইয়াও কন্যার চরিত্র গুণে সুন্দর লোচন লাভ করিয়াছিলেন। আমরা

কুরূপা গুণহীনা বা নারীলক্ষণবর্জ্জিতা।
পুত্রী যদা ভবেদ্রাজ্ঞা তদান্ধায় প্রযচ্ছতি ॥ ২৮ ॥
জ্ঞাত্বান্ধং সুমুখীং কস্মাদ্দত্তবান্ নৃপসত্তমঃ।
কারণং ব্রূহি মে ব্রহ্মন্! অনুগ্রাহ্যোঽস্মি সর্ব্বদা ॥ ২৯ ॥

সূত উবাচ।

ইতি রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা পরীক্ষিতসুতস্য বৈ।
দ্বৈপায়নঃ প্রসন্নাত্মা তমুবাচ হসন্নিব ॥ ৩০ ॥

ব্যাস উবাচ।

বৈবস্বতসুতঃ শ্রীমান্ শর্যাতির্নাম পার্থিবঃ।
তস্য স্ত্রীণাং সহস্রাণি চত্বার্য্যাসন্ পরিগ্রহাঃ ॥ ৩১ ॥
রাজপুত্র্যঃ সুরূপাশ্চ সর্ব্বলক্ষণসংযুতাঃ।
পত্ন্যঃ প্রেমযুতাঃ সর্ব্বাঃ প্রিয়া রাজ্ঞঃ সুসম্মতাঃ ॥ ৩২ ॥
একা পুত্রী তু তাসাং বৈ সুকন্যা নাম সুন্দরী।
পিতুঃ প্রিয়া চ মাতৃণাং সর্ব্বাসাং চারুহাসিনী ॥ ৩৩ ॥

পরিগ্রহাঃ পরিগৃহীতা বিবাহিতা ইত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩৪ ॥

শুনিয়াছি, রবিপুত্র অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহাকে পুনরায় দৃষ্টিশক্তি প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ২৫—২৬ ॥

জনমেজয় বলিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি বলিলেন যে, রাজা শর্যাতি সুলোচনা কন্যা সুকন্যাকে দৃষ্টিশক্তিবিহীন চ্যবন মুনিকে দান করিয়াছিলেন, ইহাতে আমার মহান্ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে ॥ ২৭ ॥ কন্যা যদি কুরূপা গুণহীনা অথবা স্ত্রীলোকের লক্ষণ বিরহিতা হয়, তাহা হইলেই রাজার সেই কন্যা অন্ধকে সম্প্রদান করা সঙ্গত হইতে পারিত ॥ ২৮ ॥ কিন্তু নৃপসত্তম শর্যাতি তাদৃশী সুমুখী কন্যা সেই ঋষিকে অন্ধ জানিয়াও তাহাকে কেন দান করিলেন? ব্রহ্মন্! আমি নিয়তই আপনার অনুগ্রহের পাত্র, অতএব ইহার কারণ আপনি বলুন ॥ ২৯ ॥

সূত বলিলেন, পরিক্ষিততনয় রাজশ্রেষ্ঠ জনমেজয়ের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে প্রীত হইয়া দ্বৈপায়ন মুনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন ॥ ৩০ ॥ বৈবস্বততনয় শ্রীমান্ শর্যাতির চারি সহস্র বিবাহিতা স্ত্রী ছিলেন ॥ ৩১ ॥ তাঁহারা সমস্ত সুলক্ষণ-বিভূষিতা ও সুন্দরী, সকলেই রাজকন্যা; বিশেষতঃ সেই রাজপত্নীগণ সকলেই পতির প্রতি প্রীতিপ্রদর্শন করিয়া তাঁহার মনোমতও প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥ পরন্তু, সেই সমস্ত রাজসীমন্তিনীদিগের

নগরান্নাতিদূরেঽভূৎ সরো মানসসন্নিভম্ ।
বদ্ধসোপানমার্গঞ্চ স্বচ্ছপানীয়পূরিতম্ ॥ ৩৪ ॥
হংসকারণ্ডবাকীর্ণং চক্রবাকোপশোভিতম্ ।
দাত্যূহসারসাকীর্ণং সর্ব্বপক্ষিগণাবৃতম্ ॥ ৩৫ ॥
পঞ্চধাকমলোপেতং চঞ্চরীকসুসেবিতম্ ।
পার্শ্বতশ্চ দ্রুমাকীর্ণং বেষ্টিতং পাদপৈঃ শুভৈঃ ॥ ৩৬ ॥
সালৈস্তমালৈঃ সরলৈঃ পুন্নাগাশোকমণ্ডিতম্ ।
বটাশ্বত্থকদম্বৈশ্চ কদলীষণ্ডরাজিতম্ ॥ ৩৭ ॥
জম্বীরৈর্ব্বীজপূরৈশ্চ খর্জ্জূরৈঃ পনসৈস্তথা ।
ক্রমুকৈর্নারিকেলৈশ্চ কেতকৈঃ কাঞ্চনদ্রুমৈঃ ॥ ৩৮ ॥
যূথিকাজালকৈঃ শুভ্রৈঃ সংবৃতং মল্লিকাগণৈঃ ।
জম্ব্বাম্রতিন্তিড়ীভিশ্চ করঞ্জকুটকাবৃতম্ ॥ ৩৯ ॥
পলাশনিম্বখদিরবিল্বামলকমণ্ডিতম্ ।
বভূব কোকিলারাবকেকাস্বনবিরাজিতম্ ॥ ৪০ ॥
তৎসমীপে শুভে দেশে পাদপানাং গণাবৃতে ।
ভার্গবশ্চ্যবনঃ শান্তস্তাপসঃ সংস্থিতো মুনিঃ ॥ ৪১ ॥

দাত্যূহঃ কালকণ্ঠকঃ। পুষ্করাহ্বস্তু সারস ইত্যমরঃ। চঞ্চরীকো ভ্রমরঃ ॥ ৩৫—৩৭ ॥
ক্রমুকঃ পুগবৃক্ষঃ। কাঞ্চনদ্রুমো ভাষয়া কচনার ইতি প্রসিদ্ধোঽস্তি ॥ ৩৮—৪০ ॥
ভার্গবো ভৃগুপুত্রঃ ॥ ৪১—৪২ ॥

মধ্যে সুকন্যা নামে একটীমাত্র সুন্দরী কন্যা ছিল। সেই চারুহাসিনী পুত্রীকে পিতা ও মাতৃগণ সকলেই সাতিশয় ভাল বাসিতেন ॥ ৩৩ ॥ নগরের অনতি দূরে নির্ম্মল সলিল পূর্ণ মানস সরোবরের ন্যায় একটি মনোহর সরোবর ছিল, তাহার অবতরণ পথ সোপান-শ্রেণীর দ্বারা আবদ্ধ। হংস, কারণ্ডব, চক্রবাক, দাত্যূহ, সারস ও অন্যান্য পক্ষিগণ উহার সলিলে ক্রীড়া করিত। পঞ্চবিধ কমল সকল তাহাতে বিকসিত, ভ্রমরকুল তন্মধ্যে বিরাজমান। পার্শ্বভাগ শাল, তমাল, সরল, পুন্নাগ, অশোক, বট, অশ্বত্থ, কদম্ব, কদলী-শ্রেণী জম্বীর, খর্জ্জুর, পনস, গুবাক, নারীকেল, কেতক, কাঞ্চন প্রভৃতি নানাবিধ সুন্দর পাদপরাজি দ্বারা বেষ্টিত। এবং তাহার মধ্যে মধ্যে শুভ্রবর্ণ যূথিকা, মল্লিকা প্রভৃতি লতা ও গুল্ম সকল সুশোভিত। বিশেষত তাহার মধ্যে মধ্যে জম্বু, আম্র, তিন্তিড়ী, করঞ্জ, কুটক, পলাশ, নিম্ব, খদির, বিল্ব ও আমলক বৃক্ষ শোভমান, সেখানে ময়ূরগণ কেকারব ও কোকিলেরা মনোহর কণ্ঠধ্বনি করিতেছিল ॥ ৩৪—৪০ ॥ তাহার সমীপে পাদপসমূহ দ্বারা

কুরূপা গুণহীনা বা নারীলক্ষণবর্জ্জিতা।
পুত্রী যদা ভবেদ্রাজা তদান্ধায় প্রযচ্ছতি ॥ ২৮ ॥
জ্ঞাত্বান্ধং সুমুখীং কস্মাদ্দত্তবান্ নৃপসত্তমঃ।
কারণং ব্রূহি মে ব্রহ্মন্! অনুগ্রাহ্যোঽস্মি সর্ব্বদা ॥ ২৯ ॥

সূত উবাচ।

ইতি রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা পরীক্ষিতসুতস্য বৈ।
দ্বৈপায়নঃ প্রসন্নাত্মা তমুবাচ হসন্নিব ॥ ৩০ ॥

ব্যাস উবাচ।

বৈবস্বতসুতঃ শ্রীমান্ শর্যাতির্নাম পার্থিবঃ।
তস্য স্ত্রীণাং সহস্রাণি চত্বার্য্যাসন্ পরিগ্রহাঃ ॥ ৩১ ॥
রাজপুত্র্যঃ সুরূপাশ্চ সর্ব্বলক্ষণসংযুতাঃ।
পত্ন্যঃ প্রেমযুতাঃ সর্ব্বাঃ প্রিয়া রাজ্ঞঃ সুসম্মতাঃ ॥ ৩২ ॥
একা পুত্রী তু তাসাং বৈ সুকন্যা নাম সুন্দরী।
পিতুঃ প্রিয়া চ মাতৃণাং সর্ব্বাসাং চারুহাসিনী ॥ ৩৩ ॥

পরিগ্রহাঃ পরিগৃহীতা বিবাহিতা ইত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩৪ ॥

শুনিয়াছি, রবিপুত্র অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহাকে পুনরায় দৃষ্টিশক্তি প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ২৫—২৬ ॥

জনমেজয় বলিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি বলিলেন যে, রাজা শর্যাতি সুলোচনা কন্যা সুকন্যাকে দৃষ্টিশক্তিবিহীন চ্যবন মুনিকে দান করিয়াছিলেন, ইহাতে আমার মহান্ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে ॥ ২৭ ॥ কন্যা যদি কুরূপা গুণহীনা অথবা স্ত্রীলোকের লক্ষণ বিরহিতা হয়, তাহা হইলেই রাজার সেই কন্যা অন্ধকে সম্প্রদান করা সঙ্গত হইতে পারিত ॥ ২৮ ॥ কিন্তু নৃপসত্তম শর্যাতি তাদৃশী সুমুখী কন্যা সেই ঋষিকে অন্ধ জানিয়াও তাহাকে কেন দান করিলেন? ব্রহ্মন্! আমি নিয়তই আপনার অনুগ্রহের পাত্র, অতএব ইহার কারণ আপনি বলুন ॥ ২৯ ॥

সূত বলিলেন, পরিক্ষিততনয় রাজশ্রেষ্ঠ জনমেজয়ের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে প্রীত হইয়া দ্বৈপায়ন মুনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন ॥ ৩০ ॥ বৈবস্বততনয় শ্রীমান্ শর্যাতির চারি সহস্র বিবাহিতা স্ত্রী ছিলেন ॥ ৩১ ॥ তাঁহারা সমস্ত সুলক্ষণ-বিভূষিতা ও সুন্দরী, সকলেই রাজকন্যা; বিশেষতঃ সেই রাজপত্নীগণ সকলেই পতির প্রতি প্রীতিপ্রদর্শন করিয়া তাঁহার মনোমতও প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥ পরন্ত, সেই সমস্ত রাজসীমন্তিনীদিগের

নগরান্নাতিদূরেহভূৎ সরো মানসসন্নিভম্।
বদ্ধসোপানমার্গঞ্চ স্বচ্ছপানীয়পূরিতম্ ॥ ৩৪ ॥
হংসকারণ্ডবাকীর্ণং চক্রবাকোপশোভিতম্।
দাত্যূহসারসাকীর্ণং সর্ব্বপক্ষিগণাবৃতম্ ॥ ৩৫।
পঞ্চধাকমলোপেতং চঞ্চরীকসুসেবিতম্।
পার্শ্বতশ্চ দ্রুমাকীর্ণং বেষ্টিতং পাদপৈঃ শুভৈঃ ॥ ৩৬ ॥
সালৈস্তমালৈঃ সরলৈঃ পুন্নাগাশোকমণ্ডিতম্।
বটাশ্বত্থকদম্বৈশ্চ কদলীষণ্ডরাজিতম্ ॥ ৩৭ ॥
জম্বীরৈর্বীজপূরৈশ্চ খর্জ্জুরৈঃ পনসৈস্তথা।
ক্রমুকৈর্নারিকেলৈশ্চ কেতকৈঃ কাঞ্চনদ্রুমৈঃ ॥ ৩৮ ॥
যূথিকাজালকৈঃ শুভ্রৈঃ সংবৃতং মল্লিকাগণৈঃ।
জম্বাম্রতিন্তিড়ীভিশ্চ করঞ্জকুটকাবৃতম্ ॥ ৩৯ ॥
পলাশনিম্বখদিরবিল্বামলকমণ্ডিতম্।
বভূব কোকিলারাবকেকাস্বনবিরাজিতম্ ॥ ৪০ ॥
তৎসমীপে শুভে দেশে পাদপানাং গণাবৃতে।
ভার্গবশ্চ্যবনঃ শান্তস্তাপসঃ সংস্থিতো মুনিঃ ॥ ৪১ ॥

দাত্যূহঃ কালকণ্ঠকঃ। পুষ্করাহ্বস্তু সারস ইত্যমরঃ। চঞ্চরীকো ভ্রমরঃ ॥ ৩৫—৩৭ ॥
ক্রমুকঃ পূগবৃক্ষঃ। কাঞ্চনদ্রুমো ভাষয়া কচনার ইতি প্রসিদ্ধোহস্তি ॥ ৩৮—৪০ ॥
ভার্গবো ভৃগুপুত্রঃ ॥ ৪১—৪২ ॥

মধ্যে সুকন্যা নামে একটীমাত্র সুন্দরী কন্যা ছিল। [illegible] পুত্রীকে পিতা ও মাতৃগণ সকলেই সাতিশয় ভাল বাসিতেন। [illegible] পূর্ণ মানস সরোবরের ন্যায় [illegible] শ্রেণীর দ্বারা আবদ্ধ। হংস [illegible] সলিলে ক্রীড়া করিত। [illegible] বিরাজমান। পার্শ্বভাগ [illegible] শ্রেণী জম্বীর, খর্জ্জুর [illegible] পাদপরাজি দ্বারা [illegible] ও গুল্ম সকল সুশো[illegible] কুটক, পলাশ, নিম্ব, খ[illegible] কোকিলেরা মনোহর [illegible]

জ্ঞাত্বাসৌ বিজনং স্থানং তপস্তেপে সমাহিতঃ।
কৃত্বা দৃঢ়াসনং মৌনমাধায় জিতমারুতঃ ॥ ৪২ ॥
ইন্দ্রিয়াণি চ সংযম্য ত্যক্তাহারস্তপোনিধিঃ।
জলপানাদিরহিতো ধ্যায়ন্নাস্তে পরাম্বিকাম্।
স বল্মীকোঽভবদ্রাজঁল্লতাভিঃ পরিবেষ্টিতঃ ॥ ৪৩ ॥
কালেন মহতা রাজন্! সমাকীর্ণঃ পিপীলিকৈঃ।
তথা স সংবৃতো ধীমান্ মৃৎপিণ্ড ইব সর্ব্বতঃ ॥ ৪৪ ॥
কদাচিৎ স মহীপালঃ কামিনীগণসংবৃতঃ।
আজগাম সরো রাজন্! বিহর্ত্তুমিদমুত্তমম্ ॥ ৪৫ ॥
শর্য্যাতিঃ সুন্দরীবৃন্দসংযুতঃ সলিলেঽমলে।
ক্রীড়াসক্তো মহীপালো বভূব কমলাকরে ॥ ৪৬ ॥
সুকন্যা বনমাসাদ্য বিজহার সখীবৃতা।
সুমনাংসি বিচিন্বন্তী চঞ্চলা চঞ্চলোপমা ॥ ৪৭ ॥

পরাম্বিকাং সচ্চিদানন্দরূপিণীং ভগবতীং ধ্যায়ন্নাস্তে ইত্যর্থঃ। তস্যৈবং ভগবতীং ধ্যায়তঃ শরীরোপরি বল্মীকমভবদিত্যাহ স বল্মীক ইতি ॥ ৪৩ ॥
মৃৎপিণ্ড ইবাসেত্যর্থঃ ॥ ৪৪—৪৬ ॥
চঞ্চলোপমা বিদ্যুৎসমানা ॥ ৪৭ ॥

আবৃত পবিত্র স্থানে প্রশান্তচেতা তাপসপ্রধান ভৃগুপুত্র চ্যবন মুনি অবস্থিতি করিতেছিলেন ॥৪১॥ এই স্থান বিজন, এখানে তপস্যা করিলে কোন বিঘ্ন হইবে না, মুনিবর মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া দৃঢ় আসনে আসীন ও সমাহিত হইয়া মৌনাবলম্বন ও বায়ু নিরোধনপূর্ব্বক তপোনুষ্ঠানে নিরত ছিলেন ॥৪২॥ ফলত তপোনিধি ভার্গব ইন্দ্রিয়সংযত এবং আহার ও জলপানাদি পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর সেই সচ্চিদানন্দরূপিণী ভগবতীর ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। রাজন্! এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার শরীরের উপরি বল্মীক হইল, ঐ বল্মীকের সর্ব্বত্র লতা দ্বারা আবৃত হইয়া গেল ॥ ৪৩ ॥ রাজন্! দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইলে উহা পিপীলিকায় আচ্ছন্ন হইল, আর অধিক কি বলিব তৎকালে সেই ধীমান্ মুনিবর সর্ব্বতোভাবে আবৃত হইয়া মৃৎপিণ্ডের ন্যায় অবস্থিত রহিলেন ॥ ৪৪ ॥

রাজন্! একদা মহীপাল শর্য্যাতি উপবনে বিহার করিবার মানসে কামিনীগণ সমভিব্যাহারে এই অত্যুত্তম সরোবরে আগমন করিলেন ॥ ৪৫ ॥ অবনীপতি শর্য্যাতি সুন্দরী রমণীবৃন্দে পরিবৃত হইয়া কমলাকরের অতি বিমল সলিলে ক্রীড়ায় একান্ত আসক্ত হইলেন ॥ ৪৬ ॥ এদিকে চপলার ন্যায় রূপসম্পন্না চঞ্চলা রাজকন্যা সুকন্যা বনে আসিয়া নিজ-

সর্ব্বাভরণসংযুক্তা রণচ্চরণনূপুরা।
চংক্রমমাণা বল্মীকং চ্যবনস্য সমাসদৎ ॥ ৪৮ ॥
ক্রীড়াসক্তোপবিষ্টা সা বল্মীকস্য সমীপতঃ।
দদর্শ চাস্য রন্ধ্রে বৈ খদ্যোত ইব জ্যোতিষী ॥ ৪৯ ॥
কিমেতদিতি সঞ্চিন্ত্য সমুদ্ধর্ত্তুং মনো দধে।
গৃহীত্বা কণ্টকং তীক্ষ্ণং ত্বরমাণা কৃশোদরী ॥ ৫০ ॥
সা দৃষ্টা মুনিনা বালা সমীপস্থা কৃতোদ্যমা।
বিচরন্তী সুকেশান্তা মন্মথস্যেব কামিনী ॥ ৫১ ॥
তাং বীক্ষ্য সুদতীং তত্র ক্ষামকণ্ঠস্তপোনিধিঃ।
তামভাষত কল্যাণীং কিমেতদিতি ভার্গবঃ ॥ ৫২ ॥
দূরং গচ্ছ বিশালাক্ষি! তাপসোঽহং বরাননে!।
মা ভিন্দস্বাদ্য বল্মীকং কণ্টকেন কৃশোদরি! ॥ ৫৩ ॥
তেনেদং প্রোচ্যমানাপি সা চাস্য ন শৃণোতি বৈ।
কিমু খল্বিদমিত্যুক্ত্বা নির্ব্বিভেদাস্য লোচনে ॥ ৫৪ ॥

চংক্রমমাণা গমনং কুর্ব্বতী। সমাসদৎ প্রাপ্তবতী ॥ ৪৮ ॥
জ্যোতিষী নেত্রস্থে। সমাধিকালে নেত্রয়োরুন্মীলনস্য সত্বাৎ ॥ ৪৯—৫০ ॥
মুনিনা তস্মিন্নেব কালে সমাধের্ব্যুত্থিতেন মুনিনেত্যর্থঃ ॥ ৫১—৫৪ ॥

সখীগণের সহিত ইতস্ততঃ পুষ্পচয়ন করিত করিতে বিহার করিতে লাগিলেন ॥৪৭॥ সুকন্যা সমস্ত অলঙ্কারে সুসজ্জিত হইয়া চরণস্থিত নূপুরের মনোহর রুণ রুণশব্দ সহকারে ভ্রমণ করত ক্রমে ক্রমে চ্যবন ঋষির বল্মীকের সমীপে উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৮ ॥ তিনি ক্রীড়ায় আসক্ত হইয়া সেই বল্মীকের নিকটেই উপবেশন করিলেন; উপবিষ্ট হইয়াই বল্মীকের মধ্য হইতে খদ্যোতের ন্যায় জ্যোতিঃপদার্থ দৃষ্টিগোচর করিলেন ॥ ৪৯ ॥ ইহা কি? এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিয়া সেই কৃশোদরী উহা উত্তোলন করিবার মানসে কণ্টক গ্রহণ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ উহা উদ্ধৃত করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যগ্র হইলেন ॥৫০॥ ক্রমে তাহার নিকটে গিয়া যেমন কণ্টক বিদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন অমনি মুনিবর কামকামিনীর ন্যায় সেই রূপবতী সুকেশী বালাকে দেখিতে পাইলেন ॥৫১॥ তপোনিধি ভার্গব সেই কল্যাণী সুদতীকে নিরীক্ষণ করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, তুমি কি করিতেছ? ॥৫২॥ বরাননে! আমি তাপস; অতএব তুমি এস্থান হইতে দূরে গমন কর, কৃশোদরি! তোমার ঈদৃশ বিশাল লোচন, তথাপি আমাকে দেখিতে পাইতেছ না; অতএব নিষেধ করিতেছি কণ্টক দ্বারা বল্মীক ভেদ করিও না ॥ ৫৩ ॥ সেই মুনিবর এইরূপ বলিলেও সেই কন্যা তাঁহার বাক্য শুনিতে না

দৈবেন নোদিতা ভিত্ত্বা জগাম নৃপকন্যকা।
ক্রীড়ন্তী শঙ্কমানা সা কিং কৃতস্তু ময়েতি চ॥ ৫৫ ॥
চুক্রোধ স তথা বিদ্ধনেত্রঃ পরমমন্যুমান্‌।
বেদনাভ্যর্দ্দিতঃ কামং পরিতাপং জগাম হ॥ ৫৬ ॥
শকৃন্মূত্রনিরোধোঽভূৎ সৈনিকানাস্তু তৎক্ষণাৎ।
বিশেষেণ তু ভূপস্য সামাত্যস্য সমন্ততঃ॥ ৫৭ ॥
গজোষ্ট্রতুরগাণাঞ্চ সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং তদা।
ততো রুদ্ধে শকৃন্মূত্রে শর্যাতির্দুঃখিতোঽভবৎ॥ ৫৮ ॥
সৈনিকৈঃ কথিতং তস্মৈ শকৃন্মূত্রনিরোধনম্‌।
চিন্তয়ামাস ভূপালঃ কারণং দুঃখসম্ভবে॥ ৫৯ ॥
বিচিন্ত্যাহ ততো রাজা সৈনিকান্‌ স্বজনাংস্তথা।
গৃহমাগত্য চিন্তার্ত্তঃ কেনেদং দুষ্কৃতং কৃতম্‌॥ ৬০ ॥
সরসঃ পশ্চিমে ভাগে বনমধ্যে মহাতপাঃ।
চ্যবনস্তাপসস্তত্র তপশ্চরতি দুশ্চরম্‌॥ ৬১ ॥

(সুকন্যায়া মুনের্নয়নভেদে কারণমাহ দৈবেনেতি দৈবেন হেতুনেত্যর্থঃ॥ ৫৫ ॥
চুক্রোধেতি পরমমন্যুমান্‌ অন্তরুত্থিতাত্যন্তক্রোধ ইত্যর্থঃ॥ ৫৬ ॥
শকৃৎ। পুরীষম্‌॥ ৫৭—৬১ ॥)

পাইয়া ইহা কি ? এইরূপ বলিয়া তাঁহার লোচনযুগল কণ্টক দ্বারা বিদ্ধ করিলেন॥ ৫৪ ॥ দৈবের বশবর্ত্তিনী হইয়া রাজকন্যা ক্রীড়া করিতে করিতে তাঁহার চক্ষু ভেদ করিলেন, কিন্তু আমি কি করিলাম, এইরূপ শঙ্কান্বিত হইয়া তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন॥ ৫৫ ॥ নেত্রযুগল বিদ্ধ হওয়ায় মুনিবর অতিশয় যন্ত্রণাবশত কুপিত হইলেন, বিশেষত বেদনায় নিতান্ত কাতর হইয়া নিরন্তর পরিতাপ করিতে লাগিলেন॥ ৫৬ ॥ তখন রাজা, মন্ত্রী, সৈনিকগণ, গজ, অশ্ব, উষ্ট্র এমন কি, তত্রত্য সমস্ত প্রাণিবর্গের ক্ষণমাত্রেই মলমূত্র নিরোধ হইয়া গেল। দৈবাৎ এইরূপ মলমূত্র নিরোধ হইতে দেখিয়া নরপতি শর্যাতি নিরতিশয় দুঃখিত ও চিন্তিত হইলেন॥৫৭—৫৮॥ বিশেষত ঐ সময় সৈনিকগণ মলমূত্র নিরোধের বিষয় রাজাকে নিবেদন করিলে ভূপাল দুঃখ ঘটিবার কারণ চিন্তা করিতে লাগিলেন॥ ৫৯ ॥ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রাজা গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন ; অবশেষে চিন্তায় কাতর হইয়া সৈনিকগণকে ও স্বজনদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তোমাদের মধ্যে কোন্‌ ব্যক্তি এরূপ দুষ্কার্য্য করিয়াছে ?॥ ৬০ ॥ সরোবরের পশ্চিমভাগস্থিত বনমধ্যে মহর্ষি মহাতপা চ্যবন দুশ্চর তপশ্চর্য্যা করিতেছেন, আমার অনুমান হইতেছে যে, কোন ব্যক্তি সেই অনলপ্রভ তাপসরাজের অবশ্যই অপকার করিয়া থাকিবে, তাহাতেই আমাদিগের এই পীড়া উৎপন্ন

কেনাপ্যপকৃতং তত্র তাপসেঽগ্নিসমপ্রভে ।
তস্মাৎ পীড়া সমুৎপন্না সর্ব্বেষামিতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৬২ ॥
তপোবৃদ্ধস্য বৃদ্ধস্য বরিষ্ঠস্য বিশেষতঃ ।
কেনাপ্যপকৃতং মন্যে ভার্গবস্য মহাত্মনঃ ॥ ৬৩ ॥
জ্ঞাতং বা যদি বাজ্ঞাতং তস্যেদং ফলমুত্তমম্ ।
কৈশ্চ দুষ্টৈঃ কৃতং তস্য হেলনং তাপসস্য হ ॥ ৬৪ ॥
ইতি পৃষ্টাস্তমূচুস্তে সৈনিকা বেদনার্দ্দিতাঃ ।
মনোবাক্কায়জনিতং ন বিদ্মোঽপকৃতং বয়ম্ ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে সুকন্যায়া মহর্ষেশ্চ্যবনস্য চক্ষুর্ব্বেধনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

কারণং নিশ্চিনোতি কেনেতি ॥ ৬২—৬৫ ॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

হইয়াছে ইহাই আমার স্থিরনিশ্চয় ॥ ৬১—৬২ ॥ মহাত্মা ভৃগুনন্দন বৃদ্ধ বিশেষত তপস্যায় প্রবীণ হইয়া সকলের বরিষ্ঠ হইয়াছেন, অতএব আমি বিবেচনা করি যে অবশ্যই সেই মহাত্মার কেহ অপকার করিয়া থাকিবে ॥ ৬৩ ॥ কোন দুষ্টলোক তাঁহাকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছে যদি ইহা জানিতে পারি আর নাই পারি, কিন্তু তাহারই এই সমুচিত ফল সন্দেহ নাই ॥ ৬৪ ॥ এই বাক্য শ্রবণে সৈনিকগণ বেদনায় কাতর হইয়া তাঁহাকে বলিল, আমাদের মধ্যে কেহই মনঃ বাক্য বা শরীর দ্বারা তাঁহার কোন অপকার করে নাই, ইহা আমরা বিশেষরূপে অবগত হইয়াছি ॥ ৬৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-
ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে সুকন্যার চ্যবননয়নবেধন নামক
দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ইতি পপ্রচ্ছ তান্ সর্ব্বান্ রাজা চিন্তাকুলস্তথা।
পর্য্যপৃচ্ছৎ সুহৃদ্বর্গং সাম্না চোগ্রতয়াপি চ॥ ১॥
পীড্যমানং জনং বীক্ষ্য পিতরং দুঃখিতং তথা।
বিচিন্ত্য শূলভেদং সা সুকন্যা চেদমব্রবীৎ॥ ২॥
বনে ময়া পিতস্তত্র বল্মীকো বীরুধাবৃতঃ।
ক্রীড়ন্ত্যা সুদৃঢ়ো দৃষ্টশ্ছিদ্রদ্বয়সমন্বিতঃ॥ ৩॥
তত্র খদ্যোতবদ্দীপ্তজ্যোতিষী বীক্ষিতে ময়া।
সূচ্যা বিদ্ধে মহারাজ! পুনঃ খদ্যোতশঙ্কয়া॥ ৪॥
জলক্লিন্না তদা সূচী ময়া দৃষ্টা পিতঃ! কিল।
হাহেতি চ শ্রুতঃ শব্দো মন্দো বল্মীকমধ্যতঃ॥ ৫॥

অর্দ্ধাধিকৈশ্চতুঃষষ্টিপদ্যৈঃ পুত্রী সুকন্যকা।
চ্যবনায় মুদা দত্তা নৃপেণেতি তু কথ্যতে॥

তান্ সৈনিকান্ রাজা পৃষ্টানন্তরং সুহৃদ্বর্গং পপ্রচ্ছেত্যাহ ইতি পপ্রচ্ছেতি। সাম্না শান্ত্যা উগ্রতয়া ক্রোধেন॥ ১॥
বীরুধাবৃতো বৃক্ষৌষধ্যাবৃতঃ॥ ২—৬॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! রাজা শর্য্যাতি চিন্তাকুল হৃদয়ে ক্রুদ্ধভাবে সৈনিকদিগকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিয়া পরিশেষে সুহৃদ্‌বর্গকে মধুর বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন॥ ১॥ তখন রাজকন্যা পিতাকে দুঃখিত এবং সেনাগণকে কাতর দেখিয়া স্বয়ং যে কণ্টক দ্বারা মহর্ষির নয়নদ্বয় বিদ্ধ করিয়াছেন এই বিষয় মনে ভাবিয়া নিজ পিতাকে বলিলেন॥ ২॥ পিতঃ! আমি সেই বনে ক্রীড়া করিতে করিতে লতাগুল্ম দ্বারা পরিবৃত একটি বল্মীক-রাশি নয়নগোচর করিলাম, সেই বল্মীকরাশি সুদৃঢ়, তাহাতে দুইটি ছিদ্র দৃষ্ট হইল॥ ৩॥ মহারাজ! সেই ছিদ্রের মধ্য দিয়া খদ্যোতের ন্যায় দীপ্তিমান্ জ্যোতিঃপদার্থ অবলোকন করিয়া খদ্যোত বিবেচনায় আমি উহা সূচি দ্বারা বিদ্ধ করিলাম॥ ৪॥ পিতঃ! এমন সময় "হায় আমি হত হইলাম" বল্মীকরাশির মধ্য হইতে এইরূপ মৃদুমন্দ শব্দ শুনা যাইতে লাগিল, তৎকালে আমি সেই সূচি উত্তোলন করিয়া দেখিলাম যে, উহা জল দ্বারা

তদাহং বিস্মিতা রাজন্ ! কিমেতদিতি শঙ্কয়া ।
ন জানে কিং ময়া বিদ্ধং তস্মিন্ বল্মীকমণ্ডলে ॥ ৬ ॥
রাজা শ্রুত্বা তু শর্য্যাতিঃ সুকন্যাবচনং মৃদু ।
মুনেস্তদ্ধেলনং জ্ঞাত্বা বল্মীকং ক্ষিপ্রমভ্যগাৎ ॥ ৭ ॥
তত্রাপশ্যত্তপোবৃদ্ধং চ্যবনং দুঃখিতং ভৃশম্ ।
স্ফোটয়ামাস বল্মীকং মুনিদেহাবৃতং ভৃশম্ ॥ ৮ ॥
প্রণম্য দণ্ডবদ্ভূমৌ রাজা তং ভার্গবং প্রতি ।
তুষ্টাব বিনয়োপেতস্তমুবাচ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৯ ॥
পুত্র্যা মম মহাভাগ ! ক্রীড়ন্ত্যা দুষ্কৃতং কৃতম্ ।
অজ্ঞানাদ্ বালয়া ব্রহ্মন্ ! কৃতং তৎ ক্ষন্তুমর্হসি ॥ ১০ ॥
অক্রোধনা হি মুনয়ো ভবন্তীতি ময়া শ্রুতম্ ।
তস্মাত্ত্বমপি বালায়াঃ ক্ষন্তুমর্হসি সাম্প্রতম্ ॥ ১১ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য চ্যবনো বাক্যমব্রবীৎ ।
বিনয়োপনতং দৃষ্ট্বা রাজানং দুঃখিতং ভৃশম্ ॥ ১২ ॥

(রাজেতি । হেলনং ধর্ষণমিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥
স্ফোটয়ামাস বিভেদেত্যর্থঃ ॥ ৮—৯ ॥
অজ্ঞানাৎ বালত্বাচ্চ কৃতোঽপরাধঃ ক্ষন্তব্য ইত্যত আহ । অজ্ঞানাদিতি ॥ ১০—১৪ ॥)

আর্দ্র হইয়াছে ॥ ৫ ॥ ইহা কি ? এই আশঙ্কায় আমি তখন বিস্মিত হইলাম, পরন্তু, আমি সেই বল্মীকরাশিতে কি বিঁধিলাম তাহা জানিতে পারিলাম না ॥ ৬ ॥

রাজা শর্য্যাতি সুকন্যার এইরূপ কোমল বাক্য শুনিয়া বিবেচনা করিলেন যে, তাহাতেই মুনিবরের অবমাননা করা হইয়াছে সংশয় নাই, ইহা বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ বল্মীক সন্নিধানে গমন করিলেন ॥ ৭ ॥ তথায় গিয়া মুনিবরের দেহাবরক বল্মীকরাশি ভগ্ন করিয়া বেদনায় অতি কাতর তপোবৃদ্ধ চ্যবনকে দর্শন করিলেন ॥ ৮ ॥ তখন রাজা শর্য্যাতি ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক ভৃগুনন্দন চ্যবনকে অতি বিনীতভাবে স্তব করিয়া কহিলেন, মহাভাগ ! আমার কন্যা ক্রীড়া করিতে করিতে এই দুষ্কার্য্য করিয়াছে, অতএব মহাত্মন্ ! সেই বালিকা অজ্ঞানবশত যে কার্য্য করিয়াছে, আপনি তাহা নিজ ঔদার্য্যগুণে ক্ষমা করুন ॥ ৯—১০ ॥ আমি শুনিয়াছি তাপসগণ সততই কোপ-রহিত সুতরাং আপনাকেও এক্ষণে সেই অবোধ বালিকার অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবে ॥ ১১ ॥

চ্যবন উবাচ।

রাজন্নাহং কদাচিদ্ বৈ করোমি ক্রোধমণ্বপি।
ন ময়াদ্যৈব শপ্তস্ত্বং দুহিত্রা পীড়নে কৃতে॥ ১৩॥
নেত্রে পীড়া সমুৎপন্না মম চাদ্য নিরাগসঃ।
তেন পাপেন জানামি দুঃখিতস্ত্বং মহীপতে!॥ ১৪॥
অপরাধং পরং কৃত্বা দেবীভক্তস্য কো জনঃ।
সুখং লভেত যদপি ভবেত্ত্রাতা শিবঃ স্বয়ম্॥ ১৫॥
কিং করোমি মহীপাল! নেত্রহীনো জরাবৃতঃ।
অন্ধস্য পরিচর্য্যাঞ্চ কঃ করিষ্যতি পার্থিব!॥ ১৬॥

রাজোবাচ।

সেবকা বহবঃ সেবাং করিষ্যন্তি তবানিশম্।
ক্ষমস্ব মুনিশার্দ্দূল! স্বল্পক্রোধা হি তাপসাঃ॥ ১৭॥

চ্যবন উবাচ।

অন্ধোঽহং নির্জ্জনো রাজংস্তপস্তপ্তুং কথং ক্ষমঃ।
ত্বদীয়াঃ সেবকাঃ কিং তে করিষ্যন্তি মম প্রিয়ম্॥ ১৮॥

ননু ত্বয়া শাপো ন দত্তস্তর্হি কিমিত্যেতাদৃশী নিষ্কারণা দশা জাতেতি চেত্তত্রাহ অপরাধং পরং কৃত্বেতি। শিবোঽপি যদি ত্রাতা ভবতি তথাপি দেবীভক্তস্যাপরাধং কৃত্বা কো জনঃ সুখং লভেত ন কোঽপীত্যর্থঃ। দেবীভক্তাপরাধস্য দুঃখদাতৃত্বং স্বভাব এব ন তু

ব্যাস বলিলেন, মহর্ষি চ্যবন, রাজার ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া বিশেষতঃ তাঁহাকে একান্ত বিনীত ও কাতরভাবাপন্ন দেখিয়া কহিলেন॥ ১২॥ রাজন্! আমি কখনও অণুমাত্র ক্রোধ করি নাই। তোমার কন্যা আমাকে নিপীড়িত করিয়াছে, তথাপি এখনও কুপিত হইয়া তোমাকে অভিশাপ প্রদান করি নাই, কিন্তু দেখ আমি নিরপরাধী, নেত্র পীড়নে আমার অত্যন্ত যাতনা উপস্থিত হইয়াছে; মহীপতে! বোধ হয় তুমি সেই পাপেই দুঃখিত ও সন্তপ্ত হইয়াছ॥ ১৩—১৪॥ যদি শিবও স্বয়ং রক্ষক হন, তথাপি দেবীভক্তের নিরতিশয় অপরাধ করিয়া কোন্ ব্যক্তি সুখলাভে সমর্থ হইতে পারে?॥ ১৫॥ মহীপাল! একেত আমি জরায় জীর্ণ, তাহাতে আবার নয়ন বিহীন হইলাম, এখন আমার উপায় কি? হে পার্থিব! কোন্ ব্যক্তি এই অন্ধের পরিচর্য্যা করিবে? তাহা আপনি আমাকে বলুন॥ ১৬॥ রাজা বলিলেন, মুনিবর! তাপসদিগের কোপ ক্ষণস্থায়ী, আপনিও তপস্যায় নিরত সুতরাং আপনার ক্রোধ অসম্ভব, অতএব আপনি দয়া করিয়া সেই বালিকার অপরাধ ক্ষমা করুন; আমার অনেক সেবক আছে, তাহারা আপনার নিরন্তর সেবা করিবে॥ ১৭॥

ক্ষমাপয়সি চেন্মাং ত্বং কুরু মে বচনং নৃপ !।
দেহি মে পরিচর্য্যার্থং কন্যাং কমললোচনাম্ ॥ ১৯ ॥
তুষ্যেঽহনয়া মহারাজ ! পুত্র্যা তব মহামতে !।
করিষ্যামি তপশ্চাহং সা মে সেবাং করিষ্যতি ॥ ২০ ॥
এবং কৃতে সুখং মে স্যাত্তব চৈব ভবিষ্যতি।
সন্তুষ্টে ময়ি রাজেন্দ্র ! সৈনিকানাং ন সংশয়ঃ ॥ ২১ ॥
বিচিন্ত্য মনসা ভূপ ! কন্যাদানং সমাচর।
ন চাত্র দূষণং কিঞ্চিত্তাপসোঽহং যতব্রতঃ ॥ ২২ ॥

ব্যাস উবাচ।

শর্য্যাতির্বচনং শ্রুত্বা মুনেশ্চিন্তাতুরোঽভবৎ।
ন দাস্যেঽপ্যথবা দাস্যে কিঞ্চিন্নোবাচ ভারত ! ॥ ২৩ ॥
কথমন্ধায় বৃদ্ধায় কুরূপায় সুতামিমাম্।
দেবকন্যোপমাং দত্ত্বা সুখী স্যামাত্মসম্ভবাম্ ॥ ২৪ ॥

কারণান্তরং বিদ্যত ইতি ভাবঃ। তদুক্তং মুণ্ডমালায়াম্। শাক্তান্ হিংসন্তি গর্জ্জন্তি নিন্দন্তি বহুজল্পকাঃ। ছিনত্তি তেষাং দেবেশী শিরাংসি হরবল্লভেতি ॥ ১৫—২৬ ॥

চ্যবন কহিলেন, রাজন্ ! একেত আমার আত্মীয়বর্গ কেহই নিকটে নাই তাহাতে আবার অন্ধ হইলাম এক্ষণে আমি কি প্রকারে তশ্চপরণ করিতে সমর্থ হইব !! আপনার সেবকবর্গ আমার প্রিয় অনুষ্ঠান করিবে বলিয়া বোধ হয় না ॥ ১৮ ॥ নরপতে ! যদি আমায় প্রসন্ন করা আপনার কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়, তবে আপনি আমার বাক্য প্রতিপালন করুন, আমার পরিচর্য্যা করিবার নিমিত্ত আপনার সেই কমলনয়না কন্যারত্ন প্রদান করুন ॥ ১৯ ॥ মহারাজ ! আপনার সেই কন্যা পাইলে আমি পরম সন্তুষ্ট হইব। আমি তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলে সে আমার নিয়তই সেবা করিবে ॥ ২০ ॥ রাজেন্দ্র ! এইরূপ করিলে আমার সুখ হইবে, সুতরাং তাহাতে আমি সন্তুষ্ট হইব এবং তাহা হইলেই আপনার ও সৈনিকগণের ক্লেশ নিবারণ হইবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥ ২১ ॥ ভূপতে ! আপনি মনে মনে ইহা বিবেচনা করিয়া আমাকে সেই কন্যা দান করুন, আমি যতব্রত তাপস অতএব আমাকে কন্যাদান করিলে কিঞ্চিন্মাত্রও আপনার দোষ ঘটিতে পারিবে না ॥ ২২ ॥

ব্যাস বলিলেন, ভারত ! নরপতি শর্য্যাতি, মুনিবর চ্যবনের বাক্য শ্রবণ করিয়া চিন্তায় আকুল হইলেন, কিন্তু কন্যা দান করিবেন কি না তাহার কিছুই বলিতে পারিলেন না ॥ ২৩ ॥ রাজা ভাবিলেন আমার এই দুহিতা দেবকন্যার ন্যায় পরম রূপবতী, আর

কো বাত্মনঃ সুখার্থায় পুত্র্যাঃ সংসারজং সুখম্।
হরতেঽল্পমতিঃ পাপো জানন্নপি শুভাশুভম্ ॥ ২৫ ॥
প্রাপ্য সা চ্যবনং সুভ্রূঃ পঞ্চবাণশরার্দ্দিতা।
অন্ধং বৃদ্ধং পতিং প্রাপ্য কথং কালং নয়িষ্যতি ॥ ২৬ ॥
যৌবনে দুর্জ্জয়ঃ কামো বিশেষেণ সুরূপয়া।
আত্মতুল্যং পতিং প্রাপ্য কিমু বৃদ্ধং বিলোচনম্ ॥ ২৭ ॥
গৌতমং তাপসং প্রাপ্য রূপযৌবনসংযুতা।
অহল্যা বাসবেনাশু বঞ্চিতা বরবর্ণিনী ॥ ২৮ ॥
শপ্তা চ পতিনা পশ্চাজ্জ্ঞাত্বা ধর্ম্মবিপর্য্যয়ম্।
তস্মাদ্ভবতু মে দুঃখং ন দদামি সুকন্যকাম্ ॥ ২৯ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য শর্যাতির্বিমনাঃ স্বগৃহং যযৌ।
সচিবাংশ্চ সমাদায় মন্ত্রং চক্রেঽতিদুঃখিতঃ ॥ ৩০ ॥
ভো মন্ত্রিণো ব্রুবন্ত্বদ্য কিং কর্ত্তব্যং ময়াধুনা।
পুত্রী দেয়াথ বিপ্রায় ভোক্তব্যং দুঃখমেব বা।
বিচারয়ধ্বং মিলিতা হিতং স্যান্মম বৈ কথম্ ॥ ৩১ ॥

যৌবনে ইতি। আত্মতুল্যমাত্মানুরূপমপি পতিং প্রাপ্য কামো দুর্জ্জয়োঽস্তি তদা বিলোচনমন্ধং বৃদ্ধং পতিং প্রাপ্য কামো দুর্জ্জয়োঽস্তীতি কিমু বক্তব্যং সর্ব্বথৈব দুর্জ্জয় ইতি ভাবঃ ॥ ২৭—৩১ ॥

এই মুনি বৃদ্ধ ও কুরূপ বিশেষত অন্ধ, অতএব এই কন্যারত্ন ইহাকে দিয়া কিরূপে সুখী হইতে পারিব ॥ ২৪ ॥ কোন্ অল্পবুদ্ধি ও পাপপরায়ণ ব্যক্তি আপনার মঙ্গল ও অমঙ্গল জানিয়া আপনার সুখ অভিলাষে কন্যার সংসার জনিত সুখ হরণ করিতে পারে ॥ ২৫ ॥ সেই সুভ্রূ কন্যা বৃদ্ধ চ্যবন সন্নিধানে গিয়া যখন মন্মথশরে নিপীড়িত হইবে, তখন কিরূপে এই অন্ধ বৃদ্ধ পতিকে লইয়া কালযাপন করিয়া সুখিনী হইবে ॥ ২৬ ॥ বিশেষত যখন সুন্দরী রমণীগণ আপনার অনুরূপ পতি লাভ করিয়াও যৌবনকালে কামরিপুকে জয় করিতে সমর্থ হয় না, তখন নেত্রবিহীন বৃদ্ধ পতি লইয়া কিরূপে সেই দুরতিক্রম কামকে জয় করিতে সমর্থ হইবে ॥ ২৭ ॥ পরম রূপলাবণ্যবতী অহল্যা তাপস গৌতমকে বিবাহ করেন, কিন্তু যৌবনকালে সেই বরবর্ণিনীর রূপলাবণ্য দর্শনে বাসব বঞ্চনা করিয়া তাঁহার ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছিলেন ॥ ২৮ ॥ অবশেষে তাঁহার পতি গৌতম, ধর্ম্মের বিপরীত কার্য্য অবলোকনে তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন। অতএব সেই ব্রহ্মর্ষির শাপে যদি আমার দুঃখ উপস্থিতও হয় তথাপি আমি সুকন্যাকে প্রদান করিতে পারিব না ॥ ২৯ ॥ রাজা

মন্ত্রিণ ঊচুঃ।

কিং ব্রূমোঽস্মিন্মহারাজ! সঙ্কটেঽতিদুরাসদে।
দুর্ভগায় সুকন্যেয়ং কথং দেয়াতিসুন্দরী॥ ৩২॥

ব্যাস উবাচ।

তদা চিন্তাকুলং বীক্ষ্য পিতরং মন্ত্রিণস্তথা।
সুকন্যা ত্বিঙ্গিতং জ্ঞাত্বা প্রহস্যেদমুবাচ হ॥ ৩৩॥
পিতঃ! কস্মাদ্ভবানদ্য চিন্তাব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ।
মৎকৃতে দুঃখসংবিগ্নো বিষণ্ণবদনোঽসি বৈ॥ ৩৪॥
অহং গত্বা মুনিং তত্র সমাশ্বাস্য ময়ার্দ্দিতম্।
করিষ্যামি প্রসন্নং তমাত্মদানেন বৈ পিতঃ!॥ ৩৫॥
ইতি রাজা বচঃ শ্রুত্বা ভাষিতং সং সুকন্যয়া।
তামুবাচ প্রসন্নাত্মা সচিবানাঞ্চ শৃণ্বতাম্॥ ৩৬॥
কথং পুত্রি! ত্বমন্ধস্য পরিচর্য্যাং বনেঽবলা।
করিষ্যসি জরার্ত্তস্য ক্রোধনস্য বিশেষতঃ॥ ৩৭॥

(অতিদুরাসদে অত্যন্তদুরুত্তার্য্যে ইত্যর্থঃ॥ ৩২—৩৩॥
মৎকৃতে মম ভাবিদুঃখং বিভাব্যেত্যর্থঃ॥ ৩৪॥
অহমিতি। ময়ার্দ্দিতমতএবাহমেবাত্মদানেন মুনিং প্রসাদয়ামি। অনেন যস্তাপরাধঃ পাপং বা তস্যৈব দণ্ডঃ প্রায়শ্চিত্তং বা ভবিষ্যতীতি ভাবঃ॥ ৩৫—৩৭॥

শর্যাতি এইরূপ চিন্তায় বিমনা হইয়া স্বীয় আবাসে গমন করিলেন, এবং গৃহে উপনীত হইয়া সাতিশয় কাতর হৃদয়ে সচিববর্গকে আহ্বান করিয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন॥ ৩০॥ হে মন্ত্রিগণ! এখন আমার কি করা উচিত, তোমরা তাহা বল, অধুনা বিপ্রবরকে কন্যাদান করা বিধেয়; না দুঃখ ভোগ করাই উচিত; কোন্ কার্য্য করিলে আমার হিত হইবে, তোমরা সকলে মিলিত হইয়া তাহার বিচার কর॥ ৩১॥

মন্ত্রিগণ বলিলেন, মহারাজ! এই দুস্তর সঙ্কটে আমরা কি বলিব, আপনি কিরূপেই বা সেই দুর্ভগ তাপসকে এই পরমা সুন্দরী কন্যা প্রদান করিবেন?॥ ৩২॥

দ্বৈপায়ন কহিলেন, তখন সুকন্যা পিতা এবং সচিববর্গকে চিন্তায় নিতান্ত ব্যাকুল দেখিয়া ইঙ্গিতে সমস্তই বুঝিতে পারিলেন, তখন তিনি হাসিতে হাসিতে নিজ পিতাকে বলিলেন, পিতঃ! আজ আপনার অন্তঃকরণ চিন্তায় আকুল দেখিতেছি কেন? বোধ হয় আমার নিমিত্তই আপনি দুঃখে একান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া বিষণ্ণ হইতেছেন॥ ৩৩—৩৪॥ পিতঃ! সেই মুনিবরকে আমিই নিপীড়িত করিয়াছি, অতএব আমিই তথায় গিয়া তাঁহাকে আশ্বাসিত করিব, অধিক কি আমি তাঁহার চরণে আত্ম সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন

কথমন্ধায় চানেন রূপেণ রতিসন্নিভাম্।
দদামি জরয়া গ্রস্তদেহায় সুখবাঞ্ছয়া॥ ৩৮ ॥
পিত্রা পুত্রী প্রদাতব্যা বয়োজ্ঞাতিবলায় চ।
ধনধান্যসমৃদ্ধায় নাধনায় কদাচন ॥ ৩৯ ॥
ক্ব তে রূপং বিশালাক্ষি ! ক্বাসৌ বৃদ্ধো বনেচরঃ।
কথং দেয়া ময়া পুত্রী তস্মৈ চাতিবরায় চ ॥ ৪০ ॥
উটজে নিয়তং বাসো যস্য নিত্যং মনোহরে।
কথমম্বুজপত্রাক্ষি ! কল্পনীয়ো ময়া তব ॥ ৪১ ॥
মরণং মে বরং প্রাপ্তং সৈনিকানাং তথৈব চ।
ন তে প্রদানমন্ধায় রোচতে পিকভাষিণি ! ॥ ৪২ ॥
ভবিতব্যং ভবত্বেব ধৈর্য্যং নৈব ত্যজাম্যহম্।
সুস্থিরা ভব সুশ্রোণি ! ন দাস্যেঽহন্ধায় কর্হিচিৎ ॥ ৪৩ ॥
রাজ্যং তিষ্ঠতু বা যাতু দেহোঽয়ঞ্চ তথৈব মে।
ন ত্বাং দাস্যাম্যহং তস্মৈ নেত্রহীনায় বালিকে ! ॥ ৪৪ ॥

কথমিতি। সুখবাঞ্ছয়া শকৃন্মূত্রনিরোধজনিতক্লেশাপনোদনায়েত্যর্থঃ। অস্মাকমিত্যত্রাধ্যাহার্য্যম্ ॥ ৩৮—৩৯ ॥
অতিবরায় বরধর্ম্মরহিতায়েত্যর্থঃ ॥ ৪০—৪১ ॥
বরমীষৎ প্রিয়ম্ ॥ ৪২—৪৪ ॥

করিব ॥ ৩৫ ॥ রাজা সুকন্যার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে সচিববর্গের সমক্ষে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥ পুত্রি ! মুনিবর চ্যবন অন্ধ, জরাজীর্ণ দেহ, বিশেষত কোপন স্বভাব অতএব তুমি অবলা বালিকা হইয়া সেই দুর্গমবনে কিরূপে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে পারিবে ॥৩৭॥ অপরূপ রূপলাবণ্যে তুমি রতির সমান, আমি আপন সুখ-বাসনায় সেই জরাজীর্ণদেহ অন্ধমুনিকে কিরূপে কন্যা দান করিব ॥ ৩৮ ॥ যাহার জ্ঞাতি, বয়স, বল, অতুল ধান্য ধন ও রত্নাদি বিদ্যমান আছে, পিতা তাহাকেই কন্যা দান করিয়া থাকেন, ধনহীন ব্যক্তিকে কদাচই কন্যা দান করেন না ॥ ৩৯ ॥ বিশাললোচনে ! তুমি অপরূপ রূপলাবণ্যবতী আর সেই তাপস অতি বৃদ্ধ ইহাতে তোমাদের উভয়ের পরস্পর প্রভেদ কতদূর !! আর সেই মুনিবরের বিবাহের বয়ঃক্রম অতীত হইয়াছে অতএব আমি কি প্রকারে তাঁহাকে কন্যা দান করিব ॥ ৪০ ॥ কমলনয়নে ! তুমি নিয়ত মনোহর প্রাসাদে বাস করিতেছ, এক্ষণে আমি তোমার কিরূপে চিরদিনের জন্য পর্ণশালার অঙ্গন মধ্যে বাস বিধান করিব ? ॥ ৪১ ॥ অয়ি কোকিলভাষিণি ! আমি ও সৈনিকগণ মৃত্যুমুখে পতিত হইব, তাহাও কর্ত্তব্য তথাপি তোমাকে সেই অন্ধ বরকে কখনই সমর্পণ করিতে পারিব না ॥৪২॥

সুকন্যা তং তদা প্রাহ শ্রুত্বা তদ্বচনং পিতুঃ।
প্রসন্নবদনাতীব স্নেহযুক্তমিদং বচঃ ॥ ৪৫ ॥

সুকন্যোবাচ।

ন মে চিন্তা পিতঃ! কার্য্যা দেহি মাং মুনয়েঽধুনা।
সুখং ভবতু সর্ব্বেষাং লোকানাং মৎকৃতেন হি ॥ ৪৬ ॥
সেবয়িষ্যামি সন্তুষ্টা পতিং পরমপাবনম্।
ভক্ত্যা পরময়া চাপি বৃদ্ধঞ্চ বিজনে বনে ॥ ৪৭ ॥
সতীধর্ম্মপরা চাহং করিষ্যামি সুসম্মতম্।
ন ভোগেচ্ছাস্তি মে তাত! স্বস্থং চিত্তং মমানঘ! ॥ ৪৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা ভাষিতং তস্য মন্ত্রিণো বিস্ময়ং গতাঃ।
রাজা চ পরমপ্রীতো জগাম মুনিসন্নিধৌ ॥ ৪৯ ॥
গত্বা প্রণম্য শিরসা তমুবাচ তপোধনম্।
স্বামিন্! গৃহাণ পুত্রীং মে সেবার্থং বিধিবদ্বিভো! ॥ ৫০ ॥

স্বস্থ চ্যবনভার্য্যাত্বেঽপি নৈব সা দুঃখিতা প্রত্যুত প্রীতিমতীত্যত আহ প্রসন্নবদনাতীবেতি ॥ ৪৫—৪৭ ॥

স্বস্থং সুস্থিরং ন তু ভোগলালসয়া ব্যগ্রমিত্যর্থঃ ॥ ৪৮—৫১ ॥

যাহা ভবিতব্য তাহাই হউক্, কিন্তু আমি কদাচই ধৈর্য্যচ্যুত হইব না, অতএব সুশ্রোণি! তুমি স্থির হও আমি অন্ধকে কদাচ কন্যা দান করিব না ॥ ৪৩ ॥ বালিকে! আমার রাজ্য এবং দেহ থাকুক অথবা যাক্ তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই, তথাপি আমি কিছুতেই তোমায় সেই নয়নবিহীন তাপসকে দান করিব না ॥ ৪৪ ॥

পিতার এতাদৃশ বাক্য শুনিয়া সুকন্যা প্রসন্নবদনে তাঁহাকে নিতান্ত স্নেহময় বাক্যে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥ পিতঃ! আমার নিমিত্ত আপনি অনর্থক চিন্তা করিবেন না; এক্ষণে সেই মুনিবরকে আমায় দান করুন, তাহা হইলে সকল লোকই সুখী হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৪৬ ॥ আমি সন্তুষ্ট হইয়া সেই বিজনবনে নিরতিশয় ভক্তি সহকারে পরম পবিত্র বৃদ্ধ পতির সেবা করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিব ॥ ৪৭ ॥ অনর্থক ভোগ বাসনায় আমার কিছু মাত্র অভিলাষ নাই, চিত্ত প্রকৃতিস্থ হইয়াছে অতএব পিতঃ! আমি সতীধর্ম্মপরায়ণা হইয়া তাঁহার অভিমত আচরণ করিব ॥ ৪৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! মন্ত্রিগণ তাঁহার সেই বাক্য শুনিয়া বিস্মিত হইলেন এবং রাজাও পরম প্রীত হইয়া কন্যা সমভিব্যাহারে মুনি সন্নিধানে গমন করিলেন ॥৪৯॥ তাঁহার

ইত্যুক্ত্বাস্মৈ দদৌ পুত্রীং বিবাহবিধিনা নৃপঃ।
প্রতিগৃহ্য মুনিঃ কন্যাং প্রসন্নো ভার্গবোঽভবৎ ॥ ৫১ ॥
পারিবর্হং ন জগ্রাহ দীয়মানং নৃপেণ হ।
কন্যামেবাগ্রহীৎ কামং পরিচর্য্যার্থমাত্মনঃ ॥ ৫২ ॥
প্রসন্নেঽস্মিন্মুনৌ জাতং সৈনিকানাং সুখং তদা।
রাজ্ঞশ্চ পরমাহ্লাদঃ সংজাতস্তৎক্ষণাদপি ॥ ৫৩ ॥
দত্ত্বা পুত্রীং যদা রাজা গমনায় গৃহং প্রতি।
মতিং চকার তন্বঙ্গী তদোবাচ নৃপং সুতা ॥ ৫৪ ॥

সুকন্যোবাচ।

গৃহাণ মম বাসাংসি ভূষণানি চ মে পিতঃ!।
বল্কলং পরিধানায় প্রযচ্ছাজিনমুত্তমম্ ॥ ৫৫ ॥
বেশস্তু মুনিপত্নীনাং কৃত্বা তপসি সেবনম্।
করিষ্যামি তথা তাত! যথা তে কীর্ত্তিরচ্যুতা ॥ ৫৬ ॥

পারিবর্হং বিবাহকালে প্রদেয়ানি বস্ত্রাদীনীত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥
মুনৌ প্রসন্নে কিং ভূতমিত্যাহ সৈনিকানামিতি। সুখং মলমূত্রানির্গমনাৎ স্বাস্থ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৫৩—৫৪ ॥
স্বস্যোপেক্ষিতভোগত্বং প্রকটয়তি গৃহাণেতি ॥ ৫৫—৫৬ ॥)

নিকটে উপনীত হইয়া অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া সেই তপোধনকে বলিলেন, প্রভো! আপনি সেবার নিমিত্ত আমার এই কন্যাকে যথাবিধি গ্রহণ করুন ॥ ৫০ ॥ এই বলিয়া রাজা বিবাহের বিধি অনুসারে তাঁহাকে কন্যা দান করিলেন। চ্যবনমুনিও তাঁহাকে প্রতিগ্রহ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন ॥ ৫১ ॥ তিনি আপনার পরিচর্য্যার নিমিত্ত ইচ্ছা করিয়া কন্যাটীমাত্র গ্রহণ করিলেন, কিন্তু রাজা ব্যবহারোপযোগী যে সকল যৌতুক-সামগ্রী প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার কিছুমাত্র গ্রহণ করিলেন না ॥ ৫২ ॥ এইরূপে সেই মুনিবর প্রসন্ন হইলে, সৈনিকগণ তৎক্ষণাৎ মূত্রপুরীষ ত্যাগ করিয়া সুখী হইল, তদ্দর্শনে রাজারও হৃদয় আনন্দ রসে আপ্লুত হইয়া উঠিল ॥ ৫৩ ॥ রাজা কন্যা দান করিয়া যখন গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইবার নিমিত্ত মানস করিলেন, তখন সেই কৃশাঙ্গী রাজনন্দিনী ভূপতিকে বলিলেন ॥ ৫৪ ॥

সুকন্যা বলিলেন, পিতঃ! আপনি আমার অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া পরিধানের নিমিত্ত এক একখানি উত্তম অজিন ও বল্কল প্রদান করুন ॥ ৫৫ ॥ তাত! আমি মুনিপত্নী-দিগের ন্যায় বেশভূষা ধারণ করিয়া এরূপ নিয়মে পতিসেবা করিব যে, তাহাতে আপনার এই অতুলকীর্ত্তি স্বর্গে, ভূতলে ও পাতালে সর্ব্বত্রই অক্ষয় হইয়া থাকিবে; এইরূপে

ভবিষ্যতি ভুবঃ পৃষ্ঠে তথা স্বর্গে রসাতলে।
পরলোকসুখায়াহং চরিষ্যামি দিবানিশম্ ॥ ৫৭ ॥
দত্ত্বান্ধায় চ বৃদ্ধায় সুন্দরীং যুবতীন্তু মাম্।
চিন্তা ত্বয়া ন কর্ত্তব্যা শীলনাশসমুদ্ভবা ॥ ৫৮ ॥
অরুন্ধতী বশিষ্ঠস্য ধর্ম্মপত্নী যথা ভুবি।
তথৈবাহং ভবিষ্যামি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৫৯ ॥
অনসূয়া যথা সাধ্বী ভার্য্যাত্রেঃ প্রথিতা ভুবি।
তথৈবাহং ভবিষ্যামি পুত্রী কীর্ত্তিকরী তব ॥ ৬০ ॥
সুকন্যাবচনং শ্রুত্বা রাজা পরমধর্ম্মবিৎ।
দত্ত্বাজিনং রুরোদাশু বীক্ষ্য তাং চারুহাসিনীম্ ॥ ৬১ ॥
ত্যক্ত্বা ভূষণবাসাংসি মুনিবেশধরাং সুতাম্।
বিবর্ণবদনো ভূত্বা স্থিতস্তত্রৈব পার্থিবঃ ॥ ৬২ ॥
রাজ্ঞ্যঃ সর্ব্বাঃ সুতাং দৃষ্ট্বা বল্কলাজিনধারিণীম্।
রুরুদুর্ভৃশশোকার্ত্তা বেপমানা ইবাভবন্ ॥ ৬৩ ॥

চরিষ্যামি সেবাং করিষ্যামি পত্যুঃ ॥ ৫৭ ॥
(শীলনাশসমুদ্ভবা চিন্তা ব্যভিচারিত্বশঙ্কেতি যাবৎ ॥ ৫৮—৬১ ॥
বিবর্ণবদন ইতি। স্থিতস্তত্রৈব পার্থিবঃ শোকজনিতান্তর্বাষ্পনিরুদ্ধকণ্ঠতয়া ন কিঞ্চিদপি বক্তুং সমর্থ ইতি ভাবঃ ॥ ৬২—৬৩ ॥

আমিও যাহাতে পরলোকে পরম সুখ লাভ করিতে পারি সেইরূপে পতির চরণসেবা করিব ॥ ৫৬—৫৭ ॥ আমি যুবতী বিশেষত সুন্দরী আপনি আমাকে বৃদ্ধ তাপসকে দান করিলেন বলিয়া চরিত্র দূষিত হইবার সম্ভাবনায় অণুমাত্রও চিন্তা করিবেন না ॥ ৫৮ ॥ বশিষ্ঠের ধর্ম্মপত্নী অরুন্ধতী যেমন ভূলোকে বিখ্যাতা হইয়াছেন, আমিও তদনুরূপ সিদ্ধি লাভ করিব, তাহাতে কোনও সন্দেহ করিবেন না ॥ ৫৯ ॥ মহর্ষি অত্রির ভার্য্যা প্রতিব্রতা অনসূয়া যেরূপ ভূতলে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তদনুরূপ আমিও আপনার পুত্রী হইয়া কীর্ত্তি স্থাপন করিব ॥ ৬০ ॥ সেই পরমধর্ম্মবিৎ রাজা সুকন্যার এই সকল বাক্য শুনিয়া তাহাকে অজিনাদি প্রদান করিলেন। সেই চারুহাসিনী কন্যা যখন বসন ভূষণ পরিত্যাগ করিয়া মুনিকন্যার বেশ ধারণ করিলেন, তখন রাজা আর রোদন সম্বরণ করিতে পারিলেন না; রাজা শর্যাতি তখন বিষণ্ণ বদনে সেইখানেই দণ্ডায়মান রহিলেন ॥ ৬১—৬২ ॥ কন্যার বল্কল ও অজিন পরিধান দর্শনে সেই সকল রাজমহিষীগণ নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে কম্পমান হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ॥ ৬৩ ॥ রাজন্! তখন মহীপতি শর্যাতি

তামাপৃচ্ছ্য মহীপালো মন্ত্রিভিঃ পরিবারিতঃ।
যযৌ স্বনগরং রাজন্! মুক্ত্বা পুত্রীং শুচার্পিতাম্॥ ৬৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে শর্যাতেশ্চ্যবনায় সুকন্যানাম্নী কন্যাদানবর্ণনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩॥

তামিতি। আপৃচ্ছ্য সম্ভাষ্যেত্যর্থঃ। অর্পিতাং মুনয়ে দত্তাং পুত্রীং মুক্ত্বা ত্যক্ত্বা শুচা শোকেনোপলক্ষিতঃ সন্ স্বনগরং যযৌ গতবানিত্যর্থঃ॥ ৬৪॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩॥

মুনিবর চ্যবনকে কন্যাদান করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে শোক সন্তপ্তহৃদয়ে স্বীয় নগরে প্রতিগমন করিলেন॥ ৬৪।

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে মুনিবর চ্যবনকে শর্যাতির কন্যাপ্রদান নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

গতে রাজনি সা বালা পতিসেবাপরায়ণা ।
বভূব চ তথাগ্নীনাং সেবনে ধর্ম্মতৎপরা ॥ ১ ॥
ফলান্যাদায় স্বাদূনি মূলানি বিবিধানি চ ।
দদৌ সা মুনয়ে বালা পতিসেবাপরায়ণা ॥ ২ ॥
পতিং তপ্তোদকেনাশু স্নাপয়িত্বা মৃগত্বচা ।
পরিবেষ্ট্য শুভায়াস্তু বৃষ্যাং স্থাপিতবত্যপি ॥ ৩ ॥
তিলান্যবকুশানগ্রে পরিকল্প্য কমণ্ডলুম্ ।
তমুবাচ নিত্যকর্ম্ম কুরুষ্ব মুনিসত্তম ! ॥ ৪ ॥
তমুত্থাপ্য করে কৃত্বা সমাপ্তে নিত্যকর্ম্মণি ।
বৃষ্যাং বা সংস্তরে বালা ভর্ত্তারং সন্ন্যবেশয়ৎ ॥ ৫ ।
পশ্চাদানীয় পক্কানি ফলানি চ নৃপাত্মজা ।
ভোজয়ামাস চ্যবনং নীবারান্নং সুসংস্কৃতম্ ॥ ৬ ॥

অর্দ্ধাধিকৈঃ পঞ্চপঞ্চাশদ্ভিঃ পদ্যৈরতঃপরম্ ।
সুকন্যাদেবভিষজোঃ সংবাদশ্চাত্র কথ্যতে ॥

চ্যবনায় দত্তায়াঃ সুকন্যায়াঃ সমাচারমাহ গতে রাজনীতি ॥ ১—৩
বৃষ্যামাসনে অগ্রে প্রথমম্ ॥ ৪—৫ ॥
ভোজয়ামাসেতি । ভুজধাতোঃ প্রত্যবসানার্থত্বাদ্দ্বিকর্ম্মকত্বম্ ॥ ৬ ॥

ব্যাস কহিলেন, মহারাজ ! রাজা শর্যাতি গৃহে প্রতিগমন করিলে পর সেই বালা সুকন্যা স্বধর্ম্মে নিরত থাকিয়া অগ্নির পরিচর্য্যা এবং স্বীয় পতির সেবা করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ সেই ষোড়শবর্ষীয়া সুকন্যা পতিসেবায় তৎপর হইয়া নানাবিধ সুস্বাদু ফলমূল সংগ্রহ করিয়া মুনিবরকে ভক্ষণার্থ প্রদান করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥ তিনি স্নানকালে বহ্নিতপ্ত বারি দ্বারা পতিকে স্নান ও মৃগচর্ম্ম পরিধান করাইয়া পবিত্র কুশাসনে উপবেশন করাইতেন ॥ ৩ ॥ তৎপরে কুশ, তিল ও কমণ্ডলু সম্মুখে স্থাপন করিয়া বলিতেন, মুনিসত্তম ! আপনি নিত্যকার্য্য সম্পাদন করুন ॥৪॥ নিত্যকর্ম্ম সমাপ্ত হইলে সেই বালা তাঁহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক উঠাইয়া কুশাসনে অথবা অন্য আস্তরণে উপবেশন করাইতেন ॥৫॥ তাহার পর সেই রাজতনয়া সুপক্ক ফল ও সুসংস্কৃত নীবারান্ন আনিয়া চ্যবন মুনিকে ভোজন

ভুক্তবন্তং পতিং তৃপ্তং দত্ত্বাচমনমাদরাৎ।
পশ্চাচ্চ পূগং পত্রাণি দদৌ চাদরসংযুতা ॥ ৭ ॥
গৃহীতমুখবাসং তং সংবেশ্য চ শুভাসনে।
গৃহীত্বাজ্ঞাং শরীরস্য চকার সাধনং ততঃ ॥ ৮ ॥
ফলাহারং স্বয়ং কৃত্বা পুনর্গত্বা চ সন্নিধৌ।
প্রোবাচ প্রণয়োপেতা কিমাজ্ঞাপয়সে প্রভো ! ॥ ৯ ॥
পাদসংবাহনং তেঽদ্য করোমি যদি মন্যসে।
এবং সেবাপরা নিত্যং বভূব পতিতৎপরা ॥ ১০ ॥
সায়ং হোমাবসানে সা ফলান্যাহৃত্য সুন্দরী।
অর্পয়ামাস মুনয়ে স্বাদূনি চ মৃদূনি চ ॥ ১১ ॥
ততঃ শেষাণি বুভুজে প্রেমযুক্তা তদাজ্ঞয়া।
সুস্পর্শাস্তরণং কৃত্বা শায়য়ামাস তং মুদা ॥ ১২ ॥
সুপ্তে সুখং প্রিয়ে কান্তা পাদসংবাহনং তদা।
চকার পৃচ্ছতী ধর্ম্মং কুলস্ত্রীণাং কৃশোদরী ॥ ১৩ ॥

পূগং ক্রমুকং পত্রাণি নাগবল্লীদলানি
শরীরস্য স্বশরীরস্য ॥ ৮—১৪ ॥

করাইতেন ॥ ৬ ॥ পতি ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইলে পর পরম ভক্তিসহকারে আচমনীয় জল দ্বারা তাঁহার মুখপদাদি প্রক্ষালন করাইয়া আদরপূর্ব্বক তাঁহাকে তাম্বূল ও পূগাদি প্রদান করিতেন ॥ ৭ ॥ তিনি মুখশুদ্ধি গ্রহণ করিলে পর তাঁহাকে উত্তম আসনে উপবেশন করাইয়া তদীয় আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় শরীরের সংস্কার করিতেন ॥ ৮ ॥ অনন্তর, মুনিবরের ভক্ষণাবশিষ্ট ফলমূলাদি স্বয়ং আহার করিয়া পুনরায় পতির সন্নিধানে যাইয়া প্রণয়সহকারে বলিতেন, প্রভো ! এক্ষণে কি করিব আজ্ঞা করুন ॥ ৯ ॥ আপনি যদি অনুমতি করেন, তবে আপনার পদ সংবাহন করি, এইরূপে পতির প্রতি অনুরাগিণী হইয়া রাজবালা প্রতিনিয়ত পতিসেবায় কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥ সায়ংকালে হোমকার্য্য সমাপ্ত হইলে সেই সুন্দরী সুস্বাদু ও সুকোমল ফল সকল আহরণ করিয়া তাঁহাকে ভক্ষণার্থ অর্পণ করিতেন ॥ ১১ ॥ তদনন্তর, তাঁহার অনুজ্ঞা লইয়া ভোজনাবশিষ্ট ফল সকল স্বয়ং ভক্ষণ করিতেন, তাহার পর সুখস্পর্শ আস্তরণ প্রস্তুত করিয়া প্রীতিসহকারে তাঁহাকে শয়ান করাইতেন ॥ ১২ ॥ প্রিয়তম পতি সুখে শয়ন করিলে পর সেই কৃশোদরী রাজকুমারী তাঁহার পাদসংবাহন করিতে করিতে কুলস্ত্রীদিগের ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্ন

পাদসংবাহনং কৃত্বা নিশি ভক্তিপরায়ণা।
নিদ্রিতং চ মুনিং জ্ঞাত্বা সুষ্বাপ চরণান্তিকে ॥ ১৪ ॥
শুচৌ প্রতিষ্ঠিতং বীক্ষ্য তালবৃন্তেন ভামিনী।
কুর্ব্বাণা শীতলং বায়ুং সিষেবে স্বপতিং তদা ॥ ১৫ ॥
হেমন্তে কাষ্ঠসম্ভারং কৃত্বাগ্নিজ্বলনং পুরঃ।
স্থাপয়িত্বা তথাপৃচ্ছৎ সুখং তেঽস্তীতি চাসকৃৎ ॥ ১৬ ॥
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে চোত্থায় জলপাত্রঞ্চ মৃত্তিকাম্।
সমর্পয়িত্বা শৌচার্থং সমুত্থাপ্য পতিং প্রিয়া ॥ ১৭ ॥
স্থানাদ্দূরে চ সংস্থাপ্য দূরং গত্বা স্থিরাভবৎ।
কৃতশৌচং পতিং জ্ঞাত্বা গত্বা জগ্রাহ তং পুনঃ ॥ ১৮ ॥
আনীয়াশ্রমমব্যগ্রা চোপবেশ্যাসনে শুভে।
মৃজ্জলাভ্যাঞ্চ প্রক্ষাল্য পাদাবস্য যথাবিধি ॥ ১৯ ॥
দত্ত্বাচমনমাত্রস্তু দন্তধাবনমাহরৎ।
সমর্প্য দন্তকাষ্ঠঞ্চ যথোক্তং নৃপনন্দিনী ॥ ২০ ॥

(শুচাবিতি। শুচৌ গ্রীষ্মে প্রতি প্রতিকূলং বিপরীতং স্থিতং গ্রীষ্মেণ পীড়িতমিতি যাবৎ পতিং বীক্ষ্য বুদ্ধেত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥
হেমন্তে ইতি। কাষ্ঠসম্ভারং কৃত্বা বহুনিকাষ্ঠান্যাহৃত্যেত্যর্থঃ ॥ ১৬—২৫ ॥)

সকল জিজ্ঞাসা করিতেন ॥ ১৩ ॥ রাত্রিকালে পদসেবা করিতে করিতে যখন মুনিবর নিদ্রিত হইতেন, তখন তিনি ভক্তিপরায়ণ হইয়া তাঁহার চরণতলে শয়ন করিতেন ॥ ১৪ ॥ গ্রীষ্মকালে পতি যখন ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইতেন, তখন সেই ভামিনী তালবৃন্ত ব্যজন করিয়া সুশীতল বায়ু দ্বারা স্বীয় পতির সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন ॥ ১৫ ॥ হেমন্তকালে কাষ্ঠসংগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে অগ্নিরাশি প্রজ্বালিত করিয়া বার বার জিজ্ঞাসা করিতেন, মুনিবর! ইহাতে আপনার সুখানুভব হইতেছে ত? ॥ ১৬ ॥ সেই পতিপ্রাণা রাজতনয়া সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে শয্যা হইতে উত্থান করিতেন, পরে পতিকে উত্থাপিত করিয়া শৌচের নিমিত্ত আশ্রমের কিয়দ্দূরে বসাইয়া আসিতেন এবং হস্তপদাদি প্রক্ষালনের জন্ত মৃত্তিকা ও জল তাঁহার নিকটে রাখিয়া স্বয়ং দূরে দাঁড়াইয়া প্রতীক্ষা করিতেন। তাঁহার শৌচকার্য্য সমাপিত হইয়াছে জানিয়া সন্নিধানে যাইয়া পতির করধারণপূর্ব্বক ধীরে ধীরে আশ্রমে আনয়ন করিতেন। তৎপরে মুনিবরকে পবিত্র আসনোপরি উপবেশন করাইয়া পুনরায় মৃত্তিকা এবং জল দ্বারা তাঁহার চরণযুগল যথাবিধি প্রক্ষালন করিয়া দিতেন ॥ ১৭—১৯ ॥ রাজনন্দিনী পতিকে আচমন পাত্র প্রদান করিয়া শাস্ত্রবিহিত দন্ত-

চকারোষ্ণং জলং শুদ্ধং সমানীতং সুপাবনম্।
স্নানার্থং জলমাহৃত্য পপ্রচ্ছ প্রণয়ান্বিতা ॥ ২১ ॥
কিমাজ্ঞাপয়সে ব্রহ্মন্! কৃতং বৈ দন্তধাবনম্।
উষ্ণোদকং সুসম্পন্নং কুরু স্নানং সমন্ত্রকম্ ॥ ২২ ॥
বর্ত্ততে হোমকালোঽয়ং সন্ধ্যা পূর্ব্বা প্রবর্ত্ততে।
বিধিবদ্ধবনং কৃত্বা দেবতাপূজনং কুরু ॥ ২৩ ॥
এবং কন্যা পতিং লব্ধ্বা তপস্বিনমনিন্দিতা।
নিত্যং পর্য্যচরৎ প্রীত্যা তপসা নিয়মেন চ ॥ ২৪ ॥
অগ্নীনামতিথীনাঞ্চ শুশ্রূষাং কুর্ব্বতী সদা।
আরাধয়ামাস মুদা চ্যবনং সা শুভাননা ॥ ২৫ ॥
কস্মিংশ্চিদথ কালে তু রবিজাবশ্বিনাবুভৌ।
চ্যবনস্যাশ্রমাভ্যাসে ক্রীড়মানৌ সমাগতৌ ॥ ২৬ ॥
জলে স্নাত্বা তু তাং কন্যাং নিবৃত্তাং স্বাশ্রমং প্রতি।
গচ্ছন্তীং চারুসর্ব্বাঙ্গীং রবিপুত্রাবপশ্যতাম্ ॥ ২৭ ॥
তাং দৃষ্ট্বা দেবকন্যাভাং গত্বা চান্তিকমাদরাৎ।
ঊচতুঃ সমভিদ্রুত্য নাসত্যাবতিমোহিতৌ ॥ ২৮ ॥

রবিজৌ সূর্য্যজৌ ॥ ২৬—২৭ ॥
নাসত্যাবশ্বিনৌ ॥ ২৮—৩১ ॥

ধাবন কাষ্ঠ আহরণ পূর্ব্বক সমর্পণ করিতেন ॥ ২০ ॥ পবিত্র নির্ম্মল সলিল আনিয়া তাহা উষ্ণ করিতেন, সেই জল স্নানের নিমিত্ত আনিয়া প্রীতিসহকারে জিজ্ঞাসা করিতেন, স্বামিন্! আপনার দন্তধাবন কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে ত? জল উষ্ণ করিয়াছি, আপনি অনুমতি করিলে আনয়ন করি; আপনি সেই উত্তপ্ত সলিল দ্বারা সমন্ত্রক স্নান করুন ॥২১-২২॥ প্রাতঃসন্ধ্যা উপস্থিত, অতএব এক্ষণে আপনার হোমের সময় হইয়াছে, যথাবিধি হোম করিয়া দেবতাদিগের পূজা করুন ॥ ২৩ ॥ নির্ম্মলস্বভাবা রাজদুহিতা তপস্বী চ্যবনকে পতি লাভ করিয়া এইরূপে তপস্যা, নিয়ম ও প্রীতিসহকারে প্রতিনিয়তই তাঁহার পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত থাকিলেন ॥ ২৪ ॥ সেই সুমুখী রাজবালা অগ্নি ও অতিথিগণের নিয়ত সেবা শুশ্রূষা করিয়া সানন্দমনে মহর্ষি চ্যবনের আরাধনা করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥

তদনন্তর, কোন সময়ে সূর্য্যাত্মজ অশ্বিনীকুমার দ্বয় ক্রীড়া করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে মহর্ষি চ্যবনের আশ্রম সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২৬ ॥ তখন সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রাজতনয়া পবিত্র সলিলে স্নান করিয়া আশ্রমে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছিলেন, সেই সময়েই

ক্ষণং তিষ্ঠ বরারোহে! প্রষ্টুং ত্বাং গজগামিনি!।
আবাং দেবসুতৌ প্রাপ্তৌ ব্রূহি সত্যং শুচিস্মিতে! ॥ ২৯ ॥
পুত্রী কস্য পতিঃ কস্তে কথমুদ্যানমাগতা।
একাকিনী তড়াগেঽস্মিন্ স্নানার্থং চারুলোচনে! ॥ ৩০ ॥
দ্বিতীয়া শ্রীরিবাভাসি কান্ত্যা কমললোচনে!।
ইচ্ছামস্তু বয়ং জ্ঞাতুং তত্ত্বমাখ্যাহি শোভনে! ॥ ৩১ ॥
কোমলৌ চরণৌ কান্তে! স্থিতৌ ভূমাবনাবৃতৌ।
হৃদয়ে কুরুতঃ পীড়াং চলন্তৌ চললোচনে! ॥ ৩২ ॥
বিমানার্হাসি তন্বঙ্গি! কথং পদ্ভ্যাং ব্রজস্যদঃ।
অনাবৃতাত্র বিপিনে কিমর্থং গমনং তব ॥ ৩৩ ॥
দাসীশতসমাযুক্তা কথং ন ত্বং বিনির্গতা।
রাজপুত্র্যপ্সরা বাসি বদ সত্যং বরাননে! ॥ ৩৪ ॥

অনাবৃতাবনুপানৎকৌ। চললোচনে ইতি কন্যাসম্বোধনম্ ॥ ৩২ ॥
অনাবৃতা উত্তরীয়মহাপট্টবস্ত্ররহিতা ॥ ৩৩—৩৪ ॥

তিনি আশ্বিনেয়দ্বয়ের নয়নপথে পতিত হইলেন ॥ ২৭ ॥ তাঁহারা দেবকন্যার ন্যায় তাঁহার অপরূপ রূপলাবণ্য দর্শনে বিমোহিত হইয়া অতি সত্বর সন্নিধানে আসিয়া আদরসহকারে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গজগামিনি! দেখ আমরা দেবতনয়, আপনাকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্তই আগমন করিয়াছি; অতএব বরারোহে! আমাদের অনুরোধে আপনি ক্ষণকাল প্রতীক্ষা করুন। শুচিস্মিতে! আপনি যথার্থরূপে আমাদের প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করিবেন ॥ ২৭—২৯ ॥ হে চারুলোচনে! আপনি কাহার কন্যা? কোন্ মহাত্মা আপনার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন? আপনি উদ্যান মধ্যস্থিত এই তড়াগে একাকিনী স্নান করিতে আসিয়াছেন কেন? ॥৩০॥ কমলাক্ষি! তোমার যেরূপ অপরূপ সৌন্দর্য্য, তাহাতে তোমাকে দ্বিতীয় হরিবল্লভা বলিয়াই বোধ হইতেছে; শোভনে! আমরা আপনার নিকট কিছু জানিতে ইচ্ছা করি, আপনি যথার্থরূপে সেই বিষয় কীর্ত্তন করুন ॥ ৩১ ॥ কান্তে! তোমার চরণযুগল অতীব কোমল, অতএব উপানৎ পরিধান না করিয়া অনাবৃতভাবে উহা ভূতলে রাখিয়াছেন? হে চঞ্চলনয়নে! তোমার চরণ যখন ভূমিতলে সঞ্চালিত হইতেছে তখন আমাদের হৃদয়ে ক্লেশ উপস্থিত হইতেছে ॥ ৩২ ॥ কৃশোদরি! তোমার দেহ যেরূপ কোমল তাহাতে যানারূঢ়া হইয়া গমনাগমন করাই উচিত, কিন্তু তাহা না করিয়া কেন পদব্রজে এই কঠিন ভূমিতে গমন করিতেছ? আর তুমি উত্তম উত্তরীয় ও পট্টবস্ত্র পরিধান না করিয়া অতি সামান্য বেশে এই বিপিনে কি কারণে গমন করিতেছ? ॥ ৩৩ ॥

ধন্যা মাতা যতো জাতা ধন্যোঽসৌ জনকস্তব।
বক্তুং ত্বাং নৈব শক্তৌ চ ভর্ত্তুর্ভাগ্যং তবানঘে! ॥ ৩৫ ॥
দেবলোকাধিকা ভূমিরিয়ং চৈব সুলোচনে!।
প্রচলংশ্চরণস্তেঽদ্য সম্পাবয়তি ভূতলম্‌ ॥ ৩৬ ॥
সৌভাগ্যাশ্চ মৃগাঃ কামং যে ত্বাং পশ্যন্তি বৈ বনে।
যে চান্যে পক্ষিণঃ সর্ব্বে ভূরিয়ং চাতিপাবনা ॥ ৩৭ ॥
স্তুত্যালং তব চাত্যর্থং সত্যং ব্রূহি সুলোচনে!।
পিতা কস্তে পতিঃ কাসৌ দ্রষ্টুমিচ্ছাস্তি সাদরম্‌ ॥ ৩৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

তয়োরিতি বচঃ শ্রুত্বা রাজকন্যাতিসুন্দরী।
তাবুবাচ ত্রপাক্রান্তা দেবপুত্রৌ নৃপাত্মজা ॥ ৩৯ ॥
শর্য্যাতিতনয়াং মাং বাং বিত্তং ভার্য্যাং মুনেরিহ।
চ্যবনস্য সতীং কান্তাং পিত্রা দত্তাং যদৃচ্ছয়া ॥ ৪০ ॥

নৈব শক্তাবাবামিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥
যতস্তে চরণৌ ভূতলং সম্পাবয়তি পবিত্রীকরোতি ॥ ৩৬ ॥
সৌভাগ্যাঃ। অর্শ আদ্যজন্তম্‌। সৌভাগ্যবন্ত ইত্যর্থঃ। যে চান্যে পক্ষিণস্তেঽপি সৌভাগ্যবন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৭—৪৩ ॥

তোমার সহিত শত শত দাসী বহির্গত হয় নাই কেন? বরাননে! তুমি রাজকন্যা অথবা অপ্সরা তাহা আমাদিগকে সত্য করিয়া বল ॥৩৪॥ অনঘে! যে পিতা মাতা হইতে তোমার জন্ম হইয়াছে, তাঁহারা ধন্য!! বিশেষত যে ব্যক্তির সহিত তোমার পরিণয় হইয়াছে তাঁহার সৌভাগ্য বর্ণন করিতে আমাদের সামর্থ্য নাই ॥ ৩৫ ॥ সুলোচনে! তোমার চরণযুগল ইতস্তত সঞ্চালিত হইয়া এই ভূতল পবিত্র করিতেছে, সুতরাং এই উদ্যান আজ দেবলোক অপেক্ষাও পবিত্র বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ৩৬ ॥ যে সকল মৃগ ও পক্ষিকুল ইচ্ছানুসারে তোমাকে দেখিতে পায় তাহাদের সৌভাগ্যের সীমা নাই; অধিক কি, তোমার পাদস্পর্শে এই বনভূমি অতি পবিত্র বলিয়া জ্ঞান হইতেছে ॥ ৩৭ ॥ সুলোচনে! তোমার রূপের অধিক প্রশংসা করা নিষ্প্রয়োজন। তোমার পিতা কে এবং পতিই বা কে, তাহা আমাদিগকে সত্য করিয়া বল; আমরা আদরসহকারে তাঁহাদিগকে দেখিতে অভিলাষ করি ॥ ৩৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্‌! সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রাজকুমারী তাঁহাদের ঈদৃশ বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া লজ্জিত ভাবে সেই দেবকুমার যুগলকে বলিলেন ॥ ৩৯ ॥ আমি শর্য্যাতি রাজার দুহিতা, পিতা আমায় দৈবের ইচ্ছাতেই মহর্ষি চ্যবনকে প্রদান করিয়াছেন, আমি

পতিরন্ধোঽস্তি মে দেবৌ বৃদ্ধশ্চাতীব তাপসঃ।
তস্য সেবামহোরাত্রং করোমি প্রীতমানসা॥ ৪১ ॥
কৌ যুবাং কিমিহায়াতৌ পতিস্তিষ্ঠতি চাশ্রমে।
তত্রাগত্যা প্রকুরুতমাশ্রমং চাদ্য পাবনম্॥ ৪২ ॥
তদাকর্ণ্য বচো দস্রাবূচতুস্তাং নরাধিপ!।
কথং ত্বমপি কল্যাণি! পিত্রা দত্তা তপস্বিনে॥ ৪৩॥
ভ্রাজসেঽস্মিন্ বনোদ্দেশে বিদ্যুৎ সৌদামনী যথা।
ন দেবেষ্বপি তুল্যা হি তব দৃষ্টাস্তি ভামিনী॥ ৪৪ ॥
ত্বং দিব্যাম্বরযোগ্যাসি শোভসে নাজিনৈর্বৃতা।
সর্ব্বাভরণসংযুক্তা নীলালকবরূথিনী॥ ৪৫ ॥
অহো বিধের্দুষ্কলিতং বিচেষ্টিতং
যদত্র রম্ভোরু! বনে বিষীদসি।
বিশালনেত্রেঽন্ধমিমং পতিং প্রিয়ে!
মুনিং সমাসাদ্য জরাতুরং ভৃশম্॥ ৪৬ ॥

সৌদামনীতি। বিদ্যুতো বিশেষণং তদ্দেশস্থা বিদ্যুদতিচঞ্চলা ভবতীতি। তব তুল্যা দেবেষ্বপি ন দৃষ্টেত্যর্থঃ॥ ৪৪ ॥
বরূথঃ সমূহঃ॥ ৪৫—৪৬ ॥

তাঁহারই প্রিয়তমা সাধ্বী ভার্য্যা, সেই মহর্ষি এই স্থানেই অবস্থিতি করিতেছেন॥ ৪০ ॥ দেবদ্বয়! আমার পতি নয়নবিহীন তাপস এবং অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন; অতএব আমি সতীধর্ম্মানুসারে প্রীতমানসে অহোরাত্র তাঁহারই সেবা করিয়া থাকি॥ ৪১ ॥ আপনারা কে? এবং কি নিমিত্তই বা এই স্থানে আগমন করিয়াছেন? আমার পতি আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছেন, কৃপা করিয়া আপনারা সেইস্থানে গিয়া অদ্য আশ্রম পবিত্র করুন॥ ৪২ ॥

নরনাথ! অশ্বিনীকুমারযুগল তাদৃশ বাক্য শ্রবণে তাঁহাকে বলিলেন, কল্যাণি! কি কারণে তোমার পিতা বৃদ্ধ তপস্বীকে এরূপ কন্যারত্ন দান করিলেন?॥ ৪৩॥ তুমি এই বিজনবনপ্রদেশে স্থির সৌদামিনীর ন্যায় শোভা পাইতেছ; আর অধিক কি বলিব তোমার ন্যায় রূপবতী কামিনী আমরা দেবলোকেও দেখিতে পাই না॥ ৪৪ ॥ অহো! দিব্য বসন সর্ব্ববিধ আভরণ ও নীলবর্ণ অলকাবলীই তোমার পক্ষে শোভা পায়, এইরূপ মৃগচর্ম্ম ও বল্কলাদি তোমার যোগ্য নহে॥৪৫॥ রম্ভোরু! তুমি বিশালনয়না তথাপি বিধাতা তোমাকে অন্ধ বিশেষত অতীব জরাতুর পতি দিয়াছেন, তুমি সেই অন্ধ পতি লাভ করিয়া নিরন্তর এই বন-

বৃথা বৃতস্তেন ভৃশং ন শোভসে
নবং বয়ঃ প্রাপ্য সুনৃত্যপণ্ডিতে!।
মনোভবেনাশু শরাঃ সুসন্ধিতাঃ
পতন্তি কস্মিন্ পতিরীদৃশস্তব ॥ ৪৭ ॥
ত্বমন্ধভার্য্যা নবযৌবনান্বিতা
কৃতাসি ধাত্রা ননু মন্দবুদ্ধিনা।
ন চৈনমর্হস্যসিতায়তেক্ষণে!
পতিং ত্বমন্যং কুরু চারুলোচনে! ॥ ৪৮ ॥
বৃথৈব তে জীবিতমম্বুজেক্ষণে!
পতিঞ্চ সম্প্রাপ্য মুনিং গতেক্ষণম্।
বনে নিবাসঞ্চ তথাজিনাম্বর-
প্রধারণং যোগ্যতরং ন মন্মহে ॥ ৪৯ ॥
অতোঽনবদ্যাঙ্গ্যুভয়োস্ত্বমেককং
বরং কুরুষ্বাবহিতা সুলোচনে!।
কিং যৌবনং মানিনি! সঙ্করোষি
বৃথা মুনিং সুন্দরি! সেবমানা ॥ ৫০ ॥

বৃথা বৃতস্ত্বয়ায়মন্ধ ইত্যন্বয়ঃ। তেনান্ধেন ত্বং ন শোভসে ॥ ৪৭—৪৯ ॥
উভয়োরাবয়োরিত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

বাসে অবসন্ন হইতেছ, হায়! ইহা অপেক্ষা বিধাতার আর অন্যায় কার্য্য কি হইতে পারে!!॥৪৬॥ মৃগাক্ষি! সেই মুনিবরকে তুমি নিরর্থক পতিত্বে বরণ করিয়াছ, তোমার এই নবযৌবন সময়ে সেই অন্ধ পতির সহিত কথনই শোভা পাইবে না, তুমি নৃত্যবিদ্যায় সুপণ্ডিতা; কিন্তু পতি অন্ধ এবং জরাতুর, তুমি নৃত্য করিলে যখন মনোভব শরসন্ধান করিবে তখন সেই শর সকল কাহার উপর পতিত হইবে? ॥৪৭॥ অয়ি আয়তলোচনে! সেই বিধাতা নিতান্ত অল্প-বুদ্ধি!! তাহা না হইলে তোমাকে এরূপ নবযৌবনে ভূষিত করিয়া অন্ধের ভার্য্যা করিবেন কেন? চারুলোচনে! তুমি কথনই তাঁহার উপযুক্ত নহ; অতএব অন্য পতি গ্রহণ কর ॥৪৮॥ কমলনয়নে! তোমার পতি একেত নয়নবিহীন তাহাতে আবার তাপস; সুতরাং তোমার জীবন ধারণ বৃথা!! বিশেষতবনে বাস করা এবং অজিন অম্বর পরিধান করা তোমার যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করি না ॥৪৯॥ অসিতনয়নে! তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল মনোহর; অতএব বিশেষ বিচার করিয়া আমাদের উভয়ের মধ্যে একজনকে পতি কর, অয়ি মানিনি! তুমি

কিং সেবসে ভাগ্যবিবর্জ্জিতং তং
সমুজ্ঝিতং পোষণরক্ষণাভ্যাম্ ।
ত্যক্ত্বা মুনিং সর্ব্বসুখাপবর্জ্জিতং
ভজানবদ্যাঙ্গ্যুভয়োস্ত্বমেককম্ ॥ ৫১ ॥
ত্বং নন্দনে চৈত্ররথে বনে চ
কুরুষ্ব কান্তে ! প্রথিতং বিহারম্ ।
অন্ধেন বৃদ্ধেন কথং হি কালং
বিনেষ্যসে মানিনি ! মানহীনা ॥ ৫২ ॥
ভূপাত্মজা ত্বং শুভলক্ষণা চ
জানাসি সংসারবিহারভাবম্ ।
ভাগ্যেন হীনা বিজনে বনেঽত্র
কালং কথং বাহয়সে বৃথা চ ॥ ৫৩ ॥
তস্মাদ্ভজস্ব পিকভাষিণি ! চারুবক্ত্রে !
একং দ্বয়োস্তব সুখায় বিশালনেত্রে ! ।
দেবালয়েষু চ কৃশোদরি ! ভুঙ্ক্ষ্ব ভোগাং-
স্ত্যক্ত্বা মুনিং জরঠগাশু নৃপেন্দ্রপুত্রি ! ॥ ৫৪ ॥

(কিমিতি। পোষণরক্ষণাভ্যাং সমুজ্ঝিতং তব পোষণরক্ষণাদাবসমর্থমিতি ভাবঃ। ভূপাত্মজেতি। ত্বং শুভলক্ষণা নৃপপুত্রী সতী কথং ভাগ্যেন হীনা বনেঽত্র বৃথা কালং বাহয়সে ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৫১—৫৩ ॥
জরঠং বৃদ্ধমিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥)

এরূপ রূপবতী হইয়া মুনির সেবা করিয়া কেন বৃথা যৌবন ক্ষয় করিতেছ॥ ৫০ ॥ সেই মুনিবরের কোন সৌভাগ্যই লক্ষিত হয় না ; বিশেষত তোমায় ভরণ পোষণ বা রক্ষণাবেক্ষণ করিবার তাঁহার ক্ষমতা নাই, তবে বৃথা কেন তাঁহার সেবা করিতেছ ? অনিন্দিতে ! সর্ব্বসুখবিরহিত মুনিবরকে পরিত্যাগ করিয়া আমাদের উভয়ের মধ্যে একজনকে বিবাহ কর ॥ ৫১ ॥ কান্তে ! তাহা হইলে নন্দনকানন বা চৈত্ররথবনে বিহার করিতে পারিবে। মানিনি ! অন্ধ অথচ বৃদ্ধ পতির সহিত গৌরববিহীন হইয়া তুমি কিরূপে কালযাপন করিবে ? ॥ ৫২ ॥ একেত তুমি শুভলক্ষণে ভূষিতা তাহাতে আবার রাজকন্যা, সুতরাং সংসারের যাবতীয় বিহারভাব তোমার অবিদিত নাই, অতএব ভাগ্যবিহীন হইয়া এই গহনকাননে বৃথা কেন কাল অতিবাহিত করিতেছ ? ॥ ৫৩॥ রাজপুত্রি। তোমার বদন অতি মনোহর, নয়ন বিশাল কটীদেশ ক্ষীণ এবং বাক্য কোকিলের ন্যায় মধুর অতএব তোমার অপেক্ষা সুন্দরী কে আছে ? তুমি সেই বৃদ্ধ তাপসকে এখনি ত্যাগ করিয়া সুখের

কিং তে সুখং যত্র বনে সুকেশি !
বৃদ্ধেন সার্দ্ধং বিজনে মৃগাক্ষি ! ।
সেবা তথান্ধস্য নবং বয়শ্চ
কিং তে মতং ভূপতিপুত্রি ! দুঃখম্ ॥ ৫৫ ॥
শশিমুখি ! ত্বমতীব সুকোমলা
ফলজলাহরণং তব নোচিতম্ ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং সপ্তমস্কন্ধে অশ্বিনীকুমারদ্বয়স্য সুকন্যাদর্শনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥৪॥

যত্র বনে নবং বয়স্তেঽস্তি সেবা চান্ধস্য বর্ত্ততে তত্র কিং সুখমিত্যন্বয়ঃ। কিং তে মতমিতি। হে ভূপতিপুত্রি ! তে কিং দুঃখং মত্তমভিমতমস্তীত্যর্থঃ ॥ ৫৫—৫৬ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

নিমিত্ত আমাদের একজনকে ভজনা কর, তাহা হইলে ত্রিদশালয়ে অনুপম ভোগ্যবস্তু সকল ভোগ করিতে পাইবে ॥ ৫৪ ॥ সুকেশি ! অন্ধের সহিত এই বনে বাস করিয়া তোমার কি সুখ হইবে ? হে মৃগাক্ষি! তোমার এই নবযৌবন এ বয়সে বনে থাকিয়া বৃদ্ধের সেবা করা অতীব ক্লেশকর। রাজপুত্রি ! দুঃখই কি তোমার অভিমত ॥ ৫৫ ॥ শশিমুখি ! দেখিতেছি তুমি সাতিশয় কোমলাঙ্গী ; সুতরাং ফল ও জল আহরণ করা তোমার উচিত কার্য্য হইতেছে না ॥ ৫৬ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে অশ্বিনীকুমারের সহিত সুকন্যার সংবাদ বর্ণন নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

তয়োস্তদ্ভাষিতং শ্রুত্বা বেপমানা নৃপাত্মজা।
ধৈর্য্যমালম্ব্য তৌ তত্র ৰভাষে মিতভাষিণী ॥ ১ ॥
দেবৌ বাং রবিপুত্রৌ চ সর্ব্বজ্ঞৌ সুরসম্মতৌ।
সতীং মাং ধর্ম্মশীলাঞ্চ নৈবং বদিতুমর্হথঃ ॥ ২ ॥
পিত্রা দত্তা সুরশ্রেষ্ঠৌ! মুনয়ে যোগধর্ম্মিণে।
কথং গচ্ছামি তং মার্গং পুংশ্চলীগণসেবিতম্ ॥ ৩ ॥
দ্রষ্টায়ং সর্ব্বলোকস্য কর্ম্মসাক্ষী দিবাকরঃ।
কশ্যপাচ্চৈব সম্ভূতৌ নৈবং ভাষিতুমর্হথঃ ॥ ৪ ॥
কুলকন্যা পতিং ত্যক্ত্বা কথমন্যং ভজেন্নরম্।
অসারেঽস্মিন্ হি সংসারে জানন্তৌ ধর্ম্মনির্ণয়ম্ ॥ ৫ ॥

অর্দ্ধাধিকৈরষ্টপঞ্চাশদ্ভিঃ শ্লোকৈরথোচ্যতে।
চ্যবনস্য যুবাবস্থা রবিপুত্রপ্রসাদজা ॥

অশ্বিনীকুমারভাষণানন্তরং জাতং বৃত্তমাহ তয়োস্তদ্ভাষিতমিতি ॥ ১—৪ ॥
জানন্তাবিতি রবিপুত্রয়োঃ সম্বোধনম্ ॥ ৫—৯ ॥

ব্যাস কহিলেন, মহারাজ! তাঁহাদের সেই কথা শুনিয়া রাজতনয়া সুকন্যা প্রথমে ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন; পরে সেই মিতভাষিণী বালা ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক অশ্বিনীকুমার-দ্বয়কে বলিলেন ॥ ১ ॥ আপনারা রবির পুত্র এবং সুরগণের সুসম্মত দেবতা, বিশেষত আপনারা সকল বিষয়ই বিদিত আছেন। আমি ধর্ম্মপরায়ণা সতী; আমাকে এরূপ কথা বলা আপনাদিগের উচিত হয় না ॥ ২ ॥ হে সুরবরদ্বয়! পিতা আমায় যোগধর্ম্মাবলম্বী মুনিবরকে দান করিয়াছেন; তাহাতে আমি সতী হইয়া কি প্রকারে বেশ্যাদিগের অবলম্বিত পথে গমন করিব? ॥ ৩ ॥ এই দিবাকর সমস্ত লোকের কার্য্যাকার্য্যের সাক্ষিস্বরূপ; অতএব তিনি আমাদের সমস্ত কার্য্যই অবলোকন করিতেছেন। অপিচ আপনারা উভয়েই মহাত্মা কশ্যপের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; এরূপ পবিত্র দেবতার ঔরসে পবিত্রবংশে জন্মিয়া ঈদৃশ অধর্ম্মকর ও অকীর্ত্তিকর কথা বলা আপনাদের পক্ষে নিতান্ত অনুচিত ॥ ৪ ॥ এই অসার সংসারে ধর্ম্ম কি, অধর্ম্মই বা কি তাহা আপনারা বিশেষরূপে অবগত আছেন;

যথেচ্ছং গচ্ছতাং দেবৌ শাপং দাস্যামি বানঘৌ।
সুকন্যাহঞ্চ শর্য্যাতেঃ পতিভক্তিপরায়ণা ॥ ৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্যা নাসত্যৌ বিস্মিতৌ ভৃশম্‌।
তাবব্রূতাং পুনস্তেনাং শঙ্কমানৌ ভয়ং মুনেঃ ॥ ৭ ॥
রাজপুত্রি! প্রসন্নৌ তে ধর্ম্মেণ বরবর্ণিনি!।
বরং বরয় সুশ্রোণি! দাস্যাবঃ শ্রেয়সে তব ॥ ৮ ॥
জানীহি প্রমদে! নূনমাবাং দেবভিষগ্বরৌ।
যুবানং রূপসম্পন্নং প্রকুর্ব্বাব পতিং তব ॥ ৯ ॥
ততস্ত্রয়াণামস্মাকং পতিমেকতমং বৃণু।
সমানরূপদেহানাং মধ্যে চাতুর্য্যপণ্ডিতে! ॥ ১০ ॥
সা তয়োর্বচনং শ্রুত্বা বিস্মিতা স্বপতিং তদা।
গত্বোবাচ তয়োর্বাক্যং তাভ্যামুক্তং যদদ্ভুতম্‌ ॥ ১১ ॥

চাতুর্য্যপণ্ডিতে ইতি সম্বোধনম্‌ ॥ ১০—১৩

হে রবিপুত্রযুগল! কুলকন্যা হইয়া পতি ত্যাগ করিয়া কিরূপে অন্য মানবকে ভজনা করিবে ॥ ৫ ॥ আপনারা বিমলস্বভাব দেবতা, আমি মহারাজ শর্য্যাতির কুলকন্যা বিশেষত পতির প্রতি একান্ত অনুরক্তা ও ধর্ম্মপরায়ণা; অতএব আপনারা যথেচ্ছ স্থানে গমন করুন, নতুবা শাপ প্রদান করিব সন্দেহ নাই ॥ ৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, ভারত! অশ্বিনীকুমারযুগল তাঁহার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে সাতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং মুনিবরের ভয়ে শঙ্কিত হইয়া তাঁহাকে পুনরায় বলিলেন ॥ ৭ ॥ রাজকুমারি! তোমার পাতিব্রত্যধর্ম্ম অবলোকনে আমরা প্রসন্ন হইয়াছি; অতএব বর-বর্ণিনি! আপনার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। সুশ্রোণি! তোমার মঙ্গলের নিমিত্ত আমারা তোমাকে বর প্রদান করিব ॥ ৮ ॥ ভামিনি! আমরা দেববৈদ্য, তুমি নিশ্চয় জানিও যে, আমরা তোমার পতিকে পরম সুন্দর রূপবান্‌ যুবা করিয়া দিব ॥ ৯ ॥ সুচতুরে! যখন আমাদের তিন জনেরই সমান রূপ, সমান বয়স ও সমান দেহকান্তি হইবে, তখন তুমি তিন জনের মধ্যে যাহাকে অভিরুচি হয় একজনকে পতিত্বে বরণ করিবে ॥ ১০ ॥ সুকন্যা তাঁহাদের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে বিস্মিত হইয়া স্বীয় পতির নিকট গমন করিলেন। অনন্তর, স্বর্বৈদ্যযুগল যে সকল কথা বলিয়াছিলেন তৎসমুদয় মুনিবরকে নিবেদন করিলেন ॥ ১১ ॥

সুকন্যোবাচ।

স্বামিন্! সূর্য্যসুতৌ দেবৌ সম্প্রাপ্তৌ চ বনাশ্রমে।
দৃষ্টৌ ময়া দিব্যদেহৌ নাসত্যৌ ভৃগুনন্দন! ॥ ১২ ॥
বীক্ষ্য মাং চারুসর্ব্বাঙ্গীং জাতৌ কামাতুরাবুভৌ।
কথিতং বচনং স্বামিন্! পতিং তে নবযৌবনম্ ॥ ১৩ ॥
দিব্যদেহং করিষ্যাবশ্চক্ষুষ্মন্তং মুনিং কিল।
এতেন সময়েনাদ্য তং শৃণু ত্বং ময়োদিতম্ ॥ ১৪ ॥
সমাবয়বরূপঞ্চ করিষ্যাবঃ পতিং তব।
তত্র ত্রয়াণামস্মাকং পতিমেকতমং বৃণু ॥ ১৫ ॥
তচ্ছ্রুত্বাহমিহায়াতা প্রষ্টুং ত্বাং কার্য্যমদ্ভুতম্।
কিং কর্ত্তব্যমতঃ সাধো! ব্রূহ্যস্মিন্ কার্য্যসঙ্কটে ॥ ১৬ ॥
দেবমায়াপি দুর্জ্ঞেয়া ন জানে কপটং তয়োঃ।
যদাজ্ঞাপয় সর্ব্বজ্ঞ! তৎ করোমি তবেপ্সিতম্ ॥ ১৭ ॥

এতেন সময়েনেতি পূর্ব্বান্বয়ি। কোঽসৌ সময়স্তত্রাহ তং শৃণু ত্বমিতি। ময়োদিতং বক্ষ্যমাণং তং সময়ং শৃণু ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

সমাবয়বরূপং চাস্মৎসদৃশাবয়বরূপবন্তমিত্যর্থঃ। তত্র ত্রয়াণামিতি। তদাস্মদ্ভাগ্যে যদি ত্বং লিখিতা স্যাস্তদাস্মাকমেব ভবিষ্যসীতি তয়োরবিপুত্রয়োরভিপ্রায়ঃ ॥ ১৫—১৬ ॥

কপটং তয়োরিতি। কেনাভিপ্রায়েণেদং তৈরুক্তমিতি তয়োঃ কপটং ন জানেঽহমিত্যর্থঃ ॥ ১৭—১৯ ॥

সুকন্যা কহিলেন, স্বামিন্! সূর্য্যতনয় অশ্বিনীকুমার দ্বয় আমাদের আশ্রমের সন্নিহিত তপোবনে উপনীত হইয়াছেন। সেই দিব্যদেহ দেবযুগলকে আমি দর্শন করিয়াছি ॥ ১২ ॥ তাঁহারা আমার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দেহ অবলোকন করিয়া কামাতুর হইয়া আমাকে বলিলেন যে, তোমার সেই অন্ধ পতি মুনিবরের দিব্যদেহ, নবযৌবন ও নয়নযুগল পুনরায় উত্তম করিয়া দিব তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু তোমাকে একটি নিয়ম করিতে হইবে তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর ॥১৩—১৪॥ তোমার সেই বৃদ্ধ পতির অবয়বও আমাদের সদৃশ করিয়া দিব, কিন্তু তাহার পর আমাদের তিন জনের মধ্যে এক জনকে পতিত্বে বরণ করিতে হইবে ॥ ১৫ ॥ সাধো! ইহা শ্রবণ করিয়া এই অদ্ভুত কার্য্যের বিষয় আপনাকে জানাইতেছি; অতএব এই সঙ্কট কার্য্যে কর্ত্তব্য কি, আপনি তাহা বিশেষ বিবেচনা করিয়া বলুন ॥ ১৬॥ দেবতাদিগের মায়া বিদিত হওয়া অতি সুকঠিন; বিশেষত ইঁহারা কি অভিপ্রায়ে এরূপ বলিতেছেন তাহা আমি জানি না। হে সর্ব্বজ্ঞ! আপনি যাহা অনুমতি করিবেন আমি আপনার সেই অভিলষিত কার্য্যই সম্পাদন করিব ॥ ১৭ ॥

চ্যবন উবাচ।

গচ্ছ কান্তেঽদ্য নাসত্যৌ বচনান্মম সুব্রতে!।
আনয়স্ব সমীপং মে শীঘ্রং দেবভিষগ্বরৌ ॥ ১৮ ॥
ক্রিয়তামাশু তদ্‌বাক্যং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১৯ ॥

ব্যাস উবাচ।

এবং সা সমনুজ্ঞাতা তত্র গত্বা বচোঽব্রবীৎ।
ক্রিয়তামাশু নাসত্যৌ সময়েন সুরোত্তমৌ ॥ ২০ ॥
তচ্ছ্রুত্বা চাশ্বিনৌ বাক্যং তস্যাস্তৌ তত্র চাগতৌ।
ঊচতু রাজপুত্রীং তাং পতিস্তব বিশত্বপঃ ॥ ২১ ॥
রূপার্থং চ্যবনস্তূর্ণং ততোঽম্ভঃ প্রবিবেশ হ।
অশ্বিনাবপি পশ্চাত্তৎ প্রবিষ্টৌ সর উত্তমম্‌ ॥ ২২ ॥
ততস্তে নিঃসৃতাস্তস্মাৎ সরসস্তৎক্ষণাত্রয়ঃ।
তুল্যরূপা দিব্যদেহা যুবানঃ সদৃশাঃ কিল।
দিব্যকুণ্ডলভূষাঢ্যাঃ সমানাবয়বাস্তথা ॥ ২৩ ॥

ক্রিয়তামিতি। সময়েন পূর্ব্বোক্তপণবন্ধেন যদ্ভবদ্ভ্যাং কর্ত্তব্যত্বেনাভিলষিতং তৎক্রিয়তামিত্যর্থঃ ॥ ২০—২৩ ॥

চ্যবন কহিলেন, কান্তে! তুমি আমার বাক্যানুসারে এখনি সেই অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নিকট গমন কর। সুভদ্রে! তুমি অনতিবিলম্বে তাঁহাদিগকে আমার নিকটে আনয়ন কর ॥ ১৮ ॥ অধিক কি বলিব, তুমি সত্বর তাহাদের বাক্য প্রতিপালন কর, এ বিষয়ে কোন বিচার করিবার প্রয়োজন নাই ॥ ১৯ ॥

ব্যাস কহিলেন, মহারাজ! সুকন্যা পতির এইরূপ অনুজ্ঞা পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগের নিকট যাইয়া বলিলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয়! আপনারা সুরগণের অগ্রগণ্য; অতএব আপনাদের সেই নিয়মিত বাক্যে স্বীকৃত হইলাম; এক্ষণে আপনারা নিজ কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পন্ন করুন ॥২০॥ তখন সেই দেবতাদ্বয় তাঁহার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে সেই আশ্রমে আগমন করিয়া রাজকুমারীকে বলিলেন তোমার পতি সলিল মধ্যে প্রবেশ করুন। তখন বৃদ্ধ চ্যবন সুন্দর রূপ পাইবার লালসায় অনতিবিলম্বে অগাধ জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাহার পর অশ্বিনীকুমারেরাও সেই উত্তম সরোবরের জলে প্রবেশ করিলেন ॥ ২১—২২ ॥ কিয়ৎক্ষণ পরেই সেই সরোবর হইতে তাঁহারা তিনজনেই বহির্গত হইলেন। সকলেরই দিব্য দেহ, সমান সৌন্দর্য্য, সমান অভিনব যৌবন এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল কুণ্ডল প্রভৃতি বিবিধ অলঙ্কারে

তেঽব্রুবন্ সহিতাঃ সর্ব্বে বৃণীষ্ব বরবর্ণিনি !।
অস্মাকমীপ্সিতং ভদ্রে ! পতিং ত্বমমলাননে ! ॥ ২৪ ॥
যস্মিন্ বাপ্যধিকা প্রীতিস্তং বৃণুষ্ব বরাননে ! ॥ ২৫ ॥

ব্যাস উবাচ।

সা দৃষ্ট্বা তুল্যরূপাংস্তান্ সমানবয়সস্তথা।
একস্বরাংস্তুল্যবেশাংস্ত্রীন্ বৈ দেবসুতোপমান্ ॥ ২৬ ॥
সা তু সংশয়মাপন্না বীক্ষ্য তান্ সদৃশাকৃতীন্।
অজানতী পতিং সম্যগ্ ব্যাকুলা সমচিন্তয়ৎ ॥ ২৭ ॥
কিং করোমি ত্রয়স্তুল্যাঃ কং বৃণোমি ন বেদ্ম্যহম্।
পতিং দেবসুতা হ্যেতে সংশয়ে পতিতাস্ম্যহম্ ॥ ২৮।
ইন্দ্রজালমিদং সম্যগ্দেবাভ্যামিহ কল্পিতম্।
কর্ত্তব্যং কিং ময়া চাত্র মরণং সমুপাগতম্।
ন ময়া পতিমুৎসৃজ্য বরণীয়ঃ কথঞ্চন ॥ ২৯ ॥

(সহিতা মিলিতাঃ। চ্যবনোঽপি তাভ্যাং সহাব্রবীদিত্যর্থঃ। তস্মাৎ সর্ব্বথৈব পতিং বোদ্ধুমসমর্থেতি ভাবঃ। অস্মাকং মধ্যে ঈপ্সিতং পতিং বৃণীষ্বেত্যন্বয়ঃ ॥ ২৪—২৮ ॥
দৈবেন যদি চ্যবনাদন্যং পতিমহমবরিষ্যং তর্হি প্রাণানত্যক্ষ্যমিতি ভাবঃ ॥ ২৯—৩২ ॥

সুশোভিত সুতরাং অবয়বের কোন বৈষম্য লক্ষিত হইল না ॥ ২৩ ॥ তখন তাঁহারা সকলেই একবারে বলিলেন, ভদ্রে ! তোমার ন্যায় সুন্দর রমণী আর দ্বিতীয় নাই ; বিশেষত তোমার বদনমণ্ডল সুবিমল, অতএব তিনজনের মধ্যে তোমার যাহাকে অভিলাষ হয় তাহাকেই পতিত্বে বরণ কর ॥ ২৪ ॥ বরাননে ! অথবা যাহার প্রতি তোমার অধিকতর প্রীতি তাহাকেই তুমি বরণ কর ॥ ২৫ ॥

ব্যাস কহিলেন রাজেন্দ্র ! তখন সুকন্যা দেখিলেন যে তাঁহাদের তিনজনেরই দেবতুল্য অপরূপ রূপলাবণ্য ; বিশেষত সৌন্দর্য্য বয়স স্বর ও বেশভূষা সমান, কিছুমাত্র বিভিন্নতা লক্ষিত হয় না ২৬ ॥॥ তিনি তাহাদের সকলের সমান অবয়ব অবলোকন করিয়া সংশয়াপন্ন হইলেন। সেই রাজতনয়া আপনার পতিকে চিনিতে না পারিয়া সর্ব্বতোভাবে ব্যাকুল হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। এক্ষণে আমি কি করি !! তিনজনেরই অবয়ব এক প্রকার অতএব কাহাকে বরণ করিব !! ইঁহাদের মধ্যে পতি যে কে, তাহা জানিতে পারিতেছি না ॥ ২৭—২৮ ॥ বোধ হয় ইঁহারা সকলেই দেবপুত্র অথবা সেই দেবকুমার যুগল এই স্থানে নিশ্চয়ই ইন্দ্রজালের উদ্ভাবন করিয়াছেন। যাহাহউক আমিত এখন বিষম সংশয়ে পতিত হইলাম। আমি পতি ত্যাগ করিয়া অন্য কাহাকেও কোন প্রকারে বরণ করিব না ; সুতরাং আমার মরণ উপস্থিত, এখন এ বিষয়ে আমার কর্ত্তব্য কি ? ॥ ২৯ ॥

দেবস্ত্বাধুনিকঃ কশ্চিদিত্যেষা মম ধারণা।
ইতি সংচিন্ত্য মনসা পরাং বিশ্বেশ্বরীং শিবাম্।
দধ্যৌ ভগবতীং দেবীং তুষ্টাব চ কৃশোদরী॥ ৩০ ॥

সুকন্যোবাচ।

শরণং ত্বাং জগন্মাতঃ! প্রাপ্তাস্মি ভৃশদুঃখিতা।
রক্ষ মেঽদ্য সতীধর্ম্মং নমামি চরণৌ তব॥ ৩১ ॥
নমঃ পদ্মোদ্ভবে! দেবি! নমঃ শঙ্করবল্লভে!।
বিষ্ণুপ্রিয়ে! নমো লক্ষ্মি! বেদমাতঃ! সরস্বতি! ॥ ৩২ ॥
ইদং জগত্ত্বয়া সৃষ্টং সর্ব্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
পাসি ত্বমিদমব্যগ্রা তথাঽৎসি লোকশান্তয়ে॥ ৩৩ ॥
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানাং জননী ত্বং সুসম্মতা॥ ৩৪ ॥
বুদ্ধিদাসি ত্বমজ্ঞানাং জ্ঞানিনাং মোক্ষদা সদা।
আদ্যা ত্বং প্রকৃতিঃ পূর্ণা পুরুষপ্রিয়দর্শনা॥ ৩৫ ॥
ভুক্তিমুক্তিপ্রদাসি ত্বং প্রাণিনাং বিশদাত্মনাম্।
অজ্ঞানাং দুঃখদা কামং সত্ত্বানাং সুখসাধনা॥ ৩৬ ॥

পাসীতি। অৎসি ভক্ষয়সি জগতঃ প্রলযং করোষীত্যর্থঃ॥ ৩৩—৩৪ ॥
বুদ্ধিদেতি। ত্বমজ্ঞানাং বুদ্ধিপ্রদাসি অতএব মহ্যমিদানীং বুদ্ধিং বিতরেতি ভাবঃ॥ ৩৫ ॥
সত্ত্বানাং সত্ত্বাশ্রিতানামিত্যর্থঃ॥ ৩৬—৩৭ ॥)

সংপ্রতি যে, তৃতীয়মূর্ত্তি দেখিতেছি, বোধ হয় ইনিও কোন দেবপুত্র!! এই প্রকার মনে মনে চিন্তা করিয়া নিশ্চয় করিলেন যে, এক্ষণে আমি সেই পরাপ্রকৃতি বিশ্বেশ্বরী শিবার ধ্যান করিব। তখন কৃশোদরী রাজকুমারী দেবী ভগবতীর স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৩০ ॥

সুকন্যা কহিলেন, জগন্মাতঃ! আমি নিতান্ত দুঃখে নিপতিত হইয়া আপনার শরণ লইলাম, আপনার চরণযুগলে প্রণিপাত করি, আপনি এখন আমার সতীত্বধর্ম্ম রক্ষা করুন॥ ৩১ ॥ দেবি! আপনি কমল হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন আপনাকে নমস্কার করি; আপনি শঙ্করের প্রিয়তমা এবং বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মী ও আপনিই বেদমাতা সরস্বতী অতএব আপনাকে নমস্কার করি॥ ৩২ ॥ স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই জগন্মণ্ডল আপনিই সৃজন করিয়াছেন; আবার অব্যগ্রচিত্তে তাহার পরিপালন করিতেছেন এবং লোক সকলের শান্তিকামনায় উহা গ্রাস করিতেছেন॥ ৩৩ ॥ অধিক কি, আপনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশের পরম পূজনীয়া জননী॥ ৩৪ ॥ আপনি জ্ঞানহীন মূর্খদিগকে বুদ্ধি এবং জ্ঞানিদিগকে নিয়ত মুক্তি

সিদ্ধিদা যোগিনামম্ব ! জয়দা কীর্ত্তিদা পুনঃ ।
শরণং ত্বাং প্রপন্নাস্মি বিস্ময়ং পরমং গতা ॥ ৩৭ ॥
পতিং দর্শয় মে মাতর্মগ্নাস্মিন্ শোকসাগরে ।
দেবাভ্যাং চরিতং কূটং কং বৃণোমি বিমোহিতা ।
পতিং দর্শয় সর্ব্বজ্ঞে ! বিদিত্বা মে সতীব্রতম্ ॥ ৩৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

এবং স্তুতা তদা দেবী তথা ত্রিপুরসুন্দরী ।
হৃদয়েঽস্যাস্তদা জ্ঞানং দদাবাশু সুখোদয়ম্ ॥ ৩৯ ॥
নিশ্চিত্য মনসা তুল্যবয়োরূপধরান্ সতী ।
প্রসমীক্ষ্য তু তান্ সর্ব্বান্ বব্রে বালা স্বকং পতিম্ ॥ ৪০ ॥
বৃতেঽথ চ্যবনে দেবৌ সন্তুষ্টৌ তৌ বভূবতুঃ ॥ ৪১ ॥
সতীধর্ম্মং সমালোক্য সম্প্রীতৌ দদতুর্ব্বরম্ ।
ভগবত্যাঃ প্রসাদেন প্রসন্নৌ তৌ সুরোত্তমৌ ॥ ৪২ ॥

দেবাভ্যামশ্বিনীকুমারাভ্যাং কূটং কপটং চরিতমাচরিতমিত্যর্থঃ ॥ ৩৮—৪৪ ॥

দিয়া থাকেন। আপনিই পুরুষের প্রিয়দর্শনা পূর্ণা আদ্যা প্রকৃতি ॥ ৩৫ ॥ যে সকল প্রাণীর আত্মা পবিত্র হইয়াছে আপনি তাহাদিগকে ভোগ ও মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। যাহারা নিতান্ত জ্ঞানহীন তাহাদিগকে দুঃখ আর যাহারা সত্ত্বগুণাশ্রিত জীব তাহাদিগকে সুখ দিয়া থাকেন ॥ ৩৬ ॥ মাতঃ ! আপনি যোগিদিগকে সিদ্ধি, কীর্ত্তি ও জয় প্রদান করেন; এক্ষণে আমি বিস্ময়সাগরে নিপতিত হইয়া আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম ॥ ৩৭ ॥ মাতঃ ! এই দেবদ্বয় কপট আচরণ করিয়াছেন; আমি ইহাতে বিমোহিত হইয়া কাহাকে বরণ করিব স্থির করিতে পারিতেছি না; সুতরাং আমি শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। আপনি আমাকে আমার পতি দেখাইয়া দিয়া উদ্ধার করুন। সর্ব্বজ্ঞে! আমার সতীব্রত বিদিত হইয়া যাহাতে আমি পতির দর্শন লাভ করি তাহা করিয়া দিন ॥ ৩৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! সুকন্যার ঈদৃশ স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া দেবী ত্রিপুরসুন্দরী তখন তাঁহার হৃদয়ে সুখকর সত্ত্ব জ্ঞান প্রদান করিলেন ॥ ৩৯ ॥ তখন তিন জনের অবয়ব এবং সৌন্দর্য্য সমান হইলেও সেই পতিব্রতা বালা তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র মনে মনে নির্ণয় করিয়া আপনার পতিকেই বরণ করিলেন ॥ ৪০ ॥ সুকন্যা যখন চ্যবনকেই বরণ করিলেন তখন তাহা দেখিয়া সেই দেবতাদ্বয় পরম সন্তুষ্ট হইলেন ॥ ৪১ ॥ সুরদ্বয় ভগবতীর প্রসাদে প্রসন্ন হইয়াছিলেন; তাহার পর আবার সতীধর্ম্ম অবলোকনে পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে বর দান করিলেন ॥ ৪২ ॥ তাঁহারা উভয়ে মুনিবরকে

মুনিমামন্ত্র্য তরসা গমনায়োদ্যতাবুভৌ ॥ ৪৩ ॥
লব্ধ্বা তু চ্যবনো রূপং নেত্রে ভার্য্যাঞ্চ যৌবনম্।
হৃষ্টোঽব্রবীন্মহাতেজাস্তৌ নাসত্যাবিদং বচঃ।
উপকারঃ কৃতোঽয়ং মে যুবাভ্যাং সুরসত্তমৌ ॥ ৪৪ ॥
কিং ব্রবীমি সুখং প্রাপ্তং সংসারেঽস্মিন্ননুত্তমে।
প্রাপ্য ভার্য্যাং সুকেশীং তাং দুঃখং মেঽভবদন্বহম্ ॥ ৪৫ ॥
অন্ধস্য চাতিবৃদ্ধস্য ভোগহীনস্য কাননে।
যুবাভ্যাং নয়নে দত্তে যৌবনং রূপমদ্ভুতম্ ॥ ৪৬ ॥
সম্পাদিতং ততঃ কিঞ্চিদুপকর্ত্তুমহং ব্রুবে।
উপকারিণি মিত্রে যো নোপকুর্য্যাৎ কথঞ্চন।
তং ধিগস্তু নরং দেবৌ ভবেচ্চ ঋণবান্ ভুবি ॥ ৪৭ ॥
তস্মাদ্বো বাঞ্ছিতং কিঞ্চিদ্দাতুমিচ্ছামি সাম্প্রতম্ ॥ ৪৮ ॥
আত্মনো ঋণমোক্ষায় দেবেশৌ নূতনস্য চ।
প্রার্থিতং বাং প্রদাস্যামি যদলভ্যং সুরাসুরৈঃ ॥ ৪৯ ॥

(প্রাপ্যেতি। অন্ধত্বাদ্‌বৃদ্ধত্বাচ্চ মমানুদিনং দুঃখমভবদিতি ভাবঃ ॥ ৪৫—৪৭ ॥
মিত্রস্যোপকারোঽবশ্যং কর্ত্তব্যমেবেত্যত আহ তস্মাদিতি ॥ ৪৮ ॥
নূতনস্য পুনর্যুবত্বং প্রাপ্তস্যেত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥)

অভ্যর্থনা করিয়া সত্বর স্বস্থানে যাইতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু চ্যবন তাঁহাদের অনুগ্রহে রূপ, যৌবন ও ভার্য্যা লাভ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন সুতরাং সেই মহাতেজা মুনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে বলিলেন, মহানুভব সুরযুগল! আপনারা আমার বিশেষ উপকার করিয়াছেন ॥৪৩-৪৪॥ ঈদৃশ সুকেশী ভার্য্যা পাইয়াও আমার প্রতিদিন কেবল দুঃখই হইত !! কিন্তু আপনাদের কৃপায় এই অসুখময় সংসারে যে কি সুখ পাইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না ॥ ৪৫ ॥ আমি অতিশয় বৃদ্ধ ও নয়নবিহীন হইয়া ভোগরহিত হইয়াছিলাম; পরন্তু আপনারাই কাননে আসিয়া আমাকে নয়ন, যৌবন ও অদ্ভুত সৌন্দর্য্য প্রদান করিলেন ॥ ৪৬ ॥ অতএব দেবদ্বয়! আমি আপনাদের কিঞ্চিৎ প্রত্যুপকার করিতে অভিলাষ করি, যে ব্যক্তি উপকারী মিত্রের কোন প্রকার উপকার না করে তাহাকে ধিক্! বিশেষত সেই মানব ভূতলে চিরকাল ঋণী হইয়া থাকে; অতএব আপনারা এক্ষণে যাহা অভিলাষ করিবেন আমি তাহাই দান করিতে অভিলাষী ॥ ৪৭—৪৮ ॥ সুরবরদ্বয়! আপনারা যাহা অভিলাষ করিবেন তাহা যদি দেবতা কি অসুরগণেরও দুর্লভ হয়, তথাপি নূতন দেহের ঋণ মুক্তির নিমিত্ত আমি তাহা আপনাদিগকে প্রদান করিব ॥ ৪৯ ॥ আমি আপনাদের

ব্রূবাথাং বাং মনোদ্দিষ্টং প্রীতোঽস্মি সুকৃতেন বাম্।
শ্রুত্বা তৌ তু মুনের্বাক্যমভিমন্ত্র্য পরস্পরম্॥ ৫০॥
তমূচতুর্মুনিশ্রেষ্ঠং সুকন্যাসহিতং স্থিতম্।
মুনে! পিতুঃ প্রসাদেন সর্ব্বং নো মনসেপ্সিতম্।
উৎকণ্ঠা সোমপানস্য বর্ত্ততে নৌ সুরৈঃ সহ॥ ৫১॥
ভিষজাবিতি দেবেন নিষিদ্ধৌ চমসগ্রহে।
শক্রেণ বিততে যজ্ঞে ব্রহ্মণঃ কনকাচলে॥ ৫২॥
তস্মাত্ত্বমপি ধর্ম্মজ্ঞ! যদি শক্তোঽসি তাপস!।
কার্য্যমেতদ্ধি কর্ত্তব্যং বাঞ্ছিতং নৌ সুসম্মতম্॥ ৫৩॥
এতদ্‌বিজ্ঞায় বা ব্রহ্মন্! কুরু বাং সোমপায়িনৌ।
পিপাসাস্তি সুদুষ্প্রাপা ত্বত্তঃ সমুপযাস্যতি॥ ৫৪॥
চ্যবনস্তু তয়োঃ প্রাহ তচ্ছ্রুত্বা বচনং মৃদু॥ ৫৫॥
যদহং রূপসম্পন্নো বয়সা চ সমন্বিতঃ।
কৃতো ভবদ্ভ্যাং বৃদ্ধঃ সন্ ভার্য্যাঞ্চ প্রাপ্তবানিতি॥ ৫৬॥

চমসগ্রহে। গ্রহঃ সোমাধারঃ পাত্রবিশেষস্তস্মিন্নিষিদ্ধৌ গ্রহেণ সোমপানমনয়োর্নাস্তীতি নিষিদ্ধাবিত্যর্থঃ॥ ৫০—৫৬॥

সৎকার্য্যে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি, অতএব আপনাদের মনের অভিলাষ ব্যক্ত করুন। তাঁহারা মুনিবর চ্যবনের এতাদৃশ বাক্য শুনিয়া পরস্পরে মন্ত্রণা করিলেন॥ ৫০॥ পরে সুকন্যার সহিত একত্র উপবিষ্ট মুনিবর চ্যবনকে বলিলেন, মহর্ষে! পিতার অনুগ্রহে আমরা অভিলষিত বস্তু সমস্তই লাভ করিয়াছি; তথাপি সুরগণের সহিত একত্র সোমপান অত্যন্ত সুদুর্লভ বোধে তাহাতেই আমাদের বলবতী স্পৃহা রহিয়াছে॥ ৫১॥ কনকাচলে ব্রহ্মার বিস্তীর্ণ যজ্ঞকালে সুররাজ বাসব ভিষক্ বলিয়া আমাদিগকে সোমপান করিতে নিষেধ করিয়াছেন॥ ৫২॥ অতএব হে ধর্ম্মজ্ঞ তাপসবর! আপনি যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হন্ তাহা হইলে আমাদের অতীব প্রিয় ও অভিলষিত কার্য্য সাধন করা হয়॥ ৫৩॥ ব্রহ্মন্! অভিপ্রেত সমস্ত বিষয়ই জানিতে পারিলেন এক্ষণে আমাদিগকে দেবতাগণের সহিত সোমপায়ী করুন,। আমাদের এই পিপাসা অত্যন্ত বলবতী রহিয়াছে; আপনি তাহা দান করিয়া পরিতৃপ্ত করিতে পারিবেন বলিয়াই আপনার নিকট নিবেদন করিলাম॥ ৫৪॥

অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি চ্যবন প্রীতি সহকারে তাঁহাদিগকে অতি কোমল বাক্যে বলিলেন॥ ৫৫॥ সুরবরদ্বয়! আমি অন্ধ জরাতুর বৃদ্ধ ছিলাম;

তস্মাদ্ যুবাং করিষ্যামি প্রীত্যাহং সোমপায়িনৌ।
মিষতো দেবরাজস্য সত্যমেতদ্‌ব্রবীম্যহম্।
রাজ্ঞস্তু বিততে যজ্ঞে শর্যাতেরমিতদ্যুতেঃ॥ ৫৭॥
ইত্যাকর্ণ্য বচো হৃষ্টৌ তৌ দিবং প্রতিজগ্মতুঃ।
চ্যবনস্তাং গৃহীত্বা তু জগামাশ্রমমণ্ডলম্॥ ৫৮॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহাস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে চ্যবনস্য যুবাবস্থাপ্রাপ্তিবর্ণনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫॥

(মিষতঃ পশ্যতঃ দেবরাজস্য। যদ্বা। মিষতঃ স্পর্দ্ধমানস্য তস্য স্পর্দ্ধমানং তমনাদৃত্যেত্যর্থঃ॥ ৫৭—৫৮॥)

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫॥

কিন্তু আপনাদের অনুগ্রহে রূপবান্ যুবা পুরুষ হইয়াছি; বিশেষত আপনাদের দয়াবশতঃ পুনর্ব্বার ভার্য্যা প্রাপ্ত হইয়াছি॥ ৫৬॥ অতএব অমিতদ্যুতি মহারাজ শর্যাতির বিস্তীর্ণ যজ্ঞে দেবরাজ ইন্দ্রের সমক্ষেই প্রীতিসহকারে আপনাদিগকে সোমপায়ী করিব ইহা আমি সত্য বলিলাম॥ ৫৭॥

সেই অশ্বিনীকুমারযুগল মুনিবরের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া সুরলোকে প্রতিগমন করিলেন এবং মুনিবর চ্যবনও সেই সুকন্যাকে লইয়া স্বীয় আশ্রমমণ্ডলে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন॥ ৫৮॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে চ্যবনমুনির যৌবনপ্রাপ্তিকথন নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

জনমেজয় উবাচ।

চ্যবনেন কথং বৈদ্যৌ তৌ কৃতৌ সোমপায়িনৌ।
বচনঞ্চ কথং সত্যং জাতং তস্য মহাত্মনঃ॥ ১॥
মানুষস্য বলং কীদৃগ্‌দেবরাজবলং প্রতি।
নিষিদ্ধৌ ভিষজৌ তেন কৃতৌ তৌ সোমপায়িনৌ॥ ২॥
ধর্ম্মনিষ্ঠ! তদাশ্চর্য্যং বিস্তরেণ বদ প্রভো!।
চরিতং চ্যবনস্যাদ্য শ্রোতুকামোঽস্মি সর্ব্বথা॥ ৩॥

ব্যাস উবাচ।

নিশাময় মহারাজ! চরিতং পরমাদ্ভুতম্।
চ্যবনস্য মখে তস্মিন্ শর্য্যাতের্ভুবি ভারত!॥ ৪॥
সুকন্যাং সুন্দরীং প্রাপ্য চ্যবনঃ সুরসন্নিভঃ।
বিজহার প্রসন্নাত্মা দেবকন্যামিবাপরাম্॥ ৫॥

একষষ্টিশ্লোকবর্য্যৈশ্চ্যবনেন মহাত্মনা।
শর্য্যাতিঃ প্রেরিতো যজ্ঞং চকারেতি নিগদ্যতে॥

অশ্বিনীকুমারগমনান্তরং জাতং বৃত্তং রাজা পৃচ্ছতি চ্যবনেনেতি॥ ১—২॥
ধর্ম্মনিষ্ঠেতি ব্যাসসম্বোধনম্॥ ৩॥
শর্য্যাতের্মখে চ্যবনস্য চরিতমিত্যন্বয়ঃ॥ ৪—১০॥

জনমেজয় বলিলেন, মুনিবর! মহর্ষি চ্যবন সেই দেববৈদ্যযুগলকে কি প্রকারে সোমপানে অধিকারী করিয়াছিলেন এবং সেই মহাত্মা মুনিবরের বাক্যই বা কিরূপে সত্য হইয়াছিল?॥১॥ দেবরাজ ইন্দ্রের বলের নিকট মনুষ্যের বল অতি সামান্য অতএব তাহাতে ইন্দ্রের নিষেধ থাকিলেও তিনি সেই দেববৈদ্যদ্বয়কে সোমপানে অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন, ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়? অতএব হে ধর্ম্মনিরত! প্রভো! এক্ষণে আপনি চ্যবন মহর্ষির চরিত্র বিস্তারপূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন; উহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইতেছে॥ ২—৩॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! ভূতলে শর্য্যাতির সেই বিখ্যাত যজ্ঞে চ্যবনঋষি অতীব অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছিলেন, হে ভারত! আমি তাঁহার সেই পরম অদ্ভুত চরিত্র বর্ণন করিতেছি, আপনি অবহিত হইয়া তাহা শ্রবণ করুন॥ ৪॥ দেবতুল্য তেজঃসমন্বিত মহর্ষি চ্যবন দেব-

কদাচিদথ শর্য্যাতের্ভার্য্যা চিন্তাতুরা ভৃশম্।
পতিং প্রাহ বেপমানা বচনং রুদতী প্রিয়া ॥ ৬ ॥
রাজন্! পুত্রী ত্বয়া দত্তা মুনয়েঽন্ধায় কাননে।
মৃতা জীবতি বা সা তু দ্রষ্টব্যা সর্ব্বথা ত্বয়া ॥ ৭ ॥
গচ্ছ নাথ! মুনেস্তাবদাশ্রমং দ্রষ্টুমাদরাৎ।
কিং করোতি সুকন্যা সা প্রাপ্য নাথং তথাবিধম্ ॥ ৮ ॥
পুত্রীদুঃখেন রাজর্ষে! দগ্ধাস্মি সর্ব্বথা হৃদি।
তামানয় বিশালাক্ষীং তপঃক্ষামাং মদন্তিকে ॥ ৯ ॥
পশ্যামি সর্ব্বথা পুত্রীং কৃশাঙ্গীং বল্কলাবৃতাম্।
অন্ধং পতিং সমাসাদ্য দুঃখভাজং কৃশোদরীম্ ॥ ১০ ॥

শর্য্যাতিরুবাচ।

গচ্ছামোঽদ্য বিশালাক্ষি! সুকন্যাং দ্রষ্টুমাদরাৎ।
প্রিয়পুত্রীং বরারোহে! মুনিং তং সংশিতব্রতম্ ॥ ১১ ॥

মুনিমপি দ্রষ্টুমিত্যন্বয়ঃ ॥ ১১—১৫ ॥

কন্যার ন্যায় সেই সুন্দরী সুকন্যাকে প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রীত ও প্রসন্নচিত্তে তাঁহার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥

অনন্তর একদা শর্য্যাতির প্রিয়তমা ভার্য্যা দুহিতার চিন্তায় নিতান্ত কাতর হইয়া কম্পমানকলেবরে রোদন করিতে করিতে নিজ পতিকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥ রাজন্! আপনি অন্ধমুনি চ্যবনকে কন্যাদান করিয়াছেন, কিন্তু সেই কাননবাসিনী কন্যা জীবিত আছে বা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে; বিশেষরূপে তাহার একবার তত্ত্বাবধান করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ৭ ॥ নাথ! সেই সুন্দরী কন্যা সেইরূপ অন্ধপতি পাইয়া কি করিতেছে তাহা দর্শন করিবার নিমিত্ত আপনি সেই মুনিবরের আশ্রমে এখনি গমন করুন ॥ ৮ ॥ রাজর্ষে! দুহিতার দুঃখ ভাবিয়া আমার হৃদয় সর্ব্বদা দুঃখানলে দগ্ধ হইতেছে সেই বিশাল-লোচনা তপস্যার ক্লেশবশত অবশ্য ক্ষীণাঙ্গী হইয়া থাকিবে, অতএব সুকন্যাকে আমার নিকট সত্বর আনয়ন করুন ॥ ৯ ॥ জরাতুর অন্ধপতি প্রাপ্ত হইয়া সে সততই দুঃখ ভোগ করিতেছে সুতরাং ক্লেশবশত কৃশা ও ক্ষীণা হইবারই সম্ভব, অতএব বল্কল পরিধানা কৃশোদরী কুমারীকে একবার দর্শন করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে ॥ ১০ ॥

শর্য্যাতি বলিলেন, হে বিশালাক্ষি! প্রিয়তনয়া সুকন্যা এবং সেই সংশিতব্রত মুনিবরকে দর্শন করিবার নিমিত্ত অদ্যই আমি আদর সহকারে তথায় গমন করিব ॥ ১১ ॥

ব্যাস উবাচ।

এবমুক্ত্বা তু শর্য্যাতিঃ কামিনীং শোকসঙ্কুলাম্।
জগাম রথমারুহ্য ত্বরিতশ্চাশ্রমং মুনেঃ ॥ ১২ ॥
গত্বাশ্রমসমীপে তু তমপশ্যন্মহীপতিঃ।
নবযৌবনসম্পন্নং দেবপুত্রোপমং মুনিম্ ॥ ১৩ ॥
তং বিলোক্যামরাকারং বিস্ময়ং নৃপতির্গতঃ।
কিং কৃতং কুৎসিতং কর্ম্ম পুত্র্যা লোকবিগর্হিতম্ ॥ ১৪ ॥
নিহতোঽসৌ মুনির্ব্বৃদ্ধস্ত্বনয়ান্যঃ পতিঃ কৃতঃ।
কামপীড়িতয়া কামং প্রশান্তোঽপ্যতিনির্দ্ধনঃ ॥ ১৫ ॥
দুঃসহোঽয়ং পুষ্পধন্বা বিশেষেণ চ যৌবনে।
কুলে কলঙ্কঃ সুমহাননয়া মানবে কৃতঃ ॥ ১৬ ॥
ধিক্ তস্য জীবিতং লোকে যস্য পুত্রী হি কুৎসিতা।
সর্ব্বপাপৈস্তু দুঃখায় পুত্রী ভবতি দেহিনাম্ ॥ ১৭ ॥
ময়া ত্বনুচিতং কর্ম্ম কৃতং স্বার্থস্য সিদ্ধয়ে।
বৃদ্ধায়ান্ধায় যা দত্তা পুত্রী সর্ব্বাত্মনা কিল ॥ ১৮ ॥

মানবে মনোঃ সম্বন্ধিনি কুলে ইত্যন্বয়ঃ ॥ ১৬—১৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজেন্দ্র! মহারাজ শর্য্যাতি শোকাকুলা ভার্য্যাকে এই কথা বলিয়া রথে আরোহণ পূর্ব্বক সত্বর মুনিবর চ্যবনের আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন ॥ ১২ ॥ মহীপতি শর্য্যাতি আশ্রমের সমীপে উপস্থিত হইয়া নবযৌবনসম্পন্ন দেবপুত্রসদৃশ মহর্ষি চ্যবনকে দর্শন করিলেন ॥ ১৩ ॥ তখন নরপতি দেবতার ন্যায় তাঁহার অবয়ব দর্শনে অতীব বিস্মিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন; আমার এই কন্যা জনসমাজের নিন্দনীয় ঈদৃশ কুৎসিত কার্য্য করিয়াছে কি? ॥১৪॥ সেই মুনিবর অতীব শান্তস্বভাব, নির্ধন ও বৃদ্ধ; সুতরাং কন্যা কামশরে কাতর হইয়া তাঁহাকে নিহত করিয়া ইচ্ছানুসারে অন্য পতি গ্রহণ করিয়াছে সন্দেহ নাই ॥ ১৫ ॥ পুষ্পধন্বা মদন স্বভাবতই অতি দুঃসহ; বিশেষত আবার যৌবনকালে অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠে, সুতরাং এই কন্যা কামশরের বশবর্ত্তিনী হইয়া সুমহান্ মনুর বিমল কুলে ঘোরতর কলঙ্ক অর্পণ করিয়াছে ॥ ১৬ ॥ ইহলোকে যাহার কন্যা কুচরিত্রা, তাহার জীবনে ধিক্। বোধ হয় সমস্ত পাপের দুঃখ ভোগের জন্যই দেহিগণের কন্যা জন্মিয়া থাকে ॥ ১৭ ॥ পরন্তু আমি স্বার্থসিদ্ধির জন্য কি অনুচিত কার্য্যই করিয়াছি? যত্নসহকারে উপযুক্ত পাত্রকে কন্যাদান করাই পিতার অবশ্য কর্ত্তব্য; কিন্তু

কন্যা যোগ্যায় দাতব্যা পিত্রা সর্ব্বাত্মনা কিল।
তাদৃশং হি ফলং প্রাপ্তং যাদৃশং বৈ কৃতং ময়া॥ ১৯॥
হন্মি চেদদ্য তনয়াং দুঃশীলাং পাপকারিণীম্।
স্ত্রীহত্যা দুস্তরা স্যান্মে তথা পুত্র্যা বিশেষতঃ॥ ২০॥
মনুবংশস্তু বিখ্যাতঃ সকলঙ্কঃ কৃতো ময়া।
লোকাপবাদো বলবান্ দুস্ত্যজ্যা স্নেহশৃঙ্খলা॥ ২১॥
কিং করোমীতি চিন্তাব্ধৌ যদা মগ্নঃ স পার্থিবঃ।
সুকন্যয়া তদা দৈবাদ্দৃষ্টশ্চিন্তাকুলঃ পিতা॥ ২২॥
সা দৃষ্ট্বা তং জগামাশু সুকন্যা পিতুরন্তিকে।
গত্বা পপ্রচ্ছ ভূপালং প্রেমপূরিতমানসা॥ ২৩॥
কিং বিচারয়সে রাজংশ্চিন্তাব্যাকুলিতাননঃ।
উপবিষ্টং মুনিং বীক্ষ্য যুবানমম্বুজেক্ষণম্॥ ২৪॥
এহ্যেহি পুরুষব্যাঘ্র! প্রণমস্ব পতিং মম।
মা বিষাদং নৃপশ্রেষ্ঠ! সাম্প্রতং কুরু মানব!॥ ২৫॥

পুত্র্যা বিশেষতঃ কন্যাহত্যা স্ত্রীহত্যা চেত্যুভয়মত্র স্যাদিত্যর্থঃ॥ ২০॥
কিঞ্চ হন্তুমপি ন শক্নোমি যতো দুস্ত্যাজ্যা স্নেহশৃঙ্খলা ভবতীত্যাহ দুস্ত্যাজ্যেতি॥২১-২৫॥

আমি তাহা না করিয়া জানিয়া শুনিয়াই জরাতুর অন্ধ তাপসকে কন্যা দান করিয়াছি; সুতরাং আমি যেরূপ কার্য্য করিয়াছি তদনুরূপ ফল যে অবশ্য প্রাপ্ত হইব তাহাতে আর সন্দেহ কি?॥ ১৮—১৯॥ আমার দুহিতা কুচরিত্র হইয়া পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে, অতএব অদ্য যদি সেই জন্য তনয়াকে নিহত করি, তাহা হইলে অবধ্য স্ত্রীহত্যাজনিত পাপ আমাকে স্পর্শ করিবে; বিশেষত তাহাতে আমার কন্যাহত্যারও পাপ হইবে॥ ২০॥ এদিকে যেমন লোকাপবাদ অতীব বলবান্ সেইরূপ স্নেহশৃঙ্খলও দুশ্ছেদ্য!! সুতরাং এরূপ সঙ্কটস্থলে কর্ত্তব্য নির্ণয় মাদৃশ জনের বুদ্ধির অগোচর, ফলকথা আমা হইতেই বিখ্যাত মানববংশ কলঙ্কিত হইল॥ ২১॥

রাজা শর্যাতি যখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চিন্তা করিতেছেন, তখন সুকন্যা দৈববশত সেই চিন্তাসাগর-নিমগ্ন পিতাকে দেখিতে পাইলেন॥ ২২॥ তাঁহাকে অবলোকন করিয়া সুকন্যা তৎক্ষণাৎ পিতার সন্নিধানে গমন করিলেন এবং তাঁহার সন্নিহিত হইয়া প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে ভূপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন॥ ২৩॥ রাজন্! এই যে মুনিবর উপবিষ্ট রহিয়াছেন, ইঁহার অপরূপ রূপ যৌবন ও কমল সদৃশ সুন্দর নয়ন নিরীক্ষণ করিয়া আপনার মুখমণ্ডল চিন্তায় মলিন হইল কেন? পিতঃ! আপনি মনে মনে কি চিন্তা করিতেছেন?॥ ২৪॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি পুত্র্যা বচঃ শ্রুত্বা শর্য্যাতিঃ ক্রোধপীড়িতঃ।
প্রোবাচ বচনং রাজা পুরঃস্থাং তনয়াং ততঃ॥ ২৬॥

রাজোবাচ।

ক মুনিশ্চ্যবনঃ পুত্রি! বৃদ্ধোঽন্ধস্তাপসোত্তমঃ।
কোঽয়ং যুবা মদোন্মত্তঃ সন্দেহোঽত্র মহান্মম॥ ২৭॥
মুনিঃ কিং নিহতঃ পাপে! ত্বয়া দুষ্কৃতকারিণি!।
নূতনোঽসৌ পতিঃ কামাৎ কৃতঃ কুলবিনাশিনি!॥ ২৮॥
সোঽহং চিন্তাতুরস্তং ন পশ্যাম্যাশ্রমসংস্থিতম্।
কিং কৃতং দুষ্কৃতং কর্ম্ম কুলটাচরিতং কিল॥ ২৯॥
নিমগ্নোঽহং দুরাচারে! শোকাব্ধৌ ত্বৎকৃতেঽধুনা।
দৃষ্ট্বৈনং পুরুষং দিব্যমদৃষ্ট্বা চ্যবনং মুনিম্॥ ৩০॥
বিহস্য তমুবাচাশু সা শ্রুত্বা বচনং পিতুঃ।
গৃহীত্বানীয় পিতরং ভর্ত্তুরন্তিকমাদরাৎ॥ ৩১॥

পুরঃস্থাং অগ্রস্থাম্॥ ২৬—২৯॥
দুরাচারে ইতি কন্যাসম্বোধনম্॥ ৩০—৩১॥

পিতঃ! সুবিখ্যাত মনুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বিশেষত আপনি পুরুষপ্রধান; সুতরাং ভবাদৃশ মহাত্মাদের সহসা বিষণ্ণ হওয়া কর্ত্তব্য নহে; রাজেন্দ্র! আপনি শীঘ্র আসিয়া আমার পতিকে প্রণাম করুন॥ ২৫॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! কন্যার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা শর্য্যাতি ক্রোধে অত্যন্ত অধীর হইয়া সম্মুখস্থিতা কন্যাকে বলিতে লাগিলেন॥২৬॥ পুত্রি! তাপস প্রধান সেই জরাতুর অন্ধ চ্যবনমুনি কোথায়? এই মদনোন্মত্ত যুবাই বা কে? এ বিষয়ে আমার মনে মহান্ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে॥ ২৭॥ রে পাপীয়সি! তুই কুকার্য্যে নিরত হইয়া কি মুনিবর চ্যবনকে নিহত করিয়াছিস্? রে কুলকলঙ্কিনি! তুই কামের বশবর্ত্তিনী হইয়া কি নূতন পতি গ্রহণ করিয়াছিস্? সেই মুনিবরকে আশ্রমে না দেখিয়াই আমি এইরূপ চিন্তায় ব্যাকুল হইয়াছি॥ ২৯॥ দুরাচারে! অধুনা মহর্ষি চ্যবনের দর্শন পাইলাম না, কিন্তু এই দিব্যপুরুষ দেখিতেছি, সুতরাং তোর কুব্যবহারেই আমি এরূপ চিন্তার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছি॥ ৩০॥

তখন সুকন্যা পিতার বাক্য শ্রবণমাত্র ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং সমাদরপূর্ব্বক তাঁহাকে অবিলম্বে স্বামির নিকট আনয়ন করিয়া কহিলেন, তাত! ইনিই আপনার জামাতা

চ্যবনোঽসৌ মুনিস্তাত! জামাতা তে ন সংশয়ঃ।
অশ্বিভ্যামীদৃশঃ কান্তঃ কৃতঃ কমললোচনঃ ॥ ৩২ ॥
যদৃচ্ছয়াত্র সম্প্রাপ্তৌ নাসত্যাবাশ্রমে মম।
তাভ্যাং করুণয়া নূনং চ্যবনস্তাদৃশঃ কৃতঃ ॥ ৩৩ ॥
নাহং তব সুতা তাত! তথা স্যাং পাপকারিণী।
যথা ত্বং মন্যসে রাজন্! বিমূঢ়ো রূপসংশয়ে ॥ ৩৪ ॥
প্রণম ত্বং মুনিং রাজন্! ভার্গবং চ্যবনং পিতঃ!।
আপৃচ্ছ কারণং সর্ব্বং কথয়িষ্যতি বিস্তরম্ ॥ ৩৫ ॥
ইতি শ্রুত্বা বচঃ পুত্র্যাঃ শর্যাতিস্ত্বরিতস্তদা।
প্রণনাম মুনিং তত্র গত্বা পপ্রচ্ছ সাদরম্ ॥ ৩৬ ॥

রাজোবাচ।

কথয়স্ব স্ববৃত্তান্তং ভার্গবাশু যথোচিতম্।
নয়নে চ কথং প্রাপ্তে ক্ব গতা তে জরা পুনঃ ॥ ৩৭ ॥
সংশয়োঽয়ং মহান্ মেঽস্তি রূপং দৃষ্ট্বাতিসুন্দরম্।
বদ বিস্তরতো ব্রহ্মন্! শ্রুত্বাহং সুখমাপ্নুয়াম্ ॥ ৩৮ ॥

(চ্যবন ইতি। কান্তঃ কমনীয় ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥
যদৃচ্ছেতি। নাসত্যাবশ্বিনীসুতাবিত্যর্থঃ ॥ ৩৩—৩৮ ॥)

চ্যবন মুনি, তাহাতে সংশয় নাই; অশ্বিনীকুমারদ্বয় সদয় হইয়া ইঁহার ঈদৃশ কমনীয় কান্তি ও কমলসদৃশ মনোহর নয়ন প্রদান করিয়াছেন॥ ৩১—৩২ ॥ অশ্বিনীকুমারেরা যদৃচ্ছাক্রমে আমার এই আশ্রমে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা করুণাপরবশ হইয়াই চ্যবনকে এতাদৃশ রূপবান্ করিয়া দিয়াছেন সন্দেহ নাই ॥৩৩॥ রাজন্! আপনি চ্যবনের রূপ দর্শনে সংশয়িত ও বিমোহিত হইয়া "আমি কুকার্য্য করিয়াছি" এইরূপ মনে করিতেছেন, হে তাত! আপনি জানিবেন যে, আমি আপনার পাপকারিণী কন্যা নহি ॥ ৩৪ ॥ পিতঃ! আপনি ভৃগুনন্দন চ্যবন মুনিকে প্রণাম করুন, রাজন্! আপনি তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আপনাকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত বিস্তার করিয়া বলিবেন ॥ ৩ঃ ॥

শর্যাতি দুহিতার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে তৎক্ষণাৎ মুনির সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আদরসহকারে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥

রাজা বলিলেন, ভৃগুনন্দন! আপনি কিরূপে ঈদৃশ নয়নযুগল প্রাপ্ত হইলেন? আপনার জরাই বা কোথায় গেল? আপনি অবিলম্বে আনুপূর্ব্বিক নিজ বৃত্তান্ত বর্ণন করুন ॥ ৩৭ ॥ ব্রহ্মন্! আপনার অতীব সুন্দর রূপ অবলোকন করিয়া আমার মহান্ সংশয় উপস্থিত

চ্যবন উবাচ।

নাসত্যাবত্র সম্প্রাপ্তৌ দেবানাং ভিষজাবুভৌ।
উপকারঃ কৃতস্তাভ্যাং কৃপয়া নৃপসত্তম! ॥ ৩৯ ॥
ময়া তাভ্যাং বরো দত্ত উপকারস্য হেতবে।
করিষ্যামি মখে রাজ্ঞো ভবন্তৌ সোমপায়িনৌ ॥ ৪০ ॥
এবং ময়া বয়ঃ প্রাপ্তং লোচনে বিমলে তথা।
স্বস্থো ভব মহারাজ! সম্বিশ স্বাসনে শুভে ॥ ৪১ ॥
ইত্যুক্তঃ স তু বিপ্রেণ সভার্য্যঃ পৃথিবীপতিঃ।
সুখোপবিষ্টঃ কল্যাণীঃ কথাশ্চক্রে মহাত্মনা ॥ ৪২ ॥
অথৈনং ভার্গবঃ প্রাহ রাজানং পরিসান্ত্বয়ন্।
যাজয়িষ্যামি রাজংস্ত্বাং সম্ভারানুপকল্পয় ॥ ৪৩ ॥
ময়া প্রতিশ্রুতং তাভ্যাং কর্ত্তব্যৌ সোমপৌ যুবাম্।
তৎ কর্ত্তব্যং নৃপশ্রেষ্ঠ! তব যজ্ঞেঽতিবিস্তরে ॥ ৪৪ ॥
ইন্দ্রং নিবারয়িষ্যামি ক্রুদ্ধং তেজোবলেন বৈ।
পায়য়িষ্যামি রাজেন্দ্র! সোমং সোমমখে তব ॥ ৪৫ ॥

উপকারো মন্ত্রকৃত উপায়ঃ ॥ ৩৯—৪৪ ॥

হইয়াছে, অতএব আপনার বিবরণ বিস্তার করিয়া বলুন, আমি উহা শ্রবণ করিয়া একান্ত সুখী হইব সন্দেহ নাই ॥ ৩৮ ॥

চ্যবন বলিলেন, নৃপসত্তম! দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় কার্য্যবশতঃ এখানে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা কৃপাপরতন্ত্র হইয়া আমার এই উপকার করিয়াছেন ॥ ৩৯ ॥ সেই উপকারবশতঃ আমি তাঁহাদিগকে বর দিয়াছি যে, রাজা শর্য্যাতির অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে আপনাদিগকে সোমপায়ী করিব ॥ ৪০ ॥ এইরূপে আমি বিমল নয়ন ও অভিনব যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছি অতএব মহারাজ! আপনি স্বস্থ হইয়া পবিত্র যজ্ঞীয় আসনে উপবেশন করুন ॥৪১॥ বিপ্রবর চ্যবন এই কথা বলিলে পর পৃথিবীপতি শর্য্যাতি ও তদীয় প্রিয়তমা মহিষী পরম সুখে উপবিষ্ট হইলেন এবং সেই মহানুভব মুনির সহিত কল্যাণকর কথোপকথন করিতে লাগিলেন ॥৪২॥ অনন্তর ভার্গবপ্রবর চ্যবন রাজাকে সর্ব্বতোভাবে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, রাজন্! আমি আপনার যজ্ঞকার্য্য সম্পাদন করিব অতএব আপনি যজ্ঞীয় সামগ্রী সম্ভার আয়োজন করুন ॥৪৩॥ আমি অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছি যে, তাঁহাদিগকে অবশ্যই সোমপায়ী করিব, অতএব নৃপবর! আপনার বিস্তীর্ণ যজ্ঞেই আমাকে ঐ কার্য্য সম্পন্ন

ব্যাস উবাচ।

ততঃ পরমসন্তুষ্টঃ শর্য্যাতিঃ পৃথিবীপতিঃ।
চ্যবনস্য মহারাজ! তদ্বাক্যং প্রত্যপূজয়ৎ ॥ ৪৬ ॥
সম্মান্য চ্যবনং রাজা জগাম নগরং প্রতি।
সভার্য্যশ্চাতিসন্তুষ্টঃ কুর্ব্বন্ বার্ত্তাং মুনেঃ কিল ॥ ৪৭ ॥
প্রশস্তেঽহনি যজ্ঞীয়ে সর্ব্বকামসমৃদ্ধিমান্।
কারয়ামাস শর্য্যাতির্যজ্ঞায়তনমুত্তমম্ ॥ ৪৮ ॥
সমানীয় মুনীন্ পূজ্যান্ বশিষ্ঠপ্রমুখানসৌ।
ভার্গবো যাজয়ামাস চ্যবনঃ পৃথিবীপতিম্ ॥ ৪৯ ॥
বিততে তু তথা যজ্ঞে দেবাঃ সর্ব্বে সবাসবাঃ।
আজগ্মুশ্চাশ্বিনৌ তত্র সোমার্থমুপজগ্মতুঃ ॥ ৫০ ॥
ইন্দ্রস্তু শঙ্কিতস্তত্র বীক্ষ্য তাবশ্বিনাবুভৌ।
পপ্রচ্ছ চ সুরান্ সর্ব্বান্ কিমেতৌ সমুপাগতৌ ॥ ৫১ ॥
চিকিৎসকৌ ন সোমার্হৌ কেনানীতাবিহেতি চ।
নাব্রবন্নমরাস্তত্র রাজ্ঞস্তু বিততে মখে ॥ ৫২ ॥

সোমমখে অগ্নিষ্টোমযজ্ঞে ॥ ৪১—৫২

করিতে হইবে ॥ ৪৪ ॥ রাজেন্দ্র! ইন্দ্র কুপিত হইলে আমি তপোবলপ্রভাবে তাঁহাকে নিবারণ করিয়া আপনার অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে তাঁহাদিগকে সোমপান করাইব ॥ ৪৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! তদনন্তর পৃথিবীপতি শর্য্যাতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া চ্যবন মুনির সেই বাক্যে অনুমোদন করিলেন ॥ ৪৬ ॥ রাজা চ্যবনকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া একান্ত প্রীতমানসে ভার্য্যার সহিত মুনির কথা কহিতে কহিতে নগরের অভিমুখে গমন করিলেন ॥৪৭॥ সেই রাজার কোন অভিলষিত ধন রত্নাদির অপ্রতুল ছিল না সুতরাং মুনির আদেশানুসারে তিনি যজ্ঞ করিবার প্রশস্ত দিবসে উত্তম যজ্ঞভূমি প্রস্তুত করাইলেন ॥ ৪৮ ॥ অবশেষে ভৃগুনন্দন চ্যবন, বশিষ্ঠ প্রভৃতি পূজ্যপাদ মুনিদিগকে আনয়ন করিয়া পৃথিবীপতি শর্য্যাতিকে সেই যজ্ঞে দীক্ষিত করাইলেন ॥ ৪৯ ॥ পরন্তু বিস্তৃত যজ্ঞ আরম্ভ হইলে বাসবাদি দেববৃন্দ এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় সোমপান করিতে সেই যজ্ঞস্থলে আগমন করিলেন ॥ ৫০ ॥ কিন্তু বাসব সেই যজ্ঞমণ্ডপে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে অবলোকন করয়া শঙ্কিত হইয়া সমস্ত সুরবর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহারা কি কারণে এখানে উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৫১ ॥ ইহারা চিকিৎসক, অতএব কখনই সোমপানের যোগ্যপাত্র নহে, তবে কোন্ ব্যক্তি এই বিস্তৃত অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে ইহাদিগকে আনয়ন করিল? অমরবৃন্দ তৎকালে রাজার সুবিস্তৃত যজ্ঞ-

অগৃহ্লাচ্চ্যবনঃ সোমমশ্বিনোর্দ্দেবয়োস্তদা।
শক্রস্তং বারয়ামাস মা গৃহাণৈতয়োর্গ্রহম্ ॥ ৫৩ ॥
তমাহ চ্যবনস্তত্র কথমেতৌ রবেঃ সুতৌ।
ন গ্রহার্হৌ চ নাসত্যৌ ব্রূহি সত্যং শচীপতে! ॥ ৫৪ ॥
ন সঙ্করৌ সমুৎপন্নৌ ধর্ম্মপত্নীসুতৌ রবেঃ।
কেন দোষেণ দেবেন্দ্র! নার্হৌ সোমং ভিষগ্বরৌ ॥ ৫৫ ॥
নির্ণয়োঽত্র মখে শক্র! কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বদৈবতৈঃ।
গ্রাহয়িষ্যাম্যহং সোমং কৃতৌ তৌ সোমপৌ ময়া ॥ ৫৬ ॥
প্রেরিতোঽসৌ ময়া রাজা মখায় মঘবন্! কিল।
এতদর্থং করিষ্যামি সত্যং মে বচনং বিভো! ॥ ৫৭ ॥
আভ্যামুপকৃতং শক্র! তথা দত্তং নবং বয়ঃ।
তস্মাৎ প্রত্যুপকারস্তু কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বথা ময়া ॥ ৫৮ ॥

ইন্দ্র উবাচ।

চিকিৎসকৌ কৃতাবেতৌ নাসত্যৌ নিন্দিতৌ সুরৈঃ।
উভাবেতৌ ন সোমার্হৌ মা গৃহাণৈতয়োর্গ্রহম্ ॥ ৫৯ ॥

এতয়োরশ্বিনোর্গ্রহং সোমপূরিতং পাত্রং মা গৃহাণ। যজ্ঞে তয়োর্নিষিদ্ধত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৫৩—৫৯ ॥

স্থলে দেবরাজের সেই বাক্যের কোন উত্তর দিলেন না ॥ ৫২ ॥ তখন চ্যবন মুনি অশ্বিনীকুমারযুগলকে প্রদান করিবার নিমিত্ত যেমন সোম গ্রহণ করিলেন অমনি শক্র তাঁহাকে নিবারণ করিয়া বলিলেন পূর্ব্ব হইতেই ইহাদের যজ্ঞভাগের অধিকার নিষিদ্ধ অতএব ইহাদের নিমিত্ত সোমপাত্র গ্রহণ করিবেন না ॥ ৫৩ ॥

তখন চ্যবন বলিলেন, শচীপতে! ইহারা রবির পুত্র, তবে এই অশ্বিনীকুমারেরা কি নিমিত্ত সোম গ্রহণের উপযুক্ত নহেন আপনি তাহা সত্য করিয়া বলুন ॥ ৫৪ ॥ ইঁহারা সঙ্কর জাতি নহেন, সূর্য্যদেবের ধর্ম্মপত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, হে দেবেন্দ্র! তবে এই ভিষগ্বরেরা কোন্ দোষে সোমপান করিতে পাইবেন না তাহা আপনি বলুন ॥ ৫৫ ॥ শক্র! সমস্ত দেববৃন্দ মিলিত হইয়া এই যজ্ঞেই এ বিষয়ের নির্ণয় করুন। মঘবন্! আমি ইহাদিগকে সোমপায়ী করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সুতরাং নিজ বাক্য পালন করিবার নিমিত্তই রাজাকে যজ্ঞে দীক্ষিত করিয়াছি অতএব এই যজ্ঞেই আমি ইহাদিগকে সোম গ্রহণ করাইয়া নিজ বাক্য সত্য করিব সন্দেহ নাই ॥ ৫৬—৫৭ ॥ শক্র! ইঁহারা আমার

চ্যবন উবাচ।

অহল্যাজার! সংযচ্ছ কোপঞ্চাদ্য নিরর্থকম্।
বৃত্রঘ্ন! কিং হি নাসত্যৌ ন সোমার্হৌ সুরাত্মজৌ॥ ৬০॥
এবং বিবাদে সমুপস্থিতে চ
ন কোঽপি বাচং তমুবাচ ভূপ!।
গ্রহং তয়োর্ভার্গবস্তিগ্মতেজাঃ
সংগ্রাহয়ামাস তপোবলেন॥ ৬১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং সপ্তমস্কন্ধে অশ্বিনীকুমারদ্বয়স্য সোমপানাধিকারপ্রাপ্তির্নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬॥

(অহল্যাজারেতি। অহল্যাজার! বৃত্রঘ্নেতি সম্বোধনদ্বয়েন দেবরাজস্য পরদারাপহারকত্ববিশ্বাসঘাতকত্বাভ্যাং পাপাশয়ত্বং প্রকটিতম্। অতস্ত্বমেতাদৃশতপোবলসম্পন্নস্য মে কিং কর্ত্তুং পারয়সীত্যাশয়ঃ॥ ৬০—৬১॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬॥

নবীন বয়স এবং নয়ন প্রদান করিয়া অতিশয় উপকার করিয়াছেন অতএব আমি যথাসাধ্য ইঁহাদিগের প্রত্যুপকার করিব॥ ৫৮॥

ইন্দ্র কহিলেন, সুরবর্গ এই অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে চিকিৎসাকার্য্যে নিয়োগ করিয়াছেন, সেই কারণবশত ইহারা দেবসমাজে নিন্দনীয় সুতরাং ইহারা সোমপান করিবার উপযুক্ত নহে অতএব আপনি ইহাদিগের নিমিত্ত সোমপাত্র গ্রহণ করিবেন না॥ ৫৯॥

চ্যবন বলিলেন, ইন্দ্র! তুমি অহল্যার জার হইয়া কেন এত নিরর্থক কোপ প্রকাশ করিতেছ? তুমি বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিয়াছ, তোমার ন্যায় পাপাত্মার বাক্যেই যে, সুরাত্মজ অশ্বিনীকুমারেরা সোমপান করিতে পাইবে না ইহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না॥ ৬০॥ হে ভূপ! এইরূপ বিবাদ উপস্থিত হইলে তাঁহাকে কেহই কোন কথা বলিলেন না। তখন তিগ্মতেজা ভার্গব তপোবলে তাঁহাদিগকে সোম গ্রহণ করাইলেন॥ ৬১॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে চ্যবনের অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোমপানাধিকার প্রদাননামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

দত্তে গ্রহে তু রাজেন্দ্র! বাসবঃ কুপিতো ভৃশম্।
প্রোবাচ চ্যবনং তত্র দর্শয়ন্ বলমাত্মনঃ॥ ১॥
মা ব্রহ্মবন্ধো! মর্য্যাদামিমাং ত্বং কর্ত্তুমর্হসি।
বধিষ্যামি দ্বিষন্তং ত্বাং বিশ্বরূপমিবাপরম্॥ ২॥

চ্যবন উবাচ।

মাবমংস্থা মহাত্মানৌ রূপদ্রবিণবর্চ্চসা।
যৌ চক্রতুর্মাং মঘবন্! বৃন্দারকমিবাপরম্॥ ৩॥
ঋতে ত্বাং বিবুধাশ্চান্যে কথং বাদদতে গ্রহম্।
অশ্বিনাবপি দেবেন্দ্র! দেবৌ বিদ্ধি পরন্তপৌ॥ ৪॥

ইন্দ্র উবাচ।

ভিষজৌ নার্হতঃ কামং গ্রহং যজ্ঞে কথঞ্চন।
যদি দিৎসসি মন্দাত্মন্! শিরশ্ছেৎস্যামি সাম্প্রতম্॥ ৫॥

দ্বিপঞ্চাশংশ্লোকবর্য্যৈঃ শর্য্যাতেস্তু মহামখে।
অশ্বিনৌ সোমপানেন সন্তুষ্টাবিতি কীর্ত্ত্যতে॥

অশ্বিভ্যাং গ্রহপাত্রদানানন্তরং জাতং বৃত্তমাহ দত্তে গ্রহেম্বিতি॥ ১॥
বিশ্বরূপমিতি। বিশ্বরূপস্বাষ্ট্রস্তস্য কথা ষষ্ঠস্কন্ধে উক্তা॥ ২—৩॥
ঋতে ত্বামিতি। ত্বাং বিনা ত্বত্তো ভিন্না যথান্যে দেবা গ্রহমাদদতে গৃহ্ণন্তি তথাশ্বিনাবপি দেবৌ বিদ্ধি ততস্তয়োঃ কুতো নাধিকার ইত্যর্থঃ॥ ৪—৭॥

ব্যাস বলিলেন, রাজেন্দ্র! অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোমপূর্ণ পাত্র প্রদত্ত হইলে বাসব নিতান্ত কুপিত হইয়া আপনার বল প্রদর্শনপূর্ব্বক মুনিবর চ্যবনকে কহিলেন॥ ১॥ ব্রহ্মবন্ধো! তুমি কখনই ইহাদের এতদূর সম্মান স্থাপন করিতে সমর্থ হইবে না, তুমি যখন আমার প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিতেছ, তখন অবিকল বিশ্বরূপের ন্যায় তোমায় বধ করিব॥ ২॥

চ্যবন বলিলেন, মঘবন্! যাঁহারা রূপ, লাবণ্য ও তেজঃ প্রদান করিয়া আমার সাক্ষাৎ দেবমূর্ত্তির ন্যায় মনোহর করিয়াছেন, তুমি সেই মহাত্মাদ্বয়ের অবমাননা করিও না॥ ৩॥ দেবেন্দ্র! যখন অপর সমস্ত দেবতারা তোমায় ছাড়িয়া সোমপাত্র গ্রহণ করেন, তখন সেইরূপ মহাপ্রভাবসম্পন্ন দেব অশ্বিনীকুমার যুগলও অবশ্য তাহা করিতে পারিবেন॥ ৪॥

ব্যাস উবাচ।

অনাদৃত্য তু তদ্বাক্যং বাসবস্য চ ভার্গবঃ।
গ্রহং তু গ্রাহয়ামাস ভর্ৎসয়ন্নিব তং ভৃশম্॥ ৬॥
সোমপাত্রং যদা তাভ্যাং গৃহীতস্তু পিপাসয়া।
সমীক্ষ্য বলভিদ্দেব ইদং বচনমব্রবীৎ॥ ৭॥
আভ্যামর্থায় সোমং ত্বং গ্রাহয়িষ্যসি চেৎ স্বয়ম্।
বজ্রন্তু প্রহরিষ্যামি বিশ্বরূপমিবাপরম্॥ ৮॥
বাসবেনৈব মুক্তস্তু ভার্গবশ্চাতিগর্ব্বিতঃ।
জগ্রাহ বিধিবৎ সোমমশ্বিভ্যামতিমন্যুমান্॥ ৯॥
ইন্দ্রোঽপি প্রাক্ষিপৎ কোপাদ্বজ্রমস্মৈ স্বমায়ুধম্।
পশ্যতাং সর্ব্বদেবানাং সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্॥ ১০॥
প্রেরিতঞ্চাশনিং প্রেক্ষ্য চ্যবনস্তপসা ততঃ।
স্তম্ভয়ামাস বজ্রং স শক্রস্যামিততেজসঃ॥ ১১॥

আভ্যামিতি তৃতীয়ান্তম্। অর্থায় স্বস্য প্রয়োজনায়॥ ৮॥
জগ্রাহ অন্তর্ভাবিতণ্যর্থোঽত্র গ্রহিঃ। গ্রাহয়ামাসেত্যর্থঃ॥ ৯—১০॥
স্তম্ভয়ামাসেতি; স্বশরীরেণ প্রাপ্তং যাবত্তাবদিত্যর্থঃ॥ ১১॥

ইন্দ্র বলিলেন, ইহারা ভিষক্ সুতরাং যজ্ঞে সোমপাত্র গ্রহণ করিতে কোন প্রকারেই অধিকারী হইবে না। দুর্ম্মতে! যদি তুমি ইহাদিগকে সোমপাত্র প্রদান করিতে ইচ্ছা কর, তবে এখনি আমি তোমার শিরশ্ছেদন করিব॥ ৫॥

ব্যাস বলিলেন, ভারতভূষণ! ভার্গব বাসবের সেই বাক্যে অনাদর করিয়া তাঁহাকে যেন নিতান্ত তিরস্কার করিয়াই অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোম গ্রহণ করাইলেন॥৬॥ সোমপানের ইচ্ছাবশত যখন তাঁহারা সোমপাত্র গ্রহণ করিলেন, তৎকালে বলভিদ্ বাসব তাহা অবলোকন করিয়া এই কথা বলিলেন॥ ৭॥ স্বীয় প্রয়োজনবশত যদি তুমি ইহাদিগকে স্বয়ং সোম গ্রহণ করাইবে, তাহা হইলে ঠিক বিশ্বরূপের ন্যায় তোমার মস্তকোপরি আয়ুধ বজ্র প্রহার করিব॥ ৮॥ অতীব গর্ব্বিত ভার্গব মুনি বাসবের ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া মহাকোপান্বিত হইলেন এবং বিধিপূর্ব্বক অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোম গ্রহণ করাইলেন॥ ৯॥ ইন্দ্রও কোপবশত সমস্ত দেবতাদিগের সমক্ষে তাঁহার উপরি নিজের প্রধান বজ্র নিক্ষেপ করিলেন। তৎকালে সেই আয়ুধের কোটি সূর্য্যের ন্যায় প্রভা প্রকাশিত হইতে লাগিল॥ ১০॥ তখন মহর্ষি চ্যবন অশনি নিক্ষিপ্ত হইতেছে দেখিয়া তপঃপ্রভাবে অমিততেজা ইন্দ্রের বজ্রকে স্তম্ভিত করিয়া রাখিলেন॥ ১১॥ মহাবাহু মুনিসত্তম, তখন

কৃত্যয়া স মহাবাহুরিন্দ্রং হন্তুমিহোদ্যতঃ ।
জুহাবাগ্নৌ শৃতং হব্যং মন্ত্রেণ মুনিসত্তমঃ ॥ ১২ ॥
তত্র কৃত্যা সমুৎপন্না চ্যবনস্য তপোবলাৎ ।
প্রবলঃ পুরুষঃ ক্রূরো বৃহৎকায়ো মহাসুরঃ ॥ ১৩ ॥
মদো নাম মহাঘোরো ভয়দঃ প্রাণিনামিহ ।
শরীরে পর্ব্বতাকারস্তীক্ষ্ণদংষ্ট্রো ভয়ানকঃ ॥ ১৪ ॥
চতস্রশ্চায়তা দংষ্ট্রা যোজনানাং শতং শতম্ ।
ইতরে ত্বস্য দশনা বভূবুর্দশযোজনাঃ ॥ ১৫ ॥
বাহূ পর্ব্বতসঙ্কাশাবায়তৌ ক্রূরদর্শনৌ ।
জিহ্বা তু ভীষণা ক্রূরা লেলিহানা নভস্তলম্ ॥ ১৬ ॥
গ্রীবা তু গিরিশৃঙ্গাভা কঠিনা ভীষণা ভৃশম্ ।
নখা ব্যাঘ্রনখপ্রখ্যাঃ কেশাশ্চাতীব ভীষণাঃ ॥ ১৭ ॥
শরীরং কজ্জলাভঞ্চ তস্য চাস্যং ভয়ানকম্ ।
নেত্রে দাবানলপ্রখ্যে ভীষণেঽতিভয়ানকে ॥ ১৮ ॥
হনুরেকা স্থিতা তস্য ভূমাবেকা দিবং গতা ।
এবংবিধঃ সমুৎপন্নো মদো নাম বৃহত্তনুঃ ॥ ১৯ ॥

শৃতং পক্বম্ ॥ ১২ ॥
(আভিচারিকক্রিয়োত্থদেবতাবিশেষঃ কৃত্যা সৈব পুরুষাকারেণ পরিণমন্ মদো নাম বভূবেত্যর্থঃ ॥ ১৩—২৫ ॥

অভিচার ক্রিয়া দ্বারা ইন্দ্রকে সংহার করিবার উদ্দেশে পক্বহব্য মন্ত্রপূত করিয়া অনলে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥ অমিততেজা চ্যবনের তপোবলে সেই যজ্ঞকুণ্ড হইতে কৃত্যা উৎপন্ন হইল ; সেই কৃত্যা হইতে প্রবল পরাক্রান্ত পুরুষাকৃতি ক্রূরস্বভাব বিশালশরীর এক মহান্ অসুর উৎপন্ন হইল ॥ ১৩ ॥ সেই মহাঘোর মদ নামক অসুর ইহ-লোকে প্রাণিপুঞ্জের ভয়প্রদ ; তাহার শরীর পর্ব্বতসদৃশ বিশাল, দশন সকল তীক্ষ্ণ ও ভয়ানক ; তাহার মধ্যে চারিটি দশন শতযোজন আয়ত ; এবং অপর দশনগুলি দশ যোজন বিস্তীর্ণ ॥ ১৪—১৫ ॥ তাহার বাহুযুগল গিরি সদৃশ সুদীর্ঘ ও ঘোরদর্শন ; জিহ্বা ভীষণ, কর্কশ ও এত দীর্ঘ যে, নভোমণ্ডল স্পর্শ করিতে লাগিল ॥ ১৬ ॥ তাহার গ্রীবাদেশ গিরিশৃঙ্গ সদৃশ কঠিন ও অতীব ভীষণাকৃতি, নখ সকল ব্যাঘ্রের নখ সদৃশ ; কেশকলাপ অতিশয় ভীষণ ॥ ১৭ ॥ তাহার শরীর কজ্জল তুল্য কৃষ্ণবর্ণ ও মুখমণ্ডল অতি বিকটাকার ও ভয়ানক, নেত্রযুগল দাবানলের ন্যায় উজ্জ্বল ও অতীব ভয়ানক ॥ ১৮ ॥ তাহার

তং বিলোক্য সুরাঃ সর্ব্বে ভয়মাজগ্মুরংহসা।
ইন্দ্রোঽপি ভয়সংত্রস্তো যুদ্ধায় ন মনো দধে ॥ ২০ ॥
দৈত্যোঽপি বদনে কামং বজ্রমাদায় সংস্থিতঃ।
ব্যাপ্তং নভো ঘোরদৃষ্টির্গ্রসন্নিব জগত্রয়ম্‌ ॥ ২১ ॥
স ভক্ষয়িষ্যন্ সংক্রুদ্ধঃ শতক্রতুমুপাদ্রবৎ।
চুক্রুশুশ্চ সুরাঃ সর্ব্বে হা হতাঃ স্মেতি সংস্থিতাঃ ॥ ২২ ॥
ইন্দ্রঃ স্তম্ভিতবাহুস্তু মুমুক্ষুর্বজ্রমন্তিকাৎ।
ন শশাক পবিং তস্মিন্ প্রহর্ত্তুং পাকশাসনঃ ॥ ২৩ ॥
বজ্রহস্তঃ সুরেশানস্তং বীক্ষ্য কালসন্নিভম্‌।
সস্মার মনসা তত্র গুরুং সময়কোবিদম্‌ ॥ ২৪ ॥
স্মরণাদাজগামাশু বৃহস্পতিরুদারধীঃ।
গুরুস্তৎসময়ং দৃষ্ট্বা বিপত্তিসদৃশং মহৎ ॥ ২৫ ॥
বিচার্য্য মনসা কৃত্যং তমুবাচ শচীপতিম্‌।
দুঃসাধ্যোঽয়ং মহামন্ত্রৈস্ত্বয়ং বজ্রেণ বাসব ! ॥ ২৬ ॥
অসুরো মদসংজ্ঞস্তু যজ্ঞকুণ্ডাৎ সমুত্থিতঃ।
তপোবলমৃষেঃ সম্যক্ চ্যবনস্য মহাবলঃ ॥ ২৭ ॥

বিচার্য্যেতি। কৃত্যং কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ২৬—২৮ ॥)

একটি হনু ভূমিতল ও অপরটি স্বর্গলোক স্পর্শ করিয়াছে; এই প্রকার বৃহৎকায় মদনামক অসুর উৎপন্ন হইল ॥ ১৯ ॥ সুরগণ তাহাকে অবলোকন করিয়া সহসা সকলেই ভীত হইলেন; ইন্দ্রও তাহাকে দেখিয়া মহাভীত হইয়া সমর করিতে আর অভিলাষ করিলেন না ॥ ২০ ॥ দৈত্যও ইচ্ছানুসারে ইন্দ্রের সেই বজ্র বদনে নিক্ষেপ করিয়া নভোমণ্ডলে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক যেন জগৎকে একেবারে গ্রাস করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইল ॥ ২১ ॥ সে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া শতক্রতুকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইল, তদ্দর্শনে তত্রস্থ সুরবর্গ "হায়! আমরা হত হইলাম" এই কথা বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥ বাহুযুগল স্তম্ভিত হওয়ায় পাকশাসন বজ্র মোচন করিতে ইচ্ছুক হইয়াও কোনমতে তাহা প্রহার করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ২৩ ॥ তখন বজ্রহস্ত সুরপতি কালসদৃশ অসুরকে অবলোকন করিয়া সময়কোবিদ গুরুকে মনে মনে স্মরণ করিলেন ॥২৪॥ উদারবুদ্ধি বৃহস্পতি মহৎ বিপত্তি সময় বিদিত হইয়া স্মরণমাত্রেই তৎক্ষণাৎ আগমন করিলেন ॥ ২৫ ॥ তখন কর্ত্তব্য কার্য্য মনে মনে বিচার করিয়া তিনি শচীপতিকে বলিলেন, বাসব! ইহা বজ্র দ্বারা

অনিবার্য্যো হ্যয়ং শক্রস্ত্বয়া দেবৈস্তথা ময়া।
শরণং যাহি দেবেশ! চ্যবনস্য মহাত্মনঃ ॥ ২৮ ॥
স নিবারয়িতা নূনং কৃত্যামাত্মকৃতাং কিল।
ন নিবারয়িতুং শক্তাঃ শক্তিভক্তরুষং ক্বচিৎ ॥ ২৯ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তো গুরুণা শক্রস্তদাগচ্ছন্মুনিং প্রতি।
প্রণম্য শিরসা নম্রস্তমুবাচ ভয়ান্বিতঃ ॥ ৩০ ॥
ক্ষমস্ব মুনিশার্দ্দূল! শময়াসুরমুদ্যতম্।
প্রসন্নো ভব সর্ব্বজ্ঞ! বচনং তে করোম্যহম্ ॥ ৩১ ॥
সোমার্হাবশ্বিনাবেতাবদ্যপ্রভৃতি ভার্গব!।
ভবিষ্যতঃ সত্যমেতদ্বচো বিপ্র! প্রসীদ মে ॥ ৩২ ॥
মিথ্যা তে নোদ্যমো হ্যেষ ভবত্বেব তপোধন!।
জানে ত্বমপি ধর্ম্মজ্ঞ! মিথ্যা নৈব করিষ্যসি ॥ ৩৩ ॥

ন নিবারয়িতুমিতি। শক্তিভক্তস্য পরাশক্তিভক্তস্য রুষং কোপং ব্রহ্মাপি নিবারয়িতুং ন শক্তঃ কঃ পুনরন্যঃ স্যাৎ। চ্যবনস্তু মহাশক্তিভক্তস্ততো দুঃসাধ্য ইতি ভাবঃ ॥ ২৯—৩৪ ॥

নিবারিত হওয়া দূরে থাকুক, মহামন্ত্রবলেও নিবারণ করা দুঃসাধ্য ॥ ২৬ ॥ এই মহাবল মদ নামক অসুর চ্যবন ঋষির তপোবলপ্রভাবে যজ্ঞকুণ্ড হইতে উত্থিত হইয়াছে ইহাতে মহর্ষির প্রভূত তপোবীর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে ॥ ২৭ ॥ দেবেশ! এই শত্রুকে তুমি বা আমি অথবা সুরবর্গ কেহই নিবারণ করিতে সমর্থ হইবে না অতএব তুমি মহাত্মা চ্যবনেরই শরণাগত হও ॥ ২৮ ॥ যে ব্যক্তি পরাশক্তির ভক্ত তাহার কোপ অন্যের কথা কি ব্রহ্মাও নিবারণ করিতে পারেন না; চ্যবন পরাশক্তির ভক্ত সুতরাং অন্য কেহই তাঁহাকে নিবারণ করিতে কখনই সমর্থ হইবে না। তাঁহার নিজ কৃতকৃত্যা তিনিই নিবারণ করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ২৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! শক্র গুরুর নিকট এই উপদেশে শ্রবণ করিয়া তখন মুনি সন্নিধানে আগমন করিলেন এবং ভীত হইয়া অবনত মস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন ॥ ৩০ ॥ মুনিবর! আমায় ক্ষমা করিয়া দেবগণের বিনাশোদ্যত এই অসুরকে নিবারণ করুন। হে সর্ব্বজ্ঞ! আপনি প্রসন্ন হউন, আমি আপনার বাক্য প্রতিপালন করিতেছি ॥৩১॥ ভার্গব! অদ্য হইতে এই অশ্বিনীকুমারেরা সোমপানে অধিকারী হইবে; ইহা আপনাকে সত্য বলিলাম, বিপ্র! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৩২ ॥ তপোধন! আপনার এই উদ্যম কখনই বিফল হইবে না; বিশেষত আপনাকে আমি ধর্ম্মজ্ঞ বলিয়া জানি সুতরাং

সোমপাবশ্বিনাবেতৌ ত্বৎকৃতৌ চ সদৈব হি।
ভবিষ্যতশ্চ শর্য্যাতেঃ কীর্ত্তিস্তু বিপুলা ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥
ময়া যদ্ধি কৃতং কর্ম্ম সর্ব্বথা মুনিসত্তম!।
পরীক্ষার্থন্তু বিজ্ঞেয়ং তব বীর্য্যপ্রকাশনম্‌ ॥ ৩৫ ॥
প্রসাদং কুরু মে ব্রহ্মন্‌! মদং সংহর চোত্থিতম্‌ ॥
কল্যাণং সর্ব্বদেবানাং তথা ভূয়ো বিধীয়তাম্‌ ॥ ৩৬ ॥
এবমুক্তস্ত শক্রেণ চ্যবনঃ পরমার্থবিৎ।
সংজহার ততঃ কোপং সমুৎপন্নং বিরোধজম্‌ ॥ ৩৭ ॥
দেবমাশ্বাস্য সংবিগ্নং ভার্গবস্তু মদং ততঃ।
ব্যভজৎ স্ত্রীষু পানেষু দ্যূতেষু মৃগয়াসু চ ॥ ৩৮ ॥
মদং বিভজ্য দেবেন্দ্রমাশ্বাস্য চকিতং ভিয়া।
সংস্থাপ্য চ সুরান্‌ সর্ব্বান্‌ মখং তস্য ন্যবর্ত্তয়ৎ ॥ ৩৯ ॥
ততস্তু সংস্কৃতং সোমং বাসবায় মহাত্মনে।
অশ্বিভ্যাং সর্ব্বধর্ম্মাত্মা পায়য়ামাস ভার্গবঃ ॥ ৪০ ॥

(ময়েতি। তব বীর্য্যপ্রকাশনম্‌ তব তপোবলপ্রকাশকং কর্ম্ম মম বজ্রপ্রহারোদ্যমনাদি-রূপমিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

প্রসাদমিতি। উত্থিতং কৃত্যোৎপন্নং দেবতানাশনোদ্যতং মদং সংহর নিবারয় বিলয়ং নয়েতি যাবৎ ॥ ৩৬—৪৩ ॥

আপনি স্বীয় বাক্য কখনই মিথ্যা করিতে পারিবেন না ॥ ৩৩ ॥ এই অশ্বিনীকুমারেরা আপনার অনুগ্রহে নিয়তই সোমপায়ী হইবেন এবং শর্য্যাতি রাজারও কীর্ত্তির সীমা থাকিবে না ॥ ৩৪ ॥ মুনিসত্তম! আপনি ইহা নিশ্চয় জানিবেন যে, আমি যে কার্য্য করিয়াছি তাহা কেবল আপনার তপোবীর্য্য পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত সম্পাদিত হইয়াছে ॥ ৩৫ ॥ ব্রহ্মন্‌! যজ্ঞকুণ্ড হইতে উত্থিত এই মদ নামক অসুরকে উপসংহার করিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন, ইহাতে সমস্ত দেবগণের কল্যাণ-সাধিত হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৩৬ ॥

পরমার্থবিৎ চ্যবন শক্রের ঈদৃশ কাতরপূর্ণ বাক্য শুনিয়া ইন্দ্রের সহিত বিরোধ হওয়ায় যে কোপ উৎপন্ন হইয়াছিল তাহার উপসংহার করিলেন ॥ ৩৭ ॥ পরে মহর্ষি চ্যবন মদ নামক অসুরের ভয়ে উদ্বিগ্ন দেবগণকে আশ্বাস প্রদান করিয়া সেই মদকে স্ত্রীজাতি, সুরাপান, দ্যূতক্রীড়া এবং মৃগয়া এই চারিভাগে বিভক্ত করিলেন ॥ ৩৮ ॥ (ঐ সকল বিষয়েই মদ নিয়ত অবস্থিতি করিবে।) মদ এইরূপে বিভক্ত হইলে ভয়চকিত দেবেন্দ্র পরিত্রাণ পাইয়া আশ্বস্ত হইলেন। তখন চ্যবন সমস্ত সুরবর্গকে যথাবিধি সংস্থাপিত করিয়া সেই যজ্ঞ সমাপন করিলেন ॥ ৩৯ ॥ অবশেষে ধর্ম্মাত্মা ভার্গব, মহাত্মা বাসব এবং তৎপরে

এবং তৌ চ্যবনেনার্য্যাবশ্বিনৌ রবিপুত্রকৌ।
বিহিতৌ সোমপৌ রাজন্! সর্ব্বথা তপসো বলাৎ ॥ ৪১ ॥
সরস্তদপি বিখ্যাতং জাতং যূপবিমণ্ডিতম্।
আশ্রমস্তু মুনেঃ সম্যগ্ পৃথিব্যাং বিশ্রুতোঽভবৎ ॥ ৪২ ॥
শর্যাতিরপি সন্তুষ্টো হ্যভবত্তেন কর্ম্মণা।
যজ্ঞং সমাপ্য নগরে জগাম সচিবৈর্বৃতঃ ॥ ৪৩ ॥
রাজ্যং চকার ধর্ম্মজ্ঞো মনুপুত্রঃ প্রতাপবান্।
আনর্ত্তস্তস্য পুত্রোঽভূদানর্ত্তাদ্রেবতোঽভবৎ ॥ ৪৪ ॥
সোঽন্তঃসমুদ্রে নগরীং বিনির্ম্মায় কুশস্থলীম্।
আস্থিতোঽভুংক্ত বিষয়ানানর্ত্তাদীনরিন্দমঃ ॥ ৪৫ ॥
তস্য পুত্রশতং জজ্ঞে ককুদ্মিজ্যেষ্ঠমুত্তমম্।
পুত্রী চ রেবতী নাম্না সুন্দরী শুভলক্ষণা ॥ ৪৬ ॥
বরযোগ্যা যদা জাতা তদা রাজা চ রেবতঃ।
চিন্তয়ামাস রাজেন্দ্রো রাজপুত্রান্ কুলোদ্ভবান্ ॥ ৪৭ ॥
রৈবতং নাম চ গিরিমাশ্রিতঃ পৃথিবীপতিঃ।
চকার রাজ্যং বলবানানর্ত্তেষু নরাধিপঃ ॥ ৪৮ ॥

মনুপুত্রঃ শর্যাতিঃ ॥ ৪৪ ॥
বিষয়ান্ দেশানিত্যর্থঃ ॥ ৪৫—৪৬ ॥
কুলোদ্ভবান্। মমানুরূপপ্রশস্তকুলোৎপন্নানিত্যর্থঃ ॥ ৪৭—৫১ ॥)

অশ্বিনীকুমারযুগলকে সর্ব্বতোভাবে সংস্কৃত সোমপান করাইলেন ॥ ৪০ ॥ রাজন্! চ্যবন মুনি সেই আর্য্য সূর্য্যপুত্র অশ্বিনীকুমারযুগলকে তপোবলপ্রভাবে এইরূপে সোমপায়ী করিয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥ তদবধি সেই সরোবর যূপ মণ্ডিত হইয়া বিখ্যাত হইল আর মুনির আশ্রমও ভূমণ্ডল মধ্যে সর্ব্বতোভাবে বিখ্যাত ও সম্মানিত হইল ॥ ৪২ ॥ শর্যাতি রাজাও সেই কার্য্য দ্বারা পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং যজ্ঞ সমাপন করিয়া সচিবগণ সমভিব্যাহারে নগর প্রস্থান করিলেন ॥ ৪৩ ॥ অনন্তর সেই মনুপুত্র প্রতাপবান্ ধর্ম্মজ্ঞ নরপাল শর্যাতি নির্বিঘ্নে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পুত্র আনর্ত্ত, আনর্ত্তের রেবত নামে একটি পুত্র জন্মিল ॥ ৪৪ ॥ এই রেবত সমুদ্রের মধ্যে কুশস্থলী নগরী সংস্থাপনপূর্ব্বক তথায় বসতি করিয়া আনর্ত্তাদি প্রদেশস্থ সমস্ত বিষয় উপভোগ করিতে লাগিলেন। রেবতের শত পুত্র, তাহার মধ্যে ককুদ্মি জ্যেষ্ঠ ও পবিত্রস্বভাব আর তাঁহার পরম সুন্দরী রেবতী নামে এক শুভলক্ষণা কন্যা জন্মে ॥ ৪৫—৪৬ ॥ যখন সেই কন্যা বিবাহ যোগ্যা

বিচিন্ত্য মনসা রাজা কস্মৈ দেয়া ময়া সুতা।
গত্বা পৃচ্ছামি ব্রহ্মাণং সর্ব্বজ্ঞং সুরপূজিতম্ ॥ ৪৯ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য ভূপালঃ সুতামাদায় রেবতীম্।
ব্রহ্মলোকং জগামাশু প্রষ্টুকামঃ পিতামহম্ ॥ ৫০ ॥
যত্র দেবাশ্চ যজ্ঞাশ্চ ছন্দাংসি পর্ব্বতাস্তথা।
অব্ধয়ঃ সরিতশ্চাপি দিব্যরূপধরাঃ স্থিতাঃ ॥ ৫১ ॥
ঋষয়ঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বাঃ পন্নগাশ্চারণাস্তথা।
তস্থুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে স্তুবন্তশ্চ পুরাতনাঃ ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে শর্য্যাতের্মহাযজ্ঞে অশ্বিনোঃসোমপানাৎ সন্তোষপ্রাপ্তির্নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

শক্তানাং সর্ব্বোত্তরো মহিমাস্তীত্যবান্তরতাৎপর্য্যম্। তদুক্তং মুণ্ডমালায়াম্। স্বর্গে মর্ত্যে চ পাতালে নাস্তি শাক্তাৎ পরাক্রমী। সৌরাণাং গাণপত্যানাং বৈষ্ণবানাং তথৈব চ ॥ তদন্তে চৈব শাক্তাঃ স্যুঃ ক্রমশঃ ক্রমশঃ প্রিয়ে!। শৃণু দেবি! বরারোহে! নাস্তি শাক্তাৎ পরো জনঃ ॥ শাক্তো হি শঙ্করঃ সাক্ষাৎ পরব্রহ্মস্বরূপভাগিতি ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

হইলেন তখন রাজেন্দ্র রেবত সৎকুল সম্ভূত রাজপুত্রের নিমিত্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥ সেই রাজরাজেশ্বর বলবান্ পৃথিবীপতি রৈবতগিরিতে বাস করিয়া আনর্ত্তদিগের মধ্যে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন ॥৪৮॥ এই কন্যা কাহাকে দান করিব? রাজা মনে মনে এইরূপ চিন্তাবিষ্ট হইয়া স্থির করিলেন যে, আমি ব্রহ্মার নিকট গিয়া সেই সুরপূজিত সর্ব্বজ্ঞ প্রজাপতিকেই এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিব ॥ ৪৯ ॥ এইরূপ ভাবিয়া সেই ভূপাল ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিবার বাসনায় স্বীয় তনয়া রেবতীকে সমভিব্যাহারে লইয়া অনতিবিলম্বে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন ॥ ৫০ ॥ সেই স্থানে দেব, যজ্ঞ, বেদ, পর্ব্বত, সাগর ও সরিৎ সকল দিব্যদেহ ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন ॥ ৫১ ॥ তথায় সনাতন ঋষিবর্গ, সিদ্ধ,গন্ধর্ব্ব, পন্নগ ও চারণগণ কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া ব্রহ্মার স্তব করিতেছেন ॥৫২॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে চ্যবন কর্ত্তৃক অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সোমপান নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

জনমেজয় উবাচ।

সংশয়োঽয়ং মহান্ ব্রহ্মন্! বর্ত্ততে মম মানসে।
ব্রহ্মলোকং গতো রাজা রেবতীসংযুতঃ স্বয়ম্ ॥ ১ ॥
ময়া পূর্ব্বং শ্রুতং কৃৎস্নং ব্রাহ্মণেভ্যঃ কথান্তরে।
ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবিচ্ছান্তো ব্রহ্মলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২ ॥
রাজা কথং গতস্তত্র রেবতীসংযুতঃ স্বয়ম্।
সত্যলোকেঽতিদুষ্প্রাপে ভূর্লোকাদিতি সংশয়ঃ ॥ ৩ ॥
মৃতঃ স্বর্গমবাপ্নোতি সর্ব্বশাস্ত্রেষু নির্ণয়ঃ।
"মানুষেণ তু দেহেন ব্রহ্মলোকে গতিঃ কথম্ ॥"
স্বর্গাৎ পুনঃ কথং লোকে মানুষে জায়তে গতিঃ ॥ ৪ ॥
এতন্মে সংশয়ং বিদ্বংশ্ছেত্তুমর্হসি সাম্প্রতম্।
যথা রাজা গতস্তত্র প্রষ্টুকামঃ প্রজাপতিম্ ॥ ৫ ॥

ষট্‌পঞ্চাশন্মহাপদ্যৈ রেবতস্য কথানকম্।
সমাপ্য বংশবিস্তারঃ পুনারাজ্ঞাং সমুচ্যতে ॥

ব্রহ্মলোকং রেবতো গত ইতি রাজা শ্রুত্বা সংশয়িতঃ পৃচ্ছতি সংশয়োঽয়মিতি। ব্রহ্মলোকং গতস্তদ্বিষয়ে সংশয় ইত্যর্থঃ ॥ ১—৯ ॥

জনমেজয় বলিলেন, ব্রহ্মন্! নরপতি রেবত ক্ষত্রিয় হইয়া নিজকন্যা রেবতীকে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বয়ং কিরূপে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন, এই বিষয়ে আমার মনে মহান্ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে ॥ ১ ॥ পূর্ব্বে আমি এই বিষয় ব্রাহ্মণদিগের কথাপ্রসঙ্গে বিশেষরূপে শুনিয়াছি যে, যে ব্রাহ্মণ শান্ত এবং ব্রহ্মজ্ঞ তিনিই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইতে সমর্থ ॥ ২ ॥ সত্যলোক মর্ত্যজাতির পক্ষে অতীব দুর্গম, তবে রাজা রেবতীকে সঙ্গে লইয়া ভূর্লোক হইতে কি প্রকারে সেই সত্যলোকে স্বয়ং গমন করিলেন ইহাই আমার সংশয় ॥৩॥ মনুষ্য আপন দেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গলাভ করে ইহাই সর্ব্ব শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে, তবে মানবদেহেই ব্রহ্মলোকে কিরূপে গমন করিলেন? আবার স্বর্গ হইতেই বা মনুষ্যলোকে কি প্রকারে প্রত্যাগত হইলেন? ॥ ৪ ॥ ফলকথা রাজা রেবত প্রজাপতিকে জিজ্ঞাসা করিবার বাসনায় কি প্রকারে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন, আপনি আমার এই সংশয় ছেদন করুন ॥ ৫ ॥

ব্যাস উবাচ।

মেরোস্তু শিখরে রাজন্‌! সর্ব্বে লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
ইন্দ্রলোকো বহ্নিলোকো যা চ সংযমনী পুরী ॥ ৬ ॥
তথৈব সত্যলোকশ্চ কৈলাসশ্চ তথা পুনঃ।
বৈকুণ্ঠশ্চ পুনস্তত্র বৈষ্ণবং পদমুচ্যতে ॥ ৭ ॥
যথার্জ্জুনঃ শক্রলোকে গতঃ পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
পঞ্চ বর্ষাণি কৌন্তেয়ঃ স্থিতস্তত্র সুরালয়ে ॥ ৮ ॥
মানুষেণৈব দেহেন বাসবস্য চ সন্নিধৌ।
তথৈবান্যেঽপি ভূপালাঃ ককুৎস্থপ্রমুখাঃ কিল ॥ ৯ ॥
স্বর্লোকগতয়ঃ পশ্চাদ্দৈত্যাশ্চাপি মহাবলাঃ।
জিত্বেন্দ্রসদনং প্রাপ্য সংস্থিতাস্তত্র কামতঃ ॥ ১০ ॥
মহাভিষঃ পুরা রাজা ব্রহ্মলোকং গতঃ স্বরাট্‌।
আগচ্ছন্তীং নৃপো গঙ্গামপশ্যচ্চাতিসুন্দরীম্‌ ॥ ১১ ॥
বায়ুনাম্বরমস্যাস্তু দৈবাদপহৃতং নৃপ!।
কিঞ্চিন্নগ্না নৃপেণাথ দৃষ্টা সা সুন্দরী তথা ॥ ১২ ॥
স্মিতং চকার কামার্ত্তঃ সা চ কিঞ্চিজ্জহাস বৈ।
ব্রহ্মণা তৌ তদা দৃষ্টৌ শপ্তৌ যাতৌ বসুন্ধরাম্‌ ॥ ১৩ ॥

পশ্চাৎ পূর্ব্বং স্বর্লোকগতয় আসন্নিত্যর্থঃ ॥ ১০—১২ ॥
যাতৌ বসুন্ধরামিতি। ইয়ং কথা পূর্ব্বমুক্তা ॥ ১৩—১৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্‌! সুমেরুর শিখরে ইন্দ্রের অমরাবতী, যমের সংযমনী পুরী, সত্যলোক, বহ্নিলোক, কৈলাস বৈষ্ণবধাম ও বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি সমস্ত লোকই প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ৬—৭ ॥ দেখ, মহাধনুর্দ্ধর পৃথানন্দন অর্জ্জুন ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া তথায় পঞ্চ বৎসর কাল অতিবাহিত করেন ॥ ৮ ॥ পুরাকালে ককুৎস্থ প্রভৃতি অন্যান্য ভূপালগণও মনুষ্যদেহেই বাসব সন্নিধানে গমন করিয়াছিলেন। অপি চ মহাবল দৈত্যগণ ইন্দ্রলোক অমরাবতী জয় করিয়া তথায় গিয়া ইচ্ছানুসারে বাস করেন ॥ ৯—১০ ॥ পূর্ব্বে সার্ব্বভৌম নরপতি রাজা মহাভিষ ব্রহ্মলোকে গমন করিলে পরমাসুন্দরী গঙ্গাও সেই সময়ে ব্রহ্মলোকে আসিতেছিলেন, ইত্যবসরে সেই নরপতি তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন ॥ ১১ ॥ রাজন্‌! এমন সময় দৈববশতঃ বায়ু তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র অপসারিত করিল; রাজা সেই সুন্দরীকে ঈষৎ উলঙ্গাবস্থা দর্শন করিয়া কামার্ত্তচিত্তে অস্ফুটভাবে হাস্য করিলে

বৈকুণ্ঠেঽপি সুরাঃ সর্ব্বে পীড়িতা দৈত্যদানবৈঃ।
গত্বা হরিং জগন্নাথমস্তুবন্ কমলাপতিম্ ॥ ১৪ ॥
সন্দেহো নাত্র কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বথা নৃপসত্তম ! ।
গম্যাঃ সর্ব্বেঽপি লোকাঃ স্যুর্মানবানাং নরাধিপ ! ॥ ১৫ ॥
অবশ্যং কৃতপুণ্যানাং তাপসানাং নরাধিপ ! ।
পুণ্যসম্ভাব এবাত্র গমনে কারণং নৃপ ! ।
তথৈব যজমানানাং যজ্ঞেন ভাবিতাত্মনাম্ ॥ ১৬ ॥

জনমেজয় উবাচ।

রেবতো রেবতীং কন্যাং গৃহীত্বা চারুলোচনাম্।
ব্রহ্মলোকং গতঃ পশ্চাৎ কিং কৃতং তেন ভূভুজা ॥ ১৭ ॥
ব্রহ্মণা কিং সমাদিষ্টং কস্মৈ দত্তা সুতা পুনঃ।
তৎসর্ব্বং বিস্তরাদ্ব্রহ্মন্ ! কথয় ত্বং মমাধুনা ॥ ১৮ ॥

(গমনে স্বর্গাদিলোকগমনে কারণমাহ। পুণ্যসম্ভাব ইতি। পুণ্যসম্ভাবঃ পুণ্যোপার্জ্জনং পুণ্যস্থিতির্বৈত্যর্থঃ। যজ্ঞেন ভাবিত উৎকর্ষমাপাদিতঃ বিশুদ্ধ্যা প্রভাবিত ইতি যাবৎ আত্মা যৈস্তেষাম্ ॥ ১৬—১৮ ॥

গঙ্গাও হাস্য করিলেন; তৎকালে ব্রহ্মা তাঁহাদের উভয়ের ঈদৃশ অবস্থা অবলোকন করিয়া তৎক্ষণাৎ অভিশাপ প্রদান করিলে, তদনুসারে তাহারা ভূর্লোকে আসিয়া জন্মগ্রহণ করেন ॥ ১২—১৩ ॥ সমস্ত সুরবৃন্দ পূর্ব্বে দানবহস্তে প্রপীড়িত হইয়া বৈকুণ্ঠে যাইয়াও জগন্নাথ কমলাপতি হরির স্তব করিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥ নরনাথ ! মানবগণ সমস্ত লোকেই যাইতে পারে; ফলতঃ যে সমস্ত মানব যজ্ঞ বা ঘোরতর তপস্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক ভূরি ভূরি পুণ্য সঞ্চয় করিয়া থাকে, তাদৃশ মহাত্মা যজমান এবং তাপসদিগের ত নিশ্চয়ই স্বর্গে গতি হইয়া থাকে। রাজন্! পুণ্যের প্রচুরতাই স্বর্গ গমনের একমাত্র কারণ, অতএব এ বিষয়ের কোন সন্দেহ করাই আপনার উচিত নহে ॥ ১৬—১৭ ॥

জনমেজয় বলিলেন, মুনিবর ! রেবত রাজা চারুলোচনা কন্যা রেবতীকে সমভিব্যাহারে লইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন, কিন্তু তিনি সেখানে গিয়া পরিশেষে কি করিলেন ? ॥১৭॥ ব্রহ্মা তাঁহাকে কি আদেশ করেন ? আর তিনি তাঁহার আদেশ অনুসারে কাহাকেই বা কন্যা সম্প্রদান করেন ? ব্রহ্মন্ ! আপনি এই সমস্ত বৃত্তান্ত আমার নিকট এখন বিস্তার করিয়া বলুন ॥ ১৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

নিশাময় মহীপাল! রাজা রেবতকঃ কিল।
পুত্র্যা বরং পরিপ্রষ্টুং ব্রহ্মলোকং গতো যদা ॥ ১৯ ॥
আবর্ত্তমানে গান্ধর্ব্বে স্থিতো লব্ধক্ষণঃ ক্ষণম্।
শৃণ্বন্নতৃপ্যদ্ধৃষ্টাত্মা সভায়াস্তু সকন্যকঃ ॥ ২০ ॥
সমাপ্তে তত্র গান্ধর্ব্বে প্রণম্য পরমেশ্বরম্।
দর্শয়িত্বা সুতাং তস্মৈ স্বাভিপ্রায়ং ন্যবেদয়ৎ ॥ ২১ ॥

রাজোবাচ।

বরং কথয় দেবেশ! কন্যেয়ং মম পুত্রিকা।
দেয়া কস্মৈ ময়া ব্রহ্মন্! প্রষ্টুং ত্বাং সমুপাগতঃ ॥ ২২ ॥
বহবো রাজপুত্রা মে বীক্ষিতাঃ কুলসম্ভবাঃ।
কস্মিংশ্চিন্মে মনঃ কামং নোপতিষ্ঠতি চঞ্চলম্ ॥ ২৩ ॥
তস্মাত্ত্বাং দেবদেবেশ! প্রষ্টুমত্রাগতোঽস্ম্যহম্।
তদাজ্ঞাপয় সর্ব্বজ্ঞ! যোগ্যং রাজসুতং বরম্ ॥ ২৪ ॥

পুত্র্যা ইতি। পুত্র্যাস্তনয়ায়া রেবত্যা বরং কুলগুণাদিভিঃ সদৃশং বোঢ়ারং পরিপ্রষ্টুং কো ভবিতুমর্হতীতি ॥ ১৯ ॥)

গান্ধর্ব্বে গানে প্রচলিতে সতি লব্ধক্ষণো লব্ধাবকাশঃ ক্ষণং ক্ষণপরিমিতলব্ধাবকাশ-ইত্যর্থঃ ॥ ২০—২২ ॥

সম্ভবা উৎপন্না ॥ ২৩—২৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহীপাল! সেই বিবরণ শ্রবণ কর; রেবত রাজা কন্যার বরের বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত যে সময়ে ব্রহ্মলোকে গমন করেন ॥ ১৯ ॥ তৎকালে ব্রহ্মলোকে গীতবাদ্যের অনুষ্ঠান হইতেছিল সুতরাং রাজা কন্যার সহিত সভার অবসর অপেক্ষায় ক্ষণকাল প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন, কিন্তু গীত শ্রবণে এমন সন্তোষলাভ করিলেন যে, কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না ॥ ২০ ॥ সেই গীতবাদ্য সমাপ্ত হইলে রাজা পরমেষ্ঠীকে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে কন্যা দেখাইয়া স্বাভিপ্রায় নিবেদন করিলেন ॥ ২১ ॥

রাজা বলিলেন, দেব! এই বরারোহা আমার কন্যা ইহার বর কে? আপনি তাহা বলিয়া দিন; ব্রহ্মন্! এই দুহিতা কাহাকে সম্প্রদান করিব, এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেই আমি আপনকার সন্নিধানে আগমন করিয়াছি ॥ ২২ ॥ সৎকুলজাত অনেক রাজপুত্র অনুসন্ধানপূর্ব্বক অবলোকন করিয়াছি কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিতেই আমার মন সুস্থির হয় নাই ॥২৩॥ হে দেবদেবেশ! সেই কারণেই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে এখানে

কুলীনং বলবন্তঞ্চ সর্ব্বলক্ষণসংযুতম্ ।
দাতারং ধর্ম্মশীলঞ্চ রাজপুত্রং সমাদিশ ॥ ২৫ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তদাকর্ণ্য জগৎকর্ত্তা বচনং নৃপতেস্তদা ।
তমুবাচ হসন্ বাক্যং দৃষ্ট্বা কালস্য পর্য্যয়ম্ ॥ ২৬ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

রাজপুত্রাস্ত্বয়া রাজন্ ! বরা যে হৃদয়ে কৃতাঃ ।
গ্রস্তাঃ কালেন তে সর্ব্বে সপিতৃপৌত্রবান্ধবাঃ ॥ ২৭ ॥
সপ্তবিংশতিমোঽদ্যৈব দ্বাপরস্তু প্রবর্ত্ততে ।
বংশজাস্তে মৃতাঃ সর্ব্বে পুরী দৈত্যৈর্বিলুণ্ঠিতা ॥ ২৮ ॥
সোমবংশোদ্ভবস্তত্র রাজা রাজ্যং প্রশাস্তি হি ॥ ২৯ ॥
উগ্রসেন ইতিখ্যাতো মথুরাধিপতিঃ কিল ।
যযাতিবংশসম্ভূতো রাজা মাথুরমণ্ডলে ॥ ৩০ ॥

(তদেতি। বহবো রাজপুত্রা ময়া দৃষ্টাঃ কিন্তু তেষাং ন কেঽপি মনোঽভিমতাঃ। অতঃ কমপি বিশুদ্ধসত্ত্বং বরার্হং রাজপুত্রং বরং কথয়েতি শ্রুত্বা তেষাং রাজপুত্রাণাং কাল-বিগমাৎ কেঽপি ন সন্তীত্যতো ব্রহ্মণো হাসঃ ॥ ২৬ ॥

রাজেতি। ন তু কেবলং ত এব কালগ্রস্তা অপি তু তেষাং পৌত্রাদয়োঽপি গতা অতস্তৈঃ পূর্ব্বকালীনরাজপুত্রৈঃ সহ তব কন্যায়া বিবাহসম্বন্ধকথাপি উপহাসাস্পদত্বং গতা ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ২৬—৩৩ ॥

আসিয়াছি অতএব আপনি ইহার উপযুক্ত একটী বর নির্দ্দেশ করিয়া দিন ॥ ২৪ ॥ সেই বর যেন কুলীন, বলবান্, ধর্ম্মশীল, দাতা এবং সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন রাজপুত্র হয়েন, আপনার নিকট ইহাই আমার প্রার্থনা ॥ ২৫ ॥

ব্যাসদেব বলিলেন, মহারাজ ! তখন জগৎকর্ত্তা পদ্মযোনি নরপতির ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কালের অতিক্রম দর্শনে হাস্য করিতে করিতে তাঁহাকে বলিলেন ॥ ২৬ ॥

রাজন্ ! তুমি যে সকল রাজপুত্রগণকে বর বলিয়া মনে করিয়াছিলে, তাঁহারা সকলেই কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে ; এমন কি, তাহাদের পুত্র পৌত্র ও বান্ধব পর্য্যন্তও আর জীবিত নাই ॥ ২৭ ॥ এখন সপ্তবিংশতি মন্বন্তরীয় দ্বাপরযুগ বর্ত্তমান, অতএব তোমার বংশজাত রাজপুত্রগণের মধ্যেও আর কেহ বর্ত্তমান নাই। তোমার নগরী দৈত্যগণ বিলুণ্ঠন করিয়াছিল ॥ ২৮ ॥ সম্প্রতি চন্দ্রবংশীয় পুণ্যাত্মা যযাতিকুলতিলক মাথুরজনপদেশ্বর মহারাজ উগ্রসেন সে স্থলে রাজ্যশাসন করিতেছেন ॥ ২৯—৩০ ॥

উগ্রসেনাত্মজঃ কংসঃ সুরদ্বেষী মহাবলঃ।
দৈত্যাংশঃ পিতরং সোঽপি কারাগারং ন্যবেশয়ৎ ॥ ৩১ ॥
স্বয়ং রাজ্যং চকারাসৌ নৃপাণাং মদগর্ব্বিতঃ ॥ ৩২ ॥
মেদিনী চাতিভারার্ত্তা ব্রহ্মাণং শরণং গতা।
দুষ্টরাজন্যসৈন্যানাং ভারেণাতিসমাকুলা ॥ ৩৩ ॥
অংশাবতরণং তত্র গদিতং সুরসত্তমৈঃ।
বাসুদেবঃ সমুৎপন্নঃ কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ ॥ ৩৪ ॥
দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং যোঽসৌ নারায়ণো মুনিঃ।
তপশ্চচার দুঃসাধ্যং ধর্ম্মপুত্রঃ সনাতনঃ ॥ ৩৫ ॥
গঙ্গাতীরে নরসখঃ পুণ্যে বদরিকাশ্রমে।
সোঽবতীর্ণো যদুকুলে বাসুদেবোঽতিবিশ্রুতঃ ॥ ৩৬ ॥
তেনাসৌ নিহতঃ পাপঃ কংসঃ কৃষ্ণেন সত্তম!।
উগ্রসেনায় রাজ্যং বৈ দত্তং হত্বা খলং সুতম্ ॥ ৩৭ ॥
কংসস্য শ্বশুরঃ পাপো জরাসন্ধো মহাবলঃ।
আগত্য মথুরাং ক্রোধাচ্চকার সঙ্গরং মুদা ॥ ৩৮ ॥

অংশেতি। অংশাবতরণং পূর্ণস্যাপি সর্ব্বথা নহি গুণাত্মিকাং মায়ামাদায়াংশত্বপ্রয়োগে দোষাপত্তিঃ ॥ ৩৪—৩৭ ॥
সঙ্গরং যুদ্ধম্ ॥ ৩৮ ॥

তাঁহার তনয় মহাবল কংস দানবের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া সর্ব্বদাই সুরগণের অনিষ্ট সাধন করিতে লাগিল, এবং সে আপন পিতাকে কারাগারে অবরোধ করিয়া রাখিল ॥৩১॥ সে মদগর্ব্বিত হইয়া সমস্ত নৃপতিগণের রাজ্য স্বয়ং শাসন করিয়া প্রজাগণের মহৎ অনিষ্ট-সাধন করিতে লাগিল ॥ ৩২॥ মহারাজ! এই সময়ে সেই দুষ্ট দৈত্য রাজাদিগের সৈন্যভারে মেদিনী এতদূর ব্যাকুল হইলেন যে, কিছুতেই আর ভার সহ্য করিতে পারিলেন না; সুতরাং ব্রহ্মার নিকটে গিয়া তাঁহার শরণাগত হইলেন ॥ ৩৩ ॥ তদনন্তর ব্রহ্মাদি সুরগণ বলিলেন যে, হে বসুন্ধরে! তোমার ভার লাঘব করিবার নিমিত্ত কমললোচন নারায়ণ স্বয়ং অংশে অবতীর্ণ হইয়া কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যিনি স্বয়ং সনাতন নারায়ণ তিনি ধর্ম্মপুত্ররূপে নিজ ভ্রাতা নরের সহিত গঙ্গাতীরে পরমপবিত্র বদরিকাশ্রমে উগ্রতর কঠোর তপশ্চর্য্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সংপ্রতি সেই দেবই যদুকুলে দেবরূপিণী দেবকীর গর্ভে বসুদেবের ঔরসে অবতীর্ণ হইয়া বাসুদেব নামে বিশ্রুত হইতেছেন ॥ ৩৪—৩৬ ॥ নৃপসত্তম! সেই পাপাচার দুষ্টমতি খলপ্রকৃতি কংসকে তিনিই নিহত করিয়া সেই সাম্রাজ্যে উগ্রসেনকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ॥ ৩৭ ॥ মহাবিক্রমশালী পাপিষ্ঠ মগধপতি জরাসন্ধ

কৃষ্ণেনাসৌ জিতঃ সংখ্যে জরাসন্ধো মহাবলঃ।
প্রেষয়ামাস যুদ্ধায় সবলং যবনং ততঃ ॥ ৩৯ ॥
শ্রুত্বায়াতং মহাশূরং সসৈন্যং যবনাধিপম্।
"কৃষ্ণস্তু মথুরাং ত্যক্ত্বা পুরীং দ্বারবতীমগাৎ ॥
প্রভগ্নাং তাং পুরীং কৃষ্ণঃ শিল্পিভিঃ সহ সঙ্গতৈঃ।
কারয়ামাস দুর্গাঢ্যাং হট্টশালাবিমণ্ডিতাম্ ॥
জীর্ণোদ্ধারং পুনঃ কৃত্বা বাসুদেবঃ প্রতাপবান্।
উগ্রসেনঞ্চ রাজানং চকার বশবর্ত্তিনম্ ॥"
যাদবান্ স্থাপয়ামাস দ্বারবত্যাং যদূত্তমঃ।
বাসুদেবস্তু তত্রাদ্য বর্ত্ততে বান্ধবৈঃ সহ ॥ ৪০ ॥
তস্যাগ্রজঃ স বিখ্যাতো বলদেবো হলায়ুধঃ।
শেষাংশো মুসলী বীরো বরোঽস্তু তব সম্মতঃ ॥ ৪১ ॥
সঙ্কর্ষণায় দেহ্যাশু কন্যাং কমললোচনাম্।
রেবতীং বলভদ্রায় বিবাহবিধিনা ততঃ ॥ ৪২ ॥

সংখ্যে যুদ্ধে। যবনং কালযবনম্ ॥ ৩৯—৪২ ॥)

কংসের শ্বশুর; সে জামাতার নিধনবার্ত্তা শুনিয়া ক্রোধবশে মথুরায় আগমনপূর্ব্বক মহৎ সংগ্রাম আরম্ভ করিল ॥ ৩৮ ॥ বাসুদেব সেই মহাতেজোগর্ব্বিত জরাসন্ধকে সমরে পরাজয় করিলেও সে সসৈন্য কালযবনকে পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছিল ॥ ৩৯ ॥ (অনন্তর ভগবান্ বাসুদেব যবনরাজের আগমন বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া সপরিবার সমস্তযাদবগণকে দ্বারকাধামে পাঠাইয়া স্বয়ং বলদেবের সহিত যবনরাজের আগমন প্রতীক্ষায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পরে একাকী যবন শিবিরে উপস্থিত হইয়া কালযবনকে সমাকর্ষণপূর্ব্বক গিরিগহ্বরে লইয়া গিয়া সুপ্তোত্থিত মহারাজ মুচুকুন্দ দ্বারা সেই দুরাত্মা যবনকে নিপাতিত করিয়া) দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন। তৎকালে সেই দ্বারকাপুরীর ভগ্নাবস্থা হইয়াছিল, সুতরাং কৃষ্ণ শিল্পিগণকে আহ্বান করিয়া দিব্য হর্ম্ম্য, দুর্গ ও হট্টশালা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিলেন। সেই প্রতাপবান্ বাসুদেব জীর্ণ নগরের সংস্কার করিয়া উগ্রসেনকে রাজপদে অধিরোপিত করিয়া অন্যান্য বান্ধববর্গের সহিত অদ্যাপি তথায় বিরাজ করিতেছেন ॥ ৪০ ॥ তাঁহার অগ্রজ হলায়ুধ বলদেব নামে বিখ্যাত; সেই মুষলী অনন্তদেবের অংশাবতার এবং মহাবীর, তিনিই তোমার কন্যার উপযুক্ত বর ॥ ৪১ ॥ অতএব এই কমলনয়না কন্যা রেবতীকে

দত্ত্বা পুত্রীং নৃপশ্রেষ্ঠ ! গচ্ছ ত্বং বদরিকাশ্রমম্।
তপস্তপ্তুং সুরারামং পাবনং কামদং নৃণাম্ ॥ ৪৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি রাজা সমাদিষ্টো ব্রহ্মণা পদ্মযোনিনা।
জগাম তরসা রাজন্ ! দ্বারকাং কন্যয়ান্বিতঃ ॥ ৪৪ ॥
দদৌ তাং বলদেবায় কন্যাং বৈ শুভলক্ষণাম্ ॥ ৪৫ ॥
ততস্তপ্ত্বা তপস্তীব্রং নৃপতিঃ কালপর্য্যয়ে।
জগাম ত্রিদশাবাসং ত্যক্ত্বা দেহং সরিত্তটে ॥ ৪৬ ॥

রাজোবাচ।

ভগবন্ ! মহদাশ্চর্য্যং ভবতা সমুদাহৃতম্।
রেবতস্তু স্থিতস্তত্র ব্রহ্মলোকে স্তুতার্থতঃ ॥ ৪৭ ॥
যুগানাস্তু গতং তত্র শতমষ্টোত্তরং কিল।
কন্যা বৃদ্ধা ন সংজাতা রাজা চাতিতরাং নু কিম্।
এতাবন্তং তথা কালমায়ুঃপূর্ণং তয়োঃ কথম্ ॥ ৪৮ ॥

অস্যাঃ কথায়াস্তাৎপর্য্যন্তু ক্ষণভঙ্গুরঃ সংসারোঽস্তি ন তত্রাসক্তিঃ কর্ত্তব্যা কিন্তু পরমেশ্বর্য্যা আরাধনমেব কর্ত্তব্যমিতি ॥ ৪৩—৪৯ ॥

বিবাহের বিধি অনুসারে সঙ্কর্ষণ বলভদ্রের করে অবিলম্বে সম্প্রদান কর ॥ ৪২ ॥ তুমি কন্যা সম্প্রদান করিয়া তপস্যার অনুষ্ঠান জন্য বদরিকাশ্রমে গমন করিও, সেই পুণ্যাশ্রম সুরগণের বিহার স্থান, পবিত্র এবং মানবগণের কামনাপ্রদ ॥ ৪৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! কমলযোনি ব্রহ্মা এইরূপ আদেশ করিলে, রাজা আপন কন্যাকে সমভিব্যাহারে লইয়া দ্বারকায় আগমন করিলেন ॥ ৪৪ ॥ তথায় উপনীত হইয়া সেই সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্না কন্যাটি বিধি অনুসারে বলদেবকে প্রদান করিলেন ॥ ৪৫ ॥ অবশেষে ব্রহ্মার উপদেশমতে বদরিকাশ্রমে কঠোর তপস্যায় নিরত হইলেন, পরে মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে নদীতটে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া সুরলোকে গমন করিলেন ॥ ৪৬ ॥

জনমেজয় বলিলেন, ভগবন্ ! আপনি অতি আশ্চর্য্য কথা বলিলেন ; রেবতরাজ কন্যার সহিত ব্রহ্মলোকে থাকিয়া সঙ্গীত শ্রবণে আসক্ত থাকিলে, অষ্টোত্তর শতযুগ অতীত হইল, তথাপি রাজা এবং তাঁহার কন্যা অতীব বৃদ্ধ হইলেন না কেন ? আর তাঁহাদের এতদূর আয়ুর পরিমাণই বা কি প্রকারে হইয়াছিল তাহা আপনি আমাকে বলুন ॥ ৪৭—৪৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

ন জরা ক্ষুৎ পিপাসা বা ন মৃত্যুর্ন ভয়ং পুনঃ।
ন তু গ্লানিঃ প্রভবতি ব্রহ্মলোকে সদানঘ ! ॥ ৪৯ ॥
মেরুং গতস্য শর্যাতেঃ সন্ততী রাক্ষসৈর্হতা।
গতা কুশস্থলীং ত্যক্ত্বা ভয়ভীতা ইতস্ততঃ ॥ ৫০ ॥
মনোশ্চ ক্ষুবতঃ পুত্র উৎপন্নো বীর্য্যবত্তরঃ।
ইক্ষ্বাকুরিতি কুখ্যাতঃ সূর্য্যবংশকরস্তু সঃ ॥ ৫১ ॥
বংশার্থং তপ আতিষ্ঠদ্ দেবীং ধ্যাত্বা নিরন্তরম্।
নারদস্যোপদেশেন প্রাপ্য দীক্ষামনুত্তমাম্ ॥ ৫২ ॥
তস্য পুত্রশতং রাজন্নিক্ষ্বাকোরিতি বিশ্রুতম্।
বিকুক্ষিঃ প্রথমস্তেষাং বলবীর্য্যসমন্বিতঃ ॥ ৫৩ ॥
অযোধ্যায়াং স্থিতো রাজা ইক্ষ্বাকুরিতি বিশ্রুতঃ।
শকুনিপ্রমুখাঃ পুত্রাঃ পঞ্চাশদ্বলবত্তরাঃ ॥ ৫৪ ॥

মেরুং গতস্য স্বর্গং গতস্য শর্যাতের্মরণোত্তরমিত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥
ইত্থং শর্যাতিকথাং সমাপ্যেক্ষ্বাকোর্বংশমাহ মনোরিতি। ক্ষুবত ইতি ক্ষুতং কুর্ব্বতো বৈবস্বতমনোর্ঘ্রাণত উৎপন্ন ইত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥
দেবীং ধ্যাত্বেতি। নারদোপদেশতো দীক্ষাং প্রাপ্য তন্মন্ত্রজপপুরঃসরং দেবীং ধ্যাত্বা তপ আতিষ্ঠদিত্যন্বয়ঃ ॥ ৫২ ॥
ততো দেবীপ্রসাদেন সূর্য্যবংশশ্চলিত ইত্যাহ তস্য পুত্রশতমিতি। অনেন চ সর্ব্বেঽপি সূর্য্যবংশীয়া রাজানো দেবীপদাম্বুজরতা ইতি বোধিতম্। মূলপুরুষস্য দেবীভক্তত্বাৎ ॥ ৫৩ ॥
পুত্রশতবিভাগমাহ অযোধ্যায়ামিতি ॥ ৫৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! ব্রহ্মলোক পাপস্পর্শশূন্য ; তথায় জরা, ক্ষুধা, পিপাসা বা মৃত্যুভয়াদি কিছুই নাই সেখানে অন্য কোন গ্লানিও হইতে পারে না, অতএব তন্নিবাসী ব্যক্তিগণ সর্ব্বথা জরামরণশূন্য দীর্ঘজীবী হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি ? ॥ ৪৯ ॥ শর্য্যাতি রাজা স্বর্গলোকে গমন করিলে তাঁহার সন্ততিগণকে রাক্ষসেরা নিহত করে, যাহারা অবশিষ্ট ছিল, তাহারা ভয়ে ভীত হইয়া কুশস্থলী পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইতস্তত পলায়ন করিয়াছে ॥ ৫০ ॥ বৈবস্বত মনু হাঁচিয়া ছিলেন তাহাতে তাঁহার ঘ্রাণদ্বার দিয়া এক বীর্য্যবান্ পুত্র উৎপন্ন হয় তাঁহার নাম ইক্ষ্বাকু, তিনিই সূর্য্যবংশ বিস্তার করিয়া জগতে বিখ্যাত হয়েন ॥ ৫১ ॥ মহর্ষি নারদের উপদেশ অনুসারে অনুত্তমা দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া বংশবর্দ্ধন কামনায় নিরন্তর দেবীর ধ্যান করত তপস্যার অনুষ্ঠান করেন ॥ ৫২ ॥ রাজন্ ! ইক্ষ্বাকুর শতপুত্র জন্মে, তাহাদের মধ্যে বিকুক্ষিই প্রথম, তিনি বীর্য্যবান্ ও বলসম্পন্ন হয়েন ॥ ৫৩ ॥ ইক্ষ্বাকু রাজা হইয়া অযোধ্যায় বাস করেন ; তিনি শকুনি প্রভৃতি অতি বলবান্ পঞ্চাশৎ

উত্তরাপথদেশস্থ রক্ষিতারঃ কৃতাঃ কিল।
দক্ষিণস্যাং তথা রাজন্নাদিষ্টাস্তেন তে সুতাঃ ॥ ৫৫ ॥
চত্বারিংশত্তথাষ্টৌ চ রক্ষণার্থং মহাত্মনা।
অন্যৌ দ্বৌ সংস্থিতৌ পার্শ্বে সেবার্থং তস্য ভূপতেঃ ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে রেবতাখ্যানসূর্য্যবংশবিস্তারকথনং নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

উত্তরাপথদেশস্যেতি পূর্ব্বদেশস্যাপ্যুপলক্ষণম্। দক্ষিণস্যামিতি পশ্চিমায়া উপলক্ষণম্। তদুক্তং ভাগবতে নবমস্কন্ধে। ক্ষুবতস্তু মনোর্জজ্ঞে ইক্ষ্বাকুর্ঘ্রাণতঃ সুতঃ। তস্য পুত্রশতজ্যেষ্ঠা বিকুক্ষিনিমিদণ্ডকাঃ। তেষাং পুরস্তাদভবন্নার্য্যাবর্ত্তে নৃপা নৃপ!। পঞ্চবিংশতি পশ্চাচ্চ ত্রয়োর্মধ্যে পরেঽন্যত ইতি ॥ ৫৫—৫৬ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে অষ্টমোধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

পুত্রকে উত্তরাপথ প্রদেশের রক্ষাকার্য্যে নিয়োগ করেন। রাজন্! সেই মহাত্মা আরও অষ্টচত্বারিংশৎ পুত্রকে দক্ষিণদেশ রক্ষা করিতে পাঠাইয়াছিলেন। ভূপতে! আর অবশিষ্ট দুই পুত্রকে সেবার নিমিত্ত তিনি আপনার নিকটেই রাখিয়াছিলেন ॥ ৫৪—৫৬ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে রেবতাখ্যান ও সূর্য্যবংশবিস্তারকথন নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

কদাচিদষ্টকাশ্রাদ্ধে বিকুক্ষিং পৃথিবীপতিঃ।
আজ্ঞাপয়দসংমূঢ়ো মাংসমানয় সত্বরম্ ॥ ১ ॥
মেধ্যং শ্রাদ্ধার্হমধুনা বনে গত্বা সুতাদরাৎ।
ইত্যুক্তোঽসৌ তথেত্যাশু জগাম বনমস্ত্রভৃৎ ॥ ২ ॥
গত্বা জঘান বাণৈঃ স বরাহান্ শূকরান্ মৃগান্।
শশাংশ্চাপি পরিশ্রান্তো বভূবাথ বুভুক্ষিতঃ ॥ ৩ ॥
বিস্মৃতা চাষ্টকা তস্য শশঞ্চাদদসৌ বনে।
শেষং নিবেদয়ামাস পিত্রে মাংসমনুত্তমম্ ॥ ৪ ॥
প্রোক্ষণায় সমানীতং মাংসং দৃষ্ট্বা গুরুস্তদা।
অনর্হমিতি তজ্জ্ঞাত্বা চুকোপ মুনিসত্তমঃ ॥ ৫ ॥

অর্দ্ধাধিকত্রিষষ্ট্যা তু পদ্যানামুক্তবস্তথা।
ককুৎস্থস্য প্রথমতস্ততো মান্ধাতুরুচ্যতে ॥

ইক্ষ্বাকোশ্চরিতমাহ কদাচিদিতি। অষ্টকাশ্রাদ্ধে পিত্রাদিমাতৃমধ্যঞ্চ তথা মাতামহাস্তিমমিত্যুক্তলক্ষণে। পৃথিবীপতিরিক্ষ্বাকুঃ ॥ ১—৩ ॥
আদৎ অভক্ষয়ৎ ॥ ৪ ॥
গুরুর্বশিষ্ঠঃ ॥ ৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! কোনও সময়ে অষ্টকাশ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে পৃথিবীপতি ইক্ষ্বাকু আপন পুত্র বিকুক্ষিকে আদেশ করিলেন বৎস! তুমি অতি সত্বর বনে যাইয়া শ্রাদ্ধের নিমিত্ত যত্নসহকারে পবিত্র মাংস সংগ্রহ করিয়া আনয়ন কর; সাবধান! দেখিও যেন ইহাতে কোনরূপ ত্রুটি না হয়। বিকুক্ষি পিতার এইরূপ আদেশ পাইয়া অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ বনে গমন করিলেন ॥ ১—২ ॥ তিনি বনে গিয়া নিশিত শরসমূহ দ্বারা অসংখ্য শূকর, বরাহ, মৃগ ও শশক সকল সংহার করিলেন। পরন্তু তিনি বনে ভ্রমণ করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া ক্ষুধায় এতদূর কাতর হইয়া পড়িলেন যে, পিতার অষ্টকার কথা বিস্মৃত হইয়া বন মধ্যেই একটি শশক ভক্ষণ করিলেন; অবশিষ্ট অত্যুত্তম মাংস সকল আনিয়া পিতাকে সমর্পণ করিলেন ॥ ৩—৪ ॥ যখন সেই মাংস প্রোক্ষণের নিমিত্ত আনীত হইল, তখন কুলগুরু মুনিসত্তম বশিষ্ঠ তাহা অবলোকন করিবামাত্র ভুক্তাবশিষ্ট জানিতে

ভুক্তশেষস্তু ন শ্রাদ্ধে প্রোক্ষণীয়মিতি স্থিতিঃ।
রাজ্ঞে নিবেদয়ামাস বসিষ্ঠঃ পাকদূষণম্ ॥ ৬ ॥
পুত্রস্য কর্ম্ম তজ্জ্ঞাত্বা ভূপতির্গুরুণোদিতম্।
চুকোপ বিধিলোপাত্তং দেশান্নিঃসারয়ত্ততঃ ॥ ৭ ॥
শশাদ ইতি বিখ্যাতো নাম্না জাতো নৃপাত্মজঃ।
গতো বনে শশাদস্তু পিতৃকোপাদসম্ভ্রমঃ ॥ ৮ ॥
বন্যেন বর্ত্তয়ন্ কালং নীতবান্ ধর্ম্মতৎপরঃ।
পিতর্য্যুপরতে রাজ্যং প্রাপ্তং তেন মহাত্মনা ॥ ৯ ॥
শশাদস্ত্বকরোদ্রাজ্যমযোধ্যায়াঃ পতিঃ স্বয়ম্।
যজ্ঞাননেকশঃ পূর্ণান্ চকার সরযূতটে ॥ ১০ ॥
শশাদস্যাভবৎ পুত্রঃ ককুৎস্থ ইতি বিশ্রুতঃ।
তস্যৈব নাম ভেদাদ্ বৈ ইন্দ্রবাহঃ পুরঞ্জয়ঃ ॥ ১১ ॥

জনমেজয় উবাচ।

নামভেদঃ কথং জাতো রাজপুত্রস্য চানঘ!।
কারণং ব্রূহি মে সর্ব্বং কর্ম্মণা যেন চাভবৎ ॥ ১২ ॥

ভুক্তশেষমিতি। শ্রাদ্ধোদ্দেশেন যদন্নং নিষ্কাশিতং তন্মধ্যাৎ কিঞ্চিদন্নং ভক্ষিতং চেদ্ যদবশিষ্টমন্নং তদ্ভুক্তশেষং জাতমিত্যর্থঃ ॥ ৬—৭ ॥
শশভক্ষণাৎ শশাদো জাতঃ ॥ ৮—১৫ ॥

পারিয়া সাতিশয় কুপিত হইলেন ॥ ৫ ॥ ভুক্তাবশিষ্ট দ্রব্য শ্রাদ্ধে প্রোক্ষণযোগ্য হয় না ইহাই শাস্ত্রীয় বিধি। বশিষ্ঠ, রাজাকে এই পাকদূষণের বিষয় বিদিত করিলেন ॥ ৬ ॥ গুরুদেবের বাক্যানুসারে পুত্রের সেই কার্য্য অবগত হইয়া ভূপতি বিধিলোপবশত পুত্রের প্রতি সাতিশয় কুপিত হইয়া তাহাকে নিজ দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন ॥ ৭ ॥ সেই অবধি রাজপুত্র (শশক ভক্ষণ করায়) শশাদ নামে বিখ্যাত হইলেন, কিন্তু ঐ শশাদ পিতৃ-কোপে কিছুমাত্রই ক্ষুভিত না হইয়া বনে গমনপূর্ব্বক তথায় বাস করিতে লাগি-লেন ॥ ৮ ॥ তিনি ধর্ম্মনিরত হইয়া বন্য ফল মূল ভক্ষণ করিয়া পরমসুখে কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ কাল পরে পিতার পরলোক প্রাপ্তি হইলে সেই মহাত্মা পিতৃ-রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৯ ॥ শশাদ অযোধ্যার অধিপতি হইয়া রাজ্যশাসন করিবার সময় সরযুনদীর তীরে অনেক মহৎ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥ শশাদের একটি মাত্র তনয়; তিনি ত্রিলোক মধ্যে ককুৎস্থ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার ইন্দ্রবাহ ও পুরঞ্জয় এই দুইটি অপর নাম ছিল ॥ ১১ ॥

ব্যাস উবাচ ।

শশাদে স্বর্গতে রাজা ককুৎস্থ ইতি চাভবৎ ।
"রাজ্যং চকার ধর্ম্মজ্ঞো পিতৃপৈতামহং বলাৎ ॥"
এতস্মিন্নন্তরে দেবা দৈত্যৈঃ সর্ব্বে পরাজিতাঃ ॥ ১৩ ॥
জগ্মুস্ত্রিলোকাধিপতিং বিষ্ণুং শরণমব্যয়ম্ ।
তান্ প্রোবাচ মহাবিষ্ণুস্তদা দেবান্ সনাতনঃ ॥ ১৪ ॥

বিষ্ণুরুবাচ ।

পার্ষ্ণিগ্রাহং মহীপালং প্রার্থয়ন্তু শশাদজম্ ।
স হনিষ্যতি বৈ দৈত্যান্ সংগ্রামে সুরসত্তমাঃ ॥ ১৫ ॥
আগমিষ্যতি ধর্ম্মাত্মা সাহায্যার্থে ধনুর্দ্ধরঃ ।
পরাশক্তেঃ প্রসাদেন সামর্থ্যং তস্য চাতুলম্ ॥ ১৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

হরেঃ সুবচনাদ্দেবাঃ যযুঃ সর্ব্বে সবাসবাঃ ।
অযোধ্যায়াং মহারাজ ! শশাদতনয়ং প্রতি ॥ ১৭ ॥

তস্য কস্মাৎ কারণাদেতাদৃশং সামর্থ্যমিতি চেত্তত্রাহ পরাশক্তেঃ প্রসাদেনেতি। পরাশক্ত্যুপাসকস্য রাজ্ঞস্তস্যা এব প্রসাদাৎ সামর্থ্যলাভ ইতি ভাবঃ ॥ ১৬—২১ ॥

জনমেজয় বলিলেন, পবিত্রাত্মন্! রাজপুত্র ককুৎস্থের নামান্তর কি কারণে ও কি প্রকারে হইয়াছিল? কোন্ কার্য্য দ্বারা তাঁহার অপর দুইটি নাম হইল তাহার সমস্ত বিবরণ আমাকে বলুন ॥ ১২ ॥

ব্যাস বলিলেন, নৃপসত্তম! মহারাজ শশাদ স্বর্গগত হইলে ককুৎস্থ রাজা হইলেন; সেই ধর্ম্মাত্মা, পিতা ও পিতামহদিগের রাজ্য অতি দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে সুশাসন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সমস্ত দেবগণ দানবদিগের নিকট পরাজিত হইয়া ত্রিলোকাধিপতি অচ্যুত বিষ্ণুর শরণাগত হইলেন; তখন সচ্চিদানন্দময় সনাতন মহাবিষ্ণু সেই দেবগণকে বলিলেন ॥১৩—১৪॥ সুরগণ! তোমরা শশাদতনয় সর্ব্বজনরক্ষক মহীপাল ককুৎস্থের নিকট প্রার্থনা কর; সেই মহাত্মা তোমাদের পার্ষ্ণিগ্রাহ হইয়া সমস্ত দানবদিগকে সমরে নিহত করিবে সন্দেহ নাই ॥ ১৫ ॥ সেই ককুৎস্থ ধার্ম্মিক, বিশেষত পরাশক্তির উপাসক সুতরাং তাঁহার প্রসাদে সেই নৃপতির বলের সীমা নাই, অতএব প্রার্থনা করিলেই সে ধনুর্দ্ধারী হইয়া তোমাদের সাহায্য করিতে অবশ্যই আসিবে সন্দেহ নাই ॥ ১৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! বাসবাদি দেববৃন্দ হরির সেই সুধাময় বাক্য শ্রবণমাত্র অযোধ্যানগরে শশাদ তনয় ককুৎস্থের নিকট গমন করিলেন ॥ ১৭ ॥ সুরগণ উপস্থিত হইলে

তানাগতান্ সুরান্ রাজা পূজয়ামাস ধর্ম্মতঃ।
পপ্রচ্ছাগমনে রাজা প্রয়োজনমতন্দ্রিতঃ॥ ১৮॥

রাজোবাচ।

ধন্যোঽহং পাবিতশ্চাস্মি জীবিতং সফলং মম।
যদাগত্য গৃহে দেবা দত্তুশ্চ দর্শনং মহৎ॥ ১৯॥
ব্রুবন্তু কৃত্যং দেবেশা দুঃসাধ্যমপি মানবৈঃ।
করিষ্যামি মহৎ কার্য্যং সর্ব্বথা ভবতামহম্॥ ২০॥

দেবা ঊচুঃ।

সাহায্যং কুরু রাজেন্দ্র! সখা ভব শচীপতেঃ।
সংগ্রামে জয় দৈত্যেন্দ্রান্ দুর্জ্জয়াংস্ত্রিদশৈরপি॥ ২১॥
পরাশক্তিপ্রসাদেন দুর্লভং নাস্তি তে ক্বচিৎ।
বিষ্ণুনা প্রেরিতাশ্চৈবমাগতাস্তব সন্নিধৌ॥ ২২॥

রাজোবাচ।

পার্ষ্ণিগ্রাহো ভবাম্যদ্য দেবানাং সুরসত্তমাঃ।
ইন্দ্রো মে বাহনং তত্র ভবেদ্ যদি সুরাধিপঃ॥ ২৩॥

শ্রীভগবতীপ্রসাদেন তব ন কিঞ্চিদ্দুর্লভমিত্যাহ পরাশক্তীতি॥ ২২॥
পার্ষ্ণিগ্রাহঃ সংরক্ষিতা॥ ২৩॥

রাজা সাবধানে তাঁহাদের যথাবিধি পূজা করিয়া তাঁহাদিগের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন॥ ১৮॥

রাজা বলিলেন, দেবগণ! আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক যখন আমার গৃহে আসিয়া প্রত্যক্ষ দর্শন দিয়াছেন, তখন আমি পবিত্র ও ধন্য হইলাম, আজ আমার জীবন সফল হইল॥ ১৯॥ হে দেবেশবৃন্দ! আপনাদের কি কার্য্য সাধন করিতে হইবে তাহা বলুন; উহা মানবের দুঃসাধ্য হইলেও আমি আপনাদের সেই মহৎ কার্য্য অবশ্যই সম্পাদন করিব॥ ২০॥

দেবগণ বলিলেন, রাজপুত্র! তুমি আমাদের সাহায্য করিয়া ত্রিদশগণেরও অজেয় দৈত্যপতিদিগকে সমরে পরাজয় করিয়া শচীপতির সহিত সখ্যতা স্থাপন কর॥ ২১॥ মহারাজ! পরাশক্তির প্রসাদে তোমার কোথাও কিছু দুর্লভ নাই, অতএব বিষ্ণুর আদেশে আমরা তোমার নিকট আগমন করিয়াছি॥ ২২॥

রাজা বলিলেন, সুরসত্তমগণ! সুরাধিপতি ইন্দ্র যদি সেই যুদ্ধকালে আমার বাহন হন, তাহা হইলে আমি দেবতাদিগের পার্ষ্ণিরক্ষক হইতে পারি॥ ২৩॥ সুরগণের নিমিত্ত

সংগ্রামস্তু করিষ্যামি দৈত্যের্দেবকৃতেঽধুনা।
আরুহ্যেন্দ্রং গমিষ্যামি সত্যমেতদ্ ব্রবীম্যহম্ ॥ ২৪ ॥
তদোচুর্বাসবং দেবাঃ কর্ত্তব্যং কার্য্যমদ্ভুতম্।
পত্রং ভব নরেন্দ্রস্য ত্যক্ত্বা লজ্জাং শচীপতে ! ॥ ২৫ ॥
লজ্জমানস্তদা শক্রঃ প্রেরিতো হরিণা ভৃশম্।
বভূব বৃষভস্তূর্ণং রুদ্রস্যেবাপরো মহান্ ॥ ২৬ ॥
তমারুরোহ রাজাসৌ সংগ্রামগমনায় বৈ।
স্থিতঃ ককুদি যেনাস্য ককুৎস্থস্তেন চাভবৎ ॥ ২৭ ॥
ইন্দ্রো বাহঃ কৃতো যেন তেন নাম্নেন্দ্রবাহকঃ।
পুরং জিতস্তু দৈত্যানাং তেনাভূচ্চ পুরঞ্জয়ঃ ॥ ২৮ ॥
জিত্বা দৈত্যান্ মহাবাহুর্ধনং তেষাং প্রদত্তবান্।
পপ্রচ্ছ চৈবং রাজর্ষেরিতি সখ্যং বভূব হ ॥ ২৯ ॥

দেবকৃতে দেবার্থম্ ॥ ২৪ ॥
পত্রং বাহনম্ ॥ ২৫ ॥
রুদ্রস্য যথা বৃষভস্তথেত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥
যেনাস্যেতি। যেন কারণেনাস্যেন্দ্রস্য বৃষভরূপস্য ককুদি স্থিতস্তেন কারণেনেত্যর্থঃ ॥ ২৭—২৮ ॥
তেষাং দৈত্যানাং ধনং দেবেভ্যো দত্তবানিত্যর্থঃ। পপ্রচ্ছেতি। স্বনগরং গন্তুং দেবানিতি শেষঃ। অনেন প্রকারেণ রাজর্ষেরিন্দ্রস্য চ সখ্যং বভূবেত্যাহ রাজর্ষেরিতি ॥ ২৯—৩০ ॥

আমি অধুনা দানবদিগের সহিত সংগ্রাম করিব ; কিন্তু ইন্দ্রের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সংগ্রামস্থলে গমন করিব, ইহা আমি আপনাদিগকে সত্য করিয়া বলিলাম ॥ ২৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজেন্দ্র ! তখন দেবতাগণ বাসবকে বলিলেন, শচীপতে ! এই অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন করা আপনার একান্ত কর্ত্তব্য, অতএব আপনি লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া এই নরেন্দ্রের বাহন হউন ॥ ২৫ ॥ সুরপতি ঐ কার্য্য করিতে লজ্জিত হইলেন, কিন্তু হরি তাঁহাকে বারংবার উহাতে নিয়োগ করিতে লাগিলেন, সুতরাং দেবরাজ তখন রুদ্রের মহাবৃষভের ন্যায় বৃষভমূর্ত্তি ধারণ করিলেন ॥ ২৬ ॥ রাজা সংগ্রামে গমন করিবার নিমিত্ত সেই বৃষে আরোহণ করিলেন ; তিনি বৃষের ককুদ্দেশে থাকিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম ককুৎস্থ হইল ॥ ২৭ ॥ রাজা ইন্দ্রকে বাহন করেন সেই জন্য তাঁহার নাম ইন্দ্রবাহ এবং তিনি যুদ্ধে দানবদিগের পুর জয় করেন বলিয়া তাঁহার পুরঞ্জয় নাম হইল ॥ ২৮ ॥ সেই মহাবাহু রাজা দানববৃন্দকে সমরে পরাজিত করিয়া তাহাদের ধনসম্পত্তি দেবতাদিগকে প্রদান করিলেন। অবশেষে তিনি দেবগণের নিকট বিদায় গ্রহণ

ককুৎস্থশ্চাতিবিখ্যাতো নৃপতিস্তস্য বংশজাঃ।
কাকুৎস্থা ভুবি রাজানো বভূবুর্বহুবিশ্রুতাঃ ॥ ৩০ ॥
ককুৎস্থস্যাভবৎ পুত্রো ধর্ম্মপত্ন্যাং মহাবলঃ।
অনেনাবিশ্রুতস্তস্য পৃথুঃ পুত্রশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ৩১ ॥
বিষ্ণোরংশঃ স্মৃতঃ সাক্ষাৎ পরাশক্তিপদার্চ্চকঃ।
বিশ্বরন্ধিস্তু বিজ্ঞেয়ঃ পৃথোঃ পুত্রো নরাধিপঃ ॥ ৩২ ॥
চন্দ্রস্তস্য সুতঃ শ্রীমান্ রাজা বংশকরঃ স্মৃতঃ।
তৎসুতো যুবনাশ্বস্তু তেজস্বী বলবত্তরঃ ॥ ৩৩ ॥
শাবস্তো যুবনাশ্বস্য জজ্ঞে পরমধার্ম্মিকঃ।
শাবস্তী নির্ম্মিতা তেন পুরী শক্রপুরীসমা ॥ ৩৪ ॥
বৃহদশ্বস্তু পুত্রোঽভূচ্ছাবস্তস্য মহাত্মনঃ।
কুবলয়াশ্বঃ সুতস্তস্য বভূব পৃথিবীপতিঃ ॥ ৩৫ ॥
ধুন্ধুর্নামা হতো দৈত্যস্তেনাসৌ পৃথিবীতলে।
ধুন্ধুমারেতি বিখ্যাতং নাম প্রাপাতিবিশ্রুতম্ ॥ ৩৬ ॥

অনেনাবিশ্রুতঃ কাকুৎস্থনাম্না বিখ্যাত ইত্যর্থঃ। তস্য ককুৎস্থস্য পৃথুঃ পুত্রঃ ॥ ৩১ ॥
স চ পৃথুর্বিষ্ণোরংশঃ পরাশক্তেশ্চ পরমভক্ত ইত্যাহ বিষ্ণোরিতি ॥ ৩২—৩৩ ॥
শাবস্তীতি। তদুক্তং কূর্ম্মপুরাণে। শাবস্তী নির্ম্মিতা তেন গৌড়দেশে মহাপুরীতি ॥৩৪-৩৯॥

করিয়া নিজ নগরে প্রতিগমন করিলেন। মহারাজ! এইরূপে সেই রাজর্ষির সহিত ইন্দ্রের সখ্যভাব জন্মিয়াছিল ॥ ২৯ ॥ রাজন্! ককুৎস্থ পৃথিবীতলে অত্যন্ত বিখ্যাত হইয়াছিলেন, তাঁহার বংশজাত রাজারাও কাকুৎস্থ বলিয়া ভূতলে বিশেষ পরিচিত হইলেন ॥ ৩০ ॥

ধর্ম্মপত্নীর গর্ভে ককুৎস্থের এক মহাবল পুত্র জন্মে, তাঁহার নাম কাকুৎস্থ; তাঁহার পুত্র পৃথু, তিনি অতিশয় বীর্য্যবান্ ॥৩১॥ সেই পৃথু সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অংশ, বিশেষত তিনি সততই পরাশক্তির চরণকমল অর্চনা করিতেন। তাঁহার পুত্র বিশ্বরন্ধি, তিনি নরপতি হইয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥ তাঁহার তনয় শ্রীমান্ চন্দ্র; তিনি রাজা হইয়া রাজ্যশাসন ও নিজ বংশ বিশেষরূপে বিস্তার করিয়াছিলেন। যুবনাশ্ব নামে তাঁহার এক পুত্র হয়, তিনি অতিশয় বলবান্ ও মহাতেজস্বী ছিলেন ॥ ৩৩ ॥ যুবনাশ্বের শাবস্ত নামে পরমধার্ম্মিক এক পুত্র জন্মে, তিনি অমরাবতীর ন্যায় শাবস্তী নামে একটি উত্তম পুরী নির্ম্মাণ করেন ॥ ৩৪ ॥ মহাত্মা শাবস্তের পুত্র বৃহদশ্ব; তাঁহার পুত্র কুবলয়াশ্ব; তিনি স্বীয় বাহুবলে সমস্ত পৃথিবীর অধিপতি হইয়াছিলেন ॥ ৩৫ ॥ তিনি ধুন্ধু নামক দানবকে সংহার করেন, সেই জন্য ভূমণ্ডলে ধুন্ধুমার নামে অত্যন্ত বিখ্যাত হয়েন ॥ ৩৬ ॥ তাঁহার পুত্র

পুত্রস্তস্য দৃঢ়াশ্বস্তু পালয়ামাস মেদিনীম্।
দৃঢ়াশ্বস্য সুতঃ শ্রীমান্ হর্য্যশ্ব ইতি কীর্ত্তিতঃ॥ ৩৭ ॥
নিকুম্ভস্তংসুতঃ প্রোক্তো ৰভূব পৃথিবীপতিঃ।
ৰর্হণাশ্বো নিকুম্ভস্য কৃশাশ্বস্তস্য বৈ সুতঃ॥ ৩৮ ॥
প্রসেনজিৎ কৃশাশ্বস্য ৰলবান্ সত্যবিক্রমঃ।
তস্য পুত্রো মহাভাগো যৌবনাশ্বেতি বিশ্রুতঃ॥ ৩৯ ॥
যৌবনাশ্বসুতঃ শ্রীমান্ মান্ধাতেতি মহীপতিঃ।
অষ্টোত্তরসহস্রস্তু প্রাসাদা যেন নির্ম্মিতাঃ।
ভগবত্যাস্তু তুষ্ট্যর্থং মহাতীর্থেষু মানদ!॥ ৪০ ॥
মাতৃগর্ভে ন জাতোঽসাবুৎপন্নো জনকোদরে।
নিঃসারিতস্ততঃ পুত্রঃ কুক্ষিং ভিত্ত্বা পিতুঃ পুনঃ॥ ৪১ ॥

রাজোবাচ।

ন শ্রুতং ন চ দৃষ্টং বা ভবতা তদুদাহৃতম্।
অসম্ভাব্যং মহাভাগ! তস্য জন্ম যথোদিতম্॥ ৪২ ॥

মান্ধাতুঃ পরাক্রমং বর্ণয়তি অষ্টোত্তরসহস্রস্ত্বিতি। যেন মহাতীর্থেষু কাশ্যাদিষু শ্রীভগবতীতুষ্ট্যর্থমষ্টোত্তরসহস্রসংখ্যাকা ভগবত্যাঃ প্রাসাদা নির্ম্মিতাঃ। এতাদৃশোঽয়ং পরমভগবতীভক্ত ইত্যর্থঃ॥ ৪০ ॥

ভগবত্যাস্তু তুষ্ট্যর্থমিতি। তদুক্তমুমাসংহিতায়াম্। ত্রিলোকীস্থাপনাৎ পুণ্যং যদ্ভবেন্মুনিপুঙ্গব!। তৎকোটিগুণিতং পুণ্যং শ্রীদেবীস্থাপনাদ্ভবেৎ॥ মধ্যে দেবীং স্থাপয়িত্বা পঞ্চায়তনদেবতাঃ। চতুর্দিক্ষু স্থাপয়েদ্ যস্তস্য পুণ্যং ন গণ্যতে॥ বিষ্ণোর্নাম্নাং কোটিজপাদ্গ্রহণে সূর্য্যচন্দ্রয়োঃ। যৎ ফলং লভ্যতে তস্মাচ্ছতকোটিগুণোত্তরম্॥ শিবনাম্নো জপাদেব তস্মাৎ

দৃঢ়াশ্ব, তিনি ভূমণ্ডল পালন করেন; তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ হর্য্যশ্ব॥ ৩৭॥ তাঁহার পুত্র নিকুম্ভ, তিনি পৃথিবীর অধিপতি হয়েন। নিকুম্ভের পুত্র বর্হণাশ্ব, কৃশাশ্ব নামে তাঁহার এক পুত্র উৎপন্ন হন॥ ৩৮॥ তাঁহার পুত্র মহাবল প্রসেনজিৎ, তাঁহার বিক্রমের সীমা ছিল না; প্রসেনজিতের তনয় মহাভাগ যৌবনাশ্ব॥ ৩৯॥ মহাভাগ! যৌবনাশ্বের পুত্র শ্রীমান্ মান্ধাতা; তিনি মহীমণ্ডলের অধীশ্বর হইয়া ভগবতীর প্রীতি কামনায় কাশী প্রভৃতি মহাতীর্থ স্থানে তাঁহার অষ্টোত্তর সহস্র প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া দেন॥ ৪০॥ মান্ধাতা মাতৃগর্ভে না জন্মিয়া পিতার উদরে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তৎকালে অমাত্যগণ পিতার কুক্ষি ভেদ করিয়া পুত্র নিঃসারিত করিয়াছিলেন॥ ৪১॥

জনমেজয় কহিলেন, মহাভাগ! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা কখন দৃষ্টিগোচর বা শ্রবণগোচর করি নাই; এইরূপে জন্মগ্রহণ করা একান্তই অসম্ভব॥ ৪২॥ সেই সর্ব্বাঙ্গ

বিস্তরেণ বদস্বাদ্য মান্ধাতুর্জন্মকারণম্।
রাজোদরে যথোৎপন্নঃ পুত্রঃ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ॥ ৪৩॥

ব্যাস উবাচ।

যৌবনাশ্বোঽনপত্যোঽভূদ্রাজা পরমধার্ম্মিকঃ।
ভার্য্যাণাঞ্চ শতং তস্য বভূব নৃপতের্নৃপ!॥ ৪৪॥
রাজা চিন্তাপরঃ প্রায়শ্চিন্তয়ামাস নিত্যশঃ॥ ৪৫॥
অপত্যার্থে যৌবনাশ্বো দুঃখিতস্তু বনং গতঃ।
ঋষীণামাশ্রমে পুণ্যে নির্ব্বিণ্ণঃ স চ পার্থিবঃ॥ ৪৬॥
মুমোচ দুঃখিতঃ শ্বাসান্ তাপসানাঞ্চ পশ্যতঃ।
দৃষ্ট্বা তু দুঃখিতং বিপ্রা বভূবুশ্চ কৃপালবঃ॥ ৪৭॥
তমূচুর্ব্রাহ্মণা রাজন্! কস্মাচ্ছোচসি পার্থিব!।
কিং তে দুঃখং মহারাজ! ব্রূহি সত্যং মনোগতম্॥ ৪৮॥
প্রতীকারং করিষ্যামো দুঃখস্য তব সর্ব্বথা॥ ৪৯॥

যৌবনাশ্ব উবাচ।

রাজ্যং ধনং সদশ্বাশ্চ বর্ত্তন্তে মুনয়ো মম।
ভার্য্যাণাঞ্চ শতং শুদ্ধং বর্ত্ততে বিশদপ্রভম্॥ ৫০॥

কোটিগুণোত্তরম্। শ্রীদেবীনামজাপাত্তু ততঃ কোটিগুণোত্তরম্। দেব্যাঃ প্রাসাদকরণাৎ পুণ্যন্তু সমবাপ্যতে॥ স্থাপিতা যেন সা দেবী জগন্মাতা ত্রয়ীময়ী। ন তস্য দুর্লভং কিঞ্চিৎ শ্রীমাতুঃ করুণাবশাদিতি॥ ৪১—৫০॥

সুন্দর পুত্র রাজার উদরে কি রূপে উৎপন্ন হইয়াছিল, আপনি সেই মান্ধাতার জন্মের কারণ বিস্তারিত রূপে বর্ণন করিয়া আমার কৌতূহল চরিতার্থ করুন॥ ৪৩॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! নরপতি যৌবনাশ্বের একশত মহিষী ছিল, তথাপি সেই পরম ধার্ম্মিক রাজার সন্তান সন্ততি কিছুই হইল না॥ ৪৪॥ রাজা প্রায় নিয়তই পুত্রের নিমিত্ত চিন্তাসাগরে নিমগ্ন থাকিতেন॥ ৪৫॥ একদা সেই পৃথিবীপতি যৌবনাশ্ব দুঃখিত হইয়া অপত্য কামনায় বনে ঋষিদিগের পবিত্র আশ্রমে গমন করিলেন॥ ৪৫॥ তিনি তপোবনে উপনীত হইয়া তাপসগণের সমক্ষে ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন; তাঁহাকে দুঃখিত দেখিয়া বিপ্রবর্গ কৃপাপরতন্ত্র হইলেন॥ ৪৭॥ রাজন্! তখন ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে বলিলেন, হে পার্থিব! আপনি কি কারণে শোক প্রকাশ করিতেছেন? মহারাজ! আপনার মনোগত দুঃখ কি? তাহা সত্য করিয়া বলুন। আমরা অবশ্যই আপনকার দুঃখের প্রতীকার করিব॥ ৪৮—৪৯॥

নারাতিস্ত্রিষু লোকেষু কোঽপ্যস্তি বলবান্মম।
আজ্ঞাকরাস্তু সামন্তা বর্ত্তন্তে মন্ত্রিণস্তথা ॥ ৫১ ॥
একং সন্তানজং দুঃখং নান্যৎ পশ্যামি তাপসাঃ।
অপুত্রস্য গতির্নাস্তি স্বর্গে নৈব চ নৈব চ।
তস্মাচ্ছোচামি বিপ্রেন্দ্রাঃ সন্তানার্থং ভৃশং ততঃ ॥ ৫২ ॥
বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞাস্তাপসাশ্চ কৃতশ্রমাঃ।
ইষ্টিং সন্তানকামস্য যুক্তাং জ্ঞাত্বা দিশন্তু মে ॥ ৫৩ ॥
কুর্ব্বন্তু মম কার্য্যং বৈ কৃপা চেদস্তি তাপসাঃ ॥ ৫৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং রাজ্ঞঃ কৃপয়া পূর্ণমানসাঃ।
কারয়ামাসুরব্যগ্রাস্তস্যেষ্টিমিন্দ্রদেবতাম্ ॥ ৫৫ ॥
কলশঃ স্থাপিতস্তত্র জলপূর্ণস্তু বাড়বৈঃ।
মন্ত্রিতো বেদমন্ত্রৈশ্চ পুত্রার্থং তস্য ভূপতেঃ ॥ ৫৬ ॥

(অন্যঃ কোঽপি মনোরথো নাস্তি মে ইত্যাহ। নারাতিস্ত্রিষ্বিতি ॥ ৫১ ॥
শোককারণমাহ। অপুত্রস্যেতি ॥ ৫২—৬২ ॥)

যৌবনাশ্ব বলিলেন, মুনিসত্তমগণ! আমার রাজ্য, ধন এবং উত্তম উত্তম অশ্ব সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। আমার বিমলপ্রভা শুদ্ধস্বভাবা একশত ভার্য্যাও বর্ত্তমান, ত্রিলোক-মধ্যে আমার কেহ শত্রুও নাই; আমা অপেক্ষা বলবান্ কেহই নাই, সমস্ত রাজগণ ও অমাত্যবর্গ আমার আজ্ঞাকারী ॥৫০—৫১॥ কিন্তু হে তাপসগণ! একমাত্র অনপত্যতা দুঃখই আমার সমস্ত সুখ বিনষ্ট করিয়াছে; দেখুন, পুত্রহীন ব্যক্তির কখনই স্বর্গ লাভ হয় না। অতএব বিপ্রেন্দ্রগণ! কেবল সন্তানের নিমিত্তই আমি নিরন্তর শোক করিতেছি ॥ ৫২ ॥ আপনারা তাপস, বিশেষত বহু পরিশ্রম করিয়া বেদশাস্ত্রের সার মর্ম্ম অবগত হইয়াছেন, অতএব সন্তানার্থী ব্যক্তির কোন্ যাগ করা যুক্তিসঙ্গত আপনারা তাহা আমাকে আদেশ করুন ॥ ৫৩ ॥ তাপসগণ! যদি আমার প্রতি কৃপা হইয়া থাকে তাহা হইলে আপনারা এই সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করুন ॥ ৫৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! রাজার ঈদৃশ বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া তাঁহারা দয়ার পরি-পূর্ণ হইয়া স্থিরভাবে তাঁহাকে ইন্দ্রই যে যাগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তাদৃশ যাগ করাই-লেন ॥ ৫৫ ॥ ভূপতির পুত্র প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রথমত তাঁহারা ব্রাহ্মণ দ্বারা জলপূর্ণ কলস স্থাপন করিয়া বৈদিক মন্ত্র দ্বারা তাহা অভিমন্ত্রিত করিলেন ॥ ৫৬ ॥ রাজা

রাজা তদ্যজ্ঞসদনং প্রবিষ্টস্তৃষিতো নিশি।
বিপ্রান্ দৃষ্ট্বা শয়ানান্ স পপৌ মন্ত্রজলং স্বয়ম্ ॥ ৫৭ ॥
ভার্য্যার্থং সংস্কৃতং বিপ্রৈর্মন্ত্রিতং বিধিনোদ্ধৃতম্।
পীতং রাজ্ঞা তৃষার্ত্তেন তদজ্ঞানান্নৃপোত্তম! ॥ ৫৮ ॥
ব্যুদকং কলশং দৃষ্ট্বা তদা বিপ্রা বিশঙ্কিতাঃ।
পপ্রচ্ছুস্তে নৃপং কেন পীতং জলমিতি দ্বিজাঃ ॥ ৫৯ ॥
রাজ্ঞা পীতং বিদিত্বা তে জ্ঞাত্বা দৈববলং মহৎ।
ইষ্টিং সমাপয়ামাসুর্গতাস্তে মুনয়ো গৃহান্ ॥ ৬০ ॥
গর্ভং দধার নৃপতিস্ততো মন্ত্রবলাদথ ॥ ৬১ ॥
ততঃ কালে স উৎপন্নঃ কুক্ষিং ভিত্ত্বাস্য দক্ষিণম্।
পুত্রং নিষ্কাসয়ামাসুর্মন্ত্রিণস্তস্য ভূপতেঃ ॥ ৬২ ॥
দেবানাং কৃপয়া তত্র ন মমার মহীপতিঃ।
কং ধাস্যতি কুমারোঽয়ং মন্ত্রিণশ্চুক্রুশুর্ভৃশম্ ॥ ৬৩ ॥
তদেন্দ্রো দেশিনীং প্রাদাৎ মাংধাতেত্যবদদ্বচঃ।
সোঽভবদ্বলবান্ রাজা মান্ধাতা পৃথিবীপতিঃ ॥ ৬৪ ॥

কং ধাস্যতি কং পাস্যতীত্যর্থঃ। মাতুরভাবাৎ স্তনপানং কস্য শিশুঃ করিষ্যতীত্যর্থঃ ॥৬৩॥
মান্ধাতেতি। তদা তস্মিন্ কালে ইন্দ্রো দেশিনীং তর্জ্জনীং শিশবে প্রাদাদ্দত্তবান্ স্তনস্থানে। অথ চেন্দ্রোঽবদৎ কিমিতি মান্ধাতেতি মাং পাস্যতীত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥

রাত্রিকালে পিপাসিত হইয়া সেই যজ্ঞস্থলে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং সেই সময়ে বিপ্রগণকে প্রসুপ্ত দেখিয়া সেই মন্ত্রপূত জল স্বয়ং পান করিলেন ॥ ৫৭ ॥ দ্বিজগণ বিধি অনুসারে জল উদ্ধৃত এবং অভিমন্ত্রিত করিয়া রাজার ভার্য্যার নিমিত্ত সংস্কার করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজা তৃষার্ত্ত হইয়া অজ্ঞানবশত স্বয়ং সেই জল পান করিলেন ॥ ৫৮ ॥ পরদিবস প্রাতে বিপ্রগণ উদকবিহীন কলস দেখিয়া যার পর নাই শঙ্কিত হইলেন; তখন দ্বিজগণ রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই জল কে পান করিয়াছে? ॥ ৫৯ ॥ যখন তাঁহারা জানিলেন যে, রাজা এই জল পান করিয়াছেন, তখন মুনিগণ সুমহৎ দৈববলেই ইহা সম্পন্ন হইয়াছে, মনে করিয়া যজ্ঞ সমাপনপূর্ব্বক আপন আপন ভবনে প্রস্থান করিলেন ॥ ৬০ ॥

তাহার পর নৃপতি সেই যজ্ঞীয় মন্ত্রবলে গর্ভধারণ করিলেন ॥৬১॥ কিছু দিন অতিবাহিত হইলে সন্তান পরিপুষ্ট হইল। তখন সেই ভূপতির মন্ত্রিগণ তাঁহার দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করিয়া পুত্রকে নিষ্কাসিত করিলেন; কেবল দেবতাগণের কৃপায় তখন রাজার মৃত্যু হইল না,

তদুৎপত্তিস্তু ভূপাল ! কথিতা তব বিস্তরাৎ ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে সূর্য্যবংশবিস্তারকথনে মান্ধাতুরুৎপত্তির্নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

(রাজ্ঞঃ পুনঃশ্রবণাকাঙ্ক্ষাং নিবর্ত্তয়ন্নাহ বিস্তরাৎ কথিতেতি ॥ ৬৫ ॥)

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥

এই কুমার কাহার স্তনপান করিবে এই কথা বলিয়া যখন মন্ত্রিগণ সাতিশয় আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তখন ইন্দ্র "মাং ধাতা" অর্থাৎ আমাকে (আমার এই অমৃতময় তর্জ্জনী অঙ্গুলী) পান করিবে, এই কথা বলিয়া তাঁহার মুখে তর্জ্জনী অঙ্গুলী প্রদান করিলেন ॥ ৬৩—৬৪ ॥ সেই কারণ বশতই তাঁহার নাম "মান্ধাতা" হইল, ভূপাল ! এই আমি আপনার নিকট সেই মান্ধাতার উৎপত্তি বৃত্তান্ত সবিস্তার কীর্ত্তন করিলাম ॥ ৬৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশ সহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে ককুৎস্থকথা ও মান্ধাতার উৎপত্তিবর্ণন নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ৰভূব চক্রবর্ত্তী স নৃপতিঃ সত্যসঙ্গরঃ।
মান্ধাতা পৃথিবীং সর্ব্বামজয়ন্নৃপতীশ্বরঃ॥ ১॥
দস্যবোঽস্য ভয়ত্রস্তা যযুর্গিরিগুহাসু চ।
ইন্দ্রেণাস্য কৃতং নাম ত্রসদস্যুরিতি স্ফুটম্॥ ২॥
তস্য ৰিন্দুমতী ভার্য্যা শশৰিন্দোঃ সুতাভবৎ।
পতিব্রতা সুরূপা চ সর্ব্বলক্ষণসংযুতা॥ ৩॥
তস্যামুৎপাদয়ামাস মান্ধাতা দ্বৌ সুতৌ নৃপ!।
পুরুকুৎসং সুবিখ্যাতং মুচুকুন্দং তথাপরম্॥ ৪॥
পুরুকুৎসাত্ততোঽরণ্যঃ পুত্রঃ পরমধার্ম্মিকঃ।
পিতৃভক্তিরতশ্চাভূদ্ ৰৃহদশ্বস্তদাত্মজঃ॥ ৫॥
হর্য্যশ্বস্তস্য পুত্রোঽভূদ্ধার্ম্মিকঃ পরমার্থবিৎ।
তস্যাত্মজস্ত্রিধন্বাভূদরুণস্তস্য চাত্মজঃ॥ ৬॥

অষ্টাধিকৈশ্চ পঞ্চাশৎপদ্যৈরথ তু সাদরম্।
মান্ধাতুশ্চ কথাং প্রোচ্য সত্যব্রতকথোচ্যতে॥

মান্ধাতুরুৎপত্ত্যানন্তরং তস্য বৃত্তমাহ ৰভূবেতি॥ ১॥
ত্রস্তা দস্যবো যস্মাদিতি ত্রসদস্যুঃ। পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুত্বম্॥ ২—৪॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! সেই সত্যপ্রতিজ্ঞ নরপতি মান্ধাতা ক্রমে ক্রমে সমস্ত ভূমণ্ডল জয় করিয়া রাজাদিগের অধীশ্বর হইয়া সার্ব্বভৌম উপাধি লাভ করিয়াছিলেন॥ ১॥ মহারাজ! রাজরাজেশ্বর মান্ধাতার প্রভাবের কথা অধিক কি বলিব তৎকালে দস্যু সকল তাঁহার ভয়ে ত্রস্ত হইয়া গিরিগুহায় পলায়ন করিয়াছিল, এই কারণে ইন্দ্র ইঁহাকে "ত্রসদস্যু" নামে অভিহিত করেন॥ ২॥ সেই নরপাল শশবিন্দুর দুহিতা বিন্দুমতীর পাণি গ্রহণ করেন; সেই পতিব্রতা ললনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সমস্ত সুলক্ষণ বিদ্যমান থাকায় সৌন্দর্য্যের সীমা ছিল না॥ ৩॥ রাজন্! মান্ধাতা সেই ভার্য্যার গর্ভে সুবিখ্যাত পুরুকুৎস ও মুচুকুন্দ নামে দুইটি পুত্র উৎপাদন করেন॥ ৪॥ পুরুকুৎসের পুত্র অনরণ্য; এই রাজকুমারই বৃহদশ্ব নামে বিশ্রুত হয়েন; পরন্তু ইনি নিরতিশয় ধার্ম্মিক এবং পিতৃভক্তি-

অরুণস্য সুতঃ শ্রীমান্ সত্যব্রত ইতি শ্রুতঃ ।
সোঽভূদিচ্ছাচরঃ কামী মন্দাত্মা হ্যতিলোলুপঃ ॥ ৭ ॥
স পাপাত্মা বিপ্রভার্য্যাং হৃতবান্ কামমোহিতঃ ।
বিবাহে তস্য বিঘ্নং স চকার নৃপতেঃ সুতঃ ॥ ৮ ॥
মিলিতা ব্রাহ্মণাস্তত্র রাজানমরুণং নৃপ ! ।
ঊচুর্ভৃশং সুদুঃখার্ত্তা হা হতাঃ স্মেতি চাসকৃৎ ॥ ৯ ॥
পপ্রচ্ছ রাজা তান্ বিপ্রান্ দুঃখিতান্ পুরবাসিনঃ ।
কিং কৃতং মম পুত্রেণ ভবতামশুভং দ্বিজাঃ ॥ ১০ ॥
তন্নিশম্য দ্বিজা বাক্যং রাজ্ঞো বিনয়পূর্ব্বকম্ ।
তদোচুস্ত্বরুণং বিপ্রাঃ কৃতাশীর্ব্বচনা ভৃশম্ ॥ ১১ ॥

ব্রাহ্মণা ঊচুঃ ।

রাজংস্তব সুতেনাদ্য বিবাহে প্রহৃতা কিল ।
বিবাহিতা বিপ্রকন্যা বলেন বলিনাং বর ! ॥ ১২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

শ্রুত্বা তেষাং বচস্তথ্যং রাজা পরমধার্ম্মিকঃ ।
পুত্রমাহ বৃথা নাম কৃতং তে দুষ্টকর্ম্মণা ॥ ১৩ ॥

ততোঽরণ্য ইতি নাম্নৈকদেশেন নামগ্রহণাদনরণ্য ইত্যর্থঃ । বৃহদশ্ব ইত্যনরণ্যস্য বিশেষণম্ । তদাত্মজঃ পুরুকুৎসাত্মজ ইত্যর্থঃ । তদুক্তং পুরাণান্তরে । ত্রসদস্যোঃ পৌরকুৎসো যোঽনরণ্যস্য দেহকৃৎ । হর্য্যশ্বস্তৎসুতস্তস্মাদরুণোঽথো ত্রিবন্ধন ইতি ॥ ৫—১৯ ॥

পরায়ণ ছিলেন ॥ ৫ ॥ তৎপুত্র হর্য্যশ্ব, তিনি ধার্ম্মিক এবং পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার পুত্র ত্রিধন্বা তাঁহার পুত্র অরুণ ॥ ৬ ॥ অরুণের পুত্র শ্রীমান্ সত্যব্রত; তিনি অতিশয় লোভ-পরতন্ত্র কামুক, মন্দস্বভাব এবং স্বেচ্ছাচারী ছিলেন ॥ ৭ ॥ একদা সেই পাপাত্মা রাজকুমার কামমোহিত হইয়া কোন বিপ্রের ভার্য্যা হরণ করিয়া তাঁহার বিবাহে বিঘ্ন সংঘটন করে ॥৮॥ রাজন্! তখন ব্রাহ্মণগণ সকলে মিলিত হইয়া অতিশয় পরিতাপ করিতে করিতে রাজা অরুণের সন্নিধানে গিয়া পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন; হায়! আমরা হত হইলাম ॥৯॥ রাজা সেই দুঃখিত পুরবাসী দ্বিজগণকে বলিলেন; বিপ্রবৃন্দ! আমার পুত্র আপনাদিগের কি অনিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে? ॥ ১০ ॥ রাজার ঈদৃশ বিনীতবাক্য শ্রবণ করিয়া সেই বেদবিশারদ দ্বিজগণ বারংবার আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন ॥ ১১ ॥

রাজন্! আপনি বলবানের অগ্রগণ্য, সুতরাং আপনার পুত্রও সেইরূপ; অদ্য তিনি বিবাহ স্থলে একটী বিবাহিতা বিপ্রকন্যাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছেন ॥ ১২ ॥

গচ্ছ দূরং সুমন্দাত্মন্! দুরাচার! গৃহান্মম।
ন স্থাতব্যং ত্বয়া পাপ! বিষয়ে মম সর্ব্বথা॥ ১৪॥
কুপিতং পিতরং প্রাহ ক্ব গচ্ছামীতি বৈ মুহুঃ।
অরুণস্তমথোবাচ শ্বপাকৈঃ সহ বর্ত্তয়॥ ১৫॥
শ্বপচস্য কৃতং কর্ম্ম দ্বিজদারাপহারণম্।
তস্মাত্তৈঃ সহ সংসর্গং কৃত্বা তিষ্ঠ যথাসুখম্॥ ১৬॥
নাহং পুত্রেণ পুত্রার্থী ত্বয়া চ কুলপাংসন!।
যথেষ্টং ব্রজ দুষ্টাত্মন্! কীর্ত্তিনাশঃ কৃতস্ত্বয়া॥ ১৭॥
স নিশম্য পিতুর্ব্বাক্যং কুপিতস্য মহাত্মনঃ।
নিশ্চক্রাম পুরাত্তস্মাত্তরসা শ্বপচান্ যযৌ॥ ১৮॥
সত্যব্রতস্তদা তত্র শ্বপাকৈঃ সহ বর্ত্ততে।
ধনুর্ব্বাণধরঃ শ্রীমান্ কবচী করুণালয়ঃ॥ ১৯॥
যদা নিষ্কাসিতঃ পিত্রা কুপিতেন মহাত্মনা।
গুরুণাথ বশিষ্ঠেন প্রেরিতোঽসৌ মহীপতিঃ॥ ২০॥

প্রেরিতোঽসাবিতি। বশিষ্ঠেনারুণো মহীপতিরয়ং পুত্রো নিষ্কাসনীয় ইতি প্রেরিত-ইত্যর্থঃ॥ ২০॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! তখন পরম ধার্ম্মিক রাজা দ্বিজগণের কথা শুনিয়া সত্যবোধে পুত্রকে বলিলেন, রে দুর্ব্বুদ্ধে! আজ তুই এই দুষ্কার্য্য করিয়া তোর সত্যব্রত নামের অর্থ নিষ্ফল করিলি!!॥ ১৩॥ দুরাচার! তুই আমার গৃহ হইতে দূর হ!! রে পাপ! আমার অধিকার মধ্যে তুই আর কদাচই থাকিতে পারিবি না॥ ১৪॥ তখন সত্যব্রত পিতাকে কুপিত দেখিয়া বার বার বলিলেন, পিতঃ! আমি কোথায় যাইব? তিনি বলিলেন, তুমি শ্বপচদিগের সহিত কালযাপন কর॥ ১৫॥ তুমি দ্বিজপত্নী হরণ করিয়া শ্বপচের কার্য্যই করিয়াছ, অতএব তুমি তাহাদের সংসর্গে থাকিয়া সুখে বাস কর॥ ১৬॥ রে কুলপাংসন! আমি তোমার মত দুরাচার পুত্র দ্বারা পুত্রবান্ হইতে বাসনা করি না; বিশেষতঃ তুমি বংশের কীর্ত্তিনাশ করিলে, অতএব দুষ্টাত্মন্! তোমার যেখানে ইচ্ছা হয় গমন কর॥ ১৭॥ সত্যব্রত কুপিত পিতার বাক্য শুনিয়া তৎক্ষণাৎ সেই পুরী হইতে বহির্গত হইয়া শ্বপচদিগের নিকটে গমন করিলেন॥ ১৮॥ সেই রাজকুমার বর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া তৎকালে শ্বপচদিগের সহিত কালাতিপাত করিতে লাগিলেন বটে কিন্তু সেখানে থাকিয়াও তাঁহার হৃদয়ে করুণার অভাব হইল না॥ ১৯॥ যখন মহাত্মা পিতা কুপিত হইয়া তাঁহাকে গৃহ হইতে নিষ্কাসিত করেন, তৎকালে গুরুদেব বশিষ্ঠ মহীপতিকে

তস্মাৎ সত্যব্রতস্তস্মিন্ ৰভূব ক্রোধসংযুতঃ ।
বশিষ্ঠে ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞে নিবারণপরাঙ্মুখে ॥ ২১ ॥
কেনচিৎ কারণেনাথ পিতা তস্য মহীপতিঃ ।
পুত্রার্থেঽসৌ তপস্তপ্তুং পুরং ত্যক্ত্বা বনং গতঃ ॥ ২২ ॥
ন ববর্ষ তদা তস্মিন্ বিষয়ে পাকশাসনঃ ।
সমা দ্বাদশ রাজেন্দ্র ! তেনাধর্ম্মেণ সর্ব্বথা ॥ ২৩ ॥
বিশ্বামিত্রস্তদা দারাংস্তস্মিংস্ত বিষয়ে নৃপ ! ।
সংন্যস্য কৌশিকীতীরে চচার বিপুলং তপঃ ॥ ২৪ ॥
কাতরা তত্র সংজাতা ভার্য্যা বৈ কৌশিকস্য হ ।
কুটুম্বভরণার্থায় দুঃখিতা বরবর্ণিনী ॥ ২৫ ॥
ৰালকান্ ক্ষুধয়াক্রান্তান্ রুদতঃ পশ্যতী ভৃশম্ ।
যাচমানাংশ্চ নীবারান্ কষ্টমাপ পতিব্রতা ॥ ২৬ ॥
চিন্তয়ামাস দুঃখার্ত্তা তোকান্ বীক্ষ্য ক্ষুধাতুরান্ ।
নৃপো নাস্তি পুরে হ্যদ্য কং যাচে বা করোমি কিম্ ॥ ২৭ ॥
ন মে ত্রাতাস্তি পুত্রাণাং পতির্মে নাস্তি সন্নিধৌ ।
রুদন্তি ৰালকাঃ কামং ধিঙ্মে জীবনমদ্য বৈ ॥ ২৮ ॥

তস্মিন্ বশিষ্ঠে । নিবারণে পুত্রনিষ্কাসননিবারণে । পরাঙ্মুখে ৰহির্মুখে ॥ ২১—২৪ ॥
কাতরা ভয়ভীতা ॥ ২৫ ॥
নীবারান্ অরণ্যভবশ্যামাকান্ ॥ ২৬—২৮ ॥

ঐ বিষয়ে নিয়োগ করিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥ বিশেষতঃ ধর্ম্মশাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ বশিষ্ঠ পুত্র-নির্ব্বাসনোদ্যত রাজাকে নিবারণ করেন নাই বলিয়া সত্যব্রত তাঁহার প্রতি কুপিত হইয়াছিলেন । ২১ ॥ তাঁহার পিতা কোন অনির্ব্বচনীয় কারণ বশত নগর পরিত্যাগ করিয়া পুত্রের নিমিত্ত তপস্যাচরণ করিতে বনে গমন করেন ॥ ২২ ॥ রাজেন্দ্র ! সেই অধর্ম্মে পাকশাসন মহেন্দ্র সেই রাজ্যে দ্বাদশ বৎসর কাল একেবারেই বর্ষণ করিলেন না ॥২৩॥ রাজন্ ! সেই সময়েই বিশ্বামিত্র সেই রাজ্যে আপন স্ত্রীপুত্র রাখিয়া কৌশিকী নদীর তীরে উগ্রতর তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ॥২৪॥ তখন কৌশিকের সেই পরম সুন্দরী ভার্য্যা কুটুম্ব ভরণের নিমিত্ত দুঃখে যার পর নাই কাতর হইলেন ॥ ২৫ ॥ বালক সকল ক্ষুধায় ব্যাকুল হইয়া নীবার অন্ন যাচ্ঞা করিয়া সাতিশয় ক্রন্দন করিতেছে ; পতিব্রতা কৌশিকভার্য্যা ইহা অবলোকন করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন ॥ ২৬ ॥ তিনি পুত্রদিগকে ক্ষুধাতুর দর্শনে দুঃখিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, সম্প্রতি রাজেশ্বর নরপতি রাজধানীতে নাই, তবে এখন কাহার

ধনহীনাঞ্চ মাং ত্যক্ত্বা তপস্তপ্তুং গতঃ পতিঃ।
ন জানাতি সমর্থোঽপি দুঃখিতাং ধনবর্জ্জিতাম্‌॥ ২৯॥
বালানাং ভরণং কেন করোমি পতিনা বিনা।
মরিষ্যন্তি সুতাঃ সর্ব্বে ক্ষুধয়া পীড়িতা ভৃশম্‌॥ ৩০॥
একং সুতন্তু বিক্রীয় দ্রব্যেণ কিয়তা পুনঃ।
পালয়ামি সুতানন্যানেষ মে বিহিতো বিধিঃ॥ ৩১॥
সর্ব্বেষাং মারণং নাদ্ধা যুক্তং মম বিপর্য্যয়ে।
কালস্য কলনায়াহং বিক্রীণামি তথাত্মজম্‌॥ ৩২॥
হৃদয়ং কঠিনং কৃত্বা সঞ্চিন্ত্য মনসা সতী।
সা দর্ভরজ্জ্বা বদ্ধাথ গলে পুত্রং বিনির্গতা॥ ৩৩॥
মুনিপত্নী গলে বদ্ধা মধ্যমং পুত্রমৌরসম্‌।
শেষস্য ভরণার্থায় গৃহীত্বা চলিতা গৃহাৎ॥ ৩৪॥
দৃষ্টা সত্যব্রতেনার্ত্তা তাপসী শোকসংযুতা।
পপ্রচ্ছ নৃপতিস্তাস্তু কিং চিকীর্ষসি শোভনে!॥ ৩৫॥

(ধনেতি। সমর্থোঽপি বালকানাং ভরণে ইতি শেষঃ॥ ২৯—৩১॥
কালস্যেতি। কালস্য কলনায় যাপনায় জীবিকানির্ব্বাহায়েতি যাবৎ॥ ৩২—৩৫॥)

নিকট যাচ্‌ঞা করিব! উপায়ই বা কি করি!!॥ ২৭॥ পতিও সন্নিধানে নাই, সুতরাং আমার পুত্রদিগকে কে রক্ষা করিবে!! বালকেরা নিরন্তর রোদন করিতেছে, অতএব আমার এই বৃথা জীবন ধারণে ধিক্‌!!॥ ২৮॥ ধনহীন অবস্থায় আমাকে পরিত্যাগ করিয়া পতি তপস্যা করিতে গিয়াছেন; আমরা ধনের অভাবে কষ্টভোগ করিতেছি, তিনি সমর্থ হইয়াও ইহা জানিতে পারিতেছেন না॥ ২৯॥ পতি ব্যতিরেকে আমি কাহার দ্বারা বালকদিগের ভরণপোষণ করিব!! ক্ষুধায় পীড়িত হইলে পুত্রবর্গ সকলেই কালগ্রাসে পতিত হইবে সন্দেহ নাই॥ ৩০॥ যাহাহউক একটি পুত্র বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু অর্থ পাওয়া যাইবে, তদ্দ্বারা অবশিষ্ট পুত্রদিগকে পালন করিতে পারিব, এই উপায় অবলম্বন করাই আমার একান্ত কর্ত্তব্য॥ ৩১॥ ইহার অন্যথা করিয়া সকল পুত্রগুলিকেই সহসা মৃত্যুমুখে নিপাতিত করা কোনরূপেই আমার উচিত নহে। অতএব জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত আমি একটি পুত্রকে বিক্রয় করিব॥ ৩২॥ সেই সতী মনে মনে এইরূপ আলোচনাপূর্ব্বক আপন হৃদয়কে কঠিন করিয়া কুশরজ্জু দ্বারা পুত্রের গলদেশ বন্ধনপূর্ব্বক বহির্গত হইলেন॥ ৩৩॥ সেই মুনিপত্নী অবশিষ্ট পুত্রগণের ভরণের নিমিত্ত গর্ভজাত মধ্যম পুত্রকে গলদেশে বন্ধন করিয়া তাহাকে লইয়া গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন॥ ৩৪॥ রাজা

রুদন্তং বালকং কণ্ঠে বদ্ধা নয়সি কাধুনা ।
কিমর্থং চারুসর্ব্বাঙ্গি ! সত্যং ব্রূহি মমাগ্রতঃ ॥ ৩৬ ॥

ঋষিপত্ন্যুবাচ ।

বিশ্বামিত্রস্য ভার্য্যাহং পুত্ত্রোঽয়ং মে নৃপাত্মজ ! ।
বিক্রেতুমৌরসং কামং গমিষ্যে বিষমে সুতম্ ॥ ॥ ৩৭ ॥
অন্নং নাস্তি পতির্মুক্ত্বা গতস্তপ্তুং নৃপ ! ক্বচিৎ ।
বিক্রীণামি ক্ষুধার্ত্তৈনং শেষস্য ভরণায় বৈ ॥ ৩৮ ॥

রাজোবাচ ।

পতিব্রতে ! রক্ষ পুত্ত্রং দাস্যামি ভরণং তব ।
তাবদেব পতিস্তেঽত্র বনাচ্চৈবাগমিষ্যতি ॥ ৩৯ ॥
বৃক্ষে তবাশ্রমাভ্যাসে ভক্ষ্যং কিঞ্চিন্নিরন্তরম্ ।
বন্ধয়িত্বা গমিষ্যামি সত্যমেতদ্ ব্রবীম্যহম্ ॥ ৪০ ॥
ইত্যুক্তা সা তদা তেন রাজ্ঞা কৌশিককামিনী ।
বিবন্ধং তনয়ং কৃত্বা জগামাশ্রমমণ্ডলম্ ॥ ৪১ ॥

কাধুনেতি । অধুনা কা ত্বং নয়সীত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৬—৪৮ ॥

সত্যব্রত শোক সন্তাপে কাতরা সেই তাপসীকে নয়নগোচর করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ; শোভনে ! তুমি এ কি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ ? তুমি কে ? এই বালক রোদন করিতেছে তুমি কি নিমিত্ত ইহার কণ্ঠে বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতেছ ? হে চারুবদনে ! ইহার কারণ কি তুমি আমায় সত্য করিয়া বল ॥ ৩৫—৩৬ ॥

ঋষিপত্নী বলিলেন, নৃপনন্দন ! আমি বিশ্বামিত্রের ভার্য্যা, ইহারা আমার ঔরস পুত্ত্র অন্নাভাব বশত গর্ভজাত পুত্ত্রটিকে ইচ্ছানুসারে বিক্রয় করিতে লইয়া যাইতেছি ॥ ৩৭ ॥ নৃপ ! আমার স্বামী আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া কোথায় তপস্যা করিতে গিয়াছেন, গৃহেও কিছুমাত্র অন্নের সংস্থান নাই, সুতরাং ক্ষুধায় কাতর হইয়া অবশিষ্ট সন্তানগণের ভরণের নিমিত্ত আমি ইহাকে বিক্রয় করিব ॥ ৩৮ ॥

সত্যব্রত বলিলেন, পতিব্রতে ! তুমি পুত্ত্র রক্ষা কর ; বন হইতে তোমার পতি যে পর্য্যন্ত এখানে না আসিতেছেন তাবৎ কাল আমি তোমাদের ভরণ পোষণের উপযুক্ত আহার সামগ্রী প্রদান করিব ॥ ৩৯ ॥ তোমার আশ্রমের সন্নিহিত কোন বৃক্ষে কিঞ্চিৎ ভক্ষ্য দ্রব্য প্রত্যহ বন্ধন করিয়া রাখিয়া আসিব ; ইহা আমি তোমাকে সত্য করিয়া বলিলাম ॥ ৪০ ॥ বিশ্বামিত্র পত্নী রাজার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে পুত্ত্রের বন্ধন মোচন করিয়া স্বীয় আশ্রমে

সোঽভবদ্গালবো নাম গলবন্ধান্মহাতপাঃ।
সা তু স্বস্যাশ্রমে গত্বা মুমোদ বালকৈর্বৃতা ॥ ৪২ ॥
সত্যব্রতস্তু ভক্ত্যা চ কৃপয়া চ পরিপ্লুতঃ।
বিশ্বামিত্রস্য চ মুনেঃ কলত্রং তদ্ বভার হ ॥ ৪৩ ॥
বনে স্থিতান্ মৃগান্ হত্বা বরাহান্ মহিষাংস্তথা।
বিশ্বামিত্রবনাভ্যাসে মাংসং বৃক্ষে ববন্ধ হ ॥ ৪৪ ॥
ঋষিপত্নী গৃহীত্বা তন্মাংসং পুত্রানদাত্ততঃ।
নির্বৃতিং পরমাং প্রাপ প্রাপ্য ভক্ষ্যমনুত্তমম্ ॥ ৪৫ ॥
অযোধ্যাং চৈব রাজ্যঞ্চ তথৈবান্তঃপুরং মুনিঃ।
গতে তপ্তুং নৃপে তস্মিন্ বশিষ্ঠঃ পর্য্যরক্ষত ॥ ৪৬ ॥
সত্যব্রতোঽপি ধর্ম্মাত্মা হ্যতিষ্ঠন্নগরাদ্বহিঃ।
পিতুরাজ্ঞাং সমাস্থায় পশুঘ্নব্রতবান্ বনে ॥ ৪৭ ॥
সত্যব্রতো হ্যকস্মাচ্চ কস্যচিৎ কারণান্নৃপঃ।
বশিষ্ঠে চাধিকং মন্যুং ধারয়ামাস নিত্যদা ॥ ৪৮ ॥
ত্যজ্যমানং বনে পিত্রা ধর্ম্মিষ্ঠঞ্চ প্রিয়ং সুতম্।
নিবারয়ামাস মুনির্বশিষ্ঠঃ কারণে ন হ ॥ ৪৯ ॥

ত্যজ্যমানমিতি। ধর্ম্মিষ্ঠং পুত্রং ত্যজ্যমানং পিত্রা দৃষ্ট্বা নিবারণকারণে সত্যপি বশিষ্ঠো ন নিবারয়ামাস ততো হেতোস্তস্মিন্ মন্যুং ধারয়ামাসেত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

গমন করিলেন ॥ ৪১ ॥ গলায় বন্ধন করায় সেই বালক গালব নামে অভিহিত হইয়া পরিশেষে মহাতপা ঋষি হয়েন। তখন বিশ্বামিত্রের ভার্য্যা স্বীয় আশ্রমে গিয়া বালকগণে পরিবৃত হইয়া আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥ পরন্তু সত্যব্রত ভক্তি এবং কৃপায় পরিপূর্ণ হইয়া বিশ্বামিত্র মুনির পত্নীর সেই ভার বহন করিতে লাগিলেন ॥৪৩॥ তিনি বন্য বরাহ, মৃগ ও মহিষ সকল নিহত করিয়া তাহার মাংস, বিশ্বামিত্রের পত্নী, পুত্রদিগকে লইয়া যে স্থলে বাস করিতেন সেই তপোবন সন্নিহিত বৃক্ষে বন্ধন করিয়া রাখিয়া আসিতেন ॥ ৪৪ ॥ ঋষিপত্নী সেই মাংস লইয়া পুত্রদিগকে ভক্ষণ করিতে দিতেন; এইরূপে তিনি অত্যুত্তম ভক্ষ্য লাভ করিয়া সাতিশয় সুখ অনুভব করিলেন ॥ ৪৫ ॥ এদিকে সেই নরপতি অরুণ তপস্যা করিতে বনগমন করিলে বশিষ্ঠ মুনি অযোধ্যানগরী, রাজ্য ও অন্তঃপুর সমস্তই সাবধানে রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬ ॥ সত্যব্রতও পিতার আজ্ঞা অনুসারে নিত্য পশু সংহার করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন এবং ধর্ম্মে নিরত থাকিয়া নগরের বহির্দ্দেশে বনমধ্যে বাস করিতেছিলেন ॥ ৪৭ ॥ সত্যব্রত কোন কারণবশতঃ বশিষ্ঠের উপর

পাণিগ্রহণমন্ত্রাণাং নিষ্ঠা স্যাৎ সপ্তমে পদে ।
জানন্নপি স ধর্ম্মাত্মা বিপ্রদারাপরিগ্রহে ॥ ৫০ ॥
কস্মিংশ্চিদ্দিবসেঽরণ্যে মৃগাভাবে মহীপতিঃ ।
বশিষ্ঠস্য চ গাং দোগ্‌ধ্রীমপশ্যদ্বনমধ্যগাম্ ॥ ৫১ ॥
তাং জঘান ক্ষুধার্ত্তস্তু ক্রোধান্মোহাচ্চ দস্যুবৎ ।
বৃক্ষে ববন্ধ তন্মাংসং নীত্বা স্বয়মভক্ষয়ৎ ॥ ৫২ ॥
ঋষিপত্নী সুতান্ সর্ব্বান্ ভোজয়ামাস তত্তদা ।
শঙ্কমানা মৃগস্যেতি ন গোরিতি চ সুব্রত ! ॥ ৫৩ ॥
বশিষ্ঠস্তু হতাং দোগ্‌ধ্রীং জ্ঞাত্বা ক্রুদ্ধস্তমব্রবীৎ ।
দুরাত্মন্ ! কিং কৃতং পাপং ধেনুঘাতাৎ পিশাচবৎ ॥ ৫৪ ॥
এবং তে শঙ্কবঃ ক্রূরাঃ পতন্তু ত্বরিতাস্ত্রয়ঃ ।
গোবধাদ্দারহরণাৎ পিতুঃ ক্রোধাত্তথা ভৃশম্ ॥ ৫৫ ॥

নন্থ কিং তৎ কারণং যস্মিন্ সত্যপি বশিষ্ঠেন ন নিবারিত ইত্যুচ্যত ইতি চেত্তদাহ পাণিগ্রহণেতি। সপ্তমে পদে সপ্তপদীকর্ম্ম যদা স্যাত্তদা পাণিগ্রহণমন্ত্রাণাং নিষ্ঠা সমাপ্তির্ভবতি। ততঃ পূর্ব্বং কন্যাপহারে তু নান্যস্য পত্নী অপহৃতা কিন্তু কন্যৈবাপহৃতেতি ন সোঽপহারো দোষায়েতি ভাবঃ। ইদং বিপ্রদারাণামপরিগ্রহে অপহারাভাবে কারণং ধর্ম্মাত্মা জানন্নপি বশিষ্ঠো ন নিবারয়ামাসেতি তস্মিন্ চুকোপেতি ভাবঃ ॥ ৫০—৫১ ॥
বৃক্ষে ববন্ধ বিশ্বামিত্রপত্ন্যা ভক্ষণার্থম্ ॥ ৫২—৫৪ ॥
মস্তকে শঙ্কবঃ পাপচিহ্নানি কুষ্ঠবৎ পতন্ত্বিত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

নিয়তই মনোমধ্যে কোপ ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন ॥ ৪৮ ॥ কেননা, পিতা যখন ধার্ম্মিক প্রিয়পুত্রকে পরিত্যাগ করেন, তখন তিনি সেই রাজাকে নিবারণ করেন নাই, মহারাজ! ইহাই তাঁহার কোপের কারণ জানিবেন ॥ ৪৯ ॥ সপ্তপদ গমন না হইলে পাণিগ্রহণকর্ম্ম সমাপ্তি হয় না; সুতরাং তন্মধ্যে কন্যা হরণ করায় দ্বিজপত্নী হরণ করা হয় নাই, ধর্ম্মাত্মা বশিষ্ঠ মুনি এই কারণ জানিয়াও তাঁহাকে নিষেধ করেন নাই ॥ ৫০ ॥ একদিন রাজপুত্র সত্যব্রত মৃগয়ায় কোনও পশু প্রাপ্ত না হইয়া বনমধ্যে বশিষ্ঠের দুগ্ধবতী ধেনুটীকে দেখিতে পাইলেন ॥ ৫১ ॥ তখন রাজা ক্ষুধায় কাতর হইয়া ক্রোধ এবং মোহবশত দস্যুর ন্যায় ধেনুটীকে হত্যা করিলেন এবং তাহার কতক মাংস বিশ্বামিত্রের স্ত্রীর ভক্ষণের নিমিত্ত বৃক্ষে বন্ধন করিয়া অবশিষ্ট মাংস লইয়া স্বয়ং ভক্ষণ করিলেন ॥৫২॥ হে সুব্রত! তৎকালে বিশ্বামিত্রপত্নী এই মাংসকে গোমাংস বলিয়া জানিতে না পারিয়া ইহা মৃগমাংস এইরূপ মনে করিয়া সেই সমস্ত মাংস পুত্রদিগকে ভোজন করাইলেন ॥ ৫৩ ॥ এদিকে বশিষ্ঠ ঋষি স্বীয় কামধেনুর বিনাশ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কোপবশতঃ সত্যব্রতকে বলিলেন, দুরাত্মন্! ধেনু হনন

ত্রিশঙ্কুরিতি নাম্না বৈ ভুবি খ্যাতো ভবিষ্যসি।
পিশাচরূপমাত্মানং দর্শয়ন্ সর্ব্বদেহিনাম্ ॥ ৫৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

এবং শপ্তো বশিষ্ঠেন তদা সত্যব্রতো নৃপঃ।
চচার চ তপস্তীব্রং তস্মিন্নেবাশ্রমে স্থিতঃ ॥ ৫৭ ॥
কস্মাচ্চিন্মুনিপুত্রাত্তু প্রাপ্য মন্ত্রমনুত্তমম্।
ধ্যায়ন্ ভগবতীং দেবীং প্রকৃতিং পরমাং শিবাম্ ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে সত্যব্রতকথাবর্ণনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

(ত্রিশঙ্কুঃ ত্রয়ঃ শঙ্কবঃ পূর্ব্বোক্তা যস্য ॥ ৫৬—৫৭ ॥
তপঃপ্রকারমাহ। কস্মাচ্চিদিতি ॥ ৫৮ ॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

করিয়া পিশাচের ন্যায় তুই কি পাপকার্য্যই করিয়াছিস্? ॥ ৫৪ ॥ গোবধ, দ্বিজপত্নী হরণ এবং পিতার নিরতিশয় কোপ, এই তিন অপরাধবশতঃ তোর মস্তকে তিনটি শঙ্কু অর্থাৎ কুষ্ঠবৎ তিনটি পাপচিহ্ন শীঘ্রই পতিত হউক ॥ ৫৫ ॥ অদ্যাবধি তুই সমস্ত প্রাণিদিগকে পিশাচের সদৃশ স্বীয় রূপ প্রদর্শন করিয়া ভূতলে ত্রিশঙ্কু নামে বিখ্যাত হইবি ॥ ৫৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! রাজা সত্যব্রত বশিষ্ঠকর্ত্তৃক এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া সেই আশ্রমে থাকিয়াই কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭ ॥ পরন্তু তিনি কোনও মুনিপুত্রের নিকট হইতে অনুত্তম মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া পরমাপ্রকৃতি শিবা ভগবতী দেবীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন ॥ ৫৮ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-
ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে সত্যব্রতের কথাবর্ণন নামক
দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

একাদশোঽধ্যায়

জনমেজয় উবাচ।

বশিষ্ঠেন চ শপ্তোঽসৌ ত্রিশঙ্কুর্নৃপতেঃ স্থতঃ।
কথং শাপাদ্বিনির্মুক্তস্তন্মে ব্রূহি মহামতে! ॥ ১ ॥

ব্যাস উবাচ।

সত্যব্রতস্তথা শপ্তঃ পিশাচত্বমবাপ্তবান্।
তস্মিন্নেবাশ্রমে তস্থৌ দেবীভক্তিপরায়ণঃ ॥ ২ ॥
কদাচিন্নৃপতিস্তত্র জপ্ত্বা মন্ত্রং নবাক্ষরম্।
হোমার্থং ব্রাহ্মণান্ গত্বা প্রণম্যোবাচ ভক্তিতঃ ॥ ৩ ॥
ভূমিদেবাঃ! শৃণুধ্বং বৈ বচনং প্রণতস্য মে।
ঋত্বিজো মম সর্ব্বেঽত্র ভবন্তঃ প্রভবন্তু হ ॥ ৪ ॥
জপস্য চ দশাংশেন হোমঃ কার্য্যো বিধানতঃ।
ভবদ্ভিঃ কার্য্যসিদ্ধ্যর্থং বেদবিদ্ভিঃ কৃপাপরৈঃ ॥ ৫ ॥
সত্যব্রতোঽহং নৃপতেঃ পুত্রো ব্রহ্মবিদাংবরাঃ।
কার্য্যং মম বিধাতব্যং সর্ব্বথা সুখহেতবে ॥ ৬ ॥

ত্রিপঞ্চাশৎপদ্যবর্য্যৈস্ত্রিশঙ্কোস্তু কথানকম্।
প্রোচ্যতে যত্র মহিমা ভগবত্যাস্তু বর্ণ্যতে ॥

বশিষ্ঠেন শপ্তে ত্রিশঙ্কৌ পশ্চাজ্জাতং বৃত্তং পৃচ্ছতি বশিষ্ঠেন চেতি ॥ ১—৭ ॥

জনমেজয় বলিলেন, মহামতে! বশিষ্ঠ নৃপনন্দন ত্রিশঙ্কুকে অভিশাপ প্রদান করিলে পর তিনি কি প্রকারে সেই শাপ হইতে মুক্ত হইলেন তাহা আপনি আমাকে বলুন ॥ ১ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! সত্যব্রত বশিষ্ঠের অভিশাপে পিশাচত্ব প্রাপ্ত হইলে দেবীর প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া সেই আশ্রমেই কালযাপন করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥ একদিন তিনি নবাক্ষর মন্ত্র জপ করিয়া সেই ভগবতী-মন্ত্রের পুরশ্চরণ করাইবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণদিগের সন্নিহিত হইয়া ভক্তিসহকারে প্রণাম করিয়া কহিলেন; ভূদেবগণ! আপনারা আমার বাক্য শ্রবণ করুন, আমি প্রণত হইয়া আপনাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনারা সকলে আমার ঋত্বিক্ হউন ॥ ৪ ॥ আপনারা বেদবিৎ সুতরাং আমার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া যথাবিধি কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত জপের দশাংশ হোম সম্পাদন করুন ॥ ৫ ॥

তচ্ছ্রুত্বা ব্রাহ্মণাস্তত্র তমূচুর্নৃপতেঃ সুতম্।
শপ্তস্ত্বং গুরুণা প্রাপ্তং পিশাচত্বং ত্বয়াধুনা ॥ ৭ ॥
ন যাগার্হোঽসি তস্মাত্ত্বং বেদেষ্বনধিকারতঃ।
পিশাচত্বমনুপ্রাপ্তং সর্ব্বলোকেষু গর্হিতম্ ॥ ৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

তন্নিশম্য বচস্তেষাং রাজা দুঃখমবাপ হ।
ধিগ্ জীবিতমিদং মেঽদ্য কিং করোমি বনে স্থিতঃ ॥ ৯ ॥
পিত্রা চাহং পরিত্যক্তঃ শপ্তশ্চ গুরুণা ভৃশম্।
রাজ্যাদ্ ভ্রষ্টঃ পিশাচত্বমনুপ্রাপ্তঃ করোমি কিম্ ॥ ১০ ॥
তদা পৃথুতরাং কৃত্বা চিতাং কাষ্ঠৈর্নৃপাত্মজঃ।
সস্মার চণ্ডিকাং দেবীং প্রবেশমনুচিন্তয়ন্ ॥ ১১ ॥
স্মৃত্বা দেবীং মহামায়াং চিতাং প্রজ্বলিতাং পুরঃ।
কৃত্বা স্নাত্বা প্রবেশার্থং স্থিতঃ প্রাঞ্জলিরগ্রতঃ ॥ ১২ ॥
জ্ঞাত্বা ভগবতী তস্য মর্ত্তুকামং মহীপতিম্।
আজগাম তদাকাশং প্রত্যক্ষং তস্য চাগ্রতঃ ॥ ১৩ ॥

(যাগানর্হত্বে কারণমাহ। বেদেষ্বিত্যাদি ॥ ৮—১৪ ॥

বিপ্রবরগণ! আমার নাম সত্যব্রত, বিশেষতঃ আমি রাজপুত্র, আমার মঙ্গলসাধনের নিমিত্ত এই কার্য্যসম্পাদন করা আপনাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ৬ ॥

ব্রাহ্মণগণ রাজপুত্রের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে কহিলেন; রাজপুত্র! তুমি গুরু কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া পিশাচত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ ॥ ৭ ॥ এক্ষণে তোমার বেদে অধিকার নাই বিশেষতঃ তুমি যে পিশাচতা প্রাপ্ত হইয়াছ ইহা সমস্ত লোকেই নিন্দনীয় অতএব তুমি এক্ষণে যাগার্হ হইতে পারিতেছ না ॥ ৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! রাজপুত্র তাঁহাদের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া এইরূপ ভাবিলেন যে, আমার জীবনে ধিক্ এখন আমি বনে থাকিয়াই বা কি করিব ॥ ৯ ॥ পিতা আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহাতে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছি আবার গুরুর অভিশাপে পিশাচত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি অতএব এক্ষণে আমি কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না ॥ ১০ ॥ তখন রাজনন্দন কাষ্ঠ আহরণ করিয়া বিশাল চিতা প্রস্তুত করিয়া চণ্ডিকাদেবীকে স্মরণ করিলেন এবং তদীয় মন্ত্রজপ করিতে করিতে চিতায় প্রবেশ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন ॥ ১১ ॥ অনন্তর রাজকুমার সম্মুখে চিতা প্রজ্বলিত করিয়া স্নান করিলেন এবং তাহাতে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া দেবী

দত্ত্বাথ দর্শনং দেবী তমুবাচ নৃপাত্মজম্।
সিংহারূঢ়া মহারাজ! মেঘগম্ভীরয়া গিরা॥ ১৪॥

দেব্যুবাচ।

কিং তে ব্যবসিতং সাধো! হুতাশে মা তনুং ত্যজ।
স্থিরো ভব মহাভাগ! পিতা তে জরসান্বিতঃ॥ ১৫॥
রাজ্যং দত্ত্বা বনে তুভ্যং গন্তাস্তি তপসে কিল।
বিষাদং ত্যজ হে বীর! পরশ্বোঽহনি ভূপতে!॥ ১৬॥
নেতুং ত্বামাগমিষ্যন্তি সচিবাশ্চ পিতুস্তব।
মৎপ্রসাদাৎ পিতা চ ত্বামভিষিচ্য নৃপাসনে।
জিত্বা কামং ব্রহ্মলোকং গমিষ্যত্যেষ নিশ্চয়ঃ॥ ১৭॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা তং তদা দেবী তত্রৈবান্তরধীয়ত।
রাজপুত্রো বিরমিতো মরণাৎ পাবকাত্ততঃ॥ ১৮॥
অযোধ্যায়াং তদাগত্য নারদেন মহাত্মনা।
বৃত্তান্তঃ কথিতঃ সর্ব্বো রাজ্ঞে সত্বরমাদিতঃ॥ ১৯॥

কিমিতি। ব্যবসিতং মনসো নিশ্চয় ইত্যর্থঃ॥ ১৫—১৮॥
রাজপুত্রস্য মরণবিরমণাৎ পরং জাতং বৃত্তান্তমাহ অযোধ্যায়ামিতি॥ ১৯—২২॥)

মহামায়ার স্তব করিতে লাগিলেন ॥১২॥ এমন সময়ে ভগবতী সেই মহীপতির মৃত্যু কামনা অবগত হইয়া অবিলম্বে সিংহপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তাঁহার উপরিস্থিত আকাশপথে আগমন করিলেন এবং প্রত্যক্ষ দর্শন দিয়া মেঘের ন্যায় গম্ভীর স্বরে সেই নৃপনন্দনকে বলিলেন ॥ ১৩—১৪ ॥

সাধো! তুমি মনে মনে এ কি নিশ্চয় করিয়াছ? তুমি হুতাশনে কদাচই তনু ত্যাগ করিও না; স্থির হও। মহাভাগ! তোমার পিতা এখন জরাগ্রস্ত হইয়াছেন; তিনি তোমাকে রাজ্য দান করিয়া তপস্যা করিতে বনে গমন করিবেন, অতএব বীরবর! বিষাদ পরিত্যাগ কর। ভূপতে! তোমার পিতার সচিববর্গ আগত পরশ্ব দিবস তোমায় লইয়া যাইতে আসিবে, মদীয় প্রসাদে তোমার পিতা তোমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন এবং যথাকালে কামনা জয় করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিবেন সন্দেহ নাই ॥ ১৫—১৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহাভাগ! দেবী তখন তাঁহাকে এই কথা বলিয়া সেইখানেই অন্তর্হিতা হইলেন এবং রাজপুত্রও অনলমৃত্যু হইতে বিরত হইলেন ॥ ১৮ ॥ ইত্যবসরে মহাত্মা নারদ অযোধ্যায় আগমন করিয়া অবিলম্বে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত রাজাকে বিজ্ঞাপন করি-

শ্রুত্বা রাজাথ পুত্রস্য তং তথা মরণোদ্যমম্।
খেদমাধায় মনসি শুশোচ বহুধা নৃপঃ॥ ২০ ॥
সচিবানাহ ধর্ম্মাত্মা পুত্রশোকপরিপ্লুতঃ।
জ্ঞাতং ভবদ্ভিরত্যুগ্রং পুত্রস্য মম চেষ্টিতম্॥ ২১ ॥
ত্যক্তো ময়া বনে ধীমান্ পুত্রঃ সত্যব্রতো মম।
আজ্ঞয়াসৌ গতঃ সদ্যো রাজ্যার্হঃ পরমার্থবিৎ॥ ২২ ॥
স্থিতস্তত্রৈব বিজ্ঞানে ধনহীনঃ ক্ষমান্বিতঃ।
বশিষ্ঠেন তথা শপ্তঃ পিশাচসদৃশঃ কৃতঃ॥ ২৩ ॥
সোঽদ্য দুঃখেন সন্তপ্তঃ প্রবেষ্টুঞ্চ হুতাশনম্।
উদ্যতঃ শ্রীমহাদেব্যা নিষিদ্ধঃ সংস্থিতঃ পুনঃ॥ ২৪ ॥
তস্মাদ্গচ্ছন্তু তং শীঘ্রং জ্যেষ্ঠপুত্রং মহাবলম্।
আশ্বাস্য বচনৈরত্র তরসৈবানয়ন্তু তম্॥ ২৫ ॥
অভিষিচ্য সুতং রাজ্যে ঔরসং পালনক্ষমম্।
বনং যাস্যামি শান্তোঽহং তপসে কৃতনিশ্চয়ঃ॥ ২৬ ॥
ইত্যুক্ত্বা মন্ত্রিণঃ সর্ব্বান্ প্রেষয়ামাস পার্থিবঃ।
তস্যৈবানয়নার্থং হি প্রীতিপ্রবণমানসঃ॥ ২৭ ॥

বিজ্ঞানে শ্রীদেব্যা উপাসনে স্থিতঃ॥ ২৩—৩২॥

লেন॥ ১৯॥ তখন রাজা পুত্রের মরণোদ্যম শুনিয়া খিন্ন মনে অনেক প্রকার অনুতাপ করিতে লাগিলেন॥ ২০ ॥ ধর্ম্মাত্মা রাজা শোকসন্তপ্ত হইয়া সচিববর্গকে বলিলেন, তোমরা সকলে আমার পুত্রের কঠোর কার্য্যের বিষয় অবগত হইয়াছ? ॥ ২১ ॥ মদীয় পুত্র ধীমান্ সত্যব্রতকে আমি পরিত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু সে পরমার্থবিৎ রাজ্যার্হ হইলেও আমার আজ্ঞায় তৎক্ষণাৎ বনে গমন করিয়াছে॥ ২২ ॥ সে ধনহীন অবস্থায় ক্ষমাশীল হইয়া বিশেষরূপে জ্ঞান আলোচনা করিয়া সেইখানেই অবস্থিতি করিতেছিল, কিন্তু বশিষ্ঠদেব অভিশাপ দিয়া তাহাকে পিশাচ সদৃশ করিয়াছেন॥ ২৩॥ সে এক্ষণে দুঃখানলে সন্তপ্ত হইয়া হুতাশনে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল; কিন্তু মহাদেবী তাহাকে নিষেধ করায় সে তাহা হইতে বিরত হইয়াছে॥ ২৪ ॥ অতএব তোমরা অবিলম্বে সেইস্থানে গমন পূর্ব্বক সেই মহাবল জ্যেষ্ঠপুত্রকে সান্ত্বনা বাক্যে আশ্বাসিত করিয়া সত্বর আমার নিকট আনয়ন কর॥ ২৫ ॥ আমার চিত্ত এখন শান্তভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং আমি তপস্যা করিবার নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি, এক্ষণে পুত্রও প্রজাপালনে সমর্থ হইয়াছে অতএব সেই ঔরস পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া আমি বনে গমন করিব॥ ২৬॥ এই বলিয়া

তে গত্বা তং সমাশ্বাস্য মন্ত্রিণঃ পার্থিবাত্মজম্ ।
অযোধ্যায়াং মহাত্মানং মানপূর্ব্বং সমানয়ন্ ॥ ২৮ ॥
দৃষ্ট্বা সত্যব্রতং রাজা দুর্ব্বলং মলিনাম্বরম্ ।
জটাজূটধরং ক্রূরং চিন্তাতুরমচিন্তয়ৎ ॥ ২৯ ॥
কিং কৃতং নিষ্ঠুরং কর্ম্ম ময়া পুত্রো বিবাসিতঃ ।
রাজ্যার্হশ্চাতিমেধাবী জানতা ধর্ম্মনিশ্চয়ম্ ॥ ৩০ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা তমালিঙ্গ্য মহীপতিঃ ।
আসনে স্বসমীপস্থে সমাশ্বাস্যোপবেশয়ৎ ॥ ৩১ ॥
উপবিষ্টং সুতং রাজা প্রেমপূর্ব্বমুবাচ হ ।
প্রেমগদ্গদয়া বাচা নীতিশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ৩২ ॥

রাজোবাচ ।

পুত্র ! ধর্ম্মে মতিঃ কার্য্যা মাননীয়া মুখোদ্ভবাঃ ।
ন্যায়াগতং ধনং গ্রাহ্যং রক্ষণীয়াঃ সদা প্রজাঃ ॥ ৩৩ ॥
নাসত্যং ক্বাপি বক্তব্যং নামার্গে গমনং ক্বচিৎ ॥ ৩৪ ॥
শিষ্টপ্রোক্তং প্রকর্ত্তব্যং পূজনীয়াস্তপস্বিনঃ ।
হন্তব্যা দস্যবঃ ক্রূরা ইন্দ্রিয়াণাং তথাজয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

মুখোদ্ভবা ব্রাহ্মণাঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদিতি ॥ ৩৩—৪০ ॥

রাজা পুত্রের প্রতি প্রীতচিত্ত হইয়া আনিবার নিমিত্ত সমস্ত মন্ত্রিদিগকে তাহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন ॥২৭॥ মন্ত্রিগণও প্রীতিপূর্ণ মনে সেই স্থানে গমন করিয়া মহাত্মা রাজপুত্রকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক সম্মানসহকারে অযোধ্যায় আনয়ন করিলেন ॥ ২৮ ॥ জটাজূটধারী মলিনবসন কৃশকায় দুর্ব্বল কর্কশাকৃতি চিন্তাতুর সত্যব্রতকে অবলোকন করিয়া রাজা চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হইয়াও রাজ্যের উপযুক্ত মেধাবী পুত্রকে নির্ব্বাসিত করিয়া কি নিষ্ঠুর কার্য্যই করিয়াছি ॥২৯-৩০॥ মহীপতি এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং আশ্বাস প্রদান করিয়া স্বীয় সমীপস্থিত আসনে উপবেশন করাইলেন ॥৩১॥ সেই নীতিশাস্ত্রবিশারদ রাজা প্রেম গদগদবাক্যে সেই উপবিষ্ট পুত্রকে প্রীতিসহকারে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥

পুত্র ! সর্ব্বদা ধর্ম্মে মতি রাখা এবং ব্রাহ্মণগণের সম্মাননা করা তোমার একান্ত কর্ত্তব্য ; তুমি ন্যায় অনুসারে ধন গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদা প্রজাগণকে রক্ষা করিবে ॥ ৩৩ ॥ কুত্রাপি মিথ্যা কথা বলা উচিত নহে, অথবা কোনও মতে কুপথে গমন করাও বিহিত নহে ॥ ৩৪ ॥ পরন্তু সাধুলোকের বাক্য প্রতিপালন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য

কর্ত্তব্যঃ কার্য্যসিদ্ধ্যর্থং রাজ্ঞা পুত্র ! সদৈব হি।
মন্ত্রস্তু সর্ব্বথা গোপ্যঃ কর্ত্তব্যঃ সচিবৈঃ সহ ॥ ৩৬ ॥
নোপেক্ষ্যোঽল্পোঽপি কৃতিনা রিপুঃ সর্ব্বাত্মনা সুত ! ।
ন বিশ্বসেৎ পরাসক্তং সচিবঞ্চ তথা নতম্ ॥ ৩৭ ॥
চারাঃ সর্ব্বত্র যোক্তব্যাঃ শত্রুমিত্রেষু সর্ব্বথা।
ধর্ম্মে মতিঃ সদা কার্য্যা দানং দদ্যাচ্চ নিত্যশঃ ॥ ৩৮ ॥
শুষ্কবাদো ন কর্ত্তব্যো দুষ্টসঙ্গঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
যষ্টব্যা বিবিধা যজ্ঞাঃ পূজনীয়া মহর্ষয়ঃ ॥ ৩৯ ॥
ন বিশ্বসেৎ স্ত্রিয়ং ক্বাপি স্ত্রৈণং দ্যূতরতং নরম্।
অত্যাদরো ন কর্ত্তব্যো মৃগয়ায়াং কদাচন ॥ ৪০ ॥
দ্যূতে মদ্যে তথা গেয়ে নূনং বারবধূষু চ।
স্বয়ং তদ্বিমুখো ভূয়াৎ প্রজাস্তেভ্যশ্চ রক্ষয়েৎ ॥ ৪১ ॥
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে কর্ত্তব্যমুত্থানং সর্ব্বথা সদা।
স্নানাদিকং সর্ব্ববিধিং বিধায় বিধিবদ্ যথা ॥ ৪২ ॥
পরাশক্তেঃ পরাং পূজাং ভক্ত্যা কুর্য্যাৎ সুদীক্ষিতঃ।
পুত্রৈতজ্জন্মসাফল্যং পরাশক্তেঃ পদার্চ্চনম্ ॥ ৪৩ ॥

তেভ্যো দ্যূতাদিভ্যঃ প্রজা রক্ষয়েন্নিবারয়েৎ ॥ ৪১—৪২ ॥
সুদীক্ষিতঃ গুরূপদেশেন গৃহীতদেবীমন্ত্র ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

তপস্বিগণের পূজা করা উচিত। ইন্দ্রিয় জয় এবং ক্রূরস্বভাব দস্যুদিগকে সংহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ৩৫ ॥ পুত্র ! কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া উহা গোপন রাখা অবশ্যই কর্ত্তব্য ॥ ৩৬ ॥ শত্রু যদি অতি সামান্যও হয় তথাপি কার্য্যকুশল রাজা তাহাকে কদাচই উপেক্ষা করিবেন না। সচিব অপরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া যদি পরে অবনতও হয় তথাপি তাহাকে বিশ্বাস করিবে না ॥৩৭॥ কি শত্রু কি মিত্র সকলেরই নিকট চর নিয়োগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য; সতত ধর্ম্মে অনুরাগ প্রদর্শন এবং নিত্যই দান করিবে ॥ ৩৮ ॥ বৃথা বিতণ্ডা করা অনুচিত এবং দুষ্টদিগের সংসর্গ বর্জ্জন করা একান্ত কর্ত্তব্য। পুত্র ! তুমি মহর্ষিগণের পূজা এবং নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে ॥ ৩৯ ॥ স্ত্রীলোক, স্ত্রৈণপুরুষ দ্যূতনিরত ব্যক্তিদিগকে কদাচই বিশ্বাস করিবে না। মৃগয়ায় অতিশয় আসক্ত হওয়া কখনই উচিত নহে ॥ ৪০ ॥ দ্যূতক্রীড়া, মদ্য, গীত এবং বারবনিতা এই সকল বিষয় হইতে সততই বিমুখ থাকিবে এবং প্রজাগণকেও এই কার্য্য হইতে রক্ষা করিবে ॥ ৪১ ॥ প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া তদনন্তর স্নান আদি সমস্ত কর্ত্তব্য

সকৃৎ কৃত্বা মহাপূজাং দেবীপাদজলং পিবন্।
ন জাতু জননীগর্ভে গচ্ছেদিতি বিনিশ্চয়ঃ ॥ ৪৪ ॥
সর্ব্বং দৃশ্যং মহাদেবী দ্রষ্টা সাক্ষী চ সৈব হি।
ইতি তদ্ভাবভরিতস্তিষ্ঠেন্নির্ভয়চেতসা ॥ ৪৫ ॥
কৃত্বা নিত্যবিধিং সম্যগ্ গন্তব্যং সদসি দ্বিজান্।
সমাহূয় চ প্রষ্টব্যো ধর্ম্মশাস্ত্রবিনির্ণয়ঃ ॥ ৪৬ ॥
সংপূজ্য ব্রাহ্মণান্ পূজ্যান্ বেদবেদান্তপারগান্।
গোভূহিরণ্যাদিকঞ্চ* দেয়ং পাত্রেষু সর্ব্বদা ॥ ৪৭ ॥
অবিদ্বান্ ব্রাহ্মণঃ কোঽপি নৈব পূজ্যঃ কদাচন।
আহারাদধিকং নৈব দেয়ং মূর্খায় কর্হিচিৎ ॥ ৪৮ ॥

দেবীচরণোদকমাহাত্ম্যমাহ সকৃৎ কৃত্বেতি। অত্র হ্যেবং পুরাণান্তরে কথা শ্রূয়তে। কশ্চিদৃষিঃ প্রবাসী ক্বচিৎ সরসি স্নাত্বা দেবীপূজাং বিধায় তত্তীর্থং বিল্বমূলে চিক্ষেপ তত্র চটকাঃ শুকাশ্চাগত্য তত্তীর্থং তৃষিতাঃ পপুঃ। দেহপাতোত্তরং তে শুকাদয়ঃ কল্পপর্য্যন্তং স্বর্গভোগং ভুক্ত্বা কেচিৎ সুদ্যুম্নভূরিদ্যুম্নেন্দ্রদ্যুম্নকুবলয়াশ্বযৌবনাশ্ববর্দ্ধযশা অশ্বপতিশশবিন্দুহরিশ্চন্দ্রাম্বরীষাদয়ো মৈত্রাবরুণীয়শ্রুতিপ্রসিদ্ধাঃ পরমজ্ঞানিনো রাজানোঽভূবন্। কেচিৎ খগাঃ কণ্বজাতুকর্ণ্যকাত্যায়নাসুরিপঞ্চশিখবৈশম্পায়নাপস্তম্বহারীতাদয়ো মুনয়ো জ্ঞানিবরা অভূবন্নিতি ॥ ৪৪ ॥

দ্রষ্টা জীবঃ সাক্ষী ঈশ্বরো দৃশ্যং সর্ব্বং জগদিদং ত্রয়ং সৈব ভগবতীত্যর্থঃ। তদুক্তং মুণ্ডমালায়াম্। ভূতানি দুর্গা ভুবনানি দুর্গা নরাঃ স্ত্রিয়শ্চাপি সুরাসুরাদিকম্। যদ্যদ্ধি দৃশ্যং খলু সৈব দুর্গা দুর্গাস্বরূপাদপরং ন কিঞ্চিৎ ॥ ৪৫—৫০ ॥

কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে ॥ ৪২ ॥ পুত্র! গুরুর নিকট দেবীমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক পরমাশক্তি ভগবতীর মহতী পূজা করিবে। পরাশক্তির চরণকমলের অর্চ্চনা করিলে জন্মের সাফল্য সম্পাদন হইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥ পুত্র! যে ব্যক্তি মহাদেবীর একবার মাত্র মহতীপূজা করিয়া তাহার চরণামৃত জল পান করে, সে ব্যক্তিকে কখনই আর জননী-গর্ভে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ইহা স্থিরনিশ্চয় জানিবে ॥৪৪॥ সেই মহাদেবীই এই যাবতীয় দৃশ্যবস্তু স্বরূপ এবং তিনিই দ্রষ্টা ও সাক্ষী চৈতন্যস্বরূপ এইরূপ ভাবভরে পূর্ণাত্মা হইয়া নির্ভয় চিত্তে অবস্থিতি করিবে ॥ ৪৫ ॥ প্রতি দিবস নৈমিত্তিক কার্য্য সমাপন করিয়া দ্বিজ-গণের সভায় গমন করিবে এবং তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সকল জিজ্ঞাসা করিবে ॥ ৪৬ ॥ বেদ ও বেদান্ত পারগ দ্বিজগণ অবশ্য পূজ্য, অতএব তাঁহাদিগকে পূজা করিয়া পাত্র বিবেচনায় সর্ব্বদা গো, ভূমি ও হিরণ্য প্রভৃতি দান করিবে ॥ ৪৭ ॥ অবি-দ্বান্ কোন ব্রাহ্মণকে কদাচ পূজা করিবে না; মূর্খ ব্যক্তিকে আহার অপেক্ষা অধিক দান

* গোহিরণ্যাদিকং দানম্। ইতি বা পাঠঃ।

ন বা লোভাত্ত্বয়া পুত্র! কর্ত্তব্যং ধর্ম্মলঙ্ঘনম্।
অতঃপরং ন কর্ত্তব্যং কচিদ্বিপ্রাবমাননম্॥ ৪৯॥
ব্রাহ্মণা ভূমিদেবাশ্চ মাননীয়াঃ প্রযত্নতঃ॥
কারণং ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ দ্বিজা এব ন সংশয়ঃ॥ ৫০॥
অদ্ভ্যোঽগ্নির্ব্রহ্মণঃ ক্ষত্রমশ্মনো লোহমুত্থিতম্।
তেষাং সর্ব্বত্রগং তেজঃ স্বাসু যোনিষু শাম্যতি॥ ৫১॥
তস্মাদ্রাজ্ঞা বিশেষেণ মাননীয়া মুখোদ্ভবাঃ।
দানেন বিনয়েনৈব সর্ব্বথা ভূতিমিচ্ছতা॥ ৫২॥
দণ্ডনীতিঃ সদা কার্য্যা ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারতঃ।
কোশস্য সংগ্রহঃ কার্য্যো নূনং ন্যায়াগতস্য হ॥ ৫৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে ত্রিশঙ্কুকথাবর্ণনং নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১১॥

তত্র প্রমাণমাহ অদ্ভ্যোঽগ্নিরিতি। স্বাসু যোনিষু স্বকারণেষু জলাদিষু শাম্যতি ন তত্র পরাক্রমং দর্শয়তীত্যর্থঃ॥ ৫১—৫৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে একাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১১॥

কদাচই করিবে না॥ ৪৮॥ বৎস! লোভের বশীভূত হইয়া ধর্ম্ম লঙ্ঘন কখনই করিবে না; আর ইহা সর্ব্বদাই মনে করিয়া রাখিও যে, অতঃপর ব্রাহ্মণের অবমাননা কখনই করিবে না॥৪৯॥ দ্বিজগণ ক্ষত্রিয়দিগের কারণ বিশেষতঃ তাঁহারা ভূলোকের দেবতা, অতএব যত্ন-সহকারে ব্রাহ্মণদিগের সম্মান রক্ষা করিবে তাহাতে ত্রুটি করিবে না॥ ৫০॥ জল হইতে অনল, ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্র ও প্রস্তর হইতে লোহ উত্থিত হয়; ইহাদিগের তেজঃ সর্ব্বত্র-গামী হইলেও স্বস্ব যোনির সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহাতেই প্রশমিত হয় ইহা নিশ্চয় জানিবে॥৫১॥ যে রাজা আপনার উন্নতি কামনা করেন, তিনি দান ও বিনয় দ্বারা ব্রহ্মার মুখসম্ভূত ব্রাহ্মণগণকে বিশেষরূপে সম্মান করিবেন॥৫২॥ ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে নিয়ত নীতির অনুসরণ করিবে এবং ন্যায় অনুসারে ধন সংগ্রহ করিয়া রাজকোষ পরিপূর্ণ করিয়া রাখিবে॥ ৫৩॥

মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে ত্রিশঙ্কুকথা বর্ণন নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

এবং প্রবোধিতঃ পিত্রা ত্রিশঙ্কুঃ প্রণতো নৃপঃ।
তথেতি পিতরং প্রাহ প্রেমগদ্গদয়া গিরা ॥ ১ ॥
বিপ্রানাহূয় মন্ত্রজ্ঞান্ বেদশাস্ত্রবিশারদান্।
অভিষেকায় সম্ভারান্ কারয়ামাস সত্বরম্ ॥ ২ ॥
সলিলং সর্ব্বতীর্থানাং সমানায্য বিশাংপতিঃ।
প্রকৃতীশ্চ সমাহূয় সামন্তান্ ভূপতীংস্তথা ॥ ৩ ॥
পুণ্যেঽহ্নি বিধিবত্তস্মৈ দদাবাসনমুত্তমম্।
অভিষিচ্য স্থতং রাজ্যে ত্রিশঙ্কুং বিধিবৎ পিতা ॥ ৪ ॥
তৃতীয়মাশ্রমং পুণ্যং জগ্রাহ ভার্য্যয়া যুতঃ।
বনে ত্রিপথগাকূলে চচার দুশ্চরং তপঃ ॥ ৫ ॥
কালে প্রাপ্তে যযৌ স্বর্গং পূজিতস্ত্রিদশৈরপি।
ইন্দ্রাসনসমীপস্থো ররাজ রবিবৎ সদা ॥ ৬ ॥

চতুঃষষ্টিশ্লোকবর্য্যৈর্বিশ্বামিত্রপ্রতাপতঃ।
ত্রিশঙ্কোঃ স্বর্গবাসশ্চ বিস্তরেণোপবর্ণ্যতে ॥

ত্রিশঙ্কোঃ পিতুরুপদেশানন্তরং জাতং বৃত্তমাহ এবং প্রবোধিত ইতি ১-

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! পিতা পুত্রকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে, নরপতি ত্রিশঙ্কু প্রণত হইয়া প্রেমবশতঃ রুদ্ধকণ্ঠে পিতাকে বলিলেন, আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন আমি তাহাই করিব ॥ ১ ॥ তখন নরপতি বেদশাস্ত্র-বিশারদ মন্ত্রজ্ঞ বিপ্রদিগকে আহ্বান করিয়া সত্বর অভিষেকের সামগ্রী-সম্ভার আয়োজন করাইলেন ॥ ২ ॥ সমস্ত তীর্থের জল আনাইয়া সমস্ত ভূপালবৃন্দকে সমাদরে আহ্বান করিলেন। পিতা পুত্র ত্রিশঙ্কুকে পবিত্র দিবসে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহাকে বিধি-অনুসারে উত্তম রাজাসন প্রদান করিলেন ॥৩—৪॥ তদনন্তর ভূপতি ভার্য্যার সহিত পবিত্র বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণ করিয়া বনে গিয়া গঙ্গাতীরে কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥ পরে কালধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইলে রাজা স্বর্গধামে গমন করিলেন, তথায় সুরগণের সম্মানিত হইয়া ইন্দ্রাসনের সমীপে সর্ব্বদা সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন ॥ ৬॥

রাজোবাচ।

পূর্ব্বং ভগবতা প্রোক্তং কথাযোগেন সাম্প্রতম্‌।
সত্যব্রতো বশিষ্ঠেন শপ্তো দোগ্ধ্রীবধাৎ কিল ॥ ৭ ॥
কুপিতেন পিশাচত্বং প্রাপিতো গুরুণা ততঃ।
কথং মুক্তঃ পিশাচত্বাদিত্যেষ সংশয়ঃ প্রভো ! ॥ ৮ ॥
ন সিংহাসনযোগ্যো হি ভবেচ্ছাপসমন্বিতঃ।
মুনিনা মোচিতঃ শাপাৎ কেনান্যেন চ কর্ম্মণা ॥ ৯ ॥
এতন্মে ব্রূহি বিপ্রর্ষে ! শাপমোক্ষণকারণম্‌।
আনীতস্তু কথং পিত্রা স্বগৃহে তাদৃশাকৃতিঃ ॥ ১০ ॥

ব্যাস উবাচ।

বশিষ্ঠেন চ শপ্তোঽসৌ সদ্যঃ পৈশাচতাং গতঃ।
দুর্ব্বেশশ্চাতিদুর্দ্ধর্ষঃ সর্ব্বলোকভয়ঙ্করঃ ॥ ১১ ॥
যদৈবোপাসিতা দেবী ভক্ত্যা সত্যব্রতেন হ।
তয়া প্রসন্নয়া রাজন্‌ ! দিব্যদেহঃ কৃতঃ ক্ষণাৎ ॥ ১২ ॥
পিশাচত্বং গতং তস্য পাপঞ্চৈব ক্ষয়ং গতম্‌।
বিপাপ্মা চাতিতেজস্বী সম্ভূতস্তৎকৃপামৃতাৎ ॥ ১৩ ॥

কেনান্যেন কর্ম্মণা পাপাচ্ছাপরূপান্মোচিতো মুনিনেত্যর্থঃ ॥ ৯—১০ ॥
দেবীকৃপয়া সর্ব্বমেতৎ সম্পন্নমিত্যাহ বশিষ্ঠেন চেতি ॥ ১১—১৪ ॥

জনমেজয় বলিলেন, ভগবন্‌ ! আপনি কথাপ্রসঙ্গে পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, সত্যব্রত ধেনু-বধ করিয়াছিলেন বলিয়া মহর্ষি বশিষ্ঠ কুপিত হইয়া তাঁহাকে পিশাচ হও বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন, সম্প্রতি কি প্রকারে তিনি পিশাচত্ব হইতে মুক্ত হইলেন ? ইহাতে আমার সংশয় রহিয়াছে ॥৭-৮॥ সত্যব্রত শাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন বলিয়া সিংহাসনের অযোগ্য হয়েন, কিন্তু মুনিবর কোন কার্য্য দ্বারা তাঁহাকে শাপ হইতে মুক্ত করিলেন ? ॥ ৯ ॥ এই শাপ পিশাচাকৃতি পুত্রকে পিতাই বা কিরূপে গৃহে আনয়ন করিলেন ? বিপ্রর্ষে ! আর সেই মুক্তির কারণ আমার নিকটে বিশেষরূপে কীর্ত্তন করুন্‌ ॥ ১০ ॥

ব্যাস বলিলেন, বশিষ্ঠের শাপে সত্যব্রত সদ্যই পিশাচত্ব প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় কুৎসিত দুর্দ্ধর্ষ ও সর্ব্ব লোকের ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছিল কিন্তু সে যখনই ভক্তিভাবে দেবীর উপাসনা করিল, দেবী প্রসন্না হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে দিব্য দেহ প্রদান করিলেন ॥১১-১২॥ দেবীর কৃপামৃত সেচনে তাঁহার পাপ ক্ষয় এবং পিশাচাকৃতি অন্তর্হিত হইয়া গেল, তখন

বশিষ্ঠোঽপি প্রসন্নাত্মা জাতঃ শক্তিপ্রসাদতঃ।
পিতাপি চ বভূবাস্য প্রেমযুক্তস্ত্বনুগ্রহাৎ ॥ ১৪ ॥
রাজ্যং শশাস ধর্ম্মাত্মা মৃতে পিতরি পার্থিবঃ।
ঈজে চ বিবিধৈর্যজ্ঞৈর্দেবদেবীং সনাতনীম্ ॥ ১৫ ॥
তস্য পুত্ত্রো বভূবাথ হরিশ্চন্দ্রঃ সুশোভনঃ।
লক্ষণৈঃ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্টৈঃ সংযুতশ্চাতিসুন্দরঃ ॥ ১৬ ॥
যুবরাজং সুতং কৃত্বা ত্রিশঙ্কুঃ পৃথিবীপতিঃ।
মানুষেণ শরীরেণ স্বর্গং ভোক্তুং মনো দধে ॥ ১৭ ॥
বশিষ্ঠস্যাশ্রমং গত্বা প্রণম্য বিধিবন্নৃপঃ।
উবাচ বচনং প্রীতঃ কৃতাঞ্জলিপুটস্তদা ॥ ১৮ ॥

রাজোবাচ।

ব্রহ্মপুত্ত্র মহাভাগ! সর্ব্বমন্ত্রবিশারদ!।
বিজ্ঞপ্তিং মে সুমনসা শ্রোতুমর্হসি তাপস! ॥ ১৯ ॥
ইচ্ছা মেঽদ্য সমুৎপন্না স্বর্গলোকসুখায় চ।
অনেনৈব শরীরেণ ভোগান্ ভোক্তুমমানুষান্ ॥ ২০ ॥

ঈজে চেতি। বিবিধৈর্নানাবিধৈরগ্নিষ্টোমাদ্যশ্বমেধান্তৈর্যজ্ঞৈঃ সনাতনীং নিত্যাং দেবীং শ্রীসচ্চিদানন্দরূপিণীং ভগবতীমীজে ইয়াজেত্যর্থঃ ॥ ১৫—২২ ॥

সত্যব্রত পাপবিহীন হইয়া অতীব তেজস্বী হইলেন ॥ ১৩ ॥ পরমাশক্তির প্রসাদবশতঃ বশিষ্ঠ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন; তাঁহার অনুগ্রহে পিতাও সত্যব্রতের উপর প্রীতিপরায়ণ হইলেন ॥ ১৪ ॥ পিতা মৃত্যুমুখে পতিত হইলে ধর্ম্মাত্মা সত্যব্রত রাজা হইয়া রাজ্যশাসন ও মধ্যে মধ্যে নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দেবদেবী সনাতনীর অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥ মহারাজ! এই ত্রিশঙ্কুর হরিশ্চন্দ্র নামে এক পরম সুন্দর পুত্র উৎপন্ন হয়, সেই সুশোভন রাজপুত্রের সমস্ত অঙ্গেই শাস্ত্রবিহিত সুলক্ষণ সকল বিরাজমান ছিল ॥১৬॥ পৃথিবীপতি ত্রিশঙ্কু পুত্রকে যুবরাজ করিয়া মনুষ্য দেহেই স্বর্গ ভোগ করিবার নিমিত্ত মানস করিলেন ॥ ১৭ ॥ তখন নরপতি প্রীতচিত্তে বশিষ্ঠের আশ্রমে গমনপূর্ব্বক বিধি অনুসারে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে বলিলেন ॥ ১৮ ॥

তপোধন! আপনি ব্রহ্মার পুত্র সমস্ত বৈদিক মন্ত্রের পারদর্শী, সুতরাং আপনার সৌভাগ্যের সীমা নাই; অতএব আপনাকে একটি বিষয় নিবেদন করিতেছি, আপনি প্রীতচিত্তে তাহা শ্রবণ করুন ॥ ১৯ ॥ এক্ষণে এই মানুষ শরীরেই স্বর্গলোকের সুখ এবং দেবভোগ্যবস্তু সকল উপভোগ করিতে আমার বাসনা উপস্থিত হইয়াছে ॥২০॥ নন্দনবনে

অপ্সরোভিশ্চ সংবাসঃ ক্রীড়িতুং নন্দনে বনে।
দেবগন্ধর্ব্বগানঞ্চ শ্রোতব্যং মধুরং কিল ॥ ২১ ॥
যাজয় ত্বং মখেনাশু তাদৃশেন মহামুনে!।
যথানেন শরীরেণ বসে লোকং ত্রিপিষ্টপম্ ॥ ২২ ॥
সমর্থোঽসি মুনিশ্রেষ্ঠ! কুরু কার্য্যং মমাধুনা।
প্রাপয়াশু মখং কৃত্বা দেবলোকং দুরাসদম্ ॥ ২৩ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

রাজন্! মানুষদেহেন স্বর্গে বাসঃ সুদুর্ল্লভঃ।
মৃতস্য হি ধ্রুবঃ স্বর্গঃ কথিতঃ পুণ্যকর্ম্মণা ॥ ২৪ ॥
তস্মাদ্বিভেমি সর্ব্বজ্ঞ! দুর্ল্লভাচ্চ মনোরথাৎ।
অপ্সরোভিশ্চ সংবাসো জীবমানস্য দুর্ল্লভঃ ॥ ২৫ ॥
কুরু যজ্ঞান্ মহাভাগ! মৃতঃ স্বর্গমবাপ্স্যসি ॥ ২৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য রাজা পরমদুর্ম্মনাঃ।
উবাচ বচনং ভূয়ো বশিষ্ঠং পূর্ব্বরোষিতম্ ॥ ২৭ ॥

(স্বশরীরেণ স্বর্গবাসো দুর্লভোঽপি ভবৎ-সাহায্যেন ন দুরাসদো ভবিষ্যতীত্যাহ সমর্থোঽসীতি ॥ ২৩—২৪ ॥
জীবমানস্য জীবতঃ। আত্মনেপদমার্ষম্ ॥ ২৫—৩০ ॥)

বিহার, অপ্সরাদিগের সহিত সহবাস এবং দেব ও গন্ধর্ব্বগণের মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা জন্মিয়াছে ॥ ২১ ॥ অতএব মহামুনে! আমি যাহাতে এই শরীরেই স্বর্গলোকে বাস করিতে পারি আপনি আমাকে তাদৃশ যজ্ঞে নিয়োজিত করুন ॥ ২২ ॥ মুনিবর! আপনি এই কার্য্য সম্পাদন করিতে সম্পূর্ণ রূপেই সমর্থ, অতএব আপনি আমার কার্য্যে এক্ষণে প্রবৃত্ত হউন; আপনি যজ্ঞ করিয়া আমাকে শীঘ্রই দুর্লভ দেবলোক প্রদান করুন ॥ ২৩ ॥

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাজন্! মানুষ দেহে স্বর্গবাস করা অতীব দুর্লভ; মৃত ব্যক্তি পুণ্যবলে স্বর্গে বাস করে ইহাই চিরপ্রসিদ্ধ ॥ ২৪ ॥ অতএব হে সর্ব্বজ্ঞ! তোমার মনোরথ দুর্লভ; সুতরাং আমি ইহাতে ভীত হইতেছি, মহারাজ! জীবিত ব্যক্তির অপ্সরাগণের সহিত সহবাস অত্যন্তই দুর্লভ ॥ ২৫ ॥ অতএব মহাভাগ! অগ্রে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন্ পরে এই দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গলাভ করিবেন ॥ ২৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! মহর্ষি বশিষ্ঠ ধেনুবধ হেতু পূর্ব্ব হইতেই রাজার প্রতি রোষাবিষ্ট ছিলেন, তজ্জন্য তিনি রাজাকে এরূপ বাক্য বলিলে পর রাজা তাহা শ্রবণ করিয়া

ন ত্বং যাজয়সে ব্রহ্মন্! গর্ব্বাবেশাচ্চ মাং যদি।
অন্যং পুরোহিতং কৃত্বা যক্ষ্যেঽহং কিল সাম্প্রতম্ ॥ ২৮ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য বশিষ্ঠঃ কোপসংযুতঃ।
শশাপ ভূপতিং চেতি চাণ্ডালো ভব দুর্ম্মতে! ॥ ২৯ ॥
অনেন ত্বং শরীরেণ শ্বপচো ভব সত্বরম্।
স্বর্গকৃন্তন! পাপিষ্ঠ! সুরভীবধদূষিত! ॥ ৩০ ॥
ব্রহ্মপত্নীহরোচ্ছিন্নধর্ম্মমার্গ! বিদূষক!।
ন তে স্বর্গগতিঃ পাপ! মৃতস্যাপি কথঞ্চন ॥ ৩১ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তো গুরুণা রাজন্! ত্রিশঙ্কুস্তৎক্ষণাদপি।
তত্র তেন শরীরেণ বভূব শ্বপচাকৃতিঃ ॥ ৩২ ॥
কুণ্ডলেঽশ্মময়ে বাপি জাতে তস্য চ তৎক্ষণাৎ।
দেহে চন্দনগন্ধশ্চ বিড়্‌গন্ধো হ্যভবত্তদা ॥ ৩৩ ॥
নীলবর্ণেঽথ সংজাতে দিব্যে পীতাম্বরে তনৌ।
গজবর্ণোঽভবদ্দেহঃ শাপাত্তস্য মহাত্মনঃ।
শক্ত্যুপাসকরোষেণ ফলমেতদভূন্নৃপ! ॥ ৩৪ ॥

উচ্ছিন্নধর্ম্মমার্গেতি সম্বোধনম্। উচ্ছিন্নো ধর্ম্মমার্গো যেনেত্যর্থঃ। সুরভিবধদূষিতত্বং ব্রহ্মপত্নীহরত্বঞ্চ পূর্ব্বমুপপাদিতম্ ॥ ৩১—৩৩ ॥
ইদং ফলং পরাশক্ত্যুপাসকবশিষ্ঠশাপেন জাতমিত্যাহ শক্ত্যুপাসকরোষেণেতি ॥ ৩৪ ॥

সাতিশয় বিমনা হইয়া মহর্ষিকে পুনরায় বলিলেন ॥ ২৭ ॥ ব্রহ্মন্! গর্ব্বের আতিশয্যবশতঃ যদি আপনি আমাকে যজ্ঞ না করান, তাহা হইলে আমি এক্ষণে অন্য পুরোহিত করিয়া যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব॥২৮॥ বশিষ্ঠ রাজার বাক্য শ্রবণে অতিশয় কুপিত হইয়া তাঁহাকে শাপ দিলেন, রে দুর্ম্মতে! তুমি চণ্ডাল হও অধিক কি তুমি সত্বরই এই শরীরেই শ্বপচ হও। যাহাতে স্বর্গপথ রুদ্ধ হয়, তুই তাদৃশ পাপকার্য্য করিয়াছিস্, তুই ব্রাহ্মণের পত্নী হরণ করিয়া ধর্ম্মমার্গ উৎসন্ন দিয়াছিস্, তুই সুরভী বধ করিয়া দূষিত হইয়াছিস্, আর তুই বিদূষক, অতএব রে পাপিষ্ঠ! তোর মৃত্যু হইলেও কখন স্বর্গলাভ হইবে না ॥ ২৯-৩১ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! ত্রিশঙ্কু গুরুর ঈদৃশ নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ সেই শরীরেই তথায় শ্বপচাকৃতি হইলেন ॥ ৩২ ॥ তৎকালে তাঁহার সুবর্ণ কুণ্ডল লৌহময় হইল, তাঁহার শরীরে যে সুগন্ধ চন্দন ছিল তাহার বিষ্ঠার ন্যায় গন্ধ হইল, তাঁহার যে মনোহর পীতাম্বরযুগল পরিধান ছিল তাহা নীলবর্ণ হইল, সেই মহাত্মার শাপে তাঁহার শরীর গজের

তস্মাচ্ছ্রীশক্তিভক্তো হি নাবমান্যঃ কদাচন।
গায়ত্রীজপনিষ্ঠো হি বশিষ্ঠো মুনিসত্তমঃ ॥ ৩৫ ॥
দৃষ্ট্বা নিন্দ্যং নিজং দেহং রাজা দুঃখমবাপ্তবান্।
ন জগাম গৃহে দীনো বনমেবাভিতো যযৌ ॥ ৩৬ ॥
চিন্তয়ামাস দুঃখার্ত্তস্ত্রিশঙ্কুঃ শোকবিহ্বলঃ।
কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি দেহো মেঽতীব নিন্দিতঃ ॥ ৩৭ ॥
কর্ত্তব্যং নৈব পশ্যামি যেন মে দুঃখসংক্ষয়ঃ।
গৃহে গচ্ছামি চেৎ পুত্রঃ পীড়িতোঽদ্য ভবিষ্যতি ॥ ৩৮ ॥
ভার্য্যাপি শ্বপচং দৃষ্ট্বা নাঙ্গীকারং করিষ্যতি।
সচিবা নাদরিষ্যন্তি বীক্ষ্য মামীদৃশং পুনঃ ॥ ৩৯ ॥
জ্ঞাতয়ো বন্ধুবর্গশ্চ সঙ্গতো ন ভজিষ্যতি।
সর্ব্বৈস্ত্যক্তস্য মে নূনং জীবিতান্মরণং বরম্ ॥ ৪০ ॥
বিষং বা ভক্ষয়িত্বাদ্য পতিত্বা বা জলাশয়ে।
কৃত্বা বা কণ্ঠপাশঞ্চ দেহত্যাগং করোম্যহম্ ॥ ৪১ ॥

তস্মাচ্ছক্তিভক্তাপরাধং ন কুর্য্যাদিত্যাহ তস্মাদিতি। অয়ঞ্চ বশিষ্ঠো গায়ত্র্যুপাসকত্বাৎ পরাশক্তিভক্ত ইত্যাহ গায়ত্রীতি ॥ ৩৫—৪২ ॥

ন্তায় বর্ণযুক্ত হইল; রাজন্! যাঁহারা পরমাশক্তির উপাসক, তাঁহাদের কোপে এইরূপই ফল হইয়া থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই ॥৩৩—৩৪॥ অতএব শক্তিভক্ত মানবের অবমাননা করা কদাচ উচিত নহে, মুনিসত্তম বশিষ্ঠ দেবীর গায়ত্রী জপে নিয়তই তৎপর, সুতরাং তাঁহার কোপে রাজার দুর্দ্দশা হইবে তাহার বিচিত্র কি? ॥ ৩৫ ॥ তখন রাজা ত্রিশঙ্কু আপনার নিন্দনীয় দেহ অবলোকনপূর্ব্বক দুঃখিত হইলেন আর গৃহে গমন করিলেন না, প্রত্যুত দীনবেশে বনমধ্যেই গমন করিলেন ॥৩৬॥ রাজা ত্রিশঙ্কু দুঃখে কাতর এবং শোকে অভিভূত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন; আমার দেহ যার পর নাই নিন্দনীয় হইয়াছে সুতরাং এ অবস্থায় কোথায় যাই, উপায়ই বা কি করি!! ॥৩৭॥ যাহাতে আমার দুঃখ ক্ষয় হয়, এমন কোন উপায় দেখিতে পাইতেছি না; যদি গৃহে গমন করি, তাহা হইলে পুত্র আমার এই অবস্থা দর্শনে অত্যন্ত কাতর হইবে সন্দেহ নাই ॥৩৮॥ ভার্য্যা আমাকে শ্বপচাকৃতি দেখিয়া পুনরায় গ্রহণ করিবে না; সচিবেরাও আমার ঈদৃশ অবয়ব অবলোকন করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় আদর করিবে না ॥৩৯॥ বিশেষতঃ জ্ঞাতি ও বান্ধববর্গ আমার নিকট আসিয়া পূর্ব্বরূপে সেবা করিবেন না, অতএব সকলের পরিত্যক্ত হইয়া জীবিত থাকা অপেক্ষা আমার মৃত্যুই শ্রেয়স্কর সন্দেহ নাই ॥ ৪০ ॥ আমি বিষ পান করিয়া বা জলাশয়ে নিমগ্ন হইয়া অথবা গলে রজ্জু

অগ্নৌ বা জ্বলিতে দেহং জুহোমি বিধিবদ্বলাৎ।
কৃত্বা বানশনং প্রাণাংস্ত্যজামি দূষিতান্ ভৃশম্ ॥ ৪২ ॥
আত্মহত্যা ভবেন্নূনং পুনর্জন্মনি জন্মনি।
শ্বপচত্বঞ্চ শাপশ্চ হত্যাদোষাদ্ভবেদপি ॥ ৪৩ ॥
পুনর্বিচার্য্য ভূপালশ্চেতসা সমচিন্তয়ৎ।
আত্মহত্যা ন কর্ত্তব্যা সর্ব্বথৈব ময়াধুনা ॥ ৪৪ ॥
ভোক্তব্যং স্বকৃতং কর্ম্ম দেহেনানেন কাননে।
ভোগেনাস্য বিপাকস্য ভবিতা সর্ব্বথা ক্ষয়ঃ ॥ ৪৫ ॥
প্রারব্ধকর্ম্মণাং ভোগাদন্যথা ন ক্ষয়ো ভবেৎ।
তস্মান্ময়াত্র ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্ ॥ ৪৬ ॥
কুর্ব্বন্ পুণ্যাশ্রমাভ্যাসে তীর্থানাং সেবনং তথা।
স্মরণং চাম্বিকায়াস্তু সাধূনাং সেবনং তথা ॥ ৪৭ ॥
এবং কর্ম্মক্ষয়ং নূনং করিষ্যামি বনে বসন্।
ভাগ্যযোগাৎ কদাচিত্তু ভবেৎ সাধুসমাগমঃ ॥ ৪৮ ॥

যদি প্রাণাংস্ত্যজামি তদাত্মহত্যা ভবিষ্যতীত্যাহ আত্মহত্যেতি। তয়া চ কিং ভবিষ্যতি তত্রাহ জন্মনি জন্মনীতি। প্রতিজন্মনি শ্বপচত্বং ভবেৎ। হত্যাদোষাৎ পুনরপ্যেবংবিধং শাপাদিকঞ্চ ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ৪৩—৪৭ ॥

সাধুসমাগম ইতি। স যদা ভাগ্যযোগাদ্ভবিষ্যতি তদা মম কার্য্যং স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৪৮-৪৯॥

দিয়া আজ জীবন ত্যাগ করিব ॥ ৪১ ॥ অথবা বলপূর্ব্বক এই দেহ প্রজ্বলিত অনলে বিধি অনুসারে দহন করিব, কিংবা অনশন করিয়া এই নিতান্ত দূষিত জীবন বিসর্জ্জন করিব ॥ ৪২ ॥ কিন্তু হায়! ইহাতে আত্মহত্যার পাপ হইবে, সুতরাং হত্যাদোষবশতঃ প্রতিজন্মেই পুনরায় শ্বপচত্ব এবং অভিশাপ প্রাপ্ত হইতে হইবে ॥৪৩॥ মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া ভূপতি পুনর্ব্বার চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন যে, অধুনা আত্মহত্যা করা আমার কথনই উচিত হয় না ॥ ৪৪ ॥ এই কর্ম্মবিপাকের ভোগ হইলেই তাহার অবশ্য ক্ষয় হইবে, অতএব এই দেহে কাননমধ্যেই নিজকৃত কর্ম্ম ভোগ করিব ॥ ৪৫ ॥ বিশেষতঃ ভোগ ব্যতীত প্রারব্ধ কার্য্যের কথনই ক্ষয় হয় না, অতএব যে যে শুভ বা অশুভ কার্য্য করিয়াছি এইখানেই তৎসমুদয় ভোগ করিব ॥ ৪৬॥ আমি নিয়তই পবিত্র আশ্রমের সন্নিহিত স্থানে বাস, তীর্থস্থানে পর্য্যটন, অম্বিকার স্মরণ এবং সাধুদিগের সেবা করিব ॥ ৪৭ ॥ বনে বাস করিয়া এইরূপে নিশ্চয়ই কর্ম্ম ক্ষয় করিব, অনন্তর ভাগ্যবশতঃ যদি কথন সাধু সমাগম সংঘটিত হয় তবেই আমার কার্য্যসিদ্ধি হইবে ॥ ৪৮ ॥ নরপতি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া স্বীয়

ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা ত্যক্ত্বা স্বনগরং নৃপঃ।
গঙ্গাতীরে গতঃ কামং শোচংস্তত্রৈব সংস্থিতঃ ॥ ৪৯ ॥
হরিশ্চন্দ্রস্তদা জ্ঞাত্বা পিতুঃ শাপস্য কারণম্।
দুঃখিতঃ সচিবাংস্তত্র প্রেষয়ামাস পার্থিবঃ ॥ ৫০ ॥
সচিবাস্তত্র গত্বাশু তমূচুঃ প্রশ্রয়ান্বিতাঃ।
প্রণম্য শ্বপচাকারং নিঃশ্বসন্তং মুহুর্মুহুঃ ॥ ৫১ ॥
রাজন্! পুত্রেণ তে নূনং প্রেষিতান্ সমুপাগতান্।
অবেহি সচিবাংস্ত্বম্নো হরিশ্চন্দ্রাজ্ঞয়া স্থিতান্ ॥ ৫২ ॥
যুবরাজসুতঃ প্রাহ যৎ তচ্ছৃণু নরাধিপ!।
আনয়ধ্বং নৃপং যূয়ং সম্মান্য পিতরং মম ॥ ৫৩ ॥
তস্মাদ্রাজন্! সমাগচ্ছ রাজ্যং প্রতি গতব্যথঃ।
সেবাং সর্ব্বে করিষ্যন্তি সচিবাশ্চ প্রজাস্তথা ॥ ৫৪ ॥
গুরুং প্রসাদয়িষ্যামঃ স যথা তু দয়েত বৈ।
প্রসন্নোঽহসৌ মহাতেজা দুঃখস্যান্তং করিষ্যতি ॥ ৫৫ ॥

সচিবানিতি। সাপেক্ষয়া জ্যেষ্ঠান্ রাজ্ঞোঽপ্যতিপ্রিয়ান্ ॥ ৫০—৫৪ ॥
(গুরুমিতি। যস্ত ক্রোধাদ্ভবানীদৃশো জাতঃ সর্ব্বে মিলিত্বা তং প্রসাদয়িষ্যামঃ। তেন তে দুঃখস্যান্তো ভবিষ্যতীতি ভাবঃ ॥ ৫৫—৫৬ ॥

নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক গঙ্গাতীরে গমন করিলেন এবং অনেক অনুতাপ করিয়া সেই সুরনদীর পুলিনেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥

এদিকে পৃথিবীপতি হরিশ্চন্দ্র পিতার অভিশাপের কারণ বিদিত হইয়া দুঃখিত হৃদয়ে সচিববর্গকে তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দিলেন ॥ ৫০ ॥ রাজা চাণ্ডালের ন্যায় হইয়া মুহুর্মুহু নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন, এমন সময়ে মন্ত্রিগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া অতি বিনীতভাবে প্রণাম করিয়া বলিলেন ॥ ৫১ ॥ রাজন্! আপনার পুত্র আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহার অনুমতিক্রমে আমরা আপনার নিকট আসিয়াছি, আমরা রাজা হরিশ্চন্দ্রের আজ্ঞানুবর্ত্তী সচিব, ইহা আপনি সত্য বলিয়া জানিবেন ॥ ৫২ ॥ নরনাথ! আপনার পুত্র যুবরাজ যাহা বলিয়াছেন তাহা শ্রবণ করুন; তিনি বলিয়াছেন যে, আমার পিতাকে তোমরা অতি সত্বর এখানে আনয়ন করিবে ॥ ৫৩ ॥ অতএব রাজন্! মনোবেদনা পরিত্যাগ করিয়া রাজধানীতে গমন করুন; সচিববর্গ কি প্রজাবর্গ সকলেই আপনার নিয়তই সেবা করিবে ॥ ৫৪ ॥ গুরুদেব বশিষ্ঠ যাহাতে আপনার প্রতি সদয় হন আমরা সকলেই সেইরূপে তাঁহাকে প্রসাদিত করিব; তাহা হইলে অবশ্যই সেই মহাতেজা প্রসন্ন

ইতি পুত্রেণ তে রাজন্! কথিতং বহুধা কিল।
তস্মাদ্ গমনমেবাশু রোচতাং নিজসদ্মনি ॥ ৫৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তেষাং নৃপঃ শ্রুত্বা ভাষিতং শ্বপচাকৃতিঃ।
স্বগৃহং গমনায়াসৌ ন মতিং কৃতবানদঃ ॥ ৫৭ ॥
তানুবাচ তদা বাক্যং ব্রজন্তু সচিবাঃ পুরম্।
গত্বা পুত্রং মহাভাগা ব্রুবন্তু বচনাচ্চ মে ॥ ৫৮ ॥
নাগমিষ্যাম্যহং পুত্র! কুরু রাজ্যমতন্দ্রিতঃ।
মানয়ন্ ব্রাহ্মণান্ দেবান্ যজন্ যজ্ঞৈরনেকশঃ ॥ ৫৯ ॥
নাহং শ্বপচবেশেন গর্হিতেন মহাত্মভিঃ।
আগমিষ্যাম্যযোধ্যায়াং সর্ব্বে গচ্ছন্তু মা চিরম্ ॥ ৬০ ॥
পুত্রং সিংহাসনে স্থাপ্য হরিশ্চন্দ্রং মহাবলম্।
কুর্ব্বন্তু রাজ্যকর্ম্মাণি যূয়ং তত্র মমাজ্ঞয়া ॥ ৬১ ॥
ইত্যাদিষ্টাস্ততস্তে তু রুরুদুশ্চাতুরা ভৃশম্।
সচিবা নির্যযুস্তূর্ণং নত্বা তঞ্চ বনাশ্রমাৎ ॥ ৬২ ॥

ইতীতি। নৃপস্ত্রিশঙ্কুরিত্যাদ ইত্যেতৎ ভাষিতং বচনং শ্রুত্বা সচিবানামিতি শেষঃ। গৃহং প্রতি গমনায় মতিং ন কৃতবানিত্বয়ঃ ॥ ৫৭—৫৯ ॥
গৃহাগমনে কারণমাহ নাহং শ্বপচবেশেনেতি ॥ ৬০—৬২ ॥

হইয়া আশু আপনার দুঃখের অবসান করিবেন ॥ ৫৫ ॥ রাজন্! আপনার পুত্র এই প্রকার অনেক কথা বলিয়াছেন, অতএব এক্ষণে আপন আলয়ে গমন করিতে আপনার অভিরুচি হউক্ ॥ ৫৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, নরনাথ! সেই শ্বপচাকৃতি নরপতি তাহাদের ঈদৃশ বাক্য শুনিয়াও স্বীয় আলয়ে গমন করিতে অভিলাষ করিলেন না, পরন্তু তাহাদিগকে বলিলেন যে, সচিবগণ! তোমরা গৃহে প্রতিগমন কর; তোমরা গৃহে যাইয়া আমার বাক্যানুসারে পুত্রকে বলিবে যে, আমি আর গৃহে গমন করিব না; তুমি আলস্য ত্যাগ করিয়া সাবধানে রাজ্যশাসন করিবে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক দেবগণের অর্চ্চনা করিবে ॥ ৫৭—৫৯ ॥ আমি এই নিন্দনীয় চণ্ডালবেশে মহানুভবগণের সহিত অযোধ্যায় যাইতে ইচ্ছা করি না, অতএব তোমরা অবিলম্বে অযোধ্যায় গমন কর ॥ ৬০ ॥ আমার আজ্ঞানুসারে মদীয় পুত্র মহাবল হরিশ্চন্দ্রকে সিংহাসনে সংস্থাপিত করিয়া তোমরা রাজকার্য্য সম্পাদন করিবে ॥ ৬১ ॥ অনন্তর সচিবগণ রাজার

অযোধ্যায়ামুপাগত্য পুণ্যেঽহ্নি বিধিপূর্ব্বকম্।
অভিষেকং তদা চক্রুর্হরিশ্চন্দ্রস্য মূর্দ্ধনি তে ॥ ৬৩ ॥
অভিষিক্তস্তু তেজস্বী সচিবাশ্চ নৃপাজ্ঞয়া।
রাজ্যং চকার ধর্ম্মিষ্ঠঃ পিতরং চিন্তয়ন্ ভৃশম্ ॥ ৬৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং সপ্তমস্কন্ধে ত্রিশঙ্কোঃ শাপবর্ণনং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

বনপ্রত্যাগমনানন্তরং সচিবাঃ কিং চক্রুস্তদাহ অযোধ্যায়ামিতি ॥ ৬৩—৬৪ ॥)

ইতি শ্রীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

এইরূপ আজ্ঞা শুনিয়া কাতর হৃদয়ে সাতিশয় রোদন করিলেন এবং তাহাকে প্রণাম করিয়া অবিলম্বে বনাশ্রম হইতে নির্গত হইলেন ॥ ৬২ ॥ তৎকালে তাঁহারা অযোধ্যায় আগমন করিয়া পবিত্র দিবসে হরিশ্চন্দ্রের মস্তকে বিধিপূর্ব্বক মন্ত্রপূত অভিষেক বারি প্রদান করিলেন ॥ ৬৩ ॥ সেই তেজস্বী ধর্ম্মনিষ্ঠ হরিশ্চন্দ্র রাজার আজ্ঞা অনুসারে রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া নিরন্তর পিতাকে স্মরণ করিয়া সচিববর্গের সহিত ধর্ম্মানুসারে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন ॥ ৬৪ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে ত্রিশঙ্কুর প্রতি বশিষ্ঠশাপ বর্ণন নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

রাজোবাচ।

হরিশ্চন্দ্রঃ কৃতো রাজা সচিবৈর্নৃপশাসনাৎ।
ত্রিশঙ্কুস্তু কথং মুক্তস্তস্মাচ্চাণ্ডালদেহতঃ ॥ ১ ॥
মৃতো বা বনমধ্যে তু গঙ্গাতীরে পরিপ্লুতঃ।
গুরুণা বা কৃপাং কৃত্বা শাপাত্তস্মাদ্বিমোচিতঃ ॥ ২ ॥
এতদ্‌বৃত্তান্তমখিলং কথয়স্ব মমাগ্রতঃ।
চরিতং তস্য নৃপতেঃ শ্রোতুকামোঽস্মি সর্ব্বথা ॥ ৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

অভিষিক্তং সুতং কৃত্বা রাজা সন্তুষ্টমানসঃ।
কালাতিক্রমণং তত্র চকার চিন্তয়ন্ শিবাম্ ॥ ৪ ॥
এবং গচ্ছতি কালে তু তপস্তপ্ত্বা সমাহিতঃ।
দ্রষ্টুং দারান্ সুতাদীংশ্চ তদাগাৎ কৌশিকো মুনিঃ ॥ ৫ ॥

দ্বিষষ্টিশ্লোকবর্য্যেস্তু হরিশ্চন্দ্রে নৃপে সতি।
ত্রিশঙ্কোঃ কৌশিকস্যাপি সমাগম উদীর্য্যতে ॥

হরিশ্চন্দ্রস্য রাজ্যাভিষেকে কৃতে সত্যনন্তরং বৃত্তমাহ হরিশ্চন্দ্র ইতি ॥ ১—৪ ॥
অস্মিন্ সময়ে তপশ্চর্য্যার্থং বহুকালং গতো বিশ্বামিত্রঃ স্বগৃহমাগত ইত্যাহ এবং গচ্ছতীতি ॥ ৫—৬ ॥

জনমেজয় বলিলেন, মুনিসত্তম! নরপতির আজ্ঞানুসারে সচিবগণ হরিশ্চন্দ্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন, কিন্তু ত্রিশঙ্কু সেই চাণ্ডালদেহ হইতে কি প্রকারে মুক্তিলাভ করিলেন তাহা আপনি আমাকে বলুন ॥ ১ ॥ তিনি গঙ্গাতীরের পবিত্র সলিলে অবগাহন করিয়া বনমধ্যে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শাপ হইতে বিমুক্ত হইয়াছিলেন, অথবা গুরু বশিষ্ঠদেব কৃপা করিয়া তাঁহাকে শাপ হইতে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন? ॥ ২ ॥ ঋষিবর! আমি সেই নরপতির চরিত্র শ্রবণ করিতে একান্ত সমুৎসুক হইয়াছি, অতএব আপনি সেই সমস্ত অদ্ভুত চরিত্র আমার নিকট সবিস্তার বর্ণন করুন ॥ ৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! রাজা পুত্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া সন্তুষ্টচিত্ত হইলেন এবং ভগবতী ভবানীর ধ্যান করিয়া সেই বনেই কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥ এইরূপে কিছুকাল গত হইলে কুশিক তনয় বিশ্বামিত্র একান্তচিত্তে তপশ্চর্য্যার অনুষ্ঠান সমাপন করিয়া স্ত্রী ও পুত্রদিগকে দেখিবার নিমিত্ত স্বীয় গৃহে প্রত্যাগমন

আগত্য স্বজনং দৃষ্ট্বা সুস্থিতং মুদমাপ্তবান্।
ভার্য্যাং পপ্রচ্ছ মেধাবী স্থিতামগ্রে সপর্য্যয়া ॥ ৬ ॥
দুর্ভিক্ষে তু কথং কালস্ত্বয়া নীতঃ সুলোচনে!।
অন্নং বিনা ত্বিমে বালাঃ পালিতাঃ কেন তদ্বদ ॥ ৭ ॥
অহং তপসি সম্বদ্ধো নাগতঃ শৃণু সুন্দরি!।
কিং কৃতস্তু ত্বয়া কান্তে! বিনা দ্রব্যেণ শোভনে! ॥ ৮ ॥
ময়া চিন্তা কৃতা তত্র শ্রুত্বা দুর্ভিক্ষমুত্তমম্।
নাগতোঽহং বিচার্য্যৈবং কিং করিষ্যামি নির্ধনঃ ॥ ৯ ॥
অহমপ্যতি বামোরু! পীড়িতঃ ক্ষুধয়া বনে।
প্রবিষ্টশ্চৌরভাবেন কুত্রচিৎ শ্বপচালয়ে ॥ ১০ ॥
শ্বপচং নিদ্রিতং দৃষ্ট্বা ক্ষুধয়া পীড়িতো ভৃশম্।
মহানসং পরিজ্ঞায় ভক্ষ্যার্থং সমুপস্থিতঃ ॥ ১১ ॥
যদা ভাণ্ডং সমুদ্ঘাট্য পক্বং শ্বতনুজামিষম্।
গৃহ্ণামি ভক্ষণার্থায় তদা দৃষ্টস্তু তেন বৈ ॥ ১২ ॥

বিশ্বামিত্রো দুর্ভিক্ষকালজং বৃত্তান্তং ভার্য্যাং পৃচ্ছতি দুর্ভিক্ষে ত্বিতি ॥ ৭—৯
ইত্থং ভার্য্যাবৃত্তান্তং পৃষ্ট্বা স্ববৃত্তান্তমাহ অহমপ্যতীতি ১০—১৭

করিলেন ॥ ৫ ॥ সেই মেধাবী মুনিবর গৃহে আসিয়া পুত্রাদি স্বজনগণকে স্বচ্ছন্দে অবস্থিত দর্শন করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহার ভার্য্যা তাঁহার পরিচর্য্যা করিবার নিমিত্ত সম্মুখে আসিলে তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৬ ॥ সুলোচনে! দুর্ভিক্ষের সময় তুমি কি প্রকারে কাল অতিবাহিত করিলে? গৃহে কিছু মাত্র অন্নের সংস্থান ছিল না, তবে এই বালকদিগকে কি উপায়ে প্রতিপালন করিলে? তাহা তুমি আমার নিকট বল ॥ ৭ ॥ সুন্দরি! আমি তপশ্চর্য্যায় সর্ব্বতোভাবে বদ্ধ হইয়াছিলাম, সুতরাং তোমাদের প্রতিপালনের নিমিত্ত এখানে আসিতে পারি নাই; কিন্তু কান্তে! তুমি খাদ্যদ্রব্যের অভাবে কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলে? ॥ ৮ ॥ শোভনে! আমি অদ্ভুত দুর্ভিক্ষ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তৎকালে চিন্তা করিলাম যে, আমি ধনহীন সুতরাং এমন সময় সেখানে গিয়া কি করিব? এইরূপ বিচার করিয়াই আমি এখানে আসিলাম না ॥ ৯ ॥ বামোরু! তৎকালে একদা আমি ক্ষুধায় অতিশয় কাতর হইয়া কোন উপায় না দেখিয়া একটী চাণ্ডালের আলয়ে চৌরভাবে প্রবিষ্ট হইলাম ॥ ১০ ॥ গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম শ্বপচ নিদ্রিত; তখন আমি ক্ষুধায় যার পর নাই কাতর হইয়া তাহার রন্ধনশালা অন্বেষণ করিয়া তাহাতে উপস্থিত হইলাম ॥ ১১ ॥ পাকস্থালী উদঘাটিত

পৃষ্টঃ কস্ত্বং কথং প্রাপ্তো গৃহে মে নিশি সাদরম্।
ব্রূহি কার্য্যং কিমর্থং ত্বমুদ্‌ঘাটয়সি ভাণ্ডকম্ ॥ ১৩ ॥
ইত্যুক্তঃ শ্বপচেনাহং ক্ষুধয়া পীড়িতো ভৃশম্।
তমবোচং সুকেশান্তে! কামং গদ্গদয়া গিরা ॥ ১৪ ॥
ব্রাহ্মণোঽহং মহাভাগ! তাপসঃ ক্ষুধয়ার্দ্দিতঃ।
চৌরভাবমনুপ্রাপ্তো ভক্ষ্যং পশ্যামি ভাণ্ডকে ॥ ১৫ ॥
চৌরভাবেন সম্প্রাপ্তোঽস্ম্যতিথিস্তে মহামতে!।
ক্ষুধিতোঽস্মি দদস্বাজ্ঞাং মাংসমদ্মি সুসংস্কৃতম্ ॥ ১৬ ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ।

শ্বপচস্তু বচঃ শ্রুত্বা মামুবাচ সুনিশ্চিতম্।
ভক্ষং মা কুরু বর্ণাগ্র্য! জানীহি শ্বপচালয়ম্ ॥ ১৭ ॥
দুর্লভং খলু মানুষ্যং তত্রাপি চ দ্বিজন্মতা।
দ্বিজত্বে ব্রাহ্মণত্বঞ্চ দুর্লভং বেৎসি কিং ন হি ॥ ১৮ ॥
দুষ্টাহারো ন কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বথা লোকমিচ্ছতা।
অগ্রাহ্যা মনুনা প্রোক্তাঃ কর্ম্মণা সপ্ত চান্ত্যজাঃ।
ত্যাজ্যোঽহং কর্ম্মণা বিপ্র! শ্বপচো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৯ ॥

দ্বিজত্বে ব্রাহ্মণত্বঞ্চেতি। দ্বিজত্বে সত্যপি ব্রাহ্মণত্বং দুর্লভমিত্যর্থঃ ॥ ১৮—১৯ ॥

করিয়া ভোজনের নিমিত্ত যেমন পক্ক কুকুরমাংস গ্রহণ করিব, অমনি সেই শ্বপচের নয়নপথে পতিত হইলাম ॥ ১২ ॥ সে আমাকে সাদরে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে? কি নিমিত্ত রাত্রিকালে আমার গৃহে প্রবিষ্ট হইলে? কি নিমিত্তই বা পাকস্থালী উদ্‌ঘাটিত করিতেছ? তোমার প্রয়োজন কি তাহা আমার নিকট বল ॥ ১৩ ॥ সুন্দরি! চাণ্ডাল যখন আমাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিল তখন আমি ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর, সুতরাং আমার অভিলাষ গদ্‌গদস্বরে ব্যক্ত করিলাম ॥ ১৪ ॥ মহাভাগ! আমি তাপস ব্রাহ্মণ, ক্ষুধায় সাতিশয় ক্লেশ পাইয়া চৌরভাবে তোমার গৃহে আসিয়া এই ভাণ্ডে ভক্ষ্যদ্রব্য অন্বেষণ করিতেছি ॥ ১৫ ॥ মহামতে! আমি এখন তোমার গৃহে চৌরভাবে অতিথি, বিশেষতঃ আমি এক্ষণে ক্ষুধায় নিতান্ত পীড়িত অতএব সুসংস্কৃত মাংস ভোজন করিব, তুমি এই বিষয়ে আমাকে অনুমতি প্রদান কর ॥১৬॥ শ্বপচ আমার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আমাকে শাস্ত্রানুমোদিত বাক্যে বলিল, হে বর্ণশ্রেষ্ঠ! ইহা চাণ্ডালের আলয় বলিয়া জানিবেন, অতএব কদাচ আপনি ইহা ভক্ষণ করিবেন না ॥ ১৭ ॥ দেখুন ইহলোকে মানবজন্ম অতি দুর্লভ, আর যদিও মনুষ্য জন্ম লাভ হয় তথাপি দ্বিজজন্ম তদপেক্ষা অধিকতর দুর্লভ;

নিবারয়ামি ভক্ষ্যাত্ত্বাং ন লোভেনাঞ্জসা দ্বিজ ! ।
বর্ণসঙ্করদোষোঽয়ং মা যাতু ত্বাং দ্বিজোত্তম ! ॥ ২০ ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ।

সত্যং বদসি ধর্ম্মজ্ঞ ! মতিস্তে বিশদান্ত্যজ ! ।
তথাপ্যাপদি ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মমার্গং ব্রবীম্যহম্ ॥ ২১ ॥
দেহস্য রক্ষণং কার্য্যং সর্ব্বথা যদি মানদ ! ।
পাপস্যান্তে পুনঃ কার্য্যং প্রায়শ্চিত্তং বিশুদ্ধয়ে ॥ ২২ ॥
দুর্গতিস্তু ভবেৎ পাপাদনাপদি ন চাপদি।
মরণাৎ ক্ষুধিতস্যাথ নরকো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৩ ॥
তস্মাৎ ক্ষুধাপহরণং কর্ত্তব্যং শুভমিচ্ছতা।
তেনাহং চৌর্য্যধর্ম্মেণ দেহং রক্ষেঽপ্যথান্ত্যজ ! ॥ ২৪ ॥
অবর্ষণে চ চৌর্য্যেণ যৎ পাপং কথিতং বুধৈঃ।
যো ন বর্ষতি পর্জ্জন্যস্তত্তু তস্মৈ ভবিষ্যতি ॥ ২৫ ॥

মা যাতু মা গচ্ছতু মা শব্দো নিষেধার্থকঃ ॥ ২০—২২ ॥

অসদুপায়ে সত্যপি যঃ ক্ষুধিতঃ প্রাণত্যাগং করোতি স নরকং প্রাপ্নোতীত্যাহ মরণাদিতি ॥ ২৩—২৬ ॥

আবার দ্বিজ হইতেও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা অতীব সুকঠিন, ইহা কি আপনি জানেন না ? ॥১৮॥ যাঁহারা স্বর্গাদি লাভ করিবার বাসনা করেন দূষিত অন্ন আহার করা তাঁহাদের কখনই উচিত নহে ; মহর্ষি মনু কর্ম্ম অনুসারে সপ্ত জাতিকে অন্ত্যজ বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন। অতএব বিপ্র! আমিও কর্ম্মবশতঃ শ্বপচজাতি হইয়া সকলের পরিত্যাজ্য হইয়াছি, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ১৯ ॥ দ্বিজবর! লোভবশতঃ এই বর্ণসঙ্কর দোষ সহসা আপনাকে স্পর্শ না করে এই অভিপ্রায়ে আমি আপনাকে ভক্ষণ করিতে নিবারণ করিতেছি ॥ ২০ ॥

বিশ্বামিত্র বলিলেন, ধর্ম্মজ্ঞ ! তুমি সত্যই বলিতেছ, তুমি চাণ্ডাল হইলেও তোমার বুদ্ধি অতিশয় নির্ম্মল এক্ষণে আমি তোমাকে আপদ্-ধর্ম্মের সূক্ষ্মপথ বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ২১ ॥ হে মানদ ! সকল সময়েই দেহ রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয় ; কিন্তু যদি তাহাতে পাপ হয় তবে আপদের অবসানে বিশুদ্ধির নিমিত্ত সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত ॥ ২২ ॥ আর আপদ্‌কাল ব্যতীত পাপ কার্য্য করিলে মানবের তাহা হইতে দুর্গতি হইয়া থাকে, কিন্তু আপদ্‌কালে তাহা হয় না। যে মানব ক্ষুধিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় অন্তে তাহার নরক হয়, ইহাতে সংশয় নাই ; অতএব শুভাকাঙ্ক্ষী মানবের ক্ষুধা নিবারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। হে অন্ত্যজ ! আমি সেই কারণবশতই চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দেহ রক্ষা করিবার বাসনা করিয়াছি ॥ ২৩—২৪ ॥ দেখ, দুর্ভিক্ষ সময়ে চৌর্য্যকর্ম্ম

ইত্যুক্তে বচনে কান্তে ! পর্জ্জন্যঃ সহসাপতৎ।
গগনাদ্ধস্তিহস্তাভির্ধারাভিরভিকাঙ্ক্ষিতঃ ॥ ২৬ ॥
মুদিতোঽহং ঘনং বীক্ষ্য বর্ষন্তং বিদ্যুতা সহ।
তদাহং তদ্গৃহং ত্যক্ত্বা নিঃসৃতঃ পরয়া মুদা ॥ ২৭ ॥
কথয় ত্বং বরারোহে ! কালো নীতস্ত্বয়া কথম্।
কান্তারে পরমঃ ক্রূরঃ ক্ষয়কৃৎ প্রাণিনামিহ ॥ ২৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা পতিমাহ প্রিয়ংবদা।
যথা শৃণু ময়া নীতঃ কালঃ পরমদারুণঃ ॥ ২৯ ॥
গতে ত্বয়ি মুনিশ্রেষ্ঠ ! দুর্ভিক্ষং সমুপাগতম্।
অন্নার্থং পুত্রকাঃ সর্ব্বে বভূবুশ্চাতিদুঃখিতাঃ ॥ ৩০ ॥
ক্ষুধিতান্ বালকান্ বীক্ষ্য নীবারার্থং বনে বনে।
ভ্রান্তাহং চিন্তয়াবিষ্টা কিঞ্চিৎ প্রাপ্তং ফলং তদা ॥ ৩১ ॥
এবঞ্চ কতিচিন্মাসা নীবারেণাতিবাহিতাঃ।
তদভাবে ময়া কান্ত ! চিন্তিতং মনসা পুনঃ ॥ ৩২ ॥

(বর্ষন্তং মেঘমালোক্য দুর্ভিক্ষনিবারণসম্ভাবনয়া মুদিতো হৃষ্টশ্চণ্ডালগৃহং পরিত্যজ্য নির্গতঃ ॥ ২৭—৩০ ॥)

নীবারার্থম্ অরণ্যে ভবাঃ শ্যামাকা নীবারা ইতি। নীবারাশ্চ মে ইতি রুদ্রভাষ্যে মাধবঃ। ফলং নীবাররূপম্। কিঞ্চিদুদরপূর্ত্ত্যপরিমিতম্ ॥ ৩১—৩২ ॥

করিলে পণ্ডিতগণ যে পাপের বিধান করিয়াছেন, তাহা যে পর্জ্জন্য বর্ষণ না করেন সেই পাপ তাঁহাকেই অবশ্য স্পর্শ করিয়া থাকে ॥ ২৫ ॥ কান্তে! এই কথা বলিবামাত্র সকলের সর্ব্বতোভাবে আকাঙ্ক্ষিত পর্জ্জন্যদেব সহসা হস্তিশুণ্ডাকার ধারায় বর্ষণ করিতে লাগিল ॥২৬॥ মেঘ বিদ্যুতের সহিত বর্ষণ করিলে পর আমি উহা অবলোকন করিয়া আনন্দিত হইলাম, তখন নিরতিশয় আহ্লাদ সহকারে সেই চাণ্ডাল গৃহ ত্যাগ করিয়া বহির্গত হইলাম ॥২৭॥ বরারোহে! এই নিবিড় কাননে সমস্ত প্রাণিপুঞ্জের ক্ষয়কর অতীব ভয়ঙ্কর সেই দুর্ভিক্ষের সময় তুমি কি প্রকারে অতিবাহিত করিলে তাহা আমাকে বল ? ॥ ২৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! পতির ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া সেই প্রিয়ভাষিণী প্রিয়তমা তাঁহাকে কহিলেন যে, সেই পরম নিদারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে আমি যেরূপে কাল যাপন করিয়াছি, তাহা আপনি শ্রবণ করুন ॥২৯॥ মুনিবর! আপনি তপস্যায় গমন করিলে ঘোরতর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল, তখন পুত্রগণ ক্ষুধায় কাতর হইয়া অন্নের নিমিত্ত নিরতিশয় দুঃখিত হইল ॥ ৩০ ॥ আমি বালকগণকে ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া চিন্তাবিষ্ট হইলাম, তখন নীবারের

ন ভিক্ষা কিল দুর্ভিক্ষে নীবারা নাপি কাননে।
ন বৃক্ষেষু ফলান্যাসুর্ন মূলানি ধরাতলে ॥ ৩৩ ॥
ক্ষুধয়া পীড়িতা বালা রুদন্তি ভৃশমাতুরাঃ।
কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি কিং ব্রবীমি ক্ষুধার্দ্দিতান্ ॥ ৩৪ ॥
এবং বিচিন্ত্য মনসা নিশ্চয়স্তু ময়া কৃতঃ।
পুত্রমেকং দদাম্যদ্য কস্মৈচিদ্ধনিনে কিল ॥ ৩৫ ॥
গৃহীত্বা তস্য মৌল্যস্তু তেন দ্রব্যেণ বালকান্।
পালয়েঽহং ক্ষুধার্ত্তাংস্তু নান্যোপায়োঽস্তি পালনে ॥ ৩৬ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা পুত্রোঽয়ং প্রহিতো ময়া।
বিক্রয়ার্থং মহাভাগ! ক্রন্দমানো ভৃশাতুরঃ ॥ ৩৭ ॥
ক্রন্দমানং গৃহীত্বৈনং নির্গতাহং গতত্রপা ॥ ৩৮ ॥
তদা সত্যব্রতো মার্গে মামুদ্বীক্ষ্য ভৃশাতুরাম্।
পপ্রচ্ছ স চ রাজর্ষিঃ কস্মাদ্রোদিতি বালকঃ ॥ ৩৯ ॥
তদাহং তমুবাচেদং বচনং মুনিসত্তম!।
বিক্রয়ার্থং নীয়তেঽসৌ বালকোঽদ্য ময়া নৃপ! ॥ ৪০ ॥

আসুরিত্যত্র ছান্দসো ভুভাবাভাবঃ ॥ ৩৩—৩৫ ॥
সন্ধিরার্ষঃ ॥ ৩৬—৪১ ॥

নিমিত্ত বনে বনে ভ্রমণ করিয়া কতকগুলি ফল প্রাপ্ত হইলাম ॥ ৩১ ॥ এইরূপে নীবারান্ন দ্বারা কয়েক মাস অতিবাহিত করিলাম, পরে ক্রমে ক্রমে তাহারও অভাব হইয়া উঠিলে পুনর্ব্বার মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম ॥ ৩২ ॥ এই দারুণ দুর্ভিক্ষ সময়ে কাননমধ্যে নীবার সকলেরও একান্ত অভাব, এক্ষণে ভিক্ষাও সুলভ নহে, বৃক্ষেও ফল নাই এবং ধরাতলেও মূল পাওয়া যায় না ॥৩৩॥ বালকেরা ত ক্ষুধার জালায় কাতর হইয়া অতিশয় রোদন করিতেছে এক্ষণে উপায় কি? কোথায় যাই? ক্ষুধিত বালকদিগকেই বা কি বলি ॥৩৪॥ এই প্রকার নানাবিষয় চিন্তা করিয়া স্থির করিলাম যে, একটি পুত্রকে কোন ধনীর নিকট বিক্রয় করিব এবং তাহার মূল্য লইয়া সেই অর্থ দ্বারা ক্ষুধার্ত্ত বালকগণকে প্রতিপালন করিব। ইহা ভিন্ন পালনের অন্য উপায় আর নাই ॥ ৩৫—৩৬ ॥ কান্ত! মনে মনে ইহা বিবেচনা করিয়া এই পুত্রটিকেই বিক্রয়ের নিমিত্ত নিয়োজিত করিলাম; মহাভাগ! তখন এই বালক অত্যন্ত কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল, তথাপি আমি লজ্জাবিহীন হইয়া ক্রন্দনপর বালককে সঙ্গে লইয়া আশ্রম হইতে বহির্গত হইলাম ॥৩৭—৩৮॥ এই সময়ে সত্যব্রত নামক রাজর্ষি পথিমধ্যে আমাকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

শ্রুত্বা মে বচনং রাজা দয়ার্দ্রহৃদয়স্ততঃ।
মামুবাচ গৃহং যাহি গৃহীত্বৈনং কুমারকম্ ॥ ৪১ ॥
ভোজনার্থে কুমারাণামামিষং বিহিতং তব।
প্রাপয়িষ্যাম্যহং নিত্যং যাবন্মুনিসমাগমঃ ॥ ৪২ ॥
অহন্যহনি ভূপালো বৃক্ষেঽস্মিন্ মৃগশূকরান্।
বিন্যস্য যাতি হত্বাসৌ প্রত্যহং দয়য়ান্বিতঃ ॥ ৪৩ ॥
তেনৈব বালকাঃ কান্ত! পালিতা বৃজিনার্ণবাৎ।
বশিষ্ঠেনাথ শপ্তোঽসৌ ভূপতির্মম কারণাৎ ॥ ৪৪ ॥
কস্মিংশ্চিদ্দিবসে মাংসং ন প্রাপ্তং তেন কাননে।
হতা দোগ্ধ্রী বশিষ্ঠস্য তেনাসৌ কুপিতো মুনিঃ ॥ ৪৫ ॥
ত্রিশঙ্কুরিতি ভূপস্য কৃতং নাম মহাত্মনা।
কুপিতেন বধাদ্ধেতোশ্চাণ্ডালশ্চ কৃতো নৃপঃ ॥ ৪৬ ॥
তেনাহং দুঃখিতা জাতা তস্য দুঃখেন কৌশিক!।
শ্বপচত্বমসৌ প্রাপ্তো মৎকৃতে নৃপনন্দনঃ ॥ ৪৭ ॥

(গৃহপ্রত্যাগমনে কারণমাহ ভোজনার্থে কুমারাণামিতি ॥ ৪২—৪৩ ॥
বৃজিনার্ণবাৎ দুর্ভিক্ষরূপশঙ্কটসাগরাদিত্যর্থঃ ॥ ৪৪—৪৭ ॥)

সুব্রতে! এই বালক কি কারণে রোদন করিতেছে ॥ ৩৯ ॥ হে মুনিসত্তম! তখন আমি তাঁহাকে বলিলাম; রাজন্! অদ্য আমি এই বালককে বিক্রয় করিব বলিয়া লইয়া যাই-তেছি ॥ ৪০ ॥ আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজার হৃদয় করুণারসে অভিষিক্ত হইল তখন তিনি আমাকে বলিলেন যে, আপনি এই কুমারকে লইয়া আশ্রমে প্রতিগমন করুন ॥ ৪১ ॥ যাবৎ মুনিবর আশ্রমে সমাগত না হন, তাবৎকাল আমি এই কুমারগণের ভোজনের নিমিত্ত প্রত্যহ ভোজনের উপযোগী আমিষ সংগ্রহ করিয়া আপনার নিকট লইয়া যাইব ॥৪২॥ মুনিবর! তদবধি ঐ ভূপাল দয়াপরবশ হইয়া প্রতিদিন মৃগ ও শূকর সকল হনন করিয়া তদীয় মাংস এই বৃক্ষে বাঁধিয়া রাখিয়া যাইতেন ॥৪৩॥ কান্ত! তাহাতেই আমি বালকগণকে সেই দারুণ শঙ্কট সাগর হইতে রক্ষা করিয়াছি, কিন্তু ঐ ভূপতি আমার নিমিত্তই বশিষ্ঠের নিকট অভিশাপ প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৪৪ ॥ কোনও দিন সেই রাজা কাননমধ্যে মাংস প্রাপ্ত হইলেন না, সুতরাং বশিষ্ঠের কামধেনু বধ করিলেন, সেই কারণবশতঃ মুনি তাঁহার উপর কুপিত হইলেন ॥ ৪৫ ॥ মহাত্মা মুনি গোবধনিবন্ধন কুপিত হইয়া সেই ভূপতির ত্রিশঙ্কু এই নাম রাখিয়া তাঁহাকে চাণ্ডাল করিলেন ॥ ৪৬ ॥ কৌশিক! রাজকুমার আমার উপকার করিতে গিয়া চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইলেন, সুতরাং তাঁহার সেই দুঃখে আমি যার পর নাই

যেন কেনাপ্যুপায়েন ভবতা নৃপতেঃ কিল।
তস্মাদ্রক্ষা প্রকর্ত্তব্যা তপসা প্রবলেন হ ॥ ৪৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি ভার্য্যাবচঃ শ্রুত্বা কৌশিকো মুনিসত্তমঃ।
তামাহ কামিনীং দীনাং সান্ত্বপূর্ব্বমরিন্দম ! ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ।

মোচয়িষ্যামি তং শাপান্নৃপং কমললোচনে ! ।
উপকারঃ কৃতো যেন কান্তারাদ্রক্ষিতাসি বৈ।
বিদ্যাতপোবলেনাহং করিষ্যে দুঃখসংক্ষয়ম্ ॥ ৫০ ॥
ইত্যাশ্বাস্য প্রিয়াং তত্র কৌশিকঃ পরমার্থবিৎ।
চিন্তয়ামাস নৃপতেঃ কথং স্যাদ্দুঃখনাশনম্ ॥ ৫১ ॥
সংবিমৃশ্য মুনিস্তত্র জগাম যত্র পার্থিবঃ।
ত্রিশঙ্কুঃ পক্কণে দীনঃ সংস্থিতঃ শ্বপচাকৃতিঃ ॥ ৫২ ॥
আগচ্ছন্তং মুনিং দৃষ্ট্বা বিস্মিতোঽসৌ নরাধিপঃ।
দণ্ডবন্নিপপাতোর্ব্ব্যাং পাদয়োস্তরসা মুনেঃ ॥ ৫৩ ॥

তস্মাদ্রক্ষেতি। তস্মাচ্ছ্বপচত্বাদ্রক্ষণমিত্যর্থঃ ॥ ৪৮—৪৯ ॥
কান্তারাৎ শঙ্কটাৎ ॥ ৫০—৫২ ॥
পক্কণে শ্বপচগ্রামে গ্রামাদ্বহির্ভূতে ॥ ৫৩—৫৪ ॥

দুঃখিত হইয়াছি ॥ ৪৭ ॥ অতএব যে কোন উপায়েই হউক বা প্রবল তপস্যার বলেই হউক নৃপতিকে সেই বিপদ্ হইতে রক্ষা করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ৪৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! ভার্য্যার ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া মুনিসত্তম কৌশিক সেই দুঃখিতা কামিনীকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন ॥ ৪৯ ॥ কমললোচনে ! যে নরপতি তোমাকে সেই দারুণ শঙ্কট হইতে রক্ষা করিয়া উপকার করিয়াছেন আমি তাঁহাকে শাপ হইতে মুক্ত করিব। অধিক কি, বিদ্যাবল বা তপোবলেই হউক আমি তাঁহার দুঃখ নিবারণ করিব ॥ ৫০ ॥ তৎকালে প্রিয়তমাকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিয়া পরমার্থবিদ্ কৌশিক কি প্রকারে নরপতির দুঃখ নাশ করিবেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৫১ ॥ তখন মুনিবর মনে মনে বিশেষ বিবেচনা করিয়া পৃথিবীপতি ত্রিশঙ্কুর নিকট গমন করিলেন। তৎকালে ত্রিশঙ্কু রাজা শ্বপচবেশে চণ্ডালদিগের গ্রামে দীনভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন ॥ ৫২ ॥ নরপতি মুনিকে আসিতে দেখিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইয়া অবিলম্বে তাঁহার চরণতলে দণ্ডের

গৃহীত্বা তং করে ভূপং পতিতং কৌশিকস্তদা।
উত্থাপ্যোবাচ বচনং সান্ত্বপূর্ব্বং দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৫৪ ॥
মৎকৃতে ত্বং মহীপাল! শপ্তোঽসি মুনিনা যতঃ।
বাঞ্ছিতং তে করিষ্যামি ব্রূহি কিং করবাণ্যহম্ ॥ ৫৫ ॥

রাজোবাচ।

ময়া সম্প্রার্থিতঃ পূর্ব্বং বশিষ্ঠো মখহেতবে।
মাং যাজয় মুনিশ্রেষ্ঠ! করোমি মখমুত্তমম্ ॥ ৫৬ ॥
তথেষ্টিং কুরু বিপ্রেন্দ্র! যথা স্বর্গং ব্রজাম্যহম্।
অনেনৈব শরীরেণ শক্রলোকং সুখালয়ম্ ॥ ৫৭ ॥
কোপং কৃত্বা বশিষ্ঠোঽসৌ মামাহেতি সুদুর্ম্মতে!।
মানুষেণ হি দেহেন স্বর্গবাসঃ কুতস্তব ॥ ৫৮ ॥
পুনর্ময়োক্তো ভগবান্ স্বর্গলুব্ধেন চানঘ!।
অন্যং পুরোহিতং কৃত্বা যক্ষ্যেঽহং যজ্ঞমুত্তমম্ ॥ ৫৯ ॥
তদা তেনৈব শপ্তোঽহং চাণ্ডালো ভব পামর! ॥ ৬০ ॥
ইত্যেতৎ কথিতং সর্ব্বং কারণং শাপসম্ভবম্।
মম দুঃখবিনাশায় সমর্থোঽসি মুনীশ্বর! ॥ ৬১ ॥

(মৎকৃতে মম নিমিত্তং মৎপুত্রপালনায় বশিষ্ঠস্য দোগ্ধ্রীবধাদিতি ভাবঃ ॥ ৫৫ ॥
রাজা শাপকারণং বিবৃণোতি ময়েতি ॥ ৫৬—৬০ ॥
মমেতি। মুনীশ্বর! ইতি সম্বোধনেনৈব দুঃখবিনাশপ্রতিকারকত্বং সূচিতম্ ॥ ৬১ ॥

ন্যায় নিপতিত হইলেন ॥ ৫৩ ॥ তখন দ্বিজবর কৌশিক সেই পতিত রাজার কর ধারণ পূর্ব্বক উত্থাপিত করিয়া প্রবোধ বাক্যে বলিলেন ॥ ৫৪ ॥ মহীপাল! তুমি আমার নিমিত্তই বশিষ্ঠ মুনির নিকট হইতে অভিশাপ প্রাপ্ত হইয়াছ অতএব আমি তোমার অভিলষিত সম্পাদন করিব; এক্ষণে কি করিতে হইবে তাহা বল ॥ ৫৫ ॥

রাজা কহিলেন, আমি যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বে বশিষ্ঠের নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিলাম; মুনিবর! আমি একটি উৎকৃষ্ট যজ্ঞ করিব, আপনি আমার সেই কার্য্য সম্পাদন করুন ॥ ৫৬ ॥ বিপ্রবর! যাহাতে এই শরীরেই আমি স্বর্গপুরে সুখে শক্রভবনে যাইতে পারি, আপনি তাদৃশ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন ॥ ৫৭ ॥ বশিষ্ঠদেব কুপিত হইয়া আমাকে বলিলেন; দুর্ম্মতে! তোমার মনুষ্যদেহে কি প্রকারে স্বর্গবাস হইবে? ॥ ৫৮ ॥ আমি স্বর্গের নিমিত্ত লালায়িত ছিলাম সুতরাং পুনর্ব্বার ভগবান্ বশিষ্ঠকে বলিলাম, হে অনঘ! তবে আমি অন্য পুরোহিত করিয়া সর্ব্বোত্তম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব ॥ ৫৯ ॥ তখন বশিষ্ঠদেব এই

ইত্যুক্ত্বা বিররামাসৌ রাজা দুঃখরুজার্দ্দিতঃ।
কৌশিকোঽপি নিরাকর্ত্তুং শাপং তস্য ব্যচিন্তয়ৎ॥ ৬২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে ত্রিশঙ্কুবিশ্বামিত্রসমাগমো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৩॥

ইত্যুক্ত্বেতি। দুঃখজনিতা যা রুজা অধিস্তয়ার্দ্দিতঃ পীড়িত ইত্যর্থঃ॥ ৬২॥)

ইতি শ্রীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৩॥

কথা শ্রবণ করিয়া কোপান্বিত হইয়া তৎক্ষণাৎ "রে পামর! তুই চণ্ডাল হ," এই বলিয়া আমাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন॥ ৬০॥ মুনিবর! এই আমি আপনাকে শাপের সমস্ত কারণ নিবেদন করিলাম, এখন আপনিই আমার দুঃখ বিনাশ করিতে সমর্থ॥ ৬১॥ রাজা দুঃখের বেদনায় কাতর হইয়া ইহা নিবেদন করিয়া বিরত হইলেন, বিশ্বামিত্র মুনিও কি উপায়ে তাঁহার শাপ নিবারণ করিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন॥ ৬২॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশ সহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে ত্রিশঙ্কুসমীপে বিশ্বামিত্রের আগমনকথা বর্ণন নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

বিচিন্ত্য মনসা কৃত্যং গাধিসূনুর্মহাতপাঃ।
প্রকল্প্য যজ্ঞসম্ভারান্ মুনীনামন্ত্রয়ত্তদা ॥ ১ ॥
মুনয়স্তং মখং জ্ঞাত্বা বিশ্বামিত্রনিমন্ত্রিতাঃ।
নাগতাঃ সর্ব্ব এবৈতে বশিষ্ঠেন নিবারিতাঃ ॥ ২ ॥
গাধিসূনুস্তদাজ্ঞায় বিমনাশ্চাতিদুঃখিতঃ।
আজগামাশ্রমং তত্র যত্রাসৌ নৃপতিঃ স্থিতঃ ॥ ৩ ॥
তমাহ কৌশিকঃ ক্রুদ্ধো বশিষ্ঠেন নিবারিতাঃ।
নাগতা ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে যজ্ঞার্থং নৃপসত্তম ! ॥ ৪ ॥
পশ্য মে তপসঃ সিদ্ধিং যথা ত্বাং সুরসদ্মনি।
প্রাপয়ামি মহারাজ ! বাঞ্ছিতং তে করোম্যহম্ ॥ ৫ ॥
ইত্যুক্ত্বা জলমাদায় হস্তেন মুনিসত্তমঃ।
দদৌ পুণ্যং তদা তস্মৈ গায়ত্রীজপসম্ভবম্ ॥ ৬ ॥

পঞ্চাধিকৈশ্চ পঞ্চাশৎপদ্যৈঃ স্বর্গং গতে সতি।
ত্রিশঙ্কৌ তু হরিশ্চন্দ্রকথা প্রারভ্যতেঽধুনা ॥

ত্রিশঙ্কুবাক্যং শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রঃ কিং কৃতবাংস্তদাহ বিচিন্ত্যেতি ॥ ১—৪
বাঞ্ছিতং তেঽভিলষিতং করোমীত্যর্থঃ ॥ ৫—১২ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! মহাতপা বিশ্বামিত্র মনে মনে কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া যজ্ঞীয় সামগ্রীসম্ভার সংগ্রহ করতঃ মুনিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন ॥ ১ ॥ মুনিগণ বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া যজ্ঞ বৃত্তান্ত বিদিত হইলেন বটে, কিন্তু ঋষিবর বশিষ্ঠ নিবারণ করায় তাঁহারা কেহই সেই যজ্ঞে আগমন করিলেন না ॥ ২ ॥ গাধিনন্দন ইহা অবগত হইয়া অতীব চিন্তিত হইলেন এবং যার পর নাই দুঃখিত হইয়া ত্রিশঙ্কু নরপতির আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩ ॥ তখন মহর্ষি কৌশিক কুপিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, নৃপসত্তম ! বশিষ্ঠ নিবারণ করায় সমস্ত ব্রাহ্মণই এই যজ্ঞে আগমন করিলেন না ॥ ৪ ॥ কিন্তু মহারাজ ! তুমি আমার তপস্যার বল অবলোকন কর, আমি এখনি তোমার অভিলষিত সম্পাদন করিব, তোমাকে অবিলম্বেই সুরালয়ে প্রেরণ করিব ॥ ৫ ॥ সেই মুনিবর এই কথা বলিয়া হস্তে জল লইলেন এবং গায়ত্রী জপ করিয়া যে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন

দত্ত্বাথ সুকৃতং রাজ্ঞে তমুবাচ মহীপতিম্।
যথেষ্টং গচ্ছ রাজর্ষে! ত্রিপিষ্টপমতন্দ্রিতঃ ॥ ৭ ॥
পুণ্যেন মম রাজেন্দ্র! বহুকালার্জ্জিতেন চ।
যাহি শক্রপুরীং প্রীতঃ স্বস্তি তেঽস্তু সুরালয়ে ॥ ৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তবতি বিপ্রেন্দ্রে ত্রিশঙ্কুস্তরসা ততঃ।
উৎপপাত যথা পক্ষী বেগবাংস্তপসো বলাৎ ॥ ৯ ॥
উৎপত্য গগনে রাজা গতঃ শক্রপুরীং যদা।
দৃষ্টো দেবগণৈস্তত্র ক্রূরশ্চাণ্ডালবেশভাক্ ॥ ১০ ॥
কথিতোঽসৌ সুরেন্দ্রায় কোঽয়মায়াতি সত্বরঃ।
গগনে দেববদ্বায়োর্দুর্দর্শঃ শ্বপচাকৃতিঃ ॥ ১১ ॥
সহসোত্থায় শক্রস্তমপশ্যৎ পুরুষাধমম্।
জ্ঞাত্বা ত্রিশঙ্কুমপি স নির্ভর্ৎস্য তরসাব্রবীৎ ॥ ১২ ॥
শ্বপচঃ ক্ব সমায়াতি দেবলোকে জুগুপ্সিতঃ।
যাহি শীঘ্রং ততো ভূমৌ নাত্র স্থাতুং ত্বয়োচিতম্ ॥ ১৩ ॥

শীঘ্রং ভূমৌ যাহীত্যন্বয়ঃ ১৩—১৬

তৎসমস্তই রাজাকে প্রদান করিলেন ॥ ৬ ॥ অনন্তর পুণ্য প্রদান করিয়া সেই মহীপতিকে বলিলেন, রাজর্ষে! তুমি আলস্য পরিশূন্য হইয়া আপনার অভিলষিত সুরলোকে গমন কর ॥ ৭ ॥ রাজেন্দ্র! তুমি প্রীত হইয়া বহুকালের সঞ্চিত মদীয় পুণ্যপ্রভাবে স্বর্গলোকে গমন কর এবং সেই সুরলোকে তোমার মঙ্গল হউক ॥ ৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজেন্দ্র! দ্বিজবর বিশ্বামিত্র এই কথা বলিলে, রাজা ত্রিশঙ্কু তাঁহার তপোবলে বেগবান্ পক্ষীর ন্যায় অতি সত্বর আকাশমার্গে উৎপতিত হইলেন ॥ ৯ ॥ রাজা ত্রিশঙ্কু আকাশে উত্থিত হইয়া যখন সুরপতির পুর সন্নিহিত হইতেছেন, তখন দেবগণ চাণ্ডালাকৃতি ভীষণবেশ ত্রিশঙ্কুকে দর্শন করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে কহিলেন; আকাশপথে দেবতার ন্যায় অতি বেগে আগমন করিতেছে এ ব্যক্তি কে? ইহার আকৃতি শ্বপচসদৃশ এবং লৌহের ন্যায় ঘোরদর্শন ॥ ১০—১১ ॥ তাহা শুনিয়া শক্র সহসা উত্থিত হইয়া সেই পুরুষাধমকে দর্শন করিলেন এবং তাহাকে ত্রিশঙ্কু বলিয়া জানিতে পারিয়া তিরস্কারপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ কহিলেন ॥ ১২ ॥ তুমি শ্বপচ, দেবলোকের নিতান্ত অনুপযুক্ত, সুতরাং কোথায় যাইতেছ? এখানে থাকা তোমার উচিত নহে, অতএব তুমি এখনিই ভূতলে গমন কর ॥১৩॥

ইত্যুক্তঃ স্খলিতঃ স্বর্গাচ্ছক্রেণামিত্রকর্ষণ ! ।
নিপপাত তদা রাজা ক্ষীণপুণ্যো যথামরঃ ॥ ১৪ ॥
পুনশ্চুক্রোশ ভূপালো বিশ্বামিত্রেতি চাসকৃৎ ।
পতামি রক্ষ দুঃখার্ত্তং স্বর্গাচ্চলিতমাশুগম্ ॥ ১৫ ॥
তস্য তৎ ক্রন্দিতং রাজন্ ! পততঃ কৌশিকো মুনিঃ ।
শ্রুত্বা তিষ্ঠেতি হোবাচ পতন্তং বীক্ষ্য ভূপতিম্ ॥ ১৬ ॥
বচনাত্তস্য তত্রৈব স্থিতোঽসৌ গগনে নৃপঃ ।
মুনেস্তপঃপ্রভাবেণ চলিতোঽপি সুরালয়াৎ ॥ ১৭ ॥
বিশ্বামিত্রোঽপ্যপঃ স্পৃষ্ট্বা চকারেষ্টিং সুবিস্তরাম্ ।
বিধাতুং নূতনাং সৃষ্টিং স্বর্গলোকং দ্বিতীয়কম্ ॥ ১৮ ॥
তস্যোদ্যমং তথা জ্ঞাত্বা ত্বরিতস্তু শচীপতিঃ ।
তত্রাজগাম সহসা মুনিং প্রতি তু গাধিজম্ ॥ ১৯ ॥
কিং ব্রহ্মন্ ! ক্রিয়তে সাধো ! কস্মাৎ কোপসমাকুলঃ ।
অলং সৃষ্ট্যা মুনিশ্রেষ্ঠ ! ব্রূহি কিং করবাণি তে ॥ ২০ ॥

চলিতোঽপি মুনেস্তপঃপ্রভাবেণ তত্রৈব স্থিত ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥
(ত্রিশঙ্কোঃ শূন্যাবস্থানানন্তরজাতং বৃত্তমাহ বিশ্বামিত্র ইতি ॥ ১৮—১৯ ॥
অলমিতি। ময়া তব বচসি প্রতিপালিতে দ্বিতীয়স্বর্গসৃষ্ট্যাঃ প্রয়োজনং নাস্তীতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥)

হে অরিনাশন ! ইন্দ্র এই কথা বলিবামাত্র রাজা স্বর্গ হইতে স্খলিত হইয়া ক্ষীণপুণ্য অমরের ন্যায় তৎক্ষণাৎ নিপতিত হইতে লাগিলেন ॥১৪॥ তখন ত্রিশঙ্কু, বিশ্বামিত্র ! বিশ্বামিত্র ! বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে বারংবার বলিলেন, আমি স্বর্গ হইতে স্খলিত হইয়া অতি বেগে পতিত হইতেছি অতএব আপনি আমাকে এই দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করুন ॥ ১৫ ॥ রাজন্ ! মহর্ষি কৌশিক তাঁহার ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া এবং ভূপতিকে পতিত হইতে দেখিয়া "থাক থাক" এই বাক্য বলিলেন ॥ ১৬ ॥ নরপতি সুরালয় হইতে বিচলিত হইয়াও মুনির তপঃপ্রভাববশতঃ তদীয় বাক্যানুসারে আকাশমার্গে সেই স্থানেই অবস্থিত রহিলেন ॥ ১৭ ॥ তখন বিশ্বামিত্রও নূতন সৃষ্টি এবং দ্বিতীয় স্বর্গলোক নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত আচমন করিয়া সুবিস্তীর্ণ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন ॥ ১৮ ॥ তাঁহার ঈদৃশ উদ্যম দর্শনে শচীপতি ব্যগ্র হইয়া অবিলম্বে গাধিতনয় বিশ্বামিত্র মুনির নিকট আগমন করিয়া কহিলেন ॥ ১৯ ॥ ব্রহ্মন্ ! আপনি কি করিতেছেন ? হে সাধো ! আপনি কি কারণে এত কোপাকুল হইয়াছেন ; মুনিবর ! নূতন সৃষ্টি করিবার আর প্রয়োজন নাই, এক্ষণে আপনার কি কার্য্য করিব অনুমতি করুন ॥ ২০ ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ।

স্বং নিবাসং মহীপালং চ্যুতং স্বর্ভুবনাদ্বিভো!।
নয়স্ব প্রীতিযোগেন ত্রিশঙ্কুং চাতিদুঃখিতম্॥ ২১॥

ব্যাস উবাচ।

তস্য তং নিশ্চয়ং জ্ঞাত্বা তুরাষাড়তিশঙ্কিতঃ।
তপোবলং বিদিত্বোগ্রমোমিত্যোবাচ বাসবঃ॥ ২২॥
দিব্যদেহং নৃপং কৃত্বা বিমানবরসংস্থিতম্।
আপৃচ্ছ্য কৌশিকং শক্রোঽগমন্নিজপুরীং তদা॥ ২৩॥
গতে শক্রে তু বৈ স্বর্গং ত্রিশঙ্কুসহিতে ততঃ।
বিশ্বামিত্রঃ সুখং প্রাপ্য স্বাশ্রমে সুস্থিরোঽভবৎ॥ ২৪॥
হরিশ্চন্দ্রোঽথ তচ্ছ্রুত্বা বিশ্বামিত্রোপকারকম্।
পিতুঃ স্বর্গমনং কামং মুদিতো রাজ্যমন্বশাৎ॥ ২৫॥
অযোধ্যাধিপতিঃ ক্রীড়াং চকার সহ ভার্য্যয়া।
রূপযৌবনচাতুর্য্যযুক্তয়া প্রীতিসংযুতঃ॥ ২৬॥

স্বং নিবাসং স্বকীয়ং স্থানং নয়স্বেত্যর্থঃ॥ ২১॥

ওবাচেত্যত্রাঙ্পূর্ব্বকঃ প্রয়োগঃ। ত্রিশঙ্কোঃ স্বর্গবাসশ্চ স্কান্দে নাগরখণ্ডেঽপ্যুক্তঃ। তত্র ব্রহ্মাণং প্রতি দেববাক্যম্। সৃষ্টিঃ সৃষ্টা সুরশ্রেষ্ঠ! বিশ্বামিত্রেণ সাম্প্রতম্। তস্মাদ্বারয় তং গত্বা স্বয়মেব পিতামহ!। তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা তৈরেব সহিতো বিধিঃ। গত্বোবাচ

বিশ্বামিত্র বলিলেন, দেবরাজ! মহীপাল ত্রিশঙ্কু সুরলোক হইতে পতিত হইয়া যার পর নাই দুঃখিত হইয়াছেন, অতএব আপনি প্রীতিসহকারে তাঁহাকে স্বীয় আলয়ে লইয়া যান ইহাই আমার অভিপ্রেত জানিবেন॥ ২১॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! দেবরাজ তাঁহার স্থিরসঙ্কল্প এবং অত্যুগ্র তপোবল বিদিত ছিলেন অতএব অত্যন্ত শঙ্কিতচিত্তে তদীয় বাক্য অঙ্গীকার করিলেন॥ ২২॥ তখন সুরপতি নরপতিকে দিব্যদেহ প্রদান করিয়া উত্তম বিমানে সংস্থাপিত করিলেন এবং মুনিবর কৌশিককে সম্ভাষণ করিয়া রাজার সহিত নিজ আলয়ে গমন করিলেন॥ ২৩॥ শক্র ত্রিশঙ্কুর সহিত স্বর্গ গমন করিলে বিশ্বামিত্র সুখী হইয়া তখন স্বীয় আশ্রমে সুস্থির হইয়া রহিলেন॥ ২৪॥

এদিকে মহারাজ হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রের তপোবলে পিতার স্বর্গলাভ হইয়াছে শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন॥ ২৫॥ তখন অযোধ্যাধিপতি সেই নরপতি প্রীতিপরবশ হইয়া রূপযৌবনসম্পন্না সুচতুরা ভার্য্যার সহিত কাম-ক্রীড়ায় নিরত

অতীতকালে যুবতী ন সা গর্ভবতী হ্যভূৎ।
তদা চিন্তাতুরো রাজা বভূবাতীবদুঃখিতঃ ॥ ২৭ ॥
বশিষ্ঠস্যাশ্রমং গত্বা প্রণম্য শিরসা মুনিম্।
অনপত্যত্বজাং চিন্তাং গুরবে সমবেদয়ৎ ॥ ২৮ ॥
দৈবজ্ঞোঽসি ভবান্ কামং মন্ত্রবিদ্যাবিশারদঃ।
উপায়ং কুরু ধর্ম্মজ্ঞ! সন্ততের্ম্মম মানদ! ॥ ২৯ ॥
অপুত্রস্য গতির্নাস্তি জানাসি দ্বিজসত্তম!।
কস্মাদুপেক্ষসে জানন্ দুঃখং মম চ শক্তিমান্ ॥ ৩০ ॥
কলবিঙ্কাস্ত্বিমে ধন্যা যে শিশুং লালয়ন্তি হি।
মন্দভাগ্যোঽহমনিশং চিন্তয়ামি দিবানিশম্ ॥ ৩১ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য মুনিস্তস্য নির্ব্বেদমিশ্রিতং বচঃ।
সঞ্চিন্ত্য মনসা সম্যক্ তমুবাচ বিধেঃ সুতঃ ॥ ৩২ ॥

জগন্মিত্রং বিশ্বামিত্রং মুনীশ্বরম্ ॥ নিবৃত্তিং কুরু বিপ্রর্ষে! সাংপ্রতং বচনান্মম ॥ বিশ্বামিত্র উবাচ। অনেনৈব শরীরেণ ত্রিশঙ্কুর্দ্বিজসত্তমঃ। যদি গচ্ছতি তে লোকে তৎ সৃষ্টিং ন করোম্যহম্ ॥ ব্রহ্মোবাচ। এষ গচ্ছতি ভূপালো ময়া সহ ত্রিবিষ্টপম্। অনেনৈব শরীরেণ মৎপ্রসাদান্মুনীশ্বরেতি ॥ ২২—৩১ ॥

নির্ব্বেদমিশ্রিতং খেদমিশ্রিতম্ ॥ ৩২ ॥

হইলেন ॥২৬॥ এইরূপে বহুকাল অতীত হইয়া গেল, তথাপি সেই যুবতী গর্ভবতী হইলেন না দেখিয়া রাজা যার পর নাই দুঃখিত ও অত্যন্ত চিন্তাতুর হইলেন ॥২৭॥ তখন তিনি বশিষ্ঠের পুণ্যাশ্রমে গমনপূর্ব্বক মুনিবরকে অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া অপুত্রতানিবন্ধন তাঁহার মনে যে চিন্তা উপস্থিত হইয়াছিল তাহা গুরুকে নিবেদন করিয়া কহিলেন ॥ ২৮ ॥ ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি মন্ত্রবিদ্যায় বিশারদ, বিশেষতঃ দৈববিষয় সকলই বিদিত আছেন, অতএব হে মানদ! আপনি আমার সন্ততি লাভের উপায় করুন ॥ ২৯ ॥ দ্বিজসত্তম! অপুত্রের গতি নাই, ইহা আপনি বিশেষরূপে অবগত আছেন; অতএব আমার দুঃখ জানিয়া এবং সেই দুঃখ নিবারণে সমর্থ থাকিয়াও কেন উপেক্ষা করিতেছেন? ॥ ৩০ ॥ যে কলবিঙ্কেরা শিশু পালন করে তাহারাও ধন্য, কিন্তু আমি এমনই মন্দভাগ্য যে, অপত্যের অভাবে দিবারাত্রই চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছি ॥ ৩১ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! বিধিপুত্র বশিষ্ঠমুনি রাজার খেদপূর্ণ বাক্য শুনিয়া মনে মনে চিন্তা করিয়া তাঁহাকে বিশেষ বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

সত্যং ব্রূষে মহারাজ! সংসারেঽস্মিন্ন বিদ্যতে।
অনপত্যত্বজং দুঃখং যত্তথা দুঃখমদ্ভুতম্‌॥ ৩৩॥
তস্মাত্ত্বমপি রাজেন্দ্র! বরুণং যাদসাংপতিম্‌।
সমারাধয় যত্নেন স তে কার্য্যং করিষ্যতি॥ ৩৪॥
বরুণাদধিকো নাস্তি দেবঃ সন্তানদায়কঃ।
তমারাধয় ধর্ম্মিষ্ঠ! কার্য্যসিদ্ধির্ভবিষ্যতি॥ ৩৫॥
দৈবং পুরুষকারশ্চ মাননীয়াবিমৌ নৃভিঃ।
উদ্যমেন বিনা কার্য্যসিদ্ধিঃ সঞ্জায়তে কথম্‌॥ ৩৬॥
ন্যায়তস্তু নরৈঃ কার্য্য উদ্যমস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
কৃতে তস্মিন্‌ ভবেৎ সিদ্ধির্নান্যথা নৃপসত্তম!॥ ৩৭॥
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা গুরোরমিততেজসঃ।
প্রণম্য নির্যযৌ রাজা তপসে কৃতনিশ্চয়ঃ॥ ৩৮॥
গঙ্গাতীরে শুভে স্থানে কৃতপদ্মাসনো নৃপঃ।
ধ্যায়ন্‌ পাশধরং চিত্তে চচার দুশ্চরং তপঃ॥ ৩৯॥
এবং তপস্যতস্তস্য প্রচেতা দৃষ্টিগোচরঃ।
কৃপয়াভূন্মহারাজ! প্রসন্নমুখপঙ্কজঃ॥ ৪০॥

অনপত্যত্বজং যদ্দুঃখং তথা দুঃখং সংসারে ন বিদ্যত ইত্যন্বয়ঃ॥ ৩৩—৪৪॥

বশিষ্ঠ বলিলেন, মহারাজ! তুমি সত্যই বলিতেছ যে, অপুত্রতাজনিত দুঃখ অপেক্ষা অন্য কোনও অদ্ভুততর দুঃখ ইহ সংসারে বিদ্যমান নাই॥৩৩॥ অতএব রাজেন্দ্র! তুমি যত্নসহকারে জলাধিপতি বরুণদেবের আরাধনা কর, তিনিই তোমার কার্য্যসিদ্ধি করিবেন॥ ৩৪॥ বরুণ অপেক্ষা সন্তানদায়ক দেবতা অন্য আর কেহই নাই; অতএব, হে ধর্ম্মিষ্ঠ! তুমি তাঁহার আরাধনা কর, অবশ্যই কার্য্যসিদ্ধি হইবে॥ ৩৫॥ দৈব এবং পুরুষকার এ উভয়ই মানবের মাননীয়, সুতরাং উদ্যম না করিলে কি প্রকারে কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারিবে॥ ৩৬॥ নৃপসত্তম! তত্ত্বদর্শী মানবের ন্যায় অনুসারে উদ্যম করা একান্ত কর্ত্তব্য, উদ্যম করিলেই কার্য্য সফল হইয়া থাকে, তদ্ব্যতীত কখনও কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে না॥ ৩৭॥

অসীমতেজঃসম্পন্ন গুরুর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা স্থিরসংকল্প হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তপস্যা করিতে প্রস্থান করিলেন॥৩৮॥ নরপতি গঙ্গাতীরের পবিত্র স্থানে পদ্মাসন গ্রহণ করিয়া পাশধর বরুণদেবের ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া কঠোর তপস্যা করিতে লাগি-

হরিশ্চন্দ্রমুবাচেদং বচনং যাদসাংপতিঃ।
বরং বরয় ধর্ম্মজ্ঞ ! তুষ্টোঽস্মি তপসা তব ॥ ৪১ ॥

রাজোবাচ।

অনপত্যোঽস্মি দেবেশ ! পুত্রং দেহি সুখপ্রদম্।
ঋণত্রয়াপহারার্থমুদ্যমোঽয়ং ময়া কৃতঃ ॥ ৪২ ॥
নৃপস্য বচনং শ্রুত্বা প্রগল্ভং দুঃখিতস্য চ।
স্মিতপূর্ব্বং ততঃ পাশী তমাহ পুরতঃ স্থিতম্ ॥ ৪৩ ॥

বরুণ উবাচ।

পুত্রো যদি ভবেদ্রাজন্ ! গুণী মনসি বাঞ্ছিতঃ।
সিদ্ধে কার্য্যে ততঃ পশ্চাৎ কিং করিষ্যসি মে প্রিয়ম্ ॥ ৪৪॥
যদি ত্বং তেন পুত্রেণ মাং যজেথা বিশঙ্কিতঃ।
পশুবন্ধেন তেনৈব দদামি নৃপতে ! বরম্ ॥ ৪৫ ॥

রাজোবাচ।

দেব ! মে মাস্তু বন্ধ্যত্বং যজিষ্যেঽহং জলাধিপ ! ।
পশুং কৃত্বা সুতং পুত্রং সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ৪৬ ॥

পশুবন্ধেন পশুপণেন ॥ ৪৫—৪৭

লেন ॥ ৩৯ ॥ মহারাজ ! এইরূপ তপস্যা করিতে করিতে বরুণদেব কৃপাবশতঃ প্রফুল্লবদনে তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইলেন ॥ ৪০ ॥ তখন বরুণ নরপতি হরিশ্চন্দ্রকে বলিলেন; ধর্ম্মজ্ঞ ! আমি তোমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়াছি অতএব এক্ষণে আমার নিকট বর প্রার্থনা কর॥৪১॥

রাজা বলিলেন, দেবেশ ! আমি অপুত্র এজন্য আমাকে সুখপ্রদপুত্র প্রদান করুন আমি দেবঋণ, ঋষিঋণ এবং পিতৃঋণে আবদ্ধ সুতরাং ঐ ত্রিবিধ ঋণ হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত এই উদ্যম করিয়াছি, জানিবেন ॥ ৪২ ॥ তখন বরুণদেব সুদুঃখিত রাজার বিনয় বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া পুরোবর্ত্তী রাজাকে বলিলেন ॥ ৪৩ ॥ রাজন্ ! যদি তোমার মনোমত গুণবান্ পুত্র হয়, তবে কার্য্যসিদ্ধির পর আমার কি প্রিয়কার্য্য করিবে ? ॥ ৪৪ ॥ নৃপতে ! যদি তুমি সেই পুত্রকে পশুস্থানীয় করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে আমার যাগানুষ্ঠান কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে বরপ্রদান করিব ॥ ৪৫ ॥

রাজা বলিলেন, দেব ! আমাকে বন্ধ্যতা দোষ হইতে মুক্ত করুন, হে জলাধিপ ! আমার পুত্র হইলে তাঁহাকে পশু করিয়া আপনার যাগ করিব, ইহা আপনাকে সত্য কহিলাম ॥৪৬॥

বন্ধ্যত্বে পরমং দুঃখমসহ্যং ভুবি মানদ ! ।
শোকাগ্নিশমনং নৃণাং তস্মাদ্দেহি সুতং শুভম্‌ ॥ ৪৭ ॥

বরুণ উবাচ ।

ভবিষ্যতি সুতঃ কামং রাজন্‌ ! গচ্ছ গৃহায় বৈ ।
সত্যং তদ্বচনং কার্য্যং যদ্‌ ব্রবীষি মমাগ্রতঃ ॥ ৪৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তো বরুণেনাসৌ হরিশ্চন্দ্রো গৃহং যযৌ ।
ভার্য্যায়ৈ কথয়ামাস বৃত্তান্তং বরদানজম্‌ ॥ ৪৯ ॥
তস্য ভার্য্যাশতং পূর্ণং বভূবাতিমনোহরম্‌ ।
পট্টরাজ্ঞী শুভা শৈব্যা ধর্ম্মপত্নী পতিব্রতা ॥ ৫০ ॥
কালে গতেঽথ সা গর্ভং দধার বরবর্ণিনী ।
বভূব মুদিতো রাজা শ্রুত্বা দোহদচেষ্টিতম্‌ ॥ ৫১ ॥
কারয়ামাস বিধিবৎ সংস্কারান্‌ নৃপতিস্তদা ।
মাসেঽথ দশমে পূর্ণে সুষুবে সা শুভে দিনে ॥ ৫২ ॥

মমাগ্রে যদ্‌ব্রবীষি পুত্রং দাস্যামীতি তদ্বচনং সত্যং কার্য্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪৮—৪৯ ॥
শৈব্যা শিবেরপত্যং কন্যা ॥ ৫০ ॥
দোহদো গর্ভিণীমনোরথঃ ॥ ৫১—৫৩ ॥
আদৌ জাতকর্ম্ম চকার ততো দানানি দদাবিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

মানদ ! অপুত্রতানিবন্ধন দুঃখ অপেক্ষা নিতান্ত অসহ্য দুঃখ ভূলোকে আর নাই, অতএব যাহাতে মানবগণের শোক উপশমিত হয়, তাদৃশ সুসন্তান আমাকে প্রদান করুন ॥ ৪৭ ॥

বরুণ বলিলেন, রাজন্‌ ! তোমার অভিলষিত পুত্র হইবে অতএব গৃহে প্রতিগমন কর ; কিন্তু আমার সম্মুখে যাহা বলিলে তাহা সত্যে পরিণত করিও ॥ ৪৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্‌ ! বরুণের ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া হরিশ্চন্দ্র গৃহে গমন করিলেন এবং বরদান বিষয়ক সমস্ত বৃত্তান্ত ভার্য্যাকে বলিলেন ॥ ৪৯ ॥ তাঁহার একশত পরমাসুন্দরী মনোহারিণী রমণী ছিল, তাহাদের মধ্যে পতিব্রতা শৈব্যাই ধর্ম্মপত্নী এবং পট্টমহিষী ॥ ৫০ ॥ কিছুকাল গত হইলে সেই বরবর্ণিনী গর্ভবতী হইলেন; রাজা তাঁহার দোহদ কথা শ্রবণ করিয়া আনন্দ অনুভব করিলেন ॥ ৫১ ॥ তৎকালে নরপতি তাঁহার বিবিধ সংস্কার করাইলেন ; ক্রমে দশ মাস পূর্ণ হইলে শৈব্যা শুভনক্ষত্রে ও গ্রহবলবিশিষ্ট শুভ দিনে দেবসুতের ন্যায় সন্তান প্রসব করিলেন। পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে রাজা ব্রাহ্মণগণে পরিবেষ্টিত হইয়া স্নান করতঃ অগ্রে জাতকর্ম্ম সংস্কার সম্পন্ন করিয়া অসংখ্য ধনরত্ন দান করি-

তারাগ্রহবলোপেতে পুত্রং দেবসুতোপমম্।
পুত্রে জাতে নৃপঃ স্নাত্বা ব্রাহ্মণৈঃ পরিবেষ্টিতঃ ॥ ৫৩ ॥
চকার জাতকর্ম্মাদৌ দদৌ দানানি ভূরিশঃ।
রাজ্ঞশ্চাতিপ্রমোদোঽভূৎ পুত্রজন্মসমুদ্ভবঃ ॥ ৫৪ ॥
বভূব পরমোদারো ধনধান্যসমন্বিতঃ।
বিশেষদানসংযুক্তো গীতবাদিত্রসঙ্কুলঃ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে ত্রিশঙ্কোঃ স্বর্গগমনানন্তরং হরিশ্চন্দ্রকথারম্ভো নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

(পরমোদারোঽতিমহান্ অত্যুন্নতমনা দানশৌণ্ডো বা ॥ ৫৫ ॥)

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

লেন, সেই সময়ে পুত্রের জন্মনিবন্ধন রাজার অপরিসীম হর্ষ হইল ॥ ৫২—৫৪ ॥ সেই বদান্য রাজা ধন, ধান্য ও নানা জাতীয় রত্ন এবং ভূমি প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ দান এবং নানাবিধ গীত বাদ্যের অনুষ্ঠান করাইলেন ॥ ৫৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে ত্রিশঙ্কুর স্বর্গগমনানন্তর হরিশ্চন্দ্র কথারম্ভ নামক চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

প্রবৃত্তে সদনে তস্য রাজ্ঞঃ পুত্রমহোৎসবে।
আজগাম তদা পাশী বিপ্রবেশধরঃ শুভঃ ॥ ১ ॥
স্বস্তীত্যুক্ত্বা নৃপং প্রাহ বরুণোঽহং নিশাময়।
পুত্রো জাতস্তবাধীশ! যজানেন নৃপাশু মাম্ ॥ ২ ॥
সত্যং কুরু বচো রাজন্! যৎ প্রোক্তং ভবতা পুরা।
বন্ধ্যত্বস্তু গতং তেঽদ্য বরদানেন মে কিল ॥ ৩ ॥
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা রাজা চিন্তাং চকার হ।
কথং হন্মি সুতং জাতং জলজেন সমাননম্ ॥ ৪ ॥
লোকপালঃ সমায়াতো বিপ্রবেশেন বীর্য্যবান্।
ন দেবহেলনং কার্য্যং সর্ব্বথা শুভমিচ্ছতা ॥ ৫ ॥

ষট্‌ষষ্টিশ্লোকবর্য্যৈস্তু রাজ্ঞঃ পুত্রোৎসবে সতি।
বরুণস্য ততো বৃত্তং যথাবদভিধীয়তে ॥

রাজ্ঞঃ পুত্রোৎসবানন্তরং জাতং বৃত্তমাহ প্রবৃত্তে সদনে ইতি। পাশী বরুণঃ ॥ ১ ॥

যজানেনেতি। যজনরমেধং কুর্ব্বিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

নমু ত্বদনুগ্রহাদেক এব মম পুত্রোঽভূত্তস্মিংশ্চ দত্তে মম পুত্রো নৈবান্যোঽস্তি। তথা চৈবং ব্যর্থমেব ত্বং ময়া প্রার্থিত ইতি ভবতীত্যত আহ বন্ধ্যত্বমিতি। মম বন্ধ্যত্বং গচ্ছত্বিতি মনীষয়ৈব ত্বয়াহং প্রার্থিতো ন পুনঃ পুত্রো মম জীবত্বিতি। তচ্চ কার্য্যং তব ময়া সম্পাদিতম্। ততশ্চ ন মম প্রার্থনা ব্যর্থেতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

হন্মি হনিষ্যামীত্যর্থঃ। বর্ত্তমানসামীপ্যে ভবিষ্যতি লট্ ॥ ৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! সেই নৃপতির ভবনে পুত্রের জন্মনিবন্ধন মহোৎসব আরম্ভ হইলে বরুণদেব পবিত্র বিপ্রবেশ ধারণ করিয়া তথায় আগমন করিলেন ॥ ১ ॥ তখন বরুণদেব "তোমার মঙ্গল হইক" এই বাক্য প্রয়োগ করিয়া রাজাকে বলিলেন, নৃপতে! তুমি আমাকে বরুণ বলিয়া জানিও, এক্ষণে আমি তোমাকে যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর; হে নরাধিপ! এক্ষণে তোমার পুত্র জন্মিয়াছে, অতএব তুমি তদ্দ্বারা আমার যাগানুষ্ঠান কর ॥ ২ ॥ রাজন্! আমার বরদানে তোমার বন্ধ্যতা দোষ অন্তর্হিত হইয়াছে তবে তুমি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছ, অধুনা সেই বাক্য সত্যে পরিণত কর ॥ ৩ ॥

রাজা হরিশ্চন্দ্র বরুণের ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, অহো! আমার একটিমাত্র কমলমুখ পুত্র জন্মিয়াছে, ইহাকে আমি কি প্রকারে সংহার করিব ॥ ৪ ॥ পরন্তু

পুত্রস্নেহঃ সুদুশ্ছেদ্যঃ সর্ব্বথা প্রাণিভিঃ সদা ।
কিং করোমি কথং মে স্যাৎ সুখং সন্ততিসম্ভবম্ ॥ ৬ ॥
ধৈর্য্যমালম্ব্য ভূপালস্তং নত্বা প্রতিপূজ্য চ ।
উবাচ বচনং শ্লক্ষ্ণং যুক্তং বিনয়পূর্ব্বকম্ ॥ ৭ ॥

রাজোবাচ ।

দেবদেব ! তবানুজ্ঞাং করোমি করুণানিধে ! ।
বেদোক্তেন বিধানেন মখঞ্চ বহুদক্ষিণম্ ॥ ৮ ॥
পুত্রে জাতে দশাহেন কর্ম্মযোগ্যো ভবেৎ পিতা ।
মাসেন শুদ্ধ্যেজ্জননী দম্পতী তত্র কারণম্ ॥ ৯ ॥
সর্ব্বজ্ঞোঽসি প্রচেতস্ত্বং ধর্ম্মং জানাসি শাশ্বতম্ ।
কৃপাং কুরু ত্বং বারীশ ! ক্ষমস্ব পরমেশ্বর ! ॥ ১০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তস্তু প্রচেতাস্তং প্রত্যুবাচ জনাধিপম্ ।
স্বস্তি তেঽস্তু গমিষ্যামি কুরু কার্য্যাণি পার্থিব ! ॥ ১১ ॥

কীদৃশীং চিন্তাং চকারেতি তদাহ লোকপাল ইতি । পুত্রে ন দত্তে দেবস্য হেলনং বঞ্চনং ভবতি মোহাদ্দাতুং ন শক্যতে ততশ্চ কিং কর্ত্তব্যমিতি চিন্তেত্যর্থঃ ॥ ৫—৮ ॥
দশাহেন দশাহোত্তরমিত্যর্থঃ । দম্পতী তত্রেতি । তত্র নরমেধকর্ম্মণি দম্পতী জায়াপতী কারণমধিকারিণৌ ততশ্চ মাসপর্য্যন্তমনধিকারাৎ কথং যজ্ঞঃ কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ ॥৯-১১॥

বীর্য্যবান্ লোকপাল বরুণদেব বিপ্রবেশে উপস্থিত হইয়াছেন; যাঁহারা কল্যাণকামনা করেন তাদৃশ মানবগণের দেবতাদিগের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা কখনই উচিত নহে ॥ ৫ ॥ আর প্রাণিগণের পুত্রস্নেহ ছেদন করাও অতীব সুকঠিন, অতএব আমি এখন কি উপায় করি ? কি প্রকারেই বা আমার সন্ততিজন্য সুখ রক্ষিত হইবে ॥ ৬ ॥ তখন ভূপাল ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক প্রণত হইয়া তাঁহার যথোচিত পূজা করিলেন এবং বিনয়সহকারে যুক্তিযুক্ত মনোহর বাক্যে তাঁহাকে বলিলেন ॥ ৭ ॥ দেবদেব ! আমি আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিব তাহাতে সন্দেহ নাই, আমি বেদোক্ত বিধানে বহুদক্ষিণাযুক্ত আপনকার যজ্ঞানুষ্ঠান করিব ॥৮॥ কিন্তু নরমেধ যজ্ঞ করিতে হইলে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই তাহার অধিকারী, সুতরাং পুত্র জন্মিলে পিতা দশম দিবসের পর আর জননী এক মাস পরে শুদ্ধ হইয়া কার্য্যযোগ্য হয়েন ; অতএব এক মাস গত না হইলে কি প্রকারে যজ্ঞ সম্পাদন করিব ॥ ৯ ॥ আপনি সর্ব্বজ্ঞ এবং লোকদিগের পরম প্রভু, নিত্যধর্ম্ম কি তাহা আপনি বিদিত আছেন ; অতএব হে বারীশ ! আপনি আমার প্রতি কৃপা বিতরণ করিয়া এই এক মাস ক্ষান্ত থাকুন ॥ ১০ ॥

আগমিষ্যামি মাসান্তে যষ্টব্যং সর্ব্বথা ত্বয়া।
কৃত্বৌত্থানিকমাচারং পুত্রস্য নৃপসত্তম ! ॥ ১২ ॥
ইত্যুক্ত্বা শ্লক্ষ্ণয়া বাচা রাজানং যাদসাম্পতিঃ।
হরিশ্চন্দ্রো মুদং প্রাপ গতে পাশিনি পার্থিবঃ ॥ ১৩ ॥
কোটিশঃ প্রদদৌ গাস্তা ঘটোধ্নীর্হেমপূরিতাঃ।
বিপ্রেভ্যো বেদবিদ্ভ্যশ্চ তথৈব তিলপর্ব্বতান্ ॥ ১৪ ॥
রাজা পুত্রমুখং দৃষ্ট্বা সুখমাপ মহত্তরম্।
নামাস্য রোহিতশ্চেতি চকার বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ১৫ ॥
পূর্ণে মাসে ততঃ পাশী বিপ্রবেশেন ভূপতেঃ।
আজগাম গৃহে সদ্যো যজস্বেতি ব্রুবন্মুহুঃ ॥ ১৬ ॥
বীক্ষ্য তং নৃপতির্দেবং নিমগ্নঃ শোকসাগরে।
প্রণিপত্য কৃতাতিথ্যং তমুবাচ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ১৭ ॥
দিষ্ট্যা দেব ! ত্বমায়াতো গৃহং মে পাবিতং প্রভো !।
মখং করোমি বারীশ ! বিধিবদ্বাঞ্ছিতং তব ॥ ১৮ ॥

কৃত্বৌত্থানিকমিতি। জাতকর্ম্মনামকরণাদিকমিত্যর্থঃ। আচারং কৃত্বা যষ্টব্যমিত্যর্থঃ ॥ ১২—১৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! রাজা হরিশ্চন্দ্র এই কথা বলিলে পর বরুণদেব সেই নরনাথকে বলিলেন, রাজন্ ! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি কর্ত্তব্য কার্য্যকলাপ সম্পাদন কর, আমি এখন স্বস্থানে গমন করিতেছি ॥১১॥ নৃপসত্তম ! আমি এক মাস পরে পুনর্ব্বার আসিব, তুমি পুত্রের জাতকর্ম্ম ও নামকরণ প্রভৃতি নিয়মিত সংস্কার সম্পাদন করিয়া তদনন্তর আমার যজ্ঞানুষ্ঠান করিও ॥ ১২ ॥ মহারাজ ! জলাধিপতি বরুণ রাজাকে এইরূপ মধুর বাক্য বলিয়া প্রস্থান করিলে হরিশ্চন্দ্র রাজাও আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন ॥১৩॥ পরে সেই পৃথিবীপতি কোটি কোটি হেমবিভূষিতা ঘটোধ্নী ধেনু এবং তিল পর্ব্বত সকল বেদবিদ্ বিপ্রগণকে অকাতরে দান করিলেন ॥ ১৪ ॥ রাজা পুত্রমুখ দর্শন করিয়া যার পর নাই সুখী হইলেন এবং বিধিপূর্ব্বক তাহার রোহিতাশ্ব এই নাম রাখিলেন ॥ ১৫ ॥ পরে একমাস পূর্ণ হইলে বরুণদেব বিপ্রবেশ ধারণ করিয়া ভূপতির গৃহে আগমনপূর্ব্বক বারংবার বলিলেন, মহারাজ ! এখনি যাগারম্ভ কর ॥১৬॥ নরপতি সেই বরুণদেবকে অবলোকন করিয়াই শোকসাগরে নিমগ্ন হইলেন, পরে প্রণাম ও আতিথ্য সৎকার করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে বলিলেন, দেব ! সৌভাগ্যক্রমেই আপনি আমার গৃহে পদার্পণ করিয়াছেন, প্রভো ! আপনার আগমনে অদ্য আমার গৃহ পবিত্র হইল। হে দেব ! আমি আপনকার

অদন্তো ন পশুঃ শ্লাঘ্য ইত্যাহুর্বেদবাদিনঃ।
তস্মাদ্দন্তোদ্ভবে তেঽহং করিষ্যামি মহামখম্॥ ১৯॥
ব্যাস উবাচ।
ইত্যুক্তস্তেন বরুণস্তথেত্যুক্ত্বা যযাবথ।
হরিশ্চন্দ্রো মুদং প্রাপ্য বিজহার গৃহাশ্রমে॥ ২০॥
পুনর্দন্তোদ্ভবং জ্ঞাত্বা প্রচেতা দ্বিজরূপবান্।
আজগাম গৃহে তস্য কুরু কার্য্যমিতি ব্রুবন্॥ ২১॥
ভূপালোঽপি জলাধীশং বীক্ষ্য প্রাপ্তং দ্বিজাকৃতিম্।
প্রণম্যাসনসম্মানৈঃ পূজয়ামাস সাদরম্॥ ২২॥
স্তুত্বা প্রোবাচ বচনং বিনয়ানতকন্ধরঃ।
করোমি বিধিবৎ কামং মখং প্রবলদক্ষিণম্॥ ২৩॥
বালোঽপ্যকৃতচৌলোঽয়ং গর্ভকেশো ন সম্মতঃ।
যজ্ঞার্থে পশুকরণং ময়া বৃদ্ধমুখাচ্ছ্রুতম্॥ ২৪॥
তাবৎ ক্ষমস্ব বারীশ! বিধিং জানাসি শাশ্বতম্।
কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বথা যজ্ঞো মুণ্ডনান্তে শিশোঃ কিল॥ ২৫॥

(অদন্তো পশুঃ শ্লাঘ্যো ন অপ্রশস্ত ইত্যর্থঃ॥ ১৯—২৪॥
তাবদিতি। মুণ্ডনান্তে চূড়াকরণান্তে ইত্যর্থঃ॥ ২৫—২৮॥

বাঞ্ছিত যজ্ঞ বিধিপূর্ব্বক সম্পাদন করিব তাহাতে সন্দেহ নাই॥১৭—১৮॥ কিন্তু দেখুন, দন্ত-বিহীন পশু যজ্ঞে প্রশস্ত নহে ইহা বেদবিদ্ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, অতএব পুত্রের দন্ত সমুত্থিত হইলে আপনার অভিপ্রেত মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করিব স্থির করিয়াছি॥ ১৯॥

ব্যাস বলিলেন, নরনাথ! বরুণ রাজা হরিশ্চন্দ্রের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাই হইবে এই বলিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন; এদিকে হরিশ্চন্দ্র আনন্দিত হইয়া সংসারাশ্রমে বিহার করিতে লাগিলেন॥ ২০॥ পরে কুমারের দন্তোৎপন্ন হইলে প্রচেতা ইহা অবগত হইয়া ব্রাহ্মণবেশে রাজার গৃহে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, রাজন্! আপনি এক্ষণে আমার যজ্ঞ আরম্ভ করুন॥ ২১॥ ভূপতিও দ্বিজরূপী জলাধিপতিকে সমাগত দেখিবামাত্র প্রণাম করিয়া আসন প্রদান করিলেন এবং যথাযোগ্য সম্মান দ্বারা সমাদরে তাঁহার পূজা করিলেন॥ ২২॥ তিনি অতি বিনীতভাবে অবনতমস্তকে স্তব করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, দেব! আমি বিধিপূর্ব্বক আপনকার অভিলষিত ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞ সম্পাদন করিব॥ ২৩॥ এই বালকের এখনও চূড়াকরণ হয় নাই সুতরাং গর্ভকালীন কেশকলাপ বিদ্যমান রহিয়াছে, অতএব এই কেশ থাকিতে এই বালক যজ্ঞীয় পশু হইতে পারে না ইহা আমি বৃদ্ধ-

তস্যেতি বচনং শ্রুত্বা প্রচেতাঃ প্রাহ তং পুনঃ।
প্রতারয়সি মাং রাজন্! পুনঃ পুনরিদং ব্রুবন্॥ ২৬॥
অপি তে সর্ব্বসামগ্রী বর্ত্ততে নৃপতেঽধুনা।
পুত্রস্নেহনিবদ্ধস্ত্বং বঞ্চয়স্যেব সাম্প্রতম্॥ ২৭॥
ক্ষৌরকর্ম্মবিধিং কৃত্বা ন কর্ত্তাসি মখং যদি।
তদাহং দারুণং শাপং দাস্যে কোপসমন্বিতঃ॥ ২৮॥
অদ্য গচ্ছামি রাজেন্দ্র! বচনাত্তব মানদ!।
ন মৃষা বচনং কার্য্যং ত্বয়েক্ষ্বাকুকুলোদ্ভব!॥ ২৯॥
ইত্যাভাষ্য যযাবাশু প্রচেতা নৃপতের্গৃহাৎ।
রাজা পরমসন্তুষ্টো ননন্দ ভবনে তদা॥ ৩০॥
চূড়াকরণকালে তু প্রবৃত্তে পরমোৎসবে।
সম্প্রাপ্তস্তরসা পাশী ভবনং নৃপতেঃ পুনঃ॥ ৩১॥
যদাঙ্কে সুতমাদায় রাজ্ঞী নৃপতিসন্নিধৌ।
উপবিষ্টা ক্রিয়াকালে তদৈব বরুণোঽভ্যগাৎ॥ ৩২॥

অদ্যেতি। ইক্ষ্বাকুকুলোদ্ভবেতি সম্বুদ্ধ্যা ইক্ষ্বাকুকুলজাঃ প্রাণাত্যয়েঽপি মিথ্যা ন বদন্তি ত্বমপি তৎকুলজঃ অতস্ত্বয়াপি নিজবাক্যমনৃতং ন করণীয়মিতি ভাবঃ॥ ২৯—৩১॥
যদাঙ্কে ইতি। যদা রাজ্ঞী সুতমঙ্কে নিধায় নৃপসন্নিধৌ স্থিতা তস্মিন্নেব কালে বরুণাগমনাৎ দুঃখাধিক্যং সূচিতম্॥ ৩২॥

গণের মুখ হইতে শ্রবণ করিয়াছি॥ ২৪॥ হে বারীশ! আপনি শাস্ত্রবিধি বিদিত আছেন, অতএব চূড়াকরণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন, শিশুর মুণ্ডনকার্য্য হইলে পর আমি অবশ্যই আপনকার যজ্ঞ করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই॥ ২৫॥

বরুণ তাঁহার ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে বলিলেন, রাজন্! তুমি পুনঃ পুনঃ এইরূপ কথা বলিয়া আমাকে প্রতারণা করিতেছ কেন?॥২৬॥ নরপতে! এক্ষণে তোমার সমস্ত সামগ্রীই বিদ্যমান আছে, কেবল পুত্রস্নেহে নিবদ্ধ হইয়াই সম্প্রতি আমাকে বঞ্চনা করিতেছ॥ ২৭॥ যাহা হউক ক্ষৌরকার্য্য সম্পন্ন করিয়াও যদি যজ্ঞ না কর, তাহা হইলে আমি কুপিত হইয়া তোমাকে নিদারুণ শাপ প্রদান করিব॥ ২৮॥ রাজেন্দ্র! এখন তোমার বাক্যে আমি গমন করিতেছি, কিন্তু তুমি ইক্ষ্বাকুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া আপনার বাক্য মিথ্যা করিও না॥ ২৯॥ প্রচেতা এই কথা বলিয়া নরপতির গৃহ হইতে তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন, রাজাও তখন অতীব সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় ভবনে আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন॥ ৩০॥ পরে অতীব উৎসব সহকারে চূড়াকার্য্য আরব্ধ হইলে পাশধর সত্বর হইয়া পুনর্ব্বার নরপতির ভবনে উপস্থিত হইলেন॥ ৩১॥ যে সময়ে রাজ্ঞী পুত্রকে ক্রোড়ে

কুরু কর্ম্মেতি বিস্পষ্টং বচনং কথয়ন্নৃপম্।
বিশ্বরূপধরঃ শ্রীমান্ প্রত্যক্ষ ইব পাবকঃ ॥ ৩৩ ॥
নৃপতিস্তং সমালোক্য ৰভূবাতীব বিহ্বলঃ।
নমশ্চকার তং ভীত্যা কৃতাঞ্জলিপুটঃ পুরঃ ॥ ৩৪ ॥
বিধিবৎ পূজয়িত্বা তং রাজোবাচ বিনীতবান্।
স্বামিন্! কার্য্যং করোম্যদ্য মখস্ত বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ৩৫ ॥
বক্তব্যমস্তি তত্রাপি শৃণুষ্বৈকমনা বিভো!।
যুক্তঞ্চেন্মন্যসে স্বামিংস্তদ্ৰবীমি তবাগ্রতঃ ॥ ৩৬ ॥
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
সংস্কৃতাশ্চান্যথা শূদ্রা এবং বেদবিদো বিদুঃ ॥ ৩৭ ॥
তস্মাদয়ং সুতো মেঽদ্য শূদ্রবদ্বর্ত্ততে শিশুঃ।
উপনীতঃ ক্রিয়ার্হঃ স্যাদিতি বেদেষু নির্ণয়ঃ ॥ ৩৮ ॥
রাজ্ঞামেকাদশে বর্ষে সদোপনয়নং স্মৃতম্।
অষ্টমে ব্রাহ্মণানাঞ্চ বৈশ্যানাং দ্বাদশে কিল ॥ ৩৯ ॥

কুর্ব্বিতি। প্রত্যক্ষ পাবক ইব তেজোবিশেষোদয়াদিতি ভাবঃ ॥ ৩৩—৩৫
বক্তব্যমিতি। বিভো! নিগ্রহানুগ্রহসমর্থেত্যর্থঃ ॥ ৩৬—৪০ ॥)

লইয়া নৃপতি সন্নিধানে উপবিষ্টা হইয়াছেন, সেইকালেই বরুণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩২ ॥ সেই বিপ্ররূপধারী প্রত্যক্ষ পাবকের ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর বরুণ নরপতিকে সুস্পষ্টবাক্যে বলিলেন, রাজন্! যজ্ঞ আরম্ভ কর ॥ ৩৩ ॥ নরপতি তাঁহাকে অবলোকন করিয়া ভয়ে যার পর নাই বিহ্বল হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অতি সত্বরে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন ॥ ৩৪ ॥ পরে যথাবিধি তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া অতিশয় বিনয় সহকারে বলিলেন, স্বামিন্! অদ্যই আমি বিধিপূর্ব্বক আপনার যাগ করিব ॥৩৫॥ কিন্তু এ বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে আপনি একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ করুন এবং তদনন্তর যাহা কর্ত্তব্য তাহাই করুন। স্বামিন্! আপনি যদি যুক্তিসঙ্গত বলিয়া অনুমোদন করেন তবে আমি উহা আপনার নিকট ব্যক্ত করি ॥ ৩৬ ॥ দেখুন, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিন বর্ণ যথাবিধি সংস্কৃত হইলে দ্বিজাতি হয়েন, কিন্তু সংস্কারবিহীন হইলে ইঁহারা অবশ্যই শূদ্র, ইহা বেদবিদ্ পণ্ডিতমাত্রেই বিদিত আছেন ॥ ৩৭ ॥ অতএব আমার এই শিশু সন্তান এখনও শূদ্রের ন্যায় রহিয়াছে, উপনীত হইলে তদনন্তর ক্রিয়ার উপযুক্ত হইবে ইহাই বেদশাস্ত্রের অভিমত ॥ ৩৮ ॥ ক্ষত্রিয়দিগের একাদশ বর্ষে, ব্রাহ্মণদিগের অষ্টমবর্ষে এবং বৈশ্যগণের দ্বাদশ

দয়সে যদি দেবেশ! দীনং মাং সেবকং তব।
তদোপনীয় কর্ত্তাস্মি পশুনা যজ্ঞমুত্তমম্ ॥ ৪০ ॥
লোকপালোঽসি ধর্ম্মজ্ঞ! সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ!।
মন্যসে যদ্বচঃ সত্যং তদ্গচ্ছ ভবনং বিভো! ॥ ৪১ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা দয়াবান্ যাদসাম্পতিঃ।
ওমিত্যুক্ত্বা যযাবাশু প্রসন্নবদনো নৃপ! ॥ ৪২ ॥
গতেঽথ বরুণে রাজা বভূবাতিমুদান্বিতঃ।
সুখং প্রাপ্য সুতস্যৈবং রাজ্ঞী মুদমবাপ হ ॥ ৪৩ ॥
চকার রাজকার্য্যাণি হরিশ্চন্দ্রস্তদা নৃপ!।
কালেন ব্রজতা পুত্রো বভূব দশবার্ষিকঃ ॥ ৪৪ ॥
তস্যোপবীতসামগ্রীং বিভূতিসদৃশীং নৃপঃ।
চকার ব্রাহ্মণৈঃ শিষ্টৈরন্বিতঃ সচিবৈস্তথা ॥ ৪৫ ॥
একাদশে সুতস্যাব্দে ব্রতবন্ধবিধৌ নৃপঃ।
বিদধে বিধিবৎ কার্য্যং চিত্তে চিন্তাতুরঃ পুনঃ ॥ ৪৬ ॥

যদ্বচঃ সত্যমিতি। যচ্ছব্দো যদ্যর্থকঃ। যদি সত্যং মন্যসে ইত্যর্থঃ ॥ ৪১—৫৮ ॥

বৎসর বয়ঃক্রমে উপনয়নের বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে ॥ ৩৯ ॥ অতএব দেবেশ! যদি আপনকার দীন সেবকের প্রতি দয়া করেন তবে বালকের উপনয়ন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন, পরে এই বালকের উপনয়ন দিয়া পশুরূপ বালক দ্বারা আপনকার সেই উত্তম যজ্ঞ সম্পাদন করিব ॥ ৪০ ॥ বিভো! আপনি লোকপাল বিশেষতঃ সমস্ত শাস্ত্রের সারমর্ম্ম বিদিত হইয়া ধর্ম্মতত্ত্ব লাভ করিয়াছেন, অতএব আমার বাক্য যদি সত্য বলিয়া বিবেচনা করেন, তবে আপনি এক্ষণে নিজ গৃহে গমন করুন ॥ ৪১ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! তাঁহার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া জলাধিপতি বরুণ দয়ার্দ্রচিত্ত হইলেন এবং "তাহাই হইবে" বলিয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন ॥ ৪২ ॥ বরুণ অন্তর্দ্ধান করিলে পর রাজা যার পর নাই আনন্দিত হইলেন এবং রাজ্ঞীও পুত্রের মঙ্গল জানিয়া সন্তুষ্টা হইলেন ॥ ৪৩ ॥ অনন্তর রাজা হরিশ্চন্দ্র হৃষ্টচিত্তে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে তাহার পুত্র দশম বৎসরে পদার্পণ করিল ॥ ৪৪ ॥ তখন রাজা শান্ত ব্রাহ্মণগণ এবং মন্ত্রিগণের সহিত সমবেত হইয়া আপনার ঐশ্বর্য্যের অনুরূপ তাহার উপনয়নের দ্রব্য সামগ্রীর আয়োজন করিলেন ॥ ৪৫ ॥ পুত্রের একাদশ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে নরপতি যথাবিধি উপনয়ন কার্য্যের অনুষ্ঠান

বর্ত্তমানে তথা কার্য্যে উপনীতে কুমারকে।
আজগামাথ বরুণো বিপ্রবেশধরস্তদা॥ ৪৭॥
তং বীক্ষ্য নৃপতিস্তূর্ণং প্রণম্য পুরতঃ স্থিতঃ।
কৃতাঞ্জলিপুটঃ প্রীতঃ প্রত্যুবাচ সুরোত্তমম্॥ ৪৮॥
দেব! দত্তোপবীতোঽয়ং পশুযোগ্যোঽস্তি মে সুতঃ।
প্রসাদাত্তব মে শোকো গতো বন্ধ্যাপবাদজঃ॥ ৪৯॥
কর্ত্তুমিচ্ছাম্যহং যজ্ঞং প্রভূতবরদক্ষিণম্।
সময়ে শৃণু ধর্ম্মজ্ঞ! সত্যমদ্য ব্রবীম্যহম্॥ ৫০॥
সমাবর্ত্তনকর্ম্মান্তে করিষ্যামি তবেপ্সিতম্।
মমোপরি দয়াং কৃত্বা তাবত্ত্বং ক্ষন্তুমর্হসি॥ ৫১॥

বরুণ উবাচ।

প্রতারয়সি মাং রাজন্! পুত্রপ্রেমাকুলো ভৃশম্।
মুহুর্মুহুর্মতিং কৃত্বা যুক্তিযুক্তাং মহামতে!॥ ৫২॥
গচ্ছাম্যদ্য মহারাজ! বচসা তব নোদিতঃ।
আগমিষ্যামি সময়ে সমাবর্ত্তনকর্ম্মণি॥ ৫৩॥

দেব দত্তেতি। দেবেতি বরুণসম্বোধনম্॥ ৪৯—৫৫

করিলেন, কিন্তু বরুণের যজ্ঞবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া পুনঃ পুনঃ চিন্তাতুর হইতে লাগিলেন॥৪৬॥ এদিকে কুমারের উপনয়ন কার্য্য আরম্ভ হইলে, বরুণ বিপ্রবেশ ধারণ করিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন॥ ৪৭॥ নরপতি তাঁহাকে অবলোকন করিবামাত্র অবিলম্বে প্রণাম করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া প্রীতিসহকারে সুরবরকে বলিলেন॥ ৪৮॥ দেব! উপনীত হওয়ায় এক্ষণে আমার এই পুত্র পশুর উপযুক্ত হইয়াছে আর আপনার অনুগ্রহে আমারও বন্ধ্য অপবাদ-নিবন্ধন শোক অন্তর্হিত হইয়াছে॥ ৪৯॥ অতএব, ধর্ম্মজ্ঞ! এক্ষণে আমি যাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন, কিছুকাল বিলম্বে আপনার ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, ইহা আপনাকে সত্য বলিলাম॥ ৫০॥ ফলতঃ সমাবর্ত্তন কার্য্যের অবসানে আপনার অভিমত কার্য্য করিব, অধুনা আমার প্রতি দয়া করিয়া তাবৎ কাল ক্ষমা করুন॥ ৫১॥

বরুণ কহিলেন, মহামতে! তুমি পুত্রস্নেহে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া যুক্তিযুক্ত বুদ্ধি-কৌশল দ্বারা বারংবার আমাকে প্রতারণা করিতেছ॥ ৫২॥ যাহা হউক মহারাজ! আমি তোমার বাক্যানুসারে আজ গমন করিতেছি, কিন্তু সমাবর্ত্তন কার্য্যের সময়ে

ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ পাশী তমাপৃচ্ছ্য বিশাম্পতে!।
রাজা প্রমুদিতঃ কার্য্যং চকার চ যথোত্তরম্ ॥ ৫৪ ॥
আগতং বরুণং দৃষ্ট্বা কুমারোঽতিবিচক্ষণঃ।
যজ্ঞস্য সময়ং জ্ঞাত্বা তদা চিন্তাতুরোঽভবৎ ॥ ৫৫ ॥
শোকস্য কারণং রাজ্ঞঃ পর্য্যপৃচ্ছদিতস্ততঃ।
জ্ঞাত্বাত্মবধমায়ুষ্মন্! গমনায় মতিং দধৌ ॥ ৫৬ ॥
নিশ্চয়ং পরমং কৃত্বা সম্মন্ত্র্য সচিবাত্মজৈঃ।
প্রযযৌ নগরাত্তস্মান্নির্গত্য বনমপ্যসৌ ॥ ৫৭ ॥
গতে পুত্রে নৃপঃ কামং দুঃখিতোঽভূদ্ভৃশং তদা।
প্রেরয়ামাস দূতান্ স্বাংস্তস্যান্বেষণকাম্যয়া ॥ ৫৮ ॥
এবং গতেঽথ কালেঽসৌ বরুণস্তদ্গৃহং গতঃ।
রাজানং শোকসন্তপ্তং কুরু যজ্ঞমিতি ব্রুবন্ ॥ ৫৯ ॥
রাজা প্রণম্য তং প্রাহ দেবদেব! করোমি কিম্।
ন জানে কাপি পুত্রো মে গতস্ত্বদ্য ভয়াকুলঃ ॥ ৬০ ॥
সর্ব্বত্র গিরিদুর্গেষু মুনীনামাশ্রমেষু চ।
অন্বেষিতো মে দূতৈস্তু ন প্রাপ্তো যাদসাম্পতে! ॥ ৬১ ॥

আয়ুষ্মন্নিতি জন্মেজয়সম্বোধনম্ ॥ ৫৬ ॥
নগরান্নির্গত্য বনমেব প্রযযাবিত্যন্বয়ঃ ॥ ৫৭—৬১ ॥

পুনরায় আসিব ইহা নিশ্চয় জানিবে ॥ ৫৩ ॥ নরপতে! বরুণ এই কথা বলিয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া প্রস্থান করিলে রাজাও আনন্দিত হইয়া যথাক্রমে বিহিত কার্য্যকলাপ সম্পাদন করিতে লাগিলেন ॥ ৫৪ ॥ রাজকুমার অতীব বিচক্ষণ ছিলেন সুতরাং বরুণের আগমন দর্শনে যজ্ঞের সময় বিদিত হইয়া চিন্তায় কাতর হইলেন ॥ ৫৫ ॥ অনন্তর, রাজার শোকের কারণ ইতস্ততঃ জিজ্ঞাসা করিয়া আপনার বিনাশের বিষয় বিদিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ রাজগৃহ হইতে প্রস্থান করিতে বাসনা করিলেন ॥ ৫৬ ॥ পরে সচিবপুত্রগণের সহিত পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্য স্থিরীকরণপূর্ব্বক সেই নগর হইতে বহির্গত হইয়া বনে গমন করিলেন ॥ ৫৭ ॥ পুত্র প্রস্থান করিলে নরপতি যার পর নাই দুঃখিত হইয়া তাঁহার অন্বেষণ কামনায় স্বীয় দূত সকল প্রেরণ করিলেন ॥ ৫৮ ॥ এইরূপে কিয়ৎকাল গত হইলে বরুণ তাঁহার গৃহে উপনীত হইয়া সেই শোকসন্তপ্ত রাজাকে বলিলেন, রাজন্! এক্ষণে প্রতিশ্রুত যজ্ঞ সম্পাদন কর ॥ ৫৯ ॥ রাজা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, দেব! আমি কি করিব? আমার পুত্র ভয়াকুল হইয়া কোথায় পলায়ন করিয়াছে তাহা আমি জানি না ॥ ৬০ ॥

আজ্ঞাপয় মহারাজ ! কিং করোমি গতে সুতে ।
ন মে দোষোঽত্র সর্ব্বজ্ঞ ! ভাগ্যদোষস্তু সর্ব্বথা ॥ ৬২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি ভূপবচঃ শ্রুত্বা প্রচেতাঃ কুপিতো ভৃশম্ ।
শশাপ চ নৃপং ক্রোধাদ্বঞ্চিতস্তু পুনঃ পুনঃ ॥ ৬৩ ॥
নৃপতেঽহং ত্বয়া যস্মাদ্বচসা চ প্রবঞ্চিতঃ ।
তস্মাজ্জলোদরো ব্যাধিস্ত্বাং তুদত্বতিদারুণঃ ॥ ৬৪ ॥
ইতি শপ্তো মহীপালঃ কুপিতেন প্রচেতসা ।
পীড়িতোঽভূত্তদা রাজা ব্যাধিনা দুঃখদেন তু ॥ ৬৫ ॥
এবং শপ্ত্বা নৃপং পাশী জগাম নিজমাস্পদম্ ।
রাজা প্রাপ্য মহাব্যাধিং বভূবাতীব দুঃখিতঃ ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং সপ্তমস্কন্ধে বরুণহরিশ্চন্দ্রসংবাদো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

(যদি কার্য্যতস্তে দোষো নাস্তি তর্হি কথং ন যাগ ইত্যাহ ভাগ্যদোষস্ত্বিতি ॥৬২-৬৬॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

দেব ! মদীয় দূত সকল পর্ব্বতরাজির দুর্গম প্রদেশ, মুনিদিগের আশ্রম, অধিক কি সকল স্থানেই অন্বেষণ করিয়াছে তথাপি কোন স্থানেও তাহাকে প্রাপ্ত হয় নাই ॥ ৬১ ॥ আমার পুত্র গৃহ হইতে চলিয়া গিয়াছে এখন আমি কি করিব আপনি তাহা আজ্ঞা করুন ; দেব ! আপনি ত সকলই জানেন অতএব বিবেচনা করিয়া দেখুন আমার ইহাতে কিছুমাত্র দোষ নাই, কেবল ভাগ্যদোষেই এইরূপ ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই ॥ ৬২ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! ভূপতির ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া বরুণ যার পর নাই কুপিত হইলেন এবং যখন দেখিলেন তিনি হরিশ্চন্দ্রের নিকট বারংবার বঞ্চিত হইয়াও অভিলষিত প্রাপ্ত হইলেন না, তখন ক্রোধে অধীর হইয়া তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন যে, রাজন্ ! যেহেতু তুমি ছলনা বাক্যে আমাকে প্রবঞ্চিত করিলে তজ্জন্য নিদারুণ জলোদর ব্যাধি তোমাকে নিরতিশয় ব্যথিত করুক ॥ ৬৪ ॥ বরুণ কুপিত হইয়া এইরূপ অভিসম্পাত করিলে পর রাজা ঐ ক্লেশদায়ক ব্যাধি দ্বারা পীড়িত হইয়া যার পর নাই কষ্টভোগ করিতে লাগিলেন ॥ ৬৫ ॥ তখন পাশধারী জলপতি নৃপতিকে এইরূপে অভিশাপ প্রদান করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন এবং রাজাও ঐ সুদারুণ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া সাতিশয় কাতর হইলেন ॥ ৬৬ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে বরুণহরিশ্চন্দ্রসংবাদবর্ণন নামক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

গতেঽথ বরুণে রাজা রোগেণাতীবপীড়িতঃ।
দুঃখাদ্দুঃখং পরং প্রাপ্য ব্যথিতোঽভূদ্ভৃশং তদা ॥ ১
কুমারোঽসৌ বনে শ্রুত্বা পিতরং রোগপীড়িতম্।
গমনায় মতিং রাজংশ্চকার স্নেহযন্ত্রিতঃ ॥ ২ ॥
সংবৎসরে ব্যতীতে তু পিতরং দ্রষ্টুমাদরাৎ।
গন্তুকামস্তু তং জ্ঞাত্বা শক্রস্তত্রাজগাম হ ॥ ৩ ॥
বাসবস্তু তদা রূপং কৃত্বা বিপ্রস্য সত্বরঃ।
বারয়ামাস যুক্ত্যা বৈ কুমারং গন্তুমুদ্যতম্ ॥ ৪ ॥

ইন্দ্র উবাচ।

রাজপুত্র! ন জানাসি রাজনীতিং সুদুর্ল্লভাম্।
অতঃ করোষি মূঢ়স্ত্বং গমনায় মতিং বৃথা ॥ ৫ ॥

একোনষষ্টিশ্লোকৈস্তু শুনঃশেফবধাশ্রয়া।
কথা প্রারভ্যতে যত্র বিশ্বামিত্রেণ বৈরিতা।
হরিশ্চন্দ্রেণ সঞ্জাতা পরং প্রারব্ধবেগতঃ ॥

বরুণশাপদানানন্তরং জাতং বৃত্তমাহ গতেঽথেতি ॥ ১—২
তত্রাজগাম হেতি। যত্র পুত্রঃ স্থিতস্তত্রেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥
বারয়ামাসেতি। কেবলং দয়াবশাদিত্যর্থঃ ॥ ৪—৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! বরুণ নিজ স্থানে প্রস্থান করিলে রাজা সেই জলোদর রোগে সাতিশয় পীড়িত হইলেন এবং দিন দিন দুঃখভোগ ও ঘোরতর যন্ত্রণা অনুভব করিয়া যার পর নাই ক্লেশ পাইতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ রাজন্! এদিকে রাজকুমার বনমধ্যেই পিতার সেই রোগজনিত সন্তাপের বিষয় শুনিতে পাইলেন সুতরাং স্নেহের পরতন্ত্র হইয়া পিতার নিকট গমন করিতে বাসনা করিলেন ॥ ২ ॥ সংবৎসর অতীত হইলে রাজকুমার আদর সহকারে পিতাকে দেখিবার নিমিত্ত এবং তৎসমীপে যাইবার জন্য বাসনা করিয়াছেন ইহা অবগত হইয়া দেবরাজ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩ ॥ তিনি দয়াবশতঃ অবিলম্বে বিপ্ররূপ ধারণ করিয়া অনুকূল যুক্তি দ্বারা সেই গমনোদ্যত কুমারকে নিবারণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

ইন্দ্র বলিলেন, রাজপুত্র! তুমি অতীব নির্ব্বোধ বিশেষতঃ অদ্যাপি দুর্জ্ঞেয় রাজনীতি অবগত হইতে পার নাই, এজন্য অজ্ঞানতাবশতই এখন পিতার নিকট বৃথা গমন করিতে

পিতা তব মহাভাগ ! ব্রাহ্মণৈর্ব্বেদপারগৈঃ ।
কারয়িষ্যতি হোমং তে জ্বলিতেঽথ বিভাবসৌ ॥ ৬ ॥
আত্মা হি বল্লভস্তাত ! সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং খলু ।
তদর্থে বল্লভাঃ সন্তি পুত্ত্রদারধনাদয়ঃ ॥ ৭ ॥
আত্মনো দেহরক্ষার্থং হত্বা ত্বাং বল্লভং সুতম্ ।
হবনং কারয়িত্বাসৌ রোগমুক্তো ভবিষ্যতি ॥ ৮ ॥
তস্মাত্ত্বয়া ন গন্তব্যং রাজপুত্ত্র ! পিতুর্গৃহে ।
মৃতে পিতরি গন্তব্যং রাজ্যার্থে সর্ব্বথা পুনঃ ॥ ৯ ॥
এবং নিষেধিতস্তত্র বাসবেন নৃপাত্মজঃ ।
বনমধ্যে স্থিতঃ কামং পুনঃ সংবৎসরং নৃপ ! ॥ ১০ ॥
অত্যন্তং দুঃখিতং শ্রুত্বা হরিশ্চন্দ্রং তদাত্মজঃ ।
গমনায় মতিং চক্রে মরণে কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ১১ ॥
তুরাষাড্ দ্বিজরূপেণ তত্রাগত্য চ রোহিতম্ ।
নিবারয়ামাস সুতং যুক্তিবাক্যৈঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ১২ ॥

তে তব পশুভূতস্য হোমং কারয়িষ্যতীত্যন্বয়ঃ ॥ ৬ ॥
আত্মা হি বল্লভ ইতি । ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতীত্যাদিনা ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতীতি বৃহদারণ্যক-শ্রুতেরনুভবাচ্চ । তদর্থে আত্মার্থ ইত্যর্থঃ ॥ ৭—১৪ ॥

উদ্যত হইতেছ ॥ ৫ ॥ মহাভাগ ! তুমি তথায় গমন করিলে তোমার পিতা বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ দ্বারা নরমেধ যজ্ঞ করিবেন তাহাতে তোমাকে পশুস্বরূপ করিয়া ত্বদীয় মাংস প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে আহুতি প্রদান করাইবেন ॥ ৬ ॥ বৎস ! সকল প্রাণিপুঞ্জেরই আত্মা অতীব প্রিয় ; সেই কারণে আত্মার নিমিত্তই পুত্র, স্ত্রী ও ধনরত্ন সকলই প্রিয় হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥ অতএব তুমি প্রাণ তুল্য প্রিয়পুত্র হইলেও তিনি রোগ হইতে মুক্ত হইয়া আপনাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তোমাকে নিহত করিয়া হোম করাইবেন সন্দেহ নাই ॥ ৮ ॥ রাজপুত্র ! তোমার এখন পিতৃগৃহে গমন করা উচিত নহে, পরন্তু যখন তোমার পিতা মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন তৎকালে তুমি রাজ্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত অবশ্যই পুনরায় তথায় গমন করিও ॥৯॥ নৃপবর ! বাসব এই প্রকার নিষেধ করিলে পর রাজপুত্র সেই বনমধ্যে পুনর্ব্বার এক বৎসর কাল বাস করিলেন ॥১০॥ কিন্তু রাজপুত্র যখন হরিশ্চন্দ্রের নিরতিশয় দুঃখের বিষয় অবগত হইলেন, তখন নিজ মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া পিতৃগৃহে গমন করিতে মানস করিলেন ॥ ১১ ॥ অনন্তর সুরপতি ইন্দ্রও তৎকালে দ্বিজরূপ ধারণ করিয়া রাজপুত্র রোহিতের নিকট উপনীত হইলেন এবং যুক্তিযুক্ত বাক্য দ্বারা তাঁহাকে বারংবার নিষেধ করিলেন ॥ ১২ ॥

হরিশ্চন্দ্রোঽতিদুঃখার্ত্তো বশিষ্ঠং স্বপুরোহিতম্।
পপ্রচ্ছ রোগনাশায় তত্রোপায়ং সুনিশ্চিতম্ ॥ ১৩ ॥
তমাহ ব্রহ্মণঃ পুত্রো যজ্ঞং কুরু নৃপোত্তম!।
ক্রয়ক্রীতেন পুত্রেণ শাপমোক্ষো ভবিষ্যতি ॥ ১৪ ॥
পুত্রা দশবিধাঃ প্রোক্তা ব্রাহ্মণৈর্ব্বেদপারগৈঃ।
দ্রব্যেণানীয় তস্মাত্ত্বং পুত্রং কুরু নৃপোত্তম! ॥ ১৫ ॥
বরুণোঽপি প্রসন্নঃ সন্ সুখকারী ভবিষ্যতি।
লোভাৎ কোঽপি দ্বিজঃ পুত্রং প্রদাস্যতি স্বরাষ্ট্রজঃ ॥ ১৬ ॥
এবং প্রমোদিতো রাজা বশিষ্ঠেন মহাত্মনা।
প্রধানং প্রেরয়ামাস তদন্বেষণকাম্যয়া ॥ ১৭ ॥
অজীগর্ত্তো দ্বিজঃ কশ্চিদ্বিষয়ে তস্য ভূপতেঃ।
তস্যাসংশ্চ ত্রয়ঃ পুত্রা নির্দ্ধনস্য বিশেষতঃ ॥ ১৮ ॥
প্রধানেনাপ্যসৌ পৃষ্টঃ পুত্রার্থং দুর্ব্বলো দ্বিজঃ।
গবাং শতং দদামীতি দেহি পুত্রং মথায় বৈ ॥ ১৯ ॥

(ক্রয়ক্রীতস্য পুত্রত্বং ন ভবতীতি চেত্তত্রাহ পুত্রা দশবিধা ইতি ॥ ১৫ ॥
পুত্রমাত্মতুল্যং কো বা দাস্যতি দ্রব্যেণেত্যত আহ লোভাদিতি ॥ ১৬—২১ ॥)

এদিকে হরিশ্চন্দ্র পীড়ায় নিতান্ত কাতর হইয়া স্বীয় কুলপুরোহিত বশিষ্ঠদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! এই রোগ শান্তির সুনিশ্চিত উপায় কি? ॥ ১৩ ॥ ব্রহ্মাপুত্র বশিষ্ঠ তাঁহাকে বলিলেন, মহারাজ! মূল্য দ্বারা একটি পুত্র ক্রয় করুন, পরে সেই ক্রীত পুত্র দ্বারা যজ্ঞ করিলেই আপনি শাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন ॥ ১৪ ॥ নৃপসত্তম! বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ কহিয়া থাকেন যে, পুত্র দশবিধ, তাহার মধ্যে ক্রীতপুত্র অন্যতম; অতএব মূল্য দ্বারা একটি বালক আনাইয়া তাহাকেই পুত্র করুন ॥১৫॥ আপনার রাষ্ট্রজাত কোন দ্বিজ লোভপরতন্ত্র হইয়া পুত্র প্রদান করিতে পারেন; ইহাতে বরুণদেব প্রসন্ন হইয়া অবশ্যই সুখ সম্পাদন করিবেন সন্দেহ নাই ॥ ১৬ ॥

রাজা হরিশ্চন্দ্র মহাত্মা বশিষ্ঠের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং সেইরূপ পুত্র অন্বেষণের নিমিত্ত প্রধান মন্ত্রীকে অনুমতি করিলেন ॥ ১৭ ॥ সেই ভূপতির রাজ্যে অজীগর্ত্ত নামক অতীব নির্ধন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাঁহার তিনটি পুত্র ছিল ॥ ১৮ ॥ মন্ত্রী পুত্র ক্রয় করিবার অভিলাষে সেই নির্ধন দ্বিজবরকে কহিলেন, আমি আপনাকে এক শত গো প্রদান করিতেছি, আপনি যজ্ঞের নিমিত্ত একটি পুত্র প্রদান করুন ॥ ১৯ ॥ শুনঃপুচ্ছ, শুনঃশেফ ও শুনোলাঙ্গুল নামে আপনার যে তিনটি পুত্র আছে

শুনঃপুচ্ছঃ শুনঃশেফঃ শুনোলাঙ্গূল ইত্যমী।
তেষামেকতমং দেহি দদামি তু গবাং শতম্॥ ২০ ॥
অজীগর্ত্তস্তু তচ্ছ্রুত্বা ক্ষুধয়া পীড়িতো ভৃশম্।
পুত্রৈশ্চৈকতমং তেভ্যো বিক্রেতুং বৈ মনো দধে ॥ ২১ ॥
কার্য্যাধিকারিণং জ্যেষ্ঠং মত্বা নাসাবদাদমুম্।
কনিষ্ঠং নাপ্যদান্মাতা মমৈষ ইতিবাদিনী ॥ ২২ ॥
মধ্যমঞ্চ শুনঃশেফং দদৌ গবাং শতেন চ।
আনিনায় পশুং চক্রে নরমেধে নরাধিপঃ ॥ ২৩ ॥
রুদন্তং দুঃখিতং দীনং বেপমানং ভৃশাতুরম্।
যূপে বদ্ধং নিরীক্ষ্যামুঞ্চুক্রুশুর্ম্মুনয়স্তদা ॥ ২৪ ॥
শামিত্রায় পশুং চক্রে নরমেধে নরাধিপঃ।
শমিতা নাদদে শস্ত্রং তমালম্ভয়িতুং শিশুম্ ॥ ২৫ ॥
নাহং দ্বিজসুতং দীনং রুদন্তং করুণং ভৃশম্।
হনিষ্যামি স্বলোভার্থমিত্যুবাচাপ্যসৌ তদা ॥ ২৬ ॥

কার্য্যাধিকারিণং মৃতক্রিয়াধিকারিণম্ ॥ ২২—২৪ ॥

শামিত্রায় শমিতুঃ কর্ম্ম বধরূপং শামিত্রং তস্মৈ বধায় কর্ম্মণে পশুং চক্রে দত্তবানিত্যর্থঃ ॥ ২৫—২৮ ॥

তন্মধ্যে একটি পুত্র আমাকে প্রদান করুন আমিও তাহার বিনিময়ে আপনাকে একশত গো প্রদান করিতেছি ॥২০॥ অজীগর্ত্ত অন্নাভাবে যার পর নাই কাতর হইয়াছিলেন সুতরাং এই বাক্য শুনিয়া তাহাদের মধ্যে একটি পুত্রকে বিক্রয় করিবার নিমিত্ত অভিলাষ করিলেন ॥ ২১ ॥ কিন্তু জ্যেষ্ঠপুত্র ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ার অধিকারী ইহা বিবেচনা করিয়া তাহাকে প্রদান করিলেন না আর কনিষ্ঠ পুত্রটি আমার এই বলিয়া মাতাও তাহাকে প্রদান করিতে সম্মত হইলেন না ॥ ২২ ॥ অবশেষে মধ্যম পুত্র শুনঃশেফকে শত গো মূল্যে বিক্রয় করিলে, নরপতি তাহাকে আনাইয়া নরমেধ যজ্ঞের নিমিত্ত পশু করিলেন ॥ ২৩ ॥ সেই বালক যুপকাষ্ঠে আবদ্ধ হইয়াই কম্পিত হইতে লাগিল এবং দুঃখে কাতর হইয়া অতি দীনভাবে রোদন করিতে লাগিল, ইহা দেখিয়া মুনিগণ অতি কাতরস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন ॥২৪॥ নরপতি নরমেধ যজ্ঞে বধ করিবার নিমিত্ত উহাকে পশুরূপে প্রদান করিলে, শমিতা (ছেত্তা) সেই শিশুকে ছেদন করিতে অস্ত্র গ্রহণ করিল না ॥ ২৫ ॥ সে বলিল এই দ্বিজতনয় কাতর হইয়া নিতান্ত করুণস্বরে রোদন করিতেছে, অতএব আমি লোভের বশীভূত হইয়া ইহাকে কখনই বধ করিতে পারিব না ॥ ২৬ ॥ এই কথা বলিয়া সেই দুষ্কর

ইত্যুক্ত্বা বিররামাসৌ কর্ম্মণো দুষ্করাদথ।
রাজা সভাসদঃ প্রাহ কিং কর্ত্তব্যমিতি দ্বিজাঃ॥ ২৭॥
জাতঃ কিলকিলাশব্দো জনানাং ক্রোশতাং তদা।
ক্রন্দমানে শুনঃশেফে সভায়াং ভৃশমদ্ভুতম্॥ ২৮॥
অজীগর্ত্তস্তদোত্থায় তমুবাচ নৃপোত্তমম্।
রাজন্! কার্য্যং করিষ্যামি তবাহং সুস্থিরো ভব॥ ২৯॥
বেতনং দ্বিগুণং দেহি হনিষ্যামি পশুং কিল।
কর্ত্তব্যং মখকার্য্যং বৈ ময়া তেঽদ্য ধনার্থিনা॥ ৩০॥
দুঃখিতস্য ধনার্থস্য সদাসূয়া প্রসূয়তে॥ ৩১॥

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য হরিশ্চন্দ্রো মুদান্বিতঃ।
তমুবাচ দদাম্যদ্য গবাং শতমনুত্তমম্॥ ৩২॥
তদাকর্ণ্য পিতা তস্য পুত্রং হন্তুং সমুদ্যতঃ।
লোভেনাকুলচিত্তোঽসৌ শামিত্রে কৃতনিশ্চয়ঃ॥ ৩৩॥

অজীগর্ত্তো লোভবশাৎ পুত্রবধং কর্ত্তুং প্রবৃত্ত ইত্যাহ অজীগর্ত্ত ইতি॥ ২৯—৩০॥
সদাসূয়েতি। পুত্রেঽপি দ্বেষবুদ্ধিরিত্যর্থঃ। প্রসূয়তে উৎপদ্যতে॥ ৩১—৩২॥
শামিত্রে বধকর্ম্মণি অনেন চ লোভাবিষ্টস্য ঈদৃশী গতির্জায়তে ইতি বোধিতম্। তস্মাল্লোভস্ত্যাজ্য ইত্যবান্তরতাৎপর্য্যম্॥ ৩৩—৩৯॥

কার্য্য হইতে বিরত হইলে তখন রাজা সভাসদ্গণকে বলিলেন, দ্বিজগণ! এখন কি করা কর্ত্তব্য॥ ২৭॥ তখন শুনঃশেফ অতীব অদ্ভুত করুণস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং জনসাধারণ সেই বিষয় লইয়া তুমুল আন্দোলন করিতে লাগিল তাহাতে তৎকালে সেই সভামধ্যে অতিশয় কোলাহল উত্থিত হইল॥ ২৮॥ অনন্তর অজীগর্ত্ত সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া নরপতি হরিশ্চন্দ্রকে বলিল, রাজন্! আপনি ধৈর্য্যাবলম্বন করুন, আমি আপনার কার্য্য সম্পাদন করিব॥ ২৯॥ আমি ধনের অভিলাষী সুতরাং আপনি আমাকে দ্বিগুণ ধন প্রদান করিলে আমি এখনিই এই পশুবধ করিতেছি, আপনি অনতিবিলম্বে যজ্ঞকার্য্য সম্পূর্ণ করুন॥ ৩০॥ রাজন্! যে ব্যক্তি ধনের নিমিত্ত লালায়িত হয় তাহার সর্ব্বদা পুত্রের প্রতিও দ্বেষবুদ্ধি উপস্থিত হইয়া থাকে তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে॥ ৩১॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! অজীগর্ত্তের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা হরিশ্চন্দ্র পরম আহ্লাদসহকারে তাঁহাকে বলিলেন, আমি এখনিই আপনাকে এক শত উত্তম গো প্রদান করিতেছি॥৩২॥ তখন বালকের পিতা নৃপতির ঐ কথা শুনিবামাত্র লোভের বশীভূত ও বধকার্য্য সমাধা করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া পুত্রকে সংহার করিতে উদ্যত হইল॥ ৩৩॥

সমুদ্যতঞ্চ তং দৃষ্ট্বা জনাঃ সর্ব্বে সভাসদঃ।
চুক্রুশুর্ভৃশদুঃখার্ত্তা হাহেতি জগদুর্বচঃ ॥ ৩৪ ॥
পিশাচোঽয়ং মহাপাপী ক্রূরকর্ম্মা দ্বিজাকৃতিঃ।
যস্ত্বয়ং স্বসুতং হন্তুমুদ্যতঃ কুলপাংসনঃ ॥ ৩৫ ॥
ধিক্ চাণ্ডাল! কিমেতত্তে পাপকর্ম্মচিকীর্ষিতম্।
হত্বা সুতং ধনং প্রাপ্য কিং সুখং তে ভবিষ্যতি ॥ ৩৬ ॥
আত্মা বৈ জায়তে পুত্র অঙ্গাদ্ বৈ বেদভাষিতম্।
তৎ কথং পাপবুদ্ধে! ত্বমাত্মানং হন্তুমিচ্ছসি ॥ ৩৭ ॥
এবং কোলাহলে তত্র জাতে কৌশিকনন্দনঃ।
সমীপং নৃপতের্গত্বা তমুবাচ দয়াপরঃ ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ।

রাজন্! মুঞ্চ শুনঃশেফং রুদন্তং ভৃশদুঃখিতম্।
ক্রতুস্তে ভবিতা পূর্ণো রোগনাশশ্চ সর্ব্বথা ॥ ৩৯ ॥
দয়াসমং নাস্তি পুণ্যং পাপং হিংসাসমং ন হি।
রাগিণাং রোচনার্থায় নোদনেয়ং বিচারয় ॥ ৪০ ॥

নোদনেয়ং প্রেরণেয়ং বিধিবাক্যেনেত্যর্থঃ। ন তু বিধিবাক্যানামবশ্যহিংসাকরণে তাৎপর্য্যম্। তদেতদ্বিচারয় নিশ্চিনুহীত্যর্থঃ কিন্তু হিংসানিবৃত্তাবেব তাৎপর্য্যম্। তদুক্তং ভাগবতে। লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা নিত্যাস্তু জন্তোর্নহি তত্র চোদনা। ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞসুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টেতি ॥ ৪০—৪৫ ॥

সভাসদগণ তাহাকে পুত্র বধে উদ্যত দেখিয়া যার পর নাই দুঃখে কাতর হইল এবং হায়! হায়! বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিল ॥৩৪॥ তাহারা বলিল এই কুলপাংসন আপনার পুত্রকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে, হায়! আমরা ইতিপূর্ব্বে আর কখনও এরূপ ক্রূরকর্ম্মা মহাপাপী দেখি নাই, এ নিশ্চয়ই দ্বিজাকৃতি পিশাচ হইবে সন্দেহ নাই ॥৩৫॥ রে চাণ্ডাল! তোকে ধিক্! তুই এ কি পাপকার্য্য করিতে বাসনা করিতেছিস্? সামান্য ধনের অভিলাষে পুত্ররত্ন হত্যা করিয়া তোর কি সুখলাভ হইবে? ॥ ৩৬ ॥ পাপিষ্ঠ! বেদে উক্ত হইয়াছে যে, আত্মাই অঙ্গ হইতে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে, অতএব তুই কি প্রকারে সেই আত্মাকে হনন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিস্ ॥৩৭॥ সভাস্থলে এইরূপ কোলাহল আরম্ভ হইলে কৌশিক-নন্দন বিশ্বামিত্র দয়াবশতঃ নরপতি সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন ॥ ৩৮ ॥

রাজেন্দ্র! শুনঃশেফ অত্যন্ত কাতর হইয়া রোদন করিতেছে, অতএব ইহাকে পরিত্যাগ কর; তাহা হইলে তোমার যজ্ঞ সম্পূর্ণ এবং ব্যাধিনাশ অবশ্যই হইবে ॥ ৩৯ ॥ তুমি বিচার

আত্মদেহস্য রক্ষার্থং পরদেহনিকৃন্তনম্।
ন কর্ত্তব্যং মহারাজ ! সর্ব্বতঃ শুভমিচ্ছতা ॥ ৪১ ॥
দয়য়া সর্ব্বভূতেষু সন্তুষ্টো যেন কেন চ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়োপশান্ত্যা চ তুষ্যত্যাশু জগৎপতিঃ ॥ ৪২ ॥
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু চিন্তনীয়ং নৃপোত্তম !।
জীবিতব্যং প্রিয়ং নূনং সর্ব্বেষাং সর্ব্বদা কিল ॥ ৪৩ ॥
তমিচ্ছসি সুখং কর্ত্তুং দেহে হত্বা ত্বমুং দ্বিজম্।
কথং নেচ্ছেদসৌ দেহং রক্ষিতুং স্বসুখাস্পদম্ ॥ ৪৪ ॥
পূর্ব্বজন্মকৃতং বৈরং নানেন সহতে নৃপ !।
যেনামুং হন্তুকামস্ত্বং দ্বিজপুত্রং নিরাগসম্ ॥ ৪৫ ॥
যো যং হন্তি বিনা বৈরং স্বকামঃ সততং পুনঃ।
হন্তারং হন্তি তং প্রাপ্য জননং জননান্তরে ॥ ৪৬ ॥
জনকোঽস্য সুদুষ্টাত্মা যেনাসৌ তে সমর্পিতঃ।
স্বাত্মজো ধনলোভেন পাপাচারঃ স দুর্ম্মতিঃ ॥ ৪৭ ॥

হন্তারং হন্তীতি। যং হন্তি স জননং প্রাপ্য তং হন্তারং পূর্ব্বজন্মস্থং জননান্তরে দ্বিতীয়জন্মনি হন্তীত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৬—৫১ ॥

করিয়া দেখ, যজ্ঞাদিতে পশুহিংসার যে বিধি বিহিত হইয়াছে, উহা কেবল বিষয়ানুরাগী ব্যক্তিদিগের প্রবৃত্তির নিমিত্ত,বস্তুতঃ উহা হইতে নিবৃত্ত হওয়াই উচিত ; আপনি জানিবেন যে, দয়ার সদৃশ পুণ্য আর হিংসার তুল্য পাপ আর কিছুই নাই ॥ ৪০ ॥ মহারাজ ! যে ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে আপনার মঙ্গল কামনা করে তাহার আপন দেহ রক্ষা করিবার নিমিত্ত পরের দেহ কর্ত্তন করা কখনই কর্ত্তব্য নহে ॥ ৪১ ॥ যে ব্যক্তি সকল জীবেই সমান দয়া প্রকাশ করে, সামান্য বস্তু লাভ হইলেই প্রীত হয় আর সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত রাখে, জগদীশ্বর তাহার প্রতি সত্বর সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন ॥ ৪২ ॥ নৃপবর ! সকল জীবকেই আপনার ন্যায় দর্শন করিবে এবং নিয়তই সকলের প্রিয় হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে ॥ ৪৩ ॥ এই দ্বিজপুত্রের দেহ নষ্ট করিয়া তুমি আপনার দেহ রক্ষা করিতে বাঞ্ছা করিয়াছ অতএব ঐ দ্বিজপুত্রও স্বীয় সুখের আস্পদ দেহ রক্ষা করিতে কেন না ইচ্ছা করিবে ? ॥ ৪৪ ॥ রাজন্ ! তুমি নিরপরাধ দ্বিজতনয়কে বধ করিতে অভিলাষ করিয়াছ, কিন্তু এই বিপ্রতনয় পূর্ব্ব জন্মকৃত বৈর কখনই সহ্য করিবে না ॥৪৫॥ যদি কোন ব্যক্তি শত্রুতা না থাকিলেও আপন ইচ্ছানুসারে কাহাকেও বধ করে, তবে সেই ব্যক্তি পরজন্মে সেই হন্তাকে অবশ্যই পুনর্ব্বার সংহার করিয়া থাকে সন্দেহ নাই ॥ ৪৬ ॥ ইহার

এষ্টব্যা বহবঃ পুত্ত্রা যদ্যেকোঽপি গয়াং ব্রজেৎ ।
যজেত চাশ্বমেধেন নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ ॥ ৪৮ ॥
দেশমধ্যে চ যঃ কশ্চিৎ পাপং কর্ম্ম সমাচরেৎ ।
ষষ্ঠাংশস্তস্য পাপস্য রাজা ভুঙ্‌ক্তে ন সংশয়ঃ ॥ ৪৯ ॥
নিষেধনীয়ো রাজ্ঞাসৌ পাপং কর্ত্তুং সমুদ্যতঃ ।
ন নিষিদ্ধস্ত্বয়া কস্মাৎ পুত্ত্রং বিক্রেতুমুদ্যতঃ ॥ ৫০ ॥
সূর্য্যবংশে সমুৎপন্নস্ত্রিশঙ্কুতনয়ঃ শুভঃ ।
আর্য্যস্ত্বনার্য্যবৎ কর্ম্ম কর্ত্তুমিচ্ছসি পার্থিব ! ॥ ৫১ ॥
মোচনান্মুনিপুত্ত্রস্য করণাদ্বচনস্য মে ।
তব দেহে সুখং রাজন্ ! ভবিষ্যত্যবিচারণাৎ ॥ ৫২ ॥
পিতা তে শাপযোগেন চাণ্ডালত্বমুপাগতঃ ।
ময়াসৌ তেন দেহেন স্বর্লোকং প্রাপিতঃ কিল ॥ ৫৩ ॥
তেনৈব প্রীতিযোগেন কুরু মে বচনং নৃপ ! ।
মুঞ্চৈনং বালকং দীনং রুদন্তং ভৃশমাতুরম্ ॥ ৫৪ ॥

মে মম বচনস্য করণাৎ স্বীকরণাদিত্যর্থঃ ॥ ১২—৫৭ ॥

জনক ধনলোভে মতিভ্রষ্ট হইয়া স্বীয় সুতকে অর্পণ করিয়াছে সুতরাং সেই দ্বিজ অতীব ক্রূরস্বভাব ও পাপাচারী তাহাতে আর সন্দেহ কি ॥ ৪৭ ॥ যদি কেহ গয়ায় গমন করে অথবা যদি কেহ অশ্বমেধ যজ্ঞ করে কিংবা যদি কেহ নীল বৃষভ উৎসর্গ করে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া মানবগণের বহু পুত্ত্র কামনা করা কর্ত্তব্য ॥ ৪৮ ॥ আর দেখ, দেশমধ্যে যে কেহই পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করুক না কেন, রাজা সেই পাপের ষষ্ঠাংশ ভোগ করেন ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৪৯ ॥ অতএব লোকে পাপকর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহাকে নিষেধ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য ; কিন্তু এই দ্বিজ পুত্ত্রবিক্রয় করিতে উদ্যত হইলে তুমি কি জন্য উহাকে নিষেধ কর নাই ॥ ৫০ ॥ রাজন্ ! তুমি ত্রিশঙ্কুর সুসন্তান বিশেষতঃ সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ সুতরাং তুমি আর্য্য হইয়াও অনার্য্যের ন্যায় কার্য্য করিতে কি প্রকারে অভিলাষ করিয়াছ ? ॥ ৫১ ॥ তুমি আমার বাক্য গ্রহণ করিয়া অতি সত্বরেই যদি এই দ্বিজতনয়কে মুক্তিপ্রদান কর, তাহা হইলে তোমার দেহে অবশ্যই সুখসঞ্চার হইবে ॥ ৫২ ॥ তোমার পিতা শাপবশতঃ চাণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন. কিন্তু সেই দেহেই আমি তাঁহাকে সুরলোকে প্রেরণ করিয়াছি, ইহা তুমি অবশ্যই বিদিত আছ ॥৫৩॥ অতএব রাজন্ ! তুমি সেই প্রীতি অনুসারেই আমার বাক্য প্রতিপালন কর। এই বালক অতিশয় কাতর হইয়া দীনভাবে রোদন করিতেছে, অতএব ইহাকে পরিত্যাগ কর ॥ ৫৪ ॥ তোমার

যাচিতোঽসি ময়া নূনং যজ্ঞেঽস্মিন্ রাজসূয়কে।
প্রার্থনাভঙ্গজং দোষং কথং ত্বং নাববুধ্যসে॥ ৫৫॥
প্রার্থিতং সর্ব্বদা দেয়ং মখেঽস্মিন্নৃপসত্তম!।
অন্যথা পাপমেব স্যাত্তব রাজন্! ন সংশয়ঃ॥ ৫৬॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা কৌশিকস্য নৃপোত্তমঃ।
প্রত্যুবাচ মহারাজঃ কৌশিকং মুনিসত্তমম্॥ ৫৭॥
জলোদরেণ গাধেয়! দুঃখিতোঽহং ভৃশং মুনে!।
তস্মান্ন মোচয়াম্যেনমন্যৎ প্রার্থয় কৌশিক!।
ন ত্বয়া নিগ্রহঃ কার্য্যঃ কার্য্যেঽস্মিন্ মম সর্ব্বথা॥ ৫৮॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং রাজ্ঞো বিশ্বামিত্রোঽতিকোপতঃ।
বভূব দুঃখসন্তপ্তো বীক্ষ্য দীনং দ্বিজাত্মজম্॥ ৫৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে শুনঃশেফকথাবর্ণনং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬॥

নিগ্রহঃ আগ্রহঃ॥ ৫৮—৫৯॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬॥

এই রাজসূয়যজ্ঞে আমি ইহা প্রার্থনা করিতেছি, কিন্তু ইহা পূর্ণ না করিলে তোমার প্রার্থনা-ভঙ্গজনিত পাপ হইবে অতএব ইহা তুমি কেন হৃদয়ঙ্গম করিতেছ না॥ ৫৫॥ নৃপসত্তম! এই যজ্ঞে যে যাহা প্রার্থনা করিবে তাহা অবশ্যই তাহাকে প্রদান করিতে হইবে, কিন্তু তাহার অন্যথা করিলে তোমাতে পাপ স্পর্শিবে সন্দেহ নাই॥ ৫৬॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! কৌশিকের ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া নরপতি হরিশ্চন্দ্র মুনিবর বিশ্বামিত্রকে বলিলেন॥ ৫৭॥ গাধেয়! জলোদর পীড়ায় মহাক্লেশভোগ করিতেছি, সেই কারণে আমি ইহাকে মোচন করিতে পারিব না, অতএব আপনি অন্য কিছু প্রার্থনা করুন। কুশিকনন্দন! আমার এই কার্য্যে বিঘ্ন দেওয়া আপনার উচিত হয় না॥ ৫৮॥ তখন রাজার এই কথা শুনিয়া বিশ্বামিত্র অতিশয় কুপিত হইলেন এবং দ্বিজতনয়কে অতীব কাতর অবলোকন করিয়া দুঃখসহকারে সন্তাপ করিতে লাগিলেন॥ ৫৯॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে শুনঃশেফকথাবর্ণন নামক ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

ব্যাস উবাচ।

রুদন্তং বালকং বীক্ষ্য বিশ্বামিত্রো দয়াতুরঃ।
শুনঃশেফমুবাচেদং গত্বা পার্শ্বেঽতিদুঃখিতম্ ॥ ১ ॥
মন্ত্রং প্রচেতসঃ পুত্র ! ময়োক্তং মনসা স্মর।
জপতস্তব কল্যাণং ভবিষ্যতি মমাজ্ঞয়া ॥ ২ ॥
বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা শুনঃশেফঃ শুচাকুলঃ।
মন্ত্রং জজাপ মনসা কৌশিকোক্তং স্ফুটাক্ষরম্ ॥ ৩ ॥
জপতস্তত্র তস্যাশু প্রচেতাস্তু কৃপাকরঃ।
প্রাদুর্ব্বভূব সহসা প্রসন্নো নৃপ ! বালকে ॥ ৪ ॥
দৃষ্ট্বা তমাগতং সর্ব্বে বিস্ময়ং পরমং গতাঃ।
তুষ্টুবুর্ব্বরুণং দেবং মুদিতা দর্শনেন তে ॥ ৫ ॥
রাজাতিবিস্মিতঃ পাদৌ প্রণনাম রুজাতুরঃ।
বদ্ধাঞ্জলিপুটো দেবং তুষ্টাব পুরতঃ স্থিতম্ ॥ ৬ ॥

একোনষষ্টিশ্লোকৈস্তু বিশ্বামিত্রেণ মোচিতে।
শুনঃশেফে হরিশ্চন্দ্রো রোগামুক্ত ইতীর্য্যতে ॥

রাজবাক্যং শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রো যদকরোত্তদাহ রুদন্তমিতি ॥ ১—৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! বিশ্বামিত্র সেই বালক শুনঃশেফকে অত্যন্ত কাতরভাবে রোদন করিতে দেখিয়া অতীব দয়ার্দ্রচিত্তে তৎসমীপে গমনপূর্ব্বক তাহাকে বলিলেন ॥ ১ ॥ বৎস ! আমি তোমাকে বরুণ মন্ত্র প্রদান করিতেছি, তুমি ঐ মন্ত্র মনে মনে স্মরণ কর, আমার বাক্যানুসারে ঐ মন্ত্র জপ করিলে তোমার অবশ্যই মঙ্গল হইবে ॥ ২ ॥ শোকাকুল শুনঃশেফ বিশ্বামিত্রের বাক্য শুনিয়া তদুক্ত মন্ত্র মনে মনে স্পষ্টাক্ষরে জপ করিতে লাগিল ॥ ৩ ॥ রাজন্ ! শুনঃশেফ সেই মন্ত্র জপ করিবামাত্র কৃপালুহৃদয় বরুণদেব তাহার প্রতি প্রসন্নচিত্ত হইয়া সহসা তাহার সম্মুখে আসিয়া প্রাদুর্ভূত হইলেন ॥ ৪ ॥ বরুণদেবকে সমাগত দেখিয়া সভাস্থ সকলেই বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহার দর্শনে আনন্দিত হইয়া সকলেই তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥ তখন রোগাতুর হরিশ্চন্দ্র নৃপতিও যার পর নাই বিস্মিত হইয়া তাঁহার চরণযুগলে নিপতিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে সেই পুরোবর্ত্তী বরুণের স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

দেবদেব! কৃপাসিন্ধো! পাপাত্মাহং সুমন্দধীঃ।
কৃতাপরাধঃ কৃপণঃ পাবিতঃ পরমেষ্ঠিনা ॥ ৭ ॥
ময়া তে পুত্রকামেন দুঃখসংস্থেন হেলনম্‌।
কৃতং ক্ষমাপ্যং প্রভুণা কোঽপরাধঃ সুদুর্মতেঃ ॥ ৮ ॥
অর্থী দোষং ন জানাতি তস্মাৎ পুত্রার্থিনা ময়া।
বঞ্চিতস্ত্বং দেবদেব! ভীতেন নরকাদ্বিভো! ॥ ৯ ॥
অপুত্রস্য গতির্নাস্তি স্বর্গো নৈব চ নৈব চ।
ভীতোঽহং তেন বাক্যেন তস্মাত্তে হেলনং কৃতম্‌ ॥ ১০ ॥
নাজ্ঞস্য দূষণং চিন্ত্যং নূনং জ্ঞানবতা বিভো!।
দুঃখিতোঽহং রুজাক্রান্তো বঞ্চিতঃ স্বসুতেন হ ॥ ১১ ॥
ন জানেঽহং মহারাজ! পুত্রো মে ক্ব গতঃ প্রভো!।
বঞ্চয়িত্বা বনে ভীতো মরণাম্মাং কৃপানিধে! ॥ ১২ ॥

ভীতেন নরকাদিতি। অপুত্রস্য গতির্নাস্তীতি শাসনাৎ পুত্রে মৃতে নরকং প্রাপ্স্যামীতি নরকাদ্‌ ভীতেনেত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥
তদেবাহ অপুত্রস্যেতি ॥ ১০—১৬ ॥

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, দেবদেব! আমি অত্যন্ত পাপাত্মা, আমার বুদ্ধি নিতান্ত কলুষিত সুতরাং আমি আপনার নিকট নিতান্ত অপরাধী হইয়াছি; দয়াময়! এক্ষণে আপনি কৃপা করিয়া এই দীনকে পবিত্র করুন ॥ ৭ ॥ পুত্রের অভাববশতঃ আমি নিতান্ত দুঃখিত ছিলাম সুতরাং পুত্রকামুক হইয়া আপনার বাক্য অবহেলা করিয়াছি; আপনি প্রভু সুতরাং আপনার নিগ্রহ ও অনুগ্রহের ক্ষমতা আছে; অতএব আপনি আমার ঐ অপরাধ ক্ষমা করুন, বিশেষতঃ আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন যাহার মতিচ্ছন্ন হইয়াছে তাহার আবার অপরাধ কি? অতএব দুর্মতি ব্যক্তির অপরাধ গণ্য করা আপনার উচিত নহে ॥৮॥ হে দেবদেব! যে ব্যক্তি যাচক সে দোষ দেখিতে পায় না, আমিও পুত্রের প্রার্থী সুতরাং কোন দোষই বিবেচনা করিতে পারি নাই; বিভো! নরকভয়ে ভীত হইয়াই আমি আপনাকে বঞ্চনা করিয়াছি ॥ ৯ ॥ অপুত্রের গতি নাই বিশেষতঃ তাহার কখনই স্বর্গগতি হয় না, আমি এই শাস্ত্রবাক্যে ভীত হইয়াই আপনার বাক্যে অবহেলা প্রদর্শন করিয়াছি ॥ ১০ ॥ বিভো! আপনি জ্ঞানবান্‌ আর আমি অজ্ঞ বিশেষতঃ এক্ষণে দুর্দ্ধর্ষ রোগের যন্ত্রণায় একান্ত কাতর এবং স্বীয় পুত্রধনেও বঞ্চিত অতএব আমার কিছুমাত্রও দোষ মনে করা আপনার উচিত নহে ॥১১॥ প্রভো! আমার পুত্র কোথায় গিয়াছে আমি তাহা জানি না; হে দয়াময়!

ময়ায়ং দ্রবিণং দত্ত্বা গৃহীতো দ্বিজবালকঃ।
যজ্ঞোঽয়ং ক্রীতপুত্রেণ প্রারব্ধস্তব তুষ্টয়ে ॥ ১৩ ॥
দর্শনং তব সম্প্রাপ্য গতং দুঃখং মমাদ্ভুতম্।
জলোদরকৃতং সর্ব্বং প্রসন্নে ত্বয়ি সাম্প্রতম্ ॥ ১৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা রাজ্ঞো রোগাতুরস্য চ।
দয়াবান্ দেবদেবেশঃ প্রত্যুবাচ নৃপোত্তমম্ ॥ ১৫ ॥

বরুণ উবাচ।

মুঞ্চ রাজন্! শুনঃশেফং স্তুবন্তং মাং ভৃশাতুরম্।
যজ্ঞোঽয়ং পরিপূর্ণস্তে রোগমুক্তো ভবাত্মনা ॥ ১৬ ॥
ইত্যুক্ত্বা বরুণস্তূর্ণং রাজানং বিরুজং তথা।
চকার পশ্যতাং তত্র সদস্যানাং সুসংস্থিতম্ ॥ ১৭ ॥
বিমুক্তোঽসৌ দ্বিজঃ পাশাদ্বরুণেন মহাত্মনা।
জয়শব্দস্ততস্তত্র সঞ্জাতো মখমণ্ডপে ॥ ১৮ ॥

বিরুজং রোগরহিতম্ ॥ ১৭ ॥
(বিমুক্ত ইতি। দ্বিজঃ শুনঃশেফঃ। নিরাগসো দ্বিজপুত্রস্য বধং বিনাপি রাজ্ঞো রোগমোচনাৎ বরুণস্য মহাত্মত্বম্। শুনঃশেফস্য চ মোচনাৎ সদস্যানাং মনঃস্বাহ্লাদোদ্গমনাজ্জয়শব্দ ইতি বোদ্ধব্যম্ ॥ ১৮—২১ ॥

বোধ হয় সে মরণভয়ে ভীত হইয়া আমাকে বঞ্চনাকরতঃ বনে গমন করিয়াছে ॥ ১২ ॥ যাহা হউক আমি ধন দ্বারা এই দ্বিজ বালককে ক্রয় করিয়া আনিয়াছি এবং আপনার তুষ্টি সম্পাদনের নিমিত্ত ক্রীত পুত্র দ্বারা এই যজ্ঞ সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিয়াছি ॥১৩॥ দেবদেব! আপনার দর্শনমাত্রেই আমার অপরিসীম ক্লেশ অন্তর্হিত হইয়াছে এখন আপনি প্রসন্ন হইলেই আমার জলোদরজনিত সমস্ত দুঃখরাশিই বিদূরিত হইয়া যায় ॥ ১৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! সেই রোগাতুর রাজার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবদেব বরুণ কৃপাপরবশ হইয়া নৃপবরকে বলিলেন ॥ ১৫ ॥ রাজন্! শুনঃশেফ অতীব কাতর হইয়া আমার স্তব করিতেছে, অতএব তুমি ইহাকে পরিত্যাগ কর; আর তোমার যজ্ঞও সম্পূর্ণ হইল এখন তুমি রোগ হইতে বিমুক্ত হও ॥ ১৬ ॥ বরুণ এই কথা বলিয়া সভ্যগণের সমক্ষেই রাজাকে রোগমুক্ত করিলেন, রাজাও তখন সুন্দর দেহ ও সুস্থতা লাভ করিয়া তাহাদের সম্মুখে বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥ মহাত্মা বরুণদেবের কৃপায় দ্বিজপুত্র পাশবন্ধন হইতে মুক্ত হইলে তখন সেই যজ্ঞসভাস্থলে জয়শব্দ উচ্চারিত হইতে লাগিল ॥১৮॥

রাজা প্রমুদিতঃ সদ্যো রোগান্মুক্তঃ সুদারুণাৎ।
যূপান্মুক্তঃ শুনঃশেফো বভূবাতীব সংস্থিতঃ॥ ১৯॥
রাজা ত্বিমং মখং পূর্ণং চকার বিনয়ান্বিতঃ।
শুনঃশেফস্তদা সভ্যানিত্যুবাচ কৃতাঞ্জলিঃ॥ ২০॥
ভো ভো সভ্যাঃ সুধর্ম্মজ্ঞা ব্রুবন্তু ধর্ম্মনির্ণয়ম্।
বেদশাস্ত্রানুসারেণ যথার্থবাদিনঃ কিল॥ ২১॥
পুত্রোঽহং কস্য সর্ব্বজ্ঞাঃ পিতা মে কোঽগ্রতঃ পরম্।
ভবতাং বচনাত্তস্য শরণং প্রব্রজাম্যহম্॥ ২২॥
ইত্যুক্তে বচনে তত্র সভ্যাঃ প্রোচুঃ পরস্পরম্।

সভ্যা ঊচুঃ।

অজীগর্ত্তস্য পুত্রোঽয়ং কস্যান্যস্য ভবেদসৌ॥ ২৩॥
অঙ্গাদঙ্গাৎ সমুদ্ভূতঃ পালিতস্তেন শক্তিতঃ।
অন্যস্য কস্য পুত্রোঽসৌ প্রভবেদিতি নিশ্চয়ঃ॥ ২৪॥
তচ্ছ্রুত্বা বামদেবস্তু তানুবাচ সভাসদঃ।
বিক্রীতস্তেন তাতেন দ্রব্যলোভাৎ সুতঃ কিল॥ ২৫॥

অগ্রতোঽতঃপরমিত্যর্থঃ॥ ২২—২৬॥)

রাজা নিদারুণ রোগ হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং শুনঃশেফও যূপ হইতে মুক্ত হইয়া নিরুদ্বেগ ও সুস্থ হইল॥ ১৯॥ তদনন্তর রাজা হরিশ্চন্দ্র বিনয় সহকারে সেই যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিলে পর শুনঃশেফ কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক সভ্যদিগকে বলিলেন॥২০॥ হে সভ্যগণ! আপনারা সকলেই সত্যবাদী বিশেষতঃ ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম বিদিত হইয়াছেন অতএব আপনারা বেদশাস্ত্রানুসারে ধর্ম্মের নিশ্চয় ব্যক্ত করুন॥ ২১॥ সর্ব্বজ্ঞগণ! এখন আমি কাহার পুত্র? আমার পূজ্যতম অগ্রগণ্য পিতা কে? তাহা আপনারা বলিয়া দিউন, আপনাদের বাক্যানুসারে আমি তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করিব॥ ২২॥

শুনঃশেফ এই কথা বলিলে পর সভাসদ্‌গণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন যে, এই বালক অজীগর্ত্তেরই পুত্র আবার অন্য কাহার পুত্র হইবে?॥ ২৩॥ সেই অজীগর্ত্তেরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে এই বালক সমুদ্ভূত হইয়াছে, সেই দ্বিজই ইহাকে স্বীয় শক্তি অনুসারে পালন করিয়াছে অতএব এই বালক তাহারই পুত্র হইবে ইহাই স্থিরসিদ্ধান্ত॥ ২৪॥ এই কথা শুনিয়া বামদেব সেই সভ্যদিগকে বলিলেন, ইহার পিতা ধনলোভবশতঃ ইহাকে বিক্রয় করিয়াছে, রাজা ধন দিয়া ইহাকে ক্রয় করিয়াছেন সুতরাং এই বালক এখন রাজারই

পুত্ত্রোঽয়ং ধনদাতুশ্চ রাজ্ঞস্তত্র ন সংশয়ঃ ।
অথবা বরুণস্যৈষ পাশান্মুক্তোঽস্ত্যনেন বৈ ॥ ২৬ ॥
অন্নদাতা ভয়ত্রাতা তথা বিদ্যাপ্রদশ্চ যঃ ।
তথা বিত্তপ্রদশ্চৈব পঞ্চৈতে পিতরঃ স্মৃতাঃ ॥ ২৭ ॥
তদা কেচিৎ পিতুঃ প্রাহুঃ কেচিদ্রাজ্ঞস্তথাপরে ।
বরুণস্যেতি সংবাদে নির্ণয়ং ন যযুশ্চ তে ॥ ২৮ ॥
ইত্থং সন্দেহমাপন্নে বশিষ্ঠো বাক্যমব্রবীৎ ।
সভ্যান্ বিবদতস্তত্র সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বপূজিতঃ ॥ ২৯ ॥
শৃণুধ্বং ভো মহাভাগা নির্ণয়ং শ্রুতিসম্মতম্ ।
নিঃস্নেহেন যদা পিত্রা বিক্রীতোঽয়ং সুতঃ শিশুঃ ।
সম্বন্ধস্তু গতস্তস্য তদৈব ধনসংগ্রহাৎ ॥ ৩০ ॥
হরিশ্চন্দ্রস্য সঞ্জাতঃ পুত্ত্রোঽসৌ ক্রীত এব চ ।
যূপে বদ্ধো যদা রাজ্ঞা তদা তস্য ন বৈ সুতঃ ॥ ৩১ ॥
বরুণস্তু স্তুতোঽনেন তেন তুষ্টেন মোচিতঃ ।
তস্মান্নায়ং মহাভাগা হ্যসৌ পুত্ত্রঃ প্রচেতসঃ ॥ ৩২ ॥

বিদ্যাপ্রদশ্চেতি চকারেণ জন্মদাতাপীত্যেবং মিলিতাঃ পঞ্চেত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥
(তদেতি । কেচিৎ পিতুঃ কেচিৎ রাজ্ঞোঽপরে বরুণস্য প্রাহুঃ পুত্ত্রমিতি শেষঃ ॥২৮-২৯॥
নির্ণয়মাহ নিঃস্নেহেনেতি ॥ ৩০—৩৪ ॥

পুত্ত্র হইবে অথবা এই বালক বরুণদেবের পুত্ত্র, যেহেতু তিনি ইহাকে বন্ধন পাশ হইতে মুক্ত করিয়াছেন ॥ ২৫—২৬ ॥ কারণ, যে ব্যক্তি অন্ন দিয়া প্রতিপালন করেন, যিনি ভয় হইতে পরিত্রাণ করেন, যিনি ধন দান করিয়া রক্ষা করেন, যিনি বিদ্যা দান করেন, আর যিনি জন্মদান করেন, এই পাঁচ জনেই পিতৃপদ বাচ্য হয়েন ॥ ২৭ ॥ মহারাজ ! তখন কেহ অজী-গর্ত্তের, কেহ রাজার, কেহ বা বরুণের পুত্ত্র বলিয়া বাদানুবাদ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই নির্ণয় করিতে পারিলেন না ॥ ২৮ ॥ এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইলে সর্ব্ব জনের সমাদৃত সর্ব্বজ্ঞানবিশিষ্ট বশিষ্ঠদেব বিবদমান সভ্যদিগকে বলিলেন ॥ ২৯ ॥ মহা-ভাগগণ ! এ বিষয়ে শ্রুতিসম্মত নির্ণয় বলিতেছি শ্রবণ করুন, পিতা পুত্ত্রস্নেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক যখন শিশুপুত্ত্রকে বিক্রয় করিয়াছে, তখন তাহার সম্বন্ধও তিরোহিত হইয়াছে ॥ ৩০ ॥ অনন্তর এই বালক হরিশ্চন্দ্রের ক্রীত পুত্ত্র হইয়াছিল সন্দেহ নাই । কিন্তু রাজা যখন ইহাকে যূপে নিবদ্ধ করিয়াছেন তখন এই পুত্ত্র আর রাজার হইতে পারে না ॥ ৩১ ॥ পরন্তু এই

যো যং স্তৌতি মহামন্ত্রৈঃ সোঽপি তুষ্টো দদাতি চ।
ধনং প্রাণান্ পশূন্ রাজ্যং তথা মোক্ষং কিলেপ্সিতম্ ॥ ৩৩॥
কৌশিকস্য সুতশ্চায়মরিষ্টে যেন রক্ষিতঃ।
মন্ত্রং দত্ত্বা মহাবীর্য্যং বরুণস্যাতিসঙ্কটে ॥ ৩৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

শ্রুত্বা বাক্যং বশিষ্ঠস্য বাঢ়মূচুঃ সভাসদঃ।
বিশ্বামিত্রস্তু জগ্রাহ তং করে দক্ষিণে তদা ॥ ৩৫ ॥
এহি পুত্র! গৃহং মে ত্বমিত্যুক্ত্বা প্রেমপূরিতঃ।
শুনঃশেফো জগামাশু তেনৈব সহ সত্বরঃ ॥ ৩৬ ॥
বরুণস্তু প্রসন্নাত্মা জগাম চ স্বমালয়ম্।
ঋত্বিজশ্চ তথা সভ্যাঃ স্বগৃহান্নির্যযুস্তদা ॥ ৩৭ ॥
রাজাপি রোগনির্মুক্তো বভূবাতিমুদান্বিতঃ।
প্রজাস্তু পালয়ামাস সুপ্রসন্নেন চেতসা ॥ ৩৮ ॥
রোহিতাখ্যস্তু তচ্ছ্রুত্বা বৃত্তান্তং বরুণস্য হ।
আজগাম গৃহং প্রীতো দুর্গমাদ্দনপর্ব্বতাৎ ॥ ৩৯ ॥

শ্রুত্বেতি। বাঢ়ং স্বীকারে ॥ ৩৫—৩৮ ॥
ইদানীং রাজপুত্রস্য চিকীর্ষিতমাহ রোহিতাখ্যশ্চেতি। পিতৃরোগমোচনাৎ স্বজীবন-রক্ষণাচ্চ প্রীতঃ ॥ ৩৯—৪০ ॥

বালক বরুণের স্তুতি করায়, তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া ইহাকে মোচন করেন, অতএব এই বালক বরুণেরও পুত্র হইতে পারে না ॥ ৩২ ॥ কারণ, যে ব্যক্তি মহামন্ত্র দ্বারা যে দেবের স্তুতি করে সেই দেব তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াই তাহাকে ধন, প্রাণ, পশু, রাজ্য ও মুক্তি পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৩৩ ॥ পরন্তু অতীব সঙ্কট কালে বরুণের মহা-বীর্য্য মন্ত্র প্রদান করিয়া কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র এই বালককে রক্ষা করিয়াছেন এজন্য এই বালক তাঁহারই পুত্র হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৩৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! বশিষ্ঠের বাক্য শ্রবণ করিয়া সভাসদ্গণ তাঁহার বাক্যে অনু-মোদন করিলেন এবং বিশ্বামিত্র প্রেমপূর্ণ হইয়া পুত্র! আমার গৃহে আগমন কর, এই বলিয়া তাহাকে দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিলেন। তখন শুনঃশেফও সত্বর তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিল ॥ ৩৫—৩৬ ॥ এই সময়ে বরুণও প্রীতিপরায়ণ হইয়া নিজ ভবনে প্রস্থান করি-লেন এবং ঋত্বিক্ ও সদস্যগণ আপন আপন গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৭ ॥ রাজাও রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইয়া সাতিশয় প্রীতচিত্তে প্রজা-

দূতা রাজানমভ্যেত্য প্রোচুঃ পুত্ত্রং সমাগতম্।
মুদিতোঽসৌ জগামাশু সম্মুখং কোশলাধিপঃ ॥ ৪০ ॥
দৃষ্ট্বা পিতরমায়াস্তং প্রেমোদ্রিক্তঃ সুসম্ভ্রমঃ।
দণ্ডবৎ পতিতো ভূমাবশ্রুপূর্ণমুখঃ শুচা ॥ ৪১ ॥
রাজাপি তং সমুত্থাপ্য পরিরভ্য মুদান্বিতঃ।
সমাঘ্রায় সুতং মূর্দ্ধ্নি পপ্রচ্ছ কুশলং পুনঃ ॥ ৪২ ॥
উৎসঙ্গে তং সমারোপ্য মুদিতো মেদিনীপতিঃ।
উষ্ণৈর্নেত্রজলৈঃ শীর্ষণ্যভিষেকমথাকরোৎ ॥ ৪৩ ॥
রাজ্যং শশাস তেনাসৌ পুত্ত্রেণাতিপ্রিয়েণ চ।
বৃত্তান্তং নরমেধস্য কথয়ামাস বিস্তরাৎ ॥ ৪৪ ॥
রাজসূয়ং ক্রতুবরং চকার নৃপসত্তমঃ।
বশিষ্ঠং পূজয়িত্বাথ হোতারমকরোদ্বিভুঃ ॥ ৪৫ ॥
সমাপ্তে ত্বথ যজ্ঞেশে বশিষ্ঠোঽতীবপূজিতঃ।
শক্রস্য সদনং রম্যং জগাম মুনিরাদরাৎ ॥ ৪৬ ॥

দৃষ্ট্বেতি। শুচা দীর্ঘবিরহজনিতয়েতি শেষঃ ॥ ৪১—৪৫ ॥
সমাপ্ত ইতি। যজ্ঞেশে শ্রেষ্ঠযজ্ঞে সমাপ্তে সতীত্যর্থঃ। বিশ্বামিত্রহরিশ্চন্দ্রকথাং সূচয়িতুমাহ বশিষ্ঠোঽতীব পূজিত ইতি ॥ ৪৬—৪৮ ॥

পালন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥ এমন সময়ে রাজপুত্র রোহিত বরুণের সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণে প্রীত হইয়া দুর্গম বন ও পর্ব্বত পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিল ॥ ৩৯ ॥ তখন দূতগণ রাজসন্নিধানে গিয়া রাজপুত্রের আগমন বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে সেই কোশলাধিপতি পুত্রের আগমন শ্রবণে প্রেমে পরিপূর্ণ ও আনন্দিত হইয়া অবিলম্বে তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৪০ ॥ রোহিতাশ্বও পিতাকে আগমন করিতে দেখিয়া প্রেমে পরিপূর্ণ হইল এবং চিরবিরহজাত শোকে অশ্রু বিসর্জ্জনপূর্ব্বক মুখ প্লাবিত করিয়া দণ্ডের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল ॥৪১॥ তখন রাজা তাঁহাকে উত্থাপিত করিয়া প্রসন্নহৃদয়ে আলিঙ্গন করিলেন এবং আনন্দসহকারে তাহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥ এইরূপে রাজা যখন পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন তখন তাঁহার নয়নযুগল হইতে উত্তপ্ত আনন্দাশ্রুধারা নিপতিত হইতে লাগিল, তাহাতে কুমারের মস্তক অভিষিক্ত হইয়া গেল ॥ ৪৩ ॥ অনন্তর রাজা সেই প্রিয়তম পুত্রের সহিত রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। তৎকালে নৃপসত্তম নরমেধের আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত বিস্তারপূর্ব্বক পুত্রের নিকট বর্ণন করিলেন ॥ ৪৪ ॥ তাহার পর তিনি শ্রেষ্ঠতম রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া

বিশ্বামিত্রোঽপি তত্রৈব বশিষ্ঠেন চ সঙ্গতঃ।
মিলিত্বা তৌ স্থিতৌ দেবসদনে মুনিসত্তমৌ ॥ ৪৭ ॥
বিশ্বামিত্রোঽপি পপ্রচ্ছ বশিষ্ঠং প্রতিপূজিতম্।
বীক্ষ্য বিস্ময়চিত্তস্তং সভায়াস্তু শচীপতেঃ ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ।

কেয়ং পূজা ত্বয়া প্রাপ্তা মহতী মুনিসত্তম!।
কৃতা কেন মহাভাগ! সত্যং ব্রূহি মমান্তিকে ॥ ৪৯ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

যজমানোঽস্তি মে রাজা হরিশ্চন্দ্রঃ প্রতাপবান্।
রাজসূয়ঃ কৃতস্তেন রাজ্ঞা প্রবরদক্ষিণঃ ॥ ৫০ ॥
নেদৃশোঽস্তি নৃপশ্চান্যঃ সত্যবাদী ধৃতব্রতঃ।
দাতা চ ধর্ম্মশীলশ্চ প্রজারঞ্জনতৎপরঃ ॥ ৫১ ॥
তস্য যজ্ঞে ময়া পূজা প্রাপ্তা কৌশিকনন্দন!।
কিং পৃচ্ছসি পুনঃ সত্যং ব্রবীম্যকৃত্রিমং দ্বিজ! ॥ ৫২ ॥

কেয়মিতি। গোপনশঙ্কয়াহ সত্যং ব্রূহীতি ॥ ৪৯—৫১ ॥
তস্যেতি। বিশ্বামিত্রস্য সত্যং ব্রূহীতি বাক্যস্যোপরি কটাক্ষং কুর্ব্বন্নাহ কিং পৃচ্ছসীত্যাদি ॥ ৫২—৫৩ ॥)

বশিষ্ঠ মুনির যথাবিহিত পূজা করিয়া সেই যজ্ঞের হোতৃকার্য্যে বরণ করিলেন ॥ ৪৫ ॥ অনন্তর সেই শ্রেষ্ঠতম যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে রাজা বিপুল ধন দ্বারা বশিষ্ঠের যার পর নাই সম্মান করিলেন। পরে একদা বশিষ্ঠ মুনি আদরসহকারে রমণীয় ইন্দ্রভবনে গমন করিলেন, এমন সময় বিশ্বামিত্রও সেই স্থানে গমনপূর্ব্বক বশিষ্ঠের সহিত মিলিত হইলেন। তখন সেই মহর্ষি দ্বয় মিলিত হইয়া সুরসদনে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ৪৬—৪৭ ॥ পরন্তু বিশ্বামিত্র শচীপতির সভায় বশিষ্ঠকে সম্মানিত অবলোকন করিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৪৯ ॥

মুনিসত্তম! আপনি এই মহতী পূজা কোথায় পাইলেন? মহাভাগ! আপনার এই পূজা কে করিয়াছে, তাহা আপনি আমার নিকট সত্য করিয়া বলুন ॥ ৪৯ ॥

বশিষ্ঠ বলিলেন, মুনিবর! হরিশ্চন্দ্র নামে এক প্রতাপবান্ নরপতি আমার যজমান, সেই রাজাই প্রচুর দক্ষিণাসম্পন্ন রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন ॥ ৫০ ॥ ইহার সদৃশ ধৃতব্রত সত্যবাদী রাজা আর নাই; তিনি ধর্ম্মশীল, দাতা এবং প্রজাপালনে তৎপর ॥ ৫১ ॥ কৌশিকনন্দন! সেই রাজার যজ্ঞেই আমি এই পূজা প্রাপ্ত হইয়াছি। দ্বিজবর! আপনি

হরিশ্চন্দ্রসমো রাজা ন ভূতো ন ভবিষ্যতি।
সত্যবাদী তথা দাতা শূরঃ পরমধার্ম্মিকঃ ॥ ৫৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রোঽতিকোপনঃ।
বভূব ক্রোধসংরক্তলোচনোঽপ্যব্রবীচ্চ তম্ ॥ ৫৪ ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ।

এবং স্তৌষি নৃপং মিথ্যাবাদিনং কপটপ্রিয়ম্।
বঞ্চিতো বরুণো যেন প্রতিশ্রুত্য বরং পুনঃ ॥ ৫৫ ॥
মম জন্মার্জ্জিতং পুণ্যং তপসঃ পঠিতস্য চ।
ত্বদীয়ং বাতিতপসো গ্লহং কুরু মহামতে! ॥ ৫৬ ॥
অহং চেত্তং নৃপং সদ্যো ন করোম্যতিসংস্তুতম্।
অসত্যবাদিনং কামমদাতারং মহাখলম্ ॥ ৫৭ ॥

বিশ্বামিত্রোঽতিকোপন ইতি। ত্রিশঙ্কোঃ স্বপিতুরুদ্ধারকস্য মম শুনঃশেফমোচনবিষয়কং বাক্যং নাঙ্গীচকারৈতাদৃশস্যাতিদুষ্টহরিশ্চন্দ্রস্য প্রশংসাং মদগ্রে করোতীত্যসূয়া কোপকারণম্ ॥ ৫৪—৫৫ ॥

গ্লহং পণম্ ॥ ৫৬ ॥

অহং চেদিতি। ত্বয়াতিসংস্তুতং রাজানং হরিশ্চন্দ্রং তং প্রসিদ্ধমহমসত্যবাদিনং ন করোমি ন করিষ্যামি চেন্মম পুণ্যং বিনশ্যতু অন্যথা তু তং যদ্যহমসত্যবাদিনং করিষ্যামি তদা তব পুণ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৫৭—৫৮ ॥

আমায় সত্য বলিতে কি অনুরোধ করিতেছেন? আমি পুনরায় আপনাকে যথার্থই বলিতেছি যে, হরিশ্চন্দ্র রাজার ন্যায় সত্যবাদী বীর বদান্য এবং পরমধার্ম্মিক রাজা আর কখন হয়ও নাই এবং কখন হইবেও না ॥ ৫২—৫৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! অতীব কোপনস্বভাব বিশ্বামিত্র তাঁহার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে লোহিতলোচন হইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৫৪ ॥ বশিষ্ঠ! হরিশ্চন্দ্র প্রতিশ্রুত হইয়া বরুণের নিকট বর গ্রহণ করেন, তাহার পর সেই বরুণকেই আবার কপটবাক্যে প্রবঞ্চনা করিয়াছিল সুতরাং সে মিথ্যাবাদী ও কপটপ্রিয়, তুমি সেই রাজার প্রশংসা করিতেছ? ॥৫৫॥ মহামতে! আমি জন্মাবধি তপস্যা ও অধ্যয়ন করিয়া যে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছি আর তুমি আজন্ম অধ্যয়ন ও তপস্যা করিয়া যে পুণ্য উপার্জ্জন করিয়াছ, এক্ষণে তাহারই পণ কর ॥৫৬॥ তুমি সেই অদাতা মহাখল রাজা হরিশ্চন্দ্রের অতিশয় স্তুতি করিলে কিন্তু যদি আমি তাহাকে সদ্যই মিথ্যাবাদী করিতে না পারি, তাহা হইলে আমার আজন্মসঞ্চিত সমস্ত পুণ্যই বিনষ্ট হইবে কিন্তু তাহার অন্যথা হইলে তোমার সমস্ত পুণ্য নষ্ট

আজন্মসঞ্চিতং সর্ব্বং পুণ্যং মম বিনশ্যতু।
অন্যথা ত্বৎকৃতং সর্ব্বং পুণ্যং ত্বিতি পণাবহে ॥ ৫৮ ॥
গ্লহং কৃত্বা ততস্তৌ তু বিবদন্তৌ মুনী তদা।
স্বাশ্রমং স্বর্গলোকাচ্চ গতৌ পরমকোপনৌ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে শুনঃশেফমোচনানন্তরং হরিশ্চন্দ্ররোগমোচনং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

(গ্লহং পূর্ব্বোক্তরূপং পণং কৃত্বা তৌ মুনী বিশ্বামিত্রবশিষ্ঠৌ স্বর্গলোকাৎ স্বাশ্রমং গতৌ ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৫৯ ॥)

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

হইবে, আমরা আজ এই পণ করিলাম ॥ ৫৭—৫৮ ॥ তখন সেই পরমকোপন মুনিদ্বয় পরস্পরে বিবাদ করতঃ এইরূপ পণ করিয়া স্বর্গলোক হইতে নিজ নিজ আশ্রমে গমন করিলেন ॥ ৫৯ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে শুনঃশেফের মোচনানন্তর হরিশ্চন্দ্রের রোগমোচন নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

কদাচিত্তু হরিশ্চন্দ্রো মৃগয়ার্থং বনং যযৌ।
অপশ্যদ্রুদতীং বালাং সুন্দরীং চারুলোচনাম্ ॥ ১ ॥
তামপৃচ্ছন্মহারাজঃ কামিনীং করুণাপরঃ।
পদ্মপত্রবিশালাক্ষি! কিং রোদিষি বরাননে! ॥ ২ ॥
কেনাসি পীড়িতাত্যর্থং কিং তে দুঃখং বদাশু মে।
কা চ ত্বং বিজনে ঘোরে কস্তে ভর্ত্তা পিতাথবা ॥ ৩ ॥
ন বাধতে চ রাজ্যে মে রাক্ষসোঽপি পরাঙ্গনাম্।
তং হন্মি তরসা কান্তে! যস্ত্বাং সুন্দরি! বাধতে ॥ ৪ ॥
ব্রূহি দুঃখং বরারোহে! স্বস্থা ভব কৃশোদরি!।
বিষয়ে মম পাপাত্মা ন তিষ্ঠতি সুমধ্যমে! ॥ ৫ ॥

অষ্টাবিংশৈশ্চ পঞ্চাশৎপদ্যৈরথ নৃপেণ হ।
বিশ্বামিত্রমুনের্বৈরমভূদিতি তু কীর্ত্ত্যতে॥

বশিষ্ঠবিশ্বামিত্রয়োঃ পণানন্তরং জাতং বৃত্তমাহ কদাচিদিতি। অপশ্যদ্রুদতীমিতি। ইয়ং বিশ্বামিত্রনির্ম্মিতা মায়া ॥ ১—৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! একদা রাজা হরিশ্চন্দ্র মৃগয়া করিবার নিমিত্ত বনে গমন করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, একটি চারুলোচনা পরম সুন্দরী রমণী রোদন করিতেছে ॥ ১ ॥ রাজা তাহাকে দেখিয়া করুণাবশতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, বরাননে! তুমি একাকিনী এই বনে কেন রোদন করিতেছ? হে বিশালাক্ষি! তোমাকে কি কেহ অতিশয় ক্লেশ প্রদান করিয়াছে? তোমার দুঃখের কারণ কি, তাহা আমার নিকট সত্বর প্রকাশ করিয়া বল। তুমি এই জনশূন্য ভয়ঙ্কর অরণ্যে কেন আসিয়াছ, তোমার স্বামী এবং পিতার নাম কি? ॥ ২—৩ ॥ সুন্দরি! আমার রাজ্যে কোন রাক্ষসও কখন পরস্ত্রীকে ক্লেশ দিতে সমর্থ হয় না; অতএব বরারোহে! তোমাকে যে কষ্ট দিতেছে আমি তাহাকে এখনি সংহার করিব ॥ ৪ ॥ কৃশোদরি! তুমি সুস্থির হও আর রোদন করিও না, তোমার দুঃখের বিষয় কি তাহা আমাকে বল; সুমধ্যমে! তুমি জানিও যে, কোনও পাপিষ্ঠ ব্যক্তি আমার রাজ্যে থাকিতে পায় না ॥ ৫ ॥ নৃপবর হরিশ্চন্দ্রের ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা নারী তমব্রবীন্নৃপম্।
প্রমৃজ্যাশ্রূণি বদনাদ্ধরিশ্চন্দ্রং নৃপোত্তমম্॥ ৬॥
নার্য্যুবাচ।
রাজন্! মাং বাধতেঽত্যর্থং বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
তপঃ করোতি যদ্ঘোরং মদর্থং কৌশিকো বনে॥ ৭॥
তেনাহং দুঃখিতা রাজন্! বিষয়ে তব সুব্রত!।
বিদ্ধি মাং কমনাং কান্তাং পীড়িতাং মুনিনা ভৃশম্॥ ৮॥
রাজোবাচ।
স্বস্থা ভব বিশালাক্ষি! ন তে দুঃখং ভবিষ্যতি।
তমহং বারয়িষ্যামি মুনিং তাপপরায়ণম্॥ ৯॥
ইত্যাশ্বাস্য স্ত্রিয়ং রাজা তরসা মুনিসন্নিধৌ।
নত্বা প্রণম্য শিরসা তমুবাচ মহীপতিঃ॥ ১০॥
স্বামিন্! কিং ক্রিয়তেঽত্যর্থং তপসা দেহপীড়নম্।
কিমর্থং তে সমারম্ভো ব্রূহি সত্যং মহামতে!॥ ১১॥

মদর্থং সিদ্ধরূপিণী যাহমস্মি তস্যৈ মৎপ্রয়োজনার্থমিত্যর্থঃ। অনেন চ কা ত্বং কস্তে ভর্ত্তা পিতাথবেত্যাস্যোত্তরমর্থাদ্দত্তং ভবতি সিদ্ধেঃ শাস্ত্রে প্রসিদ্ধত্বাৎ॥ ৭—৮॥
তাপপরায়ণং তপশ্চর্য্যাপরায়ণম্॥ ৯—১৩॥

রমণী কর দ্বারা নয়নজল মার্জ্জন করিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন॥ ৬॥ রাজেন্দ্র! আমি সিদ্ধরূপিণী, আমাকে পাইবার বাসনায় মহর্ষি বিশ্বামিত্র ঘোরতর তপস্যা করিতেছেন, অতএব সেই কৌশিক হইতেই আমার এই ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছে॥ ৭॥ রাজন্! সেই কারণেই আমি আপনকার রাজ্যে দুঃখিত হইয়া রহিয়াছি, হে সুব্রত! আমি কোমলস্বভাবা কমনীয়া নারী, তথাপি সেই মুনিবর আমাকে নিরতিশয় কষ্ট প্রদান করিতেছেন॥ ৮॥

রাজা বলিলেন, বিশাললোচনে! আপনার আর দুঃখভোগ করিতে হইবে না, আপনি ধৈর্য্যাবলম্বন করুন, আমি তপশ্চর্য্যায় নিরত সেই মুনিবরকে নিবারণ করিতেছি॥ ৯॥ রাজা হরিশ্চন্দ্র সেই রমণীকে এই প্রকার আশ্বাসিত করিয়া অনতিবিলম্বে মুনিবর বিশ্বামিত্রের সন্নিধানে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে প্রণতিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন॥ ১০॥ মহর্ষে! কঠোরতর তপস্যায় নিরত হইয়া কি নিমিত্ত শরীরের পীড়া উৎপাদন করিতেছেন? মহামতে! আপনি কোন্ মহৎ কার্য্য সাধনের নিমিত্ত এরূপ কঠোর তপস্যা করিতেছেন, তাহা আমাকে সত্য করিয়া বলুন॥ ১১॥ গাধিনন্দন! আপনার যাহা

বাঞ্ছিতং তব গাধেয় ! করোমি সফলং কিল।
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ তরসা তপসালমতঃপরম্ ॥ ১২ ॥
বিষয়ে মম সর্ব্বজ্ঞ ! ন কর্ত্তব্যং সুদারুণম্।
লোকপীড়াকরং ঘোরং তপঃ কেনাপি কর্হিচিৎ ॥ ১৩ ॥
ইত্থং নিষিধ্য তং রাজা বিশ্বামিত্রং গৃহং যযৌ।
মনসা ক্রোধমাধায় গতোঽসৌ কৌশিকো মুনিঃ ॥ ১৪ ॥
স গত্বা চিন্তয়ামাস নৃপকৃত্যমসাম্প্রতম্।
বশিষ্ঠস্য চ সংবাদং তপসঃ প্রতিষেধনম্ ॥ ১৫ ॥
কোপাবিষ্টেন মনসা প্রতীকারমথাকরোৎ।
বিচিন্ত্য বহুধা চিত্তে দানবং ঘোরবিগ্রহম্ ॥ ১৬ ॥
প্রেষয়ামাস তদ্দেশং বিধায় শূকরাকৃতিম্।
সোঽতিকায়ো মহাকোলঃ কুর্ব্বন্নাদং সুদারুণম্ ॥ ১৭ ॥

ইত্থং নিষিধ্যেতি। অনেন চ সিদ্ধার্থং তপঃকর্ত্তা নিরন্তরমেব বিঘ্নৈরভিভূয়ত ইত্যুক্তং ভবতি। তস্মান্নিষ্কামনয়া শ্রীভগবত্যা আরাধনং কর্ত্তব্যমিত্যবান্তরতাৎপর্য্যম্ ॥ ১৪ ॥

বশিষ্ঠস্য চ সংবাদমিতি। বশিষ্ঠেনায়ং রাজা পরমধার্ম্মিক ইত্যুক্তম্। যদ্যয়ং পরমধার্ম্মিকস্তর্হি মম তপসঃ কথমনেন প্রতিষেধনং কৃতং কথঞ্চ বশিষ্ঠেন পণঃ কৃত ইতি প্রষ্টব্যো বশিষ্ঠোঽস্মিন্ সময়ে ইতি ভাবঃ ॥ ১৫—২০ ॥

অভিলাষ তাহা আমি পূর্ণ করিব ; আর এরূপ কঠোর তপস্যা করিবার প্রয়োজন নাই, আপনি অবিলম্বে উত্থিত হউন ॥ ১২ ॥ মহর্ষে ! আপনি ত সমস্তই বিদিত আছেন অতএব আপনাকে অধিক আর কি বলিব ; দেখুন, আমার অধিকারে থাকিয়া লোকের পীড়াদায়ক দারুণ ঘোরতর তপস্যা করা কাহারও কখন উচিত নহে ॥ ১৩ ॥ রাজা হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রকে এই প্রকার নিষেধ করিয়া স্বগৃহাভিমুখে গমন করিলেন এবং মুনিবর কৌশিকও মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়া আশ্রমাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ ১৪ ॥

অনন্তর বিশ্বামিত্র আশ্রমে যাইয়া পূর্ব্বে ইন্দ্রভবনে বশিষ্ঠের সহিত হরিশ্চন্দ্রের ধার্ম্মিকতা বিষয়ে যে বাদানুবাদ হইয়াছিল এবং এক্ষণে হরিশ্চন্দ্র যে তাঁহাকে অন্যায়রূপে তপস্যা করিতে নিষেধ করিলেন তাহাই মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন ফলতঃ তিনি ভাবিলেন যে, হরিশ্চন্দ্র যদি পরম ধার্ম্মিক হইবেন তবে তিনি কি নিমিত্ত আমাকে তপস্যা করিতে নিষেধ করিলেন এবং বশিষ্ঠই বা কি প্রকারে ইহার জন্য পণ করিলেন ॥ ১৫ ॥ যাহা হউক বিশ্বামিত্র মনে মনে কুপিত হইয়া তাহার প্রতিশোধ লইতে উদ্যত হইলেন। তখন তিনি মনে মনে বিবিধ চিন্তা করিয়া ভীমদেহ এক দানবকে শূকরাকৃতি করিয়া হরিশ্চন্দ্রের রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন। সেই বিশাল শরীর মহাবল

রাজ্ঞশ্চোপবনে প্রাপ্তস্ত্রাসয়ন্‌ রক্ষকাংস্তদা।
মালতীনাঞ্চ খণ্ডানি কদম্বানাং তথৈব চ ॥ ১৮ ॥
যূথিকানাঞ্চ বৃন্দানি কম্পয়ংশ্চ মুহুর্মুহুঃ।
দন্তেন বিলিখন্‌ ভূমিং সমুন্মূলয়তে ক্রমান্‌ ॥ ১৯ ॥
চম্পকান্‌ কেতকীখণ্ডান্‌ মল্লিকানাঞ্চ পাদপান্‌।
করবীরানুশীরাংশ্চ নিচখান শুভান্‌ মৃদূন্‌ ॥ ২০ ॥
মুচুকুন্দানশোকাংশ্চ বকুলাংস্তিলকাংস্তথা।
উন্মূল্য কদনং তত্র চকার শূকরো বনে ॥ ২১ ॥
বাটিকারক্ষকাঃ সর্ব্বে দুদ্রুবুঃ শস্ত্রপাণয়ঃ।
হাহেতি চুক্রুশুস্তত্র মালাকারা ভৃশাতুরাঃ ॥ ২২ ॥
বাণৈঃ সন্তাড্যমানোঽপি যদা ত্রস্তো ন বৈ মৃগঃ।
রক্ষকান্‌ পীড়য়ামাস কোলঃ কালসমদ্যুতিঃ ॥ ২৩ ॥
তে তদাতিভয়াক্রান্তা রাজানং শরণং যযুঃ।
তমূচুস্ত্রাহি ত্রাহীতি বেপমানা ভয়াকুলাঃ ॥ ২৪ ॥
তানাগতান্‌ সমালোক্য ভয়ার্ত্তান্‌ ভূপতিস্তদা।
পপ্রচ্ছ কিং ভয়ং কস্মান্মাং ব্রুবন্তু সমাগতাঃ ॥ ২৫ ॥

বনে শূকরো বৃক্ষাণাং কদনং চকারেত্যর্থঃ ॥ ২১—২৫ ॥

শূকর ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে করিতে রাজার উপবনে প্রবেশ করিল; তখন রক্ষকগণ তাহার ঘোরতর রবে ভীত হইল। সেই শূকর বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া কোথাও মালতীবন, কোথাও কদম্ববন, কোথাও যূথিকাবন সকলকে বারংবার বিলোড়িত করিতে লাগিল। কোথাও বা দন্ত দ্বারা ভূমি খনন করিয়া চম্পক, কেতকী ও মল্লিকা প্রভৃতি পাদপ-বৃন্দকে সমূলে উৎপাটন করিতে লাগিল। কোথাও সুন্দর সুকোমল উশীর, করবীর, মুচুকুন্দ, অশোক, বকুল ও তিলক প্রভৃতি তরুরাজির মূল সকল খননপূর্ব্বক সেই উপবন ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিল ॥ ১৬—২১ ॥ তখন বনরক্ষকগণ অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া তাহার উপর ধাবিত হইল এবং মালাকারগণ সাতিশয় কাতর হইয়া হাহাকার শব্দে চীৎকার করিতে লাগিল ॥ ২২ ॥ সেই কালতুল্য শূকর শরজালে বিতাড়িত হইয়াও যখন ভীত হইল না, প্রত্যুত রক্ষকবৃন্দকে নিপীড়িত করিতে লাগিল, তখন তাহারা অতীব ভীত ও কাতর হইয়া রাজার শরণাপন্ন হইল এবং কম্পিত কলেবরে মহারাজ! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল ॥ ২৩—২৪ ॥ তখন ভূপতি সেই ভয়ার্ত্ত রক্ষক-

নাহং বিভেমি দেবেভ্যো রাক্ষসেভ্যশ্চ রক্ষকাঃ।
কস্মাদ্ভয়ং সমুৎপন্নং তদ্ ব্রুবন্তু মমাগ্রতঃ ॥ ২৬ ॥
হন্মি চৈকেন বাণেন তং শত্রুং দুর্ভগং কিল।
যো মেঽরাতিঃ সমুৎপন্নো লোকে পাপমতিঃ খলঃ ॥ ২৭ ॥
দেবো বা দানবো বাপি তং নিহন্মি শরৈঃ শিতৈঃ।
ক তিষ্ঠতি কিয়দ্রূপঃ কিয়দ্বলসমন্বিতঃ ॥ ২৮ ॥

মালাকারা ঊচুঃ।

ন দেবো ন চ দৈত্যোঽস্তি ন যক্ষো ন চ কিন্নরঃ।
কশ্চিৎ কোলো মহাকায়ো রাজংস্তিষ্ঠতি কাননে ॥ ২৯ ॥
পুষ্পবৃক্ষানতিমৃদূন্ দন্তেনোন্মূলয়ত্যসৌ।
বিদীর্ণং তদ্বনং সর্ব্বং শূকরেণাতিরংহসা ॥ ৩০ ॥
বিশিখৈস্তাড়িতোঽস্মাভির্দৃষদ্ভির্লকুটৈস্তথা।
ন বিভেতি মহারাজ! হন্তুমস্মানুপাদ্রবৎ ॥ ৩১ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তেষাং রাজা কোপসমাকুলঃ।
অশ্বমারুহ্য তরসা জগামোপবনং প্রতি ॥ ৩২ ॥

(ইদানীং স্বসামর্থ্যং প্রকটয়ন্নাহ নাহং বিভেমীতি ॥ ২৬—৩০ ॥
সামান্যশত্রুঃ স কোলোঽপি ভবদ্ভিঃ কিং ন হত ইত্যাহ বিশিখৈরিতি ॥ ৩১—৩৩ ॥

গণকে কাতর দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কাহার ভয়ে এত কাতর হইতেছ, তাহা সত্য করিয়া আমার নিকট বল ॥ ২৫ ॥ রক্ষকবৃন্দ! আমি দেবতা বা রাক্ষসদিগকেও ভয় করি না, অতএব কোন্ ব্যক্তি হইতে তোমাদের ভয় উৎপন্ন হইয়াছে তাহা আমার সন্নিধানে ব্যক্ত কর ॥ ২৬ ॥ যে পাপমতি খল ইহলোকে আমার বিপক্ষ হইয়া আসিয়াছে, আমি সেই দুর্ভাগ্য শত্রুকে এক বাণেই শমন-সদনে প্রেরণ করিব সন্দেহ নাই ॥ ২৭ ॥ সেই অরাতির রূপ কি প্রকার? তাহার বলই বা কি পরিমাণ, আর এক্ষণে সে কোন্ স্থানে অবস্থিতি করিতেছে শীঘ্র বল? সেই শত্রু দেব হউক বা দানব হউক, এখনিই শরনিকর দ্বারা তাহাকে সংহার করিব ॥ ২৮ ॥

মালাকারগণ বলিল, মহারাজ! সেই শত্রু দেব, দানব, যক্ষ বা কিন্নর নহে, একটি মহাকায় শূকর আসিয়া কাননে প্রবেশ করিয়াছে ॥ ২৯ ॥ অতীব বেগবান্ সেই শূকর দন্ত দ্বারা সুচারু পুষ্পবৃক্ষ সকল সমূলে উৎপাটন করিতেছে, অধিক কি বলিব, সে সমস্ত কাননই ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিতেছে ॥ ৩০ ॥ মহারাজ! আমরা তাহাকে বিশিখ, লকুটাস্ত্র

সৈন্যেন মহতা যুক্তো গজাশ্বরথসংযুতঃ।
পদাতিবৃন্দসহিতঃ প্রযযৌ বনমুত্তমম্‌ ॥ ৩৩ ॥
তত্রাপশ্যন্মহাকোলং ঘুর্ঘুরন্তং ভয়ানকম্‌।
বনং ভগ্নঞ্চ সংবীক্ষ্য রাজা ক্রোধযুতোঽভবৎ ॥ ৩৪ ॥
চাপে বাণং সমারোপ্য বিকৃষ্য চ শরাসনম্‌।
তং হন্তুং শূকরং পাপং তরসা সমুপাক্রমৎ ॥ ৩৫ ॥
সমালোক্য চ রাজানং চাপহস্তং রুষাকুলম্‌।
সম্মুখোঽভ্যদ্রবত্তূর্ণং কুর্ব্বঞ্ছব্দং সুদারুণম্‌ ॥ ৩৬ ॥
তমায়ান্তং সমালোক্য বরাহং বিকৃতাননম্‌।
মুমোচ বিশিখং তস্মিন্‌ হন্তুকামো মহীপতিঃ ॥ ৩৭ ॥
বঞ্চয়িত্বাথ তদ্‌বাণং শূকরস্তরসা বলাৎ।
নির্জ্জগাম মহাবেগাত্তমুল্লঙ্ঘ্য নৃপং তদা ॥ ৩৮ ॥
গচ্ছন্তং তং সমালোক্য রাজা কোপসমন্বিতঃ।
মুমোচ বিশিখাংস্তীক্ষ্ণাংশ্চাপমাকৃষ্য যত্নতঃ ॥ ৩৯ ॥

তত্রেতি। ঘুর্ঘুরন্তং ঘুর্‌ঘুর্‌ ইত্যব্যক্তশব্দং কুর্ব্বন্তমিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥
তমিতি। পাপং সন্মার্গদূষকত্বাৎ ॥ ৩৫ ॥
শূকরস্য বিক্রমমাহ। সমালোক্যেতি ॥ ৩৬—৪০ ॥

ও প্রস্তর দ্বারা এত প্রহার করিলাম তথাপি সে কিছুতেই ভীত হইল না, প্রত্যুত সে আমাদিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইল ॥ ৩১ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! তাহাদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা যার পর নাই কোপান্বিত হইলেন এবং অবিলম্বে অশ্বে আরোহণ করিয়া উপবনের অভিমুখে গমন করিলেন ॥ ৩২ ॥ তিনি যখন সেই উপবনে গমন করেন, তৎকালে সাদী, নিষাদী রথী এবং পদাতি সেনাসমূহ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল ॥ ৩৩ ॥ রাজা তথায় উপস্থিত হইয়া ঘুর্ঘুরায়মান ভয়ঙ্কর বিশালকায় সেই বরাহকে অবলোকন করিলেন এবং বনের ভগ্নাবস্থা দেখিয়া অতিশয় কোপাবিষ্ট হইলেন ॥ ৩৪ ॥ তখন তিনি শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক শর যোজনা করিয়া সেই শূকরকে সংহার করিবার নিমিত্ত আক্রমণ করিলেন ॥ ৩৫ ॥ সেই শূকর রাজাকে ধনুর্ধারণপূর্ব্বক অতিশয় ক্রোধভরে আসিতে দেখিয়া ঘোরতর শব্দ করিতে করিতে অনতিবিলম্বে রাজার অভিমুখে ধাবিত হইল ॥ ৩৬ ॥ সেই ভীমকায় বরাহ বদনব্যাদন করিয়া আসিতে লাগিল দেখিয়া রাজা তাহাকে বিনাশ করিবার ইচ্ছায় তাহার উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥ তখন

ক্ষণং দৃষ্টিপথং রাজ্ঞঃ ক্ষণঞ্চাদর্শনং গতঃ ।
কুর্ব্বন্ বহুবিধারাবং শূকরঃ সমুপাদ্রবৎ ॥ ৪০ ॥
হরিশ্চন্দ্রোঽতিকুপিতো মৃগস্যানুজগাম হ ।
অশ্বেন বায়ুবেগেন বিকৃষ্য চ শরাসনম্ ॥ ৪১ ॥
ইতস্ততস্ততঃ সৈন্যমগমচ্চ বনান্তরম্ ।
একাকী নৃপতিঃ কোলং ব্রজন্তং সমুপাদ্রবৎ ॥ ৪২ ॥
মধ্যাহ্নসময়ে রাজা সম্প্রাপ্তো বিজনে বনে ।
তৃষিতঃ ক্ষুধিতোঽত্যর্থং বভূব শ্রান্তবাহনঃ ॥ ৪৩ ॥
শূকরোঽদর্শনং প্রাপ্তো রাজা চিন্তাতুরোঽভবৎ ।
মার্গভ্রষ্টোঽতিবিপিনে দারুণে দীনবৎ স্থিতঃ ॥ ৪৪ ॥
কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি ন সহায়োঽস্তি মে বনে ।
অজ্ঞাতস্বপথঃ কুত্র ব্রজামীতি ব্যচিন্তয়ৎ ॥ ৪৫ ॥
এবং বিচিন্তয়ংস্তত্র বিপিনে জনবর্জ্জিতে ।
রাজা চিন্তাতুরোঽপশ্যন্নদীং সুবিমলোদকাম্ ॥ ৪৬ ॥

হরিশ্চন্দ্র ইতি। মৃগস্যানুজগামেত্যত্র কর্ম্মণি ষষ্ঠী ॥ ৪১—৪২ ॥
মধ্যাহ্নেতি। সম্প্রাপ্ত উপস্থিত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥
মার্গেতি। অতিশব্দোঽত্র গহনতাবাচকঃ ॥ ৪৪—৪৮ ॥

শূকর অবিলম্বে সেই শর সকল বিফল করিয়া তৎক্ষণাৎ অতীব বেগ সহকারে বলপূর্ব্বক নৃপতিকে উল্লঙ্ঘন করতঃ নির্গত হইল ॥ ৩৮ ॥ সে প্রস্থান করিলে পর রাজা কোপপরবশ হইয়া অতিশয় যত্নসহকারে চাপ আকর্ষণ করিয়া তীক্ষ্ণ শর সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥৩৯॥ তৎকালে সেই শূকর ক্ষণকাল রাজার দৃষ্টিগোচর থাকিয়া পুনর্ব্বার মুহূর্ত্তকাল অদর্শন হইতে লাগিল এবং নানাপ্রকার শব্দ করিতে করিতে ক্রমশঃ পলায়ন করিতে লাগিল ॥৪০॥ রাজা হরিশ্চন্দ্রও অতিশয় কোপান্বিত হইয়া শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক বায়ুসদৃশ বেগশালী অশ্বে আরোহণ করিয়া তাহার অনুধাবন করিলেন ॥ ৪১ ॥ তখন সৈন্য সকল ইতস্ততঃ বনমধ্যে প্রবেশ করিলে, নৃপতি একাকী সেই পলায়িত বরাহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন ॥ ৪২ ॥ মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইলে রাজা এক বিজনবনে উপনীত হইলেন, তখন তাঁহার বাহন ক্লান্ত হইয়াছে এবং তিনিও ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় অতিশয় কাতর হইয়াছেন ॥ ৪৩ ॥ শূকর নয়নপথের অদৃশ্য হইলে রাজা ঘোরতর নিবিড় কাননে পথভ্রষ্ট হইয়া দীনভাবে চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন ॥৪৪॥ তিনি মনে মনে ভাবিলেন, আমি কি করি কোথায় যাই, এই ঘোর অরণ্য মধ্যে আমার সহায়ও কেহ নাই, বিশেষতঃ গন্তব্য পথ বিদিত নহি সুতরাং এক্ষণে কোথায় যাই ॥ ৪৫ ॥ এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে রাজা সেই

বীক্ষ্য তাং মুদিতো রাজা পায়য়িত্বা তুরঙ্গমম্।
অশ্বাদুত্তীর্য্য বিমলং পপৌ পানীয়মুত্তমম্॥ ৪৭॥
জলং পীত্বা নৃপস্তত্র সুখমাপ মহীপতিঃ।
ইয়েষ নগরং গন্তুং দিগ্‌ভ্রমেণাতিমোহিতঃ॥ ৪৮॥
বিশ্বামিত্রস্তু সম্প্রাপ্তো বৃদ্ধব্রাহ্মণরূপধৃক্।
ননাম বীক্ষ্য রাজা তং প্রীতিপূর্ব্বং দ্বিজোত্তমম্॥ ৪৯॥
তমুবাচ গাধিরাজঃ প্রণমন্তং নৃপোত্তমম্।
স্বস্তি তেঽস্তু মহারাজ! কিমর্থমিহ চাগতঃ॥ ৫০॥
একাকী বিজনে রাজন্! কিং চিকীর্ষিতমত্র তে।
ব্রূহি সর্ব্বং স্থিরো ভূত্বা কারণং নৃপসত্তম!॥ ৫১॥

রাজোবাচ।

শূকরোঽতিমহাকায়ো বলবান্ পুষ্পকাননম্।
সমুপেত্য মমর্দ্দাশু কোমলান্ পুষ্পপাদপান্॥ ৫২॥
তং নিবারয়িতুং দুষ্টং করে কৃত্বা চ কার্ম্মুকম্।
সসৈন্যোঽহং স্বনগরান্নির্গতো মুনিসত্তম!॥ ৫৩॥
গতোঽসৌ দৃক্‌পথাৎ পাপো মায়াবী ক্বাপি বেগবান্।
পৃষ্ঠতোঽহমপি প্রাপ্তঃ সৈন্যং ক্বাপি গতং মম॥ ৫৪॥

স্বরচিতমায়ায়াঃ সাফল্যমবলোকয়তো বিশ্বামিত্রস্য কার্য্যমাহ বিশ্বামিত্রস্ত্বিতি॥ ৪৯-৫৬॥

জনশূন্য বিপিনে সহসা এক স্বচ্ছসলিলা নদী নয়নগোচর করিলেন॥ ৪৬॥ সেই প্রবাহিনী অবলোকনে রাজা আনন্দিত হইয়া অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক স্বয়ং বিমল সলিল পান করিয়া তুরঙ্গমকেও জল পান করাইলেন॥৪৭॥ সেই নরপালক জলপান করিয়া সুস্থ হইলেন এবং দিগ্‌ভ্রমে সাতিশয় বিমোহিত হইলেও তৎকালে নগরে যাইতে বাসনা করিলেন॥৪৮॥ এমন সময়ে বিশ্বামিত্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন; রাজা সেই দ্বিজবরকে অবলোকন করিয়া ভক্তিসহকারে প্রণাম করিলেন॥ ৪৯॥ ব্রাহ্মণবেশধারী বিশ্বামিত্র সেই প্রণত রাজা হরিশ্চন্দ্রকে বলিলেন, মহারাজ! আপনার মঙ্গল হউক, আপনি কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন॥ ৫০॥ রাজন্! এই বিজন-কাননে আপনার প্রয়োজন কি? আপনি স্থির হইয়া আমার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করুন॥ ৫১॥

রাজা বলিলেন, দ্বিজবর! এক বিশালকায় বলবান্ শূকর আমার পুষ্পকানন মধ্যে প্রবেশ করিয়া সুকোমল পুষ্পপাদপ সকল একেবারে বিমর্দ্দিত করিয়াছে॥৫২॥ আমি সেই

ক্ষুধিতস্তৃষিতশ্চাহং সৈন্যভ্রষ্টস্ত্বিহাগতঃ।
ন জানে পুরমার্গঞ্চ তথা সৈন্যগতিং মুনে! ॥ ৫৫ ॥
পন্থানং দর্শয় বিভো! ব্রজামি নগরং প্রতি।
মমাত্র ভাগ্যযোগেন প্রাপ্তস্ত্বং বিজনে বনে ॥ ৫৬ ॥
অযোধ্যাধিপতিশ্চাহং হরিশ্চন্দ্রোঽহতিবিশ্রুতঃ।
রাজসূয়স্য কর্ত্তা চ বাঞ্ছিতার্থপ্রদঃ সদা ॥ ৫৭ ॥
ধনেচ্ছা যদি তে ব্রহ্মন্! যজ্ঞার্থং দ্বিজসত্তম!।
আগন্তব্যমযোধ্যায়াং দাস্যামি বিপুলং ধনম্ ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে হরিশ্চন্দ্রবিশ্বামিত্রবিবাদসূচনং নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

রাজা স্বপরিচয়ং দাতুমাহ অযোধ্যাধিপতিশ্চাহমিতি ॥ ৫৭—৫৮ ॥)

ইতি শ্রীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

দুষ্ট শূকরকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত ধনুর্দ্ধারণ করিয়া সেনা সমভিব্যাহারে নগর হইতে বহির্গত হইয়াছি ॥ ৫৩ ॥ সেই বেগবান্ পাপিষ্ঠ মায়াবী বরাহ আমার দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া এই স্থানে আসিয়াছি এক্ষণে মদীয় সেনাগণ কোথায় গিয়াছে তাহা আমি জানিতে পারি নাই ॥ ৫৪ ॥ মুনিবর! আমি সৈন্যভ্রষ্ট ক্ষুধিত ও তৃষিত হইয়া এখানে আগমন করিয়াছি, আমি নগরের পথ বিদিত নহি আর সেনারাই বা কোন্ পথে গিয়াছে তাহাও জানি না ॥ ৫৫ ॥ বিভো! আমার ভাগ্যক্রমেই আপনি এই বিজনবনে উপস্থিত হইয়াছেন, এক্ষণে আমি নগরে গমন করিব আপনি পথ প্রদর্শন করুন ॥৫৬॥ আমি অযোধ্যার অধিপতি হরিশ্চন্দ্র; আমি রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছি অতএব আমার নিকট যে যাহা প্রার্থনা করে, আমি নিয়তই তাহাকে তাহাই দিয়া থাকি ইহা সকলেই বিদিত আছে ॥ ৫৭ ॥ দ্বিজবর! আপনার যদি যজ্ঞের নিমিত্ত ধনের বাসনা থাকে তবে আমার সমভিব্যাহারে অযোধ্যায় আগমন করুন তাহা হইলে আমি আপনাকে বিপুল ধন দান করিব ॥ ৫৮ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে হরিশ্চন্দ্রের সহিত বিশ্বামিত্রের বিবাদ-সূচনা নামক অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা ভূপতেঃ কৌশিকো মুনিঃ।
প্রহস্য প্রত্যুবাচেদং হরিশ্চন্দ্রং তদা নৃপ ! ॥ ১ ॥
রাজংস্তীর্থমিদং পুণ্যং পাবনং পাপনাশনম্।
স্নানং কুরু মহাভাগ ! পিতৃণাং তর্পণং তথা ॥ ২ ॥
কালঃ শুভতমোঽস্তীহ তীর্থে স্নাত্বা বিশাম্পতে !।
দানং দদস্ব শক্ত্যাত্র পুণ্যতীর্থেঽতিপাবনে ॥ ৩ ॥
প্রাপ্য তীর্থং মহাপুণ্যমস্নাত্বা যস্তু গচ্ছতি।
স ভবেদাত্মহা ভূয় ইতি স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ ॥ ৪ ॥
তস্মাত্তীর্থবরে রাজন্ ! কুরু পুণ্যং স্বশক্তিতঃ।
দর্শয়িষ্যামি মার্গং তে গন্তাসি নগরং ততঃ ॥ ৫ ॥
আগমিষ্যাম্যহং মার্গদর্শনার্থং তবানঘ !।
ত্বয়া সহাদ্য কাকুৎস্থ ! তব দানেন তোষিতঃ ॥ ৬ ॥

ত্রিষষ্টিশ্লোকবর্গ্যেস্তু কৌশিকেন মহাত্মনা।
হৃতং রাজ্যং হরিশ্চন্দ্রনৃপতেরিদমুচ্যতে ॥

রাজবাক্যং শ্রুত্বা কৌশিকো যদকরোত্তদাহ ইতি তস্যেতি। প্রহস্যেতি। ধার্ম্মিকস্ত্বমস্মিংস্তীর্থে ন স্নাত্বা কথং গন্তুমিচ্ছসীত্যভিপ্রায়েণ হাস্যং চকার ॥ ১ ॥
তদেবাহ রাজন্নিতি ॥ ২—১০ ॥

ব্যাস বলিলেন, নরনাথ ! মহর্ষি কৌশিক নরপতি হরিশ্চন্দ্রের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তখন হাস্যসহকারে তাঁহাকে বলিলেন ॥ ১ ॥ রাজন্ ! এই তীর্থ অতি পবিত্র, ইহাতে স্নান করিলে অখিল পাপরাশি বিনষ্ট হইয়া পুণ্যের উদয় হয়, অতএব মহাভাগ ! আপনি ইহাতে স্নান করিয়া পিতৃগণের তর্পণ করুন ॥ ২ ॥ নরনাথ ! এ সময় অতিশয় পুণ্যকাল উপস্থিত অতএব আপনি এই পবিত্র পুণ্যতীর্থে স্নান করিয়া স্বীয় শক্তি অনুসারে দান করুন ॥ ৩ ॥ স্বায়ম্ভুব মনু বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মহাপুণ্যপ্রদ তীর্থে উপস্থিত হইয়া স্নান দানাদি না করিয়া গমন করে, সেই মানব আত্মাকে বঞ্চনা করিয়া থাকে সুতরাং সে আত্মঘাতী হয় তাহাতে সন্দেহ নাই ॥৪॥ অতএব রাজন্ ! আপনি স্বীয় শক্তি অনুসারে এই অত্যুত্তম তীর্থে পুণ্যকার্য্য করুন; তদনন্তর আমি আপনার পথ প্রদর্শন করিব এবং তাহা হইলেই

তচ্ছ্রুত্বা বচনং রাজা মুনেঃ কপটমণ্ডিতম্ ।
বাসাংস্যুত্তার্য্য বিধিবৎ স্নাতুমভ্যাযযৌ নদীম্ ॥ ৭ ॥
বন্ধয়িত্বা হয়ং বৃক্ষে মুনিবাক্যেন মোহিতঃ ।
অবশ্যম্ভাবিযোগেন তদ্বশস্তু তদাভবৎ ॥ ৮ ॥
রাজা স্নানবিধিং কৃত্বা সন্তর্প্য পিতৃদেবতাঃ ।
বিশ্বামিত্রমুবাচেদং স্বামিন্! দানং দদামি তে ॥ ৯ ॥
যদিচ্ছসি মহাভাগ! তত্তে দাস্যামি সাম্প্রতম্ ।
গাবো ভূমিং হিরণ্যঞ্চ গজাশ্বরথবাহনম্ ॥ ১০ ॥
নাদেয়ং মে কিমপ্যস্তি কৃতমেতদ্‌ব্রতং পুরা ।
রাজসূয়ে মখশ্রেষ্ঠে মুনীনাং সন্নিধাবপি ॥ ১১ ॥
তস্মাত্ত্বমিহ সম্প্রাপ্তস্তীর্থেঽস্মিন্ প্রবরে মুনে! ।
যত্তেঽস্তি বাঞ্ছিতং ব্রূহি দদামি তব বাঞ্ছিতম্ ॥ ১২ ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ ।

ময়া পূর্ব্বং শ্রুতা রাজন্! কীর্ত্তিস্তে বিপুলা ভুবি ।
বশিষ্ঠেন চ সম্প্রোক্তা দাতা নাস্তি মহীতলে ॥ ১৩ ॥

মুনীনাং সন্নিধৌ রাজসূয়যজ্ঞে ময়ৈতদ্‌ব্রতং কৃতমিত্যন্বয়ঃ ॥ ১১—১৪ ॥

আপনি অযোধ্যায় গমন করিবেন ॥ ৫ ॥ হে কাকুৎস্থ! অদ্য আপনার দানে পরিতুষ্ট হইয়া আপনার পথ প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত আমি আপনার সমভিব্যাহারে গমন করিব ইহাই স্থির করিয়াছি ॥ ৬ ॥ রাজা মহর্ষির সেই কাপট্যময় বাক্য শ্রবণ করিয়া নিজ দেহ হইতে পরিচ্ছদ সকল উন্মোচন করিলেন এবং বৃক্ষে অশ্ব বন্ধন করিয়া বিধিপূর্ব্বক স্নান করিবার নিমিত্ত নদীর অভিমুখে গমন করিলেন। রাজন্! অবশ্যম্ভাবি দৈবযোগবশতঃ মুনির বাক্যে রাজা এতদূর বিমোহিত হইয়াছিলেন যে, তৎকালে তাঁহার একেবারে বশীভূত হইয়া পড়িলেন ॥ ৭—৮ ॥ ফলতঃ তিনি যথাবিধি স্নানকার্য্য সমাপনপূর্ব্বক দেব ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া বিশ্বামিত্রকে বলিলেন, স্বামিন্! আমি আপনাকে দান করিতেছি ॥ ৯ ॥ মহাভাগ! গো, ভূমি, হিরণ্য, গজ, অশ্ব, রথ অথবা বাহন প্রভৃতি যাহা কিছু আপনি বাসনা করেন আমি এখনি তাহাই আপনাকে প্রদান করিব ॥ ১০ ॥ আমার অদেয় কিছুমাত্র নাই, পূর্ব্বে যখন আমি শ্রেষ্ঠতম রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম তৎকালে মুনিগণের সমক্ষে এই ব্রত অবলম্বন করিয়াছি ॥ ১১ ॥ অতএব, মুনিবর! আপনিও এই প্রধানতম তীর্থে উপস্থিত হইয়াছেন, এক্ষণে আপনার যাহা অভিলষিত তাহা ব্যক্ত করুন, আমি আপনার বাঞ্ছিত বস্তু প্রদান করিতেছি ॥ ১২ ॥

হরিশ্চন্দ্রো নৃপশ্রেষ্ঠঃ সূর্য্যবংশে মহীপতিঃ।
তাদৃশো নৃপতির্দাতা ন ভূতো ন ভবিষ্যতি।
পৃথিব্যাং পরমোদারস্ত্রিশঙ্কুতনয়স্তথা॥ ১৪॥
অতস্ত্বাং প্রার্থয়াম্যদ্য বিবাহো মেঽস্তি পার্থিব!।
পুত্রস্য চ মহাভাগ! তদর্থং দেহি মে ধনম্॥ ১৫॥

রাজোবাচ।

বিবাহং কুরু বিপ্রেন্দ্র! দদামি প্রার্থিতং তব।
যদিচ্ছসি ধনং কামং দাতা তস্যাস্মি নিশ্চিতম্*॥ ১৬॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তঃ কৌশিকস্তেন বঞ্চনাতৎপরো মুনিঃ।
উদ্ভাব্য মায়াং গান্ধর্ব্বীং পার্থিবায়াপ্যদর্শয়ৎ॥ ১৭॥
কুমারঃ সুকুমারশ্চ কন্যা চ দশবার্ষিকী।
এতয়োঃ কার্য্যমপ্যদ্য কর্ত্তব্যং নৃপসত্তম!॥ ১৮॥
রাজসূয়াধিকং পুণ্যং গৃহস্থস্য বিবাহতঃ।
ভবিষ্যতি তবাদ্যৈব বিপ্রপুত্রবিবাহতঃ॥ ১৯॥

মে পুত্রস্য বিবাহোঽস্তীত্যন্বয়ঃ॥ ১৫—২১॥

বিশ্বামিত্র বলিলেন, রাজন্! আপনার কীর্ত্তি ভূতলে অধিকতর বিস্তীর্ণ, বিশেষতঃ আপনার সদৃশ দাতা ভূমণ্ডলে আর নাই ইহা আমি পূর্ব্বেই শ্রবণ করিয়াছি। বশিষ্ঠ মুনি বলিয়াছেন যে, ত্রিশঙ্কুর পুত্র সূর্য্যবংশীয় মহীপতি হরিশ্চন্দ্রই এই পৃথিবীমধ্যে নৃপতিগণের অগ্রগণ্য অদ্বিতীয় এবং উদারস্বভাব; তাদৃশ দাতা নরপতি ভূতলে আর কেহ হয় নাই এবং হইবেও না। অতএব, হে পার্থিব! আমার পুত্রের বিবাহ উপস্থিত সেই জন্য অদ্য আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আপনি সেই বিবাহের নিমিত্ত ধনদান করুন॥১৩-১৫॥

রাজা বলিলেন, বিপ্রবর! আপনি বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করুন, আমি আপনার প্রার্থিত দান করিব; অধিক কি, আপনি যে ধন বাঞ্ছা করিবেন আমি তাহাই আপনাকে যথেষ্ট প্রদান করিব, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই॥ ১৬॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! কৌশিক মুনি তাহার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র তাঁহাকে বঞ্চনা করিবার নিমিত্ত তৎপর হইলেন এবং গান্ধর্ব্বী মায়া উদ্ভাবনপূর্ব্বক একটি সুন্দরাকৃতি কুমার এবং দশবর্ষীয়া একটি কন্যার সৃষ্টি করিলেন এবং ভূপালকে উহা প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, নৃপসত্তম! অদ্যই ইহাদিগের বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিতে

---

* দাতাস্মি বাঞ্ছিতং তব। ইতি বা পাঠঃ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং রাজা মায়য়া তস্য মোহিতঃ।
তথেতি চ প্রতিজ্ঞায় নোবাচাল্পং বচস্তথা ॥ ২০ ॥
তেন দর্শিতমার্গোঽসৌ নগরং প্রতি জগ্মিবান্।
বিশ্বামিত্রোঽপি রাজানং বঞ্চয়িত্বাশ্রমং যযৌ ॥ ২১ ॥
কৃতোদ্বাহবিধিস্তাবদ্বিশ্বামিত্রোঽব্রবীন্নৃপম্।
বেদীমধ্যে নৃপাদ্য ত্বং দেহি দানং যথেপ্সিতম্ ॥ ২২ ॥

রাজোবাচ।

কিং তেঽভীষ্টং দ্বিজ! ব্রূহি দদামি বাঞ্ছিতং কিল।
অদেয়মপি সংসারে যশঃকামোঽস্মি সাম্প্রতম্ ॥ ২৩ ॥
ব্যর্থং হি জীবিতং তস্য বিভবং প্রাপ্য যেন বৈ।
নোপার্জ্জিতং যশঃ শুদ্ধং পরলোকসুখপ্রদম্ ॥ ২৪ ॥

বেদীমধ্য ইতি। অগ্নিহোত্রশালায়াং রাজা তস্মিন্ সময়ে স্থিতঃ। তথা চ তস্মিন্ বেদীমধ্যে অগ্নিহোত্রবেদীমধ্যে দানং দেহীত্যন্বয়ঃ। অয়ং ভাবঃ। বিবাহকার্য্যার্থং যদ্ধনং ত্বয়া প্রতিশ্রুতং তৎ অথ চ বরবধ্বোঃ পোষণার্থঞ্চ যদ্বিপুলং ধনং তদ্দানং দেহি। অন্যথা ত্বৎকৃতে বিবাহে বরবধ্বোর্ভিক্ষাটনপ্রসঙ্গে তবাপকীর্ত্তিঃ স্যাদিতি ॥ ২২ ॥

রাজা তু পোষণার্থং ধনং ব্রাহ্মণোঽয়ং যৎ কিঞ্চিৎ প্রার্থয়িষ্যতি তদেতস্মৈ দেয়মিত্যভিপ্রায়েণাহ কিং তেঽভীষ্টমিতি ॥ ২৩—২৪ ॥

হইবে ॥ ১৭—১৮ ॥ মহারাজ! গৃহস্থের বিবাহ দিলে রাজসূয় যজ্ঞের অধিক ফল লাভ হইয়া থাকে, অতএব বিপ্রপুত্রের বিবাহ প্রদান করিলে অদ্যই আপনার সেই ফল হইবে ॥ ১৯ ॥ রাজা তাঁহার মায়ায় মোহিত হইয়াছিলেন সুতরাং ঐ বাক্য শুনিবামাত্র তাহাই হইবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন পরন্তু তদ্বিরুদ্ধে সামান্যমাত্রও বাক্য ব্যয় করিলেন না ॥ ২০ ॥ অনন্তর, বিশ্বামিত্র পথপ্রদর্শন করিলে রাজা নগরের অভিমুখে গমন করিলেন, বিশ্বামিত্রও রাজাকে বঞ্চনা করিয়া স্বীয় আশ্রমে প্রস্থান করিলেন ॥ ২১ ॥ তাহার পর নরপতি অগ্নিশালায় উপস্থিত রহিয়াছেন এমত সময়ে বিশ্বামিত্র তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, রাজন্! বিবাহ বিধি নিষ্পন্ন হইয়াছে অতএব আপনি অদ্যই এই বেদিমধ্যেই আমার যাহা অভিলষিত তাহা প্রদান করুন ॥ ২২ ॥

রাজা বলিলেন, দ্বিজবর! আপনার অভীষ্ট কি তাহা প্রকাশ করুন; অধুনা আমি যশের অভিলাষী সুতরাং সংসারে আমার যাহা অদেয় আপনি তাহাও যদি প্রার্থনা করেন তথাপি আমি তাহা আপনাকে অর্পণ করিব সন্দেহ নাই ॥ ২৩ ॥ যে মানব বিভবের অধিকারী হইয়াও পরলোকের সুখকর পবিত্র যশ উপার্জ্জন না করে, তাহার জীবন বিফল তাহাতে সংশয় নাই ॥ ২৪ ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ।

রাজ্যং দেহি মহারাজ ! বরায় সপরিচ্ছদম্।
গজাশ্বরথরত্নাঢ্যং বেদীমধ্যেঽতিপাবনে ॥ ২৫ ॥

ব্যাস উবাচ।

মোহিতো মায়য়া তস্য শ্রুত্বা বাক্যং মুনের্নৃপঃ।
দত্তমিত্যুক্তবান্ রাজ্যমবিচার্য্য যদৃচ্ছয়া ॥ ২৬ ॥
গৃহীতমিতি তং প্রাহ বিশ্বামিত্রোঽতিনিষ্ঠুরঃ।
দক্ষিণাং দেহি রাজেন্দ্র ! দানযোগ্যাং মহামতে ! ॥ ২৭ ॥
দক্ষিণারহিতং দানং নিষ্ফলং মনুরব্রবীৎ।
তস্মাদ্দানফলায় ত্বং যথোক্তাং দেহি দক্ষিণাম্ ॥ ২৮ ॥
ইত্যুক্তস্তু তদা রাজা তমুবাচাতিবিস্মিতঃ।
ব্রূহি কিং যদ্ধনং তুভ্যং দেয়ং স্বামিন্ ! ময়াধুনা ॥ ২৯ ॥
দক্ষিণানিষ্ক্রয়ং সাধো ! বদ যাবৎ প্রমাণকম্।
দানপূর্ত্ত্যৈ প্রদাস্যামি স্বস্থো ভব তপোধন ! ॥ ৩০ ॥
বিশ্বামিত্রস্তু তচ্ছ্রুত্বা তমাহ মেদিনীপতিম্।
হেমভারদ্বয়ং সার্দ্ধং দক্ষিণাং দেহি সাম্প্রতম্ ॥ ৩১ ॥

ব্রাহ্মণস্তু সর্ব্বস্বহরণেচ্ছয়া বদতি রাজ্যং দেহীতি ॥ ২৫—৩০ ॥

বিশ্বামিত্র বলিলেন, মহারাজ ! আপনি এই পবিত্র বেদিমধ্যেই ছত্র চামরাদি সমন্বিত এবং হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সমেত রত্ন পরিপূর্ণ রাজ্য এই বরকে প্রদান করুন ॥ ২৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! মহারাজ হরিশ্চন্দ্র তাঁহার মায়ায় মোহিত হইয়াছিলেন সুতরাং মুনির বাক্য শ্রবণমাত্র বিচার না করিয়াই স্বেচ্ছানুসারে বলিলেন, মুনিবর ! আপনার প্রার্থনামত আমি এই বিশাল রাজ্য প্রদান করিলাম ॥ ২৬ ॥ তখন অতীব নিষ্ঠুর বিশ্বামিত্র তাঁহাকে বলিলেন, রাজেন্দ্র ! আমিও গ্রহণ করিলাম, কিন্তু মহামতে ! আপনি এক্ষণে দানের উপযুক্ত দক্ষিণা প্রদান করুন ॥ ২৭ ॥ মনু বলিয়াছেন দক্ষিণাবিহীন দান নিষ্ফল অতএব আপনি দানের ফললাভের নিমিত্ত যথাবিহিত দক্ষিণা অর্পণ করুন ॥ ২৮ ॥ রাজা তাঁহার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইয়া বলিলেন, প্রভো ! অধুনা আপনাকে কি পরিমাণে ধন দিতে হইবে তাহা আপনি বলুন ॥ ২৯ ॥ সাধো ! যে পরিমাণে দক্ষিণার মূল্য দিতে হইবে তাহা ব্যক্ত করুন ; তপোধন ! আপনি ব্যস্ত হইবেন না, আমি দান পরিপূর্ণ করিবার নিমিত্ত উহা আপনাকে প্রদান করিব সন্দেহ নাই ॥ ৩০ ॥

দাস্যামীতি প্রতিশ্রুত্য তস্মৈ রাজাতিবিস্মিতঃ।
চিন্তাতুরো জগামাশু হয়মারুহ্য ভারত ! ॥ ৩২ ॥
তদৈব সৈনিকাস্তস্য বীক্ষমাণাঃ সমাগতাঃ।
দৃষ্ট্বা মহীপতিং ব্যগ্রং তুষ্টুবুস্তে মুদান্বিতাঃ ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

শ্রুত্বা তেষাং বচো রাজা নোক্ত্বা কিঞ্চিচ্ছুভাশুভম্।
চিন্তয়ন্ স্বকৃতং কর্ম্ম যযাবন্তঃপুরে ততঃ ॥ ৩৪ ॥
কিং ময়া স্বীকৃতং দানং সর্ব্বস্বং যৎ সমর্পিতম্।
বঞ্চিতোঽহং দ্বিজেনাত্র বনে পাটচ্চরৈরিব ॥ ৩৫ ॥
রাজ্যং সোপস্করং তস্মৈ ময়া সর্ব্বং প্রতিশ্রুতম্।
ভারদ্বয়ং সুবর্ণস্য সার্দ্ধঞ্চ দক্ষিণা পুনঃ ॥ ৩৬ ॥
কিং করোমি মতিভ্রষ্টা ন জ্ঞাতং কপটং মুনেঃ।
প্রতারিতোঽহং সহসা ব্রাহ্মণেন তপস্বিনা ॥ ৩৭ ॥

হেমভারদ্বয়ং সার্দ্ধমিতি। আচিতস্য দশমো ভাগো ভারস্তথা চার্দ্ধভারেণ সহিতভারদ্বয়পরিমাণং সুবর্ণদক্ষিণাং দেহীত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

রাজা দাস্যামীত্যুক্ত্বা স্বনিকটে ধনাভাবাৎ কিং ময়েদং কৃতমিত্যতিবিস্মিত ইত্যর্থঃ॥৩২॥

তদৈব সৈনিকা ইতি। যে রাজ্ঞা সাকং বনে গতাস্তে মার্গভ্রংশাদিতস্ততো গতা ইত্যুক্তম্। তে সৈনিকা রাজানং বীক্ষ্যমাণা আগতা ইত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্তঃপুরে স্ত্র্যাগারে গতঃ চিন্তাগ্রস্তঃ সন্ ॥ ৩৪ ॥

স্বকৃতমনয়ং স্মরতি কিং ময়েতি। পাটচ্চরৈস্তস্করৈঃ ॥ ৩৫—৩৭ ॥

বিশ্বামিত্র ইহা শ্রবণ করিয়া মহীপতিকে বলিলেন, সম্প্রতি সার্দ্ধ ভারদ্বয় সুবর্ণ দক্ষিণা স্বরূপ প্রদান করুন ॥ ৩১ ॥ মহারাজ ! তখন রাজা হরিশ্চন্দ্র অতীব বিস্মিত হইয়া তাহাই দিব বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন এবং চিন্তিতচিত্তে অশ্বে আরোহণ করিয়া শীঘ্র গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন ॥ ৩২ ॥ এই সময় তাঁহার পথভ্রষ্ট সৈনিকগণ তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতে করিতে তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন তাহারা মহীপতিকে অবলোকন করিয়া আনন্দিত হইল এবং তাঁহাকে চিন্তাতুর দর্শন করিয়া ব্যগ্রভাবে তাঁহার স্তব করিতে লাগিল ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! তাহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা হরিশ্চন্দ্র ভাল বা মন্দ কিছুই বলিলেন না, পরন্তু স্বকৃত কার্য্যের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩৪ ॥ হায় ! আমি কি দান করিতে স্বীকৃত হইলাম ? এখন যে সর্ব্বস্বই সমর্পণ করিলাম, বনমধ্যে চৌরের ন্যায় এই দ্বিজের নিকট আমি এই বিষয়ে বঞ্চিত হইলাম !! ॥৩৫॥ সপরিচ্ছদ সমস্ত রাজ্য তাঁহাকে দান করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছি আবার তাহার দক্ষিণা

ন জানে দৈবকার্য্যং বৈ হা দৈব ! কিং ভবিষ্যতি।
ইতি চিন্তাপরো রাজা গৃহং প্রাপাতিবিহ্বলঃ ॥ ৩৮ ॥
পতিং চিন্তাপরং দৃষ্ট্বা রাজ্ঞী পপ্রচ্ছ কারণম্।
কিং প্রভো ! বিমনা ভাসি কা চিন্তা ব্রূহি সাম্প্রতম্ ॥ ৩৯ ॥
বনাৎ পুত্রঃ সমায়াতো রাজসূয়ঃ কৃতঃ পুরা।
কস্মাচ্ছোচসি রাজেন্দ্র ! শোকস্য কারণং বদ ॥ ৪০ ॥
নারাতির্বিদ্যতে কাপি বলবান্ দুর্ব্বলোঽপি বা।
বরুণোঽপি সুসন্তুষ্টঃ কৃতকৃত্যোঽসি ভূতলে ॥ ৪১ ॥
চিন্তয়া ক্ষীয়তে দেহো নাস্তি চিন্তাসমা মৃতিঃ।
ত্যজ্যতাং নৃপশার্দ্দূল ! স্বস্থো ভব বিচক্ষণ ! ॥ ৪২ ॥
তন্নিশম্য প্রিয়াবাক্যং প্রীতিপূর্ব্বং নরাধিপঃ।
প্রোবাচ কিঞ্চিচ্চিন্তায়াঃ কারণঞ্চ শুভাশুভম্ ॥ ৪৩ ॥
ভোজনং ন চকারাসৌ চিন্তাবিষ্টস্তথা নৃপঃ।
সুপ্তাপি শয়নে শুভ্রে লেভে নিদ্রাং ন ভূমিপঃ ॥ ৪৪ ॥

গৃহং স্ত্রীপুরম্ ॥ ৩৮--৪২ ॥
শুভাশুভং যথা কথঞ্চিদিত্যর্থঃ ॥ ৪৩—৪৪

স্বরূপ সার্দ্ধভার দ্বয় সুবর্ণও দিতে হইবে ॥ ৩৬ ॥ কি করিব, আমার বুদ্ধি ভ্রংশ হইয়াছিল তজ্জন্য আমি মুনির কপটতা জানিতে পারি নাই, তাহাতেই এই তপস্বী ব্রাহ্মণের নিকট প্রতারিত হইলাম ॥ ৩৭ ॥ দৈবের কার্য্য বিদিত হইবার সাধ্য নাই, হা দৈব! এখন আমার কি হইবে? অতীব বিহ্বল হইয়া এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে রাজা অন্তঃপুরের গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥৩৮॥ তখন রাজ্ঞী স্বামীকে চিন্তায় নিমগ্ন দেখিয়া তাঁহাকে চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, প্রভো! আপনি বিমনা হইয়াছেন কেন? সম্প্রতি আপনার চিন্তার বিষয় কি তাহা বলুন ॥ ৩৯ ॥ রাজেন্দ্র! পুত্র বন হইতে গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছে, পূর্ব্বে রাজসূয় যজ্ঞও সম্পন্ন করিয়াছেন, অতএব কি কারণে শোক করিতেছেন? আপনি সেই শোকের কারণ ব্যক্ত করুন ॥ ৪০ ॥ আপনার বলবান্ বা দুর্ব্বল কোন শত্রুই কুত্রাপি বিদ্যমান নাই, কেবল বরুণ আপনার প্রতি কুপিত ছিলেন, তিনিও এক্ষণে বিশেষরূপে সন্তুষ্ট হইয়াছেন সুতরাং ভূতলে আপনার কার্য্যের অবশিষ্ট কিছুই নাই ॥ ৪১ ॥ নৃপবর! চিন্তায় দিন দিন দেহ ক্ষীণ হয় সুতরাং চিন্তাসদৃশ মৃত্যুর কারণ আর কিছুই নাই, আপনি বিচক্ষণ অতএব চিন্তা ত্যাগ করিয়া সুস্থ হউন ॥ ৪২ ॥

প্রিয়তমা প্রীতিসহকারে ঈদৃশ বাক্য বলিলে নরপতি তাহা শ্রবণ করিয়া শুভাশুভ চিন্তার কারণ তাঁহাকে যথাকথঞ্চিৎরূপে বলিলেন ॥ ৪৩ ॥ কিন্তু সেই মহারাজ হরিশ্চন্দ্র চিন্তায়

প্রাতরুত্থায় চিন্তার্ত্তো যাবৎ সন্ধ্যাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
করোতি নৃপতিস্তাবদ্বিশ্বামিত্রঃ সমাগতঃ ॥ ৪৫ ॥
ক্ষত্ত্রা নিবেদিতো রাজ্ঞে মুনিঃ সর্ব্বস্বহারকঃ।
আগত্যোবাচ রাজানং প্রণমন্তং পুনঃ পুনঃ ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ।

রাজংস্ত্যজ স্বরাজ্যং মে দেহি বাচা প্রতিশ্রুতম্।
সুবর্ণং স্পৃশ রাজেন্দ্র! সত্যবাগ্ ভব সাম্প্রতম্ ॥ ৪৭ ॥

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

স্বামিন্! রাজ্যং তবেদং মে ময়া দত্তং কিলাধুনা।
ত্যক্ত্বান্যত্র গমিষ্যামি মা চিন্তাং কুরু কৌশিক! ॥ ৪৮ ॥
সর্ব্বস্বং মম তে ব্রহ্মন্! গৃহীতং বিধিবদ্বিভো!।
সুবর্ণদক্ষিণাং দাতুমশক্তো হ্যধুনা দ্বিজ! ॥ ৪৯ ॥
দানং দদামি তে তাবদ্ যাবন্মে স্যাদ্ধনাগমঃ।
পুনশ্চেৎ কালযোগেন তদা দাস্যামি দক্ষিণাম্ ॥ ৫০ ॥

বিশ্বামিত্রো ব্রাহ্মণবেশেন সমাগত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৫—৪৬ ॥
সুবর্ণং স্পৃশ দক্ষিণাত্বেন প্রতিজ্ঞাতং দেহীত্যর্থঃ ॥ ৪৭—৪৯ ॥
দানং দদামি রাজ্যদানমধুনা দদামি দক্ষিণাস্তু ধনপ্রাপ্ত্যুত্তরং কালান্তরে দাস্যামীত্যর্থঃ ॥ ৫০—৫১ ॥

নিমগ্ন হইয়া ভোজন করিতে পারিলেন না এবং শুভ্র শয্যাতলে শয়ন করিয়াও নিদ্রা লাভ করিতে পারিলেন না ॥ ৪৪ ॥ পরে প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া চিন্তিতচিত্তে যখন সন্ধ্যাদি কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন এমত সময়ে বিশ্বামিত্র সেই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৫ ॥ দ্বারী মুনির আগমন বার্ত্তা নিবেদন করিলে রাজা তাঁহাকে প্রবেশ করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন; অনন্তর সেই সর্ব্বস্বহারক বিশ্বামিত্র তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া পুনঃপুনঃ প্রণাম-পরায়ণ রাজাকে বলিলেন, রাজন্! আপনি স্বীয় রাজ্য পরিত্যাগ করুন এবং আমাকে যে সুবর্ণ দক্ষিণা দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তাহা প্রদান করিয়া এক্ষণে যথার্থই সত্যবাদী হউন ॥ ৪৬—৪৭ ॥

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, প্রভো! আমি আপনাকে আমার এই বিশাল রাজ্য প্রদান করিয়াছি সুতরাং মদীয় রাজ্য আপনার হইয়াছে, অতএব আমি এই রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোনও স্থানে গমন করিতেছি; কৌশিক! আপনি এ বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তা করিবেন না ॥ ৪৮ ॥ ব্রহ্মন্! আপনি বিধি অনুসারে আমার সর্ব্বস্বই গ্রহণ করিলেন সুতরাং

ইত্যুক্ত্বা নৃপতিঃ প্রাহ পুত্রং ভার্য্যাঞ্চ মাধবীম্।
রাজ্যমস্মৈ প্রদত্তং বৈ ময়া বেদ্যাং সুবিস্তরম্॥ ৫১॥
হস্ত্যশ্বরথসংযুক্তং রত্নহেমসমন্বিতম্।
ত্যক্ত্বা ত্রীণি শরীরাণি সর্ব্বং চাস্মৈ সমর্পিতম্॥ ৫২॥
ত্যক্ত্বাযোধ্যাং গমিষ্যামি কুত্রচিদ্বনগহ্বরে।
গৃহ্নাত্বিদং মুনিঃ সম্যগ্রাজ্যং সর্ব্বসমৃদ্ধিমৎ॥ ৫৩॥
ইত্যাভাষ্য সুতং ভার্য্যাং হরিশ্চন্দ্রঃ স্বমন্দিরাৎ।
বিনির্গতঃ সুধর্ম্মাত্মা মানয়ংস্তং দ্বিজোত্তমম্॥ ৫৪॥
ব্রজন্তং ভূপতিং বীক্ষ্য ভার্য্যাপুত্রাবুভাবপি।
চিন্তাতুরৌ সুদীনাস্যৌ জগ্মতুঃ পৃষ্ঠতস্তদা॥ ৫৫॥
হাহাকারো মহানাসীন্নগরে বীক্ষ্য তাংস্তথা।
চুক্রুশুঃ প্রাণিনঃ সর্ব্বে সাকেতপুরবাসিনঃ॥ ৫৬॥
হা রাজন্! কিং কৃতং কর্ম্ম কুতঃ ক্লেশঃ সমাগতঃ।
বঞ্চিতোঽসি মহারাজ! বিধিনাপণ্ডিতেন হ॥ ৫৭॥

(ত্যক্ত্বেতি। পুত্রভার্য্যাত্মশরীরাভিপ্রায়েণাহ ত্রীণীতি ॥ ৫২—৫৫॥
চুক্রুশুরিতি। প্রাণিন ইতি শব্দাৎ পশুপক্ষ্যাদীনাং ক্রোশনমপি বোদ্ধব্যম্॥ ৫৬—৬১

আমি এক্ষণে দক্ষিণা দিতে নিতান্ত অক্ষম॥ ৪৯॥ যদি কালসহকারে পুনরায় আমার ধনাগম হয় তবে তৎক্ষণাৎ আপনাকে দক্ষিণা প্রদান করিব॥ ৫০॥ নরপতি হরিশ্চন্দ্র তাঁহাকে এই কথা বলিয়া শৈব্যা নাম্নী ভার্য্যা এবং পুত্র রোহিতকে বলিলেন, আমি অগ্নিহোত্রশালায় এই সুবিস্তীর্ণ রাজ্য ইঁহাকে দান করিয়াছি॥ ৫১॥ হস্তী, অশ্ব, রথ, স্বর্ণ ও রত্নরাজীর সহিত সমস্ত রাজ্যই প্রদান করিয়াছি; অধিক কি, আমাদিগের তিন জনের শরীর ব্যতীত সমস্তই ইঁহাকে সমর্পণ করিয়াছি॥ ৫২॥ এই মহর্ষিবর সর্ব্বসমৃদ্ধি-সম্পন্ন এই রাজ্য সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করুন, আমরা অযোধ্যা ত্যাগ করিয়া কোনও বনে বা গিরিগহ্বরে গমন করিব॥ ৫৩॥ অতীব ধর্ম্মিষ্ঠ হরিশ্চন্দ্র ভার্য্যা পুত্রকে এই কথা বলিয়া এবং সেই দ্বিজবরকে সম্মানপ্রদর্শন করিয়া স্বীয় আলয় হইতে বহির্গত হইলেন॥ ৫৪॥ তখন ভূপতিকে গমন করিতে দেখিয়া তদীয় ভার্য্যা এবং পুত্র চিন্তায় কাতর হইয়া অতীব মলিনবদনে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন॥ ৫৫॥ অযোধ্যাবাসী সমস্ত প্রাণীই তাঁহাদিগকে অবলোকন করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল, তৎকালে নগরমধ্যে কেবল ঘোরতর হাহাকার ধ্বনি হইতে লাগিল॥ ৫৬॥ হা রাজন্! আপনি কি কার্য্য করিলেন? কোথা হইতে আপনার এই ক্লেশ উপস্থিত হইল? মহারাজ! অবিবেচক

সর্ব্বে বর্ণাস্তদা দুঃখমাপ্নুযুস্তং মহীপতিম্।
বিলোক্য ভার্য্যয়া সার্দ্ধং পুত্রেণ চ মহাত্মনা ॥ ৫৮ ॥
নিনিন্দুর্ব্রাহ্মণং তন্তু দুরাচারং পুরৌকসঃ।
ধূর্ত্তোঽয়মিতি ভাষন্তো দুঃখার্ত্তা ব্রাহ্মণাদয়ঃ ॥ ৫৯ ॥
নির্গত্য নগরাত্তস্মাদ্বিশ্বামিত্রঃ ক্ষিতীশ্বরম্।
গচ্ছন্তং তমুবাচেদং সমেত্য নিষ্ঠুরং বচঃ ॥ ৬০ ॥
দক্ষিণায়াঃ সুবর্ণং মে দত্ত্বা গচ্ছ নরাধিপ!।
নাহং দাস্যামি বা ব্রূহি ময়া ত্যক্তং সুবর্ণকম্ ॥ ৬১ ॥
রাজ্যং গৃহাণ বা সর্ব্বং লোভশ্চেদ্ধৃদি বর্ত্ততে।
দত্তং চেন্মন্যসে রাজন্! দেহি যত্তৎ প্রতিশ্রুতম্ ॥ ৬২ ॥
এবং ব্রুবন্তং গাধেয়ং হরিশ্চন্দ্রো মহীপতিঃ।
প্রণিপত্য সুদীনাত্মা কৃতাঞ্জলিপুটোঽব্রবীৎ ॥ ৬৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে হরিশ্চন্দ্ররাজ্যহরণং নাম ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

দত্তমিতি। প্রতিশ্রুতদানমন্তরেণ দানং ন সফলমিতি ভাবঃ ॥ ৬২—৬৩ ॥)

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

বিধি আপনাকে বঞ্চনা করিয়াছেন সন্দেহ নাই ॥ ৫৭ ॥ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারি বর্ণই সেই মহীপতিকে ভার্য্যা এবং মহানুভব পুত্রের সহিত গমন করিতে দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল ॥ ৫৮ ॥ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমস্ত পুরবাসিগণ দুঃখার্ত্ত হইয়া এই ব্যক্তি ধূর্ত্ত ইত্যাদি কটু বাক্য বলিয়া সেই দুরাচার ব্রাহ্মণকে নিন্দা করিতে লাগিল ॥ ৫৯ ॥ ক্ষিতিপতি সেই নগর হইতে নির্গত হইয়া গমন করিতেছেন এমত সময়ে বিশ্বামিত্র তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিষ্ঠুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন ॥ ৬০ ॥ নরনাথ! দক্ষিণার সুবর্ণ প্রদান করিয়া গমন করুন অথবা দিতে পারিব না এই কথা বলুন তাহা হইলেই আমি দক্ষিণার সুবর্ণ পরিত্যাগ করিতেছি ॥ ৬১ ॥ অথবা যদি আপনার অন্তঃকরণে লোভ বিদ্যমান থাকে তবে সমস্ত রাজ্যই গ্রহণ করুন; রাজন্! আপনি যদি যথার্থই দান করিয়াছেন ইহা মনে করেন তাহা হইলে আপনি যাহা প্রতিশ্রুত হইয়াছেন তাহা প্রদান করুন ॥ ৬২ ॥ গাধিনন্দন এই প্রকার বলিতেছেন এমন সময়ে মহীপতি হরিশ্চন্দ্র অতীব দীনভাবে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৬৩ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে হরিশ্চন্দ্রের রাজ্যহরণ নামক ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

অদত্ত্বা তে হিরণ্যং বৈ ন করিষ্যামি ভোজনম্।
প্রতিজ্ঞা মে মুনিশ্রেষ্ঠ! বিষাদং ত্যজ সুব্রত!॥ ১॥
সূর্য্যবংশসমুদ্ভূতঃ ক্ষত্রিয়োঽহং মহীপতিঃ।
রাজসূয়স্য যজ্ঞস্য কর্ত্তা বাঞ্ছিতদো নৃষু॥ ২॥
কথং করোমি নাকারং স্বামিন্! দত্ত্বা যদৃচ্ছয়া।
অবশ্যমেব দাতব্যমৃণং মে দ্বিজসত্তম!॥ ৩॥
স্বস্থো ভব প্রদাস্যামি সুবর্ণং মনসেপ্সিতম্।
কঞ্চিৎ কালং প্রতীক্ষস্ব যাবৎ প্রাপ্স্যাম্যহং ধনম্॥ ৪

বিশ্বামিত্র উবাচ।

কুতস্তে ভবিতা রাজন্! ধনপ্রাপ্তিরতঃপরম্।
গতং রাজ্যং তথা কোশো বলঞ্চৈবার্থসাধনম্॥ ৫॥

অর্দ্ধাধিকৈঃ পঞ্চচত্বারিংশচ্ছ্লোকৈরতঃপরম্।
দক্ষিণাদানযত্নশ্চ রাজ্ঞা কৃত ইতীর্য্যতে॥

রাজা বিশ্বামিত্রব্রাহ্মণং প্রতি কিমুক্তবান্ তদাহ অদত্ত্বেতি। ন করিষ্যামি ভোজনমিতি। অন্নং ত্যক্ত্বা ফলাহারাদিনা কালং নেষ্যামীত্যর্থঃ॥ ১—৩॥

কঞ্চিৎ কালমিতি। মাসপরিমিতং কালমিত্যর্থঃ। অগ্রে মাসসমাপ্তাবেব ব্রাহ্মণস্যাগমনাৎ॥ ৪—৭॥

হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, মুনিবর! আপনার দক্ষিণার সুবর্ণ না দিয়া আমি ভোজন করিব না, ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা জানিবেন; অতএব হে সুব্রত! আপনি দক্ষিণার জন্য বিষাদ পরিত্যাগ করুন॥ ১॥ আমি সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় মহীপতি, বিশেষতঃ যদবধি রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছি, তদবধি মনুষ্যগণ আমার নিকট যে যাহা প্রার্থনা করে আমি তাহাকে তাহাই প্রদান করিয়া থাকি; অতএব প্রভো! আমি স্বীয় ইচ্ছানুসারে দান করিয়া তাহার দক্ষিণা দিব না ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? দ্বিজসত্তম! আমি অবশ্যই ঋণ পরিশোধ করিব॥ ২—৩॥ আপনার বাসনানুরূপ সুবর্ণ আমি অবশ্যই অর্পণ করিব অতএব আপনি সুস্থির হউন; কিন্তু আপনি একমাস কাল প্রতীক্ষা করুন তাহা হইলেই আমি ধন প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে প্রদান করিতে পারিব॥ ৪॥

বৃথাশা তে মহীপাল! ধনার্থে কিং করোম্যহম্।
নির্দ্ধনং ত্বাঞ্চ লোভেন পীড়য়ামি কথং নৃপ! ॥ ৬ ॥
তস্মাৎ কথয় ভূপাল! ন দাস্যামীতি সাম্প্রতম্।
ত্যক্ত্বাশাং মহতীং কামং গচ্ছাম্যহমতঃপরম্ ॥ ৭ ॥
যথেষ্টং ব্রজ রাজেন্দ্র! ভার্য্যাপুত্রসমন্বিতঃ।
স্বুবর্ণং নাস্তি কিং তুভ্যং দদামীতি বদাধুনা ॥ ৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

গচ্ছন্ বাক্যমিদং শ্রুত্বা ব্রাহ্মণস্য চ ভূপতিঃ।
প্রত্যুবাচ মুনিং ব্রহ্মন্! ধৈর্য্যং কুরু দদাম্যহম্ ॥ ৯ ॥
মম দেহোঽস্তি ভার্য্যায়াঃ পুত্রস্য চ হ্যনাময়ঃ।
ক্রীত্বা দেহস্তু তং নূনমৃণং দাস্যামি তে দ্বিজ! ॥ ১০ ॥
গ্রাহকং পশ্য বিপ্রেন্দ্র! বারাণস্যাং পুরি প্রভো!।
দাসভাবং গমিষ্যামি সদারোঽহং সপুত্রকঃ ॥ ১১ ॥

বদাধুনেতি। এবং রাজ্ঞোক্তে মিথ্যাবাদী রাজা জাত ইতি বশিষ্ঠং জেষ্যামীতি ব্রাহ্মণাভিপ্রায়ঃ ॥ ৮—১০ ॥

গ্রাহকমিতি। অস্যামযোধ্যায়াং যদি কশ্চিদ্গ্রাহকঃ স্যাত্তর্হি তং পশ্য নোচেদহং বারাণস্যাং গত্বা সর্ব্বান্ মৌল্যেন দত্ত্বা দাসভাবং গমিষ্যামি তদা ত্বং কাঞ্চনং গৃহাণাথচ সন্তুষ্টো ভবেতি পিণ্ডিতোঽর্থঃ ॥ ১১ ॥

বিশ্বামিত্র বলিলেন, রাজন্! রাজ্য, কোষ এবং বল ইহা দ্বারাই অর্থের সমাগম হইয়া থাকে, আপনার সে সমস্তই গিয়াছে, অতএব ইহার পর আর আপনার ধনপ্রাপ্তি কোথা হইতে হইবে? ॥ ৫ ॥ মহীপাল! ধনের নিমিত্ত আপনার আশা করা বৃথা; এক্ষণে আমিই বা কি করি? আপনি নির্ধন অতএব আমি লোভপরতন্ত্র হইয়া আপনাকে কি প্রকারে পীড়ন করি? ॥ ৬ ॥ ভূপাল! আপনি "ধন দিতে পারিব না" এই কথাই বলুন, তাহা হইলেই আমি এই মহতী আশা পরিত্যাগ করিয়া যথেচ্ছ গমন করি ॥ ৭ ॥ আর আপনিও "আমার কিছুই স্বুবর্ণ নাই তবে আমি আপনাকে এক্ষণে কি দিব" এই কথা বলিয়া ভার্য্যা ও পুত্র সমভিব্যাহারে যথেচ্ছ গমন করুন ॥ ৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! ভূপতি গমনকালে মুনিবর বিশ্বামিত্রের এই বাক্য শুনিয়া বলিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি ধৈর্য্য অবলম্বন করুন আমি আপনাকে দক্ষিণার স্বুবর্ণ প্রদান করিব তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৯ ॥ দ্বিজবর! ভার্য্যার পুত্রের এবং আমার এই তিন জনেরই নীরোগ দেহ বিদ্যমান আছে, স্বুতরাং ইহা বিক্রয় করিয়া অবশ্যই আপনার ঋণ পরিশোধ করিব ॥ ১০ ॥ বিভো! এই বারাণসীপুরীতে কোনও গ্রাহক বিদ্যমান আছে কি না তাহার

গৃহাণ কাঞ্চনং পূর্ণং সার্দ্ধভারদ্বয়ং মুনে!।
মৌল্যেন দত্ত্বা সর্ব্বান্নঃ সন্তুষ্টো ভব ভূধর!॥ ১২॥
ইতি ব্রুবন্‌ জগামাথ সহ পত্ন্যা সুতান্বিতঃ।
উময়া কান্তয়া সার্দ্ধং যত্রাস্তে শঙ্করঃ স্বয়ম্‌॥ ১৩॥
তাং দৃষ্ট্বা চ পুরীং রম্যাং মনসো হ্লাদকারিণীম্‌।
উবাচ স কৃতার্থোঽস্মি পুরীং পশ্যন্‌ সুবর্চ্চসম্‌॥ ১৪॥
ততো ভাগীরথীং প্রাপ্য স্নাত্বা দেবাদিতর্পণম্‌।
দেবার্চ্চনঞ্চ নির্ব্বর্ত্ত্য কৃতবান্‌ দিগ্বিলোকনম্‌॥ ১৫॥
প্রবিশ্য বসুধাপালো দিব্যাং বারাণসীং পুরীম্‌।
নৈষা মনুষ্যভুক্তেতি শূলপাণেঃ পরিগ্রহঃ॥ ১৬॥
জগাম পদ্ভ্যাং দুঃখার্ত্তঃ সহ পত্ন্যা সমাকুলঃ।
পুরীং প্রবিশ্য স নৃপো বিশ্বাসমকরোত্তদা॥ ১৭॥

ভূধরেতি ব্রাহ্মণসম্বোধনম্‌॥ ১২॥
উময়া পরাশক্ত্যা সহিতো যত্র কাশ্যাং শঙ্করস্তিষ্ঠতি তস্যাং কাশ্যাং জগামেত্যর্থঃ॥১৩-১৪॥
দিগ্বিলোকনং কেন মার্গেণ গন্তব্যমিতি সমন্তাদবলোকিতবানিত্যর্থঃ॥ ১৫॥
নৈষা মনুষ্যভুক্তেতি। যদীয়ং পুরী মনুষ্যেণ ভুক্তা পালিতা স্যাত্তদা মামকিঞ্চিৎকরং মৌল্যং দত্ত্বা কোঽপি ন গ্রহীষ্যতি পরন্তু তথা ন কিন্তু শূলপাণেঃ সর্ব্বেশ্বরস্য শিবস্য পরিগ্রহোঽস্তি তেন পালিতাস্তি ততঃ সর্ব্বেশ্বরঃ শিবো মামকিঞ্চিৎকরমপি মৌল্যং দত্ত্বা গ্রহীষ্যতীত্যভিপ্রায়েণ কাশ্যাং জগামেতি ভাবঃ॥ ১৬—২০॥

অনুসন্ধান করুন, আমি এই স্থানে ভার্য্যা এবং পুত্রের সহিত দাসত্ব স্বীকার করিব॥ ১১॥ মুনে! আপনি আমাদিগের সকলকেই বিক্রয় করিয়া সেই মূল্য দ্বারা সার্দ্ধ ভারদ্বয় সুবর্ণ গ্রহণ করতঃ আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন॥১২॥ রাজা এই কথা বলিয়াই যে স্থানে শঙ্কর প্রিয়তমা উমার সহিত স্বয়ং অবস্থিতি করিতেছেন, সেই বারাণসীপুরীতে ভার্য্যা ও পুত্র সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিলেন॥ ১৩॥ যে পুরী দর্শন করিলে চিত্তের আনন্দবর্দ্ধন হয় সেই রমণীয়া বারাণসী নগরী অবলোকন করিয়া রাজা বলিলেন, আজ আমি কৃতার্থ হইলাম॥ ১৪॥ অবশেষে ভাগীরথী-তীরে গমন করিয়া সেই স্থানে স্নান করিলেন, পরে দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ এবং অভীষ্ট দেবতার পূজা সম্পাদন করিয়া গন্তব্য পথ দর্শন-লালসায় চতুর্দ্দিক্‌ অবলোকন করিতে লাগিলেন॥ ১৫॥ ভূপাল রমণীয়া বারাণসীপুরীতে প্রবিষ্ট হইয়া মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন যে, এই পুরী মনুষ্যের পালিত নহে স্বয়ং শূলপাণি ইহা পালন করিতেছেন অতএব ইহাতে বাস করিলে আমার প্রদত্ত রাজ্যে বাস করা হইবে না॥ ১৬॥ তখন নরপতি দুঃখাতিশয়বশতঃ কাতর এবং যার পর নাই

দদৃশেঽথ মুনিশ্রেষ্ঠং ব্রাহ্মণং দক্ষিণার্থিনম্।
তং দৃষ্ট্বা সমনুপ্রাপ্তং বিনয়াবনতোঽভবৎ ॥ ১৮ ॥
প্রাহ চৈবাঞ্জলিং কৃত্বা হরিশ্চন্দ্রো মহামুনিম্।
ইমে প্রাণাঃ সুতশ্চায়ং প্রিয়া পত্নী মুনে! মম ॥ ১৯ ॥
যেন তে কৃতমস্ত্যাশু গৃহাণাদ্য দ্বিজোত্তম!।
যচ্চান্যৎ কার্য্যমস্মাভিস্তন্মমাখ্যাতুমর্হসি ॥ ২০ ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ।

পূর্ণঃ স মাসো ভদ্রং তে দীয়তাং মম দক্ষিণা।
পূর্ব্বং তস্য নিমিত্তং হি স্মর্য্যতে স্ববচো যদি ॥ ২১ ॥

রাজোবাচ।

ব্রহ্মন্নাদ্যাপি সম্পূর্ণো মাসো জ্ঞানতপোবল!।
তিষ্ঠত্যেকদিনার্দ্ধং যত্তৎ প্রতীক্ষস্ব নাপরম্ ॥২২॥

বিশ্বামিত্র উবাচ।

এবমস্তু মহারাজ! আগমিষ্যাম্যহং পুনঃ।
শাপং তব প্রদাস্যামি ন চেদদ্য প্রযচ্ছসি ॥ ২৩ ॥

পূর্ণঃ স মাস ইতি। যত্ত্বয়া দক্ষিণাদানে প্রতিজ্ঞাতো মাসো মাসান্তে দক্ষিণাং দাস্যামীতি স মাসঃ পূর্ণ ইত্যর্থঃ। তস্য নিমিত্তং মাসান্তে দক্ষিণাং দাস্যামীতি প্রতিজ্ঞারূপম্ ॥ ২১—২৪ ॥

ব্যাকুলিত হইয়া পত্নী ও পুত্র সমভিব্যাহারে পদব্রজে বারাণসীপুরীতে গমন করিলেন এবং নগরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিলেন ॥ ১৭ ॥ এই সময়ে তিনি সেই দক্ষিণার্থী মুনিবরকে অবলোকন করিলেন এবং তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া বিনীতভাবে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন; মুনিবর! এই আমার প্রিয়তমা ভার্য্যা এবং এই আমার পুত্র আর এই আমার জীবন বিদ্যমান রহিয়াছে; দ্বিজবর! ইহার মধ্যে যাহা দ্বারা আপনার কার্য্য সম্পন্ন হইবে তাহাকেই গ্রহণ করুন অথবা অন্য যে কোন কার্য্য আমাদিগকে করিতে হইবে তাহা আমাকে বলুন ॥ ১৮—২০ ॥

বিশ্বামিত্র বলিলেন, আপনি মাসান্তে দক্ষিণা দিব বলিয়া পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, কিন্তু সেই একমাস অদ্য পূর্ণ হইয়াছে যদি আপনার বাক্য স্মরণ হয়, তবে আমাকে দক্ষিণা প্রদান করুন ॥ ২১ ॥

রাজা বলিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি জ্ঞানবান্ এবং তপোবলসম্পন্ন সুতরাং আপনার বাক্যে আমার দ্বিরুক্তি করা উচিত নহে, কিন্তু অদ্যাপি মাস পূর্ণ হয় নাই, অর্দ্ধ দিবস মাত্র অবশিষ্ট আছে, আপনি তাহাই প্রতীক্ষা করুন, আর কাল বিলম্ব করিতে হইবে না ॥২২॥

ইত্যুক্ত্বাথ যযৌ বিপ্রো রাজা চাচিন্তয়ত্তদা।
কথমস্মৈ প্রযচ্ছামি দক্ষিণা যা প্রতিশ্রুতা॥ ২৪॥
কুতঃ পুষ্টানি মিত্রাণি কুত্রার্থঃ সাম্প্রতং মম।
প্রতিগ্রহঃ প্রদুষ্টো মে তত্র যাচ্ঞা কথং ভবেৎ॥ ২৫॥
রাজ্ঞাং বৃত্তিত্রয়ং প্রোক্তং ধর্ম্মশাস্ত্রেষু নিশ্চিতম্‌।
যদি প্রাণান্‌ বিমুঞ্চামি হ্যপ্রদায় চ দক্ষিণাম্‌॥ ২৬॥
ব্রহ্মস্বহা কৃমিঃ পাপো ভবিষ্যাম্যধমাধমঃ।
অথবা প্রেততাং যাস্যে বর এবাত্মবিক্রয়ঃ॥ ২৭॥

সূত উবাচ।

রাজানং ব্যাকুলং দীনং চিন্তয়ানমধোমুখম্‌।
প্রত্যুবাচ তদা পত্নী বাষ্পগদ্গদয়া গিরা॥ ২৮॥

কুতঃ পুষ্টানি মিত্রাণীতি। যেভ্যো ধনং গৃহীত্বাস্মৈ ব্রাহ্মণায় দক্ষিণাং দাস্যামি তাদৃশানি পুষ্টানি সম্পন্নানি মম মিত্রাণি অত্র কাশ্যাং কুতঃ সন্তি নৈব সন্তীত্যর্থঃ॥ ২৫॥
প্রতিগ্রহঃ কুতো দুষ্টস্তদাহ রাজ্ঞাং বৃত্তিত্রয়মিতি। দানাধ্যয়নযজনরূপং ন তু তত্র প্রতিগ্রহোঽস্তি তস্মাদিত্যর্থঃ। ননু দ্রব্যাভাবে তথৈব স্থীয়তাং যন্মুনিঃ করিষ্যতি তৎ করোত্বিতি চেত্তথৈবাবস্থানে যদি প্রাণান্‌ বিমুঞ্চামি মম মরণং স্যাত্তদা ব্রহ্মস্বহরণাৎ পাপাৎ কৃমির্ভবিষ্যাম্যথবা প্রেততাং পিশাচত্বং যাস্যামি তদপেক্ষয়াত্মবিক্রয়ঃ কর্ত্তব্য ইদমেব বরমিত্যাহ যদি প্রাণানিতি॥ ২৬—২৭॥

বিশ্বামিত্র বলিলেন, মহারাজ! তাহাই হইবে, আমি পুনরায় আসিব, যদি তখন দক্ষিণার সুবর্ণ প্রদান না করেন তাহা হইলে আমি আপনাকে অভিশাপ প্রদান করিব॥ ২৩॥ বিশ্বামিত্র এই বলিয়া প্রস্থান করিলে রাজাও তখন মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, দক্ষিণার বিষয়ে যাহা প্রতিশ্রুত হইয়াছি তাহা ইহাঁকে কি প্রকারে প্রদান করিব॥ ২৪॥ এই কাশীতে আমার সম্পন্ন মিত্রবর্গ নাই যে তাহাদের নিকট হইতে ধন সংগ্রহ করিব তবে সম্প্রতি অর্থ কোথায় পাই। আমি ক্ষত্রিয়, আমাদিগের প্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ অতএব তাহাই বা কি প্রকারে করিতে পারি?॥ ২৫॥ ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে যজন, অধ্যয়ন ও দান এই তিন বৃত্তিই রাজাদিগের বিহিত। আর যদি ব্রাহ্মণের দক্ষিণা না দিয়া প্রাণত্যাগ করি, তাহা হইলে ব্রহ্মস্বহরণ-নিবন্ধন পাপী হইয়া কৃমি হইব অথবা নীচতম হইয়া প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইব, অতএব ইহা অপেক্ষা আত্ম-বিক্রয় করাই আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর সন্দেহ নাই॥২৬-২৭॥
সূত কহিলেন, ঋষিগণ! রাজা ব্যাকুল হইয়া দীনভাবে অধোমুখে চিন্তা করিতেছেন দেখিয়া তাহার পত্নী বাষ্পগদ্গদস্বরে তাঁহাকে বলিলেন; মহারাজ! আপনি চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া সত্যরূপ স্বীয় ধর্ম্ম পালন করুন। কারণ, যে মানব সত্যধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত

ত্যজ চিন্তাং মহারাজ ! স্বধর্ম্মমনুপালয় ।
প্রেতবদ্বর্জ্জনীয়ো হি নরঃ সত্যবহিষ্কৃতঃ ॥ ২৯ ॥
নাতঃপরতরং ধর্ম্মং বদন্তি পুরুষস্য চ।
যাদৃশং পুরুষব্যাঘ্র ! স্বসত্যস্যানুপালনম্ ॥ ৩০ ॥
অগ্নিহোত্রমধীতঞ্চ দানাদ্যাঃ সকলাঃ ক্রিয়াঃ।
ভবন্তি তস্য বৈফল্যং বাক্যং যস্যানৃতং ভবেৎ ॥ ৩১ ॥
সত্যমত্যন্তমুদিতং ধর্ম্মশাস্ত্রেষু ধীমতাম্।
তারণায়ানৃতং তদ্বৎ পাতনায়াকৃতাত্মনাম্ ॥ ৩২ ॥
শতাশ্বমেধানাহৃত্য রাজসূয়ঞ্চ পার্থিবঃ।
কৃত্বা রাজা সকৃৎ স্বর্গাদসত্যবচনাচ্চ্যুতঃ* ॥ ৩৩ ॥

রাজোবাচ।

বংশবৃদ্ধিকরশ্চায়ং পুত্রস্তিষ্ঠতি বালকঃ।
উচ্যতাং বক্তুকামাসি যদ্বাক্যং গজগামিনি ! ॥ ৩৪ ॥

নাতঃপরতরমিতি। অশ্বমেধসহস্রাচ্চ সত্যমেকং বিশিষ্যত ইতি স্মৃতেঃ ॥ ৩০—৩১ ॥
সত্যং পালনায়ানৃতং পাতনায় নরকপাতনায়েত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥
শতাশ্বমেধানিতি। পার্থিবো যযাতির্নৃপঃ সকৃদসত্যবচনাদসত্যভাষণাৎ স্বর্গাচ্চ্যুতঃ পতিত ইত্যন্বয়ঃ। ইয়ং কথা পুরাণেষু প্রসিদ্ধা ॥ ৩৩ ॥
বংশবৃদ্ধিকরশ্চায়মিতি। যত্ত্বং মাং বোধয়সি দক্ষিণা দেয়েতি তত্র মদীয়ত্বেন প্রাণিদ্বয়মেবাবশিষ্টং পুত্রো ভার্য্যা চেতি। তত্র পুত্রো বংশবৃদ্ধিকরত্বান্ন দেয় ইতি শাস্ত্রাজ্ঞাস্তি

হয়েন, তিনি প্রেতের ন্যায় বর্জ্জনীয় ॥২৮-২৯॥ পুরুষশ্রেষ্ঠ ! স্বীয় সত্য পালন করাই পুরুষের ধর্ম্ম ; ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর নাই, বুধগণ ইহা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ৩০ ॥ যাহার বাক্য অসত্য হয় তাহার অগ্নিহোত্র, অধ্যয়ন এবং দানাদি সমস্ত ক্রিয়াই বিফল হইয়া যায় ॥ ৩১ ॥ ধর্ম্মশাস্ত্রে সত্যই অতীব প্রশংসনীয় এবং সেই সত্যই পুণ্যাত্মা মানবদিগকে উদ্ধার করে, আর সেইরূপ মিথ্যা পাপিষ্ঠ মনুষ্যগণকে নরকে পাতিত করে সন্দেহ নাই ॥ ৩২ ॥ মহীপতি যযাতি অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন কিন্তু একবার মাত্র মিথ্যা কথা বলায় স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥

---

* অস্মাৎ পরঃ।
"রাজন্ ! জাতমসত্যং তে ইত্যুক্ত্বা প্রক্রুরোদ হ।
বাষ্পব্যাপ্লুতনেত্রাস্তামুবাচেদং মহীপতিঃ ॥"
ইত্যধিকঃ শ্লোকঃ কুত্রাপি দৃশ্যতে।

পত্ন্যুবাচ।

রাজন্! মাভূদসত্যং তে পুংসাং পুত্রফলাঃ স্ত্রিয়ঃ।
তস্মাং প্রদায় বিত্তেন দেহি বিপ্রায় দক্ষিণাম্ ॥ ৩৫ ॥

ব্যাস উবাচ।

এতদ্বাক্যমুপশ্রুত্য যযৌ মোহং মহীপতিঃ।
প্রতিলভ্য চ সংজ্ঞাং বৈ বিললাপাতিদুঃখিতঃ ॥ ৩৬ ॥
মহদ্দুঃখমিদং ভদ্রে! যত্ত্বমেবং ব্রবীষি মে।
কিং তব স্মিতসংলাপা মম পাপস্য বিস্মৃতাঃ ॥ ৩৭ ॥
হা হা ত্বয়া কথং যোগ্যং বক্তুমেতচ্ছুচিস্মিতে!।
দুর্ব্বাচ্যমেতদ্বচনং কথং বদসি ভামিনি! ॥ ৩৮ ॥

তথৈব ভার্য্যাপি ন বিক্রেতব্যেতি। ততশ্চ কিং কর্ত্তব্যং ময়া কথং বা দক্ষিণা দেয়েত্যুচ্যতাং ত্বয়া তদ্বাক্যম্। যতস্ত্বং বক্তুকামাসি বোধকবাক্যং বক্তুকামাসি তত ইত্যর্থঃ। ইত্থং সঙ্কটে কিং কর্ত্তব্যং ময়েতি ত্বমেব বদেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

পুত্রফলা ইতি। পুত্রে জাতে স্ত্রীণাং ফলং নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

(পত্নীবিক্রয়স্যৈকান্তিকানৌচিত্যাৎ তদ্বাক্যং শ্রুত্বা রাজ্ঞো মোহ ইতি বোদ্ধব্যম্ ॥৩৬॥)

তব স্মিতসংলাপাঃ প্রেম্ণা হাস্যভাষণানি কিং মম বিস্মৃতানি ভবন্তি যত্ত্বদুক্তমেতদহং করিষ্যামীতি মন্যসে ইত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

(ভামিনি! ইতি সম্বোধনেন প্রশস্তকুলাদ্যভিমানবত্ত্বং রাজ্ঞ্যা দ্যোত্যতে॥ ৩৮ ॥

রাজা বলিলেন, গজগামিনি! তুমি দক্ষিণা দিবার নিমিত্ত আমাকে প্রবোধিত করিতেছ কিন্তু আমার কিছুই নাই কেবল ভার্য্যা এবং পুত্র অবশিষ্ট আছে তাহার মধ্যে পুত্র বংশবৃদ্ধিকর ইহাকে প্রদান করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ এবং ভার্য্যাকেও বিক্রয় করিতে নাই কিন্তু এক্ষণে তুমি যাহা বলিতে অভিলাষ করিয়াছ তাহা বল ॥ ৩৪ ॥

মহিষী কহিলেন, রাজন্! পুত্রের নিমিত্তই পুরুষেরা স্ত্রীপরিগ্রহ করেন, আমার পুত্র হওয়ায় আপনার সে প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে; অতএব ধন গ্রহণপূর্ব্বক আমাকে বিক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা প্রদান করুন তাহা হইলে আপনার বাক্য মিথ্যা হইবে না ॥ ৩৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! মহীপতি ইহা শ্রবণ করিয়া মোহপ্রাপ্ত হইলেন, পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া অতীব দুঃখিতান্তঃকরণে বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥ ভদ্রে! তুমি যে আমাকে এই প্রকার বাক্য বলিলে ইহাতে আমার যার পর নাই দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, আমি কি এমনই পাপিষ্ঠ যে তোমার সেই সহাস্য আলাপ সকল একেবারে বিস্মৃত হইয়াছি? ॥৩৭॥ হায়! শুচিস্মিতে! এই প্রকার বাক্য বলা তোমার উচিত হয় না, সুন্দরি! এই দুর্ব্বচনীয় বাক্য তুমি আমাকে কিরূপে বলিতেছ? ॥ ৩৮ ॥ এই বলিয়া সেই নৃপতিশ্রেষ্ঠ

ইত্যুক্ত্বা নৃপতিশ্রেষ্ঠো নধীরো দারবিক্রয়ে ।
নিপপাত মহীপৃষ্ঠে মূর্চ্ছয়াতিপরিপ্লুতঃ ॥ ৩৯ ॥
শয়ানং ভুবি তং দৃষ্ট্বা মূর্চ্ছয়াপি মহীপতিম্ ।
উবাচেদং সুকরুণং রাজপুত্রী সুদুঃখিতা ॥ ৪০ ॥
হা মহারাজ ! কস্যেদমপধ্যানাদুপাগতম্ ।
যস্ত্বং নিপতিতো ভূমৌ রঙ্কবচ্ছরণোচিতঃ ॥ ৪১ ॥
যেনৈব কোটিশো বিত্তং বিপ্রাণামপবর্জ্জিতম্ ।
স এব পৃথিবীনাথো ভুবি স্বপিতি মে পতিঃ ॥ ৪২ ॥
হা কষ্টং কিং তবানেন কৃতং দৈব ! মহীক্ষিতা ।
যদিন্দ্রোপেন্দ্রতুল্যোঽয়ং নীতঃ পাপামিমাং দশাম্ ॥ ৪৩ ॥
ইত্যুক্ত্বা সাপি সুশ্রোণী মূর্চ্ছিতা নিপপাত হ ।
ভর্ত্তুর্দুঃখমহাভারেণাসহ্যেনাতিপীড়িতা ॥ ৪৪ ॥

ইতীতি । নধীরোঽধীর ইত্যর্থঃ । অকারাদেশোঽত্র বৈকল্পিকঃ ॥ ৩৯ ॥
শয়ানং পতিতমিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥)
শরণোচিতো মহাস্তরণযুক্তগৃহোচিতঃ ॥ ৪১ ॥
(যেনেতি । বিপ্রাণামপবর্জ্জিতং বিপ্রেভ্যঃ প্রদত্তমিত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥)
হে দৈবেতি বিধেঃ সম্বোধনম্ ॥ ৪৩ ॥
(ইত্যুক্তেতি । অপি শব্দোঽত্র সমুচ্চয়ার্থকঃ । ইত্যুক্ত্বা সাপি সুশ্রোণী শোভননিতম্ব-সম্পন্না রাজমহিষী ভর্ত্তুঃ স্বামিনো রাজ্ঞোঽসহ্যেন দুঃসহেন দুঃখমহাভারেণ অত্যধিকেনে-ত্যর্থঃ অত্যর্থপীড়িতা অতএব মূর্চ্ছিতা সতী নিপপাত ভূমাবিতি শেষঃ ॥ ৪৪ ॥)

পত্নীবিক্রয়ের কথায় অধীর ও মূর্চ্ছায় নিতান্ত অভিভূত হইয়া ভূতলে পতিত হই-লেন ॥৩৯॥ মহীপতি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূশয্যায় শয়ান হইলে রাজপুত্রী তাহা অবলোকন করিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইয়া অতীব করুণবাক্যে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪০ ॥ মহারাজ ! কাহার অপকার চিন্তায় আপনার এই দুর্ঘটনা উপস্থিত ? হায় ! আস্তরণ-মণ্ডিত গৃহে শয়ন করাই যাঁহার অভ্যাস্ত তিনি আজ নীচের ন্যায় ভূশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন ॥৪১॥ পূর্ব্বে যে পৃথিবীনাথ বিপ্রগণকে কোটি কোটি মুদ্রা দান করিয়াছেন, আজ আমার পতি সেই ভূপতি ভূতলে পতিত হইয়া রহিয়াছেন ॥ ৪২ ॥ হায় ! কি কষ্ট ! দৈব ! এই মহীপাল তোমার কি করিয়াছেন যাহাতে ইন্দ্র ও উপেন্দ্র তুল্য রাজাকে এই দুরবস্থায় পাতিত করিয়াছ ॥ ৪৩ ॥ সেই সুশ্রোণী রাজপত্নী এই কথা বলিয়া অতীব অসহ্য স্বামির দুঃখ ভার দ্বারা সাতিশয় সন্তপ্ত ও মূর্চ্ছিত হইয়া নিপতিত হইলেন ॥ ৪৪ ॥ তখন শিশু রাজপুত্র পিতা ও মাতাকে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত অবলোকন করিয়া অতীব দুঃখিত এবং ক্ষুধাতুর

শিশুর্দৃষ্ট্বা ক্ষুধাবিষ্টঃ প্রাহ বাক্যং সুদুঃখিতঃ।
তাত! তাত! প্রদেহ্যন্নং মাতর্মে দেহি ভোজনম্।
ক্ষুন্মে বলবতী জাতা জিহ্বাগ্রে মেঽতিশুষ্যতি ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে হরিশ্চন্দ্রস্য দক্ষিণাদানযত্নবর্ণনং নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

অগ্রে প্রান্তভাগে মে জিহ্বা শুষ্যতীত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

হইয়া, পিতঃ! পিতঃ! আমার সাতিশয় ক্ষুধা হইয়াছে আমাকে অন্নদান কর, মাতঃ! আমার জিহ্বাগ্র অত্যন্ত শুষ্ক হইতেছে আমাকে ভোজন সামগ্রী প্রদান কর এই বলিয়া বারংবার রোদন করিতে লাগিল ॥ ৪৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশ সহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে হরিশ্চন্দ্রের দক্ষিণাদানযত্নবর্ণন নামক বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তো বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ।
অন্তকেন সমঃ ক্রুদ্ধো ধনং স্বং যাচিতুং হৃদা ॥ ১ ॥
তমালোক্য হরিশ্চন্দ্রঃ পপাত ভুবি মূর্চ্ছিতঃ।
স বারিণা তমভ্যুক্ষ্য রাজানমিদমব্রবীৎ ॥ ২ ॥
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ রাজেন্দ্র! স্বাং দদস্বেষ্টদক্ষিণাম্।
ঋণং ধারয়তাং দুঃখমহন্যহনি বৰ্দ্ধতে ॥ ৩ ॥
আপ্যায়মানঃ স তদা হিমশীতেন বারিণা।
অবাপ্য চেতনাং রাজা বিশ্বামিত্রমবেক্ষ্য চ ॥ ৪ ॥
পুনর্মোহং সমাপেদে হ্যথ ক্রোধং যযৌ মুনিঃ।
সমাশ্বাস্য চ রাজানং বাক্যমাহ দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৫ ॥
বিশ্বামিত্র উবাচ।
দীয়তাং দক্ষিণা সা মে যদি ধৈর্য্যমবেক্ষ্যসে।
সত্যেনার্কঃ প্রতপতি সত্যে তিষ্ঠতি মেদিনী।
সত্যে চোক্তঃ পরো ধৰ্ম্মঃ স্বর্গঃ সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তবিংশতিপদ্যৈস্তু হরিশ্চন্দ্রেণ ভূভৃতা।
মহাশ্লোকঃ কৃত ইতি কথানকমিহোচ্যতে ॥
ইত্থং শিশুভাৰ্য্যাভাষণানন্তরং জাতং বৃত্তমাহ এতস্মিন্নন্তরে ইতি ॥ ১—৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! এই অবসরে অতিশয় তপঃপ্রভাবসম্পন্ন বিশ্বামিত্র স্বীয় ধন প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত অন্তকের ন্যায় কুপিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন ॥ ১ ॥ রাজা হরিশ্চন্দ্র তাঁহাকে অবলোকন করিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তখন বিশ্বামিত্র তাঁহার অঙ্গে বারি সেচন করিতে করিতে বলিলেন ॥ ২ ॥ রাজেন্দ্র! যে মানব ঋণজালে আবদ্ধ, তাহার দিন দিন কষ্টবৃদ্ধিই হইয়া থাকে, অতএব আপনি উত্থিত হইয়া আপনার অঙ্গীকৃত দক্ষিণা প্রদান করুন ॥ ৩ ॥ তখন রাজা তুষার-শীতল বারিসেচনে সুস্নিগ্ধ হইয়া চেতনা লাভ করিলেন বটে, কিন্তু বিশ্বামিত্রকে দর্শন করিয়াই পুনরায় মোহ প্রাপ্ত হইলেন। দ্বিজবর বিশ্বামিত্র ইহা দেখিয়া রাজাকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক কোপপরবশ হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৪—৫ ॥

মহারাজ! যদি আপনার ধৈর্য্য রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাকে দক্ষিণা দান করুন। দেখুন, সত্যবলেই সূর্য্য নিয়তই আলোক প্রদান করিতেছেন; সত্যেই মেদিনী

অশ্বমেধসহস্রস্তু সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম্।
অশ্বমেধসহস্রাদ্ধি সত্যমেকং বিশিষ্যতে ॥ ৭ ॥
অথবা কিং মমৈতেন প্রোক্তেনাস্তি প্রয়োজনম্ ॥ ৮ ॥
মদীয়াং দক্ষিণাং রাজন্ন দাস্যতি ভবান্ যদি।
অস্তাচলগতে হ্যর্কে শপ্স্যামি ত্বামতো ধ্রুবম্ ॥ ৯ ॥
ইত্যুক্ত্বা স যযৌ বিপ্রো রাজা চাসীদ্ভয়াতুরঃ।
দুঃখীভূতোঽবনে নিঃস্বো নৃশংসধনিনার্দ্দিতঃ ॥ ১০ ॥

সূত উবাচ।

এতস্মিন্নন্তরে তত্র ব্রাহ্মণো বেদপারগঃ।
ব্রাহ্মণৈর্বহুভিঃ সার্দ্ধং নির্যযৌ স্বগৃহাদ্বহিঃ ॥ ১১ ॥
ততো রাজ্ঞী তু তং দৃষ্ট্বা আয়ান্তং তাপসং স্থিতম্।
উবাচ বাক্যং রাজানং ধর্ম্মার্থসহিতং তদা ॥ ১২ ॥
ত্রয়াণামপি বর্ণানাং পিতা ব্রাহ্মণ উচ্যতে।
পিতৃদ্রব্যং হি পুত্রেণ গ্রহীতব্যং ন সংশয়ঃ।
তস্মাদয়ং প্রার্থনীয়ো ধনার্থমিতি মে মতিঃ ॥ ১৩ ॥

অবনে দক্ষিণাদানেন সত্যরক্ষণে দুঃখীভূত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ১০—১৮ ॥

অবস্থিত, অধিক কি, স্বর্গও সত্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, অতএব সত্যেই পরম ধর্ম্ম বিরাজমান জানিবেন। সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল এবং সত্য যদি তুলাদণ্ডে স্থাপন করা যায়, তবে সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষা একমাত্র সত্যেরই গুরুত্ব অধিক হইয়া থাকে। অথবা এরূপ বলিবার আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই ॥ ৬—৮ ॥ রাজন্! যদি আপনি আমাকে দক্ষিণা প্রদান না করেন, তাহা হইলে সূর্য্য অস্ত হইলেই আমি আপনাকে অভিশাপ প্রদান করিব, সন্দেহ নাই ॥ ৯ ॥ বিশ্বামিত্র এই কথা বলিয়াই প্রস্থান করিলেন, রাজাও যার পর নাই ভয়াতুর হইলেন। সেই ধনহীন নরপতি বিশ্বামিত্রের নৃশংসবাক্যে পীড়িত হইলেন বটে, কিন্তু দক্ষিণা দিয়া কিরূপে সত্য রক্ষা করিবেন তাহার চিন্তাতেই কাতর হইয়া রহিলেন ॥ ১০ ॥

সূত বলিলেন, ঋষিগণ! এমত সময়ে কোনও বেদপারগ ব্রাহ্মণ বহুতর দ্বিজগণ-সমভিব্যাহারে স্বীয় আলয় হইতে সেই স্থানে বহির্গত হইলেন ॥ ১১ ॥ পরন্তু রাজ্ঞী সেই সমাগত তাপসকে সমীপে দর্শন করিয়া তখন রাজাকে ধর্ম্ম ও অর্থসঙ্গত বাক্যে বলিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥ স্বামিন্! ব্রাহ্মণ অপর তিন বর্ণেরই পিতা বলিয়া কথিত হইয়াছেন, অতএব

রাজোবাচ।

নাহং প্রতিগ্রহং কাঙ্ক্ষে ক্ষত্রিয়োঽহং সুমধ্যমে!।
যাচনং খলু বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাং ন বিদ্যতে ॥ ১৪ ॥
গুরুর্হি বিপ্রো বর্ণানাং পূজনীয়োঽস্তি সর্ব্বদা।
তস্মাদ্‌গুরুর্ন যাচ্যঃ স্যাৎ ক্ষত্রিয়াণাং বিশেষতঃ ॥ ১৫ ॥
যজনাধ্যয়নং দানং ক্ষত্রিয়স্য বিধীয়তে।
শরণাগতানামভয়ং প্রজানাং প্রতিপালনম্ ॥ ১৬ ॥
ন চাপ্যেবং তু বক্তব্যং দেহীতি কৃপণং বচঃ।
দদামীত্যেব মে দেবি! হৃদয়ে নিহিতং বচঃ ॥ ১৭ ॥
অর্জ্জিতং কুত্রচিদ্দ্রব্যং ব্রাহ্মণায় দদাম্যহম্ ॥ ১৮ ॥

পত্ন্যুবাচ।

কালঃ সমবিষমকরঃ পরিভবসম্মানমানদঃ* কালঃ।
কালঃ করোতি পুরুষং দাতারং যাচিতারঞ্চ ॥ ১৯ ॥

যদি ত্বয়া রাজ্ঞামিত্থং ধর্ম্ম ইত্যুচ্যতে তর্হি ব্রাহ্মণানামপি পরপীড়াকরণাভাব এব ধর্ম্ম ইত্যর্থাদুক্তমেব ভবতি তথা চ কালবশাদ্‌ব্রাহ্মণৈস্তদুপদ্রবকর্ত্তৃভির্যথা স্বধর্ম্মস্ত্যক্তস্তথা ত্বয়া কিমিতি ন ত্যজ্যত ইত্যভিপ্রায়েণাহ কালঃ সমবিষমকর ইতি। ন্যূনাধিককর ইত্যর্থঃ॥১৯॥

পিতার দ্রব্য পুত্র অবশ্যই গ্রহণ করিতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই, এজন্য আমার অভিপ্রায় এই যে, আপনি এই ব্রাহ্মণের নিকট ধন প্রার্থনা করুন ॥ ১৩ ॥

রাজা বলিলেন, কৃশোদরি! যাচ্ঞা বিপ্রগণের পক্ষেই বিহিত, ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে উহা নিষিদ্ধ; অতএব আমি ক্ষত্রিয় হইয়া প্রতিগ্রহ করিতে আকাঙ্ক্ষা করি না ॥ ১৪ ॥ ব্রাহ্মণ সকল বর্ণেরই গুরু, সুতরাং সর্ব্বদাই পূজনীয়, অতএব গুরুর নিকট যাচ্ঞা করিতে নাই, বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়দিগের পক্ষে তাহা একান্তই নিষিদ্ধ ॥ ১৫ ॥ দেখ যজন, অধ্যয়ন, দান, প্রজাপালন এবং শরণাগতের পরিত্রাণই ক্ষত্রিয়দিগের ধর্ম্ম, কিন্তু "দাও দাও, এই দীনবাক্য ক্ষত্রিয়ের পক্ষে কখনই উচিত নহে। দেবি! আমার হৃদয়ের মধ্যে "দিতেছি" এই বাক্যই নিহিত রহিয়াছে, অতএব আমি অন্য কোনও স্থান হইতে ধন উপার্জ্জন করিয়া ব্রাহ্মণকে অর্পণ করিব ॥ ১৬—১৮ ॥

রাজ্ঞী বলিলেন, মহারাজ! কাল কাহাকে সমান অবস্থায় রাখেন, কাহাকেও বা বিষম অবস্থায় পাতিত করেন, কালই মান এবং অপমান দান করেন, এই কালই আবার লোককে কখন দাতা এবং কখন বা যাচক করিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥ দেখুন অতীব তপোবল-

---

* পরিভবসম্মানদঃ। ইতি বা পাঠঃ।

বিপ্রেণ বিদুষা রাজা ক্রুদ্ধেনাতিবলীয়সা।
রাজ্যান্নিরস্তঃ সৌখ্যাচ্চ পশ্য কালস্য চেষ্টিতম্‌ ॥ ২০ ॥

রাজোবাচ।

অসিনা তীক্ষ্ণধারেণ বরং জিহ্বা দ্বিধা কৃতা।
ন তু মানং পরিত্যজ্য দেহি দেহীতি ভাষিতম্‌ ॥ ২১ ॥
ক্ষত্রিয়োঽহং মহাভাগে! ন যাচে কিঞ্চিদপ্যহম্‌।
দদামি বাহং নিত্যং হি ভুজবীর্য্যার্জ্জিতং ধনম্‌ ॥ ২২ ॥

পত্ন্যুবাচ।

যদি তে হি মহারাজ! যাচিতুং ন ক্ষমং মনঃ।
অহন্তু ন্যায়তো দত্তা দেবৈরপি সবাসবৈঃ ॥ ২৩ ॥
অহং শাস্যা চ পত্যা চ রক্ষ্যা চৈব মহাদ্যুতে!।
মন্মৌল্যং সংগৃহীত্বাথ গুর্ব্বর্থঃ সম্প্রদীয়তাম্‌ ॥ ২৪ ॥
এতদ্বাক্যমুপশ্রুত্য হরিশ্চন্দ্রো মহীপতিঃ।
কষ্টং কষ্টমিতি প্রোচ্য বিললাপাতিদুঃখিতঃ ॥ ২৫ ॥

তদেবোপপাদয়তি বিপ্রেণেতি ॥ ২০ ॥

নতু মানমিতি মানং ক্ষত্রিয়োঽস্মীত্যভিমানম্‌। যদ্বা মানং শাস্ত্ররূপং প্রমাণম্‌। ভাষিতং করিষ্যামীতি শেষঃ ॥ ২১ ॥

দদামি বাহং দদাম্যেবাহং ন তু গৃহ্লামীত্যর্থঃ ॥ ২২—২৫ ॥

সম্পন্ন বিশ্বামিত্র মুনি সুপণ্ডিত হইলেও কুপিত হইয়া আপনাকে রাজ্যচ্যুত এবং সুখভ্রষ্ট করিয়া পরপীড়া করণরূপ ধর্ম্মবহির্ভূত কার্য্য করিলেন, ইহাতেই আপনি কালের কার্য্য অবলোকন করুন ॥ ২০ ॥

রাজা বলিলেন, বরং তীক্ষ্ণধার অসি দ্বারা জিহ্বা দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিব তথাপি ক্ষত্রিয়াভিমান পরিত্যাগ করিয়া "দাও দাও" এই কথা কখনই বলিতে পারিব না ॥ ২১ ॥ মহাভাগে! আমি ক্ষত্রিয়, সুতরাং কিঞ্চিন্মাত্রও যাচ্ঞা করি না, প্রত্যুত নিজ বাহুবীর্য্যে ধন উপার্জ্জন করিয়া দিব এই কথাই আমি নিয়ত বলিব ॥ ২২ ॥

মহিষী কহিলেন, মহারাজ! বাসবাদি দেবতাবর্গ ন্যায়ানুসারে আমাকে আপনার করে সমর্পণ করিয়াছেন, সুতরাং আমি আপনার ধর্ম্মপত্নী, বিশেষতঃ শিক্ষণীয়া ও রক্ষণীয়া, অতএব মহাদ্যুতে! যদি যাচ্ঞা করিতেই আপনার বাসনা না হয়, তবে আমায় বিক্রয় করিয়া গুরুর অর্থ প্রদান করুন ॥ ২৩—২৪ ॥

মহীপতি হরিশ্চন্দ্র এই বাক্য শ্রবণে যার পর নাই দুঃখিত হইয়া হা কষ্ট! হা কষ্ট! বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥ তাঁহার ভার্য্যা পুনর্ব্বার বলিলেন, রাজন্‌! ইহার

ভার্য্যা চ ভূয়ঃ প্রাহেদং ক্রিয়তাং বচনং মম।
বিপ্রশাপাগ্নিদগ্ধস্ত্বান্নীচত্বমুপযাস্যসি ॥ ২৬ ॥
ন দ্যূতহেতোর্ন চ মদ্যহেতো
র্ন রাজ্যহেতোর্ন চ ভোগহেতোঃ।
দদস্ব গুর্ব্বর্থমতো ময়া ত্বং
সত্যব্রতত্বং সফলং কুরুষ্ব ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে হরিশ্চন্দ্রস্যাতিশয়শোকবর্ণনং নাম একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

নীচত্বমুপযাস্যসীত্যতঃপূর্ব্বং নোচেদিতি শেষঃ ॥ ২৬ ॥
ব্রাহ্মণার্থমেতাদৃশাযোগ্যকরণে নিন্দাপি ন ভবিষ্যতীত্যাহ ন দ্যূতহেতোরিতি ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

পর বিপ্রের শাপরূপ অনলে দগ্ধ হইয়া নীচত্ব প্রাপ্ত হইবেন, অতএব এক্ষণে মদীয় বাক্য পালন করুন ॥ ২৬ ॥ আপনি দ্যূতক্রীড়ায় মুগ্ধ বা মদ্যে মত্ত কিংবা ভোগাভিলাষে জ্ঞানশূন্য হইয়া অথবা রাজ্যের বিপদ কারণে আমাকে বিক্রয় করিতেছেন না, আমাকে বিক্রয় করিয়া গুরুর অর্থ প্রদান করিতেছেন, ইহাতে কিছু মাত্র দোষ বা পাপ ঘটিতে পারিবে না, অতএব আপনি আমাকে বিক্রয় করিয়া আপনার সত্যব্রতের সাফল্য সম্পাদন করুন ॥ ২৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে হরিশ্চন্দ্রের শোকাতিশয়বর্ণন নামক একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

স তয়া নোদ্যমানস্তু রাজা পত্ন্যা পুনঃ পুনঃ।
প্রাহ ভদ্রে! করোম্যেষ বিক্রয়ং তে সুনির্ঘৃণঃ॥ ১॥
নৃশংসৈরপি যৎ কর্ত্তুং ন শক্যং তৎ করোম্যহম্।
যদি তে ভ্রাজতে বাণী বক্তুমীদৃক্ সুনিষ্ঠুরম্॥ ২॥
এবমুক্ত্বা ততো রাজা গত্বা নগরমাতুরঃ।
অবতার্য্য তদা রঙ্গে তাং ভার্য্যাং নৃপসত্তমঃ॥ ৩॥
বাষ্পগদ্গদকণ্ঠস্তু ততো বচনমব্রবীৎ।
ভো ভো নাগরিকাঃ! সর্ব্বে শৃণুধ্বং বচনং মম॥ ৪॥
কস্যচিদ্ যদি কার্য্যং স্যাদ্দাস্যা প্রাণেষ্টয়া মম।
স ব্রবীতু ত্বরাযুক্তো যাবৎ স্বং ধারয়াম্যহম্॥ ৫॥
তেঽব্রুবন্ পণ্ডিতাঃ কস্ত্বং পত্নীং বিক্রেতুমাগতঃ॥ ৬॥

চতুর্ভিরধিকৈঃ পঞ্চাশদ্ভিঃ পদৈাস্তু ভূভৃতা।
বিক্রীতা নিজপত্নীতি কথানকমিহোচ্যতে॥

ইত্থং স্ববিক্রয়ে ভার্য্যয়া প্রের্য্যমাণো নৃপঃ কিমকরোত্তদাহ স তয়েতি॥ ১—২॥
রঙ্গে রাজমার্গে॥ ৩—৪॥
যাবদহং স্বং ধনং ধারয়ামি বদামি তদ্দাতুং যস্য শক্তিঃ স ব্রবীত্বিত্যর্থঃ॥ ৫॥
ভো কস্ত্বমিতি কিং মাং পৃচ্ছথ অহং নৃশংসঃ ক্রূরোঽস্মীত্যন্বয়ঃ॥ ৬—৮॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! রাজপত্নী মাধবী রাজা হরিশ্চন্দ্রকে বারংবার অনুরোধ করিলে, তিনি বলিলেন; ভদ্রে! এই অবস্থায় আমি নির্দ্দয় হইয়া তোমাকে বিক্রয় করিব, তুমিই যদি ঈদৃশ অতি নিষ্ঠুর বাক্য মুক্তকণ্ঠে উচ্চারণ করিতে কুণ্ঠিত হইলে না, তবে নৃশংসেরাও যাহা করিতে সমর্থ নহে, আমি সেই কর্ম্মই করিব॥ ১—২॥ এই কথা বলিয়াই রাজা যার পর নাই কাতর হইয়া পত্নী সমভিব্যাহারে নগরে গমন করিলেন। তাহার পর রাজসত্তম হরিশ্চন্দ্র সেই ভার্য্যাকে রাজমার্গে স্থাপন করিয়া বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, ওহে নাগরিকগণ! তোমরা সকলে আমার বাক্য শ্রবণ কর॥ ৩—৪॥ কাহারও কি দাসীর প্রয়োজন আছে? এই রমণী আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমা; ইহার মূল্য আমি যাহা বলিব, তাহা দিবার যাহার সামর্থ্য থাকে, তবে তিনি তাহা শীঘ্র বলুন॥ ৫॥ তখন পণ্ডিতগণ বলিলেন, তুমি কে? কি জন্য আপন পত্নীকে বিক্রয় করিতে

রাজোবাচ।

কিং মাং পৃচ্ছথ কস্ত্বং ভো নৃশংসোঽহমমানুষঃ।
রাক্ষসো বাস্মি কঠিনস্ততঃ পাপং করোম্যহম্ ॥ ৭ ॥

ব্যাস উবাচ।

তং শব্দং সহসা শ্রুত্বা কৌশিকো বিপ্ররূপধৃক্।
বৃদ্ধরূপং সমাস্থায় হরিশ্চন্দ্রমভাষত ॥ ৮ ॥
সমর্পয়স্ব মে দাসীমহং ক্রেতা ধনপ্রদঃ।
অস্তি মে বিত্তমতুলং সুকুমারী চ মে প্রিয়া ॥ ৯ ॥
গৃহকর্ম্ম ন শক্নোতি কর্ত্তুমস্মাৎ প্রযচ্ছ মে।
অহং গৃহ্লামি দাসীস্তু কতি দাস্যামি তে ধনম্ ॥ ১০ ॥
এবমুক্তে তু বিপ্রেণ হরিশ্চন্দ্রস্য ভূপতেঃ।
বিদীর্ণন্তু মনো দুঃখান্ন চৈনং কিঞ্চিদব্রবীৎ ॥ ১১ ॥

বিপ্র উবাচ।

কর্ম্মণশ্চ বয়োরূপশীলানাং তব যোষিতঃ।
অনুরূপমিদং বিত্তং গৃহাণার্পয় মেঽবলাম্ ॥ ১২ ॥

অস্মাৎ কারণাদিত্যর্থঃ ॥ ৯—১০ ॥

রাজা দুঃখাতুরো ন বদতীত্যালোচ্য স্বয়মেব ব্রাহ্মণ আহ কর্ম্মণশ্চেতি। তব যোষিতঃ কর্ম্মণো বয়োরূপশীলানাং চানুরূপমিত্যন্বয়ঃ ॥ ১১—১২ ॥

এখানে আসিয়াছ? ॥ ৬ ॥ রাজা বলিলেন, আপনারা কি আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন? তবে শুনুন, আমি নৃশংস ও মনুষ্যপদের অবাচ্য; অথবা আমি রাক্ষস; অধিক কি, তদপেক্ষাও কঠিন অতএব আমি এই পাপকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি ॥ ৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! বিপ্ররূপধারী কৌশিক সেই শব্দ শ্রবণগোচর করিয়া সহসা বৃদ্ধরূপ অবলম্বনপূর্ব্বক হরিশ্চন্দ্রকে বলিলেন ॥ ৮ ॥ আমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি সুতরাং তোমার অভিলষিত অর্থ প্রদানে সমর্থ, অতএব আমি ধন দ্বারা দাসী ক্রয় করিতে প্রস্তুত আছি, তুমি আমাকে দাসী সমর্পণ কর। আমার ভার্য্যা অতীব সুকুমারী; সে গৃহ কার্য্য করিতে পারে না, অতএব আমাকেই এই দাসী প্রদান কর। কিন্তু তোমাকে কত মূল্য দিতে হইবে তাহা সত্বর বল ॥৯—১০॥ বিপ্র এই কথা বলিলে রাজা হরিশ্চন্দ্রের হৃদয় দুঃখে বিদীর্ণ হইয়া গেল, ইহাতে তিনি তাঁহাকে কিছুই বলিতে পারিলেন না ॥ ১১ ॥ বিপ্র বলিলেন তোমার ভার্য্যার বয়স, রূপ, গুণ ও কর্ম্মের অনুরূপ ধন গ্রহণ করিয়া এই

ধর্ম্মশাস্ত্রেষু যদ্দৃষ্টং স্ত্রিয়ো মৌল্যং নরস্য চ।
দ্বাত্রিংশল্লক্ষণোপেতা দক্ষা শীলগুণান্বিতা।
কোটিমৌল্যং সুবর্ণস্য স্ত্রিয়ঃ পুংসস্তথার্ব্বুদম্‌॥ ১৩॥
ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য হরিশ্চন্দ্রো মহীপতিঃ।
দুঃখেন মহতাবিষ্টো ন চৈনং কিঞ্চিদব্রবীৎ॥ ১৪॥
ততঃ স বিপ্রো নৃপতেঃ পুরতো বল্কলোপরি।
ধনং নিধায় কেশেষু ধৃত্বা রাজ্ঞীমকর্ষয়ৎ॥ ১৫॥

রাজ্ঞ্যুবাচ।

মুঞ্চ মুঞ্চার্য্য! মাং সদ্যো যাবৎ পশ্যাম্যহং সুতম্‌।
দুর্ল্লভং দর্শনং বিপ্র! পুনরস্য ভবিষ্যতি॥ ১৬॥
পশ্যেহ পুত্র! মামেবং মাতরং দাস্যতাং গতাম্‌।
মাং মা স্প্রাক্ষী রাজপুত্র! ন স্পৃশ্যাহং ত্বয়াধুনা॥ ১৭॥
ততঃ স বালঃ সহসা দৃষ্ট্বা কৃষ্টাস্তু মাতরম্‌।
সমভ্যধাবদম্বেতি বদন্‌ সাশ্রুবিলোচনঃ॥ ১৮॥

স্ত্রিয়ো মৌল্যং সুবর্ণস্য কোটিঃ পুংসস্তু সুবর্ণস্যার্ব্বুদং দশকোটয়ো মৌল্যমিত্যর্থঃ। স্ত্রিয়ো দ্বাত্রিংশল্লক্ষণানি তু বিরাটপর্ব্বণি দ্রৌপদীবর্ণনে স্পষ্টানি। পুরুষস্য দ্বাত্রিংশল্লক্ষণানি তু কাশীখণ্ডে একাদশাধ্যায়ে স্পষ্টানি॥ ১৩—১৬॥

রাজ্ঞী পুত্রং বদতি পশ্যেহেতি। মাং মা স্প্রাক্ষীঃ স্পর্শং মা কার্ষীরিত্যর্থঃ। অহমধুনা দাস্যতাং গতা ত্বয়া রাজপুত্রেণ ন স্পৃশ্যা ভবামীত্যর্থঃ॥ ১৭—১৮॥

অবলাকে আমার নিকট সমর্পণ কর॥ ১২॥ স্ত্রী এবং পুরুষের মূল্যের বিষয় যাহা ধর্ম্মশাস্ত্রে অবলোকন করিয়াছি তাহা শ্রবণ কর। যে স্ত্রী কার্য্যে নিপুণা সৎস্বভাবা, গুণান্বিতা এবং দ্বাত্রিংশৎ শুভলক্ষণে ভূষিতা, তাহার মূল্য কোটি সুবর্ণ মুদ্রা, আর পুরুষ ঐরূপ গুণান্বিত হইলে তাহার মূল্য অর্ব্বুদ সুবর্ণ মুদ্রা॥ ১৩॥ সেই ব্রাহ্মণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া মহীপতি হরিশ্চন্দ্র যার পর নাই দুঃখিত হইলেন, তাঁহাকে কিছুমাত্র বলিতে পারিলেন না॥ ১৪॥ তাহার পর সেই বিপ্র নরপতির সম্মুখে বল্কলের উপর ধন স্থাপন করিয়া রাজ্ঞীর কেশপাশ গ্রহণ পূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে লাগিলেন॥ ১৫॥

মহিষী কহিলেন, আর্য্য! আমি একবার পুত্রের মুখকমল অবলোকন করি, আপাততঃ আমাকে একবার পরিত্যাগ করুন, বিপ্র! আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন, পুনর্ব্বার ইহার দর্শন আমার দুর্লভ হইবে॥ ১৬॥ পুত্র! দেখ, তোমার মাতা এখন দাসীভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব রাজপুত্র! তুমি আর আমাকে স্পর্শ করিও না; অধুনা আমি তোমার স্পর্শেরও যোগ্য নহি॥১৭॥ তখন বালক মাতাকে সহসা আকর্ষণ করিতে দেখিয়া, মা! মা!

হস্তে বস্ত্রং সমাকর্ষন্ কাকপক্ষধরঃ স্খলন্।
তমাগতং দ্বিজঃ ক্রোধাদ্ বালমভ্যাহনত্তদা॥ ১৯॥
বদংস্তথাপি সোঽম্বেতি নৈব মুঞ্চতি মাতরম্॥ ২০॥

রাজ্ঞ্যুবাচ।

প্রসাদং কুরু মে নাথ! ক্রীণীম্বেমং হি বালকম্।
ক্রীতাপি নাহং ভবিতা বিনৈনং কার্য্যসাধিকা।
ইত্থং মমাল্পভাগ্যায়াঃ প্রসাদং কুরু মে প্রভো!॥ ২১॥

ব্রাহ্মণ উবাচ।

গৃহ্যতাং বিত্তমেতত্তে দীয়তাং মম বালকঃ।
স্ত্রীপুংসোর্ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞৈঃ কৃতমেব হি বেতনম্॥ ২২॥
শতং সহস্রং লক্ষঞ্চ কোটিমৌল্যং তথাপরৈঃ॥ ২৩॥
দ্বাত্রিংশল্লক্ষণোপেতা দক্ষা শীলগুণান্বিতা।
কোটিমৌল্যং স্ত্রিয়ঃ প্রোক্তং পুরুষস্য তথার্ব্বুদম্॥ ২৪॥

কাকপক্ষধরঃ কর্ণদ্বয়োপরি চূড়া কাকপক্ষঃ॥ ১৯—২২॥
শতং সহস্রমিতি গুণতারতম্যেন মৌল্যতারতম্যম্॥ ২৩—২৮॥

বলিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল॥ ১৮॥ সেই কাকপক্ষধর বালক পদে পদে স্খলিত হইতে লাগিল, তথাপি করযুগল দ্বারা মাতার বসন আকর্ষণ করিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল। তখন সেই দ্বিজ বালকের ঈদৃশ কার্য্য দর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন॥ ১৯॥ তথাপি বালক মা! মা! বলিয়া রোদন করিতে লাগিল, কিছুতেই মাতাকে পরিত্যাগ করিল না॥ ২০॥

রাজ্ঞী বলিলেন, প্রভো! আপনি আমার প্রতি কৃপা প্রকাশ করিয়া এই বালককে ক্রয় করুন, যদিও আপনি আমাকে ক্রয় করিয়াছেন, কিন্তু এই বালক ব্যতিরেকে আমি আপনার কার্য্য করিতে সমর্থ হইব না। আমার ভাগ্য অতি মন্দ, তাহাতেই এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, অতএব প্রভো! আমার প্রতি আপনি এইরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করুন॥ ২১॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন, এই মুদ্রা লইয়া আমাকে বালক প্রদান কর; কারণ, ধর্ম্মশাস্ত্র-কুশল বুধগণ স্ত্রী ও পুরুষের এইরূপ মূল্যই অবধারণ করিয়াছেন॥ ২২॥ অপরাপর পণ্ডিতেরা গুণের তারতম্য অনুসারে শত, সহস্র, লক্ষ ও কোটি প্রভৃতি মূল্যেরও প্রভেদ করিয়াছেন॥ ২৩॥ কিন্তু যে রমণী কার্য্যনিপুণা, সুশীলা ও গুণান্বিতা এবং যাহার সমস্ত শরীরে দ্বাত্রিংশৎ শুভ লক্ষণ বিরাজমান, সেই ললনার মূল্য কোটি সুবর্ণ মুদ্রা, আর যে পুরুষের এই সকল শুভ লক্ষণ ও গুণ বিদ্যমান আছে, তাহার মূল্য অর্ব্বুদ সুবর্ণ মুদ্রা॥ ২৪॥

সূত উবাচ।

তথৈব তস্য তদ্বিত্তং পুরঃ ক্ষিপ্তং পটে পুনঃ।
প্রগৃহ্য বালকং মাত্রা সহৈকস্থমবন্ধয়ৎ।
প্রতস্থে স গৃহং ক্ষিপ্রং তয়া সহ মুদান্বিতঃ॥ ২৫ ॥
প্রদক্ষিণস্তু সা কৃত্বা জানুভ্যাং প্রণতা স্থিতা।
বাষ্পপর্য্যাকুলা দীনা ত্বিদং বচনমব্রবীৎ॥ ২৬ ॥
যদি দত্তং যদি হুতং ব্রাহ্মণাস্তর্পিতা যদি।
তেন পুণ্যেন মে ভর্ত্তা হরিশ্চন্দ্রোঽস্তু বৈ পুনঃ॥ ২৭ ॥
পাদয়োঃ পতিতাং দৃষ্ট্বা প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সীম্।
হাহেতি চ বদন্ রাজা বিললাপাকুলেন্দ্রিয়ঃ॥ ২৮ ॥
বিযুক্তেয়ং কথং জাতা সত্যশীলগুণান্বিতা।
বৃক্ষচ্ছায়াপি বৃক্ষং তং ন জহাতি কদাচন॥ ২৯ ॥
এবং ভার্য্যাং বদিত্বাথ সুসম্বদ্ধং পরস্পরম্।
পুত্রঞ্চ তমুবাচেদং মাং ত্বং হিত্বা ক্ব যাস্যসি॥ ৩০ ॥

বিযুক্তেতি। বৃক্ষস্য চ্ছায়া জড়াপি তং বৃক্ষং ন জহাতি তথা সতি তদ্বদিয়ং নিত্যসংযুক্তা মম কথমদ্য ময়া বিযুক্তা জাতেত্যর্থঃ॥ ২৯ ॥
পরস্পরং মাত্রা সম্বদ্ধং পুত্রমপ্যাহ এবং ভার্য্যাং বদিত্বেতি॥ ৩০ ॥

সূত বলিলেন, রাজন্! বালকের যে মূল্য নির্দ্ধারিত হইল, ব্রাহ্মণ সেই সুবর্ণ মুদ্রা পূর্ব্বের ন্যায় রাজার সম্মুখস্থিত বল্কলে পুনর্ব্বার নিক্ষেপ করিলেন এবং বালককে লইয়া তাহার সহিত একত্র বন্ধন করিলেন। তখন সেই দ্বিজ আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে সমভি-ব্যাহারে লইয়া অবিলম্বে গৃহে প্রস্থান করিলেন॥ ২৫ ॥ প্রস্থানকালে রাজ্ঞী প্রদক্ষিণপূর্ব্বক জানুপাতিত করিয়া রাজাকে প্রণাম করিলেন এবং তদবস্থায় থাকিয়া নয়ন-সলিলে পরিপ্লুত হইয়া দীনভাবে বলিলেন॥ ২৬ ॥ যদি কখন দান করিয়া থাকি, যদি কখন অনলে আহুতি প্রদান করিয়া থাকি, যদি কখন ব্রাহ্মণগণের সন্তোষবিধান করিয়া থাকি, তবে সেই পুণ্যবলে রাজা হরিশ্চন্দ্র পুনর্ব্বার আমার ভর্ত্তা হইবেন॥ ২৭ ॥ স্বীয় প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমা ভার্য্যাকে পদতলে নিপতিত দেখিয়া রাজা ব্যাকুল হইয়া হায়! হায়! বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন॥ ২৮ ॥ বৃক্ষচ্ছায়া কদাচ সেই বৃক্ষকে পরিত্যাগ করে না, কিন্তু তুমি যথার্থই সুশীলা ও সর্ব্ব গুণান্বিতা হইয়াও কেন আমার সহিত বিযুক্তা হইলে?॥ ২৯ ॥ ভার্য্যার সহিত এই প্রকার পরস্পর সুসংবদ্ধ বাক্যালাপ করিয়া পুত্রকে বলিলেন; বৎস! তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবে?॥ ৩০ ॥

কাং দিশং প্রতি যাস্যামি কো মে দুঃখং নিবারয়েৎ ॥ ৩১ ॥
রাজ্যত্যাগে ন মে দুঃখং বনবাসে ন মে দ্বিজ ! ।
যৎ পুত্রেণ বিয়োগো মে এবমাহ স ভূপতিঃ ॥ ৩২ ॥
সদ্ভর্তৃভোগ্যা হি সদা লোকে ভার্য্যা ভবন্তি হি ।
ময়া ত্যক্তাসি কল্যাণি ! দুঃখেন বিনিযোজিতা ॥ ৩৩ ॥
ইক্ষ্বাকুবংশসম্ভূতং সর্ব্বরাজ্যসুখোচিতম্ ।
মামীদৃশং পতিং প্রাপ্য দাসীভাবং গতা হ্যসি ॥ ৩৪ ॥
ঈদৃশে মজ্জমানং মাং সুমহচ্ছোকসাগরে ।
কো মামুদ্ধরতে দেবি ! পৌরাণাখ্যানবিস্তরৈঃ ॥ ৩৫ ॥

সূত উবাচ ।

পশ্যতস্তস্য রাজর্ষেঃ কশাঘাতৈঃ সুদারুণৈঃ ।
ঘাতয়িত্বা তু বিপ্রেশো নেতুং সমুপচক্রমে ॥ ৩৬ ॥
নীয়মানৌ তু তৌ দৃষ্ট্বা ভার্য্যাপুত্রৌ স পার্থিবঃ ।
বিললাপাতিদুঃখার্ত্তো নিশ্বস্যোষ্ণং পুনঃ পুনঃ ॥ ৩৭ ॥

পুত্রমুক্ত্বা ব্রাহ্মণং বদতি কাং দিশমিতি ॥ ৩১ ॥
পুনর্ভার্য্যাং বদতি সদ্ভর্তৃভোগ্যা ইতি ॥ ৩২ ॥
(সদিতি । কল্যাণি ! হে সর্ব্বসুখোচিতে ! ত্বং দাসীভাবং গতেত্যাদ্যহো ! মহদ্-দুঃখকরমিতি ভাবঃ ॥ ৩৩—৩৫ ॥
পশ্যতা রাজর্ষেরিত্যতো রাজ্ঞো দুঃখাতিশয়করমিতি ভাবঃ ॥ ৩৬-৪১ ॥)

আমি এখন কোন্ দিকেই বা যাই, কেই বা আমার দুঃখ নিবারণ করিবে ? ॥ ৩১ ॥ রাজা তখন সেই ব্রাহ্মণকে বলিলেন, দ্বিজবর ! পুত্র বিয়োগে আমার যাদৃশ দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, রাজ্যত্যাগ বা বনবাসে আমার তাদৃশ দুঃখ হয় নাই ॥৩২॥ কল্যাণি ! ইহলোকে স্বামী সাধুস্বভাব হইলেই ভার্য্যাকে সর্ব্বদা সুখে ভরণপোষণ করিয়া থাকে, কিন্তু আমি তোমার এমনি কুপতি যে, তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া দুঃখসাগরে ভাসাইয়া দিলাম ॥৩৩॥ আমি ইক্ষ্বাকুবংশে উৎপন্ন হইয়া সমস্ত রাজ্য-সুখের আস্পদ হইয়াছিলাম, কিন্তু হায় ! তুমি ঈদৃশ পতি লাভ করিয়াও এখন দাসীভাব প্রাপ্ত হইলে ? ॥ ৩৪ ॥ দেবি ! আমি ঈদৃশ বিশাল শোকসাগরে নিমগ্ন হইলাম, বহুবিধ পুরাণ আখ্যান কীর্ত্তন করিয়া কে আমাকে উদ্ধার করিবে ? ॥ ৩৫ ॥

সূত বলিলেন, রাজন্ ! বিপ্রবর সেই রাজর্ষির সম্মুখেই দেবীকে সুদারুণ কশাঘাত করিতে করিতে লইয়া যাইতে আরম্ভ করিল ॥ ৩৬ ॥ সেই ভূপাল ভার্য্যা ও পুত্রকে

যাং ন বায়ুর্ন বাদিত্যো ন চন্দ্রো ন পৃথগ্জনাঃ।
দৃষ্টবন্তঃ পুরা পত্নীং সেয়ং দাসীত্বমাগতা ॥ ৩৮ ॥
সূর্য্যবংশপ্রসূতোঽয়ং সুকুমারকরাঙ্গুলিঃ।
সম্প্রাপ্তো বিক্রয়ং বালো ধিঙ্মামস্তু সুদুর্ম্মতিম্ ॥ ৩৯ ॥
হা প্রিয়ে! হা শিশো বৎস! মমানার্য্যস্য দুর্নয়ঃ।
দৈবাধীনদশাং প্রাপ্তো ন মৃতোঽস্মি তথাপি ধিক্ ॥ ৪০ ॥

ব্যাস উবাচ।

এবং বিলপতো রাজ্ঞোঽগ্রে বিপ্রোঽন্তরধীয়ত।
বৃক্ষগেহাদিভিস্তুঙ্গৈস্তাবাদায় ত্বরান্বিতঃ ॥ ৪১ ॥
অত্রান্তরে মুনিশ্রেষ্ঠস্ত্বাজগাম মহাতপাঃ।
সশিষ্যঃ কৌশিকেন্দ্রোঽসৌ নিষ্ঠুরঃ ক্রূরদর্শনঃ ॥ ৪২ ॥

অত্রান্তরে বিশ্বামিত্রেণাগত্য দৃষ্টং পুত্রভার্য্যাবিক্রয়েণ রাজ্যদানদক্ষিণা ত্বনেন রাজ্ঞা সম্পাদিতা। ততঃ পরং কেনোপায়েনেমং রাজানং ধর্ম্মাৎ প্রচ্যুতং করিষ্যামীতি বিমৃশ্য যদ-ষ্টমাধ্যায়ান্তে প্রথমং রাজ্ঞোক্তং ধনেচ্ছা যদি তে ব্রহ্মন্ যজ্ঞার্থং দ্বিজসত্তম!। আগন্তব্যমযো-ধ্যায়াং দাস্যামি বিপুলং ধনমিতি তদ্বাক্যং স্মৃত্বা তাং যজ্ঞস্য দক্ষিণাং রাজ্ঞা প্রতিজ্ঞাতাং বিশ্বামিত্রো যাচতে যা ত্বয়োক্তেতি। তত্র যদ্যপি রাজ্ঞা রাজসূয়েতি নাম ন গৃহীতং কিন্তু সামান্যযজ্ঞস্য তথাপি রাজসূয়যজ্ঞস্যৈব দক্ষিণাং গ্রহীষ্যামি স এব মমাভিমতো নোচেৎ সত্যং ত্যজেতি ব্রাহ্মণাভিমানঃ ॥ ৪২ ॥

তাদৃশ অবস্থায় লইয়া যাইতে দেখিয়া দুঃখভরে যার পর নাই কাতর হইলেন এবং বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিলাপ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥ হায়! পূর্ব্বে যাঁহাকে চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু বা অপর কেহই নয়নগোচর করিতে পাইতেন না, আমার সেই প্রিয়তমা আজ দাসীভাব প্রাপ্ত হইলেন? ॥ ৩৮ ॥ আহা! বালকের করাঙ্গুলি সকল কেমন সুকুমার? হায়! এই কুমার সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া আজ বিক্রীত হইল? অহো! আমার দুর্ম্মতিকে ধিক্ ॥ ৩৯ ॥ হা প্রিয়ে! হা বালক রোহিতাশ্ব! এই অনার্য্যের দুর্নয়েই তোমাদিগের এই দুর্গতি হইল? আমি দৈব বিড়ম্বনায় এই দুর্দশা প্রাপ্ত হইলাম, তথাপি আমার মৃত্যু হইল না? আমাকে ধিক্ ॥ ৪০ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! রাজা এই প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন, এই সময়ে সেই বিপ্র তাঁহাদিগকে লইয়া অতীব উন্নত তরুরাজি এবং অট্টালিকার দ্বারা রাজার নয়নপথ হইতে অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৪১ ॥ এই সময়ে সেই ক্রূরদর্শন নিষ্ঠুর মুনিবর মহাতপা কৌশিকশ্রেষ্ঠ আপন শিষ্যবর্গ সমভিব্যাহারে লইয়া অতি সত্বরে তথায় আগমন করিলেন ॥ ৪২ ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ ।

যা ত্বয়োক্তা পুরা রাজন্ ! রাজসূয়স্য দক্ষিণা ।
তাং দদস্ব মহাবাহো ! যদি সত্যং পুরস্কৃতম্ ॥ ৪৩ ॥

হরিশ্চন্দ্র উবাচ ।

নমস্করোমি রাজর্ষে ! গৃহাণেমাং স্বদক্ষিণাম্ ।
রাজসূয়স্য যাগস্য যা ময়োক্তা পুরানঘ ! ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ ।

কুতো লব্ধমিদং দ্রব্যং দক্ষিণার্থে প্রদীয়তে ।
এতদাচক্ষ্ব রাজেন্দ্র ! যথা দ্রব্যং ত্বয়ার্জ্জিতম্ ॥ ৪৫ ॥

রাজোবাচ ।

কিমনেন মহাভাগ ! কথিতেন তবানঘ ! ।
শোকস্তু বর্দ্ধতে বিপ্র ! শ্রুতেনানেন সুব্রত ! ॥ ৪৬ ॥

ঋষিরুবাচ ।

অশস্তং নৈব গৃহ্লামি শস্তমেব প্রযচ্ছ মে ।
দ্রব্যস্যাগমনং রাজন্ ! কথয়স্ব যথাতথম্ ॥ ৪৭ ॥

পুত্রভার্য্যাবিক্রয়েণ সার্দ্ধহেমভারদ্বয়াধিকং ধনং যল্লব্ধং তৎ পুরস্কৃত্য রাজোবাচ। গৃহাণেমাং দক্ষিণামিতি। অস্মিন্ দ্রব্যে রাজ্যদানদক্ষিণাং সার্দ্ধভারদ্বয়পরিমিতাং গৃহাণ অবশিষ্টং দ্রব্যং যজ্ঞস্য দক্ষিণাং গৃহাণেত্যর্থঃ ॥ ৪৩—৫০ ॥

বিশ্বামিত্র বলিলেন, মহাবাহো! যদি সত্যে সম্মানপ্রদর্শন করা আপনার কর্ত্তব্য হয়, তবে রাজন্! আপনি পূর্ব্বে যে রাজসূয়যজ্ঞের দক্ষিণা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমাকে তাহা প্রদান করুন ॥ ৪৩ ॥

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, রাজর্ষে। আমি আপনাকে প্রণাম করি। হে অনঘ! পূর্ব্বে রাজসূয়যজ্ঞের যে দক্ষিণা দান করিতে স্বীকার করিয়াছিলাম, আপনার সেই দক্ষিণাই আপনি গ্রহণ করুন ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বামিত্র বলিলেন, রাজেন্দ্র! আপনি দক্ষিণার নিমিত্ত যে সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিতেছেন, ইহা কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন? এই অর্থ যে প্রকারে উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন ॥ ৪৫ ॥

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, দ্বিজবর! সুচারুরূপে ব্রতানুষ্ঠান করায় পাপ আপনাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, সুতরাং আপনার সৌভাগ্যের সীমা নাই, ইহা শ্রবণ করিলে কেবল শোক বৃদ্ধি হইবে মাত্র সুতরাং ইহা আপনার নিকট ব্যক্ত করায় কিছুমাত্রই ফল নাই ॥ ৪৬ ॥

রাজোবাচ।

ময়া দেবী তু সা ভার্য্যা বিক্রীতা কোটিসম্মিতৈঃ।
নিষ্কৈঃ পুত্রো রোহিতাখ্যো বিক্রীতোঽর্ব্বুদসংখ্যয়া।
বিপ্রৈকাদশকোট্যস্ত্বং সুবর্ণস্য গৃহাণ মে ॥ ৪৮ ॥

সূত উবাচ।

তদ্বিত্তং স্বল্পমালক্ষ্য দারবিক্রয়সম্ভবম্‌।
শোকাভিভূতং রাজানং কুপিতঃ কৌশিকোঽব্রবীৎ ॥ ৪৯ ॥

ঋষিরুবাচ।

রাজসূয়স্য যজ্ঞস্য নৈষা ভবতি দক্ষিণা।
অন্যত্ত্বুৎপাদয় ক্ষিপ্রং সম্পূর্ণা যেন সা ভবেৎ ॥ ৫০ ॥
ক্ষত্রবন্ধো! মমেমাং ত্বং সদৃশীং যদি দক্ষিণাম্‌।
মন্যসে তর্হি তৎ ক্ষিপ্রং পশ্য ত্বং মে পরং বলম্‌ ॥ ৫১ ॥
তপসোঽস্য সুতপ্তস্য ব্রাহ্মণস্যামলস্য চ।
মৎপ্রভাবস্য চোগ্রস্য শুদ্ধস্যাধ্যয়নস্য চ ॥ ৫২ ॥

মম যথা জ্ঞানং তপোবলং বর্ত্ততে তথা ত্বং প্রথমং পশ্য পশ্চাদুত্তমপাত্রযোগ্যাং যজ্ঞদক্ষিণাং দেহি নেদৃশীমল্পাং দরিদ্রকর্ত্তৃকযজ্ঞযোগ্যাং দক্ষিণাং গ্রহীষ্যামীত্যভিপ্রায়েণ ব্রাহ্মণ আহ ক্ষত্রবন্ধো ইতি ॥ ৫১—৫৩ ॥

বিশ্বামিত্র বলিলেন, রাজন্‌! অন্যায়পূর্ব্বক উপার্জ্জিত ধন আমি গ্রহণ করিব না; যদি এই ধন ন্যায়ানুসারে উপার্জ্জিত হইয়া থাকে, তবে উহা আমাকে প্রদান করুন, কিন্তু অগ্রে ধনাগমের বিষয় আমার নিকট যথাযথরূপে কীর্ত্তন করুন, তাহার পর আমাকে উহা প্রদান করিবেন ॥ ৪৭ ॥

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, বিপ্র! আমার ভার্য্যা দেবী মাধবীকে কোটিসংখ্যক সুবর্ণ মুদ্রায় বিক্রয় করিয়াছি, আর পুত্র রোহিতকে দশ কোটি সুবর্ণ মুদ্রায় বিক্রয় করিয়াছি, অতএব এই একাদশ কোটি সুবর্ণ মুদ্রা আপনি আমার নিকট হইতে গ্রহণ করুন ॥ ৪৮ ॥

সূত বলিলেন, ভার্য্যা ও পুত্র বিক্রয় নিবন্ধন যে ধন সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা অতি সামান্য এবং রাজাও শোকে নিতান্ত অভিভূত, ইহা অবলোকন করিয়া কৌশিক রোষভরে বলিলেন ॥ ৪৯ ॥

রাজন্‌! রাজসূয় যজ্ঞের দক্ষিণা এত সামান্য হইতে পারে না, অতএব যাহাতে সেই দক্ষিণা সম্পূর্ণ হয় তদুপযোগী অন্য ধন সত্বর সংগ্রহ করুন ॥ ৫০ ॥ ক্ষত্রিয়াধম! যদি এই দক্ষিণাই আমার সদৃশী জ্ঞান করিয়া থাক, তবে অগ্রে আমার সুচারু অনুষ্ঠিত

রাজোবাচ ।

অন্যদ্দাস্যামি ভগবন্ ! কালঃ কশ্চিৎ প্রতীক্ষ্যতাম্ ।
অধুনৈবাস্তি বিক্রীতা পত্নী পুত্রশ্চ বালকঃ ॥ ৫৩ ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ ।

চতুর্ভাগঃ স্থিতো যোঽয়ং দিবসস্য নরাধিপ ! ।
এষ এব প্রতীক্ষ্যো মে বক্তব্যং নোত্তরং ত্বয়া ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে হরিশ্চন্দ্রস্য নিজপত্নীবিক্রয়বর্ণনং নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

নোত্তরমিত উত্তরং মর্য্যাদা ন কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

তপস্যা, অমল ব্রহ্মণ্য, উগ্রপ্রভাব ও বিশুদ্ধ অধ্যয়নের বিপুল বল অবিলম্বে অবলোকন কর, তাহার পর দক্ষিণা প্রদান করিও ॥ ৫১—৫২ ॥

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, ভগবন্ ! এই মাত্র পত্নী ও বালক পুত্রকে বিক্রয় করিলাম, অতএব আপনি কিছুকাল প্রতীক্ষা করুন, আমি আরো ধন সংগ্রহ করিয়া আপনাকে প্রদান করিতেছি ॥ ৫৩ ॥

বিশ্বামিত্র বলিলেন, নরাধিপ ! দিবসের যে চতুর্থ ভাগ অবশিষ্ট আছে, আমি কেবল ইহাই প্রতীক্ষা করিব ; ইহার পর আমার নিকট আর কোনও উত্তর করিতে পাইবে না ॥ ৫৪ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে হরিশ্চন্দ্রের নিজপত্নীবিক্রয়বর্ণন নামক দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

তমেবমুক্ত্বা রাজানং নির্ঘৃণং নিষ্ঠুরং বচঃ।
তদাদায় ধনং পূর্ণং কুপিতঃ কৌশিকো যযৌ ॥ ১ ॥
বিশ্বামিত্রে গতে রাজা ততঃ শোকমুপাগতঃ।
শ্বাসোচ্ছ্বাসং মুহুঃ কৃত্বা প্রোবাচোচ্চৈরধোমুখঃ ॥ ২ ॥
বিত্তক্রীতেন যস্যার্ত্তির্ময়া প্রেতেন গচ্ছতি।
স ব্রবীতু ত্বরাযুক্তো যামে তিষ্ঠতি ভাস্করঃ ॥ ৩ ॥
অথাজগাম ত্বরিতো ধর্ম্মশ্চাণ্ডালরূপধৃক্।
দুর্গন্ধো বিকৃতোরস্কঃ শ্মশ্রুলো দন্তুরোঽঘৃণী ॥ ৪ ॥

অষ্টত্রিংশন্মহাশ্লোকৈর্হরিশ্চন্দ্রো হি ভূপতিঃ।
চাণ্ডালেন ক্রয়ক্রীত ইতি সম্যক্কথোচ্যতে ॥

তদাদায়েতি। রাজ্যদানদক্ষিণাভূতং সার্দ্ধহেমভারদ্বয়পরিমিতং ধনং গৃহীত্বা যযাবিত্যন্বয়ঃ ॥ ১—২ ॥

ময়া প্রেতেন শবভূতেনাতিপাপিনা বিত্তক্রীতেন ধনেন ক্রীতেন যস্যার্ত্তিঃ পীড়া গচ্ছতি ময়া ক্রীতেন যস্যোপকারো ভবতি স পুরুষস্ত্বরাযুক্তো মম মৌল্যং ব্রবীতু। চতুর্থে যামেঽদ্যাপি ভাস্করস্তিষ্ঠতি ততো ভাস্করাস্তানন্তরং মম দ্রব্যস্যোপযোগাভাব ইতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

ধর্ম্ম ইতি। হরিশ্চন্দ্রপরীক্ষার্থং চাণ্ডালরূপেণ ধর্ম্মোঽপ্যাগত ইত্যর্থঃ ॥ ৪—৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! তদনন্তর মহর্ষি বিশ্বামিত্র অতিশয় কুপিত হইয়া সেই সুদীন ধর্ম্মনিষ্ঠ রাজাকে এই প্রকার নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুরাক্ষর বাক্যে তিরস্কার করিয়া সেই সার্দ্ধ ভারদ্বয় পরিমিত সুবর্ণ গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন ॥ ১ ॥ সেই ঋষিবর প্রতিগমন করিলে পর, রাজা হরিশ্চন্দ্র শোকাকুল হইয়া বারংবার দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে অধোমুখ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥ আমি নিরন্তর দুঃখ ও ক্লেশভোগে প্রেতরূপ হইয়াছি, তথাপি ধনদ্বারা আমাকে ক্রয় করিলে যাঁহার উপকার হইবে, তিনি সত্বর হইয়া সূর্য্য অস্ত যাইবার পূর্ব্বেই আমার উচিত মূল্যের বিষয় অবধারণ করুন ॥ ৩ ॥ অনন্তর ধর্ম্ম নির্দ্দয় চণ্ডালরূপ ধারণ করিয়া হরিশ্চন্দ্রকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত অবিলম্বে সেই স্থানে আগমন করিলেন। সেই অধম পুরুষের শরীর কৃষ্ণবর্ণ দেখিতে অতি ভীষণ, উদর লম্বমান, দেহ দুর্গন্ধময়, দশন বিশাল ও মুখমণ্ডল শ্মশ্রুপূর্ণ;

কৃষ্ণো লম্বোদরঃ স্নিগ্ধঃ করালঃ পুরুষাধমঃ ।
হস্তজর্জ্জরযষ্টিশ্চ শবমাল্যৈরলঙ্কৃতঃ ॥ ৫ ॥

চাণ্ডাল উবাচ ।

অহং গৃহ্লামি দাসত্বে ভৃত্যার্থঃ সুমহান্মম ।
ক্ষিপ্রমাচক্ষ্ব মৌল্যং কিমেতত্তে সম্প্রদীয়তে ॥ ৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তং তাদৃশমথালক্ষ্য ক্রূরদৃষ্টিং সুনির্ঘৃণম্ ।
বদন্তমতিদুঃশীলং কস্ত্বমিত্যাহ পার্থিবঃ ॥ ৭ ॥

চাণ্ডাল উবাচ ।

চাণ্ডালোঽহমিহ খ্যাতঃ প্রবীরেতি নৃপোত্তম ! ।
শাসনে সর্ব্বদা তিষ্ঠ মৃতচৈলাপহারকঃ ॥ ৮ ॥
এবমুক্তস্তদা রাজা বচনং চেদমব্রবীৎ ।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বাপি গৃহ্লাত্বিতি মতির্মম ॥ ৯ ॥
উত্তমস্যোত্তমো ধর্ম্মো মধ্যমস্য চ মধ্যমঃ ।
অধমস্যাধমশ্চৈব ইতি প্রাহুর্মনীষিণঃ ॥ ১০ ॥

ভৃত্যার্থো ভৃত্যপ্রয়োজনং মম সিদ্ধং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৬—৭ ॥
প্রবীরেতি নাম্না বিখ্যাতঃ ॥ ৮—৯ ॥
উত্তমস্যেতি । তবাধমস্য গৃহে মমোত্তমস্য ধর্ম্মো ন চলিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

হস্তে জর্জ্জর বংশদণ্ড, গলে শবাস্থিমালা দোদুল্যমান, এবং বক্ষঃস্থল অতি বিকৃত ভাবাপন্ন ॥ ৪—৫ ॥

চণ্ডাল বলিল, আমার ভৃত্যের অতিশয় প্রয়োজন, অতএব আমি তোমাকে দাসত্বে গ্রহণ করিব ; তোমাকে কি মূল্য প্রদান করিতে হইবে, তাহা অতি সত্বর প্রকাশ করিয়া বল ॥ ৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! নিতান্ত দয়াহীন ক্রূরলোচন অতীব দুষ্টস্বভাব সেই চণ্ডাল এই কথা বলিলে পর, ভূমিপাল হরিশ্চন্দ্র তাহার তাদৃশ আকৃতি দর্শনে বিস্মিত হইয়া বলিলেন, তুমি কে ? ॥ ৭ ॥

চণ্ডাল বলিল, নৃপবর! আমি প্রবীর নামে বিখ্যাত চণ্ডাল ; তোমাকে সর্ব্বদা আমার শাসনে থাকিয়া মৃতব্যক্তিগণের বসন আহরণ করিতে হইবে ॥ ৮ ॥ তখন রাজা তাহার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় আমাকে গ্রহণ করেন, ইহাই আমার অভিলাষ । দেখ, পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, উত্তমের ধর্ম্ম উত্তম, মধ্যমের

চাণ্ডাল উবাচ।

এবমেব ত্বয়া ধর্ম্মঃ কথিতো নৃপসত্তম!।
অবিচার্য্য ত্বয়া রাজন্নধুনোক্তং মমাগ্রতঃ॥ ১১॥
বিচারয়িত্বা যো ব্রূতে সোঽভীষ্টং লভতে নরঃ।
সামান্যমেব তৎপ্রোক্তমবিচার্য্য ত্বয়ানঘ!।
যদি সত্যং প্রমাণং তে গৃহীতোঽসি ন সংশয়ঃ॥ ১২॥

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

অসত্যান্নরকে গচ্ছেৎ সদ্যঃ ক্রূরে নরাধমঃ।
ততশ্চাণ্ডালতা সাধ্বী ন বরা মে হ্যসত্যতা॥ ১৩॥

ব্যাস উবাচ।

তস্যৈবং বদতঃ প্রাপ্তো বিশ্বামিত্রস্তপোনিধিঃ।
ক্রোধামর্ষবিবৃত্তাক্ষঃ প্রাহ চেদং নরাধিপম্॥ ১৪॥

এবমেবেতি। যদ্যেবং তব মনসি বর্ত্ততে তর্হি যো বা কো বা মাং গৃহ্ণাত্বিতিসামান্যতঃ কিমিত্যসত্যমুক্তং ব্রাহ্মণ এব মাং গৃহ্ণাত্বিতি কিমিতি ন ত্বয়োক্তং তস্মাদেবমেবাসত্যভাষণ-রূপ এবাধর্ম্মস্ত্বয়া কথিতঃ কিমিত্যর্থঃ। মমাগ্রতোঽবিচার্য্য বিচারমকৃত্বৈব কিমধুনোক্তং ত্বয়েত্যর্থঃ॥ ১১॥

যদি সত্যমিতি। যদি সত্যং প্রমাণং ভবতি তর্হি ময়া পূর্ব্ববাক্যেনৈব ত্বং গৃহীতোঽসি নোচেৎ সত্যং জহীত্যর্থঃ॥ ১২—১৪॥

ধর্ম্ম মধ্যম আর অধমের ধর্ম্ম অধম; অতএব তুমি অধম, আর আমি উত্তম, সুতরাং তোমার গৃহে আমার ধর্ম্মকর্ম্ম চলিতে পারে না॥ ৯—১০॥

চণ্ডাল বলিল, নৃপসত্তম! ইহাই যদি আপনার আন্তরিক অভিপ্রায় ছিল, তবে "যে কেহ আমাকে গ্রহণ করুক;" এই অসত্য কথা কেন বলিলেন? "ব্রাহ্মণে আমায় গ্রহণ করুন" এই কথা বলাই উচিত ছিল। কিন্তু প্রকারান্তরে মিথ্যা বলিয়া আপনি অধর্ম্ম করিয়াছেন; তবে কি আপনি বিচার না করিয়াই এইমাত্র আমার সম্মুখে সেই কথার উল্লেখ করিয়াছিলেন?॥ ১১॥ যাহা হউক, যে ব্যক্তি অগ্রে বিচার করিয়া স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করে, সেই ব্যক্তিই অভীষ্ট লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু হে অনঘ! আপনি বিচার না করিয়া সামান্যতই ওরূপ কথা বলিয়াছেন। যাহা হউক্ যদি আপনার সেই কথাই সত্য বলিয়া সপ্রমাণ হয়, তবে আপনি আমরই গৃহীত হইয়াছেন সন্দেহ নাই॥ ১২॥

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, যে নরাধম অসত্য ব্যবহার করে, সে সদ্যই ভয়ঙ্কর নরকে গমন করিয়া থাকে, সুতরাং অসত্য ব্যবহার অপেক্ষা আমার চণ্ডালত্বও শ্রেয়স্কর॥ ১৩॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! রাজা এই কথা বলিতেছেন এই সময়ে তপোধন বিশ্বামিত্র সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন; তিনি ক্রোধ ও অমর্ষবশত নয়ন ঘূর্ণিত করিয়া নর-

চাণ্ডালোঽয়ং মনস্থং তে দাতুং বিত্তমুপস্থিতঃ।
কস্মান্ন দীয়তে মহ্যমশেষা যজ্ঞদক্ষিণা ॥ ১৫ ॥

রাজোবাচ।

ভগবন্! সূর্য্যবংশোত্থমাত্মানং বেদ্মি কৌশিক!।
কথং চাণ্ডালদাসত্বং গমিষ্যে বিত্তকামতঃ ॥ ১৬ ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ।

যদি চাণ্ডালবিত্তং ত্বমাত্মবিক্রয়জং মম।
ন প্রদাস্যসি চেত্তর্হি শপ্স্যামি ত্বামসংশয়ম্ ॥ ১৭ ॥
চাণ্ডালাদথবা বিপ্রাদ্দেহি মে দক্ষিণাধনম্।
বিনা চাণ্ডালমধুনা নান্যঃ কশ্চিদ্ধনপ্রদঃ ॥ ১৮ ॥
ধনেনাহং বিনা রাজন্ন যাস্যামি ন সংশয়ঃ ॥ ১৯ ॥
ইদানীমেব মে বিত্তং ন প্রদাস্যসি চেন্নৃপ!।
দিনেঽর্দ্ধঘটিকাশেষে তত্ত্বাং শাপাগ্নিনা দহে ॥ ২০ ॥

(বিলম্বাকরণে হেতুমাহ চাণ্ডালোঽয়মিতি। মনস্থমভিলষিতং তে তব মনস্থং বা তে তুভ্যং দাতুমিত্যনেনান্বয়ঃ। অশেষা অবশিষ্টা ॥ ১৫-২০ ॥)

পতিকে বলিলেন ॥ ১৪ ॥ এই চণ্ডাল তোমায় অভিলষিত ধন দান করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছে, তবে তুমি কি নিমিত্ত এখনও আমাকে যজ্ঞের অবশিষ্ট দক্ষিণা প্রদান করিতেছ না? ॥ ১৫ ॥

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, কৌশিক! কোন বিষয়ই আপনার অবিদিত নাই, আমার এই দেহ সূর্য্যবংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং ধনকামনায় কি প্রকারে চণ্ডালের দাসত্ব স্বীকার করিব ॥ ১৬ ॥

বিশ্বামিত্র বলিলেন, যদি চণ্ডালকে আত্মবিক্রয় করিয়া আমাকে ধন প্রদান না কর, তাহা হইলে তুমি নিশ্চয় জানিও যে, আমি এখনি তোমাকে অভিশাপ প্রদান করিব ॥ ১৭ ॥ চণ্ডাল হইতেই হউক্, বা ব্রাহ্মণ হইতেই হউক্, আমার দক্ষিণাধন এখনি দান কর। আপাততঃ চণ্ডাল ব্যতীত অপর কোন ধনদাতা এখানে উপস্থিত নাই ॥ ১৮ ॥ কিন্তু রাজন্! নিশ্চয় জানিও যে, আমি ধন না লইয়া প্রতিগমন করিতেছি না ॥ ১৯ ॥ নরপতে! যদি এই মুহূর্ত্তেই পূর্ব্ব কথিত ধন আমাকে প্রদান না কর, তবে দিবসের অর্দ্ধ ঘটিকা অবশিষ্ট থাকিতে আমি তোমাকে কোপানলে দগ্ধ করিব ॥ ২০ ॥

ব্যাস উবাচ।

হরিশ্চন্দ্রস্ততো রাজা মৃতবচ্ছ্রিতজীবিতঃ।
প্রসীদেতি বদন্ পাদৌ ঋষের্জগ্রাহ বিহ্বলঃ॥ ২১॥

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

দাসোঽস্ম্যার্ত্তোঽস্মি দীনোঽস্মি ত্বদ্ভক্তশ্চ বিশেষতঃ।
প্রসাদং কুরু বিপ্রর্ষে! কষ্টশ্চাণ্ডালসঙ্করঃ॥ ২২॥
ভবেয়ং বিত্তশেষেণ তব কর্ম্মকরো বশঃ।
তবৈব মুনিশার্দ্দূল! প্রেষ্যশ্চিত্তানুবর্ত্তকঃ॥ ২৩॥

বিশ্বামিত্র উবাচ।

এবমস্তু মহারাজ! মমৈব ভব কিঙ্করঃ।
কিন্তু মদ্বচনং কার্য্যং সর্ব্বদৈব নরাধিপ!॥ ২৪॥

ব্যাস উবাচ।

এবমুক্তেঽথ বচনে রাজা হর্ষসমন্বিতঃ।
অমন্যত পুনর্জাতমাত্মানং প্রাহ কৌশিকম্॥ ২৫॥
তবাদেশং করিষ্যামি সদৈবাহং ন সংশয়ঃ।
আদেশয় দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কিং করোমি তবানঘ!॥ ২৬॥

মৃতবচ্ছ্রিতজীবিতঃ অর্দ্ধমৃতবদাশ্রিতজীবনঃ॥ ২১॥
(চাণ্ডালসঙ্করঃ চাণ্ডালেন সহ একত্রাবস্থানমিত্যর্থঃ। কষ্টঃ ক্লেশকরঃ অতীবাসহনীয় ইত্যর্থঃ॥ ২২—২৬॥)

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! রাজা হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলেন; তৎপরে ভয়ে বিহ্বল হইয়া প্রসন্ন হউন্ বলিয়া ঋষির চরণযুগল গ্রহণ করিলেন॥ ২১॥

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, বিপ্রর্ষে! আমি দীন ও যারপর নাই কাতর হইয়াছি। বিশেষতঃ আমি আপনার ভক্তদাস, অতএব আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে ক্লেশকর চণ্ডালসহবাস হইতে মুক্ত করুন॥ ২২॥ মুনিবর! অবশিষ্ট ধনের পরিবর্ত্তে আমি আপনার কার্য্য করিব, অধিক কি আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী ভৃত্য হইয়া আপনারই চিত্তের অনুগামী হইব॥ ২৩॥

বিশ্বামিত্র বলিলেন, মহারাজ! তবে তুমি আমার কিঙ্কর হইলে। নরাধিপ! এখন তোমাকে সর্ব্বদাই আমার বাক্য প্রতিপালন করিতে হইবে॥ ২৪॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! বিশ্বামিত্র এই কথা বলিলে রাজা হর্ষাতিশয়বশতঃ আপনার পুনর্জ্জন্ম লাভ হইল, মনে করিয়া কৌশিককে বলিলেন॥ ২৫॥ আমি নিয়ত

বিশ্বামিত্র উবাচ।

চাণ্ডালাগচ্ছ মদ্দাসমৌল্যং কিং মে প্রযচ্ছসি।
গৃহাণ দাসং মৌল্যেন ময়া দত্তং তবাধুনা ॥ ২৭ ॥
নাস্তি দাসেন মে কার্য্যং বিত্তাশা বর্ত্ততে মম ॥ ২৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

এবমুক্তে তদা তেন শ্বপচো হৃষ্টমানসঃ।
আগত্য সন্নিধৌ তূর্ণং বিশ্বামিত্রমভাষত ॥ ২৯ ॥

চাণ্ডাল উবাচ।

দশযোজনবিস্তীর্ণে প্রয়াগস্য চ মণ্ডলে।
ভূমিং রত্নময়ীং কৃত্বা দাস্যে তেঽহং দ্বিজোত্তম!।
অস্য বিক্রয়ণেনেয়মার্ত্তিশ্চ প্রহৃতা ত্বয়া ॥ ৩০ ॥

ব্যাস উবাচ।

ততো রত্নসহস্রাণি সুবর্ণমণিমৌক্তিকৈঃ।
চাণ্ডালেন প্রদত্তানি জগ্রাহ দ্বিজসত্তমঃ ॥ ৩১ ॥

ইত্থং বিশ্বামিত্রেণ রাজা বিক্রীতস্ততো বিশ্বামিত্র এব স্বদাসং হরিশ্চন্দ্রং দ্রব্যং গৃহীত্বা চাণ্ডালায়ার্পয়িতি তদা তত্র রাজ্ঞো ন কশ্চিদুপায় আসীদিত্যাহ চাণ্ডালাগচ্ছেতি ॥২৭-৩১ ॥

আপনার আজ্ঞা পালন করিব। এক্ষণে আপনার কোন্ কার্য্য সাধন করিতে হইবে, তাহা আদেশ করুন ॥ ২৬ ॥

তখন বিশ্বামিত্র চণ্ডালকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, চণ্ডাল! আমার নিকটে আইস, এই দাসের যাহা মূল্য হয়, আমাকে প্রদান কর। আমি এখন এই দাসকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিতেছি, তুমি মূল্য প্রদান করিয়া ইহাকে গ্রহণ কর ॥ ২৭ ॥ আমার কেবল অর্থেরই প্রয়োজন, ভৃত্যে কোন প্রয়োজন নাই ॥ ২৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! বিশ্বামিত্র এই কথা বলিলে শ্বপচের হৃদয় আনন্দরসে অভিষিক্ত হইল। তখন সে অবিলম্বে বিশ্বামিত্রের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিল ॥ ২৯ ॥ দ্বিজোত্তম! আপনি ইহাকে বিক্রয় করিয়া আমার যে ক্লেশ নিবারণ করিলেন, ইহাতে আমি আপনাকে প্রয়াগমণ্ডলের দশযোজন বিস্তীর্ণ ভূমি রত্নময়ী করিয়া প্রদান করিব ॥ ৩০ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! পরে চণ্ডাল এক সহস্র রত্ন, এক সহস্র মণি, এক সহস্র মুক্তা এবং এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিলে দ্বিজসত্তম বিশ্বামিত্রও তাহা গ্রহণ করি-

হরিশ্চন্দ্রস্তথা রাজা নির্ব্বিকারমুখোঽভবৎ ॥ ৩২ ॥
অমন্যত তথা ধৈর্য্যাদ্বিশ্বামিত্রো হি মে পতিঃ।
তত্তদেব ময়া কার্য্যং যদয়ং কারয়িষ্যতি ॥ ৩৩ ॥
অথান্তরীক্ষে সহসা বাগুবাচাশরীরিণী।
অনৃণোঽসি মহাভাগ! দত্তা সা দক্ষিণা ত্বয়া ॥ ৩৪ ॥
ততো দিবঃ পুষ্পবৃষ্টিঃ পপাত নৃপমূর্দ্ধনি।
সাধু সাধ্বিতি তং দেবাঃ প্রোচুঃ সেন্দ্রা মহৌজসঃ ॥ ৩৫ ॥
হর্ষেণ মহতাবিষ্টো রাজা কৌশিকমব্রবীৎ ॥ ৩৬ ॥

রাজোবাচ।

ত্বং হি মাতা পিতা চৈব ত্বং হি বন্ধুর্ম্মহামতে!।
যদর্থং মোচিতোঽহং তে ক্ষণাচ্চৈবানৃণীকৃতঃ।
কিং করোমি মহাবাহো! শ্রেয়ো মে বচনং তব ॥ ৩৭ ॥
এবমুক্তে তু বচনে নৃপং মুনিরভাষত ॥ ৩৮ ॥

নির্ব্বিকারমুখ ইতি। ব্রাহ্মণো মম স্বামী ভবতি স যথা প্রেরয়তি তথা করোমি ন পুনর্ধর্ম্মপালেন মম স্বাতন্ত্র্যমস্তীত্যভিপ্রায়েণেত্যর্থঃ ॥ ৩২—৩৩ ॥

হে মহাভাগ! হরিশ্চন্দ্র ত্বমনৃণো জাতোসীত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

(তত ইতি। সাগরান্তায়াঃ পৃথিব্যা অধিতপতেরপি রাজ্ঞো হরিশ্চন্দ্রস্যাত্মবিক্রয়েণ ঋণ-পরিশোধনাৎ মহত্ত্বং প্রকটিতম্। অতঃ পুষ্পবৃষ্টিপপাতসাধুবাদঃ সংবৃত্তশ্চেত্যর্থঃ ॥ ৩৫-৩৮ ॥)

লেন ॥ ৩১ ॥ তখন মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের মুখমণ্ডলে কিছু মাত্র বিকার লক্ষিত হইল না ॥ ৩২ ॥ বরং তিনি ধৈর্য্য ধারণপূর্ব্বক মনে মনে স্থির করিলেন, এখন বিশ্বামিত্রই আমার প্রভু; সুতরাং ইনি আমাকে যে কার্য্যে নিয়োগ করিবেন, আমাকে তাহাই করিতে হইবে ॥ ৩৩ ॥ ঐ সময় সহসা অশরীরিণী বাণী আকাশ হইতে শ্রুত হইতে লাগিল, "মহাভাগ! তুমি সেই অঙ্গীকৃত দক্ষিণা দান করিয়া ঋণ হইতে মুক্ত হইলে" ॥ ৩৪ ॥ পরে স্বর্গমণ্ডল হইতে রাজার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল। এই সময়ে মহাতজা ইন্দ্রাদি দেবতাবৃন্দ সাধু সাধু বলিয়া রাজার প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥ তখন তিনি নিরতিশয় হর্ষে পরিপূর্ণ হইয়া কৌশিককে বলিলেন ॥ ৩৬ ॥ মহামতে! আপনি যে অর্থদায় হইতে মুক্ত করিয়া ক্ষণমাত্রেই আমাকে অঋণী করিলেন, অতএব আপনি আমার পিতা, মাতা ও বন্ধু অপেক্ষাও হিতকারী ॥ ৩৭ ॥ সুতরাং মহাবাহো! আপনার বাক্যই আমার শ্রেয়স্কর, অতএব এখন কি করিব আজ্ঞা করুন ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ ।

চাণ্ডালবচনং কার্য্যমদ্যপ্রভৃতি তে নৃপ ! ।
স্বস্তি তেঽস্ত্বিতি তং প্রোচ্য তদাদায় ধনং যযৌ ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং সপ্তমস্কন্ধে হরিশ্চন্দ্রস্য শ্বপচদাসত্ব বর্ণনং নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

তদাদায়েতি । চাণ্ডালেন দত্তং ধনং গৃহীত্বা হরিশ্চন্দ্রং তস্য হস্তে দত্ত্বা যযাবিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

রাজা এই কথা বলিলে পর বিশ্বামিত্র তাঁহাকে বলিলেন, অদ্য হইতে তুমি চণ্ডালের বাক্য প্রতিপালন করগে। তোমার মঙ্গল হউক্, এই কথা বলিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্র সেই চণ্ডালদত্ত ধন গ্রহণপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩৯ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে হরিশ্চন্দ্রের চাণ্ডালগৃহে দাসত্ব স্বীকার বর্ণন নামক ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

শৌনক উবাচ।

ততঃ কিমকরোদ্রাজা চাণ্ডালস্য গৃহে গতঃ।
তদব্রূহি সূতবর্য্য ! ত্বং পৃচ্ছতঃ সত্বরং হি মে ॥ ১ ॥

সূত উবাচ।

বিশ্বামিত্রে গতে বিপ্রে শ্বপচো হৃষ্টমানসঃ।
বিশ্বামিত্রায় তদ্দ্রব্যং দত্ত্বা বধ্বা নরেশ্বরম্ ॥ ২ ॥
অসত্যো যাস্যসীত্যুক্ত্বা দণ্ডেনাতাড়য়ত্তদা।
দণ্ডপ্রহারসম্ভ্রান্তমতীবব্যাকুলেন্দ্রিয়ম্ ॥ ৩ ॥
ইষ্টবন্ধুবিয়োগার্ত্তমানীয় নিজপক্বণে।
নিগড়ে স্থাপয়িত্বা তং স্বয়ং সুষ্বাপ বিজ্বরঃ ॥ ৪ ॥
নিগড়স্থস্ততো রাজা বসংশ্চাণ্ডালপক্বণে।
অন্নপানে পরিত্যজ্য সদাবৈতদশোচয়ৎ ॥ ৫ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশন্মহাপদ্যেশ্চাণ্ডালগৃহবর্ত্তনম্।
তদনুজ্ঞানকারিত্বং হরিশ্চন্দ্রস্য বর্ণ্যতে ॥

চাণ্ডালাধীনতাং প্রাপ্তস্য হরিশ্চন্দ্রস্য বৃত্তমাহ ততঃ কিমকরোদিতি ॥ ১—৩ ॥
পক্বণে স্থানে ॥ ৪—৫ ॥

শৌনক বলিলেন, সূতশ্রেষ্ঠ ! রাজা হরিশ্চন্দ্র চণ্ডালগৃহে গমন করিয়া তৎপরে কোন্ কার্য্য করিলেন, তাহা আপনি সত্বর আমাদিগের নিকট সবিস্তর কীর্ত্তন করুন ॥ ১ ॥

সূত বলিলেন, বিপ্রবর বিশ্বামিত্র প্রস্থান করিলে পর চণ্ডালের মন আনন্দরসে অভিষিক্ত হইল। সে পূর্ব্বেই বিশ্বামিত্রকে তাদৃশ রত্নরাশি প্রদান করিয়াছিল, সুতরাং নরপতিকে এখন বন্ধন করিয়া তুই অসত্যপথে পদার্পণ করিবি ; এই বলিয়া দণ্ড দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল। রাজা একেত ইষ্টজনবিয়োগে অতিশয় কাতর হইয়াছিলেন, তাহার উপর আবার চণ্ডালের দণ্ডাঘাত, সুতরাং সেই প্রহারে তিনি অত্যন্ত বিহ্বল হইলেন। তাঁহার ইন্দ্রিয়গ্রাম অতিশয় শিথিল হইয়া পড়িল ; চণ্ডাল ঈদৃশ অবস্থায় রাজাকে নিজ আলয়ে আনয়নপূর্ব্বক শৃঙ্খলে বন্ধন করিয়া রাখিল, তাহার পর স্বয়ং ক্লেশ পরিহার করিয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে লাগিল ॥ ২—৪ ॥

রাজা চণ্ডালগৃহে নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া বাস করিতে লাগিলেন, কিন্তু তথায় অন্ন জল গ্রহণ করিলেন না ; অনবরতই কেবল স্ত্রী পুত্রাদির নিমিত্ত অনুতাপ করিতে

তন্বী দীনমুখী দৃষ্ট্বা বালং দীনমুখং পুরঃ।
মাং স্মরত্যসুখাবিষ্টা মোক্ষয়িষ্যতি নৌ নৃপঃ ॥ ৬ ॥
উপাত্তবিত্তো বিপ্রায় দত্ত্বা বিত্তং প্রতিশ্রুতম্।
রোদমানং সুতং বীক্ষ্য মাঞ্চ সম্বোধয়িষ্যতি ॥ ৭ ॥
তাতপার্শ্বং ব্রজামীতি রুদন্তং বালকং পুনঃ।
তাততাতেতি ভাষন্তং তথা সম্বোধয়িষ্যতি ॥ ৮ ॥
ন সা মাং মৃগশাবাক্ষী বেত্তি চাণ্ডালতাং গতম্ ॥ ৯ ॥
রাজ্যনাশঃ সুহৃত্ত্যাগো ভার্য্যাতনয়বিক্রয়ঃ।
ততশ্চাণ্ডালতা চেয়মহো দুঃখপরম্পরা ॥ ১০ ॥
এবং স নিবসন্নিত্যং স্মরংশ্চ দয়িতাং সুতম্।
নিনায় দিবসান্ রাজা চতুরো বিধিপীড়িতঃ ॥ ১১ ॥
অথাহ্নি পঞ্চমে তেন নিগড়ান্মোচিতো নৃপঃ।
চাণ্ডালেনানুশিষ্টশ্চ মৃতচৈলাপহারণে।
ক্রুদ্ধেন পরুষৈর্ব্বাক্যৈর্নির্ভৎর্স্য চ পুনঃ পুনঃ ॥ ১২ ॥

শোকমেবাহ তন্বীতি। বালং দৃষ্ট্বেত্যন্বয়ঃ ॥ ৬—১২ ॥

লাগিলেন ॥ ৫ ॥ সেই কৃশাঙ্গী সম্মুখে পুত্রের মলিনবদন অবলোকন করিয়া বিমর্ষবদনে আমাকে স্মরণ করিতেছেন। তিনি সাতিশয় দুঃখিত হইয়া মনে করিতেছেন যে, রাজা ধন প্রাপ্ত হইলেই বিপ্রকে প্রতিশ্রুতবিত্ত প্রদান করিয়া আমাদিগকে দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবেন। হায়! কতদিনে এই রোরুদ্যমান পুত্র এবং আমাকে অবলোকন করিয়া আমাদিগের সহিত সম্ভাষণ করিবেন ॥ ৬—৭ ॥ পিতার নিকট যাইব বলিয়া বালক বারংবার রোদন করিলে এবং তাত! তাত! বলিয়া সম্ভাষণ করিলে, তিনি আসিয়া কবে সম্বোধন করিবেন? ॥ ৮ ॥ আমি যে চণ্ডালের অধীন হইয়াছি, সেই মৃগশিশুসদৃশ-সুলোচনা তাহা জানিতে পারিতেছে না। হায়! আমি রাজ্যচ্যুত হইলাম, সুহৃদ্বর্গ ত্যাগ করিলাম, ভার্য্যা ও পুত্র পর্য্যন্ত বিক্রয় করিলাম। আবার এখন চণ্ডালের দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হইতেও হইল। হায়! একেবারে উপর্য্যুপরি ক্লেশ সমূহ আমাকে আক্রমণ করিল ॥ ৯—১০ ॥

রাজা এইরূপে অনবরত প্রিয়তমা ভার্য্যা ও পুত্রকে স্মরণ করিয়া সেই চণ্ডাল গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে চারি দিবস গত হইলে পঞ্চম দিবসে চণ্ডাল তথায় আসিয়া ক্রোধভরে নিষ্ঠুরবাক্যে নরপতিকে বারংবার ভৎর্সনা করিয়া বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিল এবং বলিল, তুমি শ্মশানে গিয়া মৃত মানবগণের বস্ত্র আহরণ

কাশ্যাশ্চ দক্ষিণে ভাগে শ্মশানং বিদ্যতে মহৎ।
তদ্রক্ষস্ব যথান্যায়ং ন ত্যাজ্যং তত্ত্বয়া কচিৎ ॥ ১৩ ॥
ইমঞ্চ জর্জ্জরং দণ্ডং গৃহীত্বা যাহি মা চিরম্।
বীরবাহোরয়ং দণ্ড ইতি ঘোষস্ব সর্ব্বতঃ ॥ ১৪ ॥

সূত উবাচ।

কস্মিংশ্চিদথ কালে তু মৃতচৈলাপহারকঃ।
হরিশ্চন্দ্রোঽভবদ্রাজা শ্মশানে তদ্বশানুগঃ ॥ ১৫ ॥
চাণ্ডালেনানুশিষ্টস্তু মৃতচৈলাপহারিণা।
রাজা তেন সমাদিষ্টো জগাম শবমন্দিরম্ ॥ ১৬ ॥
পুর্য্যাস্তু দক্ষিণে দেশে বিদ্যমানং ভয়ানকম্।
শবমাল্যসমাকীর্ণং দুর্গন্ধবহুধূমকম্ ॥ ১৭ ॥
শ্মশানং ঘোরসন্নাদং শিবাশতসমাকুলম্।
গৃধ্রগোমায়ুসঙ্কীর্ণং শ্ববৃন্দপরিবারিতম্ ॥ ১৮ ॥

বীরবাহোস্তন্নামকস্য চাণ্ডালস্যায়ং দণ্ডস্তস্যাহং দূত ইত্যর্থঃ ॥ ১৪—১৫ ॥
শবমন্দিরং শ্মশানম্ ॥ ১৬—১৮ ॥

কর ॥ ১১—১২ ॥ কাশীর দক্ষিণভাগে এক সুবিস্তীর্ণ শ্মশান আছে। তুমি তথায় গিয়া সেই শ্মশান রক্ষা কর এবং ন্যায়ানুসারে আমার যাহা প্রাপ্য তাহা কাহারও নিকট পরিত্যাগ করিও না ॥ ১৩ ॥ তুমি এই জর্জ্জর দণ্ড লইয়া শীঘ্র তথায় গমন কর; আমি বীরবাহুর দূত এবং তাহারই এই দণ্ড, এই কথা সকল স্থানেই ঘোষণা করিও ॥ ১৪ ॥

সূত বলিলেন, ঋষিগণ! এইরূপে এক সময়ে রাজা হরিশ্চন্দ্র চণ্ডালের বশবর্ত্তী হইয়া শ্মশানে মৃত মনুষ্যগণের বসন আহরণ কার্য্য করিতে নিযুক্ত হইলেন ॥ ১৫ ॥ সেই মৃত মানবগণের বসনগ্রাহী চণ্ডাল রাজাকে এইরূপ কার্য্যে নিয়োগ করিলে, তিনি তাহার আদেশ অনুসারে শ্মশানে গমন করিলেন ॥ ১৬ ॥ এই শ্মশান কাশীপুরীর দক্ষিণভাগে অবস্থিত; তাহার স্থানে স্থানে শবমাল্য সকল বিকীর্ণ রহিয়াছে। তাহার চতুর্দ্দিক্ দুর্গন্ধে ও বহুতর ধূমে পরিপূর্ণ; সেখানে কত শত শিবা পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহাদের ঘোরতর নিনাদে সেই প্রেতভূমি প্রতিধ্বনিত হইতেছে; তাহার কোথাও গৃধ্রগণ, কোথাও বা গোমায়ুবর্গ, কোথাও বা কুক্কুরবৃন্দ শবদেহ লইয়া আকর্ষণ করিতেছে; স্থানে স্থানে রাশি রাশি অস্থি সকল বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে, শবসমূহের পূতিগন্ধে শ্মশানভূমি পরিপূর্ণ। কোথাও অগ্নিমধ্যস্থিত অর্দ্ধদগ্ধ শবগণের আস্যদেশ দশন-

অস্থিসংঘাতসঙ্কীর্ণং মহাদুর্গন্ধসঙ্কুলম্।
অর্দ্ধদগ্ধশবাস্যানি বিকসদ্দন্তপংক্তিভিঃ ॥ ১৯ ॥
হসন্তীবাগ্নিমধ্যস্থকায়স্তৈবং ব্যবস্থিতিঃ।
নানামৃতসুহৃন্নাদং মহাকোলাহলাকুলম্ ॥ ২০ ॥
হা পুত্র! মিত্র! হা বন্ধো! ভ্রাতর্বৎস! প্রিয়াদ্য মে।
হাপ্যতে ভাগিনেয়াহং হা মাতুল! পিতামহ! ॥ ২১ ॥
মাতামহ! পিতঃ! পৌত্র! ক গতোঽস্যেহি বান্ধব! ।
ইতি শব্দৈঃ সমাকীর্ণং ভৈরবৈঃ সর্ব্বদেহিনাম্ ॥ ২২ ॥
জ্বলন্মাংসবসামেদচ্ছুমিতিধ্বনিসঙ্কুলম্।
অগ্নেশ্চটচটা শব্দো ভৈরবো যত্র জায়তে ॥ ২৩ ॥
কল্পান্তসদৃশাকারং শ্মশানং তৎসুদারুণম্।
স রাজা তত্র সম্প্রাপ্তো দুঃখাদেবমশোচত ॥ ২৪ ॥

উৎপ্রেক্ষাং করোতি। অর্দ্ধদগ্ধেতি। বিকসদ্দন্তপংক্তিভিরর্দ্ধদগ্ধশবাস্যানি হসন্তি কিমিতি? অগ্নিমধ্যস্থকায়স্ত শরীরস্তৈবং ব্যবস্থিতির্দুর্দ্দশা ভবতীতি ॥ ১৯ ॥
নানামৃতানাগনেকমৃতানাং সুহৃদাং রোদননাদো যস্মিন্ শ্মশানে তৎ ॥ ২০ ॥
হে মে প্রিয়াদ্যাহং ত্বয়া কথং হাপ্যতে ত্যাজ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২১—২৭ ॥

পংক্তি বিকাস করিয়া যেন বিকট হাস্য করিতেছে। দেহ সকল দহনের মধ্যগত হইলেই এইরূপ দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া থাকে। তথায় বহুতর লোকের মৃতদেহ আনীত হওয়ায় তাহাদিগের সুহৃদ্‌গণের আর্ত্তনাদে ভয়ানক কোলাহল হইতেছে ॥ ১৭—২০ ॥ কেহ হা বৎস! হা পুত্র! তুমি আমায় পরিত্যাগ করিয়া আজ কোথায় গেলে? কেহ হা মিত্র! তুমি অদ্য আমাকে ছাড়িয়া কোথায় প্রস্থান করিলে? কেহ বা হা বন্ধো! তুমি আমাকে ত্যাগ করিলে? হা ভ্রাতঃ! তুমি আজ আমাকে ত্যাগ করিলে? কেহ বা হা ভাগিনেয়! তুমিও কি আজ আমাকে পরিত্যাগ করিলে? কেহ হা মাননীয় মাতামহ! কেহ হা মাতুল! কেহ বা হা পিতামহ! কেহ হা পিতঃ! কেহ হা পৌত্র! কেহ বা হা বান্ধব! তুমি আজ কোথায় গেলে? একবার আসিয়া দর্শন দাও। এই প্রকার প্রাণি-পুঞ্জের ভৈরবরবে শ্মশানভূমি পরিপূর্ণ হইতেছিল ॥ ২১—২২ ॥ মাংস, বসা ও মেদ সকল অনলে দগ্ধ হইয়া শো শো শব্দ বিস্তারকরত সেইস্থান আকুলিত করিয়া তুলিতেছে। সেখানে অগ্নির ভয়ঙ্কর চট্‌চটা শব্দ সমুদ্ভূত হইতেছে। এইরূপে সেই শ্মশানের দৃশ্য কল্পান্তকালের ন্যায় অতীব ভীষণ। রাজা হরিশ্চন্দ্র তথায় উপস্থিত হইয়া নিরতিশয় দুঃখবশত এই প্রকার শোক করিতে লাগিলেন ॥ ২৩—২৪ ॥ হা

হা ভৃত্যা ! মন্ত্রিণো য়ূয়ং ক্ব তদ্রাজ্যং কুলোচিতম্।
হা প্রিয়ে! পুত্র! মে বাল! মাং ত্যক্ত্বা মন্দভাগ্যকম্ ॥ ২৫ ॥
ব্রাহ্মণস্য চ কোপেন গতা য়ূয়ং ক্ব দূরতঃ।
বিনা ধর্ম্মং মনুষ্যাণাং জায়তে ন শুভং ক্বচিৎ ॥ ২৬ ॥
যত্নতো ধারয়েত্তস্মাৎ পুরুষো ধর্ম্মমেব হি।
ইত্যেবং চিন্তয়ংস্তত্র চাণ্ডালোক্তং পুনঃ পুনঃ ॥ ২৭ ॥
মলেন দিগ্ধসর্ব্বাঙ্গঃ শবানাং দর্শনে ব্রজন্।
লকুটাকারকল্পশ্চ ধাবংশ্চাপি ততস্ততঃ ॥ ২৮ ॥
অস্মিঞ্ছব ইদং মৌল্যং শতং প্রাপ্স্যামি চাগ্রতঃ।
ইদং মম ইদং রাজ্ঞ ইদং চাণ্ডালকস্য চ ॥ ২৯ ॥
ইত্যেবং চিন্তয়ন্ রাজা ব্যবস্থাং দুস্তরাং গতঃ।
জীর্ণৈকপটসুগ্রন্থিকৃতকন্থাপরিগ্রহঃ ॥ ৩০ ॥
চিতাভস্মরজোলিপ্তমুখবাহূদরাংঘ্রিকঃ।
নানামেদবসামজ্জালিপ্তপাণ্যঙ্গুলিঃ শ্বসন্ ॥ ৩১ ॥
নানাশবৌদনকৃতক্ষুন্নিবৃত্তিপরায়ণঃ।
তদীয়মাল্যসংশ্লেষকৃতমস্তকমণ্ডলঃ ॥ ৩২ ॥

শবানাং দর্শনে শবান্বেষণে ॥ ২৮—৩১ ॥

মন্ত্রিগণ! হা ভৃত্যবর্গ! তোমরা সকলে এক্ষণে কোথায় রহিলে? হায়! আমার বংশপরম্পরাগত রাজ্যই বা কোথায় রহিল। হা পুত্র! হা প্রেয়সি! তোমরা এই হতভাগ্যকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণের কোপবশত কোন্ দূরতর স্থানে গমন করিয়াছ? ধর্ম্ম ব্যতিরেকে মানবগণ কখনই শুভফল লাভ করিতে পারে না, অতএব পুরুষ যত্নসহকারে কেবল ধর্ম্মই অর্জ্জন করিবে। সেই মললিপ্তাঙ্গ রাজা বারংবার এই প্রকার চিন্তা করিয়া পরিশেষে চণ্ডালের বাক্যস্মরণে শবান্বেষণে গমন করিলেন। দুশ্চিন্তানিবন্ধন তাঁহার অঙ্গযষ্টি যষ্টির ন্যায় শীর্ণ হইয়াছিল, তথাপি রাজা হরিশ্চন্দ্র ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া এই শবের শতমুদ্রা মূল্য অগ্রে আমার হস্তগত হইবে; এই মূল্যের মধ্যে ইহা রাজার, ইহা আমার এবং ইহা চাণ্ডালের, নিরন্তর এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন; সুতরাং তাঁহার দুরবস্থার একশেষ হইল। তাঁহার মুখমণ্ডল, বাহু, উদর ও চরণ প্রভৃতি অঙ্গ সকল ভস্ম ও ধূলি দ্বারা বিলেপিত, শত গ্রন্থিময় একমাত্র জীর্ণ বসনের কন্থা পরিধান, নানাবিধ মেদ, বসা ও মজ্জা দ্বারা তাঁহার পাদাঙ্গুলি সকল

ন রাত্রৌ ন দিবা শেতে হাহেতি প্রবদন্ মুহুঃ ।
এবং দ্বাদশমাসাস্তু নীতা বর্ষশতোপমাঃ ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং সপ্তমস্কন্ধে বিশ্বামিত্র-হরিশ্চন্দ্রসংবাদে হরিশ্চন্দ্রস্য শ্মশানাবস্থানং নাম চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

নানাশবানাং পিণ্ডার্থং যে চোদনাঃ কৃতাস্তৈর্ভক্ষিতৈর্যা ক্ষুন্নিবৃত্তিস্তৎপরায়ণঃ ॥৩২-৩৩॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

বিলিপ্ত। নানাজাতীয় শবের যে সকল অন্ন প্রস্তুত হয় তাহাতেই রাজা ক্ষুধা নিবৃত্তি করেন এবং তাহাদের মাল্য লইয়া মস্তকে বেষ্টন করিয়া রাখেন ॥ ২৫—৩২ ॥ রাত্রি বা দিবসে শয়ন করেন না, কেবল হায়! হায়! শব্দ করিয়া নিরন্তর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করেন। এই প্রকারে তিনি শত বৎসরের ন্যায় দ্বাদশ মাস মহাকষ্টে অতিবাহিত করিলেন ॥ ৩৩ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে হরিশ্চন্দ্রের শ্মশানাবস্থান নামক চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

একদা তু গতো রস্তুং বালকৈঃ সহিতো বহিঃ।
বারাণস্যা নাতিদূরে রোহিতাখ্যঃ কুমারকঃ ॥ ১ ॥
ক্রীড়াং কৃত্বা ততো দর্ভান্ গৃহীতুমুপচক্রমে।
কোমলানল্পমূলাংশ্চ সাগ্রাঞ্ছক্ত্যনুসারতঃ ॥ ২ ॥
আর্য্যপ্রীত্যর্থমিত্যুক্ত্বা হস্তযুগ্মেন যত্নতঃ।
সলক্ষণাশ্চ সমিধো বর্হিরিধ্মং সলক্ষণম্ ॥ ৩ ॥
পলাশকাষ্ঠান্যাদায় ত্বগ্নিহোমার্থমাদরাৎ।
মস্তকে ভারকং কৃত্বা খিদ্যমানঃ পদে পদে ॥ ৪ ॥
উদকস্থানমাসাদ্য তদা বালস্তৃষান্বিতঃ।
ভুবি ভারং বিনিক্ষিপ্য জলস্থানে তদা শিশুঃ ॥ ৫ ॥

অর্দ্ধেনৈকোননবতিশ্লোকৈরথ তু ভূভৃতঃ।
পুত্রভার্য্যাকথাং সম্যক্ কথয়ামাস ভূভৃতে ॥

চাণ্ডালেন হরিশ্চন্দ্রে শ্মশানকার্য্যার্থং নিযুক্তে সত্যনন্তরং জাতং বৃত্তমাহ একদাত্বিতি। রন্তুং ক্রীড়িতুং নাতিদূরে নিকটে এব ॥ ১ ॥

শক্ত্যনুসারতো ভারবহনে যাবতী শক্তিঃ স্বস্য তদনুরোধত ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

আর্য্যপ্রীত্যর্থমিতি। বয়স্যৈঃ কিমর্থমিদং দর্ভাহরণং ক্রিয়তে ইতি পৃষ্টে সতি আর্য্যো মম স্বামী ব্রাহ্মণঃ তৎপ্রীত্যর্থমিদং দর্ভাহরণং ময়া ক্রিয়ত ইতি তান্ বয়স্যানুক্ত্বে-ত্যর্থঃ ॥ ৩—৭ ॥

সূত বলিলেন, এদিকে কুমার রোহিতাশ্ব একদিন কাশীর অনতিদূরে ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত বালকগণের সমভিব্যাহারে বহির্গত হইল ॥ ১ ॥ প্রথমতঃ বালকগণের সহিত ক্রীড়া করিল, তাহার পর অগ্রভাগসমন্বিত স্বল্পমূল কোমল দর্ভ সকল স্বীয় শক্তি-অনুসারে গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল ॥ ২ ॥ বালকগণ দর্ভ আহরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, রোহিত বয়স্যদিগকে বলিল, আমার প্রভু ব্রাহ্মণ, তাঁহারই প্রীতি-সম্পাদনের নিমিত্ত ইহা গ্রহণ করিতেছি। তাহাদিগকে এই কথা বলিয়া যজ্ঞীয় লক্ষণাক্রান্ত সমিধ্ এবং অনলসন্দীপক কাষ্ঠ হস্তযুগল দ্বারা যত্নসহকারে সংগ্রহ করিতে লাগিল ॥ ৩ ॥ অনন্তর অনলে হোম করিবার নিমিত্ত আহৃত পলাশকাষ্ঠ ও পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য সকল একত্রিত করিয়া সেই ভার সযত্নে মস্তকে লইল বটে, কিন্তু প্রতিপদেই খিদ্যমান হইতে লাগিল ॥ ৪ ॥

কামতঃ সলিলং পীত্বা বিশ্রম্য চ মুহূর্ত্তকম্।
বল্মীকোপরি বিন্যস্তভারো হর্ত্তুং প্রচক্রমে ॥ ৬ ॥
বিশ্বামিত্রাজ্ঞয়া তাবৎ কৃষ্ণসর্পো ভয়াবহঃ।
মহাবিষো মহাঘোরো বল্মীকান্নির্গতস্তদা ॥ ৭ ॥
তেনাসৌ বালকো দষ্টস্তদৈব চ পপাত হ।
রোহিতাখ্যং মৃতং দৃষ্ট্বা যযুর্বালা দ্বিজালয়ম্ ॥ ৮ ॥
ত্বরিতা ভয়সংবিগ্নাঃ প্রোচুস্তন্মাতুরগ্রতঃ ॥ ৯ ॥
হে বিপ্রদাসি ! তে পুত্রঃ ক্রীড়াং কর্ত্তুং বহির্গতঃ।
অস্মাভিঃ সহিতস্তত্র সর্পদষ্টো মৃতস্ততঃ ॥ ১০ ॥
ইতি সা তদ্বচঃ শ্রুত্বা বজ্রপাতোপমং তদা।
পপাত মূর্চ্ছিতা ভূমৌ ছিন্নেব কদলী যথা ॥ ১১ ॥
অথ তাং ব্রাহ্মণো রুষ্টঃ পানীয়েনাভ্যষিঞ্চত।
মুহূর্ত্তাচ্চেতনাং প্রাপ্তা ব্রাহ্মণস্তামথাব্রবীৎ ॥ ১২ ॥

বালা রোহিতাখ্যস্য বয়স্যাঃ ॥ ৮—১১ ॥
নিশামুখে সায়ংকালে রোদনমলক্ষ্মীকারকমতি নিষিদ্ধমিত্যর্থঃ ॥ ১২—১৩ ॥

তখন সেই বালক পিপাসার্ত্ত হইয়া জল সন্নিহিত স্থানে গমনপূর্ব্বক ভূতলে ভার নিক্ষেপ করিয়া জলপান করিবার নিমিত্ত জলাশয়ে অবতরণ করিল ॥ ৫ ॥ তথায় ইচ্ছানুসারে সলিল পান করিয়া মুহূর্ত্তকাল বিশ্রামের পর যেমন বল্মীকের উপর সেই ভার স্থাপন করিয়া উহা পুনর্ব্বার মস্তকে উত্তোলন করিবার উপক্রম করিল, অমনি বিশ্বামিত্রের আজ্ঞায় প্রাণিপুঞ্জের ভয়াবহ অতীব ঘোরদর্শন মহাবিষ মহাকায় এক কৃষ্ণবর্ণ কাল-সর্প সেই বল্মীক হইতে অকস্মাৎ বহির্গত হইল ॥ ৬—৭ ॥ ঐ সর্প নির্গত হইয়াই বালককে দংশন করিলে, সেই বালক ভূতলে পতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণ পরিত্যাগ করিল। তাহার বয়স্য বালকগণ রোহিতাশ্বকে মৃত দেখিয়া ব্রাহ্মণের আলয়ে গমন করিল ॥ ৮ ॥ অনন্তর বালকগণ ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া অবিলম্বে তাহার মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিল, বিপ্রদাসি ! তোমার পুত্র আমাদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে বাহিরে গমন করিয়াছিল, কিন্তু অকস্মাৎ সেখানে কালসর্প-দংশনে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে ॥ ৯—১০ ॥ রোহিতজননী অশনিপাতসদৃশ কঠোর বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র ছিন্ন-মূল কদলীর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ১১ ॥ সেই সময়ে ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহার মুখ-মণ্ডলে সলিল সেচন করিতে লাগিলেন, পরে তিনি ক্ষণকালমধ্যে চেতনা লাভ করিলে, বিপ্র কুপিত হইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥ দুষ্টে ! নিশামুখে রোদন করা

ব্রাহ্মণ উবাচ।

অলক্ষ্মীকারকং নিন্দ্যং জানতী ত্বং নিশামুখে।
রোদনং কুরুষে দুষ্টে! লজ্জা তে হৃদয়ে ন কিম্॥ ১৩॥
ব্রাহ্মণেনৈবমুক্তা সা ন কিঞ্চিদ্বাক্যমব্রবীৎ॥ ১৪॥
রুরোদ করুণং দীনা পুত্রশোকেন পীড়িতা।
অশ্রুপূর্ণমুখী দীনা ধূসরা মুক্তমূর্দ্ধজা॥ ১৫॥
অথ তাং কুপিতো বিপ্রো রাজপত্নীমভাষত।
ধিক্ ত্বাং দুষ্টে! ক্রয়ং গৃহ্য মম কার্য্যং বিলুম্পসি।
অশক্তা চেৎ কথং তর্হি গৃহীতং মম তদ্ধনম্॥ ১৬॥
এবং নির্ভর্ৎসিতা তেন ক্রূরবাক্যৈঃ পুনঃ পুনঃ।
রুদিতা করুণং প্রাহ বিপ্রং গদ্গদয়া গিরা।
স্বামিন্! মম সুতো বালঃ সর্পদষ্টো মৃতো বহিঃ॥ ১৭॥
অনুজ্ঞাং মে প্রযচ্ছস্ব দ্রষ্টুং যাস্যামি বালকম্।
দুর্লভং দর্শনং তেন সঞ্জাতং মম সুব্রত!॥ ১৮॥

ধূসরা ধূলিভির্মলিনেত্যর্থঃ॥ ১৪॥
ক্রয়ং মৌল্যং গৃহ্য গৃহীত্বেত্যর্থঃ॥ ১৫—২১॥

অতিশয় নিন্দনীয়, বিশেষতঃ ইহাতে অলক্ষ্মীর আবির্ভাব হয়; ইহা জানিয়াও তুমি কেন রোদন করিতেছ? তোমার হৃদয়ে কি কিছুমাত্র লজ্জা নাই?॥ ১৩॥ বিপ্রবর এই প্রকার বলিলেও তিনি তাঁহাকে কোন প্রত্যুত্তর করিলেন না; প্রত্যুত পুত্রশোকে সাতিশয় কাতর হইয়া করুণস্বরে কেবল রোদন করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার শরীর ধূলায় ধূসর, কেশকলাপ বিমুক্ত ও মুখমণ্ডল নয়নজলে অভিষিক্ত হইয়া উঠিল; তিনি শোকে অনবরতই কেবল কাতরভাবে রোদন করিতে লাগিলেন॥ ১৪—১৫॥ তখন সেই ব্রাহ্মণ কুপিত হইয়া রাজপত্নীকে বলিলেন, রে দুষ্টে! তোরে ধিক্! আমি তোকে মূল্য দ্বারা ক্রয় করিয়া আনিয়াছি, তথাপি তুই আমার কার্য্যের হানি করিতেছিস্? তুই যদি আমার কার্য্যই করিতে না পারিবি, তবে কেন অনর্থক আমার অর্থ গ্রহণ করিলি?॥ ১৬॥ সেই ব্রাহ্মণ বারংবার এই প্রকার নিষ্ঠুরবাক্যে তাঁহাকে তিরস্কার করিলে তিনি করুণস্বরে রোদন করিতে করিতে গদ্গদবাক্যে বিপ্রকে বলিলেন, স্বামিন্! আমার বালকপুত্র সর্পদষ্ট হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে॥ ১৭॥ হে সুব্রত! আমি তাহাকে আর দেখিতে পাইব না, সুতরাং আমি সেই বালক পুত্রকে দেখিতে যাইব

ইত্যুক্ত্বা করুণং বালা পুনরেব রুরোদ হ।
পুনস্তাং কুপিতো বিপ্রো রাজপত্নীমভাষত ॥ ১৯ ॥

ব্রাহ্মণ উবাচ।

শঠে! দুষ্টসমাচারে! কিং ন জানাসি পাতকম্।
যঃ স্বামিবেতনং গৃহ্য তস্য কার্য্যং বিলুম্পতি ॥ ২০ ॥
নরকে পচ্যতে সোঽথ মহারৌরবপূর্ব্বকে।
উষিত্বা নরকে কল্পং ততোঽসৌ কুক্কুটো ভবেৎ ॥ ২১ ॥
কিমনেনাথবাকার্য্যং ধর্ম্মসংকীর্ত্তনেন মে।
যস্তু পাপরতো মূর্খঃ ক্রূরো নীচোঽনৃতঃ শঠঃ ॥ ২২ ॥
তদ্বাক্যং নিষ্ফলং তস্মিন্ ভবেদ্বীজমিবোষরে।
এহি তে বিদ্যতে কিঞ্চিৎ পরলোকভয়ং যদি ॥ ২৩ ॥
এবমুক্তাথ সা বিপ্রং বেপমানাব্রবীদ্বচঃ।
কারুণ্যং কুরু মে নাথ! প্রসীদ সুমুখো ভব ॥ ২৪ ॥
প্রস্থাপয় মুহূর্ত্তং মাং যাবদ্দ্রক্ষ্যামি বালকম্।
এবমুক্ত্বাথ সা মূর্দ্ধ্না নিপত্য দ্বিজপাদয়োঃ ॥ ২৫ ॥

ধর্ম্মসঙ্কীর্ত্তনেন কুতঃ কার্য্যং নাস্তীতি চেত্তত্রাহ যস্ত্বিতি। উষরদেশে বীজমিব তদ্বাক্যং ধর্ম্মশাস্ত্রোপদেশবাক্যং তস্মিন্মূর্খত্বাদিধর্ম্মবতি নিষ্ফলং যতস্তত ইত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥
এহি তে ইতি। এহি গৃহকার্য্যার্থমিত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৭ ॥

আপনি কৃপা করিয়া আমাকে সত্বর অনুমতি প্রদান করুন ॥ ১৮ ॥ এই কথা বলিয়া সেই বালা করুণস্বরে পুনর্ব্বার রোদন করিতে লাগিলেন, বিপ্রও মহাকুপিত হইয়া পুনরায় রাজপত্নীকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

শঠে! তোর আচরণ অতীব দূষণীয়; কিসে পাতক হয়, তাহা তুই জানিস্ না। যে মানব প্রভুর বেতন গ্রহণ করিয়া তাহার কার্য্য বিলোপ করে, সে ঘোরতর রৌরব নরকে পচ্যমান হইয়া থাকে। সে অল্পকাল নরকে বাস করিয়া অবশেষে কুক্কুটযোনি প্রাপ্ত হয় ॥ ২০—২১ ॥ অথবা এই ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করায় আমার কোন প্রয়োজন নাই, কারণ যে ব্যক্তি মূর্খ, ক্রূর, নীচ, শঠ ও মিথ্যাবাদী এবং পাপকার্য্যে রত, তাহার নিকট ঈদৃশ বাক্য বলিলে উষরভূমিতে উপ্ত বীজের ন্যায় উহা নিষ্ফল হইয়াই থাকে। অতএব যদি তোমার পরকালের ভয় থাকে তাহা হইলে এক্ষণে আসিয়া গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ কর ॥ ২২—২৩ ॥ তিনি ইহা শ্রবণ করিয়া কম্পিতকলেবরে বিপ্রবরকে বলিলেন, প্রভো! আপনি প্রসন্ন হউন, দাসীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া করুণা প্রকাশ করুন ॥ ২৪ ॥ আমি একবার সেই মৃত বালককে দেখিতে যাইব, অতএব আপনি

রুরোদ করুণং বালা পুত্রশোকেন পীড়িতা।
অথাহ কুপিতো বিপ্রঃ ক্রোধসংরক্তলোচনঃ॥ ২৬ ॥

বিপ্র উবাচ।

কিন্তে পুত্রেণ মে কার্য্যং গৃহকর্ম্ম কুরুষ্ব মে।
কিং ন জানাসি মে ক্রোধং কশাঘাতফলপ্রদম্‌॥ ২৭ ॥
এবমুক্তা স্থিতা ধৈর্য্যাদ্‌ গৃহকর্ম্ম চকার হ।
অর্দ্ধরাত্রো গতস্তস্যাঃ পাদাভ্যঙ্গাদিকর্ম্মণা॥ ২৮ ॥
ব্রাহ্মণেনাথ সা প্রোক্তা পুত্রপার্শ্বং ব্রজাধুনা।
তস্য দাহাদিকং কৃত্বা পুনরাগচ্ছ সত্বরম্‌॥ ২৯ ॥
ন লুপ্যেত যথা প্রাতর্গৃহকর্ম্ম মমেতি চ।
ততস্ত্বেকাকিনী রাত্রৌ বিলপন্তী জগাম হ॥ ৩০ ॥
দৃষ্ট্বা মৃতং নিজং পুত্রং ভৃশং শোকেন পীড়িতা।
যূথভ্রষ্টা কুরঙ্গীব বিবৎসা সৌরভী যথা॥ ৩১ ॥

পাদাভ্যঙ্গাদিকর্ম্মণা পাদসংবাহনাদিনেত্যর্থঃ॥ ২৮ ॥
অথেতি। পাদসংবাহনানন্তরমিত্যর্থঃ॥ ২৯—৩১ ॥

মুহূর্ত্তকালের নিমিত্ত আমাকে পাঠাইয়া দিন। সেই বালা পুত্রশোকে এমন কাতর হইয়াছিলেন যে, এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণের পদতলে মস্তক বিন্যস্ত করিয়া করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন সেই কুপিত বিপ্র ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন॥ ২৫—২৬ ॥

তোমার পুত্রে আমার কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? আমার ক্রোধ কি তুমি জাননা? আমার কশাঘাত কি বিস্মৃত হইয়াছ? অতএব অবিলম্বে আমার গৃহকার্য্যে তৎপর হও॥ ২৭ ॥ তাঁহার ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া রাজমহিষী ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক গৃহকার্য্য করিতে লাগিলেন। সেই বিপ্রের পাদসংবাহন করিতে করিতে রাজপত্নীর অর্দ্ধ রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল॥ ২৮ ॥ সেই কার্য্য শেষ হইলে ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বলিলেন, অধুনা তুমি পুত্রের নিকট গমন কর, কিন্তু তাহার দাহাদি কার্য্য সম্পাদন করিয়া পুনর্ব্বার অবিলম্বে এখানে আগমন করিবে॥ ২৯ ॥ দেখিও যেন আমার প্রাতঃকালীন গৃহকার্য্যের কোন হানি না হয়। পরন্তু রাজপত্নী তাঁহার অনুজ্ঞা পাইয়া একাকিনী বিলাপ করিতে করিতে রাত্রিকালেই পুত্রোদ্দেশে গমন করিলেন॥ ৩০ ॥ ক্রমশঃ বারাণসীর বহির্ভাগে উপনীত হইয়া দেখিলেন যে, তাঁহার পুত্র দরিদ্রের ন্যায় ভূতলে কাষ্ঠ ও তৃণের উপর নিপতিত হইয়া রহিয়াছে। স্বীয় পুত্রকে মৃত অবস্থায় অবলোকন

বারাণস্যা ৰহির্গত্বা ক্ষণাদ্দৃষ্ট্বা নিজং সুতম্।
শয়ানং রঙ্কবদ্ভূমৌ কাষ্ঠদর্ভতৃণোপরি ॥ ৩২ ॥
বিললাপাতিদুঃখার্ত্তা শব্দং কৃত্বা সুনিষ্ঠুরম্।
এহি মে সংমুখং কস্মাদ্রোষিতোঽসি বদাধুনা ॥ ৩৩ ॥
আয়াস্যভিমুখো নিত্যমম্বেত্যুক্ত্বা পুনঃ পুনঃ।
গত্বা স্খলৎপদা তস্য পপাতোপরিমূর্চ্ছিতা ॥ ৩৪ ॥
পুনঃ সা চেতনাং প্রাপ্য দোর্ভ্যামালিঙ্গ্য ৰালকম্
তন্মুখে বদনং ন্যস্য রুরোদার্ত্তস্বনৈস্তদা ॥ ৩৫ ॥
করাভ্যাং তাড়নং চক্রে মস্তকস্যোদরস্য চ।
হা ৰাল ! হা শিশো ! বৎস ! হা কুমারক ! সুন্দর ! ॥ ৩৬ ॥
হা রাজন্ ! ক গতোঽসি ত্বং পশ্যেমং ৰালকং নিজম্।
প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়াংসং ভূতলে পতিতং মৃতম্ ॥ ৩৭ ॥
তথাপশ্যন্ মুখং তস্য ভূয়ো জীবিতশঙ্কয়া।
নির্জীববদনং জ্ঞাত্বা মূর্চ্ছিতা নিপপাত হ ॥ ৩৮ ॥

(রঙ্কবৎ দরিদ্র ইব ॥ ৩২—৩৫ ॥
মস্তকস্য উদরস্য চোভয়ত্রাপ্যাত্মনির্দ্দেশঃ ॥ ৩৬—৩৯ ॥

করিয়া সেই সুদীনা রাজমহিষী যূথভ্রষ্টা কুরঙ্গী ও বৎসহীনা সুরভীর ন্যায় শোকাতুর হইলেন ॥ ৩১—৩২ ॥ তখন রাজপত্নী মাধবী অতীব দুঃখিত হইয়া নিরতিশয় কাতরস্বরে এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন, হা পুত্র ! তুমি একবার আমার সম্মুখে আইস ; কি কারণে তোমার ক্রোধ হইয়াছে, আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল ? ॥ ৩৩ ॥ হা ! বৎস ! তুমি যে পুনঃ পুনঃ মা মা বলিয়া নিরন্তর আমার নিকট আগমন করিতে, তবে কেন এখন আসিতেছ না ? এই কথা বলিতে বলিতেই স্খলিতপদে গিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া তাহার উপর পতিত হইলেন ॥ ৩৪ ॥ তিনি পুনর্ব্বার চেতনা লাভ করিয়া বাহুযুগল দ্বারা পুত্রকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক তদীয় মুখে মুখার্পণ করিয়া কাতর স্বরে হা পুত্র ! ! হা শিশো ! হা বৎস ! হা কুমার ! হা সুন্দর ! বলিয়া ক্রন্দন এবং মস্তকে ও বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫—৩৬ ॥ রাজন্ ! তুমি কোথায় আছ ? তুমি যে স্বীয় পুত্রকে প্রাণ অপেক্ষাও অধিকতর জ্ঞান করিতে ? তোমার সেই পুত্র আজ মৃতাবস্থায় ভূমিতে পতিত রহিয়াছে, একবার আসিয়া নিরীক্ষণ কর ॥ ৩৭ ॥ বুঝি পুত্র পুনর্ব্বার বাঁচিয়াছে এই ভাবিয়া তাঁহার বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু যেমন তাঁহার বদন নির্জ্জীব বলিয়া বোধ হইল, অমনি তৎক্ষণাৎ আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন ॥ ৩৮ ॥ অনতি-

হস্তেন বদনং গৃহ্য পুনরেবমভাষত।
শয়নং ত্যজ হে বাল! শীঘ্রং জাগৃহি ভীষণম্॥ ৩৯॥
নিশার্দ্ধং বর্দ্ধতে চেদং শিবাশতনিনাদিতম্।
ভূতপ্রেতপিশাচাদিডাকিনীযূথনাদিতম্॥ ৪০॥
মিত্রাণি তে গতান্যস্তাত্ত্বমেকস্তু কুতঃ স্থিতঃ॥ ৪১॥

সূত উবাচ।

এবমুক্ত্বা পুনস্তন্বী করুণং প্ররুরোদ হ।
হা শিশো! বাল! হা বৎস! রোহিতাখ্য কুমারক!।
রে পুত্র! প্রতিশব্দং মে কস্মাত্ত্বম প্রযচ্ছসি॥ ৪২॥
তবাহং জননী বৎস! কিং ন জানাসি পশ্য মাম্।
দেশত্যাগাদ্রাজ্যনাশাৎ পুত্রভর্তৃস্ববিক্রয়াৎ॥ ৪৩॥
যদ্দাসীত্বাচ্চ জীবামি ত্বাং দৃষ্ট্বা পুত্র! কেবলম্॥ ৪৪॥

শিবানাং শতস্য নিনাদঃ সঞ্জাতো যস্মিংস্তাদৃশমিত্যর্থঃ॥ ৪০॥
অস্তাদস্তমারভ্য তে তব মিত্রাণি বয়স্যাঃ গৃহান্ গতানি তেষাং মধ্যে ত্বমেবৈকঃ কুতোঽত্র স্থিত ইতি বিলাপবাক্যমেতৎ॥ ৪১॥
প্রতিশব্দং প্রত্যুত্তরম্॥ ৪২॥
পুত্রেতি সম্বোধনম্॥ ৪৩॥
যজ্জীবামি তত্ত্বাং কেবলং দৃষ্ট্বৈব জীবামীত্যর্থঃ॥ ৪৪—৪৭॥

বিলম্বে পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিয়া হস্তদ্বারা তাঁহার বদন গ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় বলিলেন; বৎস! নিদ্রা পরিহার করিয়া সত্বর জাগরিত হও; অধুনা ভীষণ রাত্রি উপস্থিত, এ সময়ে শত শত শিবার ঘোররব কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে। এমন কি ভূত, প্রেত, পিশাচ এবং ডাকিনীগণ যূথে যূথে হুহুঙ্কার রবে ভ্রমণ করিতেছে। তোমার মিত্রগণ সূর্য্য অস্ত হইবামাত্রেই গৃহে প্রতিগমন করিয়াছে, তুমি কেন এখনো একাকী এখানে রহিয়াছ?॥ ৩৯—৪১॥

সূত বলিলেন, এই বলিয়া সেই কৃশাঙ্গী রাজমহিষী পুনরায় করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। হা শিশো! হা বাল! হা বৎস! হা রোহিতাশ্ব! হা কুমার! হা পুত্র! তুমি কেন আমাকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছ না॥ ৪২॥ বৎস! আমি তোমার জননী, তাহা কি তুমি জানিতে পারিতেছ না, একবার আমার দিকে দৃষ্টিপাত কর। পুত্র! আমি রাজ্য হইতে বিচ্যুত ও স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছি, আমার স্বামী ও নিজ দেহ পর্য্যন্ত বিক্রীত হইয়াছে, আমি স্বয়ং দাসীত্ব স্বীকার করিয়াছি। এরূপ অবস্থায় কোন্ ব্যক্তি জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয়? কেবল তোমার মুখকমল নিরীক্ষণ করিয়াই আমি

তে জন্মসময়ে বিপ্রৈরাদিষ্টং যত্ত্বনাগতম্।
দীর্ঘায়ুঃ পৃথিবীরাজঃ পুত্রপৌত্রসমন্বিতঃ।
শৌর্য্যদানরতিঃ সত্ত্বো গুরুদেবদ্বিজার্চ্চকঃ॥ ৪৫॥
মাতাপিত্রোস্তু প্রিয়কৃৎ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ইত্যাদিসকলং জাতমসত্যমধুনা সুত!॥ ৪৬॥
চক্রমৎস্যাবাতপত্রশ্রীবৎসস্বস্তিকধ্বজাঃ।
তব পাণিতলে পুত্র! কলশশ্চামরস্তথা॥ ৪৭॥
লক্ষণানি তথান্যানি ত্বদ্ধস্তে যানি সন্তি চ।
তানি সর্ব্বাণি মোঘানি সঞ্জাতান্যধুনা সুত!॥ ৪৮॥
হা রাজন্! পৃথিবীনাথ! ক্ব তে রাজ্যং ক্ব মন্ত্রিণঃ।
ক্ব তে সিংহাসনং ছত্রং ক্ব তে খড়্গঃ ক্ব তদ্ধনম্॥ ৪৯॥
ক্ব সাযোধ্যা ক্ব হর্ম্ম্যাণি ক্ব গজাশ্বরথপ্রজাঃ।
সর্ব্বমেতত্তথা পুত্র! মাং ত্যক্ত্বা ক্ব গতোঽসি রে!॥ ৫০॥
হা কান্ত! হা নৃপাগচ্ছ পশ্যেমং স্বসুতং প্রিয়ম্।
যেন তে রিঙ্গতা বক্ষঃ কুঙ্কুমেনাবলেপিতম্।
স্বশরীররজঃপঙ্কৈর্ব্বিশালং মলিনীকৃতম্॥ ৫১॥

মোঘানি ব্যর্থানি॥ ৪৮—৫০॥
রিঙ্গতা অতিবালাবস্থাচলনবতা॥ ৫১—৫৩॥

জীবিত রহিয়াছি। তোমার জন্ম সময়ে বিপ্রগণ যে ভবিষ্যৎ বাক্য নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন অদ্যাপি ত তাহার কিছুই লক্ষিত হইল না? তাঁহারা বলিয়াছিলেন, যে এই বালক শূর, বীর, দীর্ঘায়ু, দাতা এবং দেব দ্বিজ ও গুরুগণের পূজায় তৎপর হইবে; অধিক কি, ভূমণ্ডলের এক মাত্র অধীশ্বর হইয়া পুত্র ও পৌত্রগণের সহিত রাজ্যসুখ অনুভব করিবে। এই পুত্র জিতেন্দ্রিয় হইয়া পিতা মাতার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিবে; হা পুত্র! অধুনা সেই সমস্ত কথাই মিথ্যা হইল॥ ৪৩—৪৬॥ হা পুত্র! চক্র, মৎস্য, আতপত্র, শ্রীবৎস, স্বস্তিক, ধ্বজ, কলশ ও চামর প্রভৃতি চিহ্ন সকল তোমার করতলে বিদ্যমান রহিয়াছে; সুত! ইহা ভিন্ন অন্যান্য শুভলক্ষণ সকলও ত্বদীয় পাণিতলে বিরাজমান, কিন্তু আজ সে সমস্তই কি ব্যর্থ হইল?॥ ৪৭—৪৮॥ হা বৎস! তুমি পৃথিবীর অধীশ্বর, কিন্তু তোমার সেই রাজ্য, সেই মন্ত্রিবর্গ, সেই সিংহাসন, সেই ছত্র, সেই খড়্গ, সেই বিপুল ধন, সেই অযোধ্যানগরী, সেই হর্ম্ম্যশ্রেণী সেই গজ-অশ্ব-রথ এবং সেই প্রজাবর্গ আজ কোথায় রহিল? হা পুত্র! এ সমস্ত এবং আমাকেও ত্যাগ করিয়া তুমি কোথায় রহিলে?॥ ৪৯—৫০॥ হা কান্ত!

যেন তে বালভাবেন মৃগনাভিবিলেপিতঃ।
ভ্রংশিতো ভালতিলকস্তবাঙ্কস্থেন ভূপতে! ॥ ৫২ ॥
যস্য বক্ত্রং মৃদালিপ্তং স্নেহাদ্বৈ চুম্বিতং ময়া।
তন্মুখং মক্ষিকালিঙ্গ্যং পশ্যে কীটৈর্ব্বিদূষিতম্ ॥ ৫৩ ॥
হা রাজন্! পশ্য তং পুত্রং ভুবিস্থং রঙ্কবন্মৃতম্ ॥ ৫৪ ॥
হা দেব! কিং ময়াকৃত্যং কৃতং পূর্ব্বভবান্তরে।
তস্য কর্ম্মফলস্যেহ ন পারমুপলক্ষয়ে ॥ ৫৫ ॥
হা পুত্র! হা শিশো! বৎস! হা কুমারক! সুন্দর!।
এবং তস্যা বিলাপং তে শ্রুত্বা নগরপালকাঃ।
জাগৃতাস্ত্বরিতাস্তস্যাঃ পার্শ্বমীয়ুঃ সুবিস্মিতাঃ ॥ ৫৬ ॥

জনা ঊচুঃ।

কা ত্বং বালশ্চ কস্যায়ং পতিস্তে কুত্র তিষ্ঠতি।
একৈব নির্ভয়া রাত্রৌ কস্মাত্ত্বমিহ রোদিষি! ॥ ৫৭ ॥

ভূপতে ইত্যন্তং পূর্ব্বান্বয়ি ॥ ৫৪—৬০ ॥

যে পুত্র অতি বাল্যাবস্থায় হামাগুড়ি দ্বারা চলিয়া গিয়া কুঙ্কুম বিলেপিত তোমার বিশাল বক্ষঃস্থল স্বীয় শরীরের রজঃপঙ্ক দ্বারা মলিন করিত; হা নরনাথ! একবার আসিয়া সেই প্রিয়তম নিজ পুত্রের অবস্থা অবলোকন কর। ভূপতে! যে পুত্র তোমার ক্রোড়ে গিয়া বালস্বভাব সুলভ অজ্ঞানতাবশতঃ মৃগনাভিরচিত কপাল-তিলক মর্দ্দন করিয়া দিত, আজ সেই পুত্রের অবস্থা অবলোকন কর। আহা! পূর্ব্বে আমি ধূলিলিপ্ত যে বদনমণ্ডল চুম্বন করিতাম, আজ সেই বদনকমলে মক্ষিকা উপবেশন করিতেছে, কীট সকল দংশন করিতেছে? হায়! ইহাও আমি স্বচক্ষে দর্শন করিতেছি। হা রাজন্! তোমার সেই পুত্র দরিদ্রের ন্যায় মৃত অবস্থায় ভূমিশয্যায় শয়ান রহিয়াছে, তুমি একবার আসিয়া দর্শন কর ॥ ৫১-৫৪ ॥ হা দৈব! আমি জন্মান্তরে কি অকার্য্যই করিয়াছি যে, ইহকালে সেই কর্ম্মফলের পার পাইবার উপায় দেখিতে পাইতেছি না ॥ ৫৫ ॥ হা পুত্র! হা শিশো! হা বৎস! হা কুমার! হা সুন্দর! আর কোথাও কি তোমাকে দেখিতে পাইব না? রাজমহিষী মাধবী এইরূপে বহু প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন, নগরপালেরা তাঁহার ঈদৃশ বিলাপ-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া জাগরিত হইল এবং অতীব বিস্মিত হইয়া অবিলম্বে তাঁহার নিকট আগমনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসিল ॥ ৫৬ ॥ তুমি কে? এ কাহার পুত্র? তোমার পতি কোথায় আছেন? তুমি একাকিনী নির্ভয়ে রাত্রিকালে কেন এখানে রোদন করিতেছ? ॥ ৫৭ ॥

এবমুক্তাথ সা তন্বী ন কিঞ্চিদ্বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৫৮ ॥
ভূয়োঽপি পৃষ্টা সা তূষ্ণীং স্তব্ধীভূতা বভূব হ।
বিললাপাতিদুঃখার্ত্তা শোকাশ্রুপ্লুতলোচনা ॥ ৫৯ ॥
অথ তে শঙ্কিতাস্তস্যাং রোমাঞ্চিততনূরুহাঃ।
সন্ত্রস্তাঃ প্রাহুরন্যোঽন্যমুদ্ধৃতায়ুধপাণয়ঃ ॥ ৬০ ॥
নূনং স্ত্রী ন ভবত্যেষা যতঃ কিঞ্চিন্ন ভাষতে।
তস্মাদ্বধ্যা ভবেদেষা যত্নতো বালঘাতিনী ॥ ৬১ ॥
শুভা চেত্তর্হি কিং হ্যত্র নিশার্দ্ধে তিষ্ঠতে বহিঃ।
ভক্ষার্থমনয়া নূনমানীতঃ কস্যচিচ্ছিশুঃ ॥ ৬২ ॥
ইত্যুক্ত্বা তৈর্গৃহীতা সা গাঢ়ং কেশেষু সত্বরম্।
ভুজয়োরপরৈশ্চৈব কৈশ্চাপি গলকে তথা ॥ ৬৩ ॥
খেচরী যাস্যতীত্যুক্তং বহুভিঃ শস্ত্রপাণিভিঃ।
আকৃষ্য পক্বণে নীতা চাণ্ডালায় সমর্পিতা ॥ ৬৪ ॥

বালঘাতিনী কাচিদ্বালঘাতিনী রাক্ষসীয়ং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥
শুভা চেদ্ যদি রাক্ষসী নাস্তীত্যর্থঃ। অতএব তস্মাদাহ ভক্ষার্থমিতি ॥ ৬২—৬৫ ॥

তাহারা এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেও সেই কৃশাঙ্গী রাজমহিষী কিছুমাত্র উত্তর করিলেন না ॥ ৫৮ ॥ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেও তিনি নীরবে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই নিরতিশয় দুঃখে কাতর হইয়া আবার বিলাপ করিতে লাগিলেন। শোকবশত তাঁহার নয়নযুগল হইতে অবিরত অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল ॥ ৫৯ ॥

অনন্তর তাহারা তাঁহার উপর সন্দেহ করিয়া অত্যন্ত শঙ্কিত হইল। এমন কি ত্রাসে তাহাদিগের সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত 'হইয়া উঠিল। তখন তাহারা আয়ুধ সকল উদ্ধৃত করত পরস্পর বলিতে লাগিল ॥ ৬০ ॥ এই নারী যখন কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছে না, তখন এ কখনই স্ত্রীলোক নহে; বোধ হয় এ কোন মায়াবিনী বালঘাতিনী রাক্ষসী হইবে, অতএব যত্নসহকারে ইহাকে বধ করা কর্ত্তব্য ॥ ৬১ ॥ যদি রাক্ষসী না হইবে, তবে কেন এই নিশীথ সময়ে নগরের বহির্ভাগে অবস্থিতি করিবে? এই রাক্ষসী কাহারও শিশুকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্তই এখানে আনয়ন করিয়াছে, সন্দেহ নাই ॥ ৬১ ॥ এই কথা বলিয়া তাহারা অনতিবিলম্বে তাঁহার কেশকলাপ সুদৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া রাক্ষসি! কোথায় যাইবি? এই বলিয়া কেহ তাঁহার কর, কেহ বা তাঁহার গ্রীবা ধারণ করিল। তখন সেই অসংখ্য অস্ত্রধারী পুরুষেরা বলপূর্ব্বক তাঁহাকে চণ্ডাল-আলয়ে

হে চাণ্ডাল! ৰহির্দৃষ্টা হ্যস্মাভির্ব্বালঘাতিনী!
বধ্যতাং বধ্যতামেষা শীঘ্রং নীত্বা ৰহিঃস্থলে ॥ ৬৫ ॥
চাণ্ডালঃ প্রাহ তাং দৃষ্ট্বা জ্ঞাতেয়ং লোকবিশ্রুতা।
ন দৃষ্টপূর্ব্বা কেনাপি লোকডিম্ভান্যনেকধা ॥ ৬৬ ॥
ভক্ষিতান্যনয়া ভূরি ভবদ্ভিঃ পুণ্যমর্জ্জিতম্।
খ্যাতির্বঃ শাশ্বতী লোকে গচ্ছধ্বঞ্চ যথাসুখম্ ॥ ৬৭ ॥
দ্বিজস্ত্রীবালগোঘাতী স্বর্ণস্তেয়ী চ যো নরঃ।
অগ্নিদো বর্ত্মঘাতী চ মদ্যপো গুরুতল্পগঃ ॥ ৬৮ ॥
মহাজনবিরোধী চ তস্য পুণ্যপ্রদো বধঃ।
দ্বিজস্যাপি স্ত্রিয়ো বাপি ন দোষো বিদ্যতে বধে ॥ ৬৯ ॥
অস্যা বধশ্চ মে যোগ্য ইত্যুক্ত্বা গাঢ়বন্ধনৈঃ।
ৰদ্ধা কেশেম্বথাকৃষ্য রজ্জুভিস্তামতাড়য়ৎ ॥ ৭০ ॥
হরিশ্চন্দ্রমথোবাচ ৰাচা পরুষয়া তদা।
রে দাস! বধ্যতামেষা দুষ্টাত্মা মা বিচারয় ॥ ৭১ ॥

লোকডিম্ভানি লোকানাং ৰালকাঃ ॥ ৬৬ ॥
পুণ্যমর্জ্জিতমেতস্যা বধেনেত্যর্থঃ ॥ ৬৭—৭২ ॥

লইয়া গিয়া চণ্ডালহস্তে সমর্পণ করিল ॥ ৬৩—৬৪ ॥ সকলে বলিল, হে চণ্ডালপ্রবর! আজ নগরের প্রান্তভাগে এই ৰালঘাতিনী রাক্ষসীকে ধরিয়াছি, অতএব তুমি বহিঃস্থিত বধ্যভূমিতে লইয়া গিয়া ইহাকে শীঘ্রই বধ কর ॥ ৬৫ ॥

চণ্ডাল তাঁহার অবয়ব দর্শন করিয়া বলিল, এই রাক্ষসী ইহলোকে বিখ্যাতা; আমি ইহাকে পূর্ব্ব হইতেই জানি, কিন্তু ইহাকে কখন কেহ দেখিতে পায় না। এই মায়াবিনী সাধারণ লোকের অনেক বালক ভক্ষণ করিয়াছে। ইহার বধনিবন্ধন তোমাদিগের প্রচুর পুণ্য অর্জ্জিত হইবে, আর ইহলোকে তোমাদিগের সুখ্যাতি চিরকাল ঘোষিত হইতে থাকিবে। এক্ষণে তোমরা স্ব স্ব আলয়ে প্রতিগমন কর ॥ ৬৬—৬৭ ॥ যে মানব স্ত্রী, বালক, গো ও ব্রাহ্মণ হত্যা করে, যাহা দ্বারা গৃহে অনল প্রদত্ত হয়, যে লোকের গমনপথ বিলুপ্ত করে, যে গুরুপত্নী হরণ, সাধুজনের সহিত বিরোধ এবং সুরাপান করে, তাহাকে বধ করিলে পুণ্যই হইয়া থাকে; স্ত্রীলোক অথবা ব্রাহ্মণও যদি এরূপ পাপকার্য্যে লিপ্ত হয়, তথাপি তাহাকে বধ করিলে কিছু মাত্র দোষ স্পর্শ হয় না ॥ ৬৮—৬৯ ॥ সুতরাং ইহাকে বধ করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। চণ্ডাল এই কথা বলিয়াই তাঁহাকে গাঢ়তর বন্ধন করিল এবং কেশ আকর্ষণপূর্ব্বক রজ্জু দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল ॥ ৭০ ॥

তদ্বাক্যং ভূপতিঃ শ্রুত্বা বজ্রপাতোপমং তদা।
বেপমানোঽথ চাণ্ডালং প্রাহ স্ত্রীবধশঙ্কিতঃ ॥ ৭২ ॥
ন শক্তোঽহমিদং কর্ত্তুং প্রেষ্যং দেহি মমাপরম্।
অসাধ্যমপি যৎ কর্ম্ম তৎ করিষ্যে ত্বয়োদিতম্ ॥ ৭৩ ॥
শ্রুত্বা তদুক্তং বচনং শ্বপচো বাক্যমব্রবীৎ।
মাভৈষীস্ত্বং গৃহাণাসিং বধোঽস্যাঃ পুণ্যদো মতঃ।
বালানামেব ভয়দা নেয়ং রক্ষ্যা কদাচন ॥ ৭৪ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ৭৫ ॥
স্ত্রিয়ো রক্ষ্যাঃ প্রযত্নেন ন হন্তব্যাঃ কদাচন।
স্ত্রীবধে কীর্ত্তিতং পাপং মুনিভির্ধর্ম্মতৎপরৈঃ ॥ ৭৬ ॥
পুরুষো যঃ স্ত্রিয়ং হন্যাজ্জ্ঞানতোঽজ্ঞানতোঽপি বা।
নরকে পচ্যতে সোঽথ মহারৌরবপূর্ব্বকে ॥ ৭৭ ॥

চাণ্ডাল উবাচ।

মা বদাসিং গৃহাণৈনং তীক্ষ্ণবিদ্যুৎসমপ্রভম্।
যত্রৈকস্মিন্ বধং নীতে বহূনাস্তু সুখং ভবেৎ ॥ ৭৮ ॥

অপরং প্রেষ্যং সেবকং দেহি স বধং করিষ্যতীত্যর্থঃ। অসাধ্যমপীতি। এতদ্ভিন্নমিত্যর্থঃ॥৭৩॥

অনন্তর সে পরুষবাক্যে হরিশ্চন্দ্রকে বলিল, রে দাস! ইহাকে বধ কর, দুষ্ট স্বভাববশতঃ এই স্ত্রী অতিশয় দুষ্টা, অতএব ইহার বধবিষয়ে কিছুমাত্র বিচার করিও না ॥ ৭১ ॥

তখন নরপতি তাহার ঈদৃশ অশনিপাত সদৃশ কঠোরতর বাক্য শ্রবণে কম্পিত হইয়া উঠিলেন, পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া স্ত্রীবধের আশঙ্কায় চণ্ডালকে বলিলেন ॥ ৭২ ॥ আমি এ কার্য্য সম্পাদন করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম, অতএব আপনি এ ভার অন্য ভৃত্যের উপর সমর্পণ করুন, সেই ইহাকে বধ করিবে, আপনি ইহা ব্যতীত যে কোন কার্য্যে আদেশ করিবেন, অসাধ্য হইলেও আমি তাহা সম্পাদন করিব ॥ ৭৩ ॥

রাজার সেই বাক্য শুনিয়া শ্বপচ বলিল, তুমি ভয় পরিত্যাগ করিয়া অসি গ্রহণ কর; এই মায়াবিনী বালকদিগকে নিয়তই বিনষ্ট করে, সুতরাং ইহার বধ পুণ্যজনক, ইহাকে রক্ষা করা কদাচই উচিত নহে ॥ ৭৪ ॥

রাজা তাহার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাদুঃখিত হইয়া বলিলেন, স্ত্রীগণকে সর্ব্বদা যত্নসহকারে রক্ষা করা উচিত, কখনই সংহার করা বিহিত নহে; বিশেষতঃ ধর্ম্মপরায়ণ মুনিগণ স্ত্রীবধে অধিকতর পাপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ৭৫—৭৬ ॥ যে পুরুষ জ্ঞান বা অজ্ঞানবশতঃ স্ত্রীহত্যা করে, সেই মানব মহারৌরব নরকে পচ্যমান হইয়া থাকে সন্দেহ নাই ॥ ৭৭ ॥

তস্য হিংসা কৃতা নূনং বহুপুণ্যপ্রদা ভবেৎ।
ভক্ষিতান্যনয়া ভূরি লোকে ডিম্ভানি দুষ্টয়া।
তৎ ক্ষিপ্রং বধ্যতামেষা লোকঃ স্বস্থো ভবিষ্যতি ॥ ৭৯ ॥

রাজোবাচ।

চাণ্ডালাধিপতে! তীব্রং ব্রতং স্ত্রীবধবর্জ্জনম্।
আজন্মতস্ততো যত্নং ন কুর্য্যাং স্ত্রীবধে তব ॥ ৮০ ॥

চাণ্ডাল উবাচ।

স্বামিকার্য্যং বিনা দুষ্ট! কিং কার্য্যং বিদ্যতে পরম্।
গৃহীত্বা বেতনং মেঽদ্য কস্মাৎ কার্য্যং বিলুম্পসি ॥ ৮১ ॥
যঃ স্বামিবেতনং গৃহ্য স্বামিকার্য্যং বিলুম্পতি।
নরকান্নিষ্কৃতিস্তস্য নাস্তি কল্পাযুতৈরপি ॥ ৮২ ॥

রাজোবাচ।

চাণ্ডালনাথ! মে দেহি প্রাপ্যমন্যৎ সুদারুণম্ ॥ ৮৩ ॥
স্বশত্রুং ব্রূহি তং ক্ষিপ্রং ঘাতয়িষ্যাম্যসংশয়ম্।
ঘাতয়িত্বা তু তং শত্রুং তব দাস্যামি মেদিনীম্ ॥ ৮৪ ॥

(বালঘাতিন্যাঃ স্ত্রিয়া বধে সর্ব্বেষামুপকারঃ অতোঽস্যা বধঃ পুণ্যদ ইত্যর্থঃ ॥ ৭৪-৮৪ ॥

চণ্ডাল বলিল, তুমি একথা বলিও না, বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন তীক্ষ্ণধার এই অসি গ্রহণ কর। যে স্থানে একের বধ সম্পাদিত হইলে অনেকের সুখ সংঘটিত হয় তাহার হিংসা করিলে প্রচুর পুণ্যলাভ হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। এই দুষ্টা অত্রত্য অনেক বালক ভক্ষণ করিয়াছে, অতএব অবিলম্বে ইহাকে বধ করিয়া কাশীস্থ জনসাধারণকে সুস্থ কর ॥ ৭৮-৭৯॥

রাজা বলিলেন, চণ্ডালাধিপতে! আমি জন্মাবধি কখন স্ত্রীবধ করিব না, এই কঠিন ব্রত অবলম্বন করিয়াছি, সেই কারণবশতই আপনার অনুজ্ঞায় স্ত্রীবধবিষয়ে যত্ন করিতে পারিব না ॥ ৮০ ॥

চণ্ডাল বলিল, দুষ্ট! প্রভুর কার্য্য ব্যতীত কোন কার্য্যই শ্রেয়স্কর হইতে পারে না, অতএব বেতন গ্রহণ করিয়া আজ কি কারণে আমার কার্য্য বিলোপ করিতেছ ॥ ৮১ ॥ যে ভৃত্য প্রভুর বেতন লইয়া তাঁহার কার্য্যের হানি করে, সে অযুত কল্পেও নরক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না ॥ ৮২ ॥

রাজা বলিলেন, চণ্ডালনাথ! আমাকে অতীব নিদারুণ অন্য কোন কার্য্যে নিয়োগ করুন, আমি অনায়াসে তাহা সম্পন্ন করিয়া দিব ॥ ৮৩ ॥ অথবা যদি কেহ আপনার শত্রু থাকে, তাহা নির্দ্দেশ করুন, আমি এখনি তাহাকে সংহার করিব সন্দেহ নাই। আমি

দেবদেবোরগৈঃ সিদ্ধৈর্গন্ধর্ব্বৈরপি সংযুতম্।
দেবেন্দ্রমপি জেষ্যামি নিহত্য নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৮৫ ॥
এতচ্ছ্রুত্বা ততো বাক্যং হরিশ্চন্দ্রস্য ভূপতেঃ।
চাণ্ডালঃ কুপিতঃ প্রাহ বেপমানং মহীপতিম্ ॥ ৮৬ ॥

চাণ্ডাল উবাচ।

"নৈতদ্বাক্যং সুঘটিতং হরিশ্চন্দ্রস্য ভূপতেঃ।
চাণ্ডালদাসতাং কৃত্বা শূরাণাং ভাষসে বচঃ।
দাস ! কিং বহুনা নূনং শৃণু মে গদতো বচঃ ॥ ৮৭ ॥
নির্ল্লজ্জ তব চেদস্তি কিঞ্চিৎ পাপভয়ং হৃদি।
কিমর্থং দাসতাং যাতশ্চাণ্ডালস্য তু বেশ্মনি ॥ ৮৮ ॥
গৃহাণৈনং ততঃ খড়্গমস্যাশ্ছিন্ধি শিরোঽসুজম্।
এবমুক্ত্বাথ চাণ্ডালো রাজ্ঞে খড়্গং ন্যবেদয়ৎ ॥ ৮৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে হরিশ্চন্দ্রবিশ্বামিত্রবিবাদসূচনং নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

(অন্যৎ প্রাপ্যং অন্যৎ কার্য্যমিত্যর্থঃ ॥ ৮৫—৮৯ ॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৫॥

সেই শত্রুকে সংহার করিয়া আপনাকে এই পৃথিবী প্রদান করিব ॥ ৮৪ ॥ অধিক কি দেব, দানব, উরগ, কিন্নর, সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণের সহিত যদি ইন্দ্রও স্বয়ং সম্মুখীন হন, তথাপি শাণিত শরনিকরে তাঁহাকে নিধন করিয়া পরাজয় করিতে পারিব, কিন্তু কিছুতেই স্ত্রীহত্যা করিতে পারিব না ॥ ৮৫ ॥

নরপতি হরিশ্চন্দ্রের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া চণ্ডাল ক্রোধে কম্পিত কলেবর হইয়া মহীপতিকে বলিল ॥ ৮৬ ॥ তুমি দাস হইয়া যাহা বলিলে তাহা দাসের উপযুক্ত নহে; তুমি চণ্ডালের দাসত্ব করিয়া সুরগণের বাক্য বলিতেছ, অতএব দাস ! আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, অধুনা যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৮৭ ॥ নির্লজ্জ ! তোমার হৃদয়ে যদি কিছুমাত্রও পাপভয় বিদ্যমান থাকিত, তবে চণ্ডালের আলয়ে কি কারণে দাসত্ব করিতে আসিবে ? ॥ ৮৮ ॥ এই অসি লইয়া ইহার মস্তক ছেদন কর, এই কথা বলিয়া চণ্ডাল রাজাকে খড়্গ প্রদান করিল ॥ ৮৯ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে হরিশ্চন্দ্রের সহিত বিশ্বামিত্রের বিবাদ-সূচনা নামক পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ *॥

ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

ততোঽথ ভূপতিঃ প্রাহ রাজ্ঞীং স্থিত্বা হ্যধোমুখঃ।
অত্রোপবিশ্যতাং বালে! পাপস্য পুরতো মম ॥ ১ ॥
শিরস্তে ছেদয়িষ্যামি হন্তুং শক্নোতি চেৎকরঃ।
এবমুক্ত্বা সমুদ্যম্য খড়্গং হন্তুং গতো নৃপঃ ॥ ২ ॥
ন জানাতি নৃপঃ পত্নীং সা ন জানাতি ভূপতিম্।
অব্রবীদ্ভৃশদুঃখার্ত্তা স্বমৃত্যুমভিকাঙ্ক্ষতী ॥ ৩ ॥

স্ত্র্যুবাচ।

চাণ্ডাল শৃণু মে বাক্যং কিঞ্চিত্ত্বং যদি মন্যসে।
মৃতস্তিষ্ঠতি মে পুত্রো নাতিদূরে বহিঃপুরাৎ ॥ ৪ ॥
তং দহামি হতং যাবদানয়িত্বা তবান্তিকম্।
তাবৎপ্রতীক্ষ্যতাং পশ্চাদসিনা ঘাতয়স্ব মাম্ ॥ ৫ ॥

সার্দ্ধত্রিসহিতৈঃ সপ্ততিশ্লোকৈরথ ভূভৃতা।
জ্ঞাত্বা স্বকীয়পত্নীতি শুশোচ চ ততঃপরম্ ॥
চাণ্ডালেন রাজ্ঞে স্ত্রীবধায় খড়্গে সমর্পিতে ততঃপরং জাতং বৃত্তমাহ ততোঽথেতি ॥১-৮॥

সূত বলিলেন, তৎপরে রাজা হরিশ্চন্দ্র অধোমুখ হইয়া রাজ্ঞীকে বলিলেন, বালে! আমি অতীব পাপিষ্ঠ; নতুবা এরূপ হীনকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইব কেন? যাহা হউক এক্ষণে তুমি আমার সম্মুখে উপবেশন কর ॥ ১ ॥ আমার হস্ত যদি তোমাকে সংহার করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে তোমার শিরশ্ছেদন করিবে। নরপতি এই কথা বলিয়া অসি উদ্যত করত তাঁহাকে সংহার করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন ॥ ২ ॥ রাজা যেমন তাঁহাকে নিজ পত্নী বলিয়া জানিতে পারেন নাই, রাজ্ঞীও সেইরূপ তাঁহাকে হরিশ্চন্দ্র ভূপতি বলিয়া বিদিত হইতে পারেন নাই, সুতরাং রাজ্ঞী শোকবশতঃ সাতিশয় কাতর হইয়া স্বীয় মৃত্যুবাসনায় বলিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥ চণ্ডাল! যদি তোমার অভিরুচি হয়, আমি কিছু বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমার পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া ইহার অনতিদূরে নগরপ্রান্তে পতিত রহিয়াছে, তাহাকে তোমার নিকট আনয়ন করিয়া যে পর্য্যন্ত তাহার দাহকার্য্য সমাধা না করি তাবৎকাল তুমি অপেক্ষা কর, পশ্চাৎ আমাকে অসি

তেনাথ বাঢ়মিত্যুক্ত্বা প্রেষিতা বালকং প্রতি।
সা জগামাতিদুঃখার্ত্তা বিলপন্তী সুদারুণম্। ৬ ॥
ভার্য্যা তস্য নরেন্দ্রস্য সর্পদষ্টং হি বালকম্।
হা পুত্র! হা বৎস! শিশো! ইত্যেবং বদতী মুহুঃ ॥ ৭ ॥
কৃশা বিবর্ণা মলিনা পাংশুধ্বস্তশিরোরুহা।
শ্মশানভূমিমাগত্য বালং স্থাপ্যাবিশদ্ভুবি ॥ ৮ ॥
"রাজন্নদ্য স্ববালং তং পশ্যসীহ মহীতলে।
রমমাণং স্বসখিভির্দ্দষ্টং দুষ্টাহিনা মৃতম্ ॥"
তস্যা বিলাপশব্দং তমাকর্ণ্য স নরাধিপঃ।
শবসন্নিধিমাগত্য বস্ত্রমস্যাক্ষিপত্তদা ॥ ৯ ॥
তাং তথা রুদতীং ভার্য্যাং নাভিজানাতি ভূমিপঃ।
চিরপ্রবাসসন্তপ্তাং পুনর্জাতামিবাবলাম্ ॥ ১০ ॥
সাপি তং চারুকেশান্তং পুরো দৃষ্ট্বা জটালকম্।
নাভ্যজানান্নৃপবরং শুষ্কবৃক্ষত্বচোপমম্ ॥ ১১ ॥

বস্ত্রমস্যাক্ষিপত্তদেতি। অস্য পুত্রশবস্য মুখোপরি যদ্বস্ত্রং স্থিতং তদাক্ষিপৎ আকর্ষিতবানিত্যর্থঃ। কীদৃশঃ পুত্রোঽস্তীতি পরিজ্ঞানার্থমিতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥
ভার্য্যেতি নাভিজানাতি ॥ ১০—১১ ॥

দ্বারা নিহত করিও ॥ ৪—৫ ॥ রাজা বলিলেন, আচ্ছা তাহাই হইবে; এই কথা বলিয়া তাঁহাকে সেই মৃত বালকের নিকট যাইতে অনুমতি দিলেন। তখন সেই শীর্ণদেহা, মলিনবর্ণা ধূলিধূসরিতকেশা রাজমহিষী শ্মশানে উপস্থিত হইয়া উপবেশনপূর্ব্বক সর্পদষ্ট মৃত পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া হা পুত্র! হা বৎস! হা শিশো! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে করিতে নরপতির উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন, রাজন্! আজ আপনার ভূশয্যায় শয়ান পুত্রের দুর্দ্দশা বিলোকন করুন। বৎস আমার বালবন্ধুগণের সহিত ক্রীড়া করিতে গিয়া দুষ্ট কাল সর্পের বিষম দংশনে জীবন ত্যাগ করিয়াছে ॥ ৬—৮ ॥

তখন নরপতি হরিশ্চন্দ্র সেই অবলার ঈদৃশ করুণ বিলাপধ্বনি শ্রবণ করিয়া শবসন্নিধানে আগমনপূর্ব্বক তাহার মুখের আচ্ছাদন বস্ত্র উত্তোলন করিয়া লইলেন ॥ ৯ ॥ দীর্ঘকাল প্রবাসকষ্টে রাজ্ঞীর মূর্ত্তি রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিল, সুতরাং নরপতি সেই রোরুদ্যমানা স্বীয় ভার্য্যাকে চিনিতে পারিলেন না ॥ ১০ ॥ এদিকে রাজারও পূর্ব্বের মত সে কুঞ্চিতাগ্র কেশকলাপ নাই, এখন তাহা জটায় পরিণত হইয়াছে; বিশেষতঃ তাঁহার শরীর শুষ্কবৃক্ষত্বকের ন্যায় রুক্ষভাব ধারণ করিয়াছে, সুতরাং রাজ্ঞীও নরপতিকে চিনিতে পারিলেন না ॥ ১১ ॥

ভূমৌ নিপতিতং বালং দৃষ্ট্বাশীবিষপীড়িতম্।
নরেন্দ্রলক্ষণোপেতমচিন্তয়দসৌ নৃপঃ ॥ ১২ ॥
অস্য পূর্ণেন্দুবদ্বক্তং শুভমুন্নসমব্রণম্।
দর্পণপ্রতিমোত্তুঙ্গং কপোলযুগশোভিতম্ ॥ ১৩ ॥
নীলান্ কেশান্ কুঞ্চিতাগ্রান্ সমান্দীর্ঘাংস্তরঙ্গিণঃ।
রাজীবসদৃশে নেত্রে ওষ্ঠৌ বিম্বফলোপমৌ ॥ ১৪ ।
বিশালবক্ষা দীর্ঘাক্ষো দীর্ঘবাহুন্নতাংসকঃ।
বিশালপাদো গম্ভীরঃ সূক্ষ্মাঙ্গুল্যবনীধরঃ।
মৃণালপাদো গম্ভীরনাভিরুদ্ধতকন্ধরঃ ॥ ১৫ ॥
অহো কষ্টং নরেন্দ্রস্য কস্যাপ্যেষ কুলে শিশুঃ।
জাতো নীতঃ কৃতান্তেন কালপাশাদ্দুরাত্মনা ॥ ১৬ ॥

সূত উবাচ।

এবং দৃষ্ট্বাথ তং বালং মাতুরঙ্কে প্রসারিতম্।
স্মৃতিমভ্যাগতো রাজা হাহেত্যশ্রূণ্যপাতয়ৎ ॥ ১৭ ॥
সোঽপ্যুবাচ চ বৎসো মে দশামেতামুপাগতঃ ॥ ১৮ ॥

তরঙ্গিণঃ কুটিলানিত্যর্থঃ ॥ ১৪—১৭ ॥
স্মৃতিমভ্যাগত ইতি মমৈবায়ং পুত্র ইতি স্বপুত্রস্মৃতির্জাতেত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

তখন রাজা ভূতলনিপতিত বিষজর্জ্জরিত সেই বালকের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে রাজলক্ষণ সকল অবলোকন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥ ইহার বদনমণ্ডল পূর্ণ শশধরের ন্যায় অতীব সুন্দর, কুত্রাপি বিন্দুমাত্র ব্রণ নাই; নাসিকা উন্নত; কপোলদ্বয় দর্পণসদৃশ বিমল ও প্রশান্ত; কেশকলাপ নীলবর্ণ, কুঞ্চিতাগ্র, সমান, সুদীর্ঘ ও তরঙ্গিত; নেত্রযুগল কমলদলসদৃশ বিস্ফার; ওষ্ঠদ্বয় বিম্বফলসদৃশ লোহিতবর্ণ; বক্ষঃস্থল বিশাল; নয়ন আকর্ণ-বিশ্রান্ত; বাহু আজানুলম্বিত; অংসযুগল উন্নত; পাদযুগল বিশাল অথচ মৃণালের ন্যায় সুদৃশ্য; আকৃতি গম্ভীর, অঙ্গুলি সকল সূক্ষ্ম অথচ ভূমণ্ডল ধারণে সক্ষম; নাভি গভীর এবং স্কন্ধদেশ উন্নত ॥ ১৩—১৫ ॥ নিশ্চয়ই এই শিশু কোন রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, অহো! কি কষ্ট! দুরাত্মা কৃতান্ত ইহাকে এই দশায় আনয়ন করিয়াছে? ॥ ১৬ ॥

সূত বলিলেন, পরে মাতার ক্রোড়ে শয়ান সেই মৃত বালকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া রাজা হরিশ্চন্দ্রের মনে পূর্ব্ব স্মৃতির আবির্ভাব হইল। তখন তিনি স্বীয় পুত্র বলিয়া জানিতে পারিয়া হায়! হায়! শব্দে রোদন করিতে লাগিলেন। অনবরত অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। বলিলেন আমারই বৎসের এই অবস্থা ঘটিয়াছে? ॥ ১৭—১৮

নীতো যদি চ ঘোরেণ কৃতান্তেনাত্মনো বশম্।
বিচারয়িত্বা রাজাসৌ হরিশ্চন্দ্রস্তথাস্থিতঃ॥ ১৯॥
ততো রাজ্ঞী মহাদুঃখাবেশাদিদমভাষত॥ ২০॥

রাজ্ঞ্যুবাচ।

হা বৎস! কস্য পাপস্য ত্বপধ্যানাদিদং মহৎ।
দুঃখমাপতিতং ঘোরং তদ্রূপং নোপলভ্যতে॥ ২১॥
হা নাথ! রাজন্! ভবতা মামপাস্য সুদুঃখিতাম্।
কস্মিন্ সংস্থীয়তে স্থানে বিশ্রব্ধং কেন হেতুনা॥ ২২॥
রাজ্যনাশঃ সুহৃত্ত্যাগো ভার্য্যাতনয়বিক্রয়ঃ।
হরিশ্চন্দ্রস্য রাজর্ষেঃ কিং বিধাতঃ! কৃতং ত্বয়া॥ ২৩॥
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা রাজা স্থানচ্যুতস্তদা।
প্রত্যভিজ্ঞায় দেবীং তাং পুত্রঞ্চ নিধনং গতম্॥ ২৪॥
কষ্টং মমৈব পত্নীয়ং বালকশ্চাপি মে সুতঃ।
জ্ঞাত্বা পপাত সন্তপ্তো মূর্চ্ছামভিজগাম হ॥ ২৫॥

তথা স্থিতঃ স্ত্রিয়ং প্রতি ন কিঞ্চিদুবাচেত্যর্থঃ॥ ১৯—২০॥
যস্যাপধ্যানাদাপতিতং তদ্রূপমিত্যর্থঃ॥ ২১—২২॥
প্রত্যভিজ্ঞায়েতি। পূর্ব্বানুভূতচিহ্নজ্ঞানেনেত্যর্থঃ॥ ২৩—২৮॥

যদিও পুত্র ঘোরতর শমনের বশবর্ত্তী হইয়াছে, তথাপি রাজা হরিশ্চন্দ্র ক্ষণকাল মনে মনে চিন্তা করিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন॥ ১৯॥

অনন্তর রাজ্ঞী ঘোরতর দুঃখের আবেগ বশতঃ বলিলেন, হা বৎস! কোন্ পাপের পরিচিন্তায় আমার এই ভয়ানক দুঃখ উপস্থিত হইল, তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না॥ ২০—২১॥ হা নাথ! হা রাজন! আমি যারপর নাই দুঃখে কাতর হইয়াছি, ঈদৃশ অবস্থায় আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কি কারণে কোন্ স্থানে বিশ্রব্ধভাবে কাল অতিবাহিত করিতেছ?॥ ২২॥ বিধাতঃ! তুমি রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের রাজ্যনাশ, সুহৃদ্ত্যাগ, এবং ভার্য্যা ও তনয় বিক্রয় পর্য্যন্ত ঘটাইলে? তিনি তোমার এত কি অপকার করিয়াছেন?॥ ২৩॥ তখন রাজা তাঁহার এই প্রকার বিলাপধ্বনি শ্রবণ করিয়া ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন, এবং সেই দেবী ও মৃত পুত্রকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন, ইনিই আমার পত্নী এবং এই মৃত শিশুই আমার পুত্র। অহো! কি কষ্ট পরম্পরা। এইরূপে নিরতিশয় শোকভরে আক্রান্ত ও মূর্চ্ছিত হইয়া রাজা ভূতলে পতিত হইলেন। রাজ্ঞীও রাজার তাদৃশ অবস্থা দর্শনে যেমন হরিশ্চন্দ্র বলিয়া চিনিতে পারিলেন, অমনি মূর্চ্ছিত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া ধরণীতলে নিপতিত

সা চ তং প্রত্যভিজ্ঞায় তামবস্থামুপাগতম্।
মূর্চ্ছিতা নিপপাতার্ত্তা নিশ্চেষ্টা ধরণীতলে ॥ ২৬ ॥
চেতনাং প্রাপ্য রাজেন্দ্রো রাজপত্নী চ তৌ সমম্।
বিলেপতুঃ সুসন্তপ্তৌ শোকভারেণ পীড়িতৌ ॥ ২৭ ॥

রাজোবাচ।

হা বৎস! সুকুমারন্তে বদনং কুঞ্চিতালকম্।
পশ্যতো মে মুখং দীনং হৃদয়ং কিং ন দীর্য্যতে ॥ ২৮ ॥
তাত! তাতেব মধুরং ব্রুবাণং স্বয়মাগতম্।
উপগুহ্যৈকদা বক্ষ্যে বৎস! বৎসেতি সৌহৃদাৎ ॥ ২৯ ॥
কস্য জানুপ্রণীতেন পিঙ্গেন ক্ষিতিরেণুনা।
মমোত্তরীয়মুৎসঙ্গং তথাঙ্গং মলমেষ্যতি ॥ ৩০ ॥
ন বালং মম সম্ভূতং মনোহৃদয়নন্দন!।
ময়াসি পিতৃমান্ পিত্রা বিক্রীতো যেন বস্তুবৎ ॥ ৩১ ॥
গতং রাজ্যমশেষং মে সবান্ধবধনং মহৎ।
হীনদৈবান্নৃশংসেন দৃষ্টো মে তনয়স্ততঃ ॥
অহং মহাহিদষ্টস্য পুত্রস্যাননপঙ্কজম্।
নিরীক্ষন্নদ্য ঘোরেণ বিষেণাধিকৃতোঽধুনা ॥ ৩২ ॥

বক্ষ্যে কিমিতি শেষঃ ॥ ২৯ ॥
পুত্রমুখমদ্যাপি মম নালং সম্ভূতমিত্যর্থঃ ॥ ৩০—৩২ ॥

হইলেন ॥ ২৪—২৬ ॥ কিয়ৎকাল পরে রাজেন্দ্র এবং রাজ্ঞী উভয়েই এককালে চেতনা লাভ করিলেন, পরে শোকভরে নিতান্ত সন্তপ্ত ও কাতর হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥

রাজা বলিতে লাগিলেন, হা বৎস! তোমার সেই কুঞ্চিত-অলক-শোভিত সুকোমল বদনমণ্ডল আজ মলিন দেখিয়াও কেন আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না? ॥ ২৮ ॥ রোহিত! তুমি মধুরস্বরে তাত! তাত! বলিয়া কবে আমার নিকট আসিবে? আমি স্নেহবশতঃ বক্ষে করিয়া বৎস! বৎস! বলিয়া কবে তোমায় সম্বোধন করিব? ॥ ২৯ ॥ কাহার জানুলিপ্ত পিঙ্গলবর্ণ ক্ষিতিরেণু দ্বারা আমার উত্তরীয়, উৎসঙ্গ ও অঙ্গ মলিন হইবে? ॥ ৩০ ॥ হে হৃদয়ানন্দবর্দ্ধন! আমি পিতা হইয়াও সামান্য বস্তুর ন্যায় তোমাকে বিক্রয় করিয়াছি। অদ্যাপি আমার পুত্রসুখসম্ভোগ পর্য্যাপ্ত হয়নাই ॥ ৩১ ॥ হীন দৈবের বিড়ম্বনায় আমার অসীম রাজ্য, বান্ধব ও প্রভূত ধন অন্তর্হিত হইয়াছে, অবশেষে

এবমুক্ত্বা তমাদায় বালকং বাষ্পগদ্গদঃ।
পরিষ্বজ্য চ নিশ্চেষ্টো মূর্চ্ছয়া নিপপাত হ ॥ ৩৩ ॥
ততস্তং পতিতং দৃষ্ট্বা শৈব্যা চৈবমচিন্তয়ৎ।
অয়ং স পুরুষব্যাঘ্রঃ স্বরেণৈবোপলক্ষ্যতে।
বিদ্বজ্জনমনশ্চন্দ্রো হরিশ্চন্দ্রো ন সংশয়ঃ ॥ ৩৪ ॥
তথাস্য নাসিকা তুঙ্গা তিলপুষ্পোপমা শুভা।
দন্তাশ্চ মুকুলপ্রখ্যাঃ খ্যাতকীর্ত্তের্মহাত্মনঃ ॥ ৩৫ ॥
শ্মশানমাগতঃ কস্মাদ্যদ্যেবং স নরেশ্বরঃ।
বিহায় পুত্রশোকং সা পশ্যন্তী পতিতং পতিম্ ॥ ৩৬ ॥
প্রহৃষ্টা বিস্মিতা দীনা ভর্ত্তৃপুত্রার্ত্তিপীড়িতা।
বীক্ষন্তী সা তদাপপ্তন্মূর্চ্ছয়া ধরণীতলে ॥ ৩৭ ॥
প্রাপ্য চেতশ্চ শনকৈঃ সা গদ্গদমভাষত।
ধিক্ত্বাং দৈব! হ্যকরুণ! নির্মর্য্যাদ! জুগুপ্সিত!।
যেনায়মমরপ্রখ্যো নীতো রাজা শ্বপাকতাম্ ॥ ৩৮ ॥

শৈব্যা তস্য পত্নী ॥ ৩৩ ॥
অয়ং স ইতি। পূর্ব্বং সন্দিগ্ধং জ্ঞানং জাতমধুনা তু নিশ্চিতং জাতমিত্যর্থঃ ॥ ৩৪—৩৬॥
অপপ্তদিতি লুঙো রূপং পতিতবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৭—৪০ ॥

আমার এক মাত্র পুত্র ছিল তাহাও নৃশংস শমনের নয়নপথে পতিত হইল। হায়! বিষম সর্পদংশনে মৃত পুত্রের বদনকমল নিরীক্ষণ করিয়া আজ আমি ঘোরতর সন্তাপবিষে দগ্ধ হইলাম ॥ ৩২ ॥ রাজা বাষ্পগদ্গদস্বরে এই কথা বলিয়া যেমন সেই বালককে ক্রোড়ে করিবেন, অমনি মূর্চ্ছা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া ভূতলে পাতিত করিল ॥ ৩৩ ॥

অনন্তর রাজাকে নিপতিত দেখিয়া শৈব্যা এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, ইহাঁর যেরূপ কণ্ঠস্বর, তাহাতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, ইনিই সেই পুরুষপ্রবর বিদ্বজ্জন-চিত্তরঞ্জক রাজা হরিশ্চন্দ্র ॥ ৩৪ ॥ সেই খ্যাতকীর্ত্তি হরিশ্চন্দ্রের যেমন মুকুল সদৃশ দশন-পংক্তি এবং নাসিকা উন্নত ও তিলফুলসদৃশ সুকুমার, ইহাঁরও অবিকল সেইরূপ দেখি-তেছি ॥ ৩৫ ॥ কিন্তু যদি ইনিই সেই নরেশ্বর হরিশ্চন্দ্র, তবে কি কারণে শ্মশানে আগমন করিলেন? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে পুত্রশোক পরিত্যাগপূর্ব্বক যেমন ভূপতিত পতিকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেম, অমনি হর্ষ, বিষাদ ও বিস্ময় যুগপৎ তাঁহার হৃদয় আক্রমণ করিল। তখন তিনি রাজাকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া অবনীতলে পতিত হইলেন ॥ ৩৬—৩৭ ॥ পরে ক্রমশ চৈতন্যলাভ করিয়া কাতরস্বরে বলিলেন, হা

রাজ্যনাশং সুহৃত্ত্যাগং ভার্য্যাতনয়বিক্রয়ম্।
প্রাপয়িত্বাপি যেনাদ্য চাণ্ডালোঽয়ং কৃতো নৃপঃ ॥ ৩৯ ॥
নাদ্য পশ্যামি তে ছত্রং সিংহাসনমথাপি বা।
চামরব্যজনে বাপি কোঽয়ং বিধিবিপর্য্যয়ঃ ॥ ৪০ ॥
যস্যাস্য ব্রজতঃ পূর্ব্বং রাজানো ভৃত্যতাং গতাঃ।
স্বোত্তরীয়ৈঃ প্রকুর্ব্বন্তি বিরজস্কং মহীতলম্ ॥ ৪১ ॥
সোঽয়ং কপালসংলগ্নে ঘটীপটনিরন্তরে।
মৃতনির্ম্মাল্যসূত্রান্তর্লগ্নকেশসুদারুণে ॥ ৪২ ॥
বসানিষ্পন্দসংশুষ্কমহাপটলমণ্ডিতে।
ভস্মাঙ্গারার্দ্ধদগ্ধাস্থিমজ্জাসংঘট্টভীষণে ॥ ৪৩ ॥

যস্যাস্যেতি। পূর্ব্বং ভৃত্যতাং গতা রাজানঃ স্বোত্তরীয়ৈর্লম্বায়মানৈর্ভূমিস্পৃশৈর্ব্বস্ত্রৈঃ পাদচারিণোঽগ্রে ধাবমানা বিরজস্কং মহীতলং কুর্ব্বন্তি এতাদৃশং যস্যৈশ্বর্য্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥
কপালসংলগ্নে নরকপালযুক্তে। ঘটীপটনিরন্তরে শবসংস্কারার্থমানীতা অল্পঘটা ঘট্যঃ শবপটাশ্চ তৈর্নিরন্তরে নিরবকাশে ইত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥
মৃতানাং নির্ম্মাল্যসূত্রং তৎকণ্ঠগতপুষ্পমালাসম্বন্ধিত তদন্তস্তন্মধ্যে লগ্না যে শবকেশাস্তৈঃ সুদারুণে ভয়ঙ্করে। বসানিষ্পন্দেন যুক্তং সংশুষ্কং সূর্য্যকিরণৈরেতাদৃশং খরং যন্মহাপটলং ভূমেস্তেন মণ্ডিতে ॥ ৪৩ ॥

দৈব! যে রাজা এক সময়ে অমর সদৃশ ছিলেন, আজ তুমি সেই নরপতিকে রাজ্যনাশ সুহৃদ্ ত্যাগ, ভার্য্যা এবং পুত্র পর্য্যন্তও বিক্রয় করাইয়া চাণ্ডালরূপে পরিণত করিয়াছ? অতএব তোমার দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই, ন্যায়ান্যায় বিচার নাই ও লজ্জাও নাই, সুতরাং তোমাকে ধিক্ ॥ ৩৮—৩৯ ॥ রাজন্! অদ্য তোমার সেই ছত্র, সেই সিংহাসন, সেই চামর, সেই ব্যজন যুগল কোথায় গেল? আজ বিধাতার এ কি বিপরিণাম? ॥ ৪০ ॥ পূর্ব্বে এই মহাত্মা গমন করিলে রাজগণ ভৃত্যস্বরূপ হইয়া স্বীয় উত্তরীয় দ্বারা মহীতলের ধূলা অপসারণ করিতেন ॥ ৪১ ॥ অহো! আজ সেই রাজাধিরাজ হরিশ্চন্দ্র দুঃখভারে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া অপবিত্র শ্মশানে বিচরণ করিতেছেন? এই শ্মশানভূমির সকল স্থানেই অসংখ্য নরকপাল পতিত এবং শবের শরীরসংস্কার করিবার নিমিত্ত আনীত ক্ষুদ্র কলশ সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, এমন কি ইহার মধ্যে প্রবেশের কিছুমাত্র পথ বিদ্যমান নাই। মৃত মানবগণের গলে যে পুষ্পমালা শোভিত হয়, সেই নির্ম্মাল্য মাল্যের সূত্রে শবের কেশ-কলাপ জড়িত হইয়া শ্মশানের ভীষণতা সম্পাদন করিতেছে। ভস্ম, অঙ্গার, অর্দ্ধদগ্ধ শব, অস্থি এবং মজ্জা সজ্জিত হইয়া ইহার অধিকতর ভীষণতা. উৎপাদন করিতেছে। এই শ্মশানভূমির অধিক স্থানেই বসা সকল স্খলিত হইয়া সূর্য্যের উত্তাপে শুষ্ক হইয়া রহিয়াছে। ইহার স্থানে স্থানে গৃধ্র ও শকুনী সকল চীৎকার রব এবং মাংসলোলুপ কাক প্রভৃতি

গৃধ্রগোমায়ুনাদার্ত্তে পুষ্টক্ষুদ্রবিহঙ্গমে।
চিতাধূমায়তপটনীলীকৃতদিগন্তরে ॥ ৪৪ ॥
কুণপাস্বাদনমুদা সম্প্রকৃষ্টনিশাচরে।
চরত্যমেধ্যে রাজেন্দ্রঃ শ্মশানে দুঃখপীড়িতঃ ॥ ৪৫ ॥
এবমুক্ত্বাথ সংশ্লিষ্য কণ্ঠে রাজ্ঞো নৃপাত্মজা।
কষ্টং শোকসমাবিষ্টা বিললাপার্ত্তয়া গিরা ॥ ৪৬ ॥
রাজন্! স্বপ্নোঽথ তথ্যং বা যদেতন্মন্যতে ভবান্।
তৎকথ্যতাং মহাভাগ! মনো বৈ মুহ্যতে মম ॥ ৪৭ ॥
যদ্যেতদেবং ধর্ম্মজ্ঞ! নাস্তি ধর্ম্মে সহায়তা।
তথৈব বিপ্রদেবাদিপূজনে সত্যপালনে ॥ ৪৮ ॥
নাস্তি ধর্ম্মঃ কুতঃ সত্যং নার্জ্জবং নানৃতাংশতা।
যত্র ত্বং ধর্ম্মপরমঃ স্বরাজ্যাদবরোপিতঃ ॥ ৪৯ ॥

ভস্ম চাঙ্গারাশ্চার্দ্ধদগ্ধশবাশ্চাস্থীনি চ মজ্জা চ তেষাং সংঘট্টঃ সংমর্দ্দস্তেন ভীষণে। গৃধ্রগোমায়ুনাং নাদৈরার্ত্তে যুক্তে পুষ্টাঃ ক্ষুদ্রবিহঙ্গমা মাংসভক্ষিণঃ কাকাদয়ো যস্মিন্ ॥ ৪৪ ॥

চিতাধূম এবায়তঃ পটস্তেন নীলীকৃতং দিগন্তরং যস্য। কুণপানাং শবানাং যদাস্বাদনং ভক্ষণং তন্মুদা সম্প্রকৃষ্টাঃ সংসক্তা নিশাচরা রাক্ষসা যস্মিন্ ॥ ৪৫—৪৬ ॥

যদেতন্মন্যতে ইতি। চাণ্ডালদাসোঽহমস্মীতি যত্ত্বমন্যতে তৎ স্বপ্নো বা মিথ্যা বা উত তথ্যং বেত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

যদ্যেতদেবং যদি বাস্তবিকী চাণ্ডালদাসেত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

যদি ধর্ম্ম এব নাস্তি তদা সত্যং কুতস্তদপি তথার্জ্জবং তথানৃতাংশতাপি নাস্তীত্যর্থঃ। ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ ফলভেদে হি তদ্বিভাগস্তদভাবে তদ্বিভাগস্যাপ্যভাব ইতি ভাবঃ ॥ ৪৯—৫২ ॥

পক্ষিগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। চিতাধূমরূপ আয়তপটদ্বারা ইহার সকল দিগ্‌বিভাগই নীলবর্ণে পরিণত হইতেছে। রাক্ষসগণ শবসমূহের মাংস ভক্ষণে আনন্দিত হইয়া উহার মধ্যে নিরন্তর বিরাজমান রহিয়াছে ॥ ৪২—৪৫ ॥ মহারাজ ঈদৃশ অবস্থায় এখানে কালযাপন করিতেছেন? হায়! হায়! কি কষ্ট! রাজতনয়া শৈব্যা এইরূপ ঘোরতর শোকে অভিভূত হইলেন এবং রাজার কণ্ঠদেশ আলিঙ্গন করিয়া কাতরস্বরে পুনরায় বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬ ॥ রাজন্! আপনি যে বলিলেন, "আমি চাণ্ডাল" ইহা কি স্বপ্ন? অথবা সত্য? মহারাজ! যদি চণ্ডালদাসত্বই সত্য হয়, তবে আমাকে তাহা বলুন, কেন না আমার মন নিতান্ত বিমোহিত হইতেছে ॥ ৪৭ ॥ ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি ধর্ম্মে নিরতিশয় আস্থা প্রদর্শন করিয়াই স্বীয় সিংহাসন হইতে অবরোপিত হইয়াছেন, অতএব ধর্ম্মকার্য্যে সত্য পালন এবং বিপ্র ও দেবাদির পূজা বিষয়ে যদি এই প্রকার সাহায্য লাভ হয়, তাহা হইলে

সূত উবাচ ।

ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা নিঃশ্বস্যোষ্ণং সগদ্গদঃ ।
কথয়ামাস তম্বঙ্গ্যৈ যথা প্রাপ্তঃ শ্বপাকতাম্ ॥ ৫০ ॥
রুদিত্বা সা তু সুচিরং নিশ্বস্যোষ্ণং সুদুঃখিতা ।
স্বপুত্রমরণং ভীরুর্যথাবত্তং ন্যবেদয়ৎ ॥ ৫১ ॥
শ্রুত্বা রাজা তথা বাক্যং নিপপাত মহীতলে ।
মৃতপুত্রং সমানীয় জিহ্বয়া বিলিহন্ মুহুঃ ॥ ৫২ ॥
হরিশ্চন্দ্রমথো প্রাহ শৈব্যা গদ্গদয়া গিরা ।
কুরুষ্ব স্বামিনঃ প্রেষ্যং ছেদয়িত্বা শিরো মম ॥ ৫৩ ॥
স্বামিদ্রোহো ন তে স্বদ্য মাসত্যো ভব ভূপতে ! ।
মাসত্যং তব রাজেন্দ্র ! পরদ্রোহস্তু পাতকম্ ॥ ৫৪ ॥
এতদাকর্ণ্য রাজা তু পপাত ভুবি মূর্চ্ছিতঃ ।
ক্ষণেন চেতনাং প্রাপ্য বিললাপাতিদুঃখিতঃ ॥ ৫৫ ॥

(স্বামিনঃ প্রেষ্যং কুরুষ্ব মাং ছিত্ত্বা প্রভুনিয়োগং প্রতিপালয়েত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥ স্বামিনশ্চাণ্ডালস্য দ্রোহ আদেশোল্লঙ্ঘনরূপমনিষ্টাচরণমিত্যর্থঃ । অসত্যোমাভব স্বামিন আজ্ঞাপালনে পরাঙ্মুখঃ সন্নসত্যপ্রতিজ্ঞোমাভব ইত্যর্থঃ ॥ ৫৪—৫৬ ॥)

ধর্ম্মও রক্ষিত হইতে পারে না, সুতরাং ধর্ম্ম না রক্ষিত হইলেই সত্য, আর্জ্জব ও অনৃতাংশতাও রক্ষা হইবে না। ॥ ৪৮—৪৯ ॥

সূত বলিলেন, শীর্ণদেহা শৈব্যার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে রাজা দীর্ঘ অথচ উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া যে প্রকারে শ্বপচত্ব প্রাপ্ত হইলেন, বাষ্পকণ্ঠে পত্নীর নিকটে সবিস্তার বর্ণন করিলেন ॥ ৫০ ॥ সেই ভীরু রাজপত্নী সমস্ত শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত মনে উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে প্রকারে পুত্রের মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে, আদ্যোপান্ত রাজার নিকট নিবেদন করিলেন ॥ ৫১ ॥ শ্রবণমাত্রেই রাজা মূর্চ্ছিত হইয়া মহীতলে নিপতিত হইলেন। পরে ক্রমশ চেতনা লাভ করিয়া জিহ্বা সংস্পর্শপূর্ব্বক বারংবার মৃতপুত্রের মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন ॥ ৫২ ॥ তখন শৈব্যা গদ্গদস্বরে হরিশ্চন্দ্রকে বলিলেন, একণে আমার মস্তক ছেদন করিয়া প্রভুর আদেশ প্রতিপালন করুন ॥ ৫৩ ॥ ভূপতে ! তাহা হইলে আপনি সত্য হইতে পরিত্রাণ পাইবেন এবং প্রভুর আদেশও লঙ্ঘন করা হইবে না। রাজেন্দ্র ! বিশেষতঃ ইহাতে পরদ্রোহজনিত বা অসত্য ব্যবহারজনিত পাপ আপনাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না ॥ ৫৪ ॥ ইহা শ্রবণ করিয়া রাজা মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন, কিন্তু ক্ষণমাত্রেই চেতনা লাভ করিয়া নিরতিশয় দুঃখভরে বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫ ॥

রাজোবাচ।

কথং প্রিয়ে ! ত্বয়া প্রোক্তং বচনং ত্বতিনিষ্ঠুরম্।
যদশক্যং ভবেদ্ বক্তুং তৎকর্ম্ম ক্রিয়তে কথম্ ॥ ৫৬ ॥

পত্ন্যুবাচ।

ময়া চ পূজিতা গৌরী দেবা বিপ্রাস্তথৈব চ।
ভবিষ্যতি পতিস্ত্বং মে হ্যন্যস্মিন্ জন্মনি প্রভো ! ॥ ৫৭ ॥
শ্রুত্বা রাজা তদা বাক্যং নিপপাত মহীতলে।
মৃতস্য পুত্রস্য তদা চুচুম্ব দুঃখিতো মুখম্ ॥ ৫৮ ॥

রাজোবাচ।

প্রিয়ে ! ন রোচতে দীর্ঘং কালং ক্লেশং ময়াশিতুম্।
নাত্মায়ত্তোঽহং তন্বঙ্গি ! পশ্য মে মন্দভাগ্যতাম্ ॥ ৫৯ ॥
চাণ্ডালেনাননুজ্ঞাতঃ প্রবেক্ষ্যে জ্বলনং যদি।
চাণ্ডালদাসতাং যাস্যে পুনরপ্যন্যজন্মনি ॥ ৬০ ॥
নরকঞ্চ বরং প্রাপ্য খেদং প্রাপ্স্যামি দারুণম্ ॥ ৬১ ॥

পূজিতা গৌরীত্যনেন পরাশক্তেরুপাসিকেয়মস্তীতি বোধিতম্ ॥ ৫৭—৫৮ ॥
ময়াশিতুং ভোক্তুমিত্যর্থঃ ॥ ৫৯ ॥
নাত্মায়ত্তঃ স্বাধানান্তঃকরণো যতোঽহং নাস্মীত্যর্থঃ। অননুজ্ঞাতো নাজ্ঞপ্তঃ ॥ ৬০—৬১॥

রাজা বলিলেন, প্রিয়ে! তুমি কি প্রকারে এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য মুখে আনিলে? যাহা মুখেও উচ্চারণ করিতে পারা যায় না, তাহা কি রূপে কার্য্যে পরিণত করিব? ॥ ৫৬ ॥

শৈব্যা বলিলেন, বিভো! আমি গৌরী দেবীর পূজা করিয়াছি এবং অন্যান্য দেবতা ও দ্বিজগণের অর্চনা করিয়াছি, সুতরাং তাঁহাদিগের কৃপায় আপনি জন্মান্তরেও আমার পতি হইবেন ॥ ৫৭ ॥ রাজা ইহা শ্রবণ করিয়াই তৎক্ষণাৎ মহীতলে নিপতিত হইলেন, এবং অবিলম্বে উত্থিত ও দুঃখিত হইয়া মৃত পুত্রের মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন ॥ ৫৮ ॥

রাজা বলিলেন, প্রিয়ে! আমি আর দীর্ঘকাল ক্লেশবহন করিতে পারিব না, কিন্তু কৃশাঙ্গি! দেখ আমি এমন হতভাগ্য যে, আপনার অন্তঃকরণের উপরেও আমার কিছু মাত্র আধিপত্য নাই ॥ ৫৯ ॥ চণ্ডালের বিনা অনুজ্ঞায় যদি অনলে প্রবেশ করি, তাহা হইলে জন্মান্তরেও পুনর্ব্বার আমাকে চণ্ডালের দাসত্ব প্রাপ্ত হইতে হইবে ॥ ৬০ ॥ পরে নরকে গিয়া নিদারুণ ক্লেশভোগ করিতে হইবে, কিন্তু তাহাও আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর ॥ ৬১ ॥ মহারৌরব

তাপং প্রাপ্স্যামি সম্প্রাপ্য মহারৌরবরৌরবে।
মগ্নস্য দুঃখজলধৌ বরং প্রাণৈর্বিয়োজনম্ ॥ ৬২ ॥
একোঽপি বালকো যোঽয়মাসীদ্বংশকরঃ সুতঃ।
মম দৈবানুযোগেন মৃতঃ সোঽপি বলীয়সা ॥ ৬৩ ॥
কথং প্রাণান্ বিমুঞ্চামি পরায়ত্তোঽস্মি দুর্গতঃ।
তথাপি দুঃখবাহুল্যাৎ ত্যক্ষ্যামি তু নিজাং তনুম্ ॥ ৬৪ ॥
ত্রৈলোক্যে নাস্তি তদ্দুঃখং নাসিপত্রবনে তথা।
বৈতরণ্যাং কুতস্তদ্বদ্যাদৃশং পুত্রবিপ্লবে ॥ ৬৫ ॥
সোঽহং সুতশরীরেণ দীপ্যমানে হুতাশনে।
নিপতিষ্যামি তন্বঙ্গি! ক্ষন্তব্যং তন্মমাধুনা ॥ ৬৬ ॥
ন বক্তব্যং ত্বয়া কিঞ্চিদতঃ কমললোচনে!।
মম বাক্যঞ্চ তন্বঙ্গি! নিবোধ্যাহতমানসা ॥ ৬৭ ॥
অনুজ্ঞাতাথ গচ্ছ ত্বং বিপ্রবেশ্ম শুচিস্মিতে!।
যদি দত্তং যদি হুতং গুরবো যদি তোষিতাঃ ॥ ৬৮ ॥

বলীয়সা দৈবানুযোগেন মমৈকোঽপি পুত্রো মৃতোঽতঃ প্রাণৈর্বিয়োজনং মম বরম্। পরন্তু পরায়ত্তোঽস্মি চাণ্ডালায়ত্তোঽসি ততস্তস্যানুজ্ঞামন্তরেণ দেহত্যাগে তস্য ঋণস্যাবশেষান্নরকদুঃখং স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৬২—৬৩ ॥

ইত্থং পূর্ব্বং বিমৃশ্য নরকদুঃখাদপি পুত্রশোকো দুঃসহ ইতি মত্বা পুনরাহ তথাপীতি ॥৬৪॥

নরকে উপনীত হইয়া বহুকাল অসহ্য নরক-যন্ত্রণা সহ্য করিব, তাহাও আমার ভাল, কিন্তু আমার এই বালক পুত্রই বংশরক্ষাকারক, আমার সেই পুত্রই বলবান্ দৈবের বিপাকবশতঃ প্রাণত্যাগ করিয়াছে, সুতরাং ক্লেশসাগরে মগ্ন হইয়া জীবন ধারণ অপেক্ষা আমার প্রাণত্যাগ করাই বিধেয় ॥ ৬২—৬৩ ॥ আমার দেহ এক্ষণে চণ্ডালের অধীন, সুতরাং এ দুর্গত অবস্থায় কি প্রকারে জীবন বিসর্জ্জন করি, কারণ তাহার বিনা অনুমতিতে প্রাণত্যাগ করিলে তাহার ঋণবশতঃ নরকভোগ করিতে হইবে; তাহা হইলেও অতিশয় দুঃখের কারণে নিজ দেহ পরিত্যাগ করিব ॥ ৬৪ ॥ পুত্রবিয়োগে যাদৃশ দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, বৈতরণী নদী পার হইতে বা অসিপত্রবনেও তাদৃশ দুঃখভোগ করিতে হয় না। অধিক কি, ত্রৈলোক্য মধ্যেও সে রূপ কোন দুঃখই নাই ॥ ৬৫ ॥ আমি এক্ষণে পুত্রের মৃতদেহের সহিত দীপ্যমান অনলে নিপতিত হইব। অতএব কৃশাঙ্গি! তুমি ইহাতে কিঞ্চিন্মাত্র বাক্য ব্যয় করিও না ॥ ৬৬—৬৭ ॥ শুচিস্মিতে! এক্ষণে অনুমতি করিতেছি, তুমি বিপ্রের আলয়ে গমন কর। যদি কখন ধনদান, অনলে আহুতি প্রদান ও গুরুজনদিগের সন্তোষবিধান করিয়া থাকি, তবে পরলোকে পুত্র এবং তোমার সহিত সমাগম হইবে; কিন্তু ইহলোকে এ অভীষ্টলাভের

সঙ্গমঃ পরলোকে মে নিজপুত্রেণ চ ত্বয়া।
ইহ লোকে কৃতস্তে তন্ভবিষ্যতি সমীপ্সিতম্॥ ৭৯॥
যন্ময়া হসতা কিঞ্চিদ্রহসি ত্বাং শুচিস্মিতে!।
অশেষমুক্তং তৎ সর্ব্বং ক্ষন্তব্যং মম যাস্যতঃ॥ ৭০॥
রাজপত্নীতি গর্ব্বেণ নাবজ্ঞেয়ঃ স মে দ্বিজঃ।
সর্ব্বযত্নেন তোষ্যঃ স্যাৎ স্বামী দৈবতবচ্ছুভে!॥ ৭১॥

রাজ্ঞ্যুবাচ।

অহমপ্যত্র রাজর্ষে! নিপতিষ্যে হুতাশনে।
দুঃখভারাসহা দেব! সহ যাস্যামি বৈ ত্বয়া॥ ৭২॥
ত্বয়া সহ মম শ্রেয়ো গমনং নান্যথা ভবেৎ।
সহ স্বর্গঞ্চ নরকং ত্বয়া ভোক্ষ্যামি মানদ!।
শ্রুত্বা রাজা তদোবাচ এবমস্তু পতিব্রতে!॥ ৭৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে হরিশ্চন্দ্রশোকবর্ণনং নাম ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৬॥

তদেবোপপাদয়তি ত্রৈলোকে ইতি॥ ৬৫—৭৩॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে ষড়বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৬॥

সম্ভাবনা নাই॥ ৬৮—৬৯॥ শুচিস্মিতে! আমি পরিহাসচ্ছলে গোপনে যদি কোন অপ্রামাণিক কথা বলিয়া থাকি, তবে আমার প্রয়াণসময়ে তৎসমুদয় ক্ষমা করিবে॥ ৭০॥ শুভে! তুমি রাজপত্নী বলিয়া গর্ব্ববশতঃ সেই দ্বিজবরকে কখন অবজ্ঞা করিও না, প্রভুকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিয়া যত্নসহকারে তাঁহার সন্তোষ বিধান করিও॥ ৭১॥

রাজ্ঞী বলিলেন, রাজর্ষে! আমিও এই প্রজ্বলিত হুতাশনে নিপতিত হইব। দেব! আমি এ দুঃখভার বহন করিতে পারিব না, সুতরাং আপনার সহ গমন করিব॥ ৭২॥ আপনার সহ গমন আমার শ্রেয়ঃ, সুতরাং ইহার অন্যথা হইবে না। মানদ! আপনার সহিত স্বর্গ বা নরকভোগ করিব। তখন ইহা শ্রবণ করিয়া রাজা বলিলেন, পতিব্রতে! যাহা তোমার অভিরুচি॥ ৭৩॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে হরিশ্চন্দ্রের শোকবর্ণন নামক ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

স্থত উবাচ।

ততঃ কৃত্বা চিতাং রাজা আরোপ্য তনয়ং স্বকম্।
ভার্য্যয়া সহিতো রাজা বদ্ধাঞ্জলিপুটস্তদা ॥ ১ ॥
চিন্তয়ন্ পরমেশানীং শতাক্ষীং জগদীশ্বরীম্।
পঞ্চকোষান্তরগতাং পুচ্ছব্রহ্মস্বরূপিণীম্ ॥ ২ ॥
রক্তাম্বরপরীধানাং করুণারসসাগরাম্।
নানায়ুধধরামম্বাং জগৎপালনতৎপরাম্ ॥ ৩ ॥
তস্য চিন্তয়মানস্য সর্ব্বদেবাঃ সবাসবাঃ।
ধর্ম্মং প্রমুখতঃ কৃত্বা সমাজগ্মুস্ত্বরান্বিতাঃ ॥ ৪ ॥
আগত্য সর্ব্বে প্রোচুস্তে রাজঞ্ছৃণু মহাপ্রভো!।
অহং পিতামহঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মশ্চ ভগবান্ স্বয়ম্ ॥ ৫ ॥

দ্ব্যধিকৈশ্চৈব চত্বারিংশস্তিঃ পদ্যৈরতঃপরম্।
হরিশ্চন্দ্রস্বর্গবাসো বিস্তরেণোপবর্ণ্যতে ॥

রাজা স্বদেহদহননিশ্চয়ে কৃতেঽনন্তরং জাতং বৃত্তমাহ ততঃ কৃত্বেতি ॥ ১ ॥

তস্মিন্ সময়ে স্বেষ্টদেবতাং শতাক্ষীং চিন্তয়ামাসেত্যাহ চিন্তয়ন্নিতি। পুচ্ছব্রহ্মস্বরূপিণীং ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি তৈত্তিরীয়শ্রুতিপ্রতিপাদিতপুচ্ছব্রহ্মস্বরূপিণীমিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

নানায়ুধেতি। তানি চায়ুধানি বক্ষ্যমাণাধ্যায়ে স্পষ্টানি ॥ ৩ ॥

ধর্ম্মং ধর্ম্মাভিমানিনীং দেবতাম্। তস্য চিন্তয়মানস্যেত্যনেন ত্বরান্বিতা ইত্যনেন চেদম্বোধিতং পরমেশ্বরীভক্তস্য ছলে কৃতে শতধা মূর্দ্ধচ্ছেদঃ স্যাদিতি শীঘ্রং তস্য প্রসাদঃ সম্পাদয়িতব্য ইতি ॥ ৪—৬ ॥

স্থত বলিলেন, পরে রাজা হরিশ্চন্দ্র চিতা প্রস্তুত করিয়া স্বীয় পুত্রকে তাহার উপর স্থাপন করিলেন। তাহার পর স্বয়ং কৃতাঞ্জলি হইয়া ভার্য্যার সহিত জগদীশ্বরী পরমেশানীর ধ্যান করিতে লাগিলেন। সেই শতাক্ষী জীবনিবহের অন্নময়াদি পঞ্চকোষের অন্তরে বিরাজমান রহিয়াছেন। তিনি অন্নরসময় পুরুষের পুচ্ছস্থিতা (আধার চক্রস্থিতা) ব্রহ্মস্বরূপিণী এবং করুণারসের সাগরস্বরূপা। তিনি রক্তবসন পরিধান করিয়া নানাবিধ আয়ুধ ধারণপূর্ব্বক জগতের রক্ষাকার্য্যে তৎপর রহিয়াছেন ॥ ১—৩ ॥ রাজা তাঁহার ঈদৃশ ধ্যানে নিমগ্ন হইলে বাসবাদি সমস্ত দেবতাবর্গ ধর্ম্মকে অগ্রে লইয়া অবিলম্বে হরিশ্চন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥ ৪ ॥ তাঁহারা সকলে উপনীত হইয়া বলিলেন, রাজন্! তুমি শ্রবণ কর। আমি পিতামহ, স্বয়ং ধর্ম্ম, ভগবান্ বিষ্ণু, সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণ, মরুদ্গণ,

সাধ্যাঃ সবিশ্বে মরুতো লোকপালাঃ সচারণাঃ।
নাগাঃ সিদ্ধাঃ সগন্ধর্ব্বা রুদ্রাশ্চৈব তথাশ্বিনৌ।
এতে চান্যেঽথ বহবো বিশ্বামিত্রস্তথৈব চ ॥ ৬ ॥
বিশ্বত্রয়েণ যো মৈত্রীং কর্ত্তুমিচ্ছতি ধর্ম্মতঃ।
বিশ্বামিত্রঃ স তেঽভীষ্টমাহর্ত্তুং সম্যগিচ্ছতি ॥ ৭ ॥

ধর্ম্ম উবাচ।

মা রাজন্ সাহসং কার্ষীর্ধর্ম্মোঽহং ত্বামুপাগতঃ।
তিতিক্ষাদমসত্ত্বাদ্যৈস্ত্বদ্গুণৈঃ পরিতোষিতঃ ॥ ৮ ॥

ইন্দ্র উবাচ।

হরিশ্চন্দ্র! মহাভাগ! প্রাপ্তঃ শক্রোঽস্মি তেঽন্তিকম্।
ত্বয়াদ্য ভার্য্যাপুত্রেণ জিতা লোকাঃসনাতনাঃ ॥ ৯ ॥
আরোহ ত্রিদিবং রাজন্! ভার্য্যাপুত্রসমন্বিতঃ।
সুদুষ্প্রাপং নরৈরন্যৈর্জিতমাত্মীয়কর্ম্মভিঃ ॥ ১০ ॥

সূত উবাচ।

ততোঽমৃতময়ং বর্ষমপমৃত্যুবিনাশনম্।
ইন্দ্রঃ প্রাসৃজদাকাশাচ্চিতামধ্যগতে শিশৌ ॥ ১১ ॥

বিশ্বামিত্রশব্দার্থমাহ বিশ্বত্রয়েণেতি। বিশ্বং মিত্রং যস্য বিশ্বামিত্র ইত্যর্থঃ। ধার্ম্মিকজনানাং নিত্যং মিত্রত্বময়মিচ্ছতীত্যর্থঃ ॥ ৭—১১ ॥

লোকপালগণ, চারণগণ, নাগগণ, গন্ধর্ব্বগণ, সিদ্ধগণ, রুদ্রগণ, অশ্বিনীকুমার যুগল, অপরাপর সমস্ত দেবতাগণ এবং বিশ্বামিত্র স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন। যে বিশ্বামিত্র বিশ্বত্রয় প্রদান করিয়াও ধর্ম্মানুসারে মিত্রতা করিতে ইচ্ছা করেন, এক্ষণে সেই বিশ্বামিত্রই তোমায় অভীষ্ট দান করিতে একান্ত অভিলাষী হইয়াছেন ॥ ৪—৭ ॥

ধর্ম্ম বলিলেন, রাজন্! এরূপ সাহসিক কার্য্যে উদ্যত হইও না। আমি ধর্ম্ম, আমি তোমার তিতিক্ষা, দম, সত্ত্বাদি গুণগ্রামে পরিতুষ্ট হইয়া, তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি ॥ ৮ ॥

ইন্দ্র বলিলেন, হরিশ্চন্দ্র! আমিও তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি, সুতরাং তোমার সৌভাগ্যের সীমা নাই; তুমি ভার্য্যা এবং পুত্রের সহিত অদ্য সনাতন লোক জয় করিয়াছ ॥ ৯ ॥ রাজন্! মানবগণের যাহা দুষ্প্রাপ্য, তুমি স্বীয় কর্ম্মফলে তাহা জয় করিলে, অতএব ভার্য্যা ও পুত্র সমভিব্যাহারে স্বর্গে আরোহণ কর ॥ ১০ ॥

সূত বলিলেন, তাহার পর ইন্দ্র চিতামধ্যস্থিত শিশুর উপর অপমৃত্যু বিনাশন অমৃত বর্ষণ করিলেন। ঐ সময় আকাশমণ্ডল হইতে মহতী পুষ্পবর্ষণ এবং দুন্দুভিধ্বনি

পুষ্পবৃষ্টিশ্চ মহতী দুন্দুভিস্বন এব চ ॥ ১২ ॥
সমুত্তস্থৌ মৃতঃ পুত্রো রাজ্ঞস্তস্য মহাত্মনঃ।
সুকুমারতনুঃ স্বস্থঃ প্রসন্নঃ প্রীতমানসঃ ॥ ১৩ ॥
ততো রাজা হরিশ্চন্দ্রঃ পরিষ্বজ্য সুতং তদা।
সভার্য্যঃ স্বশ্রিয়া যুক্তো দিব্যমাল্যাম্বরাবৃতঃ ॥ ১৪ ॥
স্বস্থঃ সংপূর্ণহৃদয়ো মুদা পরময়াবৃতঃ।
বভূব তৎক্ষণাদিন্দ্রো ভূপঞ্চৈবমভাষত ॥ ১৫ ॥
সভার্য্যস্ত্বং সপুত্রশ্চ স্বর্লোকং সদ্গতিং পরাম্।
সমারোহ মহাভাগ! নিজানাং কর্ম্মণাং ফলম্ ॥ ১৬ ॥

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

দেবরাজানমুজ্ঞাতঃ স্বামিনা শ্বপচেন হি।
অকৃত্বা নিষ্কৃতিং তস্য নারোক্ষ্যে বৈ সুরালয়ম্ ॥ ১৭ ॥

ধর্ম্ম উবাচ।

তবৈবং ভাবিনং ক্লেশমবগম্যাত্মমায়য়া।
আত্মা শ্বপাকতাং নীতো দর্শিতং তচ্চ পক্কণম্ ॥ ১৮ ॥

তবৈবং ভাবিনমিতি। তব ধর্ম্মপরীক্ষার্থং ময়া ধর্ম্মেণাত্মমায়য়া স্বমায়য়া স্বাত্মৈব শ্বপাকতাং নীত ইত্যর্থঃ। অহমেব চাণ্ডালোঽহমেব চ ব্রাহ্মণঃ কৃষ্ণসর্পশ্চ ন মত্তোঽতিরিক্তাশ্চাণ্ডালব্রাহ্মণসর্পাঃ সন্তীতি ভাবঃ ॥ ১৮—২০ ॥

হইতে লাগিল ॥ ১১—১২ ॥ ইত্যবসরে সেই মহানুভব রাজার পুত্র চিতা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় সুকুমারদেহ সুস্থচিত্ত প্রসন্ন এবং প্রীতমানস হইলেন ॥ ১৩ ॥ হরিশ্চন্দ্র তৎক্ষণাৎ পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং সেই সময়ে রাজা ও রাজপত্নী উভয়েই পূর্ব্বের ন্যায় সৌন্দর্য্য লাভ করিয়া মনোহর বস্ত্র ও মাল্যদ্বারা ভূষিত হইলেন ॥ ১৪ ॥ তখন স্বাস্থ্যলাভ এবং অভীষ্টলাভ বশতঃ নিরতিশয় আনন্দে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইল। তৎকালে ইন্দ্র নরপতিকে বলিলেন, মহাভাগ! তুমি পুত্র ও কলত্র সহিত নিজ কর্ম্মফলে স্বর্গে আরোহণ করিয়া পরম পবিত্র সদ্গতিলাভ কর ॥ ১৫—১৬ ॥

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, দেবরাজ! শ্বপচ আমার প্রভু, সুতরাং তাঁহার নিকট নিষ্কৃতি লাভ না করিয়া এবং তাঁহার বিনা অনুজ্ঞায় আমি সুরলোকে গমন করিব না ॥ ১৭ ॥

ধর্ম্ম বলিলেন, তোমার এই প্রকার ভাবী ক্লেশ অবগত হইয়াই আমি স্বীয় মায়ায় স্বয়ং শ্বপচরূপ ধারণ করিয়া তোমাকে সেই চণ্ডালপুরী প্রদর্শন করিয়াছি ॥১৮॥ অধিক কি,

ইন্দ্র উবাচ।

প্রার্থ্যতে যৎপরং স্থানং সমস্তৈর্মনুজৈর্ভুবি।
তদারোহ হরিশ্চন্দ্র! স্থানং পুণ্যকৃতাং নৃণাম্ ॥ ১৯ ॥

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

দেবরাজ! নমস্তুভ্যং বাক্যং চেদং নিবোধ মে ॥ ২০ ॥
মচ্ছোকমগ্নমনসঃ কোসলে নগরে নরাঃ।
তিষ্ঠন্তি তানপাস্যৈবং কথং যাস্যাম্যহং দিবম্ ॥ ২১ ॥
ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং গোবধঃ স্ত্রীবধস্তথা।
তুল্যমেভির্মহৎপাপং ভক্তত্যাগাদুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥
ভজন্তং ভক্তমত্যাজ্যং ত্যজতঃ স্যাৎ কথং সুখম্।
তৈর্বিনা ন প্রযাস্যামি তস্মাচ্ছক্র! দিবং ব্রজ ॥ ২৩ ॥
যদি তে সহিতাঃ স্বর্গং ময়া যান্তি সুরেশ্বর!।
ততোঽহমপি যাস্যামি নরকং বাপি তৈঃ সহ ॥ ২৪ ॥

(মচ্ছোকমগ্নমনসঃ কোশলবাসিনঃ সর্ব্বে মদ্বিরহজনিতদুঃখসাগরে মগ্না ইত্যর্থঃ। তান্ অপাস্য বিহায় তৈর্বিনেত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥
এভির্ব্রহ্মহত্যাসুরাপানগোবধস্ত্রীবধাদিভিঃ। উদাহৃতং কথিতং শাস্ত্রকারৈরিত্যর্থ ইতি ॥ ২২ ॥
তৈর্মদনুরক্তৈঃ প্রজাবর্গৈঃ সহ নরকগমনমপি মম শ্রেয়স্তথাপিতৈর্বিনাস্বর্গমপি-নাহমভিকাময় ইত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৪ ॥)

আমিই সেই চণ্ডাল, আমিই সেই ব্রাহ্মণ এবং আমিই সেই কৃষ্ণসর্প হইয়া তোমার পুত্রকে দংশন করিয়াছি। ইন্দ্র বলিলেন, হরিশ্চন্দ্র! ভূমণ্ডলের যাবতীয় মানব যে স্থান অধিকার করিতে প্রার্থনা করেন, তুমি স্বীয় পুণ্যবলে সেই স্থানে আরোহণ কর ॥ ১৯ ॥

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, দেবরাজ! আমি আপনাকে প্রণাম করি, আপনি আমার বাক্য প্রণিধান করিয়া বিবেচনা করুন ॥ ২০ ॥ কোশলনগরবাসী মানববৃন্দ মদীয় বিরহরূপ শোকসাগরে নিমগ্ন রহিয়াছে। এক্ষণে সেই শোকসন্তপ্ত প্রজাবর্গকে ত্যাগ করিয়া কি প্রকারে স্বর্গলোকে গমন করিতে পারি ॥ ২১ ॥ ভক্তগণকে পরিত্যাগ করিলে ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা, সুরাপান এবং গোবধের তুল্য মহাপাতক হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥ শক্র! যে ভক্ত নিয়ত সেবায় নিরত, তাহাকে ত্যাগ করা নিতান্ত অনুচিত, সুতরাং ত্যাগ করিলে কি প্রকারে সুখভোগ ঘটিতে পারে, অতএব তাহাদিগকে না লইয়া আমি স্বর্গধামে যাইব না। আপনি স্বর্গলোক প্রতিগমন করুন ॥ ২৩ ॥ সুরেশ্বর! যদি তাহারা আমার সহিত যাইতে পায়, তবে আমিও তাহাদিগের সহিত স্বর্গে বা নরকে যাইতে পারি ॥ ২৪ ॥

ইন্দ্র উবাচ।

বহূনি পুণ্যপাপানি তেষাং ভিন্নানি বৈ নৃপ!।
কথং সংঘাতভোজ্যং ত্বং ভূপ! স্বর্গমভীপ্সসি ॥ ২৫ ॥

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

ভুংক্তে শক্র! নৃপো রাজ্যং প্রভাবাৎপ্রকৃতের্ধ্রুবম্।
যজতে চ মহাযজ্ঞৈঃ কর্ম্মপূর্ত্তং করোতি চ ॥ ২৬ ॥
তচ্চ তেষাং প্রভাবেন ময়া সর্ব্বমনুষ্ঠিতম্।
উপদাদান্ন সন্ত্যক্ষ্যে তানহং স্বর্গলিপ্সয়া ॥ ২৭ ॥
তস্মাদ্যন্মম দেবেশ! কিঞ্চিদস্তি সুচেষ্টিতম্।
দত্তমিষ্টমথো জপ্তং সামান্যং তৈস্তদস্তু নঃ ॥ ২৮ ॥
বহুকালোপভোজ্যঞ্চ ফলং যন্মম কর্ম্মগম্।
তদস্তু দিনমপ্যেকং তৈঃ সমং ত্বৎপ্রসাদতঃ ॥ ২৯ ॥

ভুংক্তে শক্রেতি। প্রকৃতেঃ পৌরবর্গস্য ॥ ২৫ ॥

তেষাং প্রভাবেনৈবায়ং মম ধর্ম্মশ্চলিতোঽস্তি তথা চ। তানুপদাদান্ রাজদ্রব্যদাতৄন্ন সন্ত্যক্ষ্যে তৈঃ সহৈব স্বর্গং গমিষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

কিঞ্চ তেষাং লোকানাং পুণ্যং স্বর্গপ্রাপকং নাস্তীতি বদসি চেন্ময়া যৎপুণ্যং কৃতং তদেতেষামস্ত্বিত্যাহ তস্মাদ্যন্মমেতি ॥ ২৭ ॥

ননু ত্বয়ৈকেন তৎপুণ্যং ভোক্ষ্যতে চেদ্বহুকালভোগায় ভবতি তৈঃ সহ ভুজ্যতে চেৎ পুণ্যস্য বিভাগাদেকদিনং ভোগায়ৈব তত্তবিষ্যতীতি চেদিষ্টাপত্তিরিত্যাহ বহুকালোপেতি ॥ ২৮—২৯ ॥

ইন্দ্র বলিলেন, নৃপবর! তাহাদিগের মধ্যে কাহারো অধিক পাপ, কাহারো বা অধিক পুণ্য, ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে, অতএব ভূপ! তাহাদিগের এককালীন স্বর্গভোগ কি রূপে অভিলাষ করিতেছ? ॥ ২৫ ॥

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, বাসব! পৌরবর্গের প্রভাবেই রাজারা রাজ্যভোগ, মহা মহা যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও পূর্ত্তকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই ॥ ২৬ ॥ আমিও সেই রূপ পৌরবর্গের প্রভাবেই সমস্ত ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি, সুতরাং যাহারা রাজপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল প্রদান করিয়াছে, আমি স্বর্গলাভ বাসনায় তাহাদিগকে ত্যাগ করিব না ॥ ২৭ ॥ দেবেশ! যদি তাহাদিগের স্বর্গ গমনের অনুরূপ পুণ্যই না থাকে, তবে আমি দান, যজ্ঞ, যাগ প্রভৃতি যে কিছু সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি, তৎ সমুদয় পুণ্য তাহাদিগের প্রতি সমভাগে বিভক্ত হউক্ ॥ ২৮ ॥ আমি একাকী কর্ম্মের ফলভোগ করিলে বহুকাল উপভোগ হইতে পারে, কিন্তু আপনার প্রসাদে তাহাদিগের সহিত সেই কর্ম্মফলভোগ এক দিন মাত্র হয়, তাহাও আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর ॥ ২৯ ॥

সূত উবাচ।

এবং ভবিষ্যতীত্যুক্ত্বা শক্রস্ত্রিভুবনেশ্বরঃ।
প্রসন্নচেতা ধর্ম্মশ্চ বিশ্বামিত্রশ্চ গাধিজঃ ॥ ৩০ ॥
গত্বা তু নগরং সর্ব্বে চাতুর্বর্ণ্যসমাকুলম্।
হরিশ্চন্দ্রস্য নিকটে প্রোবাচ বিবুধাধিপঃ ॥ ৩১ ॥
আগচ্ছন্তু জনাঃ শীঘ্রং স্বর্গলোকং সুদুর্লভম্।
ধর্ম্মপ্রসাদাৎ সংপ্রাপ্তং সর্ব্বৈর্যুষ্মাভিরেব তু ॥ ৩২ ॥
হরিশ্চন্দ্রোঽপি তান্ সর্ব্বাঞ্জনান্নগরবাসিনঃ।
প্রাহ রাজা ধর্ম্মপরো দিবমারুহ্যতামিতি ॥ ৩৩ ॥

সূত উবাচ।

তদিন্দ্রস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রীতাস্তস্য চ ভূপতেঃ ॥ ৩৪ ॥
যে সংসারেষু নির্ব্বিণ্ণাস্তে ধুরং স্বসুতেষু বৈ।
কৃত্বা প্রহৃষ্টমনসো দিবমারুরুহুর্জ্জনাঃ ॥ ৩৫ ॥
বিমানবরমারূঢ়াঃ সর্ব্বে ভাস্বরবিগ্রহাঃ।
তদা সম্ভূতহর্ষাস্তে হরিশ্চন্দ্রশ্চ পার্থিবঃ ॥ ৩৬ ॥

গত্বেতি। তে সর্ব্বে ধর্ম্মাদয়োঽযোধ্যায়াং তস্মিন্নেব ক্ষণে কাশীতো গত্বা নগরস্থান্ লোকান্ স্বর্গগমনায়াহ্বয়ামাসুরিতি শেষঃ। দূতপ্রেরণে বিলম্বঃ স্যাদিতি ত এব যোগিনো গতা ইতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥
যোগশক্ত্যৈব তৈর্নগরবাসিনোঽপ্যানীতা ইত্যাহ আগচ্ছন্ত্বিতি ॥ ৩১—৩৬ ॥

সূত বলিলেন, তাহাই হইবে বলিয়া ত্রিভুবনেশ্বর শক্র, গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র এবং ধর্ম্ম প্রসন্ন হইয়া যোগবলে তৎক্ষণাৎ কাশী হইতে অযোধ্যায় প্রস্থান করিলেন ॥ ৩০ ॥ তাঁহারা মুহূর্ত্ত মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রজাতি-সমাকুল অযোধ্যানগরে উপনীত হইলেন এবং তাঁহাদিগের মধ্যে দেবরাজ ইন্দ্র বলিলেন, নাগরিক লোক সকল অবিলম্বে হরিশ্চন্দ্রের নিকট আগমন করুক। আজ তাহারা হরিশ্চন্দ্রের ধর্ম্মবলে সুদুর্ল্লভ স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইল। এই কথা বলিয়া যোগবলে নাগরিক লোকদিগকে হরিশ্চন্দ্রের সমীপে আনয়ন করিলেন। তখন সেই ধার্ম্মিকপ্রবর রাজা হরিশ্চন্দ্রও নগরবাসী জনগণকে বলিলেন, তোমরা সকলেই এক্ষণে আমার সহিত স্বর্গে আরোহণ কর ॥ ৩১—৩৩ ॥

সূত বলিলেন, তাহারা সুরপতির এবং ভূপতির তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া অতীব আনন্দিত হইল ॥ ৩৪ ॥ এবং তন্মধ্যে যাহারা সংসার বাসনায় বিরত হইয়াছিল, তাহারা আপন আপন পুত্রের উপর সংসারিক ভার ন্যস্ত করিয়া আনন্দহৃদয়ে স্বর্গে গমন করিতে

রাজ্যেঽভিষিচ্য তনয়ং রোহিতাখ্যং মহামনাঃ।
অযোধ্যাখ্যে পুরে রম্যে হৃষ্টপুষ্টজনান্বিতে ॥ ৩৭ ॥
তনয়ং সুহৃদশ্চাপি প্রতিপূজ্যাভিনন্দ্য চ।
পুণ্যেন লভ্যাং বিপুলাং দেবাদীনাং সুদুর্লভাম্ ॥ ৩৮ ॥
সম্প্রাপ্য কীর্ত্তিমতুলাং বিমানে স মহীপতিঃ।
আসাঞ্চক্রে কামগমে ক্ষুদ্রঘণ্টাবিরাজিতে ॥ ৩৯ ॥
ততস্তর্হি সমালোক্য শ্লোকমন্ত্রং তদা জগৌ।
দৈত্যাচার্য্যো মহাভাগঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ ॥ ৪০ ॥

শুক্র উবাচ।

অহো তিতিক্ষামাহাত্ম্যমহো দানফলং মহৎ।
যদাগতো হরিশ্চন্দ্রো মহেন্দ্রস্য সলোকতাম্ ॥ ৪১ ॥

সূত উবাচ।

এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং হরিশ্চন্দ্রস্য চেষ্টিতম্।
যঃ শৃণোতি চ দুঃখার্ত্তঃ স সুখং লভতেঽন্বহম্ ॥ ৪২ ॥

(হরিশ্চন্দ্রস্য স্বর্গগমনে অযোধ্যাপুরী কিং রাজশূন্যা বভূবেতি সন্দেহনিরাসার্থমাহ রাজ্য ইতি। রাজ্যে অযোধ্যারাজ্যে। প্রজাভিঃসহ হরিশ্চন্দ্রস্য স্বর্গগমনে অযোধ্যা ন জনশূন্যা বভূবেত্যাহ হৃষ্টপুষ্টজনান্বিতে। রোহিতস্য রাজ্যাভিষেকস্তথা হরিশ্চন্দ্রস্য স্বর্লোকগমনং প্রজানাং হৃষ্টপুষ্টতাকারণমিত্যর্থঃ ॥ ৩৭—৪২ ॥)

উদ্যত হইল ॥ ৩৫ ॥ তখন প্রজাবর্গ জ্যোতির্ম্ময় দেহ ধারণ করিয়া শ্রেষ্ঠতম বিমানে আরূঢ় হইয়া যারপর নাই আনন্দিত হইল। তখন মহানুভব মহীপাল হরিশ্চন্দ্র স্বীয় পুত্র রোহিতাশ্বকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া হৃষ্টপুষ্ট জনপূর্ণ রমণীয় অযোধ্যাপুরে যাইতে অনুমতি করিলেন। পরে সুহৃদ্বর্গ এবং আপন পুত্রকে সাদর সম্ভাষণ ও অভিনন্দন করিয়া বিদায় দিলেন। মহীপতি হরিশ্চন্দ্র এইরূপে স্বীয় পুণ্যপ্রভাবে বিপুল কীর্ত্তিলাভ করিয়া কিঙ্কিণী-জাল মণ্ডিত দেবদুর্লভ সুশোভিত অতুল কামগামী বিমানে উপবেশন করিলেন ॥৩৬—৩৯॥ পরে সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিৎ দৈত্যগুরু মহাভাগ শুক্রাচার্য্য হরিশ্চন্দ্রকে বিমানে অবলোকন করিয়া তৎকালে এই কথা বলিলেন ॥ ৪০ ॥

অহো! তিতিক্ষার কি আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য? দানের কি মহৎফল? আজি যাহার প্রভাবে রাজা হরিশ্চন্দ্র মহেন্দ্রের সালোক্য লাভ করিলেন! ॥ ৪১ ॥

সূত বলিলেন, এইত হরিশ্চন্দ্রের সমস্ত কার্য্যকলাপ আপনার নিকট বর্ণন করিলাম। দুঃখার্ত্ত ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করিলে, নিরন্তর সুখলাভ করিয়া থাকে সন্দেহ নাই ॥ ৪২ ॥

স্বর্গার্থী প্রাপ্নুয়াৎ স্বর্গং সুতার্থী সুতমাপ্নুয়াৎ ।
ভার্য্যার্থী প্রাপ্নুয়াদ্ভার্য্যাং রাজ্যার্থী রাজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে হরিশ্চন্দ্রস্বস্বর্গগমনং নাম সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

(হরিশ্চন্দ্রোপাখ্যানশ্রুতিফলমাহ স্বর্গার্থীতি ॥ ৪৩ ॥)

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

অধিক কি, ইহার প্রভাবে স্বর্গাভিলাষী স্বর্গ, পুত্রাভিলাষী পুত্র, ভার্য্যা-প্রয়াসী ভার্য্যা এবং রাজ্যপ্রার্থী ব্যক্তি রাজ্য পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারেন ॥ ৪৩ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গে গমন নামক সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

জনমেজয় উবাচ।

বিচিত্রমিদমাখ্যানং হরিশ্চন্দ্রস্য কীর্ত্তিতম্।
শতাক্ষীপাদভক্তস্য রাজর্ষের্ধার্ম্মিকস্য চ ॥ ১ ॥
শতাক্ষী সা কুতো জাতা দেবী ভগবতী শিবা।
তৎকারণং বদ মুনে! সার্থকং জন্ম মে কুরু ॥ ২ ॥
কো হি দেব্যা গুণাঞ্ছৃণ্বংস্তৃপ্তিং যাস্যতি শুদ্ধধীঃ।
পদে পদেঽশ্বমেধস্য ফলমক্ষয্যমশ্নুতে ॥ ৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি শতাক্ষীসম্ভবং শুভম্।
তবাবাচ্যং ন মে কিঞ্চিদ্দেবীভক্তস্য বিদ্যতে ॥ ৪ ॥
দুর্গমাখ্যো মহাদৈত্যঃ পূর্ব্বং পরমদারুণঃ।
হিরণ্যাক্ষান্বয়ে জাতো রুরুপুত্রো মহাবলঃ ॥ ৫ ॥

ত্র্যশীতিশ্লোকবর্য্যেস্ত শতাক্ষীমহিমাতুলঃ।
কথ্যতে স্পষ্টতা যত্র বাৎসল্যস্য মহেশিতুঃ ॥

পূর্ব্বোক্তাখ্যানং সংস্তুত্য প্রষ্টব্যং পৃচ্ছতি বিচিত্রমিদমিতি ॥ ১ ॥
সা শতাক্ষী কস্মাৎকারণাজ্জাতেত্যাহ শতাক্ষী সেতি ॥ ২ ॥
শুদ্ধধীরিতি। যদ্যপ্যশুদ্ধবুদ্ধির্দেবীগুণশ্রবণে তৃপ্তিং যাস্যতি তথাপি শুদ্ধধীস্তৃপ্তিং কো যাস্যতি ন কোঽপীত্যর্থঃ। তদুক্তমুমাসংহিতায়াম্। কো বিরজ্যেত মতিমান্ গুণশ্রবণ-

---

জনমেজয় বলিলেন, ঋষিবর! শতাক্ষীদেবীর পদকমলভক্ত পরম ধার্ম্মিক রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের যে উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলেন ইহা অতি বিচিত্র ॥ ১ ॥ সেই শিবরমণী দেবী ভগবতী কি কারণে শতাক্ষী হইলেন? মুনে! আপনি তাহার কারণ বলিয়া আমার জন্ম সফল করুন ॥ ২ ॥ অকৃতজ্ঞ বুদ্ধি মানবই দেবীর গুণগ্রাম শ্রবণে তৃপ্তি লাভ করিতে পারে, কিন্তু বিমলবুদ্ধি কোন মানবই তাঁহার গুণ শ্রবণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। অধিক কি, দেবীর গুণবর্ণিত এক এক পদ শ্রবণেই অশ্বমেধ যাগের অক্ষয় ফল লাভ হইয়া থাকে সন্দেহ নাই ॥ ৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! শতাক্ষীদেবীর পবিত্র উৎপত্তির বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। তুমি দেবীর পরম ভক্ত, সুতরাং তোমার নিকটে আমার অবক্তব্য কিছুই

দেবানাস্তু বলং বেদো নাশে তস্য সুরা অপি।
নঙ্ক্ষ্যন্ত্যেব ন সন্দেহো বিধেয়ং তাবদেব তৎ ॥ ৬ ॥
বিমৃশ্যৈতত্তপশ্চর্য্যাং গতঃ কর্ত্তুং হিমালয়ে।
ব্রহ্মাণং মনসা ধ্যাত্বা বায়ুভক্ষো ব্যতিষ্ঠত ॥ ৭ ॥
সহস্রবর্ষপর্য্যন্তং চকার পরমং তপঃ।
তেজসা তস্য লোকাস্তু সন্তপ্তাঃ সসুরাসুরাঃ ॥ ৮ ॥
ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ হংসারূঢ়শ্চতুর্ম্মুখঃ।
যযৌ তস্মৈ বরং দাতুং প্রসন্নমুখপঙ্কজঃ ॥ ৯ ॥
সমাধিস্থং মীলিতাক্ষং স্ফুটমাহ চতুর্ম্মুখঃ।
বরং বরয় ভদ্রং তে যস্তে মনসি বর্ত্ততে ॥ ১০ ॥

কর্ম্মণি। শ্রীমাতুর্জ্ঞানিনো নিত্যং যং ত্যজন্তি কদাপি নেতি। যস্যা ভগবত্যা গুণশ্রবণে মহাফলং ভবতি তস্যা গুণশ্রবণং কো ন কুর্য্যাদিত্যাহ পদে পদে ইতি ॥ ৩—৫ ॥

দেবানাস্ত্বিতি। বেদে হি সতি তদুক্তশস্ত্রাস্ত্রৈরস্মান্ হিংসন্তি কিঞ্চ তদুক্তমন্ত্রৈর্ম্মুনিভির্হোমাদিকে ক্রিয়মাণে তদ্ধবির্ভক্ষণেঽস্মদেবানাং পুষ্টির্ভবতীতি দেবানাং বলম্বেদ ইতি যুক্তমেবেতি। বিধেয়ং তাবদেব তদিতি। যত এবং তত্তস্মাৎকারণাদ্দেবনাশার্থং তাবদেব বেদনাশপর্য্যন্তমেব বিধেয়ং নান্যোপায়ান্তরোপযোগোঽত্রাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

ইতি মনসি বিমৃশ্য বেদদাতুরারাধনাদেতৎ কার্য্যং ভবিষ্যতীতি তস্যারাধনং কর্ত্তব্যমিতি মত্বা তদারাধনং কর্ত্তুং গত ইত্যাহ বিমৃশ্যৈতদিতি ॥ ৭—৮ ॥

হংসারূঢ়ো যযাবিত্যন্বয়ঃ ॥ ৯—১২ ॥

নাই ॥ ৪ ॥ পুরাকালে দুর্গম নামে অতীব নিষ্ঠুর এক মহাদানব ছিল। সেই রুরুপুত্র মহাবল দানব হিরণ্যাক্ষের বংশে জন্মগ্রহণ করে ॥ ৫ ॥ সে একদা মনে মনে বিবেচনা করিল যে, মুনিরা বেদবিহিত মন্ত্র দ্বারা হোম করে, সেই হোমীয় হবি ভক্ষণ করিয়া দেবতারা পরিপুষ্ট হয়। ইহাতেই তাহারা বলগর্ব্বিত হইয়া বেদোক্ত অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা আমাদিগকে বিনষ্ট করে, অতএব বেদই দেবতাদিগের বল, সুতরাং বেদ বিনষ্ট হইলেই দেবতারাও বিনষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। অতএব দেবদিগের বিনাশের নিমিত্ত বেদ নাশ করাই বিধেয়; ইহা ভিন্ন অন্য উপায় ইহার উপযোগী নহে ॥ ৬ ॥ বেদকর্ত্তার আরাধনেই এই কার্য্য সাধিত হইতে পারে, অতএব তাঁহারই আরাধনা করিব, এইরূপ মনে মনে স্থির করিয়া তপস্যা করিতে হিমালয়ে গমন করিল। সে ব্রহ্মাকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিল ॥ ৭ ॥ সে সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠানে নিরত রহিল, সুতরাং তাহার তেজঃপ্রভাবে সুরাসুর প্রভৃতি সমস্ত লোকই সন্তপ্ত হইয়া উঠিল ॥ ৮ ॥ এমন সময় ভগবান্ চতুরানন ব্রহ্মা তাহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন এবং হংসে আরোহণপূর্ব্বক তাহাকে বরদান করিতে গমন করিলেন ॥ ৯ ॥ সেই সমাধিস্থিত

তবাদ্য তপসা তুষ্টো বরদেশোঽহমাগতঃ।
শ্রুত্বা ব্রহ্মমুখাদ্বাণীং ব্যুত্থিতঃ স সমাহিতঃ ॥ ১১ ॥
পূজয়িত্বা বরং বব্রে বেদান্ দেহি সুরেশ্বর!।
ত্রিষু লোকেষু যে মন্ত্রা ব্রাহ্মণেষু সুরেষ্বপি ॥ ১২ ॥
বিদ্যন্তে তে তু সান্নিধ্যে মম সন্তু মহেশ্বর!।
বলঞ্চ দেহি যেন স্যাদ্দেবানাঞ্চ পরাজয়ঃ ॥ ১৩ ॥
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা তথাস্ত্বিতি বচো বদন্।
জগাম সত্যলোকন্তু চতুর্ব্বেদেশ্বরঃ পরঃ ॥ ১৪ ॥
ততঃ প্রভৃতি বিপ্রৈস্তু বিস্মৃতা বেদরাশয়ঃ।
স্নানসন্ধ্যানিত্যহোমশ্রাদ্ধযজ্ঞজপাদয়ঃ ॥ ১৫ ॥
বিলুপ্তা ধরণীপৃষ্ঠে হাহাকারো মহানভূৎ।
কিমিদং কিমিদং চেতি বিপ্রা ঊচুঃ পরস্পরম্ ॥ ১৬ ॥
বেদাভাবাত্তদস্মাভিঃ কর্ত্তব্যং কিমতঃ পরম্।
ইতি ভূমৌ মহানর্থে জাতে পরমদারুণে ॥ ১৭ ॥

সান্নিধ্যে মম সন্থিতি। মমৈব নিকটে সর্ব্বে বেদাঃ সন্তঃ। একোঽপি বেদমন্ত্রো দেবব্রাহ্মণাদীনাং সমীপে মাস্থিত্যর্থঃ। কিঞ্চ বলমপ্যতুলং দেহীত্যাহ বলঞ্চেতি ॥ ১৩—১৫ ॥
কিমিদমিতি। ইদং কিং জাতমিদং কিং জাতমিত্যর্থঃ ॥ ১৬—১৭ ॥

নিমীলিত নেত্র দানবকে চতুরানন স্পষ্টভাবে বলিলেন; তোমার মঙ্গল হউক; এক্ষণে তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর ॥ ১০ ॥ অদ্য আমি তোমার তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া বরদান করিতে আসিয়াছি। সে ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণে সমাধি ভঙ্গ করিয়া উত্থিত হইল এবং তাঁহার যথাবিধি পূজা করিয়া বলিল, সুরেশ্বর! আমাকে সমস্ত বেদ প্রদান করুন। মহেশ্বর! ত্রিলোকমধ্যে ব্রাহ্মণ ও দেবগণের নিকট যে সকল বেদমন্ত্র বিদ্যমান আছে, সেই সমস্ত বেদমন্ত্র মৎসন্নিধানে বিদ্যমান থাকুক, আর যাহাতে দেবগণ পরাজিত হয় আমাকে তাদৃশ বল প্রদান করুন ॥ ১১—১৩ ॥ চতুর্ব্বেদকর্ত্তা পরমেশ্বর ব্রহ্মা তাঁহার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে তথাস্তু বলিয়াই সত্যলোকে প্রস্থান করিলেন ॥ ১৪ ॥

সেই অবধি ব্রাহ্মণগণ বেদ সমুদায় বিস্মৃত হইলেন। সুতরাং স্নান, সন্ধ্যা, নিত্য হোম, শ্রাদ্ধ, যজ্ঞ ও জপ প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ বিলুপ্ত হইল ॥ ১৫ ॥ তৎকালে ভূমণ্ডলে মহা হাহাকার শব্দ হইতে লাগিল; বিপ্রগণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন, ইহা কিরূপে হইল! ইহা কিরূপে হইল!! এক্ষণে বেদের অভাব হইল ইহার পর আমাদিগের কি করা উচিত? এইরূপে ভূলোকে পরম দারুণ ঘোরতর অনর্থ উপস্থিত হইলে দেবগণ হোমীয় হবির ভাগ না পাইয়া ক্রমশ দুর্ব্বল হইলেন। এমন সময়ে সেই দানব অমরাবতী

নির্জ্জরাঃ সজরা জাতা হবির্ভাগাদ্যভাবতঃ।
রুরোধ স তদা দৈত্যো নগরীমমরাবতীম্ ॥ ১৮ ॥
অশক্তাস্তেন তে যোদ্ধুং বজ্রদেহাসুরেণ চ।
পলায়নং তদা কৃত্বা নির্গতা নির্জ্জরাঃ ক্বচিৎ ॥ ১৯ ॥
নিলয়ং গিরিদুর্গেষু রত্নসানুগুহাসু চ।
সংস্থিতাঃ পরমাং শক্তিং ধ্যায়ন্তস্তে পরাম্বিকাম্ ॥ ২০ ॥
অগ্নৌ হোমাদ্যভাবাত্তু বৃষ্ট্যভাবোঽপ্যভূন্নৃপ !।
বৃষ্টেরভাবে সংশুষ্কং নির্জ্জলঞ্চাপি ভূতলম্ ॥ ২১ ॥
কূপবাপীতড়াগাশ্চ সরিতঃ শুষ্কতাং গতাঃ।
অনাবৃষ্টিরিয়ং রাজন্নভূচ্চ শতবার্ষিকী ॥ ২২ ॥
মৃতাঃ প্রজাশ্চ বহুধা গোমহিষ্যাদয়স্তথা।
গৃহে গৃহে মনুষ্যাণামভবচ্ছবসংগ্রহঃ ॥ ২৩ ॥

নির্জ্জরেষু দেবেষু সজরেষু নির্বলেষু জাতেষু স দৈত্যো নগরীমমরাবতীং রুরোধেত্যাহ নির্জ্জরা ইতি ॥ ১৮ ॥

তেন দৈত্যেন তে দেবা যোদ্ধুমশক্তা ইত্যর্থঃ। বজ্রসদৃশোঽভেদ্যো যস্য দেহস্তেনাসুরেণেত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

রত্নসানুঃ সুমেরুঃ। নিলয়ং স্থানং সংস্থিতা ইত্যন্বয়ঃ ॥ ২০ ॥

বৃষ্ট্যভাব ইতি। অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজা ইতি স্মৃতের্বৃষ্টিকারণহোমাভাবে বৃষ্টেরপ্যভাব ইত্যর্থঃ ॥ ২১—২২ ॥

গৃহে গৃহে ইতি। যে মনুষ্যা মৃতাস্তান্ শ্মশানং নেতুং মনুষ্যা ন মিলন্তি ততঃ শবানি গৃহে এব স্থিতানীত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৫ ॥

নগরী অবরোধ করিল। সুতরাং দেবগণ বজ্রসদৃশ কঠিন দেহ সেই অসুরের সহিত সংগ্রাম করিতে অসমর্থ হইয়া নানা স্থানে প্রস্থান করিলেন ॥ ১৬—১৯ ॥ তাঁহারা সুমেরু পর্ব্বতের গুহা এবং গিরির দুর্গম প্রদেশে আশ্রয় লইয়া পরমাশক্তি পরাম্বিকার ধ্যান করিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

রাজন্! অনলে আহুতি প্রদান করিলে উহা সূর্য্যলোকে উপস্থিত হইয়া বৃষ্টিতে পরিণত হইয়া থাকে, সুতরাং হোমকার্য্য রহিত হওয়ায় বৃষ্টিরও নিতান্ত অভাব হইল। বৃষ্টির অভাব বশত ভূমণ্ডল শুষ্ক হইয়া কোন স্থানে জলের লেশমাত্র রহিল না ॥ ২১ ॥ অধিক কি, কূপ বাপী তড়াগ ও সরিৎ সমস্তই শুষ্ক হইয়া গেল। এই অনাবৃষ্টি এক শতবর্ষ কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল ॥ ২২ ॥ অসংখ্য প্রজা এবং অনেক গো ও মহিষ প্রভৃতি পশু সকল মৃত্যুমুখে পতিত হইল। সেই মানবগণের মৃত দেহ সকল প্রত্যেক গৃহেই রাশি রাশি পড়িয়া রহিল; দাহাদি কার্য্য করিবার লোক মিলিল না ॥ ২৩ ॥

অনর্থে ত্বেবমুদ্ভূতে ব্রাহ্মণাঃ শান্তচেতসঃ।
গত্বা হিমবতঃ পার্শ্বে রিরাধয়িষবঃ শিবাম্ ॥ ২৪ ॥
সমাধিধ্যানপূজাভির্দেবীং তুষ্টুবুরন্বহম্।
নিরাহারাস্তদা সর্ব্বাস্তামেব শরণং যযুঃ ॥ ২৫ ॥
দয়াং কুরু মহেশানি! পামরেষু জনেষু হি।
সর্ব্বাপরাধযুক্তেষু নৈতচ্ছ্লাঘ্যং তবাম্বিকে! ॥ ২৬ ॥
কোপং সংহর দেবেশি! সর্ব্বান্তর্যামিরূপিণি!।
ত্বয়া যথা প্রের্য্যতে যঃ করোতি স তথা জনঃ ॥ ২৭ ॥
নান্যা গতির্জনস্যাস্য কিং পশ্যসি পুনঃপুনঃ।
যথেচ্ছসি তথা কর্ত্তুং সমর্থাসি মহেশ্বরি! ॥ ২৮ ॥

দেবীং প্রার্থয়ন্তি দয়াং কুর্ব্বিতি। নৈতচ্ছ্লাঘ্যমিতি। পামরেষ্বেতাদৃশঃ কোপো ন যুক্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

নম্বু যুষ্মাভিঃ পাতকং কৃতমতঃ ক্রোধো মমোৎপন্ন ইতি চেৎপাতককর্ত্রী কারয়িত্রী চ ত্বমেব নাস্মাকমপরাধোঽস্তি। যতস্ত্বমন্তর্যামিরূপিণীত্যাহ ত্বয়েতি ॥ ২৭ ॥

ত্বাং সর্ব্বেশ্বরীং বিহায়াস্যাগতির্নাস্তীত্যাহ নান্যেতি। অন্যে দেবাদয়ো হোমজপাদ্যনুষ্ঠানৈরেব ফলং প্রযচ্ছন্তি তদত্র মন্ত্রাভাবপ্রযুক্তহোমজপাদ্যভাবাত্তৎকৃতানুগ্রহস্যাপ্যসম্ভবঃ। ত্বন্তু স্মরণমাত্রেণৈব বালকে জননীবৎ সর্ব্বমাতৃত্বাদ্দয়াং করোষি ততস্ত্বদন্যা গতির্নাস্তীতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

জীবনেন বিনা জলেন বিনেত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩১ ॥

এই প্রকার অনর্থ উপস্থিত হইলে শান্তচেতা ব্রাহ্মণবর্গ শিবার আরাধনা করিতে অভিলাষী হইয়া হিমালয়ের পার্শ্বদেশে গমন করিলেন ॥ ২৪ ॥ তাঁহারা তদ্গতচিত্ত হইয়া নিরাহারে সমাধি, ধ্যান ও পূজা দ্বারা প্রতি দিন দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। অধিক কি, তাঁহারই শরণাগত হইয়া স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২৫ ॥ মহেশানি! আপনি আমাদিগের প্রতি দয়া করুন, অম্বিকে! সমস্ত অপরাধে অপরাধী পামর জনের উপর ঈদৃশ কোপ করা আপনার শ্লাঘনীয় নহে ॥ ২৬ ॥ অতএব দেবেশি! আপনি ক্ষমা করুন। যদি আমাদিগের পাতক বশতই আপনার কোপ হইয়া থাকে, তবে সে বিষয়েও আমাদিগের কোন অপরাধ নাই; কারণ, আপনিই অন্তর্যামি-রূপে সকলের হৃদয়ে বাস করেন, সুতরাং আপনি যাহাকে যে কার্য্যে নিয়োগ করেন, সে তাহাই করিয়া থাকে ॥ ২৭ ॥ জপ পূজা ও হোমাদির অনুষ্ঠান করিলে অন্যান্য দেবতারা সন্তুষ্ট হইয়া ফলপ্রদান করেন, বেদ মন্ত্রের অভাব বশত তাহারও সম্ভাবনা নাই, কিন্তু আপনি বালকের প্রতি জননীর ন্যায় স্মরণ মাত্রেই সদয় হন, সুতরাং আপনি ভিন্ন এই প্রজাপুঞ্জের অন্য গতি নাই। মহেশ্বরি! আপনি যাহা ইচ্ছা করিবেন তাহাই করিতে পারেন, সুতরাং

সমুদ্ধর মহেশানি! সঙ্কটাৎ পরমোত্থিতাৎ।
জীবনেন বিনাস্মাকং কথং স্যাৎ স্থিতিরম্বিকে! ॥ ২৯ ॥
প্রসীদ ত্বং মহেশানি! প্রসীদ জগদম্বিকে!।
অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডনায়িকে! তে নমো নমঃ ॥ ৩০ ॥
নমঃ কূটস্থরূপায়ৈ চিদ্রূপায়ৈ নমো নমঃ।
নমো বেদান্তবেদ্যায়ৈ ভুবনেশ্যৈ নমো নমঃ ॥ ৩১ ॥
নেতি নেতীতি বাক্যৈর্যা বোধ্যতে সকলাগমৈঃ।
তাং সর্ব্বকারণাং দেবীং সর্ব্বভাবেন সন্নতাঃ ॥ ৩২ ॥
ইতি সংপ্রার্থিতা দেবী ভুবনেশী মহেশ্বরী।
অনন্তাক্ষিময়ং রূপং দর্শয়ামাস পার্ব্বতী ॥ ৩৩ ॥
নীলাঞ্জনসমপ্রখ্যং নীলপদ্মায়তেক্ষণম্।
সুকর্কশসমোত্তুঙ্গবৃত্তপীনঘনস্তনম্ ॥ ৩৪ ॥

সকলাগমৈঃ সকলৈর্ব্বেদৈর্নেতি নেতীতি সর্ব্বনিষেধাবধিত্বেন যা বোধ্যত ইত্যর্থঃ ॥৩২॥
ইত্থং সম্প্রার্থিতা ভুবনেশ্বরী বহূনি অক্ষীণি শরীরে কৃত্বা স্বরূপং দর্শয়ামাসেত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৩—৩৪ ॥

আপনি পুনঃপুনঃ কি দেখিতেছেন? ॥ ২৮ ॥ অম্বিকে! জল ব্যতিরেকে আমাদিগের জীবন কি প্রকারে রক্ষিত হইবে? অতএব মহেশানি! এই উপস্থিত বিষম শঙ্কট হইতে শীঘ্র উদ্ধার করুন ॥২৯॥ মহেশ্বরি! আপনি জগতের জননী, সুতরাং জগৎবাসী জনগণের প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অধীশ্বরী, অতএব আপনাকে বার বার নমস্কার করি ॥ ৩০ ॥ আপনি কূটস্থ চৈতন্যস্বরূপা, সুতরাং আপনাকে নমস্কার করি; আপনি চিৎঘনস্বরূপিণী আদ্যাশক্তি, আপনাকে বার বার নমস্কার করি। আপনি বেদ-প্রতিপাদ্যা, আপনাকে প্রণাম করি, আপনি ভুবনেশী, আপনাকে বার বার প্রণাম করি ॥ ৩১ ॥ অখিল বেদ বাক্য সকল "ইহা নয়, ইহা নয়" এইরূপ নশ্বর বস্তুর নিষেধ দ্বারা যাঁহাকে প্রতিপাদিত করেন, সমস্ত জগতের কারণ স্বরূপা সেই দেবীকে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রণাম করি ॥ ৩২ ॥ সেই ব্রাহ্মণগণ মহেশ্বরী পার্ব্বতীর এই প্রকার স্তব করিলে তৎকালে দেবী ভুবনেশ্বরী স্বীয় শরীরে অসংখ্য নয়ন উদ্ভূত করিয়া স্বীয় মূর্ত্তি প্রদর্শন করিলেন ॥ ৩৩ ॥ তাঁহার বর্ণ অঞ্জন-রাশি-সদৃশ সুনীল; নয়ন নীলকমল সদৃশ অথচ আয়ত; স্তনযুগল কঠিন, সমভাবে উন্নত ও গোলাকার, এমন স্থূল যে পরস্পর সংলগ্ন; তাঁহার ভুজ চতুষ্টয়; দক্ষিণ হস্তের উপর হস্তে শর, অধো হস্তে কমল, বাম হস্তের উপর হস্তে মহাধনু, অধো হস্তে ক্ষুধা তৃষ্ণা ও জরনাশক অপরিসীম রস সমন্বিত শাক, ফল, পুষ্প ও মূল সকল সন্নিবিষ্ট। সমস্ত সৌন্দর্য্যের সারস্বরূপ, লাবণ্যময়, কোটি সূর্য্যের ন্যায়

বাণমুষ্টিঞ্চ কমলং পুষ্পপল্লবমূলকান্।
শাকাদীন্ ফলসংযুক্তাননন্তরসসংযুতান্ ॥ ৩৫ ॥
ক্ষুত্তৃড়্জরাপহান্ হস্তৈর্বিভ্রতী চ মহাধনুঃ।
সর্ব্বসৌন্দর্য্যসারং তদ্রূপং লাবণ্যশোভিতম্ ॥ ৩৬ ॥
কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশং করুণারসসাগরম্।
দর্শয়িত্বা জগদ্ধাত্রী সানন্তনয়নোদ্ভবাঃ ॥ ৩৭ ॥
মোচয়ামাস লোকেষু বারিধারাঃ সহস্রশঃ।
নবরাত্রং মহাবৃষ্টিরভূন্নেত্রোদ্ভবৈর্জ্জলৈঃ ॥ ৩৮ ॥
দুঃখিতান্ বীক্ষ্য সকলান্ নেত্রাশ্রূণি বিমুঞ্চতী।
তর্পিতাস্তেন তে লোকা ওষধ্যঃ সকলা অপি ॥ ৩৯ ॥
নদীনদপ্রবাহাস্তৈর্জলৈঃ সমভবন্নৃপ ॥ ৪০ ॥
নিলীয় সংস্থিতাঃ পূর্ব্বং সুরাস্তে নির্গতা বহিঃ।
মিলিত্বা সসুরা বিপ্রা দেবীং সমভিতুষ্টুবুঃ ॥ ৪১ ॥
নমো বেদান্তবেদ্যে! তে নমো ব্রহ্মস্বরূপিণি!।
স্বমায়য়া সর্ব্বজগদ্বিধাত্র্যৈ তে নমো নমঃ ॥ ৪২ ॥

একস্যাং মুষ্টৌ বাণান্ একস্মিন্ হস্তে কমলং একস্মিন্ হস্তে পুষ্পাদিকমেকস্মিন্ ধনুর্বিভর্ত্তীত্যর্থঃ। দক্ষাধো হস্তাদিবামাধো হস্তপর্য্যন্তমায়ুধধ্যানম্ ॥ ৩৫-৩৬ ॥
সা দেবী অনন্তনয়নোদ্ভবা বহুনয়নোদ্ভবা বারিধারামোচয়ামাসেত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৭-৩৮ ॥
নমু নেত্রেভ্যঃ কুতো জলমাগতমিতি চেল্লোকান্ দুঃখিতান্ দৃষ্ট্বা জগন্মাতুঃ কারুণ্যবশাদ্রোদনমাগতং তদ্বশাদিত্যাহ দুঃখিতানিতি। নবরাত্রপর্য্যন্তং ভগবত্যানেত্রেভ্যোঽশ্রূণি চ্যুতানি তেভ্যঃ সর্ব্বং জগত্তৃপ্তং সজলং জাতমিত্যহো কিয়ৎপর্য্যন্তং জনবাৎসল্যং বর্ণনীয়ং ভগবত্যা ইতি ভাবঃ ॥ ৩৯—৪০ ॥
সুরসহিতা বিপ্রা মিলিত্বেত্যর্থঃ ॥ ৪১—৪৩ ॥

জ্যোতির্ম্ময় এবং করুণারসের সাগর সেই জগদ্ধাত্রী ঈদৃশ রূপ প্রদর্শন করিয়া নয়ন হইতে অসংখ্য বারি ধারা মোচন করিলেন। সেই লোচনসম্ভূত জল দ্বারা সমস্ত লোকেই নবরাত্র কাল মহাবৃষ্টি হইল ॥ ৩৪—৩৮ ॥ তিনি সমস্ত লোকের দুঃখ দর্শন করিয়া কারুণ্য বশত নয়ন হইতে অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। সুতরাং সেই জলে সমস্ত লোক এবং ওষধি সকলও পরিতৃপ্ত হইল ॥ ৩৯ ॥ অধিক কি, সেই সলিলরাশি দ্বারা নদ ও নদী সকল প্রবাহিত হইল ॥ ৪০ ॥ রাজন্! যে সকল দেবতা গুহামধ্যে বিলীন ছিলেন, তাঁহারা এক্ষণে বহির্গত হইলেন। পরে বিপ্রগণ সুরবর্গের সহিত মিলিত হইয়া দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৪১ ॥ আপনি বেদান্ত দ্বারা বিদিত হয়েন, অতএব আপনাকে

ভক্তকল্পদ্রুমে ! দেবি ! ভক্তার্থং দেহধারিণি ! ।
নিত্যতৃপ্তে ! নিরুপমে ! ভুবনেশ্বরি ! তে নমঃ ॥ ৪৩ ॥
অস্মচ্ছান্ত্যর্থমতুলং লোচনানাং সহস্রকম্ ।
ত্বয়া যতো ধৃতং দেবি ! শতাক্ষী ত্বং ততো ভব ॥ ৪৪ ॥
ক্ষুধয়া পীড়িতা মাতঃ ! স্তোতুং শক্তির্নচাস্তি নঃ ।
কৃপাং কুরু মহেশানি ! বেদানপ্যাহরাম্বিকে ॥ ৪৫ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা শাকান্ স্বকরসংস্থিতান্ ।
স্বাদূনি ফলমূলানি ভক্ষণার্থং দদৌ শিবা ॥ ৪৬ ॥
নানাবিধানি চান্নানি পশুভোজ্যানি যানি চ ।
কাম্যানন্তরসৈর্যুক্তান্যানবীনোদ্ভবং দদৌ ।
শাকম্ভরীতি নামাপি তদ্দিনাৎ সমভূন্নৃপ ! ॥ ৪৭ ॥

শতাক্ষী ত্বমিতি। অদ্যারভ্য শতাক্ষীতি তব নাম ভবত্বিত্যর্থঃ। ইত্থং ভগবতী কৃপয়া সজলে লোকে জাতেঽপি বীজৌষধীনাং দগ্ধত্বাৎ ভক্ষণীয়পদার্থাভাবাৎ ক্ষুধাবিষ্টাঃ পুনঃ প্রার্থয়ন্তে ক্ষুধয়া পীড়িতা ইতি ॥ ৪৪ ॥

কিঞ্চ বেদানপি দেহীত্যাহুঃ বেদানপ্যাহরেতি ॥ ৪৫ ॥

মনুষ্যভোজ্যানি মনুষ্যেভ্যঃ পশ্বাদিভোজ্যানি পশ্বাদিভ্যো দদাবিত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

কিয়ৎকালপর্য্যন্তং পুষ্টিকরমন্নং শ্রীভগবত্যা পূরিতমিতি চেত্তত্রাহ আনবীনোদ্ভবমিতি। বৃষ্ট্যুত্তরং যাবন্নবীনমন্নং ভবতি তাবৎকালপর্য্যন্তমিত্যর্থঃ। শাকৈর্ভরণাৎ পোষণাচ্ছাকম্ভরীতি নাম ॥ ৪৭—৪৮ ॥

নমস্কার করি; আপনি স্বীয় মায়া দ্বারা সমস্ত জগতের বিধান করেন, অতএব আপনাকে বার বার নমস্কার করি ॥ ৪২ ॥ দেবি ! আপনি কল্পদ্রুমের ন্যায় ভক্তগণকে অভীষ্ট প্রদান করেন, সেই কারণে আপনি ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্তই দেহ ধারণ করিয়াছেন। ভুবনেশ্বরি ! আপনি নিয়ত পরিতৃপ্ত, সুতরাং আপনার তুলনা নাই, অতএব আপনাকে আমরা প্রণাম করি ॥ ৪৩ ॥ দেবি ! আমাদিগের শান্তির নিমিত্তই আপনি অতুল অসংখ্য নয়ন ধারণ করিয়াছেন, অতএব আপনি অদ্য হইতে শতাক্ষী নামে অভিহিত হইবেন ॥ ৪৪ ॥ মাতঃ ! অম্বিকে ! আমরা ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর, সুতরাং আমাদিগের স্তব করিবার সামর্থ্য নাই, অতএব মহেশানি ! আপনি আমাদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া বেদ সকল উদ্ধার করুন ॥ ৪৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! দেব ও দ্বিজবর্গের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া শিবা স্বকীয় করস্থিত শাক, সুস্বাদু ফল এবং মূল সকল ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে অর্পণ করিলেন ॥ ৪৬ ॥ তিনি প্রার্থিত হইয়া যাবৎ নূতন অন্ন উৎপন্ন না হইল, তাবৎকাল

ততঃ কোলাহলে জাতে দূতবাক্যেন বোধিতঃ।
সসৈন্যঃ সায়ুধো যোদ্ধুং দুর্গমাখ্যোঽসুরো যযৌ ॥ ৪৮ ॥
সহস্রাক্ষৌহিণীযুক্তঃ শরান্ মুঞ্চংস্ত্বরান্বিতঃ।
রুরোধ দেবসৈন্যং তদ্যদ্দেব্যগ্রে স্থিতং পুরা।
তথা বিপ্রগণাংশ্চৈব রোধয়ামাস সর্ব্বতঃ ॥ ৪৯ ॥
ততঃ কিলকিলাশব্দঃ সমভূদ্দেবমণ্ডলে।
ত্রাহি ত্রাহীতি বাক্যানি প্রোচুঃ সর্ব্বে দ্বিজামরাঃ ॥ ৫০ ॥
ততস্তেজোময়ং চক্রং দেবানাং পরিতঃ শিবা।
চকার রক্ষণার্থায় স্বয়ং তস্মাদ্বহিঃ স্থিতা ॥ ৫১ ॥
ততঃ সমভবদ্যুদ্ধং দেব্যা দৈত্যস্য চোভয়োঃ।
শরবর্ষসমাচ্ছন্নসূর্য্যমণ্ডলমদ্ভুতম্ ॥ ৫২ ॥
পরস্পরশরোদ্ঘর্ষসমুদ্ভূতাগ্নিসুপ্রভম্।
কঠোরজ্যাটণৎকারবধিরীকৃতদিক্তটম্ ॥ ৫৩ ॥

দেব্যগ্রস্থং দেবসৈন্যং বিপ্রগণঞ্চ স্বসৈন্যেন রোধয়ামাসেত্যর্থঃ ॥ ৪৯—৫০ ॥

দেবানাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ পরিতঃ সমন্তাত্তেজোময়ং চক্রমগ্নিপ্রাকারং রক্ষণায় চক্রে ইত্যর্থঃ। স্বয়ন্তু তস্মাদগ্নিপ্রাকারাদ্বহির্যুদ্ধার্থং সংস্থিতাসীৎ ॥ ৫১—৫২ ॥

শরবর্ষেণ সমাচ্ছন্নং সূর্য্যমণ্ডলং যস্মিন্ পরস্পরং শরাণাং য উদ্ঘর্ষো ঘর্ষণং তেন সমুদ্ভূতো যোঽগ্নিস্তেন সুপ্রভম্। শরবর্ষেণ সূর্য্যে আচ্ছাদিতে তদগ্নিপ্রকাশেনৈব যুদ্ধমভবদিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

পর্য্যন্ত মনুষ্য ভোজ্য অসীম রসযুক্ত নানাবিধ অন্ন মনুষ্যগণকে এবং পশুভোজ্য তৃণাদি পশুগণকে প্রদান করিলেন। রাজন্! সেই দিন হইতেই দেবীর শাকম্ভরী নাম হইল ॥ ৪৭ ॥ ইহাতে ঘোরতর কোলাহল হইলে সেই দুর্গম নামক অসুর দূতমুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আয়ুধ ধারণপূর্ব্বক সৈন্য সমভিব্যাহারে যুদ্ধ যাত্রা করিল ॥ ৪৮ ॥ সে এক সহস্র অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া শর বিমোচন করিতে করিতে সত্বর গিয়া দেবীর অগ্রে অবস্থিত সেই দেবসৈন্য এবং দ্বিজগণের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিল ॥ ৪৯ ॥ তদ্দর্শনে দেবমণ্ডলে কোলাহল ধ্বনি হইতে লাগিল, তখন দেব ও দ্বিজগণ সকলে মিলিত হইয়া বলিলেন, দেবি! পরিত্রাণ করুন! পরিত্রাণ করুন! ॥ ৫০ ॥

তখন শিবা দেব ও দ্বিজগণের রক্ষার নিমিত্ত তাঁহাদিগের চতুর্দ্দিকে তেজোময় চক্র সৃষ্টি করিলেন এবং স্বয়ং তাহার বাহিরে রহিলেন ॥ ৫১ ॥ তাহার পর দেবী ও দানব উভয়ের ঘোরতর অদ্ভুত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। নিরন্তর শর বর্ষণের ছটায় সূর্যামণ্ডল আবৃত, সুতরাং অন্ধকার বশত যোধগণের লক্ষ্য স্থির হয় না। এমন সময়ে শরনিকরের পরস্পর

ততো দেবীশরীরাত্তু নির্গতাস্তীব্রশক্তয়ঃ ॥ ৫৪ ॥
কালিকা তারিণী বালা ত্রিপুরা ভৈরবী রমা।
বগলা চৈব মাতঙ্গী তথা ত্রিপুরসুন্দরী ॥ ৫৫ ॥
কামাক্ষী তুলজা দেবী জম্ভিনী মোহিনী তথা।
ছিন্নমস্তা গুহ্যকালী দশসাহস্রবাহুকা ॥ ৫৬ ॥
দ্বাত্রিংশচ্ছক্তয়শ্চান্যাশ্চতুঃষষ্টিমিতাঃ পরাঃ।
অসংখ্যাতাস্ততো দেব্যঃ সমুদ্ভূতাস্তু সায়ুধাঃ ॥ ৫৭ ॥
মৃদঙ্গশঙ্খবীণাদিনাদিতং সঙ্গরস্থলম্।
শক্তিভির্দৈত্যসৈন্যেতু নাশিতেঽক্ষৌহিণীশতে ॥ ৫৮ ॥
অগ্রেসরঃ সমভবদ্দুর্গমো বাহিনীপতিঃ।
শক্তিভিঃ সহ যুদ্ধঞ্চ চকার প্রথমং রিপুঃ ॥ ৫৯ ॥
মহদ্যুদ্ধং সমভবদ্যত্রাভূদ্রক্তবাহিনী।
অক্ষৌহিণ্যস্তু তাঃ সর্ব্বা বিনষ্টা দশভির্দিনৈঃ ॥ ৬০ ॥

কঠোরঃ কর্কশো যো জ্যাটণৎকারস্তেন বধিরীকৃতং দিকৃতটং যস্মিন্ ॥ ৫৪—৫৫ ॥

দশসাহস্রবাহুকেতি গুহ্যকাল্যা বিশেষণম্। পঞ্চসহস্রহস্তেষু বাণাঃ পঞ্চসহস্রহস্তেষু ধনূংষীত্যাদি তস্যা ধ্যানং মহাকালসংহিতায়াং স্পষ্টম্ ॥ ৫৬ ॥

দ্বাত্রিংশচ্ছক্তয়শ্চতুঃষষ্টিশক্তয়শ্চ প্রপঞ্চসারে ভুবনেশ্বরীপটলে শারদায়াঞ্চ ভূতলিপিপটলে স্পষ্টঃ ॥ ৫৭—৫৯ ॥

রক্তবাহিনী নদী ॥ ৬০—৬৪ ॥

সংঘর্ষে অনল উৎপন্ন হওয়ায় যুদ্ধস্থল আবার প্রভাময় হইল। কঠোর জ্যাশব্দে দিগ্বিদিক্ যেন বধির হইয়া গেল ॥ ৫২—৫৩ ॥ এমত সময়ে কালিকা, তারিণী, ষোড়শী, ত্রিপুরা, ভৈরবী, কমলা, বগলা, মাতঙ্গী, ত্রিপুরসুন্দরী, কামাক্ষী, তুলজাদেবী, জম্ভিনী, মোহিনী, ছিন্নমস্তা এবং অযুতবাহু গুহ্যকালী প্রভৃতি প্রধান শক্তি সকল দেবীর শরীর হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ৫৪—৫৬ ॥ তৎপরে দ্বাত্রিংশৎ শক্তি, তাহার পর চতুঃষষ্টি শক্তি, তাহার পর অসংখ্য শক্তি সকল আয়ুধ সহ দেবীর দেহ হইতে নির্গত হইলেন ॥ ৫৭ ॥ পরন্তু শক্তিগণ একশত অক্ষৌহিণী সেনা বিনষ্ট করিলে সমরস্থলে মৃদঙ্গ, শঙ্খ, বীণা প্রভৃতি বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল ॥ ৫৮ ॥ ইত্যবকাশে সেই বাহিনীপতি সুরশত্রু দুর্গম অসুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ শক্তিগণের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিল ॥ ৫৯ ॥ ক্রমে সেই যুদ্ধ এমন ঘোরতর হইয়া উঠিল যে, দশ দিনের মধ্যেই সেই সমস্ত অক্ষৌহিণী বিনষ্ট হইয়া গেল; এমন কি, মৃত যোদ্ধৃগণের রুধিরধারায় রক্তবাহিনী প্রবাহিত হইল ॥ ৬০ ॥

ততঃ একাদশে প্রাপ্তে দিনে পরমদারুণে।
রক্তমাল্যাম্বরধরো রক্তগন্ধানুলেপনঃ॥ ৬১॥
কৃত্বোৎসবং মহান্তস্তু যুদ্ধায় রথসংস্থিতঃ।
সংরম্ভেণৈব মহতা শক্তীঃ সর্ব্বা বিজিত্য চ॥ ৬২॥
মহাদেবীরথাগ্রে তু স্বরথং সংন্যবেশয়ৎ।
ততোঽভবন্মহদ্‌যুদ্ধং দেব্যা দৈত্যস্য চোভয়োঃ॥ ৬৩॥
প্রহরদ্বয়পর্যন্তং হৃদয়ত্রাসকারকম্।
ততঃ পঞ্চদশাত্যুগ্রবাণান্ দেবী মুমোচ হ॥ ৬৪॥
চতুর্ভিশ্চতুরো বাহান্ বাণেনৈকেন সারথিম্।
দ্বাভ্যাং নেত্রে ভুজৌ দ্বাভ্যাং ধ্বজমেকেন পত্রিণা॥ ৬৫॥
পঞ্চভির্হৃদয়ং তস্য বিব্যাধ জগদম্বিকা।
ততো বমন্ স রুধিরং মমার পুর ঈশিতুঃ॥ ৬৬॥
তস্য তেজস্তু নির্গত্য দেবীরূপে বিবেশ হ।
হতে তস্মিন্ মহাবীর্য্যে শান্তমাসীজ্জগত্রয়ম্॥ ৬৭॥
ততো ব্রহ্মাদয়ঃ সর্ব্বে তুষ্টুবুর্জ্জগদম্বিকাম্।
পুরস্কৃত্য হরীশানৌ ভক্ত্যা গদ্গদয়া গিরা॥ ৬৮॥

তেষাং বাণানাং বিভাগমাহ চতুর্ভিরিতি॥ ৬৫॥
ঈশিতুঃ শ্রীপরমেশ্বর্য্যাঃ পুরোঽগ্রে মমারেত্যর্থঃ॥ ৬৬—৬৮॥

পরে নিদারুণ একাদশ দিন উপস্থিত হইলে দানব কটিতলে রক্ত বসন পরিধান, গলে রক্ত মাল্য ধারণ এবং সর্ব্বাঙ্গে রক্তচন্দন বিলেপন পূর্ব্বক মহা মহোৎসব করিয়া যুদ্ধের নিমিত্ত রথে আরোহণ করিল। তখন সে অতীব অধ্যবসায়ে সমস্ত শক্তি পরাজয় করিয়া মহাদেবীর সম্মুখে স্বীয় রথ সংস্থাপন করিল। তাহার পর দেবী ও দানব উভয়ে দুই প্রহর পর্য্যন্ত ঘোরতর যুদ্ধ হইল। ত্রাসে লোকের হৃদয় বিকম্পিত হইতে লাগিল। ঐ সময় দেবী জগদম্বিকা অতীব উগ্র পঞ্চদশ বাণ পরিত্যাগ করিলেন; চারিটি শরে তাহার চারিটী বাহন, একটী শরে তাহার সারথি, দুইটী শরে তাহার নয়নযুগল, দুইটী শরে তাহার ভুজদ্বয়, একটী শরে তাহার ধ্বজ ও পঞ্চ শরে তাহার হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। তখন সে রুধির বমন করিতে করিতে পরমেশ্বরীর সম্মুখেই প্রাণত্যাগ করিল॥ ৬১—৬৬॥ ঐ সময় তাহার শরীর-নির্গত তেজ দেবীর শরীরে বিলীন হইয়া গেল। সেই মহাবলবান্ দানব নিহত হইলে ত্রিজগৎ শান্তভাব ধারণ করিল॥ ৬৭॥ পরে হরি, হর, ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবগণ ভক্তি পূর্ব্বক গদগদ বাক্যে জগদম্বিকার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ৬৮॥

দেবা ঊচুঃ।

জগদ্ভ্রমবিবর্ত্তৈককারণে পরমেশ্বরি ! ।
নমঃ শাকম্ভরি ! শিবে ! নমস্তে শতলোচনে ! ॥ ৬৯ ॥
সর্ব্বোপনিষদুদ্‌ঘুষ্টে ! দুর্গমাসুরনাশিনি ! ।
নমো মায়েশ্বরি ! শিবে ! পঞ্চকোশান্তরস্থিতে ! ॥ ৭০ ॥
চেতসা নির্ব্বিকল্পেন যাং ধ্যায়ন্তি মুনীশ্বরাঃ।
প্রণবার্থস্বরূপাং তাং ভজামো ভুবনেশ্বরীম্ ॥ ৭১ ॥
অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডজননীং দিব্যবিগ্রহাম্।
ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদিজননীং সর্ব্বভাবৈর্নতা বয়ম্ ॥ ৭২ ॥
কঃ কুর্য্যাৎ পামরান্ দৃষ্ট্বা রোদনং সকলেশ্বরঃ।
সদয়াং পরমেশানীং শতাক্ষীং মাতরং বিনা ॥ ৭৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি স্তুতা সুরৈর্দ্দেবী ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদিভির্ব্বরৈঃ।
পূজিতা বিবিধৈর্দ্রব্যৈঃ সন্তুষ্টাভূচ্চ তৎক্ষণে ॥ ৭৪ ॥

জগদ্ভ্রমরূপো যো বিবর্ত্তোঽন্যথাভাবস্তস্য মুখ্যকারণরূপে ইত্যর্থঃ ॥ ৬৯-৭২ ॥
অস্মান্ পামরান্ দুঃখিতান্ দৃষ্টা যৎপরমেশ্বর্য্যা ভবত্যা রোদনং কৃতং তত্ত্বাং শতাক্ষীং মাতরং বিনা কঃ কুর্য্যাৎ ন কোঽপীত্যর্থঃ ॥ ৭৩-৭৫ ॥

দেবগণ বলিলেন, শিবে ! জগৎ ভ্রমরূপ পরিবর্ত্তনের আপনিই একমাত্র কারণ, সুতরাং আপনি প্রাণি মাত্রেরই অধিশ্বরী ; তাহা না হইলে আপনি শাকাদি দ্বারা প্রাণিগণকে পালন করিবেন কেন ? অতএব শতলোচনে ! আমরা আপনাকে বার বার প্রণাম করি ॥ ৬৯ ॥ শিবে ! সমস্ত উপনিষৎ আপনার মহিমা ঘোষণা করিতেছে, সুতরাং আপনি মায়ার অধীশ্বরী হইয়া জীবের অন্নময়পঞ্চকোষের মধ্যে বিরাজমান রহিয়াছেন, অতএব হে দুর্গমাসুরনাশিনি ! আপনাকে নমস্কার করি ॥ ৭০ ॥ আপনি প্রণবার্থ প্রতিপাদিতা ভুবনেশ্বরী, সুতরাং মুনীশ্বরগণ নির্ব্বিকল্পচিত্তে আপনারই ধ্যান করিতেছেন, অতএব আমরাও আপনার ভাবনা করি ॥ ৭১ ॥ আপনি আমাদিগের নিমিত্তই সময়ে সময়ে দিব্য দেহ ধারণ করেন। বস্তুতঃ আপনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের জননী ; অধিক কি, ব্রহ্মা, হরি ও হরেরও প্রসবিত্রী, অতএব আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে আপনাকে প্রণাম করি ॥ ৭২ ॥ আপনি সকলের মাতা, সুতরাং দয়াবশত এই পামরদিগের দুঃখ দর্শন করিয়া শত নয়নে রোদন করিয়াছেন, কিন্তু পরমেশানি ! কেহ যদি সকলের ঈশ্বরও হন, তথাপি আপনি ব্যতীত আর কেহই রোদন করিবেন না ॥ ৭৩ ॥

প্রসন্না সা তদা দেবী বেদানাহৃত্য সা দদৌ।
ব্রাহ্মণেভ্যো বিশেষেণ প্রোবাচ পিকভাষিণী ॥ ৭৫ ॥
মমেয়ং তনু রুৎকৃষ্টা পালনীয়া বিশেষতঃ।
যয়া বিনানর্থ এষ জাতো দৃষ্টোঽধুনৈব হি ॥ ৭৬ ॥
পূজ্যাহং সর্ব্বদা সেব্যা যুষ্মাভিঃ সর্ব্বদৈব হি।
নাতঃপরতরংকিঞ্চিৎ কল্যাণায়োপদিশ্যতে ॥ ৭৭ ॥
পঠনীয়ং মমৈতদ্ধি মাহাত্ম্যংসর্ব্বদোত্তমম্।
তেন তুষ্টা ভবিষ্যামি হরিষ্যামি তথাপদঃ ॥ ৭৮ ॥
দুর্গমাসুরহন্ত্রীত্বাদ্দুর্গেতি মম নাম যঃ।
গৃহ্লাতি চ শতাক্ষীতি মায়াম্ভিত্ত্বা ব্রজত্যসৌ ॥ ৭৯ ॥
কিমুক্তেনাত্র বহুনা সারং বক্ষ্যামি তত্ত্বতঃ।
সংসেব্যাহং সদা দেবাঃ সর্ব্বৈরপি সুরাসুরৈঃ ॥ ৮০ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বান্তর্হিতা দেবী দেবানাঞ্চৈব পশ্যতাম্।
সন্তোষং জনয়ন্ত্যেবং সচ্চিদানন্দরূপিণী ॥ ৮১ ॥

যয়া মম বেদরূপতয়া বিনা মহাননর্থোঽয়ং জাতোঽধুনৈব ভবদ্ভির্দৃষ্ট ইত্যর্থঃ ॥৭৬-৮২ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও হর প্রভৃতি দেবতাবৃন্দ এই প্রকারে দেবীর স্তব এবং নানাবিধ উত্তম দ্রব্য দ্বারা তাঁহার পূজা করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ সন্তুষ্ট হইলেন ॥ ৭৪ ॥ তখন দেবী প্রসন্ন হইয়া বেদ সকল আহরণপূর্ব্বক দ্বিজগণে সমর্পণ করিলেন। অবশেষে সেই পিকভাষিণী তাঁহাদিগকে বিশেষ করিয়া বলিলেন ॥ ৭৫ ॥ যে, বেদই আমার উত্তম তনু, অতএব তোমরা বিশেষ যত্নসহকারে ইহা রক্ষা করিবে। বিশেষতঃ ইহারই অভাববশত যে মহান্ অনর্থ সংঘটিত হইয়াছিল, তোমরা এখনিই তাহা প্রত্যক্ষ করিলে ॥ ৭৬ ॥ তোমরা সর্ব্বদাই আমার পূজা এবং সেবা করিবে, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর আর কিছুই নাই যে, কল্যাণের নিমিত্ত তোমাদিগকে উপদেশ দিব ॥ ৭৭ ॥ আমার এই উত্তম মাহাত্ম্য নিয়তই পাঠ করিবে, আমি ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তোমাদিগের সকল আপদ বিনষ্ট করিব ॥ ৭৮ ॥ দুর্গম অসুরকে সংহার করায় আমার দুর্গা নাম হইয়াছে, অতএব যে ব্যক্তি আমার দুর্গা নাম এবং শতাক্ষী নাম গ্রহণ করিবে, সে মায়া ভেদ করিয়া বিচরণ করিতে পারিবে ॥ ৭৯ ॥ আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, এক্ষণে যাহা সার তাহাই বলিতেছি। দেবগণ! সুর এবং অসুর সকলেই নিয়ত আমার সেবা করিবে ॥ ৮০ ॥

এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং রহস্যং পরমং মহৎ।
গোপনীয়ং প্রযত্নেন সর্ব্বকল্যাণকারকম্ ॥ ৮২ ॥
য ইমং শৃণুয়ান্নিত্যমধ্যায়ং ভক্তিতৎপরঃ।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি দেবীলোকে মহীয়তে ॥ ৮৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে শতাক্ষীদেবীমাহাত্ম্য বর্ণনং নাম অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

অত্র শতাক্ষী শাকম্ভরী দুর্গা দেবতানাং জলদানান্নদানদৈত্যবধকর্ম্মভেদেন নাম ভেদমাত্রমেব কেবলং ন ত্ববতারভেদ ইতি বোধ্যম্। তদুক্তং বৈকৃতিকরহস্যে। শাকম্ভরী শতাক্ষী সা সৈব দুর্গা প্রকীর্ত্তিতেতি ॥ ৮৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধেঽষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! সেই সচ্চিদানন্দরূপিণী দেবী ঈদৃশ বাক্যে দেবতাদিগের সন্তোষ সম্পাদন করিয়া তাঁহাদিগের সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৮১ ॥ রাজন্! এই ত তোমাকে অতীব বিস্তীর্ণ পরম রহস্য সকল বলিলাম, কিন্তু ইহা সকল কল্যাণের আস্পদ, অতএব যত্নসহকারে গোপন করিবে ॥ ৮২ ॥ যে মানব ভক্তিতৎপর হইয়া এই অধ্যায় নিত্য শ্রবণ করে, সে সমস্ত কাম্য বস্তু লাভ করিয়া পরিশেষে দেবীলোকে পূজা প্রাপ্ত হয় ॥ ৮৩ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশ সহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে শতাক্ষীদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণন নামক অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ঊনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ইত্যেবং সূর্য্যবংশানাং রাজ্ঞাং চরিতমুত্তমম্।
সোমবংশোদ্ভবানাঞ্চ বর্ণনীয়ং ময়া কিয়ৎ ॥ ১ ॥
পরাশক্তিপ্রসাদেন মহত্ত্বং প্রতিপেদিরে।
রাজন্ সুনিশ্চিতং বিদ্ধি পরাশক্তিপ্রসাদতঃ ॥ ২ ॥
যদ্যদ্বিভূতিমৎসত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং পরাশক্ত্যংশসম্ভবম্ ॥ ৩ ॥
এতে চাঽন্যে চ রাজানঃ পরাশক্তেরুপাসকাঃ।
সংসারতরুমূলস্য কুঠারা অভবন্নৃপ ॥ ৪ ॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সংসেব্যা ভুবনেশ্বরী।
পলালমিব ধান্যার্থী ত্যজেদন্যমশেষতঃ ॥ ৫ ॥

চতুর্ভিরধিকৈশ্চত্বারিংশচ্ছ্লোকৈর্বিহায় চ।
ব্যাসবাক্যাদ্রাজবার্ত্তাং পপ্রচ্ছেশীকথানকম্ ॥

অথ বেদব্যাসো রাজ্ঞাং কথায়াং জনমেজয়চিত্তমাসক্তং জ্ঞাত্বা ততোঽপসৃত্য দেবীকথা-ভিমুখং কর্ত্তুমাহ ইত্যেবমিতি। নানাবিধরাজ্ঞাং ধর্ম্মাত্মনাং নানাবিধং চরিতং ময়া কিয়দ্বর্ণ-নীয়ং কালস্যাল্পত্বাদতো দেবীকথামেব পৃচ্ছেতি গূঢ়োঽভিসন্ধিঃ ॥ ১ ॥

ননু কিমিতি রাজ্ঞামেতাদৃশো মহাপরাক্রমো জাত ইতি চেৎ সর্ব্বেঽপীমে রাজানঃ শ্রীদেবীভক্তাস্তথা চ দেবীপ্রসাদাদেতাদৃশমহত্ত্বং তেষামাগতমিত্যাহ পরাশক্তীতি। পরা-শক্তিপ্রভাবত এব মহত্ত্বমিতি নিশ্চিতং বিদ্ধীত্যর্থঃ ॥ ২—৩ ॥

কুঠারা চ্ছেদকা অভবন্ ॥ ৪ ॥

পলালমিব তুষমিব পরাশক্তিসেবনাদন্যং ত্যজেদিত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ পলালমিব ধান্যার্থী ত্যজেদ্গ্রন্থমশেষত ইতি ॥ ৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! এইত দেবীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে সূর্য্যবংশীয় এবং চন্দ্রবংশীয় ধার্ম্মিক নরপতিগণের পবিত্র চরিত বিষয় যতদূর পারি বর্ণন করি ॥ ১ ॥ ঐ সকল রাজাদিগের এতাদৃশ পরাক্রম হইবার কারণ এই যে, তাঁহারা সকলেই পরাদেবীর পরম ভক্ত, সুতরাং পরাশক্তিপ্রসাদেই তাঁহারা ঈদৃশ মহত্ত্ব লাভ করিয়াছেন। আপনি নিশ্চয় জানিবেন, পরাশক্তিই তাঁহাদিগের মহত্ত্বের মূল কারণ। তাঁহাদিগের বিক্রম, বীর্য্য এবং ঐশ্বর্য্য সমস্তই পরাশক্তির অংশসম্ভূত, সন্দেহ নাই ॥ ২—৩ ॥ নরপাল! এই সকল রাজগণ এবং অন্যান্য রাজগণ পরাশক্তির উপাসক হইয়া জ্ঞানরূপ কুঠার দ্বারা সংসাররূপ তরুর মূলচ্ছেদন করিয়াছেন ॥ ৪ ॥ অতএব অতীব যত্নসহকারে সর্ব্বতোভাবে

আমথ্য বেদদুগ্ধাব্ধিং প্রাপ্তং রত্নং ময়া নৃপ।
পরাশক্তিপদাম্ভোজং কৃতকৃত্যোঽস্ম্যহং ততঃ ॥ ৬ ॥
পঞ্চব্রহ্মাসনারূঢ়া নাস্ত্যন্যা কাপি দেবতা।
তত এব মহাদেব্যা পঞ্চব্রহ্মাসনং কৃতম্ ॥ ৭ ॥
পঞ্চভ্যস্ত্বধিকং বস্তু বেদে ব্যক্তমিতীর্য্যতে।
যস্মিন্নোতঞ্চ প্রোতঞ্চ সৈব শ্রীভুবনেশ্বরী ॥ ৮ ॥

বেদরূপদুগ্ধাব্ধিমথনেনেদং রত্নং পরাশক্তিপদাম্ভোজরূপং ময়া লব্ধং ততস্তল্লাভাদহং কৃতকৃত্যোঽস্মি সার্থকজন্মাস্মীত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিরহস্যত্বং বর্ণয়তি। বৃহদারণ্যকে গার্গিব্রাহ্মণে গার্গিমাতিপ্রাক্ষীর্মা তে মূর্দ্ধা ব্যপপ্তৎ। অনতিপ্রশ্ন্যাং বৈ দেবতামতিপৃচ্ছসীতি ॥ ৬ ॥

শ্রীভগবত্যা ধ্যানেনাপি সর্ব্বোত্তমত্বং বর্ণয়তি পঞ্চ ব্রহ্মেতি। ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রেশ্বরা মঞ্চককোণখুরভূতাঃ সদাশিবস্তু চতুর্ণাং মস্তকোপরিফলকস্থানীয়ঃ। তথা চ ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রেশ্বরসদাশিবাত্মকপঞ্চব্রহ্মাত্মকং যদাসনং তস্মিন্নারূঢ়া ভগবত্যতিরিক্তা কান্যা দেবতাস্তি ন কাপি। ততঃ স্বস্যোৎকর্ষং মূঢ়ানপি বোধয়িতুং মহাদেব্যা পঞ্চব্রহ্মাসনং স্বস্য স্বীকৃতমিতীয়মেব সর্ব্বোৎকৃষ্টেতি ভাবঃ। তথা চ ভুবনেশ্বরীতন্ত্রে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ললিতোপাখ্যানে চ। ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ। এতে পঞ্চমহাপ্রেতাঃ পাদমূলে ব্যবস্থিতা ইতি ॥ ৭ ॥

নন্ত পঞ্চব্রহ্মাতিরিক্তং তেভ্যোঽধিকং বস্তু নাস্ত্যেবেতি চেত্তত্রাহ পঞ্চভ্য ইতি। ব্রহ্মাদয়ঃ পঞ্চভূম্যাদিপঞ্চভূতাধিপতয়স্তেষাং পঞ্চমহাভূতানামুৎপত্তির্যস্মাদ্ভবতি তদ্বস্তু বেদে ব্যক্তমব্যাকৃতমিত্যাদিশব্দৈরুচ্যতে। যস্মিন্নিদং সর্ব্বং জগৎ সূত্রে মণিগণা ইবোতং প্রোতঞ্চ ভবতীতি গার্গিব্রাহ্মণেতি উক্তং তাবতা প্রকৃতে কিমায়াতমিতি চেত্তদাহ সৈব শ্রীভুবনেশ্বরীতি। যদ্বেদে পঞ্চব্রহ্মভ্যোঽধিকমব্যাকৃতমিত্যুক্তং সাম্যাবস্থমায়োপাধিকং ব্রহ্ম সৈবাস্মাকং ভুবনেশ্বরী ভগবতীতি পঞ্চব্রহ্মাধিকাস্ত্যেব বেদে ভগবতীতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

ভুবনেশ্বরীর সেবা করা কর্ত্তব্য। ধান্যাভিলাষী মানব যেমন পলাল ত্যাগ করে, সেইরূপ অশেষ প্রকারে অন্য উপাসনা ত্যাগ করিবে ॥ ৫ ॥ নরনাথ! আমি বেদরূপ সাগর মন্থন করিয়া পরাশক্তির চরণ সরোজরূপ রত্ন লাভ করিয়াছি, ইহাতে যারপর নাই কৃতকৃত্য হইয়াছি ॥ ৬ ॥ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও ঈশ্বর যাঁহার আসনের চারি কোণস্থিত চারি পাদস্বরূপ, সদাশিব যে ব্রহ্মাদির মস্তকস্থিত ফলক স্বরূপ, সেই শ্রীদেবী ভিন্ন শ্রেষ্ঠ দেবতা আর কেহই নাই, ইহা অজ্ঞান মানবদিগের নিকট প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্তই মহাদেবী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর ও সদাশিবাত্মক আসন কল্পনা করিয়াছেন ॥ ৭ ॥ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর ও সদাশিব ইহাঁরা ক্ষিতি জল অনল বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূতের অধিপতি; ঐ পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি যাহা হইতে হইয়াছে, বেদে সেই বস্তুকেই ব্যক্ত বা অব্যাকৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করে এবং তাহাতে সমস্ত জগৎ সূত্রগ্রথিত মণিগণের ন্যায় ওত ও প্রোত-

তামবিজ্ঞায় রাজেন্দ্র! নৈব মুক্তো ভবেন্নরঃ ॥ ৯ ॥
যদা চর্ম্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ।
তদা শিবামবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তো ভবিষ্যতি ॥ ১০ ॥
অতএব শ্রুতৌ প্রাহুঃ শ্বেতাশ্বতরশাখিনঃ।
তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্ ॥ ১১ ॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন জন্মসাফল্যহেতবে।
লজ্জয়া বা ভয়েনাপি ভক্ত্যা বা প্রেমযুক্তয়া ॥ ১২ ॥
সর্ব্বসঙ্গং পরিত্যজ্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
তন্নিষ্ঠস্তৎপরো ভূয়াদিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ১৩ ॥
যেন কেন মিষেণাপি স্বপংস্তিষ্ঠন্ ব্রজন্নপি।
কীর্ত্তয়েৎ সততং দেবীং সবৈ মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥ ১৪ ॥

যদা চর্ম্মেতি। আকাশং যদা চর্ম্মবৎ কৃষ্ণাজিনবন্মানবা বেষ্টয়িষ্যন্তি তদা শিবাং ভুবনেশ্বরীমবিজ্ঞায় ন জ্ঞাত্বা ভুবনেশ্বরীস্বরূপজ্ঞানং বিনাপি দুঃখস্য সংসারজন্যস্য নাশো ভবিষ্যতি। ন কদাপি চর্ম্মবদাকাশবেষ্টনং ভবিষ্যতি। ন চ কদাপি ভুবনেশ্বরীরূপজ্ঞানং বিনা মোক্ষো ভবিষ্যতি। ততোঽবশ্যমেব ভুবনেশ্বরীস্বরূপজ্ঞানে যত্ন আস্থেয় ইতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥
অত এব শ্বেতাশ্বতরে ভগবতীধ্যানমেব মোক্ষসাধনত্বেনোক্তমিত্যাহ অতএবেতি ॥১০॥
তামেব শ্রুতিং পঠতি তে ধ্যানেতি ॥ ১১ ॥
তন্নিষ্ঠো ভগবতীনিষ্ঠঃ ॥ ১২—১৪ ॥

ভাবে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে, তিনিই শ্রীভুবনেশ্বরী ॥ ৮ ॥ রাজেন্দ্র! সেই ভুবনেশ্বরীর স্বরূপ বিদিত হইতে না পারিলে মানব কখনই মুক্ত হইতে পারে না ॥ ৯ ॥ যে সময় মনুষ্যগণ আকাশকে কৃষ্ণসার চর্ম্মের ন্যায় বেষ্টন করিতে পারিবে, তখন ভুবনেশ্বরীর স্বরূপ না জানিলেও তাহাদিগের সংসার ক্লেশ নাশ হইবে। আকাশকে বেষ্টন করা যেমন অসম্ভব, ভুবনেশ্বরীর জ্ঞান ব্যতীত মুক্তিলাভও সেইরূপ অসম্ভব। অতএব ভুবনেশ্বরীর স্বরূপ জ্ঞানে যত্ন করা একান্ত বিধেয় ॥ ১০ ॥ ভগবতীর ধ্যানই মোক্ষের মূল, ইহা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে, তৎশাখাধ্যায়ীরা স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, "যাঁহারা ধ্যানযোগনিরত, তাঁহারা সেই দেবীকে সত্ত্ব রজ তমঃ এই গুণত্রয়ে আবৃতা ও দেবগণের স্ব স্ব শক্তিরূপা বলিয়া অবলোকন করিবেন" ॥ ১১ ॥ অতএব জন্ম সফল করিবার নিমিত্ত লজ্জায় হউক্, ভয়ে হউক্ বা প্রেমপূর্ণ ভক্তিযোগেই হউক্ যত্নসহকারে প্রথমতঃ সর্ব্ব সংসর্গ পরিত্যাগ করিবে, তাহার পর হৃদয় মধ্যে মন নিরোধ করিয়া দেবীনিষ্ঠ হইয়া তৎপরায়ণ হইবে; বেদান্তরূপ ডিণ্ডিম ইহা ঘোষণা করিতেছে ॥ ১২—১৩ ॥ যে ব্যক্তি শয়ন, গমন বা অবস্থান কালীন অথবা যে কোন

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ভজ রাজন্! মহেশ্বরীম্।
বিরাড্রূপাং সূত্ররূপাং তথান্তর্যামিরূপিণীম্ ॥ ১৫ ॥
সোপানক্রমতঃ পূর্ব্বং ততঃ শুদ্ধে তু চেতসি।
সচ্চিদানন্দলক্ষ্যার্থরূপাং তাং ব্রহ্মরূপিণীম্ ॥ ১৬ ॥
আরাধয় পরাং শক্তিং প্রপঞ্চোল্লাসবর্জ্জিতাম্।
তস্যাং চিত্তলয়ো যঃ সঃ তস্যা আরাধনং স্মৃতম্ ॥ ১৭ ॥
রাজন্নাজ্ঞাং পরাশক্তিভক্তানাং চরিতং ময়া।
ধার্ম্মিকাণাং সূর্য্যসোমবংশজানাং মনস্বিনাম্ ॥ ১৮ ॥
পাবনং কীর্ত্তিদং ধর্ম্মবুদ্ধিদং সদগতিপ্রদম্।
কথিতং পুণ্যদং পশ্চাৎ কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১৯ ॥

জনমেজয় উবাচ।

গৌরীলক্ষ্মীসরস্বত্যো দত্তাঃ পূর্ব্বং পরাম্বয়া।
হরায় হরয়ে তদ্বন্নাভিপদ্মোদ্ভবায় চ ॥ ২০ ॥

তত্র সচ্চিদানন্দরূপায়া ভগবত্যা ধ্যানাধিকারপ্রাপ্ত্যর্থমাদাবুপাসনান্তরমাহ বিরাড্রূপামিতি। সূত্ররূপাং সমষ্টিব্যষ্টিলিঙ্গরূপদেহাম্। অন্তর্যামিরূপিণীং মায়াশবলব্রহ্মরূপিণীম্ ॥ ১৫ ॥

ইত্থং শুদ্ধে চেতসি জাতেঽনন্তরং নির্গুণব্রহ্মস্বরূপিণীং ধ্যায়েদিত্যাহ সচ্চিদানন্দেতি ॥ ১৬—১৯ ॥

ইত্থং রাজকথাশ্রবণপ্রশ্নং বিহায় ভগবতীকথাশ্রবণপ্রশ্নঃ কর্ত্তব্য ইতি ব্যাসাভিপ্রায়ং জ্ঞাত্বা জনমেজয় আহ গৌরীতি। হে ভগবন্! ত্বয়া তৃতীয়স্কন্ধে ষষ্ঠাধ্যায়ে বিষ্ণবেঽথ

স্থলেই হউক দেবীর নাম কীর্ত্তন করে, সে ভববন্ধন হইতে মুক্ত হয় সন্দেহ নাই ॥ ১৪ ॥ রাজন্! আপনি সর্ব্ব প্রকারে যত্নপূর্ব্বক মাহেশ্বরীর অর্চ্চনা করুন। যেমন লোক ক্রমশ উচ্চ সোপানে আরোহণ করে, আপনি তদনুসারে মহাদেবীর বিরাটরূপ, সূক্ষ্মরূপ এবং অন্তর্যামিরূপের ধ্যান করিয়া চিত্তশুদ্ধি লাভ করুন। পরে চিত্তশুদ্ধি লাভ হইলে, যিনি মায়ার অতীতা, সচ্চিৎ ও আনন্দের আধারস্বরূপা, সেই ব্রহ্মরূপিণী পরাশক্তির আরাধনা করিবেন। পরাশক্তিতে চিত্ত লয় করিবার নামই আরাধনা, সুতরাং আপনি তাঁহাতে চিত্ত লয় করুন ॥ ১৫—১৭ ॥ রাজেন্দ্র! সূর্য্য ও সোমবংশীয় মনস্বী ধার্ম্মিক, পরাশক্তির পরম ভক্ত রাজাদিগের পবিত্র চরিত কীর্ত্তন করিলাম। ইহা শ্রবণ করিলে মানবগণের অতুল কীর্ত্তি, ধর্ম্ম, বুদ্ধি, সদগতি এবং পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। অতঃপর আপনি অন্য কোন্ বিষয় শ্রবণ করিতে অভিলাষ করেন? ॥ ১৮—১৯ ॥

তুষারাদ্রেশ্চ দক্ষস্য গৌরী কন্যেতি বিশ্রুতম্।
ক্ষীরোদধেশ্চ কন্যেতি মহালক্ষ্মীরিতি শ্রুতম্।
মূলদেব্যুদ্ভবানাঞ্চ কথং কন্যাত্বমন্যয়োঃ ॥ ২১ ॥
অসম্ভাব্যমিদং ভাতি সংশয়োঽত্র মহামুনে!।
ছিন্ধি জ্ঞানাসিনা তং ত্বং সংশয়চ্ছেদতৎপরঃ ॥ ২২ ॥

ব্যাস উবাচ।

শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি রহস্যং পরমাদ্ভুতম্।
দেবীভক্তস্য তে কিঞ্চিদবাচ্যং ন হি বিদ্যতে ॥ ২৩ ॥
দেবীত্রয়ং যদা দেবত্রয়ায়াদাৎ পরাম্বিকা।
তদা প্রভৃতি তে দেবাঃ সৃষ্টিকার্য্যাণি চক্রিরে ॥ ২৪ ॥

মহালক্ষ্মীর্মহাকালীশিবায় চ। মহাসরস্বতী মহৎ স্থানাত্তস্মাদ্বিসর্জিতা ইতি বচনেন পূর্ব্বমুক্তং কিমিতি গৌরীলক্ষ্মীসরস্বত্যো দেবতাঃ পরাম্বয়ামণিদ্বীপাধিবাসিন্যা দেব্যা হরায় হরয়ে পদ্মজায় চ দত্তা ইতি ॥ ২০ ॥

লোকে ত্বিত্থং শ্রুতমিত্যাহ তুষারাদ্রেরিতি। হিমালয়স্য দক্ষস্য চ কন্যা গৌরী। ক্ষীরোদধেঃ কন্যা লক্ষ্মীরিতি শ্রুতম্। নন্বস্ত্বেতৎ কিং তাবতেতি চেত্তত্রাহ। মূলদেব্যুদ্ভবানাঞ্চেতি। মূলদেবীত উৎপন্নয়োর্গৌরীলক্ষ্ম্যোরন্যকন্যাত্বং কথমপি ন ঘটতে বিরোধাদিতি ভাবঃ ॥ ২১ ॥

তমেব সংশয়ং ছিন্ধীত্যাহ ছিন্ধীতি ॥ ২২—২৩ ॥

দেবীত্রয়ং গৌরীলক্ষ্মীসরস্বতীত্রয়ং দেবত্রয়ায় রুদ্রবিষ্ণুব্রহ্মভ্যোঽদাদ্দত্তবতী পরাম্বিকা মণিদ্বীপাধিবাসিনী ॥ ২৪ ॥

জনমেজয় বলিলেন, ভগবন্! পুরাকালে জগজ্জননী পরাশক্তি হরকে গৌরী, হরিকে লক্ষ্মী এবং হরির নাভিকমলোদ্ভব ব্রহ্মাকে সরস্বতী সম্প্রদান করেন ॥ ২০ ॥ এখন শুনিতেছি গৌরী হিমালয়ের এবং দক্ষেরও কন্যা, আর মহালক্ষ্মী ক্ষীরোদসাগরের কন্যা। ইঁহারা সকলেই মূল দেবী হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, তবে গৌরী ও লক্ষ্মী কিরূপে অন্যের কন্যা হইলেন? ॥ ২১ ॥ মহামুনে! ইহা অতীব অসম্ভব বলিয়া আমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। ভগবন্! আপনি সংশয়চ্ছেদনে সম্পূর্ণ সমর্থ, অতএব জ্ঞানরূপ অসি দ্বারা আমার এই উপস্থিত সংশয় ছেদন করুন ॥ ২২ ॥

বেদব্যাস বলিলেন, রাজন্! আপনাকে এই অদ্ভুত রহস্য বিষয় বলিতেছি শ্রবণ করুন। কারণ আপনি দেবীর পরম ভক্ত, সুতরাং আপনার নিকট কিছুমাত্র অবক্তব্য নাই ॥ ২৩ ॥ পরাম্বিকা যে সময়ে হর, হরি এবং ব্রহ্মাকে ক্রমান্বয়ে গৌরী, লক্ষ্মী ও সরস্বতী দান করেন,-সেই অবধি হরাদি দেবতাত্রয় সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন ॥ ২৪ ॥ রাজন্!

কস্মিংশ্চিৎ সময়ে রাজন্! দৈত্যা হালাহলাভিধাঃ।
মহাপরাক্রমা জাতাস্ত্রৈলোক্যং তৈর্জ্জিতং ক্ষণাৎ ॥ ২৫ ॥
ব্রহ্মণো বরদানেন দর্পিতা রজতাচলম্।
রুরুধুর্নিজসেনাভিস্তথা বৈকুণ্ঠমেব চ ॥ ২৬ ॥
কামারিঃ কৈটভারিশ্চ যুদ্ধোদ্যোগঞ্চ চক্রতুঃ।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণামভূদ্যুদ্ধং মহোৎকটম্ ॥ ২৭ ॥
হাহাকারো মহানাসীদ্দেবদানবসেনয়োঃ।
মহতাথ প্রযত্নেন তাভ্যাং তে দানবা হতাঃ ॥ ২৮ ॥
স্বস্বস্থানেষু গত্বা তাবভিমানঞ্চ চক্রতুঃ।
স্বশক্ত্যোর্নিকটে রাজন্! যদ্বশাদেব তে হতাঃ ॥ ২৯ ॥
অভিমানং তয়োর্জ্ঞাত্বা ছলহাস্যঞ্চ চক্রতুঃ।
মহালক্ষ্মীশ্চ গৌরী চ হাস্যং দৃষ্ট্বা তয়োস্তু তৌ ॥ ৩০ ॥

হালাহলবিষবদ্দুঃসহত্বাদ্ধালাহলাভিধত্বং দৈত্যানাম্ ॥ ২৫ ॥

রজতাচলং কৈলাসম্ ॥ ২৬—২৮ ॥

তাভ্যাং শিববিষ্ণুভ্যাম্। যদ্বশাদিতি। যযোঃ শক্ত্যোর্নিমিত্তেন তে দৈত্যা হতাস্তয়োর্গৌরীলক্ষ্মীশক্ত্যোর্নিকটে এবাস্মাভির্দৈত্যা হতা বয়মেতাদৃশাঃ পরাক্রমিণ ইত্যভিমানং হরবিষ্ণূ চক্রতুরিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

ছলহাস্যমিতি। অস্মৎপ্রসাদেনৈবৈতাভ্যাং দৈত্যা জিতাস্তৎকথমস্মন্নিকট এব বিক্ষিপ্তবদভিমানং কুর্ব্বাতে ইত্যভিপ্রায়েণ কপটহাস্যং তে শক্তী চক্রতুরিত্যর্থঃ। তৌ হরবিষ্ণূ তয়োঃ শক্ত্যোঃ কপটহাস্যং দৃষ্ট্বা ॥ ৩০ ॥

কোন সময়ে হালাহল নামে কতকগুলি দানব জন্মগ্রহণ করেন। কালক্রমে তাহারা অতীব পরাক্রান্ত হইয়া ক্ষণমাত্রেই ত্রৈলোক্য পরাজয় করিল ॥ ২৫ ॥ অধিক কি, তাহারা ব্রহ্মার বরদানে দর্পিত হইয়া স্বীয় সেনা লইয়া কৈলাসপর্ব্বত এবং বৈকুণ্ঠধাম পর্য্যন্ত অবরোধ করিল ॥ ২৬ ॥ তদ্দর্শনে মহাদেব ও বিষ্ণু উভয়েই যুদ্ধের উদ্‌যোগ করিলেন। ক্রমশ উভয় দলে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। এমন কি, ষষ্টি সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত যুদ্ধ চলিল, কিন্তু কোন দলেরই জয় পরাজয় নাই। ক্রমশ দেব ও দানব-সৈন্যের মধ্যে ঘোরতর হাহাকারধ্বনি হইতে লাগিল। এমন সময়ে শিব ও বিষ্ণু অতীব যত্নসহকারে দানবদিগকে নিপাতিত করিলেন ॥ ২৭—২৮ ॥ রাজন্! পরে শিব ও বিষ্ণু আপন আপন আলয়ে প্রত্যাগমন করিলেন, বস্তুত দানবেরা তাহাদিগের নিজ নিজ শক্তির প্রভাবেই নিহত হইয়াছিল, কিন্তু শিব ও বিষ্ণু সেই নিজ শক্তি গৌরী ও লক্ষ্মীর নিকটে গিয়া গর্ব্ব করিয়া বলিলেন যে, সেই দানবেরা আমাদিগের পরাক্রমেই নিহত হইয়াছে ॥ ২৯ ॥ তাঁহাদের অভিমান অবগত

দেবাবতীবসংক্রুদ্ধৌ মোহিতাবাদিমায়য়া।
হুরুত্তরঞ্চ দদতু রবমানপুরঃসরম্ ॥ ৩১ ॥
ততস্তে দেবতে তস্মিন্ ক্ষণে ত্যক্ত্বা তু তৌ পুনঃ।
অন্তর্হিতে চাভবতাং হাহাকারস্তদা হ্যভূৎ ॥ ৩২ ॥
নিস্তেজস্কৌ চ নিঃশক্তী বিক্ষিপ্তৌ চ বিচেতনৌ।
অবমানাত্তয়োঃ শক্ত্যোর্জ্জাতৌ হরিহরৌ তদা ॥ ৩৩ ॥
ব্রহ্মা চিন্তাতুরো জাতঃ কিমেতৎ সমুপস্থিতম্।
প্রধানৌ দেবতামধ্যে কথং কার্য্যাক্ষমাবমূ ॥ ৩৪ ॥
অকাণ্ডে কিং নিমিত্তেন সঙ্কটং সমুপস্থিতম্।
প্রলয়ো ভবিতা কিম্বা জগতোঽস্য নিরাগসঃ ॥ ৩৫ ॥

অভিমানখণ্ডননিমিত্তমতীব সংক্রুদ্ধাবিত্যর্থঃ। ন কেবলং সংক্রুদ্ধৌ কিন্ত্বনাদিমায়য়া মোহিতৌ তৎপ্রসাদাদেব জয়ে লব্ধেঽপি তদগণয্য কিং মুখবচ্ছলহাস্যং ক্রিয়ত ইতি হুরুত্তরঞ্চ দদতুরিত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

তৌ হরবিষ্ণু ত্যক্ত্বেত্যর্থঃ। অতএব ভগবত্যা পূর্ব্বমুক্তম্। এতাঃ শক্তয়ো মাননীয়া নাবমান্যাঃ কদাচনেতি ॥ ৩২ ॥

বিচেতনৌ বিগতধিষণৌ যতো বিক্ষিপ্তৌ ॥ ৩৩ ॥

অমূ হরিহরৌ কার্য্যাক্ষমৌ জগৎকার্য্যাসমর্থৌ কথং জাতাবিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

অকাণ্ডে অকালে নিরাগসো নিরপরাধিনঃ। সর্ব্বকর্ম্মক্ষয়াভাবেঽপীতি শেষঃ ॥ ৩৫ ॥

হইয়া গৌরী ও লক্ষ্মী ভাবিলেন যে, আমাদিগের প্রভাবে ইঁহারা দানব বিনষ্ট করিয়াছেন, কিন্তু আমাদিগের সম্মুখেই আবার অভিমান প্রকাশ করিতেছেন ; এই মনে করিয়া কপট হাস্য করিলেন। তাঁহাদিগের ঈদৃশ হাস্য দর্শন করিয়া সেই দেবযুগল যার পর নাই কুপিত হইলেন, কিন্তু তাঁহারা অনাদিমায়ায় মোহিত হইয়া উভয়ে উভয়কে অবমাননাপূর্ব্বক কুৎসিত বাক্য প্রয়োগ করিলেন ॥ ৩০—৩১ ॥ সেই সময়ে গৌরী ও লক্ষ্মী, শিব ও বিষ্ণুকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার অন্তর্হিত হইলেন। তাহাতে সমস্ত লোকই তখন হাহাকার করিতে লাগিল ॥ ৩২ ॥ (শক্তিযুগলের অবমাননা বশত হরি ও হর উভয়েই তেজোহীন, শক্তিবিহীন ও বিচেতন হইয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন ॥ ৩৩ ॥)

ইহা অবলোকন করিয়া ব্রহ্মা চিন্তায় আকুল হইয়া ভাবিলেন ; হরি ও হর দেবতার মধ্যে প্রধান, কিন্তু ইঁহারা জগৎ কার্য্যে অক্ষম হইলেন কেন ? এই উপস্থিত ব্যাপারের কারণ কি ? ॥ ৩৪ ॥ কি নিমিত্ত অকালে এই সঙ্কট উপস্থিত হইল ? কার্য্যের অভাব বশত নিরপরাধ এই জগতে কি প্রলয় উপস্থিত হইবে ? ॥ ৩৫ ॥ ইহার কারণ কিছুই

নিমিত্তং নৈব জানেঽহং কথং কার্য্যা প্রতিক্রিয়া।
ইতি চিন্তাতুরোত্যর্থং দধ্যৌ মীলিতলোচনঃ॥ ৩৬॥
পরাশক্তিপ্রকোপাত্তু জাতমেতদিতি স্ম হ।
জানংস্তদা সাবধানঃ পদ্মজোঽভূন্নৃপোত্তম!॥ ৩৭॥
ততস্তয়োশ্চ যৎকার্য্যং স্বয়মেবাকরোত্তদা।
স্বশক্তেশ্চ প্রভাবেণ কিয়ৎকালং তপোনিধিঃ॥ ৩৮॥
ততস্তয়োস্তু স্বস্ত্যর্থং মন্বাদীন্ স্বসুতানথ।
আহ্বয়ামাস ধর্ম্মাত্মা সনকাদীংশ্চ সত্বরঃ॥ ৩৯॥
উবাচ বচনং তেভ্যঃ সন্নতেভ্যস্তপোনিধিঃ।
কার্য্যাসক্তোঽহমধুনা তপঃ কর্ত্তুং ন চ ক্ষমঃ॥ ৪০॥
পরাশক্তেস্তু তোষার্থং জগদ্ভারযুতোঽস্ম্যহম্।
শিববিষ্ণূ চ বিক্ষিপ্তৌ পরাশক্তিপ্রকোপতঃ॥ ৪১॥

প্রতিক্রিয়া প্রতীকারঃ। কথং কর্ত্তব্যো নিমিত্তজ্ঞানাভাবে। ন হি রোগনিদানজ্ঞানাভাবে চিকিৎসকা উপায়ং কুর্ব্বন্তীতি। দধ্যৌ নিমিত্তজ্ঞানার্থং ধ্যানং কৃতবানিত্যর্থঃ॥ ৩৬॥

জানন্নিতি। পরাশক্তিপ্রকোপরূপং নিদানং জানন্নিত্যর্থঃ। সাবধানোঽধুনোপায়ং করিষ্যামীতি বিশ্বাসেনেত্যর্থঃ॥ ৩৭॥

তত আরভ্য যাবদ্ধরিহরৌ স্বস্থৌ ভবিষ্যতস্তাবৎপর্য্যন্তং তয়োঃ কার্য্যং পালনসংহাররূপং স্বয়মেব ব্রহ্মা স্বশক্তিপ্রসাদাদকরোদিত্যাহ ততস্তয়োরিতি॥ ৩৮—৪০॥

কিং তৎকার্য্যং তদাহ পরাশক্তেরিতি। জগদ্ভারো জগতঃ সৃষ্টিস্থিতিসংহাররূপঃ। স চ পরাশক্তেরেব কার্য্যং ভবতীতি ময়া তত্তোষার্থমবশ্যং কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ॥ ৪১—৪২॥

জানি না, সুতরাং কি রূপে ইহার প্রতীকার করিব; এইরূপ চিন্তায় অতীব কাতর হইয়া উহার কারণ অবগত হইবার বাসনায় নিমীলিতলোচনে ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন॥ ৩৬॥ নৃপোত্তম! অনন্তর কমলযোনি ধ্যানদ্বারা বিদিত হইলেন যে, পরাশক্তির নিরতিশয় কোপপ্রভাবেই এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। তখন তিনি তাহার প্রতীকারে যত্ন করিতে লাগিলেন। যাবৎ হরি ও হর স্বস্থ না হইলেন, তপোধন ব্রহ্মা স্বীয় শক্তির প্রভাবে সেই পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের পালন ও সংহার কার্য্য স্বয়ং নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন॥ ৩৭—৩৮॥

অনন্তর ধর্ম্মাত্মা প্রজাপতি তাঁহাদিগকে সুস্থির করিবার বাসনায় আপন সন্তান মনু ও সনকাদি ঋষিবর্গকে সত্বর আহ্বান করিলেন॥ ৩৯॥ তাঁহারা উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিলে তপোনিধি চতুর্মুখ বলিলেন, আমি এক্ষণে অধিকতর কার্য্যে ব্যাসক্ত, সুতরাং তপস্যার অনুষ্ঠান করিতে পারিতেছি না॥ ৪০॥ পরাশক্তির কোপে হরি ও হর বিক্ষিপ্ত হইয়াছেন, সুতরাং সেই মহাশক্তির সন্তোষ সম্পাদনের নিমিত্ত জগতের সৃষ্টি, সংহার ও

তস্মাত্তাং পরমাং শক্তিং যূয়ং সন্তোষয়ংস্তথা।
অত্যদ্ভুতং তপঃ কৃত্বা ভক্ত্যা পরময়া যুতাঃ ॥ ৪২ ॥
যথা তৌ পূর্ব্ববৃত্তৌ চ স্যাতাং শক্তিযুতাবপি।
তথা কুরুত মৎপুত্রা যশোবৃদ্ধির্ভবেদ্ধি বাম্ ॥ ৪৩ ॥
কুলে যস্য ভবেজ্জন্ম তয়োঃ শক্ত্যোস্তু তৎকুলম্।
পাবয়েজ্জগতীং সর্ব্বাং কৃতকৃত্যং স্বয়ং ভবেৎ ॥ ৪৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

পিতামহবচঃ শ্রুত্বা গতাঃ সর্ব্বে বনান্তরে।
রিরাধয়িষবঃ সর্ব্বে দক্ষাদ্যা বিমলান্তরাঃ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে দক্ষস্য গৃহে ভগবত্যা জন্মকথনবর্ণনং নাম ঊনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

পূর্ব্ববৃত্তৌ পূর্ব্বস্বভাবৌ ॥ ৪৩ ॥
কিঞ্চ যস্য কুলে তয়োঃ শক্ত্যোর্জন্ম ভবিষ্যতি তৎকুলং জগতীতলং পাবয়েৎ স্বয়ঞ্চ কৃতকৃত্যং ভবেদিত্যাহ কুলে যস্যেতি ॥ ৪৪—৪৫ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে ঊনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

পালন এই কার্য্যত্রয়ের ভার আমিই বহন করিতেছি ॥ ৪১ ॥ অতএব তোমরা অতীব ভক্তি সহকারে কঠোর তপশ্চরণ করিয়া সেই পরমাশক্তির সন্তোষ-বিধান কর ॥ ৪২ ॥ হে পুত্রগণ! যাহাতে হরি ও হর পূর্ব্বের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া শক্তির সহিত মিলিত হন, তোমরা তদনুরূপ কার্য্য কর। তাহাতে তোমাদের যশোবৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই ॥৪৩॥ পরন্তু যাহার কুলে সেই শক্তি যুগলের জন্ম হইবে, তাহার কুল সমস্ত জগৎ পবিত্র করিবে, অধিক কি সেই ব্যক্তিও স্বয়ং কৃতার্থ হইবে ॥ ৪৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! বিমলান্তঃকরণ দক্ষাদি মানসপুত্রগণ পিতামহের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই পরাশক্তির আরাধনা করিতে ইচ্ছুক হইয়া বনমধ্যে গমন করিলেন ॥৪৫॥

মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে দক্ষগৃহে ভগবতীর জন্মকথন বর্ণন নামক ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ততস্তে তু বনোদ্দেশে হিমাচলতটাশ্রয়াঃ।
মায়াবীজজপাসক্তাস্তপশ্চেরুঃ সমাহিতাঃ ॥ ১ ॥
ধ্যায়তাং পরমাং শক্তিং লক্ষবর্ষাণ্যভূন্নৃপ!
ততঃ প্রসন্না দেবী সা প্রত্যক্ষং দর্শনং দদৌ ॥ ২ ॥
পাশাঙ্কুশবরাভীতিচতুর্ব্বাহুস্ত্রিলোচনা।
করুণারসসম্পূর্ণা সচ্চিদানন্দরূপিণী ॥ ৩ ॥
দৃষ্ট্বা তাং সর্ব্বজননীং তুষ্টুবুর্ম্মুনয়োঽমলাঃ ॥ ৪ ॥
নমস্তে বিশ্বরূপায়ৈ বৈশ্বানরসুমূর্ত্তয়ে।
নমস্তৈজসরূপায়ৈ সূত্রাত্মবপুষে নমঃ ॥ ৫ ॥

একাধিকশতশ্লোকৈর্গৌরীজন্ম সমুচ্যতে।
নানাপীঠোন্তবস্তদ্বচ্ছিববিভ্রান্তিবর্ণনম্ ॥

চতুর্মুখাজ্ঞয়া মুনয়ঃ সসুরাঃ সর্ব্বে হিমালয়ে তপশ্চর্য্যার্থং গতা ইত্যুক্তং তদুত্তরং জাতং বৃত্তমাহ ততস্তেত্বিতি। মায়াবীজং শ্রীভুবনেশ্বরীমন্ত্রঃ ॥ ১—২ ॥

পাশেতি। পাশাঙ্কুশাভয়বরমুদ্রা হস্তেত্যর্থঃ ॥ ৩—৪ ॥

বিশ্বো ব্যষ্টিস্থূলদেহাভিমানী। বৈশ্বানরঃ সমষ্টিস্থূলদেহাভিমানী। তৈজসো ব্যষ্টিলিঙ্গদেহাভিমানী। সূত্রাত্মা সমষ্টিলিঙ্গদেহাভিমানী। তদেবাহ যস্মিন্নিতি। ওতপ্রোতা গ্রথিতা ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! হিমালয় পর্ব্বতের তটভূমি অতীব নির্জ্জন স্থান; সুতরাং তাঁহারা বনমধ্যে গমন করিয়া তপস্যার নিমিত্ত সেই স্থান মনোনীত করিলেন। তাঁহারা সমাহিতচিত্তে মায়াবীজ ভুবনেশ্বরীমন্ত্র জপ করত সেই স্থানেই তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১ ॥ রাজন্! পরমাশক্তির ধ্যান করিতে করিতে এক লক্ষ বৎসর অতীত হইলে দেবী প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে দর্শন প্রদান করিলেন ॥ ২ ॥ তাঁহার মূর্ত্তি, ত্রিনয়না এবং সচ্চিদানন্দরূপিণী, সুতরাং তিনি করুণা রসে পরিপূর্ণ হইয়া এক হস্তে পাশ, ও এক হস্তে অঙ্কুশ ধারণ করিয়া ভক্তবৃন্দকে এক হস্তে অভয় ও এক হস্তে বর প্রদান করিতেছেন ॥ ৩ ॥ সেই বিমলস্বভাব মুনিগণ জগজ্জননীর ঈদৃশ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥ দেবি! আপনি পৃথক্ রূপে সমস্ত স্থূলদেহে বিরাজমান রহিয়াছেন, অতএব আপনাকে নমস্কার করি। আপনি সমষ্টি রূপেও সমস্ত স্থূলদেহে অধিষ্ঠান

যস্মিন্ সর্ব্বে লিঙ্গদেহা ওতপ্রোতা ব্যবস্থিতাঃ।
নমঃ প্রাজ্ঞস্বরূপায়ৈ নমোঽব্যাকৃতমূর্ত্তয়ে॥ ৬॥
নমঃ প্রত্যক্স্বরূপায়ৈ নমস্তে ব্রহ্মমূর্ত্তয়ে।
নমস্তে সর্ব্বরূপায়ৈ সর্ব্বলক্ষ্যাত্মমূর্ত্তয়ে॥ ৭॥
ইতি স্তুত্বা জগদ্ধাত্রীং ভক্তিগদ্গদয়া গিরা।
প্রণেমুশ্চরণাম্ভোজং দক্ষাদ্যা মুনয়োঽমলাঃ॥ ৮॥
ততঃ প্রসন্না সা দেবী প্রোবাচ পিকভাষিণী।
বরং ব্রূত মহাভাগা বরদাহং সদা মতা॥ ৯॥
তস্যাস্তু বচনং শ্রুত্বা হরবিষ্ণ্বোস্তনোঃ শমম্।
তয়োস্তচ্ছক্তিলাভঞ্চ বব্রিরে নৃপসত্তম॥ ১০॥
দক্ষোঽথ পুনরপ্যাহ জন্ম দেবি! কুলে মম।
ভবেত্তবাম্ব যেনাহং কৃতকৃত্যো ভবে ইতি॥ ১১॥

প্রাজ্ঞো ব্যষ্টিকারণদেহাভিমানী। অব্যাকৃতং সমষ্টিকারণদেহাভিমানী। প্রত্যক্ জীবাধিষ্ঠানং কূটস্থং ব্রহ্ম ব্রহ্মমূর্ত্তয়ে ইত্যত্র তু সর্ব্বাধিষ্ঠানং ব্রহ্মেতি বিভাগঃ॥ ৬—৯॥
তনোঃ শমঃ শান্তিম্। তয়োর্হরিহরয়োস্তচ্ছক্তিলাভং গৌরীলক্ষ্মীশক্তিলাভম্॥ ১০—১১॥

করিতেছেন, অতএব আপনাকে নমস্কার করি। পরমেশ্বরি! আপনি পৃথক্ রূপে সমস্ত লিঙ্গদেহে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, অতএব আপনাকে প্রণাম করি। আপনি সমষ্টি রূপে সমস্ত লিঙ্গদেহে বাস করিতেছেন, অতএব আপনাকে নমস্কার করি॥ ৫॥ যাহাতে সমস্ত লিঙ্গ দেহ ওতপ্রোতভাবে ব্যবস্থিত রহিয়াছে; আপনি পৃথক্ রূপে সেই সমস্ত কারণদেহে বিরাজ করিতেছেন, অতএব আপনাকে নমস্কার করি। আপনি সমষ্টিরূপেও সমস্ত কারণদেহে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, অতএব আপনাকে নমস্কার করি॥ ৬॥ আপনি সমস্ত জীবের অধিষ্ঠানভূত কূটস্থ ব্রহ্মস্বরূপা হইয়া সকল দেহে বিরাজমান রহিয়াছেন, অতএব আপনাকে নমস্কার করি। আপনিই সমস্ত ভূতের লক্ষ্যভূত আত্মস্বরূপা, অতএব আপনাকে বার বার নমস্কার করি॥ ৭॥ অমলস্বভাব দক্ষাদি মুনিগণ ভক্তিপূর্ব্বক গদ্গদ স্বরে জগদ্ধাত্রীর এই প্রকার স্তব করিয়া তাঁহার চরণকমলে প্রণাম করিলেন॥ ৮॥

অনন্তর দেবী প্রসন্ন হইয়া কোকিলের ন্যায় মধুর স্বরে বলিলেন; মহাভাগগণ! আমি সর্ব্বদাই বরদান করিতে প্রস্তুত, অতএব তোমরা বর প্রার্থনা কর॥ ৯॥

নৃপসত্তম! তাঁহারা দেবীর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রার্থনা করিলেন যে, হরি ও হর উভয়ে স্বাস্থ্যলাভ করিয়া স্বীয় স্বীয় শক্তি লক্ষ্মী ও গৌরীকে লাভ করুন। পরে দক্ষ পুনর্ব্বার বলিলেন, দেবি! আপনার জন্ম আমার কুলেই হউক, অম্ব! ইহাতে আমি

জপং ধ্যানং তথা পূজাং স্থানানি বিবিধানি চ।
বদ মে পরমেশানি! স্বমুখেনৈব কেবলম্ ॥ ১২ ॥

দেব্যুবাচ।

মচ্ছক্ত্যোরবমানাচ্চ জাতাবস্থা তয়োর্দ্বয়োঃ।
নৈতাদৃশঃ প্রকর্ত্তব্যো মেঽপরাধঃ কদাচন ॥ ১৩ ॥
অধুনা মৎকৃপালেশাচ্ছরীরে স্বস্থতা তয়োঃ।
ভবিষ্যতি চ তে শক্তী ত্বদ্‌গৃহে ক্ষীরসাগরে।
জনিষ্যতস্ততস্তাভ্যাং প্রাপ্স্যতঃ প্রেরিতে ময়া ॥ ১৪ ॥
মায়াবীজং হি মন্ত্রো মে মুখ্যঃ প্রিয়করঃ সদা।
ধ্যানং বিরাট্‌স্বরূপং মেঽথবা ত্বৎপুরতঃ স্থিতম্ ॥ ১৫ ॥
সচ্চিদানন্দরূপং বা স্থানং সর্ব্বং জগন্মম।
যুষ্মাভিঃ সর্ব্বদা চাহং পূজ্যা ধ্যেয়া চ সর্ব্বদা ॥ ১৬ ॥

জাতাবস্থা তয়োরিতি তয়োরেতাদৃশ্যবস্থা জাতেত্যর্থঃ ॥ ১২—১৩ ॥

একা শক্তিস্ত্বদ্‌গৃহে তব দক্ষস্য গৃহেঽপরা শক্তিঃ ক্ষীরসাগরে জনিষ্যতঃ। তাভ্যামিতি তাদর্থ্যে চতুর্থী ॥ ১৪ ॥

জপধ্যানাদিকং যৎপৃষ্টং তত্রোত্তরমাহ মায়াবীজং হীতি। স চ ভুবনেশ্বরীমন্ত্রঃ ত্বৎপুরত ইতি যদেতন্ময়া দর্শিতং পাশাঙ্কুশাভয়বরকরং ধ্যানমিত্যর্থঃ। বিরাট্‌স্বরূপধ্যানং ত্বগ্রে বক্ষ্যতি ॥ ১৫ ॥

সচ্চিদানন্দরূপং বা মম ধ্যানমিত্যর্থঃ। তদুক্তং ভুবনেশ্বরীহৃদয়ে স্ত্রীরূপং বাথ পুংরূপং নিষ্কলং বা মহেশ্বরি!। নিষ্কামনাপরতয়া জপেন্মন্ত্রং সমাহিত ইতি। সর্ব্বজগন্মম স্থানং ভবতি মম সর্ব্বাত্মকত্বাদিতি স্থানপ্রশ্নস্যোত্তরম্ ॥ ১৬—১৮ ॥

কৃতকৃতার্থ হইব সন্দেহ নাই ॥ ১০—১১ ॥ অতএব পরমেশানি! আপনার পূজা, জপ, ধ্যান এবং উহার উপযুক্ত বিবিধ স্থানের বিষয় আপনি স্বীয় মুখেই ব্যক্ত করুন ॥ ১২ ॥

দেবী বলিলেন, মদীয় শক্তির অবমাননা বশতই সেই হরি ও হরের এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, অতএব আর ঈদৃশ অপরাধ যেন কদাচ না করেন ॥ ১৩ ॥ এক্ষণে মদীয় কৃপালেশ বশত তাঁহাদিগের শরীরের স্বাস্থ্যলাভ হইবে এবং শক্তিদ্বয়ের মধ্যে এক শক্তি তোমার গৃহে আর অপর শক্তি ক্ষীরোদসাগরে জন্মগ্রহণ করিবেন। পরন্তু আমি তাঁহাদিগকে প্রেরণ করিলে হরি ও হর আপন আপন শক্তি প্রাপ্ত হইবেন ॥ ১৪ ॥ মায়াবীজই আমার মুখ্যমন্ত্র, ইহা সততই আমার প্রিয়কর, সুতরাং এই মন্ত্রেই আমার জপ ও পূজা করিবে। তোমার সম্মুখে যে মূর্ত্তি দর্শন করিতেছ, আমার এই ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি, অথবা আমার বিরাট রূপ, কিম্বা আমার সচ্চিদানন্দ রূপের ধ্যান করিবে। আর সমস্ত জগতই আমার স্থান, সুতরাং তোমরা সকল স্থানেই আমার পূজা ও ধ্যান সর্ব্বদাই করিবে ॥ ১৫—১৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে দেবী মণিদ্বীপাধিবাসিনী।
দক্ষাদ্যা মুনয়ঃ সর্ব্বে ব্রহ্মাণং পুনরাযযুঃ।
ব্রহ্মণে সর্ব্ববৃত্তান্তং কথয়ামাসুরাদরাৎ॥ ১৭॥
হরো হরিশ্চ স্বস্থৌ তৌ স্বস্বকার্য্যক্ষমৌ নৃপ!।
জাতৌ পরাম্বকৃপয়া গর্ব্বেণ রহিতৌ তদা॥ ১৮॥
কদাচিদথকালে তু মহঃ শাক্তমবাতরৎ।
দক্ষগেহে মহারাজ! ত্রৈলোক্যে প্যুৎসবোঽভবৎ॥ ১৯॥
দেবাঃ প্রমুদিতাঃ সর্ব্বে পুষ্পবৃষ্টিঞ্চ চক্রিরে।
নেদুর্দুন্দুভয়ঃ স্বর্গে করকোণাহতা নৃপ!॥ ২০॥
মনাংস্যাসন্ প্রসন্নানি সাধূনামমলাত্মনাম্।
সরিতো মার্গবাহিন্যঃ সুপ্রভোঽভূদ্দিবাকরঃ॥ ২১॥
মঙ্গলায়াস্তু জাতায়াং জাতং সর্ব্বত্র মঙ্গলম্।
তস্যা নাম সতীং চক্রে সত্যত্বাৎ পরসম্বিদঃ॥ ২২॥

শাক্তং মহঃ পরাশক্তেস্তেজ ইত্যর্থঃ॥ ১৯॥

করকোণাহতা ইতি। দুন্দুভিতাড়নার্থং যষ্টিগ্রহণেঽবকাশো নাস্তীত্যতিত্বরয়া করকোণেনৈবাহতা ইত্যর্থঃ॥ ২০—২১॥

মঙ্গলায়াং মঙ্গং ভক্তানাং জননমরণাসর্পণং লাতি গৃহ্লাতি নাশয়তি সা মঙ্গলা॥ ২২॥

ব্যাস বলিলেন, মণিদ্বীপবাসিনী ভুবনেশ্বরী দেবী এইরূপে তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়া অন্তর্হিতা হইলে, দক্ষ প্রভৃতি মুনিগণ সকলেই পুনর্ব্বার ব্রহ্মার নিকট আগমন করিয়া সেই সমস্ত বৃত্তান্ত সসম্ভ্রমে তাঁহাকে নিবেদন করিলেন॥ ১৭॥ নৃপবর! এইরূপে তখন হরি ও হর উভয়ে গর্ব্ববিরহিত হইয়া পরমাদেবী অম্বিকার করুণায় স্বস্থ হইয়া স্ব স্ব কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন॥ ১৮॥

অনন্তর কোন সময়ে পরাশক্তির পরম তেজঃস্বরূপিণী দেবী ভগবতী দক্ষপ্রজাপতির গৃহে অবতীর্ণা হইলেন। মহারাজ! সেই সময়ে ত্রিলোকমধ্যে সর্ব্বত্রে মহোৎসব হইতে লাগিল॥ ১৯॥ সমস্ত দেবতাগণ প্রমুদিত হইয়া প্রফুল্লচিত্তে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। স্বর্গে সুরদুন্দুভি সকল করাঙ্গুলি দ্বারা আহত হইয়া গম্ভীরধ্বনি করিতে লাগিল॥ ২০॥ তখন বিমলাত্মা সাধুগণের মানস প্রসন্ন হইল ও দিবাকরের প্রভা নির্ম্মল হইল, সরিৎ সকল আনন্দভরে উচ্ছ্বলিত হইয়া স্ব স্ব পথে প্রবাহিত হইতে লাগিল॥ ২১॥ জীবগণের জন্ম-মৃত্যু-নিবারণকারিণী দেবী জগন্মঙ্গলা জন্মগ্রহণ করিলে সর্ব্বত্রই মঙ্গলের সঞ্চার

দদৌ পুনঃ শিবায়াথ তস্য শক্তিস্তু যাভবৎ।
সা পুনর্জ্জ্বলনে দগ্ধা দৈবযোগাম্মনোর্নৃপ! ॥ ২৩ ॥
জনমেজয় উবাচ।
অনর্থকরমেতত্তে শ্রাবিতং বচনং মুনে!।
এতাদৃশং মহদ্বস্তু কথং দগ্ধং হুতাশনে ॥ ২৪ ॥
যন্নামস্মরণান্নৃণাং সংসারাগ্নিভয়ং ন হি।
কেন কর্ম্মবিপাকেন মনোর্দ্দগ্ধং তদেব হি ॥ ২৫ ॥
ব্যাস উবাচ।
শৃণু রাজন্! পুরাবৃত্তং সতীদাহস্য কারণম্ ॥ ২৬ ॥
কদাচিদথ দুর্ব্বাসা গতো জাম্বূনদেশ্বরীম্।
দদর্শ দেবীং তত্রাসৌ মায়াবীজং জজাপ সঃ ॥ ২৭ ॥
ততঃ প্রসন্না দেবেশী নিজকণ্ঠগতাং স্রজম্।
ভ্রমদ্ভ্রমরসংসক্তাং মকরন্দমদাকুলাম্ ॥ ২৮ ॥

পরসম্বিদো ব্রহ্মরূপিণ্যাঃ সত্যত্বাত্তদবতারত্বাদস্যাঃ সতীতি নাম চক্রে ইত্যর্থঃ। তস্য শক্তিরিতি। যা পূর্ব্বমিয়ং শিবস্য শক্তিরাসীৎ সেয়ং শিবায়ৈব দত্তেতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥
মনোর্দ্দক্ষস্য প্রজাপতেঃ ॥ ২৪—২৬ ॥
জম্বূরসেনোদ্ভূতা যা নদী যত্র জাম্বূনদং সুবর্ণং ভবতি তস্যেশ্বরীং তৎস্থানস্থিতাং দেবীমিত্যর্থঃ ॥ ২৭—২৮ ॥

হইল। সেই পরব্রহ্মস্বরূপিণী দেবী সত্যস্বরূপিণী বলিয়া তত্ত্বজ্ঞানী মুনিগণ তাঁহার "সতী" এই নামকরণ করিলেন ॥ ২২ ॥ অনন্তর প্রজাপতি দক্ষ, যিনি পূর্ব্বে মহেশ্বরের শক্তি ছিলেন তাঁহাকে পুনর্ব্বার সেই দেবাদিদেব মহাদেবকেই সম্প্রদান করিলেন। সেই দাক্ষায়ণী দেবী দক্ষের দুর্দ্দৈববশতঃ প্রজ্বলিত হুতাশনে দগ্ধ হইয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥

জনমেজয় বলিলেন, মুনিবর! আপনি আমাকে বিষম অনর্থকর এই বচন শ্রবণ করাইলেন। এতাদৃশ পরম সম্বিদ্রূপ মহদ্ বস্তু কিরূপে হুতাশনে দগ্ধ হইল? ॥ ২৪ ॥ যাঁহার নাম স্মরণ করিলে মানবগণের সংসাররূপ ঘোরতর অগ্নি ভয় বিনষ্ট হয়, প্রজাপতির কোন্ কর্ম্মবিপাক দ্বারা সেই বস্তু দগ্ধ হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার বাসনা একান্তই বলবতী হইয়াছে, আপনি কৃপা করিয়া আমার নিকট তাহা সবিস্তরে বর্ণন করুন ॥ ২৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজেন্দ্র! সতীদাহের কারণস্বরূপ পুরাতন ইতিবৃত্ত বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। কোন সময়ে ঋষিবর দুর্ব্বাসা জাম্বূনদবাহিনী নদীর তীরে গমন করিয়া তত্রস্থিতা দেবীকে দর্শন করিলেন। অনন্তর তিনি সেই স্থানে অবস্থিত হইয়া সংযতচিত্তে

দদৌ প্রসাদভূতাং তাং জগ্রাহ শিরসা মুনিঃ।
ততো নির্গত্য তরসা ব্যোমমার্গেণ তাপসঃ ॥ ২৯ ॥
আজগাম স যত্রাস্তে দক্ষঃ সাক্ষাৎসতীপিতা।
সন্দর্শনার্থমম্বায়া ননাম চ সতীপদে ॥ ৩০ ॥
পৃষ্টো দক্ষেণ স মুনির্ম্মালা কস্যাস্ত্বলৌকিকী।
কথং লব্ধা ত্বয়া নাথ! দুর্লভা ভুবি মানবৈঃ ॥ ৩১ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য প্রোবাচাশ্রুযুতেক্ষণঃ।
দেব্যাঃ প্রসাদমতুলং প্রেমগদ্গদিতান্তরঃ ॥ ৩২ ॥
প্রার্থয়ামাস তাং মালাং তং মুনিং স সতীপিতা।
অদেয়ং শক্তিভক্তায় নাস্তি ত্রৈলোক্যমণ্ডলে।
ইতি বুদ্ধা তু তাং মালাং মনবে স সমর্পয়ৎ ॥ ৩৩ ॥
গৃহীতা শিরসা মালা মনুনা নিজমন্দিরে।
স্থাপিতা শয়নং যত্র দম্পত্যোরতিসুন্দরম্‌ ॥ ৩৪ ॥

মুনির্দুর্ব্বাসাঃ ॥ ২৯ ॥
অম্বায়া দক্ষগৃহেঽবতীর্ণায়া জগন্মাতুর্দর্শনার্থমিত্যর্থঃ ॥ ৩০—৩১ ॥
দেব্যাঃ প্রসাদমিতি। অশ্রুপূর্ণেক্ষণো মুনির্দ্দেবীপ্রসাদলব্ধেয়ং মালেতিপ্রোবাচেত্যর্থঃ॥৩২॥
শক্তিভক্তায় পরাশক্ত্যুপাসকায় মনবে দক্ষায় স দুর্ব্বাসাঃ ॥ ৩৩—৩৪ ॥

মায়াবীজ জপ করিতে লাগিলেন ॥ ২৬—২৭ ॥ তদনন্তর সুরেশ্বরী ভগবতী তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া মকরন্দগন্ধে প্রমোদিত প্রমত্ত ভ্রমরসঙ্কুল কণ্ঠস্থিত মনোহর মালা প্রসাদ স্বরূপ তাঁহাকে প্রদান করিলে, মহর্ষিও সত্বর তাহা গ্রহণ করিয়া মস্তকে ধারণ করিলেন। তৎপরে সেই তপস্বিপ্রবর মহর্ষি ত্বরান্বিত হইয়া অম্বিকার দর্শনের নিমিত্ত যথায় সতীর পিতা প্রজাপতি দক্ষ অবস্থিত করিতেছিলেন, সেই স্থানে আগমন করিয়া সতীর চরণপদ্মে প্রণিপাত করিলেন ॥ ২৮—৩০ ॥ অনন্তর প্রজাপতি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে! এই অলৌকিকী মালা কাহার? প্রভো! ভূতলে মানবগণের দুর্লভ এই মোহিনী মালা আপনি কিরূপে লাভ করিলেন? ॥ ৩১ ॥ তখন সেই বাগ্মিপ্রবর মহর্ষি দুর্ব্বাসা তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রেমবিগলিতচিত্তে সাশ্রুনেত্রে কহিলেন, প্রজাপতে! আমি দেবীর প্রসাদ স্বরূপ এই অনুপম মনোহারিণী মালা লাভ করিয়াছি ॥ ৩২ ॥ তাহা শুনিয়া প্রজাপতি, মহর্ষি দুর্ব্বাসার নিকট সেই মালা প্রার্থনা করিলেন। তিনিও ত্রিলোক মধ্যে শক্তিভক্তকে অদেয় কিছুই নাই, এইরূপ বিবেচনা করিয়া প্রজাপতি দক্ষকে সেই মালা প্রদান করিলেন ॥ ৩৩ ॥ তিনি সেই মালা মস্তকে গ্রহণ করিয়া, পরে যে গৃহে

পশুকর্ম্মরতো রাত্রৌ মালাগন্ধেন মোদিতঃ ॥ ৩৫ ॥
অভবৎ স মহীপালস্তেন পাপেন শঙ্করে।
শিবে দ্বেষমতির্জ্জাতো দেব্যাং সত্যাং তথা নৃপ ॥ ৩৬ ॥
রাজংস্তেনাপরাধেন তজ্জন্যো দেহ এব চ।
সত্যা যোগাগ্নিনা দগ্ধো সতীধর্ম্মদিদৃক্ষয়া।
পুনশ্চ হিমবৎপৃষ্ঠে প্রাদুরাসীত্তু তন্মহঃ ॥ ৩৭ ॥

জনমেজয় উবাচ।

দহ্যমানে সতীদেহে জাতে কিমকরীচ্ছিবঃ।
প্রাণাধিকা সতী তস্য তদ্বিযোগেন কাতরঃ ॥ ৩৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

ততঃ পরন্তু যজ্জাতং ময়া বক্তুং ন শক্যতে ॥ ৩৯ ॥
ত্রৈলোক্যপ্রলয়ো জাতঃ শিবকোপাগ্নিনা নৃপ !।
বীরভদ্রঃ সমুৎপন্নো ভদ্রকালীগণান্বিতঃ ॥ ৪০ ॥

তেন মালাগন্ধেন মোহিতো হর্ষিতঃ সন্ রাত্রৌ পশুকর্ম্মরতো মৈথুনাসক্ত ইত্যর্থঃ॥ ৩৫ ॥
তেন পাপেন ভগবতীমালায়া অপমানরূপাপরাধজন্যপাপেন শিবে দেব্যাঞ্চ দ্বেষবুদ্ধিরভবদিত্যর্থঃ। অনেন চ দেবীসম্বন্ধিপদার্থাবহেলনেন এতাদৃশো মহাননর্থো জাতস্তস্মাত্তদ্ধেলনমজ্ঞানেনাপি ন কর্ত্তব্যমিতি বোধিতম্ ॥ ৩৬ ॥
তেনাপরাধেন শিবদ্বেষরূপাপরাধেন তজ্জন্যঃ শিবাপরাধিদক্ষজন্যঃ সতীধর্ম্মঃ পতিব্রতাধর্ম্মঃ পতিনিন্দায়ামেতাদৃশং ব্রতং পতিব্রতাভিরাচরণীয়মিতি দিদৃক্ষয়া তং সতীদেহং ত্যক্ত্বা পুনস্তদেব দেব্যা মহো হিমবৎপৃষ্ঠে প্রাদুর্ব্বভূবেত্যর্থঃ ॥ ৩৭—৩৯ ॥
ভদ্রকাল্যাশ্চ শিবগণৈশ্চান্বিতঃ ॥ ৪০—৪১ ॥

দম্পতির অতি মনোহর শয়নশয্যা সজ্জিত ছিল, সেই শয্যার উপর রাখিয়া দিলেন ॥ ৩৪ ॥ রজনীযোগে সেই মালার সৌগন্ধে আমোদিত হইয়া সেই মহীপতি সুরতকার্য্যে আসক্ত হইলেন। নৃপবর! সেই পশুকর্ম্ম নিবন্ধন তাঁহার, সতীদেবী ও শঙ্করের প্রতি বিদ্বেষ ভাব জন্মিল ॥ ৩৫—৩৬ ॥ তাহাতে তিনি শিবের নিন্দা করিতে লাগিলেন। মহারাজ! সেই অপরাধে সতী, সনাতন পাতিব্রত্য ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার নিমিত্ত সেই দক্ষজনিত দেহ পরিত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিয়া যোগাগ্নিদ্বারা নিজ দেহ দগ্ধ করিলেন। সেই শক্তিসম্ভূত তেজঃ পুনর্ব্বার হিমাচলে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল ॥ ৩৭ ॥

জনমেজয় কহিলেন, মুনিবর! সতীর দেহ দগ্ধ হইয়া গেলে প্রাণাধিকা সতীর বিয়োগে কাতর হইয়া মহাদেব কি করিয়াছিলেন? ॥ ৩৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! তাহার পর যেরূপ ঘটনা হইয়াছিল, আমি তাহা বর্ণন করিতে সমর্থ নহি। নৃপবর! তখন শিবের ক্রোধাগ্নি দ্বারা ত্রৈলোক্যমণ্ডলে প্রলয় উপ-

ত্রৈলোক্যনাশনোদ্যুক্তো বীরভদ্রো যদাভবৎ।
ব্রহ্মাদয়স্তদা দেবাঃ শঙ্করং শরণং যযুঃ ॥ ৪১ ॥
জাতে সর্ব্বস্বনাশেঽপি করুণানিধিরীশ্বরঃ।
অভয়ং দত্তবাংস্তেভ্যো বস্তবক্ত্রেণ তং মনুম্ ॥ ৪২ ॥
অজীবয়ন্মহাত্মাসৌ ততঃ খিন্নো মহেশ্বরঃ।
যজ্ঞবাটমুপাগম্য রুরোদ ভৃশদুঃখিতঃ ॥ ৪৩ ॥
অপশ্যত্তাং সতীং বহ্নৌ দহ্যমানাস্তু চিৎকলাম্।
স্কন্ধেঽপ্যারোপয়ামাস হা সতীতি বদন্ মুহুঃ।
বভ্রাম ভ্রান্তচিত্তঃ সন্নানাদেশেষু শঙ্করঃ ॥ ৪৪ ॥
তদা ব্রহ্মাদয়ো দেবাশ্চিন্তামাপুরনুত্তমাম্।
বিষ্ণুস্তু ত্বরয়া তত্র ধনুরুদ্যম্য মার্গণৈঃ ॥ ৪৫ ॥
চিচ্ছেদাবয়বান্ সত্যাস্তত্তৎস্থানেষু তেঽপতন্ ॥ ৪৬ ॥

এতাদৃশে সর্ব্বস্বনাশে জাতে কোঽপি দয়া ন করিষ্যতি তথাপি শিবঃ করুণানিধিত্বাচ্চকারেত্যাহ জাতে সর্ব্বস্বেতি। বস্তবক্ত্রেণ ছাগবক্ত্রেণ তং মনুং দক্ষমজীবয়জ্জীবয়ামাসেত্যর্থঃ। এতেন বীরভদ্রেণ যজ্ঞধ্বংসঃ কৃতো দক্ষস্য চ শিরশ্ছেদিতমিত্যনুক্তমপ্যর্থাদ্বোধ্যম্ ॥ ৪২ ॥

যজ্ঞবাটং যজ্ঞস্থানম্ ॥ ৪৩ ॥

ভ্রান্তচিত্তো বিক্ষিপ্তঃ সন্নিত্যর্থঃ ॥ ৪৪—৪৫ ॥

সত্যা যত্রাবয়বাঃ পতিষ্যন্তি তত্র মোহেন শিবঃ স্থাস্যতি নোচেত্তাং গৃহীত্বা ব্রহ্মাণ্ডাদ্বহিরপি গমিষ্যতীত্যভিপ্রায়েণ সত্যা দেব্যা অবয়বাংশ্চিচ্ছেদেত্যাহ চিচ্ছেদেতি। তত্তৎস্থানেষু নানাবিধেষু স্থানেষু তেঽবয়বাশ্ছেদিতা অপতন্ ॥ ৪৬ ॥

স্থিত হইয়াছিল। ভদ্রকালীগণ দ্বারা পরিবৃত হইয়া বীরভদ্র উৎপন্ন করিয়া ত্রৈলোক্য নাশে উদ্যুক্ত হইলেন। তখন ব্রহ্মাদি দেবতাগণ শঙ্করের শরণ গ্রহণ করিলেন ॥ ৩৯—৪১ ॥ সতী বিনাশে সর্ব্বস্ব নাশ ঘটিলেও করুণানিধান ঈশান দক্ষের যজ্ঞ বিনষ্ট করিয়া তাঁহার মস্তক ছেদন ও সেই স্থানে ছাগমুণ্ড সংযোজনপূর্ব্বক তাঁহাকে জীবিত করিয়া দেবগণকে অভয় প্রদান করিলেন। তখন দেবাদিদেব মহাদেব অত্যন্ত খিন্ন হইয়া যজ্ঞ স্থানের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক সাতিশয় দুঃখে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৪২—৪৩ ॥ অনন্তর দেখিতে পাইলেন যে, সেই চৈতন্যরূপিণী সতীর দেহ চিতাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে। তখন তিনি হা সতি! হা সতি! বলিয়া রোদন করিতে করিতে সতী দেহ স্বীয় স্কন্ধদেশে আরোপিত করিয়া বিভ্রান্তচিত্তে নানাদেশে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥৪৪॥ তদ্দর্শনে ব্রহ্মাদি দেবগণ অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইলেন এবং ভগবান্ বিষ্ণু ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক শরসমূহ দ্বারা সতীর অবয়ব সকল

তত্তৎস্থানেষু তত্রাসীন্নানামূর্ত্তিধরোঽহরঃ ।
উবাচ চ ততো দেবান্ স্থানেষ্বেতেষু যে শিবাম্ ॥ ৪৭ ॥
ভজন্তি পরয়া ভক্ত্যা তেষাং কিঞ্চিন্ন দুর্লভম্ ।
নিত্যং সন্নিহিতা যত্র নিজাঙ্গেষু পরাম্বিকা ॥ ৪৮ ॥
স্থানেষ্বেতেষু যে মর্ত্ত্যাঃ পুরশ্চরণকর্ম্মিণঃ ।
তেষাং মন্ত্রাঃ প্রসিদ্ধন্তি মায়াবীজং বিশেষতঃ ॥ ৪৯ ॥
ইত্যুক্ত্বা শঙ্করস্তেষু স্থানেষু বিরহাতুরঃ ।
কালং নিন্যে নৃপশ্রেষ্ঠ ! জপধ্যানসমাধিভিঃ ॥ ৫০ ॥

জনমেজয় উবাচ ।

কানি স্থানানি তানি স্যুঃ সিদ্ধপীঠানি চানঘ ।
কতি সঙ্খ্যানি নামানি কানি তেষাঞ্চ মে বদ ॥ ৫১ ॥
তত্র স্থিতানাং দেবীনাং নামানি চ কৃপাকর ! ।
কৃতার্থোঽহং ভবে যেন তদ্বদাশু মহামুনে ! ॥ ৫২ ॥

যদর্থমবয়বাশ্ছেদিতাস্তৎকার্য্যং যদা জাতমিত্যাহ নানামূর্ত্তিধরো হর ইতি। উবাচেতি। অত্র হরঃ কর্ত্তা ॥ ৪৭ ॥

নিজাঙ্গেষু নিজাবয়বেষু স্থানেষু পরাম্বিকা দেবী নানারূপৈঃ সংস্থিতাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

মায়াবীজং বিশেষত ইতি। দেব্যা মুখ্যো মন্ত্রো হি মায়াবীজং তস্মিন্ দেব্যাঃ প্রত্যাসত্ত্যাতিশয়াৎ। তদুক্তং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে। হ্রীংকারাদর্শবিম্বিকেতি। তথাচ তস্য জপেন শীঘ্রং সন্তুষ্টা ভগবতী শীঘ্রং সিদ্ধিং দদাতীত্যর্থঃ ॥ ৪৯—৫৪ ॥

ছেদন করিলেন। সেই অবয়ব সকল যে যে স্থানে পতিত হইল, শঙ্কর নানামূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই সেই স্থানে অবস্থিতি করিলেন। তখন তিনি দেবতাদিগকে কহিলেন যে, এই সকল স্থানে যে যে ব্যক্তি পরম ভক্তিসহকারে ভগবতীর আরাধনা করিবে তাহাদিগের কিছুই দুর্লভ থাকিবে না। এই সকল স্থানে পরমাদেবী অম্বিকা নিত্যই সন্নিহিত থাকিবেন ॥ ৪৫—৪৮ ॥ যে যে মানব এই সকল স্থানে মন্ত্র সকলের বিশেষত মায়াবীজের পুরশ্চরণ করিবে, তাহাদিগের মন্ত্র সকল সিদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৪৯ ॥ নৃপবর ! এই বলিয়া মহেশ্বর সতীর বিরহে একান্ত কাতর হইয়া জপ ধ্যান ও সমাধি অবলম্বন পূর্ব্বক সেই সেই স্থানে কালযাপন করিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥

জনমেজয় কহিলেন, কোন্ কোন্ স্থানে সতীর অবয়ব সকল নিপতিত হইয়াছিল ? সেই সকল সিদ্ধপীঠের নাম কি ? এবং তৎসমুদায়ের সংখ্যা কত ? আপনি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কীর্ত্তন করুন। মহামুনে ! আমি আপনার মুখপদ্মবিনির্গত কথা সকল শ্রবণ করিয়া এই সংসারে কৃতার্থতা লাভ করিব সন্দেহ নাই ॥ ৫১—৫২ ॥

ব্যাস উবাচ।

শৃণু রাজন্‌! প্রবক্ষ্যামি দেবীপীঠানি সাম্প্রতম্‌।
যেষাং শ্রবণমাত্রেণ পাপহীনো ভবেন্নরঃ ॥ ৫৩ ॥
যেষু যেষু চ পীঠেষূপাস্যেয়ং সিদ্ধিকাঙ্ক্ষিভিঃ।
ভূতিকামৈরভিধ্যেয়া তানি বক্ষ্যামি তত্ত্বতঃ ॥ ৫৪ ॥
বারাণস্যাং বিশালাক্ষী গৌরীমুখনিবাসিনী।
ক্ষেত্রে বৈ নৈমিষারণ্যে প্রোক্তা সা লিঙ্গধারিণী ॥ ৫৫ ॥
প্রয়াগে ললিতা প্রোক্তা কামুকী গন্ধমাদনে।
মানসে কুমুদা প্রোক্তা দক্ষিণে চোত্তরে তথা ॥ ৫৬ ॥
বিশ্বকামা ভগবতী বিশ্বকামপ্রপূরিণী।
গোমন্তে গোমতী দেবী মন্দরে কামচারিণী ॥ ৫৭ ॥
মদোৎকটা চৈত্ররথে জয়ন্তী হস্তিনাপুরে।
গৌরী প্রোক্তা কান্যকুব্জে রম্ভা তু মলয়াচলে ॥ ৫৮ ॥
একাম্রপীঠে সংপ্রোক্তা দেবী সা কীর্ত্তিমত্যপি।
বিশ্বে বিশ্বেশ্বরীং প্রাহুঃ পুরুহূতাঞ্চ পুষ্করে ॥ ৫৯ ॥

গৌরীমুখনিবাসিনীতি। বারাণস্যাং গৌরীমুখং সতীমুখং পতিতং তস্মিন্‌ পীঠে মুখরূপে যদ্ভগবত্যা রূপং তস্য বিশালাক্ষীতি নামেত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

দক্ষিণে মানসে কুমুদা। উত্তরে মানসে বিশ্বকামপ্রপূরিণী বিশ্বকামাখ্যা ভগবতী তিষ্ঠতীত্যন্বয়ঃ ॥ ৫৬ ॥

গোমন্তে পর্ব্বতে ॥ ৫৭—৬৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজেন্দ্র! যে সকলের নাম শ্রবণ মাত্রেই নরগণ পাপবিহীন হয়, আমি এক্ষণে সেই সমস্ত পীঠস্থান কীর্ত্তন করিব শ্রবণ করুন ॥৫৩॥ যে যে পীঠস্থানে ঐশ্বর্য্যাকাঙ্ক্ষী সিদ্ধিকামী মানবগণের, এই দেবীর উপাসনা ও ধ্যান করা কর্ত্তব্য, আমি সেই সকল স্থান যথাযথরূপে কীর্ত্তন করিতেছি ॥৫৪॥ মহারাজ! বারাণসীতে গৌরীর মুখ নিপতিত হয়, সেই মুখরূপপীঠে ভগবতীর যে মূর্ত্তি বিরাজমান তাহা বিশালাক্ষী নামে বিখ্যাত; নৈমিষারণ্যনিপতিত দেবীর মূর্ত্তির নাম লিঙ্গধারিণী ॥ ৫৫ ॥ এই মহামায়া প্রয়াগে ললিতা, গন্ধমাদনে কামুকী, দক্ষিণ মানসে কুমুদা ও উত্তর মানসে বিশ্বের বাঞ্ছাপূরণী বিশ্বকামা, গোমন্তে গোমতী এবং মন্দরপর্ব্বতে কামচারিণী নামে বিখ্যাত হইয়া বিরাজিত রহিয়াছেন ॥৫৬-৫৭॥ এই দেবী চৈত্ররথে মদোৎকটা, হস্তিনাপুরে জয়ন্তী, কান্যকুব্জে গৌরী, মলয়পর্ব্বতে রম্ভা, একাম্রপীঠে কীর্ত্তিমতী, বিশ্বে বিশ্বেশ্বরী ও পুষ্করে পুরুহূতা নামে কীর্ত্তিত হইয়া

কেদারপীঠে সংপ্রোক্তা দেবী সন্মার্গদায়িনী ।
মন্দা হিমবতঃ পৃষ্ঠে গোকর্ণে ভদ্রকর্ণিকা ॥ ৬০ ॥
স্থানেশ্বরে ভবানী তু বিল্বকে বিল্বপত্রিকা ।
শ্রীশৈলে মাধবী প্রোক্তা ভদ্রা ভদ্রেশ্বরে তথা ॥ ৬১ ॥
বরাহশৈলে তু জয়া কমলা কমলালয়ে ।
রুদ্রাণী রুদ্রকোট্যান্তু কালী কালঞ্জরে তথা ॥ ৬২ ॥
শালগ্রামে মহাদেবী শিবলিঙ্গে জলপ্রিয়া ।
মহালিঙ্গে তু কপিলা মাকোটে মুকুটেশ্বরী ॥ ৬৩ ॥
মায়াপুর্য্যাং কুমারী স্যাৎ সন্তানে ললিতাম্বিকা ।
গয়ায়াং মঙ্গলা প্রোক্তা বিমলা পুরুষোত্তমে ॥ ৬৪ ॥
উৎপলাক্ষী সহস্রাক্ষে হিরণ্যাক্ষে মহোৎপলা ।
বিপাশায়ামমোঘাক্ষী পাটলা পুণ্ড্রবর্দ্ধনে ॥ ৬৫ ॥
নারায়ণী সুপার্শ্বে তু ত্রিকূটে রুদ্রসুন্দরী ।
বিপুলে বিপুলা দেবী কল্যাণী মলয়াচলে ॥ ৬৬ ॥
সহ্যাদ্রাবেকবীরা তু হরিশ্চন্দ্রে তু চন্দ্রিকা ।
রমণা রামতীর্থে তু যমুনায়াং মৃগাবতী ॥ ৬৭ ॥
কোটিবী কোটতীর্থে তু সুগন্ধা মাধবে বনে ।
গোদাবর্য্যাং ত্রিসন্ধ্যা তু গঙ্গাদ্বারে রতিপ্রিয়া ॥ ৬৮ ॥

(হিমবতঃ পৃষ্ঠে হিমালয়পর্ব্বতে মন্দানাম্নী ॥ ৬০—৬১ ॥
রুদ্রকোট্যাং রুদ্রকোট্যাখ্যায়াং পুর্য্যাম্ ॥ ৬২—৬৪ ॥
বিপাশায়াং বিপাশানদীতীরবর্ত্তিন্যাম্ ॥ ৬৫—৬৯ ॥)

থাকেন ॥ ৫৮—৫৯ ॥ ইনি কেদারপীঠে সন্মার্গদায়িনী, হিমাচলপৃষ্ঠে মন্দা, গোকর্ণে ভদ্রকর্ণিকা ॥৬০॥ স্থানেশ্বরে ভবানী, বিল্বকে বিল্বপত্রিকা, শ্রীশৈলে মাধবী, ভদ্রেশ্বরে ভদ্রা ॥৬১॥ বরাহশৈলে জয়া, কমলালয়ে কমলা, রুদ্রকোটিতে রুদ্রাণী, কালঞ্জরে কালী ॥ ৬২ ॥ শালগ্রামে মহাদেবী, শিবলিঙ্গে জলপ্রিয়া, মহালিঙ্গে কপিলা, মাকোটে মুকুটেশ্বরী ॥ ৬৩ ॥ মায়াপুরীতে কুমারী, সন্তানে ললিতাম্বিকা, গয়াক্ষেত্রে মঙ্গলা, পুরুষোত্তমে বিমলা ॥ ৬৪ ॥ সহস্রাক্ষে উৎপলাক্ষী, হিরণ্যাক্ষে মহোৎপলা, বিপাশা নদীতে অমোঘাক্ষী, পুণ্ড্রবর্দ্ধনে পাটলা ॥ ৬৫ ॥ সুপার্শ্বে নারায়ণী, ত্রিকূটে রুদ্রসুন্দরী, বিপুলে বিপুলাদেবী, মলয়াচলে কল্যাণী ॥ ৬৬ ॥ সহ্যাদ্রিতে একবীরা, হরিশ্চন্দ্রে চন্দ্রিকা, রামতীর্থে রমণা, যমুনাতে মৃগাবতী ॥ ৬৭ ॥ কোটতীর্থে কোটিবী, মাধববনে সুগন্ধা, গোদাবরীতে ত্রিসন্ধ্যা, গঙ্গাদ্বারে

শিবকুণ্ডে শুভানন্দা নন্দিনী দেবিকাতটে।
রুক্মিণী দ্বারবত্যাস্তু রাধা বৃন্দাবনে বনে॥ ৬৯॥
দেবকী মথুরায়াস্তু পাতালে পরমেশ্বরী।
চিত্রকূটে তথা সীতা বিন্ধ্যে বিন্ধ্যাধিবাসিনী॥ ৭০॥
করবীরে মহালক্ষ্মীরুমাদেবী বিনায়কে।
আরোগ্যা বৈদ্যনাথে তু মহাকালে মহেশ্বরী॥ ৭১॥
অভয়েত্যুষ্ণতীর্থেষু নিতম্বা বিন্ধ্যপর্ব্বতে।
মাণ্ডবে মাণ্ডবী নাম স্বাহা মাহেশ্বরীপুরে॥ ৭২॥
ছগলণ্ডে প্রচণ্ডা তু চণ্ডিকামরকণ্টকে।
সোমেশ্বরে বরারোহা প্রভাসে পুষ্করাবতী॥ ৭৩॥
দেবমাতা সরস্বত্যাং পারাবারা তটে স্মৃতা।
মহালয়ে মহাভাগা পয়োষ্ণ্যাং পিঙ্গলেশ্বরী॥ ৭৪॥
সিংহিকা কৃতশৌচে তু কার্ত্তিকে স্বতিশাঙ্করী।
উৎপলাবর্ত্তকে লোলা সুভদ্রা শোণসঙ্গমে॥ ৭৫॥
মাতা সিদ্ধবনে লক্ষ্মীরনঙ্গা ভরতাশ্রমে।
জালন্ধরে বিশ্বমুখী তারা কিষ্কিন্ধ্যপর্ব্বতে॥ ৭৬॥
দেবদারুবনে পুষ্টির্ম্মেধা কাশ্মীরমণ্ডলে।
ভীমা দেবী হিমাদ্রৌ তু তুষ্টির্ব্বিশ্বেশ্বরী তথা॥ ৭৭॥

পাতালে পরমেশ্বরী নাম্নী॥ ৭০—৭১॥
উষ্ণতীর্থেষ্বভয়েতি দেবী বিন্ধ্যপর্ব্বতে নিতম্বা দেবী পূর্ব্বোক্তা বিন্ধ্যবাসিনী চ॥৭২-৭৩॥
তটে সমুদ্রতটে পারাবারা দেবী॥ ৭৪—৭৬॥
বিশ্বেশ্বরে ক্ষেত্রে তুষ্টির্দেবী॥ ৭৭—৮০॥

রতিপ্রিয়া॥ ৬৮॥ শিবকুণ্ডে শুভানন্দা, দেবিকাতটে নন্দিনী, দ্বারবতীতে রুক্মিণী, বৃন্দাবনে রাধা॥ ৬৯॥ মথুরায় দেবকী, পাতালে পরমেশ্বরী, চিত্রকূটে সীতা, বিন্ধ্যে বিন্ধ্যাধিবাসিনী নামে বিখ্যাত হইয়া বিরাজিতা রহিয়াছেন॥ ৭০॥ মহারাজ! এই মহাদেবী ভগবতী, করবীরপীঠে মহালক্ষ্মী, বিনায়কে উমাদেবী, বৈদ্যনাথে আরোগ্যা, মহাকালে মহেশ্বরী॥৭১॥ উষ্ণতীর্থ সমূহে অভয়া, বিন্ধ্যপর্ব্বতে নিতম্বা, মাণ্ডব্যে মাণ্ডবী, মাহেশ্বরীপুরে স্বাহা॥ ৭২॥ ছগলণ্ডে প্রচণ্ডা, অমরকণ্টকে চণ্ডিকা, সোমেশ্বরে বরারোহা, প্রভাসে পুষ্করাবতী॥ ৭৩॥ সরস্বতীতে দেবমাতা, সমুদ্রতটে পারাবারা, মহালয়ে মহাভাগা, পয়োষ্ণীতে পিঙ্গলেশ্বরী॥ ৭৪॥ কৃতশৌচে সিংহিকা, কার্ত্তিকে অতিশাঙ্করী, উৎপলাবর্ত্তকে লোলা, শোণসঙ্গমে

কপালমোচনে শুদ্ধির্মাতা কায়াবরোহণে ।
শঙ্খোদ্ধারে ধরা নাম ধৃতিঃ পিণ্ডারকে তথা ॥ ৭৮ ॥
কলা তু চন্দ্রভাগায়ামচ্ছোদে শিবধারিণী ।
বেণায়ামমৃতা নাম বদর্য্যামুর্ব্বশী তথা ॥ ৭৯ ॥
ঔষধিশ্চোত্তরকুরৌ কুশদ্বীপে কুশোদকা ।
মন্মথা হেমকুটে তু কুমুদে সত্যবাদিনী ॥ ৮০ ॥
অশ্বত্থে বন্দনীয়া তু নিধির্বৈশ্রবণালয়ে ।
গায়ত্রী বেদবদনে পার্ব্বতী শিবসন্নিধৌ ॥ ৮১ ॥
দেবলোকে তথেন্দ্রাণী ব্রহ্মাস্যেষু সরস্বতী ।
সূর্য্যবিম্বে প্রভা নাম মাতৃণাং বৈষ্ণবী মতা ॥ ৮২ ॥
অরুন্ধতী সতীনাস্তু রামাসু চ তিলোত্তমা ।
চিত্তে ব্রহ্মকলা নাম শক্তিঃ সর্ব্বশরীরিণাম্ ॥ ৮৩ ॥
ইমান্যষ্টশতানি স্যুঃ পীঠানি জনমেজয় ! ।
তৎসঙ্খ্যকাস্তদীশান্যো দেব্যশ্চ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৮৪ ॥

বৈশ্রবণালয়ে কুবেরালয়ে নিধিনাম্নী দেবতা ॥ ৮১—৮২ ॥

তিলোত্তমেত্যন্তমেবাষ্টোত্তরশতনামসমাপ্তিঃ। চিত্তে ব্রহ্মকলা নামেত্যনেন তু সর্ব্বাসামুক্তানাং দেবতানাং মুখ্যরূপমুচ্যতে। যা চিত্তে ব্রহ্মকলা যা চ সর্ব্বশরীরিণাং শক্তিঃ সৈবৈতদ্দেবতাত্মিকেতি শেষঃ ॥ ৮৩—৮৪ ॥

সুভদ্রা ॥৭৫ ॥ সিদ্ধবনে মাতা লক্ষ্মী, ভারতাশ্রমে অনঙ্গা, জালন্ধরে বিশ্বমুখী, কিষ্কিন্ধ্যপর্ব্বতে তারা ॥ ৭৬ ॥ দেবদারুবনে পুষ্টি, কাশ্মীরমণ্ডলে মেধা, হিমাদ্রিতে ভীমা, বিশ্বেশ্বরক্ষেত্রে তুষ্টি ॥ ৭৭ ॥ কপালমোচনে শুদ্ধি, কায়াবরোহণে মাতা, শঙ্খোদ্ধারে ধরা, পিণ্ডারকে ধৃতি, চন্দ্রভাগা নদীতে কলা, অচ্ছোদে শিবধারিণী, বেণায় অমৃতা, বদরীতে উর্ব্বশী ॥ ৭৮—৭৯ ॥ উত্তর কুরুতে ঔষধি, কুশদ্বীপে কুশোদকা, হেমকূটে মন্মথা, কুমুদে সত্যবাদিনী ॥ ৮০ ॥ অশ্বত্থে বন্দনীয়া, বৈশ্রবণালয়ে নিধি, বেদবদনে গায়ত্রী, শিবসন্নিধানে পার্ব্বতী ॥ ৮১ ॥ দেবলোকে ইন্দ্রাণী, ব্রহ্মার আস্যে সরস্বতী, সূর্য্যবিম্বে প্রভা, এবং মাতৃগণের সন্নিধানে বৈষ্ণবী নামে বিখ্যাত হইয়া বিরাজিত রহিয়াছেন ॥ ৮২ ॥ ইনি সতীগণের মধ্যে অরুন্ধতী এবং রামাগণের মধ্যে তিলোত্তমা নামে বিখ্যাত। আর এই সম্বিদ্রূপা মহাদেবী, সমস্ত শরীরিগণের চিত্তক্ষেত্রে ব্রহ্মকলা নামক শক্তিরূপে নিয়তই অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন ॥ ৮৩ ॥ জনমেজয় ! এই আমি একশত অষ্টপীঠ এবং তৎসংখ্যক ঈশানী দেবীর বিষয় তোমার

সতীদেব্যঙ্গভূতানি পীঠানি কথিতানি চ।
অন্যান্যপি প্রসঙ্গেন যানি মুখ্যানি ভূতলে ॥ ৮৫ ॥
যঃস্মরেচ্ছৃণুয়াদ্বাপি নামাষ্টশতমুত্তমম্।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো দেবীলোকং পরং ব্রজেৎ ॥ ৮৬ ॥
এতেষু সর্ব্বপীঠেষু গচ্ছেদ্যাত্রাবিধানতঃ।
সন্তর্পয়েচ্চ পিত্রাদীন্ শ্রাদ্ধাদীনি বিধায় চ ॥ ৮৭ ॥
কুর্য্যাচ্চ মহতীং পূজাং ভগবত্যা বিধানতঃ।
ক্ষমাপয়েজ্জগদ্ধাত্রীং জগদম্বাং মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ৮৮ ॥
কৃতকৃত্যং স্বমাত্মানং জানীয়াজ্জনমেজয়!।
ভক্ষ্যভোজ্যাদিভিঃ সর্ব্বান্ ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্ততঃ ॥ ৮৯ ॥
সুবাসিনীঃ কুমারীশ্চ বটুকাদীংস্তথা নৃপ!।
তস্মিন্ ক্ষেত্রে স্থিতা যে তু চাণ্ডালাদ্যা অপি প্রভো! ॥৯০॥
দেবীরূপাঃ স্মৃতাঃ সর্ব্বে পূজনীয়াস্ততো হি তে।
প্রতিগ্রহাদিকং সর্ব্বং তেষু ক্ষেত্রেষু বর্জ্জয়েৎ ॥ ৯১ ॥
যথাশক্তি পুরশ্চর্য্যাং কুর্য্যান্মন্ত্রস্য সত্তমঃ।
মায়াবীজেন দেবেশীং তত্তৎপীঠাধিবাসিনীম্ ॥ ৯২ ॥

ইমানি সর্ব্বাণি স্থানানি ন সতীদেব্যঙ্গভূতানি কিন্তু কানি চিদ্দেব্যঙ্গানি যত্র পতিতানি তথা বিধানি। কানিচিত্তু রামাস্থ চ তিলোত্তমেত্যাদীনি প্রসঙ্গেনোক্তানীত্যাহ সতী-দেব্যঙ্গেতি ॥ ৮৫ ॥

দেবীলোকং মণিদ্বীপম্ ॥ ৮৬ ॥

যাত্রাবিধানতঃ পুরাণাদিষু প্রোক্তেন যাত্রাবিধানেনেত্যর্থঃ ॥ ৮৭—৯৪ ॥

নিকট কীর্ত্তন করিলাম ॥ ৮৪ ॥ দেবীর অঙ্গভূত পীঠ সকল এবং প্রসঙ্গক্রমে ভূতলের অন্যান্য মুখ্যস্থানও কীর্ত্তিত হইল ॥ ৮৫ ॥ যে নর, এই অত্যুত্তম একশত অষ্ট দেবীর নাম ও পীঠ নাম শ্রবণ করে, সে ব্যক্তি সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া দেবীলোকে গমন করিয়া থাকে ॥ ৮৬ ॥ জনমেজয়! যে মতিমান্ মানব এই সমস্ত পীঠস্থানে যথাবিধানে যাত্রা করিয়া শ্রাদ্ধাদি দ্বারা পিতৃগণের সন্তর্পণ এবং যথাবিধি ভগবতীর মহতী পূজা করিয়া সেই জগদ্ধাত্রী জগদম্বিকার নিকট মুহুর্ম্মুহুঃ ক্ষমা প্রার্থনা করে, সেই ব্যক্তির অন্তরাত্মা কৃতকৃত্য ও পবিত্র হয় সন্দেহ নাই। রাজেন্দ্র! দেবীর পূজানন্তর ভক্ষ্যভোজ্যাদি দ্বারা ব্রাহ্মণ, সুবাসিনী কুমারী ও বটুকগণকে ভোজন করাইবে। সেই ক্ষেত্রে চাণ্ডালাদি যে কোন জাতি অবস্থিতি করে, তাহারা দেবীর স্বরূপ, অতএব তাহাদিগের পূজা করা

পূজয়েদনিশং রাজন্! পুরশ্চরণকৃদ্ভবেৎ।
বিত্তশাঠ্যং ন কুর্বীত দেবীভক্তিপরো নরঃ॥ ৯৩॥
য এবং কুরুতে যাত্রাং শ্রীদেব্যাঃ প্রীতমানসঃ।
সহস্রকল্পপর্যন্তং ব্রহ্মলোকে মহত্তরে॥ ৯৪॥
বসন্তি পিতরস্তস্য সোঽপি দেবীপুরে তথা।
অন্তে লব্ধা পরং জ্ঞানং ভবেন্মুক্তো ভবাম্বুধেঃ॥ ৯৫॥
নামাষ্টশতজাপেন বহবঃ সিদ্ধতাং গতাঃ।
যত্রৈতল্লিখিতং সাক্ষাৎ পুস্তকে বাপি তিষ্ঠতি॥ ৯৬॥
গ্রহমারীভয়াদীনি তত্র নৈব ভবন্তি হি।
সৌভাগ্যং বর্দ্ধতে নিত্যং যথা পর্ব্বণি বারিধিঃ॥ ৯৭॥
ন তস্য দুর্লভং কিঞ্চিন্নামাষ্টশতজাপিনঃ।
কৃতকৃত্যো ভবেন্নূনং দেবীভক্তিপরায়ণঃ॥ ৯৮॥
নমন্তি দেবতাস্তং বৈ দেবীরূপো হি স স্মৃতঃ।
সর্ব্বথা পূজ্যতে দেবৈঃ কিং পুনর্ম্মনুজোত্তমৈঃ॥ ৯৯॥
শ্রাদ্ধকালে পঠেদেতন্নামাষ্টশতমুত্তমম্।
তৃপ্তাস্তৎপিতরঃ সর্ব্বে প্রয়ান্তি পরমাং গতিম্॥ ১০০॥

স্বয়ং দেবীপুরে মণিদ্বীপে স্থিতা তত্র দেবীপ্রসাদাজ্জ্ঞানং লব্ধা ভবাম্বুধের্ম্মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ॥ ৯৫—১০০॥

কর্ত্তব্য। এই সকল পীঠক্ষেত্রে কদাচই প্রতিগ্রহাদি করিবে না॥৮৭—৯১॥ সাধু ব্যক্তিগণ এই সকল স্থানে নিজ নিজ মন্ত্রের যথাশক্তি পুরশ্চরণ করিবেন। দেবীর প্রতি ভক্তিমান্ নরগণ এই সকল বিষয়ে বিত্তশাঠ্য বা কার্পণ্য প্রকাশ করিবে না॥ ৯২—৯৩॥ দেবীর প্রতি প্রীতিমান্ হইয়া যে ব্যক্তি এইরূপে পীঠস্থানে যাত্রা করে, তাহার পিতৃগণ সহস্রকল্প পর্য্যন্ত মহত্তর ব্রহ্মলোকে বাস করে এবং সেই ব্যক্তি পরমজ্ঞান লাভ করিয়া ভবসমুদ্র হইতে মুক্ত হয়॥ ৯৪—৯৫॥ দেবীর এই অষ্টোত্তর শতনাম জপ করিয়া বহু ব্যক্তি সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। যে কোনও স্থানে উক্ত নামাবলী পুস্তকে লিখিত থাকিলে তথায় গ্রহভয় ও মারীভয়াদি কিছুই হইতে পারে না, প্রত্যুত পর্ব্বকালে পয়োধির ন্যায় তথায় সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে॥ ৯৬—৯৭॥ অষ্টোত্তর শতনাম জপকারী মানবগণের কিছুই দুর্লভ থাকে না। সেই দেবীভক্ত ব্যক্তি নিশ্চয়ই কৃতকৃত্যতা লাভ করিয়া থাকেন,॥ ৯৮। সেই সাধুব্যক্তি দেবীর স্বরূপ হন, দেবগণ তাঁহাকে দেখিয়া প্রণাম ও পূজা করিয়া থাকেন সজ্জন মনুষ্যগণ যে, তাঁহার পূজা করিবেন, তাহাতে আর বক্তব্য কি?॥ ৯৯॥ এই অত্যু-

ইমানি মুক্তিক্ষেত্রাণি সাক্ষাৎসম্বিন্ময়ানি চ।
সিদ্ধপীঠানি রাজেন্দ্র! সংশ্রয়েন্মতিমান্নরঃ॥ ১০১॥
পৃষ্টং যত্তত্ত্বয়া রাজন্মুক্তং সর্ব্বং মহেশিতুঃ।
রহস্যাতিরহস্যঞ্চ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি॥ ১০২॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে গৌরীজন্মপীঠস্থানশিববিভ্রান্তিবর্ণনং নাম ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩০॥

ইমান্যষ্টশতনামানি মৎস্যপুরাণেঽপি স্পষ্টানি॥ ১০১—১০২॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩০॥

ত্তম অষ্টোত্তর শতনাম শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ করিলে পিতৃগণ তৃপ্ত হইয়া পরম সদ্গতি লাভ করিয়া থাকেন॥ ১০০॥ এই সকল স্থান, সাক্ষাৎ সম্বিন্ময় মুক্তিক্ষেত্র, অতএব হে রাজেন্দ্র! মতিমান্‌ মানবগণ এই সকল সিদ্ধপীঠ আশ্রয় করিবেন॥ ১০১॥ মহারাজ! আপনি মহেশ্বরীর যে যে রহস্য ও অতি রহস্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আপনি আর কি শ্রবণ করিতে অভিলাষ করিতেছেন? তাহা বলুন॥ ১০২॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে গৌরীজন্ম, পীঠস্থান নির্দ্দেশ ও শিবভ্রান্তি বর্ণন নামক ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ * ॥

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

জনমেজয় উবাচ।

ধরাধরাধীশমৌলাবাবিরাসীৎপরং মহঃ।
যত্নুক্তং ভবতা পূর্ব্বং বিস্তরাত্তদ্বদস্ব মে ॥ ১ ॥
কো বিরজ্যেত মতিমান্ পিবঞ্ছক্তিকথামৃতম্।
সুধাস্তু পিবতাং মৃত্যুঃ স নৈতচ্ছৃণ্বতো ভবেৎ ॥ ২ ॥

ব্যাস উবাচ

ধন্যোঽসি কৃতকৃত্যোঽসি শিক্ষিতোঽসি মহাত্মভিঃ।
ভাগ্যবানসি যদ্দেব্যাং নির্ব্ব্যাজা ভক্তিরস্তি তে ॥ ৩ ॥
শৃণু রাজন্! পুরাবৃত্তং সতীদেহেঽগ্নিভর্জ্জিতে।
ভ্রান্তঃ শিবস্তু বভ্রাম কচিদ্দেশে স্থিরোঽভবৎ ॥ ৪ ॥

শ্রীলক্ষ্মীমাতরং রঙ্গনাথাখ্যং পিতরং গুরুম্।
নীলকণ্ঠঃ প্রকুরুতে নত্বা গীতাবিমর্শিনীম্॥
চতুঃসপ্ততিপদ্যোস্তু পার্ব্বত্যাখ্যং পরং মহঃ।
হিমালয়ে প্রাদুরভূদিতি সম্যগিহোচ্যতে॥

পূর্ব্বাধ্যায়ে পুনশ্চ হিমবৎপৃষ্ঠে প্রাদুরাসীত্তু তন্মহ ইত্যুক্তং তৎকথাং পৃচ্ছতি ধরাধরাধীশেতি। ধরাধরাঃ পর্ব্বতাস্তেষামধীশো হিমালয়স্তস্য মৌলাবিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

বক্তুরুৎসাহার্থং কথাশ্রবণে স্বোৎসাহং দর্শয়তি কো বিরজ্যেতেতি সুধামপি পিবতামমরাণাং যো মৃত্যুঃ স দেবীকথামৃতশ্রবণবতো নৈব ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ২—৫ ॥

জনমেজয় কহিলেন, মুনিবর! আপনি পূর্ব্বে কহিয়াছেন যে, 'অনন্তর এই পরমজ্যোতিঃ হিমাচলের পৃষ্ঠে আবির্ভূত হইয়াছিল,' এক্ষণে সেই পরম জ্যোতির বিষয় বিস্তারিত রূপে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন ॥ ১ ॥ কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই শক্তি-কথামৃত পান করিতে বিরত হয়? সুধাপায়ী দেবতাগণের যদিও কোনরূপে মৃত্যু সম্ভাবনা থাকে, তথাপি দেবীকথামৃত পানকারীদিগের পক্ষে কিছুতেই সে সম্ভাবনা থাকে না ॥ ২ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! দেবীর প্রতি আপনার যেরূপ ঐকান্তিকী ভক্তি দেখিতেছি, তাহাতে আমার বোধ হয় যে, আপনি মহাত্মা ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক শিক্ষিত, কৃতকৃত্য, ভাগ্যবান্ ও ধন্য হইয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ৩ ॥ রাজন্! এক্ষণে আমি পরম পুরাতত্ত্ব কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। দেবাদিদেব মহেশ্বর সেই অগ্নিভর্জিত সতীদেহ ধারণ করিয়া বিভ্রান্তচিত্তে ভূমণ্ডলে ভ্রমণ করিতে করিতে যে স্থানে স্থির হইয়া অবস্থিতি

প্রপঞ্চভানরহিতঃ সমাধিগতমানসঃ।
ধ্যায়ন্ দেবীস্বরূপন্তু কালং নিন্যে স আত্মবান্ ॥ ৫ ॥
সৌভাগ্যরহিতং জাতং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
শক্তিহীনং জগৎসর্ব্বং সাব্ধিদ্বীপং সপর্ব্বতম্ ॥ ৬ ॥
আনন্দঃ শুষ্কতাং যাতঃ সর্ব্বেষাং হৃদয়ান্তরে।
উদাসীনাঃ সর্ব্বলোকাশ্চিন্তাজর্জ্জরচেতসঃ ॥ ৭ ॥
সদা দুঃখোদধৌ মগ্না রোগগ্রস্তাস্তদাভবন্।
গ্রহাণাং দেবতানাঞ্চ বৈপরীত্যেন বর্ত্তনম্ ॥ ৮ ॥
আধিভূতাধিদৈবানাং সত্যভাবা নৃপাভবন্ ॥ ৯ ॥
অথাস্মিন্নেব কালে তু তারকাখ্যো মহাসুরঃ।
ব্রহ্মদত্তবরো দৈত্যোঽভবত্ত্রৈলোক্যনায়কঃ ॥ ১০ ॥
শিবৌরসস্তু যঃ পুত্রঃ স তে হন্তা ভবিষ্যতি।
ইতি কল্পিতমৃত্যুঃ স দেবদেবৈর্ম্মহাসুরঃ।
শিবৌরসসুতাভাবাজ্জগর্জ্জ চ ননন্দ চ ॥ ১১ ॥

সৌভাগ্যরহিতমৈশ্বর্য্যরহিতং তদাপরাশক্তেঃ পুণ্যশ্লোকায়া দেব্যাঃ পালয়িত্র্যা জগন্মাতুরভাবাজ্জাতমিত্যর্থঃ ॥ ৬—৭ ॥

গ্রহা অপি বিপরীতগতয়ঃ শান্তঃ সত্যা দেব্যা অভাবাজ্জাতা ইত্যর্থঃ ॥ ৮—১০ ॥

ব্রহ্মণা দত্তো বরো যস্মৈ তাদৃশস্তস্মিন্নেব সন্ধৌ তারকাসুরোঽভবদিত্যর্থঃ। কোঽসৌ ব্রহ্মণাবরোদত্তস্তমাহ শিবৌরসস্থিতি ॥ ১১—১৫ ॥

করিলেন ॥ ৪ ॥ সেই স্থানে তিনি নিয়তেন্দ্রিয়, সংসারজ্ঞান-বিরহিত ও সমাধিযুক্ত হইয়া দেবীর স্বরূপ ধ্যান করিতে করিতে কালযাপন করিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥ ঐ সময় দেবী ব্যতিরেকে, চরাচর-সমন্বিত এই ত্রৈলোক্যমণ্ডল ঐশ্বর্য্যবিরহিত এবং সপর্ব্বত, সসমুদ্র ও সদ্বীপ এই অখিল ভূমণ্ডল শক্তিহীন হইল ॥ ৬ ॥ সমস্ত জীবগণের হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থিত আনন্দ পরিশুষ্ক হইয়া গেল। সমস্তলোক চিন্তায় জর্জরচিত্ত হইয়া উদাসীন ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ৭ ॥ সকলেই দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়া সততই রোগগ্রস্ত হইতে লাগিল। গ্রহগণের বিপরীত গতি ও দেবতাগণের বিপরীত অবস্থা ঘটিতে লাগিল ॥ ৮ ॥ নরপতিগণ, সতীর অভাবে আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখ পরম্পরায় অধীন হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥

এই সময়ে তারক নামক মহাসুর ব্রহ্মার নিকট হইতে বরপ্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত দুর্জ্জয় হইয়া উঠিল। সে বীরমদে প্রমত্ত হইয়া ত্রিভুবন জয় করত ত্রৈলোক্যের একমাত্র অধীশ্বর হইল ॥ ১০ ॥ প্রজাপতি ব্রহ্মা, "শিবের ঔরসপুত্র তোমার প্রাণহন্তা হইবে" এইরূপ

তেন চোপদ্রুতাঃ সর্ব্বে স্বস্থানাৎ প্রচ্যুতাঃ সুরাঃ।
শিবৌরসসুতাভাবাচ্চিন্তামাপুর্দুরত্যয়াম্ ॥ ১২ ॥
নাঙ্গনা শঙ্করস্যাস্তি কথং তৎসুতসম্ভবঃ।
অস্মাকং ভাগ্যহীনানাং কথং কার্য্যং ভবিষ্যতি ॥ ১৩ ॥
ইতি চিন্তাতুরাঃ সর্ব্বে জগ্মুর্বৈকুণ্ঠমণ্ডলে।
শশংসুর্হরিমেকান্তে স চোপায়ং জগাদ হ ॥ ১৪ ॥
কুতশ্চিন্তাতুরাঃ সর্ব্বে কামকল্পদ্রুমা শিবা।
জাগর্ত্তি ভুবনেশানী মণিদ্বীপাধিবাসিনী ॥ ১৫ ॥
অস্মাকমনয়াদেব তদুপেক্ষাস্তি নান্যথা।
শিক্ষৈবেয়ং জগন্মাত্রা কৃতাস্মচ্ছিক্ষণায় চ ॥ ১৬ ॥
লালনে তাড়নে মাতুর্নাকারুণ্যং যথার্ভকে।
তদ্বদেব জগমাতুর্নিয়ন্ত্র্যা গুণদোষয়োঃ ॥ ১৭ ॥

অস্মাকমনয়াদপরাধাদেব ভগবত্যা উপেক্ষাস্তি সা চোপেক্ষা নাস্মন্নাশায় কিন্ত্বেতাদৃশো মমাপরাধো ন কর্ত্তব্য ইতি শিক্ষণায়েত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

তত্র দৃষ্টান্তমাহ লালনেতি অর্ভকে বালে ॥ ১৭ ॥

বরদান করাতে এবং সেই সময় শিবের ঔরসজাত পুত্রের অভাব ছিল বলিয়া সেই মহাসুর সতত আনন্দে উন্মত্ত হইয়া জয়দর্প করিতে লাগিল ॥ ১১ ॥ সমস্ত সুরগণ তাহার উপদ্রবে স্থানভ্রষ্ট হইয়া শিবের ঔরসপুত্রের অভাবে দুস্তর চিন্তাসাগরে সততই নিমগ্ন হইলেন ॥ ১২ ॥ সতীদেবী প্রাণ বিসর্জ্জন করায় মহাদেব, এক্ষণে অঙ্গনাবিহীন হইয়াছেন, অতএব এখন কিরূপে তাঁহার সুতোৎপত্তির সম্ভব হয়? আমরা অতিশয় ভাগ্যহীন; কারণ, শঙ্করের পুত্রোৎপত্তির অভাবে আমাদিগের কার্য্যসাধন দুষ্কর হইয়া উঠিল ॥ ১৩ ॥ এইরূপ চিন্তায় কাতর হইয়া দেবগণ সকলেই বৈকুণ্ঠমণ্ডলে গমন করিলেন এবং নির্জ্জনে ভগবান্ বিষ্ণুকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে, তিনি তদ্বিষয়ের উপায় বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৪ ॥ সুরগণ! যখন মণিদ্বীপনিবাসিনী বাঞ্ছাকল্পদ্রুমরূপিণী, কল্যাণদায়িনী করুণাময়ী দেবী ভুবনেশ্বরী আমাদিগের নিমিত্ত নিয়তই জাগরূক রহিয়াছেন, তখন তোমরা চিন্তাকুল হইতেছ কেন? ॥ ১৫ ॥ সেই জগজ্জননী কেবল আমাদিগেরই অপরাধ বশত আমাদিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন। দেবগণ! তোমরা নিশ্চয় জানিও যে, সেই শিক্ষা আমাদিগের বিনাশের নিমিত্ত নহে, আমাদিগের প্রতি করুণা প্রকাশ করিবার নিমিত্তই তাহা করিতেছেন ॥ ১৬ ॥ যেমন আপনি সন্তানের লালন পালন ও তাড়ন বিষয়ে মাতার নিষ্কারুণ্য লক্ষিত হয় না,

অপরাধো ভবত্যেব তনয়স্য পদে পদে।
কোঽপরঃ সহতে লোকে কেবলং মাতরং বিনা ॥ ১৮ ॥
তস্মাদ্যূয়ং পরাম্বাং তাং শরণং যাত মাচিরম্।
নির্ব্ব্যাজয়া চিত্তবৃত্ত্যা সা বঃ কার্য্যং বিধাস্যতি ॥ ১৯ ॥
ইত্যাদিশ্য সুরান্ সর্ব্বান্ মহাবিষ্ণুঃ স্বজায়য়া।
সংযুতো নির্জ্জগামাশু দেবৈঃ সহ সুরাধিপঃ ॥ ২০ ॥
আজগাম মহাশৈলং হিমবন্তং নগাধিপম্।
অভবংশ্চ সুরাঃ সর্ব্বে পুরশ্চরণকর্ম্মিণঃ ॥ ২১ ॥
অম্বাযজ্ঞবিধানজ্ঞা অম্বাযজ্ঞঞ্চ চক্রিরে।
তৃতীয়াদিব্রতান্যাশু চক্রুঃ সর্ব্বে সুরা নৃপ ! ॥ ২২ ॥
কেচিৎ সমাধিনিষ্ণাতাঃ কেচিন্নামপরায়ণাঃ।
কেচিৎ সূক্তপরাঃ কেচিন্নামপারায়ণোৎসুকাঃ ॥ ২৩ ॥

যদ্যপ্যপরাধিনো বয়ং তথাপি তাং মাতরং জগজ্জননীং বিনা কোঽপরঃ সহেতাস্মদপরাধং পদে পদে জায়মানমিত্যর্থঃ ॥ ১৮—১৯ ॥

স্বজায়য়া লক্ষ্ম্যা সহ দেব্যা আরাধনার্থং বিষ্ণুরপি দেবৈঃ সহ নির্জ্জগামেত্যর্থঃ ॥২০-২১ ॥

অম্বাপ্রীত্যর্থং যজ্ঞা নানাবিধাস্তৃতীয়স্কন্ধোক্তা জ্যোতিষ্টোমাদয়শ্চ তদ্বিধানজ্ঞা অম্বাযজ্ঞং চক্রিরে ইত্যর্থঃ। তৃতীয়াদিব্রতানি হিমালয়ং প্রতি ভগবত্যা বক্ষ্যমাণানি ॥ ২২ ॥

নামপরায়ণাঃ দেবীনামজপিন ইত্যর্থঃ। সূক্তপরা অহং রুদ্রেভিরিত্যাদি দেবীসূক্তজাপিন ইত্যর্থঃ। নামপরায়ণং তন্ত্ররাজাদিতন্ত্রেযুক্তং নিত্যকালপরায়ণং তস্মিন্নুৎসুকা নিষ্ণাতাঃ কেচিদিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

সেইরূপ তোমাদিগের গুণদোষ বিষয়ে সেই জগন্নিয়ন্ত্রী জগজ্জননী কখনই নির্দ্দয় হইবেন না ॥ ১৭ ॥ সন্তানের অপরাধ পদে পদেই ঘটিয়া থাকে, ত্রিলোকমধ্যে একমাত্র জননী ব্যতিরেকে অপর কোন্ ব্যক্তি তাহা সহ্য করিয়া থাকে ? ॥ ১৮ ॥ অতএব তোমরা শীঘ্রই ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে সেই পরমজননী পরমেশ্বরীর শরণাগত হও, অবশ্যই তিনি, তোমাদিগের কার্য্যসাধনে যত্ন করিবেন ॥ ১৯ ॥ দেবাধিপতি মহাবিষ্ণু, সুরগণকে এইরূপ আদেশ করিয়া নিজজায়া লক্ষ্মীর সহিত দেবীর আরাধনার নিমিত্ত দেবগণ সমভিব্যাহারে সত্বর নির্গত হইলেন ॥ ২০ ॥ পরে অনতিবিলম্বে শৈলাধিপতি হিমালয়ে আগমন করিয়া সকলেই পুরশ্চরণকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২১ ॥ নৃপবর ! অম্বাযজ্ঞের বিধানজ্ঞ দেবতাগণ অম্বাযজ্ঞ আরম্ভ করিলেন, এবং সকলেই তৃতীয়াদি ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥ কেহ কেহ দেবীর সমাধি অর্থাৎ তাঁহার ধারাবাহিক ধ্যানপরায়ণ হইলেন, কেহ কেহ নিরন্তর তাঁহার নাম জপ করিতে আরম্ভ করিলেন, কেহ কেহ

মন্ত্রপারায়ণপরাঃ কেচিৎ কৃচ্ছ্রাদিকারিণঃ ।
অন্তর্যাগপরাঃ কেচিৎ কেচিন্ন্যাসপরায়ণাঃ ॥ ২৪ ॥
হৃল্লেখয়া পরাশক্তেঃ পূজাং চক্রুরতন্দ্রিতাঃ ।
ইত্যেবং বহুবর্ষাণি কালোঽগাজ্জনমেজয় ! ॥ ২৫ ॥
অকস্মাচ্চৈত্রমাসীয়নবম্যাং চ ভৃগোর্দ্দিনে ।
প্রাদুর্ব্বভূব পুরতস্তন্মহঃ শ্রুতিবোধিতম্ ॥ ২৬ ॥
চতুর্দিক্ষু চতুর্ব্বেদৈর্মূর্ত্তিমদ্ভিরভিষ্টুতম্ ।
কোটিসূর্য্যপ্রতিকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলম্ ॥ ২৭ ॥
বিদ্যুৎকোটিসমানাভমরুণং তৎপরং মহঃ ।
নৈব চোর্দ্ধং ন তির্য্যক্‌চ ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ ॥ ২৮ ॥

মন্ত্রপারায়ণম্। মায়াকুণ্ডলিনীক্রিয়া মধুমতী শুদ্ধা চ কালীকলাগাতঙ্গীবিজয়াজয়াভগবতীদেবীশিবাশাম্ভবীতিশ্লোকোক্তরীত্যা ভুবনেশ্বরীপারিজাতে স্পষ্টীকৃতং তৎপরাস্তন্নিষ্ণাতাঃ কেচিদিত্যর্থঃ। কৃচ্ছ্রাদিব্রতং কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিকম্। অন্তর্যাগঃ প্রপঞ্চযাগঃ প্রাণাগ্নিহোত্রঞ্চ প্রপঞ্চসারে উক্তং তৎপরাঃ কেচিদিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

হৃল্লেখয়া মায়াবীজমন্ত্রেণ ভুবনেশ্বরীমন্ত্রেণেত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

ভৃগোর্দিনে ভৃগুবাসরে। স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম। বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীমিত্যাদিশ্রুতিবোধিতং তন্মহঃ শাক্তং মহঃ প্রাদুর্বভূবেত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

বেদচতুষ্টয়েন চতুর্দ্দিক্ষু স্থিতেন সেবিতমিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

অরুণমারক্তমনুগ্রহার্থং স্বীকৃতরজোগুণবত্ত্বাৎ। এতদ্রূপপ্রতিপাদিতাং শ্রুতিং পঠন্তি নৈব চোর্দ্ধমিতি। পরিজগ্রভৎ স্থানত্রয়েঽপি ন পরিচ্ছিন্নমিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

দেবীসূক্ত জপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কেহ কেহ নাম-পারায়ণ এবং কেহ কেহ বা মন্ত্র-পারায়ণের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি ব্রতপরায়ণ হইলেন। কেহ কেহ অন্তর্যাগে, কেহ কেহ প্রাণাগ্নিহোত্র-যাগে, কেহ কেহ বা ন্যাসাদিতে নিযুক্ত হইলেন। কেহ কেহ বা অতন্দ্রিত হইয়া মায়াবীজ মন্ত্রদ্বারা পরমাশক্তি ভুবনেশ্বরীর পূজা করিতে লাগিলেন ॥ ২৩—২৪ ॥

মহারাজ ! এইরূপে দেবতাগণের বহু বৎসর গত হইয়া গেল। পরে এক দিন চৈত্রমাসের নবমীতে ভৃগুবাসরে সেই শ্রুতিবোধিত শক্তিসম্বন্ধীয় পরমজ্যোতিঃ অকস্মাৎ তাঁহাদিগের পুরোভাগে প্রাদুর্ভূত হইল ॥ ২৫-২৬ ॥ ঐ তেজ কোটি কোটি বিদ্যুৎতুল্য, অরুণবর্ণ এবং কোটি কোটি চন্দ্রের ন্যায় সুশীতল। সেই পরমজ্যোতির প্রভা কোটি কোটি সূর্য্যতুল্য, চারিদিকে অবস্থিত হইয়া মূর্ত্তিমান্ বেদচতুষ্টয় তাঁহার স্তব করিতেছেন। সেই তেজোরাশি, কি ঊর্দ্ধে, কি পার্শ্বে, কি মধ্যে, কোনদিকে পরিচ্ছিন্ন হইবার নহে ॥ ২৭—২৮ ॥ তাঁহার

আদ্যন্তরহিতং তত্তু ন হস্তাদ্যঙ্গসংযুতম্।
ন চ স্ত্রীরূপমথবা ন পুংরূপমথোভয়ম্॥ ২৯॥
দীপ্ত্যা পিধানং নেত্রাণাং তেষামাসীন্ মহীপতে!।
পুনশ্চ ধৈর্য্যমালম্ব্য যাবত্তে দদৃশুঃ সুরাঃ॥ ৩০॥
তাবত্তদেব স্ত্রীরূপেণাভাদ্দিব্যং মনোহরম্।
অতীবরমণীয়াঙ্গীং কুমারীং নবযৌবনাম্॥ ৩১॥
উদ্যৎপীনকুচদ্বন্দ্বনিন্দিতাম্ভোজকুট্মলাম্।
রণৎকিঙ্কিণিকাজালসিঞ্জন্মঞ্জীরমেখলাম্॥ ৩২॥
কনকাঙ্গদকেয়ূরগ্রৈবেয়কবিভূষিতাম্।
অনর্ঘ্যমণিসম্ভিন্নগলবন্ধবিরাজিতাম্॥ ৩৩॥
তনুকেতকসংরাজন্নীলভ্রমরকুন্তলাম্।
নিতম্ববিম্বসুভগাং রোমরাজিবিরাজিতাম্॥ ৩৪॥

অথোভয়ং নপুংসকমপি নেত্যর্থঃ॥ ২৯॥

প্রথমতস্তস্য দীপ্ত্যা নেত্রপিধানং জাতং পশ্চাত্তদেব মহঃ স্ত্রীরূপেণাভাৎ প্রকাশং প্রাপেত্যর্থঃ॥ ৩০—৩১॥

উদ্যদাবির্ভবদ্যৎপীনং কুচদ্বন্দ্বং তেন নিন্দিতে কমলকুড্মলে যস্যাঃ। রণচ্ছব্দায়মানং যৎকিঙ্কিণিকাজালং তেন সিঞ্জন্তৌ শব্দায়মানে মঞ্জীরমেখলে নূপুরকাঞ্চীভূষণে যস্যাঃ॥৩২॥

গলবন্ধঃ কণ্ঠভূষণম্॥ ৩৩॥

তনুকেতকে বালকেতকপত্রেঽতিশ্বেতে সংরাজন্ যো নীলভ্রমরস্তদ্বদতিনীলে কুন্তলৌ কর্ণকপোলমধ্যস্থৌ কেশৌ যস্যাঃ॥ ৩৪॥

আদিও নাই, অন্তও নাই, তাহা হস্তপদাদি অঙ্গসংযুক্ত স্ত্রীরূপ, পুরুষরূপ অথবা নপুংসক রূপও নহে॥২৯॥ সুরগণ প্রথমে সেই তেজের প্রভায় প্রতিহত হইয়া নেত্র নিমীলন করিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক যেমন নেত্র উন্মীলন করিলেন, অমনি সেই পরম-জ্যোতিঃ অতি মনোহর দিব্য রমণীরূপে প্রকাশিত হইল। সেই মনোরমাঙ্গী নবযৌবনা কুমারীর কমলকলিকা-নিন্দিত পীনোন্নত কুচদ্বয় পরমশোভা বিস্তার করিতে লাগিল। তাঁহার করচতুষ্টয়ে কনকবলয়, বাহু চতুষ্টয়ে কেয়ূর, গ্রীবাদেশে গ্রৈবেয়ক, গলদেশে অমূল্য-মণিনিবদ্ধ গলবন্ধ, পরমোজ্জ্বল প্রভাজাল বিস্তার করিয়া শোভা পাইতেছে। কটি-তটে কমনীয় কিঙ্কিণীজাল ও মেখলারাজী এবং পাদদেশে নয়নরঞ্জন মনোহর নূপুর শ্রবণ মনোহর ধ্বনি করিতেছে॥ ৩০—৩৩॥ তাঁহার কর্ণ ও কপোলের মধ্যবর্ত্তী কেশা-বলী, নবকেতকী-পুষ্প-পত্রোপরি বিরাজিত দীপ্তপ্রভ নীলবর্ণ ভ্রমরাবলীর ন্যায় সমুজ্জ্বল শোভা পাইতেছে। তাঁহার নিতম্ববিম্ব সুঘটিত ও একান্তমনোহর, রোমরাজি নাভিদেশে

কর্পূরশকলোন্মিশ্রতাম্বূলপূরিতাননাম্।
কনৎকনকতাটঙ্কবিটঙ্কবদনাম্বুজাম্ ॥ ৩৫ ॥
অষ্টমীচন্দ্রবিম্বাভললাটামায়তভ্রুবম্।
রক্তারবিন্দনয়নামুন্নসাং মধুরাধরাম্ ॥ ৩৬ ॥
কুন্দকুড্মলদন্তাগ্রাং মুক্তাহারবিরাজিতাম্।
রত্নসম্ভিন্নমুকুটাং চন্দ্ররেখাবতংসিনীম্ ॥ ৩৭ ॥
মল্লিকামালতীমালাকেশপাশবিরাজিতাম্।
কাশ্মীরবিন্দুনিটিলাং নেত্রত্রয়বিলাসিনীম্ ॥ ৩৮ ॥
পাশাঙ্কুশবরাভীতিচতুর্ব্বাহুং ত্রিলোচনাম্।
রক্তবস্ত্রপরীধানাং দাড়িমীকুসুমপ্রভাম্ ॥ ৩৯ ॥
সর্ব্বশৃঙ্গারবেশাঢ্যাং সর্ব্বদেবনমস্কৃতাম্।
সর্ব্বাশাপূরিকাং সর্ব্বমাতরং সর্ব্বমোহিনীম্ ॥ ৪০ ॥
প্রসাদসুমুখীমম্বাং মন্দস্মিতমুখাম্বুজাম্।
অব্যাজকরুণামূর্ত্তিং দদৃশুঃ পুরতঃ সুরাঃ ॥ ৪১ ॥

কনন্তৌ দীপ্যমানৌ কনকতাটঙ্কৌ তাভ্যাং বিটঙ্কং সুন্দরং বদনাম্বুজং যস্যাঃ ॥ ৩৫ ॥
অষ্টমীচন্দ্রোঽর্দ্ধচন্দ্রঃ। উন্নসাং উন্নতনাসিকাম্ ॥ ৩৬—৩৭ ॥
নিটিলং ললাটম্ ॥ ৩৮ ॥
ত্রিলোচনামিতি পুনরুক্তির্লোচনানামতিসৌন্দর্য্যবোধার্থা ॥ ৩৯—৪১ ॥

বিরাজিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে ॥ ৩৪ ॥ দীপ্যমান কনকতাড়ঙ্কে সমুজ্জ্বল পরমসুন্দর বদনাম্বুজের অভ্যন্তর কর্পূরখণ্ড-বিমিশ্রিত তাম্বূলে আপূরিত; ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র শোভা; ভ্রূযুগল আয়ত; নয়ন ক্রোকনদ শোভা ধারণ করিয়াছে; নাসিকা উন্নত; অধরবিম্ব অতি মধুর ॥ ৩৫—৩৬ ॥ দন্ত সকল কুন্দ কুট্মলের ন্যায় একান্ত মনোহর; গলদেশে প্রলম্বিত মুক্তাহার বিরাজিত রহিয়াছে; মস্তকোপরি হীরক ও মণিরত্নে খচিত প্রদীপ্ত মুকুটালঙ্কার; কর্ণে চন্দ্ররেখার ন্যায় কর্ণভূষণ; কেশপাশ, মল্লিকা ও মালতী মালায় সুশোভিত; ললাটদেশ কাশ্মীর-বিন্দু দ্বারা সুসজ্জিত এবং লোচনত্রয় মুখমণ্ডলের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে ॥ ৩৭—৩৮ ॥ তাঁহার এক হস্তে পাশ ও অপর হস্তে অঙ্কুশ এবং অন্য হস্তদ্বয় বর ও অভয়দান-ভঙ্গিমায় বিরাজিত; দেহকান্তি দাড়িমী কুসুমের ন্যায়; পরিধান অরুণবর্ণ অম্বর, পরমশোভা বিস্তার করিতেছে ॥ ৩৯ ॥ সুরগণ, এইরূপে সমস্ত শৃঙ্গারবেশধারিণী, সমস্ত বাঞ্ছাপূরণী, সমস্ত দেবতাগণের নমস্কৃতা, হাস্যাননী অখিলমোহিনী, অখিলজন-জননী, প্রসাদসুমুখী, অকপট করুণার

দৃষ্ট্বা তাং করুণামূর্ত্তিং প্রণেমুঃ সকলাঃ সুরাঃ।
বক্তুং নাশক্নুবন্ কিঞ্চিদ্বাষ্পসংরুদ্ধনিঃস্বনাঃ ॥ ৪২ ॥
কথঞ্চিৎ স্থৈর্য্যমালম্ব্য ভক্ত্যা চানতকন্ধরাঃ।
প্রেমাশ্রুপূর্ণনয়নাস্তুষ্টুবুর্জ্জগদম্বিকাম্ ॥ ৪৩ ॥

দেবা উচুঃ।

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।
নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্ ॥ ৪৪ ॥
তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং
বৈরোচনীং কর্ম্মফলেষু জুষ্টাম্।
দুর্গাং দেবীং শরণমহং
প্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ ॥ ৪৫ ॥

যতো বাষ্পসংরুদ্ধনিঃস্বনাস্ততোবক্তুং নাশক্নুবন্নিত্যর্থঃ। ইতি কর্ত্তব্যতায়াং মূঢ়াঃ সর্ব্বে বিলোকনং কৃতবন্ত এব স্থিতা ইত্যর্থঃ ॥ ৪২—৪৩ ॥

নমো দেব্যৈ ইতি বৈদিকো মন্ত্রঃ। প্রকৃত্যৈপ্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা দৃষ্টান্তানুপরোধাদিতি সূত্রপ্রতিপাদ্যসাম্যাবস্থমায়োপাধিকব্রহ্মরূপিণ্যৈ। ভদ্রায়ৈ সকলকল্যাণগুণরত্নাকরায়ৈ। নিয়তাঃ সংযতাঃ ॥ ৪৪ ॥

তামগ্নিবর্ণামিতি। অয়মপি ঋগ্মন্ত্রঃ অগ্নিসমানারুণবর্ণাম্। তপসা জ্ঞানেন জ্বলন্তীং দীপ্যমানাং সর্ব্বজ্ঞামিত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। তপসা চীয়তে ব্রহ্মেতি মুণ্ডকে। বৈরোচনীং বিশেষেণ দীপ্তাম্। কর্ম্মফলেষু নিমিত্তেষু ব্রাহ্মণাদিভির্জুষ্টাং সেবিতাম্ দুর্গামষ্টাঙ্গযোগাত্মকদুঃখরূপায়াসেন প্রাপ্যাং জ্ঞানেন। সুতরসি তরণযোগ্যে সংসারে তরসে তরণায়

মূর্ত্তিরূপিণী অম্বিকা দেবীকে পুরোভাগে অবলোকন করিলেন ॥ ৪০—৪১ ॥ সেই করুণাময়ীকে দর্শন করিবামাত্র দেবগণ প্রণাম করিলেন, কিন্তু বাষ্পভরে রুদ্ধকণ্ঠ হওয়াতে প্রথমত কণ্ঠস্বর নিঃসৃত হইল না ॥ ৪২ ॥ পরে অতিকষ্টে ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক ভক্তিভরে শিরোদেশ সন্নমিত করিয়া প্রেমাশ্রুপূর্ণনয়নে জগদম্বিকার স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩ ॥

দেবগণ কহিলেন, জগদম্বিকে! আপনি দেবী ও মহাদেবী এবং আপনিই শিবরূপিণী, আমরা সততই সংযতচিত্তে আপনাকে বারংবার নমস্কার করিতেছি। দেবি! আপনি সাম্যাবস্থাবিশিষ্টা মায়োপাধিযুক্তা ব্রহ্মরূপিণী প্রকৃতি এবং আপনি সর্ব্বকল্যাণরূপিণী, আমরা সংযতমানসে আপনার চরণকমলে প্রণিপাত করিতেছি ॥ ৪৪ ॥ জননি! আপনি যোগিগণের হৃদয়ে অনলশিখার স্থায় অরুণবর্ণে দীপ্তি পাইয়া থাকেন, আপনি জ্ঞানপ্রভায় দীপ্যমানা, মাতঃ! আপনিই এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে চৈতন্যরূপে সর্ব্বত্রই

দেবীং বাচমজনয়ন্ত দেবাস্তাং
বিশ্বরূপাঃ পশবো বদন্তি।
সা নো মন্দ্রেষমূর্জ্জং দুহানা
ধেনুর্ব্বাগস্মানুপসুষ্টুতৈতু ॥ ৪৬ ॥
কালরাত্রীং ব্রহ্মস্তুতাং বৈষ্ণবীং স্কন্দমাতরম্।
সরস্বতীমদিতিং দক্ষদুহিতরং
নমামঃ পাবনাং শিবাম্ ॥ ৪৭ ॥

তস্যৈ দুর্গায়ৈ নমোঽস্ত্বিত্যর্থঃ। তস্যৈ ইতি শেষঃ। যদ্বা অগ্নিশব্দেনাগ্নিবীজং রেফো গৃহ্যতে। সরবর্ণো যস্মা মন্ত্রেঽস্তি তাম্। তপঃশব্দো মায়াবাচকস্তেন তুরীয়স্বর ঈকারো গৃহ্যতে। তেন জ্বলন্তীং তদ্‌যুক্তামিত্যর্থঃ। বিরোচনঃ সূর্য্যস্তেন তদ্বীজং হকারো গৃহ্যতে। সূর্য্যস্য বিন্দ্বাত্মকপরমেশ্বরত্বেন বিন্দোশ্চ হকারাত্মত্বেন প্রপঞ্চসারে তৃতীয়চতুর্থপটলয়োরুক্তত্বাৎ। তেন হকারযুক্তামিত্যর্থঃ। তথাচ মায়াবীজরূপিণীং দুর্গাং শরণমহমিত্যাদিপূর্ব্বেণ সমানার্থং নারায়ণোপনিষদ্ভাষ্যে তু তাং দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে। কীদৃশীমগ্নিসমানবর্ণাং তপসা স্বকীয়সন্তাপেন জ্বলন্তীমস্মচ্ছত্রূন্ দহন্তীং বিশেষেণ রোচতে স্বয়মেব প্রকাশতে ইতি বিরোচনঃ পরমাত্মা তেন দৃষ্টত্বাদ্বৈরোচনীং কর্ম্মফলেষু স্বর্গপশুপুত্রাদিষু নিমিত্তভূতেষু জুষ্টামুপাসকৈঃ সেবিতাম্। হে সুতরসি ! সুষ্টুসংসারতরণহেতো ! হে দেবি ! তরসে তারয়িত্র্যে তুভ্যং নমোঽস্ত্বিত্যর্থ ইত্যুক্তং মাধবাচার্য্যৈঃ ॥ ৪৫ ॥

দেবীং বাচমিতি। দেবাঃ প্রাণাঃ যাং দেবীং দ্যোতমানাং বাচং বৈখরীরূপামজনয়স্তোৎপাদিতবন্তস্তাং বিশ্বরূপা বহুরূপাঃ পশবোঽস্মদাদয়ো বদন্তি। সর্ব্বব্যবহারসিদ্ধ্যর্থং সেয়ং সর্ব্বব্যবহারোপযোগিনী ধেনুঃ কামদুঘা মন্দ্রা মাদয়িত্রী প্রতিষ্ঠামানদানাদিনা। ইষ্টমূর্জ্জং দুহানান্নবলদাত্রী বাগ্‌রূপা ভবতী নোঽস্মান্ সুষ্টুতা সতী উপৈতু প্রাপ্নোত্বিত্যর্থঃ। অয়মপি ক্রঙ্মন্ত্র এব ॥ ৪৬ ॥

কালরাত্রীমিতি। অয়মপি দেব্যথর্ব্বশিরস্থো মন্ত্রঃ। সর্ব্বমারকস্যাপি কালস্য রাত্রী নাশিকেত্যর্থঃ। প্রলয়ে কালস্যাপি নাশাৎ। ব্রহ্মস্তুতাং মধুকৈটভবধস্য সময়ে ব্রহ্মণা স্তুতাং

প্রতিভাত হইয়া থাকেন, ব্রহ্মাদি দেবতাবর্গ ও মানবাদি জীবগণ কর্ম্মফল প্রাপ্তি নিমিত্ত আপনারই সেবা করিয়া থাকেন। দেবি ! আপনি সংসার সাগরের তারণকর্ত্রী, অতএব আমরা ঘোরতর সংসারসমুদ্র পার হইবার নিমিত্ত আপনার শরণাপন্ন হইয়া আপনাকে বারংবার নমস্কার করিতেছি ॥ ৪৫ ॥ মাতঃ ! প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু সাহায্যে যে সকল ভাবপ্রকাশক বাক্য উচ্চারিত হয়, আমরা তাহাকে ভাষা বলিয়া থাকি। সেই ভাষা আমাদিগের কামধেনু অর্থাৎ আমরা সেই কামধেনুরূপিণী ভাষা হইতে ইচ্ছামত ধন, মান ও অন্নাদি দোহন করিয়া অহঙ্কারে উন্মত্ত হইতেছি; মাতঃ ! আপনি আমাদিগের সেই ভাষা স্বরূপা, অতএব আপনি অভিষ্টুত হইয়া আমাদিগের বাঞ্ছাপূর্ণ করুন ॥ ৪৬ ॥ দেবি ! আপনি সর্ব্বসংহারক কালেরও সংহার করেন, ভগবান্ পদ্মযোনি সততই আপনার

মহালক্ষ্মৈ চ বিদ্যহে সর্ব্বশক্ত্যৈ চ ধীমহি।
তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ ॥ ৪৮ ॥
নমো বিরাট্‌স্বরূপিণ্যৈ নমঃ সূত্রাত্মমূর্ত্তয়ে।
নমো ব্যাকৃতরূপিণ্যৈ নমঃ শ্রীব্রহ্মমূর্ত্তয়ে ॥ ৪৯ ॥
যদজ্ঞানাজ্জগদ্ভাতি রজ্জু সর্পস্রগাদিবৎ।
যজ্‌জ্ঞানাল্লয়মাপ্নোতি নুমস্তাং ভুবনেশ্বরীম্‌ ॥ ৫০ ॥
নুমস্তৎপদলক্ষ্যার্থং চিদেকরসরূপিণীম্‌।
অখণ্ডানন্দরূপাং তাং বেদতাৎপর্য্যভূমিকাম্‌ ॥ ৫১ ॥

ব্রহ্মণা বেদেন বা স্তুতাম্‌। বৈষ্ণবীং বিষ্ণুশক্তিং লক্ষ্মীম্‌। স্কন্দমাতরং পার্ব্বতীং শিবশক্তিম্‌। সরস্বতীং ব্রহ্মশক্তিম্‌। অদিতিং দেবমাতরং দক্ষদুহিতরম্‌। সতীনাম্নীম্‌ এতাদৃশীং নানা-রূপধরাং শিবাং ভুবনেশ্বরীং পাবনাং নমাম ইত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

মহালক্ষ্ম্যৈ চেতি। ইয়মপি দেব্যথর্ব্বশিরস্থা গায়ত্রী। তত্র চতুর্থী দ্বিতীয়ার্থে। মহালক্ষ্মীং বিদ্মহে জানীম ইত্যর্থঃ। তথা সর্ব্বশক্তিং ধীমহি ধ্যায়াম ইত্যর্থঃ। তদিতি লুপ্তসপ্তম্যন্তম্‌। তত্তজ্জ্ঞানে ধ্যানে চ নোঽস্মান্‌ সা দেবী প্রচোদয়াৎ প্রেরয়-ত্বিত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

চতুষ্পাৎ ব্রহ্মাত্মিকাং নমস্করোতি নমো বিরাড়িতি ॥ ৪৯ ॥

যদজ্ঞানাদ্যৎ স্বরূপস্তাপরিজ্ঞানাদিত্যর্থঃ ॥ ৫০—৫১ ॥

স্তুতি করিয়া থাকেন; মাতঃ! আপনি বিষ্ণুশক্তি লক্ষ্মী, স্কন্দমাতা শিবশক্তি পার্ব্বতী, ব্রহ্ম-শক্তি সরস্বতী, দেবমাতা অদিতি এবং সতীনাম্নী দক্ষদুহিতা। মাতঃ! আপনি এইরূপে বহু-রূপ ধারণপূর্ব্বক অখিল ব্রহ্মাণ্ড পূত এবং সকলকে শান্তিদান করিতেছেন; অতএব দেবি! আপনাকে প্রণিপাত করি ॥ ৪৭ ॥ আমরা আপনাকে মহালক্ষ্মী বলিয়া জানি, আমরা আপ-নাকে সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী দেবী ভগবতী বলিয়া ধ্যান করিতেছি। জননি! আপনি আমা-দিগকে আপনার শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনে প্রেরণ করুন ॥ ৪৮ ॥ দেবি! আপনি বিরাট্‌-রূপিণী, আপনাকে নমস্কার; আপনি সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভরূপিণী, আপনাকে নমস্কার; আপনি মহদাদি ষোড়শবিকৃতিরূপিণী, আপনাকে নমস্কার। মাতঃ! আপনি ব্রহ্মরূপিণী, আপনাকে আমরা নমস্কার করি ॥ ৪৯ ॥ যাঁহার সৃষ্ট অবিদ্যাজনিত অজ্ঞান হইতে এই জগৎ, রজ্জু ও স্রগাদিতে সর্পের ন্যায় সত্য বলিয়া ভ্রম হয়, আবার যাঁহার সৃষ্ট বিদ্যাজনিত জ্ঞান দ্বারা সেই ভ্রমের অপনয়ন হয়, আমরা ভক্তিনম্রমানসে সেই সর্ব্বান্তর্যামিনী ভগবতী ভুবনেশ্বরীর ধ্যান করিতেছি ॥ ৫০ ॥ "তৎ ত্বমসি" বাক্যে যিনি তৎপদের লক্ষ্যার্থ, যিনি অখিলবেদের তাৎপর্য্য ভূমি, চৈতন্যরসরূপিণী ও অখণ্ডানন্দ স্বরূপা ব্রহ্মস্বরূপিণী এবং যিনি অন্নময়, প্রাণময়, বিজ্ঞানময়, মনোময় ও আনন্দময় এই পঞ্চকোশের অতিরিক্তা; যিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের সাক্ষিণী, এবং যিনি ত্বম্পদেরও লক্ষ্যার্থ,

পঞ্চকোশাতিরিক্তাং তামবস্থাত্রয়সাক্ষিণীম্।
পুনস্ত্বং পদলক্ষ্যার্থাং প্রত্যগাত্মস্বরূপিণীম্ ॥ ৫২ ॥
নমঃ প্রণবরূপায়ৈ নমো হ্রীঙ্কারমূর্ত্তয়ে।
নানামন্ত্রাত্মিকায়ৈ তে করুণায়ৈ নমো নমঃ ॥ ৫৩ ॥
ইতি স্তুতা তদা দেবৈর্ম্মণিদ্বীপাধিবাসিনী।
প্রাহ বাচা মধুরয়া মত্তকোকিলনিঃস্বনা ॥ ৫৪ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

বদন্তু বিবুধাঃ কার্য্যং যদর্থমিহ সঙ্গতাঃ।
বরদাহং সদা ভক্তকামকল্পদ্রুমাস্মি চ ॥ ৫৫ ॥
তিষ্ঠন্ত্যাং ময়ি কা চিন্তা যুষ্মাকং ভক্তিশালিনাম্।
সমুদ্ধরামি মদ্ভক্তান্ দুঃখসংসারসাগরাৎ।
ইতি প্রতিজ্ঞাং মে সত্যাং জানীথ বিবুধোত্তমাঃ ॥ ৫৬ ॥
ইতি প্রেমাকুলাং বাণীং শ্রুত্বা সন্তুষ্টমানসাঃ।
নির্ভয়া নির্জ্জরা রাজন্মূচুর্দুঃখং স্বকীয়কম্ ॥ ৫৭ ॥

(পঞ্চকোশাতিরিক্তামিতি। পঞ্চভ্যঃ অন্নপ্রাণবিজ্ঞানানন্দমনোময়েভ্যঃ কোশেভ্যোঽতিরিক্তাম্। জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিভেদেন অবস্থানাং ত্রয়ো ভেদা দৃশ্যন্তে, ভবতী চ তৎসাক্ষিণী। মানবা যস্যামেব অবস্থায়াং যৎ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি, ভবতী চ সর্ব্বান্তর্যামিত্বাৎ তৎ সর্ব্বং পশ্যতীতি ভাবঃ ॥ ৫২ ॥

প্রণবরূপায়ৈ ওঁকারস্বরূপায়ৈ। হ্রীঙ্কারমূর্ত্তয়ে হ্রীং বীজাত্মনে ॥ ৫৩—৫৮ ॥)

আমরা সেই জ্ঞানব্রহ্মস্বরূপিণী ভুবনেশ্বরী দেবীকে ধ্যান করি ॥ ৫১—৫২ ॥ মাতঃ! আপনি প্রণবরূপিণী, হ্রীঙ্কারমূর্ত্তি, নানাবিধ মন্ত্রাত্মিকা ও করুণাময়ী, আমরা আপনার চরণকমলে বারংবার প্রণিপাত করিতেছি ॥ ৫৩ ॥

দেবগণ, এইরূপে সেই মণিদ্বীপবাসিনী জগদম্বিকার স্তব করিলে প্রমত্ত-কোকিলকণ্ঠী ভগবতী মধুরবাক্যে তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৫৪ ॥ দেবগণ! তোমরা কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছ? তোমাদের কার্য্য কি, বল। আমি ত সততই ভক্তগণের বাঞ্ছাকল্পতরু, এবং বরদায়িনী রহিয়াছি ॥ ৫৫ ॥ তোমরা আমার ভক্ত, আমি বিদ্যমান থাকিতে তোমাদিগের চিন্তা কি? আমি তোমাদিগকে দুঃখসাগর হইতে উদ্ধার করিব। সুরগণ! তোমরা আমার এই প্রতিজ্ঞা সত্য বলিয়া জানিবে ॥ ৫৬ ॥

রাজন্! অমরগণ, দেবীর এই প্রেমপরিপূর্ণ বচন পরম্পরা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত হইলেন এবং জগন্মাতার নিকট আপনাদিগের মনোদুঃখ নিবেদন করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭ ॥

দেবা ঊচুঃ।

নাজ্ঞাতং কিঞ্চিদপ্যত্র ভবত্যাস্তি জগত্রয়ে।
সর্ব্বজ্ঞয়া সর্ব্বসাক্ষিরূপিণ্যা পরমেশ্বরি!॥ ৫৮॥
তারকেণাসুরেন্দ্রেণ পীড়িতাঃ স্মো দিবানিশম্।
শিবাঙ্গজাদ্বধস্তস্য নির্ম্মিতো ব্রহ্মণা শিবে!॥ ৫৯॥
শিবাঙ্গনা তু নৈবাস্তি জানাসি ত্বং মহেশ্বরি!।
সর্ব্বজ্ঞপুরতঃ কিম্বা বক্তব্যং পামরৈর্জ্জনৈঃ॥ ৬০॥
এতদুদ্দেশতঃপ্রোক্তমপরং তর্কয়াম্বিকে!।
সর্ব্বদা চরণাম্ভোজে ভক্তিঃ স্যাত্তব নিশ্চলা॥ ৬১॥
প্রার্থনীয়মিদং মুখ্যমপরং দেহহেতবে॥ ৬২॥
ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা প্রোবাচ পরমেশ্বরী।
মম শক্তিস্তু যা গৌরী ভবিষ্যতি হিমালয়ে॥ ৬৩॥

শিবাঙ্গজাচ্ছিবৌরসপুত্রাৎ॥ ৫৯॥

সর্ব্বজ্ঞপুরত ইতি। সর্ব্বজ্ঞায়াস্তব পুরতোঽস্মাভিঃ পামরৈর্জনৈঃ কিং বক্তব্যং কিং নিবেদনীয়ং ত্বং কিং ন জানাসীত্যর্থঃ। এতদুদ্দেশত ইতি। ইদং যদুক্তং তদুদ্দেশতাং মুখ্যত্বেন যৎস্থিতং তদুক্তম্। অপরমন্তৎ দুঃখমস্মাকং যদস্তি তৎ কিয়ৎপর্য্যন্তং বক্তব্যং তত্ত্বমেব সর্ব্বজ্ঞা তর্কয় জানীহীত্যর্থঃ॥ ৬০॥

মুখ্যমভিলষিতং প্রার্থয়ন্তি সর্ব্বদেতি। দেহহেতবে দেহাভিমাননিমিত্তপরং প্রার্থনীয়মিত্যর্থঃ॥ ৬১—৬২॥

যা হিমালয়ে অধুনা ভবিষ্যতি সা শিবায় দেয়া। সা শক্তির্ব্বঃ কার্য্যং স্বজন্যপুত্রদ্বারা তারকাসুরবধরূপং করিষ্যতীত্যর্থঃ॥ ৬৩—৬৪॥

পরমেশ্বরি! আপনি সর্ব্বজ্ঞ এবং অখিল জগতের সাক্ষিণী, এই ত্রিজগৎ মধ্যে আপনার অজ্ঞাত কি আছে?॥ ৫৮॥ মাতঃ শিবে! তারক নামক অসুরপ্রবর আমাদিগকে দিবা রাত্রই দুঃখ দিতেছে; বিশ্বস্রষ্টা বিধাতা, শিবের ঔরসজাত সন্তান হইতে তাহার বধ বিধান করিয়াছেন॥ ৫৯॥ মহেশ্বরি! এক্ষণে শিবগৃহিণী সতী দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা আপনি জানেন, যিনি সর্ব্বজ্ঞ তাঁহার অগ্রে পামর জনেরা আর কি বলিবে?॥ ৬০॥ জগদম্বিকে! আমরা এই সকল বৃত্তান্ত সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম, আমাদিগের অন্যান্য নিদারুণ দুঃখ সকল আপনি মনে মনে জানিতে পারিতেছেন, আমরা অধিক আর কি বলিব? আপনার চরণকমলে আমাদিগের অচলা ভক্তি যেন নিয়তই বিদ্যমান থাকে, ইহাই আমাদিগের মুখ্য প্রার্থনীয়; শিবের সন্তান উৎপাদনের নিমিত্ত আপনি দেহ ধারণ করেন ইহাই আমাদের অপর প্রার্থনা জানিবেন॥ ৬১—৬২॥

দেবতাগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসাদসুমুখী পরমেশ্বরী তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমার শক্তি, যিনি গৌরীরূপে হিমাচলে অবতীর্ণ হইবেন, তিনিই শিবসীমন্তিনী হইয়া

শিবায় সা প্রদেয়া স্যাৎ সা বঃ কার্য্যং বিধাস্যতি ।
ভক্তির্মচ্চরণাম্ভোজে ভূয়াদ্যুষ্মাকমাদরাৎ ॥ ৬৪ ॥
হিমালয়ো হি মনসা মামুপাস্তেঽতিভক্তিতঃ ।
ততস্তস্য গৃহে জন্ম মম প্রিয়করং মতম্ ॥ ৬৫ ॥

ব্যাস উবাচ ।

হিমালয়োঽপি তচ্ছ্রুত্বাত্যনুগ্রহকরং বচঃ ।
বাষ্পৈঃ সংরুদ্ধকণ্ঠাক্ষো মহারাজ্ঞীং বচোঽব্রবীৎ ॥ ৬৬ ॥
মহত্তরং তং কুরুষে যস্যানুগ্রহমিচ্ছসি ।
নোচেৎ কাহং জড়ঃ স্থাণুঃ ক ত্বং সচ্চিৎস্বরূপিণী ॥ ৬৭ ॥
অসম্ভাব্যং জন্মশতৈস্ত্বৎপিতৃত্বং মমানঘে ! ।
অশ্বমেধাদিপুণ্যৈর্ব্বা পুণ্যৈর্ব্বা তৎসমাধিজৈঃ ॥ ৬৮ ॥

নন্ু হিমালয়ে কিমিতি ভগবত্যাবতারো গৃহ্যতে তত্রাহ হিমালয়ো হীতি ॥ ৬৫ ॥
মহারাজ্ঞীং সর্ব্বেশ্বরীং ভুবনেশ্বরীম্ ॥ ৬৬ ॥
মদুক্ত্যা তুষ্টা ত্বং মদ্গৃহেঽবতারং গৃহ্লাসীতি কেবলং মল্লালনার্থমেব বস্তুতস্তু যস্যানুগ্রহমিচ্ছসি তং পুরুষং মহত্তরং কুরুষে কেবলং স্বেচ্ছয়ৈবেত্যাহ মহত্তরমিতি। তথাচ শ্রুতিঃ। যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধামিতি। ইত্থং যদি নাস্তি তর্হি তত্রাহ নোচেদিতি। ক ত্বমতিদূরা মনোবাচামপি অগোচরা সচ্চিদানন্দরূপিণী ॥ ৬৭ ॥
এতাদৃশ্যাস্তব পিতৃত্বং জনকত্বং মম জন্মশতৈরনন্তজন্মভিরপি অসম্ভাব্যং সম্ভাবনাবিষয়োঽপি ন ভবতি তত্ত্বৎপিতৃত্বং ত্বং দদাসি তস্মাত্বদিচ্ছৈব কেবলং কারণং নন্ু মম যোগ্যতাদিকমিত্যর্থঃ। তদেবাহ অশ্বমেধেতি ॥ ৬৮ ॥

পুত্রোৎপাদনপূর্ব্বক তাহার দ্বারা তারকাসুর বধ করিয়া তোমাদের কার্য্যসাধন করিবেন। আর আমার চরণাম্বুজে তোমাদিগের প্রেমপূর্ণ নিশ্চলা ভক্তি হইবে ॥ ৬৩—৬৪ ॥ হিমবান্ অতিশয় ভক্তিসহকারে একান্ত মানসে আমার উপাসনা করিতেছে, অতএব তাহার গৃহে জন্মগ্রহণ আমার অতিশয় প্রিয়কর জানিও ॥ ৬৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! গিরিরাজ হিমালয়ও তাঁহার সেই অতিশয় অনুগ্রহসূচক বাক্য শুনিয়া প্রেমজনিত বাষ্পভরে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে ত্রৈলোক্যসাম্রাজ্ঞী ভুবনেশ্বরীকে কহিতে লাগিলেন ॥ ৬৬ ॥ দেবি! আপনি যাহার প্রতি অনুগ্রহ করেন, সেই ব্যক্তিকে অতিশয় মহত্তর করিয়া থাকেন; নতুবা জড় ও স্থাবর পাষাণপুঞ্জ আমিই বা কোথায়? এবং বাক্য ও মনের অগোচর সচ্চিদানন্দরূপিণী আপনিই বা কোথায়? আমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়া আপনি আমার প্রতি এত অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন কেন? ইহা আপনারই অনির্ব্বচনীয় মহত্ত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে সন্দেহ নাই ॥ ৬৭ ॥ বিমলে! আমার পক্ষে আপনার জনকত্ব লাভ অনন্ত জন্ম অশ্বমেধাদিজনিত বা সমাধিজনিত পুণ্য-

অদ্য প্রপঞ্চে কীর্ত্তিঃ স্যাজ্জগন্মাতা সুতাভবৎ।
অহো হিমালয়স্যাস্য ধন্যোঽসৌ ভাগ্যবানিতি ॥ ৬৯ ॥
যস্যাস্তু জঠরে সন্তি ব্রহ্মাণ্ডানাঞ্চ কোটয়ঃ।
সৈব যস্য সুতা জাতা কো বা স্যাত্তৎসমো ভুবি ॥ ৭০ ॥
ন জানেঽস্মৎপিতৃণাং কিং স্থানং স্যান্নির্ম্মিতং পরম্।
এতাদৃশানাং বাসায় যেষাং বংশেঽস্তি মাদৃশঃ ॥ ৭১ ॥
ইদং যথা চ দত্তং মে কৃপয়া প্রেমপূর্ণয়া।
সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধঞ্চ স্বরূপং ব্রূহি মে তথা ॥ ৭২ ॥
যোগঞ্চ ভক্তিসহিতং জ্ঞানঞ্চ শ্রুতিসম্মতম্।
বদস্ব পরমেশানি! ত্বমেবাহং যতো ভবেঃ ॥ ৭৩ ॥

অথ স্বভাগ্যং বর্ণয়তি অদ্য প্রপঞ্চ ইতি। অহো অস্য হিমালয়স্য জগন্মাতা সুতা কন্যাভবৎ। ধন্যোঽসৌ ভাগ্যবানিতি প্রপঞ্চে অদ্যাদ্যপ্রভৃতি কীর্ত্তিঃ স্যাদিত্যন্বয়ঃ ॥ ৬৯ ॥

পরাশক্ত্যনুগ্রহেণ প্রেমপূর্ণান্তঃকরণঃ স্বমুখেনৈব স্বভাগ্যং পুনর্বর্ণয়তি যস্যাস্থিতি। কো বা স্যান্ন কোপীত্যর্থঃ ॥ ৭০ ॥

যেষাং বংশে মাদৃশো ভাগ্যবানস্তি তেষাং কিং স্থানং ব্রহ্মলোকাদ্যপেক্ষয়াধিকং কিং নির্ম্মিতং স্যাত্তন্ন জানে ইতি ভাবঃ ॥ ৭১ ॥

পুনঃ প্রার্থয়তে ইদং যথেতি। ইদমতিদুর্লভং ত্বৎপিতৃত্বং যথা ত্বয়া করুণয়া দত্তং তথেত্যন্বয়ঃ ॥ ৭২ ॥

ত্বমেবাহমিতি। তব মম চাভেদো যেন স্যাত্তদিত্যর্থঃ ॥ ৭৩ ॥

পুঞ্জ ভিন্ন আর কোন কারণ লক্ষিত হইতেছে না ॥ ৬৮ ॥ অহো! আমার প্রতি আপনি কি অনুগ্রহই করিলেন! "জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী এই হিমালয়ের কন্যা হইলেন, অতএব এই ব্যক্তিই ধন্য ও ভাগ্যবান্।" অদ্যাবধি আমার এইরূপ অতুল কীর্ত্তি এই অখিল জগৎ প্রপঞ্চ মধ্যে প্রচারিত হইল ॥ ৬৯ ॥ যাঁহার জঠরমধ্যে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত রহিয়াছে, তিনি যাহার কন্যা হইলেন, জগতীতলে তাহার তুল্য সৌভাগ্যবান্ ও পুণ্যবান্ ব্যক্তি আর কে হইতে পারে? ॥ ৭০ ॥ যাঁহাদিগের বংশে মাদৃশ পুণ্যবান্ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছে, আমার সেই পিতৃগণের বাসের নিমিত্ত যে কিরূপ পরমোৎকৃষ্ট স্থান সকল নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা আমি বলিতে পারি না ॥ ৭১ ॥ মাতঃ! পরমেশ্বরি! আপনি যেরূপ প্রেমপরিপূর্ণ হইয়া কৃপা প্রকাশ করিলেন, সেইরূপে আপনি আমার নিকট আপনার সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধ স্বরূপ কীর্ত্তন এবং শ্রুতিসম্মত ভক্তিসমন্বিত জ্ঞান এবং যোগের বিষয় কীর্ত্তন করুন। যেন আমি সেই জ্ঞানবলে আপনার স্বরূপত্ব লাভ করিতে সমর্থ হই ॥ ৭২—৭৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রসন্নমুখপঙ্কজা।

বক্তুমারভতাম্বা সা রহস্যং শ্রুতিগূহিতম্‌ ॥ ৭৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে হিমালয়গৃহে পার্ব্বত্যাজন্মকথনবর্ণনং নাম একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

(হিমবতঃ স্তুতিশ্রবণাদ্ভুবনেশ্বরী আনন্দিতাবভুব ইত্যত আহ প্রসন্নমুখপঙ্কজেতি ॥৭৪॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! হিমালয়ের সেই স্তুতি বাক্য শ্রবণ করিয়া ভুবনেশ্বরী প্রসন্ন-বদনে শ্রুত্যুক্ত নিগূঢ় রহস্য বিষয় বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৭৪ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌-ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে হিমালয়গৃহে পার্ব্বতীর জন্মকথন নামক একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীদেব্যুবাচ।

শৃণ্বন্তু নির্জ্জরাঃ সর্ব্বে ব্যাহরন্ত্যা বচো মম।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ মদ্রূপত্বং প্রপদ্যতে ॥ ১ ॥
অহমেবাস পূর্ব্বন্তু নান্যৎকিঞ্চিন্নগাধিপ!।
তদাত্মরূপং চিৎসম্বিৎপরব্রহ্মৈকনামকম্ ॥ ২ ॥
অপ্রতর্ক্যমনির্দ্দেশ্যমনৌপম্যমনাময়ম্।
তস্য কাচিৎ স্বতঃসিদ্ধা শক্তির্মায়েতি বিশ্রুতা ॥ ৩ ॥

পঞ্চাশদ্ভিরথ শ্লোকৈরাত্মতত্ত্বনিরূপণম্।
করোতি জগদম্বা সা স্বমুখেনেতি চোচ্যতে ॥

হিমালয়ং পুরস্কৃত্য সর্ব্বান্ দেবান্ দেবী বরবস্তূপদেশং করোতি শৃণ্বিতি। ব্যাহরন্ত্যাঃ কথয়ন্ত্যাঃ ॥ ১ ॥

অহমেবেতি। পূর্ব্বন্তু সৃষ্টেস্তু পূর্ব্বমহমাত্মরূপিণ্যেবাস বভূব মত্তোঽন্যৎ কিঞ্চিদপি নাস সজাতীয়বিজাতীয়স্বগতভেদশূন্যমাত্মতত্ত্বমেবাসেত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চিদিতি। তদাত্মরূপমিতি। তদেবাত্মরূপং চিৎসম্বিৎ পরং ব্রহ্মৈক-নামকং ভবতি। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেত্যাদিকা জগৎকারণপ্রতিপাদকশ্রুতিষু প্রতি-পাদিতাঃ শব্দাস্তস্যৈবাত্মস্বরূপস্য বাচকাঃ সন্তীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

তথাচ সর্ব্ববেদপ্রতিপাদ্যমাত্মরূপমেবাসেতি সমন্বয়াধ্যায়োক্তঃ সর্ব্বপদানাং ব্রহ্মণ্যাত্ম-রূপে সমন্বয় উক্তো বেদিতব্য ইতি কীদৃক্ তদাত্মরূপমস্তীতি চেত্তত্রাহ অপ্রতর্ক্যমিতি। অনুমানাবিষয়ঃ শ্রুত্যেকসমধিগম্যমিত্যর্থঃ। অনির্দ্দেশ্যং শ্রুত্যাপি জাতিগুণক্রিয়াসংজ্ঞা-ভির্নির্দ্দেষ্টুমশক্যমিত্যর্থঃ। অনৌপম্যমিতি। যদি তৎসদৃশো দ্বিতীয়ঃ পদার্থো জগত্যাং স্যাত্তদা তদুপমানেন স আত্মোপমেয়ঃ স্যান্নতু তদস্তি তস্মাদনৌপম্যম্। অনাময়মিতি। জায়তে বর্দ্ধতে ইত্যাদি ষড়্ভাববিকারশূন্যমিত্যর্থঃ। তেষাং বিকারাণাং দেহোপাধিনিষ্ঠ-ত্বাদস্য চাত্মনো দেহাভাবাত্তদ্বিকাররহিতমনাময়মেবৈতদিত্যর্থঃ। এতাদৃশং নির্গুণং কথং জগৎকারণমিতি চেত্তত্রাহ তস্যেতি। কাচিদনির্ব্বচনীয়া তস্য মমাত্মরূপস্য স্বতঃসিদ্ধানা-দিভূতা শক্তিরস্তি। যা মায়েত্যাদিপদৈঃ সর্ব্বশ্রুতৌ বিশ্রুতা প্রসিদ্ধাস্তি। মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়া বা এষা নারসিংহীত্যাদিষু ॥ ৩ ॥

দেবী কহিলেন, দেবগণ! যাহা শ্রবণমাত্রেই জীবগণ আমার স্বরূপত্ব লাভে সমর্থ হয়, আমি এক্ষণে সেই বিষয় বর্ণন করিতেছি, তোমরা সমাহিতচিত্তে শ্রবণ কর ॥ ১ ॥ গিরিবর! সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র আমিই বিদ্যমান ছিলাম, অন্য আর কিছুই ছিল না। আমারই আত্মস্বরূপকে চিৎসম্বিৎ ও পরব্রহ্ম ইত্যাদি নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। আমার আত্মা অনুমানের অতীত, লক্ষ্যের অতীত, উপমার অতীত ও জননমরণাদি

ন সতী সা নাসতী সা নোভয়াত্মা বিরোধতঃ।
এতদ্বিলক্ষণা কাচিদ্বস্তুভূতাস্তি সর্ব্বদা ॥ ৪ ॥
পাবকস্যোষ্ণতেবেয়মুষ্ণাংশোরিব দীধিতিঃ।
চন্দ্রস্য চন্দ্রিকেবেয়ং মমেয়ং সহজা ধ্রুবা ॥ ৫ ॥
তস্যাং কর্ম্মাণি জীবানাং জীবাঃ কালাশ্চ সঞ্চরে।
অভেদেন বিলীনাঃ স্যুঃ সুষুপ্তৌ ব্যবহারবৎ ॥ ৬ ॥

সা কীদৃশী বর্ত্ততে তদাহ ন সতীতি। অত্র বিরোধত ইত্যাবৃত্ত্যা স্থানত্রয়েঽপি যোজ্যম্। ব্রহ্মবৎ কালত্রয়াবাধ্যা সতী ন ব্রহ্মজ্ঞানেন বাধ্যত্বরূপবিরোধাৎ। নাপি বন্ধ্যাপুত্রবদসতী ব্যবহারিকসত্তাতত্ত্ববিরোধাৎ। নাপ্যুভয়াত্মা সত্তাসত্ত্ববিশিষ্টা। বিরুদ্ধধর্ম্ময়োঃ সত্ত্বাসত্ত্বয়োরেকত্র সহাবস্থানবিরোধাদত এতত্ত্রয়বিলক্ষণা কাচিদনির্ব্বচনীয়া বস্তুভূতাস্তি সর্ব্বদা অনাদিঃ যাবন্মোক্ষস্থায়িন্যস্তীত্যর্থঃ। তথাচ তাপনীয়শ্রুতিঃ। মায়া চ তমোরূপানুভূতেস্তদেতজ্জড়ং মোহাত্মকমনন্তং তুচ্ছমিদং রূপমস্যাস্যব্যঞ্জিকা নিত্যানিবৃত্তা বিমূঢ়ৈরাত্মৈবদৃষ্টাস্য সত্ত্বমসত্ত্বঞ্চ দর্শয়তীতি ॥ ৪ ॥

তত্র দৃষ্টান্তমাহ পাবকস্যেতি। সহজানাদিঞ্চ বা যাবন্মোক্ষস্থায়িনী মায়াশক্তির্মমাস্তীত্যর্থঃ। এতেন মায়াশক্ত্যা সদ্বিতীয়ত্বং ব্রহ্মণোঽস্তীতি কথং জগৎসৃষ্টেঃ পূর্ব্বং ব্রহ্মসজাতীয়বিজাতীয়স্বগতভেদশূন্যমিতি শঙ্কা পরাস্তা। শক্তেঃ শক্তানতিরেকাৎ। নহি বহ্নিশক্তির্বহ্নেঃ পৃথক্‌ত্বেন কচিৎ কদাচিদ্‌গৃহ্যতে। কিঞ্চ দ্বিতীয়ঃ সত্যপদার্থো নাস্তীত্যেবৈকমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মেতি শ্রুতেরর্থঃ। তথাচাসত্যা মায়য়া সদ্বিতীয়ত্বেঽপি দোষাভাবাৎ ॥ ৫ ॥

নন্বেতাদৃশ্যা ভুবনেশ্বর্য্যাস্তবোচ্চনীচজীবসর্জ্জনে বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যদোষ আপতেদিতি চেত্তত্রাহ তস্যাং কর্ম্মাণীতি। জীবাঃ কর্ম্মাণি কালশ্চ সর্ব্বে অনাদয়স্তে চ সুষুপ্তৌ যথা প্রতিদিবসং ব্যবহারো লীনো ভবতি তথা সঞ্চরে প্রলয়কালে তস্যাং মায়ায়ামভেদেন লীনাঃ স্যুঃ। তথাচ যথা যথা যস্য জীবস্য কর্ম্মাণি ভবন্তি তথা ময়া ফলং দীয়ত ইতি ন মম বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যদোষগন্ধোঽপীতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

বিকারেরও অতীত পদার্থ। আমারই আত্মার স্বতঃসিদ্ধ এক শক্তি আছে, ঐ শক্তি মায়া নামে বিখ্যাত ॥ ২—৩ ॥ ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা মায়ার বিনাশ হয়, সুতরাং এই মায়া সতী অর্থাৎ নিয়ত নিত্যা নহে, আবার মায়া না থাকিলে ব্যবহারিক সত্তার বিরোধ হয় বলিয়া অসতীও নহে, সত্তা ও অসত্তার একত্র অবস্থিতি সম্ভবপর হইতে পারে না, সুতরাং মায়া সতী ও অসতী এই উভয়াত্মিকাও হইতে পারে না, এইরূপ অনির্ব্বচনীয় বস্তুরূপা মায়া মোক্ষকাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে ॥ ৪ ॥ আমার এই অনাদি, মোক্ষপর্য্যন্তস্থায়িনী মায়াশক্তি পাবকের উষ্ণতার ন্যায়, দিবাকরের দীধিতির ন্যায়, হিমাংশুর চন্দ্রিকার ন্যায় স্বভাবত উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥ সুষুপ্তিকালে জীবগণের ব্যবহার যেমন তাহাতেই লীন হয়, সেইরূপ প্রলয় কালে জীবগণের কর্ম্মসমূহ, জীব ও কাল এই সমস্তই অভিন্নভাবে মায়াতেই সংলীন হইয়া

স্বশক্তেশ্চ সমাযোগাদহং বীজাত্মতাং গতা।
স্বাধারাবরণাত্তস্যা দোষত্বঞ্চ সমাগতম্ ॥ ৭ ॥
চৈতন্যস্য সমাযোগান্নিমিত্তত্বঞ্চ কথ্যতে।
প্রপঞ্চপরিণামাচ্চ সমবায়িত্বমুচ্যতে ॥ ৮ ॥
কেচিত্তাং তপ ইত্যাহুস্তমঃ কেচিজ্জড়ং পরে।
জ্ঞানং মায়াং প্রধানঞ্চ প্রকৃতিং শক্তিমপ্যজাম্ ॥ ৯ ॥

তাদৃশী মম শক্তির্জীবকর্ম্মকালবিশিষ্টা তয়া যুক্তাহং নির্গুণাপি বীজাত্মতাং জগৎকারণতাং গতাস্মীত্যাহ স্বশক্তেশ্চেতি। নন্থ তব শক্তির্যথা ত্বাং ন ব্যামোহয়তি তথা জীবশক্তিরপি জীবং ন ব্যামোহয়েত্তথাচ মুক্তা এব জীবা ইতি সৃষ্টির্নিরর্থিকেতি চেত্তত্রাহ স্বাধারাবরণাদিতি। স্বং মায়া তস্যাধার আত্মা তস্যাবরণাদাচ্ছাদনাদস্যা মায়ায়া দোষত্বমপ্যস্তীত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ। মায়ায়া রূপদ্বয়ং মায়াবিদ্যাত্মকমস্তি মায়া চাবিদ্যা চ স্বয়মেব ভবতীতি শ্রুতেঃ। তত্র প্রথমা যা মম শক্তির্মায়া তস্যাঃ স্বাশ্রয়ব্যামোহকারিত্বাভাবেঽপি জীবাশ্রিতবিদ্যারূপস্য স্বাশ্রয়ব্যামোহকারিত্বমস্ত্যেবেতি তজ্জীবমোক্ষার্থং সৃষ্টিং সার্থিকৈবেতি ॥ ৭ ॥

নন্থ তথাপি লোকে কার্য্যমাত্রং প্রত্যুপাদানকারণনিমিত্তকারণয়োরপেক্ষাস্তু ঘটাদিষু দর্শনাজ্জগত উৎপাদনকর্ত্রী ত্বং ত্বৈকৈবেতি কথমত্র কারণদ্বয়সম্ভাব ইতি চেত্তত্রাহ চৈতন্যস্যেতি। সমাযোগাৎ মায়াসমাগমাচ্চৈতন্যস্য মায়ায়াং প্রতিবিম্বিতস্য চিদাভাসস্য নিমিত্তত্বং নিমিত্তকারণত্বং কথ্যত ইত্যর্থঃ। প্রপঞ্চেতি। প্রপঞ্চরূপেণ পরিণামাৎসমবায়িত্বমুপাদানকারণত্বমুচ্যতে মায়ায়া ইতি শেষঃ। চিদাভাসো নিমিত্তকারণং মায়োপাদানকারণমিতি বিভাগঃ। অধিষ্ঠানভূতং শুদ্ধবিম্বভূতং চৈতন্যন্তু বিবর্ত্তোপাদানমিত্যর্থাৎ সিদ্ধম্ ॥ ৮ ॥

তস্যা মায়ায়াঃ সত্ত্বাবপ্রতিপাদকানি বচনানি শ্রুতিপ্রোক্তানি কথয়তি কেচিত্তামিতি। কেচিচ্ছাখিনস্তাং মায়াং তপ ইতি বদন্তীত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। তপসা চীয়তে ব্রহ্মেতি মুণ্ডকে। তমঃ কেচিদিতি তথাচ শ্রুতিঃ। নাসদাসীন্নো সদাসীদিত্যাদি। তম আসী-

---

থাকে ॥ ৬ ॥ গিরিবর! যদিও আমি নির্গুণ, তথাপি তাদৃশ মায়া-শক্তির সংযোগে জগতের কারণরূপ হইয়াছি, কিন্তু যে মায়া আমাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে, সেই মায়াই আবার আমাকে আবরণ করে বলিয়াই মায়াতে আশ্রয়াবরকতা দোষ বিদ্যমান রহিয়াছে। হিমবন্! তুমি জানিও যে; আমার মায়াবর ও অবিদ্যা নামে দুইটি রূপ আছে, তন্মধ্যে বিদ্যারূপিণী প্রথম, তাহাতে স্বাশ্রয়-ব্যামোহকারিত্ব দোষ নাই, আর অবিদ্যারূপিণী দ্বিতীয়া, তাহাতে স্বাশ্রয়-ব্যামোহকারিত্ব দোষ বিদ্যমান আছে, ইহা দ্বারাই জীব সৃষ্টি হয়, আর বিদ্যার দ্বারা জীবগণ মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে ॥ ৭ ॥ মায়ার সহিত চৈতন্যের সংযোগ হইলেই সেই মায়াপ্রতিবিম্বিত চৈতন্য অর্থাৎ চিদাভাসই জগতের নিমিত্ত কারণ, আর ঐ মায়ার প্রপঞ্চরূপ পরিণাম সমবায়িকারণ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥ কোন কোন শাখাধ্যায়ী বেদজ্ঞগণ, এই মায়াকে তপঃ, কেহ কেহ তম, কেহ কেহ জড়, কেহ কেহ জ্ঞান, কেহ কেহ বা মায়া, প্রধান, প্রকৃতি, অজা ও শক্তি নামে নির্দ্দেশ করিয়া

বিমর্শ ইতি তাং প্রাহুঃ শৈবশাস্ত্রবিশারদাঃ।
অবিদ্যামিতরে প্রাহু র্ব্বেদতত্ত্বার্থচিন্তকাঃ ॥ ১০ ॥
এবং নানাবিধানি স্যুর্নামানি নিগমাদিষু।
তস্যা জড়ত্বং দৃশ্যত্বাজ্‌জ্ঞাননাশাত্ততোঽসতী।
চৈতন্যস্য ন দৃশ্যত্বং দৃশ্যত্বে জড়মেব তৎ ॥ ১১ ॥
স্বপ্রকাশঞ্চ চৈতন্যং ন পরেণ প্রকাশিতম্।
অনবস্থাদোষসত্ত্বান্ন স্বেনাপি প্রকাশিতম্ ॥ ১২ ॥
কর্ম্মকর্তৃবিরোধঃ স্যাত্তস্মাত্তদ্দীপবৎ স্বয়ম্ ॥ ১৩ ॥

তমসা গুহ্যমগ্রে ইতি। তদেতজ্জড়মিতি তাপনীয়ে জড়ত্বমুক্তং স ঐক্ষত লোকানুস্রজা ইতি শ্রুতৌ জ্ঞানত্বমুক্তম্। অজা মায়া প্রধানপ্রকৃতিশক্তিপরাদয়ঃ শব্দাঃ শ্বেতাশ্বতরশাখায়াং প্রসিদ্ধাঃ। তথাচ সর্ব্ববেদসম্মতেয়ং মায়েতি ভাবঃ ॥ ৯—১০ ॥

তদেবাহ এবমিতি। নন্থ মায়ায়া জড়ত্বং মিথ্যাত্বঞ্চ কুত ইতি চেত্তত্রাহ তস্যা ইতি। তস্যা দৃশ্যত্বাৎ স্বাধিষ্ঠানজ্ঞাননাশ্যত্বাচ্চ জড়ত্বং মিথ্যাত্বং চেত্যর্থঃ। যদ্‌যদ্দৃশ্যং তত্তজ্জড়ং যথা ঘটাদীত্যাদিব্যাপ্তেঃ। স্বাধিষ্ঠানজ্ঞাননাশ্যত্বং মিথ্যাত্বমিতি মিথ্যাত্বলক্ষণাৎ। এবং মায়ায়া জড়ত্বং মিথ্যাত্বং চোপপাদ্য আত্মনস্তদুভয়ত্বং নাস্তীত্যুপপাদয়তি চৈতন্যস্যেতি। যদি চৈতন্যস্য দৃশ্যত্বং স্যাত্তর্হি তজ্জড়মেব ভবিষ্যতি যদ্‌যদ্দৃশ্যং তত্তজ্জড়মিতি ব্যাপ্তেঃ। তথাচ সর্ব্বস্য জড়ত্বাৎ প্রকাশকাভাবাজ্জগদান্ধ্যপ্রসঙ্গস্তস্মান্ন তদ্দৃশ্যমিত্যর্থঃ। নন্থ তস্য দৃশ্যত্বাভাবে তদস্তিত্বে প্রমাণাভাবাত্তদভাব এব প্রসজ্যেতেতি চেত্তত্রাহ স্বপ্রকাশঞ্চেতি। যদীদং চৈতন্যং পরপ্রকাশ্যং স্যাত্তর্হি স পরঃ কেনান্যেন প্রকাশিতঃ সোঽপ্যন্যঃ কেন প্রকাশিত ইত্যনবস্থা স্যাৎ। ন চ স্বেনাপি স্বং প্রকাশিতমেকস্যৈব কর্তৃত্বকর্ম্মত্ববিরুদ্ধধর্ম্মদ্বয়বত্ত্বাভাবাৎ। তস্মাৎ যথা দীপঃ স্বয়ং প্রকাশঃ পরপ্রকাশকশ্চ তদ্বন্মদীয়ং চৈতন্যমপি। হে পর্ব্বত! স্বয়ং ভাসমানমন্যেষাং সূর্য্যাদীনাং ভাসকং বিদ্ধীত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। ন তত্র সূর্য্যো ন চন্দ্রতারকে নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতীতি যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধ ইতি চ ॥ ১১—১৪ ॥

থাকেন। শৈব-শাস্ত্র-তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ উঁহাকে বিমর্শ এবং অন্যান্য বেদতত্ত্বার্থ-চিন্তক কোবিদ্‌গণ অবিদ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; ফলতঃ এই মায়াই সমস্ত বৈদান্তিকগণের উপজীব্য। এইরূপে নিগমাদি শাস্ত্রে মায়া নানাবিধ নামে উক্ত হইয়াছে ॥ ৯—১০ ॥ যে যে বস্তু দৃশ্য, সেই সেই বস্তুই জড়, এই অব্যভিচারী লক্ষণ হেতু মায়ার জড়ত্ব এবং স্বাধিষ্ঠান-জ্ঞান-নাশ হেতু মিথ্যাত্ব প্রতিপাদিত হয়। চৈতন্যের দৃশ্যত্ব নাই, দৃশ্যত্ব হইলে তাহাও জড় বলিয়া নিশ্চিত হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥ চৈতন্য স্বপ্রকাশ, তাহা অপর কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয় না। যদি তাহা হইত, তবে সেই অপর আবার কাহা কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়, তাহা আবার কাহা কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়, তাহার এইরূপ অনবস্থা-দোষ সংঘটন হইত। তদ্ভিন্ন এক বস্তুর কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্মত্ব এই উভয় বিরুদ্ধধর্ম্মের অভাব হেতু আপনা কর্ত্তৃক আপনি প্রকাশিত হওয়াও সম্ভবপর নহে। অতএব প্রদীপ যেমন স্বয়ং প্রকাশমান হইয়া অন্যান্য

প্রকাশমানমন্যেষাং ভাসকং বিদ্ধি পর্ব্বত ! ।
অতএব চ নিত্যত্বং সিদ্ধং সম্বিত্তনোর্ম্মম ॥ ১৪ ॥
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাদৌ দৃশ্যস্য ব্যভিচারতঃ।
সম্বিদো ব্যভিচারশ্চ নানুভূতোঽস্তি কর্হিচিৎ ॥ ১৫ ॥
যদি তস্যাপ্যনুভবস্তর্হ্যয়ং যেন সাক্ষিণা।
অনুভূতঃ স এবাত্র শিষ্টঃ সম্বিদ্বপুঃ পুরা ॥ ১৬ ॥
অতএব চ নিত্যত্বং প্রোক্তং সচ্ছাস্ত্রকোবিদৈঃ।
আনন্দরূপতা চাস্যাঃ পরপ্রেমাস্পদত্বতঃ ॥ ১৭ ॥

যস্মাদ্ধেতোর্নিত্যত্বং সম্বিদ্রূপস্যোক্তং তমেব হেতুমুপপাদয়তি জাগ্রদিতি। অবস্থাত্রয়েঽপি দৃশ্যস্য পদার্থজাতস্য ব্যভিচারো যতস্তৎসম্বিদো ব্যভিচারাভাবশ্চ যতস্তস্মাৎসম্বিদো নিত্যত্বমিত্যর্থঃ। নন্থ সম্বিদোঽপি ব্যভিচারোঽস্তু তত্রাহ সম্বিদ ইতি। যোঽহং জাগরিতং পশ্যামি স এবাহং স্বপ্নং পশ্যামি স এবাহং সুষুপ্তং পশ্যামীত্যনুভবে যথাবস্থাত্রয়স্যাভাবোঽনুভূয়তে ন তথা কর্হিচিৎ কদাপি সম্বিদো ভাবোঽনুভূয়তে তস্মাদনিচ্ছতাপি সম্বিদো নিত্যত্বমাশ্রয়ণীয়মিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

নন্থ বৌদ্ধৈঃ সম্বিদোঽপ্যভাবোঽনুভূয়তে অতএব তে বৌদ্ধা যৎসত্তৎক্ষণিকমিতি ব্যাপ্ত্যাজ্ঞানস্যাপ্যনিত্যত্বমিচ্ছন্তীতি চেত্তত্রাহ যদি তস্যাপীতি। যদি তস্য সম্বিদ্রূপাভাবস্যানুভবস্তর্হি যেন সাক্ষিণা তস্য সম্বিদ্রূপস্যায়মভাবোঽনুভূতঃ স এবাত্র সাক্ষী সম্বিদ্বপুর্জ্ঞানশরীরোঽবশিষ্ট ইতি। সাক্ষিজ্ঞানং নিত্যমেব সর্ব্বৈরঙ্গীকর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

তত্র শাস্ত্রবিদনুভবং প্রমাণয়তি অতএবেতি। অধুনাত্মনঃ সুখরূপত্বমুপপাদয়তি। আনন্দরূপতেতি অস্যাঃ সম্বিদো যতঃ পরপ্রেমাস্পদত্বমনুভূয়তে তস্মাদস্যাঃ সম্বিদ আনন্দরূপতা সুখরূপতাস্তীত্যর্থঃ। ন হ্যসুখং পরপ্রেমাস্পদং ভবতীতি। তদুক্তং সূতসংহিতায়াম্। অসুখস্য ন হি প্রেমাস্পদত্বং পরিদৃশ্যতে ॥ ১৭ ॥

বস্তু সকলের প্রকাশক হয়, সেইরূপ চৈতন্যও স্বয়ং প্রকাশমান হইয়া চন্দ্র সূর্য্যাদি সমুদায় পদার্থের প্রকাশক হইয়া থাকে। অতএব হে পর্ব্বতবর! আমার সম্বিৎরূপ তনুর নিত্যত্ব সুতরাং সিদ্ধ হইতেছে ॥ ১২—১৪ ॥ আরও দেখ, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ে দৃশ্য পদার্থ সমূহের ব্যভিচার হয়, কিন্তু আমি জাগরিত অবস্থায় অনুভব করিয়াছি, সেই আমি স্বপ্নাবস্থাতেও অনুভব করিলাম, আবার সেই আমিই সুপ্তোত্থিত হইয়াও 'আমি এতক্ষণ সুপ্ত ছিলাম' এইরূপ অনুভব করিলাম, অতএব সম্বিৎ-পদার্থের কখনই ব্যভিচার হয় না ॥ ১৫ ॥ বৌদ্ধগণ কহিয়া থাকেন যে, যেরূপ সংবিদের অনুভব হয়, সেইরূপ সংবিদাভাবেরও অনুভব হয়, অতএব 'যাহা সৎ, তাহা ক্ষণিক সৎ' এইরূপ ব্যাপ্তি দ্বারা জ্ঞানেরও অনিত্যত্ব সপ্রমাণ হইয়া থাকে, তাহাতেই বলা হইতেছে যে, যদিও সম্বিদ ভাবের অনুভব হয়, তথাপি যে সাক্ষীদ্বারা সেই সম্বিদ্ ভাবের অনুভব হয়, সেই সাক্ষীই সম্বিদ্ বপুঃ—অর্থাৎ জ্ঞানশরীররূপে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। কারণ, সাক্ষিজ্ঞানের নিত্যত্ব সকলকেই অঙ্গীকার করিতে হয় ॥ ১৬ ॥ অতএব আনন্দরূপ সৎ শাস্ত্র

মা ন ভূবং হি ভূয়াসমিতি প্রেমাত্মনি স্থিতম্ ।
সর্ব্বস্যান্যস্য মিথ্যাত্বাদসঙ্গত্বং স্ফুটং মম ॥ ১৮ ॥
অপরিচ্ছিন্নতাপ্যেবমতএব মতা মম ।
তচ্চ জ্ঞানং নাত্মধর্ম্মো ধর্ম্মত্বে জড়তাত্মনঃ ॥ ১৯ ॥
জ্ঞানস্য জড়শেষত্বং ন দৃষ্টং ন চ সম্ভবি ।
চিদ্ধর্ম্মত্বং তথা নাস্তি চিতশ্চিন্ন হি ভিদ্যতে ॥ ২০ ॥

তত্রানুভবং দর্শয়তি মা ন ভূবং হীতি। হি যতোঽহং মাভূবমিতি ন কিন্তু ভূয়াসমেবেতি। প্রেম সর্ব্বলোকস্যাত্মনি স্থিতমস্তি। ন হ্যেতদাত্মনঃ সুখরূপত্বাভাবে সম্ভবতি। তস্মাৎপ্রাণিমাত্রস্যানুভবাদানন্দাত্মতা সম্বিদোঽস্ত্যেবেত্যর্থঃ। আত্মনোঽসঙ্গত্বমুপপাদয়তি সর্ব্বস্যেতি। সর্ব্বপ্রপঞ্চস্য মায়ানির্ম্মিতত্বেন মিথ্যাত্বাৎ মিথ্যাপদার্থস্য সর্পাদের্জ্জ্বাদিষ্বসম্বন্ধ ইবাত্মনোঽপি মিথ্যাপ্রপঞ্চেনাসম্বন্ধাদসঙ্গত্বং স্পষ্টমেবেত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

সর্ব্বস্য পরিচ্ছেদকস্য মিথ্যাত্বাদেবাত্মনঃ পরিচ্ছেদোঽপি নাস্তীত্যাহ অপরিচ্ছিন্নতেতি। অতএব সর্ব্বস্য মিথ্যাত্বাদেব মমাত্মরূপিণ্যা অপরিচ্ছিন্নতাপি মতেত্যর্থঃ। অত্র কেচিজ্জ্ঞানস্বরূপো নাত্মা কিন্ত্বাত্মনো ধর্ম্মো জ্ঞানমিতি বদন্তি তন্মতং খণ্ডয়তি তচ্চ জ্ঞানমিতি। যদি জ্ঞানমাত্মধর্ম্মঃ স্যাত্তদাত্মনো জড়ত্বাপত্তিঃ। জ্ঞানাতিরিক্তস্য জড়ত্বাত্তস্মাজ্জ্ঞানং নাত্মনো ধর্ম্ম ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

কিঞ্চ জ্ঞানস্য জড়শেষত্বং ঘটাদিষ্বদর্শনান্ন কুত্রাপি দৃষ্টং ন চ সম্ভবীতি। তমঃ প্রকাশয়োস্তয়োর্ধর্ম্মধর্ম্মিত্বমিত্যর্থঃ। নন্বাত্মা ন জড়ঃ কিন্তু চিদ্রূপ এবেতি। তদ্ধর্ম্মত্বং জ্ঞানস্য সম্ভবতীতি চেত্তত্রাহ চিদ্ধর্ম্মত্বমিতি। উভয়োশ্চিতোরেকত্বাদাত্মনো জ্ঞানস্য চ চিদ্রূপস্য ন ধর্ম্মিধর্ম্মভাবঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ। ভেদে হি সতি ধর্ম্মধর্ম্মিভাবঃ। যদি পুনর্জ্জ্ঞানমাত্মনশ্চিদ্রূপাত্তিন্নং স্বীক্রিয়তে তর্হি তজ্জ্ঞানং চিতো ভিন্নমচিদেবস্যাদিতি। তদুক্তং সূতসংহি-

---

সমূহের তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, সম্বিৎ নিত্য এবং পরম প্রেমের আস্পদ বলিয়া উহা আনন্দস্বরূপ, কারণ অসুখ কখনই পরমপ্রেমের আস্পদীভূত হইতে পারে না, আর "আমি নহি" জীবগণের এরূপ অনুভব হয় না, কিন্তু 'আমি রহিয়াছি' এইরূপ প্রেম সমস্ত জীবগণের আত্মায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যদি আত্মার আনন্দরূপত্ব না থাকিত, তাহা হইলে এরূপ আত্মপ্রেম কদাচই সম্ভব হইত না, অতএব প্রাণিমাত্রেরই অনুভব হেতু সম্বিদের আনন্দরূপত্ব সর্ব্বথা সিদ্ধ হইল। গিরিরাজ! এই অখিল জগৎপ্রপঞ্চ মায়ানির্ম্মিত, অতএব তাহা মিথ্যা ভ্রম ঘটিলে সর্পাদি মিথ্যা পদার্থের যেমন রজ্জু প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ হয় না, সেইরূপ এই জগতের সহিত আমার (আত্মার) অসঙ্গত্ব স্ফুটরূপেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। আর এই অখিল সংসার মিথ্যা ও পরিচ্ছেদ্য বলিয়া আমার (আত্মস্বরূপিণীর) অপরিচ্ছিন্নতা সপ্রমাণ হয় ॥ ১৭—১৮ ॥ যদি কেহ কহেন যে, জ্ঞান আত্মার স্বরূপ নহে, তাহা আত্মার ধর্ম্ম, তাহা ভ্রান্তিবিলাস, কারণ যদি আত্মার ধর্ম্ম থাকিত, তবে অবশ্যই তাঁহার জড়তা সংঘটিত হইত সন্দেহ নাই; জ্ঞানের জড়ত্ব সম্ভব হয় না, সুতরাং অন্য কুত্রাপি জ্ঞানের জড়পরিণামিত্ব দৃষ্ট হয় না। যদি বলেন যে, তবে জ্ঞানের জড়ত্ব হউক, তাহাও

তস্মাদাত্মা জ্ঞানরূপঃ সুখরূপশ্চ সর্ব্বদা।
সত্যঃ পূর্ণোঽপ্যসঙ্গশ্চ দ্বৈতজালবিবর্জ্জিতঃ ॥ ২১ ॥
স পুনঃ কামকর্ম্মাদিযুক্তয়া স্বীয়মায়য়া।
পূর্ব্বানুভূতসংস্কারাৎ কালকর্ম্মবিপাকতঃ ॥ ২২ ॥
অবিবেকাচ্চ তত্ত্বস্য সিসৃক্ষাবান্‌ প্রজায়তে।
অবুদ্ধিপূর্ব্বঃ সর্গোঽয়ং কথিতস্তে নগাধিপ ! ॥ ২৩ ॥
এতদ্ধি যন্ময়া প্রোক্তং মম রূপমলৌকিকম্‌।
অব্যাকৃতং তদব্যক্তং মায়াশবলমিত্যপি ॥ ২৪ ॥

তায়াং যজ্ঞবৈভবখণ্ডে। চিতোঽন্যশেষতাভাবাচ্চিতো চিচ্ছেষতা নহি। শরাবাদিপদার্থানাং চেতনত্বপ্রসক্তিতঃ। চিচ্ছেষত্বঞ্চ নাস্ত্যেব চিতশ্চিন্ন হি ভিদ্যতে। ভিদ্যতে চেদচিচ্চিৎ স্যাচ্চিতো চিত্বং বিরুধ্যতে। তথা চিচ্চেতনস্যাপি ন শেষত্বমবাপ্নুয়াৎ। শেষত্বে সতি তৎসিদ্ধিস্তৎসিদ্ধৌ শেষতা চিতঃ। অতোঽন্যশেষতা লোকে চিতো ভ্রান্ত্যা প্রতীয়ত ইতি ॥২০॥

উপসংহরতি তস্মাদিতি। তস্মাদাত্মা জ্ঞানরূপ এবেত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

ইত্থং সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং স্বশক্তিকস্যাত্মরূপস্য স্থিতিমুক্ত্বানন্তরং তস্মাদাত্মনঃ সৃষ্টিমাহ স পুনরিতি। স আত্মা পুনঃ কাম ইচ্ছাকর্ম্মাদৃষ্টমনেকবিধম্‌। আদিনা জীবাস্তদ্‌যুক্তা যা মায়াশক্তিস্তয়া। পূর্ব্বং যো জগতোঽনুভবস্তজ্জন্যো যঃ সংস্কারস্তস্মাদ্ধেতোঃ কালেন কৃতো যঃ কর্ম্মণাং বিপাকো নাম পরিপাকঃ। ফলদানায়োন্মুখরূপস্তস্মাচ্চ হেতোরিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

তত্ত্বস্য চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাত্মকস্যাবিবেকাচ্চ তস্য তত্ত্বস্য পৃথক্করণার্থমিতি তাৎপর্য্যম্‌। সিসৃক্ষাবান্‌ সর্জ্জনেচ্ছাবাঞ্জায়ত ইত্যর্থঃ। যথা বীজমুচ্ছূনং ভবতি তথৈব পরমাত্মাপি কালকর্ম্মসংস্কারবশাত্তত্তৎপ্রাণিতত্তৎকর্ম্মফলভোগসময়ে প্রাপ্তে জগৎসর্জ্জনেচ্ছাবান্‌ ভবতি যথা চ সুপ্তঃ পুরুষঃ পূর্ব্বসংস্কারবশেন জাগর্ত্তি তদ্বৎপরমাত্মাপি প্রলয়রূপস্বাপাবস্থাতো জাগর্ত্তি। প্রলয়ো হি পরমেশ্বরস্য স্বাপঃ। অবুদ্ধিপূর্ব্ব ইতি। সা চেয়ং স্বাপাজ্জাগরণরূপাবস্থা ন বুদ্ধিকৃতা। তদানীং বুদ্ধেরভাবাৎ। কিন্তু প্রাণিকর্ম্মসংস্কারকৃতেতি। অয়ং যঃ সর্গো জাগরণরূপস্তোৎপত্তিঃ স বুদ্ধিকৃতো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারকৃতো জ্ঞেয় ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

এতৎস্বরূপস্য সর্ব্বোত্তমত্বমাহ এতদ্ধি যদিতি। মম মুখ্যমলৌকিকং লোকাতীতং রূপমিত্যর্থঃ। তস্য নামান্তরাণি বেদোক্তান্যাহ অব্যাকৃতমিতি ॥ ২৪—২৫ ॥

হইতে পারে না, কারণ জ্ঞানও চিৎস্বরূপ এবং আত্মাও চিৎস্বরূপ, চিৎপদার্থের ধর্ম্মত্ব নাই এবং চিৎপদার্থ চিৎ হইতে ভিন্ন হইতে পারে না, অতএব চিদ্রূপ জ্ঞানের ধর্ম্মাধর্ম্ম ভাব কিরূপে সম্ভব হয় ? ॥ ১৯—২০ ॥ অতএব আত্মা সর্ব্বদাই জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ, সত্য স্বরূপ, পূর্ণ, অসঙ্গ ও দ্বৈতজালবর্জ্জিত ॥ ২১ ॥ সেই আত্মা, কামনা ও কর্ম্মাদিযুক্ত আপন মায়া দ্বারা পূর্ব্বানুভূত সংস্কারবশত কাল ও কর্ম্মের বিপাক অনুসারে, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অবিবেক হেতু সৃষ্টি করণে ইচ্ছাবান্‌ হইয়া থাকেন। গিরিবর! প্রলয়কালিক সুষুপ্তির পর বুদ্ধির অপ্রকাশ হেতু এই জাগরণাবস্থা বুদ্ধিকৃত হয় না, অতএব এই সর্গ (সৃষ্টি) অবুদ্ধিপূর্ব্ব বলিয়া উক্ত হয় ॥ ২২—২৩ ॥ অচলেন্দ্র! আমি যে তত্ত্বের বিষয় বলিলাম তাহাই সর্ব্বোত্তম এবং আমার অলৌকিক রূপমাত্র। বেদে উহা অব্যাকৃত, অব্যক্ত ও মায়া

প্রোচ্যতে সর্ব্বশাস্ত্রেষু সর্ব্বকারণকারণম্।
তত্ত্বানামাদিভূতঞ্চ সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্॥ ২৫॥
সর্ব্বকর্ম্মঘনীভূতমিচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াশ্রয়ম্।
হ্রীঙ্কারমন্ত্রবাচ্যং তদাদিতত্ত্বং তদুচ্যতে॥ ২৬॥
তস্মাদাকাশ উৎপন্নঃ শব্দতন্মাত্ররূপকঃ।
ভবেৎ স্পর্শাত্মকো বায়ুস্তেজো রূপাত্মকং পুনঃ॥ ২৭॥
জলং রসাত্মকম্পশ্চাত্ততো গন্ধাত্মিকা ধরা।
শব্দৈকগুণ আকাশো বায়ুঃ স্পর্শরসান্বিতঃ॥ ২৮॥
শব্দস্পর্শরূপগুণং তেজ ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
শব্দস্পর্শরূপরসৈরাপো বেদগুণা স্মৃতাঃ।
শব্দপর্শরূপরসগন্ধৈঃ পঞ্চগুণা ধরা॥ ২৯॥
তেভ্যোঽভবন্ মহৎ সূত্রং যল্লিঙ্গং পরিচক্ষতে॥ ৩০॥

সর্ব্বপ্রাণিনাং কর্ম্মাণি ঘনীভূতানি যস্মিন্ সর্ব্বকর্ম্মসাক্ষীত্যর্থঃ। ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াশ্রয়মিতি। তথাচ শ্রুতিঃ শ্বেতাশ্বতরে, ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাপ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চেতি। পুরাণান্তরেঽপি। ইচ্ছা জ্ঞানং ক্রিয়াচৈব রৌদ্রী ব্রাহ্মী তু বৈষ্ণবী। ত্রিধা শক্তিঃ স্থিতা যত্র তৎপরং জ্যোতিরোমিতি। হ্রাংকারমন্ত্রস্তেদমেব তত্ত্বং বাচ্যমিত্যাহ হ্রীংকারেতি॥ ২৬॥

এবমাদিতত্ত্বস্য স্বস্য মহিমানমুপবর্ণ্য তস্মাদাদিতত্ত্বাৎ হ্রীংকারবাচ্যাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূত ইত্যাদিক্রমেণাপঞ্চীকৃতভূতসৃষ্টিমাহ তস্মাদাকাশ ইতি। অপঞ্চীকৃত আকাশ উৎপন্ন ইত্যর্থঃ॥ ২৭—২৯॥

অধুনা লিঙ্গদেহোৎপত্তিমাহ তেভ্য ইতি। তেভ্যঃ সূক্ষ্মভূতেভ্যো মহদ্ব্যাপকং সূত্রমভবৎ যৎ সূত্রং লিঙ্গমিতি পরিচক্ষতে লিঙ্গশব্দেনোচ্যত ইত্যর্থঃ। তেভ্যো ভূতেভ্যো বক্ষ্যমাণক্রমেণ লিঙ্গদেহ উৎপন্ন ইত্যর্থঃ॥ ৩০॥

শবল বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সকল শাস্ত্রেই উহাকে সমস্ত কারণের কারণ, সমস্ত তত্ত্বের আদিভূত এবং সচ্চিদানন্দবিগ্রহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে॥ ২৪—২৫॥ জ্ঞান ও ক্রিয়াসংযুক্ত সমস্ত কর্ম্ম ঘনীভূত হইলে তাহা হ্রীঙ্কার মন্ত্রের বাচ্য হয়। তত্ত্বদর্শী মহর্ষিগণ সেই হ্রীঙ্কাররূপ মায়া-বীজকেই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের আদি তত্ত্ব বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন॥২৬॥ সেই হ্রীঙ্কারবাচ্য মৎস্বরূপ মায়া বীজরূপ আদি তত্ত্ব হইতে ক্রমে ক্রমে শব্দতন্মাত্ররূপ অপঞ্চীকৃত আকাশ উৎপন্ন হয়, অনন্তর তাহা হইতে স্পর্শাত্মক বায়ু, অনন্তর তাহা হইতে ক্রমান্বয়ে রূপাত্মক তেজঃ, তৎপরে রসাত্মক জল, তদনন্তর গন্ধগুণাত্মক পৃথিবী উৎপন্ন হইয়া থাকে। বুধগণ কহিয়া থাকেন যে, আকাশের গুণ একমাত্র শব্দ ; বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ ; তেজের গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ ; জলের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাচটি পৃথিবীর গুণ॥ ২৭—২৯॥ এই অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে

সর্ব্বাত্মকং তৎ সম্প্রোক্তং সূক্ষ্মদেহোঽয়মাত্মনঃ।
অব্যক্তং কারণো দেহঃ স চোক্তঃ পূর্ব্বমেবহি।
যস্মিঞ্জগদ্বীজরূপং স্থিতং লিঙ্গোদ্ভবো যতঃ॥ ৩১॥
ততঃ স্থূলানি ভূতানি পঞ্চীকরণমার্গতঃ।
পঞ্চসংখ্যানি জায়ন্তে তৎপ্রকারস্তথোচ্যতে॥ ৩২॥
পূর্ব্বোক্তানি চ ভূতানি প্রত্যেকং বিভজেদ্দ্বিধা।
একৈকং ভাগমেকস্য চতুর্ধা বিভজেদ্গিরে!॥ ৩৩॥
স্বস্বেতরদ্বিতীয়াংশে যোজনাৎ পঞ্চ পঞ্চ তে।
তৎকার্য্যঞ্চ বিরাড়্দেহঃ স্থূলদেহোঽয়মাত্মনঃ॥ ৩৪॥

তত্র সূত্রশব্দেন বায়ুর্গৃহ্যতে। বায়ুর্বৈ সূত্রং বায়ুনা বৈ সূত্রেণ সর্ব্বাণি ভূতানি সম্বদ্ধানীতি শ্রুতেঃ। তৎসূত্রং সর্ব্বাত্মকং সর্ব্বপ্রাণাত্মকং ভবতি। তৎসূত্রং পরাত্মনঃ সূক্ষ্মদেহ ইত্যর্থঃ। যৎপূর্ব্বমব্যক্তমিত্যুক্তং তৎপরমাত্মনঃ কারণদেহ ইত্যাহ অব্যক্তং কারণো দেহ ইতি॥ ৩১॥

যস্মিন্ জগদ্বীজরূপং স্থিতং যস্মাচ্চ লিঙ্গদেহোদ্ভবস্তদব্যক্তমিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। ইত্থং পরমাত্মনঃ সকাশাদপঞ্চীকৃতভূতোৎপত্তিমুক্ত্বা মধ্যে কারণলিঙ্গদেহস্বরূপং সূক্ষ্মং সূক্ষ্মভূতোৎপত্তিপ্রসঙ্গেনোক্ত্বাথ পঞ্চীকৃতভূতোৎপত্তিমাহ ততঃ স্থূলানীতি। ততোঽপঞ্চীকৃতভূতোৎপত্ত্যনন্তরমিত্যর্থঃ॥ ৩২॥

পঞ্চীকরণপ্রকারমেবাহ পূর্ব্বোক্তানীতি। যান্যপঞ্চীকৃতভূতানি পূর্ব্বমুক্তানি তন্মধ্যে একৈকং ভূতং দ্বিধা বিভজেত্তত্রাপ্যেকৈকভূতস্য যোঽর্দ্ধোভাগস্তং চতুর্দ্ধা বিভজেৎ। বিভজ্য স্বস্মাৎ স্বস্মাদিতরদন্যদ্ভূতং তস্য যো দ্বিতীয়োঽংশোঽর্দ্ধভাগাত্মকস্তস্মিন্ যোজনাত্তে সর্ব্বে পঞ্চ পদার্থাঃ পঞ্চাবয়বা ভবন্তীত্যর্থঃ॥ ৩৩—৩৪॥

ব্যাপকসূত্র উৎপন্ন হয় তাহাই লিঙ্গদেহ নামে উক্ত হইয়া থাকে। এই সূত্র অর্থাৎ লিঙ্গদেহ সর্ব্বপ্রাণাত্মক এবং ইহাই পরমাত্মার সূক্ষ্ম দেহ। পূর্ব্বে যাহা অব্যক্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে, যাহাতে জগতের বীজ প্রতিষ্ঠিত এবং যাহা হইতে লিঙ্গদেহের উৎপত্তি তাহাই পরমাত্মার কারণ দেহ॥ ৩০—৩১॥ পূর্ব্বোক্ত রূপে অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হইলে পর তাহাদের পঞ্চীকরণ দ্বারা যে প্রকারে পঞ্চীকৃতভূতের উৎপত্তি হয়, এক্ষণে তাহার নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইতেছে॥ ৩২॥ গিরিরাজ! পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ মহাভূতের প্রত্যেককে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এবং তাহাদের এক এক ভাগকে পুনর্ব্বার চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া যে দুই আনা দুই আনা (একের অষ্টাংশ) হইবে, সেই দুই দুই আনা স্বস্ব ভিন্ন দ্বিতীয়াংশে অর্থাৎ পূর্ব্বস্থিত অর্দ্ধভাগে যোগ করিলে তাহা পঞ্চ পঞ্চ অংশ সমন্বিত হইয়া এক একটি স্থূল মহাভূত হয়। এই পঞ্চীকৃত ভূতপঞ্চকের কার্য্য বিরাড়্দেহ, তাহাই পরমেশ্বরের স্থূল দেহ বলিয়া উক্ত হয়॥ ৩৩—৩৪॥ এই পঞ্চভূতস্থিত প্রত্যেকের সত্ত্বাংশ দ্বারা শ্রোত্র

পঞ্চভূতস্থসত্ত্বাংশৈঃ শ্রোত্রাদীনাং সমুদ্ভবঃ ॥ ৩৫ ॥
জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং রাজেন্দ্র ! প্রত্যেকং মিলিতৈস্তু তৈঃ ।
অন্তঃকরণমেকং স্যাদ্‌বৃত্তিভেদাচ্চতুর্ব্বিধম্ ॥ ৩৬ ॥
যদা তু সঙ্কল্পবিকল্পকৃত্যং
তদা ভবেতন্মন ইত্যভিখ্যম্ ।
স্যাদ্বুদ্ধিসংজ্ঞঞ্চ যদা প্রবেত্তি
সুনিশ্চিতং সংশয়হীনরূপম্ ॥ ৩৭ ॥
অনুসন্ধানরূপং তচ্চিত্তঞ্চ পরিকীর্ত্তিতম্ ।
অহঙ্কৃত্যাত্মবৃত্ত্যা তু তদহঙ্কারতাং গতম্ ॥ ৩৮ ॥
তেষাং রজোংশৈর্জ্জাতানি ক্রমাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ ।
প্রত্যেকং মিলিতৈস্তৈস্তু প্রাণো ভবতি পঞ্চধা ॥ ৩৯ ॥

এবং পঞ্চীকৃতভূতানাং যৎকার্য্যং তৎকার্য্যং বিরাড়্‌দেহো ভবতীত্যর্থঃ। স বিরাড়্‌দেহঃ পরমেশ্বরস্য স্থূলদেহো ভবতীত্যাহ স্থূলদেহোঽয়মাত্মন ইতি। আত্মনো মমেত্যর্থঃ। অথেন্দ্রিয়ান্তঃকরণপ্রাণানাং পূর্ব্বোক্তলিঙ্গদেহান্তর্গতানামুৎপত্তিমাহ পঞ্চভূতস্থেতি। পঞ্চভূতানাং যে সত্ত্বাংশাস্তৈঃ প্রত্যেকং জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ ভবন্তি ॥ ৩৫ ॥

মিলিতৈস্তু তৈঃ সত্ত্বাংশৈরন্তঃকরণং ভবতীত্যাহ মিলিতৈরিতি ॥ ৩৬ ॥

বৃত্তিভেদস্বরূপমাহ যদাত্বিতি। সঙ্কল্পবিকল্পকৃত্যং যদান্তঃকরণং করোতি তদা তদন্তঃকরণং মন ইত্যভিখ্যং মনঃসংজ্ঞকং ভবতীত্যর্থঃ। যদা সংশয়হীনং যথা স্যাত্তথা সুনিশ্চিতং বস্তু তদন্তঃকরণং প্রবেত্তি তদা তদ্‌বুদ্ধিসংজ্ঞকং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

যদানুসন্ধানবৃত্তির্ভবতি তদান্তঃকরণস্য চিত্তমিতি সংজ্ঞেত্যর্থঃ। অহঙ্কৃত্যাত্মবৃত্ত্যেতি। আত্ম শব্দঃ স্বরূপপরঃ। অহঙ্কৃতিস্বরূপবৃত্ত্যা তু তদন্তঃকরণমহঙ্কারতাং গতমহঙ্কারসংজ্ঞাং লভত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

অথ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণামুৎপত্তিমাহ তেষামিতি। তেষাং পঞ্চভূতানাং প্রত্যেকং রজোঽংশৈঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চোৎপদ্যন্তে। তৈর্মিলিতৈস্তু রজোঽংশৈঃ প্রাণাপানাদিপঞ্চবৃত্ত্যাত্মকঃ প্রাণো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

ত্বগাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়। উক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলের প্রত্যেকের সত্ত্বাংশ সম্মিলিত হইয়া এক অন্তঃকরণ হয়। এই অন্তঃকরণ বৃত্তিভেদে চারি প্রকার; যখন উহার সংকল্প ও বিকল্পাত্মক কার্য্য হয়, তখন উহাকে মন; যখন সংশয়বিহীনরূপে সুনিশ্চিত জ্ঞান রূপ কার্য্য হয়, তখন উহাকে চিত্ত; যখন অহঙ্কৃতি স্বরূপ আত্মবৃত্তি সমন্বিত হয়, তখন উহাকে অহঙ্কার কহিয়া থাকে ॥ ৩৫—৩৮ ॥ সেই পঞ্চভূতের প্রত্যেকের রজ-অংশ হইতে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ নামক পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়। তাহাদের প্রত্যেকের রজ-অংশ সকল মিলিত হইয়া প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চ প্রাণ বায়ু উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥ তন্মধ্যে প্রাণবায়ু হৃদয়ে, অপান বায়ু গুহ্যে, সমান বায়ু

হৃদি প্রাণো গুদেঽপানো নাভিস্থস্তু সমানকঃ।
কণ্ঠদেশেঽপ্যুদানঃ স্যাদ্ব্যানঃ সর্ব্বশরীরগঃ॥ ৪০॥
জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ।
প্রাণাদিপঞ্চকঞ্চৈব ধিয়া চ সহিতং মনঃ॥ ৪১॥
এবং সূক্ষ্মশরীরং স্যান্মম লিঙ্গং যদুচ্যতে।
তত্র যা প্রকৃতিঃ প্রোক্তা সা রাজন্দ্বিবিধা স্মৃতা॥ ৪২॥
সত্ত্বাত্মিকা তু মায়া স্যাদবিদ্যাগুণমিশ্রিতা।
স্বাশ্রয়ং যা তু সংরক্ষেৎ সা মায়েতি নিগদ্যতে॥ ৪৩॥
তস্যাং তৎপ্রতিবিম্বং স্যাদ্বিম্বভূতস্য চেশিতুঃ।
স ঈশ্বরঃ সমাখ্যাতঃ স্বাশ্রয়জ্ঞানবান্ পরঃ।
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বকর্ত্তা চ সর্ব্বানুগ্রহকারকঃ॥ ৪৪॥

তেষাং বায়ূনাং বৃত্তিভেদাত্তেষাং স্থানানি নামানি চাহ হৃদি প্রাণ ইতি॥ ৪০॥

অধুনা পূর্ব্বোক্তলিঙ্গদেহস্য যাবৎ স্বরূপমুচ্যতে জ্ঞানেন্দ্রিয়াণীতি। ধিয়া চ সহিতং মন ইতি মনো বুদ্ধিশ্চেত্যর্থঃ॥ ৪১॥

এতৎসপ্তদশাবয়বকং সূক্ষ্মশরীরং মম ভবতি যল্লিঙ্গসংজ্ঞকং ভবতি তদিত্যাহ এতৎ সূক্ষ্মমিতি। ইত্থং দেহত্রয়স্বরূপমুক্ত্বা জীবেশ্বরবিভাগকারণমাহ তত্র যা প্রকৃতিরিতি। তত্রৈকা শুদ্ধসত্ত্বাভিধানা সা মায়া দ্বিতীয়া মলিনসত্ত্বপ্রধানা সাবিদ্যেতি মায়াবিদ্যয়োর্ভেদঃ॥ ৪২॥

তত্র যা স্বাশ্রয়ং রক্ষেন্নাবৃণুয়াৎ সা মায়েতি নিগদ্যতে॥ ৪৩॥

তস্যামিতি। তস্যাং স্বাশ্রয়াব্যামোহকারিণ্যাং শুদ্ধসত্ত্বপ্রধানায়াং মায়ায়ামীশিতুঃ পরমাত্মনো যৎপ্রতিবিম্বং পতিতং তৎ প্রতিবিম্বমীশ্বরঃ সমাখ্যাতঃ সচেশ্বরঃ। স্বাশ্রয়ং ব্যাপকং ব্রহ্ম তজ্জ্ঞানবান্ ভবতি। মায়য়া তদাধারব্রহ্মণোঽনাবরণাৎ॥ ৪৪॥

নাভিস্থলে, উদান বায়ু কণ্ঠদেশে এবং ব্যান বায়ু সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে॥৪০॥ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ বায়ু এবং বুদ্ধি ও মন এই সপ্তদশ পদার্থ সম্মিলিত হইয়া আমার সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গদেহের উৎপত্তি হয়। তাহাতে যে প্রকৃতি অবস্থিতি করেন তাহা দুই ভাগে বিভক্ত, একটি শুদ্ধ সত্ত্বাত্মিকা মায়া এবং অপরটি গুণমিশ্রিতা মলিন সত্ত্বপ্রধানা অবিদ্যা বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন। যিনি স্বাশ্রয়কে আবৃত না করিয়া রক্ষা করেন তিনিই মায়া শব্দে উক্ত হইয়া থাকেন॥ ৪১—৪৩॥ এই স্বাশ্রয়ের অব্যামোহকারিণী শুদ্ধ-সত্ত্ব-প্রধানা মায়াতে পরমাত্মার যে প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তিনিই ঈশ্বর নামে কথিত হইয়া থাকেন। শুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা মায়া তদাধার ব্রহ্মের আবরণ করেন না বলিয়া ইনি স্বাশ্রয় জ্ঞানবান্ অর্থাৎ ব্যাপক ব্রহ্মকে জানেন, আর সর্ব্বব্যাপিত্ব হেতু এবং সর্ব্বত্র ইহার জ্ঞানাবরণের অভাব হেতু ইঁহাকে 'সর্ব্বজ্ঞ' বলা যায় এবং অচিন্ত্য মায়াশক্তিবিশিষ্ট বলিয়া সর্ব্ব

অবিদ্যায়ান্তু যৎকিঞ্চিৎ প্রতিবিম্বং নগাধিপ ! ।
তদেব জীবসংজ্ঞং স্যাৎ সর্ব্বদুঃখাশ্রয়ং পুনঃ ॥ ৪৫ ॥
দ্বয়োরপীহ সম্প্রোক্তং দেহত্রয়মবিদ্যয়া ॥ ৪৬ ॥
দেহত্রয়াভিমানাচ্চাপ্যভূন্নামত্রয়ং পুনঃ ।
প্রাজ্ঞস্তু কারণাত্মা স্যাৎ সূক্ষ্মদেহী তু তৈজসঃ ॥ ৪৭ ॥
স্থূলদেহী তু বিশ্বাখ্যস্ত্রিবিধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ।
এবমীশোঽপি সম্প্রোক্ত ঈশসূত্রবিরাট্পদৈঃ ॥ ৪৮ ॥
প্রথমো ব্যষ্টিরূপস্তু সমষ্ট্যাত্মা পরঃ স্মৃতঃ ।
স হি সর্ব্বেশ্বরঃ সাক্ষাজ্জীবানুগ্রহকাম্যয়া ॥ ৪৯ ॥

কিঞ্চ তস্য ব্যাপকত্বাৎ কুত্রাপি তজ্জ্ঞানস্যাবরণাভাবাৎ স সর্ব্বজ্ঞো ভবতি। অচিন্ত্যমায়াশক্তিমত্বাৎ সর্ব্বকর্ত্তা চ সর্ব্বানুগ্রহকর্ত্তা চ ভবতীত্যর্থঃ। অবিদ্যায়ামিতি। মলিনসত্ত্বপ্রধানায়ামবিদ্যায়াং যৎপ্রতিবিম্বং তজ্জীবসংজ্ঞং ভবতীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ ॥ ৪৫ ॥

তজ্জীবসংজ্ঞং মলিনসত্ত্বপ্রধানাবিদ্যয়া তদাশ্রয়স্য স্বরূপভূতানন্দস্যাবরণাৎ সর্ব্বদুঃখাশ্রয়মসর্ব্বজ্ঞমব্যাপকঞ্চ ভবতীত্যর্থঃ। দ্বয়োরপীতি। দ্বয়োরপীশ্বরজীবয়োর্দেহত্রয়ং পূর্ব্বোক্তং ভবতি। ঈশ্বরস্যাবরণাভাবেঽপি বিক্ষেপস্য সত্বাৎ। অত্রাবিদ্যয়েত্যনেন মায়াবিদ্যয়োরুভয়োরপি গ্রহণম্ ॥ ৪৬ ॥

দেহত্রয়াভিমানেতি। উভয়োরপি দেহত্রয়াভিমানান্নামত্রয়ং ভবতীত্যর্থঃ। তত্র জীবস্য নামত্রয়ং বদতি প্রাজ্ঞস্বিতি। কারণদেহাভিমানী যঃ স প্রাজ্ঞঃ সূক্ষ্মদেহাভিমানী তু তৈজসঃ ॥ ৪৭ ॥

স্থূলদেহীতি। স্থূলদেহাভিমানী তু বিশ্বসংজ্ঞক ইত্যর্থঃ। এবমীশ্বরোঽপি দেহত্রয়াভিমানাদীশসূত্রবিরাট্পদৈঃ সম্প্রোক্তঃ কথিত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

প্রথম ইতি। প্রথমো জীবো ব্যষ্টিরূপো ব্যষ্টিদেহত্রয়াভিমানীত্যর্থঃ। ঈশ্বরস্য মহিমানং বর্ণয়তি স হি সর্ব্বেশ্বর ইতি। তস্য স্বানুভবানন্দেন নিরন্তরং নিত্যতৃপ্তস্বেঽপি কেবলং জীবানুগ্রহকাম্যয়া জীবানাং মোক্ষো ভবত্বিতীচ্ছয়া নানাবিধং বিশ্বং নানাভোগাশ্রয়ং রচয়তীতি করুণাসমুদ্র ঈশ্বর ইত্যর্থঃ। সোঽপীতি। হে রাজন্! সোঽপীশ্বরো মম ব্রহ্ম-

---

কর্ত্তা ও সমস্ত জগতের অনুগ্রহ বলা গিয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥ আর মলিনসত্ত্বপ্রধানা অবিদ্যাতে পরমাত্মার যে প্রতিবিম্ব পতিত হয় তাহা জীব নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মলিনসত্ত্বপ্রধানা অবিদ্যা, তদাশ্রয়স্বরূপ আনন্দের আবরণ করেন বলিয়া এই জীব সর্ব্ব দুঃখের আশ্রয় হইয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥ উক্ত জীব এবং ঈশ্বর উভয়েরই অবিদ্যা এবং বিদ্যা দ্বারা তিনটি দেহ হইয়া থাকে, এই দেহত্রয়ের অভিমান হেতু তিনটি নাম হয়। জীব কারণদেহাভিমানী হইলে তাহাকে 'প্রাজ্ঞ' সূক্ষ্ম দেহাভিমানী হইলে 'তৈজস' এবং স্থূল দেহাভিমানী হইলে 'বিশ্ব' বলা হইয়া থাকে এবং ঈশ্বরও কারণ দেহাভিমানী হইলে 'ঈশ' সূক্ষ্ম দেহাভিমানী হইলে 'সূত্র' এবং স্থূল দেহাভিমানী হইলে 'বিরাট্' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন ॥ ৪৬—৪৮ ॥ প্রথম জীব ব্যষ্টি-দেহত্রয়াভিমানী এবং ঈশ্বর সমষ্টি-দেহাভিমানী

করোতি বিবিধং বিশ্বং নানাভোগাশ্রয়ং পুনঃ।
মচ্ছক্তিপ্রেরিতো নিত্যং ময়ি রাজন্! প্রকল্পিতঃ॥ ৫০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে জগদম্বায়াঃ স্বমুখেনাত্মতত্ত্ববর্ণনং নাম দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩২॥

রূপিণ্যা যা মায়াশক্তিস্তয়া প্রেরিত এব সর্ব্বং করোতি যতঃ স ঈশ্বরো ময়ি ব্রহ্মরূপিণ্যাং রজ্জুসর্পবদেব কল্পিতস্ততো মচ্ছক্ত্যধীন এবেত্যর্থঃ॥ ৪৯—৫০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩২॥

হইয়া থাকেন। ইনি সর্ব্বেশ্বর, নিরন্তর আনন্দানুভব হেতু তৃপ্ত থাকিলেও জীবগণের প্রতি মোক্ষলাভরূপ অনুগ্রহ করিবার কামনায় বিবিধ ভোগের আশ্রয়স্বরূপ বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া থাকেন। রাজন্! সেই ঈশ্বরও ব্রহ্মরূপিণী আমার মায়াশক্তি দ্বারা প্রেরিত হইয়াই অখিল বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। কারণ, আমি ব্রহ্মরূপিণী, তিনি আমাতেই রজ্জুকল্পিত সর্পের ন্যায় কল্পিত হইয়া রহিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকেও মদীয় শক্তির অধীন বলিয়া জানিবে॥ ৪৯—৫০॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে জগদম্বিকার আত্মতত্ত্বকথন নামক দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

দেব্যুবাচ।

মন্মায়াশক্তিসংক্লৃপ্তং জগৎসর্ব্বং চরাচরম্।
সাপি মত্তঃ পৃথঙ্মায়া নাস্ত্যেব পরমার্থতঃ ॥ ১ ॥
ব্যবহারদৃশা সেয়ং বিদ্যা মায়েতি বিশ্রুতা।
তত্ত্বদৃষ্ট্যা তু নাস্ত্যেব তত্ত্বমেবাস্তি কেবলম্ ॥ ২ ॥
সাহং সর্ব্বং জগৎ সৃষ্ট্বা তদন্তঃ প্রবিশাম্যহম্।
মায়াকর্ম্মাদিসহিতা গিরে! প্রাণপুরঃসরা ॥ ৩ ॥

ষট্‌পঞ্চাশন্মহাপদ্যৈরপবাদপুরঃসরম্।
মহাঘোরং বিশ্বরূপং দর্শিতঞ্চেতি কথ্যতে ॥

ইত্থমধ্যারোপমুক্ত্বাপবাদমাহ মন্মায়েতি। হে পর্ব্বত! যয়া মন্মায়াশক্ত্যা চরাচরং সর্ব্বং জগৎক্লৃপ্তং সাপি মায়া মত্তো মৎস্বরূপাৎ পৃথঙ্নাস্তি তস্যা ময়ি কল্পিতত্বেন মিথ্যাত্বাৎ। মিথ্যাপদার্থস্য চাধিষ্ঠানসত্তাতিরিক্তসত্তাভাবাৎ। তস্মাদহমেবাস্মি পরমার্থতো নান্যৎ কিঞ্চিদ্বস্ত্বন্তরমস্তীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

নন্বু সর্ব্বথা দ্বৈতাভাবে জগৎ কথং ভাসতে ইতি চেত্তত্রাহ ব্যবহারেতি। অনাদ্যবিদ্যাভ্রান্তানাং যো ব্যবহারস্তদ্দৃশা তদ্দৃষ্ট্যা মায়াবিদ্যেতি বিশ্রুতা ভবতি। তত্ত্বদৃষ্ট্যা তু ব্রহ্মদৃষ্ট্যা তু সা নৈবাস্তি কিন্তু তত্ত্বমেব কেবলমস্তীত্যর্থঃ। ন হি ভ্রান্তদৃষ্ট্যা রজ্জুসর্পবৎ কারণাজ্ঞানসত্ত্বেঽপি রজ্জুদৃষ্ট্যা কিঞ্চিদপি তদ্বর্ত্তত ইতি ভাবঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বন্ধো ন চ সাধকঃ। ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতেতি। তাপনীয়ে চ অসত্ত্বমরজস্কমতমস্কমমায়মিতি ব্রহ্ম বর্ণিতম্ ॥ ২ ॥

নন্বু যদি প্রপঞ্চো মিথ্যা তর্হি তদন্তঃপাতী জীবোঽপি মিথ্যেতি বক্তব্যম্। তথাচ জীবস্য মিথ্যাত্বে মোক্ষদশায়াং তস্যাবস্থানাভাবে স্বনাশার্থং কশ্চাপি জীবো ন যত্নং কুর্য্যাদিতি মোক্ষশাস্ত্রং ব্যর্থমেবেতি চেত্তত্রাহ সাহমিতি। হে গিরে! মায়া চাবিদ্যাকর্ম্মাণি চ তত্তৎপ্রাণিনাম্ আদিনা। নানাসংস্কারাশ্চ তৈঃ সহিতাহমেব কূটস্থব্রহ্মরূপা সর্ব্বং জগৎ প্রথমতঃ সৃষ্ট্বা তদন্তস্তন্মধ্যে ঘটে আকাশবদাদর্শে প্রতিবিম্ববদ্বা চিদাভাসরূপেণ প্রবিশামি। তত্রাপি প্রাণপুরঃসরা প্রাণমগ্রতঃ কৃত্বা প্রবিশামি ॥ ৩ ॥

দেবী বলিলেন, গিরিরাজ! চরাচরসমন্বিত এই অখিল জগৎ আমারই মায়াশক্তি দ্বারা বিরচিত হইয়া থাকে। সেই মায়া আমাতেই কল্পিত হয়, কিন্তু বস্তুতঃ উহা আমা হইতে পৃথক্ নহে; অতএব একমাত্র আমিই চিদ্বস্তু, আমা ভিন্ন চিদ্বস্তু আর দ্বিতীয় কিছুই নাই ॥ ১ ॥ ব্যবহার দৃষ্টিদ্বারা উহা মায়াবিদ্যাদি স্বতন্ত্র নামে বিখ্যাত হয়, কিন্তু তত্ত্ব বা ব্রহ্ম দৃষ্টিতে মায়ার বিদ্যমানতা নাই, কেবল একমাত্র ব্রহ্মই বিদ্যমান থাকেন ॥ ২ ॥ আমিই সেই চিদ্‌ব্রহ্মস্বরূপিণী, অবিদ্যা কর্ম্ম ও নানাবিধ সংস্কারযুক্ত কূটস্থ ব্রহ্মরূপে অখিল জগৎ

লোকান্তরগতির্নোচেৎ কথং স্যাদিতি হেতুনা।
যথা যথা ভবন্ত্যেব মায়াভেদাস্তথা তথা।
উপাধিভেদাদ্ভিন্নাহং ঘটকাশাদয়ো যথা ॥ ৪ ॥
উচ্চনীচাদিবস্তূনি ভাসয়ন্ ভাস্করঃ সদা।
ন দুষ্যতি তথৈবাহং দোষৈর্লিপ্তা কদাপি ন ॥ ৫ ॥
ময়ি বুদ্ধ্যাদিকর্ত্তৃত্বমধ্যস্যৈবাপরে জনাঃ।
বদন্তি চাত্মা কর্ত্তেতি বিমূঢ়া ন সুবুদ্ধয়ঃ ॥ ৬ ॥

কিমর্থমিতি চেত্তত্রাহ লোকান্তরগতিরিতি। যদ্যহং প্রাণং পুরঃসরং কৃত্বা প্রাণাভিমানং কৃত্বা ন প্রবেক্ষ্যামি তর্হি মম ব্যাপকত্বাল্লোকান্তরগমনাদিকং জননমরণাদিব্যবহারশ্চ কথং স্যাৎ ন হি ব্যাপকস্য গমনাগমনং দেহসম্বন্ধো দেহত্যাগশ্চ সম্ভবতি ইতি হেতুনা তৎসিদ্ধ্যর্থং প্রাণপুরঃসরং প্রবিশামি। তস্মিংশ্চ প্রাণে স্বীকৃতে সতি তস্য দেহান্তরপ্রবেশে জন্ম তত্ত্যাগে মরণং তথৈব লোকান্তরগতিশ্চেতি সর্ব্বং সিদ্ধ্যতীতি। অয়ং ভাবঃ। ন কেবলং জীবত্বং চিদাভাসস্যৈব যেন পূর্ব্বোক্তং দূষণং ভবেৎ। কিং তর্হি অহং কুটস্থরূপিণী তথান্তঃকরণং তদাশ্রয়ভূতাবিদ্যা চিদাভাসশ্চেতি চতুষ্টয়ং মিলিত্বা জীবত্বম্। তথাচ জ্ঞানেনাবিদ্যান্তঃকরণচিদাভাসানাং নাশেঽপি কুটস্থব্রহ্মাংশস্য মুক্তাবশেষান্ন জীবস্য মোক্ষার্থমপ্রবৃত্তি র্ন বা মোক্ষশাস্ত্রানর্থক্যমিতি। নম্নু তর্হি তবৈকত্বাজ্জীবস্যাপ্যেকত্বং স্যাদিতি চেত্তত্রাহ যথা যথেতি যথা ব্যাপক এক এবাকাশে ঘটাদ্যুপাধিভেদেন যথা ভিদ্যতে তথাবিধানেকত্বস্বীকারেণাবিদ্যানামন্তঃকরণানাঞ্চ ভেদাৎ কুটস্থোঽপি ভিদ্যত ইতি জীববহুত্বমপ্যুপপন্নমেবেত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তাহ্যস্য হরয়ঃ শতাদশেত্যয়ং বৈ হরয় ইতি ॥ ৪ ॥

নম্নু তর্হি তব জগদন্তঃপাতিত্বেন তদ্দোষেণ দুষ্টত্বমপি স্যাত্তত্রাহ উচ্চনীচাদিবস্তূনীতি। যথা সূর্য্যঃ সর্ব্বাণ্যুচ্চনীচাদিবস্তূনি ভাসয়ন্নপি ন দুষ্যতি তথৈবাহং কদাপি দোষৈর্দুষ্টা নাস্মীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

নম্নু সূর্য্যঃ সাক্ষিভূতো ন দুষ্যতীতি যুক্তম্। ত্বন্তু সকলকার্য্যকর্ত্রীতি কর্ত্তুর্দ্দোষলেপো ভবিষ্যত্যেবেতি চেত্তত্রাহ ময়ি বুদ্ধ্যাদীতি। বিমূঢ়া বুদ্ধ্যাদিনিষ্ঠং কর্ত্তৃত্বমবিবেকেন ময্যাত্মন্যধ্যস্যৈবাত্মা কর্ত্তেতি বদন্তি ন সুবুদ্ধয়ো বিবেকিনঃ। তথাচ সূর্য্যবদহমপি সাক্ষিণ্যেব ন কর্ত্রীতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

সৃষ্টি করিয়া তাহার অভ্যন্তরে চিদাভাসরূপে প্রাণবায়ু অগ্রে করিয়া প্রবেশ করিয়া থাকি। গিরিবর! এইরূপে আমি প্রাণ স্বীকার পূর্ব্বক প্রবেশ না করিলে লোকান্তর গমন, জন্ম ও মরণাদি ব্যবহার কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে? যেমন একমাত্র ব্যাপক মহাকাশ, উপাধি ভেদে ঘটাকাশ ও পটাকাশ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন নামে বিখ্যাত হয়, সেইরূপ আমি বিবিধ স্থলে প্রাণ স্বীকার করায়, অবিদ্যা ও অন্তঃকরণের প্রভেদ হেতু ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকি। সুতরাং তাহাতেই বহু প্রকার ভিন্ন ভিন্ন জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ৩—৪ ॥ যেমন দিবাকর স্বীয় কিরণসংযোগে অবনিতলস্থ সমস্ত বস্তু প্রদীপিত করিয়াও দূষিত হয় না, সেইরূপ আমিও উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট সমস্ত বস্তুর অন্তঃপ্রবেশ হেতু দোষলিপ্ত হই না ॥ ৫ ॥

অজ্ঞানভেদতস্তদ্বন্মায়ায়া ভেদতস্তথা।
জীবেশ্বরবিভাগশ্চ কল্পিতো মায়য়ৈব তু ॥ ৭ ॥
ঘটাকাশমহাকাশবিভাগঃ কল্পিতো যথা।
তথৈব কল্পিতো ভেদো জীবাত্মপরমাত্মনোঃ ॥ ৮ ॥
যথা জীববহুত্বঞ্চ মায়য়ৈব ন চ স্বতঃ।
তথেশ্বরবহুত্বঞ্চ মায়য়া ন স্বভাবতঃ ॥ ৯ ॥
দেহেন্দ্রিয়াদিসংঘাতবাসনাভেদভেদিতা ॥
অবিদ্যা জীবভেদস্য হেতুর্নান্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১০ ॥
গুণানাং বাসনাভেদভেদিতা যা ধরাধর!।
মায়া সা পরভেদস্য হেতুর্নান্যঃ কদাচন ॥ ১১ ॥

অজ্ঞানভেদত ইতি। জীববহুত্ববদীশ্বরমূর্ত্তিবহুত্বমপি মায়ায়া ভেদান্ মায়াকল্পিতব্রহ্ম-বিষ্ণ্বাদ্যাকারভেদাদ্ভবতীতি জীবেশ্বরসিদ্ধিমুপসংহরতি জীবেশ্বরবিভাগশ্চেতি। অজ্ঞান-ভেদাজ্জীবসিদ্ধির্মায়াভেদাদীশ্বরসিদ্ধিরিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥
তত্র দৃষ্টান্তমাহ ঘটাকাশেতি ॥ ৮ ॥
ঈশ্বরবহুত্বং ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদিরূপেশ্বরবহুত্বমিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥
জীবভেদহেতুং বিশদয়তি দেহেন্দ্রিয়াদীতি ॥ ১০ ॥
হে ধরাধর পর্ব্বত! গুণানাং যে বাসনাভেদাঃ সাত্ত্বিকা রাজসাস্তামসাশ্চ তৈর্ভেদিতা যা মায়া সা পরভেদস্য ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদীশ্বরভেদস্য হেতুর্নান্য ইত্যর্থঃ। ইদং সূতসংহিতান্তর্গত-সূতগীতায়াং স্পষ্টম্ ব্যাখ্যাতঞ্চ তত্র মাধবাচার্য্যৈঃ ॥ ১১ ॥

মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তিগণ অজ্ঞান দ্বারা বুদ্ধ্যাদিনিষ্ঠ কর্ত্তৃত্ব আত্মরূপিণী আমাতে আরোপিত করিয়া আত্মাকেই কর্ত্তা বলিয়া থাকে; কিন্তু সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ তাহা স্বীকার করেন না। ফলতঃ আমি জীবাভ্যন্তরে কর্ত্রীরূপে না থাকিয়া সাক্ষীরূপেই অবস্থিতি করিয়া থাকি ॥ ৬ ॥ হে অচলেন্দ্র! অবিদ্যা ও বিদ্যার প্রভেদ হেতু জীববহুত্ব ও ঈশ্বরবহুত্ব প্রতি-পাদিত হয়; ফলতঃ মায়া দ্বারাই মনুষ্য পশু প্রভৃতি জীব ভেদ এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি ঈশ্বর ভেদ হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥ যেমন ব্যাপক মহাকাশ ঘটাবচ্ছিন্ন হইলে, মহাকাশ ও ঘটাকাশ এইরূপ বিভাগ কল্পিত হয়, সেইরূপ ব্যাপক পরমাত্মা জীবাবচ্ছিন্ন হইয়া পরমাত্মা ও জীবাত্মা এইরূপ প্রভেদ কল্পিত হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥ যেমন জীবের বহুত্ব মায়া দ্বারা কল্পিত হয়, স্বভাবত হয় না, সেইরূপ ঈশ্বরে বহুত্বও স্বভাব দ্বারা হয় না; মায়া দ্বারাই কল্পিত হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥ হে ধরণীধর! দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন ইত্যাদির প্রভেদ বশতঃ অবিদ্যাই জীব প্রভেদের হেতু, অন্য আর কিছুই নহে ॥১০॥ আর গুণত্রয়ের বাসনা ভেদে-অর্থাৎ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক বাসনা ভেদে মায়ারও বিভিন্নতা জন্মে, সেই বিভিন্ন মায়াই ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি ঈশ্বর ভেদের হেতু; নতুবা আর কিছুই নহে ॥ ১১ ॥

ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতমোতঞ্চ ধরণীধর!।
ঈশ্বরোঽহঞ্চ সূত্রাত্মা বিরাড়াত্মাহমস্মি চ॥ ১২॥
ব্রহ্মাহং বিষ্ণুরুদ্রৌ চ গৌরী ব্রাহ্মী চ বৈষ্ণবী॥ ১৩॥
সূর্য্যোঽহং তারকাশ্চাহং তারকেশস্তথাস্ম্যহম্।
পশুপক্ষিস্বরূপাহং চাণ্ডালোঽহং চ তস্করঃ॥ ১৪॥
ব্যাধোঽহং ক্রূরকর্ম্মাহং সৎকর্ম্মাহং মহাজনঃ।
স্ত্রীপুন্নপুংসকাকারোঽপ্যহমেব ন সংশয়ঃ॥ ১৫॥
যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বস্তু দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা।
অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎসর্ব্বং ব্যাপ্যাহং সর্ব্বদা স্থিতা॥ ১৬॥
ন তদস্তি ময়া ত্যক্তং বস্তু কিঞ্চিচ্চরাচরম্।
যদ্যস্তি চেত্তচ্ছূন্যং স্যাদ্বন্ধ্যাপুত্রোপমং হি তৎ॥ ১৭॥
রজ্জুর্যথা সর্পমালাভেদৈরেকা বিভাতি হি।
তথৈবেশাদিরূপেণ ভাম্যহং নাত্র সংশয়ঃ॥ ১৮॥
অধিষ্ঠানাতিরেকেণ কল্পিতং তন্ন ভাসতে।
তস্মান্মৎসত্তয়ৈবৈতৎ সত্তাবন্নান্যথা ভবেৎ॥ ১৯॥

যত একমেব চৈতন্যং সর্ব্বাত্মকং ততোঽহং সর্ব্বাত্মিকাস্মীত্যাহ ময়ীতি। ওতং প্রোতং গ্রথিতমিত্যর্থঃ॥ ১২॥

ঈশ্বরঃ কারণদেহাভিমানী লিঙ্গদেহাভিমানী সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভঃ। বিরাট্ স্থূলদেহাভিমানী॥ ১৩—১৬॥

শূন্যং স্যাদিতি। ময়া সদ্রূপয়া ত্যক্তং শূন্যমসদেব স্যাদিত্যর্থঃ॥ ১৭—১৮॥

অধিষ্ঠানাতিরেকেণেতি। অধিষ্ঠানসত্তাদিরেকেণেত্যর্থঃ। যত এতৎকল্পিতং জগত্তস্মান্মৎসত্তয়ৈব সত্তাবদ্ভবেন্নান্যথেত্যর্থঃ॥ ১৯॥

হে ধরাধরেন্দ্র! এই অখিল জগৎ ওতপ্রোতভাবে আমাতেই অবস্থিত রহিয়াছে, অতএব আমিই কারণ-দেহাভিমানী ঈশ্বর, লিঙ্গদেহাভিমানী সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভ এবং স্থূল দেহাভিমানী বিরাট্। আমিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এবং আমিই ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও রৌদ্রীশক্তি। আমিই সূর্য্য, আমিই চন্দ্র, আমিই তারকা এবং আমিই পশু, পক্ষী, চণ্ডাল ও তস্কর। আমিই ক্রূরকর্ম্মা ব্যাধ ও সৎকর্ম্মা মহাজন এবং আমিই স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসক, তাহাতে সন্দেহ নাই॥ ১২—১৫॥ গিরিবর! যে কোনও স্থানে যে কোনও বস্তু দৃষ্ট বা শ্রুত হয় আমি সেই সমস্তের অন্তরে ও বাহিরে ব্যাপ্ত হইয়া সর্ব্বদাই অবস্থিত রহিয়াছি। মদ্বিরহিত চরাচর কোন বস্তুই বিদ্যমান নাই। যদি কিছু থাকে তবে তাহা বন্ধ্যাপুত্র সদৃশ নিরর্থক। যেমন একমাত্র রজ্জু সর্প ও মালাদিরূপে প্রতিভাত হয়, সেইরূপ একমাত্র ব্রহ্মস্বরূপিণী আমিই ঈশ্বরাদিরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকি সন্দেহ

হিমালয় উবাচ।

যথা বদসি দেবেশি ! সমষ্ট্যাত্মবপুস্ত্বিদম্।
তথৈব দ্রষ্টুমিচ্ছামি যদি দেবি ! কৃপা ময়ি ॥ ২০ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা সর্ব্বে দেবাঃ সবিষ্ণবঃ।
ননন্দুর্ম্মুদিতাত্মানঃ পূজয়ন্তশ্চ তদ্বচঃ ॥ ২১ ॥
অথ দেবমতং জ্ঞাত্বা ভক্তকামদুঘা শিবা।
অদর্শয়ন্নিজং রূপং ভক্তকামপ্রপূরিণী ॥ ২২ ॥
অপশ্যংস্তে মহাদেব্যা বিরাড্রূপং পরাৎপরম্।
দ্যৌর্ম্মস্তকং ভবেদস্য চন্দ্রসূর্য্যৌ চ চক্ষুষী ॥ ২৩ ॥
দিশঃশ্রোত্রে বচো বেদাঃ প্রাণো বায়ুঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
বিশ্বং হৃদয়মিত্যাহুঃ পৃথিবী জঘনং স্মৃতম্ ॥ ২৪ ॥

সমষ্ট্যাত্মেতি। সর্ব্বাভিমানিবিরাট্ স্বরূপং যথাবদসীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥
পূজয়ন্তশ্চেতি। সর্ব্বেষাং ভগবতী বিরাট্স্বরূপদর্শনোৎসুকত্বাৎ স্বাভীষ্টসম্পাদনে প্রবৃত্তস্য হিমালয়স্য তদ্বচঃ সাধু সাধ্বিতি পূজয়ন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২১—২২ ॥
দ্যৌর্মস্তকমিতি। অত্র দ্যৌঃ শব্দেন সর্ব্বোর্দ্ধঃ সত্যলোকো গৃহ্যতে ॥ ২৩ ॥
বায়ুরেব তস্য প্রাণাঃ। বিশ্বং সর্ব্বাত্মকমব্যক্তমিত্যর্থঃ। তদস্য রূপস্য হৃদয়ম্ ॥ ২৪ ॥

নাই ॥ ১৬—১৮ ॥ কারণ, এই কল্পিত জগৎ অধিষ্ঠানসত্তার অতিরেক হেতু প্রতিভাত হয় না, অতএব ইহা আমার সত্তা দ্বারাই সত্তাবান্ হয়, নচেৎ অন্য প্রকারে সম্ভব হইতেই পারে না ॥ ১৯ ॥

হিমালয় কহিলেন, দেবি ! যদি আমার প্রতি আপনার কৃপা থাকে, তবে আপনার সমষ্ট্যাত্মক অর্থাৎ সর্ব্বসমষ্টিরূপ সর্ব্বাভিমানী বিরাড়্মূর্ত্তি দর্শন করিতে ইচ্ছা করি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তাহা প্রদর্শন করুন ॥ ২০ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! গিরিবরের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষ্ণু প্রভৃতি সমস্ত দেবতাগণ হৃষ্টচিত্তে বহুমানপূর্ব্বক তাঁহার সেই বাক্যের অভিনন্দন করিলেন ॥ ২১ ॥ অনন্তর, ভক্তগণের বাঞ্ছাপূরণী, ভক্তগণের কামধেনু ও কল্যাণরূপিণী দেবী ভুবনেশ্বরী স্বীয় রূপদর্শনে দেবগণের ঔৎসুক্য জানিয়া বিরাট্রূপ প্রদর্শন করিলে ॥ ২২ ॥ তাঁহারা মহাদেবীর সেই পরাৎপর বিরাট্ রূপ অবলোকন করিতে লাগিলেন। সকলের ঊর্দ্ধস্থিত সত্যলোক সেই বিরাট্রূপিণীর মস্তক, চন্দ্র ও সূর্য্য দুই চক্ষু, দিক্ সকল শ্রোত্র, বেদ সকল বাক্য, বায়ু তাঁহার প্রাণ, বিশ্ব তাঁহার হৃদয়, পৃথিবী জঘন-স্থল, নভস্তল অর্থাৎ ভুবর্লোক নাভি-সরোবর, জ্যোতিষ্কমণ্ডল উরঃস্থল, মহর্লোক গ্রীবাদেশ, জনলোক মুখমণ্ডল,

নভস্তলং নাভিসরো জ্যোতিশ্চক্রমুরস্থলম্।
মহর্লোকস্তু গ্রীবা স্যাজ্জনোলোকো মুখং স্মৃতম্॥ ২৫॥
তপোলোকো ররাটিস্তু সত্যলোকাদধঃস্থিতঃ।
ইন্দ্রাদয়ো বাহবঃ স্যুঃ শব্দঃ শ্রোত্রং মহেশিতুঃ॥ ২৬॥
নাসত্যদস্রৌ নাসে স্তো গন্ধো ঘ্রাণং স্মৃতো বুধৈঃ।
মুখমগ্নিঃ সমাখ্যাতো দিবারাত্রী চ পক্ষ্মণী॥ ২৭॥
ব্রহ্মস্থানং ভ্রূবিজৃম্ভোহপ্যাপস্তালুঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
রসো জিহ্বা সমাখ্যাতা যমো দংষ্ট্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ২৮॥
দন্তাঃ স্নেহকলা যস্য হাসো মায়া প্রকীর্ত্তিতা।
সর্গস্ত্বপাঙ্গমোক্ষঃ স্যাদ্‌ব্রীড়োর্দ্ধোষ্ঠো মহেশিতুঃ॥ ২৯॥
লোভঃ স্যাদধরোষ্ঠোহস্যাধর্ম্মমার্গস্তু পৃষ্ঠভূঃ।
প্রজাপতিশ্চ মেঢ্রং স্যাদ্যঃ স্রষ্টা জগতীতলে॥ ৩০॥
কুক্ষিঃ সমুদ্রা গিরয়োহস্থীনি দেব্যা মহেশিতুঃ।
নদ্যো নাড্যঃ সমাখ্যাতা বৃক্ষাঃ কেশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ৩১॥

নভস্তলং ভুবর্লোকঃ॥ ২৫॥

সত্যলোকাদধঃস্থিতস্তপো লোকো ররাটির্ললাটমিত্যর্থঃ। শব্দঃ শ্রোত্রমিতি। যোহস্যাকং শ্রোত্রবিষয়ঃ শব্দঃ স তস্য রূপস্য শ্রোত্রং শ্রোত্রেন্দ্রিয়ং ভবতীত্যর্থঃ। পূর্ব্বত্র দিশঃ শ্রোত্রে ইত্যত্র তু শ্রোত্রশব্দেন শ্রোত্রেন্দ্রিয়াধারো গৃহ্যত ইতি ন পুনরুক্তিঃ॥ ২৬॥

নাসত্যদস্রৌ অশ্বিনীকুমারৌ তাবস্য রূপস্য নাসে নাসাপুটে স্তঃ। গন্ধস্তু ঘ্রাণং ঘ্রাণেন্দ্রিয়মিত্যর্থঃ॥ ২৭॥

ব্রহ্মস্থানং প্রজাপতিচতুর্মুখস্থানং তদস্য ভ্রূবিজৃম্ভো ভ্রূবিকাসঃ। আপো জলানি তু তালুঃ রসনেন্দ্রিয়াধারো ভবন্তি। তদ্গতো রসস্তু জিহ্বা ভবতি। রসনেন্দ্রিয়ং ভবতীত্যর্থঃ॥২৮॥

স্নেহকলাঃ স্ত্রীপুত্রাদিস্নেহলেশাঃ। সর্গঃ সৃষ্টিরেবাপাঙ্গমোক্ষঃ কটাক্ষ ইত্যর্থঃ॥ ২৯॥

অধর্ম্মমার্গস্তু পৃষ্ঠভাগ ইত্যর্থঃ॥ ৩০॥

মহেশিতুর্মহেশ্বর্য্যা দেব্যা গিরয়ঃ পর্ব্বতা অস্থীনীত্যর্থঃ॥ ৩১॥

সত্যলোকের অধঃস্থিত তপোলোক তাঁহার ললাট ফলক, ইন্দ্রাদি দেবতা-সমন্বিত স্বর্গলোক তাঁহার বাহু, শব্দ সেই মহেশ্বরীর শ্রবণেন্দ্রিয়, অশ্বিনীকুমারযুগল তাঁহার নাসাপুট, গন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয়, মুখাভ্যন্তর অগ্নি, দিবা ও রাত্রি তাঁহার পক্ষদ্বয়রূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল॥ ২৩—২৭॥ আর তাঁহার ভ্রূযুগল চতুর্মুখ প্রজাপতির স্থান, জল তাঁহার তালু, তদ্গত রস তাঁহার রসনা, যমরাজ তাঁহার দংষ্ট্রা, স্নেহ বিলাস দন্ত, মায়া তাঁহার হাস্য, ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি তাঁহার কটাক্ষ, ব্রীড়া ঊর্দ্ধ ওষ্ঠ, লোভ অধর এবং অধর্ম্ম তাঁহার পৃষ্ঠভাগ। যিনি জগতীতলে সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি তিনিই তাঁহার মেঢ্র, সমুদ্র সকল কুক্ষি, পর্ব্বত সকল

কৌমারযৌবনজরাবয়োঽস্য গতিরুত্তমা।
বলাহকাস্তু কেশাঃ স্যুঃ সন্ধ্যে তে বাসসী বিভোঃ ॥ ৩২ ॥
রাজন্! শ্রীজগদম্বায়াশ্চন্দ্রমাস্তু মনঃ স্মৃতঃ।
বিজ্ঞানশক্তিস্তু হরীরুদ্রোঽন্তঃকরণং স্মৃতম্ ॥ ৩৩ ॥
অশ্বাদিজাতয়ঃ সর্ব্বাঃ শ্রোণিদেশে স্থিতা বিভোঃ।
অতলাদিমহালোকাঃ কট্যধোভাগতাং গতাঃ ॥ ৩৪ ॥
এতাদৃশং মহারূপং দদৃশুঃ সুরপুঙ্গবাঃ।
জ্বালামালাসহস্রাঢ্যং লেলিহানঞ্চ জিহ্বয়া ॥ ৩৫ ॥
দংষ্ট্রাকটকটারাবং বমন্তং বহ্নিমক্ষিভিঃ।
নানায়ুধধরং বীরং ব্রহ্মক্ষত্রৌদনঞ্চ যৎ ॥ ৩৬ ॥

কৌমারেতি। ত্রিবিধং বয়োগতিরিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

চন্দ্রমাস্থিতি। তু শব্দো মন ইত্যত্র যোজ্যঃ। হে রাজন্! জনমেজয়! শ্রীজগদম্বায়াশ্চন্দ্রো মনোঽপি স্মৃত ইত্যর্থঃ। তেন পূর্ব্বোক্তনেত্রমধ্যে গণিতস্য চন্দ্রমসো মনস্ত্বমপি বোধিতমিতি বোধ্যম্। বিজ্ঞানশক্তির্ব্বুদ্ধিঃ সা হরিঃ ॥ ৩৩ ॥

অতলাদীতি। অতলাদিপাতলান্তা লোকা যথাযোগ্যং কট্যধোভাগতাং গতাঃ। কটিমারভ্য পাদমূলপর্য্যন্তং ব্যবস্থিতা ইত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্বিবৃতাশ্চ বেদাঃ। বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মেতি ॥ ৩৪ ॥

জিহ্বয়া সর্ব্বং জগল্লেলিহানং স্বাদয়ন্তম্ ॥ ৩৫ ॥

দংষ্ট্রাসু কটকটারাবঃ কটকটেতি শব্দো যস্য। ব্রহ্মক্ষত্রে ওদনো যস্য। যস্য ব্রহ্মক্ষত্রঞ্চোভে ভবত ওদনো মৃত্যুর্যস্যোপসেচনমিতি শ্রুতেঃ ॥ ৩৬—৩৭ ॥

সেই মহেশ্বরীর অস্থি, নদী সকল নাড়ী এবং বৃক্ষ সকল তাঁহার কেশরূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥ ২৮—৩১ ॥ রাজেন্দ্র! কৌমার, যৌবন ও জরা তাঁহার উত্তমাগতি, মেঘ সমূহ তাঁহার কেশজাল, উভয় সন্ধ্যা সেই পরমপ্রভুর বসনযুগল, চন্দ্রমা সেই শ্রীজগদম্বিকার মানস, হরি তাঁহার বিজ্ঞানশক্তি এবং রুদ্র তাঁহার সংহারশক্তি হইল। অশ্বাদি সমস্ত জীব তাঁহার নিতম্বদেশে এবং অতলাদি মহালোক সকল তাঁহার কটিদেশ হইতে পাদমূল পর্য্যন্ত অবস্থান করিতে লাগিল। সুরবরগণ বিস্ময়-বিস্ফারিতলোচনে জগদম্বার এতাদৃশ বিরাটমূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই মূর্ত্তি হইতে সহস্র সহস্র জ্বালামালা নির্গত হইতে লাগিল। জিহ্বা দ্বারা সমস্ত জগৎ আস্বাদন করিতে লাগিলেন। দশনপংক্তিদ্বয়ে কটকটা শব্দ হইতে লাগিল, অক্ষি সকল দ্বারা অগ্ন্যুদ্গার আরম্ভ হইল, করে নানাবিধ আয়ুধ, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সেই ঘোরদর্শন বীরপুরুষের ওদনস্বরূপ। তাঁহার সেই মূর্ত্তিমধ্যে কত যে মস্তক, কত যে নয়ন এবং কত যে চরণ তাহার ইয়ত্তা নাই। সে মূর্ত্তি দেখিলে

সহস্রশীর্ষনয়নং সহস্রচরণং তথা।
কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশং বিদ্যুৎকোটিসমপ্রভম্ ॥ ৩৭ ॥
ভয়ঙ্করং মহাঘোরং হৃদক্ষ্ণোস্ত্রাসকারকম্।
দদৃশুস্তে সুরাঃ সর্ব্বে হাহাকারঞ্চ চক্রিরে ॥ ৩৮ ॥
বিকম্পমানহৃদয়া মূর্চ্ছামাপুর্দুরত্যয়াম্।
স্মরণঞ্চ গতং তেষাং জগদম্বেয়মিত্যপি ॥ ৩৯ ॥
অথ তে যে স্থিতা বেদাশ্চতুর্দিক্ষু মহাবিভোঃ।
বোধয়ামাসুরত্যুগ্রং মূর্চ্ছাতো মূর্চ্ছিতান্ সুরান্ ॥ ৪০ ॥
অথ তে ধৈর্য্যমালম্ব্য লব্ধা চ শ্রুতিমুত্তমাম্।
প্রেমাশ্রুপূর্ণনয়না রুদ্ধকণ্ঠাস্তু নির্জ্জরাঃ।
বাষ্পগদ্গদয়া বাচা স্তোতুং সমুপচক্রিরে ॥ ৪১ ॥

দেবা ঊচুঃ।

অপরাধং ক্ষমস্বাম্ব! পাহি দীনাংস্ত্বদুদ্ভবান্।
কোপং সংহর দেবেশি! সভয়া রূপদর্শনাৎ ॥ ৪২ ॥

হাহাকারং ভয়েন ভীতত্বাচ্চক্রিরে ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

স্মরণঞ্চ গতমিতি। ইয়ং জগদম্বাস্মাকং পালয়িত্রীতি স্মরণমপি তেষাং গতং নষ্টমিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

অথ ত ইতি। বিভোর্দেব্যাশ্চতুর্দিক্ষু যে মূর্ত্তিমন্তো বেদাঃ স্থিতাস্তে মূর্চ্ছিতান্ দেবান্ মূর্চ্ছাতো বোধয়ামাসুর্ব্যুত্থাপয়ামাসুরিত্যর্থঃ। সভয়া জাতাঃ স্ম ইত্যর্থঃ ॥ ৪০—৪২ ॥

বোধ হয় যেন একেবারে কোটি সূর্য্য সমুদিত হইয়াছে, যেন অসংখ্য বিদ্যুন্মালা একত্র বিলসিত হইতেছে। মহাদেবীর সেই মহাভয়ঙ্কর নয়ন ও মনের ত্রাসজনক, মহাঘোরতর বিরাটমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া সমস্ত দেবগণ ভীত হইয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের হৃদয় কাঁপিতে লাগিল, তাঁহারা দুরপনেয় মূর্চ্ছায় আক্রান্ত হইলেন। "ইনিই যে আমাদের পালনকর্ত্রী জগদম্বিকা" সে জ্ঞান একেবারে তিরোহিত হইল ॥ ৩২—৩৯ ॥ ঐ সময় সেই ভুবনেশ্বরীর চারিদিকে যে বেদ সকল অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাঁহারাই মূর্চ্ছা অপনয়নপূর্ব্বক দেবতাদিগকে প্রবোধিত করিলেন। অনন্তর সেই নির্জ্জরগণ সেই অত্যুত্তম শ্রুতিলাভ করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক অন্তর্জনিত বাষ্পভরে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া প্রেম-বিগলিত অশ্রুপূর্ণনয়নে গদ্গদ বাক্যে জগদম্বিকার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪০-৪১ ॥

দেবগণ কহিলেন, মাতঃ! আমরা অতি দীন এবং আপনা হইতেই আমাদিগের উৎপত্তি হইয়াছে, আপনি আমাদিগের অপরাধ ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি কোপ

কা তে স্তুতিঃ প্রকর্ত্তব্যা পামরৈর্নির্জ্জরৈরিহ।
স্বস্যাপ্যজ্ঞেয় এবাসৌ যাবান্যশ্চ স্ববিক্রমঃ ॥ ৪৩ ॥
তদর্ব্বাক্‌জায়মানানাং কথং স বিষয়ো ভবেৎ ॥ ৪৪ ॥
নমস্তে ভুবনেশানি! নমস্তে প্রণবাত্মিকে!।
সর্ব্ববেদান্তসংসিদ্ধে! নমো হ্রীঙ্কারমূর্ত্তয়ে ॥ ৪৫ ॥
যস্মাদগ্নিঃ সমুৎপন্নো যস্মাৎ সূর্য্যশ্চ চন্দ্রমাঃ।
যস্মাদোষধয়ঃ সর্ব্বাস্তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ ॥ ৪৬ ॥
যস্মাচ্চদেবাঃ সম্ভূতাঃ সাধ্যাঃ পক্ষিণ এব চ।
পশবশ্চ মনুষ্যাশ্চ তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ ॥ ৪৭ ॥
প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপঃ শ্রদ্ধা ক্রতুং তথা।
ব্রহ্মচর্য্যং বিধিশ্চৈব যস্মাত্তস্মৈ নমো নমঃ ॥ ৪৮ ॥
সপ্তপ্রাণার্চ্চিষো যস্মাৎ সমিধঃ সপ্ত এব চ।
হোমাঃ সপ্ত তথা লোকাস্তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ ॥ ৪৯ ॥

স্বস্যাপ্যজ্ঞেয় ইতি। যাবান্যৎপরিমাণবান্যশ্চ যাদৃশস্তব স্বপরাক্রমঃ স তব স্বস্যাপ্যজ্ঞেয় এবৈতাদৃশোঽসৌ তব পরাক্রমোঽস্মাকং তদর্ব্বাক্ জায়মানানাং কথং স বিষয়ো ভবেন্ন কথমপীত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। অর্ব্বাগ্‌দেবা অস্য বিসর্জ্জনে নাথা কো বেদয়ত আবভূবেতি। যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ সো অঙ্গবেদয় দিবা ন বেদেতি ॥ ৪৩—৪৭ ॥

তস্মাৎসম্ভূতো বিধিরিতি কর্ত্তব্যতারূপস্তস্মৈ নম ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৮ ॥

পরিত্যাগ করুন, আমরা আপনার এই রূপ দর্শনে অত্যন্ত ভীত হইয়াছি ॥ ৪২ ॥ দেবি! পামর অমরগণ আপনার কি স্তুতি করিবে? আপনি স্বয়ং যখন আপনার পরাক্রমের ইয়ত্তা করিতে অক্ষম, তখন আমরা আপনার পশ্চাৎ জন্মগ্রহণ করিয়া কিরূপে তাহা জানিতে পারিব? ॥৪৩—৪৪॥ হে প্রণবাত্মিকে ভুবনেশ্বরি! আমরা আপনাকে নমস্কার করি। দেবি! সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্রেই আপনাকে প্রতিপন্ন করিয়াছে, আমরা আপনার সেই হ্রীংকার-মূর্ত্তিকে নমস্কার করি ॥ ৪৫ ॥ যাঁহা হইতে অগ্নি, যাঁহা হইতে সূর্য্য ও চন্দ্রমা এবং যাঁহা হইতে ওষধি সকল উৎপন্ন হইয়াছে, সেই সর্ব্বাত্মরূপিণীকে নমস্কার ॥ ৪৬ ॥ যাঁহা হইতে সমস্ত দেবতাগণ, সাধ্যগণ, পশুগণ, পক্ষিগণ ও মানবগণ উৎপন্ন হইয়াছে, আমরা সেই সর্ব্বাত্মরূপিণী দেবীর বিরাট্ রূপকে নমস্কার করি ॥ ৪৭ ॥ যাঁহা হইতে প্রাণ ও অপান ব্রীহি ও যব এবং তপস্যা, শ্রদ্ধা, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য ও ইতিকর্ত্তব্যতারূপ বিধি সকল উৎপন্ন হইয়াছে, আমরা সেই সর্ব্বাত্মিকা মহামায়ার মহামূর্ত্তিকে বারংবার নমস্কার করি ॥ ৪৮ ॥ যাঁহা হইতে সপ্ত প্রাণ, সপ্ত দীপ্তি, সপ্ত সমিধ,সপ্ত হোম এবং সপ্তলোক উৎপন্ন হইয়াছে,

যস্মাৎ সমুদ্রা গিরয়ঃ সিন্ধবঃ প্রচরন্তি চ।
যস্মাদোষধয়ঃ সর্ব্বা রসাস্তস্মৈ নমো নমঃ ॥ ৫০ ॥
যস্মাদ্যজ্ঞঃ সমুদ্ভূতো দীক্ষা যূপশ্চ দক্ষিণাঃ।
ঋচো যজূংষি সামানি তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ ॥ ৫১ ॥
নমঃ পুরস্তাৎ পৃষ্ঠে চ নমস্তে পার্শ্বয়োর্দ্বয়োঃ।
অধ ঊর্দ্ধং চতুর্দ্দিক্ষু মাতর্ভূয়ো নমো নমঃ ॥ ৫২ ॥
উপসংহর দেবেশি! রূপমেতদলৌকিকম্।
তদেব দর্শয়াস্মাকং রূপং সুন্দরসুন্দরম্ ॥ ৫৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি ভীতান্ সুরান্ দৃষ্ট্বা জগদম্বা কৃপার্ণবা।
সংহৃত্য রূপং ঘোরং তদ্দর্শয়ামাস সুন্দরম্ ॥ ৫৪ ॥

সপ্তপ্রাণার্চিষ ইতি। প্রাণাশ্চার্চ্চিষশ্চেতি দ্বন্দ্বঃ। সপ্তশীর্ষণ্যাঃ প্রাণাস্তস্মাদেবং ভবন্তীত্যর্থঃ। তেষাঞ্চ সপ্তার্চ্চিষো দীপ্তয়ঃ স্বস্ববিষয়াবদ্যোতনানি। তথা সপ্ত সমিধঃ সপ্তবিষয়াঃ বিষয়ৈর্হি প্রাণাঃ সমিধ্যন্তে। সপ্তহোমাস্তদ্বিষয়বিজ্ঞানানি। যদস্য বিজ্ঞানং তজ্জুহোতীতি শ্রুত্যন্তরাৎ। তথা সপ্তলোকা ইন্দ্রিয়স্থানানি। এতে যস্মাজ্জাতাস্তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ ॥ ৪৯—৫১ ॥

তথাচ শ্রুতির্মুণ্ডকে। যস্মাদগ্নিঃ সমিধো যস্য সূর্য্যঃ। সোমাৎপর্জ্জন্য ওষধয়ঃ প্রজানামিত্যাদি তস্মাদৃচঃ সামযজূংষি দীক্ষা যজ্ঞাশ্চ সর্ব্বে ক্রতবো দক্ষিণাশ্চ সংবৎসরো যজমানশ্চ লোকাঃ সোমো যত্র পবতে যত্র সূর্য্য ইতি ॥ ৫২—৫৪ ॥

আমরা সেই সর্ব্বস্বরূপিণীকে নমস্কার করি ॥ ৪৯ ॥ যাঁহা হইতে সমস্ত সমুদ্র, সমস্ত পর্ব্বত, সমস্ত নদী, সমস্ত ওষধি ও সমস্ত রস উৎপন্ন হইয়াছে, আমরা সেই ভুবনেশ্বরীর বিরাট্ মূর্ত্তিকে নমস্কার করি ॥ ৫০ ॥ যাঁহা হইতে যজ্ঞ, যূপ ও দক্ষিণা এবং ঋক্, যজুঃ ও সামবেদ সমুৎপন্ন হইয়াছে; আমরা মহামায়ার সেই অখিল বিশ্বাত্মক বিরাট্রূপকে নমস্কার করি ॥ ৫১ ॥ মাতর্মহামায়ে! আপনার পুরোভাগে নমস্কার, আপনার পৃষ্ঠভাগে নমস্কার, আপনার উভয় পার্শ্বে নমস্কার, আপনার ঊর্দ্ধভাগে নমস্কার, আপনার অধোভাগে নমস্কার এবং আপনার চারিদিকে বারংবার নমস্কার করিতেছি ॥ ৫২ ॥ দেবি! আপনি, আপনার এই অলৌকিক মহারূপের উপসংহার করিয়া আপনার পরম সুন্দর মনোহর রূপ আমাদিগকে প্রদর্শন করুন ॥ ৫৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! করুণার অর্ণবরূপিণী জগদম্বিকা সুরগণকে ভীত দেখিয়া স্বীয় ঘোরতর বিরাট্ রূপের সংহার করিয়া পরম সুন্দর ভুবনমোহন পূর্ব্বরূপ প্রদর্শন করিলেন ॥ ৫৪ ॥ তাঁহার সর্ব্বশরীর সুকোমল হইল। তিনি এক হস্তে পাশ ও এক হস্তে অঙ্কুশাস্ত্র ধারণ করিলেন। অপর দুই হস্তের মধ্যে এক হস্ত বরদান ও অন্যতর হস্ত অভয়-

পাশাঙ্কুশবরাভীতিধরং সর্ব্বাঙ্গকোমলম্।
করুণাপূর্ণনয়নং মন্দস্মিতমুখাম্বুজম্ ॥ ৫৫ ॥
দৃষ্ট্বা তৎসুন্দরং রূপং তদা ভীতিবিবর্জ্জিতাঃ।
শান্তচিত্তাঃ প্রণেমুস্তে হর্ষগদ্গদনিঃস্বনাঃ ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে জগদম্বায়াবিরাটমূর্ত্তিবর্ণনং নাম ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

(দুর্নিরীক্ষ্যং বিরাড্রূপমুপসংহৃত্য মোহিনীমূর্ত্তিমবলম্ব্যাবস্থিতায়াস্তস্যা ভুবনেশ্বর্য্যাশ্চতুর্ভুজরূপং প্রকাশয়িতুমাহ পাশাঙ্কুশবরাভীতিধরমিতি। সা চ একেন হস্তেন পাশং অপরেণাঙ্কুশং বিভর্ত্তি অবশিষ্টয়োর্দ্ধয়োরেকেন বরমন্যতরেন চাভীতিং দদাতীত্যর্থঃ ॥ ৫৫—৫৬ ॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

দান ভঙ্গিমায় উদ্যত করিলেন। তাঁহার নয়ন দর্শনে বোধ হইল যেন তিনি একেবারে করুণারসে পরিপূর্ণ, মুখপদ্মে ঈষৎ হাস্য বিরাজমান। দেবগণ জগদম্বার তাদৃশ মনোহর মূর্ত্তি দর্শনে আনন্দিত হইলেন এবং হর্ষ-নির্ভর-কণ্ঠে প্রশান্তচিত্তে তাঁহাকে প্রণাম করিতে-লাগিলেন ॥ ৫৫—৫৬ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ-ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে দেবীর বিরাট্রূপ প্রদর্শন নামক ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীদেব্যুবাচ।

ক যূয়ং মন্দভাগ্যা ব�ৈ ক্বেদং রূপং মহাদ্ভুতম্।
তথাপি ভক্তবাৎসল্যাদীদৃশং দর্শিতং ময়া ॥ ১ ॥
ন বেদাধ্যয়নৈর্যোগৈর্ন দানৈস্তপসেজ্যয়া।
রূপং দ্রষ্টুমিদং শক্যং কেবলং মৎকৃপাং বিনা ॥ ২ ॥
প্রকৃতং শৃণু রাজেন্দ্র! পরমাত্মাত্র জীবতাম্।
উপাধিযোগাৎ সম্প্রাপ্তঃ কর্তৃত্বাদিকমপ্যুত ॥ ৩ ॥
ক্রিয়াঃ করোতি বিবিধা ধর্ম্মাধর্ম্মৈকহেতবঃ।
নানাযোনীস্ততঃ প্রাপ্য সুখদুঃখৈশ্চ যুজ্যতে ॥ ৪ ॥
পুনস্তৎ সংস্কৃতিবশান্নানাকর্ম্মরতঃ সদা।
নানাদেহান্ সমাপ্নোতি সুখদুঃখৈশ্চ যুজ্যতে ॥ ৫ ॥

পঞ্চাশৎপদ্যবর্য্যৈস্তু বৈরাগ্যকথনোত্তরম্।
জ্ঞানমেব তু সম্পাদ্যং মোক্ষার্থমিতি কথ্যতে॥

দর্শিতং বিশ্বরূপমনায়াসেন লব্ধমস্মাভিরিতি সহজমস্তীতি ন মন্তব্যমিতি দেবান্ প্রতি ভগবতী প্রাহ ক যূয়মিতি ॥ ১—২ ॥

প্রকৃতমিতি। ব্রহ্মবিদ্যোপদেশপ্রকরণং হি প্রচলিতং পূর্ব্বং মধ্যে দেবৈর্বিশ্বরূপদর্শনার্থং প্রার্থিতা সতী বিশ্বরূপং দর্শয়ামাস। উপসংহৃতে তু বিশ্বরূপে পুনঃ প্রকৃতং যদুপদেশপ্রকরণং তচ্ছৃণ্বিতি হিমালয়ং প্রতি ভগবতীতি বোধ্যম্। পরমাত্মাত্র জীবতামিতি। অমূঢ়ো মূঢ় ইব ব্যবহরমাস্তে মায়য়ৈবেতি শ্রুতেরিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

বৈরাগ্যার্থমাহ ক্রিয়াঃ করোতীতি ॥ ৪ ॥

তৎসংস্কৃতিঃ সুখদুঃখসংস্কারঃ ॥ ৫ ॥

দেবী কহিলেন, সুরগণ! তোমাদের তুল্য অল্পভাগ্য ব্যক্তিগণের পক্ষে আমার এই অদ্ভুত মহৎরূপ দর্শন করা অতীব দুষ্কর, তথাপি ভক্তগণের প্রতি বাৎসল্য হেতু আমি তোমাদিগকে এইরূপ প্রদর্শন করিলাম ॥ ১ ॥ আমার কৃপা ব্যতীত কি বেদাধ্যয়ন, কি যোগ, কি দান, কি যজ্ঞ, কি তপস্যা কোন সাধনেই কোন ব্যক্তি আমার এই মূর্ত্তি দর্শন করিতে পারে না ॥ ২ ॥

গিরিরাজ! এক্ষণে প্রকৃত উপদেশ কথা শ্রবণ কর। (এই মায়াময় সংসারে একমাত্র পরমাত্মাই প্রধান। তিনিই জীবাদি উপাধিযোগে কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বাদি গুণ প্রাপ্ত হইয়া প্রথমতঃ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের হেতুভূত বিবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহার পর নানাযোনি প্রাপ্ত হইয়া কর্ম্মফলানুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন॥ ৩—৪ ॥ পুনর্ব্বার সেই সেই

ঘটীযন্ত্রবদেতস্য ন বিরামঃ কদাপি হি।
অজ্ঞানমেব মূলং স্যাত্ততঃ কামঃ ক্রিয়াস্ততঃ ॥ ৬ ॥
তস্মাদজ্ঞাননাশায় যতেত নিয়তং নরঃ।
এতদ্ধি জন্মসাফল্যং যদজ্ঞানস্য নাশনম্ ॥ ৭ ॥
পুরুষার্থসমাপ্তিশ্চ জীবন্মুক্তদশাপি চ।
অজ্ঞাননাশনে শক্তা বিদ্যৈব তু পটীয়সী ॥ ৮ ॥
ন কর্ম্ম তজ্জং নোপাস্তির্ব্বিরোধাভাবতো গিরে!।
প্রত্যুতাশা জ্ঞাননাশে কর্ম্মণা নৈব ভাব্যতাম্ ॥ ৯ ॥
অনর্থদানি কর্ম্মাণি পুনঃ পুনরুশন্তি হি।
ততো রাগস্ততো দোষস্ততোঽনর্থো মহান্ ভবেৎ ॥ ১০ ॥

এতস্যেতি। এতস্য জন্মমরণপ্রবন্ধরূপস্য সংসারস্য বিরামঃ সমাপ্তিঃ কদাপি নাস্তি। অদ্যপর্য্যন্তমনন্তসৃষ্টিপ্রলয়েষু জাতেষপি জীবসংসারস্য বিদ্যমানত্বাৎ। ইত্থং সংসারস্যানাদিকালপ্রবৃত্তত্বমুপপাদ্য তন্নাশোপায়প্রদর্শনার্থং তন্নিদানমাহ অজ্ঞানমেবেতি। ততঃ কামোঽবিদ্যাত ইচ্ছেত্যর্থঃ। ইচ্ছাতঃ ক্রিয়া ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

যস্মাদজ্ঞানমেব মূলং তস্মাদিত্যর্থঃ এতদ্ধি জন্মেতি। তথাচ শ্রুতিঃ। যো হ্যবিদিত্বাত্মানমস্মাল্লোকাৎপ্রৈতি স কৃপণ ইতি ॥ ৭ ॥

অজ্ঞাননাশনসাধনমাহ বিদ্যৈবেতি ॥ ৮ ॥

তজ্জমজ্ঞানজং কর্ম্ম ন পটীয় ইত্যর্থঃ। তত্র হেতুমাহ বিরোধাভাবত ইতি। ন হ্যন্ধকারোঽন্ধকারং নাশয়তি তদ্বদজ্ঞানজন্যকর্ম্মণোঽপ্যজ্ঞানরূপত্বান্ন তেনাজ্ঞানেন কর্ম্মণাবিরোধ ইত্যর্থঃ। কর্ম্মণা জ্ঞাননাশে আশা নৈব ভাব্যতাং নৈব কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

কর্ম্মণি দোষং বদতি। অনর্থদানীতি ॥ ১০ ॥

যোনির সংস্কারবশে নানাবিধ কর্ম্মে নিরত ও নানাদেহ প্রাপ্ত হইয়া বিবিধ প্রকার সুখ দুঃখে সংযোজিত হন ॥ ৫ ॥ গিরিবর! ঘটিকাযন্ত্রের ন্যায়, জন্মজরা-মরণরূপ এই সংসারপ্রবাহের কদাচই বিরাম নাই, ইহা অনাদি ও অনন্তকাল পর্য্যন্ত নিয়তই প্রবাহিত হইতেছে। অজ্ঞান বা অবিদ্যাই এই সংসারের মূল কারণ। তাহা হইতেই কামনা এবং তাহা হইতেই ক্রিয়া সমূহের উৎপত্তি হইয়া থাকে, সেই ক্রিয়া হইতেই সুখ দুঃখ সংঘটিত হয় ॥৬॥ অতএব অজ্ঞান বিনাশের নিমিত্ত যত্ন করা মানবগণের একান্ত কর্ত্তব্য। গিরিরাজ! অধিক আর কি বলিব, সেই অজ্ঞান বিনাশ করিতে পারিলেই জীবগণের জন্ম সফল হয় ॥৭॥ জীবন্মুক্ত অবস্থা লাভ করিতে পারিলেই জীব পুরুষার্থের চরম সীমায় উপনীত হইতে পারে। একমাত্র বিদ্যাই এই অজ্ঞানবিনাশে পটু ও সমর্থ। যেমন অন্ধকার, অন্ধকারবিনাশে সমর্থ হয় না, সেইরূপ অজ্ঞানজনিত কর্ম্মও অজ্ঞান স্বরূপ; সুতরাং অজ্ঞানজাত কর্ম্ম কখন অজ্ঞানবিনাশে সমর্থ হয় না। অতএব কর্ম্ম দ্বারা অজ্ঞান নাশের আশা করাও কর্ত্তব্য নহে ॥ ৮—৯ ॥ কর্ম্ম সকল একান্ত অনর্থকর, জীবগণ কর্ম্মবশে পুনঃপুনঃ বিষয় কামনা করে। এই কামনা হইতে বিষ-

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন জ্ঞানং সম্পাদয়েন্নরঃ।
কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণীত্যতঃ কর্ম্মাপ্যবশ্যকম্ ॥ ১১ ॥
জ্ঞানাদেব হি কৈবল্যমতঃস্যাত্তৎসমুচ্চয়ঃ।
সহায়তাং ব্রজেৎ কর্ম্ম জ্ঞানস্য হিতকারি চ ॥ ১২ ॥
ইতি কেচিদ্বদন্ত্যত্র তদ্বিরোধান্ন সম্ভবেৎ।
জ্ঞানাদ্ধৃদ্‌গ্রন্থিভেদঃ স্যাদ্ধৃদ্‌গ্রন্থৌ কর্ম্মসম্ভবঃ ॥ ১৩ ॥

অত্র সমুচ্চয়বাদিমতমুত্থাপয়তি কুর্ব্বন্নেবেহেতি। কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমা ইতি শ্রুত্যা যাবজ্জীবং কর্ম্ম বিহিতম্। জ্ঞানাদেব হি কৈবল্যমিতি শ্রুত্যা জ্ঞানমপি সম্পাদ্যত্বেনোক্তং তত্র যাবজ্জীবশ্রুতেঃ সঙ্কোচে প্রমাণাভাবাজ্জ্ঞানং কর্ম্ম চ সমুচ্চয়েন যাবজ্জীবং পুরুষেণাশ্রয়ণীয়মিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

নন্বজ্ঞাননাশে জ্ঞানস্যৈবোপযোগাৎ কর্ম্ম কিং করিষ্যতীতি চেত্তত্রাহ সহায়তামিতি। জ্ঞানস্য সহায়ং ভবিষ্যতি কর্ম্মেত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

তস্মাদ্যাবজ্জীবং কর্ম্মজ্ঞানঞ্চাশ্রয়ণীয়মিতি মতং কেচিদাহুরিত্যাহ ইতি কেচিদিতি। তৎখণ্ডয়তি তদ্বিরোধাদিতি। যদি জ্ঞানোত্তরং কর্ম্ম সম্ভবেত্তদা জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়ো বক্তব্যঃ। স তু নৈব সম্ভবতি। তস্মাদ্যাবজ্জীবশ্রুতেঃ সঙ্কোচো জ্ঞানেন সহাবস্থানবিরোধাদ্‌বলে পতিত ইত্যর্থঃ। ননু কিমিতি কর্ম্মণো জ্ঞানেন সহাবস্থানং ন সম্ভবতি তত্রাহ জ্ঞানাদ্ধৃদ্‌গ্রন্থীতি। হৃদয়স্য গ্রন্থিরন্তঃকরণাত্মদেহতাদাত্ম্যরূপঃ তস্য জ্ঞানেনাত্মসাক্ষাৎকারেণ ভেদো নাশঃ স্যাৎ তস্মিংশ্চ হৃদ্‌গ্রন্থৌ মনুষ্যোঽহং ব্রাহ্মণোঽহং পরলোকেচ্ছাবানহমিত্যাদিরূপে সত্যেব কর্ম্মসম্ভবঃ তাদৃশমধিকারিণমুদ্দিশ্যৈব কর্ম্মবিধানাৎ। তস্মাত্তয়োর্নৈকত্রাবস্থানং সম্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

য়ের প্রতি অনুরাগ, অনুরাগ হইতে দোষ, এবং দোষ হইতে মহান্ অনর্থ সংঘটিত হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥ অতএব জ্ঞান উপার্জ্জন করিবার নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে যত্ন করা মানবগণের একান্ত কর্ত্তব্য। “এই সংসারে কর্ম্ম করিতে করিতে শতবৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে” এই শ্রুতিবাক্য হেতু কর্ম্মও বিহিত ও আবশ্যক এবং “জ্ঞান হইতেই কৈবল্য লাভ হয়” এই শ্রুতিবাক্য হেতু জ্ঞান উপার্জ্জন করাও বিধেয়,) এই উভয়বিধ বিধি থাকায় এবং “যাবজ্জীবন কর্ম্ম করিবে” এই শ্রুতির সঙ্কোচ বিষয়ে প্রমাণ না থাকায়, জ্ঞান ও কর্ম্ম এই উভয়ই সমুচ্চয়রূপে আশ্রয় করা জীবগণের পক্ষে কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতিপাদিত হইতেছে। তাহা হইলে কর্ম্মসমূহ, জ্ঞানের হিতকারী হইয়া সাহায্য করিয়া থাকে সন্দেহ নাই ॥১১-১২॥ কিন্তু এইমত খণ্ডন বিষয়ে কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে, জ্ঞান ও কর্ম্মের পরস্পর বিরোধি ভাব হেতু উভয়ের একত্রাবস্থান সম্ভব হয় না। যদি জ্ঞানের পর কর্ম্ম হইত, তাহা হইলে জ্ঞান ও কর্ম্মের সহাবস্থান সম্ভব হইতে পারিত, তাহাতে জ্ঞানালোক দ্বারা কর্ম্মান্ধকারের বিনাশ সম্ভব হইত, কিন্তু অগ্রে কর্ম্ম এবং তৎপরে জ্ঞান হওয়ায় অভীষ্ট বস্তুর বিনাশ হেতু তাহার সম্ভব হয় না। জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানরূপ হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয়, কিন্তু “আমি মনুষ্য, আমি পরলোকাভিলাষী ব্রাহ্মণ” ইত্যাদি অজ্ঞানজনিত অভিমানরূপ হৃদয়গ্রন্থি বিদ্যমান থাকিলে

যৌগপদ্যং ন সম্ভাব্যং বিরোধাত্তু ততস্তয়োঃ।
তমঃপ্রকাশয়োর্য্যদ্বদ্যৌগপদ্যং ন সম্ভবি ॥ ১৪ ॥
তস্মাৎ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি বৈদিকানি মহামতে!।
চিত্তশুদ্ধ্যং তমেব স্যুস্তানি কুর্য্যাৎপ্রযত্নতঃ ॥ ১৫ ॥
শমো দমস্তিতিক্ষা চ বৈরাগ্যং সত্ত্বসম্ভবঃ।
তাবৎপর্য্যন্তমেব স্যুঃ কর্ম্মাণি ন ততঃ পরম্ ॥ ১৬ ॥
তদন্তে চৈব সংন্যস্য সংশ্রয়েদ্‌গুরুমাত্মবান্।
শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠঞ্চ ভক্ত্যা নির্ব্ব্যাজয়া পুনঃ ॥ ১৭ ॥

তদেব দৃষ্টান্তপুরঃসরং স্পষ্টয়তি যৌগপদ্যমিতি। ততস্তস্মাদ্ধেতোস্তয়োর্জ্ঞানকর্ম্মণোস্তমঃপ্রকাশয়োরিব বিরোধাদ্‌যৌগপদ্যং ন সম্ভবতীতি যাবজ্জীবশ্রুতিরজ্ঞানিবিষয়িকৈবেতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

তর্হি কিয়ৎপর্য্যন্তং বৈদিককর্ম্মমর্য্যাদেতি চেত্তত্রাহ তস্মাৎ সর্ব্বাণীতি। যথা জ্ঞানেন সহ বিরোধাদ্‌যাবজ্জীবশ্রুতেঃ সঙ্কোচস্তথাজ্ঞানাঙ্গেন সহাপি বিরোধাত্তস্যাঃ শ্রুতের্যাবদ্বৈরাগ্যাদিপ্রাপ্তিপর্য্যন্তমিতি সঙ্কোচঃ কর্ত্তব্যঃ। তথাচ চিত্তশুদ্ধ্যন্তমেব কর্ম্মাণি হে মহামতে! সিদ্ধানি তানি প্রযত্নতোঽতিযত্নেন শ্রদ্ধাদিপুরঃসরং চিত্তশুদ্ধিপর্য্যন্তং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

তস্যৈব মর্য্যাদামাহ শম ইতি। শমোঽন্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। দমো বাহেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। তিতিক্ষা শীতোষ্ণাদিসহিষ্ণুত্বম্। বৈরাগ্যমিহামুত্রফলভোগবিরাগঃ। সত্ত্বসম্ভবতোঽন্তঃকরণগতসত্ত্বস্য শুদ্ধিঃ। এতৎসিদ্ধিপর্য্যন্তমেব কর্ম্মাণি ন ততঃপরমিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

তদন্তে কর্ম্মগত্যাস্ত সন্ন্যাসেনৈব কর্ত্তব্যো নান্যথেত্যাহ তদন্তে চৈবেতি। সন্ন্যস্য সন্ন্যাসাশ্রমং গৃহীত্বেত্যর্থঃ। বিধিনা সম্পাদিতকর্ম্মণো বিধিনৈব ত্যাগস্য যুক্তত্বাদিতি ভাবঃ। সন্ন্যস্য শ্রবণং কুর্য্যাদিতি বাক্যাৎ সন্ন্যাসোত্তরং শ্রবণার্থং গুরুমাশ্রয়েৎ। আত্মবান্ স্বাধীনান্তঃকরণ ইত্যর্থঃ। শ্রোত্রিয়মধীতবেদবেদার্থম্। ব্রহ্মনিষ্ঠং ব্রহ্মানুভবিনম্। নির্ব্যাজয়া-নিষ্কপটয়া ভক্ত্যা। তথাচ শ্রুতিঃ। যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মন ইতি ॥ ১৭ ॥

কর্ম্মের সম্ভব হয়, অতএব যেমন বিরোধিভাব হেতু অন্ধকার ও আলোকের একত্রাবস্থান অসম্ভব, সেইরূপ কর্ম্ম ও জ্ঞানের একত্রাবস্থান কোনও রূপে সম্ভব হইতে পারে না ॥১৩-১৪॥ অতএব হে মহামতে! যাবৎ চিত্তশুদ্ধি না হইয়া বৈরাগ্যের উদয় না হয়, তাবৎ যত্নপূর্ব্বক শ্রদ্ধাসহকারে বেদবিহিত কর্ম্মকলাপের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য ॥ ১৫ ॥ যে পর্য্যন্ত শম অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয়-নিগ্রহ, দম অর্থাৎ বাহেন্দ্রিয়-নিগ্রহ, তিতিক্ষা অর্থাৎ শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা, বৈরাগ্য অর্থাৎ ইহপরলোকে ফলভোগ-বিরাগ, সত্ত্বসম্ভব অর্থাৎ অন্তঃকরণগত সত্ত্বশুদ্ধি না হয়, সেই পর্য্যন্তই বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা বিধেয়, তাহার পর আর প্রয়োজন নাই ॥ ১৬ ॥ তাহার পর সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া জ্ঞানলাভের উপায়প্রাপ্তির নিমিত্ত বেদাধ্যয়নসম্পন্ন আত্মবান্ অর্থাৎ সংযতেন্দ্রিয় স্বাধীনান্তঃকরণ, ব্রহ্মনিষ্ঠ অর্থাৎ যোগাবলম্বী ব্রহ্মানুভবকারী গুরুর নিকট গমন পূর্ব্বক অকপট ভক্তিসহকারে তাঁহার আশ্রয়

বেদান্তশ্রবণং কুর্য্যান্নিত্যমেবমতন্দ্রিতঃ।
তত্ত্বমস্যাদিবাক্যস্য নিত্যমর্থং বিচারয়েৎ॥ ১৮॥
তত্ত্বমস্যাদিবাক্যন্তু জীবব্রহ্মৈক্যবোধকম্‌।
ঐক্যে জ্ঞাতে নির্ভয়স্তু মদ্রূপো হি প্রজায়তে॥ ১৯॥
পদার্থাবগতিঃ পূর্ব্বং বাক্যার্থাবগতিস্ততঃ।
তৎপদস্য চ বাচ্যার্থো গিরেঽহং পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ২০॥
ত্বং পদস্য চ বাচ্যার্থো জীব এব ন সংশয়ঃ।
উভয়োরৈক্যমসিনা পদেন প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥ ২১॥
বাচ্যার্থয়োর্ব্বিরুদ্ধত্বাদৈক্যং নৈবং ঘটেত হ।
লক্ষণাতঃ প্রকর্ত্তব্যা তত্ত্বমোঃ শ্রুতিসংস্থয়োঃ॥ ২২॥

গুরুমাশ্রিত্য বেদান্তশ্রবণং নিত্যমতন্দ্রিতো নামালস্যাদিদোষশূন্যঃ কুর্য্যাদিত্যাহ বেদান্তশ্রবণমিতি॥ ১৮॥

কিং তদ্বাক্যবিচারেণ ফলং ভবতি তত্রাহ তত্ত্বমস্যাদীতি। মদ্রূপোহীতি ব্রহ্মবিদ্‌ব্রহ্মৈব ভবতীতি শ্রুতেরিত্যর্থঃ॥ ১৯॥

কথং বাক্যং বিচারণীয়মিতি চেত্তত্রাহ পদার্থাবগতিরিতি। বাক্যার্থজ্ঞানং প্রতিপদার্থজ্ঞানস্য কারণত্বাৎ পূর্ব্বং পদপদার্থং বিচারয়েদিত্যর্থঃ। তর্হি কোঽসাবত্র পদার্থস্তত্রাহ তৎপদস্যেতি। হে গিরে! পর্ব্বত! তত্ত্বমসীতি বাক্যস্থং যত্তৎপদং তস্যার্থোঽহং সর্ব্বেশ্বরী পরিকীর্ত্তিতঃ। তৎপদং ভুবনেশ্বর্য্যাঃ ষড়্‌গুণৈশ্বর্য্যসম্পন্না যা মম বাচকমিত্যর্থঃ॥ ২০॥

ত্বং পদন্তু জীববাচকমিত্যাহ ত্বং পদস্যেতি। উভয়োর্জীবেশ্বরয়োরৈক্যমসি পদেনোচ্যত ইত্যাহ উভয়োরিতি॥ ২১॥

নন্বু জীবেশ্বরয়োরত্যন্তবিরুদ্ধধর্ম্মবতোঃ কথং শ্রুত্যাভেদ প্রতিপাদ্যতে ইতি চেন্তাগত্যাগলক্ষণয়েত্যাহ বাচ্যার্থয়োরিতি। বাচ্যার্থয়োর্জীবেশ্বরয়োর্বিরুদ্ধধর্ম্মবত্ত্বাদিত্যর্থঃ। জীবস্যাসর্ব্বজ্ঞত্বপরিচ্ছিন্নত্বাদয়ো নিকৃষ্টধর্ম্মাঃ। ঈশ্বরস্য সর্ব্বজ্ঞত্বব্যাপকত্বাদয় উৎকৃষ্টধর্ম্মাঃ।

গ্রহণ করিবে॥ ১৭॥ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন এই তিনটি ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অতএব আলস্যাদি দোষরহিত হইয়া সেই গুরুর নিকট নিত্যই বেদান্ত শ্রবণ করিবে। তাহাতে সততই "তৎ ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্যের অর্থ বিচার করা কর্ত্তব্য॥১৮॥ "তৎ ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্য জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য বোধক। ব্রহ্মের ঐক্য সম্পাদন হইলেই জীব নির্ভয় হইয়া আমার স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়॥ ১৯॥ প্রথমে পদ ও পদার্থ জ্ঞান করিয়া তদনন্তর বিচারদ্বারা বাক্যার্থ অবগত হইবে। গিরিবর! বুধগণ কহিয়া থাকেন যে, ব্রহ্মরূপিণী আমিই তৎপদের বাচ্যার্থ, ত্বং পদের বাচ্যার্থ জীব, এবং জীব ও ব্রহ্ম এই উভয়ের একতাই "অসি" পদের বাচ্যার্থ, তাহাতে আর সংশয় নাই॥ ২০—২১॥ শ্রুতিসংস্থিত তৎ ও ত্বং এই পদদ্বয়ের বাচ্যার্থের বিরুদ্ধভাব হেতু অর্থাৎ তৎপদের বাচ্যার্থ পরমাত্মার সর্ব্বজ্ঞতা ও ব্যাপকতাদি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম এবং ত্বং পদের বাচ্যার্থ জীবাত্মার

চিন্মাত্রস্তু তয়োর্লক্ষ্যং তয়োরৈক্যস্য সম্ভবঃ ।
তয়োরৈক্যং তথা জ্ঞাত্বা স্বাভেদেনাদ্বয়ো ভবেৎ ॥ ২৩ ॥
দেবদত্তঃ স এবায়মিতি বল্লক্ষণা স্মৃতা ।
স্থূলাদিদেহরহিতো ব্রহ্ম সম্পদ্যতে নরঃ ॥ ২৪ ॥
পঞ্চীকৃতমহাভূতসম্ভূতঃ স্থূলদেহকঃ ।
ভোগালয়ো জরাব্যাধিসংযুতঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ॥ ২৫ ॥
মিথ্যাভূতোঽয়মাভাতি স্ফুটং মায়াময়ত্বতঃ ।
সোঽয়ং স্থূল উপাধিঃ স্যাদাত্মনো মে নগেশ্বর ! ॥ ২৬ ॥

তথাচ বিরুদ্ধধর্ম্মবিশিষ্টয়োস্তয়োরৈক্যমভেদো নৈব ঘটেত হ ইদং সত্যমিত্যর্থঃ। তর্হি কথমভেদঃ প্রতিপাদ্যত ইতি চেত্তত্রাহ লক্ষণাত ইতি। যতো বিরুদ্ধয়োরৈক্যং ন ঘটতে তস্মাচ্ছ্রুতিস্থয়োস্তত্ত্বমোস্তত্ত্বং পদয়োর্লক্ষণা কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

নমু কস্মিন্নর্থে লক্ষণা কর্ত্তব্যতা তত্রাহ চিন্মাত্রস্থিতি। সর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্টং ব্রহ্মচৈতন্য-মীশ্বরঃ। অসর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্টং ব্রহ্মচৈতন্যং জীবঃ। তত্র ধর্ম্মদ্বয়ং বিহায় চিন্মাত্রমেব ভাগ-ত্যাগলক্ষণয়া গ্রাহ্যম্। তস্মিন্ গৃহীতে তয়োর্লক্ষণার্থয়োরৈক্যস্য সম্ভবোঽস্তীত্যর্থঃ। নমু তাদৃশাভেদজ্ঞানেন কিং ভবিষ্যতি তত্রাহ তয়োরিতি। স্বাভেদেন তয়োরৈক্যং জ্ঞাত্বাদ্বয়ো ভবেদিদং মহাফলমস্তীতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥

নমু লোকে ভাগত্যাগলক্ষণা ক দৃষ্টেতি চেত্তত্রাহ দেবদত্তঃ স এবেতি। সোঽয়ং দেব-দত্ত ইত্যত্র তৎকালবিশিষ্টদেবদত্তস্যৈতৎকালবিশিষ্টদেবদত্তস্য ভেদেঽপি তৎকালবৈশিষ্ট্যে-তৎকালবৈশিষ্ট্যরূপধর্ম্মদ্বয়ত্যাগেনাবিরুদ্ধাং ব্যক্তিং ভাগত্যাগলক্ষণয়া গৃহীত্বা ভেদপ্রত্য-ভিজ্ঞা ক্রিয়তে ইতি তত্র লক্ষণা স্মৃতা দৃষ্টেত্যর্থঃ। অনেনানুভবেন স্থূলাদিদেহত্রয়রহিতো ভবতীত্যাহ স্থূলাদীতি ॥ ২৪ ॥

দেহত্রয়ং স্পষ্টয়তি পঞ্চীকৃতেতি ॥ ২৫ ॥

অসর্ব্বজ্ঞতা ও পরিচ্ছিন্নতাদি নিকৃষ্ট ধর্ম্ম, এইরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মবিশিষ্টত্ব হেতু উভয়ের ঐক্য সংঘটন হয় না, অতএব ঐ উভয়ের ঐক্যসংঘটনের নিমিত্ত ভাগলক্ষণা ও ত্যাগলক্ষণা স্বীকার করা কর্ত্তব্য ॥ ২২ ॥ সর্ব্বজ্ঞতাদিবিশিষ্ট ব্রহ্মচৈতন্যই পরমাত্মা এবং অসর্ব্বজ্ঞতাদি বিশিষ্ট ব্রহ্মচৈতন্যই জীবাত্মা। তাহাতে উভয়ের ধর্ম্মদ্বয় পরিত্যাগ করিয়া ভাগ ও ত্যাগ-লক্ষণা দ্বারা "চৈতন্য মাত্র" গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলেই উভয়ের লক্ষ্যার্থের ঐক্য সম্ভব হইবে। সেইরূপে স্ব স্ব অভেদ দ্বারা ঐক্য জানিয়া অদ্বয় অর্থাৎ অদ্বৈত ব্রহ্মস্বরূপ হইবে ॥ ২৩ ॥ ভাগ ও ত্যাগ লক্ষণার উদাহরণ যথা,—'সেই এই দেবদত্ত' এইরূপ বলিলে তৎকাল দৃষ্ট দেবদত্ত এবং বর্ত্তমান কালদৃষ্ট দেবদত্ত এইরূপ অর্থ বুঝায়, তাহাতে তৎকাল বিশিষ্টত্ব ও বর্ত্তমান কালবিশিষ্টত্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে এক দেবদত্ত ব্যক্তিরূপ দেহপিণ্ড এই অর্থ বোধ হয়। এইরূপে নরগণ (জীব) স্থূলাদি দেহ বিরহিত হইয়া ব্রহ্মচৈতন্যের স্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥ পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত হইতে স্থূলদেহের উৎপত্তি হয়, এই স্থূলদেহ সমস্ত কর্ম্মভোগের আয়তন এবং জরা ও ব্যাধিসংযুক্ত। এই দেহ মায়াময়,

জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়যুতং প্রাণপঞ্চকসংযুতম্।
মনোবুদ্ধিযুতঞ্চৈতৎ সূক্ষ্মং তৎকবয়ো বিদুঃ ॥ ২৭ ॥
অপঞ্চীকৃতভূতোত্থং সূক্ষ্মদেহোঽয়মাত্মনঃ।
দ্বিতীয়োঽয়মুপাধিঃ স্যাৎ সুখাদেরববোধকঃ ॥ ২৮ ॥
অনাদ্যনির্ব্বাচ্যমিদমজ্ঞানন্তু তৃতীয়কঃ।
দেহোঽয়মাত্মনো ভাতি কারণাত্মা নগেশ্বর!।
উপাধিবিলয়ে জাতে কেবলাত্মাবশিষ্যতে ॥ ২৯ ॥
দেহত্রয়ে পঞ্চকোশা অন্তস্থাঃ সন্তি সর্ব্বদা।
পঞ্চকোশপরিত্যাগে ব্রহ্মপুচ্ছং হি লভ্যতে ॥ ৩০ ॥
নেতি নেতীত্যাদিবাক্যৈর্ম্মম রূপং যদুচ্যতে ॥ ৩১ ॥

ন জায়তে ম্রিয়তে তৎকদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ন বভুব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ৩২ ॥

মিথ্যাত্বে হেতুঃ মায়াময়ত্বত ইতি ॥ ২৬—২৭ ॥

অন্তঃকরণে সুখদুঃখাদেরববোধক ইত্যুক্তম্ ॥ ২৮—২৯ ॥

দেহত্রয় ইতি। স্থূলসূক্ষ্মকারণদেহত্রয়মধ্যে এবং পঞ্চকোশা অন্নময়প্রাণময়মনোময়-বিজ্ঞানময়ানন্দময়াখ্যা অন্তর্ভূতা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

ততশ্চ দেহত্রয়ত্যাগেন পঞ্চকোশত্যাগে সতি ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি শ্রুত্যুক্তং বস্তু লভ্যত ইত্যর্থঃ। তদেব ব্রহ্ম নেতি নেতীত্যাদি বাক্যৈঃ সর্ব্বনিষেধাবধিত্বেনোচ্যত ইত্যর্থঃ ॥৩১॥

অতএব মিথ্যা বলিয়া পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। হে অচলেশ্বর! ইহা আত্মরূপিণী আমার স্থূল উপাধি বলিয়া জানিবে ॥ ২৫—২৬ ॥ বুধগণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণবায়ু, এবং মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশকে সূক্ষ্মদেহ বলিয়া থাকেন। পরমাত্মার এই দেহ অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত হইতে উৎপন্ন হয়, এই দেহ দ্বারা অন্তঃকরণে সুখ দুঃখাদির বোধ হয়, ইহা আত্মার দ্বিতীয় উপাধি ॥ ২৭—২৮ ॥ অনাদি ও অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞান, আত্মার তৃতীয় দেহ, ইহাকে কারণ দেহ কহে; ইহাও আমার তৃতীয় উপাধি জানিবে। এই উপাধি সকল বিলয় পাইলে কেবল ব্রহ্মচৈতন্যরূপ পরমাত্মাই অবশিষ্ট থাকেন ॥ ২৯ ॥ এই স্থূল ও সূক্ষ্ম কারণ দেহত্রয়ের মধ্যে অন্নময়, প্রাণময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পঞ্চকোশ সর্ব্বদাই অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। এই পঞ্চকোশ পরিত্যাগ করিলে ব্রহ্মপুচ্ছ লাভ হয়। তাহাই ব্রহ্ম এবং এই ব্রহ্মই আমার স্বরূপ। এই ব্রহ্মই "তন্ন তন্ন" তাহা ব্রহ্ম নহে, তাহা ব্রহ্ম নহে, ইত্যাদি বাক্য দ্বারা সর্ব্বনিষেধের অবধিস্বরূপ

হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥ ৩৩॥

অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়া-
নাত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো
ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমস্য॥ ৩৪॥

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥ ৩৫॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্ম্মনীষিণঃ॥ ৩৬॥

ইদং যদ্‌ব্রহ্মরূপং তন্ন জায়তে নোৎপদ্যতে। ন বা ম্রিয়তে তথায়মাত্মা ভূত্বা ন বভূব। কিন্তু অনুৎপন্নো নিরন্তরং বভূবৈবেত্যর্থঃ। তত্র হেতুরজোনিত্য ইত্যাদি। বিকারত্রয়নিষেধেন ষড়্‌ভাববিকারা অপি প্রত্যাখ্যাতা বেদিতব্যাঃ॥ ৩২—৩৩॥

অণোরিতি। অণুতোঽপ্যণুতরঃ। মহতো ব্যোমাদেরপি মহত্তরঃ। গুহায়াং বুদ্ধৌ নিহিতঃ স্থাপিতস্তত্রানুভবাৎ। তস্যাত্মনো মহিমানন্তং ধাতুপ্রসাদাচ্চিত্তপ্রসাদাদক্রতুঃ সঙ্কল্পবিকল্পরহিতঃ পশ্যতি। ততো বীতশোকো ভবতীত্যর্থঃ॥ ৩৪॥

অথ কঠবল্ল্যুক্তরথরূপকল্পনামাহ আত্মানমিতি। রথিনং রথস্বামিনমাত্মানং বিদ্ধি শরীরমেব রথং বিদ্ধি মনঃপ্রগ্রহমশ্বাকর্ষণরজ্জুভূতং বিদ্ধি॥ ৩৫॥

ইন্দ্রিয়াণ্যেব হয়াস্তস্মিন্‌রথে বিদ্বাংস আহুঃ। গোচরান্ গন্তব্যমার্গান্ বিষয়ানাহুর্বিষয়েষ্বেব নিরন্তরমস্য গমনাৎ। রথিনঃ পূর্ব্বোক্তস্য বিশিষ্টং রূপমাহ আত্মেন্দ্রিয়েতি। আত্মা

জানিও॥৩০—৩১॥ এই পরব্রহ্মরূপ পরমাত্মার কখনও জন্ম বা মরণ হয় না, এবং ইনি জন্মাইয়া বিদ্যমান থাকেন না, কিন্তু উৎপন্ন না হইয়া নিরন্তর বিদ্যমান আছেন। কারণ ইনি অজ, নিত্য, সনাতন ও পুরাতন এবং শরীর বিনষ্ট হইলেও ইনি কদাচই বিনষ্ট হন না॥৩২॥ যে ব্যক্তি হন্তা হয়, সেই হনন করিতে মনন করিয়া থাকে, যে ব্যক্তি হত হয়, সেই নিহত হইতে মনন করে, হন্তা ও হত এই উভয় ব্যক্তি জানে না যে, সেই আত্মবস্তু কাহাকেও হনন করেন না, এবং কাহারও কর্ত্তৃক আপনিও নিহত হন না॥ ৩৩॥ সূক্ষ্ম অপেক্ষা সূক্ষ্মতর এবং মহান্ হইতেও মহত্তর আত্মা জীবগণের বুদ্ধিতে নিহিত রহিয়াছেন। যাঁহার চিত্তশুদ্ধি হয় এবং যিনি সঙ্কল্প বিকল্প বিরহিত হন, সেই ব্যক্তিই ইহাকে এবং ইহার মহিমা অবগত হইয়া আর কখনও শোক দুঃখের ভাজন হন না॥ ৩৪॥ এই আত্মা রথী, শরীর রথ, বুদ্ধি সারথি, মন মুখরজ্জু (লাগাম) এবং ইন্দ্রিয়গণকে অশ্ব বলিয়া জানিবে॥৩৫॥ বিষয় অর্থাৎ প্রদেশরূপ গন্তব্য মার্গ সকল বা ভোগ্যবস্তু সকল ঐ ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বের গোচর হইয়া থাকে। মনীষিগণ কহেন যে, আত্মা অর্থাৎ চিদাভাস, ইন্দ্রিয় ও মনোযুক্ত

যস্ত্ববিদ্বান্ ভবতি চামনস্কশ্চ সদাশুচিঃ।
ন তৎপদমবাপ্নোতি সংসারঞ্চাধিগচ্ছতি॥ ৩৭॥
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
স তু তৎপদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে॥ ৩৮॥
বিজ্ঞানসারথির্য্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি মদীয়ং যৎপরং পদম্॥ ৩৯॥
ইত্থং শ্রুত্যা চ মত্যা চ নিশ্চিত্যাত্মানমাত্মনা।
ভাবয়েন্মামাত্মরূপাং নিদিধ্যাসনতোঽপি চ॥ ৪০॥
যোগবৃত্তেঃ পুরা স্বস্মিন্ ভাবয়েদক্ষরত্রয়ম্।
দেবীপ্রণবসংজ্ঞস্য ধ্যানার্থং মন্ত্রবাচ্যয়োঃ॥ ৪১॥

চিদাভাসঃ ইন্দ্রিয়াণি মনশ্চেত্যেতত্ত্রিতয়বিশিষ্টং কূটস্থমিতি শেষঃ। অর্থাত্তং তাদৃশং কূটস্থং ভোক্তেত্যাহুর্ভোক্তারং রথিনমাহুরিত্যর্থঃ। ইতি শব্দেন কর্ম্মদ্বয়াভিধানাদ্দ্বিতীয়াভাবঃ॥৩৬॥

এবং সতি যস্তু পুরুষোঽবিদ্বানবিবেকী ভবতি অমনস্কোঽস্বাধীনমনাশ্চ ভবতি সদাশুচিশ্চ সৎকর্ম্মরহিত ইত্যর্থঃ। স পুরুষো ন তৎপদং পরমাত্মপদং প্রাপ্নোতি কিং তর্হি সংসারঞ্চাধিগচ্ছতি সংসারং প্রত্যেব গচ্ছতীত্যর্থঃ॥ ৩৭॥

যস্তু তদ্বিপরীতো ভবতি তত্রাহ যস্ত্বিতি। যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে তৎপদমিত্যর্থঃ॥ ৩৮॥

কিং তৎপদং তদাহ বিজ্ঞানসারথিরিতি। মদীয়ং যৎপরমং পদম্ পদ্যতে জ্ঞানিভিঃ প্রাপ্যতে যন্মদীয়ং পরমং রূপং সচ্চিদানন্দঘনং তৎপরমং পদমিত্যর্থঃ॥ ৩৯॥

উপসংহরতি ইত্থমিতি। শ্রুত্যা বেদান্তশ্রবণেন। মত্যা শ্রুতস্য মননেন নিশ্চিত্য সংশয়বিপর্য্যাসরহিতং পরোক্ষতো জ্ঞাত্বা সাক্ষাৎকারার্থমাত্মনান্তঃকরণেনাত্মরূপাং মাং নিদিধ্যাসনত একাগ্রচিত্তবৃত্ত্যা ভাবয়েদিত্যন্বয়ঃ॥ ৪০॥

ইত্থং নিদিধ্যাসনাভ্যাসেন যদা সমাধিযোগ্যতা চিত্তস্য ভবতি তদা সমাধেঃ পূর্ব্বমিত্থং ধ্যানং কৃত্বা সমাধিং কুর্য্যাদিত্যাহ যোগবৃত্তেরিতি। সমাধিবৃত্তেঃ পুরা পূর্ব্বং স্বস্মিন্ শরীরে

কূটস্থ চৈতন্যই ভোক্তা বা রথী হইয়া থাকেন॥ ৩৬॥ যাঁহার বিবেক বুদ্ধির উদয় হয় নাই, যাঁহার মন বিষয় সমূহের অধীন, যে ব্যক্তি সর্ব্বদাই অশুচি অর্থাৎ সৎকার্য্যরহিত, সেই পুরুষ কখন পরমাত্মপদ প্রাপ্ত হয় না, সে পুনর্ব্বার জন্মজরা-মরণাদি দুঃখসঙ্কুল সংসার প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই॥ ৩৭॥ যিনি বিবেকবান্ স্বাধীনচেতা ও বিশুদ্ধচিত্ত হইতে পারেন, তিনিই পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাঁহাকে এই দুঃসহ দুঃখসঙ্কুল সংসারে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না॥ ৩৮॥ বিবেক যাঁহার সারথি হয় এবং যিনি মনরূপ মুখরশ্মি দ্বারা ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণকে বিহিত মার্গে সঞ্চালিত করিতে পারেন, তিনিই এই সংসার সমুদ্রের পর পার গমনে সমর্থ হইয়া আমার সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরম পদ প্রাপ্ত হইতে পারেন, সন্দেহ নাই॥ ৩৯॥ এইরূপে বেদান্ত শ্রবণ, আত্মার মনন ও আপন অন্তঃকরণ দ্বারা পরোক্ষ আত্মার নিশ্চয় করিয়া আত্ম-সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত নিদিধ্যাসন অর্থাৎ ধারাবাহিক ধ্যান দ্বারা আত্মরূপিণী আমাকে নিয়তই ভাবনা করিবে॥ ৪০॥

হকারঃ স্থূলদেহঃ স্যাদ্রকারঃ সূক্ষ্মদেহকঃ।
ঈকারঃ কারণাত্মাসৌ হ্রীঙ্কারোঽহং তুরীয়কম্ ॥ ৪২ ॥
এবং সমষ্টিদেহেঽপি জ্ঞাত্বা বীজত্রয়ং ক্রমাৎ।
সমষ্টিব্যষ্ট্যোরেকত্বং ভাবয়েন্মতিমান্নরঃ ॥ ৪৩ ॥
সমাধিকালাৎ পূর্ব্বন্তু ভাবয়িত্বৈবমাদৃতঃ।
ততো ধ্যায়েন্নিলীনাক্ষো দেবীং মাং জগদীশ্বরীম্ ॥ ৪৪ ॥
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ।
নিবৃত্তবিষয়াকাঙ্ক্ষো বীতদোষো বিমৎসরঃ ॥ ৪৫ ॥
ভক্ত্যা নির্ব্ব্যাজয়া যুক্তো গুহায়াং নিঃস্বনে স্থলে।
হকারবিশ্বমাত্মানং রকারে প্রবিলাপয়েৎ ॥ ৪৬ ॥

দেবীপ্রণবসংজ্ঞস্য মায়াবীজমন্ত্রস্যাক্ষরত্রয়ং বক্ষ্যমাণং ভাবয়েৎ মন্ত্রবাচ্যয়োর্ম্মায়াবীজমন্ত্রা-র্থয়োঃ সমষ্টিব্যষ্ট্যোর্ধ্যানার্থমিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

তদেবাক্ষরত্রয়ং তদ্দেবতাভাবনাস্থানানি চাহ হকার ইতি। কারণাত্মা কারণদেহরূপ ঈকার ইত্যর্থঃ। হ্রীঙ্কারোঽহং তুরীয়কম্। অহং যত্তুরীয়কং তদ্ধ্রীঙ্কারবাচ্যমিত্যর্থ ইতি দেবীবাক্যমেতৎ। তুরীয়স্য বাচকো হ্রীঙ্কার ইতি যাবৎ ॥ ৪২ ॥

যথা ব্যষ্টিদেহেঽক্ষরত্রয়ভাবনা কৃতা তথৈব সমষ্টিদেহেঽপি কর্ত্তব্যেত্যাহ এবং সমষ্টীতি। অক্ষরত্রয়ভাবনাং কৃত্বা সমষ্টিব্যষ্ট্যোঃ পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডয়োরেকত্বন্যায়েনৈকত্বং ভাবয়েদিত্যাহ সমষ্টিব্যষ্ট্যোরিতি ॥ ৪৩ ॥

ইত্থং প্রথমতো ভাবনাং কৃত্বা ততো দেবীং ধ্যায়েদিত্যাহ সমাধীতি ॥ ৪৪ ॥

সমাধিসামগ্রীমাহ প্রাণাপানাবিতি। সমৌ কৃত্বা প্রাণায়ামাভ্যাসেনেত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

বিলাপনপ্রকারমাহ হকারং বিশ্বমিতি। বিশ্বং বৈশ্বানরাত্মকমিত্যর্থঃ। বিশ্বশব্দস্য বৈশ্বানরোপলক্ষণত্বাৎ। এবমুত্তরত্রাপি। রকারে ইতি। রকারবাচ্যে সূক্ষ্মদেহে হকারবাচ্যং স্থূলদেহং বিলাপয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

এইরূপে নিদিধ্যাসনের অভ্যাস দ্বারা যখন চিত্তের সমাধি যোগ্যতা হইবে, তখন অর্থাৎ সমাধির পূর্ব্বে দেবী-প্রণব নামক মায়াবীজ মন্ত্রের অক্ষর ত্রয় সমষ্টি ও ব্যষ্টির ধ্যানের নিমিত্ত বক্ষ্যমাণরূপে চিন্তা করিবে। যথা—হকার স্থূলদেহ, রকার সূক্ষ্মদেহ এবং ঈকার কারণদেহ এবং তুরীয় ব্রহ্মরূপিণী আমি বিন্দুরূপে অবস্থিতি করিতেছি ॥৪১—৪২॥ এইরূপে ব্যষ্টিদেহের চিন্তার পর মতিমান্ ব্যক্তিগণ উক্ত বীজত্রয় সমষ্টি দেহেও চিন্তা করিয়া ব্যষ্টি ও সমষ্টির একত্ব ভাবনা করিবে ॥ ৪৩ ॥ সমাধির পূর্ব্ব সময়ে যত্ন পূর্ব্বক এইরূপ ভাবনার পর লোচনদ্বয় নিমীলিত করিয়া জগদীশ্বরী দ্যোতনরূপা ব্রহ্মরূপিণী আমাকে ধ্যান করিবে ॥ ৪৪ ॥ হে নগেন্দ্র! সমস্ত বিষয় বাসনা হইতে নিবৃত্ত, মৎসরবিহীন ও দোষ বর্জ্জিত হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রাণায়ামের অভ্যাস দ্বারা প্রাণ ও অপান বায়ুর সমতা সম্পাদন পূর্ব্বক অকপট ভক্তিসহকারে, (ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সুষুম্না নাড়ীতে বিশুদ্ধ স্ফটিক তুল্য মৃণালের

রকারং তৈজসং দেবমীকারে প্রবিলাপয়েৎ।
ঈকারং প্রাজ্ঞমাত্মানং হ্রীংকারে প্রবিলাপয়েৎ ॥ ৪৭ ॥
বাচ্যবাচকতাহীনং দ্বৈতভাববিবর্জ্জিতম্‌।
অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং ভাবয়েত্তচ্ছিখান্তরে ॥ ৪৮ ॥
ইতি ধ্যানেন মাং রাজন্‌! সাক্ষাৎকৃত্য নরোত্তমঃ।
মদ্রূপ এব ভবতি দ্বয়োরপ্যেকতা যতঃ ॥ ৪৯ ॥
যোগযুক্ত্যানয়া দৃষ্ট্বা মামাত্মানং পরাৎপরম্‌।
অজ্ঞানস্য স কার্য্যস্য তৎক্ষণে নাশকো ভবেৎ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং সপ্তমস্কন্ধে মোক্ষজ্ঞানোৎপত্তিবর্ণনং নাম চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

ঈকারে তদ্বাচ্যে কারণদেহে সূক্ষ্মদেহং বিলাপয়েদিত্যর্থঃ। হ্রীঙ্কারে হ্রীঙ্কারবাচ্যে ব্রহ্মণি ঈকারবাচ্যং কারণদেহং বিলাপয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

তচ্ছিখান্তরে চৈতন্যাগ্নিদীপশিখান্তরে ইত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। তস্যাঃ শিখায়া মধ্যে পরমাত্মা ব্যবস্থিত ইতি ॥ ৪৮ ॥

এবং ধ্যানেন সাক্ষাৎকারো ভবতি তেন চ মদ্রূপ এব ভবতীত্যাহ ইতি ধ্যানেনেতি ॥ ৪৯ ॥

দৃষ্ট্বা নাশকো ভবেদিত্যন্বয়ঃ। বিস্তরস্তু মৎকৃতদেবীগীতাবৃহট্টীকায়াং দ্রষ্টব্যঃ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্তঃস্থিত তন্তুর ন্যায় যে তত্ত্ব আছে তদ্দ্বারা নাদের উৎপত্তি হয়) সেই নিঃস্বনস্থানে বৈশ্বানরাত্মক হকার বাচ্য স্থূলদেহ রকার বাচ্য সূক্ষ্মদেহে বিলীন করিয়া রকাররূপ তৈজসদেবকে ঈকার বাচ্য কারণ দেহে বিলয় পাওয়াইয়া ঈকাররূপ প্রাজ্ঞদেবকে হ্রীঙ্কারে বিলীন করিবে। অনন্তর বাচ্যবাচকতাবিহীন, দ্বৈতভাব-বর্জ্জিত সচ্চিদানন্দরূপ অখণ্ড পরমাত্মাকে চৈতন্যাগ্নি দীপ শিখার মধ্যে ভাবনা করিবে ॥ ৪৫—৪৮ ॥ গিরিরাজ! নরোত্তম ব্যক্তিগণ এইরূপ ধ্যান দ্বারা জীবব্রহ্মের একতা সম্পাদন পুরঃসর আমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া আমার স্বরূপতা লাভ করিয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥ হে অচলেন্দ্র! সেই দৃঢ়চিত্ত বুদ্ধিমান্‌ মনীষিগণ এইরূপ যোগানুষ্ঠান দ্বারা পরাৎপর পরমাত্মরূপিণী আমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তৎক্ষণাৎ সমস্ত কার্য্য সহিত অজ্ঞানের বিনাশ করিয়া থাকেন ॥ ৫০ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে মোক্ষার্থজ্ঞানোৎপাদন বর্ণন নামক চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

হিমালয় উবাচ।

যোগং বদ মহেশানি! সাঙ্গং সম্বিৎপ্রদায়কম্।
কৃতেন যেন যোগ্যোঽহং ভবেয়ং তত্ত্বদর্শনে॥ ১॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

ন যোগো নভসঃ পৃষ্ঠে ন ভূমৌ ন রসাতলে।
ঐক্যং জীবাত্মনোরাহুর্যোগং যোগবিশারদাঃ॥ ২॥
তৎপ্রত্যূহাঃ ষড়াখ্যাতা যোগবিঘ্নকরানঘ!।
কামক্রোধৌ লোভমোহৌ মদমাৎসর্য্যসংজ্ঞকৌ॥ ৩॥
যোগাঙ্গৈরেব ভিত্ত্বা তান্ যোগিনো যোগমাপ্নুয়ুঃ।
যমং নিয়মমাসনপ্রাণায়ামৌ ততঃপরম্॥ ৪॥

অর্দ্ধাধিকদ্বিষষ্ঠ্যা তু শ্লোকানামত্র সাদরম্।
যোগস্য মন্ত্রসিদ্ধেশ্চ সাধনং সম্যগুচ্যতে॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে যোগযুক্ত্যানয়া দৃষ্ট্বা মামাত্মানং পরাৎপরমিতি বাক্যেনাত্মদর্শনে যোগস্য সাধনত্বমুক্তং তত্র কীদৃশো যোগ ইতি পৃচ্ছতি যোগং বদেতি। সম্বিৎপ্রদায়কং ব্রহ্মাকার-সম্বিৎসাধনমিত্যর্থঃ॥ ১॥

ঐক্যমিতি। জীবাত্মনোরৈক্যমভেদবিষয়কবৃত্তির্যা সা যোগশব্দেনোচ্যত ইত্যর্থঃ॥ ২॥

তৎপ্রত্যূহাস্তস্যাবৃত্তেঃ শত্রবঃ কে তে ষট্ তদাহ কামক্রোধাবিতি। এতে পদার্থাঃ প্রসিদ্ধা এব॥ ৩॥

যোগাঙ্গৈরিতি। যোগাঙ্গৈর্যমনিয়মাদিভির্বক্ষ্যমাণৈঃ প্রথমস্তাঞ্ছত্রূন্ ভিত্ত্বা নাশয়িত্বা-নন্তরং যোগিনো যোগং তাং বৃত্তিং প্রাপ্নুয়ুরিত্যর্থঃ। যোগাঙ্গান্যাহঃ যমমিতি॥ ৪—৫॥

হিমালয় কহিলেন, মহেশ্বরি! মোক্ষকামী মনীষিগণ যে যোগ দ্বারা সম্বিৎ লাভ করিয়া থাকেন, সর্ব্বাঙ্গ-সমম্বিত সেই যোগের বিষয় কীর্ত্তন করুন। কারণ, আমি সেই যোগানুষ্ঠান করিয়া আত্মতত্ত্ব দর্শনে যোগ্য হইতে পারিব॥ ১॥

দেবী কহিলেন, নগপতে! নভস্তলেও যোগ নাই, ভূমিতলেও যোগ নাই এবং রসা-তলেও যোগ নাই; যোগবিশারদ পণ্ডিতগণ জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার একতা সাধনকেই যোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন॥ ২॥ হে বিমলমতে! কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎ-সর্য্য এই ছয়টি যোগের বিঘ্নকর বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। যোগিগণ যোগাঙ্গ দ্বারা উল্লিখিত ছয় প্রকার বিঘ্ন বিনাশ করিতে পারিলেই যোগলাভে সমর্থ হন। যম, নিয়ম, আসন,

প্রত্যাহারং ধারণাখ্যং ধ্যানং সার্দ্ধং সমাধিনা।
অষ্টাঙ্গান্যাহুরেতানি যোগিনাং যোগসাধনে ॥ ৫ ॥
অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যং দয়ার্জ্জবম্।
ক্ষমা ধৃতির্ম্মিতাহারঃ শৌচং চেতি যমা দশ ॥ ৬ ॥
তপঃ সন্তোষ আস্তিক্যং দানং দেবস্য পূজনম্।
সিদ্ধান্তশ্রবণঞ্চৈব হ্রীর্ম্মতিশ্চ জপো হুতম্।
দশৈতে নিয়মাঃ প্রোক্তা ময়া পর্ব্বতনায়ক ! ॥ ৭ ॥

অষ্টস্বঙ্গেষু প্রথমাঙ্গস্য যমস্য স্বরূপমাহ অহিংসেতি। অহিংসা পরপীড়নাভাবঃ। সত্যং সত্যভাষণম্। অস্তেয়ং চৌর্য্যমাত্রস্যাভাবঃ। ব্রহ্মচর্য্যম্ দর্শনং স্পর্শনং কেলিঃ কীর্ত্তনং গুহ্যভাষণম্। সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানির্ব্বৃত্তিরেব চেত্যষ্টবিধমৈথুনত্যাগঃ। দয়া ভূতেষু করুণা। আর্জ্জবং ঋজুতা সর্ব্বাপেক্ষয়া স্বস্যাল্পত্বজ্ঞানম্। ক্ষমা অপমানাদিসহনশীলত্বং পৃথিবীবৎ। ধৃতিঃ সর্ব্বনাশেঽপি ধীরতা। মিতাহারঃ দ্বৌ ভাগৌ পূরয়েদন্নৈস্তোয়েনৈকং প্রপূরয়েৎ। মারুতস্য প্রচারার্থং চতুর্থমবশেষয়েদিতি রীত্যাল্পাহারঃ। শৌচং বাহ্যাভ্যন্তরশুদ্ধিঃ। ইতি দশসংখ্যা যমা ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

নিয়মস্বরূপমাহ তপ ইতি। তপো বিধ্যুক্তানুষ্ঠানং ন কৃচ্ছ্রাদি। তস্য শরীরক্লেশকারিত্বেন যোগোপকারকত্বাভাবাৎ। সন্তোষো নাম প্রারব্ধেন যদুপস্থাপিতং তেনৈব চেতসস্তৃপ্তিঃ। আস্তিক্যং বেদদেবদ্বিজগুরুবিশ্বাসঃ। দানং যথাশক্তি সৎপাত্রে দ্রব্যত্যাগঃ। দেবস্য পরমেশ্বরস্য পূজনম্। সিদ্ধান্তশ্রবণং বেদান্তশ্রবণম্। হ্রীঃ অকার্য্যকরণে লজ্জা। মতিঃ সৎকর্ম্মসচ্ছাস্ত্রবিষয়ে জ্ঞানম্। জপো গায়ত্রীপ্রণবভুবনেশ্বরীমন্ত্রপ্রভৃতিমন্ত্রাণাম্। হুতং নিত্যহোমাদি ॥ ৭ ॥

প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই আটটি যোগিগণের যোগসাধনের অঙ্গ বলিয়া উক্ত হইয়াছে ॥ ৩—৫ ॥

অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (অচৌর্য্য), ব্রহ্মচর্য্য, দয়া, আর্জ্জব (সারল্য) ক্ষমা, ধৃতি (ধৈর্য্য), পরিমিতাহার ও শৌচ এই দশটি 'যম' বলিয়া উক্ত হয়। কর্ম্ম ও মন দ্বারা পরপীড়ন না করাকে অহিংসা, সত্যভাষণকে সত্য, কাম, কর্ম্ম ও মন দ্বারা পর দ্রব্যের প্রতি নিস্পৃহাকে অস্তেয়, দর্শন স্পর্শনাদি অষ্টবিধ মৈথুন বর্জ্জনকে ব্রহ্মচর্য্য, সমস্ত প্রাণিগণের প্রতি অনুগ্রহেচ্ছার নাম দয়া, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিতে এক ভাবকে আর্জ্জব, অপমানাদি-সহন-শীলতাকে ক্ষমা, অর্থহানি ও বন্ধুবিয়োগাদি শোচনীয় বিষয়ে চিত্তস্থৈর্য্যকে ধৃতি, উদরের দুইভাগ অন্ন দ্বারা এবং এক ভাগ জল দ্বারা পূর্ণ করিয়া বায়ু সঞ্চরণের নিমিত্ত এক ভাগ রাখিয়া আহার করাকে মিতাহার এবং মৃজ্জলাদি দ্বারা বাহ্যশুদ্ধি ও বৈরাগ্যাদি দ্বারা অন্তঃশুদ্ধি এই উভয়কে শৌচ কহে ॥ ৬ ॥

হে পর্ব্বতপ্রবর ! তপস্যা, সন্তোষ, আস্তিক্য, দান, দেবতা পূজা, সিদ্ধান্তশ্রবণ হ্রী (লজ্জা), মতি, জপ ও হোম এই দশটি 'নিয়ম' বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। বিধিনিরূপিত

পদ্মাসনং স্বস্তিকঞ্চ ভদ্রং বজ্রাসনং তথা।
বীরাসনমিতি প্রোক্তং ক্রমাদাসনপঞ্চমম্ ॥ ৮ ॥
ঊর্ব্বোরুপরি বিন্যস্য সম্যক্ পাদতলে শুভে ॥ ৯ ॥
অঙ্গুষ্ঠৌ চ নিবধ্নীয়াদ্ধস্তাভ্যাং ব্যুৎক্রমাত্ততঃ।
পদ্মাসনমিতি প্রোক্তং যোগিনাং হৃদয়ঙ্গমম্ ॥ ১০ ॥
জানূর্ব্বোরন্তরে সম্যক্ কৃত্বা পাদতলে শুভে।
ঋজুকায়ো বিশেদ্যোগী স্বস্তিকং তৎপ্রচক্ষতে ॥ ১১ ॥
সীবন্যাঃ পার্শ্বয়োর্ন্যস্য গুল্‌ফযুগ্মং সুনিশ্চিতম্।
বৃষণাধঃ পাদপার্ষ্ণী পাণিভ্যাং পরিবন্ধয়েৎ ॥ ১২ ॥

আসনান্যাহ পদ্মাসনমিতি ॥ ৮—৯ ॥

ব্যুৎক্রমাদিতি। পৃষ্ঠদেশাদ্ধস্তদ্বয়ং পরিবর্ত্ত্যানীয় দক্ষিণহস্তেন দক্ষিণপাদাঙ্গুষ্ঠং বামহস্তেন বামপাদাঙ্গুষ্ঠং বধ্নীয়াদিত্যর্থঃ ॥ ১০—১১ ॥

সীবন্যা ইতি। সীবনী অণ্ডাধঃস্থা শিরা। গুল্‌ফৌ বৃষণাধঃস্থিতৌ যৌ পাদয়োঃ পার্ষ্ণিভাগৌ তৌ হস্তাভ্যাং বন্ধয়েৎ ॥ ১২—১৪ ॥

অনুষ্ঠানকে তপস্যা; যদৃচ্ছা লাভে মনের তৃপ্তিকেই সন্তোষ; বেদ, দেবতা এবং ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাসের নাম আস্তিক্য; ন্যায়ার্জ্জিত ধন অধিকই হউক্ বা অল্পই হউক, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সৎপাত্রসাৎ করাকে দান; পরমেশ্বরের পূজনের নাম দেবতা পূজা; বেদান্ত শ্রবণকে সিদ্ধান্তশ্রবণ; বেদবিগর্হিত ও লোকনিন্দিত কুৎসিত কর্ম্মের আচরণে চিত্তসঙ্কোচ করাকে হ্রী; বিহিত কর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধার নাম মতি; বেদবিহিত নিয়মানুসারে গুরূপদিষ্ট মন্ত্র বা বেদমন্ত্র, গায়ত্রী ও পুরাণাদির অভ্যাসকে জপ এবং নিত্য হুতাশনে আহুতি প্রদানকে হোম কহে ॥ ৭ ॥

পদ্মাসন, স্বস্তিক, ভদ্রাসন, বজ্রাসন ও বীরাসন এই পঞ্চ প্রকার 'আসন' যোগসাধনবিষয়ে প্রশস্ত ॥ ৮ ॥ পদতল দ্বয়, ঊরুদ্বয়ের উপরিভাগে উত্তমরূপে বিন্যাস করিয়া দক্ষিণ হস্ত দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া পৃষ্ঠ বেষ্টনপূর্ব্বক বামপার্শ্বে আনিয়া দক্ষিণ পদের অঙ্গুষ্ঠ ধারণ এবং বাম হস্ত বামপার্শ্ব দিয়া পৃষ্ঠ বেষ্টনপূর্ব্বক দক্ষিণ পার্শ্বে আনিয়া বাম পদের অঙ্গুষ্ঠ ধারণ করিয়া সুস্থির হইয়া উপবেশন করাকে পদ্মাসন কহে। এই আসন যোগিগণের অভিমত, ইহা দ্বারা তাঁহারা শূন্যে উত্থিত হইয়া অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ৯—১০ ॥ জানু ও ঊরুর অন্তরে পদতল দ্বয় সম্যক্‌রূপে সংস্থাপনপূর্ব্বক সরলকায় হইয়া সুখে উপবেশন করাকে স্বস্তিকাসন কহে ॥ ১১ ॥ সীবনীর অর্থাৎ অণ্ডাধঃস্থিত শিরার উভয় পার্শ্বে গুল্‌ফ দ্বয় (পায়ের দুই গোড়ালি) উত্তমরূপে স্থাপিত করিয়া দুই হস্ত দ্বারা বৃষণের অধোভাগে পাদ দ্বয়ের পার্ষ্ণিভাগ দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া সুস্থির হইয়া উপ-

ভদ্রাসনমিতি প্রোক্তং যোগিভিঃ পরিপূজিতম্।
ঊর্ব্বোঃ পাদৌ ক্রমান্ন্যস্য জান্বোঃ প্রত্যঙ্মুখাঙ্গুলী ॥ ১৩ ॥
করৌ বিদধ্যাদাখ্যাতং বজ্রাসনমনুত্তমম্।
একং পাদমধঃ কৃত্বা বিন্যস্যোরুং তথোত্তরে।
ঋজুকায়ো বিশেদ্যোগী বীরাসনমিতীরিতম্ ॥ ১৪ ॥
ইড়য়াকর্ষয়েদ্বায়ুং বাহ্যং ষোড়শমাত্রয়া ॥ ১৫ ॥
ধারয়েৎ পূরিতং যোগী চতুঃষষ্ট্যা তু মাত্রয়া।
সুষুম্নামধ্যগং সম্যগ্দ্বাত্রিংশন্মাত্রয়া শনৈঃ ॥ ১৬ ॥
নাড্যা পিঙ্গলয়াচৈব রেচয়েদ্যোগবিত্তমঃ।
প্রাণায়ামমিমং প্রাহুর্যোগশাস্ত্রবিশারদাঃ ॥ ১৭ ॥
ভূয়োভূয়ঃ ক্রমাত্তস্য বাহ্যমেবং সমাচরেৎ।
মাত্রাবৃদ্ধিঃ ক্রমেণৈব সম্যগ্দ্বাদশষোড়শ ॥ ১৮ ॥

ইড়য়া বামনাসাপুটেন ষোড়শমাত্রয়া ষোড়শপ্রণবোচ্চারণেন বাহ্যং বায়ুমাকর্ষয়েৎ। যদ্যপি মাত্রাত্র যোগশাস্ত্রোক্তা পারিভাষিকী উক্তা তথাপি তস্যা অপি বায়ুপরিচ্ছেদে এব তাৎপর্য্যাদ্যেন বায়ুপরিচ্ছেদো ভবতি তদ্গ্রাহ্যমিত্যত্র তাৎপর্য্যাৎ ॥ ১৫ ॥

ধারয়েৎ চতুঃষষ্টিসংখ্যপ্রণবোচ্চারণপর্য্যন্তং কুম্ভকং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। পুনর্দ্বাত্রিংশৎপ্রণবোচ্চারণেন দক্ষনাসাপুটেন বিরেচয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১৬—১৭ ॥

ভূয়োভূয়ঃ পুনঃ পুনঃ তস্য ইড়াপিঙ্গলাদেঃ পুনরিড়াপিঙ্গলাদেঃ পুনঃ পিঙ্গলেড়াদেঃ ক্রমাৎ বাহ্যং বায়ুমেবং সমাচরেৎ গৃহ্লীয়াত্ত্যজেচ্চেত্যর্থঃ। মাত্রাণাং প্রণবসংখ্যানামপ্যুক্ত-

---

বেশন করাকে ভদ্রাসন কহে; যোগিগণ এই আসনের বিশেষ আদর করিয়া থাকেন। পাদদ্বয় যথাক্রমে উরুদ্বয়ে বিন্যাস করিয়া, জানুদ্বয়ের নিম্নভাগে অঙ্গুলি স্থাপনপূর্ব্বক কর দ্বয় স্থাপন করিয়া উপবেশন করাকে বজ্রাসন কহে। যোগিগণ এক উরুর অধোভাগে এক পদ এবং অন্য উরুর অধোভাগে অন্য পদ স্থাপনপূর্ব্বক সরলকায় হইয়া উপবেশন করাকে বীরাসন কহে ॥ ১২—১৪ ॥

পূরক, কুম্ভক ও রেচকভেদে 'প্রাণায়াম' তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথমে ষোড়শ বার প্রণব উচ্চারণ করিয়া বাম নাসাপুট দ্বারা বাহ্য বায়ু আকর্ষণপূর্ব্বক পূরক করিবে, অনন্তর ৬৪ চতুঃষষ্টিবার প্রণব উচ্চারণ কাল পর্য্যন্ত ঐ পূরিত বায়ু ধারণ করিয়া কুম্ভক করিবে, তদনন্তর ৩২ বত্রিশ বার প্রণব উচ্চারণ করিয়া দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারা ক্রমশঃ বায়ু বিরেচন অর্থাৎ পরিত্যাগ করিয়া রেচক করিবে। যোগশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতগণ ইহাকেই প্রাণায়াম কহিয়া থাকেন। উক্তরূপে একবার পূরক, একবার কুম্ভক ও একবার রেচক করিলে একটি প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করা হয় ॥ ১৫—১৭ ॥ এইরূপে পুনঃ

জপধ্যানাদিভিঃ সার্দ্ধং সগর্ভং তং বিদুর্বুধাঃ।
তদপেতং বিগর্ভঞ্চ প্রাণায়ামং পরে বিদুঃ ॥ ১৯ ॥
ক্রমাদভ্যস্যতঃ পুংসো দেহে স্বেদোদ্গমোঽধমঃ।
মধ্যমঃ কম্পসংযুক্তো ভূমিত্যাগঃ পরো মতঃ।
উত্তমস্য গুণাবাপ্তির্যাবচ্ছীলনমিষ্যতে ॥ ২০ ॥
ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষু নিরর্গলম্।
বলাদাহরণং তেভ্যঃ প্রত্যাহারোঽভিধীয়তে ॥ ২১ ॥

রোত্তরং বৃদ্ধিঃ কর্ত্তব্যা তথা প্রাণায়ামানামপি প্রথমতো দ্বাদশ তদুত্তরং কতিচিৎকালানন্তরং ষোড়শেত্যেবং ক্রমেণ বৃদ্ধিঃ কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

সগর্ভবিগর্ভভেদেন প্রাণায়ামস্য দ্বৈবিধ্যমাহ জপধ্যানাদিভিরিতি। স্বেষ্টমন্ত্রজপধ্যানসহিতঃ প্রাণায়ামঃ সগর্ভঃ। তদপেতস্তদ্রহিতো বিগর্ভ ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

কনিষ্ঠমধ্যমোত্তমভেদেন প্রাণায়ামলক্ষণমাহ ক্রমাদভ্যস্যত ইতি। প্রাণায়ামে প্রথমতঃ স্বেদোদ্গমো ভবতি সোঽধমঃ প্রাণায়ামঃ। কম্পসংযুক্তো মধ্যমঃ। ভূমিত্যাগো ভবতি যস্মিন্ প্রাণায়ামে স উত্তমঃ। ভূমিং ত্যক্ত্বাসনমুপর্য্যেব তিষ্ঠতি যদা তদা স ভূমিত্যাগ ইতি সম্প্রদায়ঃ। তদুক্তম্ ভূমিত্যাগং তনোস্তনোতি পর ইতি। উত্তমপ্রাণায়ামসিদ্ধিপর্য্যন্তং প্রাণায়ামে কৃতে সতি ফলমাহ উত্তমস্যেতি। গুণাবাপ্তিঃ বপুঃ প্রকাশোজ্জ্বলনস্য দীপ্তিরল্পাশিতা চৈব তনোর্লঘুত্বমিত্যাদি গুণানামবাপ্তির্ভবতি। যাবৎপর্য্যন্তং শীলনমভ্যাস ইষ্যতে তাবৎপর্য্যন্তমুত্তরোত্তরং গুণবৃদ্ধিরেব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

প্রত্যাহারমাহ ইন্দ্রিয়াণামিতি। বিষয়েষু বিচরতামিন্দ্রিয়াণাং তেভ্যো নিরর্গলং নির্ব্বিঘ্নং যদাহরণং স প্রত্যাহারঃ ॥ ২১ ॥

পুনঃ বাহ্য বায়ু গ্রহণপূর্ব্বক পূরক, কুম্ভক ও রেচক করিয়া প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে। প্রথমে দ্বাদশ সংখ্যক প্রণব দ্বারা অভ্যাস করিয়া কিয়ৎকাল পরে ষোড়শবার প্রণব অভ্যাস করিবে, এইরূপে ক্রমে প্রণবের সংখ্যা বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য ॥ ১৮ ॥ সগর্ভ ও বিগর্ভ ভেদে প্রাণায়াম দুই প্রকার; স্বীয় ইষ্ট মন্ত্র জপ ও ধ্যানাদির সহিত প্রাণায়াম করিলে তাহাকে সগর্ভ এবং মন্ত্রাদির সহিত না করিয়া কেবলমাত্র প্রণব উচ্চারণ দ্বারা প্রাণায়াম করিলে তাহাকে বিগর্ভ বলে ॥ ১৯ ॥ এইরূপে প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে করিতে দেহে স্বেদোদ্গম হইলে তাহাকে অধম, শরীরে কম্প উপস্থিত হইলে, তাহাকে মধ্যম এবং ভূমি ত্যাগ করিয়া শূন্যে উত্থিত হইলে, তাহাকে উত্তম প্রাণায়াম কহিয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত বদ্ধপদ্মাসনস্থিত যোগিগণ উত্তম প্রাণায়ামের গুণ লাভ করত শূন্যে উত্থিত হইয়া আসনস্থিত হইতে না পারেন, তৎকাল পর্য্যন্ত প্রাণায়ামের অভ্যাস করা কর্ত্তব্য ॥ ১৯—২০ ॥ ইন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব ভোগ্যবিষয়ে স্বভাবতই নিরঙ্কুশরূপে সঞ্চরণ করিয়া থাকে, তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক তাহা হইতে নিবৃত্ত করাকে 'প্রত্যাহার' কহে ॥ ২১ ॥

অঙ্গুষ্ঠগুল্ফজানূরুমূলাধারলিঙ্গনাভিষু।
হৃদ্গ্রীবাকণ্ঠদেশেষু লম্বিকায়াং ততো নসি ॥ ২২ ॥
ভ্রূমধ্যে মস্তকে মূর্দ্ধ্নি দ্বাদশান্তে যথাবিধি।
ধারণং প্রাণমরুতো ধারণেতি নিগদ্যতে ॥ ২৩ ॥
সমাহিতেন মনসা চৈতন্যান্তরবর্ত্তিনা।
আত্মন্যভীষ্টদেবানাং ধ্যানং ধ্যানমিহোচ্যতে ॥ ২৪ ॥
সমত্বভাবনা নিত্যং জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।
সমাধিমাহুর্ম্মুনয়ঃ প্রোক্তমষ্টাঙ্গলক্ষণম্ ॥ ২৫ ॥
ইদানীং কথয়ে তেঽহং মন্ত্রযোগমনুত্তমম্ ॥ ২৬ ॥

ধারণামাহ অঙ্গুষ্ঠেতি ॥ ২২ ॥

ধারণমিতি। অঙ্গুষ্ঠাদ্যবয়বেষু যৎপ্রাণবায়োর্ধারণং নিরোধঃ সা ধারণেত্যর্থঃ। এতাদৃশো বায়ুঃ স্বাধীন উপেক্ষিত ইতি ভাবঃ। ধ্যানমাহ সমাহিতেনেতি। অন্তঃকরণং চৈতন্যান্তবর্ত্তিধ্যানেন কৃত্বা তস্মিন্নাত্মনি অভীষ্টদেবানাং যদ্ধ্যানং তদ্ধ্যানশব্দেনাত্রোচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৪ ॥

সমত্বভাবনা দ্বয়োরৈক্যভাবনা সংপ্রজ্ঞাতসমাধিনৈব ভবতীতি সমত্বভাবনা শব্দেন সম্প্রজ্ঞাতসমাধিরুচ্যতে। অতএব যোগসূত্রে তদ্ভাষ্যে চ সম্প্রজ্ঞাতসমাধেরেবাষ্টসু যোগাঙ্গেষু গ্রহণং নির্ব্বিকল্পসমাধিস্বঙ্গীভবতীত্যুক্তম্ ॥ ২৫ ॥

ইত্থমষ্টাঙ্গযোগমভিধায়াধুনা শরীরে নাড়ীস্থানানি আধারচক্রস্বরূপাণি তদ্ধ্যানফলানি চোপদিশতি ইদানীং কথয়ে তেঽহমিতি। মন্ত্রযোগং মন্ত্রাণাং শারদাতিলকোক্তচ্ছিন্নাদিদোষদুষ্টানাং মন্ত্রাণাং সিদ্ধিপ্রদং যোগমিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

অঙ্গুষ্ঠ, গুল্ফ, জানু, উরু, মূলাধার, লিঙ্গ, নাভি, হৃদয়, গ্রীবা, কণ্ঠদেশ, লম্বিকা, নাসা, ভ্রূমধ্য, মস্তক এবং মস্তকের ঊর্দ্ধভাগস্থিত মূর্দ্ধারে দ্বাদশ স্থানে যথাবিধি প্রাণবায়ু ধাবণ করাকে 'ধারণা' কহে ॥ ২২—২৩ ॥

প্রথমতঃ একাগ্র মানসকে চৈতন্যের অন্তবর্ত্তী করিয়া তদ্দ্বারা জীবাত্মাতে অভীষ্ট দেবতার ভাবনা করাকে 'ধ্যান' কহে ॥ ২৪ ॥

মহর্ষিগণ, জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব ভাবনা অর্থাৎ অভেদরূপে ধ্যান করাকে 'সমাধি' কহে। সমাধি দুই প্রকার, সম্প্রজ্ঞাত বা সবিকল্পক এবং নির্ব্বিকল্পক। জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই বিকল্প ত্রয়ের জ্ঞান সত্ত্বেও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তুতে অখণ্ডাকারাকারিত চিত্তবৃত্তির অবস্থানের নাম সবিকল্পক এবং জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই বিকল্প ত্রয়ের জ্ঞানের অভাবে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তুতে একীভূত হইয়া অখণ্ডাকারাকারিত চিত্তবৃত্তির অবস্থানের নাম নির্ব্বিকল্পক সমাধি। গিরিবর! এই আমি তোমার নিকট অষ্টাঙ্গ যোগের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে অত্যুত্তম মন্ত্রসিদ্ধি যোগ কহিতেছি শ্রবণ কর ॥ ২৫—২৬ ॥

বিশ্বং শরীরমিত্যুক্তং পঞ্চভূতাত্মকং নগ ! ।
চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিতেজোভির্জীবব্রহ্মৈক্যরূপকম্ ॥ ২৭ ॥
তিস্রঃ কোট্যস্তদর্দ্ধেন শরীরে নাড়য়ো মতাঃ ।
তাসু মুখ্যা দশ প্রোক্তা স্তাভ্যস্তিস্রো ব্যবস্থিতাঃ ॥ ২৮ ॥
প্রধানা মেরুদণ্ডেঽত্র চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপিণী ।
ইড়া বামে স্থিতা নাড়ী শুভ্রা তু চন্দ্ররূপিণী ॥ ২৯ ॥
শক্তিরূপা তু সা নাড়ী সাক্ষাদমৃতবিগ্রহা ।
দক্ষিণে যা পিঙ্গলাখ্যা পুংরূপা সূর্য্যবিগ্রহা ।
সর্ব্বতেজোময়ী সা তু সুষুম্না বহ্নিরূপিণী ॥ ৩০ ॥
তস্যা মধ্যে বিচিত্রাখ্যে ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াত্মকম্ ।
মধ্যে স্বয়ং ভূলিঙ্গস্তু কোটিসূর্য্যসমপ্রভম্ ॥ ৩১ ॥

বিশ্বং শরীরমিতি । পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডয়োরেকত্বাচ্ছরীরমিদং বিশ্বমেব ভবতি ব্রহ্মাণ্ডমেব ভবতি । তদপি পঞ্চভূতাত্মকং চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিভির্যুক্তং জীবব্রহ্মৈক্যরূপকং যথা ভবতি তথেদমপ্যস্তীত্যাহ পঞ্চভূতেতি ॥ ২৭ ॥

তদর্দ্ধেন কোট্যর্দ্ধেন সার্দ্ধত্রিকোট্য ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

প্রধানা সুষুম্না নাড়ী মেরুদণ্ডে পৃষ্ঠস্থবংশে স্থিতা মূলাধারমারভ্য পৃষ্ঠবংশমার্গেণ ব্রহ্মরন্ধ্রপর্য্যন্তং গতেত্যর্থঃ । তস্যা বামে ইড়া দক্ষিণে পিঙ্গলাস্তীত্যাহ ইড়া বামে ইতি ॥ ২৯ ॥

শক্তিরূপা প্রকৃতিরূপা ॥ ৩০ ॥

তস্যামধ্যে সুষুম্নায়ামধ্যে বিচিত্রাখ্যে চিত্রাখ্যনাড্যামিত্যর্থঃ । সুষুম্নামূলদেশে চিত্রা নাড্যস্তীতি । তস্যা মধ্যে তু চিত্রাখ্যা নাড়ী সূক্ষ্মা তু বর্ত্তত ইতি বচনেন তন্ত্রান্তরে উক্তম্ । মধ্যে ইতি চিত্রানাড়ীমধ্যে ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

হে পর্ব্বতেন্দ্র ! চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি প্রভৃতি তেজ বিশিষ্ট জীব ব্রহ্মের ঐক্যরূপ এই পঞ্চভূতাত্মক শরীর 'বিশ্ব' বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥ এই শরীরে সার্দ্ধ ত্রিকোটি (সাড়ে তিন কোটি) নাড়ী অবস্থিত আছে। তন্মধ্যে দশটি প্রধান, এই দশটির মধ্যে আবার তিনটি সর্ব্বপ্রধান বলিয়া উক্ত হয় ॥ ২৮ ॥ এই তিনটির মধ্যে যেটি প্রধান তাহাকে সুষুম্না কহে। এই চন্দ্র, সূর্য্য ও অনলাত্মিকা নাড়ী মেরু দণ্ডের মধ্যভাগে অবস্থিত হইয়া মূলাধার পদ্ম অবধি আরম্ভ করিয়া পৃষ্ঠবংশ পথে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত গমন করিয়া ঈষৎ প্রস্ফুটিত ধুস্তুর পুষ্পের ন্যায় বিরাজিত আছে। ঐ মেরুদণ্ডের বামভাগে চন্দ্ররূপিণী শুভ্রবর্ণা সাক্ষাৎ প্রকৃতিরূপা অমৃতময়ী ইড়া নাড়ী এবং উহার দক্ষিণভাগে পুরুষরূপিণী সূর্য্যবিগ্রহা পিঙ্গলা নাড়ী অবস্থিত রহিয়াছে। উপরি উক্ত বহ্নিপ্রধানা সুষুম্না নাড়ীতে সমস্ত তেজ নিহিত আছে ॥ ২৯—৩০ ॥ এই সুষুম্নার মধ্যস্থিত লূতাতন্তুর ন্যায় আকৃতিবিশিষ্টা বিচিত্রা বা চিত্রিণী নাম্নী নাড়ীর মধ্যস্থলে ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াত্মক, কোটি কোটি সূর্য্যের

তদূর্দ্ধং মায়াবীজস্তু হরাত্মা বিন্দুনাদকম্ ॥ ৩২ ॥
তদূর্দ্ধস্তু শিখাকারা কুণ্ডলী রক্তবিগ্রহা।
দেব্যাত্মিকা তু সা প্রোক্তা মদভিন্না নগাধিপ ! ॥ ৩৩ ॥
তদ্বাহ্যে হেমরূপাভং বাদিসান্তচতুর্দ্দলম্।
দ্রুতহেমসমপ্রখ্যং পদ্মং তত্র বিচিন্তয়েৎ।
মূলমাধারষট্‌কোণমূলাধারং ততো বিদুঃ ॥ ৩৪ ॥
তদূর্দ্ধং ত্বনলপ্রখ্যং ষড়্‌দলং হীরকপ্রভম্।
বাদিলান্তষড়্‌বর্ণেন স্বাধিষ্ঠানমনুত্তমম্ ॥ ৩৫ ॥
স্বশব্দেন পরং লিঙ্গং স্বাধিষ্ঠানং ততো বিদুঃ ॥ ৩৬ ॥
তদূর্দ্ধং নাভিদেশে তু মণিপূরং মহাপ্রভম্।
মেঘাভং বিদ্যুদাভঞ্চ বহুতেজোময়ং ততঃ ॥ ৩৭ ॥

হরাত্মা বিন্দুনাদকম্ আত্মা মায়া হকাররেফ ঈকারবিন্দুনাদাত্মকমিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥
শিখাকারা দীপশিখাকারা ॥ ৩৩ ॥
হেমরূপাভং পীতবর্ণম্। বাদিসান্তচতুর্দ্দলম্। চতুর্দ্দলেষু বশষস ইতি চত্বারো বর্ণা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥
বাদিলান্তেতি। বকারাদিলকারান্তষড়্‌বর্ণৈর্যুক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥
স্বশব্দেন পরং লিঙ্গং তস্যাধিষ্ঠানং যতস্তস্মাৎস্বাধিষ্ঠানমিত্যুচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৬—৩৭ ॥

ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট স্বয়ং ভূলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। তাহার উপরিভাগে হরাত্মা অর্থাৎ হকার, রেফ, ঈকার ও বিন্দুনাদাত্মক মায়াবীজ প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ৩১—৩২ ॥ তাহার উপরিভাগে দীপশিখাকৃতি রক্তবর্ণা মদমত্তা কুলকুণ্ডলিনী শক্তি বিরাজিত আছেন। গিরিবর! ইনি দেবীরূপিণী বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন ॥ ৩৩ ॥ তাঁহার বাহ্যপ্রদেশে পীতবর্ণ ব, শ ষ, স এই চারিবর্ণ সমন্বিত ও চারিদল বিশিষ্ট আধারপদ্ম প্রতিষ্ঠিত আছে। যোগিগণ ইহারই চিন্তা করেন। ইহার মধ্যস্থলে ষট্‌কোণ বিশিষ্ট পীঠ অবস্থিত আছে। এই পদ্ম ষট পদ্মের মূল ও আধার এই নিমিত্ত ইহাকে মূলাধার-পদ্ম কহে ॥ ৩৪ ॥ তাহার ঊর্দ্ধপ্রদেশে অনল তুল্য, হীরক সদৃশ প্রভাবিশিষ্ট এবং ব, ভ, ম, য, র, ল, এই ছয়টি বর্ণযুক্ত ষড়্‌দল-সমন্বিত স্বাধিষ্ঠান-চক্র প্রতিষ্ঠিত আছে। স্ব শব্দের অর্থ পরলিঙ্গ, তাহার অধিষ্ঠান ভূমি বলিয়া বুধগণ ইহাকে স্বাধিষ্ঠান-চক্র কহিয়া থাকেন ॥ ৩৫—৩৬ ॥ তাহার ঊর্দ্ধভাগে নাভিপ্রদেশে বিদ্যুদ্বিলসিত মেঘের ন্যায় প্রভা ও প্রভূত তেজবিশিষ্ট দশদলযুক্ত মণিপুর নামে এক মহাপ্রভ পদ্ম প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহার দশ দলে ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, এই দশটি বর্ণ আছে। এই পদ্ম, বিকসিত মণির ন্যায় এই নিমিত্ত ইহাকে মণিপদ্ম কহে। এই পদ্মে দেবদেব বিষ্ণু অধিষ্ঠিত আছেন। ইহাতে তাঁহার ধ্যান করিলে তাঁহার সাক্ষাৎ-

মণিভিন্নস্তু তৎপদ্মং মণিপদ্মং তথোচ্যতে।
দশভিশ্চ দলৈর্যুক্তং ডাদিফান্তাক্ষরান্বিতম্।
বিষ্ণুনাধিষ্ঠিতং পদ্মং বিষ্ণ্বালোকনকারণম্॥ ৩৮॥
তদূর্দ্ধেঽনাহতং পদ্মমুদ্যদাদিত্যসন্নিভম্॥ ৩৯॥
কাদিঠান্তদলৈরর্কপত্রৈশ্চ সমধিষ্ঠিতম্।
তন্মধ্যে বাণলিঙ্গস্তু সূর্য্যাযুতসমপ্রভম্॥ ৪০॥
শব্দব্রহ্মময়ং শব্দানাহতং তত্র দৃশ্যতে।
অনাহতাখ্যং তৎপদ্মং মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতম্।
আনন্দসদনং তত্তু পুরুষাধিষ্ঠিতং পরম্॥ ৪১॥
তদূর্দ্ধন্তু বিশুদ্ধাখ্যং দলষোড়শপঙ্কজম্॥ ৪২॥
স্বরৈঃ ষোড়শভির্যুক্তং ধূম্রবর্ণং মহাপ্রভম্।
বিশুদ্ধং তনুতে যস্মাজ্জীবস্য হংসলোকনাৎ।
বিশুদ্ধং পদ্মমাখ্যাতমাকাশাখ্যং মহাদ্ভুতম্॥ ৪৩॥

ভিন্নং বিকসিতম্। ডাদিফান্তাক্ষরৈর্যুক্তমিত্যর্থঃ॥ ৩৮—৩৯॥

অর্কপত্রৈর্দ্বাদশপত্রৈর্যুক্তং ককারাদিঠকারান্তানি দ্বাদশাক্ষরাণি দলেষু জ্ঞেয়ানি॥ ৪০॥

শব্দানাহতম্ অনাহতো নাম তাড়নং বিনাপি জায়মানঃ শব্দঃ সোঽনাহতঃ শব্দো যস্মিংস্তচ্ছব্দানাহতম্। বাহিতাগ্ন্যাদিত্বাৎ সাধু। পুরুষাধিষ্ঠিতং রুদ্রাধিষ্ঠিতমিত্যর্থঃ॥৪১-৪২॥

স্বরৈঃ ষোড়শভিরিতি। ষোড়শপত্রেষু ষোড়শস্বরা ইত্যর্থঃ। জীবস্য হংসস্য পরমাত্মনোঽবলোকনাজ্জীবং যস্মাদ্বিশুদ্ধং তনুতে ততো বিশুদ্ধমিত্যন্বয়ঃ। তত্রানাহতং চক্রং হৃদয়ে বিশুদ্ধিচক্রং কণ্ঠে আজ্ঞাচক্রং ভ্রূমধ্যে ইতি তু গ্রন্থান্তরাদবসেয়ম্। অনাহতশব্দো মধ্যমবাণীরূপো জ্ঞেয়ঃ॥ ৪৩॥

কার লাভ হইয়া থাকে॥ ৩৭—৩৮॥ তাহার উর্দ্ধভাগে বালসূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ এই দ্বাদশ অক্ষরান্বিত দ্বাদশদলবিশিষ্ট অনাহত নামে এক পদ্ম অবস্থিত আছে, তাহার মধ্যে দশ সহস্র সূর্য্যতুল্য প্রভাবিশিষ্ট বাণলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে, ঐ পদ্ম অনাহত হইয়াই অর্থাৎ তাড়ন ব্যতিরেকে শব্দব্রহ্ম উৎপাদন করে, এই নিমিত্ত মহর্ষিগণ ইহাকে অনাহত পদ্ম কহিয়া থাকেন। এই পদ্ম আনন্দের নিকেতন, ইহাতে রুদ্ররূপী পরম পুরুষ অধিষ্ঠিত আছেন॥ ৩৯—৪১॥ তাহার উর্দ্ধভাগে ষোড়শদলবিশিষ্ট অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ, অং, অঃ এই ষোড়শবর্ণ সমন্বিত ধূম্রবর্ণ মহাপ্রভাবিশিষ্ট বিশুদ্ধ নামক পদ্ম কণ্ঠস্থলে প্রতিষ্ঠিত আছে। এই পদ্মে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সাক্ষাৎকার হইলেই ঐ পদ্ম বিশুদ্ধ হয়, সুতরাং ইহাকে বিশুদ্ধ পদ্ম বলে। এই মহাদ্ভুত পদ্ম আকাশ নামে অভিহিত হইয়াছে॥ ৪২—৪৩॥

আজ্ঞাচক্রং তদূর্দ্ধে তু আত্মনাধিষ্ঠিতং পরম্ ॥ ৪৪ ॥
আজ্ঞাসংক্রমণং তত্র তেনাজ্ঞেতি প্রকীর্ত্তিতম্।
দ্বিদলং হক্ষসংযুক্তং পদ্মং তৎসুমনোহরম্ ॥ ৪৫ ॥
কৈলাসাখ্যং তদূর্দ্ধন্তু রোধিনী তু তদূর্দ্ধতঃ।
এবং ত্বাধারচক্রাণি প্রোক্তানি তব সুব্রত ! ॥ ৪৬ ॥
সহস্রারযুতং বিন্দুস্থানং তদূর্দ্ধমীরিতম্।
ইত্যেতৎকথিতং সর্ব্বং যোগমার্গমনুত্তমম্ ॥ ৪৭ ॥
আদৌ পূরকযোগেনাপ্যাধারে যোজয়েন্মনঃ।
গুদমেঢ্রান্তরে শক্তিস্তামাকুঞ্চ্য প্রবোধয়েৎ ॥ ৪৮ ॥

তদূর্দ্ধে তু ভ্রূমধ্যে ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

আজ্ঞাসংক্রমণমিতি। তস্মিন্ স্থলে নিহিতচিত্তস্য পুরুষস্য সর্ব্বপদার্থসাক্ষাৎকারেণৈবং ভূতমেবং বর্ত্ততে এবং ভবিষ্যতীতি জ্ঞানেনাজ্ঞায়া ইতঃপরং ত্বয়ৈবং কর্ত্তব্যমিতি পরমেশ্বরাজ্ঞায়াঃ সংক্রমণং ভবতি তেন হেতুনা তদাজ্ঞাচক্রমিতি কীর্ত্তিতমিত্যর্থঃ। হক্ষবর্ণদ্বয়ং সংযুতপত্রদ্বয়যুক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

তদূর্দ্ধং কৈলাসচক্রং তদূর্দ্ধং রোধিনীচক্রমিত্যর্থঃ। অনয়োঃ স্বরূপং মৎকৃতদেবীগীতা-বৃহট্টীকায়াং দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৪৬ ॥

সর্ব্বোপরি বিদ্যমানং সহস্রারং চক্রমাহ সহস্রারেতি। বিন্দুস্থানং পরমাত্মস্থানমিত্যর্থঃ। ইত্যেতদিতি। পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণৈতৎ সর্ব্বং জ্ঞাত্বেতি শেষঃ ॥ ৪৭ ॥

জ্ঞাত্বা কিং কর্ত্তব্যং তত্রাহ আদাবিতি। প্রথমতঃ পূরকযোগেন বাহ্যং বায়ুমাকৃষ্য কুম্ভকং কৃত্বা স্বমনো বায়ুসহিতং মূলাধারে যোজয়েন্নয়েদিত্যর্থঃ। অনন্তরং গুদস্য মেঢ্রস্য লিঙ্গস্যান্তরে মধ্যে মূলাধারচক্রে ইত্যর্থঃ। বিদ্যমানা স্থিতা যা শক্তিঃ কুণ্ডলিনী তামাকুঞ্চ্য মূলাধারগতবায়ুনা পীড়য়িত্বা প্রবোধয়েৎ উত্থাপয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

তাহার ঊর্দ্ধপ্রদেশে ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে হ, ক্ষ এই অক্ষরদ্বয়বিশিষ্ট দ্বিদলসমন্বিত মনোহর আজ্ঞাচক্র সংস্থিত আছে। এই পদ্মে আত্মা অধিষ্ঠিত আছেন। ইহাতে নিহিতচিত্ত পুরুষের সর্ব্ব পদার্থের সাক্ষাৎকার দ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান পদার্থ সমূহের জ্ঞান হইলে "ইহার পর ইহাই তোমার কর্ত্তব্য" এই পরমেশ্বরের আজ্ঞার সংক্রমণ হয়, এই হেতু মহর্ষিগণ ইহাকে আজ্ঞাচক্র কহিয়া থাকেন ॥ ৪৪—৪৫ ॥ তাহার ঊর্দ্ধভাগে কৈলাস চক্র, তদূর্দ্ধে রোধিনী চক্র। হে সুব্রত ! এই আমি তোমার নিকট সমস্ত আধার চক্রের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম ॥ ৪৬ ॥ যোগীন্দ্রগণ কহিয়া থাকেন যে, তাহার ঊর্দ্ধভাগে সহস্রারযুক্ত বিন্দুস্থান (পরমাত্মার স্থান) প্রতিষ্ঠিত আছে। গিরিবর ! এই আমি তোমার নিকট অত্যুত্তম যোগমার্গ কীর্ত্তন করিলাম ॥ ৪৭ ॥

এই সমস্তের জ্ঞান হইলে অনন্তর কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ কর। প্রথমে পূরকাখ্য প্রাণায়াম দ্বারা আধারপদ্মে মানসকে সংযোজিত করিবে। তদনন্তর গুহ্য ও লিঙ্গের মধ্যস্থল

লিঙ্গভেদক্রমেণৈব বিন্দুচক্রঞ্চ প্রাপয়েৎ।
শম্ভুনা তাং পরাশক্তিমেকীভূতাং বিচিন্তয়েৎ॥ ৪৯॥
তত্রোত্থিতামৃতং যত্তু দ্রুতলাক্ষারসোপমম্।
পায়য়িত্বা তু তাং শক্তিং মায়াখ্যাং যোগসিদ্ধিদাম্॥ ৫০॥
ষট্‌চক্রদেবতাস্তত্র সন্তর্প্যামৃতধারয়া।
আনয়েত্তেন মার্গেণ মূলাধারং ততঃ সুধীঃ॥ ৫১॥
এবমভ্যস্যমানস্যাপ্যহন্যহনি নিশ্চিতম্।
পূর্ব্বোক্তদূষিতা মন্ত্রাঃ সর্ব্বে সিদ্ধ্যন্তি নান্যথা॥ ৫২॥
জরামরণদুঃখাদ্যৈর্মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ।
যে গুণাঃ সন্তি দেব্যা মে জগন্মাতুর্যথা তথা॥ ৫৩॥

লিঙ্গভেদেতি। তামুত্থাপ্য লিঙ্গভেদক্রমেণ পূর্ব্বোক্তচক্রগততত্তেজোময়স্বয়ং ভ্বাদি-লিঙ্গানাং ভেদো ভেদনং তন্মার্গেণ নয়নং তৎক্রমেণৈব তাং কুণ্ডলিনীং শক্তিং বিন্দুচক্রং সহস্রারং তৎ প্রাপয়েৎ। শম্ভুনেতি। সহস্রারপদ্মস্থিতেন শম্ভুনা তাং কুণ্ডলিনীমেকীভূতাং সঙ্গতাং বিভাবয়েদিত্যর্থঃ॥ ৪৯॥

তত্রোত্থিতেতি। তত্র শিবশক্ত্যোঃ সঙ্গমে যদুত্থিতমমৃতং দ্রুতলাক্ষাসমানবর্ণং তদমৃতং তাং কুণ্ডলিনীং পায়য়িত্বা তেনামৃতেন আনন্দরসরূপেণ তাং তৃপ্তাং কৃত্বেত্যর্থঃ॥ ৫০॥

ষট্‌চক্রেতি। পূর্ব্বোক্তানি যানি ষট্‌চক্রাণি তচ্চক্রস্থিতা দেবতা লিঙ্গরূপা অমৃতধারয়া শিবশক্তিসমাগমোত্থানন্দরসরূপামৃতবৃষ্ট্যা সন্তর্প্য পুনর্যেনৈব মার্গেণ মস্তকং নীতা কুণ্ড-লিনী তেনৈব মার্গেণ মূলাধারং তাং কুণ্ডলিনীমানয়েদিত্যর্থঃ॥ ৫১॥

পূর্ব্বোক্তেতি। ছিন্নাদিদোষদূষিতা মন্ত্রা অনেন যোগেন সিদ্ধ্যন্তীত্যর্থঃ। তদুক্তং শারদাতিলকে। ইত্যাদিদোষদুষ্টাংস্তান্মন্ত্রানাত্মনি যোজয়েৎ। শোধয়েদ্রুদ্ধপবনো বদ্ধ্বা যোনিমুদ্রয়েতি॥ ৫২—৫৪॥

স্থিত মূলাধার পদ্মস্থিত কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে মূলাধারগত বায়ু দ্বারা আকুঞ্চিত করিয়া তাঁহাকে জাগরিত করাইবে॥ ৪৮॥ অনন্তর লিঙ্গভেদক্রমে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত চক্রস্থিত তেজোময় স্বয়ম্ভু আদিলিঙ্গ সমূহের ভেদ করিয়া সেই সেই মার্গ দ্বারা শক্তিসমন্বিত চিত্ত সঞ্চালিত করিয়া সেই কুণ্ডলিনী শক্তিকে সহস্রার পদ্মে লইয়া যাইবে। তথায় সহস্রার চক্র-স্থিত শম্ভুর সহিত ঐ শক্তিকে একীভূত করিয়া চিন্তা করিবে॥৪৯॥ অনন্তর সেই বিন্দুচক্রে শিবশক্তি সঙ্গমে বিগলিত লাক্ষা রসের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট যে অমৃত উত্থিত হইবে, সেই আনন্দ রস সুধীর যোগিগণ যোগসিদ্ধিপ্রদা মায়া নাম্নী শক্তিকে পান করাইয়া তথায় ষট্‌চক্রাধিষ্ঠিত দেবতাদিগকে উক্ত অমৃত ধারা দ্বারা সন্তর্পিত করিয়া সেই মার্গ দ্বারা উক্ত শক্তিকে মূলাধার পদ্মে আনয়ন করিবেন॥ ৫০—৫১॥ গিরিবর! এইরূপে প্রতি দিন যোগাভ্যাস করিতে করিতে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র সকল সিদ্ধ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই॥ ৫২॥ এবং তদ্দ্বারা জরা মরণাদি দুঃখসঙ্কুল সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। হে অচলেন্দ্র! আমি জগজ্জননী

তে গুণাঃ সাধকবরে ভবন্ত্যেব ন চান্যথা ।
ইত্যেবং কথিতং তাত ! বায়ুধারণমুত্তমম্ ॥ ৫৪ ॥
ইদানীং ধারণাখ্যন্তু শৃণুষ্বাবহিতো মম ।
দিক্কালাদ্যনবচ্ছিন্নদেব্যাং চেতো বিধায় চ ।
তন্ময়ো ভবতি ক্ষিপ্রং জীবব্রহ্মৈক্যযোজনাৎ ॥ ৫৫ ॥
অথবা সমলং চেতো যদি ক্ষিপ্রং ন সিদ্ধ্যতি ।
তদাবয়বযোগেন যোগী যোগান্ সমভ্যসেৎ ॥ ৫৬ ॥
মদীয়হস্তপাদাদাবঙ্গে তু মধুরে নগ ! ।
চিত্তং সংস্থাপয়েন্মন্ত্রী স্থানস্থানজয়াৎপুনঃ ॥ ৫৭ ॥
বিশুদ্ধচিত্তঃ সর্ব্বস্মিন্ রূপে সংস্থাপয়েন্মনঃ ॥ ৫৮ ॥
যাবন্মনোলয়ং যাতি দেব্যাং সম্বিদি পর্ব্বত ! ।
তাবদিষ্টমনুং মন্ত্রী জপহোমৈঃ সমভ্যসেৎ ॥ ৫৯ ॥
মন্ত্রাভ্যাসেন যোগেন জ্ঞেয়জ্ঞানায় কল্পতে ।
ন যোগেন বিনা মন্ত্রো ন মন্ত্রেণ বিনা হি সঃ ।
দ্বয়োরভ্যাসযোগো হি ব্রহ্মসংসিদ্ধিকারণম্ ॥ ৬০ ॥

প্রসঙ্গেন ধারণাস্বরূপং পূর্ব্বমুক্তমেব বিষয়ভেদেন বিশদয়তি। ইদানীমিতি। পূর্ব্বমষ্টাঙ্গযোগনিরূপণে বায়ুধারণোক্তা অত্র তু চিত্তস্য ধারণোচ্যতে ইত্যর্থঃ। অন্যঃ স্পষ্ট এব ॥ ৫৫—৫৮ ॥

ইত্থং ধ্যানযোগকরণে যস্য যাবদ্‌যোগ্যতা নাস্তি তাবৎপর্য্যন্তং তেন পুরুষেণ কিং কর্ত্তব্যমিতি চেত্তত্রাহ যাবন্মন ইতি ॥ ৫৯—৬২ ॥

দেবী, আমাতে যে সমস্ত গুণ আছে সেই সাধকপ্রবরেও সেই সমস্ত গুণ বিদ্যমান হইবে তাহাতে আর সংশয় নাই। বৎস! এই আমি তোমার নিকট অত্যুত্তম পবন ধারণ যোগ কীর্ত্তন করিলাম ॥ ৫৩—৫৪ ॥

গিরিরাজ! এক্ষণে তুমি অবহিত হইয়া আমার নিকট ধারণাখ্য যোগ শ্রবণ কর। দিক্‌দেশ ও কালাদির অদ্বিতীয় দ্যোতনরূপা সেই শক্তিতে স্বীয় চিত্ত সম্যক্‌রূপে সংযোজিত করিলে জীব ও ব্রহ্মের একতা নিবন্ধন শীঘ্রই ব্রহ্মময় হইবে ॥ ৫৫ ॥ কিম্বা যদি চিত্তের সমলতা হেতু শীঘ্র সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ না হয়, তবে সেই যোগী অবয়বযোগে যোগাভ্যাস করিবে ॥ ৫৬ ॥ হে নগেন্দ্র! সাধক ব্যক্তি আমার সুললিত হস্ত পদাদি অঙ্গ সমূহে একাদিক্রমে চিত্ত সংস্থাপিত করিয়া ঐ এক এক স্থান জয় করিবে, তদ্দ্বারা চিত্তের বিশুদ্ধতা সম্পাদিত হইলে সেই চিত্ত আমার সমস্ত অবয়বে সংযোজিত করিবে ॥৫৭—৫৮॥ হে পর্ব্বতবর! সংবিদ্রূপিণী দেবীতে যে পর্য্যন্ত মন লয় না পায়, তাবৎ সেই সাধক

তমঃপরিবৃতে গেহে ঘটো দীপেন দৃশ্যতে ।
এবং মায়াবৃতো হ্যাত্মা মনুনা গোচরীকৃতঃ ॥ ৬১ ॥
ইতি যোগবিধিঃ কৃৎস্নঃ সাঙ্গঃ প্রোক্তো ময়াধুনা ।
গুরূপদেশতো জ্ঞেয়ো নান্যথা শাস্ত্রকোটিভিঃ ৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে যোগমন্ত্রসিদ্ধিপ্রকারবর্ণনং নাম পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

বিস্তরস্তু মৎকৃতদেবীগীতাবৃহট্টীকায়াং দ্রষ্টব্যঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

ব্যক্তি জপ ও হোমাদি দ্বারা মন্ত্র অভ্যাস করিবে ॥ ৫৯ ॥ মন্ত্রের অভ্যাসযোগদ্বারা জ্ঞেয় বস্তু (ব্রহ্ম) জ্ঞানরূপে পরিকল্পিত হয়। আর তুমি নিশ্চয় জানিও যে, যোগ ব্যতিরেকে মন্ত্র এবং মন্ত্র ব্যতিরেকে যোগ নিয়তই নিষ্ফল হইয়া যায়। মন্ত্র ও যোগ এই উভয়ই ব্রহ্ম লাভের অব্যর্থ কারণ ॥ ৬০ ॥ অন্ধকার দ্বারা আবৃত গৃহমধ্যস্থিত ঘট যেমন প্রদীপ দ্বারা দৃষ্ট হয় সেইরূপ মায়া দ্বারা পরিবৃত জীবাত্মা, মন্ত্র দ্বারা পরমাত্মার গোচরীভূত হইয়া থাকে ॥ ৬১ ॥ গিরিবর ! এই আমি তোমার নিকট অঙ্গ সহিত সমস্ত যোগবিধি কীর্ত্তন করিলাম। এই সমস্ত বিধি গুরুর উপদেশ দ্বারা পরিজ্ঞান করিবে; নচেৎ কোটি কোটি শাস্ত্র দ্বারাও যোগবিধির যথার্থ জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হওয়া যায় না ॥ ৬২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশ সহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে যোগ ও মন্ত্রসিদ্ধির সাধন কথন নামক পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীদেব্যুবাচ।

ইত্যাদিযোগযুক্তাত্মা ধ্যায়েন্মাং ব্রহ্মরূপিণীম্।
ভক্ত্যা নির্ব্ব্যাজয়া রাজন্নাসনে সমুপস্থিতঃ॥ ১॥
আবিঃ সন্নিহিতং গুহাচরং নাম মহৎপদম্।
অত্রৈতৎসর্ব্বমর্পিতমেজৎপ্রাণন্নিমিষচ্চ যৎ॥ ২॥

ত্রিংশচ্ছে্লাকৈর্মুখ্যতত্ত্বং ব্রহ্মরূপস্য বর্ণ্যতে।
ব্রহ্মবিদ্যা দুর্লভেতি যথাবদভিধীয়তে॥

অত্রার্দ্ধশ্লোকোঽপ্যধিকঃ। এতাদৃশং যোগং সাধয়িত্বা যদ্বস্তু ধ্যেয়ং তদ্বর্ণয়তি শ্রীদেব্যুবাচেতি॥ ১॥

অত্রাবিঃসন্নিহিতমিত্যাদিব্রহ্মৈবেদং বিশ্বং বরিষ্ঠমিত্যন্তাঃ শ্রুতয়ো মুণ্ডকোপনিষদি অন্যূনানতিরিক্তাঃ সন্তি তাশ্চ শ্রুতয়ো ভগবৎপাদৈঃ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যৈর্ব্যাখ্যাতা এব মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্যে ততস্তাসাং ব্যাখ্যানং সঙ্ক্ষেপেণৈব ক্রিয়তে। আবিরিতি। আবিঃ শব্দো নিপাতঃ প্রকাশবাচী ব্রহ্মবিশ্বোপলব্ধ্যাত্মনা প্রকাশমানমেব সদেতি ভাবয়েদিত্যর্থঃ। সন্নিহিতমতিসমীপবর্ত্তি গুহায়াং বুদ্ধৌ চরতি তত্রোপলভ্যতে সর্ব্বব্যাপকমপীতি গুহাচরং নাম। পদ্যতে সর্ব্বৈর্মুনিভির্যোগাদিসাধনৈঃ প্রাপ্যতে ইতি পদম্। মহচ্চ তৎপদঞ্চেতি মহৎপদম্। অত্রাস্মিন্ ব্রহ্মণি সর্ব্বমাকাশাদিসমর্পিতং স্থাপিতং কল্পিতমিত্যর্থঃ। ততস্তস্য মিথ্যাত্বাদিদমেব সর্ব্বৈঃ প্রাপ্যমিত্যর্থঃ কিং কিমত্র সমর্পিতং তদাহ এজদিতি। এজচ্চলৎ পক্ষ্যাদি। প্রাণৎ প্রাণিতীতি প্রাণন্মনুষ্যাদি। নিমিষচ্চ যন্নিমেষাদিক্রিয়াবৎ। যচ্চ নিমিষম্। চ শব্দাত্তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মণ্যেব সমর্পিতমিত্যর্থঃ॥ ২॥

দেবী কহিলেন, গিরিবর! যোগিগণ এইরূপে স্বীয় আত্মাকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যোগনিষ্ঠ করিয়া যোগাসনে উপবেশনপূর্ব্বক অকপট ভক্তিসহকারে আমার ব্রহ্মরূপের ধ্যান করিবে॥ ১॥ হে নগেন্দ্র! কিরূপে সেই রূপবিহীন সৎ ও অক্ষর ব্রহ্মের জ্ঞান হয় তাহা শ্রবণ কর। শ্রবণ মনন বিজ্ঞানাদি উপাধি ধর্ম্ম দ্বারা আবির্ভূত হইয়া লক্ষ্য হন বলিয়া যিনি প্রাণিগণের হৃদয়ে প্রকাশমান হইয়া সম্যক্‌রূপে অবস্থিত আছেন এবং শ্রবণ মননাদি প্রকার দ্বারা বুদ্ধিতে বিচরণ করেন বলিয়া যিনি গুহাচর নামে প্রখ্যাত, যিনি সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ এবং যিনি যোগাদি সাধন দ্বারা যোগিগণের প্রাপ্য, সেই পরব্রহ্মে আকাশাদি সমস্ত, এবং জঙ্গম মনুষ্যপশুপক্ষ্যাদি এবং নিমেষ-ক্রিয়াবান্ ও অনিমিষ-ক্রিয়াবান্ সমস্তই সংস্থাপিত আছে॥ ২॥ হে দেবগণ! তোমরা এইরূপ পরব্রহ্মের অবগতি কর;

এতজ্জানথ সদসদ্বরেণ্যং
পরং বিজ্ঞানাদ্‌যদ্বরিষ্ঠং প্রজানাম্।
যদর্চ্চিমদ্‌যদণুভ্যোঽণু চ
যস্মিংল্লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ ॥ ৩ ॥

তদেতদক্ষরং ব্রহ্মসপ্রাণস্তদু বাঙ্মনঃ।
তদেতৎসত্যমমৃতন্তদ্বেদ্ধব্যং সৌম্য! বিদ্ধি ॥ ৪ ॥

ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং
শরং হ্যুপাসানিশিতং সন্ধয়ীত।
আযম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা
লক্ষ্যন্তদেবাক্ষরং সৌম্য! বিদ্ধি ॥ ৫ ॥

এতজ্জানথেতি ভগবতী বদতি। হে দেবা! এতদ্রূপং ব্রহ্ম জানথাবগচ্ছথ। সদসদ্বরেণ্যং সৎকারণং মায়া অসৎকার্য্যং জগৎ। তদুভয়াপেক্ষয়া বরেণ্যং শ্রেষ্ঠম্। প্রজানাং লোকানাং বিজ্ঞানাৎ পরং তজ্‌জ্ঞানাবিষয় ইত্যর্থঃ। যতো বরিষ্ঠং শ্রেষ্ঠং ততো ন সর্ব্ববুদ্ধিগম্যমিত্যর্থঃ। যদর্চ্চিমৎ সূর্য্যাদিতেজসামপি প্রকাশকম্। ততস্ততোঽতিশয়দীপ্তিমদিত্যর্থঃ। যস্মিন্ ভূরাদয়ো লোকাস্তন্নিবাসিজনা লোকিনশ্চ নিহিতাঃ স্থাপিতাঃ কল্পিতা ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

তদেতদিতি। তদেতৎ সর্ব্বাশ্রয়মক্ষরং ব্রহ্মসপ্র মাণস্তদু তদেব বাঙ্মনোঽপি তদেতৎসত্যমবিতথমতো মৃতং তদ্বেদ্ধব্যং মনসা শরেণ তাড়য়িতব্যং মনঃসমাধানং তত্র কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

কথং বেদ্ধব্যং তদুচ্যতে ধনুরিতি। ঔপনিষদমুপনিষদ্ভির্বোধিতম্। মহাস্ত্রং মহচ্চ তদস্ত্রঞ্চেতি মহাস্ত্রং ধনুর্গৃহীত্বাদায় যথোপাসাভির্নিশিতং সন্ততাভিধ্যানেন তনূকৃতং শরং তস্মিন্ ধনুষি সন্ধয়ীত যোজয়েৎ। শরং সন্ধায় সংস্থাপ্যানন্তরমায়ম্যাকৃষ্য সেন্দ্রিয়মন্তঃকরণং স্ববিষয়াদ্বিনিবর্ত্ত্য লক্ষ্যে এব স্থাপয়িত্বেত্যর্থঃ। তদ্ভাগবতেন তস্মিন্ ব্রহ্মণ্যক্ষরে লক্ষ্যে ভাবনাভাবস্তদ্গতেন চেতসা লক্ষ্যং তদেব যথোক্তলক্ষণমক্ষরম্। সৌম্য! হে পর্ব্বতরাজ! বিদ্ধি তাড়য়েত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

তিনি সৎ ও অসৎ অর্থাৎ পরব্রহ্ম ব্যতিরেকে স্থূল ও সূক্ষ্ম পদার্থের অভাব হয় বলিয়া তিনি কারণরূপে অমূর্ত্ত ও কার্য্যরূপে মূর্ত্ত জগৎস্বরূপ, সর্ব্বদোষ ও সর্ব্বোপদ্রবাদিরহিত বলিয়া তিনি শ্রেষ্ঠতম এবং সমস্ত লোকগণের লৌকিক বিজ্ঞানের অগোচর। যিনি দীপ্তি দ্বারা আদিত্যাদি জ্যোতিষ্কগণকে প্রদীপিত করিতেছেন, যিনি অণুরাদি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম এবং পৃথিব্যাদি স্থূল হইতেও স্থূল, যাঁহাতে ভূর্ভুবাদি লোকসমূহ এবং যাঁহাতে লোকনিবাসিগণ অর্থাৎ চৈতন্যাশ্রয় মনুষ্যাদি সংস্থিত আছে ॥ ৩ ॥ তিনিই অক্ষরব্রহ্ম, তিনিই প্রাণিগণের প্রাণ, বাক্য, মনঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় ও অন্তশ্চৈতন্য, তিনিই সত্য ও অবিনাশী। হে সৌম্য! তুমি জানিও যে, তাঁহাকেই মনোরূপ শর দ্বারা বিদ্ধ করা কর্ত্তব্য, অর্থাৎ তাঁহাতেই মনঃসমাধান একান্তই বিহিত ॥ ৪ ॥ হে সৌম্য! তাঁহাকে বিদ্ধ করিবার

প্রণবো ধনুঃশরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥ ৬ ॥
যস্মিন্দ্যৌশ্চ পৃথিবী চান্তরিক্ষ-
মোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ।
তমেবৈকং জানথাত্মানমন্যা
বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ ॥ ৭ ॥

যদুক্তং ধনুরাদি তদুচ্যতে প্রণব ইতি। প্রণব ওঁকারো দেবীপ্রণবো বা ধনুর্যথেষ্বাসনং লক্ষ্যে শরস্য প্রবেশকারণং তথা চিত্তশরস্যাক্ষরে প্রবেশকারণং প্রণবঃ প্রণবেন হ্যভ্যস্যমানেন সংস্ক্রিয়মাণঃ তদালম্বনোঽপ্রতিবন্ধেনাক্ষরেঽবতিষ্ঠতে। যথা ধনুষা প্রক্ষিপ্ত ইষুর্লক্ষ্যেঽতঃ প্রণবো ধনুরিব ধনুঃ শরো হ্যাত্মান্তঃকরণং হি শরঃ শরসদৃশলক্ষ্যবেধনাচ্ছর ইব শরঃ। অত্র লক্ষ্যস্তু তদ্‌ব্রহ্মৈবোচ্যত ইত্যাহ ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যত ইতি। অপ্রমত্তেনৈকাগ্রচেতসা তল্লক্ষ্যং ব্রহ্ম বেদ্ধব্যং যথা শরো লক্ষ্যৈকাত্মতাং প্রাপ্নোতি তথা দেহাদ্যাত্মপ্রত্যয়তিরস্কারেণাক্ষরৈক্যাত্ম্যং ফলমাপাদয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

অক্ষরস্য দুর্লক্ষ্যত্বাৎপুনঃ পুনর্ব্বচনং সুলক্ষণার্থম্ যস্মিন্নিতি। যস্মিন্নক্ষরে দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষঞ্চ প্রাণৈঃ সহ মনশ্চ সমর্পিতং তমেবৈকমাত্মানং জানথ জানীথ। হে দেবা যং জ্ঞাত্বা চান্যবাচো পরবিদ্যারূপা বিমুঞ্চথ বিমুঞ্চত পরিত্যজত। যতোঽমৃতস্য মোক্ষস্য প্রাপ্তয়েঽয়ং সেতুরিব সেতুঃ। সংসারমহোদধেস্তরণহেতুরিত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়েতি ॥ ৭ ॥

উপায় কহিতেছি শ্রবণ কর। উপনিষদ্ শাস্ত্রজ্ঞানরূপ মহাস্ত্র শরাসন গ্রহণ করিয়া তাহাতে সতত অভিধ্যনাদি উপাসনারূপ নিশিত শরসন্ধান ও সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয় হইতে বিনিবর্ত্তনরূপ আকর্ষণপূর্ব্বক তদ্গতচিত্তে সেই ব্রহ্মরূপ লক্ষ্য পদার্থকে বিদ্ধ কর ॥ ৫ ॥ এক্ষণে সেই শরাসনাদির বিষয় বিশেষরূপে শ্রবণ কর। ইহাতে প্রণবই শরাসন, যেমন শরাসন লক্ষ্য পদার্থে শরপ্রবেশের কারণ, সেইরূপ ওঁকার শরাসন, আত্মা অর্থাৎ অন্তঃকরণ শরের পরমাত্মরূপ লক্ষ্যে প্রবেশের কারণ হয়। প্রণবের অভ্যাস দ্বারা সুসংস্কৃত, উক্ত আত্মরূপ শর সেই অক্ষরব্রহ্মে প্রবিষ্ট ও প্রতিবন্ধপরিশূন্য হইয়া অবস্থিতি করিয়া থাকে। জিতেন্দ্রিয় ও একাগ্রচিত্ত হইয়া সেই ব্রহ্মলক্ষ্য ভেদ করা কর্ত্তব্য ; ব্রহ্ম বেধনের পর শর যেমন লক্ষ্যের সহিত একাত্মতারূপ ফলপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ জীব দেহ আদি আত্মপ্রত্যয়ের তিরস্কার দ্বারা অক্ষরব্রহ্মের সহিত একাত্মকত্ব ফল লাভ করিয়া থাকে ॥ ৬ ॥ গিরিবর! অক্ষর পদার্থের দুর্লক্ষ্যত্ব হেতু এবং উত্তম রূপ জ্ঞান লাভের নিমিত্ত আমি তোমাকে পুনর্ব্বার সেই বিষয় কহিতেছি শ্রবণ কর। যাঁহাতে স্বর্গ, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং সমস্ত ইন্দ্রিয় ও প্রাণের সহিত মন অবস্থিত আছে, তাঁহাকেই তোমাদিগের ও অন্যান্য প্রাণীদিগের আত্মা বলিয়া জানিও। হে দেবগণ! তাঁহাকে জানিয়া অপরা বিদ্যারূপ বাক্য সমস্তই পরিত্যাগ কর। যেহেতু এই পরমাত্মা সংসার মহাসমুদ্র

অরা ইব রথনাভৌ সংহতা যত্র নাড্যঃ।
স এষোঽন্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ ॥ ৮॥
ওমিত্যেবং ধ্যায়থাত্মানং স্বস্তি
বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৯ ॥
যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্‌যস্যৈষ মহিমা ভুবি।
দিব্যে ব্রহ্মপুরে ব্যোম্নি আত্মা সম্প্রতিষ্ঠিতঃ।
মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা
প্রতিষ্ঠিতোঽন্নে হৃদয়ং সন্নিধায়।
তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি ॥ ১০ ॥

কিঞ্চ অরা ইবেতি। যথা রথনাভৌ সমর্পিতা অরা এব সংহতাঃ সম্প্রবিষ্টা এবং যত্র হৃদয়ে নাড্যস্তস্মিন্ হৃদয়ে বুদ্ধিপ্রত্যয়সাক্ষীভূতঃ স এষ প্রকৃত আত্মান্তর্মধ্যে চরতে চরতি বর্ত্ততে বুদ্ধ্যাদিপ্রত্যয়ৈর্জায়মান ইব জায়মানোঽন্তঃকরণোপাধ্যনুবিধায়িত্বাদ্বদন্তিলৌকিকাঃ হৃষ্টো জাতঃ ক্রুদ্ধো জাত ইতি ॥ ৮ ॥

তমাত্মানমোমিত্যেবোঙ্কারালম্বনাঃ সন্তো যথোক্তকল্পনয়া ধ্যায়থ চিন্তয়ত। তেষাং কল্যাণার্থমাশীর্ব্বচনং ভগবতী করুণানিধির্ব্বদতি। স্বস্তি নির্ব্বিঘ্নমস্ত বো যুষ্মাকং পারায় পরকূলপ্রাপ্তয়ে। তমসোঽবিদ্যাতঃ পরস্তাদবিদ্যারহিতব্রহ্মাত্মস্বরূপগমনায়েত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

স আত্মা ক বর্ত্ততে তত্রাহ যঃ সর্ব্বজ্ঞো যশ্চ সর্ব্ববিদ্যস্যৈষ মহিমা বিভূতির্জগৎসর্জ্জনাদি-রূপো ভুবি প্রসিদ্ধঃ স দিব্যো দ্যোতনবতি ব্রহ্মপুরে হৃদয়পুণ্ডরীকে তত্র তস্য প্রকাশমানত্বাত্তস্মিন্ হৃৎকমলে যদ্ব্যোমাকাশস্তস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইবোপলভ্যতে। স হ্যাত্মা মনোবৃত্তি-ভিরেব বিভাব্যত ইতি মনোময়ঃ। প্রাণশ্চ শরীরঞ্চ তয়োরয়ং নেতা। শরীরাচ্ছরীরা-

---

উত্তরণের হেতু বলিয়া তিনিই মোক্ষপ্রাপ্তির একমাত্র সেতু হইয়াছেন ॥ ৭ ॥ যেমন রথ-নাভিতে সমর্পিত অর সকল সংহত হইয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ যে হৃদয়ে নাড়ী সমূহ প্রবিষ্ট হইয়াছে, সেই হৃদয়মধ্যে বুদ্ধি প্রত্যয়ের সাক্ষীভূত সেই এই প্রকৃত আত্মা, 'দেখিয়া শুনিয়া মনন করিয়া ও জানিয়া' ইত্যাদি বহুপ্রকারে ক্রোধ হর্ষাদি দ্বারা প্রকাশ-মান হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তাহাতেই লোকে "ইনি হৃষ্ট হইলেন, ইনি ক্রুদ্ধ হইলেন" এইরূপ কহিয়া থাকে। ফলতঃ সেই অদ্বিতীয় অক্ষর আত্মা জীবগণের হৃদয়ে সাক্ষিস্বরূপে অবস্থিত হইয়া বিবিধ প্রকারে প্রকাশমান হইতেছেন ॥ ৮ ॥ দেবগণ! তোমরা ওঁকার অবলম্বনপূর্ব্বক সেই পরমাত্মার ধ্যান কর। তোমাদিগের কল্যাণ হউক, তাহাতে তোমরা অবিদ্যা-তামিস্র-সমুদ্রের পরপারে গমন করিয়া অবিদ্যা-বিরহিত ব্রহ্মাত্মস্বরূপগমনে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৯ ॥ সেই আত্মা যে স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছেন তাহা শ্রবণ কর। যিনি সর্ব্বজ্ঞ অর্থাৎ সামান্যত সমস্তই জানেন এবং যিনি সর্ব্ববিৎ অর্থাৎ বিশেষরূপে সমস্ত অবগত

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥ ১১ ॥
হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্‌যদাত্মবিদো বিদুঃ ॥ ১২ ॥

স্তরং প্রতি প্রতিষ্ঠিতোঽবস্থিতোঽন্নেঽন্নপরিণামে পিণ্ডে হৃদয়ে বুদ্ধিং সন্নিধায় সমবস্থাপ্য তদ্বিজ্ঞানেন তৎসাক্ষাৎকারেণ পরিপশ্যন্তি সর্ব্বতঃ পূর্ণং পশ্যন্তি ধীরা বিবেকিনঃ। আনন্দরূপং দুঃখাসংস্পৃষ্টমমৃতং তদ্বিভাতি সর্ব্বদা তদিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

অস্যাত্মজ্ঞানস্য ফলমভিধীয়তে ভিদ্যতে ইতি। হৃদয়গ্রন্থিঃ চিদহঙ্কারতাদাত্ম্যরূপো ভিদ্যতে নশ্যতি। ছিদ্যন্তে সর্ব্বজ্ঞেয়বিষয়াঃ সংশয়াঃ সর্ব্বেষাং মিথ্যাত্বনিশ্চয়াৎ। ক্ষীয়ন্তে নশ্যন্তি চ কর্ম্মাণি প্রারব্ধাতিরিক্তানি সর্ব্বাণি তস্মিন্ পরমাত্মনি দৃষ্টে সাক্ষাৎকৃতে ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

উক্তস্যৈবার্থস্য সংক্ষেপাভিধায়কা উত্তরে ত্রয়োঽপি মন্ত্রাঃ। হিরণ্ময়ে জ্যোতির্ম্ময়ে পরে কোশে আনন্দময়ে কোশে বিরজম্ উপলক্ষণতয়া গুণত্রয়রহিতং ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি শ্রুত্যুক্তং ব্রহ্ম। নিষ্কলং মায়ারহিতমসঙ্গমরজস্কমমায়মিতি শ্রুত্যন্তরাৎ অতএব শুভ্রং স্বচ্ছম্। জ্যোতিষাং সর্ব্বপ্রকাশকসূর্য্যাদীনামপি জ্যোতিঃপ্রকাশকমিত্যর্থঃ। যদাত্মবিদো জ্ঞানিনো মহতায়াসেন বিদুস্তদ্ধিরণ্ময়ে পরে কোশে তিষ্ঠতীত্যন্বয়ঃ ॥ ১২ ॥

আছেন, যাঁহার শাসনবলে স্বর্গ ও পৃথিবী পরস্পর সম্বন্ধবদ্ধ হইয়া অবস্থিত রহিয়াছে, যাঁহার শাসন বহন করিয়া চন্দ্র ও সূর্য্য অলাতচক্রের ন্যায় অজস্র ভ্রমণ করিতেছে, যাঁহার নিয়মে স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সমস্ত বস্তুই নিয়মিত হইয়া রহিয়াছে, ঋতু অয়ন ও বৎসর সকল যাঁহার শাসন অতিক্রম করিতে ক্ষণমাত্রও সমর্থ হয় না, কর্ত্তা কর্ম্ম ও ফল যাঁহার শাসনবশে স্ব স্ব কাল অতিক্রম করিতে পারে না, যাঁহার অনন্ত মহিমা অখিল জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই আত্মা দিব্য ব্রহ্মপুরে অর্থাৎ সমস্ত বুদ্ধিসম্বন্ধীয় প্রত্যয় দ্বারা দ্যোতনবান্ হৃদয়পুণ্ডরীকমধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন, এইরূপ উপলব্ধি হইয়া থাকে। সেই আত্মা মনোবৃত্তি দ্বারা বিভাবিত হন বলিয়া অন্নপরিণামরূপ হৃৎপিণ্ডে প্রতিষ্ঠিত আছেন। হৃৎপুণ্ডরীক মধ্যে বুদ্ধি সংস্থাপিত করিয়া বিবেকিগণ শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশজনিত জ্ঞান, শম, দম, ধ্যান ও বৈরাগ্য দ্বারা উদ্ভূত বিজ্ঞানবলে সম্পূর্ণরূপে তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন। তিনি সমস্ত অনন্ত দুঃখ ও আয়াসবিহীন আনন্দামৃতরূপে আপন আত্মাতে সততই বিশেষরূপে প্রতিভাত হইতেছেন ॥ ১০ ॥ দেবগণ! এক্ষণে পরমাত্মজ্ঞান লাভের ফল শ্রবণ কর। সেই কারণাত্মা, কার্য্যাত্মা ও সর্ব্বজ্ঞ পরব্রহ্মের সহিত যাহার সাক্ষাৎকার লাভ হয়, তাহার অবিদ্যাজনিত বাসনাময় হৃদয়গ্রন্থি উন্মুক্ত ও জন্মান্তরপ্রতিপাদক সমস্ত কর্ম্মই বিনষ্ট হইয়া যায়। তাহাকে আর জন্ম-জরা-মরণাদি দুঃখ ভোগ করিতে হয় না, সেই ব্যক্তি মুক্তি লাভ করিয়া চিরকাল পরমানন্দময় ব্রহ্মরূপে বিরাজ করিতে থাকেন ॥ ১১ ॥ সুরগণ! জীবগণের অভ্যন্তরে আত্মার স্বরূপ জ্ঞানের আধারস্বরূপ, বুদ্ধি ও বিজ্ঞানের প্রকাশক, জ্যোতির্ম্ময় ও আনন্দময়

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥ ১৩ ॥
ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ ব্রহ্ম
পশ্চাদ্‌ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বং বরিষ্ঠম্ ॥ ১৪ ॥

কথং তজ্জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদুচ্যতে ন তত্রেতি। তত্র তস্মিন্নাত্মভূতে ব্রহ্মণি ন সূর্য্যো ভাতি সূর্য্যোঽপি তদ্‌ব্রহ্ম ন প্রকাশয়তীত্যর্থঃ। তথা চন্দ্রতারকং ইমা বিদ্যুতোঽপি ন ভান্তি ন প্রকাশয়ন্তি। কুতোঽয়মগ্নিঃ পূর্ব্বাপেক্ষয়া স্বল্পজ্যোতিঃ প্রকাশয়তি নৈব প্রকাশয়তীত্যর্থঃ। কিং বহুনা যদিদং জগদ্ভাতি তত্তমেবাত্মানং স্বপ্রকাশত্বাদ্ভান্তং প্রকাশিতমনুভাত্যনুদীপ্যতে তস্যৈব ভাসা সর্ব্বমিদং সূর্য্যাদিজগদ্বিভাতীত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

যন্ময়োক্তং ব্রহ্ম তদেব সত্যং রজ্জুস্থানীয়ং নান্যজ্জগৎসর্পস্থানীয়ং মৃষাত্বাৎ। তস্মাদিদমেবাশ্রয়ণীয়মিত্যভিপ্রায়েণ নিগমনস্থানীয়েন মন্ত্রেণোপসংহরতি ব্রহ্মৈবেদমিতি। ব্রহ্মৈবোক্তলক্ষণমিদং যৎপুরস্তাদগ্রে ব্রহ্মৈবাবিদ্যাদৃষ্টীনাং প্রত্যবভাসমানং তথা পশ্চাদ্‌ব্রহ্ম তথা দক্ষিণতশ্চ তথোত্তরেণ তথৈবাধস্তাদূর্দ্ধঞ্চ কিং বহুনা ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বং সমস্তং বরিষ্ঠমিদং জগৎ। অব্রহ্মপ্রত্যয়ঃ সর্ব্বোঽবিদ্যামাত্রো রজ্জ্বামিব সর্পপ্রত্যয়ো ব্রহ্মৈবেদং পরমার্থসত্যমিতি বেদানুশাসনমিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

নামক এক কোশ বিদ্যমান আছে। তাহাতে অবিদ্যাদি অশেষ দোষরূপ রজো-মল-বিবর্জ্জিত, সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ, সর্ব্বাত্মা, অবয়ববর্জ্জিত, শুভ্র ও বিশুদ্ধ, সমস্ত প্রকাশাত্মক অগ্ন্যাদিরও প্রকাশক, পরম জ্যোতির্ম্ময়, শব্দাদি বিষয় ও বুদ্ধি প্রত্যয়ের সাক্ষীভূত পরমাত্মা অবস্থিত আছেন। যে বিবেকিগণ অতিশয় আয়াস দ্বারা তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন, তাঁহারাই আত্মবিদ্ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন ॥ ১২ ॥ গিরিবর! তিনি যেরূপে জ্যোতিষ্কগণেরও জ্যোতিঃস্বরূপ হন, তাহা নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ কর। সেই সুবিমল পরব্রহ্মে জগৎপ্রকাশক সূর্য্যদেব প্রতিভাত হইয়া তাঁহাকে প্রকাশিত করেন না, প্রত্যুত সেই সূর্য্যই পরব্রহ্মের প্রভা দ্বারা অন্যান্য অনাত্ম পদার্থ সকল প্রকাশিত করিয়া থাকেন। এইরূপ চন্দ্র, তারকা অথবা বিদ্যুৎ প্রভৃতিও প্রতিভাত হইয়া যখন তাঁহাকে প্রকাশিত করে না, তখন আমাদিগের গোচরীভূত স্বল্প জ্যোতিঃ অগ্নি কিরূপে তাঁহাকে প্রকাশিত করিতে সমর্থ হইবে? একমাত্র তিনিই সকলের অন্তরে অনুস্যূত থাকিয়া প্রতিভাত হইতেছেন, তাহাতেই এই জগৎ অনুদীপিত হইতেছে। অতএব সেই পরব্রহ্মের প্রতিভা দ্বারা এই সমস্ত জগৎ প্রতিভাত হইতেছে, তাহার আর সন্দেহ নাই ॥ ১৩ ॥ দেবগণ! সেই অক্ষর পরব্রহ্মই অগ্রে এবং সেই অক্ষর পরব্রহ্মই পশ্চাদ্ ভাগে, দক্ষিণে, উত্তরে, অধোভাগে ও উর্দ্ধে বিদ্যমান রহিয়াছেন। অতএব এই অনন্ত বিশ্ব ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপধারী ব্রহ্মস্বরূপ

এতাদৃগনুভবো যস্য স কৃতার্থো নরোত্তমঃ।
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ॥ ১৫ ॥
দ্বিতীয়াদ্বৈভয়ং রাজংস্তদভাবাদ্বিভেতি ন।
ন তদ্বিয়োগো মেঽপ্যস্তি মদ্বিয়োগোঽপি তস্য ন ॥ ১৬ ॥
অহমেব স সোঽহং বৈনিশ্চিতং বিদ্ধি পর্ব্বত ! ।
মদ্দর্শনস্তু তত্র স্যাদ্‌যত্র জ্ঞানী স্থিতো মম ॥ ১৭ ॥
নাহং তীর্থে ন কৈলাসে বৈকুণ্ঠে বা ন কর্হিচিৎ।
বসামি কিন্তু মজ্‌জ্ঞানিহৃদয়াম্ভোজমধ্যমে ॥ ১৮ ॥
মৎপূজাকোটিফলদং সকৃম্মজ্‌জ্ঞানিনোঽর্চ্চনম্‌।
কুলং পবিত্রং তস্যাস্তি জননী কৃতকৃত্যকা।
বিশ্বম্ভরা পুণ্যবতী চিল্লয়ো যস্য চেতসঃ ॥ ১৯ ॥

এতাদৃশানুভবতঃ কৃতার্থত্বমাহ এতাদৃগিতি ॥ ১৫ ॥

দ্বিতীয়াদিতি। তদভাবাৎ দ্বিতীয়স্য ভয়কারণস্যাভাবাৎ ব্রহ্মবিন্ন বিভেতীত্যর্থঃ। তেন মম কদাপি বিয়োগো নাস্তীত্যাহ ন তদ্বিয়োগ ইতি ॥ ১৬ ॥

অহমেবেতি। অহং যাস্মি সা স জ্ঞান্যস্তীত্যর্থঃ। স জ্ঞানী যোঽস্তি সোঽহমেবাস্মীত্যর্থঃ। ব্যতিহারেণ দৃঢ়াভেদো দর্শিতঃ ॥ ১৭ ॥

অহং জ্ঞানিহৃদয়ে এব তিষ্ঠামীত্যাহ নাহং তীর্থে ইতি ॥ ১৮ ॥

কৃতকৃত্যকা। স্বার্থে কন্‌ প্রত্যয়ঃ। যস্য পুরুষস্য চেতসশ্চিতি পরমাত্মনি লয়ো জাতস্তেন পুরুষেণ বিশ্বম্ভরা পৃথিবী পুণ্যবতীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

জানিও, অতএব সেই সর্ব্বোপদ্রব-বিরহিত সর্ব্বদুঃখনিবারক পরব্রহ্মকে আশ্রয় করা একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ১৪ ॥

গিরিরাজ ! যে নরবর এইরূপে অনুভব করিতে পারেন, তিনিই সারূপ্য লাভ করিতে সমর্থ হন। তাঁহার আত্মা অখিল-মলবিবর্জ্জিত হইয়া প্রসন্ন হয়। সেই ব্যক্তি কৃতার্থ হইয়া বাসনা বিসর্জ্জন করেন। তাঁহাকে আর কখন শোক পাইতে হয় না ॥১৫॥ রাজন্‌! মায়াজনিত দ্বৈতভাবই ভয়ের কারণ। ব্রহ্মবিদ্‌ ব্যক্তি যখন ব্রহ্মের সহিত অদ্বৈতভাব প্রাপ্ত হন, তখন তাঁহার দ্বৈতভাবের অভাব হয়। অতএব তিনি তখন আর ভীত হয়েন না। সেই দ্বৈতভাব-বর্জ্জিত ব্যক্তির সহিত আমার এবং আমার সহিত তাহার বিয়োগ কখনই সম্ভব হয় না ॥১৬॥ গিরিবর ! তুমি নিশ্চয় জানিও যে, আমিই সেই জ্ঞানী ব্যক্তি এবং সেই জ্ঞানী ব্যক্তিই আমি। সেই মৎপরায়ণ জ্ঞানীব্যক্তি যে স্থানেই অবস্থিতি করেন, সেই স্থানেই আমার দর্শন-লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥১৭॥ আমি তীর্থে অবস্থিতি করি না, আমি কৈলাসে অবস্থিতি করি না, আমি বৈকুণ্ঠেও অবস্থিতি করি না, আমি কেবল মৎপরায়ণ জ্ঞানিজনের হৃৎপদ্ম-মধ্যে বাস করিয়া থাকি ॥ ১৮ ॥ যে নরবর মন্নিষ্ঠ জ্ঞানিব্যক্তির একবার মাত্র অর্চ্চনা

ব্রহ্মজ্ঞানন্তু যৎপৃষ্টং ত্বয়া পর্ব্বতসত্তম!।
কথিতং তন্ময়া সর্ব্বং নাতো বক্তব্যমস্তি হি ॥ ২০ ॥
ইদং জ্যেষ্ঠায় পুত্ত্রায় ভক্তিযুক্তায় শীলিনে।
শিষ্যায় চ যথোক্তায় বক্তব্যং নান্যথা ক্বচিৎ ॥ ২১ ॥
যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥ ২২ ॥
যেনোপদিষ্টা বিদ্যেয়ং স এব পরমেশ্বরঃ।
যস্যায়ং সুকৃতং কর্ত্তুমসমর্থস্ততোঋণী ॥ ২৩ ॥
পিত্রোরপ্যধিকঃ প্রোক্তো ব্রহ্মজন্মপ্রদায়কঃ।
পিতৃজাতং জন্ম নষ্টং নেত্থং জাতং কদাচন ॥ ২৪ ॥

নাতো বক্তব্যমস্তীতি। ইতঃপরমধিকো বক্তব্যাংশো নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

বিদ্যোপদেশপাত্রমুপদিশতি ইদং জ্যেষ্ঠায়েতি। যথোক্তায় শাস্ত্রোক্তলক্ষণযুক্তায় ॥ ২১ ॥

গুরুপ্রসাদং বিনা পরমেশ্বরপ্রসাদং বিনা কদাপি ব্রহ্মবিদ্যা ন ভবতীত্যাহ যস্য দেবে ইতি। শ্রুতিরিয়ম্ ॥ ২২ ॥

বিদ্যেয়মিতি। ব্রহ্মবিদ্যেত্যর্থঃ। সুকৃতমুপকারং তস্য গুরোঃ কর্ত্তুময়ং শিষ্যো যতোঽসমর্থস্ততোঽয়ং শিষ্যস্তস্য গুরোর্যাবজ্জীবপর্য্যন্তং ঋণীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

ব্রহ্মজন্ম ব্রহ্মরূপেণ জন্ম। পিতৃজাতং জন্মমরণে সতি নষ্টং ভবেন্নেত্থং ব্রহ্মরূপেণ জাতং কদাচিদপি নষ্টং ভবেত্তত ইত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

করে, সেই ব্যক্তি মদীয় পূজার কোটি গুণ ফল প্রাপ্ত হয়। তাহার কুল পবিত্র এবং তাহার জননী কৃতকৃত্য হইয়া থাকে। যাঁহার চিত্ত চৈতন্যরূপ ব্রহ্মপদার্থে বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি দ্বারা বসুমতী পুণ্যবতী হইয়া থাকেন, তাহাতে সংশয় নাই ॥ ১৯ ॥ হে পর্ব্বতপ্রবর! তুমি আমাকে ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয় যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তৎসমস্তই তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর আর বক্তব্য বিষয় কিছুই নাই ॥ ২০ ॥ হে অচলেন্দ্র! এই ব্রহ্মবিদ্যা ভক্তিযুক্ত ও সৎস্বভাবান্বিত জ্যেষ্ঠপুত্র এবং শাস্ত্রোক্ত গুণসম্পন্ন শিষ্যকেই প্রদান করা কর্ত্তব্য, অন্য কাহাকেও ইহা প্রদান করা বিধেয় নহে ॥ ২১ ॥ যে ব্যক্তির স্বীয় ইষ্টদেবতার প্রতি পরমা ভক্তি থাকে এবং যেমন ইষ্টদেবতায় সেইরূপ গুরুর প্রতিও অচলা ভক্তি থাকে, মহাত্মাগণ তাহারি নিকট উপরি উক্ত ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥ ২২ ॥ যিনি এই ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দেন, তিনিই পরমেশ্বর, তাঁহার উপকার পরিশোধ করিতে কেহই সমর্থ হয় না, অতএব শিষ্যগণ গুরুর নিকট যাবজ্জীবন ঋণী হইয়া থাকে ॥২৩॥ যিনি মানবগণকে ব্রহ্মরূপে জন্মদান করেন, তিনি পিতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ও মাননীয় সন্দেহ নাই, সেহেতু পিতা যে জন্ম প্রদান করেন তাহা বিনষ্ট হয়, কিন্তু

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

হিমালয় উবাচ।

স্বীয়াং ভক্তিং বদস্বাম্ব ! যেন জ্ঞানং সুখেন হি।
জায়েত মনুজস্যাস্য মধ্যমস্যাবিরাগিণঃ ॥ ১ ॥

দেব্যুবাচ।

মার্গাস্ত্রয়ো মে বিখ্যাতা মোক্ষপ্রাপ্তৌ নগাধিপ !।
কর্ম্মযোগো জ্ঞানযোগো ভক্তিযোগশ্চ সত্তম ! ॥ ২ ॥
ত্রয়াণামপ্যয়ং যোগ্যঃ কর্ত্তুং শক্যোঽস্তি সর্ব্বথা।
সুলভত্বান্মানসত্বাৎকায়চিত্তাদ্যপীড়নাৎ ॥ ৩ ॥
গুণভেদাৎ মনুষ্যাণাং সা ভক্তিস্ত্রিবিধা মতা ॥ ৪ ॥

পঞ্চাধিকৈশ্চ চত্বারিংশৎপদ্যৈরথ সাদরম্।
ভক্তিস্বরূপমহিমা যথাবদনুবর্ণ্যতে ॥

পূর্ব্বং যস্য দেবে পরা ভক্তিরিত্যুক্তং তত্র ভক্তিস্বরূপং পৃচ্ছতি স্বীয়াং ভক্তিমিতি। মধ্যমস্য মধ্যমাধিকারিণো বিরাগিণো ভক্তিরহিতস্যাপি দুর্লভং জ্ঞানং যেন ভক্তিহেতুনা জায়েত তাং ভক্তিং বদেত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

মোক্ষপ্রাপ্তৌ ত্রয়োমার্গাঃ কর্ম্মোপাসনাজ্ঞানভেদেন ত্রিবিধাঃ। তত্র জ্ঞানমার্গঃ। সাক্ষান্মোক্ষসাধনমিতরৌ চিত্তশুদ্ধিদ্বারেতি বিবেকঃ। তানেব মার্গান্ দর্শয়তি কর্ম্মযোগ ইতি। ভক্তিযোগ উপাসনাযোগ ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

ত্রয়াণামপি মার্গাণাং মধ্যে তন্মার্গগামিনাং ত্রয়াণামপি পুরুষাণাময়ং ভক্তিযোগঃ। কর্ত্তুং যোগ্যঃ শক্যশ্চ ভবতি। কুত ইতি চেদস্য ভক্তিযোগস্যান্যাপেক্ষয়া সুলভত্বান্মানসত্বাৎ দ্রব্যব্যয়শরীরায়াসমন্তরেণ কেবলং মনোবৃত্ত্যৈব সম্পাদ্যত্বাৎ। যস্মিন্ ভক্তিযোগে কায়চিত্তদ্রব্যব্যয়াদিপীড়নাভাবো ভবতি তস্মাদিত্যর্থঃ। তস্মাৎ সর্ব্বৈরপ্যয়ং ভক্তিযোগো নিয়মেনাশ্রয়িতব্য ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

তত্র ভক্তেস্ত্রৈবিধ্যমুপদিশতি গুণভেদাদিতি। মনুষ্যাণাং মনুষ্যসম্বন্ধিনাং গুণানাং সত্বরজস্তমোরূপাণাং ভেদাৎ ভক্তিরপি ত্রিবিধা। সাত্বিকরাজসতামসভেদেন ত্রিবিধা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

হিমালয় কহিলেন, মাতঃ ! অবিরাগী মধ্যম মনুষ্যগণের যাহাতে সুখে জ্ঞানলাভ হয়, এক্ষণে আপনি সেই স্বীয় ভক্তিযোগ কীর্ত্তন করুন ॥ ১ ॥ দেবী কহিলেন, নগেন্দ্র ! মোক্ষপ্রাপ্তি বিষয়ে কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ এই তিনটি পন্থাই বিখ্যাত ॥ ২ ॥ উক্ত যোগত্রয়ের মধ্যে ভক্তিযোগই সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ। কারণ, এই যোগে না অর্থ ব্যয়, না শারীরিক ক্লেশ, না চিত্তের একাগ্রতা-সাধন, কিছুই নাই; কেবল মনোবৃত্তি চালনা করিলেই সকলে অনায়াসে ইহা সাধন করিতে সমর্থ হয় ॥ ৩ ॥ সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন প্রকার গুণভেদে মনুষ্যগণের ভক্তিও তিন প্রকার ॥ ৪ ॥ যে ব্যক্তি মাৎসর্য্য ও

পরপীড়াং সমুদ্দিশ্য দম্ভং কৃত্বা পুরঃসরম্ ।
মাৎসর্য্যক্রোধযুক্তো যস্তস্য ভক্তিস্তু তামসী ॥ ৫ ॥
পরপীড়াদিরহিতঃ স্বকল্যাণার্থমেব চ ।
নিত্যং সকামো হৃদয়ে যশোঽর্থী ভোগলোলুপঃ ॥ ৬ ॥
তত্তৎফলসমাবাপ্ত্যৈ মামুপাস্তেঽতিভক্তিতঃ ।
ভেদবুদ্ধ্যা তু মাং স্বস্মাদন্যাং জানাতি পামরঃ ।
তস্য ভক্তিঃ সমাখ্যাতা নগাধিপ ! তু রাজসী ॥ ৭ ॥
পরমেশার্পণং কর্ম্ম পাপসংক্ষালনায় চ ।
বেদোক্তত্বাদবশ্যং তৎকর্ত্তব্যন্তু ময়ানিশম্ ॥ ৮ ॥
ইতি নিশ্চিতবুদ্ধিস্তু ভেদবুদ্ধিমুপাশ্রিতঃ ।
করোতি প্রীতয়ে কর্ম্ম ভক্তিঃ সা নগ ! সাত্ত্বিকী ॥ ৯ ॥
পরভক্তেঃ প্রাপিকেয়ং ভেদবুদ্ধ্যবলম্বনাৎ ।
পূর্ব্বপ্রোক্তে হ্যুভে ভক্তী ন পরপ্রাপিকে মতে ॥ ১০ ॥

ত্রিবিধভক্তিস্বরূপমাহ পরপীড়ামিতি । অন্যনাশার্থমিত্যর্থঃ ॥ ৫—৬ ॥

ভেদবুদ্ধ্যা জীবেশ্বরয়োর্ভেদবুদ্ধ্যা মাং সর্ব্বেশ্বরীং স্বস্মাদন্যাং ভিন্নাং জানাতি যতঃ পামরঃ ॥ ৭—৮ ॥

ভেদবুদ্ধিমুপাশ্রিত ইতি । অয়মপি সাত্ত্বিকঃ পুরুষো ভেদবুদ্ধিং জীবেশ্বরয়োঃ পৃথক্ত্ববুদ্ধিমাশ্রিত্যৈব ভক্তিং করোতীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

ত্রিবিধভক্তিস্বরূপমুপদিশ্য তিসৃণাং ভক্তীনাং মধ্যে দ্বয়োর্হেয়ত্বমেকস্যা গ্রাহ্যত্বমাহ পরভক্তেরিতি । সা পরানুরক্তিরীশ্বরে ইতি লক্ষণলক্ষিতায়াঃ পরভক্তেঃ পরপ্রেমরূপায়া ইয়ং সাত্ত্বিকী ভক্তিঃ প্রাপিকা ভবতি । তত ইয়মাশ্রয়ণীয়েতিভাবঃ । নম্বিয়ং পরভক্তিঃ কুতো

ক্রোধাদি সংযুক্ত হইয়া দম্ভ প্রকাশ পুরঃসর অন্যের বিনাশের নিমিত্ত ভক্তিযোগে আমার উপাসনা করে, তাহার সে ভক্তিকে তামসী ভক্তি কহে ॥ ৫ ॥ যে ব্যক্তি পরানিষ্ট উদ্দেশ না করিয়া কেবল আপনার কল্যাণের নিমিত্ত মনে মনে কোনও কামনা করে বা যশ ও ইন্দ্রিয়ার্থ লোলুপ হয় এবং তাহার ফল প্রাপ্তির নিমিত্ত অজ্ঞতাপ্রযুক্ত আপনাকে আমা হইতে বিভিন্ন বোধ করিয়া অতিশয় ভক্তিযোগে আমার উপাসনা করে, তাহার সেই ভক্তিকে রাজসী ভক্তি কহে ॥৬—৭॥ যে মানব, জীব ও ঈশ্বরে ভেদ বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া (ভক্তিযোগে ভেদবুদ্ধি নিয়তই বিদ্যমান থাকে) স্বীয় পাপ ক্ষালনের নিমিত্ত "এই বিধি বেদে উক্ত হইয়াছে, অতএব ইহা অনুষ্ঠান করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য" এইরূপ নিশ্চিত বুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক আমার উপাসনা করিয়া সেই কর্ম্ম সকল পরমেশ্বরে অর্পণ করে, তাহার সেই ভক্তিকে সাত্ত্বিকী ভক্তি কহে ॥ ৮—৯ ॥ এই সাত্ত্বিকী ভক্তি পরম প্রেমরূপা পরমাত্মভক্তির প্রাপিকা (প্রদায়িকা) হয়, কিন্তু ইহাতে ভেদবুদ্ধি বিদ্যমান থাকে

অধুনা পরভক্তিস্তু প্রোচ্যমানাং নিবোধ মে।
মদ্‌গুণশ্রবণং নিত্যং মম নামানুকীর্ত্তনম্‌॥ ১১॥
কল্যাণগুণরত্নানামাকরায়াং ময়ি স্থিরম্‌।
চেতসো বর্ত্তনঞ্চৈব তৈলধারাসমং সদা॥ ১২॥
হেতুস্তু তত্র কো বাপি ন কদাচিদ্ভবেদপি।
সামীপ্যসার্ষ্টিসাযুজ্যসালোক্যানাং ন চেষণা॥ ১৩॥
মৎসেবাতোঽধিকং কিঞ্চিন্নৈব জানাতি কর্হিচিৎ।
সেব্যসেবকতাভাবাত্তত্র মোক্ষং ন বাঞ্ছতি॥ ১৪॥

নেতি চেত্তত্রাহ ভেদবুদ্ধ্যবলম্বনাদিতি। অস্যাং ভেদবুদ্ধির্বর্ত্তত ইত্যাত্মসদৃশপ্রেম্ণোঽত্রা-সম্ভবান্নেয়ং পরাভক্তিরিত্যর্থঃ। পরপ্রেমাত্মন্যেব সম্ভবতি তদেতৎপ্রেয়ঃ। পুত্রাৎপ্রেয়ো বিত্তাৎপ্রেয়ঃ। সর্ব্বস্মাদ্যদন্তরতরমিত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। পূর্ব্বপ্রোক্তে দ্বে ভক্তী তু ন র-ভক্তিপ্রাপিকে ততস্তে উভে অপি ত্যাজ্যে ইত্যর্থঃ॥ ১০॥

পরভক্তিস্বরূপমাহ অধুনেতি॥ ১১॥

তৈলধারা যথা ব্যুচ্ছিন্না ন ভবতি তদ্বদিদমপি চেতো ধ্যানমধ্যে বিষয়েষু ন গচ্ছতী-ত্যর্থঃ॥ ১২॥

হেতুরিতি। এতাদৃশধ্যানে হেতুঃ ফলং কো বাপি কোপি কদাচিদপি নৈব ভবেৎ কিন্তু কেবলং মৎপ্রীত্যর্থং ময়ি পরমানুরাগেণৈব চেতসোঽনুবর্ত্তনং করোতীত্যর্থঃ। সামী-প্যাদিলোকেচ্ছয়াপি ন মদারাধনং করোতি কিন্তু প্রেম্‌ণৈবেত্যাহ সামীপ্যেতি॥ ১৩॥

সেব্যসেবকতেতি। ল্যব্লোপে পঞ্চমী। সেব্যসেবকভাবং বিহায়েত্যর্থঃ। মদারাধন-মেবেচ্ছতি ন মোক্ষমিত্যর্থঃ॥ ১৪॥

বলিয়া ইহা পরাভক্তি অর্থাৎ পরম প্রেমরূপ পরমাত্মভক্তি হইতে পারে না; যেহেতু পরমপ্রেম আত্মাতেই সম্ভব হয়, অন্যে তাহা সম্ভব হয় না। নগবর! তুমি বিশেষ বিবে-চনা করিয়া দেখ যে, সেই সাত্ত্বিকী-ভক্তিমান্‌ ব্যক্তির ব্রহ্মরূপিণী আমাতে ও তদীয় জীবাত্মাতে ভেদবুদ্ধি বিদ্যমান থাকে, অতএব কোনরূপেই ইহাকে পরাভক্তি বলা যাইতে পারে না, কিন্তু ইহা পরাভক্তির প্রাপিকা হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। অতএব বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিগণ এই সাত্ত্বিকী ভক্তিই অবলম্বন করিবেন, আর পূর্ব্বোক্ত তামসী ও রাজসী ভক্তি পরাভক্তির প্রাপিকা হয় না, অতএব বুধগণ উক্ত ভক্তিদ্বয়ের আশ্রয় গ্রহণ কদাপি করিবেন না॥ ১০॥

হিমবন্‌! এক্ষণে আমি পরাভক্তির বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি নিয়তই আমার গুণ শ্রবণ ও আমার নাম কীর্ত্তন করে, কল্যাণরত্ন ও গুণরত্নের আকরস্বরূপ আমাতে যাহার মন তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্নরূপে সততই অবস্থিত থাকে॥ ১১—১২॥ কিন্তু তাহাতে কোনও প্রকার হেতু অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা, এমন কি সামীপ্য, সার্ষ্টি, সাযুজ্য ও সালোক্যাদি মুক্তিকামনা বিদ্যমান থাকে না,

পরানুরক্ত্যা মামেব চিন্তয়েদ্যো হ্যতন্দ্রিতঃ।
স্বাভেদেনৈব মাং নিত্যং জানাতি ন বিভেদতঃ ॥ ১৫ ॥
মদ্রূপত্বেন জীবানাং চিন্তনং কুরুতে তু যঃ।
যথা স্বস্যাত্মনি প্রীতিস্তথৈব চ পরাত্মনি ॥ ১৬ ॥
চৈতন্যস্য সমানত্বান্ন ভেদং কুরুতে তু যঃ।
সর্ব্বত্র বর্ত্তমানাং মাং সর্ব্বরূপাঞ্চ সর্ব্বদা ॥ ১৭ ॥
নমতে যজতে চৈবাপ্যাচাণ্ডালান্তমীশ্বর!।
ন কুত্রাপি দ্রোহবুদ্ধিং কুরুতে ভেদবর্জ্জনাৎ ॥ ১৮ ॥
মৎস্থানদর্শনে শ্রদ্ধা মদ্ভক্তদর্শনে তথা।
মচ্ছাস্ত্রশ্রবণে শ্রদ্ধা মন্ত্রতন্ত্রাদিষু প্রভো! ॥ ১৯ ॥
ময়ি প্রেমাকুলমতী রোমাঞ্চিততনুঃ সদা।
প্রেমাশ্রুজলপূর্ণাক্ষঃ কণ্ঠগদ্গদনিঃস্বনঃ ॥ ২০ ॥

স্বাভেদেনৈবেতি। অহমেব সচ্চিদানন্দরূপিণী ভগবত্যস্মীতি ভাবনয়েত্যর্থঃ ॥১৫—১৭॥
ঈশ্বর! হে পর্ব্বতরাজ! ভেদবর্জ্জনাৎ সর্ব্বত্র চৈতন্যরূপেণৈকৈব ভগবত্যস্তি ন দ্বিতীয়েতি ভেদনিরাসাদিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥
মৎস্থানেতি। তানি চ বক্ষ্যমাণানি পূর্ব্বোক্তানি চ স্থানানি। মচ্ছাস্ত্রং শক্তিদর্শনং তথা দেবীভাগবতং বেদান্তঞ্চ ॥ ১৯—২১ ॥

যে ব্যক্তি কেবল প্রেমপূর্ণ হইয়া আমারই আরাধনা করিয়া থাকে, যে ব্যক্তি আমার সেবা অপেক্ষা অধিকতর উৎকৃষ্ট আর দ্বিতীয় জানে না, যে ব্যক্তি সেব্য ও সেবকভাব পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষ বাঞ্ছাও করে না ॥ ১৩—১৪ ॥ যে ব্যক্তি অতন্দ্রিত হইয়া পরমপ্রেম দ্বারা নিয়ত আমারই ধ্যান করিয়া থাকে, যে ব্যক্তি আমাকে আপনার সহিত ভিন্ন না করিয়া 'আমিই সচ্চিদানন্দরূপিণী ভগবতী' এইরূপ অভিন্ন জ্ঞান করে ॥ ১৫ ॥ যে ব্যক্তি অখিল জীবগণকে আমার স্বরূপ বলিয়া মনে করে, আর আপনাতে যেরূপ প্রীতি, পরমাত্মরূপিণী আমাতেও সেইরূপ প্রীতিবোধ করিয়া থাকে ॥ ১৬ ॥ চৈতন্যের সমানত্ব হেতু যে ব্যক্তি সর্ব্বত্র বর্ত্তমানা ও সর্ব্বরূপিণী আমার সহিত সর্ব্বদাই সর্ব্ব জীবের অভিন্নত্ব জ্ঞান করে ॥ ১৭ ॥ যে ব্যক্তি ভেদ বুদ্ধির পরিবর্জ্জন হেতু চণ্ডালাদি সমস্ত জীবকেই সমাদর পূজা ও নমস্কার করিয়া সর্ব্বত্র দ্রোহবুদ্ধি পরিহার করে ॥ ১৮ ॥ যে ব্যক্তি আমার স্থান দর্শনে, আমার ভক্তগণের দর্শনে, মদীয় শাস্ত্র শ্রবণে এবং আমার মন্ত্রাদি মননে শ্রদ্ধা করে ॥ ১৯ ॥ যে ব্যক্তি আমার প্রতি প্রেমবশে আকুলচিত্ত ও রোমাঞ্চিত হয়, যাহার নয়নদ্বয় নিয়তই আমার প্রেমাশ্রু দ্বারা পরিপূর্ণ হয়, যে ব্যক্তি আমার প্রতি প্রেমভরে গদ্গদস্বরে মদীয় গুণকীর্ত্তন ও মদীয় নাম উচ্চারণ করিয়া থাকে ॥ ২০ ॥ যে ব্যক্তি

অনন্যেনৈব ভাবেন পূজয়েদ্যো নগাধিপ !।
মামীশ্বরীং জগদ্‌যোনিং সর্ব্বকারণকারণাম্ ॥ ২১ ॥
ব্রতানি মম দিব্যানি নিত্যনৈমিত্তিকান্যপি।
নিত্যং যঃ কুরুতে ভক্ত্যা বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতঃ ॥ ২২ ॥
মদুৎসবদিদৃক্ষা চ মদুৎসবকৃতিস্তথা।
জায়তে যস্য নিয়তং স্বভাবাদেব ভূধর ! ॥ ২৩ ॥
উচ্চৈর্গায়ংশ্চ নামানি মমৈব খলু নৃত্যতি।
অহঙ্কারাদিরহিতো দেহতাদাত্ম্যবর্জ্জিতঃ ॥ ২৪ ॥
প্রারব্ধেন যথা যচ্চ ক্রিয়তে তত্তথা ভবেৎ।
ন মে চিন্তাস্তি তত্রাপি দেহসংরক্ষণাদিষু ॥ ২৫ ॥
ইতি ভক্তিস্তু যা প্রোক্তা পরভক্তিস্তু সা স্মৃতা।
যস্যাং দেব্যতিরিক্তন্তু ন কিঞ্চিদপি ভাব্যতে ॥ ২৬ ॥
ইত্থং জাতা পরাভক্তির্যস্য ভূধর ! তত্ত্বতঃ।
তদৈব তস্য চিন্মাত্রে মদ্রূপে বিলয়ো ভবেৎ ॥ ২৭ ॥

ব্রতানীতি। তানি বক্ষ্যমাণানি ॥ ২২ ॥

মদুৎসবেতি। তে চোৎসবা বক্ষ্যমাণাঃ। অন্যকৃতোৎসবদর্শনেচ্ছাচেত্যর্থঃ। স্বতোঽপি মদুৎসবকৃতির্মদুৎসবকরণমিত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৪ ॥

প্রারব্ধেনেতি। প্রারব্ধাধীনং সর্ব্বং জ্ঞাত্বা কামপি মৎস্বরূপচিন্তাতিরিক্তাং চিন্তাং ন করোতীত্যর্থঃ ॥ ২৫—২৬ ॥

ইত্থং পরভক্ত্যা স্বস্বরূপে চিত্তলয়যোগ্যতা ভবতীত্যাহ তদৈবেতি ॥ ২৭ ॥

অনন্যভাবে জগদ্‌যোনি, সর্ব্ব কারণের কারণরূপিণী পরমেশ্বরী ব্রহ্মরূপিণী আমার পূজা করে॥ ২১ ॥ যে ব্যক্তি বিত্তশাঠ্য না করিয়া পরম ভক্তিসহকারে নিয়তই নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য এবং মদীয় ব্রত সমূহের অনুষ্ঠান করে॥ ২২ ॥ যে ব্যক্তি স্বভাবতই আমার উৎসব করণে ও আমার উৎসব দর্শনে নিয়ত বাসনা করে॥ ২৩ ॥ যে ব্যক্তি "এই দেহ আমার নহে" এইরূপে দেহাত্মজ্ঞানরহিত এবং অহঙ্কারাদি বর্জ্জিত হইয়া প্রেমভরে উচ্চৈঃস্বরে আমার নাম সকল গান করত নৃত্য করে॥ ২৪ ॥ আর যে ব্যক্তি "প্রারব্ধ অর্থাৎ পূর্ব্বকর্ম্মজনিত অদৃষ্টবশে যাহা যাহা করা যায়, এই জগতে সেই সেই কার্য্যই ঘটিয়া থাকে, অতএব দেহ রক্ষণাদির নিমিত্ত আমার চিন্তার প্রয়োজন নাই" এইরূপ জ্ঞান করিয়া মদীয় চিন্তা ব্যতিরিক্ত অন্য কোন চিন্তাপর না হইয়া তদীয় জীবাত্মায় ও চিদানন্দরূপিণী আমায় একাত্মতা জ্ঞান করে, হে নগেন্দ্র ! তাহার সেই ভক্তিই পরাভক্তি বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। তাহাতে দেবী ভিন্ন অন্য কোনও ভাবনা

ভক্তেস্তু যা পরাকাষ্ঠা সৈব জ্ঞানং প্রকীর্ত্তিতম্‌।
বৈরাগ্যস্য চ সীমা সা জ্ঞানে তদুভয়ং যতঃ ॥ ২৮ ॥
ভক্তৌ কৃতায়াং যস্যাপি প্রারব্ধবশতো নগ !।
ন জায়তে মম জ্ঞানং মণিদ্বীপং স গচ্ছতি ॥ ২৯ ॥
তত্র গত্বাখিলান্ ভোগাননিচ্ছন্নপি চর্চ্ছতি।
তদন্তে মম চিদ্রূপজ্ঞানং সম্যগ্‌ভবেন্নগ !।
তেন মুক্তঃ সদৈব স্যাজ্জ্ঞানাৎ মুক্তির্ন চান্যথা ॥ ৩০ ॥
ইহৈব যস্য জ্ঞানং স্যাদ্‌হৃদ্গতপ্রত্যগাত্মনঃ ॥ ৩১ ॥
মম সম্বিৎপরতনোস্তস্য প্রাণা ব্রজন্তি ন।
ব্রহ্মৈব সংস্তদাপ্নোতি ব্রহ্মৈব ব্রহ্ম বেদ যঃ ॥ ৩২ ॥

ভক্তেস্ত্বিতি। যতো জ্ঞানে সতি ভক্তিবৈরাগ্যে সাঙ্গে সম্পূর্ণে সিধ্যতস্তস্মাদ্ভক্তে র্বৈরাগ্যস্য চ যা পরাকাষ্ঠা সা জ্ঞানমিত্যর্থঃ। তদুক্তং বিষ্ণুভাগবতে। ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককাল ইতি ॥ ২৮ ॥

মণিদ্বীপং পূর্ব্বোক্তং দ্বাদশস্কন্ধে বক্ষ্যমাণঞ্চ ॥ ২৯ ॥

চর্চ্ছতি প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৩০—৩১ ॥

সংবিৎপরতনোরিতি প্রত্যগাত্মবিশেষণম্‌। তস্য প্রাণা ইতি। ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তীতি শ্রুতেঃ ॥ ৩২ ॥

অবকাশ লাভ করিতে পারে না ॥২৫-২৬॥ হে ভূধর! যে ব্যক্তির হৃদয় যথার্থই এই প্রকার পরাভক্তি দ্বারা পরিপূর্ণ হয়, সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ আমার চিন্মাত্ররূপে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥ হে নগেন্দ্র! বুধগণ ভক্তি এবং বৈরাগ্যের চরম সীমাকেই জ্ঞান কহিয়া থাকেন, কারণ জ্ঞানের উদয় হইলে ভক্তি ও বৈরাগ্যের সম্পূর্ণতা সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥ ভক্তি করিলেও প্রারব্ধ বশতঃ যে ব্যক্তির মদীয় জ্ঞান না হয়, সেই ব্যক্তি মণি দ্বীপে গমন করে ॥২৯॥ নগবর! সেই নর সেখানে গমন করিয়া ইচ্ছা না করিলেও সমস্ত ভোগ্য বস্তু প্রাপ্ত হয় এবং তৎপরে আমার চিদ্রূপ জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে। সেই জ্ঞান দ্বারা সে নিত্য মুক্তি প্রাপ্ত হয়। গিরিবর! তুমি নিশ্চয় জানিও যে, জ্ঞান ব্যতিরেকে আর কিছুতেই মুক্তি লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই ॥ ৩০ ॥ এই স্থানেই যে ব্যক্তির আমার সংবিদ্রূপ পরম তনু স্বরূপ সেই হৃদ্গত প্রত্যগাত্মার জ্ঞান হয়, সেই ব্যক্তির প্রাণ আর উৎক্রমণ করিয়া জন্মগ্রহণ করে না, সে পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। এই বিষয়ে শ্রুতি আছে যে, "যে ব্যক্তি ব্রহ্মকে জানিতে পারে সেই ব্যক্তিই ব্রহ্ম হইয়া থাকে।" কণ্ঠচামীকরন্যায়ে জ্ঞানদ্বারা তাহার সমস্ত অজ্ঞান দূরীভূত হইয়া যায়। এইরূপে জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান বিনাশ হইলে লভ্য বস্তু

কণ্ঠচামীকরসমমজ্ঞানাত্তু তিরোহিতম্।
জ্ঞানাদজ্ঞাননাশেন লব্ধমেব হি লভ্যতে॥ ৩৩॥
বিদিতাবিদিতাদন্যন্নগোত্তম! বপুর্ম্মম।
যথাদর্শে তথাত্মনি যথা জলে তথা পিতৃলোকে॥ ৩৪॥
ছায়াতপৌ যথা স্বচ্ছৌ বিবিক্তৌ তদ্বদেব হি।
মম লোকে ভবেজ্জ্ঞানং দ্বৈতভানবিবর্জ্জিতম্॥ ৩৫॥
যস্তু বৈরাগ্যবানেব জ্ঞানহীনো ম্রিয়েত চেৎ।
ব্রহ্মলোকে বসেন্নিত্যং যাবৎকল্পং ততঃপরম্॥ ৩৬॥
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে ভবেত্তস্য জনিঃ পুনঃ।
করোতি সাধনং পশ্চাত্ততো জ্ঞানং হি জায়তে॥ ৩৭॥
অনেকজন্মভীরাজন্! জ্ঞানং স্যান্নৈকজন্মনা।
ততঃ সর্ব্বপ্রযত্নেন জ্ঞানার্থং যত্নমাশ্রয়েৎ॥ ৩৮॥

কণ্ঠচামীকরেতি। যথা কণ্ঠগতং বিদ্যমানমেব চামীকরং সুবর্ণমজ্ঞানেন সুবর্ণং তিরোভূতং জ্ঞানেনাজ্ঞাননাশে সতি তদেব প্রাপ্যতে নান্যত্তদ্বদেব বিদ্যমানমেবাত্মরূপমজ্ঞানেন তিরোভূতংপশ্চাজ্জ্ঞানেনাজ্ঞাননাশে সতি তদেব প্রাপ্যতে নান্যদিত্যর্থঃ॥ ৩৩॥

বিদিতাবিদিতাদিতি। বিদিতং কার্য্যং ঘটাদি। অবিদিতং কারণং মায়ারূপং তস্মাদন্যদিত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধীতি। এতদর্থস্তু মৎকৃতে কেনোপনিষদ্ভাষ্যব্যাখ্যানে দ্রষ্টব্যঃ। যথাদর্শে প্রতিবিম্বং পততি তদ্বদাত্মন্যস্মিন্ দেহেঽনুভবো ভবতীত্যর্থঃ। যথা জলে প্রতিবিম্বং পূর্ব্বাপেক্ষয়া বিবিক্তং তথা পিতৃলোকেঽনুভবো ভবতীত্যর্থঃ॥ ৩৪॥

মম লোকে মণিদ্বীপে। ছায়াতপয়োরিবাত্যন্তবিবিক্তানুভব ইত্যর্থঃ॥ ৩৫—৩৮

লাভ হইয়া থাকে॥৩১—৩৩॥ হে নগবর! আমার চিদ্রূপ তনু, বিদিত ঘটাদি এবং অবিদিত মায়ারূপ হইতে ভিন্ন। যেরূপ আদর্শে প্রতিবিম্ব পতিত হয়, সেইরূপ আত্মভিন্ন দেহে পরমাত্মার ভান এবং যেরূপ জলে প্রতিবিম্ব পতিত হয় সেইরূপ পিতৃলোকে পরমাত্মার ভান হইয়া থাকে॥ ৩৪॥ যেরূপ ছায়া ও আতপের পরস্পর ভেদ পরিস্ফুটরূপে জ্ঞান হয়, সেইরূপ মদীয় মণিদ্বীপে দ্বৈতভানবর্জ্জিত জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে॥ ৩৫॥ যে ব্যক্তির বৈরাগ্যের উদয় হয়, সে ব্যক্তি যদি জ্ঞানহীন হইয়াও প্রাণত্যাগ করে, তথাপি কল্পকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মলোকে বাস করিয়া থাকে। অনন্তর সেই শ্রীমান্ ব্যক্তির বিশুদ্ধবংশে জন্ম লাভ হয়, তৎপরে সেই ব্যক্তি যোগ সাধন আরম্ভ করে, তদনন্তর তাহার জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে॥ ৩৬—৩৭॥ গিরিরাজ! অনেক জন্ম দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়, এক জন্মে তাহার লাভ হয় না, অতএব জ্ঞান লাভের নিমিত্ত সর্ব্বপ্রযত্নে চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য॥ ৩৮॥ এই

নোচেন্মহান্বিনাশঃ স্যাজ্জন্মৈতদ্দুর্লভং পুনঃ।
তত্রাপি প্রথমে বর্ণে বেদপ্রাপ্তিশ্চ দুর্লভা ॥ ৩৯ ॥
শমাদিষট্‌কসম্পত্তির্যোগসিদ্ধিস্তথৈব চ।
তথোত্তমগুরুপ্রাপ্তিঃ সর্ব্বমেবাত্র দুর্লভম্ ॥ ৪০ ॥
তথেন্দ্রিয়াণাং পটুতা সংস্কৃতত্বং তনোস্তথা।
অনেকজন্মপুণ্যৈস্তু মোক্ষেচ্ছা জায়তে ততঃ ॥ ৪১ ॥
সাধনে সফলেঽপ্যেবং জায়মানেঽপি যো নরঃ।
জ্ঞানার্থং নৈব যততে তস্য জন্ম নিরর্থকম্ ॥ ৪২ ॥
তস্মাদ্রাজন্! যথা শক্ত্যা জ্ঞানার্থং যত্নমাশ্রয়েৎ।
পদে পদেঽশ্বমেধস্য ফলমাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ॥ ৪৩ ॥
ঘৃতমিব পয়সি নিগূঢ়ং ভূতে ভূতে চ বসতি বিজ্ঞানম্।
সততং মন্থয়িতব্যং মনসা মন্থানভূতেন ॥ ৪৪ ॥

নোচেন্মহান্বিনাশ ইতি। তথাচ শ্রুতিঃ। ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্-মহতী বিনষ্টিরিতি। প্রথমে বর্ণে ব্রাহ্মণবর্ণে তত্রাপি জন্ম দুর্লভং তত্রাপি বেদপ্রাপ্তি-দুর্লভা ॥ ৩৯—৪০ ॥

সংস্কৃতত্বং বেদোক্তসংস্কারসংস্কৃতত্বম্ ॥ ৪১—৪২ ॥

শ্রবণাদিষু প্রবৃত্তস্য ক্ষণে ক্ষণেঽশ্বমেধফলং ভবতীত্যাহ পদে পদে ইতি। ক্ষণে ক্ষণে ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

উপদেশসারং ভগবতী বদতি ঘৃতমিবেতি। পয়সি দুগ্ধে ঘৃতমিব ভূতে ভূতে সর্ব্বদেহে-ষ্বিত্যর্থঃ। বিজ্ঞানং ব্রহ্ম বসতি তিরোহিতং তন্মনসা মন্থানভূতেন মন্থয়িতব্যং মন্থনেন পয়সঃ সকাশাৎ ঘৃতমিব পৃথক্কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। ইয়মপি শ্রুতিরেব কণ্ঠরবেণোপাত্তা ॥ ৪৪ ॥

মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি জ্ঞান লাভ হয়, তবে মহান্ বিনাশ সংঘটিত হইল। যেহেতু এই মানব জন্ম অত্যন্ত দুর্লভ, তাহাতে আবার প্রথম অর্থাৎ ব্রাহ্মণবর্ণে জন্ম লাভ অত্যন্ত দুর্লভ; সেই ব্রাহ্মণবর্ণেও আবার বেদপ্রাপ্তি অত্যন্তই দুর্লভ বলিয়া জানিবে ॥৩৯॥ শমপ্রভৃতি ষট্‌সম্পত্তি, যোগসিদ্ধি ও উত্তম গুরু প্রাপ্তি, ইহ লোকে এই সমস্তই দুর্লভ হইয়া থাকে ॥ ৪০ ॥ হিমবন্! ইন্দ্রিয় সমূহের পরিপূর্ণতা ও পটুতা, বেদোক্ত তনু সংস্কার এই সকলও দুর্ঘট। আর তুমি নিশ্চয় জানিও যে, অনেক জন্মের সঞ্চিত পুণ্য দ্বারা মোক্ষেচ্ছা জন্মিয়া থাকে ॥ ৪১ ॥ উক্ত সাধন সমস্ত প্রাপ্ত হইলেও যে মানব জ্ঞান লাভের নিমিত্ত যত্নবান্ হয় না, তাহার জন্ম নিতান্তই নিষ্ফল ॥ ৪২ ॥ অতএব হে নগেন্দ্র! জ্ঞান লাভের নিমিত্ত যথাশক্তি যত্ন করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে নিশ্চয়ই ক্ষণে ক্ষণে অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হয় সন্দেহ নাই ॥ ৪৩ ॥ যেমন দুগ্ধমধ্যে নিগূঢ়ভাবে ঘৃত বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ

জ্ঞানং লব্ধ্বা কৃতার্থঃ স্যাদিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ।
সর্ব্বমুক্তং সমাসেন কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে ভক্তিমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

উপসংহরতি সর্ব্বমুক্তমিতি ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

সর্ব্বদেহেই বিজ্ঞানব্রহ্ম বসতি করিয়া থাকেন। অতএব মনকে মন্থন দণ্ড করিয়া তদ্দ্বারা সততই তাহা মন্থন করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে শনৈঃ শনৈঃ ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৪৪ ॥ জ্ঞান লাভ হইলে মানবগণ কৃতকৃতার্থ হয়, ইহা বেদান্তশাস্ত্র ডিণ্ডিম বাদ্যের ন্যায় সর্ব্বত্রই ঘোষণা করিতেছেন। হে গিরিরাজ! এই আমি তোমার নিকট সংক্ষেপে সমস্তই কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি শুনিতে বাসনা করিতেছ? ॥ ৪৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে ভক্তিমহিমা কীর্ত্তন নামক সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

অষ্টাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

হিমালয় উবাচ।

কতি স্থানানি দেবেশি! দ্রষ্টব্যানি মহীতলে।
মুখ্যানি চ পবিত্রাণি দেবীপ্রিয়তমানি চ ॥ ১ ॥
ব্রতান্যপি তথা যানি তুষ্টিদান্যুৎসবা অপি।
তৎসর্ব্বং বদ মে মাতঃ! কৃতকৃত্যো যতো নরঃ ॥ ২ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

সর্ব্বং দৃশ্যং মম স্থানং সর্ব্বে কালা ব্রতাত্মকাঃ।
উৎসবাঃ সর্ব্বকালেষু যতোঽহং সর্ব্বরূপিণী ॥ ৩ ॥
তথাপি ভক্তবাৎসল্যাৎ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদথোচ্যতে।
শৃণুষ্বাবহিতো ভূত্বা নগরাজ! বচো মম ॥ ৪ ॥

পঞ্চাশস্তিরথার্দ্ধোনৈঃ পদ্যৈরত্র মহোৎসবাঃ।
ব্রতানি দেব্যাঃ স্থানানি কীর্ত্ত্যন্তে সংগ্রহেণ তু ॥

পূর্ব্বং মৎস্থানদর্শনশ্রদ্ধেত্যুক্তং তথা ব্রতানি মম দিব্যানীত্যুক্তং তথা মদুৎসবদিদৃক্ষা চ মদুৎসবকৃতিস্তথেত্যুক্তম্। তত্র তানি কানি স্থানানি ব্রতানি চ কানি কে তে উৎসবা ইত্যেতৎ সর্ব্বং পৃচ্ছতি কতি স্থানানীতি ॥ ১—২ ॥

যস্মাদহং সর্ব্বরূপিণী তস্মাৎ সর্ব্বং দৃশ্যমাত্রং মম সম্বিদ্রূপিণ্যাঃ সর্ব্বাধিষ্ঠানভূতায়াঃ স্থানং সর্ব্বস্য ময়ি কল্পিতত্বাৎ। তথা সর্ব্বেঽপি কালা ব্রতাত্মকাঃ যস্মিন্ কালে যদ্যৎ ক্রিয়তে মৎপ্রীত্যর্থং তৎ সর্ব্বং মম ব্রতমেব মম সর্ব্বকালাত্মকত্বাৎ। তথা উৎসবা অপীত্যর্থঃ ॥ ৩—৪ ॥

হিমালয় কহিলেন, দেবি! এই অবনিতলে আপনার প্রিয়তম, অতি পবিত্র, মুখ্য ও দ্রষ্টব্য কতগুলি স্থান আছে তাহা কীর্ত্তন করুন। মাতঃ! যে সকল ব্রত ও উৎসবের অনুষ্ঠান করিলে নরগণ কৃতকৃত্য হয়, আপনার প্রীতিপ্রদ সেই সমস্ত ব্রত ও উৎসব বিষয় কীর্ত্তন করিয়া আমার বাসনা চরিতার্থ করুন ॥ ১—২ ॥

দেবী কহিলেন, হিমবন্! এই অখিল ভূমণ্ডলমধ্যে যত স্থান বিদ্যমান রহিয়াছে, সে সমস্তই আমার এবং সে সমস্তস্থানই দ্রষ্টব্য। আর সমস্ত কালই ব্রতাত্মক ও উৎসবাত্মক। কারণ আমি সর্ব্বকালস্বরূপিণী; সুতরাং যে যে সময়ে যে যে কার্য্য সম্পাদিত হয়, সে সমস্তই ব্রত এবং সে সমস্তই উৎসব ॥ ৩ ॥ নগরাজ! তথাপি ভক্ত জনের প্রতি বাৎসল্য-নিবন্ধন কিছু কিছু বলিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥

কোলাপুরং মহাস্থানং যত্র লক্ষ্মীঃ সদা স্থিতা।
মাতুঃ পুরং দ্বিতীয়ঞ্চ রেণুকাধিষ্ঠিতং পরম্ ॥ ৫ ॥
তুল্‌জাপুরং তৃতীয়ং স্যাৎসপ্তশৃঙ্গং তথৈব চ।
হিঙ্গুলায়া মহাস্থানং জ্বালামুখ্যাস্তথৈব চ ॥ ৬ ॥
শাকম্ভর্য্যাঃ পরং স্থানং ভ্রামর্য্যাঃ স্থানমুত্তমম্।
শ্রীরক্তদন্তিকাস্থানং দুর্গাস্থানং তথৈব চ ॥ ৭ ॥
বিন্ধ্যাচলনিবাসিন্যাঃ স্থানং সর্ব্বোত্তমোত্তমম্।
অন্নপূর্ণামহাস্থানং কাঞ্চীপুরমনুত্তমম্ ॥ ৮ ॥
ভীমাদেব্যাঃ পরং স্থানং বিমলাস্থানমেব চ।
শ্রীচন্দ্রলামহাস্থানং কৌশিকীস্থানমেব চ ॥ ৯ ॥
নীলাম্বায়াঃ পরং স্থানং নীলপর্ব্বতমস্তকে।
জাম্বূনদেশ্বরীস্থানং তথা শ্রীনগরং শুভম্ ॥ ১০ ॥
গুহ্যকাল্যা মহাস্থানং নেপালে যৎপ্রতিষ্ঠিতম্।
মীনাক্ষ্যাঃ পরমং স্থানং যচ্চ প্রোক্তং চিদম্বরে ॥ ১১ ॥
বেদারণ্যং মহাস্থানং সুন্দর্য্যা সমধিষ্ঠিতম্।
একাম্বরং মহাস্থানং পরশক্ত্যা প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১২ ॥

কোলাপুরং দক্ষিণদেশে। মাতুঃপুরঃ সহ্যাদ্রিপর্ব্বতে ॥ ৫—৮ ॥
চন্দ্রলা নাম দেবী কর্ণাটদেশে বর্ত্ততে ॥ ৯—১০ ॥
চিদম্বরে হালাস্যস্থানে ॥ ১১ ॥
একাম্বরং স্থানং ভুবনেশ্বর ইতি নাম্না পুরুষোত্তমক্ষেত্রসন্নিধৌ বর্ত্ততে। পরশক্ত্যা ভুবনেশ্বর্য্যা প্রতিষ্ঠিতং তৎস্থানং তস্মিন্ স্থানেঽপি ভুবনেশ্বর্য্যহং তিষ্ঠামীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

দক্ষিণদেশ স্থিত কোলাপুর এক মহাস্থান, তথায় লক্ষ্মীদেবী নিয়তই অবস্থিতি করিয়া থাকেন। সহ্যাদ্রিপর্ব্বতস্থ মাতৃপুর দ্বিতীয় স্থান, সেখানে রেণুকাদেবী বসতি করিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥ তুলজাপুর তৃতীয়, অনন্তর সপ্তশৃঙ্গ স্থান, হিঙ্গুলার মহাস্থান, জ্বালামুখীর মহাস্থান ॥ ৬ ॥ শাকম্ভরীর পরম স্থান, ভ্রামরীর স্থান, শ্রীরক্তদন্তিকা স্থান, দুর্গাস্থান ॥ ৭ ॥ সমস্ত উত্তম স্থান হইতেও উত্তম বিন্ধ্যাচলবাসিনীর স্থান, অন্নপূর্ণার মহাস্থান, অত্যুত্তম কাঞ্চীপুর ॥ ৮ ॥ ভীমাদেবীর পরম স্থান, বিমলাদেবীর স্থান, কর্ণাটদেশস্থিত শ্রীচন্দ্রলা-দেবীর স্থান, কৌশিকীর স্থান ॥ ৯ ॥ নীলপর্ব্বতের শিরোদেশে নীলাম্বার পরম স্থান, জাম্বূনদেশ্বরীর স্থান, সুশোভন শ্রীনগর ॥ ১০ ॥ নেপালদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত গুহ্যকালীর মহাস্থান, চিদম্বরদেশে প্রতিষ্ঠিত মীনাক্ষীদেবীর পরম স্থান ॥ ১১ ॥ বেদারণ্যনামক

মহালসাপরং স্থানং যোগেশ্বর্য্যাস্তথৈব চ।
তথা নীলসরস্বত্যাঃ স্থানং চীনেষু বিশ্রুতম্ ॥ ১৩ ॥
বৈদ্যনাথে তু বগলাস্থানং সর্ব্বোত্তমং মতম্।
শ্রীমচ্ছ্রীভুবনেশ্বর্য্যা মণিদ্বীপং মম স্মৃতম্ ॥ ১৪ ॥
শ্রীমত্রিপুরভৈরব্যাঃ কামাখ্যাযোনিমণ্ডলম্।
ভূমণ্ডলে ক্ষেত্ররত্নং মহামায়াধিবাসিতম্ ॥ ১৫ ॥
নাতঃ পরতরং স্থানং কচিদস্তি ধরাতলে।
প্রতিমাসং ভবেদ্দেবী যত্র সাক্ষাদ্রজস্বলা ॥ ১৬ ॥
তত্রত্যা দেবতাঃ সর্ব্বাঃ পর্ব্বতাত্মকতাং গতাঃ।
পর্ব্বতেষু বসন্ত্যেব মহত্যো দেবতা অপি ॥ ১৭ ॥
তত্রত্যা পৃথিবী সর্ব্বা দেবীরূপা স্মৃতা বুধৈঃ।
নাতঃ পরতরং স্থানং কামাখ্যাযোনিমণ্ডলাৎ ॥ ১৮ ॥

মহালসাস্থানং দক্ষিণদেশে মল্লারিস্থানমিতি প্রসিদ্ধং তদস্তি। যোগেশ্বরীস্থানং বরাট্-দেশেঽস্তি। চীনেষু চীনদেশেষু ॥ ১৩ ॥

মণিদ্বীপং তৃতীয়স্কন্ধে বর্ণিতং তন্মম ভুবনেশ্বর্য্যাঃ স্মৃতমিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

কামাখ্যায়া মহাদেব্যাঃ সতীদেহেনাবতীর্ণায়া যোনিমণ্ডলং যত্র পতিতং কামরূপদেশে কালিকাপুরাণে যস্য মহদ্বর্ণনং তৎকামাখ্যাযোনিমণ্ডলং ত্রিপুরভৈরব্যাঃ স্থানমিত্যর্থঃ। তস্য মহিমানং বর্ণয়তি ভূমণ্ডলে ইতি ॥ ১৫ ॥

রজস্বলা রজোবতী এতাদৃশং তজ্জাগৃতং স্থানমিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

পর্ব্বতাত্মকতাং গতা ইতি। কালিকাপুরাণে সর্ব্বমেতৎ স্পষ্টম্ ॥ ১৭—২২ ॥

মহাস্থান—যথায় সুন্দরী নাম্নী দেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন, একাম্বর নামক মহাস্থান—পুরুষোত্তমক্ষেত্রের সন্নিধানে ভুবনেশ্বর এই নামে প্রসিদ্ধ হইয়া আছে, সেই স্থানে পরাশক্তি ভুবনেশ্বরী আমি সততই অবস্থিতি করিয়া থাকি ॥ ১২ ॥ মহালসার পরমস্থান—যাহা দক্ষিণদেশে মল্লারি নামে প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, বরাট্‌দেশে যোগেশ্বরীর স্থান, চীনদেশে নীলসরস্বতীর মহাস্থান সুপ্রসিদ্ধ রহিয়াছে ॥ ১৩ ॥ বৈদ্যনাথে অত্যুত্তম বগলার স্থান, শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী আমার পরম স্থান মণিদ্বীপ, তথায় আমি নিয়তই বসতি করিয়া থাকি ॥ ১৪ ॥ কামাখ্যা যোনিমণ্ডল, শ্রীমতী ত্রিপুরভৈরবীর পরম স্থান, সেই স্থান ভূমণ্ডলের সমস্ত স্থান অপেক্ষা উত্তম, এইস্থানে মহামায়াদেবী নিয়তই অবস্থিত আছেন, ইহা অপেক্ষা উত্তম স্থান ধরাতলে দ্বিতীয় নাই, এই স্থানে দেবী প্রতিমাসে রজস্বলা হইয়া থাকেন, তাহা তত্রত্য পুণ্যাত্মাগণের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে ॥ ১৫—১৬ ॥ সেই স্থানে দেবতা সকল পর্ব্বতময় হইয়া আছেন, সেই পর্ব্বত সমূহে উত্তম উত্তম দেবতা সকল বসতি করিতেছেন ॥ ১৭ ॥ বুধগণ কহিয়া থাকেন যে, সেই স্থানের সমস্ত ভূমিই দেবীর স্বরূপা

গায়ত্র্যাশ্চ পরং স্থানং শ্রীমৎপুষ্করমীরিতম্।
অমরেশে চণ্ডিকা স্যাৎপ্রভাসে পুষ্করেক্ষিণী ॥ ১৯ ॥
নৈমিষে তু মহাস্থানে দেবী সা লিঙ্গধারিণী।
পুরহূতা পুষ্করাক্ষে আষাঢ়ৌ চ রতিস্তথা ॥ ২০ ॥
চণ্ডমুণ্ডী মহাস্থানে দণ্ডিনী পরমেশ্বরী।
ভারভূতৌ ভবেদ্ভূতির্নাকুলে নকুলেশ্বরী ॥ ২১ ॥
চন্দ্রিকা তু হরিশ্চন্দ্রে শ্রীগিরৌ শাঙ্করী স্মৃতা।
জপ্যেশ্বরে ত্রিশূলা স্যাৎ সূক্ষ্মা চাম্রাতকেশ্বরে ॥ ২২ ॥
শাঙ্করী তু মহাকালে শর্ব্বাণী মধ্যমাভিধে।
কেদারাখ্যে মহাক্ষেত্রে দেবী সা মার্গদায়িনী ॥ ২৩ ॥
ভৈরবাখ্যে ভৈরবী সা গয়ায়াং মঙ্গলা স্মৃতা।
স্থাণুপ্রিয়া কুরুক্ষেত্রে স্বায়ম্ভুব্যপি নাকুলে ॥ ২৪ ॥
কনখলে ভবেদুগ্রা বিশ্বেশা বিমলেশ্বরে।
অট্টহাসে মহানন্দা মহেন্দ্রে তু মহান্তকা ॥ ২৫ ॥
ভীমে ভীমেশ্বরী প্রোক্তা স্থানে বস্ত্রাপথে পুনঃ।
ভবানী শাঙ্করী প্রোক্তা রুদ্রাণী ত্বর্দ্ধকোটিকে ॥ ২৬ ॥
অবিমুক্তে বিশালাক্ষী মহাভাগা মহালয়ে।
গোকর্ণে ভদ্রকর্ণী স্যাদ্ভদ্রা স্যাদ্ভদ্রকর্ণকে ॥ ২৭ ॥

মহাকালে উজ্জয়িন্যাম্। মধ্যমাভিধে মধ্যমেশ্বরস্থানে ॥ ২৩ ॥
নাকুলে স্থানে স্বায়ম্ভুবী দেবী বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ ॥ ২৪—২৭ ॥

কামাখ্যা যোনিমণ্ডল অপেক্ষা উত্তম স্থান আর নাই ॥ ১৮ ॥ পুষ্করতীর্থ গায়ত্রীর পরম স্থান, অমরেশে চণ্ডিকার স্থান, প্রভাসে পুষ্করেক্ষণীর পরমোত্তম স্থান বিদ্যমান আছে ॥১৯॥ নৈমিষ নামক মহাস্থানে লিঙ্গধারিণী দেবী অবস্থিতি করিয়া থাকেন, পুষ্করাক্ষস্থানে পুরহূতা আষাঢ়িতে রতি ॥ ২০ ॥ মহাস্থানে চণ্ডমুণ্ডী দণ্ডিনী পরমেশ্বরী বাস করিয়া থাকেন, ভারভূতিতে ভূতি, নাকুলে নকুলেশ্বরী ॥ ২১ ॥ হরিশ্চন্দ্রে চন্দ্রিকা, শ্রীগিরিতে শাঙ্করী, জপেশ্বরে ত্রিশূলা, আম্রাতকেশ্বরে সূক্ষ্মা ॥ ২২ ॥ উজ্জয়িনীতে শাঙ্করী, মধ্যম নামক স্থানে শর্ব্বাণী, কেদারাখ্য মহাক্ষেত্রে মার্গদায়িনী ॥ ২৩ ॥ ভৈরব নামক স্থানে প্রসিদ্ধা ভৈরবী, গয়াক্ষেত্রে মঙ্গলা, কুরুক্ষেত্রে স্থাণুপ্রিয়া, নাকুলে দেবী স্বায়ম্ভুবী ॥ ২৪ ॥ কনখলে উগ্রা, বিমলেশ্বরে বিশ্বেশা, অট্টহাসে মহানন্দা, মহেন্দ্রে মহান্তকা ॥ ২৫ ॥ ভীমে ভীমেশ্বরী, বস্ত্রাপথ নামক স্থানে ভবানী শাঙ্করী, অর্দ্ধকোটিকে রুদ্রাণী ॥ ২৬ ॥ অবিমুক্তে বিশালাক্ষী,

উৎপলাক্ষী সুবর্ণাক্ষে স্থাণ্বীশা স্থাণুসংজ্ঞিকে।
কমলালয়ে তু কমলা প্রচণ্ডা ছগলণ্ডকে ॥ ২৮ ॥
কুরণ্ডলে ত্রিসন্ধ্যা স্যান্মাকোটে মুকুটেশ্বরী।
মণ্ডলেশে শাণ্ডকী স্যাৎকালী কালঞ্জরে পুনঃ ॥ ২৯ ॥
শঙ্কুকর্ণে ধ্বনিঃ প্রোক্তা স্থূলা স্যাৎস্থূলকেশ্বরে।
জ্ঞানিনাং হৃদয়াম্ভোজে হৃল্লেখা পরমেশ্বরী ॥ ৩০ ॥
প্রোক্তানীমানি স্থানানি দেব্যাঃ প্রিয়তমানি চ।
তত্তৎক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা পূর্ব্বং নগোত্তম ! ।
তদুক্তেন বিধানেন পশ্চাদ্দেবীং প্রপূজয়েৎ ॥ ৩১ ॥
অথবা সর্ব্বক্ষেত্রাণি কাশ্যাং সন্তি নগোত্তম ! ।
তত্র নিত্যং বসেন্নিত্যং দেবীভক্তিপরায়ণঃ ॥ ৩২ ॥
তানি স্থানানি সম্পশ্যঞ্জপন্দেবীম্নিরন্তরম্।
ধ্যায়ংস্তচ্চরণাম্ভোজং মুক্তো ভবতি বন্ধনাৎ ॥ ৩৩ ॥
ইমানি দেবীনামানি প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ।
ভস্মীভবন্তি পাপানি তৎক্ষণান্নগ ! সত্বরম্ ॥ ৩৪ ॥

ছগলণ্ডকে ইদং স্থানং দক্ষিণদেশে সমুদ্রসন্নিধৌ তিষ্ঠতি ॥ ২৮—২৯ ॥
হৃল্লেখাপদব্যুৎপত্তির্যামলে ভুবনেশ্বরীরহস্যে। হৃদি লেখেব জাগর্ত্তি প্রাণশক্তিরিয়ং পরা। হৃল্লেখা কথ্যতে তস্মাদিতি ॥ ৩০—৩৬ ॥

মহালয়ে দেবী মহাভাগা, গোকর্ণে ভদ্রকর্ণী, ভদ্রকর্ণকে ভদ্রা ॥ ২৭ ॥ সুবর্ণাক্ষে উৎপলাক্ষী, স্থাণু নামক স্থানে স্থাণ্বীশা, কমলালয়ে কমলা, দক্ষিণদেশে সমুদ্র সন্নিধানে স্থিত ছগলণ্ডক নামক স্থানে চণ্ডা ॥ ২৮ ॥ কুরুণ্ডলে ত্রিসন্ধ্যা, মাকটে মুকুটেশ্বরী, মণ্ডলেশে শাণ্ডকী, কালঞ্জরে কালী, শঙ্কুকর্ণে ধ্বনি, স্থূলকেশ্বরে স্থূলা এবং জ্ঞানিগণের হৃদয়-কমলে পরমেশ্বরী হৃল্লেখা দেবী বসতি করিয়া থাকেন ॥ ২৯—৩০ ॥ এই যে যে স্থান উক্ত হইল তৎসমস্তই দেবীর প্রিয়তম স্থান। প্রথমে সেই সমস্ত ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া সেই সেই বিধি দ্বারা পশ্চাৎ দেবীর পূজা করা কর্ত্তব্য ॥ ৩১ ॥ অথবা হে নগেন্দ্র ! কাশীতেই পুণ্যক্ষেত্র সমস্তই বিদ্যমান আছে, দেবী তথায় নিয়তই বাস করিয়া থাকেন। মানবগণ ভক্তিপরায়ণ হইয়া সেই স্থান সকল সন্দর্শন পূর্ব্বক দেবীর জপপরায়ণ হইয়া তাঁহার চরণাম্বুজ ধ্যান করিলে নিশ্চয়ই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৩২—৩৩ ॥ যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া দেবীর এই সকল নাম পাঠ করে, সেই ব্যক্তির সমস্ত পাপরাশিই তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইয়া যায় ॥ ৩৪ ॥ শ্রাদ্ধ-

শ্রাদ্ধকালে পঠেদেতান্যমলানি দ্বিজাগ্রতঃ।
মুক্তাস্তৎপিতরঃ সর্ব্বে প্রয়ান্তি পরমাং গতিম্‌ ॥ ৩৫ ॥
অধুনা কথয়িষ্যামি ব্রতানি তব সুব্রত!।
নারীভিশ্চ নরৈশ্চৈব কর্ত্তব্যানি প্রযত্নতঃ ॥ ৩৬ ॥
ব্রতমনন্ততৃতীয়াখ্যং রসকল্যাণিনীব্রতম্‌।
আর্দ্রানন্দকরং নাম্না তৃতীয়ায়াং ব্রতঞ্চ যৎ ॥ ৩৭ ॥
শুক্রবারব্রতঞ্চৈব তথা কৃষ্ণচতুর্দশী।
ভৌমবারব্রতঞ্চৈব প্রদোষব্রতমেব চ ॥ ৩৮ ॥
যত্র দেবো মহাদেবো দেবীং সংস্থাপ্য বিষ্টরে।
নৃত্যং করোতি পুরতঃ সার্দ্ধং দেবৈর্নিশামুখে ॥ ৩৯ ॥
তত্রোপোষ্য রজন্যাদৌ প্রদোষে পূজয়েচ্ছিবাম্‌।
প্রতিপক্ষং বিশেষেণ তদ্দেবীপ্রীতিকারকম্‌ ॥ ৪০ ॥
সোমবারব্রতঞ্চৈব মমাতিপ্রিয়কৃন্নগ!।
তত্রাপি দেবীং সম্পূজ্য রাত্রৌ ভোজনমাচরেৎ ॥ ৪১ ॥
নবরাত্রদ্বয়ঞ্চৈব ব্রতং প্রীতিকরং মম ॥ ৪২ ॥

ব্রতমনন্ততৃতীয়াখ্যমিতি। ইমানি তৃতীয়াব্রতানি মৎস্যপুরাণে প্রসিদ্ধানি। তদ্বিধিশ্চ তত্রৈবোক্তঃ ॥ ৩৭—৩৮ ॥

যত্র প্রদোষকালে ॥ ৩৯ ॥

নিশামুখে রজনীমুখে। তস্মাৎপ্রদোষব্রতং দেব্যাঃ শিবস্য চ সিদ্ধম্‌ ॥ ৪০—৪১ ॥

নবরাত্রদ্বয়ঞ্চৈবেতি তচ্চ শারদং বাসন্তিকঞ্চ। চকারেণ পূর্ব্বোক্তমপি মাঘাষাঢ়স্থং নবরাত্রদ্বয়ং গ্রাহ্যম্‌ ॥ ৪২ ॥

কালে দ্বিজগণের সম্মুখে দেবীর এই সকল অমল নাম পাঠ করিলে তাহার পিতৃগণ পাপ হইতে পরিমুক্ত হইয়া পরমা গতি প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৫ ॥

হে সুব্রত! যে যে ব্রত নরগণ ও নারীগণের যত্নপূর্ব্বক করা কর্ত্তব্য, এক্ষণে আমি তৎসমস্তই কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৩৬ ॥ অনন্ত তৃতীয়াখ্য ব্রত, রসকল্যাণিনী ব্রত, আর্দ্রানন্দকরব্রত তৃতীয়াতে এই তিনটি ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে ॥ ৩৭ ॥ শুক্রবার ব্রত, কৃষ্ণচতুর্দশী ব্রত, মঙ্গলবার ব্রত ও প্রদোষ ব্রত। এই ব্রতে প্রদোষকালে মহাদেব দেবীকে আসনে সংস্থাপিত করিয়া দেবতাগণের সহিত তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিয়া থাকেন। এই ব্রতে উপবাস করিয়া রজনীর আরম্ভ সময়ে মঙ্গলদায়িনী দেবীর পূজা করিবে। বিশেষতঃ প্রতিপক্ষে এইরূপে দেবীর পূজা করিলে তাঁহার অত্যন্ত প্রীতি লাভ হইয়া থাকে ॥ ৪০ ॥ নগবর! সোমবারব্রত আমার অত্যন্ত প্রীতিকর, তাহাতে দেবীর পূজা করিয়া রাত্রিকালে

এবমন্যান্যপি বিভো ! নিত্যনৈমিত্তিকানি চ।
ব্রতানি কুরুতে যো বৈ মৎপ্রীত্যর্থং বিমৎসরঃ।
প্রাপ্নোতি মম সাযুজ্যং স মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ৪৩ ॥
উৎসবানপি কুর্বীত দোলোৎসবমুখান্ বিভো ! ॥ ৪৪ ॥
শয়নোৎসবং যথা কুর্য্যাত্তথা জাগরণোৎসবম্।
রথোৎসবঞ্চ মে কুর্য্যাদ্দমনোৎসবমেব চ ॥ ৪৫ ॥
পবিত্রোৎসবমেবাপি শ্রাবণে প্রীতিকারকম্।
মম ভক্তঃ সদা কুর্য্যাদেবমন্যান্মহোৎসবান্ ॥ ৪৬ ॥

এবমন্যান্যপীতি। অন্যান্যপ্যুপাঙ্গললিতাব্রতাদীনি ব্রতানি পুরাণান্তরেষু তন্ত্রান্তরেষ্বপ্যুক্তানীত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

দোলোৎবমুখানিতি। তদ্বিধিশ্চ তত্রৈবোক্তঃ। দেবীপুরাণে। চৈত্রশুক্লতৃতীয়ায়াং কুর্য্যাদ্দোলোৎসবং বুধঃ। তৃতীয়ায়াং যজেদ্দেবীং শঙ্করেণ সমন্বিতাম্। কুঙ্কুমাগুরুকর্পূরমণিবস্ত্রস্রগন্ধকৈঃ। স্রগ্‌গন্ধধূপদীপৈশ্চ দমনেন বিশেষতঃ। আন্দোলয়েত্ততো বৎস ! শিবোমাতুষ্টয়ে সদেতি ॥ ৪৪ ॥

শয়নোৎসবমিতি। তৎকালশ্চ বামনপুরাণে উক্তঃ। আষাঢ়ে পৌর্ণমাসীত উত্তরায়া তৃতীয়া তদ্রূপঃ। তথা জাগরণোৎসবকালশ্চ কার্ত্তিকপৌর্ণমাসীত উত্তরায়া তৃতীয়া তদ্রূপঃ। শয়নোৎসববিধির্জাগরণোৎসববিধিশ্চ সর্ব্বদেবতাসু সমানঃ। দেবতাভেদেন তু কালভেদ এব কেবলং ভিন্নঃ। সর্ব্বং চেদং বামনপুরাণে স্পষ্টম্। রথোৎসবমিতি। তদ্বিধিশ্চোমাসংহিতায়াং শিবপুরাণে। আষাঢ়শুক্লপক্ষীয়তৃতীয়ায়াং রথোৎসবম্। দেব্যা প্রিয়তমং কুর্য্যাদ্ যথা বিত্তানুসারতঃ। রথং পৃথ্বীং বিজানীয়াদ্রথাঙ্গে চন্দ্রভাস্করৌ। বেদানশ্বান্‌বিজানীয়াৎ সারথিং পদ্মসম্ভবম্। নানামণিগণাকীর্ণং পুষ্পমালাবিরাজিতম্। এবং রথং কল্পয়িত্বা তস্মিন্ সংস্থাপয়েচ্ছিবাম্। লোকসংরক্ষণার্থায় লোকান্ দ্রষ্টুং পরাম্বিকা। রথমধ্যে সংস্থিতেতি ভাবয়েন্মতিমান্নরঃ। রথে প্রচলিতে মন্দং জয়শব্দমুদীরয়েৎ। পাহি দেবি ! জনানস্মান্ প্রপন্নান্ দীনবৎসলে !। ইতি বাক্যৈস্তোষয়েচ্চ নানাবাদিত্রনিঃস্বনৈঃ। সীমান্তে তু রথং নীত্বা তত্র সম্পূজয়েদ্রথে। নানাস্তোত্রৈস্ততঃ স্তুত্বাপ্যানয়েত্তাং স্ববেশ্মনীতি। দমনোৎসবশ্চৈত্রপৌর্ণমাস্যাম্। তদ্বিধিশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রে তন্ত্রেষু চ প্রসিদ্ধ এব ॥ ৪৫ ॥

পবিত্রোৎসবমিতি। স চ শ্রাবণপৌর্ণমাস্যাম্ তদ্বিধিশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রে তন্ত্রে চ প্রসিদ্ধ এব ॥ ৪৬—৪৭ ॥

ভোজন করা কর্ত্তব্য ॥ ৪১ ॥ শরৎকালে এবং বসন্তকালে কর্ত্তব্য নবরাত্র নামক ব্রতদ্বয় আমার অত্যন্ত প্রীতিকর। আমার প্রীতির নিমিত্ত যে ব্যক্তি বিমৎসর হইয়া এইরূপ ও অন্যান্য নিত্য নৈমিত্তিক ব্রত সকলের অনুষ্ঠান করে সেই ব্যক্তিই আমার ভক্ত ও প্রিয়। সে নিশ্চয়ই আমার সাযুজ্যরূপ মুক্তি লাভ করিয়া থাকে ॥ ৪২—৪৩ ॥ হে নগরাজ ! চৈত্রমাসের শুক্ল-তৃতীয়া-কর্ত্তব্য দোলোৎসব প্রভৃতি আমার প্রীতিকর উৎসব সকলের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। আমার ভক্তগণ আষাঢ় মাসের পৌর্ণমাসীতে শয়নোৎসব, কার্ত্তিক পৌর্ণমাসীতে জাগরণোৎসব, আষাঢ় শুক্ল তৃতীয়া তিথিতে রথোৎসব, চৈত্র

মদ্ভক্তান্ ভোজয়েৎপ্রীত্যা তথা চৈব সুবাসিনীঃ।
কুমারীর্ব্বটুকাংশ্চাপি মদ্বুদ্ধ্যা তদ্গতান্তরঃ।
বিত্তশাঠ্যেন রহিতো যজেদেতান্ সুমাদিভিঃ ॥ ৪৭ ॥
য এবং কুরুতে ভক্ত্যা প্রতিবর্ষমতন্দ্রিতঃ।
স ধন্যঃ কৃতকৃত্যোঽসৌ মৎপ্রীতেঃ পাত্রমঞ্জসা ॥ ৪৮ ॥
সর্ব্বমুক্তং সমাসেন মম প্রীতিপ্রদায়কম্।
নাশিষ্যায় প্রদাতব্যং নাভক্তায় কদাচন ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং সপ্তমস্কন্ধে ব্রতকথনং তথা দেব্যাঃ স্থানবর্ণনং নামাষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

সুমাদিভিঃ কুসুমাদিভিরেতান্ কুমারীবটুকব্রাহ্মণান্ পূজয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৪৮—৪৯ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধেঽষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

পৌর্ণমাসীতে দমনোৎসব এবং শ্রাবণ মাসে আমার প্রিয়তর পবিত্রোৎসব এবং অন্যান্য নানাবিধ উৎসব করিবে ॥৪৪—৪৬॥ এই সমস্ত উৎসব সময়ে প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভক্তগণকে এবং বস্ত্রালঙ্কৃত কুমারী ও বালকগণকে আমার স্বরূপ ভাবিয়া তদ্গত মানসে যত্নসহকারে ভোজন করাইবে। এই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠানে বিত্তশাঠ্য বিবর্জ্জিত হইয়া কুসুমাদি দ্বারা আমার পূজা করিবে ॥ ৪৭ ॥ যে মানব, অবহিতচিত্ত হইয়া ভক্তিসহকারে প্রতিবৎসর এই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি ধন্য ও কৃতকৃত্য হইয়া আমার প্রীতিপাত্র হয় ॥ ৪৮ ॥ নগেন্দ্র! এই আমি তোমার নিকট আমার প্রীতিদায়ক ব্রতাদির বিষয় সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম। যে যে ব্যক্তি শিষ্য কিম্বা আমার ভক্ত নহে, তাহাদিগকে এই সকল উপদেশ প্রদান করা কখনই কর্ত্তব্য নহে ॥ ৪৯ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে ব্রতকথন ও দেবীস্থানকথন নামক অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ঊনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

হিমালয় উবাচ।

দেবদেবি! মহেশানি! করুণাসাগরেঽম্বিকে!।
ব্রূহি পূজাবিধিং সম্যগ্যথাবদধুনা নিজম্ ॥ ১ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

বক্ষ্যে পূজাবিধিং রাজন্নম্বিকায়া যথা প্রিয়ম্।
অত্যন্তশ্রদ্ধয়া সার্দ্ধং শৃণু পর্ব্বতপুঙ্গব! ॥ ২ ॥
দ্বিবিধা মম পূজা স্যাদ্বাহ্যা চাভ্যন্তরাপি চ।
বাহ্যাপি দ্বিবিধা প্রোক্তা বৈদিকী তান্ত্রিকী তথা।
বৈদিক্যর্চ্চাপি দ্বিবিধা মূর্ত্তিভেদেন ভূধর! ॥ ৩ ॥
বৈদিকী বৈদিকৈঃ কার্য্যা বেদদীক্ষাসমন্বিতৈঃ।
তন্ত্রোক্তদীক্ষাবদ্ভিস্তু তান্ত্রিকী সংশ্রিতা ভবেৎ ॥ ৪ ॥
ইত্থং পূজারহস্যঞ্চ ন জ্ঞাত্বা বিপরীতকম্।
করোতি যো নরো মূঢ়ঃ স পতত্যেব সর্ব্বথা ॥ ৫ ॥

সপ্তাধিকৈশ্চ চত্বারিংশৎপদ্যৈরথ পূজনম্।
ভগবত্যাঃ কথ্যতেঽত্র যেন দেবী প্রসীদতি।

পূর্ব্বং বহুষু স্থলেষু পূজায়া মহিমানং শ্রুত্বা পূজাবিধিং পৃচ্ছতি দেবদেবীতি ॥ ১—৩ ॥ মূর্ত্তিভেদেন বক্ষ্যমাণেন। বেদোক্তদীক্ষাসমন্বিতৈর্বৈদিকৈঃ বৈদিকী বেদোক্তপ্রকারা পূজা কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ। সা চ বিরাট্‌স্বরূপস্য পূর্ব্বং দেব্যা দর্শিতস্য ধ্যানরূপা প্রথমা। দ্বিতীয়া তু করচরণাদিবিশিষ্টাং সুকুমারাং ভগবতীমূর্ত্তিং ধ্যাত্বা বেদোক্তমন্ত্রৈরাবাহনাদিবিসর্জ্জনান্তং কুর্য্যাদিতি দ্বিতীয়া পূজা। ইত্যেবং মূর্ত্তিভেদেন বৈদিকী পূজা দ্বিবিধেত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ তান্ত্রিক্যা অধিকারিণমাহ তন্ত্রোক্তেতি। কুণ্ডমণ্ডপাদিপুরঃসরং তান্ত্রিকমন্ত্রৈর্দীক্ষাং কুর্ব্বদ্ভিস্তান্ত্রিকী তন্ত্রোক্তবিধিনা পূজা কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ। ন জ্ঞাত্বেতি। যস্য যস্যাং পূজায়ামধিকারস্তত্র

হিমালয় বলিলেন, দেবি! মহেশ্বরি! আপনি করুণার সাগর এবং জগতের জননী; আপনি আমার প্রতি করুণা প্রকাশ পূর্ব্বক আপনার সমস্ত পূজার বিধি সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন ॥ ১ ॥ দেবী কহিলেন, পর্ব্বতরাজ! আমি আমার প্রীতিকর পূজাবিধি কহিতেছি তুমি নিরতিশয় শ্রদ্ধাসহকারে অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর ॥ ২ ॥ আমার পূজা প্রথমতঃবাহ্য ও আভ্যন্তরভেদে দুই প্রকার, এই বাহ্য পূজা আবার বৈদিক ও তান্ত্রিক ভেদে দ্বিবিধ; বৈদিক পূজাও আমার মূর্ত্তিভেদে দুই প্রকার; বেদমন্ত্রদীক্ষিত ব্যক্তি বৈদিক বিধি সমূহ দ্বারা বৈদিকীপূজা এবং তন্ত্রোক্তমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তি তন্ত্রোক্ত বিধিদ্বারা তান্ত্রিকী পূজার অনুষ্ঠান করিবে ॥৩-৪॥ যে মূঢ় মানব এই প্রকার পূজারহস্য অবগত হইয়াও ইহার বিপরীত আচরণ

তত্র যা বৈদিকী প্রোক্তা প্রথমা তাং বদাম্যহম্ ॥ ৬ ॥
যন্মে সাক্ষাৎপরং রূপং দৃষ্টবানসি ভূধর ! ।
অনন্তশীর্ষনয়নমনন্তচরণং মহৎ ॥ ৭ ॥
সর্ব্বশক্তিসমাযুক্তং প্রেরকং যৎপরাৎপরম্ ।
তদেব পূজয়েন্নিত্যং নমেদ্ ধ্যায়েৎস্মরেদপি ॥ ৮ ॥
ইত্যেতৎপ্রথমার্চ্চায়াঃ স্বরূপং কথিতং নগ ! ।
শান্তঃ সমাহিতমনা দম্ভাহঙ্কারবর্জ্জিতঃ ॥ ৯ ॥
তৎপরো ভব তদ্‌যাজী তদেব শরণং ব্রজ ।
তদেব চেতসা পশ্য জপ ধ্যায়স্ব সর্ব্বদা ॥ ১০ ॥
অনন্যয়া প্রেমযুক্তভক্ত্যা মদ্ভাবমাশ্রিতঃ ।
যজ্ঞৈর্যজ তপোদানৈর্মামেব পরিতোষয় ॥ ১১ ॥
ইত্থং মমানুগ্রহতো মোক্ষ্যসে ভববন্ধনাৎ ।
মৎপরা যে মদাসক্তচিত্তা ভক্তবরা মতাঃ ।
প্রতিজানে ভবাদস্মাদুদ্ধরাম্যচিরেণ তু ॥ ১২ ॥

তং ন জানাত্বেত্যর্থঃ। বিপরীতকং বৈদিকস্তান্ত্রিকং করোতি তান্ত্রিকো বৈদিকং করোতীত্যেবং রূপং যঃ করোতি মূঢ়ঃ স পতত্যেব নরকাদিষ্বিতি শেষঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। যো বৈ স্বাং দেবতামতিযজতে ন স্বায়ৈ দেবতায়ৈ চ্যবতে ন পরাং প্রাপ্নোতি পাপীয়ান্ ভবতীতি। অতিযজতে ত্যজতি চ্যবতে গৃহ্লাতি। স্বাং দেবতামিতি স্বোচিতমার্গোপলক্ষণম্ ॥ ৫ ॥

তত্র বৈদিক্যর্চ্চা যা এব স্বরূপং প্রাশস্ত্যঞ্চ বদতি তত্র যা বৈদিকীতি। প্রথমামিতি। বৈদিকী তান্ত্রিকী তথেতি বাক্যোক্তাং প্রথমাং বৈদিকীমিত্যর্থঃ ॥ ৬—৮ ॥

শান্ত্যাদিযুক্তো বৈদিকীং পূজাং কুর্য্যাদিত্যাহ শান্তঃ সমাহিত ইতি ॥ ৯ ॥

তৎপরস্তন্মম বিরাট্ স্বরূপমেব পরমুৎকৃষ্টং যস্য স তৎপরঃ ॥ ১০ ॥

মামেব বিরাটস্বরূপাম্ ॥ ১১—১৩ ॥

করে, সেই ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকারে নষ্ট হইয়া নরকে পতিত হয় ॥ ৫ ॥ তন্মধ্যে প্রথমে বৈদিকী পূজার বিষয় কহিতেছি শ্রবণ কর। হে ভূধর ! তুমি যে আমার অনন্তশীর্ষ, অনন্ত নয়ন, অনন্ত চরণ ও সর্ব্ব-শক্তি-সমন্বিত জীবগণের বুদ্ধির প্রেরক, পরাৎপর, অতিমহৎ, পরম মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছ, তাহাকেই পূজা করিবে, নমস্কার করিবে, স্মরণ করিবে এবং ধ্যান করিবে॥৬—৮॥ হে নগেন্দ্র ! এই আমি প্রথম পূজার স্বরূপ কীর্ত্তন করিলাম। শান্ত, সমাহিতচিত্ত, দম্ভ ও অহঙ্কারবর্জ্জিত এবং তন্নিষ্ঠ হইয়া তাহারই যাগ কর, তাহারই শরণাগত হও, মনোমন্দিরে তাহাকেই অবলোকন কর, এবং সতত তাহারই জপ ও তাহারই ধ্যান কর ॥ ৯—১০ ॥ অনন্যগামিনী প্রেমপূরিত ভক্তি দ্বারা মদীয় ভাব আশ্রয় করিয়া যজ্ঞ, তপস্যা ও দান দ্বারা আমার সন্তোষ সাধন কর। তাহাতে আমার অনুগ্রহদ্বারা মোক্ষলাভে সমর্থ হইতে পারিবে

ধ্যানেন কর্ম্মযুক্তেন ভক্তিজ্ঞানেন বা পুনঃ ।
প্রাপ্যাহং সর্ব্বথা রাজন্ ন তু কেবলকর্ম্মভিঃ ॥ ১৩ ॥
ধর্ম্মাৎসঞ্জায়তে ভক্তির্ভক্ত্যা সঞ্জায়তে পরম্ ॥ ১৪ ॥
শ্রুতিস্মৃতিভ্যামুদিতং যৎ স ধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ।
অন্যশাস্ত্রেণ যঃ প্রোক্তো ধর্ম্মাভাসঃ স উচ্যতে ॥ ১৫ ॥
সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেশ্চ মত্তো বেদঃ সমুত্থিতঃ ।
অজ্ঞানস্য মমাভাবাদপ্রমাণা ন চ শ্রুতিঃ ॥ ১৬ ॥
স্মৃতয়শ্চ শ্রুতেরর্থং গৃহীত্বৈব চ নির্গতাঃ ।
মন্বাদীনাং স্মৃতীনাঞ্চ ততঃ প্রামাণ্যমিষ্যতে ॥ ১৭ ॥
ক্বচিৎ কদাচিত্তন্ত্রার্থকটাক্ষেণ পরোদিতম্ ।
ধর্ম্মং বদন্তি সোঽংশস্তু নৈব গ্রাহ্যোঽস্তি বৈদিকৈঃ ॥ ১৮ ॥

নমু তর্হি কেবলং কর্ম্ম নিরর্থকমিতি চেন্নেত্যাহ ধর্ম্মাৎ সঞ্জায়তে ভক্তিরিতি। যদি কর্ম্ম নাচরিতং তদা পাপক্ষয়াভাবাদ্ভক্তিরেব দুর্লভা স্যাৎ। ভক্তেরভাবাচ্চ পরং ব্রহ্মাপ্যত্যন্তং স্যাদিতি কর্ম্মাচরণং সার্থকমেবেতি ভাবঃ। পরমিতি। জ্ঞানমিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

তচ্চ কর্ম্ম নান্যশাস্ত্রোদিতম্। কিন্তু বেদোক্তমেবেত্যাহ শ্রুতিস্মৃতিভ্যামুদিতমিতি। যদুদিতং কর্ম্ম স ধর্ম্ম ইত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

কিমিতি বেদোক্ত এব ধর্ম্মো নান্যশাস্ত্রোদিত ইতি চেত্তত্রাহ সর্ব্বজ্ঞাদিতি। সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তের্মত্তো মৎস্বরূপাদ্বেদঃ সমুত্থিতঃ তদা মমাজ্ঞানাভাবাদ্যন্ময়োক্তং তৎ সত্যমেবেতি শ্রুতির্নাপ্রমাণম্। বেদাতিরিক্তশাস্ত্রাণি স্বল্পজ্ঞপুরুষবুদ্ধিকল্পিতানি ততশ্চাল্পজ্ঞপ্রণীতত্বাদপ্রমাণান্যেবেতি তদুক্তো ধর্ম্মো ধর্ম্মাভাসঃ বেদোক্ত এব তু ধর্ম্ম ইত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

নমু মন্বাদিস্মৃতীনামপ্যেবং রীত্যা প্রামাণ্যাভাব আগত ইতি চেত্তত্রাহ স্মৃতয়শ্চেতি। শ্রুত্যর্থ এব তু স্মৃতিভিরুচ্যতে ততো মূলভূতশ্রুতেঃ প্রামাণ্যাত্তন্মূলকস্মৃতীনামপি প্রামাণ্যমব্যাহতমেবেত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

নমু মন্বাদিস্মৃতীনাং পুরাণানাঞ্চ সপ্রমাণত্বে তপ্তমুদ্রাবিধানবামাচারাদিবেদবিরুদ্ধাচারস্য চ পুরাণস্মৃতিষু সত্বাৎ গ্রাহ্যত্বং স্যাদিতি চেত্তত্রাহ ক্বচিৎ কদাচিদিতি। তন্ত্রার্থকটাক্ষেণ

সন্দেহ নাই। এইরূপে যে ব্যক্তি মৎপরায়ণ হইয়া আমাতে একান্ত আসক্তচিত্ত হয়, সেই ব্যক্তিই ভক্তজনের অগ্রগণ্য। আমি প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিতেছি যে, নিশ্চয়ই তাহাকে এই ভবসমুদ্র হইতে অচিরে উদ্ধার করিব ॥ ১১—১২॥ হে নগরাজ ! কর্ম্মযুক্ত ধ্যান এবং ভক্তি-সমন্বিত জ্ঞান দ্বারাই আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারিবে। কেবল কর্ম্ম দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। হিমবন্ ! ধর্ম্ম হইতে ভক্তির উৎপত্তি হয়, এবং ভক্তি হইতে পরম জ্ঞান জন্মিয়া থাকে ॥১৩—১৪॥ শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রে যাহা উক্ত হইয়াছে, মহর্ষিগণ তাহাকেই ধর্ম্ম এবং অন্যান্য শাস্ত্রে যাহা উক্ত হয়, তাহাকে ধর্ম্মাভাস কহিয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট মদীয় স্বরূপ হইতে বেদের উৎপত্তি হইয়াছে। আমার অজ্ঞানের অভাব প্রযুক্ত বেদ সকল কিছুতেই অপ্রমাণ হইতে পারে না ॥ ১৬ ॥ বেদের অর্থ গ্রহণ

অন্যেষাং শাস্ত্রকর্ত্তৄণামজ্ঞানপ্রভবত্বতঃ।
অজ্ঞানদোষদুষ্টত্বাত্তদুক্তের্ন প্রমাণতা।
তস্মান্মুমুক্ষুর্ধর্ম্মার্থং সর্ব্বথা বেদমাশ্রয়েৎ ॥ ১৯ ॥
রাজাজ্ঞা চ যথা লোকে হন্যতে ন কদাচন।
সর্ব্বেশান্যা মমাজ্ঞা সা শ্রুতিস্ত্যাজ্যা কথং নৃভিঃ ॥ ২০ ॥
মদাজ্ঞারক্ষণার্থন্তু ব্রহ্মক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
ময়া সৃষ্টাস্ততো জ্ঞেয়ং রহস্যং মে শ্রুতের্বচঃ ॥ ২১ ॥
যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভূধর।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদা বেশান্ বিভর্ম্ম্যহম্ ॥ ২২ ॥
দেবদৈত্যবিভাগশ্চাপ্যতএবাভবন্নৃপ ! ॥ ২৩ ॥

তন্ত্রার্থাবলোকনেন পরোদিতং বেদাতিরিক্তশাস্ত্রোদিতমপি ধর্ম্মং বদন্তি। স ধর্ম্মঃ প্রত্যক্ষশ্রুতিবিরুদ্ধত্বাত্তৈরুক্তোঽপি ন বৈদিকৈগ্র্াহ্য ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

তত্র হেতুমাহ অন্যেষাং শাস্ত্রকর্ত্তৄণামিতি ॥ ১৯ ॥

সর্ব্বেশান্যাঃ সর্ব্বেশ্বর্য্যা মম সা শ্রুতিরাজ্ঞাস্তি সা নৃভিঃ কথং ত্যাজ্যেত্যর্থঃ। তথাচ কূর্ম্মপুরাণে দেবীবাক্যং দ্বাদশাধ্যায়ে। মমৈবাজ্ঞা পরাশক্তির্ব্বেদসংজ্ঞা পুরাতনী। ঋগ্‌যজুঃসামরূপেণ সর্গাদৌ সংপ্রবর্ত্ততে ইতি ॥ ২০ ॥

মমাজ্ঞাভূতশ্রুতিরক্ষণার্থং ময়া মহান্ যত্নঃ কৃতোঽস্তীত্যাহ। মদাজ্ঞেতি। ততস্তস্মাদ্ধেতোর্জ্ঞেয়ং শ্রুতের্বচো মে মম রহস্যমস্তীতি ॥ ২১ ॥

বেশান্ শাকম্ভর্য্যাদিরামকৃষ্ণাদ্যবতারান্ ॥ ২২ ॥

অতএবেতি। বেদসংরক্ষকা দেবাস্তন্নাশকা দৈত্যা ইতি বিভাগো বেদসম্ভাবাদেব জাত ইত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৫ ॥

করিয়া স্মৃতিশাস্ত্র সকল প্রণীত হইয়াছে। অতএব মনু প্রভৃতি মহর্ষিপ্রণীত স্মৃতি ও পুরাণ শাস্ত্র সমূহের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ॥ ১৭ ॥ কোন কোন স্থলে কখন কখন তন্ত্রার্থে কটাক্ষ করিয়া বেদাতিরিক্ত শাস্ত্র উক্ত হইয়াছে। সেই শাস্ত্রাংশে ধর্ম্মের বিষয় উক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ শ্রুতিবিরুদ্ধতা নিবন্ধন তাহা বৈদিকগণের গ্রাহ্য নহে ॥ ১৮ ॥ অন্যান্য শাস্ত্রকর্ত্তাদিগের অজ্ঞানতা বিদ্যমান আছে, অতএব অজ্ঞানদোষে দূষিত বলিয়া তাহাদিগের উক্তি সপ্রমাণ হইতে পারে না। সেই নিমিত্ত মোক্ষাভিলাষী মানবগণ ধর্ম্মের লাভের নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে বেদের আশ্রয় গ্রহণ করিবে ॥ ১৯ ॥ যেমন লোকমধ্যে কখনই রাজাজ্ঞা ব্যাহত হয় না, সেইরূপ সর্ব্বেশ্বরী আমার আজ্ঞারূপা সেই শ্রুতি, নরগণ কর্ত্তৃক কখনই পরিত্যক্ত হয় না ॥ ২০ ॥ আমি, আমার আজ্ঞা রক্ষার নিমিত্ত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতির সৃষ্টি করিয়াছি, অতএব শ্রুতিশাস্ত্রে মদীয় রহস্য বিদ্যমান আছে, সেই নিমিত্ত শ্রুতির বাক্য অবশ্যই বুধগণের জ্ঞেয় ও সেবনীয় সন্দেহ নাই ॥২১॥ হে ভূধর! যখন যে সময়ে ধর্ম্মের ক্ষীণাবস্থা এবং অধর্ম্মের উন্নতি হয়, আমি সেই সেই সময়ে শাকম্ভরী ও রাম কৃষ্ণাদি বেশে অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়া থাকি ॥ ২২ ॥ রাজন্! এই নিমিত্তই

যে ন কুর্ব্বন্তি তদ্ধর্ম্মং তচ্ছিক্ষার্থং ময়া সদা।
সম্পাদিতাস্তু নরকাস্ত্রাসো যচ্ছ্রবণাদ্ভবেৎ ॥ ২৪ ॥
যো বেদধর্ম্মমুজ্‌ঝিত্য ধর্ম্মমন্যং সমাশ্রয়েৎ।
রাজা প্রবাসয়েদ্দেশান্নিজাদেতামধর্ম্মিণঃ।
ব্রাহ্মণৈর্ন চ সম্ভাষ্যাঃ পংক্তিগ্রাহ্যা ন চ দ্বিজৈঃ ॥ ২৫ ॥
অন্যানি যানি শাস্ত্রাণি লোকেঽস্মিন্বিবিধানি চ।
শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধানি তামসান্যেব সর্ব্বশঃ ॥ ২৬ ॥
বামং কাপালকঞ্চৈব কৌলকং ভৈরবাগমঃ।
শিবেন মোহনার্থায় প্রণীতো নান্যহেতুকঃ ॥ ২৭ ॥
দক্ষশাপাদ্‌ভৃগোঃ শাপাদ্দধীচস্য চ শাপতঃ।
দগ্ধা যে ব্রাহ্মণবরা বেদমার্গবহিষ্কৃতাঃ ॥ ২৮ ॥
তেষামুদ্ধরণার্থায় সোপানক্রমতঃ সদা।
শৈবাশ্চ বৈষ্ণবাশ্চৈব সৌরাঃ শাক্তাস্তথৈব চ ॥ ২৯ ॥

নন্বু তর্হি কিমর্থং তন্ত্রানি শিবেন প্রণীতানীতি চেত্তত্রাহ অন্যানি যানীতি ॥ ২৬ ॥
তেষাং নামান্যাহ বামং কাপালিকমিতি ॥ ২৭ ॥
পাপিনাং বেদধর্ম্মাচরণে সদ্গতিঃস্যাদিতি কর্ম্মবৈচিত্র্যং ন স্যাদিতি তেষাং নানাফলপ্রদর্শনেন তত্র প্রবৃত্তয়ে মোহার্থমেব বেদশ্রদ্ধাপ্রচ্যুত্যর্থঞ্চ তন্ত্রাণি প্রণীতানীত্যর্থঃ। কিঞ্চ শাপদগ্ধানাং বেদবহিষ্কৃতানাং ব্রাহ্মণানাং সোপানক্রমেণ জন্মান্তরে বেদাধিকারপ্রাপ্ত্যর্থং কিঞ্চিৎপরমেশ্বরোপাসনং বক্তব্যমিতি তদনুগ্রহার্থঞ্চ তন্ত্রাণি প্রণীতানীত্যাহ দক্ষশাপাদিতি। শাপকথা চ কূর্ম্মপুরাণে সূতসংহিতায়ামস্মিন্ দ্বাদশস্কন্ধে চ প্রসিদ্ধা পুরাণান্তরেষু চ ॥ ২৮—৩০ ॥

বেদরক্ষক দেবগণ ও বেদবিনাশক দৈত্যাদিগণ বিভাগ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সেই ধর্ম্মের আচরণ না করে, তাহাদিগের শিক্ষার নিমিত্ত, আমি বহুতর নরকের সৃষ্টি করিয়াছি। কারণ, সেই নরক কথা শ্রবণ করিলে সেই পাপিষ্ঠগণের মনে ত্রাস উপস্থিত হয় ॥ ২৩—২৪ ॥ যে যে মূঢ় মানবগণ, বৈদিকধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করে, রাজা সেই সেই অধার্ম্মিক মানবগণকে আপন দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন। ব্রাহ্মণগণ তাহাদের সহিত সম্ভাষণ এবং তাহাদিগকে পংক্তিভোজনে গ্রহণ করিবেন না ॥ ২৫ ॥ এই লোকমধ্যে শ্রুতি ও স্মৃতিবিরুদ্ধ বিবিধ অন্যান্য যে সকল শাস্ত্র প্রচলিত আছে, তৎসমস্তই তামস শাস্ত্র; মহাদেব সেই এই বাম, কাপালক, কৌলক ও ভৈরবাদি আগম সকল, লোক মোহনের নিমিত্তই প্রণয়ন করিয়াছেন, নতুবা তৎপ্রণয়নে তাঁহার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই ॥ ২৬—২৭ ॥ যে সকল ব্রাহ্মণগণ দক্ষ, শুক্র ও দধীচি মুনির অভিশাপে দগ্ধ হইয়া বেদমার্গ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের উদ্ধারের নিমিত্ত মহাদেব, সোপান-

গাণপত্যা আগমাশ্চ প্রণীতাঃ শঙ্করেণ তু ॥ ৩০ ॥
তত্র বেদাবিরুদ্ধোংশোপ্যুক্ত এব কচিৎ কচিৎ।
বৈদিকৈস্তদ্গ্রহে দোষো ন ভবত্যেব কর্হিচিৎ ॥ ৩১ ॥
সর্ব্বথা বেদভিন্নার্থে নাধিকারী দ্বিজো ভবেৎ।
বেদাধিকারহীনস্তু ভবেত্তত্রাধিকারবান্ ॥ ৩২ ॥
তস্মাৎসর্ব্বপ্রযত্নেন বৈদিকো বেদমাশ্রয়েৎ।
ধর্ম্মেন সহিতং জ্ঞানং পরং ব্রহ্ম প্রকাশয়েৎ ॥ ৩৩ ॥
সর্ব্বৈষণাঃ পরিত্যজ্য মামেব শরণং গতাঃ।
সর্ব্বভূতদয়াবন্তো মানাহঙ্কারবর্জ্জিতাঃ ॥ ৩৪ ॥
মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা মৎস্থানকথনে রতাঃ।
সন্ন্যাসিনো বনস্থাশ্চ গৃহস্থা ব্রহ্মচারিণঃ।
উপাসন্তে সদা ভক্ত্যা যোগমৈশ্বরসংজ্ঞিতম্ ॥ ৩৫ ॥

নমু তর্হি তন্ত্রাণি সর্ব্বথা ত্যাজ্যানীতি পর্য্যবসন্নমিতি চেন্নেত্যাহ তত্র বেদাবিরুদ্ধাংশ ইতি। তন্ত্রেষু দ্বিবিধোহংশোঽস্তি। একো বেদবিরুদ্ধো দ্বিতীয়ো বেদাবিরুদ্ধঃ। তত্র বৈদিকৈর্বেদবিরুদ্ধাংশস্ত্যাজ্যো বেদাবিরুদ্ধাংশস্তু গ্রাহ্য ইত্যর্থঃ। তদুক্তং বায়ুসংহিতায়াম্। শৈবাগমোঽপি দ্বিবিধঃ শ্রৌতাশ্রৌতশ্চ তন্ময়ঃ। শ্রুতিসারময়ঃ শ্রৌতঃ স্বতন্ত্র ইতরো মত ইত্যাদি। শ্রৌতো গ্রাহ্যস্তু বৈদিকৈরিতি সূতসংহিতায়াম্। তথাপি যোঽংশো মার্গাণাং বেদেন ন বিরুদ্ধ্যতে। সোঽংশঃ প্রমাণমিত্যুক্তমিতি। ইত্থমেতাবৎপর্য্যন্তং বৈদিকং মতমুপপাদিতম্। তন্ত্রাণাং স্বতঃ প্রামাণ্যমঙ্গীকুর্ব্বতাং তান্ত্রিকাণাং মতং স্বগ্রন্থেবেতি দিক্ ॥ ৩১—৩২ ॥

যস্মাদ্বেদোক্ত এব ধর্ম্মস্তস্মাদ্বেদমেবাশ্রয়েদিত্যাহ তস্মাদিতি। ধর্ম্মেণ বেদোক্তেন ॥৩৩॥

পুনর্বিরাট্স্বরূপোপাসকস্য নিষ্ঠামাহ সর্ব্বৈষণা ইতি ॥ ৩৪ ॥

ঐশ্বরসংজ্ঞিতং বিরাট্স্বরূপোপাসনাভিধম্ ॥ ৩৫—৩৬ ॥

ক্রমে শৈব, বৈষ্ণব, সৌর, শাক্ত ও গাণপত্য এই পঞ্চ প্রকার আগমও প্রণয়ন করিয়াছেন॥ ২৮—৩০ ॥ সেই সকল তন্ত্রশাস্ত্র মধ্যে বেদের অবিরুদ্ধ অংশ এবং কোন কোন স্থলে বেদের বিরুদ্ধ অংশ উক্ত হইয়াছে। বৈদিকদিগের সেই সকল অবিরুদ্ধ অংশ গ্রহণে কখনই দোষ সংঘটন হইতে পারে না ॥৩১॥ তন্ত্রশাস্ত্রের বেদবিরুদ্ধ অংশে দ্বিজগণ অধিকারী নহেন, বেদের অধিকারবিহীন মানবগণই তাহাতে অধিকারী হইয়া থাকেন॥ ৩২ ॥ অতএব বৈদিকগণ সর্ব্বপ্রযত্নে বেদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সেই বৈদিক ধর্ম্ম দ্বারা পরম জ্ঞানরূপ পরব্রহ্ম প্রকাশিত করিবেন ॥ ৩৩ ॥ সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ, গৃহস্থ ও ব্রহ্মচারিগণ সর্ব্ব প্রকার বাসনায় বিসর্জ্জন দিয়া একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণপূর্ব্বক, অভিমান ও অহঙ্কার বর্জ্জিত, সমস্ত জীবগণের প্রতি দয়াবান্, আমাতে একান্ত চিত্ত ও মদ্গত প্রাণ এবং আমার স্থান কথনে নিরত হইয়া ভক্তিযোগ সহকারে সততই ঐশ্বর নামক যোগ অর্থাৎ

তেষাং নিত্যাভিযুক্তানামহমজ্ঞানজং তমঃ।
জ্ঞানসূর্য্যপ্রকাশেন নাশয়ামি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৬ ॥
ইত্থং বৈদিকপূজায়াঃ প্রথমায়া নগাধিপ !।
স্বরূপমুক্তং সংক্ষেপাদ্দ্বিতীয়ায়া অথো ব্রুবে ॥ ৩৭ ॥
মূর্ত্তৌ বা স্থণ্ডিলে বাপি তথা সূর্য্যেন্দুমণ্ডলে।
জলেঽথবা বাণলিঙ্গে যন্ত্রে বাপি মহাপটে ॥ ৩৮ ॥
তথা শ্রীহৃদয়াম্ভোজে ধ্যায়েদ্দেবীং পরাৎপরাম্।
সগুণাং করুণাপূর্ণাং তরুণীমরুণারুণাম্ ॥ ৩৯ ॥
সৌন্দর্য্যসারসীমান্তাং সর্ব্বাবয়বসুন্দরাম্।
শৃঙ্গাররসসম্পূর্ণাং সদা ভক্তার্ত্তিকাতরাম্ ॥ ৪০ ॥
প্রসাদসুমুখীমম্বাং চন্দ্রখণ্ডশিখণ্ডিনীম্।
পাশাঙ্কুশবরাভীতিধরামানন্দরূপিণীম্ ॥ ৪১ ॥
পূজয়েদুপচারৈশ্চ যথাবিত্তানুসারতঃ ॥ ৪২ ॥

প্রথমবৈদিকপূজাস্বরূপকথনমুপসংহরতি ইত্থমিতি। বেদমার্গেণ করচরণাদিবিশিষ্ট-সুকুমারমূর্ত্তিপূজারূপায়া দ্বিতীয়বৈদিকপূজায়াঃ স্বরূপমাহ দ্বিতীয়ায়া ইতি ॥ ৩৭ ॥
মহাপটে বস্ত্রে ॥ ৩৮ ॥
সুকুমারাং মূর্ত্তিমাহ সগুণামিতি ॥ ৩৯—৪২ ॥

মদীয় বিরাট্ স্বরূপের উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ৩৪—৩৫ ॥ আমি, জ্ঞানসূর্য্য প্রকাশ করিয়া মদীয় যোগসাধনে নিত্য নিরত সেই সকল মানবগণের অজ্ঞানজনিত অন্ধকার বিনাশ করিয়া থাকি, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই ॥ ৩৬ ॥ হে নগেন্দ্র ! এই আমি সজ্ঞেপে প্রথম বৈদিকপূজার স্বরূপ ব্যক্ত করিলাম, এক্ষণে দ্বিতীয় তান্ত্রিকী পূজাবিধি কীর্ত্তন করিতেছি, সাবহিতচিত্তে শ্রবণ কর ॥ ৩৭ ॥ প্রতিমায় অথবা পরিষ্কৃত ভূমিতে, কিম্বা সূর্য্য ও চন্দ্রমণ্ডলে, জলে, বাণলিঙ্গে, যন্ত্রে কিম্বা মহাপটে অথবা হৃদয়াম্বুজ মধ্যে ; যিনি সত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয় স্বীকার করিয়া জগতের সৃষ্টি করিয়া থাকেন, যিনি করুণারসে পরিপূর্ণা ও নবযৌবন-সমন্বিতা, যাঁহার বর্ণ অরুণের ন্যায় আরক্ত, যাঁহার সৌন্দর্য্য আচূড়ান্ত অধিরোহণ করিয়াছে, যাঁহার সমুদায় অঙ্গ পরম সুন্দর, যিনি মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গাররস, যিনি ভক্তগণের মনোদুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়া থাকেন, যিনি ভক্তগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া দর্শন প্রদান করিয়া থাকেন, যাঁহার শিরোদেশে চন্দ্রখণ্ড নিরন্তর শোভা পাইতেছে, যাঁহার করচতুষ্টয় পাশ, অঙ্কুশ এবং বর ও অভয়দান-ভঙ্গিমায় একান্ত মনোহর, সেই আনন্দ-রূপিণী পরাৎপরা দেবীর ধ্যান করিয়া, স্বীয় বৈভব অনুসারে উপচার দ্বারা তাঁহার পূজা

যাবদান্তরপূজায়ামধিকারো ভবেন্নহি।
তাবদ্বাহ্যামিমাং পূজাং শ্রয়েজ্জাতে তু তাং ত্যজেৎ ॥ ৪৩॥
আভ্যন্তরা তু যা পূজা সা তু সম্বিল্লয়ঃ স্মৃতঃ।
সম্বিদেব পরংরূপমুপাধিরহিতং মম ॥ ৪৪ ॥
অতঃ সম্বিদি মদ্রূপে চেতঃ স্থাপ্যং নিরাশ্রয়ম্।
সম্বিদ্রূপাতিরিক্তস্তু মিথ্যামায়াময়ং জগৎ ॥ ৪৫ ॥
অতঃ সংসারনাশায় সাক্ষিণীমাত্মরূপিণীম্।
ভাবয়েন্নির্ম্মনস্কেন যোগযুক্তেন চেতসা ॥ ৪৬ ॥
অতঃপরং বাহ্যপূজাবিস্তারঃ কথ্যতে ময়া।
সাবধানেন মনসা শৃণু পর্ব্বতসত্তম ! ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে দেবীগীতায়াং ভগবত্যাঃ পূজাবিধিবর্ণনং নাম ঊনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

ইত্থং বাহ্যপূজা কিয়ৎকালপর্য্যন্তং কর্ত্তব্যেতি চেত্তত্রাহ যাবদান্তরেতি। আন্তরপূজায়ামধিকারে জাতে ইত্যর্থঃ। তদুক্তং সূতসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে শক্তিপূজাপ্রকরণে। অথাভ্যন্তরপূজায়ামধিকারো ভবেদ্‌যদি। ত্যক্ত্বা বাহ্যামিমাং পূজামাশ্রয়েদপরাংবুধ ইতি ॥ ৪৩ ॥
আন্তরপূজাস্বরূপমাহ আভ্যন্তরেতি। সম্বিদি জ্ঞানরূপে ব্রহ্মণি ময়ি যচ্চেতসোলয়স্তদ্রূপে ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪—৪৫ ॥
নির্ম্মনস্কেন নির্বিকল্পেন। যোগযুক্তেন ভক্তিযোগযুক্তেন ॥ ৪৬ ॥
ইয়ং যা মূর্ত্তৌ পূজা সঙ্ক্ষেপেণোক্তা তাং বিস্তরেণ বক্তুং প্রতিজানীতে অতঃপরমিতি॥৪৭॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে ঊনচত্বরিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৯॥

করিবে॥৩৮—৪২॥ যে পর্য্যন্ত আভ্যন্তরিক পূজায় অধিকার না হয়, তাবৎ বাহ্যপূজার আশ্রয় গ্রহণ করিবে, কখনই তাহা পরিত্যাগ করিবে না ॥ ৪৩ ॥ সম্বিৎ অর্থাৎ জ্ঞানরূপ পরব্রহ্মে যে চিত্তের বিলয় হয় তাহাকেই আভ্যন্তরিক পূজা কহে। নগবর! সম্বিৎকেই আমার উপাধিরহিত পরমরূপ বলিয়া জানিবে ॥ ৪৪ ॥ অতএব আমার সম্বিৎরূপে নিরন্তরই অন্যাশ্রয় বিরহিত চিত্ত সংস্থাপন করা একান্ত কর্ত্তব্য। যাহা সম্বিৎরূপের অতিরিক্ত তাহাই এই মায়াময় মিথ্যা জগৎরূপে প্রকাশিত হইতেছে ॥৪৫ ॥ অতএব সংসার বিনাশের নিমিত্ত ভক্তিযোগযুক্ত নির্ব্বিকল্প চিত্তদ্বারা সকলের সাক্ষিরূপিণী ও আত্মরূপিণী আমাকে নিরন্তর ভাবনা করিবে ॥ ৪৬ ॥ হে পর্ব্বতসত্তম! অতঃপর আমি বিস্তারপূর্ব্বক বাহ্যপূজা বর্ণন করিব, তুমি সাবহিত চিত্তে তাহা শ্রবণ কর ॥ ৪৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে জগদম্বিকার পূজাবর্ণন নামক ঊনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীদেব্যুবাচ।

প্রাতরুত্থায় শিরসি সংস্মরেৎ পদ্মমুজ্জ্বলম্।
কর্পূরাভং স্মরেত্তত্র শ্রীগুরুং নিজরূপিণম্ ॥ ১ ॥
সুপ্রসন্নং লসদ্ভূষাভূষিতং শক্তিসংযুতম্।
নমস্কৃত্য ততো দেবীং কুণ্ডলীং সংস্মরেদ্‌বুধঃ ॥ ২ ॥
প্রকাশমানাং প্রথমে প্রয়াণে
প্রতিপ্রয়াণেঽপ্যমৃতায়মানাম্।
অন্তঃপদব্যামনুসঞ্চরন্তী-
মানন্দরূপামবলাং প্রপদ্যে ॥ ৩ ॥
ধ্যাত্বৈবং তচ্ছিখামধ্যে সচ্চিদানন্দরূপিণীম্।
মাং ধ্যায়েদথ শৌচাদিক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ সমাচরেৎ ॥ ৪ ॥

পঞ্চাধিকৈশ্চ চত্বারিংশদ্ভিঃ পদ্যৈরতঃপরম্।
বাহ্যপূজাবিধানঞ্চ যথাবদভিধীয়তে ॥

বাহ্যপূজাং বক্তুমুপক্রমতে প্রাতরুত্থায়েতি। অষ্টপঞ্চ ভবেৎ প্রাতরিতি ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত-প্রাতঃকালে ইত্যর্থঃ। শিরসি স্বমস্তকে ব্রহ্মরন্ধ্রে, পদ্মং সহস্রারম্। তত্র তস্মিন্ পদ্মে নিজ-রূপিণং নিজগুরুসমানাকারমিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

শক্তিসংযুতং স্বপত্নীসংযুতম্। মাতা এব গুরুশ্চেত্তাং পতিসংযুতাং ধ্যায়েৎ ॥ ২ ॥

প্রকাশমানামিতি। প্রথমে প্রয়াণে ব্রহ্মরন্ধ্রগমনরূপে প্রকাশমানাং চিদ্রূপত্বেন ভাস-মানাং প্রতিপ্রয়াণে ব্রহ্মরন্ধ্রাৎ মূলাধারং পুনরাগমনে অমৃতায়মানাম্ আনন্দামৃতভরিতাম্। অন্তঃপদব্যাং সুষুম্নায়ামনুসঞ্চরন্তীং গমনাগমনে কুর্ব্বতীমবলাং পরাং শক্তিং প্রপদ্যে শরণং গতোঽস্মীত্যর্থঃ। ন বিদ্যতে বলং যস্যাঃ সকাশাদন্যত্রেত্যবলা। ইত্থং যোগিভিঃ। কুণ্ড-লিনী সাক্ষাৎকর্ত্তব্যা যোগাভাবে ভাবনা বা কর্ত্তব্যাঃ॥ ৩ ॥

তচ্ছিখামধ্যে সা যা শিখামূলাধারস্থচিদগ্নেঃ শিখা কুণ্ডলিনী তস্যাঃ শিখায়া মধ্যে পর-মাত্মা ব্যবস্থিত ইতি তৈত্তিরীয়শ্রুত্যুক্তা। তন্মধ্যে মাং সচ্চিদানন্দরূপিণীং ধ্যায়েদিত্যর্থঃ। সর্ব্বাঃ ক্রিয়াঃ সন্ধ্যাবন্দনান্তাঃ ॥ ৪ ॥

দেবী কহিলেন, প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া স্বীয় শিরোদেশে ব্রহ্মরন্ধ্রমধ্যে সমুজ্জ্বল কর্পূরবর্ণ সহস্রার পদ্ম চিন্তা করিবে। তাহাতে স্বীয় গুরুর সমানাকার, অত্যুত্তম ভূষায় বিভূষিত ও পত্নীসমন্বিত সুপ্রসন্ন শ্রীগুরুকে স্মরণ ও নমস্কার করিয়া তাহাতে কুণ্ডলিনী দেবীকে স্মরণ করিবে ॥১—২॥ অনন্তর যিনি প্রথমে ব্রহ্মরন্ধ্র-গমনকালে চৈতন্য-রূপে প্রকাশমানা, তদনন্তর ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে মূলাধারে প্রতিগমনকালে আনন্দামৃতময়ী এবং এইরূপে সুষুম্নাপথে গমনাগমনকারিণী হন, আমি সেই চিদ্রূপিণী পরাশক্তি কুণ্ডলিনীর

অগ্নিহোত্রং ততো হুত্বা মৎপ্রীত্যর্থং দ্বিজোত্তমঃ।
হোমান্তে স্বাসনে স্থিত্বা পূজাসঙ্কল্পমাচরেৎ ॥ ৫ ॥
ভূতশুদ্ধিং পুরা কৃত্বা মাতৃকান্যাসমেব চ।
হৃল্লেখামাতৃকান্যাসং নিত্যমেব সমাচরেৎ ॥ ৬ ॥
মূলাধারে হকারঞ্চ হৃদয়ে চ রকারকম্।
ভ্রূমধ্যে তদ্বদীকারং হ্রীংকারং মস্তকে ন্যসেৎ ॥ ৭ ॥
তত্তন্মন্ত্রোদিতানন্যান্ ন্যাসান্ সর্ব্বান্ সমাচরেৎ।
কল্পয়েৎ স্বাত্মনো দেহে পীঠং ধর্ম্মাদিভিঃ পুনঃ ॥ ৮ ॥
ততো ধ্যায়েন্মহাদেবীং প্রাণায়ামৈর্ব্বিজৃম্ভতে।
হৃদম্ভোজে মম স্থানে পঞ্চপ্রেতাসনে বুধঃ ॥ ৯ ॥

হোমান্তে মৎপ্রীত্যর্থমগ্নিহোত্রহোমান্তে ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

ভূতশুদ্ধিমাতৃকান্যাসৌ প্রসিদ্ধৌ গৌরবান্ন লিখ্যেতে। হৃল্লেখামাতৃকেতি। হৃল্লেখা মায়াবীজং প্রত্যক্ষরং মায়াবীজং পূর্ব্বং দত্ত্বা মাতৃকান্যাসো যঃ কর্ত্তব্যঃ স হৃল্লেখামাতৃকান্যাসঃ। শারদায়াং দশবিধমাতৃকান্যাসেষু প্রসিদ্ধঃ ॥ ৬—৭ ॥

ধর্ম্মাদিভিরিতি। ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যান্ বিদিক্ষু পীঠখুরত্বেন ভাবয়েৎ। অধর্ম্মাজ্ঞানাবৈরাগ্যানৈশ্বর্য্যান্ পূর্ব্বাদিচতুর্দিক্ষু পীঠগাত্রত্বেন ভাবয়েৎ। তৎপীঠোপরি মধ্যেঽনন্তায় নমঃ। পদ্মায় নমঃ। অং সূর্য্যমণ্ডলায় নমঃ। মং বহ্নিমণ্ডলায় নমঃ। সং সত্ত্বায় নমঃ। রং রজসে নমঃ। তং তমসে নমঃ। পূর্ব্বাদিদিক্ষু। আং আত্মনে নমঃ। অং অন্তরাত্মনে নমঃ। পং পরমাত্মনে নমঃ। হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ। ততঃ পদ্মস্য পূর্ব্বাদিদলে। জয়ায়ৈ নমঃ। বিজয়ায়ৈ নমঃ। অপরাজিতায়ৈ নমঃ। নিত্যায়ৈ নমঃ। বিলাসিন্যৈ নমঃ। দোগ্ধ্র্যৈ নমঃ। অঘোরায়ৈ নমঃ। মধ্যে মঙ্গলায়ৈ নমঃ। ইতি পীঠশক্তীঃ পূজয়েৎ। ইদং শারদায়াং স্পষ্টম্ ॥ ৮ ॥

ততঃ প্রাণায়ামৈর্বিকসিতে হৃৎপদ্মে পঞ্চপ্রেতাসনে দেবীং ধ্যায়েদিত্যাহ ততো ধ্যায়েদিতি ॥ ৯ ॥

আশ্রয় গ্রহণ করি ॥ ৩ ॥ এইরূপ চিন্তার পর মূলাধারস্থিত চিদগ্নির কুণ্ডলিনীরূপ শিখামধ্যে সচ্চিদানন্দরূপিণী আমার ধ্যান করিয়া, তদনন্তর শৌচ ও সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্য সমাপন করিবে ॥ ৪ ॥ তৎপরে দ্বিজোত্তমগণ আমার প্রীতির নিমিত্ত অগ্নিহোত্র হোম করিয়া স্বীয় আসনে উপবেশন পূর্ব্বক পূজার নিমিত্ত সঙ্কল্প করিবে ॥ ৫ ॥ তদনন্তর প্রথমে ভূতশুদ্ধি ও মাতৃকান্যাস সমাধানপূর্ব্বক পরে মায়াবীজের অক্ষর বিন্যাস করিয়া হৃল্লেখা মাতৃকান্যাস করিবে ॥ ৬ ॥ তাহাতে মূলাধারে হকার, হৃদয়ে রকার, ভ্রূমধ্যে ঈকার এবং মস্তকে হ্রীঙ্কার বীজ বিন্যাস করিবে ॥ ৭ ॥ তৎপরে সেই সেই মন্ত্রোক্ত অন্যান্য সমস্ত ন্যাস সমাপন করিয়া আপনার দেহমধ্যে ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য এই চারিটি পীঠখুর এবং অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য এই চারিটিকে পূর্ব্বাদি দিক্‌চতুষ্টয়ে পীঠগাত্র ভাবনা করিবে ॥ ৮ ॥ তদনন্তর প্রাণায়াম-বিকসিত হৃৎপদ্মমধ্যে পঞ্চপ্রেতাসনে মহাদেবীর ধ্যান করা কর্ত্তব্য ॥৯॥

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ ।
এতে পঞ্চ মহাপ্রেতা পাদমূলে মম স্থিতাঃ ॥ ১০ ॥
পঞ্চভূতাত্মকা হ্যেতে পঞ্চাবস্থাত্মকা অপি ।
অহং ত্বব্যক্তচিদ্রূপা তদতীতাস্মি সর্ব্বথা ।
ততো বিষ্টরতাং যাতাঃ শক্তিতন্ত্রেষু সর্ব্বদা ॥ ১১ ॥
ধ্যাত্বৈবং মানসৈর্ভোগৈঃ পূজয়েন্মাং জপেদপি ।
জপং সমর্প্য শ্রীদেব্যৈ ততোঽর্ঘ্যস্থাপনং চরেৎ ॥ ১২ ।
পাত্রাসাদনকং কৃত্বা পূজাদ্রব্যাণি শোধয়েৎ ।
জলেন তেন মনুনা চাস্ত্রমন্ত্রেণ দেশিকঃ ॥ ১৩ ॥
দিগ্‌বন্ধঞ্চ পুরা কৃত্বা গুরূন্নত্বা ততঃপরম্ ।
তদনুজ্ঞাং সমাদায় বাহ্যপীঠে ততঃপরম্ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চপ্রেতানাহ ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চেতি ॥ ১০ ॥

কিমর্থমেতে ত্বদাসনতাং গতা ইতি তত্রাহ পঞ্চভূতাত্মকা হ্যেতে ইতি । ভূম্যাদিপঞ্চভূতানামেতেঽধিপতয়োঽহন্তু দেবী তেষামুৎপাদকং যদব্যক্তং মায়াবিশিষ্টং ব্রহ্ম তদ্রূপিণীং তেভ্যোঽধিকা তথা তে ব্রহ্মাদয়ো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিতুর্যাতীতরূপপঞ্চাবস্থাধিপতয়োঽহন্তু দেবী তুর্যাতীতাবস্থাতোঽপ্যধিকং যদ্‌ব্রহ্ম তদ্রূপিণী তস্মাত্তে মমাসনতাং গতা ইত্যর্থঃ ॥১১॥

তত্র ব্রহ্মাদয়শ্চত্বারো মঞ্চকখুরাঃ । সদাশিবস্তু ফলকস্থানীয়ঃ কল্পনীয় ইতি বোধ্যম্ । এবং হৃদয়ে প্রথমতো মানসোপচারৈঃ পূজয়িত্বা যথাশক্তি মূলমন্ত্রং জপিত্বা জপং দেব্যৈ সমর্প্য বাহ্যপূজার্থমর্ঘ্যস্থাপনং চরেদিত্যাহ ধ্যাত্বৈবমিতি ॥ ১২ ॥

অর্ঘ্যস্থাপনপ্রকারঃ শারদায়াং দ্রষ্টব্যো গৌরবান্নেহোচ্যতে । অস্ত্রমন্ত্রেণ ফট্‌মন্ত্রাভ্যুক্ষিতজলেন পূজাদ্রব্যাণি শোধয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

দিগ্‌বন্ধমিতি । ফট্‌মন্ত্রেণ স্বপরিতোঽগ্নিপ্রাকারং ভাবয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

হে ভূধর ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, সদাশিব ও ঈশ্বর এই পঞ্চ মহাপ্রেত আমার পাদমূলে প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ১০ ॥ ইহারা ভূমি, জল, তেজঃ, পবন ও আকাশ এই পঞ্চভূতাত্মক এবং জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, তুর্য্য ও অতীব রূপ এই পঞ্চ অবস্থাত্মক, কিন্তু ব্রহ্মরূপিণী আমি ঐ পঞ্চভূতাত্মক এবং পঞ্চ অবস্থাত্মক ব্রহ্মাদি হইতেও অতীত, অতএব ঐ ব্রহ্মাদি পঞ্চক শক্তিতন্ত্রে সর্ব্বদাই আমার আসনতা প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ১১ ॥ এইরূপে আমার ধ্যান করিয়া মানসোপচারে আমার পূজা করিয়া জপ করিবে। জপ সমাপনের পর সমস্ত জপ আমাতে সমর্পণ করিয়া বাহ্য পূজার নিমিত্ত অর্ঘ্য সংস্থাপন করা কর্ত্তব্য ॥১২॥ অনন্তর, সাধক ব্যক্তি সম্মুখস্থিত পূজা দ্রব্য সকল অস্ত্রমন্ত্র অর্থাৎ ফট্ এই মন্ত্রদ্বারা অভ্যুক্ষিত জল দ্বারা সংশোধন করিয়া লইবে ॥ ১৩ ॥ তৎপরে প্রথমেই ছোটিকাদি দ্বারা দশদিগ্‌বন্ধন পূর্ব্বক গুরুকে নমস্কার করিবে, পরে তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক বাহ্যপীঠে হৃদিস্থিত দিব্য মনোহর মূর্ত্তি

হৃদিস্থাং ভাবিতাং মূর্ত্তিং মম দিব্যাং মনোহরাম্ ॥ ১৫ ॥
আবাহয়েত্ততঃ পীঠে প্রাণস্থাপনবিদ্যয়া।
আসনাবাহনে চার্ঘ্যং পাদ্যাদ্যাচমনং তথা ॥ ১৬ ॥
স্নানং বাসোদ্বয়ঞ্চৈব ভূষণানি চ সর্ব্বশঃ।
গন্ধপুষ্পং যথাযোগ্যং দত্ত্বা দেব্যৈ স্বভক্তিতঃ।
যন্ত্রস্থানামাবৃতীনাং পূজনং সম্যগাচরেৎ ॥ ১৭ ॥
প্রতিবারমশক্তানাং শুক্রবারো নিয়ম্যতে ॥ ১৮ ॥
মূলদেবীপ্রভারূপাঃ স্মর্ত্তব্যা অঙ্গদেবতাঃ।
তৎপ্রভাপটলব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যঞ্চ বিচিন্তয়েৎ ॥ ১৯ ॥
পুনরাবৃত্তিসহিতাং মূলদেবীঞ্চ পূজয়েৎ।
গন্ধাদিভিঃ সুগন্ধৈস্তু তথা পুষ্পৈঃ সুবাসিতৈঃ।
নৈবেদ্যৈস্তর্পণৈশ্চৈব তাম্বূলৈর্দক্ষিণাদিভিঃ ॥ ২০ ॥
তোষয়েন্মাং ত্বৎকৃতেন নাম্নাং সাহস্রকেণ চ।
কবচেন চ সূক্তেনাহং রুদ্রেভিরিতি প্রভো! ॥ ২১ ॥

বাহ্যপীঠে পূর্ব্বোক্তে যন্ত্রাদৌ ॥ ১৫ ॥
প্রাণস্থাপনবিদ্যয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রেণ ॥ ১৬ ॥
পুষ্পান্তং পূজাং কৃত্বা যন্ত্রস্থানামাবৃতীনামাবরণদেবতানাং পূজনং কুর্য্যাদিত্যাহ যন্ত্রস্থানামিতি। তাশ্চ দেবতাস্তত্তন্মন্ত্রকল্পোক্তা গ্রাহ্যাঃ ॥ ১৭ ॥
প্রতিদিনমাবরণদেবতাপূজনং কর্ত্তুমশক্তশ্চেচ্ছুক্রবারেঽবশ্যং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥
আবরণদেবতাসু ভাবনামাহ মূলদেবীতি ॥ ১৯ ॥
পুনরাবৃত্তীতি। ইত্থমাবরণদেবতা যথাস্থানেষু স্থিতা ধ্যাত্বা সম্পূজ্য পুনঃ সাবরণাং সায়ুধাং সশক্তিকাং শ্রীভুবনেশ্বরীং গন্ধাদিদক্ষিণান্তৈরুপচারৈঃ পূজয়েদিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥
ত্বৎকৃতেনেতি। ত্বয়া হিমালয়েন কৃতং যৎ সহস্রনামস্তোত্রং মম তেন মাং তোষয়েদিত্যর্থঃ। অনেনৈব জ্ঞাপকেন হিমালয়েন দেবীদর্শনে জাতে সহস্রনামস্তোত্রেণ দেবী

ভাবনা এবং প্রাণ প্রতিষ্ঠার মন্ত্র দ্বারা পীঠোপরি তাঁহার আহ্বান করিয়া আসন, আবাহন, অর্ঘ্য, পাদ্য, আচমন, স্নান, বস্ত্রদ্বয়, সকল প্রকার ভূষণ, গন্ধ ও পুষ্পাদি দ্রব্য সকল যথাযোগ্য ভক্তিসহকারে প্রদানপূর্ব্বক যন্ত্রস্থিত আবরণ দেবতা সকলের পূজা করিবে। যদি প্রতি দিন আবরণ দেবতাগণের পূজা করিতে অসমর্থ হয়, তবে শুক্রবারে অবশ্যই তাহা কর্ত্তব্য ॥ ১৪—১৮ ॥ আবরণ দেবতাগণের মধ্যে প্রভারূপা মূলদেবীর ভাবনা এবং তাঁহার প্রভাজালে ত্রৈলোক্যমণ্ডল ব্যাপ্ত হইয়াছে এইরূপ চিন্তা করিবে ॥ ১৯ ॥ অনন্তর গন্ধাদি, সুবাসিত পুষ্প ও নৈবেদ্যাদি নানাবিধ তৃপ্তিকর দ্রব্য এবং দক্ষিণাদি দ্বারা আবরণ দেবতাগণের সহিত মূলদেবী ভুবনেশ্বরীর পুনর্ব্বার পূজা করিবে ॥ ২০ ॥ আর তোম কর্ত্তৃক কৃত

দেব্যথর্ব্বশিরোমন্ত্রৈর্হৃল্লেখোপনিষদ্ভবৈঃ।
মহাবিদ্যামহামন্ত্রৈস্তোষয়েন্ মাং মুহুর্মুহুঃ॥ ২২॥
ক্ষমাপয়েজ্জগদ্ধাত্রীং প্রেমার্দ্রহৃদয়ো নরঃ॥ ২৩॥
পুলকাঙ্কিতসর্ব্বাঙ্গৈর্ব্বাষ্পরুদ্ধাক্ষিনিঃস্বনঃ।
নৃত্যগীতাদিঘোষেণ তোষয়েন্মাং মুহুর্মুহুঃ॥ ২৪॥
বেদপারায়ণৈশ্চৈব পুরাণৈঃ সকলৈরপি।
প্রতিপাদ্যা যতোঽহং বৈ তস্মাত্তৈস্তোষয়েত্তু মাম্।
নিজং সর্ব্বস্বমপি মে সদেহং নিত্যশোঽর্পয়েৎ॥ ২৫॥
নিত্যহোমং ততঃ কুর্য্যাদ্ ব্রাহ্মণাংশ্চ সুবাসিনীঃ।
বটুকান্ পামরানন্যান্ দেবীবুদ্ধ্যা তু ভোজয়েৎ॥ ২৬॥
নত্বা পুনঃ স্বহৃদয়ে ব্যুৎক্রমেণ বিসর্জ্জয়েৎ॥ ২৭॥
সর্ব্বং হৃল্লেখয়া কুর্য্যাৎ পূজনং মম সুব্রত!।
হৃল্লেখা সর্ব্বমন্ত্রাণাং নায়িকা পরমা স্মৃতা॥ ২৮॥

স্তুতেতি বোধিতম্। তচ্চ সহস্রনামস্তোত্রং যদ্যপ্যস্মিন্ পুরাণে নাস্তি তথাপি কূর্ম্মপুরাণে দ্বাদশাধ্যায়ে বর্ত্ততে তদ্গ্রাহ্যম্। তত্রাপ্যেতৎপ্রসঙ্গেনৈব সহস্রনামকথনাৎ। চকারেণ নিত্যমূলমন্ত্রজপং কৃত্বা পশ্চাৎ সহস্রনামস্তোত্রং পঠেদিত্যর্থঃ। কবচেন তন্ত্রাদিষু প্রোক্তেন অহং রুদ্রেভিরিতি দেবীসূক্তেনেত্যন্বয়ঃ॥ ২১॥

দেব্যথর্ব্বশিরো নাম সর্ব্বে বৈ দেবা দেবীমুপতস্থুরিত্যাদিকং হৃল্লেখোপনিষৎ। ভুবনেশ্বর্য্যা উপনিষৎ॥ ২২—২৪॥

সর্ব্বস্বমপীতি। স্বদেহসহিতং সর্ব্বস্বং দেব্যৈ সমর্পয়েদিত্যর্থঃ॥ ২৫—২৬॥

ব্যুৎক্রমেণ সংহারমুদ্রয়া॥ ২৭॥

পূর্ব্বপূজায়াং যে উপচারা দেয়া স্তে সর্ব্বে মায়াবীজমন্ত্রমুচ্চার্য্য দেয়া ইত্যাহ সর্ব্বং হৃল্লেখয়েতি॥ ২৮॥

সহস্রনামস্তোত্র, তন্ত্রোক্ত কবচ এবং 'অহং রুদ্রেভিঃ' ইত্যাদি দেবীসূক্ত মন্ত্র এবং "সর্ব্বে বৈ দেবা দেবীমুপতস্থুঃ" ইত্যাদি দেব্যথর্ব্বশিরোমন্ত্র ও ভুবনেশ্বরীর উপনিষদুক্ত মহাবিদ্যার মহামন্ত্র দ্বারা মুহুর্মুহুঃ আমার সন্তোষ সাধন করিবে॥ ২১—২২॥ প্রেমার্দ্রহৃদয় ও পুলকিতগাত্র হইয়া সকলেরই প্রেমাশ্রুপরিপূর্ণ নেত্রে ও গদ্গদ বাক্যে এবং নৃত্য গীত ও বাদ্য নির্ঘোষে মুহুর্মুহুঃ আমার সন্তোষ সাধন করা কর্ত্তব্য॥ ২৩—২৪॥ বেদপারায়ণে ও সমস্ত পুরাণেই আমার মাহাত্ম্য প্রতিপাদিত হইয়াছে, অতএব সেই সমস্ত বেদাদি পাঠ দ্বারা আমার প্রীতি উৎপাদন এবং নিত্য নিত্য আমার সন্তোষের নিমিত্ত আপন দেহের সহিত সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিবে॥ ২৫॥ তদনন্তর নিত্য হোম সমাপনান্তে ব্রাহ্মণ, বস্ত্রালঙ্কৃত কুমারী, বালক ও আপামর সাধারণ সকলকে দেবীবোধে ভোজন করাইবে। তৎপরে নিজ হৃদয়স্থিতা দেবীকে নমস্কার করিয়া সংহারমুদ্রা দ্বারা বিসর্জ্জন করিবে॥ ২৬—২৭॥

হৃল্লেখাদর্পণে নিত্যমহন্তু প্রতিবিম্বিতা।
তস্মাদ্ধৃল্লেখয়া দত্তং সর্ব্বমন্ত্রৈঃ সমর্পিতম্।
গুরুং সংপূজ্য ভূষাদ্যৈঃ কৃতকৃত্যত্বমাবহেৎ ॥ ২৯ ॥
য এবং পূজয়েদ্দেবীং শ্রীমদ্ভুবনসুন্দরীম্।
ন তস্য দুর্লভং কিঞ্চিৎ কদাচিৎ কচিদস্তি হি ॥ ৩০ ॥
দেহান্তে তু মণিদ্বীপং মম যাত্যেব সর্ব্বথা।
জ্ঞেয়ো দেবীস্বরূপোঽসৌ দেবা নিত্যং নমন্তি তম্ ॥ ৩১ ॥
ইতি তে কথিতং রাজন্! মহাদেব্যাঃ প্রপূজনম্ ॥ ৩২ ॥
বিমৃশ্যৈতদশেষেণাপ্যধিকারানুরূপতঃ।
কুরু মে পূজনং তেন কৃতার্থস্ত্বং ভবিষ্যসি ॥ ৩৩ ॥
ইদন্তু গীতাশাস্ত্রং মে নাশিষ্যায় বদেৎ কচিৎ।
নাভক্তায় প্রদাতব্যং ন ধূর্ত্তায় চ দুর্হৃদে ॥ ৩৪ ॥
এতৎপ্রকাশনং মাতুরুদ্‌ঘাটনমুরোজয়োঃ।
তস্মাদবশ্যং যত্নেন গোপনীয়মিদং সদা ॥ ৩৫ ॥

কুতঃ সর্ব্বমন্ত্রাণাং নায়িকেতি চেন্মম তস্মিন্মন্ত্রে প্রত্যাসত্ত্যতিশয়াদিত্যাহ হৃল্লেখা দর্পণে ইতি। তথাচ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে। হ্রীংকারাদর্শবিম্বিকেতি ॥ ২৯—৩৪ ॥
উরোজয়োঃ স্তনয়োঃ ॥ ৩৫—৩৮ ॥

হে সুব্রত! হৃল্লেখা মন্ত্রই সমস্ত মন্ত্রমধ্যে প্রধান, অতএব আমার পূজাদি সমস্ত কর্ম্মই হৃল্লেখা দ্বারা সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য ॥২৮॥ নগবর! তুমি জানিও যে, আমি হৃল্লেখা রূপ দর্পণে নিয়তই প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকি, অতএব আমাকে হৃল্লেখা মন্ত্রে প্রদান করিলে সকল মন্ত্র দ্বারাই সমর্পিত হইয়া থাকে। তদনন্তর বিবিধ ভূষণাদি দ্বারা গুরুদেবকে পূজা করিয়া আপনাকে কৃতকৃত্য বিবেচনা করিবে ॥২৯॥ হিমবন্! যে মানব এইরূপে ভুবনেশ্বরী দেবীর পূজা করে, তাহার কোথাও কখন কিছুই দুর্লভ থাকে না; সেই ব্যক্তি দেহ ত্যাগান্তে মদীয় নিবাসভূমি মণিদ্বীপে গমন করিয়া থাকে। সেই পুণ্যবান্ মানব দেবীর স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়, দেবগণ তাহাকে নিত্যই নমস্কার করিয়া থাকে ॥ ৩০—৩১ ॥ হে মহীধর! এই আমি তোমার নিকট মহাদেবীর পূজাবিধি কীর্ত্তন করিলাম, অশেষ প্রকারে এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া অধিকার-অনুসারে আমার পূজা কর, তাহাতে তুমি কৃতার্থতা লাভ করিতে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৩২—৩৩ ॥

গিরিবর! এই দেবীগীতা-শাস্ত্র শিষ্য ভিন্ন অন্য অভক্ত, শত্রু ও ধূর্ত্তগণের নিকট বলিবে না ॥ ৩৪ ॥ এই গীতা-রহস্য প্রকাশ করিলে তাহা জননীর স্তন উদ্‌ঘাটনের তুল্য কার্য্য করা হয়, অতএব অবশ্যই যত্নপূর্ব্বক ইহা সর্ব্বদাই গোপন করিবে ॥ ৩৫ ॥ এই

দেয়ং ভক্তায় শিষ্যায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় চৈব হি।
সুশীলায় সুবেষায় দেবীভক্তিযুতায় চ ॥ ৩৬ ॥
শ্রাদ্ধকালে পঠেদেতদ্‌ব্রাহ্মণানাং সমীপতঃ।
তৃপ্তাস্তৎপিতরঃ সর্ব্বে প্রয়ান্তি পরমং পদম্ ॥ ৩৭ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা সা ভগবতী তত্রৈবান্তরধীয়ত।
দেবাশ্চ মুদিতাঃ সর্ব্বে দেবীদর্শনতোঽভবন্ ॥ ৩৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

ততো হিমালয়ে জজ্ঞে দেবী হৈমবতী তু সা।
যা গৌরীতি প্রসিদ্ধাসীদ্দত্তা সা শঙ্করায় চ।
ততঃ স্কন্দঃ সমুদ্ভূতস্তারকস্তেন পাতিতঃ ॥ ৩৯ ॥
সমুদ্রমন্থনে পূর্ব্বং রত্নান্যাসুর্নরাধিপ!।
তত্র দেবৈস্তুতা দেবী লক্ষ্মীপ্রাপ্ত্যর্থমাদরাৎ ॥ ৪০ ॥

ততো দেবীবরপ্রদানানন্তরম্। ইয়ঞ্চ গৌর্য্যা উৎপত্তির্জ্যেষ্ঠশুক্লচতুর্থ্যামভবৎ। তদুক্তং কৃত্যরত্নাবল্যাম্। জ্যেষ্ঠশুক্লচতুর্থ্যান্তু জাতা পূর্ব্বমুমা সতী। তস্মাৎ সা তত্র সম্পূজ্যা সর্ব্বৈঃ সৌভাগ্যহেতবে। উপহারৈশ্চ বিবিধৈর্গীতনৃত্যোৎসবাদিভিঃ। হোমৈঃ পয়োভির্বস্ত্রৈশ্চ পত্রপুষ্পৈঃ সুগন্ধিভিরিতি। সা চোৎপত্তিররুণোদয়বেলায়াম্। তদুক্তং মাৎস্যে তারকাসুর-যুদ্ধপ্রস্তাবে। ততো জগৎপরিত্রাণহেতুং হিমগিরেঃ প্রিয়া। ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে সুভগে প্রাসূয়ত গুহারণিমিতি ॥ ৩৯ ॥

ইত্থং গৌর্য্যা উৎপত্তিং তস্যাঃ শিবস্য প্রাপ্তিঞ্চ সবিস্তরামুপবর্ণ্য লক্ষ্ম্যুৎপত্তিং তস্যা বিষ্ণুপ্রাপ্তিঞ্চ সঙ্ক্ষেপেণ বদতি সমুদ্রমন্থনে ইতি। রত্নান্যাসু রত্নান্যুৎপন্নানীত্যর্থঃ। তত্রেতি।

দেবীগীতা শিষ্য, ভক্ত, জ্যেষ্ঠপুত্র, সুশীল ও সুবেশ সম্পন্ন দেবীর প্রতি ভক্তিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রদান করা কর্ত্তব্য ॥ ৩৬ ॥ নগবর! যে মানব, শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণগণের সাক্ষাতে এই দেবীগীতা পাঠ করে, তাহার পিতৃগণ পরম পদ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, এই সমস্ত কীর্ত্তন করিয়া দেবী ভগবতী সেই স্থানেই অন্তর্দ্ধান করিলেন। দেবগণ দেবীর দর্শন লাভে কৃতার্থ ও হৃষ্টচিত্ত হইলেন ॥ ৩৮ ॥ জনমেজয়! তাহার পর সেই হৈমবতী দেবী হিমালয়ে জন্মগ্রহণ করিয়া গৌরীনামে বিখ্যাত হয়েন, এবং দেবদেব শঙ্কর তাঁহারই পাণিগ্রহণ করেন। অনন্তর তাঁহা হইতে ষড়ানন জন্মলাভ করিয়া তারকাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন ॥ ৩৯ ॥ রাজন্! পূর্ব্বে সমুদ্র মন্থনকালে বহুতর রত্ন উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই সময়ে দেবগণ লক্ষ্মী দেবীকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত সংযতচিত্তে দেবীর স্তব করিয়াছিলেন। অতএব দেবগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার

তেষামনুগ্রহার্থায় নির্গতা তু রমা ততঃ।
বৈকুণ্ঠায় সুরৈর্দত্তা তেন তস্য শমোঽভবৎ ॥ ৪১ ॥
ইতি তে কথিতং রাজন্দেবীমাহাত্ম্যমুত্তমম।
গৌরীলক্ষ্ম্যোঃ সমুদ্ভূতিবিষয়ং সর্ব্বকামদম্‌ ॥ ৪২ ॥
ন বাচ্যন্ত্বেতদন্যস্মৈ রহস্যং কথিতং যতঃ।
গীতারহস্যভূতেয়ঙ্গোপনীয়া প্রযত্নতঃ ॥ ৪৩ ॥
সর্ব্বমুক্তং সমাসেন যৎপৃষ্টং তত্ত্বয়ানঘ! ॥ ৪৪ ॥
পবিত্রং পাবনং দিব্যং কিম্ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে দেব্যা বাহ্যপূজাবিধিবর্ণনং নাম চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪০ ॥

তস্মিন্নপি সময়ে দেবৈর্দেবী পরাশক্তিঃ স্তুতা। কিমর্থং লক্ষ্মীপ্রাপ্ত্যর্থম্‌। বিস্তরস্তু মৎকৃতদেবীগীতাবৃহট্টীকায়াং দ্রষ্টব্যঃ ॥ ৪০—৪৫ ॥

শ্রীমচ্ছৈবকুলোৎপন্নো রঙ্গনাথাত্মজঃ সুধীঃ।
শ্রীলক্ষ্মীগর্ভসম্ভূতো নীলকণ্ঠোঽভিধানতঃ ॥
দেবীভাগবতস্যাস্য ব্যাখ্যানরহিতস্য চ।
ব্যাখ্যাং যঃ কৃতবান্‌ সম্যক্‌ তিলকাখ্যাং মহত্তরাম্‌ ॥
সপ্তমস্কন্ধ এতস্যাঃ সমাপ্তোঽভূচ্ছুভার্থদঃ।
প্রীয়তাং তেন মেঽনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডনায়িকা ॥

ইতি শ্রীশৈবকুলোৎপন্নরঙ্গনাথাত্মজলক্ষ্মীগর্ভজনীলকণ্ঠবিরচিতে ভাগবতব্যাখ্যানে তিলকাভিধে সপ্তমস্কন্ধে চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪০ ॥

নিমিত্ত রমাদেবী সমুদ্র হইতে উদ্গত হন। দেবগণ, দেবাদিদেব বৈকুণ্ঠপতি বিষ্ণুকে লক্ষ্মী প্রদান করেন, তাহাতে তিনি অত্যন্ত প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছিলেন ॥ ৪০—৪১ ॥ রাজেন্দ্র! এই আমি তোমার নিকট দেবীর মাহাত্ম্য এবং গৌরী ও লক্ষ্মীদেবীর উৎপত্তি কথা কীর্ত্তন করিলাম, ইহা শ্রবণ করিলে সমস্ত কামনা পরিপূর্ণ হয় ॥ ৪২ ॥ মহারাজ! এই রহস্য কথা সমস্ত তোমার নিকট বর্ণন করিলাম কিন্তু ইহা অন্যের নিকট কহিও না, ইহা গীতার রহস্যভূত, অতএব যত্নপূর্ব্বক গোপন করা কর্ত্তব্য ॥ ৪৩ ॥ হে বিমলাত্মন্‌! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সেই এই পবিত্র, দিব্য ও পরমপাবন কথা কীর্ত্তন করিলাম, পুনর্ব্বার আর কি শুনিতে বাসনা করিতেছ? তাহা আমাকে বল ॥ ৪৪—৪৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ-ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে দেবীর বাহ্যপূজা এবং গৌরী ও লক্ষ্মীর উৎপত্তিকথন নামক চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

সমাপ্তশ্চায়ং সপ্তমস্কন্ধঃ।

অষ্টমঃ স্কন্ধঃ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

জনমেজয় উবাচ।

সূর্য্যচন্দ্রান্বয়োত্থানাং নৃপাণাং সৎকথাশ্রিতম্।
চরিতং ভবতা প্রোক্তং শ্রুতং তদমৃতাস্পদম্ ॥ ১ ॥
অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি সা দেবী জগদম্বিকা।
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু যদ্যদ্রূপেণ পূজ্যতে ॥ ২ ॥
যস্মিন্ যস্মিংশ্চ বৈ স্থানে যেন যেন চ কর্ম্মণা।
"শরীরেণ চ দেবেশী পূজনীয়া ফলপ্রদা।

তরুণেন্দুমৌলিতরুণীমরুণাং করুণারসেন পরিপূর্ণাম্।
গুরুণা ভরেণ কুচযোর্নমিতাং নমতাং ভবেস্তবেন ভবঃ ॥
অষ্টাধিকৈশ্চ চত্বারিংশৎপদ্যৈরথ সাদরম্।
মনবে বরদানং চ দেব্যা দত্তমিতীর্য্যতে ॥

জনমেজয়ো রাজা সূর্য্যসোমোদ্ভবানাং রাজ্ঞাং চরিতং শ্রুত্বা তদনন্তরং দেবীগীতাশ্রবণং কৃতবান্। তস্যাং চ গীতায়াং দেব্যা বিরাট্স্বরূপমুপবর্ণিতম্। তস্য বিস্তারো ন বর্ণিতস্তদ্বুভুৎসুরথ চ মন্বন্তরেষু যেন রূপেণ পূজ্যতে তদ্বুভুৎসুশ্চ তথা ইলাবৃত্তাদিবর্ষরূপেষু যেষু স্থানেষু যেন যেন কর্ম্মণা পূজ্যতে তদ্বুভুৎসুশ্চ পৃচ্ছতি সূর্য্যচন্দ্রেতি ॥ ১ ॥

মন্বন্তরেম্বিতি। সর্ব্বমন্বন্তরেষু মনুভির্ম্মনুবংশজৈশ্চ যেন যেন রূপেণ পূজ্যতে তদ্বদেত্যন্বয়ঃ ॥ ২ ॥

কিঞ্চ যস্মিংশ্চেতি। যস্মিন্ যস্মিন্নিলাবৃত্তাদিবর্ষেষু খণ্ডেষু স্থানবিশেষেষু যেন যেন কর্ম্মণা ব্যাপারেণ চকারাদ্ যেন সদাচারেণ চ পূজ্যতে তৎকর্ম্ম তং সদাচারং চ বদেত্যন্বয়ঃ।

জনমেজয় জিজ্ঞাসিলেন, প্রভো! চন্দ্রসূর্য্যবংশ-সমুৎপন্ন নরপতিদিগের সৎপ্রসঙ্গসঙ্ঘটিত অমৃতময় চরিত্র সকল যাহা বর্ণন করিলেন তৎসমস্তই শ্রবণ করিলাম; সংপ্রতি আমার ইচ্ছা এই যে, সেই জগৎপূজ্যা দেবী জগদম্বিকা প্রতি মন্বন্তরে সেই সমস্ত মন্বন্তরাধিপতি এবং তত্তদ্বংশসমুদ্ভূত রাজন্যবর্গের দ্বারা যে যে বর্ষের মধ্যে যে যে স্থলে যে যে কর্ম্মাশ্রয়ে যে মূর্ত্তিতে যে যে মন্ত্রবীজযোগে পরিপূজিত হইয়া তাঁহাদিগকে বরপ্রদান করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত শুনিতেই আমার একান্ত ইচ্ছা, বিশেষত সেই মহাদেবীর বিরাট্রূপের প্রকৃত তত্ত্ব বর্ণন করিয়া আমায় চরিতার্থ করুন। গুরুদেব! ফলকথা এই যে,

যেনৈব মন্ত্রবীজেন যত্র যত্র চ পূজ্যতে ॥"
দেব্যা বিরাট্‌স্বরূপস্য বর্ণনঞ্চ যথাতথম্‌ ॥ ৩ ॥
যেন ধ্যানেন তৎসূক্ষ্মে স্বরূপে স্যান্মতের্গতিঃ।
তৎসর্ব্বং বদ বিপ্রর্ষে! যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্‌ ॥ ৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

শৃণু রাজন্‌! প্রবক্ষ্যামি দেব্যারাধনমুত্তমম্‌।
যৎকৃতেন শ্রুতেনাপি নরঃ শ্রেয়োঽত্র বিন্দতে ॥ ৫ ॥
এবমেতন্নারদেন পৃষ্টো নারায়ণঃ পুরা।
তস্মৈ যদুক্তবান্‌ দেবো যোগচর্য্যাপ্রবর্ত্তকঃ ॥ ৬ ॥
একদা নারদঃ শ্রীমান্‌ পর্য্যটন্‌ পৃথিবীমিমাম্‌।
নারায়ণাশ্রমং প্রাপ্তো গতখেদশ্চ তস্থিবান্‌ ॥ ৭ ॥

কিঞ্চ দেব্যা ইতি। দেব্যা বিরাট্‌স্বরূপং যৎপূর্ব্বমুক্তম্‌ তস্য বর্ণনমপি যথাতথং যথাবর্ত্ততে তথেত্যর্থঃ। তদপি তৎসর্ব্বং বদেত্যন্বয়ঃ ॥ ৩ ॥

নমু বিরাট্‌স্বরূপবর্ণনস্য কোপযোগ ইতি চেত্তত্রাহ যেনেতি। স্থূলরূপধ্যানেন হি চিত্তস্যৈকাগ্রতায়াং সাধিতায়াং দেব্যাঃ সূক্ষ্মরূপে মতের্বুদ্ধের্গতির্গমনং স্যান্নান্যথেতি স্থূলরূপধ্যানার্থং স্থূলরূপসন্নিবেশজ্ঞানমপেক্ষিতমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

তত্র মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষিত্যস্যোত্তরং দশমস্কন্ধে বক্ষ্যতি। প্রথমতোঽত্র তৃতীয়প্রশ্নোস্যোত্তরং বক্তুমারভতে শৃণুরাজন্নিতি। দেব্যারাধনমিতি যদ্যপি রাজ্ঞা তৃতীয়প্রশ্নে বিরাট্‌স্বরূপসন্নিবেশ এব পৃষ্টো তত্রারাধনং তথাপি তৎস্বরূপসন্নিবেশজ্ঞানফলমারাধনমেবেতি মনসি নিধায়োক্তমারাধনমিতিবোধ্যম্‌। দেব্যা বিরাট্‌স্বরূপায়া আরাধনমিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

তত্রেদং কথানকং নারদায় নারায়ণেন পূর্ব্বমুক্তম্‌ তদেব ময়োচ্যতে নান্যদিতাহ এবমেতন্নারদেনেতি ॥ ৬ ॥

পূর্ব্বকথামাহ একদেতি ॥ ৭ ॥

সেই দেবী আদ্যাশক্তি ভগবতীর যে যে স্থূলমূর্ত্তিতে চিত্তৈকাগ্রতা হইলে ক্রমে তাঁহার সূক্ষ্মতত্ত্বে বুদ্ধির প্রবেশশক্তি জন্মে যাহাতে আমি ইহসংসারে পরম শ্রেয়োলাভে সমর্থ হই কৃপা করিয়া আপনি সেই সমস্ত বর্ণনা করুন্‌ ॥ ১—৪ ॥

ব্যাসদেব কহিলেন, মহারাজ! আমি সেই দেবীভগবতীর জগন্মঙ্গলকর আরাধনার বিষয় সবিস্তর বর্ণন করিতেছি শ্রবণকর; যাহা কার্য্যে পরিণতি বা শ্রবণ করিলেও পুরুষ একান্ত শ্রেয়োলাভের অধিকারী হইতে পারে ॥ ৫ ॥ পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ ভগবান্‌ নারায়ণকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, সেই যোগতত্ত্বপ্রবর্ত্তক ভগবান্‌, নারদকে যেরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন তৎসমস্ত বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৬ ॥ কোন সময় সর্ব্বযোগৈশ্বর্য্য শক্তিমান্‌ ব্রহ্মকায়সমুদ্ভব দেবর্ষি নারদ এই ভূমণ্ডলের সমস্ত স্থান পর্য্যটন করিতে করিতে ক্রমে

তস্মৈ যোগাত্মনে নত্বা ব্রহ্মদেবতনূদ্ভবঃ।
পর্য্যপৃচ্ছদিমঞ্চার্থং যৎপৃষ্টো ভবতানঘ ! ॥ ৮ ॥

নারদ উবাচ।

দেবদেব মহাদেব ! পুরাণপুরুষোত্তম ! ।
জগদাধারসর্ব্বজ্ঞ ! শ্লাঘনীয়োরুসদ্‌গুণ ! ॥ ৯ ॥
জগতস্তত্ত্বমাদ্যং যত্তন্মে বদ যথেপ্সিতম্।
জায়তে কুত এবেদং কুতশ্চেদং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১০ ॥
কুতোঽন্তং প্রাপ্নুয়াৎকালে কুত্রসর্ব্বফলোদয়ঃ।
কেন জ্ঞাতেন মায়ৈষা মোহভূর্নাশমাপ্নুয়াৎ ॥ ১১ ॥
কয়ার্চ্চয়া কিং জপেন কিং ধ্যানেনাত্মহৃৎকজে।
প্রকাশো জায়তে দেব ! তমস্যর্কোদয়ো যথা ॥ ১২ ॥

যোগাত্মনে যোগমূর্ত্তয়ে পর্য্যপৃচ্ছদিমং চার্থমিতি। ভবতাহং যৎপৃষ্টঃ ইমং চার্থং বিরাট্‌স্বরূপসন্নিবেশকথনরূপসর্থমন্যদপি তস্য মনসি যদ্‌যৎস্থিতং তং চার্থং পর্য্যপৃচ্ছদিত্যর্থঃ ॥৮-৯॥

কুতশ্চেদং প্রতিষ্ঠিতম্। এতস্য পালয়িতা ক ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

অন্তন্নাশম্। এতস্য নাশকর্ত্তা ক ইত্যর্থঃ। সর্ব্বকর্ম্মণাং ফলোদয়ঃ কুত্র কস্মিন্ সতি ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

আত্মহৃৎকজে আত্মনোহৃদয়কমলে ইত্যর্থঃ। প্রকাশ আত্মন ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

নারায়ণঋষির আশ্রমে উপনীত হইলেন ; তথায় উপস্থিত হইয়াই দেবর্ষি সেই যোগচর্য্যা-প্রবর্ত্তক ভগবান্ নারায়ণকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর অধ্বশ্রান্তি দূরীভূত হইলে, যেরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন, অদ্য তুমিও আমায় অবিকল সেইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে। নারদ কহিলেন, পুরুষোত্তম ! সনাতন ! আপনি সমস্ত দেবতারও দেবতা-স্বরূপ ; হে সর্ব্বজ্ঞ ! আপনারই সদ্‌গুণ সকল সাধুমুখে সর্ব্বদাই প্রশংসনীয় ॥ ৭—৯ ॥ দেব ! এক্ষণে আমার অভিলাষ এই যে, আপনি কৃপা করিয়া এই বিশ্বজগতের মূল কি, তাহা সবিস্তার বর্ণন করুন অর্থাৎ এই বিশ্বের উৎপত্তি কোথা হইতে এবং কাহাকে আশ্রয় করিয়াই বা অবস্থিত রহিয়াছে ? অপিচ, প্রলয় সময়ে ইহা অন্তর্হিত হইয়া কোন্ আধারেই বা বিলীন হয় ? গুরুদেব ! আর এক কথা এই যে, কোন্ বস্তুর নিত্যসত্তায় এই সমস্ত প্রাণিজাত স্ব স্ব কর্ম্মানুযায়ী সুখদুঃখাদি ফলভোগ করিয়া থাকে ? কাহাকে জানিতে পারিলেই বা সমস্ত মোহজালের আধারভূতা মায়া চিরদিনের জন্য তিরোহিত হয় ? গুরুদেব ! যেমন নিশাবসানে সমস্ত অন্ধকাররাশি দূরীকৃত করিয়া দেব-দিবাকর স্বয়ং প্রকাশিত হয়েন, সেইরূপ, কি ভাবে অর্চ্চনা, কিরূপ জপ বা কিরূপ ধ্যানের অনুষ্ঠান করিলে জীবের হৃৎপদ্মে পরমাত্মার উদয় হয় বলুন্ ॥ ১০—১২ ॥

এতৎপ্রশ্নোত্তরং দেব ! ব্রূহি সর্ব্বমশেষতঃ।
যথা লোকস্তরেদন্ধতমসস্ত্বঞ্জসৈব হি ॥ ১৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

এবং দেবর্ষিণা পৃষ্টঃ প্রাচীনো মুনিসত্তমঃ।
নারায়ণো মহাযোগী প্রতিনন্দ্য বচোঽব্রবীৎ ॥ ১৪ ॥

নারায়ণ উবাচ।

শৃণু দেবর্ষিবর্য্যাত্র জগতস্তত্ত্বমুত্তমম্।
যেন জ্ঞাতেন মর্ত্ত্যো হি জায়তে ন জগদ্ভ্রমে ॥ ১৫ ॥
জগতস্তত্ত্বমিত্যেব দেবী প্রোক্তা ময়াপি হি।
ঋষিভির্দ্দেবগন্ধর্ব্বৈ রন্যৈশ্চাপি মনীষিভিঃ ॥ ১৬ ॥
সা জগৎ সৃজতে দেবী তয়া চ প্রতিপাল্যতে।
তয়া চ নাশ্যতে সর্ব্বমিতি প্রোক্তং গুণত্রয়াৎ ॥ ১৭ ॥

অন্ধতমসমজ্ঞানরূপমন্ধকারম্ ॥ ১৩ ॥

প্রতিনন্দ্য তদ্বচঃ সাধুসাধ্বিবতি স্তুত্বেত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

জগতঃ কার্য্যরূপস্য রজ্জুসর্পসদৃশস্য তত্ত্বং কারণমুপাদানং নিমিত্তং বিবর্ত্তরূপং চ সর্পস্য রজ্জ্বজ্ঞানাদি যৎ যেন জ্ঞাতেন তত্ত্বেন জগদ্রূপে ভ্রমে ন জায়তে। জ্ঞাতেন রজ্জ্বাদিনা সর্পাদিভ্রমইবপুনর্ভ্রমোনভবতীতিতাৎপর্য্যম্ ॥ ১৫ ॥

দেবীপ্রোক্তেতি। সাম্যাবস্থমায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপিণী দেবীত্যর্থঃ। তত্র মায়োপাদানকারণং মায়ায়াং চিৎপ্রতিবিম্বোনিমিত্তকারণং ব্রহ্মবিবর্ত্তকারণমিতি বিবেকঃ ॥ ১৬—১৮ ॥

দেব ! আপনি আমার এই প্রশ্নব্যূহের উত্তর এরূপ স্পষ্টাক্ষরে বর্ণনা করিবেন যাহাতে এই সংসারস্থ অজ্ঞান জীবসকল অনায়াসে ভবান্ধকার হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে ॥ ১৩ ॥

ব্যাস কহিলেন, যোগেশ্বর মুনিসত্তম সনাতন নারায়ণ নারদের সৎপ্রশ্ন সকলের অভিনন্দন পূর্ব্বক বলিলেন ; বৎস নারদ ! তুমি সমস্ত দেবর্ষিবর্গের মধ্যেও প্রধান অতএব আমি তোমায় সমস্ত গূঢ়তত্ত্বের কথা বলিতেছি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর ; যাহা শ্রবণ মাত্র মর্ত্ত্যলোকবাসী মানবও আর কদাচ জগতের ভ্রমে পতিত হয় না যেমন অন্ধকারাবৃতনেত্রে রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি জন্মিলে আলোক দর্শন মাত্রই ভ্রম অন্তর্হিত হয় সেই রূপ এই জগতের মূলতত্ত্ব প্রকৃতি পুরুষ বিবেক দৃঢ়ীভূত হইলেই এই জগতের ভ্রম সমূলে তিরোহিত হয় ॥ ১৪—১৫ ॥ রে বৎস ! সেই পরমচৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্ম-প্রতিবিম্বিত দেবী মহামায়াই এই জগতের মূলতত্ত্ব !! বৎস ! ইহা যে, কেবল আমিই বলিতেছি এরূপ মনে করিও না ; দেব, গন্ধর্ব্ব বা অপরাপর তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ সকলেরই এবিষয়ে একমত জানিবে ॥ ১৬ ॥ অপিচ বেদাদিশাস্ত্রেও এইরূপ উল্লিখিত আছে যে, সেই বিশ্বারাধ্যা দেবীভগবতীই স্বীয়

তস্যাঃ স্বরূপং বক্ষ্যামি দেব্যাঃ সিদ্ধর্ষিপূজিতম্ ।
স্মরতাং সর্ব্বপাপঘ্নং কামদং মোক্ষদং তথা ॥ ১৮ ॥
মনুঃ স্বায়ম্ভুবস্ত্বাদ্যঃ পদ্মপুত্রঃ প্রতাপবান্ ।
শতরূপাপতিঃ শ্রীমান্ সর্ব্বমন্বন্তরাধিপঃ ॥ ১৯ ॥
স মনুঃ পিতরং দেবং প্রজাপতিমকল্মষম্ ।
ভক্ত্যা পর্য্যচরৎ পূর্ব্বং তমুবাচাত্মভূঃ সুতম্ ॥ ২০ ॥
পুত্র ! পুত্র ! ত্বয়া কার্য্যং দেব্যারাধনমুত্তমম্ ।
তৎপ্রসাদেন তে তাত প্রজাসর্গঃ প্রসিদ্ধ্যতি ॥ ২১ ॥
এবমুক্তঃ প্রজাস্রষ্ট্রা মনুঃ স্বায়ম্ভুবো বিরাট্ ।
জগদ্‌যোনিং তদা দেবীং তপসাতর্পয়দ্বিভুঃ ॥ ২২ ॥
তুষ্টাব দেবীং দেবেশীং সমাহিতমতিঃ কিল ॥
আদ্যাং মায়াং সর্ব্বশক্তিং সর্ব্বকারণকারণাম্ ॥
ব্রহ্মা বেদনিধিঃ কৃষ্ণো লক্ষ্ম্যাবাসঃ পুরন্দরঃ ॥ ২৩ ॥

পদ্মপুত্রঃ পদ্মসম্ভবঃ ব্রহ্মপুত্র ইত্যর্থঃ ॥ ১৯—২২ ॥
মায়াং মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপিণীম্ ॥ ২৩ ॥

গুণত্রয় প্রভাবে এই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন, পালন ও সংহার করিয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥ রাজন্ ! আমি তোমার নিকট সেই সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণ প্রপূজিত দেবী ভগবতীর স্বরূপতত্ত্ব বর্ণনা করিতেছি অবহিত হও যাহা স্মরণমাত্র ভক্তিমান্ জীবনিবহের সমস্ত পাপরাশি ভস্মীভূত হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম মোক্ষাদি চতুর্বর্গ ফলের উদয় হয়। প্রথমতঃ পদ্মযোনির সাক্ষাৎ দ্বিতীয় মূর্ত্তি চতুর্দ্দশ মন্বন্তরাধীশ্বর মহাপ্রভাববান্ শতরূপাপতি ভগবান্ স্বায়ম্ভুব মনু ভক্তিসহকারে বিমলচেতা প্রজাপতি ব্রহ্মার যথা বিহিত পরিচর্য্যা করিয়া তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিলে, লোকপিতামহ হিরণ্যগর্ভ আহ্লাদে পুলকিত হইয়া তাঁহাকে বারংবার সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন রে পুত্র ! তুমি সমস্ত আরাধনার সারস্বরূপ সেই মহাদেবী ভগবতীরই আরাধনায় প্রবৃত্ত হও ; তাহা হইলেই অবলীলাক্রমে সমস্ত প্রজা সৃষ্টিবিষয়ে সিদ্ধকাম হইবে ॥ ১৮—২১ ॥ প্রজানাথ ব্রহ্মা এইরূপ আদেশ করিলে সাক্ষাৎ বিরাটমূর্ত্তি ভগবান্ স্বায়ম্ভুবমনু একান্ত সংযত ভাবে সেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডের মূলতত্ত্ব মহাদেবী ভগবতীকে তীব্রতর তপশ্চর্য্যাদ্বারা পরিতুষ্ট করিলেন। পরে, যখন ভগবান্ মনু মহাদেবীর আরাধনাপ্রভাবে যোগসম্পত্তিশালী হইলেন, তখন, তিনি একান্ত সমাহিত চিত্ত হইয়া সমস্ত কারণব্যূহের কারণস্বরূপা মায়াবিলাসিনী সর্ব্বশক্তিময়ী সর্ব্বেশ্বরী দেবী ভগবতীর স্তব আরম্ভ করিলেন। মনু কহিলেন, হে সর্ব্বদেবেশ্বরি! এই বিশ্বজগতের

মনুরুবাচ।

নমো নমস্তে দেবেশি জগৎকারণকারণে।
শঙ্খচক্রগদাহস্তে নারায়ণহৃদাশ্রিতে ॥ ২৪ ॥
বেদমূর্ত্তে জগন্মাতঃ কারণস্থানরূপিণি!।
বেদত্রয়প্রমাণজ্ঞে সর্ব্বদেবনুতে শিবে ॥ ২৫ ॥
মাহেশ্বরি মহাভাগে মহামায়ে মহোদয়ে।
মহাদেবপ্রিয়াবাসে মহাদেবপ্রিয়ঙ্করি ॥ ২৬ ॥
গোপেন্দ্রস্য প্রিয়ে জ্যেষ্ঠে মহানন্দে মহোৎসবে।
মহামারীভয়হরে নমো দেবাদিপূজিতে ॥ ২৭ ॥
সর্ব্বমঙ্গলমাঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥ ২৮ ॥

জগৎকারণং হিরণ্যগর্ভস্তস্যাপি কারণে ইত্যর্থঃ। নারায়ণহৃদাশ্রিতে ইদং চ বৈষ্ণব্যাঃ শক্তেঃ স্বরূপং শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্তং ধ্যানার্থমুপন্যস্তম্ ॥ ২৪ ॥

কারণং মায়া তস্যাঃ স্থানং ব্রহ্ম তদ্রূপিণীত্যর্থঃ। বেদত্রয়রূপপ্রমাণজ্ঞে সর্ব্বজ্ঞে ইত্যর্থঃ॥২৫॥

মহাদেবস্য প্রিয় আবাসো বসতিরর্দ্ধাঙ্গবাসো যস্যাঃ সা ॥ ২৬ ॥

গোপেন্দ্রো নন্দস্তস্য প্রিয়ে বিন্ধ্যবাসিনীত্যর্থং ॥ ২৭—২৮ ॥

কারণরূপা যে মায়া তুমি তাহারও কারণস্বরূপ পূর্ণব্রহ্মস্বরূপিণী! দেবি! তুমিই ভগবান্ নারায়ণের হৃদয়কুহরে থাকিয়া বৈষ্ণবী শক্তিরূপে শঙ্খ, চক্র ও গদাপ্রভৃতি ধারণ করিয়া থাক। বিশ্বমাতঃ শিবে! আমি কি করিয়া আপনার স্তব করিতে সমর্থ হইব? কেননা, আপনি এই বিশ্বের কারণীভূতা মায়ারও মূলতত্ত্ব পরব্রহ্মস্বরূপিণী বিশেষতঃ দেব, বা মহর্ষিগণ যে বেদাদি মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক স্তোত্রাদি পাঠ করিয়া থাকেন, আপনিই স্বয়ং সেই বেদমূর্ত্তি; সুতরাং বেদত্রয়ের যে তাৎপর্য্য কি, তাহা আপনিই জানেন! কারণ, আপনি সর্ব্বজ্ঞা ॥২২—২৫॥ হে সর্ব্বৈশ্বর্য্যশক্তিসম্পন্নে! তুমিই স্বপ্রকাশস্বরূপিণী মহেশ্বরি! তুমিই একমাত্র দেবাদিদেব মহাদেবের প্রিয়কার্য্যসাধনের নিমিত্ত তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনীরূপে অবস্থিতি করিয়া থাক। দেবি! তুমিই বিশ্বজগতের পরাপ্রকৃতি; তুমিই কৃষ্ণরূপে গোপরাজ নন্দের প্রিয়তম হইয়া পরম আনন্দ প্রদান করিয়াছিলে; অপি চ তুমিই মহামায়াময়ী কন্যারূপে পরমপুরুষকে গোপন রাখিয়া বসুদেব গৃহে যাইয়া দুরাত্মা কংস হস্ত হইতে আকাশে উঠিয়া অষ্টভুজা বিন্ধ্যবাসিনী রূপ ধারণ করিয়াছিলে; অভয়ে! তুমিই এই বিশ্বজগতে দেবাদিদেব ব্রহ্মাদি দেবগণেরও অর্চ্চনীয়া সুতরাং এই মর্ত্য জগতের পাপাচারি জীবনিবহের মহামারী প্রভৃতি ভয় নিবারণ বিষয়ে একমাত্র তুমিই আশ্রয়-ভূতা ॥ ২৭ ॥ ভগবতি শিবে! ইহ সংসারে মানববৃন্দের তুমিই একমাত্র সর্ব্বমঙ্গলস্বরূপিণী

যতশ্চেদং যয়া বিশ্বমোতং প্রোতঞ্চ সর্ব্বদা।
চৈতন্যমেকমাদ্যন্তরহিতং তেজসাং নিধিম্ ॥ ২৯ ॥
ব্রহ্মা যদীক্ষণাৎ সর্ব্বং করোতি চ হরিঃ সদা।
পালয়ত্যপি বিশ্বেশঃ সংহর্ত্তা যদনুগ্রহাৎ ॥ ৩০ ॥
মধুকৈটভসম্ভূতভয়ার্ত্তঃ পদ্মসম্ভবঃ।
যস্যাঃ স্তবেন মুমুচে ঘোরদৈত্যভবাম্বুধেঃ ॥ ৩১ ॥
ত্বং হ্রীঃ কীর্ত্তিঃ স্মৃতিঃ কান্তিঃ কমলা গিরিজা সতী।
দাক্ষায়ণী বেদগর্ভা বুদ্ধিদাত্রী সদাভয়া ॥ ৩২ ॥
স্তোষ্যে ত্বাঞ্চ নমস্যামি পূজয়ামি জপামি চ।
ধ্যায়ামি ভাবয়ে বীক্ষে শ্রোষ্যে দেবি প্রসীদ মে ॥ ৩৩ ॥
ত্রিলোকাধিপতিঃ পাশী যাদসাং পতিরুত্তমঃ ॥ ৩৪ ॥

যতশ্চেদমিতি। ইদং জগদ্‌যতো যস্যাঃ সকাশাদভূদিত্যর্থঃ। যয়া শ্রীদেব্যা জগদোতং প্রোতং চ ব্যাপ্তং গ্রথিতমিত্যর্থঃ। তদ্রূপং যচ্চৈতন্যমেকমাদ্যন্তরহিতং তেজসাং নিধিম্ সর্ব্বতস্তেজস্বীত্যর্থঃ। তস্মৈ নমোঽস্ত্বিতিশেষঃ ॥ ২৯ ॥

যদীক্ষণাদ্ যস্যাঃ কৃপাবলোকনাদিত্যর্থঃ। তস্মৈ নমোঽস্ত তে ইত্যর্থঃ ॥ ৩০—৩৩ ॥

ব্রহ্ম বেদনিধিরিতি। যস্যাঃ প্রসাদাদ্‌ব্রহ্মা বেদনিধির্জাতঃ। কৃষ্ণস্ত লক্ষ্ম্যাবাসো লক্ষ্মীপতির্জাতঃ। পুরন্দরো বজ্রী ত্রিলোকাধিপতির্জাতঃ। ইতি যথাযোগ্যং যোজনীয়ম্। পাশী বরুণঃ ॥ ৩৪—৩৫ ॥

এই জন্য সাধক ভক্তগণ তোমার আরাধনা প্রভাবে সমস্ত কার্য্যের সিদ্ধিলাভে অধিকারী হয়; ত্রিনয়নে! তুমিই শরণাগত মানবের সর্ব্ববিপদ্ ধ্বংসকারিণী; গৌরি! তুমিই সর্ব্ব জীবের আশ্রয়স্বরূপা অতএব তোমায় নমস্কার করি ॥ ২৮ ॥ যাহা হইতে এই অনন্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সমুৎপন্ন হইয়া প্রকাশ পাইতেছে এবং যদ্দ্বারা এই সমস্ত বিশ্ব ওতপ্রোতরূপে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে সেই আদ্যন্ত-বিরহিত অখিল তেজোরাশির আধারভূতা একমাত্র অদ্বৈত স্বরূপা দেবী ভগবতীকে প্রণাম করি ॥ ২৮—২৯ ॥ যাঁহার কটাক্ষরূপ অনুগ্রহে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সৃষ্টি স্থিতি লয়াদি কার্য্যে সমর্থ হয়েন সেই দেবীকে প্রণাম করি ॥ ৩০ ॥ দেবি! পদ্মযোনি ব্রহ্মা ভীষণমূর্ত্তি দৈত্যভয়ে প্রপীড়িত হইয়া একমাত্র তোমারই স্তবপ্রভাবে বিমুক্ত হইয়াছিলেন অতএব তুমিই একমাত্র জগতের প্রণম্য ॥৩১॥ ভগবতি! এই বিশ্বমধ্যে তুমিই লজ্জা, কীর্ত্তি, স্মৃতি ও কান্তিরূপা তুমিই কমলদলবাসিনী লক্ষ্মী এবং তুমিই হিমালয়গিরিকন্যা পার্ব্বতী; তুমিই শরীরান্তরে দক্ষকন্যা সতীনামে অভিহিতা, তুমিই বেদগর্ভা সাবিত্রী জীবনিচয়ের বুদ্ধিদায়িনী অভয়া; অতএব আমি তোমারই জপ, স্তোত্র, অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইলাম; অপিচ অন্তর্হৃদয়ে তোমারই ধ্যানে নিরত হইয়া নিরন্তর তোমারই গুণানুকীর্ত্তন শ্রবণে প্রবৃত্ত হইব; মাতঃ! এক্ষণে আমারপ্রতি প্রসন্ন হও ॥৩৩॥ জগদীশ্বরি!

কুবেরো নিধিনাথোঽভূদ্‌যমো জাতঃ পরেতরাট্।
নৈঋতো রক্ষসাং নাথঃ সোমো জাতো হ্যপোময়ঃ ॥ ৩৫ ॥
ত্রিলোকবন্দ্যো লোকেশি মহামাঙ্গল্যরূপিণি ! ।
নমস্তেঽস্তু পুনর্ভূয়ো জগন্মাতর্নমো নমঃ ॥ ৩৬ ॥

নারায়ণ উবাচ।

এবং স্তুতা ভগবতী দুর্গা নারায়ণী পরা।
প্রসন্না প্রাহ দেবর্ষে ব্রহ্মপুত্রমিদং বচঃ ॥ ৩৭ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

বরং বরয় রাজেন্দ্র ! ব্রহ্মপুত্র ! যদিচ্ছসি।
প্রসন্নাহং স্তবেনাত্র ভক্ত্যা চারাধনেন চ ॥ ৩৮ ॥

মনুরুবাচ।

যদি দেবি প্রসন্নাসি ভক্ত্যা কারুণিকোত্তমে।
তদা নির্ব্বিঘ্নতঃ সৃষ্টিঃ প্রজায়াঃ স্যাত্তবাজ্ঞয়া ॥ ৩৯ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

প্রজাসর্গঃ প্রভবতু মমানুগ্রহতঃ কিল।
নির্ব্বিঘ্নেন চ রাজেন্দ্র বৃদ্ধিশ্চাপ্যুত্তরোত্তরম্ ॥ ৪০ ॥

(ত্রিলোকেতি। মঙ্গলায় সাধু মাঙ্গল্যং মঙ্গলকরমিত্যর্থঃ। মহচ্চ তৎমাঙ্গল্যং ভক্তানাং ঐহিকপারত্রিকাদিসর্ব্বতো মঙ্গলজননীতি ভাবঃ ॥ ৩৬—৪৮ ॥)

একমাত্র তোমার প্রসাদেই ব্রহ্মা লোকপিতামহ হইয়া চতুর্ব্বেদের বক্তা, বিষ্ণু লক্ষ্মীপতি দেবরাজ পুরন্দর ত্রৈলোক্যের অধীশ্বর, বরুণ জলাধিপতি হইয়া সমস্ত জলজন্তুগণের আধিপত্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, অপিচ যক্ষরাজ কুবের সমস্ত ধনের অধীশ্বর, যম প্রেতাধীশ্বর, নৈঋত রাক্ষসাধীশ্বর, সোম জলতত্ত্বের অধিপতি হইয়া জগদ্বন্দ্য হইয়াছেন ; অতএব হে মহামঙ্গলরূপিণি বিশ্বমাতঃ ! আমি তোমাকেই বারংবার নমস্কার করি ॥ ৩২—৩৬ ॥ নারায়ণ কহিলেন, বৎস ! ব্রহ্মপুত্র স্বায়ম্ভুব মনু আদ্যাশক্তি ভগবতী নারায়ণীকে এইরূপ স্তবে পরিতুষ্ট করিলে, পরাশক্তি ভগবতী প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে এইমত আদেশ করিলেন ॥ ৩৭ ॥

দেবী কহিলেন, রাজেন্দ্র ব্রহ্মপুত্র ! তোমার ভক্তিপূর্ব্বক আরাধনা ও স্তবের দ্বারা আমি প্রসন্না হইয়াছি ; অতএব অভিলষিত বর প্রার্থনা কর ॥ ৩৮ ॥ মনু কহিলেন, দেবি ! যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই বর প্রদান করুন যেন আপনার আজ্ঞায় নির্ব্বিঘ্নে আমার সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন হয় ! ! ॥ ৩৯ ॥

যঃ কশ্চিৎ পঠতে স্তোত্রং মদ্ভক্ত্যা ত্বৎকৃতং সদা।
তেষাং বিদ্যাপ্রজাসিদ্ধিঃ কীর্ত্তিঃ কান্ত্যুদয়ঃ খলু ॥ ৪১ ॥
জায়ন্তে ধনধান্যানি শক্তিরপ্রহতা নৃণাম্।
সর্ব্বত্র বিজয়ো রাজন্ সুখং শত্রুপরিক্ষয়ঃ ॥ ৪২ ॥

নারায়ণ উবাচ।

এবং দত্ত্বা বরান্ দেবী মনবে ব্রহ্মসূনবে।
অন্তর্দ্ধানং গতা চাসীৎ পশ্যতস্তস্য ধীমতঃ ॥ ৪৩ ॥
অথ লব্ধবরো রাজা ব্রহ্মপুত্রঃ প্রতাপবান্।
ব্রহ্মাণমব্রবীত্তাত ! স্থানং মে দীয়তাং রহঃ ॥ ৪৪ ॥
যত্রাহং সমধিষ্ঠায় প্রজাঃ স্রক্ষ্যামি পুষ্কলাঃ।
যক্ষ্যামি যজ্ঞৈর্দ্দেবেশং তৎ সমাদিশ মা চিরম্ ॥ ৪৫ ॥
ইতি পুত্রবচঃ শ্রুত্বা প্রজাপতিপতির্ব্বিভুঃ।
চিন্তয়ামাস সুচিরং কথং কার্য্যং ভবেদিদম্ ॥ ৪৬ ॥

(ত্বৎকৃতং ত্বয়া ব্রহ্মপুত্রেণ মনুনেতি যাবৎ ॥ ৪১ ॥
দেবীতি মায়াশক্তিসমন্বিতা ব্রহ্মচৈতন্যরূপিণী ॥ ৪২—৪৬

দেবী কহিলেন, রাজেন্দ্র ! আমার আশীর্ব্বাদে প্রজাসৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে এবং তোমার পুণ্যপ্রভাবে তাহারা উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৪০ ॥ অপিচ যে মানব আমার প্রতি ভক্তিমান্ হইয়া তোমার কৃত এই স্তোত্র পাঠ করিবে সে ইহকালে পুত্রবান্ কীর্ত্তিমান্ ও কান্তিমান্ হইয়া চরমে পরমপদ লাভের অধিকারী হইবে ॥ ৪১ ॥ রাজন্ ! আমি আর তোমাকে অধিক কি বলিব, সেই সমস্ত ভক্তিমান্ মানব আমার প্রভাবে ইহসংসারে অপ্রতিহতশক্তি হইয়া সমস্ত শত্রুকুল ধ্বংস করিয়া সর্ব্বত্র বিজয়ী হইবে এবং স্ত্রীপুত্র কুটুম্বাদি ভরণপোষণ বিষয়ে তাহাদের ধনধান্যাদি কোন বিষয়েরই অভাব হইবে না, ফলত তাহারা সর্ব্বতোভাবে সুখী হইবে ॥ ৪২ ॥

নারায়ণ কহিলেন, রে বৎস ! আদ্যাশক্তি দেবী ভগবতী ধীমান্ ব্রহ্মপুত্র স্বায়ম্ভুব মনুকে এইরূপ অভিলষিত বরপ্রদান পূর্ব্বক তাঁহারই সমক্ষে অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৪৩ ॥ তদনন্তর, রাজরাজেশ্বর প্রভাববান্ স্বায়ম্ভুব মনু ভগবতীর নিকট মনোমত বর লাভ করিয়া নিজ পিতা ব্রহ্মাকে কহিলেন, পিতঃ ! সংপ্রতি আমাকে অবিলম্বে একটী নির্জ্জনস্থান প্রদান করুন যে স্থানে থাকিয়া আমি সেই সর্ব্বেশ্বর পরমাত্মরূপিণী পরমেশ্বরীর আরাধনা পূর্ব্বক মঙ্গলময় প্রজা সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি ॥ ৪৪—৪৫ ॥ প্রজাপতিপতি লোকপিতামহ ব্রহ্মা নিজপুত্র স্বায়ম্ভুব মনুর বাক্য শ্রবণ করিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ভাবিয়া বিবেচনা

স্বজতো মে গতঃ কালো বিপুলোঽনন্তসঙ্খ্যকঃ॥
ধরা বার্ভিঃ প্লুতা মগ্না রসাং যাতাঽখিলাশ্রয়া ॥ ৪৭ ॥
ইদং মচ্চিন্তিতং কার্য্যং ভগবানাদিপূরুষঃ।
করিষ্যতি সহায়ো মে যদাদেশেঽহমাশ্রিতঃ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে ভুবনকোষবর্ণনে মনুতপঃসিদ্ধির্নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১ ॥

বার্ভির্জলৈঃ প্লুতা মগ্না সতী রসাং রসাতলং যাতা ইত্যন্বয়ঃ॥ ৪৭—৪৮॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে অষ্টমস্কন্ধে প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১ ॥

করিলেন যে, একার্য্য কিরূপে সম্পন্ন হইবে!!। হা! আমি এই সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, অনন্তকাল ক্ষয় করিলাম; কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন কার্য্যই সিদ্ধ হইল না!! কেন না, অখিল জীবনিকরের আধারভূতা ধরাদেবী অগাধ জলরাশি মধ্যে নিমগ্ন হইয়া রসাতলে গমন করিয়াছেন; এক্ষণে উপায় কি? তবে এইমাত্র ভরসা দেখিতেছি; আমি যাঁহার আদেশে এই সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি যদি সেই ভগবান্ আদিপুরুষ আমার এই কার্য্যে সহায়ীভূত হয়েন তাহা হইলেই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইবে সংশয় নাই॥ ৪৬—৪৮॥

মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে ভুবনকোষবর্ণনে স্বায়ম্ভুব মনুর তপঃসিদ্ধিনামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

এবং মীমাংসতস্তস্য পদ্মযোনেঃ পরন্তপ!।
মম্বাদিভির্মুনিবরৈর্ম্মরীচ্যাদ্যৈঃ সমং ততঃ॥ ১॥
ধ্যায়তস্তস্য নাসাগ্রাদ্বিরঞ্চেঃ সহসানঘ।
বরাহপোতো নিরগাদেকাঙ্গুলপ্রমাণতঃ॥ ২॥
তস্যৈব পশ্যতঃ খস্থঃ ক্ষণেন কিল নারদ।
করিমাত্রংপ্রববৃধে তদদ্ভুততমং হ্যভূৎ॥ ৩॥

অষ্টত্রিংশন্মহাপদ্যৈর্ব্বরাহেণ ধরাতলম্।
জলাদুদ্ধৃতমিত্যেতৎ কথানকমিহোচ্যতে॥

পূর্ব্বাধ্যায়ে ইদং মচ্চিন্তিতং কার্য্যং ভগবানাদিপুরুষঃ করিষ্যতীতি প্রোক্তেন বাক্যেন পদ্মযোনেনিশ্চয়ং জ্ঞাত্বা ভগবান্ বরাহরূপেণ প্রাদুরভূদিত্যাহ এবং মীমাংসত ইতি। ননু নারদেন জগতত্ত্বমেব পৃষ্টং তচ্চ নারায়ণেনাভিহিতং পুনস্তদুত্তরকথানকস্য নারদেনাপৃষ্টস্য কথনেনোপযোগ ইতি চেন্ন অত্রাপৃষ্টকথনান্যথানুপপত্ত্যৈব নারদেনৈব তৎপৃষ্টমস্তীত্যর্থস্যাপি কল্পনাৎ। অতএবাগ্রে বিরাট্স্বরূপসন্নিবেশপ্রশ্নস্য নারদকৃতস্যাভাবে প্রথমাধ্যায়স্থং তস্মৈ যোগাত্মনে নত্বা ব্রহ্মদেবতনূদ্ভবঃ। পর্য্যপৃচ্ছদিমং চার্থং যৎপৃষ্টো ভগবতানঘেতি জনমেজয়ং প্রতি ব্যাসবাক্যং সঙ্গচ্ছতে ইতি। সমং ততস্তৈর্মম্বাদিভিঃ। পরিবেষ্টিতস্যেতি শেষঃ॥ ১॥

ধ্যায়তঃ পদ্মযোনেরিত্যন্বয়ঃ॥ ২॥

তস্যৈব বিরঞ্চেরেব খস্থঃ পৃথিব্যভাবাদাকাশস্থো বরাহঃ॥ ৩॥

নারায়ণ কহিলেন, রে বৎস! তুমি যখন, কামক্রোধাদি সমস্ত শত্রুবর্গকে পরাজিত করিয়া সংযতেন্দ্রিয় হইয়াছ, তখন অবশ্যই এই গূঢ়তত্ত্ব শ্রবণের অধিকারী হইয়াছ; অতএব আমি যাহা বলিতেছি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। পদ্মযোনি পিতামহ মরীচি-প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিগণ ও স্বায়ম্ভুব মনুর সহিত একত্রে সম্মিলিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মনে মনে বিচার করিতেছেন, এমন সময়ে সহসা সেই ধ্যানপরায়ণ বিরিঞ্চির নাসিকাগ্র হইতে একাঙ্গুলপরিমিত একটি বরাহশিশু আবির্ভূত হইল॥ ১—২॥ পরে, দেখিতে দেখিতে সেই অন্তরীক্ষস্থ বরাহ-পোতকটি প্রজাপতির সমক্ষেই ক্ষণমাত্র মধ্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়া হস্তীর আকার ধারণ করিল; তদ্দর্শনে সনকাদি কুমারগণ ও মরীচি প্রভৃতি সপ্তর্ষি-গণ পরিবৃত লোকস্রষ্টা পদ্মযোনি মহাবিস্ময়সহকারে এইরূপ তর্ক করিতে লাগিলেন যে, সহসা আমার নাসিকাগ্র হইতে নির্গত হইয়া এই ছদ্ম শূকরমূর্ত্তি প্রাণীটি ত, দেখি-

মরীচিমুখ্যৈর্ব্বিপ্রেন্দ্রৈঃ সনকাদ্যৈশ্চ নারদ।
তদ্দৃষ্ট্বা শৌকরং রূপং তর্কয়ামাস পদ্মভূঃ ॥ ৪ ॥
কিমেতৎ শৌকরব্যাজং দিব্যং সত্ত্বমবস্থিতম্।
অত্যাশ্চর্য্য মিদং জাতং নাসিকায়া বিনিঃসৃতম্ ॥ ৫ ॥
দৃষ্টোঙ্গুষ্ঠশিরোমাত্রঃ ক্ষণাচ্ছৈলেন্দ্রসন্নিভঃ।
আহোস্বিদ্ভগবান্ কিংবা যজ্ঞো মে খেদয়ন্মনঃ ॥ ৬ ॥
ইতি তর্কয়তস্তস্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
বরাহরূপো ভগবান্ জগর্জ্জাচলসন্নিভঃ ॥ ৭ ॥
বিরঞ্চিং হর্ষয়ামাস সংহতাংশ্চ দ্বিজোত্তমান্।
স্বগর্জ্জশব্দমাত্রেণ দিক্প্রান্তমনুনাদয়ন্ ॥ ৮ ॥
তে নিশম্য স্বখেদস্য ক্ষয়িষ্ণুং ঘুর্ঘুরস্বনম্।
জনস্তপঃসত্যলোকবাসিনোঽমরবর্য্যকাঃ ॥ ৯ ॥
ছন্দোময়ৈঃ স্তোত্রবরৈর্ঋক্সামাথর্ব্বসম্ভবৈঃ।
বচোভিঃ পুরুষং ত্বাদ্যং দ্বিজেন্দ্রাঃ পর্য্যবাকিরন্ ॥ ১০ ॥

মরীচিমুখ্যৈঃ সহিতো বিরঞ্চিস্তং দৃষ্ট্বেত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥
সত্ত্বং মহাভূতমিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥
দৃষ্টোঽঙ্গুষ্ঠশিরোমাত্র ইতি। যঃ পূর্ব্বমঙ্গুষ্ঠশিরোমাত্রাঙ্গুষ্ঠমাত্রপরিমিতো দৃষ্টঃ সঃ ক্ষণাৎ পর্ব্বতসন্নিভো জাত ইতর্থ্যঃ ॥ ৬ ॥
ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনোঽগ্রে ইতি শেষঃ ॥ ৭ ॥
সংহতান্ মিলিতান্ ॥ ৮—১০ ॥

তেছি, আমাদিগকে আশ্চর্য্য-সাগরে নিমগ্ন করিল। যাহাকে মুহূর্ত্তকাল পূর্ব্বে অঙ্গুষ্ঠমাত্র শরীর দেখিলাম, তাহাই আবার ক্ষণমাত্রেই পর্ব্বতকায় হইয়া পড়িল? তবে কি সেই ভগবান্ যজ্ঞপুরুষই আমার অন্তঃকরণকে পরিক্ষোভিত করিবেন বলিয়া এইরূপ করিতেছেন? মহাত্মা ব্রহ্মা এইরূপ নানাবিধ তর্ক করিতেছেন, এদিকে সেই হিমাচলসদৃশ বৃহৎকায় ভগবান্ যজ্ঞবরাহ তাঁহার সম্মুখেই মহাগর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। বৎস নারদ! বলিব কি, তৎকালে সেই যজ্ঞশূকরমূর্ত্তি ভগবান্ প্রলয়কালীন জলধরপটলসন্নিভ স্বীয় গভীর গর্জ্জনধ্বনিতে দিগন্ত সকল প্রতিনাদিত করিয়া কুমারগণ ও সপ্তর্ষিমণ্ডল পরিবৃত বিরিঞ্চির অন্তরে মহাহর্ষ উৎপাদন করিতে লাগিলেন ॥ ৩—৮ ॥

তখন, বিরিঞ্চিসহ সেই সমস্ত ব্রহ্মর্ষি এবং জনলোক, তপোলোক সত্যলোকবাসী অমরবর্য্য সকল আপনাদের সমস্ত ক্লেশরাশি বিধ্বংসকারক ঘুর্ঘুরধ্বনি শ্রবণ করিয়া আহ্লাদে

তেষাং স্তোত্রং নিশম্যাদ্যো ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
কৃপাবলোকমাত্রেণানুগৃহীত্বাপ আবিশৎ ॥ ১১ ॥
তস্যান্তর্ব্বিশতঃ ক্রূরসটাঘাতপ্রপীড়িতঃ।
সমুদ্রোঽথাব্রবীদ্দেব ! রক্ষ মাং শরণার্ত্তিহন্ ॥ ১২ ॥
ইত্যাকর্ণ্য সমুদ্রোক্তং বচনং হরিরীশ্বরঃ।
বিদারয়ন্ জলচরান্ জগামান্তর্জ্জলে বিভুঃ ॥ ১৩ ॥
ইতস্ততোঽভিধাবন্ স বিচিন্বন্ পৃথিবীং ধরাম্।
আঘ্রায়াঘ্রায় সর্ব্বেশো ধরামাসাদয়চ্ছনৈঃ ॥ ১৪ ॥
অন্তর্জ্জলগতাং ভূমিং সর্ব্বসত্ত্বাশ্রয়াং তদা।
ভূমিং স দেবদেবেশো দংষ্ট্রয়োদাজহার তাম্ ॥ ১৫ ॥

অপঃ জলানি। আবিশৎ প্রবিবেশ ॥ ১১ ॥
ক্রূরসটাঘাতঃ। কঠোরশরীরকেশাঘাতঃ ॥ ১২—১৫

পুলকিততনু হইয়া ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব প্রভৃতি বেদচতুষ্টয় উক্ত মধুর ছন্দোময় বচনাবলীর দ্বারা স্তব করিতে করিতে সেই আদ্যপুরুষ ভগবান্ যজ্ঞবরাহকে চতুর্দ্দিক্ হইতে বিবিধ স্তোত্রমালা উপহাররূপে প্রদান করিতে লাগিলেন ॥ ৯—১০ ॥ ভক্তজন-সন্তাপহারী সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বেশ্বর হরি তাঁহাদের তাদৃশ মনোহর স্তোত্র সকল শ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া কটাক্ষমাত্রে তাঁহাদিগের প্রতি অনুগ্রহভাব জানাইয়া তৎক্ষণাৎ অগাধসলিলরাশি মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ১০—১১ ॥ রে বৎস ! এইরূপে যখন সেই ভগবান্ যজ্ঞশূকর জলাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হন্ তৎকালে তাঁহার সেই কঠোর কেশরাঘাতে প্রপীড়িত হইয়া জলনিধি সমুদ্র কাতরস্বরে কহিলেন, দেব ! আপনিত, চিরদিনই শরণাগতজনের সমস্ত ক্লেশরাশি বিনাশ করিয়া থাকেন, তবে এক্ষণে আমার প্রতি এরূপ নিগ্রহ বিতরিত হইতেছে কেন ?

সমুদ্রের ঈদৃশ কাতরোক্তি শুনিয়া সর্ব্বেশ্বর বিভু হরি তখন ভীষণ জলচরদিগকে তীব্রদন্তাঘাতে বিদারিত করিতে করিতে ক্রমে অনন্ত জলরাশির তলদেশে প্রবিষ্ট হইলেন। তদনন্তর, তিনি আঘ্রাণ দ্বারা গন্ধবতী ধরাদেবীকে ইতস্ততো অন্বেষণপূর্ব্বক মহাবেগে পাতালতলে যাইয়া তাঁহার দর্শন পাইলেন। দর্শনমাত্রেই ভগবান্ সর্ব্বেশ্বর হরি সেই অগাধ জলরাশির অন্তস্তলবাসিনী সর্ব্বজীবের আবাসভূমি-স্বরূপা পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়া নিজ কঠোর দংষ্ট্রাদ্বয়ের উপরি ভাগে সংস্থাপিত করিলেন। বৎস নারদ ! বলিব কি, যখন সেই সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর ভগবান্ যজ্ঞবরাহ ধরাদেবীকে দংষ্ট্রাগ্রে স্থাপিত করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন ; তখন এমনি আশ্চর্য্যজনক শোভা হইল, বোধ হইল যেন কোন

তাং সমুদ্ধৃত্য দংষ্ট্রাগ্রে যজ্ঞেশো যজ্ঞপূরুষঃ।
শুশুভে দিগ্‌গজো যদ্বদুদ্ধৃত্যাথ সুপদ্মিনীম্ ॥ ১৬ ॥
তং দৃষ্ট্বা দেবদেবেশো বিরিঞ্চিঃ সমনুঃ স্বরাট্।
তুষ্টাব বাগ্‌ভির্দ্দেবেশং দংষ্ট্রোদ্ধৃতবসুন্ধরম্ ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

জিতং তে পুণ্ডরীকাক্ষ! ভক্তানামার্ত্তিনাশন!।
খর্ব্বীকৃতসুরাধার সর্ব্বকামফলপ্রদ ॥ ১৮ ॥
ইয়ং চ ধরণী দেব শোভতে বসুধা তব।
পদ্মিনীব সুপত্রাঢ্যা মতঙ্গজকরোদ্ধৃতা ॥ ১৯ ॥
ইদং চ তে শরীরং বৈ শোভতে ভূমিসঙ্গমাৎ।
উদ্ধৃতাম্বুজশুণ্ডাগ্রকরীন্দ্রতনুসন্নিভম্ ॥ ২০ ॥
নমো নমস্তে দেবেশ সৃষ্টিসংহারকারক।
দানবানাং বিনাশায় কৃতনানাকৃতে প্রভো ॥ ২১ ॥

পদ্মিনীং কমলিনীং শুণ্ডাগ্রেণোদ্ধৃত্য দিগ্‌গজো যথা শুশুভে ॥ ১৬—১৯ ॥
উদ্ধৃতমম্বুজং যেনৈতাদৃশং শুণ্ডাগ্রং যস্য স যঃ করীন্দ্রস্তস্য তনুসন্নিভম্ ॥ ২০—৩০ ॥

দিঙ্মাতঙ্গ শুণ্ডাগ্র দ্বারা সহস্রদলপরিশোভিত কমলিনীকে সমূলে উৎপাটনপূর্ব্বক দন্তাগ্রে ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছে ॥ ১২—১৬ ॥ এইরূপে সর্ব্বেশ্বর যজ্ঞশূকরমূর্ত্তি ভগবান্ হরি ভীষণ দংষ্ট্রাপ্রভাবে সর্ব্বজীব-নিকায়রূপ ধরাদেবীকে উদ্ধার করিলেন দেখিয়া অমররাজ ইন্দ্রাদিসমবেত প্রজানাথ বিরিঞ্চি মধুরময় বাক্যাবলির দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, পুণ্ডরীকাক্ষ! ভগবন্! আপনিই সর্ব্বত্র জয়যুক্ত, হে ভক্ত-ক্লেশনাশন! আপনি নিজ মহিমাবলে অমরকুলের আধারভূমি স্বর্লোক অবধি সত্যলোক পর্য্যন্ত খর্ব্বীকৃত করিয়াছেন। নাথ! আপনি ভিন্ন এ বিশ্বমণ্ডলে আর কাহার সাধ্য আছে যে, শরণাগত ভক্তবৃন্দের সমস্ত অভীষ্টফল প্রদানে সমর্থ হয়? ॥১৭-১৮॥ দেব! এই সর্ব্ব প্রাণীর আধারভূতা সর্ব্বরত্নময়ী দেবী পৃথিবী আপনার দন্তদ্বয়োপরি এরূপ অনির্ব্বচনীয় শোভা পাইতেছেন, যেন ঠিক্ কোন মত্তহস্তী নিজ শুণ্ড দ্বারা সহস্রদল শোভিতা পদ্মিনীকে সমূলে সমুদ্ধৃত করিয়া দন্তদ্বয়ের অগ্রে সংস্থাপিত করিয়া রাখিয়াছে ॥ ১৯ ॥ ভগবন্! করিবর-দন্তসংলগ্না কমলিনীসদৃশী ধরাদেবীর যে রূপ শোভা বর্ণন করিতেছিলাম, সম্প্রতি আপনার যজ্ঞবরাহ মূর্ত্তিটী দেখিয়াও অবিকল সেইরূপই বোধ হইতেছে? ॥২০॥ প্রভো! তুমিই এই বিশ্বজগতের সৃষ্টি, স্থিতি বা প্রলয়ের নিদানস্বরূপ; তুমি এক মাত্র অদ্বিতীয় হইয়াও কেবল দুর্দ্দান্ত দনুজকুল বিনাশের নিমিত্ত নানা মূর্ত্তি ধারণ

অগ্রতশ্চ নমস্তেঽস্তু পৃষ্ঠতশ্চ নমো নমঃ।
সর্ব্বামরাধারভূত বৃহদ্ধাম নমোঽস্তু তে ॥ ২২ ॥
ত্বয়াহং চ প্রজাসর্গে নিযুক্তঃ শক্তিবৃংহিতঃ।
ত্বদাজ্ঞাবশতঃ সর্গং করোমি বিকরোমি চ ॥ ২৩ ॥
ত্বৎসহায়েন দেবেশা অমরাশ্চ পুরা হরে।
সুধাং বিভেজিরে সর্ব্বে যথাকালং যথাবলম্ ॥ ২৪ ॥
ইন্দ্র স্ত্রিলোকীসাম্রাজ্যং লব্ধবাংস্ত্বন্নিদেশতঃ।
ভুনক্তি লক্ষ্মীং বহুলাং সুরসঙ্ঘপ্রপূজিতঃ ॥ ২৫ ॥
বহ্নিঃ পাবকতাং লব্ধা জাঠরাদিবিভেদতঃ।
দেবাসুরমনুষ্যাণাং করোত্যাপ্যায়নং তথা ॥ ২৬ ॥
ধর্ম্মরাজোঽথ পিতৃণামধিপঃ সর্ব্বকর্ম্মদৃক্।
কর্ম্মণাং ফলদাতাসৌ ত্বন্নিয়োগাদধীশ্বরঃ ॥ ২৭ ॥
নৈর্ঋতো রক্ষসামীশো যক্ষোবিঘ্নবিনাশনঃ।
সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং কর্ম্মসাক্ষী ত্বত্তঃ প্রজায়তে ॥ ২৮ ॥

(হে সর্ব্বেষামমরাণাং আধারস্বরূপ! আশ্রয়স্বরূপেতি যাবৎ। বৃহৎ ব্রহ্মৈব ধাম স্বরূপং যস্য হে তাদৃশ! ইত্যর্থঃ প্রজায়তে প্রাজায়তেত্যর্থঃ ॥ ২২—৩০ ॥

করিয়া থাক; অতএব বারংবার আপনাকে নমস্কার ॥ ২১ ॥ ভগবন্! যিনি বিশুদ্ধ সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম সেইটিই তোমার স্বরূপ; সুতরাং সমস্ত অমরকুলের তুমিই আধারভূত, অতএব তোমার সম্মুখে ও পৃষ্ঠদেশে নমস্কার; কারণ তোমার অগ্র বা পশ্চাৎ কিছুই নাই, ফল কথা সর্ব্বত্রই তোমার চক্ষুঃ সমভাবে দেদীপ্যমান ॥ ২২ ॥ দেব! আমি তোমার শক্তি-প্রভাবে পরিবর্দ্ধিত হইয়াই সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি এবং তোমার আদেশেই আমি প্রতি কল্পে সমস্ত বিশ্বের সৃষ্টি বা সংহার করিয়া থাকি। অমরেশ্বর! পূর্ব্বে সমস্ত ত্রিদশগণ একমাত্র তোমার সাহায্য-বলেই সমুদ্রমন্থনসমুৎপন্ন সুধারাশি নিজ নিজ বল ও অধিকারানুসারে সকলেই যথাযোগ্য অংশ লাভ করিয়াছিল ॥২৩—২৪॥ হরে! সুররাজ ইন্দ্র কেবল তোমার নিয়োগানুসারেই ত্রৈলোক্যের সাম্রাজ্য লাভে বিপুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছেন; তাহাতে অন্যের কথা দূরে থাকুক সমস্ত সুরগণও বিরোধী না হইয়া নিরন্তর কৃতাঞ্জলি-পুটে তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥ ঐ রূপ বহ্নিদেব পাবকতাশক্তি লাভ করিয়া দেব, অসুর ও মনুষ্য প্রভৃতি জীবনিকরের জঠরাদি ভেদ করিয়া সকলকেই আপ্যায়িত করিয়া থাকেন। দেব! ধর্ম্মরাজ যমও তোমার নিয়োগবলেই দক্ষিণদিকের অধীশ্বর

বরুণো যাদসামীশো লোকপালো জলাধিপঃ।
ত্বদাজ্ঞাবলমাশ্রিত্য লোকপালত্বমাগতঃ॥ ২৯॥
বায়ুর্গন্ধবহঃ সর্ব্বভূতপ্রাণনকারণম্।
জাতস্তব নিদেশেন লোকপালো জগদ্গুরুঃ॥ ৩০॥
কুবেরঃ কিন্নরাদীনাং যক্ষাণাং জীবনাশ্রয়ঃ।
ত্বদাজ্ঞান্তর্গতঃ সর্ব্বলোকপেষু চ মান্যভুঃ॥ ৩১॥
ঈশানঃ সর্ব্বরুদ্রাণামীশ্বরান্তকরঃ প্রভুঃ।
জাতো লোকেশবন্দ্যোঽসৌ সর্ব্বদেবাধিপালকঃ॥ ৩২॥
নমস্তুভ্যং ভগবতে জগদীশায় কুর্ম্মহে।
যস্যাংশভাগাঃ সর্ব্বে হি জাতা দেবাঃ সহস্রশঃ॥ ৩৩॥

নারায়ণ উবাচ।

এবংস্তুতো বিশ্বসৃজা ভগবানাদিপূরুষঃ।
লীলাবলোকমাত্রেণাপ্যনুগ্রহমবাসৃজৎ॥ ৩৪॥

লোকপেষু লোকপালেষু মান্যভুঃ পূজ্যঃ॥ ৩১—৩৮॥

হইয়া সমস্ত পিতৃগণের উপরি আধিপত্য পাইয়া জীবকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মের সাক্ষিরূপে তাহাদিগকে কর্ম্মফল প্রদান করিয়া থাকেন। অধিক কি, রাক্ষসপতি নৈঋ্ত যক্ষজাতি হইয়াও এক মাত্র তোমার আজ্ঞা প্রভাবেই শরণাগত ভক্তজনের সমস্ত বিঘ্ন বিনাশপূর্ব্বক সর্ব্বসাক্ষিরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন। ঐ রূপ জলাধীশ্বর বরুণদেবও কেবল তোমার আদেশবলেই সমস্ত জলচরজীবের আধিপত্য লাভ করিয়া দিক্‌পাল নামে বিশ্রুত হইয়াছেন। অন্যের কথা কি, সর্ব্ব জীবের প্রাণনিদান গন্ধবহ বায়ুও তোমার নিদেশে বিশ্বগুরু লোকপাল হইয়াছেন। কুবের তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়াই যক্ষ কিন্নরাদির অধীশ্বর হইয়া অপরাপর লোকপাল প্রভৃতি সকলেরই মান্যাস্পদ হইয়াছেন। ভগবন্! অপরের কথা কি বলিব, যিনি সমস্ত জীবনিবহের সংহারকর্ত্তা সেই ঈশানও তোমার প্রভাবে দিক্‌পালত্ব লাভ করিয়া সমস্ত রুদ্রগণ, দেব, গন্ধর্ব্ব যক্ষ কিন্নর ও মানবাদি সর্ব্বজীবের বন্দনীয় হইয়াছেন, ফলতঃ তোমার অনুগ্রহে তাঁহার এত দূর মহিমা যে, তিনি সময়ে সময়ে বিপদাপন্ন দেবগণকেও রক্ষা করিয়া থাকেন। অতএব, ভগবন্! বুঝিয়াছি; এই অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের তুমিই এক মাত্র নিয়ন্তা। এই যে, অসংখ্য দেবগণ দেখিতে পাওয়া যায় ইহাদের মধ্যে কেহ বা তোমার অংশ কেহ কেহ বা কলারূপে সৃষ্ট হইয়াছে॥২৬—৩৩॥

নারায়ণ কহিলেন, বৎস নারদ! বিশ্বস্রষ্টা পিতামহ ব্রহ্মা আদিপুরুষ ভগবান্‌কে এইরূপে স্তব করিলে, তিনি ঈষৎ কটাক্ষপাত মাত্রেই তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ

তত্রৈবাভ্যাগতং দৈত্যং হিরণ্যাক্ষং মহাসুরম্।
রুন্ধানমধ্বনো ভীমং গদয়াতাড়য়দ্ধরিঃ ॥ ৩৫ ॥
তদ্রক্তপঙ্কদিগ্ধাঙ্গো ভগবানাদিপূরুষঃ।
উদ্ধৃত্য ধরণীং দেবো দংষ্ট্রয়া লীলয়াপ্সু তাম্ ॥ ৩৬ ॥
নিবেশ্য লোকনাথেশো জগাম স্থানমাত্মনঃ।
এতদ্ভগবতশ্চিত্রং ধরণ্যুদ্ধরণং পরম্ ॥ ৩৭ ॥
শৃণুয়াদ্‌যঃ পুমান্ যশ্চ পঠেচ্চরিতমুত্তমম্।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বৈষ্ণবীং গতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে পৃথিব্যুদ্ধরণং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

(অভ্যাগতং সম্মুখাগতম্। অধ্বনঃ রুন্ধানং প্রত্যাগমনপথান্ রুন্ধন্তমিতি বোধ্যম্ ॥ ৩৫ ॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে অষ্টমস্কন্ধে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

করিলেন। তদনন্তর আদিপুরুষ ভগবান্ যজ্ঞবরাহ যখন নিজ দংষ্ট্রা দ্বারা ধরাদেবীকে উদ্ধৃত করিয়া উপরি ভাগে আগমন করিতেছেন, সেই সময় ভীমমূর্ত্তি দুর্দ্দান্ত দৈত্যপ্রবর হিরণ্যাক্ষ আসিয়া তাঁহার পথ রোধ করিলে, তিনি একমাত্র প্রচণ্ডগদাঘাতে তাহাকে সংহার করিলেন। পরে, সেই অসুরের শোণিতপঙ্কে পরিদিগ্ধ-কলেবর হইয়া ভগবান্ সর্ব্বেশ্বর রসাতল সমুদ্ধৃত বসুন্ধরাকে জলরাশির উপরিভাগে সংস্থাপিত করিয়া স্বীয় বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন। বৎস নারদ! যে ব্যক্তি এই পৃথিবীর উদ্ধরণরূপ ভগবচ্চরিত-গাথা ভক্তিসহকারে শ্রবণ বা পাঠ করিবেন তিনি নিশ্চয়ই সমস্ত পাপরাশি হইতে বিমুক্ত হইয়া সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুর পরম পবিত্রধাম প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই ॥ ৪৩ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে যজ্ঞবরাহ কর্ত্তৃক পৃথিবীর উদ্ধার নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

মহীং দেবঃ প্রতিষ্ঠাপ্য যথাস্থানে চ নারদ!।
বৈকুণ্ঠলোকমগমদ্‌ব্রহ্মোবাচ স্বমাত্মজম্‌ ॥ ১ ॥
স্বায়ম্ভুব মহাবাহো পুত্র! তেজস্বিনাম্বর!।
স্থানে মহীময়ে তিষ্ঠ প্রজাঃ সৃজ যথোচিতম্‌ ॥ ২ ॥
দেশকালবিভাগেন যজ্ঞেশং পুরুষং যজ।
উচ্চাবচপদার্থৈশ্চ যজ্ঞসাধনকৈর্ব্বিভো! ॥ ৩ ॥
ধর্ম্মমাচর শাস্ত্রোক্তং বর্ণাশ্রমনিবন্ধনম্‌।
এতেন ক্রমযোগেণ প্রজাবৃদ্ধির্ভবিষ্যতি ॥ ৪ ॥
পুত্রানুৎপাদ্য গুণতঃ কীর্ত্ত্যা কান্ত্যাত্মরূপিণঃ।
বিদ্যাবিনয়সম্পন্নান্‌ সদাচারবতাম্বরান্‌ ॥ ৫ ॥

ত্রয়োবিংশতিপদ্যোক্ত মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্য তু।
বংশস্য বর্ণনং সম্যগ্‌যথাবদনুবর্ণ্যতে ॥

ধরোদ্ধারানন্তরং জাতং কৃত্যমাহ মহীন্দেব ইতি। দেবো বরাহঃ। স্বমাত্মজং স্বায়ম্ভুবমনুম্‌ ॥ ১—১২ ॥

নারায়ণ কহিলেন, নারদ! এইরূপে বিশ্বাত্মা দেবদেব ভগবান্‌ ধরণীদেবীর উদ্ধার সাধন করিয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলে, প্রজাপতি ব্রহ্মা নিজ পুত্র স্বায়ম্ভুব মনুকে কহিলেন, রে বৎস স্বায়ম্ভুব! তুমি নিজ তপঃপ্রভাবে অপরাপর ঋষিবর্গ হইতে সম্যক্‌ তপস্তেজা হইয়াছ সন্দেহ নাই এবং ভগবৎকৃপায় ধরাদেবীও সমুদ্ধৃত হইয়াছেন; অতএব তুমি এক্ষণে এই সর্ব্বজীবের আধারভূত বসুধাপৃষ্ঠে অবস্থানপূর্ব্বক যথাবিহিত প্রজা-সৃষ্টি-কার্য্যে প্রবৃত্ত হও ॥ ১—২ ॥ কিন্তু বৎস! কেবল সৃষ্টিকার্য্যে পরিলিপ্ত হইয়া যেন প্রকৃত কার্য্য বিস্মৃত হইও না; অর্থাৎ সর্ব্বদা যজ্ঞসাধনোপযোগী নানাবিধ দ্রব্যসম্ভার সমাহার পূর্ব্বক দেশ কাল বিভাগমতে সেই পরমপুরুষ যজ্ঞেশ্বরের অর্চ্চনা করিও ॥ ৩ ॥ যাবৎ সংসারে অবস্থান করিবে তাবৎকাল বর্ণাশ্রমানুযায়ী শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিও; এইরূপ ক্রমযোগ অনুষ্ঠান করিলেই সর্ব্বতোভাবে তোমার প্রজা বৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৩ ॥ তাহার পর তুমি আত্মসদৃশ কীর্ত্তি, কমনীয়তা, বিদ্যা ও বিনয় প্রভৃতি নানা গুণবিভূষিত সবিশেষ সদাচারসম্পন্ন পুত্র ও কন্যা সকল উৎপাদন করিয়া সেই

কন্যাশ্চ দত্ত্বা গুণবদ্‌যশোবন্ত্যঃ সমাহিতঃ।
মনঃ সম্যক্ সমাধায় প্রধানপুরুষে পরে॥ ৬॥
ভক্তিসাধনযোগেন ভগবৎপরিচর্য্যয়া।
গতিমিষ্টাং সদা বন্দ্যাং যোগিনাং গমিতা ভবান্॥ ৭॥
ইত্যাশ্বাস্য মনুং পুত্রং পদ্মযোনিঃ প্রজাপতিঃ।
প্রজাসর্গে নিয়ম্যামুং স্বধাম প্রত্যপদ্যত॥ ৮॥
প্রজাঃ সৃজত পুত্রেতি পিতুরাজ্ঞাং সমাদধৎ।
স্বায়ম্ভুবঃ প্রজাসর্গমকরোৎ পৃথিবীপতিঃ॥ ৯॥
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ মনুপুত্রৌ মহৌজসৌ।
কন্যাস্তিস্রঃ প্রসূতাশ্চ তাসাং নামানি মে শৃণু॥ ১০॥
আকূতিঃ প্রথমা কন্যা দ্বিতীয়া দেবহূতিকা।
তৃতীয়া চ প্রসূতির্হি বিখ্যাতা লোকপাবিনী॥ ১১॥
আকূতিং রুচয়ে প্রাদাৎ কর্দ্দমায় চ মধ্যমাম্।
দক্ষায়াদাৎ প্রসূতিঞ্চ যাসাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ॥ ১২॥

(গুণবন্ত্যঃ যশোবন্ত্যশ্চেত্যর্থঃ॥ ৬—১২॥)

সমস্ত গুণবতী কন্যাগুলি বিবাহোপযোগিনী হইলে, তাহাদিগকে সৎপাত্রে সম্প্রদানপূর্ব্বক সেই প্রকৃতিনিয়ন্তা পরমপুরুষে একান্তভাবে চিত্ত সমাধান করিবে। রে বৎস! আমি তোমায় যে রূপ উপদেশ করিলাম, যদি সেইরূপ ভক্তিযোগানুষ্ঠানপূর্ব্বক ভগবৎপরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে, যোগেশ্বর পুরুষেরা সর্ব্বদা যে পদের অভিলাষ করেন তুমি নিশ্চয়ই সেই দুরারাধ্য গতি লাভের অধিকারী হইবে সন্দেহ নাই॥ ৭॥ তদনন্তর, প্রজানাথ পদ্মযোনি নিজ পুত্র স্বায়ম্ভুব মনুকে এইরূপে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে সৃষ্টিকার্য্যে আবদ্ধ করিয়া স্বধামে প্রস্থান করিলেন॥ ৮॥ রে পুত্র! প্রজা সৃষ্টি কর, এইরূপ আদেশ করিয়া ব্রহ্মা প্রস্থান করিলে, পৃথ্বীপতি স্বায়ম্ভুব পিতার সেই আজ্ঞা অন্তরে দৃঢ়তর ধারণা করিয়া সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে তাঁহার প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে মহাপ্রভাবসম্পন্ন দুই পুত্র এবং রূপলাবণ্যসম্পন্না বিবিধ গুণগ্রামাবভূষিতা তিনটী কন্যা সমুৎপন্ন হইল; এক্ষণে ঐ কন্যা তিনটীর নাম বলিতেছি শ্রবণ কর॥ ৯—১০॥ সেই তিনটী বিশ্বপবিত্রকারিণী কন্যার মধ্যে প্রথমা কন্যার নাম আকূতি, দ্বিতীয়ার নাম দেবহূতি আর তৃতীয়াটী প্রসূতি নামে বিশ্রুতা। তাহাদের মধ্যে প্রথমা

রুচেঃ প্রজজ্ঞে ভগবান্ যজ্ঞো নামাদিপূরুষঃ ।
আকূত্যাং দেবহূত্যাঞ্চ কপিলোঽসৌ চ কর্দ্দমাৎ ॥ ১৩ ॥
সাঙ্খ্যাচার্য্যঃ সর্ব্বলোকে বিখ্যাতঃ কপিলো বিভুঃ ।
দক্ষাৎ প্রসূত্যাং কন্যাশ্চ বহুশো জজ্ঞিরে প্রজাঃ ॥ ১৪ ॥
যাসাং সন্তানসম্ভূতা দেবতির্য্যঙ্নরাদয়ঃ ।
প্রসূতা লোকবিখ্যাতাঃ সর্ব্বে সর্গপ্রবর্ত্তকাঃ ॥ ১৫ ॥
যজ্ঞশ্চ ভগবান্ স্বায়ম্ভুবমন্বন্তরে বিভুঃ ।
মনুং ররক্ষ রক্ষোভ্যো যামৈর্দ্দেবগণৈর্বৃতঃ ॥ ১৬ ॥
কপিলোঽপি মহাযোগী ভগবান্ স্বাশ্রমে স্থিতঃ ।
দেবহূত্যৈ পরং জ্ঞানং সর্ব্বাবিদ্যানিবর্ত্তকম্ ॥ ১৭ ॥
সবিশেষং ধ্যানযোগমধ্যাত্মজ্ঞাননিশ্চয়ম্ ।
কাপিলং শাস্ত্রমাখ্যাতং সর্ব্বাজ্ঞানবিনাশনম্ ॥ ১৮ ॥

আকূত্যামিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ১৩—১৫ ॥

যজ্ঞশ্চেতি । রুচেঃ পুত্রো যজ্ঞো নাম পুরুষঃ কস্মিংশ্চিৎসময়ে রক্ষোভিরুপদ্রুতং স্বায়ম্ভুবং মনুং যামৈস্তন্নামকৈর্দেবগণৈর্বৃতঃ সংস্তেভ্যো রক্ষোভ্যো মনুং ররক্ষেতি কথা পুরাণান্তরে প্রসিদ্ধা ॥ ১৬—১৮ ॥

কন্যা আকূতিটী তিনি মহর্ষি রুচিকে প্রদান করেন, পরে দেবহূতিকে প্রজাপতি কর্দ্দম হস্তে সমর্পণ করিয়া প্রসূতি নাম্নী তৃতীয়া কন্যাটী প্রজাপতি দক্ষকে সম্প্রদান করেন। পরন্ত সেই কন্যা হইতেই ইহলোকে সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি জানিবে। সংপ্রতি সেই প্রজাপতি ব্রহ্মর্ষিদিগের ঔরসে উল্লিখিত কন্যাত্রয়ের গর্ভে প্রথমে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন, সেই সমস্ত মহাত্মাদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহর্ষি রুচির ঔরসে আকূতি গর্ভে যজ্ঞ নামে এক পুত্র হয়, ইনি ভগবান্ আদ্যপুরুষ বিষ্ণুর অংশ; তাহার পর, মহর্ষি কর্দ্দমের ঔরসে দেবহূতি গর্ভে বিশ্ববিশ্রুত সাঙ্খ্যশাস্ত্রের আচার্য্য ভগবান্ কপিলদেব জন্মগ্রহণ করেন। আর প্রজাপতি দক্ষের ঔরসে প্রসূতিগর্ভে কেবল কতকগুলি কন্যা সন্তানই উৎপন্ন হয়; অতএব দেব, মানব পশু পক্ষি প্রভৃতি সমস্ত প্রজাপতি দক্ষ হইতেই জানিবে। ঐ সমস্ত প্রথম সঞ্জাত প্রজাগণই বিশ্বসৃষ্টির প্রবর্ত্তক ॥ ১১—১৫ ॥ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে মহাপ্রভাববান্ ভগবান্ যজ্ঞ যামনামক দেবগণে পরিবৃত হইয়া নিজ মাতামহ মনুকে রাক্ষসাক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। আর মহাযোগেশ্বর ভগবান্ কপিলদেব কিয়ৎকাল আশ্রমে থাকিয়া নিজ গর্ভধারিণী দেবহূতিকে সমস্ত অবিদ্যাবিধ্বংসি অধ্যাত্মতত্ত্ব নিশ্চায়ক পরম তত্ত্বজ্ঞানস্বরূপ কপিলশাস্ত্র (সাঙ্খ্যশাস্ত্র) এবং সবিশেষ ধ্যানযোগ প্রভৃতি উপদেশ করিয়া শেষে সমাধিতে বসিবার জন্য পুলহাশ্রমে গমন করেন; বৎস!

উপদিশ্য মহাযোগী স যযৌ পুলহাশ্রমম্।
অদ্যাপি বর্ত্ততে দেবঃ সাঙ্খ্যাচার্য্যো মহাশয়ঃ ॥ ১৯ ॥
যন্নামস্মরণেনাপি সাঙ্খ্যযোগশ্চ সিধ্যতি।
তং বন্দে কপিলং যোগাচার্য্যং সর্ব্ববরপ্রদম্ ॥ ২০ ॥
এবমুক্তং মনোঃ কন্যাবংশবর্ণনমুত্তমম্।
পঠতাং শৃণ্বতাং চাপি সর্ব্বপাপবিনাশনম্ ॥ ২১ ॥
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি মনুপুত্রান্বয়ং শুভম্।
যদাকর্ণনমাত্রেণ পরং পদমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২২ ॥
দ্বীপবর্ষসমুদ্রাদিব্যবস্থা যৎসুতৈঃ কৃতা।
ব্যবহারপ্রসিদ্ধ্যর্থং সর্ব্বভূতসুখাপ্তয়ে ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে স্বায়ম্ভুবমনুবংশকীর্ত্তনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

(আশেরতেঽস্মিন্ বৃত্তয় ইতি যাবৎ আশয়োঽন্তঃকরণং মহান্ আশয়ো যস্য ॥১৯-২৩॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে অষ্টমস্কন্ধে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

সেই মহাত্মা যোগেশ্বর অদ্যাপিও সেই স্থলে দেদীপ্যমানরূপে বিরাজ করিতেছেন। আহা! যাঁহার নাম স্মরণমাত্রেই যোগী অবলীলা ক্রমে সাঙ্খ্যজ্ঞানে সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হয়, সেই সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ যোগাচার্য্য ভগবান্ কপিলদেবকে বন্দনা করি।

যাহারা এই উল্লিখিত মনুকন্যাদিগের পবিত্র বংশ-বর্ণন-কথা শ্রবণ বা পাঠ করে, তৎক্ষণে তাহাদিগের সমস্ত পাপরাশি ধ্বংস হয় ॥ ১৬—২১ ॥ বৎস! ইহার পর আমি তোমার নিকট স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্রদিগের বংশ বর্ণন করিতেছি অবহিত হও; যাহা শ্রবণ-মাত্রেই মানব চরমে পরমপদ লাভে সমর্থ হয় অর্থাৎ যে মনুর পুত্রগণ সমস্ত প্রাণিজগতের সুখপ্রাপ্তি জন্য ও লোকব্যবহার-প্রসিদ্ধির নিমিত্ত দ্বীপ, বর্ষ ও সমুদ্রাদির ব্যবস্থা স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাদেরই বংশাবলী বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ২২—২৩ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে ভুবনকোষবর্ণনে মনুবংশ-কীর্ত্তন নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্যাসীজ্জ্যেষ্ঠঃ পুত্রঃ প্রিয়ব্রতঃ।
পিতুঃ সেবাপরো নিত্যং সত্যধর্ম্মপরায়ণঃ ॥ ১ ॥
প্রজাপতের্দুহিতরং সুরূপাং বিশ্বকর্ম্মণঃ।
বর্হিষ্মতীং চোপয়েমে সমানাং শীলকর্ম্মভিঃ ॥ ২ ॥
তস্যাং পুত্রান্ দশ গুণৈরন্বিতান্ ভাবিতাত্মনঃ।
জনয়ামাস কন্যাং চোর্জ্জস্বতীং চ যবীয়সীম্ ॥ ৩ ॥
আগ্নীধ্রশ্চেধ্মজিহ্বশ্চ যজ্ঞবাহুস্তৃতীয়কঃ।
মহাবীরশ্চতুর্থস্তু পঞ্চমো রুক্মশুক্রকঃ ॥ ৪ ॥
ঘৃতপৃষ্ঠশ্চ সবনো মেধাতিথিরথাষ্টমঃ।
বীতিহোত্রঃ কবিশ্চেতি দশৈতে বহ্নিনামকাঃ ॥ ৫ ॥

অষ্টাবিংশতিভিঃ শ্লোকৈঃ প্রিয়ব্রতকথানকম্।
যত্র দ্বীপোদ্ভবঃ প্রোক্তস্তদেতৎ সম্যগীর্য্যতে ॥

মনুকন্যাবংশকথনোত্তরং মনোঃ পুত্রাণাং বংশমাহ মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্যেতি ॥ ১ ॥
বিশ্বকর্ম্মণঃ প্রজাপতেরিত্যন্বয়ঃ ॥ ২ ॥
দশপুত্রান্ গুণৈরন্বিতান্ যবীয়সীং দশপুত্রেভ্যঃ কনিষ্ঠামূর্জ্জস্বতীং নাম ॥ ৩ ॥
রুক্মশুক্রো হিরণ্যরেতোনামকঃ ॥ ৪ ॥
বহ্নের্নামানি যেষাং নস্থেত এব বহ্নয় ইতি ভ্রমিতব্যাম্ ॥ ৫—৬ ॥

নারায়ণ ঋষি কহিলেন, স্বায়ম্ভুব মনুর জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যধর্ম্মপরায়ণ প্রিয়ব্রত নিরন্তর পিতৃসেবায় নিরত থাকিয়া পরে প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মার দুহিতা পরম রূপবতী বর্হিষ্মতীকে শীলতাদি গুণগ্রামে আত্মসদৃশী জানিয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। তদনন্তর, তিনি সেই ভার্য্যাতে সমস্ত গুণগণবিভূষিত অধ্যাত্মচিন্তাশীল দশটি পুত্র আর উর্জ্জস্বতী নামে একটী কন্যা উৎপাদন করিলেন; ফলতঃ কন্যাটীই সর্ব্ব কনিষ্ঠ। এক্ষণে উল্লিখিত পুত্র দশটির নাম বলিতেছি শ্রবণ কর; প্রথম আগ্নীধ্র, দ্বিতীয় ইধ্মজিহ্ব, তৃতীয় যজ্ঞবাহু, চতুর্থ মহাবীর, পঞ্চম রুক্মশুক্র (হিরণ্যরেতাঃ) ষষ্ঠ ঘৃতপৃষ্ঠ, সপ্তম সবন, অষ্টম মেধাতিথি, নবম বীতিহোত্র, দশম কবি; ইহাদের দশজনেরই নাম অগ্নিনামে রক্ষিত হইয়াছিল। পরে, ঐ দশ পুত্রের মধ্যে কবি, সবন আর মহাবীর এই তিনটি সংসার-বিরাগী হইয়া-

এতেষাং দশপুত্ত্রাণাং ত্রয়োঽপ্যাসন্ বিরাগিণঃ।
কবিশ্চ সবনশ্চৈব মহাবীর ইতি ত্রয়ঃ ॥ ৬ ॥
আত্মবিদ্যাপরিজ্ঞাতাঃ সর্ব্বে তে হ্যূর্দ্ধরেতসঃ।
আশ্রমে পরহংসাখ্যে নিঃস্পৃহা হ্যভবন্ মুদা ॥ ৭ ॥
অপরস্যাঞ্চ জায়ায়াং ত্রয়ঃ পুত্ত্রাশ্চ জজ্ঞিরে।
উত্তমস্তামসশ্চৈব রৈবতশ্চেতি বিশ্রুতাঃ ॥ ৮ ॥
মন্বন্তরাধিপতয় এতে পুত্ত্রা মহৌজসঃ।
প্রিয়ব্রতঃ স রাজেন্দ্রো বুভুজে জগতীমিমাম্ ॥ ৯ ॥
একাদশার্ব্বুদাব্দানামব্যাহতবলেন্দ্রিয়ঃ।
যদা সূর্য্যঃ পৃথিব্যাশ্চ বিভাগে প্রথমেঽতপৎ ॥ ১০ ॥
ভাগে দ্বিতীয়ে তত্ত্রাসীদন্ধকারোদয়ঃ কিল।
এবং ব্যতিকরং রাজা বিলোক্য মনসা চিরম্ ॥ ১১ ॥

আত্মবিদ্যেতি। তে আত্মবিদ্যায়ামর্ভকভাবাদারভ্য কৃতপরিচয়াঃ পারমহংস্যমেবাশ্রমমভজন্ ॥ ৭—৯ ॥

দশকোটিভিরেকমর্ব্বুদমেতাদৃশানি বর্ষাণামেকাদশার্ব্বুদানি জগতীং বুভুজে ইত্যন্বয়ঃ। বিভাগে প্রথমে ইতি। যদৈকস্মিন্ ভাগেঽতপত্তদা দ্বিতীয়ভাগেঽর্থাদন্ধকার আসীদিত্যর্থঃ ॥ ১০—১১ ॥

ছিলেন ॥ ৫—৬ ॥ ক্রমে এই তিন মহাত্মা সমস্ত বিষয়ে স্পৃহাশূন্য হইয়া আত্মবিদ্যার পরিদর্শন করিয়াছিলেন ; অধিক কি তাঁহারা সকলেই ঊর্দ্ধরেতা হইয়া পরমানন্দসহকারে পারমহংসধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন ॥ ৭ ॥ তদনন্তর, মহারাজ প্রিয়ব্রতের অপরভার্য্যাতে উত্তম, তামস আর রৈবত নামে তিনটি পুত্ত্র জন্মে। ইহারা সকলেই বিশ্ববিখ্যাত ; কেন না এই তিনটি পুত্ত্রই কালে মহাপ্রভাবসম্পন্ন হইয়া এক একটি মন্বন্তরের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। অধিক কি বলিব, স্বায়ম্ভুবমনুপুত্ত্র রাজরাজেশ্বর প্রিয়ব্রত উল্লিখিত মহাপরাক্রান্ত পুত্ত্রাদি সমভিব্যাহারে একাদশ অর্ব্বুদ বর্ষ পর্য্যন্ত পৃথিবী ভোগ করিয়াছিলেন ; কিন্তু, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এতাবৎ দীর্ঘকালেও তাঁহার ঐন্দ্রিক বা শারীরিক কোন প্রকার বলেরই হ্রাস হয় নাই ; ফলত তিনি অপ্রতিহতপ্রভাবে বসুধা-সাম্রাজ্য সম্ভোগ করিয়াছিলেন। বৎস ! মহাত্মা প্রিয়ব্রতের মহিমার কথা বলিয়া শেষ করা যায় না ; তথাপি যাহা কিছু বলিতেছি অবহিত হও। কোন সময় তিনি দেখিলেন, যে, দেব দিবাকর পৃথিবীর একভাগে প্রকাশিত হইলে, অপরভাগে অন্ধকার থাকে, এইরূপ ব্যতিক্রম দেখিয়া মনে মনে দীর্ঘকাল বিবেচনা করিলেন, যে, কি আশ্চর্য্য আমার রাজ্যশাসনকালেও পৃথিবীতে অন্ধকার থাকিবে ? এরূপ কখনই হইতে পারিবে না ! ! আমি

প্রশান্তি ময়ি ভূম্যাঞ্চ তমঃ প্রাদুর্ভবেৎ কথম্।
এবং নিবারয়িষ্যামি ভূমৌ যোগবলেন চ ॥ ১২ ॥
এবং ব্যবসিতো রাজা পুত্রঃ স্বায়ম্ভুবস্য সঃ।
রথেনাদিত্যবর্ণেন সপ্তকৃত্বঃ প্রকাশয়ন্ ॥ ১৩ ॥
তস্যাপি গচ্ছতো রাজ্ঞো ভূমৌ যদ্রথনেময়ঃ।
পতিতাস্তে সমুদ্রাখ্যাং ভেজিরে লোকহেতবে ॥ ১৪ ॥
জাতাঃ প্রদেশাস্তে সপ্ত দ্বীপা ভূমৌ বিভাগশঃ।
রথনেমিসমুত্থাস্তে পরিখাঃ সপ্তসিন্ধবঃ ॥ ১৫ ॥
যত আসংস্ততঃ সপ্তভুবো দ্বীপা হি তে স্মৃতাঃ।
জম্বুদ্বীপঃ প্লক্ষদ্বীপঃ শাল্মলীদ্বীপসংজ্ঞকঃ ॥ ১৬ ॥

যোগবলেন তপোবলেন ॥ ১২ ॥

জগৎপ্রকাশয়ন্ সপ্তকৃত্বঃ প্রদক্ষিণাং চকার। এবং কুর্ব্বাণং প্রিয়ব্রতমাগত্য চতুরাননঃ তবাধিকারোঽয়ং নাস্তীতি নিবারয়ামাসেতি পুরাণান্তরে প্রসিদ্ধম্ ॥ ১৩ ॥

রথনেময়ঃ সপ্তকৃত্বঃ প্রদক্ষিণাসময়ে যস্মিন্ ভূপ্রদেশে রথনেময়ঃ পতিতাস্তত্র সপ্তমহাগর্ত্তা জাতাস্তে সপ্তসমুদ্রা ইত্যুচ্যতে ॥ ১৪ ॥

প্রদেশা ইতি। দ্বয়োর্দ্বয়োঃ সমুদ্রয়োর্ম্মধ্যে ভূপ্রদেশাস্তে ষট্সংখ্যা মধ্যস্থভূপ্রদেশশ্চ সপ্তম ইতি সপ্তদ্বীপা ইত্যর্থঃ। তদেব বিশদয়তি রথনেমীতি ॥ ১৫ ॥

যতঃ সপ্তসিন্ধব আসংস্ততো দ্বয়োঃ সমুদ্রয়োর্ম্মধ্যে যাঃ ষট্ভুবো মধ্যস্থা চৈকা ভূস্তে সপ্তদ্বীপাঃ স্মৃতা ইত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

স্বীয় যোগপ্রভাবে অবশ্যই ইহা নিবারণ করিব। মহারাজ প্রিয়ব্রত মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সমস্ত জগৎপ্রকাশের জন্য এক খানি সূর্য্যসদৃশ প্রকাশমান রথে আরোহণ পূর্ব্বক সাতবার করিয়া পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই পর্য্যটন সময়ে চক্রনেমির দ্বারা যে সকল ভূভাগ ক্ষত হইয়াছিল, তাহাতেই সপ্তসাগরের উৎপত্তি হয়। ঐ সপ্তসাগরের মধ্যে মধ্যে যে সমস্ত ভূভাগ পড়িল, তাহারাই সপ্তদ্বীপ নামে বিশ্রুত হইল, আর ঐ রথচক্রনেমিনিখাত সাগর সাতটি প্রত্যেক দ্বীপের পরিখাস্বরূপ হইল ॥ ৮—১৫ ॥ বৎস! এক্ষণে পৃথিবীস্থ ঐ সপ্তদ্বীপ এবং পরিখারূপ সপ্তসিন্ধুর নাম সকল ক্রমে বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রথমটির নাম জম্বুদ্বীপ, দ্বিতীয় প্লক্ষ, তৃতীয় শাল্মলী, চতুর্থ কুশদ্বীপ, পঞ্চম ক্রৌঞ্চ, ষষ্ঠ শাকদ্বীপ, আর সপ্তমটি পুষ্করদ্বীপ নামে বিশ্রুত। পরন্তু, ঐ সকল দ্বীপের মধ্যে প্রথম জম্বুদ্বীপ অপেক্ষা প্লক্ষ ও শাল্মলী প্রভৃতি দ্বীপগুলি প্রত্যেকেই উত্তরোত্তর দ্বিগুণতর পরিবর্দ্ধিত জানিবে। ঐরূপ সাগর সকলের নাম বলিতেছি শ্রবণ কর, প্রথমত ক্ষারোদ, দ্বিতীয় ইক্ষুরস, তৃতীয় সুরা, চতুর্থ ঘৃতোদ, পঞ্চম ক্ষীরোদ, ষষ্ঠ দধিমণ্ড আর সপ্তমটি কেবল জলময় মাত্র। তাহার মধ্যে প্রথম জম্বুদ্বীপটি ক্ষারসমুদ্র-পরি-

কুশদ্বীপঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপঃ শাকদ্বীপশ্চ পুষ্করঃ।
তেষাঞ্চ পরিমাণন্তু দ্বিগুণং চোত্তরোত্তরোত্তম্ ॥ ১৭ ॥
সমন্ততশ্চোপক্৯প্তং বহির্ভাগক্রমেণ চ।
ক্ষারোদেক্ষুরসোদৌ চ সুরোদশ্চ ঘৃতোদকঃ ॥ ১৮ ॥
ক্ষীরোদো দধিমণ্ডোদঃ শুদ্ধোদশ্চেতি তে স্মৃতাঃ।
সপ্তৈতে প্রতিবিখ্যাতাঃ পৃথিব্যাং সিন্ধবস্তদা ॥ ১৯ ॥
প্রথমো জম্বুদ্বীপাখ্যো যঃ ক্ষারোদেন বেষ্টিতঃ।
তৎপতিং বিদধে রাজা পুত্রমাগ্নীধ্রসংজ্ঞকম্ ॥ ২০ ॥
প্লক্ষদ্বীপে দ্বিতীয়েঽস্মিন্ দ্বীপেক্ষুরসংসপ্লুতে।
জাতস্তদধিপঃ প্রৈয়ব্রত ইধ্মাদিজিহ্বকঃ ॥ ২১ ॥
শাল্মলীদ্বীপ এতস্মিন্ সুরোদধিপরিপ্লুতে।
যজ্ঞবাহুং তদধিপং করোতি স্ম প্রিয়ব্রতঃ ॥ ২২ ॥
কুশদ্বীপেঽতিরম্যে চ ঘৃতোদেনোপবেষ্টিতে।
হিরণ্যরেতা রাজাভূৎ প্রিয়ব্রততনূজনিঃ ॥ ২৩ ॥
ক্রৌঞ্চদ্বীপে পঞ্চমে তু ক্ষীরোদপরিসংপ্লুতে।
প্রৈয়ব্রতো ঘৃতপৃষ্ঠঃ পতিরাসীন্মহাবলঃ ॥ ২৪ ॥

দ্বিগুণঞ্চোত্তরোত্তরম্। পূর্ব্বস্য যদ্বিস্তারমাণং উত্তরস্তদ্দ্বিগুণেন মানেনেত্যেবং সিন্ধুভ্যো বহিঃ সমন্ততঃ সপ্তদ্বীপাঃ পূর্ব্বোক্তভাগক্রমেণ সন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৭—২০ ॥

দ্বীপেক্ষুরসেত্যার্ষপ্রয়োগঃ। প্রৈয়ব্রতঃ প্রিয়ব্রতস্যাপত্যমিত্যর্থঃ। ইধ্মাদিজিহ্বকঃ ইধ্মজিহ্বঃ ॥ ২১—২৪ ॥

বেষ্টিত। মহারাজ প্রিয়ব্রত ইহাতে আগ্নীধ্রনামক পুত্রকে অধীশ্বর রূপে প্রতিষ্ঠাপিত করেন। তাহার পর, ইক্ষুসাগর পরিবৃত দ্বিতীয় প্লক্ষদ্বীপটিতে ইধ্মজিহ্বকে আধিপত্য প্রদান করেন; ঐ রূপ, সুরাসাগর পরিবেষ্টিত শাল্মলীদ্বীপের শাসনভার যজ্ঞবাহুর প্রতি অর্পণ করেন আর ঘৃতসাগর পরিবৃত কুশদ্বীপের অধীশ্বরত্বে হিরণ্যরেতাকে বরণ করিলেন। পরে মহাবলশালী ঘৃতপৃষ্ঠ নামক পুত্রটি ক্ষীরোদসমুদ্র পরিবেষ্টিত ক্রৌঞ্চদ্বীপের অধীশ্বর হইলেন। অনন্তর, মহারাজ প্রিয়ব্রত পুত্রপ্রবর মেধাতিথিকে দধিমণ্ডসাগর পরিবৃত শাকদ্বীপের আধিপত্য প্রদান করিলেন। সর্ব্বশেষে, বীতিহোত্রনামক পুত্রটি পিতার আজ্ঞাক্রমে অগাধজলরাশিসঙ্কুল পুষ্করদ্বীপের অধিপতি হইলেন। তদনন্তর, মহাপ্রভাব-সম্পন্ন রাজরাজেশ্বর প্রিয়ব্রত পুত্রগণকে এইরূপ যথারীতি বিভাগানুসারে পৃথিবীর আধি-

শাকদ্বীপে চারুতরে দধিমণ্ডোদসঙ্কুলে।
মেধাতিথিরভূদ্রাজা প্রিয়ব্রতসুতো বরঃ ॥ ২৫ ॥
পুষ্করদ্বীপকে শুদ্ধোদকসিন্ধুসমাকুলে।
বীতিহোত্রো বভূবাসৌ রাজা জনকসম্মতঃ ॥ ২৬ ॥
কন্যামূর্জ্জস্বতীনাম্নীং দদাবুশনসে বিভুঃ।
আসীত্তস্যাং দেবয়ানী কন্যা কাব্যস্য বিশ্রুতা ॥ ২৭ ॥
এবং বিভজ্য পুত্রেভ্যঃ সপ্তদ্বীপান্ প্রিয়ব্রতঃ।
বিবেকবশগো ভূত্বা যোগমার্গাশ্রিতোঽভবৎ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে প্রিয়ব্রতবংশবর্ণনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

(জনকেন প্রিয়ব্রতেন সম্মতঃ অনুজ্ঞাতঃ সন্নিত্যর্থঃ ॥ ২৫—২৬ ॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে অষ্টমস্কন্ধে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পত্য প্রদান করিয়া শেষে সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা উর্জ্জস্বতীকে ভগবান্ উশনার হস্তে সমর্পণ করিলেন। এই উর্জ্জস্বতীর গর্ভেই ভগবান্ শুক্রাচার্য্যের সর্ব্বলোকবিশ্রুতা দেবযানী নামে কন্যার উৎপত্তি হয়। রে বৎস! ভগবান্ স্বায়ম্ভুবপুত্র রাজেন্দ্রচূড়ামণি প্রিয়ব্রত পুত্র-সাতটির প্রতি সপ্তদ্বীপের আধিপত্যভার দিয়া এবং কন্যাটী যোগ্যপাত্রে সম্প্রদান করিয়া শেষে বিবেকপরবশ হইয়া যোগপথাশ্রয় করিলেন ॥ ১৬—২৮ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে প্রিয়ব্রতবংশ বর্ণন নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

দেবর্ষে! শৃণু বিস্তারং দ্বীপবর্ষবিভেদতঃ।
ভূমণ্ডলস্য সর্ব্বস্য যথা দেবপ্রকল্পিতম্॥ ১॥
সমাসাৎ সম্প্রবক্ষ্যামি নালং বিস্তরতঃ ক্বচিৎ
জম্বুদ্বীপঃ প্রথমতঃ প্রমাণে লক্ষযোজনঃ॥ ২॥
বিশালো বর্ত্তুলাকারো যথাব্জস্য চ কর্ণিকা।
নববর্ষাণি যস্মিংশ্চ নবসাহস্রযোজনৈঃ॥ ৩॥

অর্দ্ধাধিকৈশ্চ ত্রিংশদ্ভিঃ পদ্যৈরথ সবিস্তরম্।
ভূমণ্ডলস্য বিস্তারো যথাবদনুবর্ণ্যতে॥

অধুনা ভুবনকোষবিস্তারমাহ দেবর্ষে ইতি। অত্রাপি নারদস্য ভুবনকোষবিস্তারবিষয়কঃ প্রশ্নোঽনুমেয়ঃ। অন্যথাপৃষ্টবিষয়কোত্তরপ্রদানস্যাসঙ্গত্যাপত্তেঃ। দ্বীপবর্ষবিভেদতঃ। দ্বীপানি পূর্ব্বোক্তানি। বর্ষাণি জম্বুদ্বীপনবখণ্ডানি। তেষাং বিভেদেনেত্যর্থঃ। দেবেন পরমেশ্বরেণ কল্পিতম্॥ ১॥

জম্বুদ্বীপ ইতি। লক্ষযোজনো বিস্তীর্ণঃ। জম্বূস্ত্রীজম্বুজাম্ববমিতি কোশাজ্জম্বুশব্দো হ্রস্বান্তোপি কমলস্য কর্ণিকাবদস্তীত্যর্থঃ। পূর্ব্বাপরায়তং সূত্রমপি লক্ষযোজনং দক্ষিণোত্তরায়তমপি সূত্রং লক্ষযোজনম্॥ ২॥

নববর্ষাণীতি। তদয়ং সন্নিবেশপ্রকারঃ। পূর্ব্বাপরায়তদক্ষিণোত্তরায়তমধ্যসূত্রদ্বয়পাতোত্তরং সমং বর্ত্তুলং কৃত্বা পূর্ব্বাপররেখায়া উত্তরভাগে পূর্ব্বাপরায়তং সমাংশং রেখাত্রয়ং দদ্যাৎ। এবং দক্ষিণভাগেঽপি সমাংশং রেখাত্রয়ং দদ্যাৎ। তথা দক্ষিণোত্তররেখায়া উত্তরভাগে সমাংশভাগেনৈকাং রেখাং দক্ষিণভাগেঽপি সমাংশেনৈকাং রেখাং দদ্যাৎ পূর্ব্বাপরায়তং মধ্যং সূত্রং দক্ষিণোত্তরায়তং মধ্যং সূত্রঞ্চ মার্জ্জয়েদেবং কৃতে নবকোষ্ঠানি সম্পদ্যন্তে তানি নববর্ষাণি যাশ্চাষ্টৌ রেখাঃ পূর্ব্বাপরায়তাঃ ষট্। দক্ষিণে চোত্তরায়তে চ দ্বে

নারায়ণ কহিলেন, বৎস নারদ! তুমি নিজ তপঃপ্রভাবে সমস্ত দেবর্ষিবর্গের মধ্যেও প্রাধান্য লাভ করিয়াছ, অতএব তুমিই প্রকৃত গূঢ়তত্ত্ব শ্রবণের অধিকারী। সম্প্রতি আমি তোমার নিকট সেই বিশ্বনিয়ন্তা সর্ব্বৈশ্বর্য্যশক্তিমান্ পরমেশ্বরের বিরচিত এই সমগ্র ভূমণ্ডলের দ্বীপ ও বর্ষাদি বিভাগানুসারে বিস্তারের বিষয় অতি সঙ্ক্ষেপে বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। কেননা, কোন স্থলেই এ রূপ প্রাণী নাই যে, উহার সবিস্তার বর্ণনে সমর্থ হয়। প্রথম, জম্বুদ্বীপটির বিশালতা একলক্ষ যোজন পরিমিত জানিবে। পরন্তু, উহা কমলকর্ণিকার ন্যায় সর্ব্বতোভাবে বর্ত্তুলাকারে অবস্থিত; এই জম্বূদ্বীপ মধ্যে যে নয়টি বর্ষ আছে উহাদের পরিমাণ বিস্তারে ভদ্রাশ্ব আর কেতুমাল ব্যতিরেকে

আয়ামৈঃ পরিসংখ্যানি গিরিভিঃ পরিতঃ শ্রিতৈঃ।
অষ্টভির্দীর্ঘরূপৈশ্চ সুবিভক্তানি সর্ব্বতঃ ॥ ৪ ॥
ধনুর্ব্বৎসংস্থিতে জ্ঞেয়ে দেবর্ষে! দক্ষিণোত্তরে।
দীর্ঘাণি তত্র চত্বারি চতুরস্রমিলাবৃতম্ ॥ ৫ ॥
ইলাবৃত্তং মধ্যবর্ষং যন্নাভ্যাং সুপ্রতিষ্ঠিতঃ।
সৌবর্ণো গিরিরাজোঽয়ং লক্ষয়োজনমুচ্ছ্রিতঃ ॥ ৬ ॥
কর্ণিকারূপ এবায়ং ভূগোলকমলস্য চ।
মূর্দ্ধি দ্বাত্রিংশৎসহস্রযোজনৈর্বিততস্ত্বয়ম্ ॥ ৭ ॥
মূলে ষোড়শসাহস্রস্তাবতান্তর্গতঃ ক্ষিতৌ।
ইলাবৃতস্যোত্তরতো নীলঃ শ্বেতশ্চ শৃঙ্গবান্ ॥ ৮ ॥

রেখে। তা অষ্টৌ মর্য্যাদাপর্ব্বতাঃ। তানি বর্ষাণি আয়ামৈর্ব্বিস্তারৈর্নবসহস্রযোজনৈঃ পরিসংখ্যানি জ্ঞেয়ানীত্যর্থঃ। একৈকবর্ষস্য নবসহস্রযোজনো বিস্তার ইত্যর্থঃ। এতচ্চ ভদ্রাশ্বকেতুমালব্যতিরেকেণ দ্রষ্টব্যম্। তয়োশ্চতুস্ত্রিংশদ্‌যোজনসহস্রায়ামত্বাৎ। মধ্যস্থ-গিরীনাহ গিরিভিরিতি। দীর্ঘরূপৈঃ সমুদ্রপর্য্যন্তং গামিভিরষ্টমর্য্যাদাপর্ব্বতৈস্তানি বর্ষাণি প্রবিভক্তানীত্যর্থঃ ॥ ৩—৪ ॥

জম্বুদ্বীপস্য সন্নিবেশং স্বয়মেবাহ ধনুর্বৎসংস্থিতে ইতি। দক্ষিণোত্তরে। অন্তিমে দ্বে বর্ষে চত্বারি চতুরস্রেলাবৃতধনুরাকারবর্ষদ্বয়মধ্যস্থানীত্যর্থঃ। চতুরস্রমিতি। যদিলাবৃত্তং তচ্চতুরস্রং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

ইলাবৃত্তবর্ষমধ্যে মেরুসংস্থামাহ ইলাবৃত্তমিতি। নাভ্যাং মধ্যে ॥ ৬ ॥

ভূগোলরূপকমলস্যায়ং কর্ণিকাস্থানীয়ো মেরুরিত্যর্থঃ। মূর্দ্ধি মস্তকে বিততো বিস্তীর্ণঃ ॥৭॥

মূলেঽধোভাগে ষোড়শসহস্রঃ ষোড়শসহস্রযোজনপরিমিতবিস্তৃতিরিত্যর্থঃ। তাবতা-ষোড়শসহস্রযোজনমানেন চতুরশীতিযোজনসহস্রমানেন বহির্দৃশ্যতে এবং লক্ষযোজনো-ন্নাহঃ। মর্য্যাদাপর্ব্বতনামান্যাহ ইলাবৃত্তস্যেতি। উত্তরতঃ উত্তরস্যাং দিশি ॥ ৮ ॥

প্রত্যেকেরই নবসহস্র যোজন করিয়া জানিবে। আবার ঐ সমস্ত বর্ষের মধ্যে অতি বৃহৎ-কায় আটটি সীমাপর্ব্বত আছে ॥ ১—৪ ॥ ঐ সকল বর্ষের মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণপ্রান্তে দুইটি বর্ষ ধনুর আকারে অবস্থিত, আর চারিটি কেবল দীর্ঘাকার মাত্র; ইহাদের সকলের মধ্যস্থিত ইলাবৃত বর্ষটি চতুরস্র আকারে অবস্থিত। এই ইলাবৃত বর্ষের নাভিদেশে লক্ষ যোজন সমুচ্ছ্রিত পর্ব্বতরাজ সুবর্ণময় গিরি (সুমেরু) এই ভূগোলকমলের কর্ণিকাস্বরূপ হইয়া বিরাজ করিতেছেন। এই গিরিরাজের শিরোভাগ দ্বাত্রিংশৎ সহস্র যোজন (৩২ হাজার যোজন) বিস্তীর্ণ। বৎস! যদি চ পূর্ব্বে ইহাকে একলক্ষ যোজন উচ্ছ্রিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু তাহার সমস্ত ভাগ বহির্দৃশ্য নহে; কারণ, উহার ষোড়শ সহস্রযোজন পরিমিত মূলদেশ ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে; সুতরাং বাহ্যে চতুরশীতি সহস্রযোজন মাত্র পরিদৃশ্যমান জানিবে। বৎস! যে ইলাবৃত বর্ষের নাভিস্থলস্থ সুমেরুর কথা বলিলাম

ত্রয়ো বৈ গিরয়ঃ প্রোক্তা মর্য্যাদাবধয়স্ত্রিষু।
রম্যকাখ্যে তথা বর্ষে দ্বিতীয়ে চ হিরণ্ময়ে ॥ ৯ ॥
কুরুবর্ষে তৃতীয়ে তু মর্য্যাদাং ব্যঞ্জয়ন্তি তে।
প্রাগায়তা উভয়তঃ ক্ষারোদাবধয়স্তথা ॥ ১০ ॥
দ্বিসহস্রপৃথুতরাস্তথা একৈকশঃ ক্রমাৎ।
পূর্ব্বাৎপূর্ব্বাচ্চোত্তরস্যাং দশাংশাদধিকাংশতঃ ॥ ১১ ॥
দৈর্ঘ্য এব হ্রসন্তীমে নানানদনদীযুতাঃ।
ইলাবৃত্তাদ্দক্ষিণতো নিষধো হেমকূটকঃ ॥ ১২ ॥
হিমালয়শ্চেতি ত্রয়ঃ প্রাগ্বিস্তীর্ণাঃ সুশোভনাঃ।
অযুতোৎসেধভাজস্তে যোজনৈঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১৩ ॥

মর্য্যাদাবধয়ঃ। ত্রিষু বক্ষ্যমাণবর্ষেষু প্রোক্তা ইত্যর্থঃ। তেষাং ত্রয়াণাং নামান্যাহ রম্যকে প্রাগায়তাঃ পূর্ব্বতো দীর্ঘাঃ। উভয়তো মূলেঽগ্রভাগে চ। ক্ষারোদ এবাবধির্যেষাং তে তথোক্তাঃ ॥ ৯—১০ ॥

দ্বিসহস্রপৃথুতরাঃ দ্বিসহস্রযোজনবিস্তীর্ণাঃ। একৈকশঃ একস্মাদেকস্মাৎ পূর্ব্বাৎপূর্ব্বাচ্চুত্তরস্যাং দিশি দশাংশাদীষদধিকো যোঽংশস্তেন দৈর্ঘ্যে এব হ্রসন্তি তনুচ্চত্বে পৃথুত্বে বা। তদুক্তং বিষ্ণুপুরাণে। লক্ষপ্রমাণৌ দ্বৌ মধ্যে দশহীনাস্তথা পরে ইতি। এতদপি স্থূলদৃষ্ট্যৈবোক্তম্। তয়োরপি যথাবন্মধ্যত্বাভাবেন লক্ষপ্রমাণত্বাভাবাৎ ॥ ১১ ॥

দক্ষিণতো দক্ষিণস্যাং দিশি ॥ ১২ ॥

প্রাগ্বিস্তীর্ণাঃ প্রাগায়তাঃ। অযুতোৎসেধভাজঃ। অযুতযোজন উৎসেধ উচ্ছ্রায়া যেষাং অয়ঞ্চোৎসেধো নীলাদিপর্ব্বতানামপি বোধ্যঃ। নীলাদিপৃথুত্বং চৈষামপি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১৩ ॥

সেই ইলাবৃতবর্ষের উত্তরে নীলগিরি, শ্বেতগিরি আর শৃঙ্গবান্ গিরি এই তিনটি সীমা-পর্ব্বত ক্রমান্বয়ে রম্যক, হিরণ্ময় এবং কুরু, এই বর্ষত্রয়কে অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ইহারা পূর্ব্বদিক্ হইতে আয়ত হইয়া ক্রমশ মূল ও অগ্রভাগে লবণ সমুদ্র পর্য্যন্ত আসিয়া সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে ॥ ৫—১০ ॥ ঐ তিনটি সীমা পর্ব্বতের বিস্তার দুই সহস্র যোজন করিয়া জানিবে। উহাদের এক একটি ক্রমে পূর্ব্ব হইতে উত্তরদিগ্‌ভাগে দশ অংশের কিঞ্চিন্মাত্র অধিক পরিমাণে দীর্ঘতায় হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। বৎস! ঐ সকল গিরিবর হইতে কত যে নদ, নদী প্রসূত হইয়াছে, তাহা বর্ণন করিয়া উঠা অনায়াসসাধ্য নহে ॥ ১১ ॥ পূর্ব্ব উল্লিখিত ইলাবৃতবর্ষের দক্ষিণদিকে নিষধ, হেমকূট ও হিমালয় এই তিনটি সুদর্শনীয় পর্ব্বত পূর্ব্বদিক্ হইতে আয়ত হইয়া আসিয়াছে। ইহাদের সমুচ্ছ্রয় অযুতযোজন বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। ঐ তিন পর্ব্বত ক্রমান্বয়ে কিংপুরুষ ও ভারত-বর্ষকে অধিকার করিয়া সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে। আবার ঐ ইলাবৃত্তের পশ্চিমে মাল্যবান্ এবং পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে সর্ব্বশোভার আকরস্বরূপ গন্ধমাদন নীল ও নিষধ পর্ব্বত

হরিবর্ষং কিংপুরুষং ভারতঞ্চ যথাতথম্।
বিভাগাৎকথয়ন্ত্যেতে মর্য্যাদাগিরয়স্ত্রয়ঃ ॥ ১৪ ॥
ইলাবৃত্তাৎপশ্চিমতো মাল্যবান্নাম পর্ব্বতঃ।
পূর্ব্বেণ চ ততঃ শ্রীমান্ গন্ধমাদনপর্ব্বতঃ ॥ ১৫ ॥
আনীলনিষধং স্বেতৌ চায়তৌ দ্বিসহস্রতঃ।
য়োজনৈঃ পৃথুতাং যাতৌ মর্য্যাদাকারকৌ গিরী ॥ ১৬ ॥
কেতুমালাখ্যভদ্রাশ্ববর্ষয়োঃ প্রথিতৌ চ তৌ।
মন্দরশ্চ তথা মেরুর্ম্মন্দরশ্চ সুপার্শ্বকঃ ॥ ১৭ ॥
কুমুদশ্চেতি বিখ্যাতা গিরয়ো মেরুপাদকাঃ।
যোজনাযুতবিস্তারোন্নাহা মেরোশ্চতুর্দ্দিশম্ ॥ ১৮ ॥

হরিবর্ষাদীনাং ত্রয়াণামেতে মর্য্যাদাগিরয় ইত্যাহ হরিবর্ষমিতি। এতে ত্রয়ো গিরয়ো বর্ষত্রয়স্য মর্য্যাদাং কথয়ন্তি বোধয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

পশ্চিমতঃ পশ্চিমভাগে মাল্যবান্ পর্ব্বতঃ। পূর্ব্বেণ পূর্ব্বভাগে গন্ধমাদনঃ ॥ ১৫ ॥

অনয়োর্দৈর্ঘ্যমর্য্যাদামাহ আনীলনিষধস্বেতাবিতি। উভাবপি নীলনিষধপর্য্যন্তং দীর্ঘাবিত্যর্থঃ। অনয়োর্ব্বিস্তারমাহ দ্বিসহস্রতঃ দ্বিসহস্রযোজনৈঃ পৃথুতাং বিস্তরতাং প্রাপ্তাবিত্যর্থঃ। তাবেব কেতুমালভদ্রাশ্ববর্ষয়োর্মর্য্যাদাকারকৌ ॥ ১৬ ॥

নন্বেবং সতি পূর্ব্বাপররেখায়ামিলাবৃত্তবেষ্টিতো মেরুর্মধ্যে ততঃ পূর্ব্বাপরতো গিরিদ্বয়ং বর্ষদ্বয়ঞ্চ নাতঃপরমস্তি। দক্ষিণোত্তরতো রেখায়ান্তু তথৈবেলাবৃত্তবেষ্টিতো মধ্যে মেরুরুভয়তস্ত্রীণি ত্রীণি বর্ষাণি গিরয়শ্চ পূর্ব্বোক্তপরিমাণাঃ সন্তি তৎকথং সর্ব্বতো লক্ষপ্রমাণত্বং জম্বুদ্বীপস্যেতি চেদত্রোচ্যতে। মেরোঃ ষোড়শসহস্রাণি সর্ব্বতঃ স্থিতত্বাদিলাবৃত্তস্যাষ্টাদশ অন্যেষাং বর্ষাণাং চতুঃপঞ্চাশদ্গিরীণাং ষন্নাং দ্বাদশেত্যেবং দক্ষিণোত্তররেখায়াং তাবল্লক্ষং পূর্ব্বাপররেখায়ামপি সুমেরোরিলাবৃত্তস্য চতুস্ত্রিংশদ্গির্য্যোশ্চত্বারি শেষাণি দ্বিষষ্টিসহস্রাণি পূর্ব্বাপরবর্ষয়োর্দৈর্ঘ্যে দ্রষ্টব্যানি। ততো ন পূর্ব্বাপরবিরোধ ইতি শ্রীধরস্বামিনঃ। মেরোরবষ্টম্ভগিরীনাহ মন্দরশ্চেতি ॥ ১৭ ॥

মেরুপাদকা মেরোঃ পাদা ইত্যর্থঃ। যোজনাযুতেতি। অযুতযোজনপ্রমাণৌ বিস্তারোন্নাহৌ যেষাং বিস্তীর্ণমূৰ্দ্ধ্বা মেরোরবষ্টম্ভপাদেতে অবষ্টম্ভকা ইত্যুচ্যন্তে ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়া বিরাজমান রহিয়াছে। ঐ দুইটি সীমা নির্দ্দেশক পর্ব্বতের দীর্ঘতা ও বিস্তার দুই সহস্র যোজন জানিবে ॥ ১২—১৬ ॥ তদনন্তর, কেতুমাল ও ভদ্রাশ্ববর্ষকে অধিকার করিয়া মন্দর, সুপার্শ্বক ও কুমুদ প্রভৃতি পর্ব্বত সকল বিরাজিত রহিয়াছে, কিন্তু ইহারা সকলেই সুমেরুর পাদপর্ব্বত বলিয়া বিশ্রুত; ইহাদের উচ্ছ্রয় এবং বিস্তার অযুত যোজন, ইহারা মেরুর চতুঃপার্শ্বে অবষ্টম্ভকের ন্যায় বিরাজমান রহিয়াছে। ঐ সমস্ত পর্ব্বতোপরি চূত, জম্বু, কদম্ব ও ন্যগ্রোধ প্রভৃতি চারিটি শতযোজন পরিমিত বিশাল ও একাদশশত যোজন উচ্ছ্রিত আকাশস্পর্শী শাখীচতুষ্টয় সাক্ষাৎ ধ্বজযষ্টির ন্যায় দণ্ডায়মান

অবষ্টম্ভকরাস্তে তু সর্ব্বতোঽভিবিরাজিতাঃ।
এতেষু প্রাংশুঃ পাদপাশ্চূতজম্বুনী ॥ ১৯ ॥
কদম্বন্যগ্রোধ ইতি চত্বারঃ পর্ব্বতাস্থিতাঃ।
কেতবো গিরিরাজেষু একাদশশতোচ্ছ্রয়াঃ ॥ ২০ ॥
তাবদ্বিটপবিস্তারাঃ শতাখ্যপরিণাহিনঃ।
চত্বারশ্চ হ্রদাস্তেষু পয়োমধ্বিক্ষুসজ্জলাঃ ॥ ২১ ॥
যদুপস্পর্শিনো দেবা যোগৈশ্বর্য্যাণি বিন্দতে।
দেবোদ্যানানি চত্বারি ভবন্তি ললনাসুখাঃ ॥ ২২ ॥
নন্দনং চৈত্ররথকং বৈভ্রাজং সর্ব্বভদ্রকম্।
যেষু স্থিত্বামরগণা ললনাযূথসংযুতাঃ ॥ ২৩ ॥
উপদেবগণৈর্গীতমহিমানো মহাশয়াঃ।
বিহরন্তি স্বতন্ত্রাস্তে যথাকামং যথাসুখম্ ॥ ২৪ ॥

পূর্ব্বপশ্চিমৌ গিরী দক্ষিণোত্তরবিস্তারৌ দক্ষিণোত্তরৌ চ পূর্ব্বাপরবিস্তারৌ দ্রষ্টব্যৌ। সর্ব্বতো দশযোজনসহস্রাঙ্গাকারে স্থিলাবৃত্তলোপাৎ পূর্ব্বেণেলাবৃত্তমুপপ্লাবয়ন্তীত্যাদি বিরোধঃ স্যাৎ ॥ ১৯ ॥

কদম্বসহিতো ন্যগ্রোধ ইতি বিগ্রহঃ। গিরিরাজেষু চতুর্ষ্বেতে পাদপাঃ কেতবো ধ্বজরূপা ইত্যর্থঃ। একাদশশতোচ্ছ্রয়া একাদশশতযোজনোন্নতাঃ ॥ ২০ ॥

তাবৎপ্রমাণাবিটপবিস্তারা যেষাং শতাখ্যপরিণাহিনঃ শতযোজনঃ পরিণাহো বিস্তারো যেষাং ইদমুত্তরত্রাপ্যেবেতি। তেষ্বেব পর্ব্বতেষু হ্রদচতুষ্টয়মাহ পয়োমধ্বিতি। পয়ো হ্রদো মধু-হ্রদ ইক্ষুরসহ্রদঃ সজ্জলঃ মধুরজলহ্রদ ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

যদুপস্পর্শিনো যৎসেবিনঃ। তেষ্বেব পর্ব্বতেষু দেবোদ্যানান্যাহ দেবোদ্যানানীতি। ললনাসুখাঃ পুংস্ত্বমার্ষম্। স্ত্রীসুখকারীণীত্যর্থঃ ॥ ২২—২৩ ॥

রহিয়াছে; আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ সমস্ত বৃক্ষেরও যেরূপ বিশালতা, তাহাদের শাখা সকলও ঠিক সেই পরিমাণে বিস্তীর্ণ হইয়া দিগন্ত ব্যাপিয়া শোভা পাইতেছে; তাহার পর আবার উল্লিখিত পর্ব্বত চারিটিতে চারিটি সুদীর্ঘ হ্রদ বিদ্যমান রহিয়াছে। উহাদের মধ্যে একটী ক্ষীরময়, দ্বিতীয়টি মধুময়, তৃতীয়টি ইক্ষুরসময় আর চতুর্থটি বিমল মধুর জলময় জানিবে ॥ ১৭—২১ ॥ কেবল ইহাই নহে, তাহার পর আবার নন্দন, চৈত্ররথ, বৈভ্রাজক এবং সর্ব্বতোভদ্র নামক চারিটি বরারোহা-ললনাগণের সুখপ্রদ দেবোদ্যান শোভা পাইতেছে। বৎস! ঐ সমস্ত পর্ব্বতের মাহাত্ম্যের বিষয় অধিক কি বলিয়া জানাইব; অন্যের কথা দূরে থাকুক দেবগণও ঐ সকল পর্ব্বতের সমাশ্রয়ে যোগৈশ্বর্য্য লাভ করিয়া থাকেন। অতএব মহাত্মা দেবগণ সর্ব্বদা অসংখ্য ললনাগণ সমভিব্যাহারে ঐ সকল পর্ব্বতে বাস করিয়া গন্ধর্ব্ব ও কিন্নর প্রভৃতি উপদেবমুখে নিজ নিজ মহিমা

মন্দরোৎসঙ্গসংস্থস্য দেবচূতস্য মস্তকাৎ।
একাদশশতোচ্ছ্রায়াৎ ফলান্যমৃতভাঞ্জি চ ॥ ২৫ ॥
গিরিকূটপ্রমাণানি সুস্বাদূনি মৃদূনি চ।
তেষাং বিশীর্য্যমাণানাং ফলানাং সুরসেন চ ॥ ২৬ ॥
অরুণোদসবর্ণেন অরুণোদা প্রবর্ত্ততে।
নদী রম্যজলা পূর্ব্বং দৈত্যরাজপ্রপূজিতা ॥ ২৭ ॥
অরুণাখ্যা মহারাজ! বর্ত্ততে পাপহারিণী।
পূজয়ন্তি চ তাং দেবীং সর্ব্বকামফলপ্রদাম্ ॥ ২৮ ॥
নানোপহারবলিভিঃ কল্মষঘ্ন্যভয়প্রদাম্।
তস্যাঃ কৃপাবলোকেন ক্ষেমারোগ্যং ব্রজন্তি তে ॥ ২৯ ॥
আদ্যা মায়াতুলানন্তা পুষ্টিরীশ্বরমালিনী।
দুষ্টনাশকরী কান্তিদায়িনীতি স্মৃতা ভুবি ॥ ৩০ ॥

সুরসেনশোভনরসেনারুণোদসমানবর্ণেনারুণোদানামনদী প্রাদুর্ভূতেত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥
তত্রত্যাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সললনাস্তৎপর্ব্বতস্থিতাং শ্রীভগবতীমরুণাভিধাং সর্ব্বভাবেন সর্ব্বদোপাসয়ন্তীত্যাহ অরুণাখ্যেতি ॥ ২৮ ॥
কল্মষঘ্নী চাসাবভয়প্রদা চেতি কর্ম্মধারয়ঃ ॥ ২৯ ॥
যৈর্নামভিঃ পূজয়ন্তি তানি নামানি প্রাহ আদ্যা ব্রহ্মরূপিণী মায়া তদ্বিশিষ্টা ঈশ্বরঃ মালতে শোভয়তি তচ্ছীলা ॥ ৩০ ॥

প্রকাশক সঙ্গীত সকল শ্রবণ করিতে করিতে স্বীয় অভিলাষানুসারে পরমসুখে স্বৈরচারে বিহরণ করিয়া থাকেন। উহাদের মধ্যে গগনস্পর্শী মন্দর গিরির উপরিভাগে যে, একাদশ শতযোজন সমুচ্ছ্রিত দিব্য চূতবৃক্ষ আছে তাহার শিখরদেশ হইতে যে সমস্ত গিরিকূট প্রমাণ অতীব কোমল অমৃতসদৃশ সুস্বাদু ফল ভূতলে নিপতিত হয়, তাহাদের অরুণবর্ণরস-প্রভাবে অরুণোদা নামে একটী মহানদী সমুৎপন্ন হইয়াছে। তথায় দেবগণ সর্ব্বপাপরাশি-বিধ্বংসকারিণী সর্ব্বকাম-প্রদায়িনী অভয়প্রদা অরুণা নামে মহাদেবী ভগবতীকে বিবিধ উপহারাদি ও উল্লিখিত অরুণোদা নদীর রমণীয় জল দ্বারা সর্ব্বদাই ভক্তিভাবে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। বৎস! পূর্ব্বে দৈত্যরাজ চিরদিন এই মহামায়া অরুণাদেবীকে পূজা করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগের অধিকারী হইয়াছিলেন। যে কেহ ইহাঁর অর্চ্চনা করেন তাঁহারা অচিরকালমধ্যে সেই দেবীর কৃপাকটাক্ষে আরোগ্যাদি সর্ব্বতো মঙ্গল লাভ করিয়া থাকেন; এই জন্য জগতে সেই নিত্য পরব্রহ্ম সঙ্গতা আদ্যাশক্তি দেবীর নাম মহামায়া অতুলা অনন্তরূপিণী বিশ্বপালিনী দুষ্ট-

অস্যাঃ পূজাপ্রভাবেণ জাম্বূনদমুদাবহৎ ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টমস্কন্ধে ভুবনলোকবর্ণনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

এতস্যাঃ পূজাপ্রভাবেন জাম্বূনদং সুবর্ণমুদাবহন্নির্গতমিত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে অষ্টমস্কন্ধে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

বিনাশিনী ও কান্তিপ্রদা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাঁর পূজা প্রভাবে জাম্বূনদ নামে দিব্য সুবর্ণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে ॥ ২২—৩১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে ভুবনকোশবর্ণনে পর্ব্বত ও নদী প্রভৃতির উৎপত্তি নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

অরুণোদা নদী যা তু ময়া প্রোক্তা চ নারদ ! ।
মন্দরান্নিপতন্তী সা পূর্ব্বেণেলাবৃতং প্লবেৎ ॥ ১ ॥
যজ্জোষণাদ্ভবান্যাশ্চানুচরীণাং স্ত্রিয়ামপি।
যক্ষগন্ধর্ব্বপত্নীনাং দেহগন্ধবহোঽনিলঃ ॥ ২ ॥
বাসয়ত্যভিতো ভূমিং দশযোজনসংখ্যয়া।
এবং জম্বুফলানাঞ্চ তুঙ্গদেশনিপাতনাৎ ॥ ৩ ॥
বিশীর্য্যতামনস্থীনাং কুঞ্জরাঙ্গপ্রমাণিনাম্।
রসেন চ নদীজম্বুনাম্নী মেরুবাখ্যমন্দরাৎ ॥ ৪ ॥

দ্বাবিংশদ্ভির্মহাপদ্যৈরিতরক্রমবর্ণনম্।
দেবীনাং বর্ণনং সর্ব্বজনোপাস্তিশ্চ বর্ণ্যতে ॥

অরুণোদা অরুণো য আম্রফলরসঃ স এবোদকং যস্যাঃ সা অরুণোদা। পূর্ব্বেণেলাবৃত্ত-মিলাবৃত্তস্য পূর্ব্বভাগে প্লবেৎ গচ্ছেদিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥
তস্মিন্নিলাবৃত্তপূর্ব্বভাগে পরমেশ্বরেণ ক্রীড়ন্ত্যা ভবান্যা অনুচরীণাং যজ্জোষণাদ্যস্য রসস্য সেবনাদিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥
এবমেব জম্বুবৃক্ষস্য ফলানি পতন্তীত্যাহ এবং জম্বুফলেতি ॥ ৩ ॥
অনস্থীনামিতি সূক্ষ্মবীজানাম্। মেরুবাখ্যমন্দরান্মেরুমন্দরপর্ব্বতাদিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

নারায়ণ কহিলেন, বৎস নারদ ! আমি তোমায় যে অরুণোদা নদীর কথা বলিলাম, উহা মন্দরগিরি হইতে নিপতিত হইয়া ক্রমে ইলাবৃতবর্ষের পূর্ব্বদিক্ দিয়া গমন করিয়াছে। পবনদেব ঐ নদীর জল এবং দেবী ভবানীর সহচরীরূপা যক্ষ ও গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি উপদেবপত্নীদিগের সুরভিময় দেহ গন্ধ সমাকর্ষণপূর্ব্বক তত্রত্য ভূভাগের চতুর্দ্দিক্ দশ যোজন পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া সুবাসিত করিয়া থাকেন। আবার ঐ মন্দরগিরির উচ্চ শিখর-দেশ হইতে করিকায়প্রমাণ অতিসূক্ষ্ম অস্থিসমন্বিত জম্বুফল সকল নিপতিত হওয়ায় সেই বিশীর্য্যমাণ সদগন্ধ রসময় জম্বুফলের রসরাশিতে জম্বু নামে একটী নদী প্রাদুর্ভূত হইয়া ক্রমে ইলাবৃতবর্ষের দক্ষিণভাগ দিয়া গমন করিয়াছে; সেই স্থলস্থ দেবী ভগবতী ঐ জম্বুরসে পরিতুষ্ট হইয়া জম্বাদিনী নামে বিশ্রুত হইয়াছেন, তত্রত্য দেবলোক, নাগ-লোক ও ঋষিলোক সকল সর্ব্বদাই পরম ভক্তিসহকারে সেই সর্ব্ব-জীবহিতৈষিণী দয়াময়ী

পতন্তী ভূমিভাগে চ দক্ষিণেলাবৃতং গতা ।
দেবী জম্বূফলাস্বাদতুষ্টা জম্বাদিনী স্মৃতা ॥ ৫ ॥
তত্রত্যানাঞ্চ লোকানাং দেবনাগর্ষিরক্ষসাম্ ।
পূজনীয়পদা মান্যা সর্ব্বভূতদয়াকরী ॥ ৬ ॥
পাবনী পাপিনাং রোগনাশিনী স্মরতামপি ।
কীর্ত্তিতা বিঘ্নসংহর্ত্রী माननीয়া দিবৌকসাম্ ॥ ৭ ॥
কোকিলাক্ষী কামকলা করুণা কামপূজিতা ।
কঠোরবিগ্রহা ধন্যা নাকিমান্যা গভস্তিনী ॥ ৮ ॥
এভির্নামপদৈঃ কামং জপনীয়া সদা নৃণাম্ ।
জম্বূনদীরোধসোর্যা মৃত্তিকাতীরবর্ত্তিনী ॥ ৯ ॥
জম্বূরসেনানুবিধ্যমানা বায়্বর্কযোগতঃ ।
বিদ্যাধরামরস্ত্রীণাং ভূষণং বিবিধং মহৎ ॥ ১০ ॥
জাম্বূনদসুবর্ণঞ্চ প্রোক্তং দেববিনির্ম্মিতম্ ।
যৎসুবর্ণঞ্চ বিবুধা যোষিদ্ভিঃ কামুকাঃ সদা ॥ ১১ ॥

ইলাবৃতস্য দক্ষিণভাগে গতেত্যর্থঃ । তত্রত্যাঃ সর্ব্বেঽমরাস্তত্রস্থিতাঃ জম্বুফলাদনং ভক্ষণং কর্ত্রীং তচ্ছীলাং জম্বাদিনীনাম্নীং দেবীং ভগবতীমুপাসতে ইত্যাহ দেবীজম্বূফলেতি ॥ ৫—৭ ॥

নাকিমান্যা নাকিনো দেবাস্তেষাং মান্যা পূজ্যা ॥ ৮ ॥

রোধসোরুভয়তটয়োঃ ॥ ৯ ॥

বায়্বর্কযোগতো বায়্বর্কযোগজন্যপরিপাকেন সুবর্ণভূতা বিবিধং সুবর্ণং সৃজতীত্যর্থঃ ॥ ১০—১৩ ॥

দেবীর পাদপদ্ম পূজা করিয়া থাকেন। বৎস! বলিব কি? সেই দেবীর নাম স্মরণমাত্রেই রোগীর রোগনাশ ও পাপীর অশেষ পাপরাশি ভস্মীভূত হইয়া যায়; সেই জন্য দেবলোক পর্য্যন্তও সর্ব্বদা সেই সর্ব্ববিঘ্নবিনাশিনী দেবীর অর্চ্চনাপূর্ব্বক নাম সংকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এই দেবী উল্লিখিত জম্বূনদীর উভয় পুলিনদেশে প্রতিষ্ঠিত আছেন। মনুষ্যগণ যদি সেই দেবী মহামায়াকে কোকিলাক্ষী, করুণা, কামপূজিতা, কঠোরবিগ্রহা, দেবপূজ্যা, ধন্যা ও গভস্তিনী ইত্যাদি নাম উচ্চারণপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে জপ এবং অর্চ্চনা করিতে পারে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাদের ঐহিক ও পারত্রিকের সর্ব্বতোমঙ্গল লাভ হয় ॥ ১—৯ ॥ বৎস! পূর্ব্ব-উল্লিখিত জম্বূরসপ্লাব্যমানা ঐ জম্বূনদী বায়ু আর সূর্য্যরশ্মিযোগে নিরন্তর অমর ও বিদ্যাধর-ললনাদিগের ভূষণোপযোগী সুবর্ণের সৃষ্টি করিয়া থাকেন; সেই দৈবনির্ম্মিত সুবর্ণই লোকে

মুকুটং কটিসূত্রঞ্চ কেয়ূরাদীন্ প্রকুর্ব্বতে।
মহাকদম্বঃ সম্প্রোক্তঃ সুপার্শ্বে গিরিসংস্থিতঃ ॥ ১২ ॥
তস্য কোটরদেশেভ্যঃ পঞ্চধারাশ্চ যাঃ স্মৃতাঃ।
সুপার্শ্বে গিরিমূর্দ্ধ্নীহ পতন্ত্যেতা ভুবঙ্গতাঃ ॥ ১৩ ॥
মধুধারাপঞ্চ তাস্তু পশ্চিমেলাবৃতং প্লুতাঃ।
যাশ্চোপভুজ্যমানানাং দেবানাং মুখগন্ধভৃৎ।
বায়ুঃ সমন্ততো গচ্ছঞ্ছতযোজনবাসনঃ ॥ ১৪ ॥
ধারেশ্বরী মহাদেবী ভক্তানাং কার্য্যকারিণী ॥ ১৫ ॥
দেবপূজ্যা মহোৎসাহা কালরূপা মহাননা।
বসতে কর্ম্মফলদা কান্তারগ্রহণেশ্বরী ॥ ১৬ ॥
করালদেহা কালাঙ্গী কামকোটিপ্রবর্ত্তিনী।
ইত্যেতৈর্নামভিঃ পূজ্যা দেবী সর্ব্বসুরেশ্বরী ॥ ১৭ ॥
এবং কুমুদরূঢ়ো যো নাম্না শতবলো বটঃ।
তৎস্কন্ধেভ্যোঽধোমুখাশ্চ নদাঃ কুমুদমূর্দ্ধতঃ ॥ ১৮ ॥

পশ্চিমেলাবৃতম্। ছান্দসঃ প্রয়োগঃ। ইলাবৃতস্য পশ্চিমদেশে গতা ইত্যর্থঃ ॥১৪-১৭॥ কুমুদরূঢ়ঃ কুমুদপর্ব্বতস্থঃ। তৎস্কন্ধেভ্যঃ পঞ্চনদাঃ কুমুদপর্ব্বতমূর্দ্ধনি পতন্তীত্যর্থঃ ॥১৮॥

জাম্বূনদ নামে বিশ্রুত। যাহাতে কামার্ত্ত দেবগণ নিজ মনোহারিণীদিগের মুকুট, কটিসূত্র, (মেখলা) ও কেয়ূরাদি বিবিধ অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া থাকেন ॥ ১০—১১ ॥ বৎস! ইতিপূর্ব্বে তোমায় যে, সুপার্শ্ব নামক কুলপর্ব্বতের কথা বলিয়াছি, উহার উপরিভাগে একটি গগনস্পর্শী বিশাল কদম্বতরু আছে; ঐ মহাকদম্বের কোটরসমূহ হইতে পাঁচটি মধুরময় ধারা নিঃসৃত হইয়া সেই সুপার্শ্বগিরির শিখর দিয়া ভূতলে আসিয়া ক্রমে ইলাবৃতবর্ষের পশ্চিম ভাগকে সংপ্লাবিত করিয়াছে। রে বৎস! সেই মধুধারার প্রভাবের বিষয় অধিক কি বলিব, যাহার পান মাত্রে দেবগণেরও মুখ এতদূর সুরভিময় হইয়া উঠে যে, বিশ্বপাবন পবনদেব সেই সদ্গন্ধ বহন করিয়া শতযোজন পর্য্যন্ত সুবাসিত করিয়া থাকেন ॥ ১২—১৪ ॥ সেইস্থলে সমস্ত কর্ম্মফলসিদ্ধিপ্রদা ভক্তজন-মনোবাঞ্ছাপূর্ণকারিণী মহোৎসাহা কালরূপা মহাননা দেবপূজ্যা মহাদেবী ভগবতী ধারেশ্বরী তত্রত্য সমস্ত কান্তারপ্রদেশের অধিষ্ঠাত্রীরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন ॥ ১৫—১৬ ॥ সেই সর্ব্বসুরেশ্বরী দেবীকে দেবগণ "করালদেহা, কালাঙ্গী ও কামকোটিপ্রবর্ত্তিনী" এই সকল নাম উচ্চারণপূর্ব্বক পূজা করিয়া থাকেন। ঐ রূপ, কুমুদগিরির শিখরদেশে যে, শতবল নামক বিশাল বটবৃক্ষ আছে, তাহার স্কন্ধদেশনিঃসৃত ধারা সকল বহু সংখ্যক মহানদ-

পয়োদধিমধুঘৃতগুড়ান্নাদ্যম্বরাদিভিঃ ।
শয্যাসনাদ্যাভরণৈঃ সর্ব্বে কামদুঘাশ্চ তে ।
উত্তরেণেলাবৃতন্তে প্লাবয়ন্তি সমন্ততঃ ॥ ১৯ ॥
মীনাক্ষী তত্তলে দেবী দেবাসুরনিষেবিতা ॥ ২০ ॥
নীলাম্বরা রৌদ্রমুখী নীলালকযুতা চ সা ।
নাকিনাং দেবসঙ্ঘানাং ফলদা বরদা চ সা ॥ ২১ ॥
অতিমান্যাতিপূজ্যা চ মত্তমাতঙ্গগামিনী ।
মদনোন্মাদিনী মানপ্রিয়া মানপ্রিয়ান্তরা ॥ ২২ ॥
মারবেগধরা মারপূজিতা মারমাদিনী ।
ময়ূরবরশোভাঢ্যা শিখিবাহনগর্ভভূঃ ॥ ২৩ ॥
এভির্নামপদৈর্ব্বন্দ্যা দেবী সা মীনলোচনা ।
জপতাং স্মরতাং মানদাত্রী চেশ্বরসঙ্গিনী ॥ ২৪ ॥
তেষাং নদানাং পানীয়পানানুগতচেতসাম্ ।
প্রজানাং ন কদাচিৎ স্যাদ্বলীপলিতলক্ষণম্ ॥ ২৫ ॥

আভরণৈর্যুক্তাঃ পঞ্চনদা ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥
ইলাবৃতস্যোত্তরভাগে তে গচ্ছন্তীত্যর্থঃ। তত্রত্যামরৈরুপাস্যা মীনাক্ষী ভগবতী তত্র বর্ত্তত ইত্যাহ মীনাক্ষীতি ॥ ২০—২৫ ॥

রূপে পরিণত হইয়াছে ; ঐ সমস্ত নদের এমনি প্রভাব যে তাহারা তত্রত্য সুকৃতিভাজন পবিত্রাত্মা মানবদিগকে ক্ষীর, দধি, মধু, ঘৃত, গুড়, অন্ন, বসন, ভূষণ, আসন ও শয্যা প্রভৃতি ইচ্ছামত দ্রব্য সকল প্রদান করিয়া থাকে ; এই জন্য ঐ সকল নদ, লোকে কামদুঘ (কামনাপ্রদ) বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহারা ক্রমান্বয়ে তথা হইতে ভূভাগে আসিয়া ইলাবৃতবর্ষের উত্তরদিক্‌কে প্লাবিত করিতেছে ॥ ১৭—১৯ ॥ সেই স্থলে সুরাসুরনিষেবিত ভগবতী মীনাক্ষী বিরাজিত আছেন ; সেই নীলাম্বরা রৌদ্রমুখী নীলবর্ণ-অলকাবলী-পরিশোভিতা দেবী নিরন্তর স্বর্গবাসী দেবগণের কামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। যাঁহারা তাঁহাকে "অতিমান্যা, অতিপূজ্যা, মত্তমাতঙ্গগামিনী, মদনোন্মাদিনী, মানপ্রিয়া, মানপ্রিয়তরা, কন্দর্পবেগধরা, কামপূজিতা, কামনাপ্রদা, ময়ূরবরশোভাঢ্যা, শিখিবাহনগর্ভভূঃ!" ইত্যাদি নাম সকল উচ্চারণ ও স্মরণপূর্ব্বক অর্চনা বা বন্দনা করেন, সেই পরমেশ্বরের সহিত একাঙ্গরূপিণী দেবী মীনলোচনা তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে সম্মানিত ও অশেষ সুখভোগের অধিকারী করেন ॥ ২০—২৪ ॥ সেই সমস্ত নদের বিমল সলিলমাত্র পানানুরত প্রজাবর্গের শরীরে বলিপলিতাদি কোন চিহ্ন, ক্লান্তি, স্বেদ, দুর্গন্ধত্ব, জরাজীর্ণতা বা কোন রোগ কি অকাল মৃত্যু বা ভ্রান্তি প্রভৃতির কোন লক্ষণই দেখিতে

ক্লমস্বেদাদিদৌর্গন্ধ্যং জরাময়মৃতিভ্রমাঃ।
শীতোষ্ণবাতবৈবর্ণ্যং মুখোপপ্লবসঞ্চয়াঃ ॥ ২৬ ॥
নাপদশ্চৈব জায়ন্তে যাবজ্জীবং সুখং ভবেৎ।
নৈরন্তর্য্যেণ তৎস্থানে সুখং নিরতিশায়কম্ ॥ ২৭ ॥
তত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি সন্নিবেশঞ্চ তদ্গিরেঃ।
সুবর্ণময়নাম্নো বৈ সুমেরোঃ পর্ব্বতাঃ পৃথক্ ॥ ২৮ ॥
গিরয়ো বিংশতিপরাঃ কর্ণিকা যা ইবেহ তে।
কেসরীভূয় সর্ব্বেঽপি মেরোর্ম্মূলবিভাগকে ॥ ২৯ ॥
পরিতশ্চোপক্লৃপ্তাস্তে তেষাং নামানি শৃণ্বতঃ।
কুরঙ্গঃ কুরগশ্চৈব কুশুম্ভোঽথো বিকঙ্কতঃ ॥ ৩০ ॥
ত্রিকূটঃ শিশিরশ্চৈব পতঙ্গো রুচকস্তথা।
নিষধশ্চ শিতীবাসঃ কপিলঃ শঙ্খ এব চ ॥ ৩১ ॥
বৈদূর্য্যশ্চারুধিশ্চৈব হংসো ঋষভ এব চ।
নাগঃ কালঞ্জরশ্চৈব নারদশ্চেতি বিংশতিঃ ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে ভুবনকোষবর্ণনে পর্ব্বতনদ্যোৎপত্তির্নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

জরাময়য়োর্ম্মৃতির্মরণম্। মুখোপপ্লবো মুখরোগঃ ॥ ২৬—২৮ ॥
মূলবিভাগকে মূলদেশে কেসরীভূয় কমলকেসরসদৃশা অল্পপরিমাণা বিংশতির্গিরয়ঃ॥২৯-৩২॥
ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে অষ্টমস্কন্ধে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

পাওয়া যায় না; তাহাদের শীত গ্রীষ্ম বা বাতবর্ষাদি-জন্য উপদ্রব, মুখবিকৃতি বা বিবর্ণতাদি কিছুই লক্ষিত হয় না; ফলতঃ, তাহারা যাবজ্জীবন নিরন্তর নিরতিশয় সুখ-ভাগী ভিন্ন কখনই কোন বিপদের মুখ দর্শন করে না ॥ ২৫—২৭ ॥ বৎস! ইহার পর আমি তোমাকে সেই পূর্ব্বোল্লিখিত স্বর্ণময় সুমেরুগিরির সন্নিবেশ এবং তাহার মূলভাগে চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া কর্ণিকা-কেশরের ন্যায় যে, অপর কুড়িটি পর্ব্বত আছে, তাহাদেরও নাম সকল ক্রমান্বয়ে বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রথম কুরঙ্গ, তাহার পর কুরগ, কুশুম্ভ, বিকঙ্কত, ত্রিকূট, শিশির, পতঙ্গ, রুচক, নিষধ, শিতীবাস, কপিল, শঙ্খ, বৈদূর্য্য, চারুধি, হংস, ঋষভ, নাগ, কালঞ্জর, পরিশেষে নারদ নামক নগবরটিকে লইয়া বিংশতি সংখ্যার পূর্ণতা হইয়াছে ॥ ২৮—৩২ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে নদ ও সুমেরু প্রভৃতি পর্ব্বত বৃত্তান্ত বর্ণন নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

গিরী মেরুঞ্চ পূর্ব্বেণ দ্বৌ চাষ্টাদশযোজনৈঃ।
সহস্রৈরায়তৌ চোদক্ দ্বিসহস্রং পৃথূচ্চকৌ॥ ১॥
জঠরো দেবকূটশ্চ তাবেতৌ গিরিবর্য্যকৌ।
মেরোঃ পশ্চিমতোঽদ্রী দ্বৌ পবমানস্তথাপরঃ॥ ২॥
পারিযাত্রশ্চ তৌ তাবদ্বিখ্যাতৌ তুঙ্গবিস্তরৌ।
মেরোর্দ্দক্ষিণতঃ খ্যাতৌ কৈলাসকরবীরকৌ॥ ৩॥
প্রাগায়তৌ পূর্ব্ববত্তৌ মহাপর্ব্বতরাজকৌ।
এবঞ্চোত্তরতো মেরোস্ত্রিশৃঙ্গমকরৌ গিরী॥ ৪॥
এতৈশ্চাদ্রিবরৈরষ্টসংখ্যৈঃ পরিবৃতো গিরিঃ।
সুমেরুঃ কাঞ্চনগিরিঃ পরিভ্রাজনুবির্যথা॥ ৫॥

সপ্তাধিকৈশ্চ ত্রিংশদ্ভির্মহাপদ্যৈরতঃপরম্।

মূলাদূর্দ্ধং মহামেরোর্বর্ণনং সম্যগুচ্যতে॥

মেরুং পূর্ব্বেণ মেরোঃ পূর্ব্বভাগে দ্বৌ গিরী। অষ্টাদশযোজনৈঃ সহস্রৈঃ সহস্রাখ্যৈরষ্টাদশসহস্রযোজনমিত্যর্থঃ। উদক্ উদগায়তৌ তাবেব দ্বিসহস্রং পৃথূচ্চকৌ ভবত ইত্যর্থঃ। চতুর্দ্দিক্ষু মেরুমূলাদ্‌যোজনসহস্রং ত্যক্ত্বা বহ্নেঃ পরিধয় ইব জঠরদেবকূটাদয়স্তিষ্ঠন্তি অতোঽষ্টাদশযোজনসহস্রং পরিমাণমত্রোক্তম্। বৈষ্ণবাদিপুরাণেষু পরিমাণাদি যৎপুনরন্যথা বর্ণিতং তত্তু কল্পভেদাদ্যপেক্ষয়া॥ ১—৩॥

প্রাগায়তৌ পূর্ব্বদিশি দীর্ঘৌ॥ ৪—৫॥

নারায়ণ কহিলেন, তাহার পর সুমেরুর পূর্ব্বদিকে জঠর ও দেবকূট নামে যে দুইটি গিরিবর আছে, তাহাদের উত্তর ভাগের আয়তন অষ্টাদশ সহস্রযোজন আর উচ্ছ্রয় এবং বিশালতা দুই সহস্রযোজন জানিবে। আবার ঐ মেরুপর্ব্বতের পশ্চিমভাগে পবমান ও পারিযাত্র নামে যে, অপর দুই বৃহৎকায় নগবর আছে, তাহাদের উভয়েরই বিস্তার বা উচ্চতার বিষয় জগতের সর্ব্বত্রই বিশ্রুত; ঐ রূপ মেরুর দক্ষিণে পূর্ব্বভাগ সমুচ্ছ্রিত গিরিরাজ কৈলাস ও করবীর এই দুই মহাগিরি বিরাজমান রহিয়াছে; তাহার পর উহার উত্তরভাগে শৃঙ্গগিরি আর মকরগিরি নামক দুই মহান্ পর্ব্বত জাজ্বল্যমানরূপে বিরাজ করিতেছে। বৎস! এই আটটি গিরিবর-পরিবৃত্ত কাঞ্চনময় সুমেরু যেন বিভ্রাজমান

মেরোর্মূর্দ্ধনি ধাতুর্হি পুরী পঙ্কজজন্মনঃ।
মধ্যতশ্চোপক্ৢপ্তেয়ং দশসাহস্রযোজনৈঃ॥ ৬॥
সমানচতুরস্রাঞ্চ শাতকৌম্ভময়ীং পুরীম্।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ পরাবরবিদো বুধাঃ॥ ৭॥
তাং পুরীমনুলোকানামষ্টানামীশিষাং পরাঃ।
পুর্য্যঃ প্রখ্যাতসৌবর্ণরূপাস্তাশ্চ যথাদিশম্॥ ৮॥
যথারূপং সার্দ্ধনেত্রসহস্রপ্রমিতাঃ কৃতাঃ।
মেরৌ নব পুরাণি স্যুর্মনোবত্যমরাবতী॥ ৯॥
তেজোবতী সংযমনী তথা কৃষ্ণাঙ্গনাপরা।
শ্রদ্ধাবতী গন্ধবতী তথা চান্যা মহোদয়া॥ ১০॥
যশোবতী চ ব্রহ্মেন্দ্রবহ্ন্যাদীনাং যথাক্রমম্।
তত্রৈব যজ্ঞলিঙ্গস্য বিষ্ণোর্ভগবতো বিভোঃ॥ ১১॥

পঙ্কজজন্মনশ্চতুরাননস্য॥ ৬—৭॥

তাং পুরীমনুলক্ষীকৃত্যাষ্টানাং লোকানামীশিষামষ্টলোকেশ্বরাণাং পরা ভিন্নাঃ পুর্য্যঃ যথাদিশং প্রাচ্যাদিদিক্ষু॥ ৮॥

যথারূপং যস্য দিক্‌পালস্য যথাশরীরবর্ণস্তৎসমানবর্ণাঃ। সার্দ্ধনেত্রসহস্রপ্রমিতাঃ সার্দ্ধদ্বিসহস্রপ্রমাণেন পরিচ্ছিন্নাঃ। তাসাং নামান্যাহ মেরৌ নবপুরাণীতি। অষ্টদিক্‌পালানামষ্টৌ ব্রহ্মণশ্চৈকমিতি নবেত্যর্থঃ॥ ৯—১০॥

গঙ্গাসন্নিবেশমাহ তত্রৈবেতি। মেরোর্মূর্দ্ধনীত্যর্থঃ। যজ্ঞলিঙ্গস্য বলের্যজ্ঞে লিঙ্গং ত্রিবিক্রমমূর্ত্তির্যস্য॥ ১১॥

দেব দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতেছে॥ ১—৫॥ পূর্ব্ব বর্ণিত সুমেরুশিখরের ঠিক মধ্যভাগে বিশ্ববিধাতা পদ্মযোনির দশসহস্রযোজন-পরিমিত দিব্য একটী পুরী বিরাজ করিতেছে। পরাবরতত্ত্বাভিজ্ঞ মহাত্মা পণ্ডিতগণ সেই ব্রহ্মপুরীকে সমচতুষ্কোণবর্ত্তিনী এবং সর্ব্বত্র হেমময়ী বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন॥ ৬—৭॥ সুমেরুর উপরিভাগে ব্রহ্মপুরীর অনুগত জগৎ প্রসিদ্ধ আর আটটী স্বর্ণরূপা পুরী অষ্টলোকপালদিগের ভোগ্যরূপে ব্যবস্থিত হইয়া বিরাজ করিতেছে; সেই সকল পুরী স্বীয় স্বীয় অধিষ্ঠাতা লোকপাল প্রভুর রূপাদি অনুসারে পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ প্রভৃতি দিক্‌চতুষ্টয় এবং অগ্নি, বায়ু, নৈর্ঋত ও ঈশানাদি চারিটি কোণকে অধিকার করিয়া শোভা পাইতেছে। উল্লিখিত পুরী আটটীর প্রত্যেকেরই পরিমাণ সার্দ্ধ দুই সহস্রযোজন করিয়া জানিবে; ফল কথা, ব্রহ্মপুরীকে লইয়া নয়টী পুরীই সুমেরুশিখরে বিদ্যমান আছে॥ ৮—৯॥ রে বৎস নারদ! এক্ষণে তোমাকে ঐ সমস্ত পুরীর নাম সকল ক্রমান্বয়ে বলিতেছি শ্রবণ কর।

বামপাদাঙ্গুষ্ঠনখনির্ভিন্নস্য চ নারদ ! ।
অণ্ডোর্দ্ধভাগরন্ধ্রস্য মধ্যাৎ সংবিশতী দিবঃ ॥ ১২ ॥
মূর্দ্ধন্যবততারেয়ং গঙ্গা সংবিশতী বিভোঃ ।
লোকানামখিলানাঞ্চ পাপহারিজলাকুলা ॥ ১৩ ॥
ইয়ঞ্চ সাক্ষাদ্ভগবৎপদী লোকেষু বিশ্রুতা ।
কালেন মহতা সা তু যুগসাহস্রকেণ তু ॥ ১৪ ॥
দিবো মূর্দ্ধানমাগত্য দেবী দেবনদীশ্বরী ।
যত্তদ্বিষ্ণুপদং নাম স্থানং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্ ॥ ১৫ ॥
ঔত্তানপাদির্যত্রাস্তে ধ্রুবঃ পরমপাবনঃ ।
ভগবৎপাদযুগলং পদ্মকোশরজোদধৎ ॥ ১৬ ॥

বিষ্ণোর্বামপাদাঙ্গুষ্ঠনখেন নির্ভিন্নো যোঽণ্ডকটাহস্তস্যোর্দ্ধভাগস্তেন পতিতং যদ্রন্ধ্রং তস্য রন্ধ্রস্য মধ্যাৎ সংবিশন্ত্যন্তঃ প্রবিষ্টা দিবো মূর্দ্ধন্যবততারেয়ং গঙ্গা ॥ ১২ ॥
সংবিশতী সংস্রবতী ॥ ১৩ ॥
যুগসাহস্রকেণ কালেন বহুকালেনেত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥
আগত্য স্থিতেত্যর্থঃ। কোঽসৌ দিবো মূর্দ্ধা তদাহ যত্তদ্বিষ্ণুপদমিতি ॥ ১৫ ॥
উত্তানপাদস্যাপত্যম্ ॥ ১৬ ॥

প্রথম মনোবতী, দ্বিতীয় অমরাবতী, তৃতীয় তেজোবতী, তাহার পর সংযমনী, পঞ্চম কৃষ্ণাঙ্গনা, তদনন্তর শ্রদ্ধাবতী, পরে গন্ধবতী, তাহার পর মহোদয়া আর নবমটী যশোবতী নামে প্রসিদ্ধ। বৎস! ঐ সকল পুরীর অধিষ্ঠাতা ক্রমানুসারে ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও বহ্নি প্রভৃতি দিক্‌পাল সমস্ত। বৎস ! ভগবান্ বিষ্ণু যখন সুররাজ্য প্রত্যাহরণকামনায় ছদ্ম-বামন-বেশে দৈত্যপতি বলির যজ্ঞে গিয়া ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি ধারণ করেন, সেই সময় তাঁহার উর্দ্ধস্থ বামপদের নখদ্বারা বিদীর্ণ হইয়া ব্রহ্মাণ্ড কটাহের উর্দ্ধভাগে যে, একটি রন্ধ্র উৎপন্ন হয়, যিনি অখিল লোকের পাপসংহারক বিমল সলিলসঙ্কুলা ভগবতী গঙ্গানামে প্রসিদ্ধা, ইনি ঐ রন্ধ্রপথ দিয়া স্রোতস্বিনীরূপে ক্রমে ত্রিপিষ্টপধামের শিরোভাগে আসিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন ; এই জন্যই ইনি ত্রিলোকমধ্যে সাক্ষাৎ বিষ্ণুপদী বলিয়া বিশ্রুতা। পরন্তু সর্ব্ব নদীর ঈশ্বরী স্বরূপা এই সুরনদী গঙ্গাদেবী যে, কত সহস্র যুগের পর স্বর্গশিখরে আসিয়া নিপতিত হন্ তাহার নিশ্চয় করা প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার বলিয়াই জানিবে। বৎস ! সেই ত্রিপিষ্টপ-শিরোভাগের মধ্যে যে স্থলটী বিষ্ণুধাম বলিয়া বিশ্রুত, লোকপাবনী গঙ্গাদেবী প্রথমে সেই স্থলে আসিয়া প্রাদুর্ভূতা হয়েন ; যে স্থলে পরম পবিত্রাত্মা উত্তানপাদ-বংশাবতংস ধ্রুব ভগবান্ বিষ্ণুর যুগলচরণ সরোরুহ কোশপরাগ হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক অদ্যাপিও বিরাজমান রহিয়াছেন ; ফলতঃ সেই রাজর্ষি অচলা পদবীর সমাশ্রয় প্রাপ্ত

অদ্যাপ্যাস্তে স রাজর্ষিঃ পদবীমচলাং শ্রিতঃ।
তত্র সপ্তর্ষয়স্তস্য প্রভাবজ্ঞা মহাশয়াঃ॥ ১৭॥
প্রদক্ষিণং প্রক্রমন্তি সর্ব্বলোকহিতেপ্সবঃ।
আত্যন্তিকী সিদ্ধিরিয়ং তপতাং সিদ্ধিদায়িনী।
আদ্রিয়ন্তে চ শিরসা জটাজূটোষিতেন চ॥ ১৮॥
ততো বিষ্ণুপদাদ্দেবী নৈকসাহস্রকোটিভিঃ॥ ১৯॥
বিমানৈরাকুলে দেবযানেঽবতরতী চ সা।
চন্দ্রমণ্ডলমাপ্লাব্য পতন্তী ব্রহ্মসদ্মনি॥ ২০॥
চতুর্দ্ধা ভিদ্যমানা সা ব্রহ্মলোকে চ নারদ!।
চতুর্ভির্নামভির্দেবী চতুর্দিশমভিক্রতা॥ ২১॥
সরিতাঞ্চ নদীনাঞ্চ পতিমেবাম্বপদ্যত।
সীতা চালকনন্দা চ চতুর্ভদ্রেতি নামভিঃ॥ ২২॥

গঙ্গা প্রথমতো বহুকালেন ধ্রুবমণ্ডলমাগতেত্যর্থঃ। তত্র ধ্রুবমণ্ডলে যে সপ্তর্ষয়ঃ প্রদক্ষিণাং কুর্ব্বন্তি তে তস্য গঙ্গাপ্রবাহস্য প্রভাবজ্ঞা আত্যন্তিকী মোক্ষসিদ্ধিরিয়ং তপতাং তপস্বিনাং ভবতি সিদ্ধিদায়িনীতি মত্বা জটাজূটৈরুষিতেন যুক্তেন শিরসা তাং গঙ্গামাদ্রিয়ন্তে নিত্যং স্নানং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ॥ ১৭—২০॥

চন্দ্রমণ্ডলাৎ ব্রহ্মলোকে পতনসময়ে চত্বারঃ প্রবাহা জাতা ইত্যাহ চতুর্দ্ধেতি। অভিক্রতা গতা॥ ২১॥

তস্মাৎ পতিতা যে চত্বারঃ প্রবাহাস্তেষাং চত্বারি নামান্যভবন্। সর্ব্বে প্রবাহাঃ সমুদ্রং গতা ইত্যাহ সরিতাঞ্চেতি। নামান্যাহ সীতা চেতি॥ ২২॥

হইয়াছেন সুতরাং তাঁহার যে, আর কখন অধোগতি হইবে এরূপ প্রতীতি হয় না। বৎস! সেই ধ্রুবমণ্ডলবাসী সর্ব্বলোকহিতৈষী মহাত্মা সপ্তর্ষিগণ তত্রত্য গঙ্গাদেবীর প্রবাহের যে, কি অনির্ব্বচনীয় মাহাত্ম্য তাহা সর্ব্বতোভাবে জানিয়াই তাঁহারা সর্ব্বদাই তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন, এবং তাপসদিগের "ইহাই আত্যন্তিকী মোক্ষসিদ্ধির উপায় স্বরূপ" এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞানে তাঁহারা পরমাদর সহকারে জটাজূট বিভূষিত মস্তক সমেত সেই মহামহিমময় প্রবাহে নিত্য অবগাহন করিয়া থাকেন॥ ১০—১৮॥ বৎস নারদ! তাহার পর যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। তদনন্তর সেই গঙ্গাদেবী বৈষ্ণবধাম ধ্রুবমণ্ডল হইতে কোটি কোটি বিমানসঙ্কুল দিব্যযানে অবতীর্ণ হইয়া সমস্ত চন্দ্রমণ্ডলকে আপ্লাবিত করিতে করিতে ক্রমে ব্রহ্মলোকে নিপতিত হন, তখন তিনি তথায় সীতা, অলকনন্দা, ভদ্রা ও চতুর্ভদ্রা এই চারিটি নাম ধারণপূর্ব্বক চতুর্ধারায় নিঃসৃত হইয়া নানা দেশ ও গিরি কাননাদি সংপ্লাবিত করিতে করিতে পরিশেষে সরিৎপতি জলনিধিতে সম্মিলিত হইয়াছেন। বৎস! পূর্ব্বে আমি তোমার নিকট যে সকল পর্ব্বতকে

সীতা চ ব্রহ্মসদনাচ্ছিখরেভ্যঃ ক্ষমাভৃতাম্ ।
কেসরাভিধনাম্না চ প্রস্রবন্তী চ স্বর্ণদী ॥ ২৩ ॥
গন্ধমাদনমূর্দ্ধ্নীহ পতিতা পাপহারিণী ।
অন্তরেণ তু ভদ্রাশ্ববর্ষং প্রাচ্যাং সমাগতা ॥ ২৪ ॥
ক্ষারোদধিং গতা সা তু হ্যনদী দেবপূজিতা ।
ততো মাল্যবতঃ শৃঙ্গাদ্দ্বিতীয়া পরিনির্গতা ॥ ২৫ ॥
ততো বেগবতী ভূত্বা কেতুমালং সমাগতা ।
চক্ষুর্নাম্নী দেবনদী প্রতীচ্যাং দিশ্যুপাগতা ॥ ২৬ ॥
সরিতাং পতিমাবিষ্টা সা গঙ্গা দেববন্দিতা ।
ততস্তৃতীয়া ধারা তু নাম্না খ্যাতা চ নারদ ! ॥ ২৭ ॥
পুণ্যা চালকনন্দা বৈ দক্ষিণেনাজভূপদাৎ ।
বনানি গিরিকূটানি সমতিক্রম্য চাগতা ॥ ২৮ ॥
হেমকূটং গিরিবরং প্রাপ্তাতোঽপীহ নির্গতা ।
অতিবেগবতী ভূত্বা ভারতঞ্চাগতা পরা ॥ ২৯ ॥

সীতানাম্নী গঙ্গা ব্রহ্মসদনান্নির্গতা পূর্ব্বং প্রোক্তা যে ক্ষমাভৃতঃ পর্ব্বতাঃ কেসরাভিধনামানঃ সুমেরুকর্ণিকাকেসরভূতাস্তেষাং শিখরেভ্যঃ প্রস্রবন্তী গন্ধমাদনপর্ব্বতমূর্দ্ধনি পতিতেত্যন্বয়ঃ। কেসরাচলানাং সমানোচ্ছ্রায়ত্বাৎ প্রথমং তেষামাদিশিখরেষু মুখ্যশৃঙ্গেষু পততি। তেভ্যোঽধোঽধঃপ্রস্রবন্তী সতী ॥ ২৩ ॥
ভদ্রাশ্ববর্ষস্যান্তরেণ মধ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২৪—২৭ ॥
অজভূর্ব্রহ্মা তস্য পদাৎ সদনাদিত্যর্থঃ ॥ ২৮—২৯ ॥

সুমেরুকর্ণিকার কেশরস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলাম; সর্ব্বপাপসংহারিণী সীতা নামে প্রসিদ্ধা ধারাটী ব্রহ্মলোক হইতে নিপতনকালে ঐ সমস্ত গিরিশিখর দিয়া ক্রমে আসিয়া গন্ধমাদন মস্তকে পতিতা হইয়াছেন; তাহার পর সেই সুরপূজ্যা স্বর্গনদী তথা হইতে পরিশেষে ভদ্রাশ্ববর্ষকে সংপ্লাবিত করিতে করিতে পূর্ব্বদিক্ দিয়া ক্ষারসমুদ্রে আসিয়া সংমিলিত হইয়াছেন। তাহার পর, চক্ষু নামে দ্বিতীয় ধারাটী মাল্যবান্‌শৃঙ্গ হইতে নিঃসৃত হইয়া ক্রমশ প্রচণ্ডবেগ ধারণপূর্ব্বক কেতুমালবর্ষ দিয়া পশ্চিম সাগরে সঙ্গত হইয়াছেন ॥ ১৯—২৬ ॥ অনন্তর, পরম পবিত্রময়ী অলকনন্দা নামে তৃতীয় ধারাটী ব্রহ্মলোক হইতে নির্গত হইয়া গিরিকূট ও অরণ্য প্রভৃতি অতিক্রমপূর্ব্বক প্রথমে হেমকূটে আসিয়া নিপতিত হয়েন; পরে, তিনি ভারতবর্ষ মধ্য দিয়া মহাবেগে দক্ষিণসাগরে গিয়া সংমিলিত হইয়াছেন। বৎস! এই পূতসলিলা ধারার মহিমার কথা অধিক আর

দক্ষিণং জলধিং প্রাপ্তা তৃতীয়া সা সরিদ্বরা।
যস্যাঃ স্নানায় সরতাং মনুজানাং পদে পদে ॥ ৩০ ॥
রাজসূয়াশ্বমেধাদি ফলন্তু ন হি দুর্ল্লভম্।
ততশ্চতুর্থী ধারা তু শৃঙ্গবৎপর্ব্বতাৎ পুনঃ ॥ ৩১ ॥
ভদ্রাভিধা সংস্রবন্তী কুরূন্ সন্তর্প্য চোত্তরান্।
সমুদ্রং সমনুপ্রাপ্তা গঙ্গা ত্রৈলোক্যপাবনী ॥ ৩২ ॥
অন্যে নদাশ্চ নদ্যশ্চ বর্ষেবর্ষেঽপি সন্তি হি।
বহুশো মেরুমন্দারপ্রসূতাশ্চৈব নারদ! ॥ ৩৩ ॥
তত্রাপি ভারতং বর্ষং কর্ম্মক্ষেত্রমুশন্তি হি।
অন্যানি চাষ্টবর্ষাণি ভৌমস্বর্গপ্রদানি চ ॥ ৩৪ ॥
স্বর্গিণাং পুণ্যশেষস্য ভোগস্থানানি নারদ!।
পুরুষাণাঞ্চায়ুতায়ুর্বজ্রাঙ্গা দেবসন্নিভাঃ ॥ ৩৫ ॥

স্নানায় স্নানার্থং সরতাং গচ্ছতাম্ ॥ ৩০—৩১ ॥
সমুদ্রমুত্তরসমুদ্রম্ ॥ ৩২—৩৪ ॥
ভৌমস্বর্গপ্রদানি চেত্যস্যার্থং স্বয়মেবাহ স্বর্গিণামিতি। তত্রত্যং ভোগমাহ পুরুষাণামিতি ॥ ৩৫ ॥

কি বলিব, যাঁহার বিমল প্রবাহে অবগাহন কামনায় যাত্রা করিলে ধর্ম্মাত্মা মানবের পদে পদে রাজসূয় বা অশ্বমেধ প্রভৃতি মহাযজ্ঞজনিত ফলও দুর্লভ বলিয়া বোধ হয় না। বৎস! ত্রৈলোক্যপাবনী গঙ্গাদেবীর ভদ্রা নামে প্রসিদ্ধা চতুর্থ ধারাটী শৃঙ্গবান্ শিখর হইতে স্রোতস্বতী হইয়া উত্তর কুরুপ্রদেশস্থ জনগণের তৃপ্তিসাধনপূর্ব্বক অগাধ জলধিজলে যাইয়া সঙ্গত হইয়াছেন ॥ ২৭—৩২ ॥ নারদ! যাহা বলিলাম, ইহা ব্যতীত আরও বহু সংখ্যক নদ বা নদী সকল মেরু ও মন্দর প্রভৃতি গিরিবর হইতে প্রসূত হইয়া নানা বর্ষবাসী প্রাণিবর্গের তৃপ্তিসাধন করিতেছে; কিন্তু সকল বর্ষের মধ্যে কেবল এই ভারতবর্ষটীই কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া বিশ্রুত। বৎস! অপর আটটি বর্ষ ভূতলস্থ হইয়াও স্বর্গসুখপ্রদ বলিয়া জানিবে; তাহার কারণ এই যে, স্বর্গভোগি-মানবদিগের ভোগাবসান হইলে, তাহারা ঐ সকল বর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ করে; তত্রত্য মানবগণ সকলেই দশসহস্র বর্ষ জীবিত থাকে, তাহাদের শরীর বজ্রসদৃশ সারবান্ এবং সকলেই অযুত হস্তিতুল্য বলশালী। এই জন্য কেহই অল্প সুরত সম্ভোগে পরিতৃপ্ত হয় না; সুতরাং সকল পুরুষই কলত্রাদি লইয়া পরম সুখে কালাতিবাহিত করিয়া থাকে। বৎস! কেবল যে, পুরুষগণই এইরূপ সুখভোগী তাহা নহে; সে স্থলের ললনাকুলও চিরযুবতী তাহারা এক বৎসরের অল্প বয়সেও গর্ভধারণে

পুরুষা নাগসাহস্রৈর্দশভিঃ পরিকল্পিতাঃ ।
মহাসৌরতসন্তুষ্টাঃ কলত্রাঢ্যাঃ সুখান্বিতাঃ ॥ ৩৬ ॥
একবর্ষোনকে চায়ুষ্যাপ্তগর্ভাঃ স্ত্রিয়োঽপি হি ।
ত্রেতাযুগসমঃ কালো বর্ত্ততে সর্ব্বদৈব হি ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে পর্ব্বতনদীবর্ষাদিকীর্ত্তনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

দশভির্নাগসহস্রৈঃ । সমবলেন পরিকল্পিতাঃ । দশসহস্রনাগবলা ইত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

একবর্ষোনেতি । আয়ুষি একেন বর্ষেণোনে ন্যূনে সতি আপ্তগর্ভা গর্ভবত্যঃ স্ত্রিয়ো ভবন্তি তাবৎপর্য্যন্তং যুবতয় ইত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে অষ্টমস্কন্ধে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

সমর্থ হয় । ফলতঃ সেই সকল বর্ষবাসিগণ চিরদিনই ত্রেতাযুগজাত প্রাণিজাতের ন্যায় সুখসম্ভোগের অধিকারী ॥ ৩৩—৩৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে গঙ্গাধারা ও বর্ষমাহাত্ম্য বর্ণন নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

তেষু বর্ষেষু দেবেশাঃ পূর্ব্বোক্তৈঃ স্তবনৈঃ সদা।
পূজয়ন্তি মহাদেবীং জপধ্যানসমাধিভিঃ ॥ ১ ॥
সর্ব্বর্ত্তুকুসুমশ্রেণীশোভিতা বনরাজয়ঃ।
ফলানাং পল্লবানাঞ্চ যত্র শোভা নিরন্তরম্ ॥ ২ ॥
তেষু কাননবর্য্যেষু বর্ষপর্ব্বতসানুষু।
গিরিদ্রোণীষু সর্ব্বাসু নির্ম্মলোদকরাশিষু ॥ ৩ ॥
বিকচোৎপলমালাসু হংসসারসসঞ্চয়ৈঃ।
মিশ্রিতেষু তেষ্বেব পক্ষিভিঃ কূজিতেষু চ ॥ ৪ ॥
জলক্রীড়াদিভিশ্চিত্রবিনোদৈঃ ক্রীড়য়ন্তি চ।
সুন্দরীললিতভ্রূণাং বিলাসায়তনেষু চ ॥ ৫ ॥

ত্রিংশদ্ভিরেকেনোনৈস্তু পদ্যৈরথ সবিস্তরম্।
ইলাবৃতসমাচারঃ কথ্যতে ভক্তিবৃদ্ধয়ে ॥

সর্ব্বেষু বর্ষেষু বিদ্যমানা দেবাদয়ঃ শ্রীদেবীমুপাসন্তে ইত্যাহ তেষু বর্ষেম্বিতি। দেবেশা-স্তত্তদ্বর্ষতত্তদ্দ্বীপস্থিতা বিষ্ণুরুদ্রসঙ্কর্ষণাগ্ন্যাদয়ো দেবা বক্ষ্যমাণা পূর্ব্বোক্তৈঃ স্তবনৈররুণাজম্বা-দিনীধারেশ্বরীমীনাক্ষীণাং কথিতৈঃ স্তোত্রৈর্জপধ্যানসমাধিভিশ্চ শ্রীভগবতীং সর্ব্বে উপা-সন্তে ইত্যন্বয়ঃ ॥ ১ ॥

তত্রত্যবনবর্ণনমাহ সর্ব্বর্ত্তুকুসুমেতি ॥ ২ ॥

বর্ষপর্ব্বতাঃ পূর্ব্বোক্তা বর্ষমর্য্যাদাকারকাঃ পর্ব্বতাস্তেষাং সানুষু শিখরেষু ॥ ৩—৫ ॥

নারায়ণ কহিলেন, বিষ্ণু প্রভৃতি প্রধান প্রধান দেবগণ সেই সেই বর্ষে অবস্থিতি করিয়া উল্লিখিত জপ ধ্যান ও সমাধি-পরায়ণ হইয়া পূর্ব্বোক্ত বিধানে স্তবগান পুরঃসর সর্ব্বদা মহাদেবীর পূজা করেন ॥ ১ ॥ তত্রত্য অরণ্য সকল, সকল ঋতুতেই কুসুমসমূহে সুশোভিত এবং ফল ও পল্লব শোভায় নিরন্তর অলঙ্কৃত ॥ ২ ॥ তত্রস্থ উৎকৃষ্ট অরণ্য সমুদায়ে ও বর্ষ পর্ব্বত সকলের শেখর সমূহে এবং সুনির্ম্মল সলিলরাশি সম্পন্ন, বিকসিত উৎপলদল পূর্ণ ও হংস সারসগণ সমাকীর্ণ পর্ব্বতস্থ দ্রোণী পরম্পরা এবং বিবিধ বিহঙ্গমে পরিবৃত ও নিনাদিত তত্তৎ প্রদেশ সকলে লোক সকল জলকেলি প্রভৃতি বিচিত্র বিনোদ ব্যাপার সহকারে ক্রীড়া করিয়া থাকে এবং সুন্দর রমণী সকল ভ্রূবিলাস প্রকাশ পুরঃসর তাহাতে বিচরণ

তত্রত্যা বিহরন্ত্যত্র স্বৈরং যুবতিভিঃ সহ।
নবস্বপি চ বর্ষেষু ভগবানাদিপূরুষঃ ॥ ৬ ॥
"নারায়ণাখ্যো লোকানামনুগ্রহরতৈকদৃক্।"
দেবীমারাধয়ন্নাস্তে স চ সর্ব্বৈশ্চ পূজ্যতে।
আত্মব্যূহেনেজ্যয়াসৌ সন্নিধত্তে সমাহিতঃ ॥ ৭ ॥
ইলাবৃতে তু ভগবান্ পদ্মজাক্ষিসমুদ্ভবঃ।
এক একভবো দেবো নিত্যং বসতি সাঙ্গনঃ ॥ ৮ ॥
তৎক্ষেত্রে নাপরঃ কশ্চিৎ প্রবেশং বিতনোতি চ।
ভবান্যাঃ শাপতস্তত্র পুমান্ স্ত্রী ভবতি স্ফুটম্ ॥ ৯ ॥
ভবানীনাথকৈঃ স্ত্রীণামসংখ্যৈর্গণকোটিভিঃ।
সংরুধ্যমানো দেবেশো দেবং সঙ্কর্ষণং ভজন্ ॥ ১০ ॥

সর্ব্ববর্ষেষু ভিন্নভিন্নরূপেণ বিষ্ণুরপি পূজ্যত ইত্যাহ নবস্বপি চ বর্ষেম্বিতি ॥ ৬ ॥

আত্মব্যূহেন স্বমূর্ত্তিভেদেন। ইজ্যা লোকৈঃ ক্রিয়মাণা পূজা তদ্ধেতুনেত্যর্থঃ। সন্নিধত্তে তেষু বর্ষেষু সন্নিধানং করোতীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

পদ্মজো ব্রহ্মা তস্যাক্ষিলক্ষণয়া ভ্রূমধ্যং তস্মাৎ সমুদ্ভব উৎপত্তির্যস্য সমুথ্যশিবাংশভূতো রুদ্রো নতু মুখ্যঃ শিব ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

অপরোঽর্বাচীনঃ কুতো ন প্রবিশতি তত্রাহ ভবান্যা ইতি। যতো রুদ্রশক্তের্ভবান্যাঃ শাপস্তত্র তস্মিন্ ক্ষেত্রে স্ফুটং স্পষ্টং পুমান্ পুরুষঃ প্রবেশমাত্রেণ স্ত্রী ভবতি তত ইত্যর্থঃ ॥৯॥

ভবানী রুদ্রাণী নাথো যেষাং গণকোটীনাস্তৈঃ। সঙ্কর্ষণং ভজন্ উপধাবতে ইত্যন্বয়ঃ ॥১০॥

করে ॥ ৩—৫ ॥ তত্রত্য অধিবাসিবর্গ যুবতিকদম্বে পরিবেষ্টিত হইয়া ইচ্ছানুসারে বিহার করিয়া থাকে। যিনি নারায়ণ নামে বিখ্যাত, সেই ভগবান্ আদিপুরুষ লোক সকলের প্রতি ঐকান্তিক অনুগ্রহ দৃষ্টিপরতন্ত্র হইয়া উল্লিখিত নববর্ষে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক স্বয়ং দেবীর আরাধনা করেন এবং তত্রত্য অধিবাসী সকলও তাঁহার আরাধনা করিয়া থাকে। বলিতে কি, সেই ভগবান্ একমাত্র দেবীর আরাধনানুরোধ-পরতন্ত্র ও তন্নিবন্ধন সমাধিমান্ হইয়া অনিরুদ্ধাদি স্বকীয় অনন্য সাধারণ ব্যূহ চতুষ্টয় সমভিব্যাহারে তত্তৎ বর্ষ সমূহেই সন্নিহিত আছেন ॥ ৬—৭ ॥ কিন্তু ইলাবৃত বর্ষে পদ্মযোনি ব্রহ্মার ভ্রূমধ্য হইতে প্রাদুর্ভূত ভগবান্ রুদ্র কেবল একাকী অঙ্গনাগণের সহিত সতত বিরাজ করিতেছেন ॥ ৮ ॥ উল্লিখিত পবিত্র প্রদেশে অপর কেহ প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। কারণ, রুদ্রশক্তি ভবানী এইরূপে শাপ দিয়াছেন যে, কোনও পুরুষ তথায় প্রবেশ করিলে সে স্ত্রীবিগ্রহ পরিগ্রহ করিবে ॥৯॥ অমরগণের অধিনায়ক ভগবান্ ভবানীর পরিরক্ষিত অসংখ্যকোটি স্ত্রীগণে সর্ব্বথা অবরুদ্ধ

আত্মনা ধ্যানযোগেন সর্ব্বভূতহিতেচ্ছয়া।
তাং তামসীং তুরীয়াঞ্চ মূর্ত্তিং প্রকৃতিমাত্মনঃ।
উপধাবতে চৈকাগ্রমনসা ভগবানজঃ॥ ১১॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ওঁ নমো ভগবতে মহাপুরুষায় সর্ব্বগুণ-
সংখ্যানায়ানন্তায়াব্যক্তায় নম ইতি॥ ১২॥

ভজে ভজন্যারণপাদপঙ্কজং
ভগস্য কৃৎস্নস্য পরং পরায়ণম্।
ভক্তেম্বলম্ভাবিতভূতভাবনং
ভবাপহং ত্বা ভবভাবমীশ্বরম্॥ ১৩॥

আত্মনঃ প্রকৃতিং কারণং পিতামহম্॥ ১১॥

উপাসনামন্ত্রমাহ ওঁ নম ইতি। সর্ব্বেষাং গুণানাং সংখ্যানাং প্রকাশো যস্মাৎ স্বয়ং ত্বব্যক্তায়াপ্রমেয়ায়॥ ১২॥

ভজে ভজন্যেতি। হে ভজন্য! ভজনীয়! ত্বা ত্বাং পরমেশ্বরং ভজে ইত্যন্বয়ঃ। অরণং শরণং পাদপঙ্কজং যস্য। কৃৎস্নস্য ভগস্যৈশ্বর্য্যাদিষড়্গুণস্য পরময়নমাশ্রয়ঃ। ভক্তেষু চাল-মত্যর্থং ভাবিতং প্রকটিতং ভূতভাবনস্বরূপং যেন। ভবাপহং সংসারহম্। ভক্তেম্বিত্যনু-ষঙ্গঃ। ভবং সংসারং ভাবয়তীতি তথা তমর্থাদভক্তেম্বিতি দ্রষ্টব্যম্॥ ১৩॥

হইয়া তথায় অপ্রকাশ স্বরূপ সঙ্কর্ষণের উপাসনাপ্রসঙ্গে অবস্থিতি করেন। সেই ভগবান্ অজ সর্ব্বভূতের হিতকামনাবশংবদ হইয়া ঐকান্তিক মনোনিবেশ সহকৃত ধ্যানযোগ অবলম্বন করিয়া আপনি আপনার উদ্ভবক্ষেত্র, তমোময়ী তুরীয় মূর্ত্তির ঐরূপে আরাধনা করিয়া থাকেন॥ ১০॥

ভগবান্ কহিলেন, তৎকালে তিনি এই প্রকার উপাসনা মন্ত্র প্রয়োগ করেন যে, আপনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর এই মূর্ত্তিত্রয়ে পরিচ্ছিন্ন ও ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্গুণে পরিপূর্ণ। আপনি মহান্ পুরুষস্বরূপ। সত্বাদি যাবতীয় গুণ আপনা হইতে প্রকাশিত হইতেছে। আপনি অনন্ত ও অপ্রকাশস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার॥ ১১—১২॥ আপনিই একমাত্র আরাধনার যোগ্যপাত্র। সকলেই আপনার পাদপদ্মের শরণাপন্ন হইয়া থাকে। আপনি ঐশ্বর্য্যাদি সমগ্র ষড়্গুণের অদ্বিতীয়। আপনি ভক্তগণের নিকট সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে প্রকটিত হইয়া বিরাজ করিয়া থাকেন। আপনি ভূতগণের উদ্ভাবনা করিয়াছেন। আপনি যেমন ভক্তগণের সংসার নিবৃত্তি বিধানপূর্ব্বক মোক্ষপদ প্রদান করেন, তেমন অভক্তদিগকে সংসারমার্গে নিপাতিত করিয়া বদ্ধ করিয়া থাকেন। আপনি সকলের ঈশ্বর এজন্য আপনার ভজনা করি॥ ১৩॥

ন যস্য মায়াগুণকর্ম্মবৃত্তিভি-
র্নিরীক্ষিতো হ্যণ্বপি দৃষ্টিরজ্যতে ।
ঈশে যথা নোঽজিতমন্যুরংহসা
কস্তং ন মন্যেত জিগীষুরাত্মনঃ ॥ ১৪ ॥
অসদ্দৃশো যঃ প্রতিভাতি মায়য়া
ক্ষীবেব মধ্বাসবতাম্রলোচনঃ ।
ন নাগবধ্বোঽর্হণ ঈশিরে হ্রিয়া
যৎপাদয়োঃ স্পর্শনধর্ষিতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ১৫ ॥
যমাহুরস্য স্থিতিজন্মসংযমং
ত্রিভির্ব্বিহীনং যমনং তমৃষয়ঃ ।
ন বেদসিদ্ধার্থমিব ক্বচিৎ স্থিতং
ভূমণ্ডলং মূর্দ্ধসহস্রধামসু ॥ ১৬ ॥

ঈশ্বরত্বমুপপাদয়ংস্তামসত্বেন প্রসক্তমনাদরং বারয়তি । ন যস্যেতি নিরীক্ষমাণস্যাপি দৃষ্টির্মায়াগুণৈর্ব্বিষয়ৈশ্চিত্তবৃত্তিভিঃ । করণৈশ্চ অণ্বীষদপি নাজ্যতে ন লিপ্যতে । কিমর্থং নিরীক্ষমাণস্য ঈশে ঈশনায় নিয়মনায় । ঈশনমীট্ । সম্পাদাদিত্বাদ্ভাবে ক্বিপ্ । অত্র বৈধর্ম্ম্যে দৃষ্টান্তঃ । যথাজিতক্রোধবেগানামস্মাকং দৃষ্টিরজ্যতে ন তথেতি । অত আত্মন ইন্দ্রিয়াণি জিগীষুর্জ্জেতুমিচ্ছুর্মুমুক্ষুস্তং কো ন মন্যেত নাদ্রিয়েত ॥ ১৪ ॥

ননু সুরামদ্যাভ্যাং মত্তস্য কুতো দৃষ্টির্নাজ্যতে তত্রাহ অসদ্দৃশো য ইতি । অসতী দৃক্ দৃষ্টির্যস্য তস্য । স্বমায়য়া ক্ষীবো মত্ত ইব যো ভয়ঙ্করঃ প্রতিভাতি মধ্বাসবাভ্যামাতাম্রলোচন ইব চ নাগবধূবিমোহেন তথা তথা প্রতিভানং যুক্তমিত্যাহ নেতি । পাদার্চ্চনে যস্য পাদয়োঃ স্পর্শনেন ধর্ষিতং মোহিতং ইন্দ্রিয়ং মনো যাসাং তা হ্রিয়া লজ্জয়া ভুজাদ্যার্হণে ন ঈশিরে ন শেকুঃ । কস্তং ন মন্যেতেতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ১৫ ॥

যমাহুরিতি । অস্য বিশ্বস্য স্থিতিজন্মসংযমহেতুং যমাহুঃ । অতএব ত্রিভিঃ স্থিত্যাদিভি-র্বিহীনম্ । অনন্তঞ্চ যমাহুঃ । ঋষয়ো মন্ত্রাঃ । ছন্দোঽনুরোধেন দীর্ঘপাঠে ঋকারো দেবমাতা

আমরা সর্ব্বপ্রকারে ক্রোধাবেগের বশবর্ত্তী, সেই জন্য আমাদের দৃষ্টি যেরূপ বিষয়াদিতেই সংসক্ত ও সন্নিবদ্ধ হইয়া থাকে, আপনি চরাচর বিশ্বের স্থিতি বিধানাদি সমাধান জন্য সর্ব্বদা পর্য্যবেক্ষণ করিলেও আপনার দৃষ্টি ও চিত্তবৃত্তি সমূহ তদ্রূপ অণুমাত্রও লিপ্ত হয় না। অতএব আত্মজয়ে অভিলাষী কোন্ ব্যক্তি আপনাকে অন্তরের সহিত আদর না করিবে ॥১৪॥ আপনি স্বকীয় মায়াবলে সর্ব্বদা দূষিত দৃষ্টি আবিষ্কৃত করিয়া মধুময় পানে লোহিত লোচনের ন্যায় ভয়ঙ্কররূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। ত্বদীয় পাদস্পর্শে মনোবৃত্তির অতি-মাত্র মোহাভিভব উপস্থিত হওয়াতে নাগ রমণীরা লজ্জার বশবর্ত্তিনী হইয়া কোনমতেই আর উপাসনা করিতে পারে নাই ॥১৫॥ ঋষিগণ বলিয়া থাকেন, আপনিই এই বিশ্বের সৃষ্টি

যস্যাদ্য আসীদ্‌গুণবিগ্রহো মহান্
বিজ্ঞানধিষ্ণ্যো ভগবানজঃ কিল।
যৎসংবৃতোঽহং ত্রিবৃতা স্বতেজসা
বৈকারিকং তামসমৈন্দ্রিয়ং সৃজে ॥ ১৭ ॥
এতে বয়ং যস্য বশে মহাত্মনঃ
স্থিতা শকুন্তা ইব সূত্রযন্ত্রিতাঃ।
মহানহং বৈকৃততামসেন্দ্রিয়াঃ
সৃজাম সর্ব্বে যদনুগ্রহাদিদম্ ॥ ১৮ ॥

লক্ষ্মীঃ স চ ঋষয়শ্চেত্যর্থঃ। অনন্তত্বং দর্শয়তি। মূর্দ্ধসহস্রমেব ধামানি স্থানানি তেষু কচিদেকদেশে স্থিতং ভূমণ্ডলং যো ন বেদ সিদ্ধার্থং সর্ষপমিব তস্মৈ নম ইতি চতুর্থেনান্বয়ঃ ॥ ১৬ ॥

তত্র জন্মহেতুত্বং মহদাদিদ্বারেণ প্রপঞ্চয়তি যস্যাদ্য ইতি। যস্য গুণনিমিত্তো মহান্নামবিগ্রহ আসীৎ। বিজ্ঞানং সত্ত্বং ধিষ্ণ্যমাশ্রয়ো যস্য সঃ। তস্য চিত্তরূপত্বেন সত্ত্বপ্রধানত্বাৎ স এব কিলাধিদৈবে বাসুদেবাভেদবিবক্ষয়া ভগবান্। অতো ব্রহ্মা যৎসম্ভবঃ। যস্মাদ্‌ব্রহ্মণঃ সম্ভূতোঽহং রুদ্রঃ ত্রিবৃতাগুণেন স্বতেজসা বিভূতিরূপেণাহঙ্কারেণ বৈকারিকং দেবতাবর্গম্। তামসং ভূতবর্গম্। ঐন্দ্রিয়মিন্দ্রিয়বর্গঞ্চ সৃজামি ॥ ১৭ ॥

কিঞ্চৈতে বয়ং মহদাদয়ঃ। সর্ব্বে যস্যানুগ্রহাদিদং ব্রহ্মাণ্ডং সৃজাম। কথম্ভূতা যস্য মহাত্মনো বশে স্থিতাঃ। সস্তো যতঃ সূত্রেণ ক্রিয়াশক্ত্যা যন্ত্রিতাঃ প্রোতাঃ শকুন্তাঃ পক্ষিণ ইব লৌকিকেন সূত্রেণ বদ্ধমিত্যুক্তম্। তানাহ মহানহঙ্কারশ্চ বৈকৃতাদয়ঃ পূর্ব্বোক্তা বর্গাশ্চ ॥ ১৮ ॥

স্থিতি ও প্রলয়ের অদ্বিতীয় হেতু হইলেও আপনাতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কোন প্রকার সম্পর্ক মাত্র নাই। যেহেতু আপনি অনন্ত স্বরূপ, আপনার সহস্র সহস্র মস্তক সর্ব্বদা বিস্তৃত রহিয়াছে। এই অতীব বিশাল ভূমণ্ডল সেই সকল মস্তকে কোনও প্রদেশে অতীব ক্ষুদ্রাকৃতি সর্ষপের ন্যায় প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহা আপনার কোনরূপ অনুভবেই উপস্থিত হয় না ॥ ১৬ ॥ মহত্তত্ত্ব আপনার সাক্ষাৎ আদিম শরীর। সত্ত্বাদি গুণের সমবায়ে উহার বিনির্ম্মাণ বিহিত হইয়াছে। উহাই সত্ত্বগুণাধিষ্ঠিত ভগবান্ বাসুদেব; যাহা হইতে ব্রহ্মার আবির্ভাব হইয়াছে। আমি সেই ব্রহ্মা হইতে সমুদ্ভূত হইয়া সত্ত্বাদিগুণধর সংবর্দ্ধিত তেজের সহায়তায় দেবগণের, ভূতগণের ও ইন্দ্রিয়গণের সৃষ্টি করিয়া থাকি ॥ ১৭ ॥ ঐ মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি আমরা সকলেই আপনার অতিমাত্র আয়ত্তাধীন হইয়া আছি। আপনি আমাদিগের সকলকেই সূত্রবদ্ধ বিহঙ্গগণের ন্যায় ক্রিয়াশক্তি সহায়ে সংযত করিয়া রাখিয়াছেন। মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার এবং উল্লিখিত দেব ভূত ও ইন্দ্রিয় সমুদয়, এই সকলে সমবেত হইয়া আমরা আপনারই অনুগ্রহে এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়া থাকি ॥ ১৮ ॥ আপনার

যন্নির্ম্মিতাং কর্হ্যপি কর্ম্মপর্ব্বণীং
মায়াং জনোঽয়ং গুণসর্গমোহিতঃ।
ন বেদ নিস্তারণযোগমঞ্জসা
তস্মৈ নমস্তে বিলয়োদয়াত্মনে ॥ ১৯ ॥

নারায়ণ উবাচ।

এবং স ভগবান্ রুদ্রো দেবং সঙ্কর্ষণং প্রভুম্।
ইলাবৃতমুপাসীত দেবীং গণসমাহিতঃ ॥ ২০ ॥
তথৈব ধর্ম্মপুত্ত্রোঽসৌ নাম্না ভদ্রশ্রবা ইতি।
তৎকুলস্থাপি পতয়ঃ পুরুষা ভদ্রসেবকাঃ ॥ ২১ ॥
ভদ্রাশ্ববর্ষে তাং মূর্ত্তিং বাসুদেবস্য বিশ্রুতাম্।
হয়মূর্ত্তিভিদা তাস্তু হয়গ্রীবপদাঙ্কিতাম্ ॥ ২২ ॥

স্থিতিলয়হেতুত্বং দর্শয়ন্ প্রণমতি যদিতি। যেন নির্ম্মিতামেতাং মায়ামেবায়ং জনোঽঞ্জসা বেদ নতু তন্নিস্তারণযোগমুপায়ং কর্হিচিদপি বেদেতি। স্থিতিহেতুত্বং দর্শয়তি। কীদৃশীং কর্ম্মাণ্যেবং পর্ব্বাণি গ্রন্থয়স্তানি নয়তি প্রাপয়তীতি তাং প্রলয়হেতুত্বমাহ বিলীয়তেঽস্মিন্নিতি বিলয়ঃ। উদেত্যস্মাদিত্যুদয়ঃ। বিলয়শ্চোদয়শ্চাত্মস্বরূপং যস্য তস্মৈ নমঃ। নন্বত্রত্যশ্লোকানুপূর্ব্ব্যা বিষ্ণুভাগবতোক্তশ্লোকানুপূর্ব্ব্যাশ্চৈকত্বং কথং সিদ্ধ্যতীতি চেন্ন। এতদ্গ্রন্থস্যাত্রত্যবিষ্ণুভাগবতগ্রন্থস্যাপি তত্তদ্বর্ষস্থিতদেবাদিভিঃ কৃতোপাসনামন্ত্রাণাস্তৈঃ কৃতস্তোত্রাণাঞ্চানুবাদকত্বাদনুবাদ্যসমানানুপূর্ব্বিকত্বস্যাপেক্ষিতত্বাৎ। কিঞ্চ কচিৎ কচিৎ পুরাণান্তরে শ্লোকানুপূর্ব্বিকত্বস্য পুরাণান্তরে দৃষ্টত্বাৎ। যথা নারদপুরাণীয়মন্ত্রখণ্ডস্য তন্ত্ররাজস্থযামলস্থশ্লোকানুপূর্ব্বিকত্বম্। শিবরহস্যস্থপ্রদোষাধ্যায়স্য ব্রহ্মোত্তরখণ্ডস্থপ্রদোষাধ্যায়সমানানুপূর্ব্বিকত্বং তথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তীয়প্রকৃতিখণ্ডস্য দেবীভাগবতনবমস্কন্ধসমানানুপূর্ব্বিকত্বমিত্যাদ্যূহ্যম্। তন্ত্রেষ্বপি বহুষু তন্ত্রান্তরসমানানুপূর্ব্বিকত্বমুপলভ্যত এবেতি ॥ ১৯—২০ ॥

অথ ভদ্রাশ্ববর্ষীয়সেব্যসেবকভাবমুপবর্ণয়তি তথৈবেতি। ভদ্রশ্রবা নাম ধর্ম্মপুত্ত্রো বর্ষপতিঃ। তৎকুলস্থাপি পতয়স্তস্মিন্ কুলে জায়মানাঃ পুরুষাঃ কথম্ভূতাঃ ভদ্রস্য ভদ্রনাম্নো বর্ষপতেঃ সেবকাস্তে চেত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

সৃষ্টি অতি গরীয়সী, এই জন্য স্থূলবুদ্ধি লোক সকল তৎপ্রভাবে মোহাচ্ছন্ন হইয়া আপনার এই মহীয়সী মায়া কোন কালেই বুঝিতে পারে না। ঐ মায়াই তাহাদের সংসার নিবৃত্তি ও মোক্ষরূপ পুরুষার্থ প্রাপ্তির অদ্বিতীয় উপায় এবং মায়াই তাহাদিগকে অতি দুস্তর কর্ম্মসঙ্কটে নিপাতিত করিয়া থাকে। আবির্ভাব ও তিরোভাব এই উভয় আপনার স্বরূপ, অতএব আপনাকে নমস্কার ॥ ১৯ ॥

নারায়ণ কহিলেন, এইরূপে সেই ভগবান্ রুদ্র স্বকীয়গণে সংমিলিত হইয়া ইলাবৃত বর্ষে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক স্বপ্রকাশ স্বরূপ, সর্ব্বলোক নিয়ন্তা সংকর্ষণের ও দেবীর উপাসনা করিয়া থাকেন ॥২০॥ ভদ্রশ্রবা নামে বিখ্যাত ধর্ম্মের পুত্র এবং তদীয়কুলে সমুৎপন্ন ও তাহার সেবক

পরমেণ সমাধ্যন্ববারকেণ নিয়ন্ত্রিতাম্।
এবমেব চ তাং মূর্ত্তিং গৃণন্ত উপযান্তি চ ॥ ২৩ ॥

ভদ্রশ্রবস উচুঃ।

ওঁ নমো ভগবতে ধর্ম্মায়াত্মবিশোধনায় নম ইতি।
অহো বিচিত্রং ভগবদ্বিচেষ্টিতং
ঘ্নন্তং জনোঽয়ং হি মিষন্ন পশ্যতি।
ধ্যায়ন্ন সদ্যর্হি বিকর্ম্ম সেবিতুং
নির্হৃত্য পুত্রং পিতরং জিজীবিষুঃ ॥ ২৪ ॥
বদন্তি বিশ্বং কবয়ঃ স্ম নশ্বরং
পশ্যন্তি চাধ্যাত্মবিদো বিপশ্চিতঃ।

হয়মূর্ত্তিভিদা হয়গ্রীবমূর্ত্তিভেদেন বিশ্রুতাং তাং সুতাঞ্চ হয়গ্রীবপদাঙ্কিতাং হয়গ্রীবনাম্নীম্ ॥ ২২ ॥

সমাধ্যন্ববারকেণেতি। সমাধেরন্তর্বাহ্যব্যাপারাদিতদ্বারকেণ তন্নিবারকেণ পরমেণ পূজনেন নিরন্তরং সমাধিনৈব নিয়ন্ত্রিতাং বদ্ধাং বিষয়ীকৃতামিত্যর্থঃ। গৃণন্তঃ স্তুবন্তঃ। উপাযান্তি চ সিদ্ধিং মূর্ত্তিং বা ॥ ২৩ ॥

ভদ্রশ্রবস উচুরিতি। প্রাণভৃত উপদধাতীতিবদ্ গুণলক্ষণতয়া তদ্যোগাদ্গুণিষু লিঙ্গসমবায়ন্যায়েন বহুবচনম্। অহো বিচিত্রমিতি। অয়ং জনো মিষন্নপি পশ্যন্নপি ঘ্নন্তং হিংসন্তং মৃত্যুং ন পশ্যতীতি ভগবদ্বিচেষ্টিতমেব। তচ্চ বিচিত্রম্। অদর্শনে লিঙ্গং পুত্রং বা পিতরঞ্চ বৃদ্ধং মৃতং নির্হৃত্য দগ্ধ্বা স্বয়ং তদ্ভুক্তধনৈর্জিজীবিষুর্জীবিতুমিচ্ছতীত্যর্থঃ। কিং ধর্ম্মার্থং ন যর্হি যতোঽসত্তুচ্ছং বিষয়সুখং সেবিতুং বিকর্ম্মপাপমেব ধ্যায়ন্ ॥ ২৪ ॥

পুরুষবর্গও সেইরূপে দেবীর আরাধনা করিয়া থাকে ॥২১॥ তত্রাশ্ববর্ষে অবস্থিত বাসুদেবের ঐ হয়গ্রীবনাম্নী মূর্ত্তি, হয়গ্রীব মূর্ত্তিভেদে লোকপরম্পরায় সবিশেষ বিখ্যাত ও পূজিত হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥ তত্রস্থ লোকসকল সমাধি সহকারে বাহ্য ব্যাপার পরিহার পুরঃসর পূজা করিয়া তাহাকে সম্যগ্ বিধানে আয়ত্ত করতঃ যথাবিধানে স্তব ও তৎসহায়ে সর্ব্বাঙ্গীন সিদ্ধি সংগ্রহ করেন ॥২৩॥ ভদ্রশ্রবাগণ এইরূপে উপাসনা করেন যে, যিনি ওঙ্কার স্বরূপ ও ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্গুণে সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ। যিনি রাগাদি যাবতীয় কলুষ ভাবকে নির্ম্মূল করিয়া থাকেন তাঁহাকে নমস্কার করি। অহো! ভগবানের লীলা কি বৈচিত্র্যশালিনী। মৃত্যু সর্ব্বদাই সকলকে সংহার করিতেছে কিন্তু লোকে দেখিয়াও তাহা দেখিতেছে না। এই জন্য পিতা বা পুত্র কালের কবলসাৎ হইলে, তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া স্বয়ং তাহাদের ধনরাশি আত্মসাৎ করত জীবিকা নির্ব্বাহে অভিলাষী হইয়া থাকে। তাহাও আবার ধর্ম্মের নিমিত্ত নহে পাপরাজ্যে অনুধ্যান পরায়ণ হইয়া অতীব হেয় বিষয়সুখ ভোগ করিবার জন্যই ঐরূপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকে ॥ ২৪ ॥ জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিশারদ ব্যক্তিরা বলিয়া থাকেন, এই দৃশ্যমান

তথাপি মুহ্যন্তি তবাজমায়য়া
সুবিস্মিতং কৃত্যমজং নতোঽস্মি তম্ ॥ ২৫ ॥
বিশ্বোদ্ভবস্থাননিরোধকর্ম্ম তে
হ্যকর্ত্তুরঙ্গীকৃতমপ্যপাবৃতঃ ।
যুক্তং ন চিত্রং ত্বয়ি কার্য্যকারণে
সর্ব্বাত্মনি ব্যতিরিক্তে চ বস্তুতঃ ॥ ২৬ ॥
বেদান্ যুগান্তে তমসা তিরস্কৃতান্
রসাতলাদ্‌যো নৃতুরঙ্গবিগ্রহঃ ।
প্রত্যাদদে বৈ কবয়েঽভিযাচতে
তস্মৈ নমস্তে বিতথে হিতায় তে ॥ ২৭ ॥

নশ্বরবিদ্বায় পশ্যতি কিমত্র চিত্রং তত্রাহ বদন্তীতি । নশ্বরং বদন্তি স্ম শাস্ত্রতঃ পশ্যন্তি চ সমাধৌ হে অজ ! তথাপি মুহ্যন্তি । এতচ্চ তব কৃত্যং চেষ্টিতং সুবিস্মিতং অতিবিচিত্রম্ । অতঃ শাস্ত্রাদিশ্রমং বিহায় তং ত্বাং অজং নতোঽস্মি ॥ ২৫ ॥

ইদমপরং চিত্রবৎপ্রতীয়মানমপি ত্বয়ি ন চিত্রমিত্যাহ বিশ্বোদ্ভবেতি । বিশ্বোদ্ভবাদি-কর্ম্মকর্ত্তুরপি অপগতা আবৃৎ আবরণং যস্মাৎ তাদৃশস্যাপি তে অঙ্গীকৃতং বেদে ন ত্বয়ি তন্ন চিত্রম্ । যতো মায়য়া সর্ব্বাত্মনি কার্য্যস্য কারণে স্রষ্টরি কর্ম্ম যুক্তম্ । বস্তুতঃ সর্ব্বব্যতি-রিক্তে নিরূপাধাবনাবৃতত্বমকর্ত্তৃত্বঞ্চ যুক্তম্ ॥ ২৬ ॥

পরমেশ্বরত্বেন স্তুত্বা প্রস্তুতাবতারচরিতমাহ বেদানিতি । তমসা দৈত্যেন তিরস্কৃতানপ-নীতান্ । না চ তুরঙ্গশ্চ নৃতুরঙ্গৌ তদ্রূপো বিগ্রহো যস্য । কবয়ে ব্রহ্মণে তদর্থং অবিতথে হিতায় সত্যসঙ্কল্পায় ॥ ২৭—২৮ ॥

বিশ্বব্যাপার সর্ব্বথা ভঙ্গুর ভাবাপন্ন । তদ্ভিন্ন, অতুল জ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিতগণও স্পষ্টরূপে ইহার স্বরূপতঃ নশ্বরত্ব দর্শন করিয়া থাকেন, তথাপি হে অজ ! কার্য্যকালে তাঁহারা সকলেই আপনার মায়াবলে মোহের বশতাপন্ন হয়েন । বুঝিলাম, আপনার লীলা যার পর নাই বিচিত্র ভাবাপন্ন । এই কারণে শাস্ত্রাদি পর্য্যালোচনায় বৃথা আর পরিশ্রম না করিয়াই একমাত্র আপনাকেই নমস্কার করি ॥২৫॥ আপনি স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ । মায়াদি কোন-রূপ আবরণের বিষয়ীভূত নহেন । অবিকারাদি সৃষ্টি প্রভৃতি কোন প্রকার ব্যাপারেই আপনার কর্ত্তৃত্ব নাই । কেবল তাহার সাক্ষী বা দ্রষ্টারূপে অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন । তথাপি বেদে বিশেষরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, আপনা হইতেই এই বিশ্বপ্রপঞ্চের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কাল সমাহিত হইয়া থাকে, তাহা সর্ব্বথা যুক্তিযুক্ত, কোনমতেই বিস্ময়ের বিষয় হইতে পারে না ; কেননা, আপনিই সকলের আত্মা ও সকলের উপাস্য । সুতরাং আপ-নাতে কিছুই অসম্ভব ভাবনা নাই ॥ ২৬ ॥ প্রলয় সময় সমুপস্থিত হইলে বেদ সকল দৈত্যকর্ত্তৃক অপহৃত ও রসাতলে অপসারিত হইয়াছিল । আপনি হয়গ্রীব বিগ্রহ পরিগ্রহ

এবং স্তুবন্তি দেবেশং হয়শীর্ষং হরিঞ্চ তে।
ভদ্রশ্রবসনামানো বর্ণয়ন্তি চ তদ্‌গুণান্ ॥ ২৮ ॥
এষাং চরিতমেতদ্ধি যঃ পঠেচ্ছ্রাবয়েচ্চ যঃ।
পাপকঞ্চুকমুৎসৃজ্য দেবীলোকং ব্রজেচ্চ সঃ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে ইলাবৃতবর্ণনং নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

দেবীলোকে মণিদ্বীপে ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে অষ্টমস্কন্ধেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

করিয়া তাহাদের উদ্ধার সাধনপূর্ব্বক তদর্থ-যাচ্ঞা-পরায়ণ পিতামহকে প্রদান করিয়াছিলেন। ফলতঃ আপনার সংকল্প কখন মিথ্যা হয় না অতএব আপনাকে নমস্কার ॥ ২৭ ॥ ভদ্রশ্রবস নামক উল্লিখিত পুরুষগণ এইরূপে হয়গ্রীব মূর্ত্তি হরির স্তব ও তদীয় গুণগ্রাম গান করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥ যে ব্যক্তি ঐ সকল মহাপুরুষের এবংবিধ চরিত কথা পাঠ করে ও যে ব্যক্তি শ্রবণ করাইয়া থাকে, তাহারা উভয়েই পাপকঞ্চুক পরিহার পুরঃসর দেবীলোকে গমন করিয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে ইলাবৃত বর্ণন নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

হরিবর্ষে চ ভগবান্নৃহরিঃ পাপনাশনঃ।
বর্ত্ততে যোগযুক্তাত্মা ভক্তানুগ্রহকারকঃ॥ ১ ॥
তস্য তদ্দয়িতং রূপং মহাভাগবতোঽসুরঃ।
পশ্যন্ ভক্তিসমাযুক্তঃ স্তৌতি তদ্গুণতত্ত্ববিৎ॥ ২ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ।

ওঁ নমো ভগবতে নরসিংহায় নমস্তেজস্তেজসে
আবিরাবির্ভব বজ্রদংষ্ট্র কর্ম্মাশয়ান্
রন্ধয় রন্ধয় তমোগ্রস ওঁ স্বাহা।
অভয়ং মমাত্মনি ভূয়িষ্ঠাঃ॥ ওঁ ক্ষ্রৌং।
স্বস্ত্যস্তু বিশ্বস্য খলঃ প্রসীদতাং
ধ্যায়ন্তু ভূতানি শিবং মিথো ধিয়া।
মনশ্চ ভদ্রং ভজতাদধোক্ষজে
আবেশ্যতাং নো মতিরপ্যহৈতুকী॥ ৩ ॥

ত্রয়োবিংশতিভিঃ পদ্যৈর্মন্ত্রহীনৈরতঃ পরম্।
বর্ষান্তর্গতসংসেব্যসেবকত্বমিহোচ্যতে॥

(নৃহরির্নৃসিংহঃ॥ ১ ॥)
অসুরঃ প্রহ্লাদঃ॥ ২ ॥
তেজসামপি তেজসে। আবিরাবিঃ অতিপ্রকটো ভব বীপ্সা বা। কর্ম্মাশয়ান্ কর্ম্মবাসনাঃ। কর্ম্মাশ্রয়ানিতি পাঠে রাগাদীন্ রন্ধয় নির্দ্দহ। ভূয়িষ্ঠাঃ ভূয়ঃ। স্বস্ত্যস্ত্বিতি। বিশ্বস্য স্বস্তি প্রার্থনে খলস্যাপি ভবেৎ। তচ্চ সাধুপীড়াং বিনা ন স্যাৎ। অন্যোঽন্যমমঙ্গলং ধ্যায়তাঞ্চ ভূতানামন্যোঽন্যঘাতনং বিনা ন ভবেদিত্যাশঙ্ক্যাহ খলঃ প্রসীদতু ক্রৌর্য্যং ত্যজতু। ভূতানি চ মিথঃ শিবমেব ধ্যায়ন্তু। তেষাং মনশ্চ ভদ্রমুপশমাদিকং ভজতু। নোঽস্মাকমপি মতিঃ অপি শব্দাত্তানাঞ্চ মতিঃ অহৈতুকী নিষ্কামা সতী॥ ৩॥

নারায়ণ কহিলেন, হরিবর্ষে ভগবান্ বাসুদেব নরসিংহ বিগ্রহ পরিগ্রহ পুরঃসর যোগিরূপে বিরাজ করিতেছেন। তিনি ভক্তগণের পাপ বিনাশ ও তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণ করিয়া থাকেন॥ ১ ॥ তদীয় গুণতত্ত্ববিশারদ, পরম ভাগবত প্রহ্লাদ তাঁহার সেই সর্ব্বলোক মনোহর স্বরূপ সন্দর্শনপূর্ব্বক, ঐকান্তিক ভক্তিপ্রদর্শন সহকারে তাঁহার স্তব করিয়া থাকেন॥২॥ প্রহ্লাদ এইরূপে স্তব করেন যে, ভগবান্ নৃসিংহদেব আপনাকে নমস্কার

মাগারদারাত্মজবিত্তবন্ধুষু
সঙ্গো যদি স্যাদ্ভগবৎপ্রিয়েষু নঃ।
যঃ প্রাণবৃত্ত্যা পরিতুষ্ট আত্মবান্
সিদ্ধ্যত্যদূরান্ন তথেন্দ্রিয়প্রিয়ঃ॥ ৪॥
যৎসঙ্গলব্ধং নিজবীর্য্যবৈভবং
তীর্থং মুহুঃ সংস্পৃশতাং হি মানসম্।
হরত্যজোঽন্তঃ শ্রুতিভির্গতোঽঙ্গজং
কো বৈ ন সেবেত মুকুন্দবিক্রমম্॥ ৫॥

মাগারেতি। নঃ সঙ্গঃ ক্বাপি মা স্যাৎ যদি কথঞ্চিৎ স্যাত্তর্হি অগারাদিষু মা স্যাৎ কিন্তু ভগবৎপ্রিয়েষ্বেব। অগারাদিসঙ্গে দোষমাহ য ইতি। ইন্দ্রিয়প্রিয়ো গৃহেষাসক্তঃ॥ ৪॥
ভগবৎপ্রিয়সঙ্গে গুণমাহ যৎসঙ্গেতি। যেষাং ভগবৎপ্রিয়াণাং সঙ্গাল্লব্ধং মুকুন্দবিক্রমং শ্রুতিভিঃ শ্রবণাদিভিঃ সংস্পৃশতাং সংসেবমানানাং পুংসামন্তর্গতোঽজো মানসং মলং হরতি। কথম্ভূতং বিক্রমং নিজমসাধারণং বীর্য্যং বৈভবং প্রভাবাতিশয়ো যস্য। তীর্থন্তু গঙ্গাদিমুহুঃসংস্পৃশতামঙ্গজং মলং কেবলং হরতি। তান্ কো বৈ ন সেবেতেত্যন্বয়ঃ॥ ৫॥

করি। আপনি তেজঃ পদার্থেরও তেজঃস্বরূপ; অর্থাৎ সূর্য্য ও অগ্নি প্রভৃতি যাবতীয় তেজঃ আপনার পরম মহীয়ান্ তেজঃপুঞ্জ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। আপনার দংষ্ট্র সাক্ষাৎ বজ্রস্বরূপ। আপনি অতীব প্রকটরূপে আবির্ভূত হউন, লোকের কর্ম্মবাসনা সকল দগ্ধ করুন এবং অজ্ঞান ও মোহরূপ অন্ধকার গ্রাস করুন। আপনি সত্ত্ব রজঃ ও তম এই গুণত্রয়ের অধিষ্ঠানস্বরূপ। আপনার প্রসাদে ও অনুগ্রহে আমার আত্মা সর্ব্বদা ভয়শূন্য হউক। এই নিখিল জগন্মণ্ডল সর্ব্বতোভাবে সুখে অবস্থিতি করুক। খল সকল সম্যক্ প্রকারে ক্রূরতা পরিহারপূর্ব্বক বিশ্বজনীন সরল ভাবের অনুসরণ করুক্। প্রাণী সকল পরস্পর বিরোধ পরিত্যাগ করিয়া পরস্পরের সবিশেষ মঙ্গল চিন্তা করুক। লোক মাত্রেরই চিত্তবৃত্তি অহিংসা ও উপশম প্রভৃতি সদ্বৃত্তি সকলের বিষয়ীভূত হউক এবং আমাদের মতি সর্ব্বতোভাবে কামনা-পরিশূন্য হইয়া আপনার পাদপদ্মে গাঢ়তর সন্নিবিষ্ট হউক॥ ৩॥ পুত্র, কলত্র, বিত্ত, মিত্র ও গৃহ প্রভৃতি সংসারের কোন বিষয়েই যেন আমাদের আসক্তি বা অনুরক্তি না হয়; যদি হয়, তাহা হইলে যেন একমাত্র ভগবানের প্রিয় বস্তুতেই তাহা সংঘটিত হয়। যে ব্যক্তি যাবৎ প্রয়োজন বিষয় মাত্রে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া পরিশেষে ভোগ করে এবং সর্ব্বতোভাবে আত্মাকে আপনার আয়ত্ত করিয়া রাখে, তাহার সিদ্ধি যেরূপ আসন্নবর্ত্তিনী হইয়া থাকে, ইন্দ্রিয়পরায়ণ পুরুষের তদ্রূপ সংঘটন হয় না॥ ৪॥ বারংবার গঙ্গাদি তীর্থ সেবন করিলেও আভ্যন্তরিক যে মালিন্য বিদূরিত না হয়, ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গ লাভ হইলে তৎপ্রভাবে ভগবদ্গুণের শ্রবণ, মনন ও ধ্যানাদি করিলে পর ভগবান্ সেই মানসিক মালিন্য দূর করিয়া দেন, অতএব কোন্ ব্যক্তি ভগবানের পাদপদ্ম

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈগুর্ণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥ ৬॥
হরির্হি সাক্ষাদ্ভগবান্ শরীরিণা-
মাত্মা ঝষাণামিব তোয়মীপ্সিতম্।
হিত্বা মহাংস্তং যদি সজ্জতে গৃহে
তদা মহত্ত্বং বয়সা দম্পতীনাম্॥ ৭॥
তস্মাদ্রজো রাগবিষাদমন্যু-
মানস্পৃহাভয়দৈন্যাধিমূলম্।
হিত্বা গৃহং সংসৃতিচক্রবালং
নৃসিংহপাদং ভজতাং কুতো ভয়ম্॥ ৮॥

মানসমলাপগমে ফলমাহ যস্যেতি। অকিঞ্চনা নিষ্কামা মনঃশুদ্ধৌ হরের্ভক্তির্ভবতি। ততশ্চ তৎপ্রসাদে সতি সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বৈগুর্ণৈর্ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ তত্র সম্যগাসতে নিত্যং বসন্তি। গৃহাদ্যাসক্তস্য তু হরিভক্ত্যসম্ভবাৎ কুতো মহতাং গুণাজ্ঞানবৈরাগ্যাদয়ো ভবন্তি। অসতি বিষয়সুখে মনোরথেন বহির্ধাবতঃ॥ ৬॥

নন্থ হরিবিমুখস্যাপি গৃহাদ্যাসক্তস্য লোকে মহত্ত্বং দৃশ্যতে। সত্যং তত্ত্বুপহাসাস্পদমিতি সহেতুকমাহ হরির্হীতি। যথা ঝষাণাং মীনানামীপ্সিতং তোয়মেবাত্মা। তেন বিনা জীবনাভাবাৎ। মহানতিপ্রসিদ্ধোঽপি গৃহে যদি সজ্জতে তদা দম্পতীনাং মিথুনানাং শূদ্রাদিষ্বপি প্রসিদ্ধং বয়সৈব কেবলং যন্মহত্ত্বং তদেব তস্য ভবতি। নন্থ জ্ঞানাদিনা মিথুনেষু তেষু পূজ্যমানেষু স্ত্রীভ্যঃ পুংসাং মহত্ত্বম্। বালমিথুনেভ্যশ্চ বৃদ্ধমিথুনানাং মহত্ত্বং যথেত্যর্থঃ॥৭॥

যস্মাদেবং তস্মাৎ গৃহং হিত্বা কুতো ভয়ং নৃসিংহপাদং ভজতেত্যসুরানুপদিশতি তস্মাদিতি। কীদৃশং গৃহম্ রজস্তৃষ্ণারাগোঽভিনিবেশঃ রজ আদীনাং মূলং কারণম্। অতএব সংসৃতীনাং জন্মমরণাদীনাং চক্রবালং মণ্ডলমবিচ্ছেদো যস্মাৎ॥ ৮—১১॥

যে ব্যক্তি ভগবানের প্রতি নিষ্কাম-ভক্তি প্রয়োগ করেন, যাবতীয় দেবতা ধর্ম্ম ও জ্ঞান প্রভৃতি সমস্ত গুণগ্রামে বেষ্টিত হইয়া, নিত্য তাঁহার সন্নিহিত থাকেন। কিন্তু যে ব্যক্তি ভগবানের প্রতি ভক্তিপরিশূন্য হইয়া বিবিধ মনোরথ কল্পনা সহকারে অতীত জুগুপ্সিত বিষয় সুখের অনুসরণে ধাবমান হয়, তাহার কখন কোনও বৈরাগ্যাদি মহৎগুণের সংঘটন হয় না॥ ৬॥ সলিল যেমন মৎস্য সকলের জীবনাধার বলিয়া অতিমাত্র বাঞ্ছনীয়, ভগবান্ হরিও তদ্রূপ শরীরী মাত্রের সাক্ষাৎ আত্মা বলিয়া সাতিশয় প্রার্থনীয়; এই কারণে, মহান্ ব্যক্তিও যদি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গৃহসুখে আসক্ত হয় তাহা হইলে, তাহার সেই মহত্ত্ব, সামান্য স্ত্রী পুরুষের বয়োজনিত মহত্ত্বের ন্যায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইয়া থাকে॥ ৭॥ অতএব তৃষ্ণা, অভিনিবেশ, বিষাদ, মান, অভিমান, লজ্জা, ভয়

এবং দৈত্যপতিঃ সোঽপি ভক্ত্যানুদিনমীড়তে।
নৃহরিং পাপমাতঙ্গহরিং হৃৎপদ্মবাসিনম্ ॥ ৯ ॥
কেতুমালে চ বর্ষে হি ভগবান্ স্মররূপধৃক্।
আস্তে তদ্বর্ষনাথানাং পূজনীয়শ্চ সর্ব্বদা ॥ ১০ ॥
এতেনোপাসতে স্তোত্রজালেন চ রমাব্ধিজা।
তদ্বর্ষনাথা সততং মহতাং মানদায়িকা ॥ ১১ ॥

রমোবাচ।

ওঁ হ্রাং হ্রীং হ্রূং ওঁ নমো ভগবতে হৃষীকেশায় সর্ব্বগুণবিশেষৈর্ব্বিলক্ষিতাত্মনে আকূতীনাং চিত্তীনাং চেতসাং বিশেষাণাঞ্চাধিপতয়ে ষোড়শকলায় ছন্দোময়ায়ান্নময়ায়ামৃতময়ায় সর্ব্বময়ায় সহসে ওজসে বলায় কান্তায় কামায় নমস্তে উভয়ত্র ভূয়াৎ।

সর্ব্বৈগুণবিশেষৈঃ শ্রেষ্ঠবস্তুভির্ব্বিলক্ষিতো লক্ষীকৃত আত্মা যস্ত। আকূতীনাং ক্রিয়াণাং চিত্তীনাং জ্ঞানানাং চেতসাং সঙ্কল্পাধ্যবসায়াদীনাং বিশেষাণাং তত্তদ্বিষয়াণাম্। ষোড়শকলা অংশা একাদশেন্দ্রিয়পঞ্চবিষয়লক্ষণা যস্ত। ছন্দোময়ায় বেদোক্তকর্ম্মপ্রাপ্যায়। অন্নময়ায়ান্নেনোপষ্টভ্যত্বাৎ। অমৃতময়ায় পরমানন্দাবিকারত্বাৎ। সর্ব্বময়ায় সর্ব্ববিষয়ত্বাৎ। সহসে

দীনতা ও মানহানি এই সকলের মূল এবং জন্ম ও মৃত্যুর অবিচ্ছিন্ন পরমাত্মা স্বরূপ গৃহ পরিহার করিয়া, ভগবান্ নৃসিংহের পদারবিন্দের বন্দনায় প্রবৃত্ত হইলে, সর্ব্বথা অকুতোভয় হওয়া যাইতে পারে ॥৮॥ দৈত্যপতি প্রহ্লাদ অনুদিন এবংবিধ ভক্তিযোগ সহকারে পাতক-হস্তীর কেশরীস্বরূপ হৃদয়পদ্মে বিরাজমান ভগবান্ নৃসিংহের উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

ভগবান্ নারায়ণ কেতুমালবর্ষে স্মরবিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া বিরাজ করিতেছেন। সেই বর্ষের অধিষ্ঠাতা পুরুষগণ সর্ব্বদা তাহার পূজা করিয়া থাকে ॥১০॥ যিনি মহাত্মাগণের গৌরব সমুদ্ভাবন করিয়া থাকেন, সেই সাগরনন্দিনী ইন্দিরা উল্লিখিত বর্ষের অধিষ্ঠাত্রী। তিনি বক্ষ্যমাণ স্তোত্র পরম্পরায় সদা ভগবান্ কামদেবের উপাসনা করেন ॥ ১১ ॥ লক্ষ্মী এইরূপে স্তব করেন যে, আপনি ওঁকারস্বরূপ ভগবান্, আপনাকে নমস্কার। আপনি ইন্দ্রিয় সকলের অধিনেতা, আপনার আত্মা যাবতীয় শ্রেষ্ঠ বস্তুর অধিষ্ঠানস্বরূপ। যাবতীয় কর্ম্মবৃত্তি ও সমুদয় জ্ঞানবৃত্তি এবং সঙ্কল্প ও অধ্যবসায় প্রভৃতি অশেষ চিত্তবৃত্তি একমাত্র আপনাতেই অভ্যাস ও পরিদর্শনবলে স্ব স্ব ব্যাপারে যথাযথ প্রতিফলিত হইয়া থাকে। তত্তৎ বৃত্তির বিজয়ীভূত পদার্থ সকলও একমাত্র আপনারই নিয়মের আয়ত্ত। মন প্রভৃতি একাদশ ইন্দ্রিয় ও শব্দ স্পর্শাদি পঞ্চ বিষয় আপনার অংশ। বেদবিহিত অনুষ্ঠান সমুদয় আপনাতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। আপনি যাবতীয় জীবের খাদ্যের অনন্ত ভাণ্ডারস্বরূপ। আপনা-হইতেই

স্ত্রিয়ো ব্রতৈস্ত্বাং হৃষীকেশ্বরং স্বতো
হ্যারাধ্য লোকে পতিমাশাসতেঽন্যম্ ।
তাসাং ন তে বৈ পরিপান্ত্যপত্যং
প্রিয়ন্ধনায়ূংষি যতোঽস্বতন্ত্রাঃ ॥ ১২ ॥
স বৈ পতিঃ স্যাদকুতোভয়ঃ স্বতঃ
সমন্ততঃ পাতি ভয়াতুরং জনম্ ।
স এক এবেতরথামিথোভয়ং
নৈবাত্মলাভাদধিমন্যতে পরম্ ॥ ১৩ ॥
যা তস্য তে পাদসরোরুহার্হণং
ন কাময়েৎ সাখিলকামলম্পটা ।

ওজসে বলায় তদ্ধেতুত্বাৎ। ত্বৎকামেনৈব ত্বৎসেবকত্বাদহঙ্কৃতার্থাস্মি। অন্যকামনয়া তু ত্বামর্চ্চয়ন্ত্যো ন পরিপূর্ণমনোরথাঃ স্যুরিত্যাহ স্ত্রিয় ইতি। স্বত এব হৃষীকাণামীশ্বরং পতিং সন্তং ত্বামারাধ্য যাঃ স্ত্রিয়োঽন্যং পতিং প্রার্থয়ন্তে। পতিকামানাং হি কামারাধনং ব্রতেষু প্রসিদ্ধম্। তাসামপত্যাদীনি তে পতয়ো ন পাতুং শক্তাঃ ॥ ১২ ॥

অতস্তে পতয় এব ন ভবন্তীত্যাহ সবা ইতি স চৈবম্ভূতঃ পতির্ভবানেক এব নান্যঃ। যো ভবানাত্মলাভাৎ পরমন্যদধিকং ন মন্যতে ইতরথান্যাধীনসুখস্য ন স্বতন্ত্রতা। স্বতন্ত্রনানাত্বে চ মণ্ডলেশ্বরাণামিব মিথো ভয়ং স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

কিঞ্চ নিষ্কামভজনে অপ্রার্থিতা এব সর্ব্বে কামা ভবন্তি সকামভজনে তু কামিতমাত্রমনিত্যঞ্চেত্যাহ যা তস্য তে ইতি। যা স্ত্রী তস্যোক্তলক্ষণস্য তে পাদসরোরুহস্যার্হণং পূজামেব কাময়েন্ন ফলান্তরম্ সাখিলেষু কামেষু লম্পটা সর্ব্বান্ কামান্ প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ।

পরমানন্দ আবিষ্কৃত হইয়াছে। আপনি সর্ব্বময়, আপনি সত্ত্বস্বরূপ, ওজঃস্বরূপ ও সাক্ষাৎ সকলের শক্তিস্বরূপ। আপনি সমুদায় সুখের পর্য্যবসান স্বরূপ এবং আপনিই সকল লোকের কামনার অদ্বিতীয় বস্তুস্বরূপ; অতএব আপনাকে নমস্কার। আপনার এই আধিপত্য সতত সিদ্ধ কাহারও অপেক্ষিত নহে। যে সকল রমণী আপনাকে সর্ব্বাধিপতি জানিয়াও আপনার আরাধনা করতঃ ইহ সংসারে অন্য পতির কামনা করে, তাহাদের সেই পতি কাল ও কর্ম্মাদির একান্ত আয়ত্তাধীন বলিয়া কোনমতেই তাহাদের তত্তৎ প্রিয় সন্তান সন্ততি, ধন ও আয়ু রক্ষা করিতে পারে না ॥১২॥ সুতরাং তাহারা কোনমতেই পতি পদের যোগ্য নহে, বলিতে কি আপনি সেই প্রকৃত পতি, আর কেহই নহে। কেননা, আপনি স্বভাবতই অকুতোভয় এবং ভয়াতুর জনের সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন। অধিক কি, আপনি সর্ব্বৈশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন, সেই জন্য আর কাহাকেই আপনার অধিক বলিয়া মনে হয় না। যাহাদের সুখ পরকীয় সাহায্য সাপেক্ষ, তাহাদের আবার স্বতন্ত্রতা কোথায়? ॥১৩॥ যে রমণী আপনার পদারবিন্দের পূজা মাত্রেরই অভিলাষিণী হইয়া থাকে, পরন্তু অন্য কামনার বশবর্ত্তিনী নহে, সে সমস্ত [illegible]

তদেব রাসীপ্সিতমীপ্সিতোঽর্চ্চিতো
যদ্ভগ্নযাঞ্চা ভগবন্! প্রতপ্যতে॥ ১৪॥
মৎপ্রাপ্তয়েঽজেশসুরাসুরাদয়-
স্তপ্যন্ত উগ্রং তপ ঐন্দ্রিয়েধিয়ঃ।
ঋতে ভবৎপাদপরায়ণান্ন মাং
বিদন্ত্যহং ত্বদ্ধৃদয়া যতোঽজিত॥ ১৫॥
স ত্বং মমাঽপ্যচ্যুত শীর্ষ্ণি বন্দিতং
করাম্বুজং যত্ত্বদধায়ি সাত্বতাম্।
বিভর্ষি মাং লক্ষ্ম বরেণ্যমায়য়া
ক ঈশ্বরস্যেহিতমূহিতুং বিভুঃ॥ ১৬॥

ঈপ্সিতমীপ্সিতঃ ফলান্তরং প্রাপ্তুমপেক্ষিতঃ সন্ অর্চ্চিতশ্চেত্তর্হি তদেব তদেকং রাসি দদাসি। কিঞ্চ যদ্যতঃ ফলভোগানন্তরং ভগ্না যাচ্ঞা যাচিতোঽর্থো যস্যাঃ সা প্রতপ্যতে দুঃখং প্রাপ্নোতি তদেব রাসি ন তু নিত্যম্॥ ১৪॥

নমু মমার্হণে কুতঃ সর্ব্বকামপ্রাপ্তিস্ত্বমেব হি কামার্থিভিঃ সেব্যসে তত্রাহ মৎপ্রাপ্তয়ে ইতি। মৎপ্রাপ্তয়ে ব্রহ্মাদয়স্তপস্তপ্যন্তে কুর্ব্বন্তি। কথম্ভূতাঃ ঐন্দ্রিয়ে সুখে ধীর্যেষাম্। অলুক্ সমাসঃ। তথাপি ভগবৎপাদপরায়ণাদৃতে মাং ন বিন্দতি মৎকটাক্ষবিলসিতাবিভূতী র্ন লভন্তে ইত্যর্থঃ। যতস্ত্বয্যেব হৃদয়ং যস্যাঃ সাহং ত্বৎপরতন্ত্রত্বাৎ ত্বদনুবর্ত্তিনং বিলোকয়ামি নান্যমিত্যর্থঃ॥ ১৫॥

ইদানীং ত্বৎকৃপাং প্রার্থয়তে স ত্বমিতি। যল্লভনং বিনা ন কশ্চিৎ পুরুষার্থঃ। সত্বং ত্বাদিতি ত্বং যা যৎকরাম্বুজং সাত্বতাং ভক্তানাং শীর্ষ্ণি অধায়ি কৃপয়া ন্যস্তং তন্মমাপি শীর্ষ্ণি নিধেহীতি শেষঃ। কথম্ভূতং বন্দিতং সর্ব্বকামবর্ষিত্বেন সস্তিস্তুতম্। ন চ ময়ি তবানাদরঃ। যতো হে বরেণ্য! মাং বক্ষসি লক্ষ্ম বিভর্ষি। অহো চিত্রমেতন্ময়ি কেবলমাদরমাত্রং

থাকে। আর যে রমণী অন্য কামনার পরতন্ত্র হইয়া, আপনার পদারবিন্দ অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত না হয়, আপনি তাহাকেও তাহার অভিলষিত ফল প্রদান করেন। কিন্তু হে ভগবন্! তত্তৎ-কাল ভোগের পর্য্যবসানে, তদীয় অভিলষিত বিষয়ের সর্ব্বথা বিনাশ সংঘটিত হইলে, তাহাকে তন্নিবন্ধন অত্যন্ত পরিতাপ ভোগ করিতে হয়॥১৪॥ ব্রহ্মা, মহাদেব, সুর ও অসুর প্রভৃতি সকলে ইন্দ্রিয়জনিত সুখলাভ লয়েয় বশংবদ হইয়া, মৎপ্রাপ্তি কামনায় কঠোর তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হয়েন, কিন্তু যে ব্যক্তি ভবদীয় পাদপদ্মেরই একমাত্র আশ্রয় গ্রহণ করে সেই ব্যক্তিই আমাকে প্রাপ্ত হন তদ্ভিন্ন আর কেহই আমাকে জানিতে সমর্থ হয় না। কেননা, আমার হৃদয় একমাত্র আপনাতেই প্রতিষ্ঠিত ও সন্নিবিষ্ট॥ ১৫॥ অতএব, হে অচ্যুত! আপনি অনুগ্রহ মাত্র প্রদর্শন কামনার বশবর্ত্তী হইয়া আপনার যে সর্ব্বলোক বন্দ-নীয় করপদ্ম ভক্তগণের মস্তকে ন্যস্ত করিয়া থাকেন, তাহা আমারও মস্তকে সন্নিহিত করুন; ভগবন্! আপনি আদরপূর্ব্বক আমাকে কেবল চিহ্নস্বরূপে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া থাকেন।

এবং কামং স্তুবন্ত্যেব লোকবন্ধুস্বরূপিণম্।
প্রজাপতিমুখা বর্ষনাথাঃ কামস্য সিদ্ধয়ে ॥ ১৭ ॥
রম্যকে নাম বর্ষে চ মূর্ত্তিং ভগবতঃ পরাম্।
মাৎস্যাং দেবাসুরৈর্ব্বন্দ্যাং মনুঃ স্তৌতি নিরন্তরম্ ॥ ১৮ ॥

মনুরুবাচ।

ওঁ নমো মুখ্যতমায় নমঃ সত্ত্বায়
প্রাণায়ৌজসে বলায় মহামৎস্যায় নমঃ।
অন্তর্ব্বহিশ্চাখিললোকপালকৈ-
রদৃষ্টরূপো বিচরস্যুরুস্বনঃ।
স ঈশ্বরস্ত্বং য ইদং বশে নয়-
ন্নাম্না যথা দারুময়ীং নরঃ স্ত্রিয়ম্ ॥ ১৯ ॥
যং লোকপালাঃ কিলমৎসরজ্বরা-
হিত্বা যতন্তোঽপি পৃথক্ সমেত্য চ।

ভক্তেষু তু পরমা কৃপা। অত ঈশ্বরস্য তব যন্মায়য়া ঈহিতং তৎ কো বিতর্কয়িতুং সমর্থ ইত্যর্থঃ ॥ ১৬—১৮ ॥

সত্ত্বায় সত্ত্বপ্রধানায়। প্রাণায় সূত্রাত্মনে উরুস্বনো বেদাত্মকো নাদো যস্য। য ইদং বিশ্বং ব্রাহ্মণাদিনাম্না বিধিনিষেধালম্বনভূতেন বশে অনয়ৎ নিয়মিতবান্ সত্বমীশ্বরঃ। তথা চ শ্রুতিঃ। তস্য বাক্তন্তির্নামানীতি ॥ ১৯ ॥

ফলতঃ সকলের অদ্বিতীয় নিয়ন্তা আপনার কার্য্য কোন্ ব্যক্তিই বা তর্ক করিতে সমর্থ হইয়া থাকে ॥১৬॥ এইরূপে সেই বর্ষের প্রজাপতি প্রমুখ অধিপতি সকলও কামনা সিদ্ধির পরতন্ত্র হইয়া সকল লোকের বন্ধুস্বরূপ ভগবান্ কামের পূর্ব্ব বিধানে উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥

রম্যক নামক বর্ষে ভগবানের যে মৎস্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, সুরাসুর সকলেই তাঁহার বন্দনা করেন। মহাভাগ মনুও সেই পরম মূর্ত্তির এইরূপে নিরন্তর স্তব করিয়া থাকেন যে, যিনি সকলের প্রাণস্বরূপ, ওজঃস্বরূপ ও বলস্বরূপ, সেই সত্ত্বশরীরী মহামৎস্যকে নমস্কার যিনি ওঁকারস্বরূপ ও পরম সুখস্বরূপ তাঁহাকে নমস্কার। আপনি সমস্ত লোকপালের অধিপতি ও বেদরূপী। আপনি চরাচরের অন্তরে ও বাহিরে বিহার করিয়া থাকেন; তথাপি নিখিল লোকে আপনার স্বরূপ পরিদর্শনে সমর্থ হয় না। লোকে যেমন দারুময়ী পুত্তলিকাকে স্বকীয় বশে আনয়ন করে, যিনি যেমন বিধি নিষেধের অবলম্বনস্বরূপ ব্রাহ্মণাদি নামের সহায়তায় এই বিশ্ব প্রাপককে নিয়মিত করিয়াছেন, আপনিই সেই ঈশ্বর ॥ ১৯ ॥
লোকপাল সকল মৎসর জ্বরে আক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া

পাতুং ন শেকুর্দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ
সরীসৃপং স্থাণুর্যদত্র দৃশ্যতে ॥ ২০ ॥
ভবান্ যুগান্তার্ণব ঊর্ম্মিমালিনি
ক্ষৌণীমিমামোষধিবীরুধাং নিধিম্।
ময়া সহোরুক্রমতেজ ওজসা
তস্মৈ জগৎপ্রাণগণাত্মনে নমঃ ॥ ২১ ॥
এবং স্তৌতি চ দেবেশং মনুঃ পার্থিবসত্তমঃ ॥
মৎস্যাবতারং দেবেশং সংশয়চ্ছেদকারণম্ ॥ ২২ ॥
ধ্যানযোগেন দেবস্য নির্ধুনাশেষ কল্মষঃ।
আস্তে পরিচরন্ ভক্ত্যা মহাভাগবতোত্তমঃ ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে ভুবনকোষবর্ণনে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

নম্বিন্দ্রাদয়ো বশং ন যান্তি কুতোঽহং তত্রাহ যমিতি। মৎসর এব জ্বরো যেষাস্তে। যং হিত্বা দ্বিপদচতুষ্পদঃ সরীসৃপং জঙ্গমং স্থাবরঞ্চ যদত্র দৃশ্যতে তৎ কিঞ্চিদপি পাতুং ন শক্তাঃ। স ত্বমেব প্রাণরূপেণ পালক ঈশ্বরশ্চেত্যর্থঃ। তথা চ শ্রুতিঃ। তা অহিংস তাহমুকৃথমস্যাহমুকৃথমস্মীত্যাদ ॥ ২০ ॥

অবতারচরিত্রমাহ ভবানিতি। ভবানিমাং ক্ষৌণীং ময়া মনুনা সহ মৎসহিতাং ধৃত্বেত্যধ্যাহারঃ। ঊর্ম্মিমালিনি প্রলয়ার্ণবে ওজসা উরুক্রমতে বিচরতি। যদ্বা পাতুমিত্যস্যানুষঙ্গঃ। ক্ষৌণীং পাতুং ক্রমতে উৎসহতে ইত্যর্থঃ। যতঃ অজঃ। কীদৃশীমোষধীনাং বীরুধাঞ্চ নিধিং আশ্রয়ভূতাম্। জগতো যঃ প্রাণগণস্তস্যাত্মনে নিয়ন্ত্রে ॥ ২১—২৩ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে অষ্টমস্কন্ধে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

যত্নসহকারেও দ্বিপদ, চতুষ্পদ, সরীসৃপ এবং অন্যান্য স্থাবর বা জঙ্গম যত কিছু সংসারে দৃশ্যমান হইয়া থাকে, তাহাদের পরিপালন করিতে সমর্থ হন না, আপনিই সেই ঈশ্বর ॥ ২০ ॥ যিনি ওষধি ও লতা সকলের আধারভূতা এই মেদিনীকে আমার সহিত ধারণ করিয়া, ঊর্ম্মি পরম্পরায় পরিবেষ্টিত প্রলয়কালীন মহাসাগরে পরম প্রদীপ্ত তেজঃ প্রকাশ পুরঃসর বিচরণ করিয়াছিলেন। জগতের যাবতীয় প্রাণীগণের আত্মাস্বরূপ সেই ঈশ্বরকে নমস্কার ॥ ২১ ॥ পার্থিবসত্তম মনু এইরূপে সকলের সংশয় ছেদনের হেতুভূত মৎস্যরূপে অবতীর্ণ ভগবান্ নারায়ণের স্তব করিয়া থাকেন ॥ ২২ ॥ সেই পরম ভাগবতাগ্রগণ্য মনু ধ্যানযোগে সমাহারে কলুষ নিরাস পূর্ব্বক ভক্তিসহকারে অনুসরণ করিয়া, ভগবান্ মৎস্যাবতারের পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইয়া তথায় বিরাজ করিতেছেন ॥ ২৩ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে ভুবনকোষবর্ণন নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥*॥

দশমোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।

হিরণ্ময়ে নাম বর্ষে ভগবান্ কূর্ম্মরূপধৃক্ ।
আস্তে যোগপতিঃ সোঽয়মর্য্যম্ণা পূজ্য ঈজ্যতে ॥ ১ ॥

অর্য্যমোবাচ ।

ওঁ নমো ভগবতে অকূপারায় সর্ব্বসত্ত্বগুণবিশেষণায় নোপলক্ষিতস্থানায় নমো বর্ষ্মণে নমো ভূম্নে নমোঽবস্থানায় নমস্তে ।

যদ্রূপমেতন্নিজমায়য়ার্পিত-
মর্থস্বরূপং বহুরূপরূপিতম্ ।
সঙ্খ্যা ন যস্যাস্ত্যযথোপলম্ভনা-
ত্তস্মৈ নমস্তেঽব্যপদেশরূপিণে ॥ ২ ॥

অর্দ্ধোনয়ৈকবিংশত্যাপ্যন্যবর্ষান্তরেষপি ।
সেব্যসেবকরূপাণাং বর্ণনং সম্যগীর্য্যতে ॥

অর্যমা পিতৃগণাধিপতিঃ ॥ ১ ।

অকূপারায় কূর্ম্মায় সর্ব্বঃ সম্পূর্ণঃ সত্ত্বগুণবিশেষণং যস্য নোপলক্ষিতং স্থানং যস্য বারিচরত্বাৎ। বর্ষ্মণে বর্ষীয়সে কালানবচ্ছিন্নায়। ভূম্নে সর্ব্বগতায় অবস্থানায় আধারায় যদ্রূপমিতি। নিজমায়য়ার্পিতং প্রকাশিতমেতদর্থস্বরূপং দৃশ্যং পৃথিব্যাদি যস্যৈবং রূপম্। যতঃ পৃথক্ নাস্তি। কথম্ভূতম্ বহুভিঃ রূপৈঃ রূপিতং নিরূপিতং যস্য চ সংখ্যা নাস্তি। কুতঃ অযথা মিথ্যৈবোপলম্ভাৎ। নহী মরীচিজলমেতাবদিতি সংখ্যাতুং শক্যতে। অব্যপদেশরূপিণে অনিরুক্তপ্রপঞ্চাকারায় ॥ ২ ॥

নারায়ণ কহিলেন, হিরণ্ময়বর্ষে ভগবান্ কূর্ম্মমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, যোগমায়ার নিয়মন ও পরিরক্ষণ পুরঃসর অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি সকলের পূজনীয়। পিতৃগণের অধিপতি অর্য্যমা এইরূপে তাঁহার পূজা করেন, ওঁকারমূর্ত্তি ভগবান্ কূর্ম্মকে নমস্কার। একমাত্র সম্পূর্ণ সত্ত্বগুণই আপনার পরিচায়ক। আপনি কোথায় কিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, কাহারও উপলক্ষিত হইবার নহে। অতএব আপনাকে নমস্কার। আপনি কালের পরিচ্ছিন্ন নহেন; ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সকল সময়েই বিরাজ করিয়া থাকেন; আপনাকে নমস্কার। আপনি সকল পদার্থেই পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন; আপনাকে নমস্কার। আপনাতেই সমুদয় প্রতিষ্ঠিত আছে; আপনাকে নমস্কার। আপনি স্বকীয় অসাধারণ মায়াবলে পৃথিব্যাদি

জরায়ুজং স্বেদজমণ্ডজোদ্ভিদং
চরাচরং দেবর্ষিপিতৃভূতমৈন্দ্রিয়ম্।
দ্যৌঃখং ক্ষিতিঃ শৈলসরিৎসমুদ্রং
দ্বীপগ্রহর্ক্ষেত্যভিধেয় একঃ ॥ ৩ ॥
যস্মিন্নসঙ্খ্যেয়বিশেষনাম-
রূপাকৃতৌ কবিভিঃ কল্পিতেয়ম্।
সঙ্খ্যা যয়া তত্ত্বদৃশাপনীয়তে
তস্মৈ নমঃ সাঙ্খ্যনিদর্শনায় তে ॥ ৪ ॥
এবং স্তবতি দেবেশমর্য্যমা সহ বর্ষপৈঃ।
গীয়তে চাপি ভজতে সর্ব্বভূতভবং প্রভুম্ ॥ ৫ ॥
তথোত্তরেষু কুরুষু ভগবান্ যজ্ঞপুরুষঃ।
আদিবারাহরূপোঽসৌ ধরণ্যা পূজ্যতে সদা ॥ ৬ ॥

বহুরূপত্বং দর্শয়ংস্তস্যেশ্বরাদব্যতিরেকমাহ জরায়ুজমিতি। দ্বীপগ্রহর্ক্ষমিত্যভিধেয়স্ত্বমেবৈকঃ নত্বত্ত্যতিরিক্তোঽস্তি। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেত্যাদি শ্রুতিভিরিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

সপ্রপঞ্চতামনূদ্য তন্নিরাসেন প্রণমতি যস্মিন্নিতি। অসংখ্যেয়া অনন্তা বিশেষা যেষাং তানি নামানি রূপাণ্যাকৃতয়শ্চ যস্য তাদৃশে যস্মিন্ ত্বয়ি কবিভিঃ কপিলাদিভিরিয়ং চতুর্ব্বিংশত্যাদিসংখ্যা কল্পিতা সতী যয়া তত্ত্বদৃশা যেন তত্ত্বজ্ঞানেনাপনীয়তে তস্মৈ তে সাংখ্যসিদ্ধান্তরূপায় নমঃ। পরমার্থরূপায়েতি বা ॥ ৪—৭ ॥

এই যে দৃশ্যমান পদার্থজাত প্রকটিত করিয়াছেন, ইহাই আপনার রূপ; ইহা আপনা হইতে কোনমতে পৃথক্ নহে; আপনার এই রূপ বহু রূপে নিরূপিত হইয়া থাকে। সুতরাং মরীচি জলের স্তায় যথাযথ উপলব্ধি বা প্রতীতি না হওয়াতে, ইহার কোনপ্রকার সংখ্যা করা সাধ্যায়ত্ত নহে। ফলতঃ, আপনি কিংস্বরূপ, তাহার কোন রূপ নির্দ্দেশ বা নিরূপণ নাই; আপনাকে নমস্কার ॥ ১—২ ॥ স্বেদজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ, উদ্ভিজ্জ ও অন্যান্য স্থাবর, জঙ্গম, দেব, ঋষি, পিতৃগণ, ভূত ও ইন্দ্রিয় সৃষ্টি সমুদায়; আকাশ, স্বর্গ, পৃথিবী, শৈল, সরিৎ, সাগর, দ্বীপ, গ্রহ ও নক্ষত্রবর্গ, আপনি একাকীই এই সমুদায়ের অভিধেয়। আপনার নাম, রূপ ও আকৃতি যেমন বহু বিভাগে পরিচ্ছিন্ন, সেইরূপ তাহাদের কোনপ্রকার সংখ্যাই হয় না। তথাপি, কপিলাদি তত্ত্ববিদ্বর্গ যে সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই তত্ত্বজ্ঞানবলে আপনি জ্ঞানগোচর হইয়া থাকেন। এইরূপে কপিলপ্রদর্শিত সংখ্যা দ্বারা আপনার স্বরূপ সিদ্ধান্তিত হইয়া থাকে; আপনাকে নমস্কার ॥ ৩—৪ ॥ অর্য্যমা বর্ষপতিগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া, সেই সর্ব্বভূতের উদ্ভবক্ষেত্র ও সকলের নিয়ন্তা ভগবান্ কূর্ম্মদেবের রূপ, স্তব, গান ও ভজনা করিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

সংপূজ্য বিধিবদ্দেবং তদ্ভক্ত্যার্দ্রার্দ্রহৃৎকজা ।
ভূমিঃ স্তৌতি হরিং যজ্ঞবারাহং দৈত্যমর্দ্দনম্ ॥ ৭ ॥

ভূরুবাচ ।

ওঁ নমো ভগবতে মন্ত্রতত্ত্বলিঙ্গায় যজ্ঞক্রতবে মহাধ্বরাবয়বায় মহাবরাহায় নমঃ কর্ম্মশুক্লায় ত্রিযুগায় নমস্তে ॥ ৮ ॥

যস্য স্বরূপং কবয়ো বিপশ্চিতো
গুণেষু দারুম্বিব জাতবেদসম্ ।
মথ্নন্তি মন্থা মনসা দিদৃক্ষবো
গূঢ়ং ক্রিয়ার্থৈর্নম ঈরিতাত্মনে ॥ ৯ ॥

দ্রব্যক্রিয়াহেত্বয়নেশকর্ত্তৃভি-
র্মায়াগুণৈর্বস্তুভিরীক্ষিতাত্মনে ।

মন্ত্রৈস্তত্ত্বেন লিঙ্গ্যতে ইতি তথা তস্মৈ । যজ্ঞা অযূপাঃ ক্রতবঃ সযূপাস্তদ্রূপায় অতএব মহান্তোঽধ্বরা অবয়বভূতা যস্য । কর্ম্মণা শুক্লায় শুদ্ধায় যজ্ঞানুষ্ঠাত্রে ত্রিযুগায় কৃতযুগে যজ্ঞাভাবাৎ । যদ্বা কলিযুগে ছন্নত্বাৎ ॥ ৮ ॥

কবয়ো বিদ্বাংসঃ বিপশ্চিতো নিপুণাঃ । গুণেষু দেহেন্দ্রিয়াদিষু মথ্নন্তি বিচিন্বন্তি । মথ্নাবিবেকসাধনেন মনসা ক্রিয়ার্থৈঃ । কর্ম্মভিস্তৎফলৈশ্চ গূঢ়ম্ । অপ্রকাশমানং দিদৃক্ষবঃ এবং মন্থনে ঈরিতঃ প্রকটিত আত্মা স্বরূপং যস্য তস্মৈ নমঃ ॥ ৯ ॥

মন্থনমেব দর্শয়ন্নাহ দ্রব্যক্রিয়েত্যে । দ্রব্যং বিষয়ঃ । ক্রিয়া ইন্দ্রিয়ব্যাপারঃ । হেতুর্দ্দেবতা । অয়নং দেহঃ ঈশঃ কালঃ কর্ত্তা অহঙ্কারঃ । এতৈর্মায়াগুণৈঃ । কার্য্যোরুপলক্ষণৈর্বস্তুত্বেন

এইরূপে ভগবান্ যজ্ঞপুরুষ আদিবরাহরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া, উত্তরকুরুমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত আছেন । স্বয়ং বসুমতী সর্ব্বদা তাঁহার পূজা করেন ॥ ৬ ॥ তাঁহার হৃৎপঙ্কজ স্বভাবতঃ প্রেমভক্তি প্রভৃতির রসোচ্ছ্বাসে আর্দ্রভাবাপন্ন ; তাহার উপর আবার তদীয় ভক্তিতে আরও আর্দ্র হইয়া উঠে । তদবস্থায় সেই বসুমতী যথাবিধি পূজাবিধি প্রয়োগ সহকারে পরম সমাদরে সেই দৈত্যকুলনিসূদন যজ্ঞবরাহশরীরী হরির স্তব করিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥ তাঁহার স্তবের ক্রম এই, ভগবান্ মহাবরাহ, আপনাকে নমস্কার । আপনি ওঁকারস্বরূপ ; একমাত্র মন্ত্র ও তত্ত্ব দ্বারাই আপনার প্রকৃত স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে । আপনি সাক্ষাৎ যজ্ঞ ও ক্রতু স্বরূপ ; তন্নিবন্ধন মহাধ্বর সকল আপনার অবয়ব । আপনি কর্ম্মশুদ্ধ ও ত্রিযুগ স্বরূপ । আপনাকে নমস্কার । হুতাশন যেমন কাষ্ঠমধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছেন, আপনি তদনুরূপ দেহ ও ইন্দ্রিয় সমূহে গূঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত আছেন । জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্পন্ন পুরুষগণ আপনার দর্শনবাসনা-পরবশ হইয়া [illegible]

অন্বীক্ষয়াঙ্গাতিশয়াত্মবুদ্ধিভি-
র্নিরস্তমায়াকৃতয়ে নমোঽস্তুতে ॥ ১০ ॥
করোতি বিশ্বস্থিতিসংযমোদয়ং
যস্যেপ্সিতং নেপ্সিতুমীক্ষিতুর্গুণৈঃ।
মায়া যথায়ো ভ্রমতে তদাশ্রয়ং
গ্রাব্ণো নমস্তে গুণকর্ম্মসাক্ষিণে ॥ ১১ ॥
প্রমথ্য দৈত্যং প্রতিবারণং মৃধে
যো মাং রসায়া জগদাদিশূকরঃ।
কৃত্বাগ্রদংষ্ট্রং নিরগাদুদন্বতঃ
ক্রীড়ন্নিবেভঃ প্রণতাস্মি তং বিভুম্ ॥ ১২ ॥

নিরীক্ষিতো য আত্মা তস্মৈ অন্বীক্ষয়া বিচারেণ অঙ্গৈর্যমনিয়মাদিভিরতিশয়াত্মা নিশ্চয়বতী বুদ্ধির্যেষাস্তৈঃ। নিরস্তা মায়া নির্ম্মিতা আকৃতির্যস্মাত্তস্মৈ ॥ ১০ ॥ •

তদেবং নির্গুণরূপেণ নত্বা পরমেশ্বররূপেণ প্রণমতি করোতীতি। যস্যেক্ষিতুর্জীবার্থ-মীপ্সিতমত্যন্তানিচ্ছায়ামীক্ষণাযোগাৎ। স্বার্থন্তু নেপ্সিতম্। বিশ্বস্থিত্যাদিস্বগুণৈর্ম্মায়া করোতি। তস্যা জড়ত্বেপি পরমেশ্বরসন্নিধানাৎ প্রবৃত্তিঃ দৃষ্টান্তেনাহ যথায়ো লোহং গ্রাব্ণোঽয়স্কান্তাদিনিমিত্তাৎ ভ্রমতি। তদাশ্রয়ং তদভিমুখম্। সদ্গুণানাং কর্ম্মণাং জীবা দৃষ্টানাঞ্চ সাক্ষিণে তস্মৈ নমঃ ॥ ১১ ॥

অবতারচরিত্রমাহ প্রমথ্যেতি। যো জগতামাদিঃকারণভূতঃ শূকরঃ। মাং পৃথ্বীমগ্র-দংষ্ট্রং দংষ্ট্রাগ্রে কৃত্বা রসাতলাদারভ্য উদন্বতঃ প্রলয়ার্ণবাৎ ইতো গজ ইব নিরগাৎ। ততশ্চ প্রতিগজতুল্যং দৈত্যং প্রমথ্য যঃ ক্রীড়ন্ স্থিতঃ তং বিভুং প্রণতাস্মীত্যন্বয়ঃ ॥ ১২ ॥

মনের সহায়তায় আপনাকে অন্বেষণ করিয়া থাকেন তাহাতেই আপনার স্বরূপ প্রকটিত হয়। আপনাকে নমস্কার ॥ ৯ ॥ বিষয়, ইন্দ্রিয়, ব্যাপার, দেবতা, দেহ, কাল ও অহঙ্কার ইত্যাদি মায়াগুণ ও কার্য্যপরম্পরা দ্বারা আপনার স্বরূপের পরিচয় হইয়া থাকে। আপনাকে নমস্কার। বিচার ও যমনিয়মাদি দ্বারা যাহাদের বুদ্ধি একবারেই তরলতা পরিহারপূর্ব্বক অবিচলিত পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহারাই ঐরূপে আপনার স্বরূপ পরিদর্শন করে। কোন প্রকার মায়ার ব্যাপারই আপনার ত্রিসীমায় যাইতে পারে না; আপনাকে নম-স্কার ॥১০॥ লৌহ যেমন অয়স্কান্তাদির সান্নিধ্যযোগে তদভিমুখে ভ্রমণ করিয়া থাকে, মায়া তেমন আপনার দর্শনগোচরে উপস্থিত থাকিয়া, স্বকীয় গুণপরম্পরার সাহচারী এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কাণ্ডের অবতারণা করে; উহাতে আপনার নিজের কিছুমাত্র অভি-লাষ নাই। একমাত্র জীবেরই জন্য নিতান্ত অনিচ্ছাক্রমে ইচ্ছার সংবেশ হইয়া থাকে; আপনি জীব ও তাহার অদৃষ্টের সাক্ষিমাত্র, আপনাকে নমস্কার ॥ ১১ ॥ এই বিশ্ব জগতের

কিম্পুরুষে বর্ষেঽস্মিন্ ভগবন্তং দাশরথিঞ্চ সর্ব্বেশম্।
সীতারামং দেবং শ্রীহনুমানাদিপূরুষং স্তৌতি ॥ ১৩ ॥

হনুমানুবাচ।

ওঁ নমো ভগবতে উত্তমশ্লোকায় নম ইতি।
আর্য্যলক্ষণশীলব্রতায় নম
উপশিক্ষিতাত্মনে উপাসিতলোকায় নমঃ।
সাধুবাদনিকষণায় নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়
মহাপুরুষায় মহাভাগায় নম ইতি ॥
যত্তদ্বিশুদ্ধানুভবাত্মমেকং
স্বতেজসা ধ্বস্তগুণব্যবস্থম্।
প্রত্যক্ প্রশান্তং সুধিয়োপলম্ভনং
হ্যনামরূপং নিরহং প্রপদ্যে ॥ ১৪ ॥

কিং পুরুষে ইত্যার্য্যাচ্ছন্দঃ ॥ ১৩ ॥

আর্য্যাণি লক্ষণানি শীলং ব্রতঞ্চ যস্মিন্। উপশিক্ষিতাত্মনে সংযতচিত্তায় উপাসিতোঽনুস্বতো লোকো যেন। সাধুবাদঃ সাধুত্বপ্রসিদ্ধিস্তস্য নিকষণায় নিকষাশ্মবন্নির্দ্ধারণস্থানায় পরমসীম্নে ইত্যর্থঃ। শ্রীরামং পরমার্থরূপেণ প্রণমতি যত্তদিতি। যদেকং বেদান্তেষু প্রসিদ্ধং তত্ত্বং তৎপ্রপদ্যে। কথম্ভূতং বিশুদ্ধশ্চাসাবনুভবশ্চ স এব আত্মা স্বরূপং যস্য। বিশুদ্ধত্বে হেতুঃ প্রশান্তং তত্রাপি হেতুঃ স্বতেজসা স্বরূপপ্রকাশেন ধ্বস্তা গুণানাং বিবিধা জাগ্রদাদ্যবস্থা যস্মিন্। অনুভবমাত্রত্বে হেতুঃ প্রত্যক্‌দৃশ্যাদন্তং তৎকুতঃ অনামরূপম্ ॥ ১৪ ॥

কারণস্বরূপ যে যজ্ঞবরাহ আমারে রসাতল হইতে উদ্ধার ও স্বীয় সুবিশাল দশনোপরি স্থাপন করিয়া, প্রলয়মহার্ণব হইতে গজের ন্যায় বিনির্গত হইয়াছিলেন, এবং যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী মাতঙ্গের ন্যায় প্রবলপরাক্রমবিশিষ্ট দৈত্যকে প্রমথিত করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, সকলের নিয়ন্তা তাঁহাকে আমি নমস্কার করি ॥ ১২ ॥

কিংপুরুষবর্ষে সকলের ঈশ্বর ও স্বপ্রকাশস্বরূপ ভগবান্ আদিপুরুষ সীতাহৃদয়নন্দন দশরথনন্দন রাম রূপে অবতরণ করিয়া, বিরাজ করিতেছেন। শ্রীহনূমান এইরূপে তাঁহার স্তব করেন; ভগবান্ আপনাকে নমস্কার। আপনি পরমপুণ্যশ্লোক, আপনাকে নমস্কার। আপনার শীল, ব্রত ও লক্ষণ সমুদায়ই বিশিষ্ট-ভাববিশিষ্ট আপনাকে নমস্কার। আপনার মনোবৃত্তি সর্ব্বদা সংযত; আপনাকে নমস্কার। আপনি নিজ গুণে লোক সকলের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন। আপনাকে নমস্কার। আপনি সাধুবাদের সবিশেষ পরীক্ষক স্থান বা চরম সীমা, আপনাকে নমস্কার। আপনি [illegible]

মর্ত্ত্যাবতারস্ত্বিহ মর্ত্ত্যশিক্ষণং
রক্ষোবধায়ৈব ন কেবলং বিভোঃ।
কুতোঽন্যথা স্যাদ্রমতঃ স্ব আত্মনঃ
সীতাকৃতানি ব্যসনানীশ্বরস্য ॥ ১৫ ॥
ন বৈ স আত্মাত্মবতাং সুহৃত্তমঃ
সক্তস্ত্রিলোক্যাং ভগবান্ বাসুদেবঃ।
ন স্ত্রীকৃতং কশ্মলমশ্নুবীত
ন লক্ষ্মণঞ্চাপি বিহাতুমর্হতি ॥ ১৬ ॥

ননু এবম্ভূতস্যাপি জীবস্যোক্তসর্ব্ববিপর্য্যয়ো দৃশ্যতে তত্রাহ মর্ত্ত্যেতি। বিভোর্মর্ত্ত্যাবতারস্তু রক্ষসো রাবণস্য বধায় তস্য মনুষ্যাদন্যতোঽবধ্যত্বাৎ। ন কেবলমেতাবদেব কিন্তু। ইহ সংসারে স্ত্রীসঙ্গাদিকৃতং দুঃখং দুর্ব্বারমিতি মর্ত্ত্যানাং শিক্ষণঞ্চ শিক্ষার্থমপীত্যর্থঃ। অন্যথা স্বে স্বরূপে রমমাণস্যেশ্বরস্য সীতাবিরহকৃতানি ব্যসনানি কুতঃ স্যুঃ ॥ ১৫ ॥

বিষয়াসক্ত্যভাবেন ব্যসনানর্হত্বমুপপাদয়তি। নবৈ স ভগবাংস্ত্রিলোক্যাং কাপি সক্তঃ। যত আত্মবতাং ধীরাণামাত্মা সুহৃত্তমশ্চ অতো ন স্ত্রীকৃতং মোহং প্রাপ্নুয়াৎ। ন লক্ষ্মণঞ্চ। দেবদূতেন শ্রীরামং মন্ত্রয়তা বিজ্ঞাপিতমত্রাগতস্ত্বয়া বধ্য ইতি তদৈব দ্বারি স্থিতং লক্ষ্মণং দুর্ব্বাসসমাগতং বিজ্ঞাপয়িতুং প্রবিষ্টং হন্তুমুদ্যতো বশিষ্ঠবাক্যাত্তত্যাজ তচ্চ ন যুজ্যতেত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

ভাগধেয়সম্পন্ন; আপনাকে নমস্কার। সমুদয় বেদান্তে যে অদ্বিতীয় তত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, আপনি তৎস্বরূপ। একমাত্র বিশুদ্ধ অনুভবই ঐ তত্ত্বের পরিচায়ক। উহা স্বকীয় তেজোগুণ সকলের জাগ্রৎ প্রভৃতি বিবিধ দশান্তর নিরস্ত করিয়াছ। উহা কোনমতেই দৃশ্য হইবার নহে। একমাত্র সুবিমল বুদ্ধিবলেই উহার উপলব্ধি করিতে পারা যায়। উহার কোনপ্রকার নাম নাই ও রূপ নাই। উহা সর্ব্বদা অহঙ্কারের বহির্ভূত। আমি কায়মনে পরমশান্তস্বরূপ ঐ তত্ত্বের শরণ গ্রহণ করি ॥ ১৩—১৪ ॥ সকলের নিয়ন্তা সেই ভগবান্ মনুষ্যরূপে ইহ সংসারে অবতরণ যে করিয়াছিলেন, রাক্ষসকুলধুরন্ধর দশকন্ধরের সংহরণই কেবল তাহার উদ্দেশ্য নহে; স্ত্রীসঙ্গাদিজনিত দুঃখ অতীব দুর্নিবার, ইহাও মনুষ্যদিগকে বিশেষরূপে শিক্ষা দেওয়া তাহার আনুসঙ্গিক অভিপ্রেত। অন্যথা, যিনি স্বকীয় স্বরূপেই পরমানন্দ ভোগ করেন এবং যিনি সকলের ঈশ্বর, তাহার আবার সীতাবিয়োগজনিত বিষাদবিপত্তির সম্ভাবনা কোথায়? ॥ ১৫ ॥ অধিক কি, যাহার মন ও ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রভৃতি জয় করিয়া, অবিচলিত পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তিনি তাহাদের পরম সুহৃৎ ও সাক্ষাৎ আত্মা স্বরূপ। বিশেষতঃ তিনি ঐশ্বর্য্যাদি যাবতীয় গুণের আধার এবং অনন্ত সাধারণ দিব্য তেজোবলে বিহার করিয়া থাকেন। সুতরাং সংসারের কোন বিষয়েই

ন জন্ম নূনং মহতো ন সৌভগং
ন বাঙ্ন বুদ্ধির্নাকৃতিস্তোষহেতুঃ।
তৈর্যদ্বিসৃষ্টানপি নো বনৌকস-
শ্চকার সখ্যে বত লক্ষ্মণাগ্রজঃ ॥ ১৭ ॥
সুরোঽসুরো বাপ্যথবা নরোনরঃ
সর্ব্বাত্মনা যঃ সুকৃতজ্ঞমুত্তমম্।
ভজেত রামং মনুজাকৃতিং হরিং
য উত্তরাননয়ৎ কোশলান্দিবম্ ॥ ১৮ ॥

নারায়ণ উবাচ।

এবং কিংপুরুষে বর্ষে সত্যসন্ধং দৃঢ়ব্রতম্।
রামং রাজীবপত্রাক্ষং হনুমান্বানরোত্তমঃ ॥ ১৯ ॥
স্তৌতি গায়তি ভক্ত্যা চ সংপূজয়তি সর্ব্বশঃ।

অতঃ শ্রীরাম এব সর্ব্বৈঃ সেব্য ইতি বক্তুং ন তস্য তোষহেতুঃ সৎকুলজন্মাদি কিন্তু ভক্তি-রেবেত্যাহ ন জন্মেতি। মহতঃ পুরুষাজ্জন্মমহতঃ শ্রীরামচন্দ্রস্যেতি বা সৌভগং সৌন্দর্য্যং আকৃতির্জাতিঃ। যদ্‌যস্মাত্তৈর্জন্মাদিভির্বিসৃষ্টান্ ত্যক্তানপি নো বনে চরানৃবতাহো লক্ষ্মণ-স্যাগ্রজোঽপি সখিত্বে কৃতবান্ ॥ ১৭ ॥

কোনরূপে সংসক্ত নহেন। এরূপ অবস্থায় স্ত্রীজনিত মোহ তাঁহারে কিরূপে আচ্ছন্ন করিতে সমর্থ হইবে ? এবং কিরূপেই বা তিনি লক্ষ্মণকে বর্জ্জন করিবেন ? ॥ ১৬ ॥ তিনি সাক্ষাৎ মহত্তত্ত্ব বা পরম পুরুষ স্বরূপ, সুতরাং সৎকুলে জন্ম ; সৌন্দর্য্য, বুদ্ধি বা বাগ্মিতা কিংবা আকৃতি, কিছুই তাঁহার সন্তোষ সমুৎপাদনে সমর্থ হয় না। একমাত্র ভক্তিই তাঁহার আকর্ষণ বা বশীকরণ স্বরূপ। যদি তাহা না হইবে, তাহা হইলে সেই লক্ষ্মণাগ্রজ ভগবান্ দাশরথি স্বভাবতঃ সৌন্দর্য্যাদির অবিষয়ীভূত বনচর আমাদিগের সহিত কিরূপে সখ্যতা-সূত্রে বদ্ধ হইয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥ অতএব, সুর বা অসুর, নর বা অনর, যে কেহ সকলেই সর্ব্বান্তঃকরণে সেই মনুষ্যশরীরী সাক্ষাৎ হরি রামের ভজনা করিবে। তিনি এরূপ উত্তম স্বভাববিশিষ্ট যে, স্বল্পমাত্র ভজনা করিলেও, তাহাকে বহুমাত্র জ্ঞান করিয়া, সর্ব্বদা গ্রহণ করেন। অধিক কি, তিনি উত্তর-কোশলবাসী ব্যক্তি মাত্রকেই স্বর্গের অধিবাসী করিয়া-ছেন ॥ ১৮ ॥

নারায়ণ কহিলেন, কপিকুলাগ্রগণ্য শ্রীমান্ হনূমান কিংপুরুষবর্ষে বিরাজমান সত্য সঙ্কল্প ও দৃঢ়ব্রতবান্ রাজীবলোচন রামের ঐরূপে ভক্তিসহকৃত স্তব ও গুণপরম্পরা সংকীর্ত্তন এবং সর্ব্বতোভাবে সমুচিত বিধানে পূজা করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি রামচন্দ্রের এই

য এতচ্ছৃণুয়াচ্চিত্রং রামচন্দ্রকথানকম্।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা যাতি রামসলোকতাম্॥ ২০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে ভুবনকোষবর্ণনে দশমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০॥

তস্মাৎসুরো বাঽন্যো বা যঃ কোঽপি শ্রীরামমেব সর্ব্বপ্রকারেণ ভজেত। সুকৃতজ্ঞং অল্পীয়স্যপি ভজনে বহুমানিনম্। উত্তরান্ কোশলানযোধ্যাবাসিনঃ॥ ১৮—২০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে নবমস্কন্ধে দশমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০॥

বিচিত্র চরিত্রকথা শ্রবণ করে, সে সর্ব্ব পাপপরিমুক্ত হইয়া, সর্ব্বথা শুদ্ধ শরীরে সেই রামের সালোক্য প্রাপ্ত হয়॥ ১৯—২০॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে ভুবনকোষ বর্ণন নামক দশম অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ

নারায়ণ উবাচ।

ভারতাখ্যে চ বর্ষেঽস্মিন্নহমাদিজপূরুষঃ।
তিষ্ঠামি ভবতাচৈব স্তবনং ক্রিয়তেঽনিশম্ ॥ ১ ॥

নারদ উবাচ।

ওঁ নমো ভগবতে উপশমশীলায়োপরতানাত্ম্যায় নমোঽকিঞ্চনবিত্তায় ঋষিঋষভায় নরনারায়ণায় পরমহংসপরমগুরবে আত্মারামাধিপতয়ে নমো নম ইতি।

কর্ত্তাস্য সর্গাদিষু যো ন বধ্যতে
ন হন্যতে দেহগতোপি দৈহিকৈঃ।
দ্রষ্টুর্নদৃগ্যস্য গুণৈর্ব্বিদূষ্যতে
তস্মৈ নমো সক্তবিবিক্তসাক্ষিণে ॥ ২ ॥

অৰ্দ্ধাধিকৈশ্চ দ্বাত্রিংশৎপদ্যৈরথ যথাতথম্।
অস্থবর্ষে ক্রমপ্রাপ্তা সেব্যসেবকতোচ্যতে।

অহং নারায়ণ এব আদিজেতি নারদসম্বোধনং কর্ম্মধারয়ো বা। অহং তিষ্ঠামি। ভবতা মম স্তবনং ক্রিয়ত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ১ ॥

নারদস্তোত্রমাহ। ওঁ নম ইতি মন্ত্রমিমং জপতি নারদ ইত্যর্থঃ। উপরতানাত্ম্যায় নিরহঙ্কারায়েত্যর্থঃ। অসক্তশ্চাসৌ বিবিক্তশ্চ সাক্ষী তস্মৈ নমঃ। অসক্তত্বং দর্শয়তি। অস্য বিশ্বস্য সর্গাদিষু কর্ত্তাপি যো ন বধ্যতে অহং কর্ত্তেতি ন মন্যতে। বিবিক্তমাহ দেহগতোঽপি দৈহিকৈঃ ক্ষুৎপিপাসাদিভির্যো ন হন্যতে নাভিভূয়তে। সাক্ষিত্বমাহ যস্য দ্রষ্টুরপি সতো দৃষ্টিগুণৈর্দৃশ্যৈর্ন দূষ্যতে ন বিক্রিয়তে ॥ ২ ॥

নারায়ণ কহিলেন, এই ভারতবর্ষে আমি সকলের আদিতে প্রাদুর্ভূত পুরুষবিগ্রহে অধিষ্ঠান করিতেছি; তুমি নিরন্তর আমার স্তব করিয়া থাক ॥ ১ ॥ যথা, আপনি ভগবান্ আপনাকে নমস্কার। আপনার স্বভাব সর্ব্বথা রাগদ্বেষাদির বহির্ভূত ও ধর্ম্মজ্ঞান-বৈরাগ্যাদির বিষয়ীভূত। আপনার অহঙ্কারের লেশমাত্র নাই; আপনাকে নমস্কার। আপনি অকিঞ্চন-বিত্ত ও ঋষিকুলাগ্রগণ্য নরনারায়ণ; আপনি পরমহংস ও পরমগুরু; আপনি আত্মারাম ও সকলের অধিনায়ক; আপনাকে নমস্কার। আপনি সকলের কর্ত্তা, কিন্তু সৃষ্টি

ইদং হি যোগেশ্বরযোগনৈপুণং
হিরণ্যগর্ভো ভগবান্ জগাদয়ৎ।
যদন্তকালে ত্বয়ি নির্গুণে মনো
ভক্ত্যাদধীতোজ্‌ঝিতদুষ্কলেবরঃ ॥ ৩ ॥
যথৈহিকামুষ্মিককামলম্পটঃ
সুতেষু দারেষু ধনেষু চিন্তয়ন্।
শঙ্কেতবিদ্বান্ কুকলেবরাত্যয়া-
দ্যস্তস্য যত্নঃ শ্রম এব কেবলম্ ॥ ৪ ॥
তন্নঃ প্রভো ত্বং কুকলেবরার্পিতাং
ত্বং মায়য়াহং মমতামধোক্ষজ!।

যোগকৌশলং নিরূপয়ন্ যোগং প্রার্থয়তে। ইদমিতি ত্রিভিঃ হে যোগেশ্বর! হিরণ্যগর্ভো যদ্‌যোগনৈপুণং জগাদ ইদমেব তৎ কিং জন্মপ্রভৃতিভক্ত্যান্তকালে পুমাংস্ত্বয়ি মনো ধারয়েদিতি যৎ। কথম্ভূতঃ সন্ উজ্‌ঝিতং দুষ্কলেবরং তদভিমানো যেন ॥ ৩ ॥

অন্যথা তস্য শাস্ত্রাভ্যাসাদিশ্রমো ব্যর্থ ইত্যাহ ঐহিকামুষ্মিককামেষু লম্পটো মূর্খঃ। সুতাদিষু যোগক্ষেমং বিচিন্তয়ন্ কুৎসিতস্য কলেবরস্যাত্যয়াৎ মৃতোর্যথা শঙ্কেত। তথা বিদ্বানপি সন্ যঃ শঙ্কেত যস্যঃ যত্ন শ্রম এব ॥ ৪ ॥

যস্মাদ্বিদুষোঽপীয়মেব দশাস্তস্মাৎ হে প্রভো! অধোক্ষজ ত্বমেব নো যোগং বিধেহি। কীদৃশং ত্বয়ি স্বভাবং সহজবাসনারূপং যেন যোগেন বয়ং ত্বন্মায়য়া নঃ কুকলেবরে

প্রভৃতি ব্যাপার মাত্রের কিছুতেই লিপ্ত নহেন। আপনি দেহমাত্রেরই অধিবাসী হইলেও, ক্ষুৎপিপাসা প্রভৃতি কোনরূপ দৈহিক কর্ম্মেরই বাধ্য নহেন; আপনি সাক্ষীস্বরূপ হইলেও, আপনার দৃষ্টি বিষয়ের সান্নিধ্যবশতঃ কোনরূপেই বিকৃত হয় না। আপনি সর্ব্বথা নির্লিপ্ত ও বাসনাদির অনাস্পর্শীভূত সাক্ষীস্বরূপ; আপনাকে নমস্কার ॥ ২ ॥ আপনা হইতেই যোগমার্গ আবিষ্কৃত ও আপনাতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ এই প্রকার যোগনৈপুণ্য উপদেশ করিয়াছিলেন যে, লোকে এই দুষ্কলেবরের অভিমান ত্যাগ করিয়া ভক্তিমার্গে প্রবৃত্ত হইয়া চরম সময়ে গুণাতীতরূপী তোমাতে মন সন্নিহিত করিবে ॥ ৩ ॥ যে ব্যক্তি ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয় সমূহ অতি মাত্র প্রসক্তি বশতঃ নিতান্ত মোহাচ্ছন্ন হইয়া পুত্র, কলত্র ও বিত্তাদির যোগাপেক্ষা চিন্তায় কালযাপন করে, সে যেমন এই কুৎসিত কলেবরের বিনাশ বশতঃ চরম সময়ে শঙ্কিত হইয়া থাকে; জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পন্ন ইঁহারাও যদি সেইরূপে শঙ্কা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহার শাস্ত্রাভ্যাসাদি যত্ন কেবল শ্রমমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥ যখন বিদ্বান্‌গণেরও এই প্রকার বিসদৃশী দশার আবির্ভাব হয়; তখন হে অধোক্ষজ! আপনি স্বয়ংই আমাদিগকে আপনাতে সহজ

ভিন্দ্যামযেনাশু বয়ং সুদুর্ভিদাং
বিধেহি যোগং ত্বয়ি নঃ স্বভাবম্ ॥ ৫ ॥
এবং স্তৌতি সদা দেবং নারায়ণমনাময়ম্।
নারদো মুনিশার্দ্দূলঃ প্রজ্ঞাতাখিলসারদৃক্ ॥ ৬ ॥
অস্মিন্ বৈ ভারতে বর্ষে সরিচ্ছৈলাস্তু সন্তি হি।
তান্ প্রবক্ষ্যামি দেবর্ষে! শৃণুষ্বৈকাগ্রমানসঃ ॥ ৭ ॥
মলয়ো মঙ্গলপ্রস্থো মৈনাকশ্চ ত্রিকূটকঃ।
ঋষভঃ কূটকঃ কোল্লঃ সহ্যো দেবগিরিস্তথা ॥ ৮ ॥
ঋষ্যমূকশ্চ শ্রীশৈলো ব্যঙ্কটাদ্রির্মহেন্দ্রকঃ।
বারিধারশ্চ বিন্ধ্যশ্চ শুক্তিমানৃক্ষপর্ব্বতঃ ॥ ৯ ॥
পারিযাত্রস্তথা দ্রোণশ্চিত্রকূটগিরিস্তথা।
গোবর্দ্ধনো রৈবতকঃ ককুভো নীলপর্ব্বতঃ ॥ ১০ ॥
গৌরমুখশ্চেন্দ্রকীলো গিরিঃ কামগিরিস্তথা।
এতে চান্যেঽপ্যসঙ্খ্যাতা গিরয়ো বহুপুণ্যদাঃ ॥ ১১ ॥
এতদুৎপন্নসরিতঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
পানাবগাহনস্নানদর্শনোৎকীর্ত্তনৈরপি ॥ ১২ ॥

অপিতামহংমমতাং শীঘ্রং ভিন্দ্যাং ত্যজেম। সুদুর্ভিদামুপায়ান্তরৈঃ সর্ব্বথা ত্যক্তুমশক্যাম্ ॥ ৫—১৫ ॥

বাসনারূপ যোগের উপদেশ করুন। তাহা হইলে আপনার মায়াবলে এই কুৎসিত কলেবরে যে অহংমমতার গাঢ় সন্নিবেশ হইয়া থাকে, যাহা অন্তবিধ উপায়ে সহজে পরিহার করা সাধ্যায়ত্ত নহে, তাহা আমরা আশু পরিত্যাগ করিতে পারিব ॥ ৫ ॥ সকল বিষয়ের পারদর্শী, সবিশেষ-তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন, ঋষিকুলাগ্রগণ্য নারদ সর্ব্বদা এইরূপে নির্ব্বিকারস্বরূপ নিত্যলীলাবিগ্রহ নারায়ণের স্তব করিয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

দেবর্ষে! এই ভারতবর্ষে যে সকল নদী ও পর্ব্বত বিদ্যমান আছে, আমি তৎ সমস্ত যথাযথ কীর্ত্তন করিব তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর ॥৭॥ মলয়, মঙ্গলপ্রস্থ, মৈনাক, চিত্রকূট, ঋষভ, কূটক, কোল্ল, সহ্য, দেবগিরি, ঋষ্যমূক, শ্রীশৈল, ব্যঙ্কট, মহেন্দ্র, বারিধার, বিন্ধ্য, শুক্তিমান্, ঋক্ষ, পারিযাত্র, দ্রোণ, চিত্রকূট, গোবর্দ্ধন, রৈবতক, ককুভ, নীল, গৌরমুখ, ইন্দ্রকাল ও কামগিরি এই সকল ও অন্যান্য অনেক পর্ব্বত বিদ্যমান আছে, তাহাদের সংখ্যা করা যায় না। দেবর্ষে! এই সকল পর্ব্বতের দর্শনাদি দ্বারা বহুপুণ্য উপার্জ্জন হইয়া থাকে ॥ ৮—১১ ॥ শত সহস্র সরিৎ এই সকল পর্ব্বত হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে।

নাশয়ন্তি চ পাপানি ত্রিবিধানি শরীরিণাম্।
তাম্রপর্ণী চন্দ্রবশা কৃতমালা বটোদকা ॥ ১৩ ॥
বৈহায়সী চ কাবেরী বেণা চৈব পয়স্বিনী।
তুঙ্গভদ্রা কৃষ্ণবেণা শর্করা বর্ত্তকা তথা ॥ ১৪ ॥
গোদাবরী ভীমরথী নির্বিন্ধ্যা চ পয়োষ্ণিকা।
তাপী রেবা চ সুরসা নর্ম্মদা চ সরস্বতী ॥ ১৫ ॥
চর্ম্মণ্বতী চ সিন্ধুশ্চ অন্ধশোণৌ মহানদৌ।
ঋষিকুল্যা ত্রিসামা চ বেদস্মৃতির্মহানদী ॥১৬ ॥
কৌশিকী যমুনা চৈব মন্দাকিনী দৃষদ্বতী।
গোমতী সরযূরোঘবতী সপ্তবতী তথা ॥ ১৭ ॥
সুষমা চ শতদ্রুশ্চ চন্দ্রভাগা মরুদ্বৃধা।
বিতস্তা চ অসিক্নী চ বিশ্বা চেতি প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১৮ ॥
অস্মিন্ বর্ষে লব্ধজন্মপুরুষৈঃ স্বস্বকর্ম্মভিঃ।
শুক্ললোহিতকৃষ্ণাখ্যৈর্দিব্যমানুষনারকাঃ ॥ ১৯ ॥
ভবন্তি বিবিধা ভোগাঃ সর্ব্বেষাঞ্চ নিবাসিনাম্।
যথাবর্ণবিধানেনাপবর্গো ভবতি স্ফুটম্ ॥ ২০ ॥

বেদস্মৃতিশ্চ মহানদী চেতি দ্বন্দ্বঃ ॥ ১৬—১৮ ॥

শুক্ললোহিতকৃষ্ণাখ্যৈঃ সাত্ত্বিকরাজসতামসৈঃ স্বকর্ম্মভির্যথাক্রমং দিব্যমানুষনারকা ভোগা ভবন্তীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ ॥ ১৯ ॥

এবমেব সর্ব্বেষাঞ্চ নিবাসিনাং কর্ম্মবৈচিত্র্যাদনুভূয়মানা বিবিধা ভোগা ভবন্তীত্যর্থঃ। যথাবর্ণেতি। যস্য বর্ণস্য যদ্বিধানং মোক্ষপ্রকারঃ। সন্ন্যাসবানপ্রস্থাদিতদনতিক্রমেণাস্মিন্নেব

তাহাদের সলিল পান, তাহাতে অবগাহন ও স্নান এবং তাহাদের দর্শন ও সম্যগ্‌বিধানে কীর্ত্তন করিলে প্রাণিমাত্রেরই কায়জ, মনোজ ও বাক্যজ পাপের বিনাশ হইয়া থাকে। ঐ সকল নদীর নাম যথা, তাম্রপর্ণী, চন্দ্রবশা, কৃতমালা, বটোদকা, বৈহায়সী, কাবেরী, বেণা, পয়স্বিনী, তুঙ্গভদ্রা, কৃষ্ণবেণা, শর্করা, বর্ত্তকা, গোদাবরী, ভীমরথী, নির্বিন্ধ্যা, পয়োষ্ণিকা, তাপী, রেবা, সুরসা, নর্ম্মদা, সরস্বতী ও চর্ম্মণ্বতী এবং সিন্ধু, অন্ধ ও শোণ এই তিনটী মহানদ ও ঋষিকুল্যা, ত্রিসামা, বেদস্মৃতি, মহানদী, কৌশিকী, যমুনা, মন্দাকিনী, দৃষদ্বতী, গোমতী, সরযূ, ওঘবতী, সপ্তবতী, সুষোমা, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, মরুদ্বৃধা, বিতস্তা, অসিক্নী ও বিশ্বা এই সমস্ত নদী বিদ্যমান আছে ॥ ১২—১৮ ॥ এই বর্ষে যে সকল পুরুষ জন্ম পরিগ্রহ করে, তাহাদের মধ্যে সাত্ত্বিক, রাজস ও তামসভেদে স্ব স্ব কর্ম্মফলে যথাক্রমে দিব্য, মানুষ ও নারকভেদে বিবিধ ভোগ সম্ভোগ করিয়া থাকে এবং এই বর্ষের যাবতীয়

এতদেব চ বর্ষস্য প্রাধান্যং কার্য্যসিদ্ধিতঃ ।
বদন্তি মুনয়ো বেদবাদিনঃ স্বর্গবাসিনঃ ॥ ২১ ॥

অহো অমীষাং কিমকারি শোভনং
প্রসন্ন এষাং স্বিদুত স্বয়ং হরিঃ ।
যৈর্জ্জন্ম লব্ধং নৃষু ভারতাজিরে
মুকুন্দসেবৌপয়িকং স্পৃহাহিনঃ ॥ ২২ ॥

কিং দুষ্করৈর্নঃ ক্রতুভিস্তপোব্রতৈ-
র্দ্দানাদিভির্ব্বা দ্যুজয়েন ফল্গুনা ।
ন যত্র নারায়ণপাদপঙ্কজ-
স্মৃতিঃ প্রমুষ্টাতিশয়েন্দ্রিয়োৎসবাৎ ॥ ২৩ ॥

বর্ষে নৃণামপবর্গশ্চ ভবতি। এতচ্চ কর্ম্মাদিবহুসাধনসম্ভবাভিপ্রায়েণোক্তম্। নত্বন্যত্রাপবর্গাভাবেন তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ। সম্ভবাদিতি দেবানামপি মোক্ষস্য সূচিতত্বাৎ ॥ ২০ ॥

এতদেব প্রাধান্যমস্য বর্ষস্য। কিং তৎ কার্য্যস্য সিদ্ধিতঃ সার্ব্ববিভক্তিকস্তসিঃ। অনায়াসেনেশ্বরপ্রসাদরূপকার্য্যসিদ্ধিস্বরূপমিত্যর্থঃ। অনেন হি সর্ব্বলোকাপেক্ষয়ায়ং লোকঃ প্রধান ইতি স্বর্গবাসিনোঽপি বদন্তি ॥ ২১ ॥

কিং স্বর্গবাসিনোঽপি বদন্তি তত্রাহ অহো ইতি। অমীষামেভিঃ উতস্বিৎ অথবা স্বয়মেব সাধনং বিনৈব হরিরেষাং প্রসন্নোঽভূৎ। এবম্ভূতস্য পুণ্যস্য দুষ্করত্বাৎ। ভারতাজিরে ভারতাঙ্গণে নঃ কেবলং স্পৃহৈব যত্র তন্মুকুন্দসেবোপযোগিজন্ম নৃষু লব্ধম্ ॥ ২২ ॥

স্পৃহামেবাহ কিমিত্যাদিসপ্তভিঃ। দুষ্করৈঃ ক্রত্বাদিভির্নঃ ফল্গুনা তুচ্ছেন দ্যুজয়েন স্বর্গপ্রাপ্ত্যা কিং ন কিঞ্চিৎ ফলম্। কুতঃ যত্র নারায়ণপাদপঙ্কজস্মৃতির্নাস্তি। প্রত্যুত অতিশয়িতাদিন্দ্রিয়োৎসবাদ্রাগাৎ প্রমুষ্টাভূৎ ॥ ২৩ ॥

নিবাসীই, স্বস্ব-বর্ণোক্ত সন্ন্যাস, বানপ্রস্থ ইত্যাদি বিধানক্রমে যাহার যেরূপ ক্রম নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার অনতিক্রমে অপবর্গ ভোগ করিয়া থাকে ॥ ১৯—২০ ॥ বেদবাদী ঋষিবর্গ ও স্বর্গবাসী দেবগণও বলিয়া থাকেন, এইরূপ অনায়াসে ঈশ্বরপ্রসাদরূপ কার্য্যসিদ্ধি হয় বলিয়াই অন্যান্য সকল বর্ষ অপেক্ষা এই বর্ষ প্রধান ॥ ২১ ॥ উল্লিখিত মুনিগণ ও স্বর্গবাসী সকল এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, না জানি, ভারতবর্ষবাসিরা কি সৎকার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিয়াছিল যে, তৎপ্রভাবে বিনা সাধনেই ভগবান্ হরি ইহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন; আহা! এই জন্যই ভারতবর্ষে আমাদেরও সর্ব্বথা অভিলাষ হইয়া থাকে, যেহেতু মনুষ্যলোকমধ্যে জন্মগ্রহণ করিলে, মুকুন্দের পরিচর্য্যায় সর্ব্বতোভাবে উপযোগী হওয়া যাইতে পারে ॥২২॥ দুষ্কর তপশ্চরণ, দান, যজ্ঞ ও ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিয়া আমাদের কি হইবে? সামান্য স্বর্গপ্রাপ্তিতেই বা আমাদের ফল কি? উহাতে প্রবৃত্ত হইলে ভগবান্ নারায়ণের পাদপঙ্কজ কোনমতেই আর স্মৃতিবিষয়ে উপনীত হয় না; প্রত্যুত, সামান্য ইন্দ্রিয় ভোগের

কল্পায়ুষাং স্থানজয়াৎ পুনর্ভবাৎ
ক্ষণায়ুসাং ভারতভূজয়ো বরং।
ক্ষণেন মর্ত্ত্যেন কৃতং মনস্বিনঃ
সংন্যস্য সংযান্ত্যভয়ং পদং হরেঃ ॥ ২৪ ॥
ন যত্র বৈকুণ্ঠকথাসুধাপগা
ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ।
ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ
সুরেশলোকোঽপি ন বৈ স সেব্যতাং ॥ ২৫ ॥
প্রাপ্তা নৃজাতিং ত্বিহ যে চ জন্তবো
জ্ঞানক্রিয়াদ্রব্যকলাপসংভৃতাং।
ন বৈ যতেরন্নপুনর্ভবায় তে
ভূয়ো বনৌকা ইব যান্তি বন্ধনম্ ॥ ২৬ ॥

ক্ষণমল্পমেবায়ুর্যেষাং বরত্বে হেতুঃ। মর্ত্ত্যেনাপি দেহেন ক্ষণেনৈব কালেন কৃতং কর্ম্ম-সংন্যস্য হরেঃ পদং সম্যগ্যান্তি ॥ ২৪ ॥

অতো যত্র বৈকুণ্ঠকথামৃতনদ্যো ন সন্তি তদাশ্রয়াঃ কথাপগাশ্রয়াঃ মহান্তো নৃত্যাদ্যুৎ-সবা যেষু তাদৃশা যজ্ঞেশস্য মখাশ্চ পূজাঃ স সুরেশস্য ব্রহ্মণোঽপি লোকো ন সেব্যতাম্ ॥২৫॥

অমুমুক্ষূন্নরান্নিন্দতি প্রাপ্তা ইতি। জ্ঞানঞ্চ তদর্থাঃ ক্রিয়াশ্চ তদর্থানি দ্রব্যাণি চ তেষাং কলাপেন সম্ভৃতাং সম্পূর্ণাম্। অপুনর্ভবায় মোক্ষায় বনৌকা ইব বনৌকসঃ পক্ষিণো যথা লুব্ধকাৎ মুক্তা অপি পুনর্যদি তস্মিন্নেব বৃক্ষে প্রসক্তা বিহরন্তি তর্হি যথা বধ্যন্তে তদ্বৎ ॥ ২৬ ॥

লালসা বৃদ্ধি হওয়ায় উহাতে একবারেই বঞ্চিত হইতে হয় ॥ ২৩ ॥ যাঁহারা পুণ্যবলে প্রলয় কাল পর্য্যন্ত জীবন লাভ করিয়া সমস্ত ভোগ করেন এবং স্ব স্ব পুণ্যক্ষয়ে পুনর্ব্বার জন্ম-পরিগ্রহ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সেই স্থানলাভ করিতে অভিলাষ করা অপেক্ষা অল্পায়ু মানবগণের ভারতবর্ষ লাভ করিবার চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠকল্প, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কেননা, ভারতবাসী মনস্বী পুরুষগণ এই মর্ত্ত্যদেহ লাভ করিয়া ও ক্ষণকাল-মধ্যেই ভগবান্ হরিতে আত্ম সমর্পণ করিয়া তাঁহার পুনর্জ্জন্ম নিবারক পদ অধিকার করিয়া থাকে ॥ ২৪ ॥ যে স্থানে বৈকুণ্ঠ গুণানুগান স্বরূপ অমৃতসিন্ধু বিদ্যমান নাই; যে স্থানে ভগবৎপদারবিন্দাশ্রয়ী সাধু ভক্তগণের সমাবেশ নাই; যে স্থানে অতি সমারোহে ভগবান্ বিষ্ণুর যজ্ঞাদি না হইয়া থাকে; সেই স্থান স্বর্গ হইলেও তাহার সেবা করা উচিৎ নহে ॥ ২৫ ॥ যে সকল ব্যক্তি জ্ঞান, ক্রিয়া ও দ্রব্য এই সকলে পরিপূর্ণ মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষলাভের নিমিত্ত যত্নপরায়ণ না হয়, তাহারা বনচর পশু পক্ষ্যাদির ন্যায় বারংবার

যৈঃ শ্রদ্ধয়া বর্হিষি ভাগশো হবি-
র্নিরুপ্তমিষ্টং বিধিমন্ত্রবস্তুতঃ।
একঃ পৃথক্ নামভিরাহুতো মুদা
গৃহ্লাতি পূর্ণঃ স্বয়মাশিষাং প্রভুঃ॥ ২৭॥
সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্॥২৮॥
"যদ্যত্র নঃ স্বর্গ সুখাবরোষিতং
স্বিষ্টস্য পূর্ত্তস্য কৃতস্য শোভনম্।
তেনাজনাভে স্মৃতিমজ্জন্মনঃ স্যা-
দ্বর্ষে হরির্ভজতাং শং তনোতি॥"১॥

অহো ভারতবাসিনাং ভাগ্যমিত্যাহুঃ যৈরিতি। অগ্নয়ে জুষ্টং নির্ব্বপামি ইন্দ্রায় জুষ্টং নির্ব্বপামি ইত্যেবং ভাগশো নিরুপ্তং পৃথক্কৃতম্। কথং বিধানপ্রকারেণ মন্ত্রেণ বস্তুতশ্চ পুরোডাশাদিভেদেন ইষ্টাং দেবতামুদ্দিশ্য ত্যক্তং নিরুপ্তঞ্চ মমেদমিতি স্বীকৃত্য ত্যাগানন্তর-মগ্নাতীতার্থঃ। পৃথক্ ইন্দ্রাদিনামভিরাহুত আহূতঃ। আশিষাং প্রভুঃ স্বয়ং পূর্ণোঽপি হরিঃ॥ ২৭॥

তত্রাপি নিষ্কামাঃ কৃতার্থা ইত্যাহুঃ সত্যমিতি। প্রার্থিতঃ সন্নর্থিতং দদাতীতি সত্যম্। অথাপি পরমার্থদো ন ভবত্যেব যদ্যস্মাদ্যতো দত্তানন্তরং পুনরপ্যর্থিতা ভবতি। নমু

বন্ধনগ্রস্ত হইয়া থাকে॥ ২৬॥ ভারতের অধিবাসী ব্যক্তিবর্গ বিধি, মন্ত্র ও পুরোডাশাদির ভেদক্রমসহকারে বিভাগানুসারে হবি নির্ব্বপণ করিয়া, ইন্দ্রাদি পৃথক্ পৃথক্ নামে আহ্বান করিলেও অদ্বিতীয়স্বরূপ স্বয়ংপূর্ণ ও সাক্ষাৎ আশীঃপরম্পরার নিয়ন্তা ভগবান্ হরি অতীব প্রীতিভরে তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন॥ ২৭॥ সত্য বটে, তাঁহার নিকট লোকে যাহা প্রার্থনা করে, তিনি তাহাই দিয়া থাকেন কিন্তু, তিনি সহসা কাহাকেও পরমার্থ প্রদান করেন না। কেননা, দানানন্তর পুনরায় লোকে প্রার্থী হইয়া থাকে। অতএব যাহারা সর্ব্বকামনা-পরিহারপুরঃসর একমাত্র কর্ত্তব্যবোধেই তাঁহার ভজনা করে, তিনি তাহা-দিগকে স্বয়ং প্রেরিত হইয়া স্বকীয় পাদপল্লব প্রদান করিয়া থাকেন। ফলতঃ পাদপল্লব প্রাপ্ত হইলেই আর কাহাকেও কোনরূপ কামনার দাসত্ব করিতে হয় না॥ ২৮॥ "আমরা যে ইষ্টাপূর্ত্তের সম্যগ্‌রূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, তাহার সমুচিত ফলস্বরূপ যদিও এই স্বর্গে পরম সুখে বাস করিতেছি, তথাপি তৎপ্রভাবে আমারা যেন ভারতবর্ষে হরিস্মৃতি-পরায়ণ হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিতে পারি। কেননা, ভগবান্ এই ভারতেই অধিষ্ঠান করিয়া, ভক্তদিগের পরম কল্যাণবিধান করিয়া থাকেন॥" ১॥

নারায়ণ উবাচ।

এবং স্বর্গগতা দেবাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
প্রবদন্তি চ মহাত্ম্যং ভারতস্য সুশোভনম্॥ ২৯॥
জম্বুদ্বীপস্য চাষ্টৌ হি উপদ্বীপাঃ স্মৃতাঃ পরে।
হয়মার্গান্বিশোধদ্ভিঃ সাগরৈঃ পরিকল্পিতাঃ॥ ৩০॥
স্বর্ণপ্রস্থশ্চন্দ্রশুক্র আবর্ত্তনরমানকৌ।
মন্দরোপাখ্যহরিণৌ পাঞ্চজন্যস্তথৈব চ।
সিংহলশ্চৈব লঙ্কেতি উপদ্বীপাষ্টকং স্মৃতম্॥ ৩১॥
জম্বুদ্বীপস্য মানং হি কীর্ত্তিতং বিস্তরেণ চ।
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি প্লক্ষাদিদ্বীপষট্ককম্॥ ৩২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে ভুবনকোষবর্ণনে ভারতবর্ষবর্ণনো নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১১॥

নার্থিভ্যশ্চেৎ কিমপি ন দদ্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ অনিচ্ছতাং নিষ্কামানাস্তু ইচ্ছানাং পিধানমাচ্ছাদকম্। সর্ব্বকামপরিপূরকং নিজপাদপল্লবং স্বয়মেব সম্পাদয়তি॥ ২৮—২৯॥
হয়মার্গানপহৃতাশ্বমার্গান্ বিশোধদ্ভিরন্বেষমাণৈঃ॥ ৩০—৩২॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে অষ্টমস্কন্ধে একাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১১॥

নারায়ণ কহিলেন, দেবর্ষে! স্বর্গবাসী দেবগণ, সিদ্ধগণ ও পরমর্ষিগণ এইরূপে ভারতের পরম শোভন মাহাত্ম্য গান করিয়া থাকেন॥ ২৯॥ জম্বুদ্বীপের আট্টী উপদ্বীপ আছে। সগরাত্মজগণ আপনাদের অপহৃত অশ্বের পদবী অন্বেষণপ্রসঙ্গে এই সকল উপদ্বীপের উৎপাদন করিয়াছিলেন এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে॥ ৩০॥ স্বর্ণপ্রস্থ, চন্দ্রশুক্র, আবর্ত্তন, রমানক, মন্দরোপাখ্য, হরিণ, পাঞ্চজন্য এবং সিংহল বা লঙ্কা এই আটটী উপদ্বীপ॥ ৩১॥ জম্বুদ্বীপের পরিমাণ বিস্তারক্রমে কীর্ত্তন করা গিয়াছে, অতঃপর প্লক্ষাদি অবশিষ্ট ছয়টী দ্বীপের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর॥ ৩২॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে ভুবনকোষবর্ণনে ভারতবর্ষবর্ণন নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

জম্বুদ্বীপো যথা চায়ং যৎপ্রমাণেন কীর্ত্তিতঃ।
তাবতা সর্ব্বতঃ ক্ষারোদধিনা পরিবেষ্টিতঃ ॥ ১ ॥
জম্ব্বাখ্যেন যথা মেরুস্তথা ক্ষারোদকেন চ।
ক্ষারোদধিস্তু দ্বিগুণপ্লক্ষাখ্যেনোপবেষ্টিতঃ ॥ ২ ॥
যথৈব পরিখা বাহ্যোপবনেন হি বেষ্ট্যতে।
প্লক্ষাখ্যশ্চ স্বয়ং জম্বুপ্রমাণো দ্বীপরূপধৃৎ ॥ ৩ ॥
হিরণ্ময়োঽগ্নিস্তত্রৈব তিষ্ঠতীতি বিনিশ্চয়ঃ ॥
প্রিয়ব্রতাত্মজস্তত্র সপ্তজিহ্ব ইতি স্মৃতঃ ॥ ৪ ॥

অর্দ্ধাধিকৈশ্চ সপ্তত্রিংশদ্ভিঃ পদ্যৈরতঃপরম্।
দ্বীপান্তরসমাচারো যথাবদভিবর্ণ্যতে ॥

তাবতা লক্ষবিস্তারেণ ॥ ১ ॥

জম্বুদ্বীপেন যথা মেরুর্বেষ্টিতস্তথা দ্বিগুণবিস্তারেণ বিশালেন প্লক্ষদ্বীপেন ক্ষারোদধির্বেষ্টিতঃ ॥ ২ ॥

যথা পরিখা বাহ্যোপবনেন বেষ্ট্যতে তদ্বৎ। তস্মিন্ প্লক্ষাখ্যে দ্বীপে প্লক্ষাখ্যঃ প্লক্ষনামকো বৃক্ষো জম্বুদ্বীপস্থজম্বুবৃক্ষপ্রমাণেন সমানোন্নাহবিস্তারঃ স্বয়ং তিষ্ঠতি। কথম্ভূতো হিরণ্ময়ো হিরণ্যকান্তিঃ। দ্বীপরূপং নাম তদ্ধারয়তি দ্বীপাখ্যাকারঃ। তন্নাম্নৈব হি তদ্দ্বীপং প্রসিদ্ধমিত্যর্থঃ। দ্বীপশব্দো নপুংসকোঽপি ॥ ৩ ॥

তত্রৈব তদ্বৃক্ষাধ এবাগ্নির্মূর্ত্তিমাংস্তিষ্ঠতি। লোকানাং দেবীধর্ম্মানুপদিশন্ স্বয়ঞ্চ দেব্যারাধনং কুর্ব্বন্নিত্যনুক্তমপি পূর্ব্বগ্রন্থানুরোধেনোন্নেয়ম্। কোঽসাবগ্নিস্তত্রাহ সপ্তজিহ্ব ইতি স্মৃতো যঃ সোঽগ্নিরিত্যর্থঃ। প্রিয়ব্রতাত্মজ ইত্যস্য তু তদুত্তরশ্লোকস্থেনেধ্মজিহ্ব ইত্যনেনান্বয়ঃ। তদুক্তং বিষ্ণুভাগবতে। যত্রাগ্নিরুপাস্তে সপ্তজিহ্বস্তস্যাধিপতিঃ প্রিয়ব্রতাত্মজ ইধ্মজিহ্ব ইতি ॥ ৪ ॥

নারায়ণ কহিলেন, জম্বুদ্বীপ যে প্রকার এবং তাহার প্রমাণ যেরূপ কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাবৎ বিস্তার বিশিষ্ট ক্ষার সমুদ্রে উহার সকল দিক পরিবেষ্টিত ॥ ১ ॥ মেরু যেমন জম্বুদ্বীপও ক্ষারসলিলে বেষ্টিত, ক্ষারোদধিও সেইরূপ দ্বিগুণবিস্তৃত প্লক্ষদ্বীপে পরিবেষ্টিত হইয়া আছে ॥২॥ পরিখা যেমন বাহ্য উপবনে বেষ্টিত থাকে, উহাও সেইরূপ বেষ্টিত আছে। জম্বুদ্বীপস্থ জম্বুনামক বৃক্ষের সমান প্রমাণবিশিষ্ট প্লক্ষনামক বৃক্ষ তেমন প্লক্ষদ্বীপে স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত আছে। এই বৃক্ষ হইতেই প্লক্ষদ্বীপের নামকরণ হইয়াছে ॥ ৩॥ এই বৃক্ষের কান্তি

অগ্নিস্তদধিপস্ত্বিধ্মজিহ্বঃ স্বং দ্বীপমেব চ।
বিভজ্য সপ্তবর্ষাণি স্বপুত্রেভ্যো দদৌ বিভুঃ ॥ ৫ ॥
স্বয়মাত্মবিদাং মান্যাং যোগচর্য্যাং সমাশ্রিতঃ ॥
তেনৈব চাত্মযোগেন ভগবন্তমুপাগতঃ ॥ ৬ ॥
শিবঞ্চ যবসং ভদ্রং শান্তং ক্ষেমামৃতে তথা।
অভয়ঞ্চেতি সপ্তৈব তদ্বর্ষাণি সদেক্ষতাম্ ॥ ৭ ॥
তেষু প্রোক্তা নদীঃ সপ্ত গিরয়ঃ সপ্ত চৈব হি।
অরুণা নৃম্নাঙ্গিরসী সাবিত্রী সুপ্রভাতিকা ॥ ৮ ॥
ঋতম্ভরা সত্যম্ভরা ইতি নদ্যঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
মণিকূটো বজ্রকূট ইন্দ্রসেনস্তথৈব চ ॥ ৯ ॥
জ্যোতিষ্মান্ বৈ সুপর্ণশ্চ হিরণ্যষ্ঠীব এব চ।
মেঘমাল ইতি খ্যাতাঃ প্লক্ষদ্বীপস্থ পর্ব্বতাঃ ॥ ১০ ॥
নদীনাং জলমাত্রেণ দর্শনস্পর্শনাদিভিঃ।
নির্ধূতাশেষরজসো নিস্তমস্কাঃ প্রজাস্তথা ॥ ১১ ॥

সঃ তদ্দ্বীপাধিপতিরিধ্মজিহ্বঃ স্বং দ্বীপং সপ্তধা বিভজ্য তানি সপ্ত বর্ষাণি সপ্ত খণ্ডানি স্বপুত্রেভ্যো বক্ষ্যমাণেভ্যো দদৌ ॥ ৫ ॥

ভগবন্তং পরব্রহ্মাত্মকমুপাগতঃ প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

তত্র যান্যেব তৎপুত্রনামানি তান্যেব তদ্বর্ষনামানি বোধ্যানীত্যভিপ্রায়েণ বর্ষনামান্যাহ শিবমিতি। ভদ্রং সুভদ্রম্। ক্ষেমামৃতে ক্ষেমমমৃতঞ্চেত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

নদীরিত্যত্র বা ছন্দসীতি পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘঃ। সুপ্রভাতিকা সুপ্রভাতা ॥ ৮—১১ ॥

হিরণ্যসদৃশী। অধোভাগে স্বয়ং অগ্নি মূর্ত্তিমান হইয়া আছেন, এইপ্রকার বিনির্ণীত হইয়াছে। ঐ অগ্নি সপ্তজিহ্ব নামে বিখ্যাত। প্রিয়ব্রতের পুত্র ইধ্মজিহ্ব এই দ্বীপের অধিপতি। তিনি আপনার অধিকৃত দ্বীপকে সপ্তবর্ষে বিভাগ করিয়া স্বকীয় সপ্তপুত্রকে প্রদান করেন এবং স্বয়ং আত্মজ্ঞানী ব্যক্তিগণের নিরতিশয় সমাদৃত যোগপদবী আশ্রয় করিয়া, আত্মযোগ সহায়ে ভগবান্ বাসুদেবকে লাভ করিয়াছিলেন ॥৪—৬॥ এই সপ্তদ্বীপের নাম শিব, যবস, সুভদ্র, শান্তি, ক্ষেম, অমৃত ও অভয় ॥ ৭ ॥ ঐ সপ্তদ্বীপে যথাক্রমে সপ্ত নদী ও সপ্ত পর্ব্বত প্রতিষ্ঠিত আছে। নদী সকলের নাম অরুণা, নৃম্না, অঙ্গিরসী, সাবিত্রী, সুপ্রভাতিকা, ঋতম্ভরা ও সত্যম্ভরা। পর্ব্বত সকলের নাম, মণিকূট, বজ্রকূট, ইন্দ্রসেন, জ্যোতিষ্মান্, সুপর্ণ, হিরণ্যষ্ঠীব ও মেঘমাল এই কয়টী প্লক্ষ দ্বীপের পর্ব্বত বিনির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ৮-১০ ॥ তত্তৎ নদীর জলমাত্রের দর্শন ও স্পর্শনাদি করিলেই লোক সকলের অশেষ-কলুষ-নিরাশ ও

হংসশ্চৈব পতঙ্গশ্চ ঊর্দ্ধায়ন ইতীব চ।
সত্যাঙ্গসংজ্ঞাশ্চত্বারো বর্ণাঃ প্লক্ষস্য দ্বীপকে ॥ ১২ ॥
সহস্রায়ুঃপ্রমাণাশ্চ বিবিধোপমদর্শনাঃ।
স্বর্গদ্বারং ত্রয়ী বিদ্যা বিধিনার্কং যজন্তি তে ॥ ১৩ ॥
প্রত্নস্য বিষ্ণোরূপঞ্চ সত্যর্ত্তস্য চ ব্রহ্মণঃ।
অমৃতস্য চ মৃত্যোশ্চ সূর্য্যমাত্মানমীমহি ॥ ১৪ ॥
প্লক্ষাদিষু চ সর্ব্বেষু পঞ্চদ্বীপেষু নারদ!।
আয়ুরিন্দ্রিয়মোজশ্চ বলং বুদ্ধিঃ সহোঽপি চ ॥ ১৫ ॥
বিক্রমঃ সর্ব্বলোকানাং সিদ্ধিরৌৎপত্তিকী সদা।
প্লক্ষদ্বীপাৎ পরং চেক্ষুরসোদঃ সরিতাম্পতিঃ ॥ ১৬ ॥
প্লক্ষদ্বীপং সমগ্রঞ্চ পরিবার্য্যাবতিষ্ঠতে।
শাল্মলাখ্যস্ততো দ্বীপশ্চাস্মাদ্দ্বিগুণবিস্তরঃ ॥ ১৭ ॥

হংসাদয়ো ব্রাহ্মণাদিস্থানীয়া বর্ণাঃ ॥ ১২ ॥

মানসোত্তরস্য মণ্ডলাকারত্বোক্তেঃ। এতে প্লক্ষাদিপঞ্চদ্বীপেষু বর্ষাদ্রয়স্তির্য্যগ্রেথাকারা উভয়োঽব্ধিঃ স্পৃশন্ত ইতি গম্যতে। অন্যথা সপ্তভিঃ সপ্তবর্ষবিভাগাসম্ভবাৎ বৈষ্ণবে বর্ষাণাং পূর্ব্বাদিক্রমোক্তেশ্চ। স্বর্গদ্বারং তন্নামকম্। ত্রয়ীবিদ্যাবিধানেন বৈদিকমার্গেণ ॥ ১৩ ॥

প্রত্নস্যেতি। প্রত্নস্য পুরাণস্য পুরুষস্য বিষ্ণোর্যদ্রূপং তং সূর্য্যমীমহীতি শরণং ব্রজেম। কথম্ভূতং সত্যাদীনামাত্মভূতমধিষ্ঠাতারম্। তত্র সত্যমনুষ্ঠীয়মানো ধর্ম্মঃ। ঋতং প্রতীয়মানো ধর্ম্মঃ। ব্রহ্মণস্তদ্বোধকস্য ধর্ম্মস্যামৃতস্য শুভফলস্য মৃত্যোরশুভফলস্য ॥ ১৪—১৫ ॥

ঔৎপত্তিকীস্বাভাবিকী ॥ ১৬ ॥

অস্মাৎ প্লক্ষদ্বীপাৎ দ্বিগুণবিস্তারঃ ॥ ১৭ ॥

অজ্ঞানান্ধকার-পরিহার হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥ হংস, পতঙ্গ, ঊর্দ্ধায়ন ও সত্যাঙ্গ যথাক্রমে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদি স্থানীয় এই চারিবর্ণ প্লক্ষদ্বীপে বাস করেন ॥ ১২ ॥ তত্রত্য অধিবাসিগণের আয়ুঃপরিমাণ সহস্র বৎসর এবং সকলেই বিচিত্রদৃশ্য সম্পন্ন। তাঁহারা বেদবিহিত আচারপদ্ধতির অনুসারী হইয়া স্বর্গলাভের সোপানস্বরূপ ভগবান্ ভাস্করের উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥ উপাসনার মন্ত্র এই, যিনি পুরাণপুরুষ বিষ্ণুর সাক্ষাৎ বিগ্রহ এবং যিনি সত্য, ঋত, ব্রহ্ম, অমৃত ও মৃত্যু এই সকলের অধিষ্ঠাতা, সেই সূর্য্যের শরণ গ্রহণ করি ॥ ১৪ ॥ নারদ! প্লক্ষাদি সমুদায় দ্বীপেই লোকমাত্রে দীর্ঘায়ুঃ, ইন্দ্রিয়-পাটববিশিষ্ট, ওজস্বী, বলবান্, বুদ্ধিশক্তি-সম্পন্ন, উৎসাহগুণে অলঙ্কৃত ও বিক্রমসম্পন্ন এবং সকলেরই সকল বিষয়ে আপনা হইতে সিদ্ধি সংঘটিত হইয়া থাকে। এই প্লক্ষদ্বীপের পরেই ইক্ষুসাগর ॥ ১৫—১৬ ॥ এই সাগর সমুদায় প্লক্ষদ্বীপকে বেষ্টন করিয়া বিরাজ করিতেছে। তাহারপর শাল্মলদ্বীপ, ইহা প্লক্ষদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ বিস্তৃত ॥ ১৭ ॥ এই দ্বীপ সুরাসাগরে বেষ্টিত হইয়া

সমানেন সুরোদেন সিন্ধুনা পরিবেষ্টিতঃ।
যত্র বৈ শাল্মলীবৃক্ষঃ প্লক্ষায়ামঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১৮ ॥
স্থানং তৎ পক্ষিরাজস্য গরুড়স্য মহাত্মনঃ।
তস্য দ্বীপস্য নাথো হি যজ্ঞবাহুঃ প্রিয়ব্রতাৎ ॥ ১৯ ॥
জাতঃ স এব সপ্তভ্যঃ স্বপুত্রেভ্যো দদৌ ধরাম্।
তদ্বর্ষাণাঞ্চ নামানি কথিতানি নিবোধত ॥ ২০ ॥
সুরোচনং সৌমনস্যং রমণং দেববর্ষকম্।
পারিভদ্রং তথাচাপ্যায়নং বিজ্ঞাতনামকম্ ॥ ২১ ॥
তেষু বর্ষাদ্রয়ঃ সপ্ত সপ্তৈব সরিতঃ স্মৃতাঃ।
সরসঃ শতশৃঙ্গশ্চ বামদেবশ্চ কন্দকঃ ॥ ২২ ॥
কুমুদঃ পুষ্পবর্ষশ্চ সহস্রশ্রুতিরেব চ।
এতে চ পর্ব্বতাঃ সপ্ত নদীনামানি চোচ্যতে ॥ ২৩ ॥
অনুমতিঃ সিনীবালী সরস্বতী কূহূস্তথা।
রজনী চৈব নন্দা চ রাকেতি পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ২৪ ॥
তদ্বর্ষপুরুষাঃ সর্ব্বে চাতুর্ব্বর্ণসমাহ্বয়াঃ।
শ্রুতধরো বীর্য্যধরো বসুন্ধর ইষুন্ধরঃ ॥ ২৫ ॥
ভগবন্তং বেদময়ং যজন্তে সোমমীশ্বরম্।
স্বগোভিঃ পিতৃদেবেভ্যো বিভজন্ কৃষ্ণশুক্লয়োঃ ॥ ২৬ ॥

সমানেন শাল্মলীদ্বীপসমানেন মানেন শাল্মলীবৃক্ষঃ প্লক্ষসমানমানঃ ॥ ১৮—২৪ ॥
শ্রুতধরাদয়শ্চত্বারো ব্রাহ্মণাদিস্থানীয়া বর্ণাঃ ॥ ২৫ ॥

আছে। এই দ্বীপে শাল্মলি নামে এক বৃক্ষ আছে, উহার বিস্তার প্লক্ষ বৃক্ষের ন্যায় কথিত হইয়া থাকে; মহাত্মা গরুড় ঐ বৃক্ষেই অবস্থিতি করেন। যজ্ঞবাহু ঐ দ্বীপের অধিপতি; তিনি প্রিয়ব্রত হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; তিনি আপনার সাত পুত্রকে ঐ দ্বীপের ভূমি যথাক্রমে বিভাগ করিয়া প্রদান করেন। এক্ষণে সেই সকল বর্ষের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, সাবধানপূর্ব্বক শ্রবণ কর ॥ ১৮—২০ ॥ সুরোচন, সৌমনস্য, রমণ, দেববর্ষ, পারিভদ্র, আপ্যায়ন ও বিজ্ঞাত ॥ ২১ ॥ ঐ সকল বর্ষে যথাক্রমে সপ্ত পর্ব্বত ও সপ্ত নদী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তন্মধ্যে, সরস, শতশৃঙ্গ, বামদেব, কন্দক, কুমুদ পুষ্পবর্ষ ও সহস্রশ্রুতি, এই সাতটী পর্ব্বত জানিবে এবং অতঃপর নদী সকলের নাম বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ২২—২৩ ॥ অনুমতি, সিনীবালী, সরস্বতী, কুহু, রজনী, নন্দা ও রাকা, এই সাতটী নদী পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥ এতদ্বর্ষীয় পুরুষ সকলে শ্রুতধর, বীর্য্যধর, বসুন্ধর ও

সর্ব্বাসাঞ্চ প্রজানাঞ্চ রাজা সোমঃ প্রসীদতু।
এবং সুরোদাদ্দ্বিগুণঃ স্বমানেন প্রকীর্ত্তিতঃ ॥২৭॥
ঘৃতোদেনাবৃতঃ সোঽয়ং কুশদ্বীপঃ প্রকাশতে।
যস্মিন্নাস্তে কুশস্তম্বো দ্বীপাখ্যাকারণো জ্বলন্ ॥ ২৮ ॥
স্বশষ্পরোচিষা কাষ্ঠা ভাসয়ন্ পরিতিষ্ঠতে।
হিরণ্যরেতাস্তদ্দ্বীপপতিঃ প্রৈয়ব্রতঃ স্বরাট্ ॥ ২৯ ॥
স্বপুত্রেভ্যশ্চ সপ্তভ্যস্তং দ্বীপং সপ্তধাভজৎ।
বসুশ্চ বসুদানশ্চ তথা দৃঢ়রুচিঃ পরঃ ॥ ৩০ ॥
নাভিগুপ্তস্তুত্যব্রতৌ বিবিক্তভামদেবকৌ।
তেষাং বর্ষেষু সপ্তৈব সীমাগিরিবরাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩১ ॥
নদ্যঃ সপ্তৈব সন্তীহ তন্নামানি নিবোধত।
চক্রস্তথা চতুঃশৃঙ্গঃ কপিলশ্চিত্রকূটকঃ ॥ ৩২ ॥

স্বগোভিঃ স্বরশ্মিভিঃ। অন্নমিতি শেষঃ। কৃষ্ণশুক্লয়োঃ পক্ষয়োঃ পিতৃদেবেভ্যো বিভজন্নিত্যন্বয়ঃ ॥ ২৬ ॥
সুরোদাদনন্তরমিত্যর্থঃ। দ্বিগুণঃ। পূর্ব্বদ্বীপাপেক্ষয়া সুরোদাদ্দ্বিগুণ ইতি ॥ ২৭ ॥
কুশস্তম্বো দেবেন কৃতঃ ॥ ২৮ ॥
স্বশষ্পরোচিষা স্বশষ্পাণি স্বকোমলশিখাস্তেষাং রোচিষা ॥ ২৯—৩৪ ॥

ইষুন্ধর নামক বর্ণচতুষ্টয়ে বিচ্ছিন্ন। ঐ সকল বর্ণকে যথাক্রমে ব্রাহ্মণাদি স্থানীয় বলিয়া জানিবে ॥ ২৫ ॥ তাঁহারা সকলে, সকলের নিয়ন্তা ও সমুদায় বেদের প্রযোক্তা ভগবান্ চন্দ্রের উপাসনা করিয়া থাকেন এবং তৎসহকারে পিতৃদেবগণকে কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষে যথাযথ বিধানে অন্ন বিভাগ করিয়া প্রদান করেন ॥ ২৬ ॥ তাঁহাদের উপসনার মন্ত্র এই যে, সমুদায় লোকের রাজা সোম প্রসন্ন হউন। নারদ! এইরূপ সুরাসাগরের পর স্বকীয় পরিমাণে তাহা অপেক্ষা দ্বিগুণরূপে পরিমাণিত, ঘৃত সাগরে বেষ্টিত কুশদ্বীপ বিরাজমান হইতেছে। যাহাতে উদ্দীপ্ত কলেবর কুশস্তম্ব প্রতিষ্ঠিত আছে এবং ঐ কুশস্তম্ব হইতেই ঐ দ্বীপের নামকরণ হইয়াছে ॥ ২৭—২৮ ॥ ঐ কুশসমষ্টি স্বকীয় সুকোমল শিখার প্রতিভা দ্বারা সমুদায় দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া অবস্থিত করিতেছে। প্রিয়ব্রতের পুত্র হিরণ্যরেতা ঐ দ্বীপের অধিপতি ॥ ২৯ ॥ তিনি আপনার সাত পুত্রকে ঐ দ্বীপ সাত ভাগ করিয়া প্রদান করেন। ঐ সাত পুত্রের নাম বসু, বসুদান, দৃঢ়রুচি, নাভিগুপ্ত, স্তুত্যব্রত, বিবিক্ত ও ভামদেবক। তাঁহাদের বর্ষ সকলের সাতটী সীমা পর্ব্বত পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে এবং সেইরূপ যথাক্রমে সাতটী নদীও প্রতিষ্ঠিত আছে, তাঁহাদের নাম বলিতেছি শ্রবণ কর। পর্ব্বত সকলের নাম চক্র, চতুঃশৃঙ্গ, কপিল, চিত্র দেবানীক, কূট, ঊর্দ্ধরোমা ও দ্রবিণ এবং নদী

দেবানীকশ্চোর্দ্ধরোমাদ্রবিণঃ সপ্ত পর্ব্বতাঃ।
রসকুল্যা মধুকুল্যা মিত্রবিন্দা তথৈব চ ॥ ৩৩ ॥
শ্রুতবিন্দা দেবগর্ভা ঘৃতচ্যুন্মন্ত্রমালিকে।
যৎপয়োভিঃ কুশদ্বীপবাসিনঃ সর্ব্ব এব তে ॥ ৩৪ ॥
কুশলঃ কোবিদশ্চৈবাপ্যভিযুক্তস্তথৈব চ।
কুলকশ্চেতিসংজ্ঞাভিশ্চতুর্ব্বর্ণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৩৫ ॥
জাতবেদসরূপস্তং দেবং কর্ম্মজকৌশলৈঃ।
যজন্তে দেববর্য্যাভাঃ সর্ব্বে সর্ব্ববিদো জনাঃ ॥ ৩৬ ॥
পরস্য ব্রহ্মণঃ সাক্ষাজ্জাতবেদোঽসি হব্যবাট্।
দেবানাং পুরুষাঙ্গানাং যজ্ঞেন পুরুষং যজ।
এবং যজন্তে জ্বলনং সর্ব্বে দ্বীপাধিবাসিনঃ ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে ভুবনকোষবর্ণনে প্লক্ষাদিদ্বীপবর্ণনো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

কুশলাদয়শ্চত্বারো ব্রাহ্মণাদিস্থানীয়া বর্ণাঃ ॥ ৩৫ ॥
কর্ম্মজকৌশলৈঃ কুশলকর্ম্মভিঃ ॥ ৩৬ ॥
হে জাতবেদঃ ত্বং সাক্ষাৎপরস্য ব্রহ্মণো হব্যবাড়সি অতো দেবানাং যজ্ঞেন পরমেশ্বরমেব যজ। অঙ্গানাং নাম্না দত্তমঙ্গিনে সমর্পয়েত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে অষ্টমস্কন্ধে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

সকলের নাম রসকুল্যা, মধুকুল্যা, মিত্রবিন্দা শ্রুতবিন্দা, দেবগর্ভা, ঘৃতচ্যুৎ ও মন্ত্রমালিকা, কুশদ্বীপ বাসীরা এই সকল নদীর জল পান করিয়া জীবন ধারণ করেন ॥ ৩০—৩৪ ॥ এখানে ব্রাহ্মণাদিক্রমে যে বর্ণচতুষ্টয়ের প্রতিষ্ঠা আছে, তাহারা যথাক্রমে কুশল, কোবিদ, অভিযুক্ত ও কুলকনামে পরিগণিত হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥ তাহারা সকলেই সাক্ষাৎ ইন্দ্রাদি প্রধান প্রধান দেবগণের সদৃশ প্রতিভাসম্পন্ন এবং সকলেই সর্ব্বজ্ঞ। তাহারা বিবিধ শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান সহকারে অগ্নিরূপী দেবতার উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ৩৬ ॥ তাঁহার মন্ত্র ই, হে অগ্নে! তুমি সাক্ষাৎ পরব্রহ্মের হব্য বহন করিয়া থাক। অতএব দেবগণের যজ্ঞে সই পুরুষরূপী পরমেশ্বরের যজনা কর এবং সেই পুরুষের অঙ্গ সকলের নাম করিয়া, যাহা প্রদত্ত হয়, তাহা তাঁহাতে অর্পণ কর। এইরূপে ঐ দ্বীপের অধিবাসীবর্গ অগ্নিদেবের পূজা করিয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে প্লক্ষ, শাল্মল এবং কুশদ্বীপ বর্ণন নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

শিষ্টদ্বীপপ্রমাণঞ্চ বদ সর্ব্বার্থদর্শন!।
যেন বিজ্ঞাতমাত্রেণ পরানন্দময়ো ভবেৎ ॥ ১ ॥

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

কুশদ্বীপস্য পরিতো ঘৃতোদাবরণং মহৎ।
ততো বহিঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপো দ্বিগুণঃ স্যাৎ স্বমানতঃ ॥ ২ ॥
ক্ষীরোদেনাবৃতো ভাতি যস্মিন্ ক্রৌঞ্চাদ্রিরস্তি চ।
নামনির্ব্বর্ত্তকঃ সোঽয়ং দ্বীপস্য পরিবর্ত্ততে ॥ ৩ ॥
যোঽসৌ গুহস্য শক্ত্যা চ ভিন্নকুক্ষিঃ পুরাভবৎ।
ক্ষীরোদেনাসিচ্যমানো বরুণেন চ রক্ষিতঃ ॥ ৪ ॥
ঘৃতপৃষ্ঠো নাম যস্য বিভাতি কিল নায়কঃ।
প্রিয়ব্রতাত্মজঃ শ্রীমান্ সর্ব্বলোকনমস্কৃতঃ ॥ ৫ ॥

অর্দ্ধাধিকৈশ্চ ষট্‌ত্রিংশন্মহাপদৈারনন্তরম্।
শিষ্টদ্বীপসমাচারো যথাবদনুবর্ণ্যতে ॥

শিষ্টদ্বীপেতি ॥ ১ ॥
দ্বিগুণঃ পূর্ব্বদ্বীপাপেক্ষয়া ॥ ২ ॥
নামনির্ব্বর্ত্তকঃ। স্বনাম্না দ্বীপনামোৎপাদকঃ ॥ ৩—১০ ॥

নারদ কহিলেন, আপনার সকল বিষয়েই সবিশেষ অভিজ্ঞতা আছে। অতএব এক্ষণে অবশিষ্ট দ্বীপ সকলের পরিমাণাদি কীর্ত্তন করুন। তাহা অবগত হইলে, পরম আনন্দ লাভ করিব সন্দেহ নাই ॥ ১ ॥

নারায়ণ কহিলেন, সুবিশাল ঘৃতসাগর কুশদ্বীপের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া আছে। তাহার পরই ক্রৌঞ্চদ্বীপ। ইহার পরিমাণ পূর্ব্বদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ ॥ ২ ॥ ক্ষীরসাগর এই দ্বীপকে বেষ্টন করিয়া আছে এবং ক্রৌঞ্চপর্ব্বত এইস্থানে বর্ত্তমান আছে। সেই পর্ব্বত হইতেই এই দ্বীপের ক্রৌঞ্চ নাম নিষ্পন্ন হইয়াছে ॥ ৩ ॥ পূর্ব্বে মহাভাগ কার্ত্তিকেয় স্বীয় শক্তি সহায়ে এই পর্ব্বতের কুক্ষি বিদারণ করিয়াছিলেন। এই দ্বীপ ক্ষীরসাগরের সলিলে প্রক্ষালিত এবং বরুণ ইহার রক্ষাকর্ত্তা ॥ ৪ ॥ যিনি সকল লোকের নমস্কৃত এবং যাঁহার শ্রীর সীমা নাই, সেই প্রিয়ব্রতপুত্র ঘৃতপৃষ্ঠ এই দ্বীপের অধি-

স্বদ্বীপন্তু বিভজ্যৈব সপ্তধা স্বাত্মজান্ দদৌ।
পুত্ত্রনামসু বর্ষেষু বর্ষপান্ সন্নিবেশয়ন্ ॥ ৬ ॥
স্বয়ং ভগবতস্তস্য শরণং সঞ্জগামহ।
আমো মধুরুহশ্চৈব মেঘপৃষ্ঠঃ সুধামকঃ ॥ ৭ ॥
ভ্রাজিষ্ঠো লোহিতার্ণশ্চ বনস্পতিরিতীব চ।
নাগা নদ্যশ্চ সপ্তৈব বিখ্যাতা ভুবি সর্ব্বতঃ ॥ ৮ ॥
শুক্লো বৈ বর্দ্ধমানশ্চ ভোজনশ্চোপবর্হণঃ।
নন্দশ্চ নন্দনঃ সর্ব্বতোভদ্র ইতি কীর্ত্তিতাঃ ॥ ৯ ॥
অভয়া অমৃতৌঘা চার্য্যকা তীর্থবতীতি চ।
বৃত্তিরূপবতী শুক্লা পবিত্রবতিকা তথা ॥ ১০ ॥
এতাসামুদকং পুণ্যং চাতুর্ব্বর্ণেন পীয়তে।
পুরুষঋষভৌ তদ্বদ্দ্রবিণাখ্যশ্চ দেবকঃ ॥ ১১ ॥
এতে চতুর্ব্বর্ণজাতাঃ পুরুষা নিবসন্তি হি।
তত্রত্যাঃ পুরুষা আপোময়ং দেবমপাংপতিম্ ॥ ১২ ॥
পূর্ণেনাঞ্জলিনা ভক্ত্যা যজন্তে বিবিধক্রিয়াঃ।
আপঃ পুরুষবীর্য্যাঃ স্থ পুনন্তীর্ভূর্ভুবঃস্বরঃ ॥ ১৩ ॥

পুরুষাদয়ো ব্রাহ্মণাদিস্থানীয়া বর্ণাঃ ॥ ১১—১২ ॥

পতি ॥ ৫ ॥ তিনি আপনার দ্বীপকে সপ্তভাগে বিভক্ত করিয়া, স্বকীয় পুত্ত্রদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন এবং পুত্ত্রগণের নামে তত্তৎ বর্ষের নামকরণ করিয়া তিনি তাহাদিগকে ঐ সকল বর্ষের অধিপতিরূপে সন্নিবিষ্ট করতঃ স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণের শরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ সপ্ত বর্ষের নাম যথাক্রমে আম, মধুরুহ, মেঘপৃষ্ঠ, সুধামক, ভ্রাজিষ্ঠ,লোহিতার্ণ ও বনস্পতি। নারদ! তত্রত্য সপ্ত পর্ব্বত ও নদী সকল পৃথিবীতে সর্ব্বতোভাবে বিখ্যাত ॥ ৬—৮ ॥ পর্ব্বত সকলের নাম শুক্ল, বর্দ্ধমান, ভোজন, উপবর্হণ, নন্দ, নন্দন ও সর্ব্বতোভদ্র ॥ ৯ ॥ নদী সকলের নাম অভয়া, অমৃতৌঘা, আর্য্যকা, তীর্থবতী, বৃত্তিরূপবতী, শুক্লা ও পবিত্রবতিকা ॥ ১০ ॥ তত্রত্য অধিবাসিগণ এই সকল নদীর পরমপবিত্র বারি পান করিয়া থাকে। পুরুষ, ঋষভ, দ্রবিণ ও বেদক এই বর্ণচতুষ্টয়সমুৎপন্ন পুরুষগণ সেই দ্বীপের অধিবাসী। তত্রত্য পুরুষমাত্রেই জলময়-বিগ্রহ বরুণরূপ ভগবানের উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ১১—১২ ॥ তৎকালে তাহারা বিবিক্তাচারপরায়ণ হইয়া, ভক্তিসহকারে পূর্ণাঞ্জলি প্রদানপুরঃসর এই প্রকার মন্ত্র প্রয়োগ করেন, হে জল! তুমি পুরুষরূপী ভগবানের বীর্য্যস্বরূপ এবং তুমিই ভূর্লোক, ভুবোলোক ও স্বর্লোক পবিত্র করিয়া থাক ॥ ১৩ ॥ অধিক

তা নঃ পুনীতামীবঘ্নীঃ স্পৃশতামাত্মনা ভুবঃ।
ইতি মন্ত্রজপান্তে চ স্তুবন্তি বিবিধৈঃ স্তবৈঃ ॥ ১৪ ॥
এবং পরস্তাৎ ক্ষীরোদাৎ পরিতশ্চোপবেশিতঃ।
দ্বাত্রিংশল্লক্ষসংখ্যাকযোজনায়ামমাশ্রিতঃ ॥ ১৫ ॥
স্বমানেন চ দ্বীপোঽয়ং দধিমণ্ডোদকেন চ।
শাকদ্বীপো বিশিষ্টোঽয়ং যস্মিন্ শাকো মহীরুহঃ ॥ ১৬ ॥
স্বক্ষেত্রব্যপদেশস্য কারণং স হি নারদ !।
প্রৈয়ব্রতোঽধিপস্তস্য মেধাতিথিরিতি স্মৃতঃ ॥ ১৭ ॥
বিভজ্য সপ্তবর্ষাণি পুত্ত্রনামানি তেষু চ।
সপ্তপুত্ত্রান্নিজান্ স্থাপ্য স্বয়ং যোগগতিঙ্গতঃ ॥ ১৮ ॥
পুরোজবো মনঃপূর্ব্বজবোঽথ পবমানকঃ।
ধূম্রানীকশ্চিত্ররেফো বহুরূপোঽথ বিশ্বধৃক্ ॥ ১৯ ॥
মর্য্যাদাগিরয়ঃ সপ্ত নদ্যঃ সপ্তৈব কীর্ত্তিতাঃ।
ঈশান উরুশৃঙ্গোঽথ বলভদ্রঃ শতকেসরঃ ॥ ২০ ॥

আপ ইতি। হে আপঃ পুরুষবীর্য্যা ঈশ্বরাল্লব্ধবীর্য্যাঃ স্থ ভবথ। অতএব ভূর্ভুবঃস্বঃ ত্রৈলোক্যং পুনস্থঃ তা ভবন্ত্যো নোঽস্মাকং স্পৃশতাং স্পর্শনং কুর্ব্বতাং ভুবঃ শরীরাণি পুনস্ত। যতঃ আত্মনঃ স্বরূপেণৈব অমীবঘ্নীঃ পাপহন্ত্র্যঃ ॥ ১৩—২৪ ॥

কি, তুমি স্বরূপেই সমুদয় পাপ হরণ কর। অতএব আমরা স্পর্শ করিতেছি; আমাদের দেহ পবিত্র কর। এই প্রকার মন্ত্রজপান্তে তাঁহারা বিবিধ স্তবগান করিয়া থাকেন ॥ ১৪ ॥ এইরূপ ক্ষীরোদসাগরের পর, দ্বাত্রিংশৎ লক্ষযোজন বিস্তৃত এবং তৎ পরিমাণবিশিষ্ট দধিসাগরে বেষ্টিত শাকদ্বীপ প্রতিষ্ঠিত আছে। যাহাতে পরম উৎকৃষ্ট শাকনামক পাদপ পরিশোভিত হইতেছে ॥ ১৫—১৬ ॥ নারদ! এই বৃক্ষ হইতেই তদধিষ্ঠানক্ষেত্র ঐ দ্বীপের ঐ রূপ নামকরণ হইয়াছে। প্রিয়ব্রতের পুত্র মেধাতিথি এই দ্বীপের অধিপতি ॥ ১৭ ॥ তিনি ইহাকে আপনার পুত্রগণের নামে পরিগণিত এবং সপ্তবর্ষে বিভাগ করিয়া তত্তৎ বর্ষে সেই সাত পুত্রকে স্থাপন করতঃ স্বয়ং যোগগতি প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১৮ ॥ ঐ সকল বর্ষের নাম পুরোজব, মনোজব, পবমানক, ধূম্রানীক, চিত্ররেফ, বহুরূপ ও বিশ্বধৃক্ ॥ ১৯ ॥ এই সকল বর্ষে প্রত্যেকে এক এক ক্রমে সাতটী সীমাপর্ব্বত ও সাতটী নদী আছে। পর্ব্বত সকলের নাম, ঈশান, উরুশৃঙ্গ, বলভদ্র, শতকেশর সহস্রস্রোতক, দেবপাল ও মহাসন এবং নদী সকলের নাম অনঘা, আয়ুর্দা, উভয়স্পৃষ্টি, অপরাজিতা, পঞ্চপদী, এবং সহস্রশ্রুতি ও নিজধৃতি। এই সাতটীই মহানদী ও সকলেই সমুজ্জ্বলস্বরূপবিশিষ্ট।

সহস্রস্রোতকো দেবপালোঽপ্যন্তে মহাসনঃ।
এতেঽদ্রয়ঃ সপ্ত চোক্তাঃ সরিন্নামানি সপ্ত চ॥ ২১॥
অনঘা প্রথমায়ুর্দ্দা উভয়স্পৃষ্টিরেব চ।
অপরাজিতা পঞ্চপদী সহস্রশ্রুতিরেব চ॥ ২২॥
ততো নিজধৃতিশ্চোক্তাঃ সপ্তনদ্যো মহোজ্জ্বলাঃ।
তদ্বর্ষপুরুষাঃ সর্ব্বে সত্যব্রতক্রতুব্রতৌ॥ ২৩॥
দানব্রতানুব্রতৌ চ চতুর্ব্বর্ণা উদীরিতাঃ।
ভগবন্তং প্রাণবায়ুং প্রাণায়ামেন সংযুতাঃ॥ ২৪॥
যজন্তি নির্ধূতরজস্তমসঃ পরমং হরিম্।
অন্তঃপ্রবিশ্য ভূতানি যো বিভর্ত্ত্যাত্মকেতুভিঃ॥ ২৫॥
অন্তর্যামীশ্বরঃ সাক্ষাৎ পাতু নো যদ্বশে ইদম্।
পরস্তাদ্দধিমণ্ডোদাত্ততস্তু বহুবিস্তরঃ॥ ২৬॥
পুষ্করদ্বীপনামায়ং শাকদ্বীপদ্বিসংগুণঃ।
স্বসমানেন স্বাদূদকেনায়ং পরিবেষ্টিতঃ॥ ২৭॥
যত্রাস্তে পুষ্করং ভ্রাজদগ্নিচূড়ানিভানি চ।
পত্রাণি বিশাদানীহ স্বর্ণপত্রাযুতাযুতম্॥ ২৮॥

আত্মকেতুভিঃ প্রণাদিবৃত্তিভিঃ॥ ২৫—২৬॥
শাকদ্বীপদ্বিসংগুণঃ শাকদ্বীপদ্বিগুণপরিমাণ ইত্যর্থঃ॥ ২৭॥
জ্বলনশিখাবদমলানাং কনকপত্রাণামযুতানামযুতানি যস্মিন্ তৎ॥ ২৮—২৯॥

তদ্বর্ষীয় পুরুষগণ সকলে যথাক্রমে সত্যব্রত, ক্রতুব্রত, দানব্রত ও অনুব্রত নামধেয়সম্পন্ন বর্ণচতুষ্টয়ে বিচ্ছিন্ন। তাঁহারা প্রাণায়ামপরায়ণ ও তৎসহকারে রজঃ ও তমোগুণকে বিনষ্ট করিয়া, প্রাণবায়ুরূপী পরাৎপরস্বরূপ হরির যজনা করিয়া থাকেন। তাহার মন্ত্র এই, যিনি ভূতমাত্রেরই অন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক প্রাণাদি বৃত্তি দ্বারায় তাহাদের পোষণ করেন; যিনি সাক্ষাৎ সকলের অন্তর্যামী ও পরমনিয়ন্তা এবং এই বিশ্বমণ্ডল যাঁহার বশে রহিয়াছে, তিনি আমাদের সকলকে পালন করুন। নারদ! এই দধিসাগরের পর, তাহা অপেক্ষা বহুবিস্তৃত ও শাকদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণিত পুষ্কর নামক দ্বীপ প্রতিষ্ঠিত আছে। উহা আপনার সমপরিমাণ দুগ্ধসাগরে সর্ব্বথা পরিবেষ্টিত॥ ২০—২৭॥ এই দ্বীপে যে পুষ্কর শোভা পাইতেছে, তাঁহার পত্র সকল যেরূপ বিশদ তেমনই প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় প্রতিভাসম্পন্ন। সেই পুষ্কর এইরূপ স্বর্ণকান্তি অযুত অযুত পত্রে অলঙ্কৃত॥ ২৮॥

শ্রীমদ্ভগবতশ্চেদমাসনং পরমেষ্ঠিনঃ ।
কল্পিতং লোকগুরুণা সর্ব্বলোকসিসৃক্ষয়া ॥ ২৯ ॥
তদ্দ্বীপ এক এবায়ং মানসোত্তরনামকঃ ।
অর্ব্বাচীনপরাচীনবর্ষয়োরবধির্গিরিঃ ॥ ৩০ ॥
উচ্ছ্রায়ায়ামযোঃ সংখ্যাযুতযোজনসম্মিতা ।
যত্র দিক্ষু চ চত্বারি চতসৃষু পুরাণি হ ॥ ৩১ ॥
ইন্দ্রাদিলোকপালানাং যদুপর্য্যর্কনির্গমঃ ।
মেরুং প্রদক্ষিণীকুর্ব্বন্ ভানুঃ পর্য্যেতি যত্র হি ॥ ৩২ ॥
সংবৎসরাত্মকং চক্রং দেবাহোরাত্রতো ভ্রমন্ ।
প্রৈয়ব্রতোঽধিপো বীতিহোত্রঃ স্বাত্মজকদ্বয়ম্ ॥ ৩৩ ॥
বর্ষদ্বয়ে পরিস্থাপ্য বর্ষনামধরং ক্রমাৎ ।
রমণো ধাতকিশ্চৈব তত্তদ্বর্ষপতী উভৌ ॥ ৩৪ ॥
কৃতাঃ স্বয়ং পূর্ব্বজবদ্ভগবদ্ভক্তিতৎপরাঃ ।
তদ্বর্ষপুরুষা ব্রহ্মরূপিণং পরমেশ্বরম্ ॥ ৩৫ ॥

তস্মিন্ দ্বীপে এক এব পর্ব্বতঃ খণ্ডদ্বয়ং চেত্যাহ তদ্দ্বীপ এক এবেতি ॥ ৩০—৩২ ॥ দেবাহোরাত্রতঃ দেবানামহোরাত্রাভ্যামুত্তরদক্ষিণায়নাভ্যামিত্যর্থঃ ॥ ৩৩—৩৪ ॥ ব্রহ্মরূপিণং কমলাসনমূর্ত্তিম্ ॥ ৩৫ ॥

সকল লোকের গুরু বাসুদেব, লোক সকলের সৃষ্টিকামনা-বশংবদ হইয়া, ষড়ৈশ্বর্য্যশালী পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার আসনরূপে ঐ পুষ্করের পরিকল্পনা করিয়াছেন ॥ ২৯ ॥ এই দ্বীপে মানসোত্তরনামক একমাত্র পর্ব্বত খণ্ডদ্বয়ে বিভক্ত হইয়া, অর্ব্বাচীন ও পরাচীন নামক বর্ষদ্বয়ের সীমা নির্দ্ধারণ করিতেছে ॥ ৩০ ॥ ইহা উর্দ্ধে ও বিস্তারে অযুত-যোজন-পরিমিত। ইহার চারিদিকে চারিটী পুরী প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ৩১ ॥ ইন্দ্রাদি লোকপালচতুষ্টয় ঐ সকল পুরীর অধিপতি। ইহাদের উপরি হইতেই ভগবান্ ভাস্কর বিনির্গত হয়েন এবং মেরু প্রদক্ষিণ করিয়া তথায় গমন করেন ॥ ৩২ ॥ সংবৎসর তাঁহার চক্র; তিনি সেই চক্রে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ ক্রমে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। প্রিয়ব্রতের পুত্র বীতিহোত্র এই দ্বীপের অধিপতি; তিনি আপনার দুই পুত্রকে যথাক্রমে ঐ দুই বর্ষে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন। ইহাঁদের দুই জনের নাম রমণ ও ধাতকি। ইহাঁরা উভয়ে তত্তৎ বর্ষের নাম ধারণপূর্ব্বক আধিপত্যে নিযুক্ত হয়েন ॥ ৩৩—৩৪ ॥ তদ্বর্ষীয় পুরুষগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ববর্ষীয় পুরুষগণের ন্যায়, স্বয়ংসিদ্ধ ও ভগবানে ভক্তিপরায়ণ হইয়া, কমলাসনমূর্ত্তি পরমেশ্বরের আরাধনা করেন এবং যাহাতে ব্রহ্মসালোক্যাদি প্রাপ্ত হওয়া যায় তাদৃশ যোগমার্গের অনুশীলনে

সকর্ম্মকেন যোগেন যজন্তি পরিশীলিতাঃ।
যত্তৎকর্ম্মময়ং লিঙ্গং ব্রহ্মলিঙ্গং জনোঽর্চ্চয়েৎ।
একান্তমদ্বয়ং শান্তং তস্মৈ ভগবতে নমঃ॥ ৩৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে অবশিষ্টদ্বীপবর্ণনং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৩॥

সকর্ম্মকেন ব্রহ্মসালোক্যাদিসাধনেন কর্ম্মময়ং কর্ম্মফলরূপম্। ব্রহ্ম লিঙ্গ্যতে যস্মাৎ। একস্মিন্নেব পরমেশ্বরেঽন্তো নিষ্ঠা যস্য তম্। অতএব বস্তুতোঽদ্বৈতম্॥ ৩৬॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে অষ্টমস্কন্ধে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৩॥

স্বতঃপরতঃ সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকেন। তাঁহাদের উপাসনার মন্ত্র এই, (যিনি কর্ম্ম সকলের ফলস্বরূপ, যিনি ব্রহ্মের প্রকাশ স্থান, যিনি একমাত্র পরমেশ্বরেই প্রতিষ্ঠিত এবং লোক সকল যাঁহার অর্চ্চনা করে, সেই অদ্বয়স্বরূপ শান্তস্বরূপ ভগবানকে নমস্কার করি॥ ৩৫—৩৬॥)

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে অবশিষ্ট দ্বীপ বর্ণন নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৩॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

ততঃপরস্তাদচলো লোকালোকেতি নামকঃ।
অন্তরালে চ লোকালোকয়োর্যঃ পরিকল্পিতঃ॥ ১॥
যাবদস্তি চ দেবর্ষে হ্যন্তরং মানসোত্তরাৎ।
সুমেরোস্তাবতী শুদ্ধা কাঞ্চনী ভূমিরস্তি হি॥ ২॥
দর্পণোদরতুল্যা সা সর্ব্বপ্রাণিবিবর্জ্জিতা।
যস্যাং পদার্থঃ প্রহিতো ন কিঞ্চিৎ প্রত্যুদীয়তে॥ ৩॥

ত্রিংশস্তিরেকেনোনৈস্তু পদ্যৈরথ ততঃপরম্।
লোকালোকগিরেঃ সম্যক্ ব্যবস্থাস্পষ্টমুচ্যতে॥

ততঃপরস্তাদিতি ততঃ শুদ্ধোদাৎ পরস্তাৎ। লোকঃ সূর্য্যাদ্যালোকবান্ দেশঃ অলোকস্তদ্রহিতস্তয়োরন্তরালে মধ্যে তয়োর্ব্বিভাগার্থে যঃ কল্পিতঃ স লোকালোকাচলোঽস্তীত্যর্থঃ॥ ১॥

ততঃপরস্তাদিত্যুক্তং তদেতৎ কিয়তান্তরেণেত্যপেক্ষায়াং তদন্তর্ব্বর্ত্তিনীং ভূমিমাহ যাবদস্তীতি। যাবন্মানসোত্তরং মের্ব্বোরন্তরং সার্দ্ধসপ্তলক্ষোত্তরসার্দ্ধকোটিপরিমিতম্। তাবতী ভূঃ শুদ্ধোদাৎ পরতোঽস্তি। তত্র চ প্রাণিনোঽপি সন্তি। কাঞ্চনী ভূমিরিত্যত্র পূর্ব্বোক্তভূমেরন্তেতি শেষঃ। এবঞ্চ ততঃ পূর্ব্বোক্তভূমেরন্তা কাঞ্চনী ভূমিরস্তীত্যর্থঃ। সা চৈকোনচত্বারিংশল্লক্ষোত্তরকোট্যষ্টকপরিমিতা জ্ঞেয়া। অর্দ্ধপুষ্করদ্বীপেন সহ শুদ্ধোদঃ ষণ্ণবতিলক্ষাণি। এবং হি সতি মেরুলোকালোকয়োরন্তরং সার্দ্ধদ্বাদশকোটিপরিমিতং বক্ষ্যমাণমুপপন্নং ভবতি। এতদেব শৈবতন্ত্রেষূক্তম্। কোটিদ্বয়ং ত্রিপঞ্চাশল্লক্ষাণি চ ততঃ পরম্। পঞ্চাশচ্চ সহস্রাণি সপ্তদ্বীপাঃ সমাগতাঃ। ততো হেমময়ীভূমির্দশকোটির্ব্বরাননে। দেবানাং ক্রীড়নার্থায় লোকালোকস্ততঃ পরমিতি। অত্র চ দশকোটিত্বং পূর্ব্বোক্তভূম্যা সহ দ্রষ্টব্যম্॥ ২॥

সর্ব্বপ্রাণিবিবর্জ্জিতেতি দেবব্যতিরেকেণেতি বিজ্ঞেয়ম্। দেবানাং ক্রীড়নার্থায়েত্যুক্তত্বাৎ। প্রত্যুদীয়তে প্রত্যুপলভ্যতে সুবর্ণমেব ভবতীত্যর্থঃ॥ ৩॥

নারায়ণ কহিলেন, এই স্বাদুসাগরের পর লোকালোক নামে পর্ব্বত প্রতিষ্ঠিত আছে। লোক ও অলোক এই উভয় দেশের অন্তরালে তাহাদের বিভাগ নিরূপণার্থ ঐ পর্ব্বতের কল্পনা হইয়াছে॥ ১॥ দেবর্ষে! মানসোত্তর ও মেরু উভয়ের মধ্যে যাবৎ অন্তর, তাবৎ কাঞ্চনময়ী ভূমি আছে॥ ২॥ ঐ ভূমি দর্পণোদর তুল্য উহাতে কোনরূপ প্রাণিসমাগম সম্পর্ক নাই। ইহার কারণ এই, উহাতে কোন পদার্থ স্থাপন করিলে, তাহার কিছুই আর পাওয়া যায় না। তৎসমুদায়ই সুবর্ণরূপে পরিণত হয়॥৩॥ নারদ! এই

অতঃ সর্ব্বপ্রাণিসঞ্চাররহিতা সা চ নারদ ! ।
লোকালোক ইতি ব্যাখ্যা যদত্র পরিকল্পিতা ॥ ৪ ॥
লোকালোকান্তরে চাস্য বর্ত্ততে সর্ব্বদা স্থিতিঃ ।
ঈশ্বরেণ সলোকানাং ত্রয়াণামন্তগঃ কৃতঃ ॥ ৫ ॥
সূর্য্যাদীনাং ধ্রুবান্তানাং রশ্ময়ো যদ্বশাদিহ ।
অর্ব্বাচীনাশ্চ ত্রীঁল্লোকানাতন্বানাঃ কদাপি হি ॥ ৬ ॥
পরাচীনত্বভাজোহি ন ভবন্তি চ নারদ ! ।
তাবদুন্নহনায়ামঃ পর্ব্বতেন্দ্রো মহোদয়ঃ ॥ ৭ ॥
এতাবাঁল্লোকবিন্যাসোহয়ং সংস্থামানলক্ষণৈঃ ।
কবিভিঃ স তু পঞ্চাশৎকোটিভির্গণিতস্য চ ॥ ৮ ॥
ভূগোলস্য চতুর্থাংশো লোকালোকাচলো মুনে ! ।
তস্যোপরি চতুর্দিক্ষু ব্রহ্মণা চাত্মযোনিনা ॥ ৯ ॥

যতঃ সুবর্ণমেব ভবতি ন তু তৃণৌষধিধান্যাদিকং ততোহন্যপ্রাণিনিবাসযোগ্যস্থানাভাবাদন্যপ্রাণিনো দেবাদিব্যতিরিক্তা ন সন্তীত্যাহ অত ইতি ॥ ৪ ॥

লোকালোক ইতি ব্যাখ্যা যদত্র পরিকল্পিতা। পূর্ব্বতস্য কারণং সূচয়িত্বাহ লোকালোকান্তরে চেতি। লোকবদ্দেশালোকাভাববদ্দেশয়োরন্তরে যতোহস্য পর্ব্বতস্য স্থিতির্ব্বর্ত্ততে ততঃ ইত্যর্থঃ। কেনৈতস্য স্থিতিঃ কল্পিতা তত্রাহ ঈশ্বরেণেতি অন্তগঃ লোকত্রয়স্যান্তে পরিতো মর্য্যাদারূপো বিহিতঃ ॥ ৫ ॥

তন্নিমিত্তমাহ যস্মাৎ প্রতিবন্ধকাৎ সূর্য্য আদির্যেষাম্‌। আতন্বানাঃ সমন্তাৎ প্রকাশয়ন্তঃ পরতো গন্তুং ন শক্নুবন্তি তাবদুন্নহনমুৎসেধস্তদনুরূপ আয়ামশ্চ বিস্তারো যস্য। ধ্রুবাদপ্যুচ্ছ্রিতত্বাত্ত্রিলোকীমর্য্যাদাভূত ইত্যর্থঃ ॥ ৬—৭ ॥

এতাবানিতি সংস্থাকারঃ কথিতঃ। কবিভির্ম্ময়া বা লোকালোকাচলস্য পরিমাণমাহ স ত্বেতি। সোহয়ন্ত লোকালোকাচলশ্চতুর্থাংশসার্দ্ধদশকোট্যা মেরোরেকত ইতি দ্রষ্টব্যম্‌ ॥ ৮ ॥

তস্যোপরি পর্ব্বতোপরি ॥ ৯—১০ ॥

অন্য কোন প্রাণীই সেখানে থাকিতে পারে না এবং এই জন্যই উহার লোকালোকনাম দেওয়া হইয়াছে ॥ ৪ ॥ তাহার মূল এই, লোক ও অলোক এই উভয়ের অন্তরালে সর্ব্বদা উহা প্রতিষ্ঠিত আছে। স্বয়ং ঈশ্বর উহাকে তিনলোকের সীমারূপে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন ॥ ৫ ॥ সূর্য্যাদি ধ্রুবান্ত সমুদয় গ্রহেরই কিরণপরম্পরা উহার আয়ত্ত হইয়া আছে পরন্তু উহার মধ্যগত হইয়া লোকত্রয়ে বিস্তৃত হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥ নারদ! এই পরম মহীয়ান্‌ পর্ব্বতরাজ এইরূপ উন্নত ও বিস্তারবিশিষ্ট যে, কোন কালেই সেই রশ্মি সমস্ত উহার অতিক্রমণে সমর্থ হয় না ॥ ৭ ॥ কবিগণ বলিয়া থাকেন, ঐ পর্ব্বতের আকার, পরিমাণ ও লক্ষণ দ্বারা এইরূপ স্থির হইয়াছে যে, ইহা পঞ্চাশৎ পরিমিত ভূগোলের

নিবেশিতা দিগ্‌গজা যে তন্নামানি নিবোধত।
ঋষভঃ পুষ্কচূড়োঽথ বামনোঽথাপরাজিতঃ ॥ ১০ ॥
এতে সমস্তলোকস্য স্থিতিহেতব ঈরিতাঃ।
তেষাঞ্চ স্ববিভূতীনাং বহুবীর্য্যোপবৃংহণম্ ॥ ১১ ॥
বিশুদ্ধসত্ত্বৈশ্চৈশ্বর্য্যং বর্দ্ধয়ন্ ভগবান্ হরিঃ।
আস্তে সিদ্ধ্যষ্টকোপেতো বিষ্বক্‌সেনাদিসংবৃতঃ ॥ ১২ ॥
নিজায়ুধৈঃ পরিবৃতো ভুজদণ্ডৈঃ সমং ততঃ।
আস্তে সকললোকস্য স্বস্তয়ে পরমেশ্বরঃ ॥ ১৩ ॥
আকল্পমেবং বেশং স গতো বিষ্ণুঃ সনাতনঃ।
স্বমায়ারচিতস্যাস্য গোপীথায়াত্মসাধনঃ ॥ ১৪ ॥
যোঽন্তর্ব্বিস্তার এতেন হ্যলোকপরিমাণকম্।
ব্যাখ্যাতং যদ্বহির্লোকালোকাচল ইতীরণাৎ ॥ ১৫ ॥

তেষাং চেতি। তেষাং দিগ্‌গজানাম্। স্ববিভূতীনাং স্বাংশভূতানাঞ্চ মহেন্দ্রাদীনাঞ্চ বিবিধবীর্য্যোপবৃংহণায় সকললোকস্বস্তয়ে চ ভগবাংস্তস্মিন্নাস্তে ইত্যন্বয়ঃ। কিং কুর্ব্বন্ আত্মনঃ স্বস্য যদ্বিশুদ্ধং সত্ত্বং তৎ সন্ধারয়মাণঃ আবিষ্কুর্ব্বন্। কীদৃশং সত্ত্বং ধর্ম্মজ্ঞানাদীন্যষ্টমহাসিদ্ধয়শ্চোপলক্ষণং যস্য তৎ। দোর্দ্দণ্ডৈরুপলক্ষিতঃ স মহাবিভূতেঃ পরমৈশ্বর্য্যস্য পতিস্বাদেকয়ৈব মূর্ত্ত্যা আত্মনো যোগমায়য়া রচিতস্যাস্য লোকস্য গোপীথায় রক্ষণায়ৈষ ভগবানেবম্ভূত আকল্পবেশঙ্গত ইতি সার্দ্ধত্রিশ্লোকানামর্থঃ। ইয়ং ব্যাখ্যা মূলঞ্চ কিঞ্চিদ্বিষমম্ ॥ ১১—১৪ ॥
যোঽন্তরিতি। যোঽয়মন্তরবিস্তার আখ্যাতঃ। এতেনালোকপরিমাণং মেরোরেকতঃ সার্দ্ধদ্বাদশকোট্যো ব্যাখ্যাতং ভবতি। যদ্‌যস্মাদেতস্মাদ্বহির্লোকাচলো ভবতীতি কথিতং তস্মাদিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

চতুর্থাংশ। ইহার উপরি চতুর্দ্দিকে আত্মযোনি ব্রহ্মা যে সকল দিগ্‌গজ সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাহাদের নাম সকল শ্রবণ কর। ঋষভ, পুষ্পচূড়, বামন ও অপরাজিত ॥ ৮—১০ ॥ এই গজচতুষ্টয় সমস্ত লোকের স্থিতিবিধান করিতেছে, এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভগবান্ হরি এই সকল গজের ও ইন্দ্রাদি স্বকীয় বিভূতি সকলের বিবিধ বীর্য্য সংবর্দ্ধিত এবং স্বকীয় বিশুদ্ধ স্বত্ত্ব ও ঐশ্বর্য্য আবিষ্কৃত করিয়া, অণিমাদি অষ্টবিধ মহাসিদ্ধির সহিত সংমিলিত বিষ্বক্‌সেনাদি পার্ষদগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, উহাতে বিরাজ করিতেছেন ॥ ১১—১২ ॥ তিনি সকলের অদ্বিতীয় ঈশ্বর। সকল লোকের স্বস্তিবিধানার্থ স্বকীয় অনন্য সাধারণ সুদর্শনাদি আয়ুধ ও ভুজদণ্ডমণ্ডলে বিমণ্ডিত হইয়া, অধিষ্ঠিত আছেন ॥ ১৩ ॥ তিনি আপনিই আপনার কারণ এবং সর্ব্বদা সর্ব্ব স্থলে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপিয়া আছেন। তাঁহার কোন কালে কোন দেশে ও কোন অবস্থাতেই ক্ষয় নাই। এই জগৎ তদীয় অসাধারণ মায়াবলে আবিষ্কৃত হই-

ততঃপরস্তাদ্‌যোগেশ গতিং শুদ্ধাং বদন্তি হি।
অণ্ডমধ্যগতঃ সূর্য্যো দ্যাবাভূম্যোর্যদন্তরম্ ॥ ১৬ ॥
সূর্য্যাণ্ডগোলয়োর্ম্মধ্যে কোট্যঃ স্যুঃ পঞ্চবিংশতিঃ।
মৃতেঽণ্ড এষ এতস্মিন্ জাতো মার্ত্তণ্ডশব্দভাক্ ॥ ১৭ ॥
হিরণ্যগর্ভ ইতি যদ্ধিরণ্যাণ্ডসমুদ্ভবঃ।
সূর্য্যেণ হি বিভজ্যন্তে দিশঃ খন্দ্যোর্ম্মহীভিদাঃ ॥ ১৮ ॥
স্বর্গাপবর্গৌ নরকারসৌকাংসি চ সর্ব্বশঃ।
দেবতির্যঙ্মনুষ্যাণাং সরীসৃপসবীরুধাম্ ॥ ১৯ ॥
সর্ব্বজীবনিকায়ানাং সূর্য্য আত্মাদৃগীশ্বরঃ।
এতাবান্ ভূমণ্ডলস্য সন্নিবেশ উদাহৃতঃ ॥ ২০ ॥

ততঃপরস্তাল্লোকালোকাচলাৎ। আলোকাদ্বাপরস্তাত্ত্‌ বিশুদ্ধাদ্দ্বিজপুত্রানয়নেঽর্জ্জুনস্য শ্রীকৃষ্ণেন দর্শিতাং বিস্তরেণোক্তং ব্রহ্মাণ্ডমানং সর্ব্বতোঽপি নিরূপয়তি অণ্ডমধ্যগত ইতি। অণ্ডগতমধ্যগতঃ কিন্তন্মধ্যং তদাহ। দ্যাবাভূম্যোঃ পূর্ব্বোত্তরকপালয়োর্যদন্তরং মধ্যং স্থানম্ ॥ ১৬ ॥

সর্ব্বতঃ পঞ্চবিংশতিকোট্যঃ। অণ্ডমধ্যাবস্থানে কারণং তন্নামনির্ব্বচনেনাহ মৃতে অচেতনে। এষ বৈরাজরূপেণ যস্মাৎ প্রবিষ্টস্তত ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

কিঞ্চ সূর্য্যেণৈব বিভজ্যন্তে দিশঃ। খমন্তরিক্ষম্। ভিদা অন্যোঽপি বিভাগঃ। স্বর্গাপবর্গৌ ভোগমোক্ষদেশৌ। রসৌকাংসি অতলাদীনি ॥ ১৮ ॥

উপাসনার্থমাহ। দেবেতি। দেবাদীনাং সূর্য্য আত্মা দৃগীশ্বরো নেত্রাধিষ্ঠাতা চ ॥ ১৯ ॥

ভূমণ্ডলসন্নিবেশকথনমুপসংহরতি এতাবানিতি। বিস্তারেণ পঞ্চাশৎকোট্যঃ। উৎসেধেন পঞ্চবিংশতিঃ ॥ ২০ ॥

য়াছে। তিনি তাহারই রক্ষণার্থ কল্পপর্য্যন্ত ঐ রূপ বেশে বিরাজ করিয়া থাকেন ॥ ১৪ ॥ পূর্ব্বে যে অন্তর্বিস্তার বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতেই আলোকের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কেননা, ইহার বহির্ভাগে লোকালোক প্রতিষ্ঠিত আছে, কথিত হইয়াছে ॥ ১৫ ॥ লোকালোকপর্ব্বতের পরেই সকল দোষ বিমুক্ত যোগেশ্বরগতি প্রতিষ্ঠিত, এই প্রকার লোকবাদ প্রচলিত আছে। স্বর্গ ও পৃথিবী এই উভয়ের যে অন্তর, সূর্য্য সেই অণ্ডের মধ্যগত হইয়া আছেন ॥ ১৬ ॥ সূর্য্য ও অণ্ডগোলক, এই উভয়ের অন্তর্দেশের পরিমাণ পঞ্চবিংশতি কোটি। এই অণ্ড অচেতন হইলে, উহাতে বৈরাজরূপে প্রবেশ করিয়া থাকেন বলিয়া সূর্য্যের নাম মার্ত্তণ্ড হইয়াছে ॥ ১৭ ॥ এইরূপ হিরণ্যাণ্ড হইতে সমুদ্ভূত হওয়াতে, তাঁহাকে হিরণ্যগর্ভ বলিয়া থাকে। এই সূর্য্যই সমুদয় দিক্, আকাশ, স্বর্গ, পৃথিবী এই সকলের যথাযথ বিভাগ ও অন্যান্যপ্রকার ভাগ কল্পনা করিয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥ তিনিই স্বর্গ ও অপবর্গ, নরক ও পাতালাদি অধোভুবন সমস্ত, দেবগণ, মনুষ্যগণ, তির্য্যগ্‌বর্গ, সরীসৃপ, বীরুধ এবং অন্যান্য সমুদয় জীবসমূহ, এই সকলের আত্মা এবং

এতেন হি দিবো মানং বর্ণয়ন্তি চ তদ্বিদঃ।
দ্বিদলানাঞ্চ নিষ্পাবাদীনাঞ্চ দলয়োর্যথা ॥ ২১ ॥
অন্তরেণ তয়োরন্তরীক্ষন্তদুভয়সন্ধিতম্।
যন্মধ্যগশ্চ ভগবান্ ভানুর্বৈ তপতাংবরঃ ॥ ২২ ॥
আতপেন ত্রিলোকীঞ্চ প্রতপত্যেব ভাসয়ন্।
উত্তরায়ণমাসাদ্য গতিমান্দ্যং বিতন্বতে ॥ ২৩ ॥
আরোহণস্থানমসৌ গত্বাহোদৈর্ঘ্যমাচরেৎ।
দক্ষিণায়নমাসাদ্য গতিশৈঘ্র্যং বিতন্বতে ॥ ২৪ ॥
অবরোহস্থানমসৌ গচ্ছন্ হ্রস্বং দিনং চরেৎ।
বিষুবৎসংজ্ঞমাসাদ্য গতিসাম্যং বিতন্বতে ॥ ২৫ ॥
সমস্থানমথাসাদ্য দিনসাম্যং করোতি চ।
যদা চ মেষতুলয়োঃ সঞ্চরেদ্ধি দিবাকরঃ ॥ ২৬ ॥

এতৎপরিমাণং দিবো দ্যুলোকস্যেত্যত্র দৃষ্টান্তো দ্বিদলয়োর্মধ্যে যথৈকস্য মানেনাপরস্য মানমুপদিশ্যতে তদ্বৎ ॥ ২১ ॥

তয়োর্দ্বিদলয়োর্মধ্যে যদন্তরম্। কিন্তত্রাহ তদুভয়সন্ধিতং তাভ্যামুভয়তঃ সংলগ্নম্। যন্মধ্যগ ইত্যর্থঃ ॥ ২২—২৩ ॥

উত্তরায়ণং গত্বা কিমিতি গতে মান্দ্যং করোতি তেন চ কিন্তবতি তদাহ আরোহণস্থানমুচ্চস্থানম্। পর্ব্বতমারোহতি যতস্তস্য গতিমান্দ্যং প্রসিদ্ধমেব তথাত্রাপি উত্তরায়ণকালে আরোহণস্থানে ন গচ্ছতি তেন চাহোদৈর্ঘ্যং দিবসদৈর্ঘ্যং ভবতীত্যর্থঃ। এবমেবাবরোহস্থানেন নীচমার্গেণ গমনে গতিশৈঘ্র্যং দিবসাল্পত্বঞ্চ ভবতীত্যাহ দক্ষিণায়নেতি ॥ ২৪ ॥

এবমেব সাম্যমার্গেণ গচ্ছতঃ সাম্যং ভবতীত্যাহ বিষুবদিতি ॥ ২৫ ॥

তদেব প্রপঞ্চয়তি যদেতি ॥ ২৬ ॥

তাহাদের সকলেরই দৃষ্টির অধিনেতা। হে নারদ! ভূমণ্ডলের এইরূপ সন্নিবেশ বিনির্দ্দিষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ উহার বিস্তার পঞ্চাশৎ কোটি এবং উৎসেধ পঞ্চবিংশতি ॥১৯—২০॥ চণক প্রভৃতি দ্বিদল সকলের দলদ্বয়ের মধ্যে একতরের পরিমাণ দ্বারা যেমন অন্যতরের পরিমাণ হইয়া থাকে, সেই পরিমাণবিৎ ব্যক্তিগণ ভূমণ্ডলের উল্লিখিত পরিমাণ দ্বারা স্বর্গমণ্ডলের পরিমাণ নির্দ্দেশ করেন ॥ ২১ ॥ ইহাদের উভয়ের যে অন্তর উভয়ে সংলগ্ন হইয়া আছে, তাহাই অন্তরীক্ষ। গ্রহগণের অগ্রগণ্য ভগবান্ ভানুমান্ ইহারই মধ্যগত হইয়া আতপ প্রদানপুরঃসর ত্রিলোকীকে সমুদ্ভাসিত ও সন্তাপিত করিয়া উত্তরায়ণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং তজ্জন্য মান্দ্য গতি অবলম্বন করিয়া থাকেন ॥ ২৩—২৪ ॥ এবং তৎসহকারে উচ্চস্থ হইয়া, দিবসের দীর্ঘতা বিধান করেন। সেইরূপ দক্ষিণায়ন প্রাপ্ত হইয়া, শীঘ্রগতি

সমানানি ত্বহোরাত্রাণ্যাতনোতি ত্রয়ীময়ঃ।
বৃষাদিপঞ্চসু যদা রাশিষ্বর্কো বিরোচতে ॥ ২৭ ॥
তদাহানি চ বর্দ্ধন্তে রাত্রয়োঽপি হ্রসন্তি চ।
বৃশ্চিকাদিষু সূর্য্যো হি যদা সঞ্চরতে রবিঃ ॥ ২৮ ॥
তদাপীমান্যহোরাত্রাণি ভবন্তি বিপর্য্যয়াৎ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে লোকালোকগিরিব্যবস্থাবর্ণং নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

সমানানীতি। অত্যন্তবৈষম্যাভাবাৎ সমানানীত্যুক্তম্ ॥ ২৭—২৯ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে অষ্টমস্কন্ধে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

সাধনপূর্ব্বক অমুচ্চমার্গে গমন করিয়া, দিবসের হ্রস্বত্ব সমাধান করিয়া থাকেন। অনন্তর বিষুবৎ প্রাপ্ত হইয়া, গতিসাম্য অবলম্বন করিয়া পরে সমস্থানে সমাগমপূর্ব্বক দিনসাম্য বিধান করেন। যে সময় তিনি মেষ ও তুলা উভয়ে সঞ্চরণ করিয়া থাকে তখন সেই বেদময় বিভাকর দিন ও রাত্রি উভয়ের সাম্যভাব সম্পাদন করেন। অনন্তর বৃষাদি পঞ্চ রাশিতে সঞ্চরণ করিলে দিন সকল বর্দ্ধিত ও রাত্রি সকল খর্ব্বীকৃত হয় এবং বৃশ্চিকাদিতে সঞ্চরণ করিলে অহোরাত্রির বিপর্য্যয় ভাব সংঘটিত হয় ॥ ২৫—২৯ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে লোকালোকস্থিতি বর্ণন নামক চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি ভানোর্গমনমুত্তমম্।
শীঘ্রমন্দাদিগতিভিস্ত্রিবিধং গমনং রবেঃ ॥ ১ ॥
সর্ব্বগ্রহাণাং ত্রীণ্যেব স্থানানি সুরসত্তম!।
স্থানং জারদ্গবং মধ্যং তথৈরাবতমুত্তরম্ ॥ ২ ॥
বৈশ্বানরং দক্ষিণতো নির্দ্দিষ্টমিতি তত্ত্বতঃ।
অশ্বিনী কৃত্তিকা যাম্যা নাগবীথীতি শব্দিতা ॥ ৩ ॥
রোহিণ্যার্দ্রামৃগশিরো গজবীথ্যভিধীয়তে।
পুষ্যাশ্লেষা তথাদিত্যা বীথী চৈরাবতী স্মৃতা ॥ ৪ ॥
এতাস্তু বীথয়স্তিস্র উত্তরো মার্গ উচ্যতে।
তথা দ্বে চাপি ফল্গুন্যৌ মঘা চৈবার্ষভী মতা ॥ ৫ ॥

পঞ্চাধিকৈশ্চ চত্বারিংশৎপদ্যৈরথ বিস্তরাৎ।
রবের্গমনমান্দ্যাদিপ্রকারঃ সম্যগুচ্যতে ॥

(ভানোর্গমনং বক্তুমাহ অতঃপরমিতি ॥ ১ ॥)

মধ্যং গতিস্থানং জারদ্গবসংজ্ঞকমুত্তরমৈরাবতং দক্ষিণং বৈশ্বানরমিত্যর্থঃ। তত্রৈকৈকং স্থানং বীথীত্রয়াত্মকমস্তীত্যাহ অশ্বিনীতি। যাম্যা ভরণী। আদিত্যা অদিতিদেবতাকা পুনর্ব্বসুঃ। তথা চ ত্রিভিস্ত্রিভিরশ্বিন্যাদিনক্ষত্রৈর্নাগবীথী গজবীথী ঐরাবতী চেত্যুত্তরমার্গেণ বীথীত্রয়ং সম্পন্নম্ ॥ ২—৪ ॥

পূর্ব্বফল্গুনী উত্তরফল্গুনী মঘা চেতি নক্ষত্রত্রয়াত্মিকা আর্ষভী বীথী ॥ ৫ ॥

নারায়ণ কহিলেন, নারদ! অতঃপর, সূর্য্য যেরূপে গমন করেন তাহা সম্যক্ প্রকারে কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। সূর্য্যদেবের শীঘ্র ও মন্দাদি গতিভেদে ত্রিবিধ গমন ॥১॥ হে সুরসত্তম! গ্রহমাত্রেরই স্থান তিন প্রকার জানিবে। তন্মধ্যে মধ্যগতি স্থানের নাম জারদ্গব, উত্তরের নাম ঐরাবত এবং দক্ষিণকে বৈশ্বানর বলিয়া থাকে। অশ্বিনী, কৃত্তিকা ও ভরণী ইহারা নাগবীথী শব্দে উল্লিখিত হয় ॥ ২—৩ ॥ রোহিণী, আর্দ্রা ও মৃগশিরা ইহাদের নাম গজবীথী এবং পুষ্যা, অশ্লেষা ও পুনর্ব্বসু ইহারা ঐরাবতীবীথী নামে পরিগণিত ॥ ৪ ॥ এই তিন বীথীর নাম উত্তর মার্গ। পূর্ব্বফল্গুনী ও উত্তরফল্গুনী এবং মঘা

হস্তশ্চিত্রা তথা স্বাতী গোবীথীতি তু শব্দিতা।
জ্যেষ্ঠা বিশাখানুরাধা বীথী জারদ্গবী মতা ॥ ৬ ॥
এতাস্তু বীথয়স্তিস্রো মধ্যমো মার্গ উচ্যতে।
মূলাষাঢ়োত্তরাষাঢ়া অজবীথ্যভিশব্দিতা ॥ ৭ ॥
শ্রবণঞ্চ ধনিষ্ঠা চ মার্গী শতভিষস্তথা।
বৈশ্বানরীভাদ্রপদে রেবতী চৈব কীর্ত্তিতা ॥ ৮ ॥
এতাস্তু বীথয়স্তিস্রো দক্ষিণো মার্গ উচ্যতে।
উত্তরায়ণমাসাদ্য যুগাক্ষান্তর্নিবদ্ধয়োঃ ॥ ৯ ॥
কর্ষণং পাশয়োর্ব্বায়ুবদ্ধয়ো রোহণং স্মৃতম্।
তদাভ্যন্তরগান্মণ্ডলাদ্রথস্য গতের্ভবেৎ ॥ ১০ ॥
মান্দ্যন্দিবসবৃদ্ধিশ্চ জায়তে সুরসত্তম।
রাত্রিহ্রাসশ্চ ভবতি সৌম্যায়নক্রমো হ্যয়ম্ ॥ ১১ ॥

তথা চ ত্রিভিস্ত্রিভিঃ পূর্ব্বফল্গুন্যাদিনক্ষত্রৈরার্ষভী গোবীথী জারদ্গবী চেতি বৈষুবতে মধ্যমমার্গে বীথীত্রয়ং সম্পন্নম্ ॥ ৬ ॥

মূলেতি। মূলনক্ষত্রম্। আষাঢ়া পূর্ব্বাষাঢ়েত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

মার্গী মৃগবীথীত্যর্থঃ। তথা চ ত্রিভিস্ত্রিভির্মূলাদিনক্ষত্রৈরজবীথী মৃগবীথী বৈশ্বানরী চেতি দক্ষিণমার্গে বীথীত্রয়ং সম্পন্নম্ ॥ ৮ ॥

উত্তরায়ণমিতি। যুগাক্ষান্তর্নিবদ্ধয়োঃ পাশয়োরিত্যন্বয়ঃ। বায়ুবদ্ধয়োরেতাদৃশয়োঃ পাশয়োর্যৎ কর্ষণং তদেব রোহণং স্মৃতমিত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ। ধ্রুবেণ যুগাক্ষকোটিনিবদ্ধ-বায়ুপাশদ্বয়াকর্ষণে রথস্যারোহণং তদাভ্যন্তরমণ্ডলপ্রবেশো গতিমান্দ্যঞ্চেতি দিনবৃদ্ধী রাত্রি-হ্রাসশ্চ। দক্ষিণায়নে চ পাশপ্রেরণাদবরোহণে বহির্মণ্ডলপ্রবেশো গতিশৈঘ্র্যঞ্চেত্যহো

ইহাদের নাম আর্ষভী বীথী ॥ ৫ ॥ হস্তা, চিত্রা ও স্বাতী ইহাদিগকে গোবীথী বলিয়া থাকে এবং জ্যেষ্ঠা, বিশাখা ও অনুরাধা, ইহাদের নাম জারদ্গবীবীথী ॥ ৬ ॥ এই বীথী-ত্রয়ের নাম মধ্যম মার্গ। মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া ইহাদের নাম অজবীথী ॥ ৭ ॥ শ্রবণা, ধনিষ্ঠা ও শতভিষা ইহারা মৃগবীথী নামে পরিগণিত। উত্তরভাদ্রপদ ও পূর্ব্বভাদ্র-পদ এবং রেবতী ইহারা বৈশ্বানরীবীথী-শব্দের বাচ্য ॥ ৮ ॥ এই তিন বীথীকে দক্ষিণমার্গ বলিয়া থাকে। উত্তরাণ উপস্থিত হইলে, ধ্রুব যেমন যুগাক্ষ কোটি সংলগ্ন বায়ুবদ্ধ পার্শ্বদ্বয়ের আকর্ষণ করে, তেমনি সূর্য্যরথের আরোহণ সম্পন্ন হইয়া থাকে। তাহার অভ্যন্তরগত মণ্ডল প্রবেশবশতঃ রথের গতি মন্দীভূত হইলে, দিবসের বৃদ্ধি ও রাত্রির হ্রাস হইয়া থাকে। হে সুরসত্তম! হে সৌম্য! অয়নের ক্রমই এইরূপ জানিবে ॥ ৯—১১ ॥ দক্ষিণায়নক উক্ত পাশ প্রেরিত হইলে, রথের অবরোহণ ও তৎসহকারে বহির্ম্মণ্ডলে

দক্ষিণায়নকে পাশে প্রেরণাদবরোহণম্ ।
বহির্ম্মণ্ডলবেশেন গতিশৈঘ্র্যং তদা ভবেৎ ॥ ১২ ॥
তদা দিনাল্পতা রাত্রিবৃদ্ধিশ্চ পরিকীর্ত্তিতা ।
বৈষুবে পাশসাম্যাত্তু সমাবস্থানতো রবেঃ ॥ ১৩ ॥
মধ্যমণ্ডলবেশশ্চ সাম্যং রাত্রিদিনাদিকে ।
আকৃষ্যেতে যদা তৌ তু ধ্রুবেণ সমধিষ্ঠিতৌ ॥ ১৪ ॥
তদাভ্যন্তরতঃ সূর্য্যো ভ্রমতে মণ্ডলানি চ ।
ধ্রুবেণ মুচ্যমানেন পুনা রশ্মিযুগেন তু ॥ ১৫ ॥
তথৈব বাহ্যতঃ সূর্য্যো ভ্রমতে মণ্ডলানি চ ।
তস্মিন্মেরৌ পূর্ব্বভাগে পুর্য্যৈন্দ্রী দেবধানিকা ॥ ১৬ ॥
দক্ষিণে বৈ সংযমনী নাম যাম্যা মহাপুরী ।
পশ্চান্নিম্লোচনী নাম বারুণী বৈ মহাপুরী ॥ ১৭ ॥
তদুত্তরে পুরী সৌম্যা প্রোক্তা নাম বিভাবরী ।
ঐন্দ্রপুর্য্যাং রবেঃ প্রোক্ত উদয়ো ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥ ১৮ ॥

রাত্র্যোর্বিপর্য্যয়ঃ । বৈষুবতে তু পাশসাম্যাৎ সমাবস্থানে মধ্যমণ্ডলপ্রবেশে গতিসাম্যং চেত্যহোরাত্রয়োঃ সাম্যমিতি ॥ ৯—১৩ ॥

এতদেব স্পষ্টয়তি আকৃষ্যেতে ইতি । তৌ বায়ুপাশাবিত্যর্থঃ ॥ ১৪—১৫ ॥

তৃতীয়কোটিস্বর্থাদুক্তেতি বোধ্যম্ । অথোদয়াস্তাদিকং বক্তুমুপক্রমতে তস্মিন্মেরাবিতি । পূর্ব্বং মেরাবষ্টপুর্য্যোঽভিহিতাস্তাস্বৈন্দ্রী পুরী পূর্ব্বভাগে বর্ত্তত ইত্যর্থঃ । এবমুত্তরত্র ॥ ১৬—১৯ ॥

প্রবেশবশতঃ গতির শীঘ্রতা সম্পাদিত হয় ॥ ১২ ॥ তখন দিনের অল্পতা ও রাত্রির বৃদ্ধি হইয়া থাকে । মহাবিষুব ও জলবিষুব অর্থাৎ বৈশাখসংক্রান্তি ও কার্ত্তিকসংক্রান্তিতে যখন ঐ পাশ সমানভাবে অবস্থিতি করে, তৎকালে সূর্য্যেরও সমাবস্থানপ্রযুক্ত মধ্যমণ্ডলে রথের প্রবেশ ও তৎপ্রযুক্ত দিন ও রাত্রি সমান হইয়া থাকে । সমানভাবে অবস্থিত বায়ুকল্পিত পাশটী যখন ধ্রুবনক্ষত্র আকর্ষণ করে তখন মধ্যে অবস্থিত সূর্য্য ও মণ্ডল পরিভ্রমণ করিতে থাকে এবং পুনর্ব্বার ধ্রুব যখন সেই বায়ুপাশ শ্লথ করিয়া দেয় তখন সূর্য্য মধ্য মণ্ডলের বাহিরে আসিয়া ভ্রমণ করিতে থাকে এবং মণ্ডলও ভ্রমণে প্রবৃত্ত হয় । সেই মেরুর পূর্ব্বভাগে ইন্দ্রের পুরী প্রতিষ্ঠিত আছে দেবগণ তাহাতেই বাস করেন । এই জন্য তাহার নাম দেবধানিকা ॥ ১৩—১৬ ॥ মেরুর দক্ষিণে সংযমনী নামে বিখ্যাত যমের মহাপুরী শোভা পাইতেছে । উহার পশ্চাদ্ভাগে নিম্লোচনী নাম্নী বরুণের মহাপুরী প্রতিষ্ঠিত ॥ ১৭ ॥ তাহার উত্তরে বিভাবরী নামে চন্দ্রের পুরী বিরাজমান হইতেছে । নারদ ! ব্রহ্মবাদিগণ

সংযমন্যাঞ্চ মধ্যাহ্নো নিম্লোচন্যাং বিমীলনম্।
বিভাবর্য্যাং নিশীথঃ স্যাদ্বিগ্মাংশোঃ সুরপূজিত ! ॥ ১৯ ॥
প্রবৃত্তেশ্চ নিমিত্তানি ভূতানাং তানি সর্ব্বশঃ।
মেরোশ্চতুর্দ্দিশং ভানোঃ কীর্ত্তিতানি ময়া মুনে ! ॥ ২০ ॥
মেরুস্থানাং সদা মধ্যঙ্গত এব বিভাতি হি।
সব্যং গচ্ছন্দক্ষিণেন করোতি স্বর্ণপর্ব্বতম্ ॥ ২১ ॥
উদয়াস্তময়ে চৈব সর্ব্বকালস্তু সম্মুখে।
দিশাস্বশেষাসু তথা সুরর্ষে ! বিদিশাসু চ ॥ ২২ ॥
যৈর্যত্র দৃশ্যতে ভাস্বান্ স তেষামুদয়ঃ স্মৃতঃ।
তিরোভাবঞ্চ যত্রৈতি তত্রৈবাস্তমনং রবেঃ ॥ ২৩ ॥
নৈবাস্তমনমর্কস্য নোদয়ঃ সর্ব্বদা সতঃ।
উদয়াস্তমনাখ্যং হি দর্শনাদর্শনং রবেঃ ॥ ২৪ ॥

প্রবৃত্তেশ্চ নিমিত্তানি গমনানীতি শেষঃ। চতুর্দ্দিশমিত্যনেন যে মেরোর্দ্দক্ষিণে দেশে তেষামৈন্দ্রীমারভ্য পূর্ব্বোদয়ঃ। যে পশ্চিমে দেশে তেষাং যাম্যামারভ্য যে উত্তরে তেষাং বারুণীমারভ্য যে পূর্ব্বে তেষাং সৌম্যামারভ্যেত্যুক্তম্ ॥ ২০ ॥

সব্যং গচ্ছন্নিতি। নক্ষত্রাভিমুখতয়া স্বগত্যা মেরুং বামতঃ কুর্ব্বন্নপি প্রদক্ষিণাবর্ত্তপ্রবহাখ্যবায়ুভ্রাম্যমাণজ্যোতিশ্চক্রবশাৎ প্রত্যহং দক্ষিণং করোতি। অতশ্চক্রগতিবশাদতিদূরতো ভূসংলগ্নস্যেব দর্শনমুদয়ঃ। আকাশমারূঢ়স্যেব দর্শনং মধ্যাহ্নঃ। ভূমিং প্রবিষ্টস্যেব দর্শনমস্তময়ঃ। ততোঽতীবদূরগমনে নিশীথ ইতি সমুদ্রতীরস্থদৃষ্ট্যা চ। অস্তো বা এষ প্রাতরুদেত্যপঃ সায়ং প্রবিশতীতি শ্রুতিব্যবহারো ন বস্তুতঃ। ইদং সর্ব্বং মনসি নিধায়াহ দক্ষিণেন করোতীত্যাদিনা ॥ ২১—২৪ ॥

বলিয়া থাকেন, রবি ইন্দ্রের পুরীতে প্রথমতঃ উদিত হন ॥ ১৮ ॥ সংযমনীতে মধ্যাহ্নকালে সমুপস্থিত হন ও নিম্লোচনীতে অস্ত যান এবং বিভাবরীতে যাইয়া নিশীথকালের আবির্ভাব করেন ॥ ১৯ ॥ মুনে ! সূর্য্যের ঐরূপ মেরুর চতুর্দ্দিকে উদয়াস্ত প্রভৃতি ঘটনা সমস্তই ভূতগণের স্ব স্ব কার্য্য প্রভৃতির কারণস্বরূপ জানিবে। ॥ ২০ ॥ মেরুবাসীগণ সর্ব্বদা তাঁহারে মধ্যগত দেখিয়া থাকেন। তিনি সেই সেই নক্ষত্রকে লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে মেরুকে বাম দিকে রাখিয়া, গমন করিলেও জ্যোতিশ্চক্রের বশে তাহাকে স্বদক্ষিণে স্থাপন করেন ॥২১॥ তাহার উদয় ও অস্ত সকল সময়েই সম্মুখে লক্ষিত হইয়া থাকে ; তদ্ভিন্ন, হে দেবর্ষে ! কি দিক্ সমুদয়, কি বিদিক্মণ্ডলী যে যেখানে তাঁহাকে দেখিতে পায়, সেইখানেই তাহাদের পক্ষে তাঁহার উদয় পরিকল্পিত হইয়া থাকে। আবার যেখানে তিনি অদৃশ্য হন, সেইখানেই তাঁহার অস্ত কল্পনা করা হয় ॥ ২২—২৩ ॥ তিনি সকল সময়েই বিরাজমান আছেন সুতরাং তাঁহার উদয় বা অস্ত নাই। পরন্তু তাঁহার দর্শন ও অদর্শনকেই লোকে উদয়াস্ত কহিয়া

শক্রাদীনাং পুরে তিষ্ঠন্ স্পৃশত্যেষ পুরত্রয়ম্।
বিকর্ণৌ দ্বৌ বিকর্ণস্থস্ত্রীন্ কোণান্ দ্বে পুরে তথা ॥ ২৫ ॥
সর্ব্বেষাং দ্বীপবর্ষাণাং মেরুরুত্তরতঃ স্থিতঃ।
যৈর্যত্র দৃশ্যতে ভানুঃ সৈব প্রাচীতি চোচ্যতে ॥ ২৬ ॥
তদ্বামভাগতো মেরুর্ব্বর্ত্ততেতি বিনির্ণয়ঃ।
যদি চৈন্দ্র্যাঃ প্রচলতে ঘটিকাদশপঞ্চভিঃ ॥ ২৭ ॥
যাম্যাং তদা যোজনানাং সপাদং কোটিযুগ্মকম্।
সার্দ্ধদ্বাদশলক্ষাণি পঞ্চনেত্রসহস্রকম্ ॥ ২৮ ॥
প্রক্রামতি সহস্রাংশুঃ কালমার্গপ্রদর্শকঃ।
এবং ততো বারুণীঞ্চ সৌম্যামৈন্দ্রীং সহস্রদৃক্ ॥ ২৯ ॥
পর্য্যেতি কালচক্রাত্মা দ্যুমণিঃ কালবুদ্ধয়ে।
তথা চান্যে গ্রহাঃ সোমাদয়ো যে দিবিচারিণঃ ॥ ৩০ ॥

শক্রাদীনামিতি। যদা শক্রপুর্য্যাং তিষ্ঠতি তদা পুরত্রয়ং ইন্দ্রপুরং যমপুরং সৌম্যপুরং বিকর্ণৌ ঈশানকোণবহ্নিকোণৌ স্পৃশতি। অন্যপুরেষু বিকর্ণেষু চ স্পর্শাভাবো মেরুণা ব্যবধানাৎ। এবং বিকর্ণস্থো বহ্নিপুরনিষ্ঠো যদা ভবতি তদা ত্রিকোণান্ বহ্নিকোণনির্ঋতি-কোণেশানকোণান্ দ্বে পুরে ইন্দ্রপুরং যমপুরঞ্চ স্পৃশতি নান্যদুক্তযুক্তেরিতি ভাবঃ। এবং যাম্যাদিপুরস্থস্যাপি বোধ্যম্ ॥ ২৫—২৬ ॥

যদা চৈন্দ্র্যাঃ সকাশাৎ পঞ্চদশঘটিকাভির্যাম্যাং প্রচলতে তদা যোজনানাং সপাদকোটি-দ্বয়ং সার্দ্ধদ্বাদশলক্ষাণি পঞ্চনেত্রসহস্রকং নেত্রশব্দেন দ্বৌ অঙ্কানাং বামতো গতিঃ। পঞ্চ-বিংশতিসহস্রং গচ্ছতীত্যর্থঃ ॥ ২৭—৩০ ॥

থাকে ॥২৪॥ তিনি যখন ইন্দ্রের পুরীতে অবস্থিতি করেন, তখন ইন্দ্রপুর, যমপুর, চন্দ্রপুর, এই পুরত্রয় এবং তৎসঙ্গে ঈশানকোণ ও বহ্নিকোণ আলোকিত করিয়া থাকেন। এইরূপ যখন বহ্নিপুরে অবস্থিতি করেন, তখন বহ্নিকোণ, ঈশানকোণ ও নৈর্ঋতকোণ এই কোণত্রয় ও তৎসমভিব্যাহারে ইন্দ্রপুর ও যমপুর এই পুরদ্বিতয় প্রদীপ্ত করিয়া থাকেন। এইরূপে যমাদির পুরী প্রভৃতির বিষয়ও বুঝিতে হইবে ॥ ২৫ ॥

নারদ! মেরু পর্ব্বত সমুদয় দ্বীপ ও সমুদয় বর্ষের উত্তরে প্রতিষ্ঠিত আছে সুতরাং যে যেখানে সূর্য্যকে দেখিয়া থাকে, সে সেই স্থানকেই "পূর্ব্ব" নামে নির্দ্দেশ করে ॥ ২৬ ॥ পরন্তু মেরু তাঁহার বামভাগে বিদ্যমান আছে, এইপ্রকার নির্ণীত হইয়া থাকে। সূর্য্য যদি ইন্দ্রপুরী হইতে পঞ্চাদশ ঘটিকামাত্রে যমপুরে গমন করেন, তবে সেই সময় মধ্যে তাঁহার সপাদ কোটিদ্বয় সার্দ্ধ দ্বাদশ লক্ষ পঞ্চবিংশতি সহস্র যোজন অতিক্রম করা হইয়া থাকে ॥ ২৭—২৮ ॥ সেই সহস্রলোচন সহস্রাংশু ভগবান্ ভাস্কর কালমার্গের প্রকাশক। তিনি ঐরূপে যথাক্রমে বরুণের, চন্দ্রের ও ইন্দ্রের পুরে পরিভ্রমণ করেন ॥ ২৯ ॥ তিনি

নক্ষত্রৈঃ সহ চোদ্যন্তি সহ চাস্তং ব্রজন্তি তে।
এবং মুহূর্ত্তেন রথো ভানোরষ্টশতাধিকম্ ॥ ৩১ ॥
যোজনানাং চতুস্ত্রিংশল্লক্ষাণি ভ্রমতি প্রভুঃ।
ত্রয়ীময়শ্চতুর্দ্দিক্ষু পুরীষু চ সমীরণাৎ ॥ ৩২ ॥
প্রবহাখ্যাৎ সদা কালচক্রং পর্য্যেতি ভানুমান্।
যস্য চক্রং রথস্যৈকং দ্বাদশারং ত্রিনাভিকম্ ॥ ৩৩ ॥
ষট্নেমিকবয়স্তঞ্চ বৎসরাত্মিকমূচিরে।
মেরুমূর্দ্ধনি তস্যাক্ষোমানসোত্তরপর্ব্বতে ॥ ৩৪ ॥
কৃতেতরবিভাগো যঃ প্রোতস্তত্র রথাঙ্গকম্।
তৈলকারকযন্ত্রেণ চক্রসাম্যং পরিভ্রমন্ ॥ ৩৫ ॥
মানসোত্তরনাম্নীহ গিরৌ পর্য্যেতি চাংশুমান্।
তস্মিন্নক্ষে কৃতং মূলং দ্বিতয়োঽক্ষো ধ্রুবে কৃতঃ ॥ ৩৬ ॥

নক্ষত্রৈঃ সহেতি। যদ্যপি বস্তুতঃ সূর্য্যস্যাপি নক্ষত্রৈঃ সহৈবোদয়াস্তময়ৌ তথাপি তস্য তৎসাহিত্যাদর্শনাৎ সোমাদীনামিব তৎসাহিত্যমুক্তম্ ॥ ৩১ ॥

ত্রয়ীময় ইত্যাদ্যুপাসনার্থম্। প্রবহাখ্যাৎ সমীরণাদ্বায়োরিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

কালচক্রং সংবৎসরাত্মকম্। দ্বাদশমাসা অরা যস্য। ত্রীণি চাতুর্ম্মাস্যানি নাভয়ো যস্য ॥ ৩৩ ॥

ষড়্ঋতবো নেময়ো যস্য মানসোত্তরপর্ব্বতে লঙ্কার্দ্ধাদুপরি বায়ুবদ্ধভূমাবিতি দ্রষ্টব্যম্। চক্রং বা তাবদুচ্ছ্রিতমিতি মন্তব্যম্। অন্যথাযুতমাত্রোচ্ছ্রায়ত্বান্মানসোত্তরস্য মেরোশ্চতুরশীত্যুচ্ছ্রায়ত্বাদক্ষস্য সাম্যানুপপত্তেঃ ॥ ৩৪—৩৫ ॥

তস্মিন্নক্ষে চক্রপ্রান্তে কৃতং মূলং নিবদ্ধপূর্ব্বভাগঃ প্রথমোঽক্ষো মেরুমানসোত্তরায়তঃ সার্দ্ধসপ্তলক্ষাধিকসার্দ্ধকোটীপ্রমাণঃ। তস্য তুর্য্যমানেন সার্দ্ধসপ্তত্রিংশৎসহস্রাধিকৈকোনচত্বারিংশল্লক্ষমানেন ধ্রুবে কৃতো বায়ুপাশেন নিবদ্ধ উপরিভাগো যস্য তাদৃশঃ কৃতঃ ॥ ৩৬ ॥

স্বর্গলোকের শিরোরত্নস্বরূপ এবং কালচক্র তাঁহার আত্মা। তিনি সকলের সময় পরিজ্ঞান জন্য ঐরূপে পরিক্রমণ করেন। নারদ! সোম প্রভৃতি অন্যান্য গগনচারী গ্রহ সকলও নক্ষত্রমণ্ডলীর সহিত ঐরূপে উদিত হইয়া থাকে এবং অস্তগমনও করে। এইরূপে ভানুর পরমশক্তিমান্ রথ মুহূর্ত্ত মধ্যে অষ্টশতাধিক চতুস্ত্রিংশৎ লক্ষযোজন ভ্রমণ করিয়া থাকে। বেদমূর্ত্তি ভগবান্ ভানুমান্ প্রবহ নামক বায়ুর সহায়তায় চতুর্দ্দিকে পুরী সকলে সংবৎসররূপ কালচক্রে পরিভ্রমণ করেন। এই সূর্য্যের রথ সংবৎসরাত্মক এক চক্র, দ্বাদশ মাস অর, তিন চাতুর্ম্মাস্য নাভি ও ছয় ঋতু নেমি; তত্ত্ববিৎ পুরুষগণ এই রথকেই সংবৎসরস্বরূপ বলিয়া থাকেন। তাহার অক্ষ এক দিকে মেরুর মস্তকে ও অন্য দিকে মানসোত্তর পর্ব্বতে প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ৩০—৩৪ ॥ সেই সূর্য্যচক্রের প্রান্তভাগ দ্বারা অপরাপর কলাকাষ্ঠা, মুহূর্ত্ত, যাম, প্রহর, অহোরাত্র ও পক্ষাদিও বিভক্ত হইয়াছে, সেই নেমিতেই

তূর্য্যমাণেন তৈলস্য যন্ত্রাক্ষবদিতীরিতঃ।
কৃতোপরিতনো ভাগঃ সূর্য্যস্য জগতাংপতেঃ ॥ ৩৭ ॥
রথনীড়স্তু ষট্‌ত্রিংশল্লক্ষযোজনমায়তঃ।
তত্তুর্য্যভাগতঃ সোঽয়ং পরিণাহেন কীর্ত্তিতঃ ॥ ৩৮ ॥
তাবানর্করথস্যাত্র যুগস্তস্মিন্ হয়াঃ শুভাঃ।
সপ্তচ্ছন্দোঽভিধানাশ্চ সূরসূতেন যোজিতাঃ ॥ ৩৯ ॥
বহন্তি দেবমাদিত্যং লোকানাং সুখহেতবে।
পুরস্তাৎ সবিতুঃ সূতোঽরুণঃ পশ্চান্নিযোজিতঃ ॥ ৪০ ॥
সৌত্যে কর্ম্মণি সংযুক্তো বর্ত্ততে গরুড়াগ্রজঃ।
তথৈব বালখিল্যাখ্যা ঋষয়োঽঙ্গুষ্ঠপর্ব্বকাঃ ॥ ৪১ ॥
প্রমাণেন পরিখ্যাতাঃ ষষ্টিসাহস্রসংখ্যকাঃ।
স্তুবন্তি পুরতঃ সূর্য্যং সূক্তবাক্যৈঃ সুশোভনৈঃ ॥ ৪২ ॥

উপরিতনো ভাগ ইতি বিভক্ত্যলোপশ্ছান্দসঃ ॥ ৩৭ ॥
নীড় উপবেশস্থানম্। পরিণাহো দৈর্ঘ্যম্ ॥ ৩৮ ॥
যুগ ইত্যস্য পরিণাহেন কীর্ত্তিত ইত্যনেনান্বয়ঃ। সপ্তচ্ছন্দোভিধানাঃ গায়ত্র্যাদিচ্ছন্দো নামানঃ। সুরসূতেনারুণেন সারথিনা ॥ ৩৯ ॥
পুরস্তাৎ সবিতুরিতি। পুরস্তাৎ স্থিতোঽপি পশ্চাৎ প্রত্যঙ্মুখ আস্তে। যদ্বা যৎসূর্য্যস্য পুরস্তাত্তস্যৈব পশ্চিমত্বাৎ পশ্চাদিত্যুক্তম্ ॥ ৪০—৪১ ॥
সূক্তবাক্যৈর্বেদমন্ত্রৈঃ সুভাষিতৈর্বা ॥ ৪২—৪৩ ॥

চক্র প্রোথিত হইয়াছে। ভগবান্ ভানুমান্ তৈলকারের যন্ত্রসাম্যে এই চক্রে পরিভ্রমণ করিয়া মানসোত্তর নামক উল্লিখিত পর্ব্বতে পরিক্রমণ করেন। চক্রের পূর্ব্বভাগ ঐ অক্ষে এবং দ্বিতীয়ভাগ ধ্রুবে সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রথম অক্ষের পরিমাণ সার্দ্ধ সপ্তলক্ষাধিক সার্দ্ধ কোটি যোজন ॥ ৩৫—৩৬ ॥ দ্বিতীয়ের পরিমাণ ইহার একচতুর্থাংশ। উহা তৈলযন্ত্রের অক্ষানুরূপ পরিগণিত হইয়া থাকে, উহার উপরিভাগ জগৎপতি সূর্য্যের ভাগ বলিয়া কীর্ত্তিত হয় ॥ ৩৭ ॥ সূর্য্যরথের উপবেশন স্থান ষট্‌ত্রিংশৎ লক্ষ যোজন বিস্তৃত। উহার যুগের পরিমাণ দৈর্ঘ্য, উপবেশন স্থানের এক চতুর্থাংশ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে। গায়ত্র্যাদি সপ্ত ছন্দের নামধেয় বিশিষ্ট সপ্ত অশ্ব যথাক্রমে অরুণ কর্ত্তৃক ঐ রথে সংযোজিত হইয়া থাকে ॥ ৩৮—৩৯ ॥ ঐ সকল অশ্ব লোক সকলের সুখসংবিধানার্থ ভগবান্ আদিত্যকে বহন করে। সারথি অরুণ সূর্য্যের সম্মুখে অধিষ্ঠান করিলেও প্রত্যঙ্মুখ হইয়া আছেন ॥ ৪০ ॥ তিনি তদবস্থায় তদীয় সারথ্যভার বহনপূর্ব্বক বিরাজ করিতেছেন। এইরূপে বালখিল্য ঋষিগণ, যাঁহারা অঙ্গুষ্ঠের ন্যায় পরিমাণবিশিষ্ট এবং যাঁহাদের সংখ্যা ষাটি হাজার, তাঁহারা

তথা চান্যে চ ঋষয়ো গন্ধর্ব্বা অপ্সরোরগাঃ।
গ্রামণ্যো যাতুধানাশ্চ দেবাঃ সর্ব্বে পরেশ্বরম্ ॥ ৪৩ ॥
একৈকশঃ সপ্ত সপ্ত মাসি মাসি বিরোচনম্।
সার্দ্ধলক্ষোত্তরং কোটিনবকং ভূমিমণ্ডলম্ ॥ ৪৪ ॥
দ্বিসহস্রং যোজনানাং সগব্যূত্যুত্তরং ক্ষণাৎ।
পর্য্যেতি দেবদেবেশো বিশ্বব্যাপী নিরন্তরম্ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে সূর্য্যগতিবর্ণনং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

একৈকশশ্চতুর্দ্দশদ্বন্দ্বশঃ সপ্তগুণাঃ সন্তো মাসি মাস্যুপাসত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৪ ॥
গব্যূতিঃ ক্রোশযুগং স গব্যূত্তরং যথা ভবতি তথা ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে অষ্টমস্কন্ধে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

পরমশোভন বেদবাক্য সমুচ্চারণপূর্ব্বক সম্মুখে অধিষ্ঠান করিয়া, তাঁহার স্তব করিতেছেন ॥ ৪১—৪২ ॥ তদ্ব্যতীত অন্যান্য ঋষিগণ, অপ্সরোগণ, উরগগণ, গ্রামণীগণ, রাক্ষসগণ এবং সমুদয় দেবগণ একৈকশ সপ্তসপ্তগণে বিভক্ত হইয়া, মাসে মাসে সেই পরম জ্যোতির্ম্ময়শরীরী পরমেশ্বররূপী ভানুমানের উপাসনা করিয়া থাকেন। ভূমণ্ডলের পরিমাণ সার্দ্ধ লক্ষাধিক নয়কোটি এবং ক্রোশযুগাধিক দ্বিসহস্র যোজন। দেবদেবেশ্বর সর্ব্বব্যাপী ভানুমান্ ক্ষণমধ্যেই উহা পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। একদিন এক ক্ষণের জন্যও তাঁহার এই ভ্রমণের বিরাম নাই ॥ ৪৩—৪৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে সূর্য্যগতি বর্ণন নামক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

অথাতঃ শ্রূয়তাং চিত্রং সোমাদীনাং গমাদিকম্।
তদ্গত্যনুসৃতা নৃণাং শুভাশুভনিদর্শনা॥ ১॥
যথা কুলালচক্রেণ ভ্রমতা ভ্রমতাং সহ।
তদাশ্রয়াণাঞ্চ গতিরন্যা কীটাদিনাং ভবেৎ॥ ২॥
এবং হি রাশিবৃন্দেন কালচক্রেণ তেন চ।
মেরুং ধ্রুবঞ্চ সরতাং প্রাদক্ষিণ্যেন সর্ব্বদা॥ ৩॥
গ্রহাণাং ভানুমুখ্যানাং গতিরন্যৈব দৃশ্যতে।
নক্ষত্রান্তরগামিত্বাদ্ভান্তরে গমনং তথা॥ ৪॥

সপ্তত্রিংশৎশ্লোকবর্ষ্যোঃ সোমাদীনামথোত্তরম্।
স্থানং গত্যনুসারেণ বিবিধং ফলমুচ্যতে॥

গমাদিকং গমনস্থানাদিকমিত্যর্থঃ। শুভাশুভনিদর্শনা তয়োঃ প্রাপ্তিস্তদ্গত্যনুসৃতা-সোমাদিগত্যনুরোধেন নৃণাং ভবতীত্যর্থঃ॥ ১॥
ননু মেরুং প্রদক্ষিণীকুর্ব্বত আদিত্যস্য রাশীনামভিমুখমপ্রদক্ষিণং গমনমুপবর্ণিতং ন তদ্‌বুদ্ধ্যারূঢ়ং দৃষ্টান্তেন বিনা ভবতীত্যাশঙ্কাং শ্রোতুর্মনসি জায়মানাং নিরাকরোতি যথা কুলালেতি। কীটাদিনামিতি দীর্ঘাভাব আর্ষঃ॥ ২—৪॥

নারায়ণ কহিলেন, নারদ! অতঃপর চন্দ্রাদি অন্যান্য গ্রহগণের অতীব বিচিত্র গমনস্থানাদি বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। গ্রহগণের এই গতির অনুসারেই লোকের শুভাশুভ ঘটিয়া থাকে॥ ১॥ কুম্ভকারের চক্র ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলে, তদাশ্রিত ভ্রমণশীল কীটাদির যেমন অন্যবিধ গতি লক্ষিত হয়, সেইরূপ কালচক্রে দ্বাদশ রাশির সহিত মেরুরূপধুর প্রদক্ষিণ করিয়া সর্ব্বদা পরিভ্রমণে প্রবৃত্ত ভানুপ্রমুখ গ্রহগণেরও অন্যবিধ গতি লক্ষিত হইয়া থাকে। এইরূপ নক্ষত্রগণের অন্তরগামিত্ববশতঃ নক্ষত্রান্তরে গমন সম্পন্ন হয়, ফলতঃ চক্রের বশতাপন্নত্ব হেতু এবং স্বভাবতই উক্ত দ্বিবিধ গতি সর্ব্বথা সঙ্গত হইয়া থাকে এই প্রকার বিনির্ণীত হইয়াছে। নারদ! যিনি সকলের উৎপত্তির হেতু আদি-পুরুষস্বরূপ; যাহা হইতে এই সকল সমুদ্ভূত হইয়াছে; যিনি ষড়্‌গুণে পরিপূর্ণ; নিখিল প্রপঞ্চ যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই নারায়ণ লোক সকলের সর্ব্বাঙ্গীন সুখসংবিধানার্থ ভ্রমণ করত কর্ম্মশুদ্ধির নিমিত্ত ত্রয়ীময় আত্মাকে দ্বাদশভাগে বিভাগ করিয়াছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ এইরূপে বেদবিহিত পন্থার অনুসরণক্রমে তদীয় স্বরূপ বিতর্ক

গতিদ্বয়ঞ্চাবিরুদ্ধং সর্ব্বত্রৈষ বিনির্ণয়ঃ।
স এব ভগবানাদিপুরুষো লোকভাবনঃ ॥ ৫ ॥
নারায়ণোঽখিলাধারো লোকানাং স্বস্তয়ে ভ্রমন্।
কর্ম্মশুদ্ধিনিমিত্তন্তু আত্মানং বৈ ত্রয়ীময়ম্ ॥ ৬ ॥
কবিভিশ্চৈব বেদেন বিজিজ্ঞাস্যোঽর্কধাভবৎ।
ষট্‌সু ক্রমেণ ঋতুষু বসন্তাদিষু চ স্বয়ম্ ॥ ৭ ॥
যথোপজোষং ঋতুজান্ গুণান্বৈ বিদধাতি চ।
তমেনং পুরুষাঃ সর্ব্বে ত্রয্যা চ বিদ্যয়া সদা ॥ ৮ ॥
বর্ণাশ্রমাচারপথা তথাম্নাতৈশ্চ কর্ম্মভিঃ।
উচ্চাবচৈঃ শ্রদ্ধয়া চ যোগানাঞ্চ বিতানকৈঃ ॥ ৯ ॥
অঞ্জসা চ যজন্তে যে শ্রেয়ো বিন্দন্তি তে মতম্।
অথৈষ আত্মা লোকানাং দ্যাবাভূম্যন্তরেণ চ ॥ ১০ ॥
কালচক্রগতো ভুংক্তে মাসান্ দ্বাদশরাশিভিঃ।
সংবৎসরস্যাবয়বাম্মাসঃ পক্ষদ্বয়ং দিবা ॥ ১১ ॥

চক্রবশাৎ স্বতশ্চ গতিদ্বয়মবিরুদ্ধমিতি পরিহারার্থঃ ॥ ৫—৬ ॥
বিজিজ্ঞাস্যো বিতর্কমাণঃ। অর্কধা দ্বাদশধা ॥ ৭ ॥
যথোপজোষং যথাকর্ম্মভোগম্। ঋতুজান্ গুণান্ শীতোষ্ণাদীন্ ॥ ৮—৯ ॥
মতমভীষ্টম্। স এষ এব স্বগত্যামাসাদিব্যবহারকারণমিত্যাহ অথৈষ ইতি। এষ লোকানামাত্মা দ্যাবাপৃথিব্যোরন্তরেণ মধ্যে যদন্তরীক্ষং তস্য মধ্যে যৎ কালচক্রং তদ্গত-মেষাদিদ্বাদশরাশিভিঃ সংজ্ঞা যেষাং দ্বাদশমাসানাস্তান্ মাসান্ ভুংক্তে ইত্যর্থঃ। চৈত্রাদি-সংজ্ঞাস্তু চান্দ্রমাসানাম্ ॥ ১০ ॥
সংবৎসরস্যাবয়বানিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। মাসমাহ পক্ষদ্বয়ং মাস ইতি। ইদং চান্দ্রেণ মানেন। সপাদং ঋক্ষদ্বয়ং সৌরেণ। দিবানক্তঞ্চাহোরাত্রমিতি পিত্র্যেণ ॥ ১১ ॥

করিয়া থাকেন। সেই ভগবান্ সূর্য্যদেব যথাক্রমে বসন্তাদি ছয় ঋতুতে ভ্রমণ করিয়া লোক সকলের কর্ম্মভোগ বিধিক্রমে শীতোষ্ণাদি তত্তৎ ঋতুধর্ম্ম সকলের সংবিধান করেন। যে সকল পুরুষ এই আদিপুরুষকে সর্ব্বদা বেদবিদ্যা, বর্ণ ও আশ্রমবিহিত আচার পদ্ধতি অনুসারে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বিবিধ ক্রিয়াকলাপ এবং নানাবিধ যোগানুষ্ঠান দ্বারা উপাসনা করেন, তাহারা সত্বরই স্ব স্ব অভিলাষানুরূপ শ্রেয় প্রাপ্ত হন। এই ভগবানই লোক সকলের আত্মা এবং স্বর্গ ও পৃথিবী উভয়ের অন্তরালস্থিত কালচক্রে অধিষ্ঠান করিয়া, মেষাদি দ্বাদশ রাশিতে দ্বাদশ মাস ভোগ করেন। ঐ সকল মাস সংবৎসরের অবয়ব। দুই পক্ষে একমাস হইয়া থাকে। সৌরপরিমাণে দিবা ও রাত্রি পাদসহিত ঋক্ষদ্বয়ে নক্ষত্র

নক্তঞ্চেতি সপাদর্ক্ষদ্বয়মিত্যুপদিশ্যতে।
যাবতা ষষ্ঠমংশং স ভুঞ্জীত ঋতুরুচ্যতে ॥ ১২ ॥
সংবৎসরস্যাবয়বঃ কবিভিশ্চোপবর্ণিতঃ।
যাবতার্দ্ধেন চাকাশবীথ্যাং প্রচরতে রবিঃ ॥ ১৩ ॥
তং প্রাক্তনা বর্ণয়ন্তি অয়নং মুনিপূজিতাঃ।
অথ যাবন্নভোমণ্ডলং সহ প্রতিগচ্ছতি ॥ ১৪ ॥
কাৎস্নেন সহ ভুঞ্জীত কালং তং বৎসরং বিদুঃ।
সংবৎসরং পরিবৎসরমিড়াবৎসরমেব চ ॥ ১৫ ॥
অনুবৎসরমিদ্বৎসরমিতি পঞ্চকমীরিতম্।
ভানোর্ম্মান্দ্যশৈঘ্রসমগতিভিঃ কালবিত্তমৈঃ ॥ ১৬ ॥
এবং ভানোর্গতিঃ প্রোক্তা চন্দ্রাদীনাং নিবোধত।
এবং চন্দ্রোঽর্করশ্মিভ্যো লক্ষযোজনমূর্দ্ধতঃ ॥ ১৭ ॥

ষষ্ঠমংশং রাশিদ্বয়ং স ঋতুরিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

যাবতার্দ্ধেন ঋতুত্রয়াত্মকেন ॥ ১৩ ॥

তং কালময়নমিতি প্রাক্তনা বর্ণয়ন্তি অথ যাবদিতি। সহ দ্যাবাপৃথিব্যোর্মণ্ডলাভ্যামিতি শেষঃ। তাভ্যাং মণ্ডলাভ্যাং সহ গচ্ছতি স সূর্য্যঃ ॥ ১৪ ॥

যং কালং কাৎস্নেন ষড়্ঋতুভির্দ্বাদশরাশিভির্ব্বা ভুঞ্জীত তং কালং বৎসরং বিদুরিত্যর্থঃ। স চ সংবৎসরঃ পঞ্চধা ভিন্ন ইত্যাহ সংবৎসরং পরিবৎসরমিতি ॥ ১৫ ॥

ভানোরিতি। অয়ং ভাবঃ। যদা শুক্লপ্রতিপদি সংক্রান্তিস্তদা সৌরচান্দ্রয়োর্মাসয়োর্যুগপদুপক্রমো ভবতি স সংবৎসরঃ। ততঃ সৌরমানেন বর্ষে ষট্‌দিনানি বর্দ্ধন্তে চান্দ্রমানেন ষট্‌হ্রসন্তীতি দ্বাদশদিনব্যবধানাদুভয়োরগ্রপশ্চাদ্ভাবো ভবতি। এবং পঞ্চবর্ষাণি গচ্ছন্তি তন্মধ্যে দ্বৌ মলমাসৌ ভবতঃ। ততঃ পুনঃ সংবৎসরো ভবতি। তদেব মতান্তরভেদেন সংবৎসরাদিপঞ্চকং ভানোর্ম্মান্দ্যশৈঘ্র্যসমগতিভির্ভবতীতি ॥ ১৬ ॥

সোমাদীনামপি স্থানং কার্য্যঞ্চাহ এবং চন্দ্র ইতি। অর্করশ্মিভ্যো মণ্ডলরূপেভ্যঃ ॥ ১৭ ॥

দ্বয়ে বিনিষ্পন্ন হয়। যে পরিমাণে ষষ্ঠ অংশের অর্থাৎ রাশিদ্বয়ের ভোগ হইয়া থাকে তাহারই নাম ঋতু ॥ ২—১২ ॥ তত্ত্ববিদ্‌গণ নির্দ্দেশ করেন, এই ঋতুই সংবৎসরের অবয়ব। এইরূপে ভগবান্ ভানুমান্ যে ঋতুত্রয়াত্মক বৎসরার্দ্ধ সময়ে আকাশবীথীতে বিচরণ করেন, মুনিগণের পরম মাননীয় পূর্ব্বাচার্য্যগণ তাহাকেই অয়ন বলিয়া থাকেন। অনন্তর যাবৎ ভূমণ্ডল ও স্বর্গমণ্ডল এই উভয় মণ্ডলের সহিত সম্মিলিত হইয়া নভোমণ্ডলে প্রতিগমন করেন এবং তৎসহকারে সমুদয় ঋতুচক্র বা রাশিচক্র দ্বারা যে কাল ভোগ করিয়া থাকেন, তাহারই নাম বৎসর। এই বৎসর পাঁচভাগে বিভক্ত। যথা,—সংবৎসর, পরিবৎসর, ইড়াবৎসর, অনুবৎসর ও ইদ্‌বৎসর। 'কালবিদাগ্রপুরুষগণ নির্ণয় করিয়াছেন, যে, সূর্য্যের শীঘ্র, মন্দ ও সমগতি দ্বারা ঐরূপ সংঘটিত হয় ॥ ১৩—১৬ ॥ নারদ! ভানুর

উপলভ্যমানো মিত্রস্য সংবৎসরভুক্তিঞ্চ সঃ।
পক্ষাভ্যাঞ্চৌষধীনাথো ভুংক্তে মাসভুক্তিঞ্চ সঃ॥ ১৮॥
সপাদভাভ্যাং দিবসভুক্তিং পক্ষভুক্তিঞ্চরেৎ।
এবং শীঘ্রগতিঃ সোমো ভুংক্তে নূনং ভচক্রকম্॥ ১৯॥
পূর্য্যমানকলাভিশ্চামরাণাং প্রীতিমাবহন্।
ক্ষীয়মাণকলাভিশ্চ পিতৃণাং চিত্তরঞ্জকঃ॥ ২০॥
অহোরাত্রাণি তন্বানঃ পূর্ব্বাপরসুঘস্রকৈঃ।
সর্ব্বজীবনিকায়স্য প্রাণো জীবঃ স এব হি॥ ২১॥
ভুংক্তে চৈকৈকনক্ষত্রং মুহূর্ত্তত্রিংশতা বিভুঃ।
স এব ষোড়শকলঃ পুরুষোঽনাদিরুত্তমঃ॥ ২২॥
মনোময়োঽপ্যন্নময়োঽমৃতধামা সুধাকরঃ।
দেবপিতৃমনুষ্যাদিসরীসৃপসবীরুধাম্॥ ২৩॥

মিত্রস্য সূর্য্যস্য সংবৎসরভুক্তিং পক্ষাভ্যাং ভুংক্তে মিত্রস্য মাসভুক্তিং সপাদভাভ্যাম্। ভাশব্দ ঋক্ষবাচী। সপাদদিনদ্বয়েন ভুংক্তে। মিত্রস্য পক্ষভুক্তিং পক্ষভুক্তিং দিবসভুক্তিং চরেৎ একদিনেনৈব ভুনক্তীত্যর্থঃ। এবং দ্রুততরগমনশ্চন্দ্রমা ভবতীত্যর্থঃ॥ ১৮—২০॥
পূর্ব্বাপরসুঘস্রকৈঃ। পূর্ব্বপক্ষাপরপক্ষাভ্যামহোরাত্রাণি বিতন্বান ইত্যর্থঃ। সর্ব্বেষাং জীবনিবহানাং প্রাণোঽন্নময়ত্বাদমৃতময়ত্বাচ্চ। অতএব জীবনহেতুত্বাজ্জীবশ্চ॥ ২১—২৪॥

এই গতিক্রম কীর্ত্তন করিলাম। অধুনা, চন্দ্রাদির স্থানাদি বলিতেছি শ্রবণ কর। চন্দ্র সূর্য্যমণ্ডল হইতে লক্ষযোজন ঊর্দ্ধে অবস্থিতি করিয়া সূর্য্যের এই সংবৎসর ভোগ করিয়া থাকেন এবং শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষের সহায়তায় প্রত্যেক মাস ভোগ করেন॥ ১৭—১৮॥ পুনশ্চ, ওষধিগণের অধিপতি সেই রজনীনাথ পাদসহিত নক্ষত্রদ্বয়ের সাহায্যে দিন ভোগ করিয়া এক একটী রাশি ভোগ করিয়া থাকেন। এইরূপে সেই শীঘ্রগতি ভগবান্ চন্দ্রদেব নক্ষত্রচক্র ভোগ করিয়া থাকেন॥ ১৯॥ তিনি শুক্লপক্ষে ক্রমশঃ উপচীয়মান কলা সমূহ দ্বারা অমরগণের প্রীতি সমুৎপাদন ও কৃষ্ণপক্ষে ক্ষীয়মাণ কলা সমূহের সাহায্যে পিতৃগণের চিত্তবিনোদ বিধান করেন॥ ২০॥ তিনি পূর্ব্বপক্ষ ও অপরপক্ষ এই উভয়ের সহায়তায় অহোরাত্রির সমাধান করিয়া থাকেন। এইরূপে তিনি যাবতীয় জীবনিবহের সাক্ষাৎ প্রাণ ও তন্নিবন্ধন জীবস্বরূপ॥ ২১॥ পরম বৈভববিশিষ্ট সেই চন্দ্রমা ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে এক এক নক্ষত্র ভোগ করেন। তিনিই পরম পূর্ণস্বভাব ও অনাদি আত্মস্বরূপ। তিনি সকলের সঙ্কল্প সমাধান করেন, এইজন্য মনোময়; তিনি ওষধি সকলের অধিপতি এইজন্য অন্নময়; তিনি অমৃতে পরিপূর্ণ এইজন্য অমৃতধাম এবং তিনি সকলের নির্ব্বাণ সুখ প্রদান করেন, এইজন্য সুধাকর। আবার, তিনি দেবগণ, পিতৃগণ, মনুষ্যগণ, সরী-

প্রাণাপ্যায়নশীলত্বাৎ স সর্ব্বময় উচ্যতে।
ততো ভচক্রং ভ্রমতি যোজনানাং ত্রিলক্ষতঃ ॥ ২৪ ॥
মেরুপ্রদক্ষিণেনৈব যোজিতঞ্চেশ্বরেণ তু।
অষ্টাবিংশতিসংখ্যানি গণিতানি সদাভিজিৎ ॥ ২৫ ॥
ততঃ শুক্রো দ্বিলক্ষেণ যোজনানামথোপরি।
পুরঃ পশ্চাৎ সহৈবাসাবর্কস্য পরিবর্ত্ততে ॥ ২৬ ॥
শীঘ্রমন্দসমানাভির্গতিভির্ব্বিচরন্বিভুঃ।
লোকানামনুকূলোঽয়ং প্রায়ঃ প্রোক্তঃ শুভাবহঃ ॥ ২৭ ॥
বৃষ্টিবিস্টম্ভশমনো ভার্গবঃ সর্ব্বদা মুনে!।
শুক্রাদবুধঃ সমাখ্যাতো যোজনানাং দ্বিলক্ষতঃ ॥ ২৮ ॥
শীঘ্রমন্দসমানাভির্গতিভিঃ শুক্রবৎ সদা।
যদার্কাদ্ব্যতিরিচ্যেত সৌম্যঃ প্রায়েণ তত্র তু ॥ ২৯ ॥

প্রদক্ষিণেনৈব ন তু তেষাং পৃথগন্যা গতিরস্তীত্যর্থঃ। যোজিতং কালচক্রে ঈশ্বরেণৈব যোজিতমিত্যর্থঃ। সদাভিজিৎ বিভক্তিলোপ আর্ষঃ। উত্তরাষাঢ়াশ্রবণসন্ধাবভিজিন্নাম-নক্ষত্রং ফলবিশেষে পৃথক্কল্পিতং তেন সহেত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

পুরঃ পশ্চাদিতি। পুরতঃ সূর্য্যেণ ভোক্ষ্যমাণে নক্ষত্রে পশ্চাদ্ভুক্তে। সহৈব ভুজ্য-মানে ॥ ২৬—২৭ ॥

বৃষ্টের্বিষ্টম্ভঃ স্তম্ভনং যস্মাৎ গ্রহাত্তমুপশময়তীতি তথা ॥ ২৮ ॥

শুক্রবদিতি। পুরতঃ পশ্চাৎ সহৈব বা সূর্য্যস্য চরতীত্যর্থঃ। কশ্চিদ্বিশেষস্তাহ সদার্কেতি। সৌম্যো বুধঃ ॥ ২৯—৩০ ॥

সুপগণ ও বীরুধগণ ইহাদের সকলেরই প্রাণাপ্যায়ন পরিসন্ধান করেন, এইজন্য সর্ব্বময় নামে পরিগণিত হইয়া থাকেন। তাহারই প্রভাবে নক্ষত্রচক্র লক্ষত্রয় যোজন ভ্রমণ করে ॥ ২২—২৪ ॥ স্বয়ং ঈশ্বর অভিজিৎ নামক নক্ষত্রকে অন্যান্য নক্ষত্রের সহিত মেরু প্রদক্ষিণক্রমে কালচক্রে যোজনা করিয়াছেন, ইহাকে লইয়াই নক্ষত্র সকল অষ্টাবিংশতি সংখ্যায় পরিগণিত হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥ ইহার পর শুক্র দ্বিলক্ষযোজন উপরি প্রতিষ্ঠিত আছেন। তিনি সূর্য্যের সম্মুখে, পশ্চাতে ও সমভিব্যাহারে পরিবর্ত্তন করেন ॥ ২৬ ॥ তিনি অসীম প্রভাববিশিষ্ট। শীঘ্র, মন্দ ও সমান ত্রিবিধ গতিক্রমে বিচরণ করেন। এইরূপ উল্লিখিত আছে, তিনি লোক সকলের প্রতি প্রায়ই অনুকূল ও তাহাদের শুভ-সংঘটন করিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥ মুনে! ভৃগুবংশাবতংস সেই শুক্র সকল কালেই বৃষ্টির ব্যাঘাত বিদূরিত করেন। শুক্রের পর বুধ দ্বিলক্ষ যোজনে বিরাজমান হইতেছেন ॥২৮॥ তিনিও শুক্রের ন্যায়, সূর্য্যের সম্মুখে, পশ্চাতে ও সমভিব্যাহারে থাকিয়া, শীঘ্র, মন্দ ও সমগতি ক্রমে সর্ব্বদা বিচরণ করিয়া থাকেন। সোমনন্দন বুধ যখন সূর্য্য হইতে

অতিবাতাভ্রপাতানাবৃষ্ট্যাদিভয়সূচকঃ।
উপরিষ্টাত্ততো ভৌমো যোজনানাং দ্বিলক্ষতঃ॥ ৩০॥
পক্ষৈস্ত্রিভিস্ত্রিভিঃ সোঽয়ং ভুংক্তে রাশীনথৈকশঃ।
দ্বাদশাপি চ দেবর্ষে! যদি বক্রো ন জায়তে॥ ৩১॥
প্রায়েণাশুভকৃৎ সোঽয়ং গ্রহোঽঘানাঞ্চ সূচকঃ।
ততো দ্বিলক্ষমানেন যোজনানাঞ্চ গীষ্পতিঃ॥ ৩২॥
একৈকস্মিন্নথো রাশৌ ভুংক্তে সংবৎসরঞ্চরন্।
যদি বক্রো ভবেন্নৈবানুকূলো ব্রহ্মবাদিনাম্॥ ৩৩॥
ততঃ শনৈশ্চরো ঘোরো লক্ষদ্বয়পরো মিতঃ।
যোজনৈঃ সূর্য্যপুত্রোঽয়ং ত্রিংশন্মাসৈঃ পরিভ্রমন্॥ ৩৪॥
একৈকরাশৌ পর্য্যেতি সর্ব্বান্ রাশীন্ মহাগ্রহঃ।
সর্ব্বেষামশুভো মন্দঃ প্রোক্তঃ কালবিদাং বরৈঃ॥ ৩৫॥
তত উত্তরতঃ প্রোক্তমেকাদশসুলক্ষকৈঃ।
যোজনৈঃ পরিসংখ্যাতং সপ্তর্ষীণাঞ্চ মণ্ডলম্॥ ৩৬॥

যদি বক্র ইতি। যদি ন বক্রেণাভিবর্ত্ততে তর্হি ত্রিভিস্ত্রিভিঃ পক্ষৈঃ॥ ৩১॥
অঘানাং দুঃখানাম্॥ ৩২॥
যদি বক্রো ভবেন্নৈবেতি। যদি ন বক্রঃ স্যাত্তর্হি পরিবৎসরমিত্যর্থঃ॥ ৩৩॥
ত্রিংশন্মাসৈরিতি। একৈকস্মিন্ রাশৌ ত্রিংশন্মাসান্ বিলম্বমানঃ সর্ব্বানেবানুপর্য্যেতি তাবদ্ভিরনুবৎসরৈঃ প্রায়েণ হি সর্ব্বেষামশান্তিকরঃ॥ ৩৪—৩৬॥

দূরে অবস্থিতি করেন, তখন প্রায়ই তথায় অতিবাত, অভ্রপাত ও বৃষ্টির ব্যাঘাত প্রভৃতি ভয় সূচনা করিয়া থাকেন। ভূমিপুত্র মঙ্গল বুধের উপরি দ্বিলক্ষ যোজন ব্যবহিত আছেন॥ ২৯—৩০॥ তিন তিন পক্ষে একৈকক্রমে দ্বাদশ রাশি ভোগ করিয়া থাকেন। যদি বক্র না হন, তাহা হইলেই এইরূপ করেন॥ ৩১॥ এই ভৌম প্রায়ই লোকের যাবতীয় অশুভসংবিধান ও দুঃখ সকলের সংঘটন করিয়া থাকেন। ভৌমের দুই লক্ষমান ব্যবধানে বৃহস্পতি বিরাজমান রহিয়াছেন। ইনি এক এক রাশিতে বিচরণ করিয়া, সংবৎসর ভোগ করেন। যদি বক্র না হন, তাহা হইলে ইনি ব্রহ্মবাদিগণের প্রতি সর্ব্বদাই অনুকূলভাবাপন্ন॥৩২—৩৩॥ বৃহস্পতির পর ভয়ঙ্কর প্রকৃতি ভাস্কর নন্দন শনৈশ্চর দ্বিলক্ষযোজন ব্যবধানে অবস্থিতি করিয়া, এক এক রাশিতে ত্রিংশৎ মাস পরে পরিক্রমণ পুরঃসর সমুদয় রাশিচক্র প্রদক্ষিণ করেন। এই মহাগ্রহ প্রায় সকলেরই অশান্তি ও অসুখের হেতু। এইজন্য, কালবিদগ্রগণ্য পুরুষগণ ইহাকে মন্দগ্রহ নামে অভিহিত

লোকানাং শং ভাবয়ন্তো মুনয়ঃ সপ্ত তে মুনে।
যত্তদ্বিষ্ণুপদং স্থানং দক্ষিণং ক্রমতে চ তে ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে সোমাদিগতিবর্ণনং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

দক্ষিণং ক্রমতে চ তে ইতি। প্রদক্ষিণং প্রক্রমন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে অষ্টমস্কন্ধে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

করেন ॥ ৩৪—৩৫ ॥ ইহার পর উত্তর দিকে একাদশ লক্ষ যোজন ব্যবধানে সপ্তর্ষিমণ্ডল প্রতিষ্ঠিত আছেন ॥ ৩৬ ॥ হে মুনে! সেই সপ্তঋষি সকলেরই সর্ব্বদা বিশিষ্টরূপ কল্যাণ বিধান করেন। যাহাকে বিষ্ণুপদ বলিয়া থাকেন, ইহারা সেই স্থান প্রদক্ষিণ করেন ॥ ৩৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের নবমস্কন্ধে সোমাদিগ্রহগণের গতিবর্ণন নামক ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

অথর্ষিমণ্ডলাদূর্দ্ধং যোজনানাং প্রমাণতঃ।
লক্ষৈস্ত্রয়োদশমিতৈঃ পরমং বৈষ্ণবং পদম্ ॥ ১ ॥
মহাভাগবতঃ শ্রীমান্বর্ত্ততে লোকবন্দিতঃ।
ঔত্তানপাদিরিন্দ্রেণ বহ্নিনা কশ্যপেন চ ॥ ২ ॥
ধর্ম্মেণ সহ চৈবাস্তে সমকালযুজা ধ্রুবঃ।
বহুমানো দক্ষিণতঃ কুর্ব্বদ্ভিঃ প্রেক্ষকৈঃ সদা ॥ ৩ ॥
আজীব্যঃ কল্পজীবিনামুপাস্তে ভগবৎপদম্।
জ্যোতির্গণানাং সর্ব্বেষাং গ্রহনক্ষত্রভাদিনাম্ ॥ ৪ ॥
কালেনানিমিষেণায়ং ভ্রাম্যতাং ব্যক্তরংহসা।
অবষ্টম্ভস্থাণুরিব বিহিতশ্চেশ্বরেণ সঃ ॥ ৫ ॥

ত্রিংশদ্ভিরেকেনোনৈস্তু পদ্যৈরথ সবিস্তরম্।
ধ্রুবমণ্ডলসংস্থানং যথাবদনুবর্ণ্যতে ॥

বৈষ্ণবং পরমং পদমস্তীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥
যত্র বৈষ্ণবে পদে মহাভাগবতো ধ্রুবোঽস্তীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥
সমকালমেব যুজ্যতে ইতি তথা। তেন নক্ষত্রগণেন সহিত ইত্যর্থঃ ॥ ৩—৪ ॥
কালেনেতি। স হি ধ্রুবঃ সর্ব্বেষাং জ্যোতির্গণানাং গ্রহনক্ষত্রভাদিনাং হ্রস্ব আর্ষঃ। ব্যক্তরংহসাস্পষ্টবেগেনানিমিষেণ কালেন ভ্রাম্যতাং ভ্রাম্যমাণানাং স্থাণুরিবাবষ্টম্ভঃ পরমেশ্বরেণ বিহিত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৫ ॥

নারায়ণ কহিলেন, সপ্তর্ষিমণ্ডলের উপরি ত্রয়োদশ সংখ্যক লক্ষযোজন ব্যবধানে বিষ্ণুর পরম পদ প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ১ ॥ যিনি ভগবদ্ ভক্তগণের অগ্রগণ্য ও সকল লোকের পূজনীয় সেই উত্তানপাদপুত্র শ্রীমান্ ধ্রুব, ইন্দ্র, অগ্নি, কশ্যপ ও ধর্ম্মের সহিত সংমিলিত হইয়া, উক্ত পদে বিরাজমান আছেন। দর্শকগণ সকলেই সর্ব্বদা তাঁহার বহুমাননা করিয়া থাকেন ॥ ২—৩ ॥ তিনি কল্পজীবীগণের উপজীব্য। তদবস্থায় ভগবানের পাদপঙ্কজের পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত আছেন। স্বয়ং পরমেশ্বর এই ধ্রুবকে স্পষ্ট বেগশালী কালচক্রে নিরন্তর ভ্রমণশীল যাবতীয় গ্রহ, নক্ষত্রাদি জ্যোতির্ম্মণ্ডলীর অবলম্বন

ভাসতে ভাসয়ন্ ভাসা স্বীয়য়া দেবপূজিতঃ।
মেধিস্তম্ভে যথা যুক্তাঃ পশবঃ কর্ষণার্থকাঃ ॥ ৬ ॥
মণ্ডলানি চরন্তীমে সবনত্রিতয়েন চ।
এবং গ্রহাদয়ঃ সর্ব্বে ভগণাদ্যা যথাক্রমম্ ॥ ৭ ॥
অন্তর্বহির্ব্বিভাগেন কালচক্রে নিয়োজিতাঃ।
ধ্রুবমেবাবলম্ব্যাশু বায়ুনোদীরিতাশ্চরন্ ॥ ৮ ॥
আকল্পান্তঞ্চ ক্রমন্তি খে শ্যেনাদ্যাঃ খগা ইব।
কর্ম্মসারথয়ো বায়ুবশাঃ সর্ব্বত এব তে ॥ ৯ ॥
এবং জ্যোতির্গণাঃ সর্ব্বে প্রকৃতেঃ পুরুষস্য চ।
সংযোগানুগৃহীতাস্তে ভূমৌ ন নিপতন্তি চ ॥ ১০ ॥
জ্যোতিশ্চক্রং কেচিদেতচ্ছিশুমারস্বরূপকম্।
সোপযোগং ভগবতো যোগধারণকর্ম্মণি ॥ ১১ ॥

মেধিস্তম্ভে ইতি। মেধিস্তম্ভে যুক্তা বদ্ধাঃ। পশবো বলীবর্দ্দাঃ ॥ ৬ ॥
সবনত্রিতয়েন ত্রিকালম্ ॥ ৭ ॥
ধ্রুবমেব মেধিস্থানাপন্নং চরন্ চরন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥
খে আকাশে শ্যেনাদ্যাঃ খগাঃ পক্ষিণো যথা ক্রমন্তি গচ্ছন্তি তদ্বদিত্যর্থঃ। কর্ম্ম সারথিঃ সহায়ো যেষাম্ ॥ ৯ ॥
নন্বেতে জ্যোতির্গণা নিরাধারাঃ কুতো ভুবি ন পতন্তি তত্রাহ এবমিতি। প্রকৃতেঃ পুরুষস্য চ যঃ সংযোগোঽত্যন্তস্তেনানুগৃহীতা মায়াশবলব্রহ্মরূপভগবত্যনুগৃহীতা ন পতন্তীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥
ঈশ্বরাধারত্বাৎ পতনশঙ্কৈব নাস্তীতি বক্তুং মতান্তরমাহ কেচিদিতি। এতস্যাপি শিশুমারচক্রস্য পরিচ্ছিন্নত্বাদেতস্যাপি ক আধার ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং সর্ব্বব্যাপকমায়াশবলব্রহ্মরূপিণী

স্তম্ভস্বরূপ করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন ॥ ৪—৫ ॥ দেবগণও তাহার পূজা করিয়া থাকেন। তিনি স্বকীয় প্রতিভায় প্রতিভাত হইয়া সমুদায় সমুদ্ভাসিত করেন। মেধিস্তম্ভে নিযোজিত পশুযূথ যেমন কর্ষণব্যাপার সম্পাদন করিয়া থাকে, তদ্রূপ গ্রহাদি ও নক্ষত্রাদি সকলে যথাক্রমে অন্তর্বহির্ব্বিভাগক্রমে কালচক্রে নিয়োজিত হইয়া, ধ্রুবকে অবলম্বন করিয়া, কালত্রয়-মণ্ডলগতিতে ভ্রমণ ও বায়ু কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া আশু বিচরণ করিয়া থাকে ॥ ৬—৮ ॥ শ্যেনপ্রভৃতি বিহঙ্গমবর্গ যেমন আকাশমণ্ডলে ভ্রমণ করে, উল্লিখিত গ্রহাদি সকলও সেইরূপ প্রলয় পর্য্যন্ত স্ব স্ব কর্ম্মসহায়ে ও বায়ুর বশতাপন্ন হইয়া সর্ব্বতোভাবে আকাশমার্গে ভ্রমণ করিয়া থাকে ॥ ৯ ॥ এইরূপে সমুদায় জ্যোতির্ম্মণ্ডলী একমাত্র প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে অনুগৃহীত হওয়াতে ভূমিতে পতিত হইতে পারে না ॥ ১০ ॥

যস্যার্ব্বাক্‌শিরসঃ কুণ্ডলীভূতবপুষো মুনে!।
পুচ্ছাগ্রে কল্পিতো যোঽয়ং ধ্রুব উত্তানপাদজঃ ॥ ১২ ॥
লাঙ্গূলেঽস্য চ সম্প্রোক্তঃ প্রজাপতিরকল্মষঃ।
অগ্নিরিন্দ্রশ্চ ধর্ম্মশ্চ তিষ্ঠন্তে সুরপূজিতাঃ ॥ ১৩ ॥
ধাতা বিধাতা পুচ্ছান্তে কট্যাং সপ্তর্ষয়স্ততঃ।
দক্ষিণাবর্ত্তভোগেন কুণ্ডলাকারমীয়ুষঃ ॥ ১৪ ॥
উত্তরায়ণভানীহ দক্ষপার্শ্বেঽর্পিতানি চ।
দক্ষিণায়নভানীহ সব্যে পার্শ্বেঽর্পিতানি চ ॥ ১৫ ॥
কুণ্ডলাভোগবেশস্য পার্শ্বয়োরুভয়োরপি।
সমসংখ্যাশ্চাবয়বা ভবন্তি কজনন্দন! ॥ ১৬ ॥
অজবীথী পৃষ্ঠভাগে আকাশসরিদোদরে।
পুনর্ব্বসুশ্চ পুষ্যশ্চ শ্রোণ্যৌ দক্ষিণবাময়োঃ ॥ ১৭ ॥

ভগবত্যেবাধার ইতি বক্তব্যম্। তস্মাৎ প্রথমং মতমেব মুখ্যমিতি কেচিৎ পদেন সূচিতম্। যোগধারণকর্ম্মণি যোগধাধরণায়াং স্থিতমিতি শেষঃ ॥ ১১—১২ ॥

লাঙ্গুলে অগ্রাদধোভাগে ॥ ১৩—১৪ ॥

উত্তরায়ণভানি অভিজিদাদীনি পুনর্ব্বস্বন্তানি চতুর্দ্দশনক্ষত্রাণি। দক্ষিণপার্শ্বে দক্ষিণায়নভানি পুষ্যাদীন্যুত্তরাষাঢ়ানি চতুর্দ্দশ বামপার্শ্বে ॥ ১৫—১৬ ॥

আকাশসরিৎ আকাশগঙ্গা ঔদরে উদরে ইত্যর্থঃ। তদেব স্থানবিশেষেণ বিভজ্য দর্শয়তি পুনর্ব্বসুশ্চেতি। দক্ষিণবাময়োঃ শ্রোণ্যাবিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

কেহ কেহ বলেন, এই শিশুমারস্বরূপ জ্যোতিশ্চক্র ভগবানের যোগধারণকার্য্যে যথোপযুক্ত বিধানে প্রতিষ্ঠিত আছে সেই জন্তই পতিত হয় না ॥ ১১ ॥ ইহা কুণ্ডলীভূত কলেবরে অর্ব্বাক্‌শিরে অবস্থিতি করিতেছে। মুনে! উহার পুচ্ছাগ্রে উত্তানপাদ-পুত্র ধ্রুব অধিষ্ঠান করিতেছেন ॥ ১২ ॥ তদ্ব্যতীত, উহার লাঙ্গূলের অধোভাগে সুরসেবিত কলুষবিহীন প্রজাপতি, অগ্নি, ইন্দ্র ও ধর্ম্ম সকলেই অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ১৩ ॥ এইরূপ সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা তাহার পুচ্ছান্তে ও সপ্তর্ষিমণ্ডল তাহার কটিতটে বিরাজমান হইতেছেন। ঐ জ্যোতিশ্চক্র দক্ষিণাবর্ত্তভোগে কুণ্ডল্যাকার হইয়া অবস্থিতি করিতেছে ॥ ১৪ ॥ অভিজিৎ হইতে পুনর্ব্বসু পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশসংখ্যক উত্তরায়ণনক্ষত্র সকল ইহার দক্ষিণ পার্শ্বে সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং পুষ্যা হইতে উত্তরাষাঢ়া পর্য্যন্ত অবশিষ্ট চতুর্দ্দশ দক্ষিণায়ননক্ষত্র ইহার পার্শ্ব আশ্রয় করিয়া আছে ॥ ১৫ ॥ হে ব্রহ্মনন্দন! উল্লিখিত নক্ষত্রমণ্ডলী অবয়বরূপে সেই কুণ্ডলাভোগ-শরীরী শিশুমারস্বরূপ জ্যোতিশ্চক্রের উভয় পার্শ্বে ঐরূপে সমসংখ্যায় আশ্রয় করিয়া আছে ॥ ১৬ ॥ তন্মধ্যে অজবীথী আকাশগঙ্গার উদরে উহার পৃষ্ঠ-

আর্দ্রাশ্লেষে পশ্চিময়োঃ পাদয়োর্দ্দক্ষবাময়োঃ।
অভিজিচ্চোত্তরাষাঢ়া নাসয়োর্দ্দক্ষবাময়োঃ ॥ ১৮ ॥
যথাসংখ্যঞ্চ দেবর্ষে! শ্রুতিশ্চ জলভস্তথা।
কল্পিতে কল্পনাবিদ্ভির্নেত্রয়োর্দ্দক্ষবাময়োঃ ॥ ১৯ ॥
ধনিষ্ঠা চৈব মূলঞ্চ কর্ণয়োর্দ্দক্ষবাময়োঃ।
মঘাদীন্যষ্টভানীহ দক্ষিণায়নগানি চ ॥ ২০ ॥
যুঞ্জীত বামপার্শীয়বংক্রিষু ক্রমতো মুনে!।
তথৈব মৃগশীর্ষাদীন্যুদগ্‌ভানি চ যানি হি ॥ ২১ ॥
দক্ষপার্শ্বে বংক্রিকেষু প্রাতিলোম্যেন যোজয়েৎ।
শততারা তথা জ্যেষ্ঠা কন্ধয়োর্দ্দক্ষবাময়োঃ ॥ ২২ ॥
অগস্তিশ্চোত্তরহনাবধরায়াং হনৌ যমঃ।
মুখেম্বঙ্গারকঃ প্রোক্তো মন্দঃ প্রোক্ত উপস্থকে ॥ ২৩ ॥
বৃহস্পতিশ্চ ককুদি বক্ষস্যর্কো গ্রহাধিপঃ।
নারায়ণশ্চ হৃদয়ে চন্দ্রো মনসি তিষ্ঠতি ॥ ২৪ ॥

দক্ষিণবাময়োঃ পশ্চিময়োঃ পাদয়োরার্দ্রাশ্লেষে ইত্যন্বয়ঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রুতিঃ শ্রবণনক্ষত্রং জলভং পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্রম্। ইমে দক্ষবামনেত্রয়োঃ কল্পিতে ইত্যর্থঃ ॥ ১৯—২০ ॥

বামপার্শীয়বংক্রিষু বামপার্শ্বাস্থিষু ॥ ২১ ॥

রক্ষাপার্শ্বে বিদ্যমানেষু প্রাতিলোম্যেন পূর্ব্বাভাদ্রপদান্তানি ॥ ২২—২৫ ॥

ভাগে বিরাজ করিতেছে। পুনর্ব্বসু ও পুষ্যা ইহারা উভয়ে দক্ষিণ ও বামদিকস্থ শ্রোণী-তটে, আর্দ্রা ও অশ্লেষা দক্ষিণবামস্থ পশ্চিম পাদদ্বয়ে, অভিজিৎ ও উত্তরাষাঢ়া দক্ষিণ-বামস্থ নাসিকায় অবস্থিতি করিতেছে ॥ ১৭—১৮ ॥ হে দেবর্ষে! এইরূপে শ্রবণা ও পূর্ব্বাষাঢ়া যথাসংখ্যায় দক্ষিণবামস্থ নেত্রদ্বিতয়ে, কল্পনাবিদ্ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক কল্পিত হইয়াছে ॥ ১৯ ॥ ধনিষ্ঠা ও মূলা ইহারা দক্ষিণবামস্থ কর্ণযুগলে এবং মঘাদি দক্ষিণায়ন-গামী অষ্ট নক্ষত্র ইহার বামপার্শ্বীয় অস্থিসমূহে যথাক্রমে সংযোজিত আছে। মুনে! ঐরূপ মৃগশীর্ষাদি উত্তরায়ণগামী নক্ষত্রমণ্ডল দক্ষিণপার্শ্বীয় অস্থি সকলে প্রতিলোমক্রমে প্রতিষ্ঠিত আছে। সেইরূপে শতভিষা ও জ্যেষ্ঠা ইহার দক্ষিণবামস্থ স্কন্ধদ্বয়ে, অগস্তি উত্তর হনুতে, যম তদিতর হনুতে, মঙ্গল মুখমণ্ডলে, শনিগ্রহ উপস্থে, বৃহস্পতি ককুমণ্ডলে, গ্রহগণের অধিপতি সূর্য্য বক্ষঃস্থলে, নারায়ণ হৃদয়ে এবং চন্দ্র মনে অবস্থিতি করিতে-ছেন ॥ ২০-২২ ॥ নারদ! এইরূপে অশ্বিনীদ্বয় স্তনযুগ্মে, উশনা নাভিমণ্ডলে, বুধ প্রাণ ও অপানে, রাহু গলদেশে, কেতু সর্ব্বাঙ্গে এবং তারাগণ রোমকূপে বিরাজ করিতেছে। এই

স্তনয়োরশ্বিনৌ নাভ্যামুশনাঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বুধঃ প্রাণাপানয়োশ্চ গলে রাহুশ্চ কেতবঃ॥ ২৫॥
সর্ব্বাঙ্গেষু তথা রোমকূপে তারাগণাঃ স্মৃতাঃ।
এতদ্ভগবতো বিষ্ণোঃ সর্ব্বদেবময়ং বপুঃ॥ ২৬॥
সন্ধ্যায়াং প্রত্যহং ধ্যায়েৎ প্রয়তো বাগ্যতো মুনিঃ।
নিরীক্ষমাণশ্চোত্তিষ্ঠেন্মন্ত্রেণানেন ধীধরঃ॥ ২৭॥
নমো জ্যোতির্লোকায় কালায়ানিমিষাংপতয়ে
মহাপুরুষায়াভিধীমহীতি॥ ২৮॥
গ্রহর্ক্ষতারাময়মাধিদৈবিকং
পাপাহং মন্ত্রকৃতাং ত্রিকালম্।
নমস্যতঃ স্মরতো বা ত্রিকালং
নশ্যেত তৎকালজমাশু পাপম্॥ ২৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে ধ্রুবমণ্ডলসংস্থানবর্ণনং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭॥

(রোমকূপানামসংখ্যত্বাত্তত্রৈব অসংখ্যতারাগণানাং স্থানমিত্যর্থঃ॥ ২৬—২৯॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে অষ্টমস্কন্ধে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭॥

জ্যোতিশ্চক্র সর্ব্বব্যাপী ভগবানের সর্ব্বদেবময় বিগ্রহ॥২৩-২৫॥ সুতরাং ধীমান্ পুরুষ প্রতিদিন সন্ধ্যাসময়ে সর্ব্বদা পবিত্রভাবে মৌনাবলম্বনসহকারে সম্যগ্রূপে মননপরায়ণ হইয়া, ইহার ধ্যান করিবে এবং বক্ষ্যমাণ-মন্ত্রোচ্চারণ-সহকারে ইহারে দর্শন করিয়া, সমুত্থিত হইবে॥ ২৬-২৭॥ মন্ত্র যথা, তুমি জ্যোতিঃসমূহের অধিষ্ঠান লোকস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি সকলের সৃষ্টি-সংহারের নিয়ন্তা; তুমি যাবতীয় অমরবর্গের অধিপতি; তুমি সমুদায় পুরুষের অগ্রগণ্য আদিপুরুষ; আমরা তোমার বিশিষ্টবিধানে ধ্যান করি॥২৮॥ গ্রহ, নক্ষত্র ও তারা সকল তোমার অবয়ব; দৈব একমাত্র তোমাতেই অধিষ্ঠিত আছে; তুমি মন্ত্রকৃদ্গণের পাপ হনন করিয়া থাক; তোমাকে ত্রিসন্ধ্যা নমস্কার বা স্মরণ করিলে তৎকালজনিত পাপের আশু পরিহার হইয়া থাকে॥ ২৯॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে ধ্রুবমণ্ডলসংস্থান বর্ণন নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৭॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

অধস্তাৎ সবিতুঃ প্রোক্তমযুতং রাহুমণ্ডলম্।
নক্ষত্রবচ্চরতি চ সৈংহিকেয়োঽতদর্হণঃ ॥ ১ ॥
সূর্য্যাচন্দ্রমসোরেব মর্দ্দনঃ সিংহিকাসুতঃ।
অমরত্বঞ্চ খেটত্বং লেভে যো বিষ্ণ্বনুগ্রহাৎ ॥ ২ ॥
যদধস্তরণের্ব্বিম্বং তপতো যোজনাযুতম্।
তচ্ছাদকো সুরো জ্ঞেয়োঽপ্যর্কসাহস্রবিস্তরম্ ॥ ৩ ॥
ত্রয়োদশসহস্রন্তু সোমস্যাচ্ছাদকো গ্রহঃ।
যঃ পর্ব্বসময়ে বৈরানুবন্ধী ছাদকোঽভবৎ ॥ ৪ ॥

চতুস্ত্রিংশচ্ছ্লোকবর্যোরাহুমণ্ডলমুচ্যতে
সূর্য্যাধঃসংস্থিতং যেন গ্রহণঞ্চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ ॥

সূর্য্যমারভ্য ধ্রুবান্তং সন্নিবেশং নিরূপ্যেদানীং সূর্য্যাধস্তান্নিরূপয়তি অধস্তাৎ সবিতুরিতি। সৈংহিকেয়ঃ সিহিকায়াং সুতো রাহুঃ ॥ ১ ॥

খেটত্বং নক্ষত্রত্বম্ ॥ ২ ॥

গ্রহণং বক্তুমাহ যদধস্তরণেরিতি। যোজনাযুতং তরণের্ব্বিম্বমিত্যন্বয়ঃ। অর্কসাহস্রবিস্তরং দ্বাদশসাহস্রযোজনবিস্তারং সোমস্য মণ্ডলমিত্যন্বয়ঃ। ত্রয়োদশসহস্রন্তু ত্রয়োদশসহস্রযোজনপরিমাণন্তু আচ্ছাদকো গ্রহো রাহুর্ব্বর্ত্ততে স তচ্ছাদকস্তয়োঃ সূর্য্যসোমমণ্ডলয়োরাচ্ছাদকো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

কদাচ্ছাদকস্তদাহ পর্ব্বসময়ে ইতি। অমাবস্যাপূর্ণিমারূপে কালে যচ্ছাদকো ভবেদিত্যন্বয়ঃ। বৈরানুবন্ধী অমৃতপানসময়ে সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্ম্মধ্যে প্রবিষ্টস্য তাভ্যাং বিষ্ণবে কথনাত্তয়োর্ব্বৈরমনুবধ্নাতি। ততো হেতোঃ সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্হি রাচ্ছাদনকারকো ভবেদিত্যন্বয়ঃ ॥ ৪ ॥

নারায়ণ কহিলেন, দেবর্ষে! ভগবান্ ভাস্করের অধোদেশে অযুতযোজন ব্যবধানে রাহুমণ্ডল অবস্থিত আছে। সিংহিকানন্দন রাহু নক্ষত্রের ন্যায় তাহাতে বিচরণ করিতেছে ॥ ১ ॥ এই রাহু, সূর্য্য ও চন্দ্র উভয়কে গ্রাস করিয়া থাকে এবং ভগবান্ বিষ্ণুর অনুগ্রহক্রমে অমরত্ব ও খেচরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ২ ॥ সূর্য্য অযুতযোজনে তাপ বিকিরণ করেন। অসুর রাহু তাঁহার মণ্ডলকেও আচ্ছন্ন করিয়া থাকে। এইরূপ চন্দ্রমণ্ডল দ্বাদশসহস্র যোজন অধিকার করিয়া আছে। রাহু স্বয়ং ত্রয়োদশসহস্র যোজন আচ্ছাদন করিয়া, অবস্থিতি করিতেছে সুতরাং এই গ্রহ সূর্য্য ও চন্দ্র উভয়েরই মণ্ডলকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে। ঐ রাহু পূর্ব্বকৃত-বৈরনির্য্যাতন-বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া, পর্ব্বসময়ে তাহাদের উভয়কে ঐপ্রকারে

সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্দ্দূরাত্তবেচ্ছাদনকারকঃ।
তন্নিশম্যোভয়ত্রাপি বিষ্ণুনা প্রেরিতং স্বকম্‌ ॥ ৫ ॥
চক্রং সুদর্শনং নাম জ্বালামালাতিভীষণম্‌।
তত্তেজসা দুঃসহেন সমন্তাৎ পরিবারিতম্‌ ॥ ৬ ॥
মুহূর্ত্তো দ্বিজমানস্তু দূরাচ্চকিতমানসঃ।
আরান্নিবর্ত্ততে সোঽয়মুপরাগ ইতীবহ ॥ ৭ ॥
উচ্যতে লোকমধ্যে তু দেবর্ষে! অববুধ্যতাম্‌।
ততোঽধস্তাৎ সমাখ্যাতা লোকাঃ পরমপাবনাঃ ॥ ৮ ॥
সিদ্ধানাং চারণানাঞ্চ বিদ্যাধ্রাণাঞ্চ সত্তম!।
যোজনাযুতবিখ্যাতা লোকাঃ পুণ্যনিষেবিতাঃ ॥ ৯ ॥
ততোঽপ্যধস্তাদ্দেবর্ষে! যক্ষাণাঞ্চ সরক্ষসাম্‌।
পিশাচপ্রেতভূতানাং বিহারাজিরমুত্তমম্‌ ॥ ১০ ॥
অন্তরীক্ষঞ্চ তৎ প্রোক্তং যাবদ্বায়ুঃ প্রবাতি হি।
যাবন্মেঘাস্তথোদ্যন্তি তৎ প্রোক্তং জ্ঞানকোবিদৈঃ ॥ ১১ ॥

তর্হি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ কুতো ন ভক্ষয়তি তত্রাহ তন্নিশম্যেতি ॥ ৫ ॥
সমন্তাৎ পরিবারিতঞ্চক্রমিত্যন্বয়ঃ ॥ ৬ ॥
দুঃসহেন তত্তেজসা মুহূর্ত্তো দ্বিজমানো মুহূর্ত্তং খিদ্যমানশ্চকিতহৃদয়ঃ সন্নারাৎ দূরাদেব নিবর্ত্ততেসোঽয়মুপরাগ ইতি লোকে প্রোচ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৭—৮ ॥
বিদ্যাধ্রাণাং বিদ্যাধরাণাম্‌। অধস্তাদিত্যুক্তং তন্মর্য্যাদামাহ যোজনাযুতে ইতি। রাহুমণ্ডলাদধস্তাদ্‌যোজনাযুতপরিমিতে দেশে সিদ্ধাদীনাং লোকাঃ সন্তীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥
বিহারাজিরং বাসস্থানম্‌ ॥ ১০ ॥
অন্তরীক্ষং গ্রহহীনম্‌। তস্যাবধিমাহ যাবদ্বায়ুঃ প্রবাতি তীব্রো বাতি তস্যাপ্যবধিমাহ যাবন্মেঘা ইতি ॥ ১১—১২ ॥

আচ্ছন্ন করিয়া থাকে ॥ ৩—৪ ॥ এই গ্রহ দূর হইতে তাহাদের আচ্ছাদনে প্রবৃত্ত হয়। ভগবান্‌ বিষ্ণু এই ব্যাপার শ্রবণ করিয়া, স্বকীয় সুদর্শননামক চক্র প্রয়োগ করেন। ঐ চক্র প্রজ্জ্বলিত শিখাপরম্পরায় পরিবেষ্টিত তজ্জন্য অতীব-ভয়ঙ্করভাববিশিষ্ট। তদীয় দুর্ব্বিষহ তেজে চতুর্দ্দিক পরিবৃত হইলে, রাহু তৎক্ষণে চকিতচিত্ত হইয়া, দূর হইতেই বিনিবৃত্ত হইয়া থাকে। দেবর্ষে! লোকমধ্যে ইহাই গ্রহণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। রাহুমণ্ডলের অধোদেশে পরমপাবন লোক সকল প্রতিষ্ঠিত আছে। হে সত্তম! সিদ্ধগণ, চারণগণ ও বিদ্যাধরগণই তৎতৎ লোকে বাস করিয়া থাকে। পরমপবিত্রভাবাপন্ন সিদ্ধাদিগণ সেবিত ঐ সকল লোকের পরিমাণ অযুতযোজন ॥ ৬—৯ ॥ দেবর্ষে! ইহার নিম্নে যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, প্রেত ও ভূতগণের উৎকৃষ্ট বিহারাজির বিরাজমান হই-

ততোঽধস্তাদ্‌যোজনানাং শতং যাবদ্দ্বিজোত্তম ! ।
পৃথিবী পরিসংখ্যাতা সুপর্ণশ্যেনসারসাঃ ॥ ১২ ॥
হংসাদয়ঃ প্রোৎপতন্তি পার্থিবাঃ পৃথিবীভবাঃ ।
ভূসন্নিবেশাবস্থানং যথাবদুপবর্ণিতম্ ॥ ১৩ ॥
অধস্তাদবনেঃ সপ্ত দেবর্ষে ! বিবরাঃ স্মৃতাঃ ।
একৈকশো যোজনানামায়ামোচ্ছ্রায়তঃ পুনঃ ॥ ১৪ ॥
অযুতান্তরবিখ্যাতাঃ সর্ব্বর্ত্তুসুখদায়কাঃ ।
অতলং প্রথমং প্রোক্তং দ্বিতীয়ং বিতলন্তথা ॥ ১৫ ॥
তৃতীয়ং সুতলং প্রোক্তং চতুর্থং বৈ তলাতলম্ ।
মহাতলং পঞ্চমঞ্চ ষষ্ঠং প্রোক্তং রসাতলম্ ॥ ১৬ ॥
সপ্তমং বিপ্র ! পাতালং সপ্তৈতে বিবরাঃ স্মৃতাঃ ।
এতেষু বিলস্বর্গেষু দিবোঽপ্যধিকমেব চ ॥ ১৭ ॥
কামভোগৈশ্বর্য্যসুখসমৃদ্ধভুবনেষু চ ।
নিত্যোদ্যানবিহারেষু সুখাস্বাদঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ১৮ ॥

পৃথিব্যা উপরি ভূলোকাবধিমাহ হংসাদয় ইতি। পার্থিবাঃ পৃথিবীবিকারাঃ ॥ ১৩ ॥
একৈকশো যোজনানামিতি। যোজনাযুতান্তরেণ প্রত্যেকমুচ্ছ্রিতাঃ। আয়ামো যোঽপ্যুৎকটাহস্ত তদ্বিস্তারেণ ॥ ১৪ ॥
অযুতমন্তরমেকৈকস্ত বিবরস্ত ॥ ১৫—১৬ ॥
বিপ্রেতি সম্বোধনম্ ॥ ১৭—১৮ ॥

তেছে ॥ ১০ ॥ জ্ঞানকোবিদ্ ব্যক্তিগণ উহাকেই অন্তরীক্ষ নামে নির্দ্দেশ করেন। যাবৎ বায়ুমণ্ডল তীব্রভাবে প্রবাহিত হয় এবং যাবৎ মেঘমালা সমুদিত হইয়া থাকে, তাবৎপরিমিত প্রদেশই ইহার অবধি ॥ ১১ ॥ দ্বিজোত্তম ! অন্তরীক্ষের অধোদেশে পৃথিবী শতযোজন বলিয়া পরিসংখ্যাত হইয়াছে। পৃথিবীজাত ও পৃথিবীস্থ সুপর্ণ, শ্যেন, সারস ও হংসাদি বিহঙ্গমবর্গ যাবৎ উৎপতিত হইয়া থাকে, তাবৎ ভূমণ্ডলের অবধি। এক্ষণে ইহার সন্নিবেশও অবস্থান যথাযথ বর্ণন করা হইল ॥ ১২—১৩ ॥ দেবর্ষে ! অবনির অধোদেশে সপ্ত-বিবর সন্নিবিষ্ট আছে। তাহাদের প্রত্যেকের আয়াম ও উচ্ছ্রায় অযুতযোজন। এই সকল স্থানে সকল ঋতুতেই সকল প্রকার সুখভোগ করিতে পারা যায়। ইহাদের প্রথম অতল, দ্বিতীয় বিতল, তৃতীয় সুতল, চতুর্থ তলাতল, পঞ্চম মহাতল, ষষ্ঠ রসাতল ও সপ্তম পাতাল। বিপ্র ! এইরূপে সপ্তবিবর পরিগণিত হইয়াছে। ইহারা বিল-স্বর্গ নামে অভিহিত এবং স্বর্গ অপেক্ষাও সমধিক সুখদায়ক ॥ ১৪-১৭ ॥ কাম, ভোগ, ঐশ্বর্য্য ও সুখসমৃদ্ধিতে পরিপূরিত।

দৈত্যাশ্চ কাদ্রবেয়াশ্চ দানবা বলশালিনঃ।
নিত্যং প্রমুদিতা রক্তাঃ কলত্রাপত্যবন্ধুভিঃ ॥ ১৯ ॥
সুহৃদ্ভিরনুজীবাদ্যৈঃ সংযুতাশ্চ গৃহেশ্বরাঃ।
ঈশ্বরাদপ্রতিহতকামমায়াবিনশ্চ তে ॥ ২০ ॥
নিবসন্তি সদা হৃষ্টাঃ সর্ব্বর্ত্তুসুখসংযুতাঃ।
ময়েন মায়াবিভুনা যেষু যেষু চ নির্ম্মিতাঃ ॥ ২১ ॥
পুরঃপ্রকামশো ভক্তা মণিপ্রবরশালিনঃ।
বিচিত্রভবনাট্টালগোপুরাদ্যাঃ সহস্রশঃ ॥ ২২ ॥
সভাচত্বরচৈত্যাদিশোভাঢ্যাঃ সুরদুর্ল্লভাঃ।
নাগাসুরাণাং মিথুনৈঃ সপারাবতসারিকৈঃ ॥ ২৩ ॥
কীর্ণাঃ কৃত্রিমভূভিশ্চ বিবরেশগৃহোত্তমৈঃ।
অলঙ্কৃতাশ্চকাসন্তি উদ্যানানি মহান্তি চ ॥ ২৪ ॥

কাদ্রবেয়াঃ সর্পাঃ ॥ ১৯ ॥
অনুজীবাদ্যৈরনুচারাদিভিঃ। ঈশ্বরাদপি অপ্রতিহতঃ কামো যেষাম্‌ ॥ ২০ ॥
মায়াবিভুনা মায়াস্বামিনা মায়াবিনেত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥
প্রকামশো যথেচ্ছং ভক্তা বিভক্তাঃ কৃতা ইত্যর্থঃ। মণিপ্রবরশালিন ইতি উত্তরত্রাম্বেতি ॥ ২২—২৫ ॥

এই সকল স্থানে উদ্যান-বিহারের কোন কালেই বিরাম নাই। তত্তৎ বিহার-ব্যাপার-মাত্রেই আবার সুখাস্বাদে পরিপূর্ণ ॥ ১৮ ॥ এখানে বলশালী দৈত্য ও দানবগণ এবং সর্প সকল পুত্র, কলত্র ও মিত্রবর্গের সমভিব্যাহারে অনুরাগভরে মিলিত হইয়া, নিয়তই পরম আমোদ ভোগ করিয়া থাকে ॥ ১৯ ॥ অত্রত্য গৃহপতি সকলও স্ব স্ব সুহৃৎ ও অনুজীবিবর্গে বেষ্টিত থাকিয়া, উক্তানুরূপ প্রমোদে কালযাপন করে। ইহারা সকলেই মায়াবী এবং সকলেই স্বয়ং ঈশ্বর অপেক্ষা অপ্রতিহত-সঙ্কল্প ও বাসনাবিশিষ্ট ॥ ২০ ॥ সকলেই সর্ব্বদা হর্ষভোগ-সহকারে তথায় বাস এবং সকল ঋতুতেই সুখানুভব করিয়া থাকে। মায়ার অধীশ্বর ময় দানব তত্তৎ বিবরে যথেচ্ছ বিভক্ত পুর সকল বিনির্ম্মাণ করিয়াছে। তদ্ভিন্ন, মণিরত্নে সুশোভিত সহস্র সহস্র বিচিত্র বাসগৃহ, অট্টালিকা ও গো-পুর সকলও রচনা করিয়াছে ॥ ২১-২২ ॥ তৎসমস্ত সভা, চত্বর ও চৈত্যাদি শোভায় অতিমাত্র অলঙ্কৃত এবং সুরগণেরও দুর্লভ। নাগ ও অসুরদম্পতিগণ তত্তৎ ভবনাদিতে সর্ব্বদা বাস করিতেছে এবং পারাবত ও সারিকা সকল সর্ব্বদা বিচরণ করিতেছে ॥ ২৩ ॥ অধিক কি, তৎসমস্ত বিবিধ কৃত্রিম ভূবিভাগে সমাকীর্ণ ও বিবরপতিগণের উৎকৃষ্ট গৃহপরম্পরায় অলঙ্কৃত। তথায় সুবৃহৎ উদ্যান সকলও

মনঃপ্রসন্নকারীণি ফলপুষ্পবিশালিভিঃ ।
ললনানাং বিলাসার্হস্থানৈঃ শোভিতভাঞ্জি চ ॥ ২৫ ॥
নানাবিহঙ্গমব্রাতসংযুক্তজলরাশিভিঃ ।
স্বচ্ছার্ণপূরিতহ্রদৈঃ পাঠীনসমলঙ্কৃতৈঃ ॥ ২৬ ॥
জলজন্তুক্ষুব্ধনীরনীরজাতৈরনেকশঃ ।
কুমুদোৎপলকহ্লারনীলরক্তোৎপলৈস্তথা ॥ ২৭ ॥
তেষু কৃতনিকেতানাং বিহারৈঃ সঙ্কুলানি চ ।
ইন্দ্রিয়োৎসবকারৈশ্চ তথৈব বিবিধৈঃ স্বরৈঃ ॥ ২৮ ॥
অমরাণাঞ্চ পরমাং শ্রিয়ঞ্চাতিশয়ন্তি চ ।
যত্র নৈব ভয়ং ক্বাপি কালাঙ্গৈর্দ্দিনরাত্রিভিঃ ॥ ২৯ ॥
যত্রাহিপ্রবরাণাঞ্চ শিরস্থৈর্ম্মণিরশ্মিভিঃ ।
নিত্যং তমঃ প্রবাধ্যেত সদা প্রস্ফুটকান্তিভিঃ ॥ ৩০ ॥
ন বা এতেষু বসতাং দিব্যৌষধিরসায়নৈঃ ।
রসান্নপানস্নানাদ্যৈর্নাধয়ো ন চ ব্যাধয়ঃ ॥ ৩১ ॥

স্বচ্ছার্ণেন স্বচ্ছজলেন পূরিতা হ্রদা যেষু তৈঃ । পাঠীনা মৎস্যাঃ ॥ ২৬ ।
নীরজাতৈঃ কমলৈঃ ॥ ২৭—৩১ ॥

বিরাজ করিতেছে ॥ ২৪ ॥ তৎসমস্ত মনকে প্রসন্ন করিয়া থাকে এবং ললনাগণের বিলাসোপযুক্ত ফলপুষ্পসম্পন্ন স্থান সকলের সান্নিধ্যবশতঃ তাহাদের শোভারও সীমা নাই ॥ ২৫ ॥ তত্রত্য জলরাশি বিবিধ জাতীয় বিহঙ্গমবর্গে বিমণ্ডিত, হ্রদ সকল স্বচ্ছসলিলে পরিপূর্ণ এবং পাঠীনমৎস্যগণে সমলঙ্কৃত ॥ ২৬ ॥ জলজন্তু সকল জলরাশি আলোড়ন করিয়া বিচরণ করিতেছে। তথায় কুমুদ, উৎপল, কহ্লার, নীলোৎপল, রক্তোৎপল ইত্যাদি বিবিধ জাতীয় পদ্ম বিকসিত রহিয়াছে ॥ ২৭ ॥ তত্রত্য অধিবাসি সকলের বিহার প্রদেশ পরম্পরায় তৎসমস্ত উপবন সর্ব্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত এবং ইন্দ্রিয়গণের প্রীতিজনক বিবিধ স্বর লহরীতে প্রতিধ্বনিত ॥ ২৮ ॥ এই সমস্ত নানাবিধ বস্তু থাকায় তৎতৎ প্রদেশ অমরগণেরও পরম সমৃদ্ধির তিরস্কার করিয়া থাকে। দিন বা রাত্রি, কোন কালেই তথায় কোন প্রকার ভয়ের সম্ভাবনা নাই ॥ ২৯॥ তথায় সর্পপ্রবরগণের শিরস্থমণিপরম্পরায় সর্ব্বদা সমুদ্ভাবিত কান্তি নিবহের সম্পর্কযোগ বশতঃ কোন কালেই অন্ধকারের সমাগম নাই ॥ ৩০ ॥ যাঁহারা তথায় বাস করেন, দিব্যৌষধি রসায়ন সহ কৃত রসান্নপানও স্নানাদির সহায়তায় কোন প্রকার আধিব্যাধিই তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে

বলীপলিতজীর্ণত্বং বৈবর্ণ্যস্বেদগন্ধতাঃ।
অনুৎসাহবয়োঽবস্থা ন বাধন্তে কদাচন ॥ ৩২ ॥
কল্যাণানাং সদা তেষাং ন চ মৃত্যুভয়ং কুতঃ।
ভগবত্তেজসোঽন্যত্র চক্রাচ্চৈব সুদর্শনাৎ ॥ ৩৩ ॥
যস্মিন্ প্রবিষ্টে দৈতেয়বধূনাং গর্ভরাশয়ঃ।
প্রায়ো ভয়াৎ পতন্ত্যেব স্রবন্তি ব্রহ্মপুত্রক! ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে রাহুমণ্ডলাদ্যবস্থানবর্ণনং নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

জীর্ণত্বং জরাবৈবর্ণ্যং দেহস্য বয়োবস্থা সহিতা এতে ন বাধন্তে ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৩২—৩৩ ॥ যস্মিন্ ভগবত্তেজসি প্রবিষ্টে ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে অষ্টমস্কন্ধেঽষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

না ॥ ৩১ ॥ অধিক কি বলী পলিত, জর, জীর্ণত্ব, বিবর্ণত্ব, স্বেদ গন্ধ, উৎসাহ-হীনত্ব ও অন্য-বিধ বয়োবস্থাও তাঁহাদিগকে কোনরূপ ক্লেশাদি প্রদান করিতে সমর্থ হয় না। ৩২ ॥ তাহারা সর্ব্বদাই কল্যাণবিশিষ্ট। একমাত্র ভগবানের তেজ ও সুদর্শনচক্র, এই উভয় ব্যতীত অন্য কিছু হইতে তাহাদের মৃত্যুভয় নাই ॥ ৩৩ ॥ কারণ, ভগবানের তেজ প্রবিষ্ট হইলে, ভয়বশতঃ তাহাদের রমণীগণের প্রায়ই গর্ভপাত ও তাহার স্রাব হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে রাহুমণ্ডলাদির অবস্থিতি বর্ণন নামক অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

প্রথমে বিবরে বিপ্র! অতলাখ্যে মনোরমে।
ময়পুত্ত্রো বলো নাম বর্ত্ততেঽখর্ব্বগর্ব্বকৃৎ॥ ১॥
ষণ্ণবত্যো যেন সৃষ্টা মায়াঃ সর্ব্বার্থসাধিকাঃ।
মায়াবিনো যাশ্চ সদ্যো'ধারয়ন্তি চ কাশ্চন॥ ২॥
জৃম্ভমাণস্য যস্যৈব বলস্য বলশালিনঃ।
স্ত্রীগণা উপপদ্যন্তে ত্রয়ো লোকবিমোহিনাঃ॥ ৩॥
পুংশ্চল্যশ্চৈব স্বৈরিণ্যঃ কামিন্যশ্চেতি বিশ্রুতাঃ।
যা বৈ বিলায়নং প্রেষ্ঠং প্রবিষ্টং পুরুষং রহঃ॥ ৪॥
রসেন হাটকাখ্যেন সাধয়িত্বা প্রযত্নতঃ।
স্ববিলাসাবলোকানুরাগস্মিতবিগূহনৈঃ॥ ৫॥

দ্বাত্রিংশৎপদ্যকৈঃ পশ্চাদতলাদেশ্চ বর্ণনম্।
ক্রিয়তে যত্র ভোগানাং পরা কাষ্ঠা স্ফুটা ভবেৎ॥

অখর্ব্বো মহান্ যো গর্ব্বস্তং করোতি স তথা॥ ১॥
ষণ্ণবতিমায়ামধ্যে কাশ্চন ধারয়ন্তি ন সর্ব্বাঃ। দুঃসম্পাদ্যত্বাৎ॥ ২॥
উপপদ্যন্ত উৎপন্নাঃ॥ ৩॥
সবর্ণে রতাঃ স্বৈরিণ্যঃ। কামিন্যস্বসবর্ণে। তত্রাপ্যতিচঞ্চলাঃ পুংশ্চল্যঃ। বিলায়নং বিলায়তনম্॥ ৪॥
সাধয়িত্বা সম্ভোগসমর্থং কৃত্বা স্বস্বিন্নসাধারণা বিলাসাস্তৎপূর্ব্বকোঽবলোকস্তেনানুরাগযুক্তং স্মিতস্তেন বিগূহনমুপগূহনমালিঙ্গনং তদাদিভিঃ॥ ৫॥

নারায়ণ কহিলেন, বিপ্র! অতলনামধেয় মনোহর প্রথম বিবরে অতিশয় গর্ব্বশালী বল নামে ময়দানবের পুত্র বাস করিতেছে॥ ১॥ সে সমুদায়ে ষণ্ণবতি মায়া সৃষ্টি করিয়াছে। তদ্দ্বারা সর্ব্ববিধ প্রয়োজন বা অভীষ্টই সাধিত হইয়া থাকে। অন্যান্য মায়াবী সকল ইহাদেরই মধ্যে কোন না কোনটী ধারণ করিয়া থাকে পরন্তু দুঃসম্পাদ্য বলিয়া সমুদায় ধারণে সমর্থ হয় না॥ ২॥ এই বলশালী বল জৃম্ভা ত্যাগ করিলে পর সর্ব্বলোক-মোহ-জনক ত্রিবিধ রমণী সমুৎপন্ন হইয়াছিল॥৩॥ তাহারা পুংশ্চলী, স্বৈরিণী ও কামিনী নামে বিখ্যাত। কোন পুরুষ তাহাদের পরম প্রীতির আস্পদ এই বিবরায়তনে প্রবেশ করিলে, তাহারা নির্জ্জনে, হাটক নামক রসবিশেষের সহায়তায় তাহার সম্ভোগ সামর্থ্য-সমুদ্ভাবনপূর্ব্বক

সংলাপবিভ্রমাদ্যৈশ্চ রময়ন্ত্যপি তাঃ স্ত্রিয়ঃ।
যস্মিন্নুপযুক্তে জনো মনুতে বহুধা স্বয়ম্ ॥ ৬ ॥
ঈশ্বরোঽহমহং সিদ্ধো নাগাযুতবলো মহান্।
আত্মানং মন্যমানঃ সন্ মদান্ধ ইব কথ্যতে ॥ ৭ ॥
এবং প্রোক্তা স্থিতিশ্চাত্র অতলস্য চ নারদ !।
দ্বিতীয়বিবরস্যাত্র বিতলস্য নিবোধত ॥ ৮ ॥
ভূতলাধস্তলে চৈব বিতলে ভগবান্ ভবঃ।
হাটকেশ্বরনামায়ং স্বপার্ষদগণৈর্বৃতঃ ॥ ৯ ॥
প্রজাপতিকৃতস্যাপি সর্গস্য বৃংহণায় চ।
ভবান্যা মিথুনীভূয় আস্তে দেবাধিপূজিতঃ ॥ ১০ ॥
ভবয়োর্বীর্য্যসংভূতা হাটকী সরিদুত্তমা।
সমিদ্ধো মরুতা বহ্নিরোজসা পিবতীব হি ॥ ১১ ॥
তন্নিষ্ঠ্যূতং হাটকাখ্যং সুবর্ণং দৈত্যবল্লভম্।
দৈত্যাঙ্গনাভূষণার্হং সদা সন্ধারয়ন্তি হি ॥ ১২ ॥

যস্মিন্ রসে উপযুক্তে সেবিতে ইত্যর্থঃ ॥ ৬—১০ ॥
মরুতা সমীরণেন সমিদ্ধো দীপ্তঃ ॥ ১১ ॥
তন্নিষ্ঠ্যূতমিতি। তেন বহ্নিনা নিষ্ঠ্যূতং থূৎকৃত্য ত্যক্তম্ ॥ ১২ ॥

পরম যত্নসহকারে স্বকীয় বিলাসাবলোকন ও অনুরাগ-গর্ভিত মৃদুমন্দ হাস্য প্রকাশপুরঃসর গাঢ়তর আলিঙ্গন এবং সম্যক্‌রূপ আলাপ ও বিভ্রমাদির সাহচর্য্যে তদীয় মনঃপ্রীতি সমাধান করে। ঐ হাটকরস উপযোগ করিলে, লোকে বারংবার মনে করিয়া থাকে যে, আমি স্বয়ং ঈশ্বর হইয়াছি, সিদ্ধ হইয়াছি এবং অযুত হস্তীর সমান বলশালী হইয়াছি, এবং মদান্ধের ন্যায় আপনাকে ঐরূপ ঐশ্বর্য্যাদিবিশিষ্ট জ্ঞান করিয়া বারংবার ঐরূপ বলিয়া থাকে ॥ ৪—৭ ॥ নারদ ! অতলের এবংবিধ স্থান-সন্নিবেশাদি কথিত হইল। অধুনা, দ্বিতীয় বিবর বিতলের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর ॥ ৮ ॥

বিতল ভূতলের অধোদেশে প্রতিষ্ঠিত। সর্ব্বদেব-পূজিত ভগবান্ ভব হাটকেশ্বর নাম গ্রহণ করিয়া এবং স্বকীয় পার্ষদগণে পরিবৃত হইয়া প্রজাপতি ব্রহ্মার কৃত সৃষ্টির সবিশেষ সম্বর্দ্ধনার্থ ভবানীর সহিত মিথুনীভূত হইয়া তথায় বিরাজ করিতেছেন ॥ ১০ ॥ তাঁহাদের উভয়ের বীর্য্যসম্ভূত হাটকী নদী তথায় প্রবাহিত হইতেছে। হুতাশন সমীরণ সাহায্যে সমধিক প্রজ্বলিত হইয়া, তাহা পান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥ বহ্নি ফুৎকার-

তদ্বিলাধস্তলাৎ প্রোক্তং স্থতলাখ্যং ৰিলেশ্বরম্।
পুণ্যশ্লোকো ৰলির্নাম আস্তে বৈরোচনির্মুনে! ॥ ১৩ ॥
মহেন্দ্রস্য চ দেবস্য চিকীর্ষুঃ প্রিয়মুত্তমম্।
ত্রিবিক্রমোঽপি ভগবান্ স্থতলে ৰলিমানয়ৎ ॥ ১৪ ॥
ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীমাক্ষিপ্য স্থাপিতঃ কিল দৈত্যরাট্।
ইন্দ্রাদিম্বপ্যলব্ধা যা সা শ্রীস্তমনুবর্ত্ততে ॥ ১৫ ॥
তমেব দেবদেবেশমারাধয়তি ভক্তিতঃ।
ব্যপেতসাধ্বসোঽদ্যাপি বর্ত্ততে স্থতলাধিপঃ ॥ ১৬ ॥
ভূমিদানফলং হ্যেতৎ পাত্রভূতেঽখিলেশ্বরে।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানো নৈতৎ যুক্তং চ নারদ! ॥ ১৭ ॥
বাসুদেবে ভগবতি পুরুষার্থপ্রদে হরৌ।
এতদ্দানফলং বিপ্র! সর্ব্বথা ন হি যুজ্যতে ॥ ১৮ ॥

(অধুনা স্থতলং বর্ণয়িতুমাহ তদ্বিলাধস্তলাদিতি ॥ ১৩—১৭ ॥
কথং দানফলমেতন্নেতি বক্তুমাহ বাসুদেবে ইতি ॥ ১৮—২০ ॥

পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিলে, তাহা হইতে যে হাটকনামক স্থবর্ণ আবিষ্কৃত হয়, তাহা দৈত্য-গণের অতীব প্রিয়। দৈত্য-রমণীরা সেই ভূষণোপযোগী স্বর্ণ সর্ব্বদা আদর সহকারে ধারণ করিয়া থাকে ॥ ১২ ॥

বিতলের অধোদেশে স্থতল প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা অন্যান্য বিবরগণের মধ্যে বিশিষ্ট-পদবিশিষ্ট। মুনে! বিরোচনের পুত্র পুণ্যবান্ বলি এই স্থতলেই বাস করিয়া থাকেন ॥১৩॥ ভগবান্ বাসুদেব দেবরাজ ইন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গীন-প্রিয়-কামনাবশংবদ হইয়া ত্রিবিক্রম-বিগ্রহ-পরিগ্রহ-পুরঃসর এই বলিকে স্থতলে আনয়ন করিয়া, ত্রিলোকীর যাবতীয় লক্ষ্মীকে আক্ষিপ্ত করত উহাকে দৈত্যপতি-পদে সংস্থাপন করিয়াছেন। অধিক কি, স্বয়ং ইন্দ্রাদি অমরবর্গও যে লক্ষ্মীকে লাভ করিতে পারেন নাই, সেই শ্রী স্বয়ং বলির অনুবর্ত্তিনী হইয়াছেন ॥ ১৪—১৫ ॥ বলি স্থতলের অধিপতি-পদে প্রতিষ্ঠিত ও সর্ব্বথা ভয়শূন্য হইয়া, অদ্যাবধি তথায় অধিষ্ঠান করত ভক্তিসহকারে ভগবান্ বাসুদেবের পূজাবিধি সমাধান করিতেছেন ॥ ১৬ ॥ নারদ! মহানুভব পুরুষগণ বলিয়া থাকেন, নিখিল-লোক-নিয়ন্তা স্বয়ং বাসুদেব যাচকরূপে উপস্থিত হইলে, বলি তাঁহারে ভূমিদান করিয়াছিলেন; এই সৎপাত্রে দান করায় তিনি ঐরূপ ঐশ্বর্য্য সংগ্রহ করিয়াছেন। ফলতঃ তাহাদের এবংবিধ মতবাদ কখন যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না ॥ ১৭ ॥ কেননা, যিনি স্বয়ং ঐশ্বর্য্যাদির পূর্ণবিগ্রহ ও পুরুষার্থ প্রদান করিয়া থাকেন এবং যিনি অনন্যসাধারণ

যস্যৈব দেবদেবস্য নামাপি বিবশো গৃণন্।
স্বকীয়কর্ম্মবন্ধীয়গুণান্ বিধুনুতেঽঞ্জসা ॥ ১৯ ॥
যৎক্লেশবন্ধহানায় সাঙ্খ্যযোগাদিসাধনম্।
কুর্ব্বতে যতয়ো নিত্যং ভগবত্যখিলেশ্বরে ॥ ২০ ॥
নাচায়ং ভগবানস্মাননুজগ্রাহ নারদ!।
মায়াময়ঞ্চ ভোগানামৈশ্বর্য্যং ব্যতনোৎ পরম্ ॥ ২১ ॥
সর্ব্বক্লেশাধিহেতুং তদাত্মানুস্মৃতিমোষণম্।
যং সাক্ষাদ্ভগবান্ বিষ্ণুঃ সর্ব্বোপায়বিদীশ্বরঃ ॥ ২২ ॥
যাচ্ঞাচ্ছলেনাপহৃতং সর্ব্বস্বং দেহশেষকম্।
অপ্রাপ্তান্যোপায় ঈশঃ পাশৈর্ব্বারুণসম্ভবৈঃ ॥ ২৩ ॥
বন্ধয়িত্বাবমুচ্যাপি গিরিদর্য্যামিবাব্রবীৎ।
অসাবিন্দ্রো মহামূঢ়ো যস্য মন্ত্রী বৃহস্পতিঃ ॥ ২৪ ॥

অস্মাননুজগ্রাহেতি নারায়ণোক্তিঃ ॥ ২১ ॥
সর্ব্বক্লেশাধিহেতুমিত্যৈশ্বর্য্যবিশেষণম্। আত্মানুস্মৃতের্ম্মোষণমপহারকম্ ॥ ২২—২৩ ॥
গিরিদর্য্যামবমুচ্য স্থিতস্তস্য দ্বারে ঈশ্বরস্তদ্দুঃখং ভক্তিপ্রেম্ণা লেশতোঽপ্যগণয্য বলির্ব্বক্ষ্যমাণমব্রবীদিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

তেজোবলে স্বয়ং প্রকাশমান হইয়া থাকেন, নারদ! সেই নারায়ণে ঈদৃশ দানফল আরোপিত করা সর্ব্বথা যুক্তির বহির্ভূত ॥ ১৮ ॥ বলিতে কি, যিনি দেবগণেরও দেবতা; নিতান্ত অবসন্ন দশাতেও যাঁহার নাম গ্রহণ করিলে, তৎক্ষণে লোকমাত্রেই স্বকীয় কর্ম্মবন্ধের হেতুভূত গুণপরম্পরা দূরে বিসর্জ্জন করে; যতিগণ যাবতীয় ক্লেশভারের পরিহার-বাসনার বশংবদ হইয়া, যে নিখিলনিয়ন্তা ভগবানের উদ্দেশে সাঙ্খ্যযোগাদির সাধন করিয়া থাকেন; নারদ! সেই ভগবান্ যদি আমাদিগকে পরম ভোগৈশ্বর্য্য প্রদান করেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তিনি আমাদিগকে অনুগ্রহ করিলেন না। কেননা, ঐ ঐশ্বর্য্য মায়ার নিদান, তন্নিবন্ধন সর্ব্ববিধ ক্লেশ ও মানসিক পীড়ার উদ্ভব হইয়া থাকে এবং উহা প্রাপ্ত হইলে, সেই আত্মরূপী ভগবানকে একবারেই ভুলিয়া যাইতে হয়। সর্ব্বপ্রকার উপায়যোগ যাঁহার জ্ঞানগোচরে সর্ব্বদাই বিদ্যমান এবং যিনি সমুদায় বিশ্বব্যাপ্ত করিয়া বিরাজমান হইতেছেন; সেই ভগবান্ যাচ্ঞাচ্ছলে দেহমাত্র অবশেষ রাখিয়া, বলির সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছিলেন এবং অবশেষে অন্য উপায় না দেখিয়া, বরুণ-পাশে তাঁহারে বন্ধন করিয়া, গিরিদরীগর্ভে মোচনপূর্ব্বক তদীয় দ্বারদেশে অবস্থিতি করিতেছেন। বলি ভক্তিপ্রেমের একান্ত পরতন্ত্রতাবশতঃ সে সকল

প্রসন্নমিন্দ্রমত্যর্থমযাচল্লোকসম্পদম্।
ত্রৈলোক্যমিদমৈশ্বর্য্যং কিয়দেবাতিতুচ্ছকম্ ॥ ২৫ ॥
আশিষাং প্রভবং মুক্ত্বা যো মূঢ়ো লোকসম্পদি।
অস্মৎপিতামহঃ শ্রীমান্ প্রহ্লাদো ভগবৎপ্রিয়ঃ ॥ ২৬ ॥
দাস্যং বব্রে বিভোস্তস্য সর্ব্বলোকোপকারকঃ।
পিত্র্যমৈশ্বর্য্যমতুলং দীয়মানং চ বিষ্ণুনা ॥ ২৭ ॥
পিতর্য্যুপরতে বীরে নৈবেচ্ছদ্ভগবৎপ্রিয়ঃ।
তস্যাতুলানুভাবস্য সর্ব্বলোকোপধীমতঃ ॥ ২৮ ॥
অস্মদ্বিধোঽনাল্পপক্বেতরদোষোঽবগচ্ছতি।
এবং দৈত্যপতিঃ সোঽয়ং বলিঃ পরমপূজিতঃ ॥ ২৯ ॥
সুতলে বর্ত্ততে যস্য দ্বারপালো হরিঃ স্বয়ম্।
একদা দিগ্বিজয়ে রাজা রাবণো লোকরাবণঃ ॥ ৩০ ॥

প্রসন্নং বিষ্ণুলোকসম্পদং লোকস্বামিত্বমযাচত ॥ ২৫ ॥
লোকসম্পদি আসক্ত ইতি শেষঃ। ইদমিন্দ্রেণাত্যন্তমনুচিতং কৃতমিতি ভাবঃ। প্রহ্লাদং বর্ণয়তি অস্মদিতি ॥ ২৬—২৭ ॥
সর্ব্বলোকোপধীমতঃ সর্ব্বলোকোপাধিযুক্তস্য বিষ্ণোরতুলপ্রভাবস্যান্তমিতি শেষঃ ॥২৮॥
পক্বেভ্যঃ পরিপক্বেভ্য ইতরে অপরিপক্বা যেঽনল্পা বহবো দোষাস্তে যস্য সন্তি সোঽস্মদ্বিধো মৎসদৃশো দুষ্টঃ কোঽবগচ্ছতি ন কোপীত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩০ ॥

দুঃখ লেশমাত্রেও গণনা না করিয়া বলিয়াছিলেন ॥ ১৯—২৪ ॥ বৃহস্পতি যাঁহার মন্ত্রী, সেই ইন্দ্র মহামূর্খের কার্য্য করিয়াছিলেন। কেননা, ভগবান্ অতিমাত্র প্রসন্ন হইলেও, তিনি তাঁহার নিকট লৌকিক সম্পৎ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য্যে কি হইতে পারে? উহা একান্তই তুচ্ছপদার্থ ॥ ২৫ ॥ যে ব্যক্তি আশীঃ সকলের সাক্ষাৎ উদ্ভবক্ষেত্র ভগবানকে ত্যাগ করিয়া, সামান্য লোকসম্পদে আসক্ত হয়, সে নিশ্চয়ই মূর্খতাদোষে আচ্ছন্ন। আমার পিতামহ পরম শ্রীসম্পন্ন প্রহ্লাদ ভগবৎপ্রিয় এবং সকলের উপকার-ব্রতে প্রবৃত্ত ছিলেন। তিনি সেই বিজ্ঞানানন্দ ভগবানের নিকট অন্য কিছু প্রার্থনা না করিয়া তদীয় দাস্যভাব প্রার্থনা করিয়াছিলেন। পরম বীর্য্য-বিশিষ্ট তদীয় পিতৃদেব পরলোকপ্রাপ্ত হইলে, ভগবান্ তাঁহাকে অতুল ঐশ্বর্য্য প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু সেই পরম ভাগবত প্রহ্লাদ তাহাতে অভিলাষপরবশ হন নাই। নারদ! এই দৃশ্যমান লোক সমস্ত যাঁহার উপাধি এবং যাঁহার ঐশী শক্তির তুলনা হয় না, সেই ভগবান্ বাসুদেবের স্বরূপ বা অন্ত অস্মদাদির ন্যায় বহুদোষাক্রান্ত কোন ব্যক্তিই অবগত নহে ॥ ২৬—২৮ ॥ দেবর্ষে! এইরূপে পরমপূজিত সর্ব্বলোক-

প্রবিশন্ সুতলে যেন ভক্তানুগ্রহকারিণা।
পাদাঙ্গুষ্ঠেন প্রক্ষিপ্তো যোজনায়ুতমত্র হি॥ ৩১॥
এবম্ভূতানুভাবোঽয়ং বলিঃ সর্ব্বসুখৈকভুক্।
আস্তে সুতলরাজ্যস্থো দেবদেবপ্রসাদতঃ॥ ৩২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে অতলাদিবর্ণনং নাম একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৯॥

(ভক্তপ্রহ্লাদানুগ্রহপ্রদর্শনার্থমেব রাবণনিক্ষেপঃ ইতি জ্ঞেয়ম্॥ ৩১—৩২॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকেঽষ্টমস্কন্ধে একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৯॥

সুবিখ্যাত দৈত্যপতি বলি সুতলে বিরাজ করিতেছেন; স্বয়ং হরি যাঁহার দ্বার রক্ষা করিয়া থাকেন। সর্ব্বলোকরাবণ রাজা রাবণ কোন সময়ে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া এই সুতলে প্রবেশ করিলে, ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহবিতরণে সর্ব্বদাই সমুদ্যত সেই হরি তাহারে পাদাঙ্গুষ্ঠসহায়ে অযুত যোজন অন্তরে প্রক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন॥ ২৯—৩১॥ সর্ব্ববিধ সুখের অদ্বিতীয় উপভোগকর্ত্তা বলি এবংবিধ বিভাববিশিষ্ট হইয়া দেবদেব বাসুদেবের প্রসাদে সুতল রাজ্যের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত আছেন॥ ৩২॥

মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে অতলাদি বর্ণন নামক একোন-বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

বিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

ততোঽধস্তাদ্বিবরকং তলাতলমুদীরিতম্।
দানবেন্দ্রো ময়ো নাম ত্রিপুরাধিপতির্ম্মহান্ ॥ ১ ॥
ত্রিলোক্যাঃ শঙ্করেণায়ং পালিতো দগ্ধপূস্ত্রয়ঃ।
দেবদেবপ্রসাদাত্তু লব্ধরাজ্যসুখাস্পদঃ ॥ ২ ॥
আচার্য্যো মায়িনাং সোঽয়ং নানামায়াবিশারদঃ।
পূজ্যতে রাক্ষসৈর্ঘোরৈঃ সর্ব্বকার্য্যসমৃদ্ধয়ে ॥ ৩ ॥
ততোঽধস্তাৎ সুবিখ্যাতং মহাতলমিতি স্ফুটম্।
সর্পাণাং কাদ্রবেয়াণাং গণঃ ক্রোধবশো মহান্ ॥ ৪ ॥
অনেকশিরসাং বিপ্র! প্রধানান্ কীর্ত্তয়ামি তে।
কুহকস্তক্ষকশ্চৈব সুষেণঃ কালিয়স্তথা ॥ ৫ ॥

সপ্তত্রিংশন্মহাপদ্যৈরর্দ্ধশ্লোকেন চাধিকৈঃ।
তলাতলস্থিতিঃ সম্যগ্‌বিচারেণোপপাদ্যতে ॥

ত্রিপুরাধিপতিস্ত্রিপুরস্বামী ॥ ১ ॥
ত্রিলোক্যাঃ শঙ্করেণ কল্যাণকরেণ শিবেন দগ্ধং পুরত্রয়ং যস্য স দগ্ধপূস্ত্রয়ো ময়াসুরো মহাদেবভক্তোঽয়ং পালিতো রক্ষিতো দেবদেবস্য শিবস্য প্রসাদেন তত্রাস্তে ইত্যর্থঃ ॥২—৪॥
অনেকশিরসাং মধ্যে প্রধানাম্ ॥ ৫ ॥

নারায়ণ কহিলেন, নারদ! এই সুতলের অধোবর্ত্তী বিবরের নাম তলাতল। ত্রিপুরাধিপতি পরম-গুণসম্পন্ন দানবেন্দ্র ময় ইহার আধিপত্যে নিযুক্ত আছেন ॥ ১ ॥ ত্রিভুবনের পরমকল্যাণকর মহেশ্বর ইহার পুরত্রয় দগ্ধ করিয়া পরিশেষে ইহার ভক্তিতে বশীভূত হইয়া ইহারে রক্ষা করেন। এইরূপে ময়, সেই দেবদেবের প্রসাদে রাজ্যসুখাস্পদ লাভ করিয়াছে ॥ ২ ॥ এই ময়দানব মায়াবি-সম্প্রদায়ের আচার্য্য এবং বিবিধ মায়াবিশারদ। ভয়ঙ্কর-প্রকৃতি নিশাচরনিকর সর্ব্ববিধ কার্য্যসমৃদ্ধির নিমিত্ত ইহার উপাসনা করিয়া থাকে ॥ ৩ ॥ এই তলাতলের পর পরম বিখ্যাত রসাতল। এস্থানে ক্রোধপরবশ কদ্রুর অপত্য সর্প সকল বাস করিয়া থাকে ॥ ৪ ॥ তাহারা সকলেই বহুমস্তকবিশিষ্ট। বিপ্র! তাহাদের প্রধানগণের নাম কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। কুহক, তক্ষক, সুষেণ এবং কালিয়, ইহারা সকলেই

মহাভোগা মহাসত্ত্বাঃ ক্রূরাঃ ক্রূরস্বজাতয়ঃ।
পতত্রিরাজাধিপতেরুদ্বিগ্নাঃ সর্ব্ব এব তে ॥ ৬ ॥
স্বকলত্রাপত্যসুহৃদ্কুটুম্বস্য চ সঙ্গতাঃ।
প্রমত্তা বিহরন্ত্যেব নানাক্রীড়াবিশারদাঃ ॥ ৭ ॥
ততোঽধস্তাচ্চ বিবরে রসাতলসমাহ্বয়ে।
দৈতেয়া নিবসন্ত্যেব পণয়ো দানবাশ্চ যে ॥ ৮ ॥
নিবাতকবচা নাম হিরণ্যপুরবাসিনঃ।
কালেয়া ইতি চ প্রোক্তাঃ প্রত্যনীকা হবির্ভুজাম্ ॥ ৯ ॥
মহৌজসশ্চোৎপত্ত্যেব মহাসাহসিনস্তথা।
সকলেশস্য চ হরেস্তেজসা হতবিক্রমাঃ ॥ ১০ ॥
বিলেশয়া ইব সদা বিবরে নিবসন্তি হি।
যে বৈ বাগ্ভিঃ সরময়া শক্রদূত্যা নিরন্তরম্ ॥ ১১ ॥
মন্ত্রবর্ণাভিরসুরাস্তাড়িতা বিভ্যতি স্ম হ।
ততোঽপ্যধস্তাৎ পাতালে নাগলোকাধিপালকাঃ ॥ ১২ ॥

পতত্রিরাজো গরুড়ঃ ॥ ৬—৮ ॥

প্রত্যনীকাঃ শত্রবো হবির্ভুজাং দেবানাম্ ॥ ৯—১০ ॥

সরময়া শক্রদূত্যেতি। ইন্দ্রদূত্যা প্রযুক্তাভির্ম্মন্ত্ররূপাভির্ব্বাগ্ভিঃ। এবং হি বৈদিকমাখ্যানং পণিভিরসুরৈর্নিগূঢ়াঙ্গাং অন্বেষ্টুং সরমাং দেবশুনীমিন্দ্রেণ প্রহিতাং সন্ধিমিচ্ছন্তঃ পণয়ঃ প্রাহুঃ। কিমিচ্ছন্তী সরমেত্যাদি। সা চ সন্ধিমনিচ্ছন্তীন্দ্রস্তুতিপূর্ব্বকং তান্ প্রতি পরুষমাহ হতা ইন্দ্রেণ পণয়ঃ শয়ধ্বমিত্যাদি। তে চ তচ্ছ্রুত্বা বিভ্যতীতি ॥ ১১—১৮ ॥

সুবিশাল ফণমণ্ডলে অলঙ্কৃত ও নিরতিশয় সত্ত্ববিশিষ্ট এবং সকলেই ক্রূরস্বভাব। ইহাদের স্বজাতীয়দিগকেও ঐরূপ ক্রূরপ্রকৃতি জানিবে। ইহারা সকলেই বিহঙ্গমরাজাধিপতি গরুড়ের ভয়ে সততই উদ্বিগ্ন ॥ ৫—৬ ॥ ইহারা সকলেই স্ব স্ব পুত্র, কলত্র, মিত্র ও কুটুম্ববর্গে বেষ্টিত ও আনন্দে প্রমত্ত হইয়া, বিবিধ-ক্রীড়াবৈশারদ্য-প্রদর্শনপুরঃসর বিহার করিয়া থাকে ॥ ৭ ॥

মহাতলের অধোবর্ত্তী বিবরের নাম রসাতল। দৈত্য, দানব ও পণিনামক অসুরগণ ইহার অধিবাসী ॥ ৮ ॥ তদ্ভিন্ন, হিরণ্যপুরনিবাসী নিবাতকবচগণ এবং দেবগণের প্রতিদ্বন্দ্বী কালেয়নামক অসুর সকল, যাহারা সকলেই স্বভাবতঃ পরম তেজস্বী ও অতিমাত্র সাহসী, তাহারা সকললোকনিয়ন্তা ভগবানের তেজে হতবিক্রম হইয়া, সর্পগণের ন্যায় সর্ব্বদা এই বিবরে বাস করিতেছে। তদ্ভিন্ন, যে সকল অসুর ইন্দ্রদূতী সরমার প্রয়োজিত মন্ত্ররূপ বাক্যপরম্পরায় তাড়িত ও ভীত হইয়াছিল, তাহারাও এইস্থানে অবস্থিতি করিয়া থাকে।

বাসুকিপ্রমুখাঃ শঙ্খঃ কুলিকঃ শ্বেত এব চ।
ধনঞ্জয়ো মহাশঙ্খো ধৃতরাষ্ট্রস্তথৈব চ ॥ ১৩ ॥
শঙ্খচূড়ঃ কম্বলাশ্বতরো দেবোপদত্তকঃ।
মহামর্ষা মহাভোগা নিবসন্তি বিষোল্বণাঃ ॥ ১৪ ॥
পঞ্চমস্তকবন্তশ্চ ফণাসপ্তকভূষিতাঃ।
কেচিদ্দশফণাঃ কেচিচ্ছতশীর্ষাস্তথাপরে ॥ ১৫ ॥
সহস্রশিরসঃ কেঽপি রোচিষ্ণুমণিধারকাঃ।
পাতালরন্ধ্রতিমিরনিকরং স্বমরীচিভিঃ ॥ ১৬ ॥
বিধমন্তি চ দেবর্ষে! সদা সঞ্জাতমন্যবঃ।
অস্য মূলপ্রদেশে হি ত্রিংশৎসাহস্রকেঽন্তরে ॥ ১৭ ॥
যোজনৈঃ পরিসংখ্যাতে তামসী ভগবৎকলা।
অনন্তাখ্যা সমাস্তে হি সর্ব্বদেবপ্রপূজিতা ॥ ১৮ ॥
অহমিত্যভিমানস্য লক্ষণং যং প্রচক্ষতে।
সংকর্ষণং সাত্বতীয়াঃ কর্ষণং দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ ॥ ১৯ ॥
ইদং ভূমণ্ডলং যস্য সহস্রশিরসঃ প্রভোঃ।
অনন্তমূর্ত্তেঃ শেষস্য ধ্রিয়মাণঞ্চ শীর্ষকে ॥ ২০ ॥

সঙ্কর্ষণনাম্নো নিরুক্তিমাহ অহমিত্যভিমানস্যেতি। দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সম্যক্কর্ষণমেকীকরণং যেন তৎকৃতোঽহমিত্যভিমানো লক্ষণং চিহ্নমধিষ্ঠাতৃর্য্যস্যাহঙ্কারাধিষ্ঠানেন চ দৃগ্দৃশ্যসঙ্কর্ষণাৎ সঙ্কর্ষণ ইত্যর্থঃ ॥ ১৯—২০ ॥

নারদ! ইহারও অধোবর্ত্তী পাতালে নাগলোকের অধিপতি বাসুকিপ্রমুখ সর্প সকল এবং শঙ্খ, কুলিক, শ্বেত, ধনঞ্জয়, মহাশঙ্খ, ধৃতরাষ্ট্র, শঙ্খচূড়, কম্বল, অশ্বতর ও দেবোপদত্তক, এই সকল পরম অমর্ষবিশিষ্ট, সুবিশালফণাসম্পন্ন ও অত্যুৎকট বিষপূর্ণ ভুজঙ্গমবর্গ বাস করিতেছে ॥ ৯—১৪ ॥ ইহাদের মধ্যে কেহ পঞ্চশিরা, কেহ সপ্তফণাভূষিত, কেহ দশফণাবিশিষ্ট, কেহ শতমস্তকসম্পন্ন, কেহ সহস্রশিরা ও কেহ কেহ বা পরম-ভাস্বর-মণিধর। তাহারা স্বকীয় মণির মরীচিসহায়ে পাতালোদর-সংস্থিত তিমিরনিকর নিরাকৃত করিয়া থাকে পরন্তু তাহাদিগকে সর্ব্বদা ক্রোধের বশীভূত বলিয়া জানিবে। এই পাতালের মূলপ্রদেশে ত্রিংশৎসহস্র যোজন অন্তরে ভগবানের অনন্তরূপিণী তমোময়ী কলা বিরাজ করিতেছেন। দেবর্ষে! যাবতীয় দেবতা বৃন্দ ঐ মূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকেন ॥ ১৫—১৮ ॥ ভক্তগণ তাঁহাকে "অহং" এই অভিমানের সাক্ষাৎ লক্ষণ এবং দ্রষ্টা ও দৃশ্য এই উভয়ের সর্ব্বতোভাবে একীকরণপ্রযুক্ত সঙ্কর্ষণ বলিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥ যিনি সহস্রমস্তক বিশিষ্ট চরা-

পৃথ্বী গোলমশেষং হি সিদ্ধার্থ ইব লক্ষ্যতে।
যস্য কালেন দেবস্য সংজিহীর্ষোঃ সমং বিভোঃ ॥ ২১ ॥
চরাচরং ভ্রুবোরন্তর্বিবরাদুপপদ্যত।
সাংকর্ষণো নাম রুদ্রো ব্যূহৈকাদশশোভিতঃ ॥ ২২ ॥
ত্রিলোচনশ্চ ত্রিশিখং শূলমুত্তম্ভয়ন্ স্বয়ম্।
উদতিষ্ঠন্ মহাসত্ত্বো মহাভূতক্ষয়ঙ্করঃ ॥ ২৩ ॥
যস্যাঙ্ঘ্রিকমলদ্বন্দ্বশোণাচ্ছনখমণ্ডলে।
বিরাজন্মণিবিম্বেষু মহাহিপতয়োঽনিশম্ ॥ ২৪ ॥
একান্তভক্তিযোগেন সহ সাত্বতপুঙ্গবৈঃ।
প্রণমন্তঃ স্বমূর্দ্ধ্না তে স্বমুখানি সমীক্ষতে ॥ ২৫ ॥
স্ফুরৎকুণ্ডলমাণিক্যপ্রভামণ্ডলভাঞ্জ্যপি।
সুকপোলানি চারূণি গণ্ডস্থলদ্যুমন্তি চ ॥ ২৬ ॥
নাগরাজকুমার্য্যোঽপি চার্ব্বঙ্গবিলসত্ত্বিষঃ।
বিষদৈর্ব্বিপুলৈস্তদ্বদ্ধবলৈঃ সুভগৈস্তথা ॥ ২৭ ॥

সিদ্ধার্থঃ সর্ষপঃ ॥ ২১ ॥
ব্যূহৈকাদশশোভিতঃ একাদশরুদ্রমূর্ত্তিরূপেণ ॥ ২২—২৩ ॥
নখমণ্ডলে ইতি জাত্যেকবচনং মণ্ডলেম্বিত্যর্থঃ। বিরাজন্মণিমণ্ডলেম্বিত্যনুরোধাৎ ॥ ২৪—৩০ ॥

চরের নিয়ন্তা, যাঁহার মূর্ত্তির অন্ত নাই, যিনি শেষস্বরূপ, যাঁহার মস্তকে এই অখণ্ড ভূমণ্ডল সামান্য সর্ষপের ন্যায় ধ্রিয়মাণ রহিয়াছে, যিনি বিজ্ঞানানন্দরূপী ও স্বপ্রকাশস্বরূপ, প্রলয় সময়ে সমুদায় সংসার সংহার করিতে সমুৎসুক হইলে, যাঁহার ভ্রূবিবর হইতে একাদশ ব্যূহে সুশোভিত সঙ্কর্ষণ-নামধেয় রুদ্র স্বয়ং ত্রিলোচন বিস্ফারণ করিয়া এবং ত্রিশিখাসম্পন্ন শূল সমুদ্যত করিয়া, মহাভূত সকলের সংহরণ জন্য অতীব প্রবল পরাক্রমে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন ॥ ২০—২৩॥ যাঁহার চরণারবিন্দযুগলের পরমনির্ম্মল অরুণবর্ণ নখমণ্ডলে বিরাজমান মণিবিম্বপরম্পরায় প্রধান প্রধান ভুজঙ্গমাধিপতিবর্গ রজনীযোগে একান্ত ভক্তিযোগে আবিষ্ট ও ভক্তপুঙ্গবগণে সংবেষ্টিত হইয়া, স্ব স্ব মস্তক দ্বারা প্রণামকরত আপনাদের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া থাকে ॥ ২৪—২৫ ॥ তৎকালে তাহাদের ঐ মুখ পরমস্ফূর্ত্তিশালী কুণ্ডলস্থ মাণিক্যের প্রভামণ্ডলে বিমণ্ডিত, সুন্দর কপোলে সমলঙ্কৃত, গণ্ডস্থলের কান্তি দ্বারা সমুদ্ভাসিত এবং পরম-সৌন্দর্য বিশিষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥ যাহাদের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কলেবর হইতে মনোহর দ্যুতি বিনির্গলিত হইতেছে, সেই নাগরাজকুমারীগণও ঐরূপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকে,

রুচিরৈর্ভুজদণ্ডৈশ্চ শোভমানা ইতস্ততঃ।
চন্দনাগরুকাশ্মীরপঙ্কলেপেন ভূষিতাঃ ॥ ২৮ ॥
তদভিমর্ষসঞ্জাতকামবেশসমাযুতাঃ।
ললিতস্মিতসংযুক্তাঃ সব্রীড়ং লোকয়ন্তি চ ॥ ২৯ ॥
অনুরাগমদোম্মত্তবিঘূর্ণারুণলোচনম্।
করুণাবলোকনেত্রঞ্চ আশাসানাস্তথাশিষঃ ॥ ৩০ ॥
সোঽনন্তো ভগবান্ দেবোঽনন্তসত্ত্বো মহাশয়ঃ।
অনন্তগুণবার্দ্ধিশ্চ আদিদেবো মহাদ্যুতিঃ ॥ ৩১ ॥
সংহৃতামর্ষরোষাদিবেগো লোকশুভায় চ।
আস্তে মহাসত্ত্বনিধিঃ সর্ব্বদেবপ্রপূজিতঃ ॥ ৩২ ॥
ধ্যায়মানঃ সুরৈঃ সিদ্ধৈরসুরৈশ্চোরগৈস্তথা।
বিদ্যাধরৈশ্চ গন্ধর্ব্বৈর্মুনিসঙ্ঘৈশ্চ নিত্যশঃ ॥ ৩৩ ॥
অনারতমদোম্মত্তলোকবিহ্বললোচনঃ।
বাক্যামৃতেন বিবুধান্ স্বপার্ষদগণানপি ॥ ৩৪ ॥

(অনন্তানাং গুণানাং বার্দ্ধিঃ সমুদ্রঃ। অশেষগুণসাগর ইত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩৬

তাহাদের ভুজদণ্ড যেমন আয়ত ও পরমনির্ম্মল, সেইরূপ অতিমাত্র সৌন্দর্য্যে ও ধবলিমায় অলঙ্কৃত এবং সাতিশয়-রুচিসম্পন্ন। তাহারা এতাদৃশ ভুজদণ্ড দ্বারা সর্ব্বদা শোভমান হইয়া থাকে। অধিকন্তু, তাহারা সর্ব্বদাই চন্দন, অগুরু ও কাশ্মীরপঙ্কের বিলেপনে বিভূষিত ॥ ২৭—২৮ ॥ তাহারা তদীয় সংস্পর্শজনিত কামবেগের বশবর্ত্তিনী হইয়া, সুন্দরস্মিত-সংযোগসহকৃত-সলজ্জ-দৃষ্টিবিক্ষেপপুরঃসর তাঁহারে অবলোকন এবং তাঁহার নিকট আশীঃ-পরম্পরা কামনা করিয়া থাকে। তৎকালে তাঁহার লোচন অনুরাগমদে উন্মত্ত, অতিমাত্র ঘূর্ণিত ও কষায়িত এবং দৃষ্টি করুণরসলাঞ্ছিত হইয়া থাকে ॥ ২৯—৩০ ॥ সেই ভগবানের সত্ত্বের সীমা বা ইয়ত্তা নাই; তিনি অনন্ত গুণের সাগর ও স্বয়ং অনন্তরূপী ভগবান্ এবং তিনি আদিদেব সদাশয় ও পরম জ্যোতিঃস্বরূপ ॥ ৩১ ॥ লোক সকলের শুভসাধনসঙ্কল্পে রোষ ও অমর্ষাদির বেগ একবারেই পরিহার করিয়াছেন। সমুদায় দেবতা তাঁহার পূজা করেন এবং তিনি সত্ত্বগুণের অদ্বিতীয় আধার ॥ ৩২ ॥ সুরগণ, সিদ্ধগণ, অসুরগণ, উরগগণ, বিদ্যাধরগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও মুনিগণ নিত্য তাঁহার ধ্যান করিয়া থাকেন ॥ ৩৩ ॥ তাঁহার দৃষ্টি অবিচ্ছিন্ন মদরাগের আবির্ভাববশতঃ উন্মত্তভাবাপন্ন এবং লোচন বিহ্বলভাবে সন্নিবিষ্ট। তিনি বচনরূপ পীযূষরস বর্ষণ পূর্ব্বক স্বকীয় পার্ষদগণ ও দেবতাদিগের

আপ্যায়মানঃ স বিভুর্ব্বৈজয়ন্তীং স্রজং দধৎ।
অম্লানাভিনবৈঃ স্বচ্ছৈস্তুলসীদলসঞ্চয়ৈঃ ॥ ৩৫ ॥
মাদ্যন্মধুকরব্রাতঘোষশ্রীসংযুতাং সদা।
নীলবাসা দেবদেব এককুণ্ডলভূষিতঃ ॥ ৩৬ ॥
হলস্য ককুদি ন্যস্তসুপীবরভুজোঽব্যয়ঃ।
মাহেন্দ্রঃ কাঞ্চনীং যদ্বদ্বরত্রাঞ্চ মতঙ্গমঃ।
উদারলীলো দেবেশো বর্ণিতঃ সাত্বতর্ষভৈঃ ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে তলাতলাদিস্থিতিবর্ণনং নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

মতঙ্গমো হস্তী যথা কাঞ্চনীং স্বর্ণময়ীং বরত্রাং কক্ষাং যদ্বদ্বিভর্ত্তি তথৈবায়ং কাঞ্চনীং কক্ষাং বিভর্ত্তীত্যর্থঃ। উমাসংহিতায়াং ধ্রুবমণ্ডলমারভ্য শেষলোকান্তমীশ্বরি। নানা লোকাঃ সমাখ্যাতাস্তত্র তল্লোকবাসিনঃ। নানারত্নময়ীং মূর্ত্তিং নানাধাতুময়ীং তথা। স্থাপয়িত্বা পূজয়ন্তি নানাস্বচ্ছোপচারকৈঃ। কৈলাসে চৈব বৈকুণ্ঠে ব্রহ্মলোকে তথৈব চ। নবরত্নময়ীং মূর্ত্তিং ভগবত্যা নিরন্তরম্। শিবদ্রুহিণবৈকুণ্ঠাঃ পূজয়ন্তি বিধানতঃ। নানবর্ষেষু বর্ষাধিপতয়শ্চ তথৈবচ। ন কশ্চিত্ত্রিষু লোকেষু লোক এবংবিধঃ ক্বচিৎ। যত্র দেব্যাঃ পদার্চ্চা ন তথা তস্যাঃ স্মৃতিঃ পরেতি ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে অষ্টমস্কন্ধে বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২০ ॥

সকলকেই আপ্যায়িত করিতেছেন তাঁহার গলদেশে বৈজয়ন্তী মালা লম্বিত হইতেছে; ইহা অম্লান ও অভিনব এবং পরম নির্ম্মল তুলসীদলে সদা অলঙ্কৃত রহিয়াছে এবং মদমত্ত মধুকরনিকর সশব্দে সর্ব্বদা তাহাতে বিচরণ করিতেছে তজ্জন্য তাহার শোভার সীমা নাই। তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র নীলবর্ণ; তিনি দেবগণেরও দেবতা এবং একমাত্র কুণ্ডলে বিমণ্ডিত ॥ ৩৪—৩৬ ॥ তিনি অব্যয়স্বরূপ, সেই দেবদেব হলককুদে নিতান্ত পীবর ভুজদণ্ড ন্যস্ত করিয়া এবং ইন্দ্রের ঐরাবতের ন্যায় কাঞ্চনময়ী কক্ষা ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন; নারদ! ভক্তগণ তাঁহারে বিশ্বজনীন লীলার আধার ও দেবগণেরও নিয়ন্তা বলিয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে তলাতলস্থিতি বর্ণন নামক বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ

নারায়ণ উবাচ।

তস্যানুভাবং ভগবান্ ব্রহ্মপুত্রঃ সনাতনঃ।
সভায়াং ব্রহ্মদেবস্য গায়মান উপাসতে ॥ ১ ॥

উৎপত্তিস্থিতিলয়হেতবোঽস্য কল্পাঃ
সত্ত্বাদ্যাঃ প্রকৃতিগুণা যদীক্ষয়াসন্।
যদ্রূপং ধ্রুবমকৃতং যদেকমাত্ম-
ন্নানাধাৎ কথমুহ বেদ তস্য বর্ত্ম ॥ ২ ॥

মূর্ত্তিং নঃ পুরুকৃপয়া বভার সত্ত্বং
সংশুদ্ধং সদসদিদং বিভাতি যত্র।
যল্লীলাং মৃগপতিরাদদেঽনবদ্যা-
মাদাতুং স্বজনমনাংস্যুদারবীর্য্যঃ ॥ ৩ ॥

অষ্টাবিংশতিভিঃ শ্লোকৈঃ শেষস্তুতিপুরঃসরম্।
নরকারণাং স্বরূপঞ্চ যথাবদভিবর্ণ্যতে ॥

তস্যেতি। তস্য অনন্তস্য ॥ ১ ॥

উৎপত্তীতি। অস্য জগত উৎপত্যাদিহেতবো গুণা যস্য। যস্যেক্ষয়া কল্পাঃ সমর্থাঃ স্বস্ব-কার্য্যে আসন্। যস্য তু রূপং ধ্রুবমনন্তমকৃতমনাদি। তত্র হেতুঃ যদেকমেব সৎ আত্মন্যাত্মনি নানাকার্য্যপ্রপঞ্চমধাৎ তস্য ব্রহ্মস্বরূপস্য বর্ত্ম তত্ত্বং জনঃ কথমুহ বেদ ন বেদৈবেত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

তর্হি কথমসৌ মুমুক্ষুভিঃ সেব্যতে তত্রাহ মূর্ত্তিমিতি যত্রেদং সদসদ্বিভাতি স নোঽস্মাকং ভক্তানাং পুরুকৃপয়া বহুকৃপয়া সংশুদ্ধং সত্ত্বং মূর্ত্তিং বভার। স্বজনানাং মনাংস্যাদাতুং বশী-কর্ত্তুং যস্য লীলাং মৃগপতিঃ সিংহঃ আদদে অশিক্ষয়ত। যত উদারাণি বীর্য্যাণি যস্য। তস্মাদন্যং মুমুক্ষুঃ কমাশ্রয়েদিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ ॥ ৩ ॥

নারায়ণ কহিলেন, দেবর্ষে! ভগবান্ ব্রহ্মাত্মজ সনাতন দেবগণের সভায় অনন্তরূপী এই ভগবানের মহাপ্রভাব সংকীর্ত্তনপুরঃসর এই বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন যে, এই বিশ্বের সৃষ্টি, লয় ও স্থিতির সাধন স্বরূপ সত্ত্ব প্রভৃতি প্রাকৃতিক গুণ সমস্ত যাঁহার কটাক্ষ বিক্ষেপমাত্রে স্বস্ব কার্য্যসাধনে সমর্থ হইয়া থাকে; যাঁহার স্বরূপের অন্ত ও আদি নাই; যিনি এক হইলেও আত্মাতে বিবিধ কার্য্যপ্রপঞ্চের রচনা করিয়াছেন, স্বভাবতঃ স্থূলদৃষ্টি ও স্থূলবুদ্ধি লোকে সেই ব্রহ্মস্বরূপের প্রকৃততত্ত্ব কিরূপে অবগত হইবে? ॥ ১—২ ॥ তিনি আমাদের প্রতি পরমকৃপা-পরবশ হইয়া, একমাত্র পরমবিশুদ্ধসত্ত্বরূপিণী যে মূর্ত্তি আবিষ্কার করেন, তাহাতেই এই কার্য্যকারণময় বিশ্ব দৃশ্যমান হইয়া থাকে। প্রভূত

যন্নাম শ্রুতমনুকীর্ত্তয়েদকস্মা-
দার্ত্তো বা যদি পতিতঃ প্রলম্ভনাদ্বা।
হন্ত্যংহঃ সপদি নৃণামশেষমন্যং
কং শেষাদ্ভগবত আশ্রয়েন্মুমুক্ষুঃ ॥ ৪ ॥
মূর্দ্ধন্যর্পিতমণুবৎসহস্রমূর্দ্ধ্নো
ভূগোলং সগিরিসরিৎসমুদ্রসত্ত্বম্।
আনন্ত্যাদনমিতবিক্রমস্য ভূম্নঃ
কো বীর্য্যাণ্যধিগণয়েৎ সহস্রজিহ্বঃ ॥ ৫ ॥
এবংপ্রভাবো ভগবাননন্তো
দুরন্তবীর্য্যোরুগুণানুভাবঃ।
মূলে রসায়াঃ স্থিত আত্মতন্ত্রো
যো লীলয়া ক্ষ্মাং স্থিতয়ে বিভর্ত্তি ॥ ৬ ॥
এতা হ্যেবেহ তু নৃভির্গতয়ো মুনিসত্তম!।
গন্তব্যা বহুশো যদ্বদ্যথাকর্ম্মবিনির্ম্মিতাঃ ॥ ৭ ॥

প্রলম্ভনাদ্বা পরিহাসাৎ ॥ ৪ ॥
সত্ত্বানি প্রাণিনঃ। সহস্রজিহ্বোঽপি কো গণয়েৎ ॥ ৫—৬ ॥
এতাবত্য এবেহ কামান্ কাময়মানৈর্নৃভিরুপগন্তব্যা গতয় ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৭

বলশালী মৃগপতি স্বজনবর্গের অন্তঃকরণ বশীকৃত করিবার আশয়ে তাঁহার সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত লীলার অনুকরণ করিয়া থাকে ॥ ৩ ॥ আর্ত্ত বা পতিত অবস্থায়, অথবা উপহাস প্রসঙ্গেও তাঁহার নাম শ্রবণমাত্র কীর্ত্তন করিলে, মানুষের অশেষ পাপরাশি তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হইয়া যায়। মোক্ষাভিলাষী পুরুষগণ সেই ভগবান্ অনন্ত ব্যতীত অন্য কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে? ॥ ৪ ॥ তিনি শৈল, সাগর, সরিৎ ও সমুদায় প্রাণির সহিত এই সুবিশাল ভূলোক স্বকীয় সহস্র মস্তকে অণুবৎ ধারণ করিয়া আছেন; তিনি অনন্তস্বরূপ, সেই জন্য তাঁহার বিক্রম কোনকালেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। নারদ! যদি কেহ সহস্র জিহ্বা প্রাপ্ত হয় তথাপি কোন রূপেই তাঁহার কার্য্যপরম্পরা বর্ণনা করিতে সমর্থ হয় না ॥৫॥ তাঁহার বীর্য্য যেরূপ অনন্ত, গুণপরম্পরা যেরূপ অপার বিস্তৃত অনুভাবও সেইরূপ অসীম ও অনতিক্রমণীয়; এবংবিধ প্রভাববিশিষ্ট সেই ভগবান্ অনন্ত পৃথিবীর মূল-প্রদেশে অধিষ্ঠানপুরঃসর অপরের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া, স্থিতিসাধন-সমুদ্দেশে এই মেদিনীমণ্ডল ধারণ করিতেছেন ॥ ৬ ॥ হে মুনিসত্তম! মনুষ্যেরা যে যেরূপ কর্ম্ম করে এবং শাস্ত্রবিহিত পদবীর পরতন্ত্র হইয়া সর্ব্বদা যে যে প্রকার কামনা করিয়া থাকে,

যথোপদেশঞ্চ কামান্ সদাকাময়মানকৈঃ।
এতাবতীর্হি রাজেন্দ্রমনুষ্যমৃগপক্ষিষু ॥ ৮ ॥
বিপাকগতয়ঃ প্রোক্তা ধর্ম্মস্য বশগাস্তথা।
উচ্চাবচা বিসদৃশা যথা প্রশ্নং নিবোধত ॥ ৯ ॥

নারদ উবাচ।

বৈচিত্র্যমেতল্লোকস্য কথং ভগবতা কৃতম্।
সমানত্বে কর্ম্মণাঞ্চ তন্মো ব্রূহি যথাতথম্ ॥ ১০ ॥

নারায়ণ উবাচ।

কর্ত্তুঃ শ্রদ্ধাবশাদেব গতয়োঽপি পৃথগ্বিধাঃ।
ত্রিগুণত্বাৎ সদা তাসাং ফলং বিসদৃশং ত্বিহ ॥ ১১ ॥
সাত্ত্বিক্যা শ্রদ্ধয়া কর্ত্তুঃ সুখিত্বং জায়তে সদা।
দুঃখিত্বঞ্চ তথা কর্ত্তু রাজস্যা শ্রদ্ধয়া ভবেৎ ॥ ১২ ॥
দুঃখিত্বঞ্চৈব মূঢ়ত্বং তামস্যা শ্রদ্ধয়োদিতম্।
তারতম্যাত্তু শ্রদ্ধানাং ফলবৈচিত্র্যমীরিতম্ ॥ ১৩ ॥

যথোপদেশং যথাশাস্ত্রং কামান্ কাময়মানকৈঃ কাময়মানৈরিত্যর্থঃ ॥ ৮—৯ ॥

কর্ম্মণাং সর্ব্বপ্রাণিকর্ম্মণাং সমানত্বে বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যরহিতেন মায়াশবলব্রহ্মণা কথমেতস্য বৈচিত্র্যং কৃতমিতি যথাতথং তন্মো ব্রূহীত্যন্বয়ঃ ॥ ১০ ॥

কর্ম্মণাং সমানত্বমেব নাস্তি কর্ম্মকর্ত্তৄণাং ত্রিগুণমায়াশক্তিসম্বদ্ধত্বাৎ। তয়া মায়াশক্ত্যা পূর্ব্বপূর্ব্বকর্ম্মবশাদ্যথাযথা সাত্ত্বিকাদি কর্ম্মসু প্রের্য্যতে তথা তথা করোতি। তদনুরূপফলোপভোগায় চ লোকভোগফলবৈচিত্র্যং কৃতমিত্যাহ কর্ত্তুঃ শ্রদ্ধাবশাদেবেতি। তাসাং শ্রদ্ধানাং ত্রিগুণত্বাৎ সাত্ত্বিকাদিভেদেন গুণত্রয়াত্মকত্বাদ্বিসদৃশমসমানং ফলমিত্যর্থঃ॥ ১১—১৩॥

ইহলোকে তদনুসারে রাজেন্দ্র, মনুষ্য, মৃগ ও পক্ষিগণ সকলেই এবংবিধ বহুবিধ গতি লাভ করিয়া থাকে ॥ ৭—৮ ॥ নারদ! তুমি পূর্ব্বে যেরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলে, তদনুসারে নানাবিধ, বিসদৃশ ও ধর্ম্মায়ত্ত বিপাকগতি বর্ণন করিলাম ॥ ৯ ॥

নারদ কহিলেন, ভগবন্! প্রাণিগণের বিহিত কর্ম্ম সকলের সমানসত্ত্বেও ভগবান্ কি জন্য এবংবিধ লোকবৈচিত্র্য বিধান করিলেন, তৎসমুদয় যথাযথ কীর্ত্তন করুন ॥ ১০ ॥

নারায়ণ কহিলেন, নারদ! কর্ত্তার শ্রদ্ধাবশেই এই প্রকার পৃথগ্বিধ গতির লাভ হইয়া থাকে। তত্তৎ কর্ত্তৃনিষ্ঠ জীবের শ্রদ্ধার সাত্ত্বিকাদি অবস্থাভেদপ্রযুক্ত ফল সকলেরও এইরূপ বৈসাদৃশ্য সংঘটিত হয় ॥ ১১ ॥ শ্রদ্ধায় সত্ত্বগুণের সমাবেশ হইলে, তৎকর্ত্তার সর্ব্বদা সুখসংবৃদ্ধি হইয়া থাকে; রজোগুণের সন্নিবেশ হইলে, নিয়ত দুঃখ সঞ্চিত হয় এবং তমোগুণের আবির্ভাব হইলে, দুঃখ সংঘটিত এবং হিতাহিত জ্ঞানের বিনাশ হইয়া থাকে। এইরূপ,

অনাদ্যবিদ্যাবিহিতকর্ম্মণাং পরিণামজাঃ।
সহস্রশঃ প্রবৃত্তাস্তু গতয়ো দ্বিজপুঙ্গব ! ॥ ১৪ ॥
তস্তেদান্ বর্ণয়িষ্যামি প্রাচুর্য্যেণ দ্বিজোত্তম !।
ত্রিজগত্যা অন্তরালে দক্ষিণস্যাং দিশীহ বৈ ॥ ১৫ ॥
ভূমেরধস্তাদুপরি স্বতলস্য চ নারদ !।
অগ্নিষ্বাত্তাঃ পিতৃগণা বর্ত্তন্তে পিতরশ্চ হ ॥ ১৬ ॥
বসন্তি যস্যাং স্বীয়ানাং গোত্রাণাং পরমাশিষঃ।
সত্যাঃ সমাধিনা শীঘ্রং ত্বাশাসানাঃ পরেণ বৈ ॥ ১৭ ॥
পিতৃরাজোঽপি ভগবান্ সম্পরেতেষু জন্তুষু।
বিষয়ং প্রাপিতেষ্বেষু স্বকীয়ৈঃ পুরুষৈরিহ ॥ ১৮ ॥
সগণো ভগবৎপ্রোক্তাজ্ঞাপরো দমধারকঃ।
যথাকর্ম্ম যথাদোষং বিদধাতি বিচারদৃক্ ॥ ১৯ ॥
স্বান্ গণান্ ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞান্ সর্ব্বানাজ্ঞাপ্রবর্ত্তকান্।
সদা প্রেরয়তি প্রাজ্ঞো যথাদেশনিয়োজিতান্ ॥ ২০ ॥
নরকানেকবিংশত্যা সংখ্যয়া বর্ণয়ন্তি হি।
অষ্টাবিংশমিতান্ কেচিত্তানমুক্রমতো ব্রুবে ॥ ২১ ॥

তস্মান্মায়াশক্তিশবলব্রহ্মরূপভগবত্যা এবারাধনং কর্ত্তব্যমিতি গূঢ়োঽভিসন্ধিঃ ॥১৪—১৭॥
বিষয়ং যমলোকরূপং দেশম্ ॥ ১৮ ॥
দমধারকো দণ্ডধারকো বিদধাতি দণ্ডমিতিশেষঃ ॥ ১৯—২৩ ॥

শ্রদ্ধার তারতম্য অনুসারেই ফলবৈচিত্র্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ১২—১৩ ॥ দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! অনাদি অবিদ্যার অনুসরণবশে কর্ম্ম সকলের পরিণামজনিত সহস্র সহস্র গতি প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥ দ্বিজোত্তম ! আমি বিশেষরূপে তাহাদের প্রভেদক্রম বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। ত্রিজগতীর অন্তরালে দক্ষিণদিকে ভূমির অধোভাগে ও অতলের উপরিতন প্রদেশে অগ্নিষ্বাত্তানামক পিতৃগণ ও পিতৃপুরুষ সকল বাস করিতেছেন ॥ ১৫—১৬ ॥ তাঁহারা পরম সমাধিসাধন সহকারে তথায় অবস্থিতি করিয়া স্বকীয় গোত্র সকলের নিত্য পরম আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥ ঐস্থানে পিতৃরাজ ভগবান্ যম স্বকীয় পুরুষগণ কর্ত্তৃক নিজলোকে আনীত মৃত প্রাণিগণের প্রতি তাহাদের কর্ম্ম ও দোষ অনুসারে দণ্ড প্রয়োগ করেন ॥ ১৮ ॥ তিনি ভগবানের আদেশ অনুসারে স্বগণে পরিবৃত হইয়া, বিচারদৃষ্টির অনুবর্ত্তনপূর্ব্বক যাহার যেরূপ কর্ম্ম, যাহার যেরূপ দোষ তদনুসারে বিচার করিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥ তিনি আজ্ঞাপালক ও যথানুরূপ-আদেশ-নিয়োজিত, ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ স্বকীয় অনুচরদিগকে সর্ব্বদা তত্তৎ কার্য্যসাধনে প্রেরণ করেন ॥ ২০ ॥ শাস্ত্রকারেরা একবিংশতি

তামিস্র অন্ধতামিস্রো রৌরবোঽপি তৃতীয়কঃ।
মহারৌরবনামা চ কুম্ভীপাকো পরো মতঃ ॥ ২২ ॥
কালসূত্রং তথা চাসিপত্রারণ্যমুদাহৃতম্।
শূকরস্য মুখশ্চান্ধকূপোঽথ কৃমিভোজনঃ ॥ ২৩ ॥
সন্দংশস্তপ্তমূর্ত্তিশ্চ বজ্রকণ্টক এব চ।
শাল্মলী চাথ দেবর্ষে! নাম্না বৈতরণী তথা ॥ ২৪ ॥
পূয়োদঃ প্রাণরোধশ্চ তথা বিশসনং মতম্।
লালাভক্ষঃ সারমেয়াদনমুক্তমতঃ পরম্ ॥ ২৫ ॥
অবীচিরপ্যপঃপানং ক্ষারকর্দ্দম এব চ।
রক্ষোগণাখ্যসম্ভোজঃ শূলপ্রোতোঽপ্যতঃ পরম্ ॥ ২৬ ॥
দন্দশূকো বটারোধঃ পর্য্যাবর্ত্তনকঃ পরম্।
সূচীমুখমিতি প্রোক্তা অষ্টাবিংশতিনারকাঃ ॥ ২৭ ॥
ইত্যেতে নারকা নাম যাতনাভূময়ঃ পরাঃ।
কর্ম্মভিশ্চাপি ভূতানাং গম্যাঃ পদ্মজসম্ভব! ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে নরকস্বরূপবর্ণনং নাম একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

বজ্রকণ্টকশাল্মলীত্যেকো নরকঃ ॥ ২৪—২৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে অষ্টমস্কন্ধে একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

সংখ্যক নরক বর্ণন করিয়াছেন। কেহ কেহ বা সমুদায়ে অষ্টাবিংশসংখ্যক বলিয়াছেন। যথাক্রমে তাহাদের নাম নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ২১ ॥ তামিস্র, অন্ধতামিস্র, রৌরব, মহারৌরব, কুম্ভীপাক, কালসূত্র, অসিপত্রকানন, শূকরমুখ, অন্ধকূপ, কৃমিভোজন, তপ্তমূর্ত্তি, সংদংশ, বজ্রকণ্টক-শাল্মলী, বৈতরণী, পূয়োদ, প্রাণরোধ, বিশসন, লালাভক্ষ, সারমেয়াদন, অবীচি, অপঃপান, ক্ষারকর্দ্দম, রক্ষোগণ, সম্ভোজ, শূলপ্রোত, দন্দশূক, অবটারোধ, পর্য্যাবর্ত্তনক ও সূচীমুখ, এই অষ্টাবিংশতি নরক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে॥ ২২—২৭ । এই সকল নরক অতিশয় যাতনাভূমি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মনন্দন! জীবগণ স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে এই সকল নরকভোগ করিয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে নরকস্বরূপ বর্ণন নামক

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

কর্ম্মভেদাঃ কতিবিধাঃ সনাতন মুনে মম।
শ্রোতব্যাঃ সর্ব্বথৈবৈতে যাতনাপ্রাপ্তিভূময়ঃ॥ ১॥

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

যো বৈ পরস্য বিত্তানি দারাপত্যানি চৈব হি।
হরতে স হি দুষ্টাত্মা যমানুচরগোচরঃ॥ ২॥
কালপাশেন সম্বদ্ধো যাম্যৈরতিভয়ানকৈঃ।
তামিস্রনামনরকে পাত্যতে যাতনাস্পদে॥ ৩॥
তাড়নং দণ্ডনং চৈব সন্তর্জ্জনমতঃ পরম্।
যাম্যাঃ কুর্ব্বন্তি পাশাঢ্যাঃ কশ্মলং যাতি চৈব হি॥ ৪॥
মূর্চ্ছামায়াতিবিবশো নারকী পদ্মভূসুত!।
যঃ পতিং বঞ্চয়িত্বা তু দারাদীনুপভুঙ্ক্তে॥ ৫॥

দ্বিপঞ্চাশৎপদ্যবর্ণৈর্যাতনাকারকাণি চ।
পাতকানি সমাসেন প্রোচ্যন্তে সংগ্রহেণ তু॥

কর্ম্মভেদা যাতনাপ্রাপ্তিভূময়ো যাতনাকারকাঃ॥ ১—৪॥
যঃ পতিমিতি। যাং স্ত্রিয়ং গচ্ছতি তস্যাঃ পতিং বঞ্চয়িত্বেত্যর্থঃ। উপভুঙ্ক্তে সেবতে ইত্যর্থঃ॥ ৫—৭॥

নারদ কহিলেন, আপনি সর্ব্বকাল বিরাজমান আছেন এবং পরমমননশীল অতএব যাতনাপ্রাপ্তির হেতুভূত যাবতীয় কর্ম্মভেদ কীর্ত্তন করুন; তৎসমস্ত সম্যক্‌রূপে শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইয়াছে॥ ১॥

নারায়ণ কহিলেন, দেবর্ষে! যে ব্যক্তি পরকীয় পুত্র, কলত্র ও বিত্তজাত হরণ করে, সেই দুষ্টাত্মা যমদূতগণের একান্ত আয়ত্তাধীন॥ ২॥ অতি ভয়ানক যমপুরুষগণ কর্ত্তৃক কালপাশে দৃঢ়রূপে বদ্ধ হইয়া, তামিস্রনামক বিবিধ যাতনার আস্পদীভূত নরকে নিপাতিত হয়॥ ৩॥ তথায় পাশহস্ত যমপুরুষবর্গ তাহাকে, তাড়ন দণ্ডবিধান ও সম্যক্‌প্রকারে তর্জ্জন করিয়া থাকে, তজ্জন্য সে দারুণ মোহের বশীভূত হয় এবং সর্ব্বথা অবসন্ন, বিপন্ন ও মূর্চ্ছার বশতাপন্ন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি পতিকে বঞ্চনা করিয়া, তাহার দারাদি ভোগ

অন্ধতামিস্রনরকে পাত্যতে যমকিঙ্করৈঃ।
পাত্যমানো যত্র জন্তুর্ব্বেদনাপরবান্ ভবেৎ ॥ ৬ ॥
নষ্টদৃষ্টির্নষ্টমতির্ভবত্যেবাবিলম্বতঃ।
বনস্পতির্ভজ্যমানমূলো যদ্বদ্ভবেদিহ ॥ ৭ ॥
তস্মাদপ্যন্ধতামিস্রনাম্না প্রোক্তঃ পুরাতনৈঃ।
এতন্মমাহমিতি যো ভূতদ্রোহেণ কেবলম্ ॥ ৮ ॥
পুষ্ণাতি প্রত্যহং স্বীয়কুটুম্বং কার্য্যলম্পটঃ।
এতদ্বিহায় চাত্রৈব স্বাশুভেন পতেদিহ ॥ ৯ ॥
রৌরবে নাম নরকে সর্ব্বসত্ত্বভয়াবহে।
ইহ লোকেঽমুনা যে তু হিংসিতা জন্তবঃ পুরা ॥ ১০ ॥
ত এব রুরবো ভূত্বা পরত্র পীড়য়ন্তি তম্।
তস্মাদ্রৌরবমিত্যাহুঃ পুরাণজ্ঞা মনিষিণঃ ॥ ১১ ॥
রুরুঃ সর্পাদপি ক্রূরো জন্তুরুক্তঃ পুরাতনৈঃ।
এবং মহারৌরবাখ্যো নরকো যত্র পূরুসঃ ॥ ১২ ॥

এতন্মমাহমিতি। এতদহমিতি মমাহমিতি ভূতদ্রোহেণেত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥
যৎ কুটুম্বার্থমেবং করোতি তদেতদত্রৈব বিহায় স্বাশুভেন কর্ম্মণা ইহ রৌরবে পতেদিত্যর্থঃ ॥ ৯—১২ ॥

করে, যমকিঙ্করগণ তাহারে অন্ধতামিস্র নরকে পাতিত করিয়া থাকে। তথায় পাত্যমান হইয়া, তাহাকে অশেষ বেদনা ভোগ করিতে হয় ॥৪—৬ ॥ সেই নারকী পুরুষের অবিলম্বে দৃষ্টি নষ্ট ও বুদ্ধি পরিভ্রষ্ট হইয়া থাকে। মূল ভগ্ন হইলে, বনস্পতির যে প্রকার শোচনীয় দশার আবিষ্কার হয়, তৎকালে তাহারও তৎপ্রকার হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥ এই কারণেই প্রাচীন আর্য্যগণ ইহার নাম অন্ধতামিস্র রাখিয়াছেন। যে ব্যক্তি অহংমমতার বশংবদ হইয়া তজ্জন্য কেবল ভূতগণের বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে এবং কার্য্যে অতিমাত্র আসক্ত প্রদর্শনপুরঃসর প্রত্যহ স্বীয় কুটুম্ববর্গের ভরণ করে, সে সেই কুটুম্বাদিকে ইহলোকেই ত্যাগ করিয়া, স্বকীয় অশুভ সমভিব্যাহারে সর্ব্বপ্রাণি-ভয়জনক রৌরবনামক নরক লাভ করিয়া থাকে। সে পূর্ব্বে ইহলোকে যে সকল জন্তুর হিংসা করিয়াছিল, তাহারা রুরুমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, পরলোকে তাহাকে নিপীড়িত করে। পুরাণজ্ঞ মনীষিবর্গ এই কারণে ইহার নাম রৌরব রাখিয়াছেন ॥ ৮—১১ ॥ প্রাচীন পুরুষগণ বলিয়াছেন, রুরু সর্প অপেক্ষাও অতীব ক্রূরস্বভাব জন্তুবিশেষ। ঐ সকল জন্তু তথায় বিদ্যমান থাকায়

যাতনাং প্রাপ্যমাণো হি যঃ পরং দেহসম্ভবঃ।
ক্রব্যাদানামরুরবস্তং ক্রব্যে ঘাতয়ন্তি চ ॥ ১৩ ॥
য উগ্রঃ পুরুষঃ ক্রূরঃ পশুপক্ষিগণাননি।
উপরন্ধয়তে মূঢ়ো যাম্যাস্তং রন্ধয়ন্তি চ ॥ ১৪ ॥
কুম্ভীপাকে তপ্ততৈলে উপর্য্যপি চ নারদ!।
যাবন্তি পশুরোমাণি তাবদ্বর্ষসহস্রকম্ ॥ ১৫ ॥
পিতৃবিপ্রব্রাহ্মণধ্রুক্ কালসূত্রে স নারকে।
অগ্ন্যর্কাভ্যাং তপ্যমানে নারকী বিনিবেশিতঃ ॥ ১৬ ॥
ক্ষুৎপিপাসাদহ্যমানোঽন্তঃশরীরস্তথা বহিঃ।
আস্তে শেতে চেষ্টতে চাবতিষ্ঠতি চ ধাবতি ॥ ১৭ ॥
নিজবেদপথাৎ যো বৈ পাখণ্ডঞ্চোপযাতি চ।
অনাপদ্যপি দেবর্ষে! তং পাপং পুরুষং ভটাঃ ॥ ১৮ ॥
অসিপত্রবনং নাম নরকং বেশয়ন্তি চ।
কশয়া প্রহরন্ত্যেব নারকী তদ্গতস্তদা ॥ ১৯ ॥

ক্রব্যে মাংসে ঘাতয়ন্তি ॥ ১৩—১৭ ॥

পাখণ্ডমিতি। তদুক্তং পুরাণান্তরে। যানি রূপাণি জগৃহে ইন্দ্রো হয়জিহীর্ষয়া। তানি পাপস্য খণ্ডানি লিঙ্গখণ্ডমিহোচ্যতে ইতি। পাশব্দেন তু বেদার্থঃ পাখণ্ডাস্তস্য খণ্ডকা ইতি চ ॥ ১৮—১৯ ॥

উহার নাম মহারৌরব হইয়াছে ॥ ১২ ॥ যে ব্যক্তি অন্যকে যাতনা প্রদান করে, সে এই নরকে পতিত হইলে, তাহার শরীরসম্ভূত রুরুনামক ক্রব্যাদগণ তদীয় মাংসে আঘাত করিয়া থাকে ॥ ১৩ ॥ যে ক্রূর ও উগ্রপ্রকৃতিক পুরুষ মোহাচ্ছন্ন হইয়া, পশুপক্ষিদিগকে রন্ধন করে, তত্তৎ পশুশরীরে যত রোম, তত সহস্র বৎসর তাহাকে যমদূতগণ কুম্ভীপাক নরকে তপ্ত তৈলের উপরি রন্ধন করিয়া থাকে ॥ ১৪—১৫ ॥ যে ব্যক্তি পিতৃগণ ও ব্রাহ্মণবর্গের বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হয়, যমদূতগণ তাহাকে সূর্য্য ও অগ্নি কর্ত্তৃক দহ্যমান কালসূত্রনামক নরকে নিপাতিত করিয়া থাকে ॥ ১৬ ॥ তখন সেই নারকী তথায় অন্তরে ও বাহিরে ক্ষুৎপিপাসায় অতিমাত্র দগ্ধ হইয়া, কখন অবস্থান, কখন শয়ন, কখন গমন ও কখন বা ইতস্ততঃ ধাবন করিয়া থাকে ॥ ১৭ ॥ হে দেবর্ষে! যে ব্যক্তি আপৎ ব্যতীত অন্য সময়েও স্বকীয় বেদমার্গ পরিহার করিয়া, তাহার খণ্ডমাত্রের অনুসরণ করে, সেই পাপ-পুরুষকে যমদূতগণ অসিপত্র কানননামক নরকে নিপাতিত করিয়া, কশা দ্বারা আঘাত করিয়া থাকে। তখন সেই নারকী যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া অতিবেগে ইতস্ততঃ

ইতস্ততো ধাবমান উত্তালমতি বেগিতঃ।
অসিপত্রৈশ্ছিদ্যমান উভয়ত্র চ ধারভিঃ ॥ ২০ ॥
সঞ্ছিদ্যমানসর্ব্বাঙ্গো হা হতোঽস্মীতি মূর্চ্ছিতঃ।
বেদনাং পরমাং প্রাপ্তঃ পতত্যেব পদে পদে ॥ ২১ ॥
স্বধর্ম্মানুগতং ভুংক্তে পাখণ্ডফলমল্পধীঃ।
যো রাজা রাজপুরুষো দণ্ডয়েদ্বৈ ত্বধর্ম্মতঃ ॥ ২২ ॥
দ্বিজে শরীরদণ্ডঞ্চ পাপীয়ান্নারকী চ সঃ।
নরকে শূকরমুখে পাত্যতে যমকিঙ্করৈঃ ॥ ২৩ ॥
বিনিষ্পিষ্টাবয়বকো বলবদ্ভিস্তথেক্ষুবৎ।
আর্ত্তস্বরেণ স্বনয়ন্ মূর্চ্ছিতঃ কশ্মলং গতঃ ॥ ২৪ ॥
স পীড্যমানো বহুধা বেদনাং যাত্যতীব হি।
বিবিক্তপরপীড়ো যোঽপ্যবিবিক্তপরব্যথাম্ ॥ ২৫ ॥
ঈশ্বরাঙ্কিতবৃত্তীনাং ব্যথামাচরতে স্বয়ম্।
স চান্ধকূপে পততি তদভিদ্রোহযন্ত্রিতে ॥ ২৬ ॥

ধারভিরার্ষপ্রয়োগো ধারাভিরিত্যর্থঃ ॥ ২০—২৪ ॥

বিবিক্তপরপীড় ইতি। ঈশ্বরেণোপকল্পিতা রক্তপানাদিলক্ষণা বৃত্তির্যেষাং মৎকুণাদীনাম্। ন বিবিক্তা বিজ্ঞাতা পরব্যথা যৈরবিবেকিভিস্তেষাম্। দ্বিতীয়া ষষ্ঠ্যর্থে। ব্রাহ্মণাদিভাবেন বিধিনিষেধপূর্ব্বকমুপকল্পিতা বৃত্তির্যস্য বিবক্তা বিজ্ঞাতা পরব্যথা যেন বিবেকিনা স যদি তাদৃশানাং ব্যথামাচরতে সোঽন্ধকূপে পততীত্যন্বয়ঃ ॥ ২৫—২৭ ॥

উদ্দাম ভাবে ধাবমান হইয়া উভয় পার্শ্বস্থিত অসিপত্রধারে ছিদ্যমান হইয়া থাকে ॥ ১৮—২০ ॥ তাহার সর্ব্বাঙ্গ ছিন্নভিন্ন হইলে, সে হায়! আমি হত হইলাম? বলিয়া, মূর্চ্ছার বশবর্ত্তী ও নিরতিশয় বেদনাতুর হইয়া, পদে পদেই পতিত হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥ এইরূপে, সেই ক্ষুদ্রবুদ্ধি বেদখণ্ডধারণের ফলভোগ করে। যে রাজা বা রাজপুরুষ ধর্ম্মবহির্ভূত দণ্ড প্রয়োগ করিয়া থাকে এবং ব্রাহ্মণের শারীরিক দণ্ড বিধান করে, যমকিঙ্করেরা তাহাকে শূকরমুখ নরকে পাতিত করিয়া বলপ্রয়োগসহকারে তাহার সর্ব্ব শরীর ইক্ষুবৎ বিনিষ্পেষিত করিয়া থাকে। তখন সেই ব্যক্তি আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া, মূর্চ্ছিত ও অতিমাত্র মোহের বশবর্ত্তী হইয়া থাকে ॥ ২২—২৪ ॥ এবং তাহাদের কর্ত্তৃক পীড্যমান হইয়া, বিবিধ বেদনা ভোগ করে। যাহারা কখন পরপীড়ন অবগত নহে এবং ঈশ্বর কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট রক্তপানাদি বৃত্তির অনুসরণপূর্ব্বক জীবিকানির্ব্বাহ করে, যে ব্যক্তি স্বয়ং পরপীড়া অবগত হইয়াও, তাদৃশ সামান্য মৎকুণাদি কীটদিগকে ব্যথা প্রদান করে,

তত্রাসৌ জন্তুভিঃ ক্রূরৈঃ পশুভির্ম্মৃগপক্ষিভিঃ।
সরীসৃপৈশ্চ মশকৈর্যূকামৎকুণজাতিভিঃ ॥ ২৭ ॥
মক্ষিকাভিশ্চ তমসি দন্দশূকৈশ্চ পীড্যতে।
পরীক্রামতি চৈবাত্র কুশরীরে চ জন্তুবৎ ॥ ২৮ ॥
যস্তু সংবিহিতৈঃ পঞ্চযজ্ঞৈঃ কাকৈশ্চ সংস্তুতঃ।
অশ্নাতি চাসংবিভজ্য যৎ কিঞ্চিদুপপদ্যতে ॥ ২৯ ॥
স পাপপুরুষঃ ক্রূরৈর্য্যাম্যৈশ্চ কৃমিভোজনে।
নরকাধমকে দুষ্টকর্ম্মণা পরিপাত্যতে ॥ ৩০ ॥
লক্ষযোজনবিস্তীর্ণে কৃমিকুণ্ডে ভয়ঙ্করে।
কৃমিরূপং সমাসাদ্য ভক্ষ্যমাণশ্চ তৈঃ স্বয়ম্ ॥ ৩১ ॥
অপ্রত্তাপ্রহুতাদো যঃ পাতমাপ্নোতি তত্র বৈ।
যস্তু স্তেয়েন চ বলাদ্ধিরণ্যং রত্নমেব চ ॥ ৩২ ॥

অত্র অস্মিন্ লোকে ॥ ২৮ ॥

যস্ত্বিতি। যৎ কিঞ্চিদন্নাদিকমুপপদ্যতে প্রাপ্তং ভবতি তৎ সংবিহিতৈঃ শাস্ত্রেণ বিহিতৈঃ পঞ্চমহাযজ্ঞৈর্দ্দেবতাভ্যোঽসংবিভজ্য ন দত্ত্বা অশ্নাতি যঃ পুরুষঃ। কথম্ভূতঃ কাকৈঃ সংস্তুতঃ। সমত্বেন বর্ণিত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ২৯—৩১ ॥

অপ্রত্তমসংবিভক্তমতিথিভ্যোঽপ্রহুতঞ্চাত্তীতি সঃ অপ্রত্তাপ্রহুতাদো যো ভবতি স পাতমাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৩২—৩৩ ॥

সে সেই অভিদ্রোহে নিযন্ত্রিত হইয়া অন্ধকূপ-নরকে পতিত হইয়া থাকে ॥ ২৫—২৬ ॥ তথায় পশু, পক্ষী, মৃগ, সরীসৃপ, মশক, যূকা, মৎকুণ, মক্ষিকা ও দন্দশূক প্রভৃতি ক্রূর জন্তু সকল তাহাকে নিপীড়িত করে। সে তদবস্থায় কুৎসিত কলেবরে তথায় জন্তুর ন্যায় পরিভ্রমণ করিয়া থাকে ॥ ২৭—২৮ ॥ যে ব্যক্তি যৎকিঞ্চিৎ ধন ও অন্নাদি প্রাপ্ত হইয়া, তাহা শাস্ত্রবিহিত পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক দেবতার উদ্দেশে বিভাগ করিয়া না দিয়া, স্বয়ংই উদর-পরায়ণ কাকের ন্যায় ভোগ করিয়া থাকে ॥ ২৯ ॥ ক্রূরস্বভাব যমদূতগণ সেই পাপপুরুষকে সকল নরকের অধম কৃমিভোজন-নামক নরকে সেই দুষ্কর্ম্মবশতঃ পরিপাতিত করে ॥ ৩০ ॥ ঐ নরক লক্ষযোজন-বিস্তীর্ণ ও কৃমিগণের কুণ্ডস্বরূপ এবং নারকিগণের সাতিশয় ভয় সমুদ্ভাবন করিয়া থাকে। সে কৃমিরূপ পরিগ্রহ করিয়া, সেই কৃমিগণ কর্ত্তৃক ভক্ষ্যমাণ হইয়া, তথায় অবস্থিতি করে ॥ ৩১ ॥ যে ব্যক্তি অগ্রে অতিথিদিগকে বিভক্ত করিয়া না দিয়া এবং অগ্নিতে আহুতি প্রদান না করিয়া ভক্ষণ করে, সে ব্যক্তিও এই নরকে ঐরূপে পতিত হয়। যে ব্যক্তি আপৎ ব্যতীত অন্য সময়েও চৌর্য্যবৃত্তির অনুসরণপূর্ব্বক

ব্রাহ্মণস্যাপহরতি অন্যস্যাপি চ কস্যচিৎ।
অনাপদি চ দেবর্ষে! তমমুত্র যমানুগাঃ ॥ ৩৩ ॥
অয়স্ময়ৈরগ্নিপিণ্ডৈঃ সন্দংশৈর্নিষ্কুষন্তি চ।
যোঽগম্যাং যোষিতং গচ্ছেদগম্যং পুরুষঞ্চ যা ॥ ৩৪ ॥
তাবমুত্রাপি কশয়া তাড়য়ন্তো যমানুগাঃ।
তিগ্ময়া লোহময্যা চ সূর্ম্ম্যাপ্যালিঙ্গয়ন্তি তম্ ॥ ৩৫ ॥
তাং চাপি যোষিতঃ সূর্ম্ম্যালিঙ্গয়ন্তি যমানুগাঃ।
যস্তু সর্ব্বাভিগমনঃ পুরুষঃ পাপসঞ্চয়ী ॥ ৩৬ ॥
নিরয়েঽমুত্র তং যাম্যাঃ শাল্মলীং রোপয়ন্তি তম্।
বজ্রকণ্টকসংযুক্তাং শাল্মলীং তাময়স্ময়ীম্ ॥ ৩৭ ॥
রাজন্যা রাজপুরুষা যে বা পাষণ্ডবর্ত্তিনঃ।
ধর্ম্মসেতুং বিভিন্দন্তি তে পরেত্য গতা নরাঃ ॥ ৩৮ ॥
বৈতরণ্যাং পতন্ত্যেব ভিন্নমর্য্যাদপাতকাঃ।
নদ্যাং নিরয়দুর্গস্য পরিখায়াঞ্চ নারদ! ॥ ৩৯ ॥
যাদোগণৈঃ সমন্তাত্তু ভক্ষমাণা ইতস্ততঃ।
নাত্মনা বিযুজন্ত্যেব নাসুভিশ্চাপি নারদ! ॥ ৪০ ॥

নিষ্কুষন্তি ত্বচি ছিন্দন্তি ॥ ৩৪ ॥
তিগ্ময়া সূর্ম্ম্যা প্রতিময়া ॥ ৩৫ ॥
সূর্ম্ম্যা পুরুষপ্রতিময়া তপ্তয়া সর্ব্বাভিগমনঃ পশ্বাদ্যপসঙ্গতঃ ॥ ৩৬—৩৯ ॥
নাত্মনা দেহেন বিযুজন্তি বিয়োগং প্রাপ্নুবন্তি। অসুভিঃ প্রাণৈরুহ্যমানা ঊর্দ্ধোচ্ছ্বাসবন্ত ইত্যর্থঃ ইদং বিষ্ণুভাগবতে ॥ ৪০—৪২ ॥

বলসহকারে ব্রাহ্মণ বা অন্য কাহারও হিরণ্য ও রত্ন হরণ করে। দেবর্ষে! যমকিঙ্করগণ তাহাকে এই নরকে নিপাতিত করিয়া, অগ্নিপিণ্ডসদৃশ লৌহময় সন্দংশ দ্বারা তাহার ত্বক্ বিচ্ছিন্ন করে। যে পুরুষ অগম্যাগমন এবং যে স্ত্রী অগম্য পুরুষের সংসর্গ করিয়া থাকে, যমদূতগণ তাহাদের উভয়কেই এই নরকে কশা দ্বারা তাড়িত করিয়া, সেই পুরুষকে অগ্নিসন্তপ্ত লৌহময়ী স্ত্রীপ্রকৃতি ও সেই স্ত্রীকে তদনুরূপ অগ্নিসন্তপ্ত লৌহময়ী পুরুষপ্রতিমায় আলিঙ্গন করায়। যে ব্যক্তি পশ্বাদি সকল যোনিতেই গমন করিয়া মহাপাপ সঞ্চয় করে, যমপুরুষগণ তাহাকে এই নরকে বজ্রকণ্টকশালিনী লৌহময়ী শাল্মলীতে আরোপিত করিয়া থাকে ॥ ৩২—৩৭ ॥ যে রাজা বা রাজপুরুষ পাষণ্ডধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া, ধর্ম্ম-মর্য্যাদা ভঙ্গ করে, তাহারা সেই পাপে নরকদুর্গের পরিখাস্বরূপ বৈতরণীতে পতিত হইয়া থাকে ॥ ৩৮—৩৯ ॥ তথায় জলজন্তু সকল ইতস্ততঃ তাহাকে ভক্ষণ করে। নারদ! তথাপি

স্বীয়েন কর্ম্মপাকেনোপতপন্তি চ সর্ব্বতঃ।
বিণ্মূত্রপূযরক্তৈশ্চ কেশাস্থিনখমাংসকৈঃ॥ ৪১॥
মেদোবসাসংযুতায়াং নদ্যামুপপতন্তি তে।
বৃষলীপতয়ো যে চ নষ্টশৌচা গতত্রপাঃ॥ ৪২॥
আচারনিয়মৈস্ত্যক্তাঃ পশুচর্য্যাপরায়ণাঃ।
তেঽত্রাসুকষ্টগতয়ো বিণ্মূত্রশ্লেষ্মরক্তকৈঃ॥ ৪৩॥
শ্লেষ্মমলসমাপূর্ণে নিপতন্তি দুরাগ্রহাঃ।
তদেব খাদয়ন্ত্যেতান্ যমানুচরবর্গকাঃ॥ ৪৪॥
যে শ্বানগর্দ্দভাদীনাং পতয়ো বৈ দ্বিজাদয়ঃ।
মৃগয়ারসিকা নিত্যমতীর্থে মৃগঘাতকাঃ॥ ৪৫॥
পরেতাংস্তান্ যমভটা লক্ষ্যীভূতান্নরাধমান্।
ইষুভিশ্চ বিভিন্দন্তি তাংস্তান্ দুর্নয়মাগতান্॥ ৪৬॥
যে দম্ভাদম্ভযজ্ঞেষু পশূন্ ঘ্নন্তি নরাধমাঃ।
তানমুষ্মিন্ যমভটা নরকে বৈশসে তদা॥ ৪৭॥
নিপাত্য পীড়য়ন্ত্যেব কশাঘাতৈর্দুরাসদৈঃ।
যো ভার্য্যাঞ্চ সবর্ণাং বৈ দ্বিজো মদনমোহিতঃ॥ ৪৮॥

পশুচর্য্যা স্বেচ্ছাচারঃ॥ ৪৩—৫১

তাহার দেহ ও প্রাণের বিয়োগ সংঘটিত হয় না॥ ৪০॥ তখন সে ব্যক্তি স্বকীয় কর্ম্মফলে সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া, বিষ্ঠা, মূত্র, পূয, রক্ত, কেশ, অস্থি, নখ, মাংস, মেদ ও বসা, এই সকলে পরিপূর্ণ নদীতে পতিত হয়। যাহারা বৃষলীর পতি, শৌচহীন ও লজ্জাবিহীন এবং আচারনিয়মের বহির্ভূত ও পশ্বাচারপরায়ণ, তাহারা কৃচ্ছ্রগতি প্রাপ্ত হইয়া, বিষ্ঠা, মূত্র, শ্লেষ্মা ও রক্তে পূর্ণ এবং মলসমাকীর্ণ এই নরকে পতিত হয় এবং ক্ষুধা পাইলে যমের অনুচরবর্গ তাহাদিগকে তত্তৎ বিষ্ঠামূত্রাদি খাওয়াইয়া থাকে॥ ৪১—৪৪॥ যে সকল দ্বিজাতি প্রভৃতি কুক্কুর ও গর্দ্দভাদির পালক এবং মৃগয়ারসে আসক্ত হইয়া, নিত্য বৃথা মৃগহত্যা করে, সেই দুর্নীতিপরায়ণ নরাধমগণ উপরত হইলে, যমদূতগণ তাহাদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদিগকে শরপ্রহারপুরঃসর বিদারিত করিয়া থাকে॥ ৪৫—৪৬॥ যে নরাধমবর্গ দম্ভাচারপরায়ণ ও দম্ভযজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়া, পশু সকল সংহার করে, যমকিঙ্করগণ তাহাদিগকে এই নরকে নিপাতিত করিয়া দুরন্ত কশাঘাতে নিপীড়িত করিয়া থাকে। যে দ্বিজাতি কামমোহিত হইয়া, মোহবশতঃ সবর্ণাভার্য্যাতে বৃথা রেতঃপাত করিয়া থাকে,

রেতঃ পাতয়তে মূঢ়োঽমুত্র তং যমকিঙ্করাঃ ।
রেতঃকুণ্ডে পাতয়ন্তি রেতঃ সম্পায়য়ন্তি চ ॥ ৪৯ ॥
যে দস্যবোঽগ্নিদাশ্চৈব গরদাঃ সার্থঘাতকাঃ ।
গ্রামান্ সার্থান্ বিলুম্পন্তি রাজানো রাজপুরুষাঃ ।
তান্ পরেতান্ যমভটা নয়ন্তি শ্বানকাদনম্ ॥ ৫০ ॥
বিংশত্যধিকসংখ্যাতাঃ সারমেয়া মহাদ্ভুতাঃ ।
সপ্তশত্যা সমাখ্যাতা রভসং খাদয়ন্তি তে ॥ ৫১ ॥
সারমেয়াদনং নাম নরকং দারুণং মুনে ! ।
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি অবীচিপ্রমুখান্ মুনে ! ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে নরকপ্রদপাতকবর্ণনং নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

সপ্তশত্যেতি । বিংশত্যধিকসপ্তশতসংখ্যাঃ সারমেয়া ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে অষ্টমস্কন্ধে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

যমকিঙ্করগণ তাহাকে এই নরকে রেতঃকুণ্ডে নিপাতিত করিয়া, তাহাই ভক্ষণ করাইয়া থাকে ॥ ৪৭—৪৯ ॥ যাহারা দস্যুবৃত্তিপরায়ণ, যাহারা অগ্নিদান ও বিষপ্রয়োগে প্রবৃত্ত, যাহারা সার্থঘাতক, যাহারা গ্রাম ও পরের সার্থ সকল বিলুপ্ত করিয়া থাকে, সেই রাজা ও রাজপুরুষগণ মৃত্যুর পর যমদূতগণ কর্তৃক সারমেয়াদন-নরকে নিপাতিত হয় ॥ ৫০ ॥ তথায় অতীব অদ্ভুত বিংশত্যধিক সপ্তশত সারমেয় সবেগে ও সোৎসাহে তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া থাকে ॥ ৫১ ॥ নারদ ! ইহাই দারুণ সারমেয়াদন নরক বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। অতঃপর অবীচিপ্রমুখ অন্যান্য নরক কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৫২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-
ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে নরকপ্রদ পাতক বর্ণন নামক
দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

যে নরাঃ সর্ব্বদা সাক্ষ্যে অনৃতং ভাষয়ন্তি চ।
দানে বিনিময়েঽর্থস্য দেবর্ষে! পাপবুদ্ধয়ঃ॥ ১॥
তে প্রেত্যামুত্র নরকে অবীচ্যাখ্যেঽতিদারুণে।
যোজনানাং শতোচ্ছ্রায়াদ্গিরিমূর্দ্ধ্নঃ পতন্তি হি॥ ২॥
অনাকাশেঽধঃশিরসস্তদবীচীতিনামকে।
যত্র স্থলং দৃশ্যতে চ জলবদ্বীচিসংযুতম্॥ ৩॥
অবীচিমত্ততস্তত্র তিলশশ্ছিন্নবিগ্রহঃ।
ম্রিয়তে নৈব দেবর্ষে! পুনরেবাবরোপ্যতে॥ ৪॥
যো বা দ্বিজো বা রাজন্যো বৈশ্যো বা ব্রহ্মসম্ভব!।
সোমপীথস্তৎকলত্রং সুরাং বা পীবতীব হি॥ ৫॥
প্রমাদতস্তু তেষাং বৈ নিরয়ে পরিপাতনম্।
কুর্ব্বন্তি যমদূতাস্তে পানং কার্ষ্ণায়সো মুনে!॥ ৬॥

একত্রিংশন্মহাপদোঃ শিষ্টাস্তু নরকাভিধাঃ।
বর্ণনং ক্রিয়তে তেষাং বৈরাগ্যং লভ্যতে যতঃ॥

যে নরা ইতি॥ ১—২॥

অনাকাশে নিরবকাশে নিরালম্বে ইত্যর্থঃ॥ ৩॥

বীচিস্তরঙ্গস্তদ্বদ্বীচিমৎ ন বীচিমদবীচিমৎ। ততো হেতোস্তৎস্থলমবীচিমদবীচিসংজ্ঞক-মিত্যর্থঃ॥ ৪॥

অন্যোঽপি বা ব্রতস্থঃ সন্ রাজন্যো বা বৈশ্যো বা। সোমপীথঃ কৃতসোমপান ইত্যর্থঃ॥ ৫—৬॥

নারায়ণ কহিলেন, নারদ! যাহারা পাপবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া, সর্ব্বদা সাক্ষীস্থলে এবং অর্থের আদান প্রদানে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করে, তাহারা মৃত্যুর পর অবীচিনামক দারুণ নরকে যোজনশতসমুচ্ছ্রিত পর্ব্বতশেখর হইতে নিরালম্বে অধঃশিরে নিপতিত হয়। এখানে জলের ন্যায়, স্থলভাগ ও তরঙ্গায়িত দৃষ্ট হইয়া থাকে॥ ১—৩॥ এইজন্য ইহার নাম অবীচিমৎ জানিবে। তথায় তিল তিল করিয়া শরীর ছেদন করিলেও পাপীর মৃত্যু হয় না; বরং শরীর ছেদন করিলেই পুনরায় নূতন কলেবর হইয়া থাকে॥ ৪॥ ব্রহ্মনন্দন! ব্রাহ্মণই হউক, আর ক্ষত্রিয়ই হউক, অথবা বৈশ্যই হউক, সোমপান করিয়া, প্রমাদবশতও মদ্য-পান করিলে, এই নরকে নিপতিত হয়। মুনে! যমদূতগণ তাহাকে অগ্নিতে অতিমাত্র

বহ্নিনা দ্রবমাণস্য নিতরাং ব্রহ্মসম্ভব ! ।
সম্ভাবনেন স্বস্যৈব যোঽধমোঽপি নরাধমঃ ॥ ৭ ॥
বিদ্যাজন্মতপোবর্ণাশ্রমাচারবতো নরান্ ।
বরীয়সোঽপি ন বহু মন্যতে পুরুষাধমঃ ॥ ৮ ॥
স নীয়তে যমভটৈঃ ক্ষারকর্দ্দমনামকে ।
নিরয়েঽর্ব্বাক্‌শিরা ঘোরা দুরন্তযাতনাশ্নুতে ॥ ৯ ॥
যে বৈ নরা যজন্ত্যন্যং নরমেধেন মোহিতাঃ ।
স্ত্রিয়োঽপি বা নরপশুং খাদন্ত্যত্র মহামুনে ! ॥ ১০ ॥
পশবো নিহিতাস্তে তু যমসদ্মনি সঙ্গতাঃ ।
সৌনিকা ইব তে সর্ব্বে বিদার্য্য সিতধারয়া ॥ ১১ ॥
অসৃক্ পিবন্তি নৃত্যন্তি গায়ন্তি বহুধা মুনে ! ।
যথেহ মাংসভোক্তারঃ পুরুষাদা দুরাসদাঃ ॥ ১২ ॥
অনাগসোঽপি যোঽরণ্যে গ্রামে বা ব্রহ্মপুত্রক ! ।
বৈশ্রম্ভকৈরুপস্থতান্ বিশ্রম্ভয্য জিজীবিষূন্ ॥ ১৩ ॥

বহ্নিনা দ্রবমানস্য কার্ষ্ণায়সো লোহস্য পানং কারয়ন্তীতি শেষঃ। সম্ভাবনেনাত্মসম্ভাবনয়েত্যর্থঃ ॥ ৭—৮ ॥
যাতনাশ্নুতে অত্র বিভক্তিলোপ আর্ষঃ ॥ ৯ ॥
যজন্তি অন্যং দেবম্। ভৈরবাদীন্ নরমেধেন নরপশুনা ॥ ১০—১২ ॥
বৈশ্রম্ভকৈঃ বিশ্বাসোপায়ৈঃ। বিশ্রম্ভয্য বিশ্বাসং কারয়িত্বা ॥ ১৩ ॥

দ্রবমাণ লৌহ পান করাইয়া থাকে। যে নরাধম আত্মগৌরবপরায়ণ হইয়া, বিদ্যা, জন্ম, তপস্যা ও বর্ণাশ্রমবিশিষ্ট, বরিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের বহু মাননা করে না, যমদূতগণ তাহাকে ক্ষার কর্দ্দমনামক নরকে অর্ব্বাক্‌শিরে নিপাতিত করে। সে তথায় অতীবভয়ঙ্কর দুরন্ত যাতনা-পরম্পরা ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৫—৯ ॥ যে স্ত্রী বা পুরুষ মোহের বশীভূত হইয়া, নরমেধ দ্বারা যজ্ঞ করে, তাহাদিগকে এখানে নরপশুর মাংস ভক্ষণ করিতে হয় ॥ ১০ ॥ যাহারা পূর্ব্বে সকল পশু হত্যা করিয়াছিল, তাহারা এই যমালয়ে মিলিত হইয়া, সৌনিকের ন্যায় খড়্গাদি দ্বারা মাংস সকল বিদারিত করিয়া তাহার রুধির পান ও তৎসহকারে নৃত্য এবং বারংবার গান করে; ফলতঃ অতীব দুরাক্রম্য রাক্ষসেরা যেরূপ করিয়া থাকে, তাহারাও তদনুরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় ॥ ১১—১২ ॥ যাহারা গ্রামে বা অরণ্যে জীবনধারণেচ্ছু নিরপরাধ প্রাণিদিগকে বিবিধ বিশ্বাসোপায়-বিস্তারপুরঃসর বিশ্বাস সমুৎপাদন ও তৎসহকারে অনুগত করিয়া, অবশেষে শূল সূত্রাদিতে প্রোথিত করত সামান্য ক্রীড়াসাধন দ্রব্য-

শূলসূত্রাদিষু প্রোতান্ ক্রীড়নোৎকারকানিব।
পাতয়ন্তি চ তে প্রেত্য শূলপাতে পতন্তি হ ॥ ১৪ ॥
শূলাদিষু প্রোতদেহাঃ ক্ষুত্তৃড়্ভ্যাং চাতিপীড়িতাঃ।
তিগ্মতুণ্ডৈঃ কঙ্কবকৈরিতশ্চেতশ্চ তাড়িতাঃ ॥ ১৫ ॥
পীড়িতা আত্মশমলং বহুধা সংস্মরন্তি হি।
যে ভূতানুদ্বেজয়ন্তি নরা উল্বণবৃত্তয়ঃ ॥ ১৬ ॥
যথা সর্পাদিকাস্তেঽপি নরকে নিপতন্তি হি।
দন্দশূকাভিধানে চ যত্রোত্তিষ্ঠন্তি সর্ব্বতঃ ॥ ১৭ ॥
পঞ্চাননাঃ সপ্তমুখাঃ গ্রসন্তি নরকাগতান্।
যথা বিলেশয়া বিপ্র ! ক্রূরবুদ্ধিসমন্বিতাঃ ॥ ১৮ ॥
যেঽবটেষু কুশূলাদিগুহাদিষু নিরুন্ধতে।
তানমুত্রোদ্যতকরাঃ কীনাশপরিসেবকাঃ ॥ ১৯ ॥
তেষ্বেবোপবিশিত্বা চ সগরেণ চ বহ্নিনা।
ধূমেন চ নিরুন্ধন্তি পাপকর্ম্মরতান্ নরান্ ॥ ২০ ॥

ক্রীড়নোৎকারকান্ ক্রীড়াসাধনানীব বিদ্যমানান্ ঘাতয়ন্তি বিশ্বাসঘাতিন ইত্যর্থঃ॥১৪-১৫॥
আত্মশমলমাত্মনা কৃতং পাপম্। উদ্বেজয়ন্তি কঠোরভাষণাদিভির্ভয়ং দদন্তি। উল্বণবৃত্তয়ঃ ক্রূরস্বভাবাঃ ॥ ১৬ ॥
যথা সর্পাদিকাঃ ক্রূরা উদ্বেজয়ন্তি তথা ॥ ১৭ ॥
পঞ্চাননাঃ সপ্তমুখাঃ। সর্পাঃ বিলেশয়া মূষকান্ যথা গ্রসন্তি তথা ॥ ১৮ ॥
অবটেষু অন্ধকূপেষু। কুশূলাদিষু নিষ্প্রকাশগৃহাদিষু গুহাদিষু চান্ধকারযুক্তাসু নিরুন্ধতে জীবান্ রোধয়ন্তি ॥ ১৯ ॥
তেষ্বেব স্থানেষু উপবিশিত্বা স্থাপয়িত্বা সগরেণ সবিষেণ ॥ ২০—২২ ॥

জাতের ন্যায় বিনষ্ট করে, মৃত্যুর পর যমদূতগণ তাহাদিগকে শূলাদিতে নিপাতিত করিয়া থাকে ॥ ১৩—১৪ ॥ তাহারা শূলাদিতে বিদ্ধ ও ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত অভিভূত হইয়া উঠে। তখন তদবস্থায় তীক্ষ্ণতুণ্ড কঙ্ক ও বক সকল ইতস্ততঃ তাহাদিগকে তাড়না করে ॥ ১৫ ॥ তাহারা ঐরূপে নিযন্ত্রিত হইয়া, আপনার পূর্ব্বকৃত পাপপরম্পরা বারংবার স্মরণ করিয়া থাকে। যাহারা উৎপথ-প্রবৃত্ত হইয়া, সর্পাদির ন্যায় প্রাণিগণের উদ্বেগ উৎপাদন করে। তাহারা দন্দশূক নামক নরকে পতিত হয়। এখানে পঞ্চমুখ ও সপ্তমুখ কীট সকল সমস্ত দিক্ হইতে সমুত্থিত হইয়া, ক্রূর সর্প যেমন মূষিককে ভক্ষণ করে, তাহার ন্যায় তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া থাকে ॥ ১৬—১৮ ॥ যাহারা জীবগণকে অন্ধকূপে, অন্ধকারময় গৃহাদিতে ও গুহাদিতে রুদ্ধ করিয়া রাখে, যমের কিঙ্করনিকর কর উদ্যত করিয়া, তাহাদিগকে বিষমিশ্রিত, বহ্নি ও ধূমপরিপূর্ণ তদনুরূপ গুহাদিতে রুদ্ধ করে ॥ ১৯—২০ ॥ যে গৃহপতি ব্রাহ্মণ

যোঽতিথীন্ সময়প্রাপ্তান্ দিধক্ষুরিব চক্ষুষা।
পাপেনেহালোকয়েচ্চ স্বয়ং গৃহপতির্দ্বিজঃ ॥ ২১ ॥
তস্যাপি পাপদৃষ্টের্হি নিরয়ে যমকিঙ্করাঃ।
অক্ষিণী বজ্রতুণ্ডা যে কঙ্কাঃ কাকবটাদয়ঃ ॥ ২২ ॥
গৃধ্রাঃ ক্রূরতরাশ্চাপি প্রসহ্যোৎপাটয়ন্তি হি।
য আঢ্যাভিমতির্যাতি অহঙ্কৃত্যাতিগর্ব্বিতঃ ॥ ২৩ ॥
তির্য্যক্প্রেক্ষণ এবাত্রাভিবিশঙ্কী নরাধমঃ।
চিন্তয়ার্থস্য সর্ব্বত্রায়তিব্যয়স্বরূপয়া ॥ ২৪ ॥
শুষ্যদ্ধৃদয়বক্ত্রশ্চ নির্বৃতিং নৈব গচ্ছতি।
গ্রহবদ্রক্ষতে চার্থং স প্রেতো যমকিঙ্করৈঃ ॥ ২৫ ॥
সূচিমুখে চ নরকে পাত্যতে নিজকর্ম্মণা।
বিত্তগ্রহঞ্চ পুরুষং বায়কা ইব যাম্যকাঃ ॥ ২৬ ॥
কিঙ্করাঃ সর্ব্বতোঽঙ্গেষু সূত্রৈঃ পরিবয়ন্তি হি।
এতে বহুবিধা বিত্ত নরকাঃ পাপকর্ম্মণাম্ ॥ ২৭ ॥

আঢ্যাভিমতির্ধনগর্ব্বিতঃ। অহঙ্কৃত্যাদিগর্ব্বিতঃ ॥ ২৩ ॥

তির্য্যক্ প্রেক্ষণং যস্য অভিবিশঙ্কী গুর্ব্বাদিরপি ধনঞ্চোরয়িষ্যতীতি বিশঙ্কমানঃ। অর্থস্য ধনস্যায়তিঃ প্রাপ্তির্ব্যয়শ্চ তৎস্বরূপয়া তদ্বিষয়য়া ॥ ২৪ ॥

শুষ্যমাণং হৃদয়ং বক্ত্রঞ্চ যস্য গ্রহবদ্ ব্রহ্মপিশাচবদর্থং রক্ষতে যঃ ॥ ২৫ ॥

বিত্তগ্রহং বিত্তরক্ষকং ব্রহ্মরাক্ষসন্তং পুরুষং যাম্যকা যমসম্বন্ধিনঃ কিঙ্করা বায়কা ইব পরিবয়ন্তি সূত্রপ্রোতান্ কুর্ব্বন্তি ॥ ২৬—২৯ ॥

যথাকালে সমাগত অতিথিদিগকে যেন দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়া, পাপদৃষ্টি প্রসারণপূর্ব্বক অবলোকন করে ॥ ২১ ॥ যমের অনুচরবর্গ, বজ্রতুণ্ড কঙ্ক, কাক ও বটাদি বিহঙ্গমনিকর এবং অতীব ক্রূর গৃধ্র সকল বলপ্রয়োগপূর্ব্বক এই নরকে সেই পাপদৃষ্টি-পুরুষের চক্ষুদ্বয় উৎপাটন করিয়া থাকে। যে ধনগর্ব্বিত পুরুষ অহঙ্কারের পরতন্ত্রতা-প্রযুক্ত অতিমাত্র গর্ব্ব প্রকাশ ও তির্য্যগ্দৃষ্টি বিসারণ করিয়া গুরু প্রভৃতিকেও সন্দেহ করে এবং আয়-ব্যয়রূপ অর্থচিন্তার অবিরাম অনুসরণপ্রসঙ্গে যাহার হৃদয় ও বদন শুষ্ক হইয়া যায় পরন্তু কোনরূপেই শান্তিসুখের অধিকারী হইতে না পারিয়া ব্রহ্মপিশাচের ন্যায় কেবল অর্থ রক্ষা করে, সে মৃত্যুর পর যমভটগণ কর্তৃক নিজ কর্ম্মদোষে সূচিমুখ-নরকে নিপাতিত হয় এবং যমদূতগণ সেই অর্থপিশাচ পুরুষকে বায়কের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গে সূত্র দ্বারা বয়ন করে। দেবর্ষে! পাপকর্ম্মা পুরুষগণের এবংবিধ উক্তানুক্ত শতসহস্র নরকভোগ হইয়া থাকে। তৎসমস্তই বহুবিধ যাতনার আস্পদ ও উদ্ভবক্ষেত্র। তন্মধ্যে এই বিংশতি নরকেই বহুল যাতনা ভোগ

নরাণাং শতশঃ সন্তি যাতনাস্থানভূময়ঃ।
সহস্রশোঽপি দেবর্ষে! উক্তানুক্তাস্তথাপি হি ॥ ২৮ ॥
বিশন্তি নরকানেতান্‌ যাতনাবহুলান্‌ মুনে!।
তথা ধর্ম্মপরাশ্চাপি লোকান্‌ যাতি সুখোদ্গতান্‌ ॥ ২৯ ॥
স্বধর্ম্মো বহুধা গীতো যথা তব মহামুনে।
দেবীপূজনরূপো হি দেব্যারাধনলক্ষণঃ ॥ ৩০ ॥
যেনানুষ্ঠিতমাত্রেণ নরো ন নরকং ব্রজেৎ।
সা দেবী ভবপাথোধেরুদ্ধর্ত্রী পূজিতা নৃণাম্‌ ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে অবশিষ্টনরকবর্ণনং নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

তত্র যদ্যপি উত্তমলোকপ্রাপকোঽপি ধর্ম্মো বহুধা গীতঃ কথিতস্তথাপি সর্ব্বধর্ম্মেষু শ্রীভগবতীচরণসপর্য্যাধর্ম্ম এব মুখ্য ইত্যাহ স্বধর্ম্ম ইতি। যথা তব বহুধা গীতোঽষ্টমস্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে জম্বাদনীধারেশ্বরীমীনাক্ষ্যরুণামাহাত্ম্যপ্রসঙ্গেন চ ধ্যানপূজাদিলক্ষণঃ কথিতঃ স এব দেবীপূজনরূপো দেব্যারাধনলক্ষণো মুখ্যো ধর্ম্ম ইত্যর্থঃ। তত্র দেবীপূজনরূপেত্যনেন স্থূলমূর্ত্তের্গ্রহণম্‌। দেব্যারাধনলক্ষণ ইত্যনেন বিরাট্‌স্বরূপভগবত্যা দেবীপদেন গ্রহণমিতি বিবেকঃ ॥ ৩০ ॥

কুতঃ স্বধর্ম্মো মুখ্য ইতি চেত্তত্রাহ যেনেতি। নরকং নৈব ভজেৎ। কিঞ্চ সা দেবীতি। একৈকগুণোপাধিব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাপেক্ষয়া সাম্যাবস্থমায়োপাধিকব্রহ্মরূপিণ্যা ভগবত্যাঃ স্বতন্ত্রত্বাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বাচ্চ সৈব দেবী ভবপাথোধের্ভবসমুদ্রাদুদ্ধর্ত্রীতি তৎপূজনরূপো ধর্ম্ম এব মুখ্য ইত্যর্থঃ। ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাস্তু তৎপ্রেরিতা এব ফলং প্রযচ্ছন্তি ন স্বাতন্ত্র্যেণ। তস্মাৎ সৈব দেবী পূজ্যেতি ভাবঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টন্দেবেভিরুতমানুষেভিঃ। যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণন্তমৃষিন্তং সুমেধামিতি ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে অষ্টমস্কন্ধে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

হইয়া থাকে ॥ ২২—২৮ ॥ দেবর্ষে! পাপিগণই এই সমস্ত যাতনাপ্রদ নরক ভোগ করিয়া থাকে আর ধর্ম্মপরায়ণ লোক সকল যেখানে সুখপরম্পরা নিরন্তর সমুদ্গত হইতেছে, তত্তৎ লোকে গমন করেন ॥২৯॥ মহর্ষে! যদিও তোমার নিকট বহুবিধ স্বধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছি, তথাপি দেবীর স্থূলমূর্ত্তির পূজা এবং বিরাটস্বরূপের আরাধনাই লোকের মুখ্য স্বধর্ম্ম ॥ ৩০ ॥ দেবী পূজার অনুষ্ঠান মাত্রে লোককে আর নরকে যাইতে হয় না। ফলতঃ দেবী ভগবতী পূজিতা হইলে, ব্যক্তিমাত্রেরই ভবপারাবার-পারপ্রাপ্তি সমাহিত করিয়া থাকেন ॥ ৩১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌-ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে অবশিষ্ট নরক বর্ণন নামক ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

ধর্ম্মশ্চ কীদৃশস্তাত ! দেব্যারাধনলক্ষণঃ।
কথমারাধিতা দেবী সা দদাতি পরম্পদম্ ॥ ১ ॥
আরাধনবিধিঃ কো বা কথমারাধিতা কদা।
কেন সা দুর্গনরকাদ্দুর্গা ত্রাণপ্রদা ভবেৎ ॥ ২ ॥

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

দেবর্ষে ! শৃণু চিত্তৈকাগ্র্যেণ মে বিদুষাং বর।
যথা প্রসীদতে দেবী ধর্ম্মারাধনতঃ স্বয়ম্ ॥ ৩ ॥
স্বধর্ম্মো যাদৃশঃ প্রোক্তস্তঞ্চ মে শৃণু নারদ !।
অনাদাবিহ সংসারে দেবী সংপূজিতা স্বয়ম্ ॥ ৪ ॥

একোনসপ্ততিশ্লোকৈর্দ্দেব্যারাধনমুচ্যতে।
নানাবিধোপচারৈশ্চ ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্ ॥

প্রথমতো নারদেন বেদশাস্ত্রপ্রতিপাদ্যং জগতস্তত্ত্বং পৃষ্টং তত্র নারায়ণেন মায়াশক্তিশবলব্রহ্মাত্মকং শ্রীভগবতীরূপমেব সর্ব্ববেদসর্ব্বশাস্ত্রসারভূতং জগতস্তত্ত্বং প্রতিপাদ্য তস্য ধ্যানোপযোগিস্বরূপং বিরাড়াত্মকং প্রতিপাদিতম্। তদনন্তরঞ্চ তস্যা দেব্যা আরাধনমেব সর্ব্বধর্ম্মেষু বরিষ্ঠো ধর্ম্মঃ স চ ভোগমোক্ষদায়ক ইত্যুক্তম্। তচ্ছ্রুত্বা তদারাধনবিধের্ব্বিশেষতো জিজ্ঞাসুর্নারদঃ পৃচ্ছতি। ধর্ম্মশ্চেতি ॥ ১ ॥

কথমারাধিতেতি স্থানপ্রশ্নাভিপ্রায়েণোচ্যতে। কদেতি কালপ্রশ্নঃ। কেনেতি স্তোত্রপ্রশ্নঃ ॥ ২—৩ ॥

প্রাণিমাত্রস্য নান্যঃ স্বধর্ম্মঃ কিন্তু শ্রীদেব্যারাধনলক্ষণ এব। অতএব বর্ণত্রয়স্য শ্রীগায়ত্র্যুপাসনমেব নিত্যত্বেন বিহিতম্। নান্যদেবতোপাসনং তথেত্যভিপ্রায়েণাহ স্বধর্ম্মো যাদৃশ ইতি ॥ ৪ ॥

নারদ কহিলেন, ভগবন্ ! দেবীর আরাধনারূপ ধর্ম্ম কীদৃশ ? কিরূপে আরাধনা করিলে, তিনি পরমপদ প্রদান করেন ? ॥ ১ ॥ আরাধনার বিধিই বা কিরূপ ? কোন্ ক্ষেত্রে কোন্ সময়ে কিরূপ নিয়মে আরাধনা করিলেই বা সেই দুর্গাদেবী দুর্গম নরক সকল হইতে পরিত্রাণ করেন ॥ ২ ॥

নারায়ণ কহিলেন, দেবর্ষে ! তুমি জ্ঞানবিজ্ঞানবিৎ ব্যক্তিবর্গের অগ্রগণ্য, অতএব, ধর্ম্মানুসারতঃ আরাধনা করিলে, দেবী স্বয়ং যেরূপে প্রসন্না হন, তাহা তোমাকে বলিতেছি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥ নারদ ! স্বধর্ম্মের স্বরূপাদিও কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। এই

পরিপালয়তে ঘোরসঙ্কটাদিষু সা মুনে!।
সা দেবী পূজ্যতে লোকৈর্যথাবত্তদ্বিধিং শৃণু॥ ৫॥
প্রতিপত্তিথিমাসাদ্য দেবীমাজ্যেন পূজয়েৎ।
ঘৃতং দদ্যাদ্ব্রাহ্মণায় রোগহীনো ভবেৎ সদা॥ ৬॥
দ্বিতীয়ায়াং শর্করয়া পূজয়েজ্জগদম্বিকাম্।
শর্করাং প্রদদেদ্বিপ্রে দীর্ঘায়ুর্জ্জায়তে নরঃ॥ ৭॥
তৃতীয়াদিবসে দেব্যৈ দুগ্ধং পূজনকর্ম্মণি।
ক্ষীরং দত্ত্বা দ্বিজাগ্র্যায় সর্ব্বদুঃখাতিগো ভবেৎ॥ ৮॥
চতুর্থ্যাং পূজনে পূপা দেয়া দেব্যৈ দ্বিজায় চ।
অপূপা এব দাতব্যা ন বিঘ্নৈরভিভূয়তে॥ ৯॥
পঞ্চম্যাং কদলীজাতং ফলং দেব্যৈ নিবেদয়েৎ।
তদেব ব্রাহ্মণে দেয়ং মেধাবান্ পুরুষো ভবেৎ॥ ১০॥
ষষ্ঠীতিথৌ মধু প্রোক্তং দেবীপূজনকর্ম্মণি।
ব্রাহ্মণায় চ দাতব্যং মধু কান্তির্যতো ভবেৎ॥ ১১॥

সঙ্কটাদিষু সংসারসঙ্কটাদিষু॥ ৫॥
তত্র পঞ্চদশতিথিষু পূজনমাহ আজ্যেন আজ্যনৈবেদ্যেন। তচ্চাজ্যঙ্গোঘৃতম্। গোঘৃতেন চ পূজয়েদিত্যরুণাচলমাহাত্ম্যে কথনাৎ। তত্র ষোড়শোপচারেষু মুখ্যোপচারস্ত নৈবেদ্য এব। তস্য গ্রহণেন ষোড়শোপচারা অপ্যাক্ষিপ্তা বেদিতব্যাঃ। ব্রাহ্মণায় ঘৃতদানং সদক্ষিণং কার্য্যম্॥ ৬—১০॥
মধুকান্তিঃ সুন্দরকান্তিঃ॥ ১১॥

অনাদি সংসারে সম্যক্‌বিধানে পূজা করিলে, দেবী স্বয়ং ঘোর-সঙ্কটাদি সকলের নিরাকরণ করেন। লোকে যে নিয়মে সেই দেবীর পূজা করিবে, তাহার বিধি শ্রবণ কর॥ ৪—৫॥ প্রতিপৎ তিথি সমাগত হইলে, ঘৃত-নৈবেদ্য প্রদানপূর্ব্বক দেবীর পূজা করিবে এবং তাহা ব্রাহ্মণবর্গকে প্রদান করিবে। তাহা হইলে সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে রোগহীন হওয়া যায়॥ ৬॥ দ্বিতীয়ায় শর্করা সহযোগে সেই বিশ্বজননীর সপর্য্যা সমাহিত করিয়া ব্রাহ্মণকে সেই শর্করা প্রদান করিলে, লোকের দীর্ঘায়ু লাভ হয়॥ ৭॥ তৃতীয়াদিবসে পূজায় প্রবৃত্ত হইয়া, দেবীকে দুগ্ধ প্রদান করিয়া ঐ দুগ্ধ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠকে প্রদান করিলে, সর্ব্ববিধ দুঃখের নিরাস হয়॥ ৮॥ চতুর্থীতে পূজাপ্রসঙ্গে দেবীও ব্রাহ্মণকে অপূপ প্রদান করিলে, কোন কালেই বিঘ্নযোগ সংঘটিত হয় না॥ ৯॥ পঞ্চমী তিথিতে দেবীকে কদলী ফল প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণে সমর্পণ করিলে, লোকে মেধাবী হইয়া থাকে॥ ১০॥ ষষ্ঠী তিথিতে দেবীর পূজা-

সপ্তম্যাং গুড়নৈবেদ্যং দেব্যৈ দত্ত্বা দ্বিজায় চ।
গুড়ং দত্ত্বা শোকহীনো জায়তে দ্বিজসত্তম ! ॥ ১২ ॥
নারিকেলমথাষ্টম্যাং দেব্যৈ নৈবেদ্যমর্পয়েৎ।
ব্রাহ্মণায় প্রদাতব্যং তাপহীনো ভবেন্নরঃ ॥ ১৩ ॥
নবম্যাং লাজমম্বায়ৈ চার্পয়িত্বা দ্বিজায় চ।
দত্ত্বা সুখাধিকো ভূয়াদিহ লোকে পরত্র চ ॥ ১৪ ॥
দশম্যামর্পয়িত্বা তু দেব্যৈ কৃষ্ণতিলান্মুনে !।
ব্রাহ্মণায় প্রদত্ত্বা তু যমলোকাদ্ভয়ং ন হি ॥ ১৫ ॥
একাদশ্যাং দধি তথা দেব্যৈ চার্পয়তে তু যঃ।
দদাতি ব্রাহ্মণায়ৈতদ্দেবীপ্রিয়তমো ভবেৎ ॥ ১৬ ॥
দ্বাদশ্যাং পৃথুকান্ দেব্যৈ দত্ত্বাচার্য্যায় যো দদেৎ।
তানেব চ মুনিশ্রেষ্ঠ ! স দেবীপ্রিয়তাং ব্রজেৎ ॥ ১৭ ॥
ত্রয়োদশ্যাঞ্চ দুর্গায়ৈ চণকান্ প্রদদাতি চ।
তানেব দত্ত্বা বিপ্রায় প্রজাসন্ততিবান্ ভবেৎ ॥ ১৮ ॥
চতুর্দ্দশ্যাঞ্চ দেবর্ষে ! দেব্যৈ শক্তূন্ প্রযচ্ছতি।
তানেব দদ্যাদ্বিপ্রায় শিবস্য দয়িতো ভবেৎ ॥ ১৯ ॥

(গুড়প্রধানং নৈবেদ্যং গুড়নৈবেদ্যম্ ॥ ১২—১৬ ॥
পৃথুকান্ চিপিটকান্ ॥ ১৭—২০ ॥)

কার্য্যে মধুদান করিয়া তাহা ব্রাহ্মণসাৎ করিলে, কান্তিলাভ হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥ সপ্তমীতে দেবীকে ও তৎসহকারে ব্রাহ্মণকেও গুড়-নৈবেদ্য প্রদান করিলে, শোকহীন হওয়া যায় ॥ ১২ ॥ অষ্টমীতে দেবীকে ও তৎসহিত ব্রাহ্মণকে নারিকেল সম্বলিত নৈবেদ্য দান করিবে। তাহা হইলে, সর্ব্বদা সন্তাপশূন্য হইবে ॥ ১৩ ॥ নবমীতে দেবী ও দ্বিজাতি উভয়কে লাজ প্রদান করিলে, ইহলোক ও পরলোক উভয়ত্রই সুখাধিক্য সংগ্রহ হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥ মুনে ! দশমীতে দেবীকে কৃষ্ণতিল সকল অর্পণ করিয়া, তদনন্তর তাহা ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলে, যমলোকভয় দূরীকৃত হয় ॥ ১৫ ॥ একাদশী তিথি প্রাপ্ত হইয়া, যে ব্যক্তি দেবী ও ব্রাহ্মণ উভয়কেই দধি নিবেদন করে, সে দেবীর অতিমাত্র প্রিয় হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥ হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! দ্বাদশীতে দেবী ও দ্বিজাতিকে চিপিটক প্রদান করিলে, দেবীর প্রিয় হওয়া যায় ॥ ১৭ ॥ ত্রয়োদশীতে ভগবতীকে চণক প্রদান করিয়া, তৎসমুদয় ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলে, প্রজা-সন্ততি প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥ দেবর্ষে ! চতুর্দ্দশীতে দেবীকে শক্তু প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণকে তাহা অর্পণ করিলে, শিবের প্রিয়পাত্র হওয়া যায় ॥ ১৯ ॥

পায়সঃ পূর্ণিমাতিথ্যামপর্ণায়ৈ প্রযচ্ছতি।
দদাতি চ দ্বিজাগ্র্যায় পিতৄনুদ্ধরতেঽখিলান্‌॥ ২০॥
তত্তিথৌ হবনং প্রোক্তং দেবীপ্রীত্যৈ মহামুনে!।
তত্তত্তিথ্যুক্তবস্তূনামশেষারিষ্টনাশনম্‌॥ ২১॥
রবিবারে পায়সঞ্চ নৈবেদ্যং পরিকীর্ত্তিতম্‌।
সোমবারে পয়ঃ প্রোক্তং ভৌমে চ কদলীফলম্‌॥ ২২॥
বুধবারে চ সংপ্রোক্তং নবনীতং নবং দ্বিজ!।
গুরুবারে শর্করাঞ্চ সিতাং ভার্গববাসরে॥ ২৩॥
শনিবারে ঘৃতং গব্যং নৈবেদ্যং পরিকীর্ত্তিতম্‌।
সপ্তবিংশতিনক্ষত্রনৈবেদ্যং শ্রূয়তাং মুনে!॥ ২৪॥
ঘৃতং তিলং শর্করাঞ্চ দধি দুগ্ধং কিলাটকম্‌।
দধিকূর্চ্চী মোদকঞ্চ ফেণিকাং ঘৃতমণ্ডকম্‌॥ ২৫॥

অমাবাস্যায়াস্তু পরিশেষাৎ পূর্ণিমানৈবেদ্যং এব গ্রাহ্যম্‌। হবনমিতি। নিত্যহোমো যঃ পূজাপটলে উক্তঃ স ইত্যর্থঃ॥ ২১॥

বারপূজনমাহ রবিবারে ইতি। অত্র বারতিথিকরণযোগাদীনাং পূজা ত্বৈকৈব নৈবেদ্যান্যেব তু পৃথগ্দেয়ানি॥ ২২॥

গুরুবাসরে শর্করা রক্তা দেয়া সৈব সিতা শর্করা শুক্রবারে॥ ২৩॥

এতেষাং দ্রব্যাণামপি নিত্যহোমঃ কর্ত্তব্যঃ॥ ২৪॥

কিলাটকং দুগ্ধমলয়ীতিভাষয়া। দধিকূর্চ্চী লোকে দধিমলয়ীতিপ্রসিদ্ধা। কেচিত্তু শর্করাযুক্তং মথিতং দধি দধিকূর্চ্চীশব্দেনোচ্যতে ইত্যাহুঃ। তথাচ কোষঃ। কূর্চ্চিকাক্ষীরবিকৃতিঃ স্যাদ্রসালা তু মাজ্জিতেতি। ফেণিকা মহারাষ্ট্রভাষায়াং তারফেণীতিপ্রসিদ্ধা। ঘৃতমণ্ডকং শক্করপারা ইতি প্রসিদ্ধম্‌॥ ২৫॥

পূর্ণিমাতিথিতে দেবীর উদ্দেশে পায়স নিবেদন করিয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠকে তাহা দান করিলে, নিখিল পিতৃপুরুষের উদ্ধার হয়॥ ২০॥ মহামুনে! উক্ত তিথিতে পূজাপটলোক্ত নিত্য হোম বিধান করিলে, দেবী প্রীত হইয়া থাকেন। ফলতঃ তৎতৎ তিথি-প্রোক্ত বস্তুমাত্রেই অশেষ অরিষ্ট বিনষ্ট করে॥ ২১॥

রবিবারে পায়স নৈবেদ্য প্রদান করা বিধি। সোমবারে দুগ্ধ, মঙ্গলবারে কদলী ফল, বুধবারে নূতন নবনীত, বৃহস্পতিবারে রক্ত শর্করা, শুক্রবারে সিতশর্করা এবং শনিবারে গব্যঘৃত নিবেদন করিবে। অধুনা, সপ্তবিংশতি নক্ষত্রে যে যে দ্রব্য নিবেদন করিতে হইবে, শ্রবণ কর॥ ২২—২৪॥

ঘৃত, তিল, শর্করা, দধি, দুগ্ধ, কিলাটক (মালাই দুধ), দধিকূর্চী (মালাই দই), মোদক, ফেণিকা, ঘৃতমণ্ডক, গোধূমপিষ্ট মিশ্রিত গুড়বিকার, বটপত্র (পাঁপড়), ঘৃতপুর (ঘিওড়),

কংসারং বটপত্রঞ্চ ঘৃতপূরমতঃপরম্।
বটকং কোকরসকং পূরণং মধু শূরণম্ ॥ ২৬ ॥
গুড়ং পৃথুকদ্রাক্ষে চ খর্জ্জূরং চৈব চারকম্।
অপূপং নবনীতঞ্চ মুদ্গমোদক এব চ ॥ ২৭ ॥
মাতুলিঙ্গমিতি প্রোক্তং ভনৈবেদ্যঞ্চ নারদ!।
বিষ্কম্ভাদিষু যোগেষু প্রবক্ষ্যামি নিবেদনম্ ॥ ২৮ ॥
পদার্থানাং কৃতেষ্বেষু প্রীণাতি জগদম্বিকা।
গুড়ং মধু ঘৃতং দুগ্ধং দধি তক্রং ত্বপূপকম্ ॥ ২৯ ॥
নবনীতং কর্কটীঞ্চ কুষ্মাণ্ডঞ্চাপি মোদকম্।
পনসং কদলং জম্বুফলমাম্রফলং তিলম্ ॥ ৩০ ॥
নারঙ্গং দাড়িমঞ্চৈব বদরীফলমেব চ।
ধাত্রীফলং পায়সঞ্চ পৃথুকং চণকন্তথা ॥ ৩১ ॥
নারিকেলং জম্ভফলং কসেরুং শূরণং তথা।
এতানি ক্রমশো বিপ্র! নৈবেদ্যানি শুভানি চ ॥ ৩২ ॥

কংসারমিতি গোধূমপিষ্টগুড়নির্ম্মিতং গুর্জ্জরভাষায়াং প্রসিদ্ধম্। মহারাষ্ট্রভাষায়াং সাংজা ইতি। বটপত্রং পাপড় ইতি প্রসিদ্ধম্। ঘৃতপূরং ঘীতর ইতি প্রসিদ্ধম্। বটকং প্রসিদ্ধম্। কোকরসকম্। কোকশ্চক্রে বৃকে জ্যোৎস্ন্যাং খর্জ্জূরীক্রমদর্দুরে ইতি মেদিনীকোষাৎ খর্জ্জূররস ইত্যর্থঃ। পূরণং চণকপিষ্টগুড়নির্ম্মিতং মহারাষ্ট্রভাষায়াং প্রসিদ্ধম্। মধু মাক্ষিকম্। শূরণং প্রসিদ্ধম্। তচ্চ ঘৃতপক্বং শর্করামিশ্রিতং গ্রাহ্যম্। অন্যৎ সর্ব্বং প্রসিদ্ধম্ ॥ ২৬—২৭ ॥

ভনৈবেদ্যং নক্ষত্রনৈবেদ্যমিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

কৃতেষু দত্তেষ্বিত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩১ ॥

জম্ভফলম্। জম্ভো দৈত্যবিশেষে স্যাদ্দন্তে জম্বীরভক্ষয়োরিতি মেদিনীকোষাজ্জম্ভফলশব্দেন জম্বীরফলম্ ॥ ৩২—৩৩ ॥

বটক, খর্জ্জূররস, গুড়নির্ম্মিত চণকপিষ্ট, মধু, শূরণ, গুড়, পৃথুক, দ্রাক্ষা, খর্জ্জূর, চারক, অপূপ, নবনীত, মুদ্গমোদক এবং মাতুলিঙ্গ, এই সকলকে নক্ষত্র নৈবেদ্য বলিয়া থাকে। এক্ষণে বিষ্কম্ভাদি যোগ সমুদায়ে যাহা নিবেদন করিতে হয়, তাহাও বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ২৫—২৮ ॥

নারদ! এই সমস্ত পদার্থ দান করিলে, জগদম্বা পরম পরিতৃপ্তা হন। গুড়, মধু, ঘৃত, দুগ্ধ, দধি, তক্র, অপূপ, নবনীত, কর্কটী, কুষ্মাণ্ড, মোদক, পনস, কদলী, জম্বু, আম্র, তিল, নারঙ্গ, দাড়িম, বদরী, ধাত্রী, পায়স, পৃথুক, চণক, নারিকেল, জম্বীর, কসেরু এবং শূরণ, এই সকল

বিষ্কম্ভাদিষু যোগেষু নির্ণীতানি মনীষিভিঃ।
অথ নৈবেদ্যমাখ্যাস্যে করণানাং পৃথঙ্মুনে! ॥ ৩৩ ॥
কংসারং মণ্ডকম্ফেণী মোদকং বটপত্রকম্।
লড্ডুকং ঘৃতপূরঞ্চ তিলং দধি ঘৃতং মধু ॥ ৩৪ ॥
করণানামিদং প্রোক্তং দেবীনৈবেদ্যমাদরাৎ।
অথান্যৎ সম্প্রবক্ষ্যামি দেবীপ্রীতিকরং পরম্ ॥ ৩৫ ॥
বিধানং নারদমুনে! শৃণু তৎ সর্ব্বমাদৃতঃ।
চৈত্রশুক্লতৃতীয়ায়াং নরো মধুকবৃক্ষকম্ ॥ ৩৬ ॥
পূজয়েৎ পঞ্চখাদ্যঞ্চ নৈবেদ্যমুপকল্পয়েৎ।
এবং দ্বাদশমাসেষু তৃতীয়াতিথিষু ক্রমাৎ ॥ ৩৭ ॥
শুক্লপক্ষে বিধানেন নৈবেদ্যমভিদধ্মহে।
বৈশাখমাসে নৈবেদ্যং গুড়যুক্তঞ্চ নারদ! ॥ ৩৮ ॥
জ্যৈষ্ঠমাসে মধু প্রোক্তং দেবীপ্রীত্যর্থমেব তু।
আষাঢ়ে নবনীতঞ্চ মধূকস্য নিবেদনম্ ॥ ৩৯ ॥
শ্রাবণে দধি নৈবেদ্যং ভাদ্রমাসে চ শর্করা।
আশ্বিনে পায়সং প্রোক্তং কার্ত্তিকে পয় উত্তমম্ ॥ ৪০ ॥

কংসারাদয়ঃ পূর্ব্বমুক্তা এব ॥ ৩৪—৩৫ ॥
মধুকবৃক্ষমিতি। মধুকবৃক্ষে বক্ষ্যমাণতত্তন্মাসনামভির্ম্মঙ্গলাবৈষ্ণবীমায়েত্যাদিভিঃ শ্রীদেবীমাবাহ্য পূজয়েদিত্যর্থঃ। মধুকবৃক্ষো মধুদ্রুমঃ ভাষায়াং মহুবা ইতি প্রসিদ্ধঃ॥৩৬—৩৭॥
মাসভেদেন নৈবেদ্যভেদমাহ বৈশাখমাস ইতি ॥ ৩৮—৪০ ॥

দ্রব্য যথাক্রমে প্রদান করিলে, শুভসংঘটন হয় ॥ ২৯—৩২ ॥ মনীষিগণ বিষ্কম্ভাদি যোগ সমুদায়ে এই সমস্ত দ্রব্য নিবেদ্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। মুনে! অধুনা, করণসময়ে নিবেদ্য বস্তু সকলের পৃথগাকারে বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৩৩ ॥

কংসার, মণ্ডক, ফেনী, মোদক, বটপত্রক, লড্ডুক, ঘৃতপূর, তিল, দধি, ঘৃত, মধু, এই সকল দ্রব্য আদরসহকারে তত্তৎ করণযোগে দেবীকে নিবেদন করিবে। অতঃপর, দেবীর পরম প্রীতিজনক বিধানান্তর বর্ণন করিতেছি ॥ ৩৪—৩৫ ॥ নারদ! আদরপুরঃসর তৎসমস্ত শ্রবণ কর। চৈত্রশুক্লপক্ষীয় তৃতীয়াতিথিতে মধুকবৃক্ষের পূজা ও পঞ্চখাদ্য নৈবেদ্য প্রদান করিবে। এইরূপ দ্বাদশ মাসে তত্তৎ শুক্লপক্ষে তৃতীয়াতিথিতে বিধানানুসারে যে যে দ্রব্য দিতে হইবে, তাহাও বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৩৬—৩৭ ॥ নারদ! বৈশাখমাসে গুড়, জ্যৈষ্ঠমাসে মধু, আষাঢ়ে নবনীত, শ্রাবণে দধি, ভাদ্রমাসে শর্করা, আশ্বিনে পায়স,

মার্গে ফেণ্যুত্তমা প্রোক্তা পৌষে চ দধিকূর্চ্চিকা।
মাঘে মাসি চ নৈবেদ্যং ঘৃতং গব্যং সমাহরেৎ ॥ ৪১ ॥
নারিকেলঞ্চ নৈবেদ্যং ফাল্গুনে পরিকীর্ত্তিতম্।
এবং দ্বাদশনৈবেদ্যৈর্ম্মাসে চ ক্রমতোঽর্চ্চয়েৎ ॥ ৪২ ॥
মঙ্গলা বৈষ্ণবী মায়া কালরাত্রির্দুরত্যয়া।
মহামায়া মতঙ্গী চ কালী কমলবাসিনী ॥ ৪৩ ॥
শিবা সহস্রচরণা সর্ব্বমঙ্গলরূপিণী।
এভি র্নামপদৈর্দ্দেবীং মধূকে পরিপূজয়েৎ ॥ ৪৪ ॥
ততস্তুবীত দেবেশীং মধূকস্থাং মহেশ্বরীম্।
সর্ব্বকামসমৃদ্ধ্যর্থং ব্রতপূর্ণত্বসিদ্ধয়ে ॥ ৪৫ ॥
নমঃ পুষ্করনেত্রায়ৈ জগদ্ধাত্র্যৈ নমোঽস্তু তে।
মাহেশ্বর্য্যৈ মহাদেব্যৈ মহামঙ্গলমূর্ত্তয়ে ॥ ৪৬ ॥
পরমা পাপহন্ত্রী চ পরমার্গপ্রদায়িনী।
পরমেশ্বরী প্রজোৎপত্তিঃ পরব্রহ্মস্বরূপিণী ॥ ৪৭ ॥
মদদাত্রী মদোন্মত্তা মানগম্যা মহোন্নতা।
মনস্বিনী মুনিধ্যেয়া মার্ত্তণ্ডসহচারিণী ॥ ৪৮ ॥

মার্গে মার্গশীর্ষে। ফেণীপূর্ব্বিকা দধিকূর্চ্চিকা পূর্ব্বোক্তা ॥ ৪১—৪২ ॥
দ্বাদশমাসেষু ভগবত্যা দ্বাদশনামান্যাহ মঙ্গলেতি। মতঙ্গী মাতঙ্গী ॥ ৪৩
নামপদৈরিতি। এতৈকৈকমাসে ক্রমেণৈকৈকনাম্না ॥ ৪৪—৪৬ ॥
প্রজায়া বিশ্বস্যোৎপত্তির্যস্যাঃ সকাশাৎ সা প্রজোৎপত্তিঃ ॥ ৪৭ ॥
মার্ত্তণ্ডসহচারিণী সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তিনী ॥ ৪৮—৫১ ॥

কার্ত্তিকে উৎকৃষ্ট দুগ্ধ, অগ্রহায়ণে ফেণী, পৌষে দধিকূর্চ্চিকা, মাঘমাসে গব্যঘৃত নৈবেদ্য-স্বরূপ প্রদান করিবে এবং ফাল্গুনে নারিকেল নৈবেদ্য, কথিত হইয়াছে। এইরূপ দ্বাদশবিধ নৈবেদ্য দ্বারা দ্বাদশ মাসে যথাক্রমে অর্চ্চনা করিবে ॥ ৩৮—৪২ ॥ মঙ্গলা, বৈষ্ণবী, মায়া, কালিরাত্রি, দুরত্যয়া, মহামায়া, মাতঙ্গী, কালী, কমলবাসিনী, শিবা, সহস্রচরণা ও সর্ব্ব-মঙ্গলরূপিণী, এই সকল নামোচ্চারণ সহকারে মধুকবৃক্ষে দেবীর পূজা করিবে ॥ ৪৩—৪৪ ॥ অনন্তর সমুদায় মনোরথ সমৃদ্ধিসংঘটন ও ব্রতের পূর্ণতা সাধনার্থ সেই মধূক বৃক্ষে বিরাজ-মানা, সর্ব্বদেবনিয়ন্ত্রী মহেশ্বরীর এই বলিয়া স্তব করিবে যে, আপনি পদ্মলোচনা, আপ-নাকে নমস্কার। আপনি জগদ্ধাত্রী, আপনাকে নমস্কার। আপনি মাহেশ্বরী, মহাদেবী ও মহামঙ্গলরূপিণী ॥ ৪৫—৪৬ ॥ আপনি পরমপাপহন্ত্রী, মুক্তিমার্গপ্রদায়িনী, পরমেশ্বরী,

জয় লোকেশ্বরি প্রাজ্ঞে প্রলয়াম্বুদসন্নিভে।
মহামোহবিনাশার্থং পূজিতাসি সুরাসুরৈঃ ॥ ৪৯ ॥
যমলোকাভাবকর্ত্রী যমপূজ্যা যমাগ্রজা।
যমনিগ্রহরূপা চ যজনীয়ে নমো নমঃ ॥ ৫০ ॥
সমস্বভাবা সর্ব্বেশী সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতা।
সঙ্গনাশকরী কাম্যরূপা কারুণ্যবিগ্রহা ॥ ৫১ ॥
কঙ্কালক্রূরা কামাক্ষী মীনাক্ষী মর্ম্মভেদিনী।
মাধুর্য্যরূপশীলা চ মধুরস্বরপূজিতা ॥ ৫২ ॥
মহামন্ত্রবতী মন্ত্রগম্যা মন্ত্রপ্রিয়ঙ্করী।
মনুষ্যমানসগমা মন্মথারিপ্রিয়ঙ্করী ॥ ৫৩ ॥
অশ্বত্থবটনিম্বাম্রকপিত্থবদরীগতে।
পনসার্ককরীরাদিক্ষীরবৃক্ষস্বরূপিণী ॥ ৫৪ ॥

মধুরস্বরঃ প্রণবস্তেন পূজিতা ॥ ৫২ ॥

মহামন্ত্রো মায়াবীজাদিরূপস্তদ্বতী বাচ্যবাচকতাসম্বন্ধেন। মন্ত্রৈণৈব গম্যা প্রাপ্যা মন্ত্রজপেন প্রসন্নৈব প্রাপ্যতে যতঃ। মন্ত্র একান্তবিচারো নিদিধ্যাসনরূপঃ সপ্রিয়ঙ্করো যস্যাঃ। এতাদৃশী সর্ব্বোৎকৃষ্টাপি পামরমনুষ্যমানসেন গম্যতে প্রাপ্যতে সা মনুষ্যমানসগমা এতাদৃশ্যুক্তিকরুণাবতীত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

অশ্বত্থেত্যাদিনা মধূকবৃক্ষপূজাবৎ অশ্বত্থাদিবৃক্ষেষ্বপি পূজনমস্তীতি সূচিতম্ ॥৫৪—৫৮ ॥

প্রজ্ঞাগণের জননী ও পরব্রহ্মস্বরূপিণী ॥ ৪৭ ॥ আপনি মদদাত্রী, মদোন্মত্তা, মানগম্যা ও মহোন্নতা। আপনি মনস্বিনী, মুনিগণের ধ্যানাস্পদীভূতা ও মার্ত্তণ্ডের সহচারিণী ॥ ৪৮ ॥ আপনি লোক সকলের ঈশ্বরী, পরমজ্ঞানশালিনী ও প্রলয়কালীন পয়োদপটলীর সদৃশীমূর্ত্তিধারিণী। সুরাসুরগণ সকলে মহামোহের বিনাশার্থ আপনার পূজা করেন, অতএব আপনার জয় হউক ॥৪৯॥ আপনি যমলোক-নিরাকরণকর্ত্রী, যমের পূজনীয়া, যমের অগ্রজা, যমের সাক্ষাৎ নিগ্রহস্বরূপা ও সকলেরই যজনীয়া। আপনাকে নমস্কার ॥ ৫০ ॥ কাহারও প্রতি আপনার পক্ষপাত নাই ; আপনি সকলেরই নিয়ন্ত্রী ; আপনি সংসারের কিছুতেই কোনরূপে লিপ্ত নহেন ; আপনি লোকের বিষয়াসক্তির বিনাশকারিণী ; আপনি কাম্যরূপা এবং সাক্ষাৎ করুণা আপনার কলেবর ॥ ৫১ ॥ আপনি কঙ্কালক্রূরা, কামাক্ষী, মীনাক্ষী, মর্ম্মভেদিনী, মাধুর্য্যরূপশালিনী এবং প্রণবোচ্চারণসহকারে পূজিতা হইয়া থাকেন ॥ ৫২ ॥ আপনি মায়াবীজাদিস্বরূপিণী ; একমাত্র মন্ত্রজপ সহায়ে আপনারে পাওয়া যায় এবং নিদিধ্যাসনরূপ একান্ত বিচারসহকারে আপনাকে প্রসন্ন করা যাইতে পারে। আপনি মনুষ্যমাত্রের মানসগম্য, এবং আপনি মহাদেবের প্রিয়ঙ্করী ॥ ৫৩ ॥ আপনি

দুগ্ধবল্লীনিবাসার্হে দয়নীয়ে দয়াধিকে ।
দাক্ষিণ্যকরুণারূপে জয় সর্ব্বজ্ঞবল্লভে ॥ ৫৫ ॥
এবং স্তবেন দেবেশীং পূজনান্তে স্তুবীত তাম্ ।
ব্রতস্য সকলং পুণ্যং লভতে সর্ব্বদা নরঃ ॥ ৫৬ ॥
নিত্যং যঃ পঠতে স্তোত্রং দেবীপ্রীতিকরং নরঃ ।
আধিব্যাধিভয়ং নাস্তি রিপুভীতির্ন তস্য হি ॥ ৫৭ ॥
অর্থার্থী চার্থমাপ্নোতি ধর্ম্মার্থী ধর্ম্মমাপ্নুয়াৎ ।
কামানবাপ্নুয়াৎ কামী মোক্ষার্থী মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৮ ॥
ব্রাহ্মণো বেদসম্পন্নো বিজয়ী ক্ষত্রিয়ো ভবেৎ ।
বৈশ্যশ্চ ধনধান্যাঢ্যো ভবেচ্ছূদ্রঃ সুখাধিকঃ ॥ ৫৯ ॥
স্তোত্রমেতচ্ছ্রাদ্ধকালে যঃ পঠেৎ প্রয়তো নরঃ ।
পিতৄণামক্ষয়া তৃপ্তির্জায়তে কল্পবর্ত্তিনী ॥ ৬০ ॥
এবমারাধনং দেব্যাঃ সমুক্তং সুরপূজিতম্ ।
যঃ করোতি নরো ভক্ত্যা স দেবীলোকভাগ্ভবেৎ ॥ ৬১ ॥

বেদসম্পন্নো ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ৫৯—৬০ ॥
(স্তোত্রফলমুক্ত্বা দেব্যারাধনফলমাহ এব মারাধনমিতি ॥ ৬১—৬৫ ॥)

অশ্বত্থ, বট, নিম্ব, আম্র, কপিত্থ ও বদরীবৃক্ষে বিরাজ করিয়া থাকেন। আপনি পনস, অর্ক, করীর ও ক্ষীরবৃক্ষরূপিণী ॥ ৫৪ ॥ আপনি দুগ্ধবল্লীতে অধিষ্ঠিতা আছেন। আপনি দয়নীয়স্বরূপিণী, অতএব আপনার দয়া অধিক। দাক্ষিণ্য ও করুণা আপনার রূপ। আপনি সর্ব্বজ্ঞবল্লভা। আপনার জয় হউক ॥ ৫৫ ॥ নারদ! পূজাসমাধানানন্তর উক্তবিধ স্তব পাঠপুরঃসর দেবীর স্তব করিলে, লোকে সর্ব্বদা ব্রতজনিত সর্ব্ববিধ পুণ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৫৬ ॥ যে ব্যক্তি নিত্য দেবীর প্রীতিকর স্তোত্র পাঠ করে, তাহার আধিব্যাধিভয় দূর হয় এবং রিপুভয়ও তিরোহিত হইয়া থাকে ॥ ৫৭ ॥ অধিক কি, ধনার্থীর ধনলাভ হয়, ধর্ম্মার্থীর ধর্ম্মপ্রাপ্তি হয়, কামার্থীর কামসংঘটন হয় এবং মোক্ষার্থীর মোক্ষসম্পন্ন হয়, ফলতঃ দেবীস্তবপাঠে চতুর্ব্বর্গই লাভ হইয়া থাকে ॥ ৫৮ ॥ এই স্তবপাঠ ফলে ব্রাহ্মণ বেদবিৎ হন, ক্ষত্রিয় বিজয় লাভ করেন, বৈশ্য ধনধান্যে পূর্ণ হইয়া থাকে এবং শূদ্রেরও সুখাধিক্যপ্রাপ্তি হয় ॥ ৫৯ ॥ এই স্তোত্র শ্রাদ্ধকালে প্রয়ত হইয়া পাঠ করিলে, পিতৃগণের প্রলয় পর্য্যন্ত চিরস্থায়িনী অবিনাশিনী তৃপ্তিলাভ হয় ॥ ৬০ ॥ দেবীর এই যে পূজাবিধি কীর্ত্তন করিলাম, দেবগণও আদরসহকারে ইহা সমাধান করেন। যে ব্যক্তি ভক্তিমান্ হইয়া, উক্ত বিধানে পূজা

দেবীপূজনতো বিপ্র ! সর্ব্বকামা ভবন্তি হি।
সর্ব্বপাপহৃতিঃ শুদ্ধা মতিরন্তে প্রজায়তে ॥ ৬২ ॥
অত্র তত্র ভবেৎ পূজ্যো মান্যো মানধনেষু চ।
জায়তে জগদম্বায়াঃ প্রসাদেন বিরঞ্চিজ ! ॥ ৬৩ ॥
নরকাণাং ন তস্যাস্তি ভয়ং স্বপ্নেঽপি কুত্রচিৎ।
মহামায়াপ্রসাদেন পুত্রপৌত্রাদিবর্দ্ধনঃ ॥ ৬৪ ॥
দেবীভক্তো ভবত্যেব নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
ইত্যেবং তে সমাখ্যাতং নরকোদ্ধারলক্ষণম্ ॥ ৬৫ ॥
পূজনং হি মহাদেব্যাঃ সর্ব্বমঙ্গলকারকম্।
মধূকপূজনং তদ্বন্মাসানাং ক্রমতো মুনে ! ॥ ৬৬ ॥
সর্ব্বং সমাচরেদ্যস্তু পূজনং মধূকাহ্বয়ম্।
ন তস্য রোগবাধাদিভয়মুদ্ভবতেঽনঘ ! ॥ ৬৭ ॥
অথান্যদপি বক্ষ্যামি প্রকৃতেঃ পঞ্চকং পরম্।
নাম্না রূপেণ চোৎপত্ত্যা জগদানন্দদায়কম্ ॥ ৬৮ ॥

তদ্বচ্চৈত্রবৎ ॥ ৬৬—৬৭ ॥

এবং মধূকপূজাং সংসারহারিণীমুক্ত্বা ধারেশ্বরীমীনাক্ষ্যরুণাজম্বাদিনী মধূকেশ্বরী-পঞ্চকবদন্যদপি প্রকৃতেঃ পঞ্চকং বক্ষ্যমাণং শৃণ্বিত্যাহ অথান্যদিতি। পরস্তেতাবান্বিশেষঃ। প্রথমং পঞ্চকং স্বতন্ত্রমূলদেবীত এবোৎপন্নম্। দ্বিতীয়ং পঞ্চকন্তু বিষ্ণুশরীরস্থিতায়াঃ শ্রীভগবত্যাঃ শক্তিস্তস্যাঃ সকাশাদুৎপন্নমিতি ॥ ৬৮—৬৯ ॥

করে, তাহার দেবীলোক লাভ হয় ॥ ৬১ ॥ বিপ্র ! দেবীর পূজা করিলে, সমুদায় কামনা পূর্ণ হয়. সমুদায় পাপ বিনষ্ট হয়, চরম সময়ে বিনির্ম্মল বুদ্ধি প্রাপ্তি হয় এবং পূজাকর্ত্তা সর্ব্বত্রই মান্য ও পূজ্য হয়। হে ব্রহ্মনন্দন ! দেবীর প্রসাদে তাহার নরকভয় দূর হয় ; স্বপ্নেও কুত্রাপি ভয় থাকে না। মহামায়ার প্রসাদে তাঁহার পুত্রপৌত্রাদির ও ধনধান্যাদির বৃদ্ধি হয় ॥ ৬২—৬৪ ॥ সে দেবীর পরম ভক্ত হইয়া থাকে এবিষয়ে বিচারণা কর্ত্তব্য নহে। এই আমি তোমার নিকট মহাদেবীর পূজাবিধি সম্যগ্রূপে কীর্ত্তন করিলাম। ইহার অনুষ্ঠান করিলে, নরকের নিরাকরণ এবং সর্ব্ববিধ মঙ্গলসংঘটন হয়। মুনে ! তোমার নিকট মধূকপূজা এবং মাসিক পূজাও যথাযথ কীর্ত্তন করিলাম ॥ ৬৫—৬৬ ॥ যে ব্যক্তি সর্ব্বাঙ্গীন রূপে এই মধূকপূজায় প্রবৃত্ত হয়, হে অনঘ ! তাহার রোগবাধাদিভয় উদ্ভূত হয় না ॥ ৬৭ ॥ অতঃপর আমি প্রকৃতিরূপিণী মহাদেবীর অপর পঞ্চক কীর্ত্তন করিব।

সাখ্যানঞ্চ সমাহাত্ম্যং প্রকৃতেঃ পঞ্চকং মুনে ! ।
কুতূহলকরঞ্চৈব শৃণু মুক্তিবিধায়কম্ ॥ ৬৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং [illegible]
বিধানে অষ্টমস্কন্ধে দেবীপূজননিরূপণং নাম চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

নন্দাগ্নিবসুভিঃ (৮৩৯) পদ্যৈর্দ্বৈপায়নমুখচ্যুতৈঃ । দেবীভাগবতস্যাস্যাষ্টমস্কন্ধ উদীরিতঃ ॥

অত্রাষ্টমস্কন্ধারম্ভে মন্বাদিভিঃ কথং পূজ্যতে ইত্যেকঃ প্রশ্নঃ কৃতঃ। কেষু স্থানেষু কেন রূপেণ পূজ্যতে ইতি দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ। সদাচারবিষয়কস্তৃতীয়ঃ। বিরাটস্বরূপস্য যথাবদ্বর্ণনং কুর্ব্বিতি চতুর্থঃ প্রশ্নঃ। তত্র ব্যাসেন নারদনারায়ণয়োঃ সংবাদমিষেণ চতুর্থপ্রশ্নস্যোত্তরং দত্তম্। দ্বিতীয়প্রশ্নস্যাপি তৎ সংবাদমিষেণ কিঞ্চিদুত্তরং দত্তম্। নবমস্কন্ধেন তু সর্ব্বমুত্তরং দাস্যতি। দশমস্কন্ধেন তু প্রথমপ্রশ্নস্যোত্তরং দাস্যতীতি বোধ্যম্।

শ্রীমচ্ছৈবকুলোৎপন্নো রঙ্গনাথাত্মজঃ সুধীঃ ।
শ্রীলক্ষ্মীগর্ভসম্ভূতো নীলকণ্ঠোঽভিধানতঃ ॥ ১ ॥
দেবীভাগবতস্যাস্য ব্যাখ্যানরহিতস্য চ ।
ব্যাখ্যাং যঃ কৃতবান্ সম্যক্তিলকাখ্যাং মহত্তরাম্ ॥ ২ ॥
অষ্টমস্কন্ধ এতস্যাঃ সমাপ্তোঽভূচ্ছুভার্থদঃ ।
প্রীয়তাস্তেন মেঽনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডনায়িকা ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীশৈবকুলোৎপন্নরঙ্গনাথাত্মজলক্ষ্মীগর্ভজনীলকণ্ঠবিরচিতে
ভাগবতব্যাখ্যানে তিলকাভিধে অষ্টমস্কন্ধে
চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

তাঁহার নাম, রূপ ও উৎপত্তি সমুদায়ই জগতের আনন্দ সমুদ্ভাবন করে ॥ ৬৮ ॥ মুনে ! আখ্যান ও মাহাত্ম্যের সহিত এই প্রকৃতিপঞ্চক শ্রবণ কর। ইহাকে যেমন কৌতূহলজনক, সেইরূপই মুক্তিবিধায়ক জানিবে ॥ ৬৯ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-
ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে দেবীপূজানিরূপণ বর্ণন
নামক চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

সমাপ্তশ্চায়ং অষ্টমস্কন্ধঃ ।